আগাথা ক্রিস্টি

৫০

Scaned By
Daenerys
Stromborn
HOUSE OF TARGARYEN
MOTHER OF
DRAGONS

সূচীপত্র

ভিক্টরি বলের রহস্য	The Affair at the Victory Ball	৯
গ্র্যান্ড মেট্রোপলিটনে ডাকাতি	The Jewel Robbery at the Grand Metropolitan	২৭
ভিন্নরূপী দুই বোন	The King of Clubs	৪৫
মিস্টার ডেভেনহেইমের অন্তর্ধান রহস্য	The Disappearance of Mr. Devenhemi	৬৩
প্লিমাউথ এক্সপ্রেসের রহস্য	The Plymouth Express	৮৩
পশ্চিমের তারকার অভিযান	The Adventure of Western star	১০০
মার্সডন জমিদারিতে বিপর্যয়	The Tragedy at Marsdon Manor	১৩০
প্রধানমন্ত্রী অপহরণ	The Kidnapped Prime Minister	১৪৬
লক্ষ লক্ষ ডলারের বন্ড ডাকাতি	The Million Dollar Bond Robbery	১৭২
সস্তা ফ্ল্যাটের খোঁজে	The Adventure of Cheap Flat	১৮৬
শিকারীর লজের রহস্য	The Mistery of Hunter's Lodge	২০৭
চকোলেট বাক্সের রহস্য	The Chocolate Box	২২৩
ইজিপ্সীর কবরে অভিযান	The Adventure of Egyptian Tomb	২৩৯
অবগুণ্ঠিতা	The Veiled Lady	২৫৫
জনি ওয়েভার্লির অভিযান	The Adventure of Johnnie Waverly	২৬৮

রহস্যময় মার্কেট বেসিং	The Market Basing Mystery	২৮৪
ইতালিয় সংমানুষের অভিযান	The Adventure of Italian Nobleman	২৯৬
হারানো উইলের মামলা	The Case of Missing Will	৩০৯
অবিশ্বাস্য চুরি	The incredible theft	৩১৮
ক্ল্যাপহাম রাঁধুনির অভিযান	The Adventure of the Clapham Cook	৩৭২
হারানো খনি	The Lost Mine	৩৮৭
রহস্যময় কার্নিশ	The Cornish Mystery	৪০০
জোড়া সূত্র	The Double Clue	৪২৪
খ্রিস্টমাস পুডিংয়ের অভিযান	The Adventure of the Christmas Pudding	৪৩৮
লেমিসুরিয়ারের উত্তরাধিকার	The Lemesurier Inheritance	৪৯১
জোড়া পাপ	Double Sin	৫০৫
ভিমরুলের বাসা	Wasp's Nest	৫২৩
একই ছাদের নিচে প্রতিদ্বন্দ্বী	The Third Floor Flat	৫৩৪
স্প্যানিশ সিন্দুকের রহস্য	The Mystery of the Spanish Chest	৫৮০
মৃত্যু ভাসে আয়নায়	Dead Men's Mirror	৬৩০
গোলাপ বাগানে মৃত্যুর ছায়া	How does your Garden Grow?	৬৯০
সমস্যার নিষ্ঠুর সমাধান	Prblems at Sea	৭১০
ত্রিভূজ প্রেমের কাহিনী	Triangle at Rhodes	৭২৮
আস্তাবলে খুন	Murder in the Muse	৭৫৫
হলুদ আইরিস ফুল	Yellow Iris	৮১৩
স্বপ্ন সম্ভবা	The Dream	৮৩১
অভিনয়	The Nemean Lion	৮৭৯
প্রতিহিংসা	The Learnean Hydra	৯১১
হারকিউলিসের তৃতীয় শ্রম	The Areadian Deer	৯৩৮

ইরিম্যাথিয়ান বরাহ The Erymanthian Boar ৯৫৮
অ্যাজিয়ান আস্তাবল The Augean Stables ৯৮১
স্টিমফেলিয়ান পাখির রহস্য The Stymphalean Birds ১০০০
রহস্যময় ক্রেটান ষাঁড় The Cretan Bull ১০২৫
ঘোড়াদের পোষ মানানোর জন্য The Horses of Diomedes ১০৫৩
হিপ্পোলিটার কোমরবন্ধ The Girdle of Hyppolita ১০৭৪
দানবের নিয়তি The Flock of Geryon ১০৮২
সুখের অসুখ The Apples of the Hesperides ১১০৪
ব্যর্থ অভিনেতা Four-And-Twenty Blackbirds ১১২০
মুক্তোর নেকলেস The Case of Missing Necklace ১১৩৪
অভিশপ্ত অতীত Murder in the Desert ১১৫২
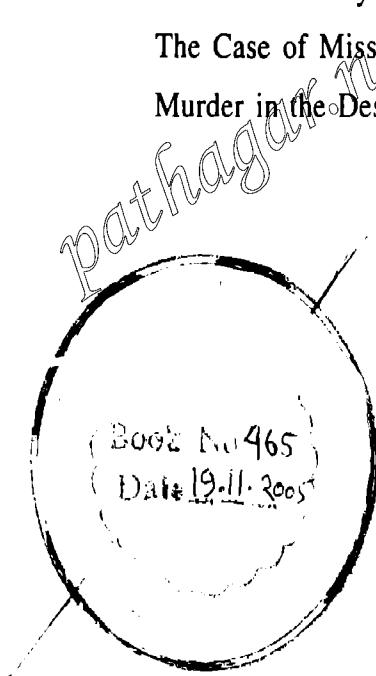
ভূমিকার আগেও কিছু কথা

এই গ্রন্থটিতে এরক্যুল পোয়ারোর ৫০টি বড়গল্প সংকলিত হয়েছে। সংকলিত হয়েছে আগাথা ক্রিস্টির যে সব গল্পগ্রন্থ থেকে তার তালিকা নিচে দিলাম। প্রথম বইটির সবকটি গল্প নেওয়া হলেও দেখছি বাকি গুলোর থেকে সবকটি নেওয়া হয় নি। নিলে ভালো হত যদিও। বিশেষ করে লেবারস অফ এরক্যুল বইটির মাত্র ১টি গল্প বাদ দিয়েছে থাকলে বইটি সম্পূর্ণ পাওয়া যেত।

Poirot Investigates (All)

* 1.1 The Adventure of "The Western Star"
* 1.2 The Tragedy at Marsdon Manor
* 1.3 The Adventure of the Cheap Flat
* 1.4 The Mystery of Hunter's Lodge
* 1.5 The Million Dollar Bond Robbery
* 1.6 The Adventure of the Egyptian Tomb
* 1.7 The Jewel Robbery at the Grand Metropolitan
* 1.8 The Kidnapped Prime Minister
* 1.9 The Disappearance of Mr. Davenheim
* 1.10 The Adventure of the Italian Nobleman
* 1.11 The Case of the Missing Will
* The Chocolate Box
* The Veiled Lady
* The Lost Mine

Poirot's Early Cases

* 1.1 The Affair at the Victory Ball
* 1.2 The Adventure of the Clapham Cook
* 1.3 The Cornish Mystery
* 1.4 The Adventure of Johnnie Waverly
* 1.5 The Double Clue
* 1.6 The King of Clubs
* 1.7 The Lemesurier Inheritance
* 1.8 The Lost Mine
* 1.9 The Plymouth Express
* 1.10 The Chocolate Box
* 1.11 The Submarine Plans (Not In This Book)
* 1.12 The Third Floor Flat
* 1.13 Double Sin
* 1.14 The Market Basing Mystery
* 1.15 Wasp's Nest
* 1.16 The Veiled Lady
* 1.17 Problem at Sea
* 1.18 How Does Your Garden Grow?

Murder in the Mews (All)

* 1.1 Murder in the Mews
* 1.2 The Incredible Theft
* 1.3 Dead Man's Mirror
* 1.4 Triangle at Rhodes

The Labours of Hercules

1.2 "The Nemean Lion"
1.3 "The Lernaean Hydra"
1.4 "The Arcadian Deer"
1.5 "The Erymanthian Boar"
1.6 "The Augean Stables"
1.7 "The Stymphalean Birds"
1.8 "The Cretan Bull"
1.9 "The Horses of Diomedes"
1.10 "The Girdle of Hyppolita"
1.11 "The Flock of Geryon"
1.12 "The Apples of Hesperides"
1.13 "The Capture of Cerberus" (NITB)

The Adventure of the Christmas Pudding (Both Hercule & Marple)
* 1.1 The Adventure of the Christmas Pudding, or The Theft of the Royal Ruby
* 1.2 The Mystery of the Spanish Chest
* 1.3 The Under Dog (NIT)
* 1.4 Four and Twenty Blackbirds
* 1.5 The Dream
* 1.6 Greenshaw's Folly (NIT)

The Regatta Mystery (Both Hercule & Marple)
* The Regatta Mystery
* The Mystery of the Baghdad Chest
* How Does Your Garden Grow?
* Problem at Pollensa Bay
* Yellow Iris
* Miss Marple Tells a Story
* The Dream
* In a Glass Darkly
* Problem at Sea

রহস্য সাম্রাজ্ঞী আগাথা ক্রিস্টি ও তাঁর গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোর পরিচিতি

রহস্য গোয়েন্দা উপন্যাস ও গল্পের কথা আলোচনা করতে গেলে অনেক স্মরণীয় লেখকের নাম করতে হয়, যেমন এডগার অ্যালান পো থেকে শুরু করে আর্থার কোনান ডয়াল, এলারি কুইন, পিটার চিনি, স্ট্যানলি গার্ডনার, এমনি আরও কতো নাম। গোয়েন্দা রহস্যের পটভূমিতে এঁরা সকলেই যে কৃতী লেখক তা অনস্বীকার্য। কিন্তু গোয়েন্দা রহস্য গল্প উপন্যাসকে বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উত্তরণের ক্ষেত্রে মাত্র একজনেরই অবদানের কথা মনে থাকে। তিনি হলেন গোয়েন্দা-সাহিত্যের সাম্রাজ্ঞী আগাথা ক্রিস্টি! গোয়েন্দা রহস্য উপন্যাসে, গল্পে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, ঘটনার বিন্যাস এবং সঙ্গতিবোধের কোনো তুলনাই হতে পারে না। তাছাড়া তাঁর চরিত্র সৃষ্টির মুন্সিয়ানা আরও বিস্ময়কর। আর তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা ছোটখাটো চেহারার এরকুল পোয়ারো যেন একটি জীবন্ত চরিত্র!

কিন্তু তাঁর এই গোয়েন্দা চয়নের কাজটা খুব সহজে হয়নি। এ ব্যাপারে তাঁর ভাষাতেই বলছি :

কাকে আমি একজন গোয়েন্দা হিসেবে পাবো? বাস্তবে যেসব গোয়েন্দাদের সঙ্গে আমি মিলিত হয়েছি এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা কাহিনীতে যাদের আমি প্রশংসা করেছি, তাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় গোয়েন্দা শার্লক হোমস্,—একম্ ও অদ্বিতীয়ম্। আমি তার সমকক্ষ কখনো হতে পারবো না। আর একজন হলেন আরসেন লুপিন, কিন্তু সে কি একজন অপরাধী, নাকি একজন গোয়েন্দা? যাইহোক, সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। আর আছে একজন তরুণ সাংবাদিক, রৌলেটাবিলে, যাকে পেয়েছি "দ্য মিস্ট্রি অফ দ্য ইয়েলো রুম-এ", হ্যাঁ, ঠিক এই ধরনের একজন লোককেই আমি আবিষ্কার করতে চাই, এমনি একজন যাকে আগে কখনো ব্যবহার করা হয়নি। সেরকম একজনকে কি ভাবেই বা পেতে পারি? একটি স্কুল বয়? সেটা নেহাতই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তবে কি একজন বিজ্ঞানী? কিন্তু বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে আমি কতোটুকুই বা জানি? তারপর আমার মনে পড়লো বেলজিয়ান উদ্বাস্তুদের কথা। টর-এর যাজক-পল্লীতে বেশ কিছু বেলজিয়ান উদ্বাস্তুদের কলোনি আছে। ভাবলাম তাহলে কেনই বা আমি একজন বেলজিয়ানকে আমার গোয়েন্দা হিসেবে নির্বাচন করবো না? সেই সব

কলোনিতে সব ধরনেরই উদ্বাস্তু আছে। আচ্ছা, একজন উদ্বাস্তু পুলিশ অফিসার পেলে কেমন হয়? একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার। তবে খুব কম বয়সের যুবক নয়। এখন আমি ভাবছি, তখন এরকম চিন্তা করে আমি কি ভুলই না করেছিলাম। এর ফলে আমার সেই কাল্পনিক গোয়েন্দাটির বয়স এখন একশোরও বেশি হয়ে গেছে।

যাইহোক, আমি একজন বেলজিয়ানকে আমার গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করি। ধীরে ধীরে তার ভূমিকা রপ্ত করার সুযোগ দিই আমি তাকে। প্রথমে একজন ইন্সপেক্টার হিসেবেই তার কাজ করা উচিত যাতে করে অপরাধ জগত সম্পর্কে তার মনে ধারণা জন্মায়। তাকে খুঁটিনাটি ব্যাপারে অতি সতর্ক এবং ফিটফাট ছিমছাম হতে হবে। ছোটখাটো চেহারার একজন ছিমছাম ব্যক্তি। আর তাকে খুব চালাক-চতুর হতে হবে। তাকে তার মস্তিষ্কের কোষগুলি সদাজাগ্রত ও সচল রাখতে হবে। আর তার মনে ছোট ছোট ধূসর কোষ থাকতে হবে। আর তার একটা সুন্দর নাম থাকবে, যেমন শার্লক হোমসের নামটা আমার খুবই পছন্দ এবং তার পরিবারেরও একটা পরিচিতি থাকবে, যেমন শার্লকের ভাই মাইক্রফট্ হোমস্!

আচ্ছা, আমার এই ছোটখাটো গোয়েন্দা লোকটির নাম এরকুল রাখলে কেমন হয়? নামটা বেশ ভাল, আমার পছন্দসই নাম বটে। তবে তার শেষ নামটা পছন্দ করা খুব কষ্টকর ব্যাপার হয়ে উঠলো আমার কাছে। জানি না, শেষ পর্যন্ত "পোয়ারো" রাখলাম কি করে? হঠাৎই নামটা তখন আমার মাথায় এসেছিল, নাকি কোনো খবরের কাগজ কিংবা কোনো বইতে দেখেছিলাম কিনা তা আজ আর মনে নেই। যাইহোক, নামটা আমার মাথায় এসেছিল তখন। হ্যাঁ, এরকুল নামটাই আমার পছন্দ হয় শেষ পর্যন্ত। এরকুল পোয়ারো, এটাই উপযুক্ত নাম। আমি যেমনটি চেয়েছিলাম হাতের কাছেই পেয়ে গেলাম। এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

"দ্য মিস্টিরিয়াস অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইলস-এ" এরকুল পোয়ারো একজন সফল গোয়েন্দা হিসেবে পরিচিত হয়ে যায়। তাই আমি ঠিক করি তাকেই আমার পরবর্তী গল্প-উপন্যাসে গোয়েন্দা হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে দেবো। "দ্য স্কেচ" পত্রিকার সম্পাদক ব্রুস ইনগ্রাম খুব পছন্দ করতেন পোয়ারোকে। তিনিই আমাকে "দ্য স্কেচ" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে পোয়ারোর গল্প লিখে যাবার পরামর্শ দেন। এই প্রস্তাবটা আমাকে খুবই প্রেরণা দেয়। "দ্য স্কেচ' পত্রিকায় পোয়ারোর ধারাবাহিক গল্প আমাকে প্রভূত সাফল্য এনে দেয়।

আমি যে শুধু গোয়েন্দা গল্পের সঙ্গেই গাঁটছাড়া বেঁধে ছিলাম তা নয়, সেই সঙ্গে দু'টি মানুষের সঙ্গে আমি ওতঃপ্রতোভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম, তারা হলো আমার কল্পনায় সৃষ্ট এরকুল পোয়ারো এবং তার সহযোগী ওয়াটসন, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস আমাকে প্রভূত আনন্দ দেয়। সে একজন গতানুগতিক সৃষ্টি। তবু সে এবং পোয়ারো একটা গোয়েন্দা দল হিসেবে আমার ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে গেছে

প্রতিটি গল্প-উপন্যাসে। আমি এখনো শার্লক হোমসের ভাবধারায় লিখে যাচ্ছি, ঝানু গোয়েন্দা সে। আর সেই সঙ্গে পোয়ারোর সঙ্গী হিসেবে রেখেছি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চতুর ইন্সপেক্টার জ্যাপকে।

এখন আমি ভাবছি, একটা ভয়ঙ্কর ভুল করে ফেলেছি এরকুল পোয়ারোকে আমার গোয়েন্দা হিসেবে নির্বাচন করে। কারণ তার বয়স হয়ে গেছে। হয়তো খুব বেশিদিন বাঁচবে না সে। তাই কয়েকটা বই বেরনোর পর আমি ঠিক করি একজন নতুন গোয়েন্দার খোঁজ করতে হবে, যে পোয়ারোর সমস্ত গুণের অধিকারী হবে, কিন্তু বয়সে তরুণ হবে সে।

ওদিকে আমার গুণমুগ্ধ পাঠক-পাঠিকারা প্রায়ই চিঠি লিখে আমাকে অনুরোধ করে যাচ্ছে, আমার মহিলা গোয়েন্দা মিস মার্পলের সঙ্গে এরকুল পোয়ারোর সাক্ষাৎকার যেন ঘটিয়ে দিই আমার পরবর্তী গল্প-উপন্যাসে। কিন্তু কেনই বা তারা মিলিত হবে? আমি নিশ্চিত, এটা তারা ভাল চোখে দেখবে না এবং ঠিক মতো উপভোগও করবে না। ইগোয়িস্ট এরকুল পোয়ারো কখনোই একজন বয়স্কা অবিবাহিতা মহিলাকে পছন্দ করবে না। এরকুল পোয়ারো একজন পেশাদার গোয়েন্দা তাই সে কখনোই অন্য গোয়েন্দা মিস মার্পেলের জগতে প্রবেশ করতে চাইবে না। হয়তো সে ভাববে, তার পেশায় হানিকর কিছু ঘটে যেতে পারে। না, তারা আমার গোয়েন্দা জগতে দু'জন ভিন্ন ভিন্ন দু'টি তারকা। এবং তারা তাদের নিজস্ব জগতে উজ্জ্বল হয়ে থাকুক, এটাই আমি চাই। যতক্ষণ না অভাবনীয় কোনো ঘটনা ঘটে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের একত্রিত করব না কখনো।

এই হলো এরকুল পোয়ারো সম্পর্কে আগাথা ক্রিস্টির বিশ্লেষণ। আর সেই সঙ্গে পোয়ারোর পরিচিতি লেখারও শেষ এখানে। নমস্কারান্তে ধন্যবাদ।

—সৌরেন দত্ত

ভিক্টরি বলের রহস্য

THE AFFAIR AT THE VICTORY BALL

'এই গল্পটি ১৯২৩ সালের ৭ই মার্চ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।

বেলজিয়ান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান আমার বন্ধুবর এরকুল পোয়ারোর স্টাইলস্ কেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় একটা সুবর্ণ সুযোগ যেন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম আমার চোখের সামনে। তার সাফল্যই তাকে বিখ্যাত করে তুলেছিল। তাই সে ঠিক করে, অপরাধ জগতের সব সমস্যার সমাধানের কাজে নিজেকে সে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করবে। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত এবং পঙ্গু হয়ে যাওয়ার দরুন সৈনিকের পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত লন্ডনে তার সঙ্গে বাসা বাঁধলাম। যেহেতু প্রাথমিক ভাবে আমি তার বেশিরভাগ কেসের ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, তাই সে আমাকে অত্যন্ত সারা জাগানো কেসগুলো নির্বাচন করে রেকর্ড করে রাখতে বলল। তা করতে গিয়ে আমি অনুভবে বুঝলাম, সেই অদ্ভুত জটিল কেসটা দিয়ে শুরু করলেই বোধহয় ভাল হয়। সেই সময় এই কেসটা জনসাধারণের মনে দারুণ আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। তাই আমি ভিক্টরি বলের কেসটার ব্যাপারে উল্লেখ করলাম।

সেই কেসটার কথা বলতে লক্ষ্য করলাম তার মনোভাবটা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। এর থেকেও আরও অনেক দুর্বোধ্য কেসের ব্যাপারেও তো তার বিচিত্র পদ্ধতি দেখেছি, প্রথমে ভাবলেশহীন, নির্লিপ্ত; কিন্তু তারপরেই হঠাৎ প্রদীপের আলো দপ্ করে জ্বলে ওঠার মতো চনমনে হয়ে ওঠে সে। এক্ষেত্রেও আমি ঠিক সেরকমই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটার অপেক্ষায় বসে আছি, কারণ আমি বেশ ভাল করেই জানি যে, এটা একটা অত্যন্ত সারা জাগানো কেস, পরিচিত বহু মানুষ এর সঙ্গে জড়িত, আর শুধু তাই নয়, এ কেসের ব্যাপারে খবরের কাগজগুলো ভয়ঙ্কর প্রচার চালিয়েছে যার ফলে সব মানুষের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড কৌতূহল দেখা দিয়েছে, তারা জানতে চায় এ কেসের রহস্যটা কি? কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই রহস্যের কোনো সমাধানই হয়নি। তাই অনেক দিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, এ কেসের এমন জটিল রহস্যের সমাধান সূত্র খুঁজে বার করে দিতে পারে একমাত্র পোয়ারোই, কেবল সে-ই সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে পারে এই রহস্যের পিছনে কি আছে!

বসন্তের এক সুন্দর সকালে পোয়ারোর ঘরে আমরা বসে আছি, আমার ছোট-খাটো

চেহারার বন্ধুটিকে এই মুহূর্তে দেখে মনে হয়, সে বেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন সপ্রতিভ এবং বেশ কর্মতৎপর, তার ডিম্বাকৃতি মাথাটা একদিকে সামান্য একটু ঝুলে পড়েছে। সে তার গোঁফে এক নতুন ধরনের প্রসাধনী মলম লাগাতে ব্যস্ত তখন। এদিকে আমি এখন 'দ্য ডেইলি নিউজমঙ্গার' কাগজটা পড়তে ব্যস্ত, হঠাৎ সেই সময় একটা দমকা হাওয়ায় আমার হাতের কাগজটা উড়ে গেল, সামনেই মেঝের ওপর সেটা লুটোপুটি খেতে থাকলো। একটু আগেও অত্যন্ত গভীর মনোযোগ সহকারে কাগজটা পড়ছিলাম, দমকা হাওয়া এসে আমার সেই মনের একাগ্রতা ভেঙে রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এই সময় আমার নাম ধরে কে যেন ডেকে উঠলো।

'বন্ধু, অমন গভীরভাবে কি চিন্তা করছো?'

'সত্যি কথা বলতে কি, উত্তরে আমি বললাম, 'আমি সেই রহস্যজনক ভিক্টরি বলের ব্যাপারটার কথা ভাবছিলাম। সেটার চাঞ্চল্যকর খবরে ভর্তি কাগজটা।' কথা বলার ফাঁকেই হাত বাড়িয়ে কাগজটা তুলে নিলাম।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। যে কেউ এ কেসের খবর যতো পড়বে ততো বেশি রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়বে!' আমি আমার বক্তব্যের বিষয়টাকে আরো বেশি করে তাতিয়ে দিতে চাইলাম। 'কে লর্ড ক্রনশাকে খুন করেছে? একই রাত্রে কোকো কোর্টিনের মৃত্যুটা কি নেহাতই একটা কাকতালীয় ব্যাপার? নাকি সেটা কি একটা দুর্ঘটনা। কিংবা ভদ্রমহিলা ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরিক্ত পরিমাণের কোকেন গ্রহণ করেছিলেন?' এখানে একটু সময়ের জন্যে থেমে হঠাৎ আবার নাটকীয়ভাবে বলে উঠলাম, 'এই সব প্রশ্নই আমি এখন নিজেকে করছি।'

পোয়ারো আমার কথায় সায় না দেওয়ায় স্বভাবতই আমি একটু বিরক্ত হলাম। আয়নার দিকে সে পিটপিট করে তাকালো এবং নেহাতই বিড়বিড় করে বলল, 'ভেবে দেখলাম, এই নতুন মলমটা গোঁফে বোলানোর পক্ষে খুবই ভাল।' যাইহোক, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা মাত্র সে তাড়াতাড়ি আবার এও বলল, 'তা হতে পারে। যাইহোক, তোমার প্রশ্নের উত্তর কি করে দিলে বলো?'

কিন্তু উত্তরটা আমি দেবার আগেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল, এবং আমাদের বাড়িউলি জানালেন, ইন্সপেক্টর জ্যাপ এসেছেন।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এই পুলিশ অফিসারটি আমাদের পুরনো বন্ধু এবং আমরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালাম।

'আঃ আমার প্রিয় জ্যাপ,' পোয়ারো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলল, 'তা আমাদের দেখতে আসার এমন কি কারণ ঘটলো জানতে পারিকি?'

'ভাল কথা মঁসিয়ে পোয়ারো,' উত্তরে জ্যাপ বলল, এবং থিতু হয়ে একটা চেয়ারে বসে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন তিনি। 'এই মুহূর্তে আমার হাতে এমন

একটা কেস এসেছে, তাতে আমার মনে হয়েছে এটা তোমার খুবই উপযুক্ত হবে। তাই আমি জানতে এসেছি, এই কেসটা তুমি কি নেবে?'

জ্যাপের ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পর্কে পোয়ারোর একটা উচ্চ ধারণা আছে। অবশ্য তার কাজের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু নীতির অভাব আছে। কিন্তু আমি আমার তরফ থেকে মনে করি, গোয়েন্দাদের সব চেয়ে বেশি দক্ষতা নিহিত থাকে তাদের কপট অজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে। এই যে ইন্সপেক্টর জ্যাপ আমার বন্ধুবর পোয়ারোর সাহায্য প্রার্থনা করলেন, এটা তাঁর স্রেফ একটা ভান মাত্র। আসলে এই ভান করার মাধ্যমে তিনি জেনে নিতে চাইছেন পোয়ারো কি পরামর্শ দিচ্ছে। কে জানে তাঁর নিজের অনুমানও তো ভুল হতে পারে। তাই পোয়ারোকে আহ্বান করে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন জ্যাপ।

'তা ঘটনাটা কি?' পোয়ারো জানতে চাইলো।

'এটা সেই ভিক্টরি বল,' জ্যাপ পোয়ারোর মনে বিশ্বাস জাগানোর জন্যে বললেন, 'এসো, এখন নিশ্চয়ই তুমি এই কেসটা হাতে নেবে, কি বলো?'

পোয়ারো আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

'আমার বন্ধু হেস্টিংসও আমার সাথী হবে। তাছাড়া ইতিমধ্যেই এই কেসটা নিয়ে ও মাথা ঘামাতে শুরু করে দিয়েছে।'

'ঠিক আছে,' জ্যাপ পোয়ারোর কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'হেস্টিংস আর তুমি দু'জনেই যাবে। আমি তোমাকে বলতে পারি পোয়ারো, এটা তোমার টুপিতে এক ধরনের পালকের মতো, নতুন পালক, নতুন অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ, এই কেসের গভীরে ঢুকতে পারলে তোমার জ্ঞান অনেক বেড়ে যাবে। এখন এসো, এই কেসটার ব্যাপারে আলোচনা করা যাক। মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার মনে হয়, এ কেসের মূল ঘটনার কথা তুমি নিশ্চয়ই জানো।'

'ওই খবরের কাগজ থেকে যা জেনেছি, আর তুমি তো জানো সাংবাদিকদের অনুমান অনেক সময় গোয়েন্দা পুলিশদের ভুল পথে চালনা করে। তাই যদি সম্ভব হয় সমস্ত ঘটনা খুলে বলো আমাকে।'

'বেশ তো বলছি শোনো।' জ্যাপ তাঁর পায়ের ওপর অপর পাটা রেখে যুতসই হয়ে বসে বলতে শুরু করলেন।

'সারা দুনিয়া জানে, গত মঙ্গলবার একটা গ্র্যান্ড ভিক্টরি বল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি দু'পেনি-আধপেনির ডাক, ডাক এভাবেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকবে, আজকের এ খেলার এটাই নিয়ম। কিন্তু এটা ছিল সত্যিকারের খেলা, যা কিনা কলোম্বাস হলে অনুষ্ঠিত হয় এবং তোমাদের লর্ড ক্রনশ আর তাঁর পার্টি সহ প্রায় সমস্ত লন্ডনবাসী জমায়েত হয়েছিল সেখানে।'

'তাঁর পরিচয়লিপি?' পোয়ারো বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'মানে আমি বলতে চাই তাঁর জীবনী সম্পর্কে যদি কিছু বলো...'

'ভিসকাউন্ট ক্রনশ পঞ্চম ভিসকাউন্ট ছিলেন। বছর পঁচিশ বয়স, বিত্তবান,

অবিবাহিত এবং তাঁর কাছে নাট্যজগৎটা খুবই প্রিয় ছিল। এই সূত্রেই অ্যালবানি থিয়েটারের মিস কোর্টিনে যে তাঁর বাগ্‌দত্তা ছিলেন, এরকম একটা খবর রটে গেছলো। মেয়েটি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে 'কোকো' নামে পরিচিত ছিলেন। সব দিক থেকেই তিনি একজন অত্যন্ত আকর্ষণীয়া যুবতী মহিলা ছিলেন।

'ভাল। বলে যাও!'

'লর্ড ক্রনশ-এর পার্টির সদস্য ছিল ছ'জন। তিনি নিজে, তাঁর কাকা অনারেবল অস্টেস বেলটেন, একজন সুন্দরী আমেরিকান বিধবা মিসেস ম্যালেবি, একজন তরুণ অভিনেতা ক্রিস ডেভিডসন, তার স্ত্রী, এবং সর্বশেষে মিস কোকো কোর্টিনে। সেটা ছিল একটা ফ্যান্সি ড্রেস বল, সে তো তুমি জানো, আর ক্রনশ পার্টি পুরনো ইটালীয় কমেডির প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

'দ্য কমেডিয়া ডেল আর্ট', বিড়বিড় করে পোয়ারো বলল, 'আমি জানি।'

যাইহোক, অস্টেন বেলটনের সংগৃহীত চীনা কস্টিউমের নকল করা হয়েছিল। হারলেকুইনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন লর্ড ক্রনশ; পুন্সিনেলোর ভূমিকায় বেলটেন; পুলসিনেলার ভূমিকায় মিসেস ম্যালেবিকে দারুণ মানিয়েছিল; পিয়েরট এবং পিয়েরেটির ভূমিকায় ডেভিডসন দম্পতি, মিসেস কোর্টিনেকে অবশ্যই কোলাম্বিনের ভূমিকায় চমৎকার মানিয়েছিল। এখন সন্ধ্যার ঠিক আগে দেখা গেল কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে। লর্ড ক্রনশকে কেমন যেন বিষণ্ণ এবং তাঁর স্বভাবে একটা অদ্ভুত ভাব দেখা গেল। আমন্ত্রকের আয়োজিত একটা ছোট ঘরে যখন সেই পার্টির সদস্যরা নৈশভোজে মিলিত হলো তখন সবাই লক্ষ্য করলেন, তিনি এবং মিস কোর্টিনে যেন কথা বলার অবস্থায় আর নেই। তবে মিস কোর্টিনে অবশ্য কাঁদছিলেন এবং তখন তাঁকে হিস্ট্রিয়া রোগিনীর মতো দেখাচ্ছিল। খাওয়া তখন সবার মাথায় উঠে গেছে, খাবার অখাদ্য লাগলো তাদের কাছে, সেই সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তিবোধ। তাঁরা সবাই ডাইনিংরুম থেকে চলে গেলে পর মিস কোর্টিনে ক্রিস ডেভিডসনের দিকে ফিরে তাকালেন এবং ফিস্‌ফিসিয়ে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে ফিস্‌ফিসিয়ে অনুরোধ করলেন, কারণ ভিক্টরি বলের খেলায় তিনি অসুস্থবোধ করছেন। তরুণ অভিনেতা লর্ড ক্রনশয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি একটু ইতস্তত করেন, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁদের ডাইনিংরুমে ফিরিয়ে আনলো। কিন্তু সমন্বয়সাধনের জন্য তাঁর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় স্বভাবতই তিনি একটা ট্যাক্সি ডেকে ক্রন্দনরত মিস কোর্টিনেকে তুলে নিয়ে তাঁর ফ্ল্যাটে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। যদিও মিস কোর্টিনে অবশ্য খুবই ঘাবড়ে গেলেও তিনি কিন্তু ক্রিস ডেভিডসনের ওপর আস্থা রাখতে পারলেন না, শুধুই বার বার বলে যাচ্ছিলেন, এর জন্যে বৃদ্ধ ক্রোনশকে দুঃখ প্রকাশ করতে বাধ্য করবেন। কেবলমাত্র এই কথা থেকেই আমরা আভাস পাই এই মনে করে যে, তাঁর মৃত্যুটা দুর্ঘটনাজনিত নাও হতে পারে, এবং এ ব্যাপারে একটু অনুসন্ধান করা দরকার। যে সময়ে ডেভিডসন তাকে তাঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে যান তখন কলোসাস হলে ফিরে যাওয়ার পক্ষে অনেক

দেরী হয়ে গেছলো। তাই ডেভিডসন সরাসরি তাঁর চেলসীর ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে থাকবেন। আর তাঁর স্ত্রী তাঁর যাওয়ার কিছু পরেই হয় তো ফিরে গিয়ে থাকবেন। এবং তাঁর চলে আসার পর সেই ভয়ঙ্কর বেদনাময় ঘটনার খবরটা দিয়ে থাকবেন তাঁর স্বামীকে।

এর থেকে মনে হয়, লর্ড ক্রনশ বলের খেলা চলতে থাকলে একটু একটু করে খুবই বিষণ্ণ হয়ে থাকবেন। তিনি তাঁর দলের সদস্যদের কাছ থেকে বেশ তফাতে চলে যান, এবং সন্ধের বাকী সময়টা তারা তাঁকে খুব কমই দেখতে পেয়েছিলেন। তখন প্রায় রাত দেড়টা হবে, পল্লীনৃত্য শুরু হওয়ার ঠিক আগে যখন প্রত্যেককে মুখোস খুলে ফেলতে হয়, একজন অফিসারের ভাই, ক্যাপ্টেন ডিগবি, যিনি তাঁর ছদ্মবেশের কথা জানতেন, তাঁকে একটা বক্সে দাঁড়িয়ে থেকে নিচের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে দেখেছিলেন।

'হ্যালো ক্রঞ্চ,' তিনি তাঁকে ডেকে বলেন, 'নিচে নেমে এসে সবার সঙ্গে মেলামেশা করার চেষ্টা করুন। ওখানে একা একা দাঁড়িয়ে থেকে কি ভাবছেন? চলে আসুন, খেলা বেশ জমে উঠেছে।'

'ঠিক বলেছেন!' উত্তরে ক্রনশ বলেন, 'আমার জন্যে অপেক্ষা করুন, তা না হলে ভীড়ের মধ্যে আপনাকে খুঁজে পাবো না।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রনশ বক্স ছেড়ে উঠে এলেন। এদিকে ক্যাপ্টেন ডিগবি মিসেস ডেভিডসনের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকেন। বেশ কয়েক মিনিট অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও লর্ড ক্রনশ কিন্তু এলেন না। শেষ পর্যন্ত ডিগবি অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

'আচ্ছা, উনি কি ভেবেছেন, ওঁর জন্য আমরা সারা রাত ধরে অপেক্ষা করে থাকবো?' তিনি মৃদু চিৎকার করে উঠলেন।

সেই সময় মিসেস ম্যালেবি এসে যোগ দিলেন তাদের সঙ্গে। এবং তাঁরা তখন ক্রনশের আসতে দেরী করার ব্যাপারে ব্যাখ্যা করে বললেন ভদ্রমহিলাকে।

'সেকি!' ভদ্রমহিলা একটু উদ্বিগ্ন গলায় বলে উঠলেন, 'তাহলে তো এখনি ওঁর খোঁজ করা দরকার! ভদ্রলোক কি কর্পূরের মতো উবে গেলেন?'

সঙ্গে সঙ্গে তখনি অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু প্রাথমিক অনুসন্ধানের পরেও তাঁর কোনো হদিশ মিললো না। হঠাৎ কেন জানি না মিসেস ম্যালেবির মনে হলো, ঘণ্টাখানেক আগে তাঁরা যেখানে নৈশভোজ সারতে গিয়েছিলেন, হয়তো ক্রনশ সেখানে থাকলেও থাকতে পারে। তাঁর অনুমানের কথা শুনেই তারা তখন সেখানে গিয়ে হাজির হলো। সেখানে গিয়ে তাঁরা কি দেখলেন? সেখানে হারলেকুইন বুকে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন।' এই পর্যন্ত বলে ইন্সপেক্টর জ্যাপ থামলেন এবং পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দিলেন এবং গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞদের মতো বললেন, 'এ কেসে তেমন কোনো ক্লু দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু কেন এমন হবে?' এখানে একটু থেমে তিনি আবার বলতে থাকলেন, 'ঠিক আছে, বাকীটা আপনি তো জানেনই। এই বিয়োগান্ত নাটকে শিকার দু'জন! পরের দিন লন্ডনের সমস্ত প্রভাতী সংবাদপত্রের

শিরোনামায় খবরটা বেরোয় এবং এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো এই রকম : 'মিস কোর্টিনে, জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে তাঁর বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, আর তাঁর সেই মৃত্যুর কারণ অতিরিক্ত কোকেন নেওয়ার জন্য। এখন কথা হচ্ছে, এটা কি একটা দুর্ঘটনা, নাকি আত্মহত্যা? তাঁর পরিচারিকা, যাকে সাক্ষ্য দেবার জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছিল, স্বীকার করেছে, মিস কোর্টিনে নিয়মিতভাবে ড্রাগ আসক্ত ছিলেন, তাই স্বভাবতই প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলেই রায় দেওয়া হয়েছে। তাসত্ত্বেও আত্মহত্যার ব্যাপারটা আমরা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। গতরাত্রে ঝগড়া-ঝাঁটির কারণে কোনো ক্লু না পাওয়া যাওয়ায় তাঁর মৃত্যুটা দুর্ভাগ্যজনক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। ভাল কথা, মৃত লর্ড ক্রনস-এর পাশে একটা ছোট এনামেলের বাক্স পাওয়া গেছে। তার ওপর হীরকখচিত কোকো নামটা লেখা ছিল, এবং সেই বাক্সটার অর্ধেক কোকেনে ভর্তি ছিল। মিস কোর্টিনে তার জবানবন্দীতে বলেছে, বাক্সটা তার মিস্ট্রেসেরই ছিল, যিনি সব সময়েই সেটা তাঁর সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন, কারণ তার মধ্যে ছিল তাঁর ড্রাগের যোগান, যার প্রতি তিনি দ্রুত আসক্ত হয়ে উঠছিলেন।

'আচ্ছা, লর্ড ক্রনশ নিজেও কি ড্রাগে আসক্ত ছিলেন?'

'না, তিনি এর থেকে বহু দূরে থাকতেন। মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে তিনি অস্বাভাবিকভাবে বিরুদ্ধমনোভাব পোষণ করতেন।'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লো।

'কিন্তু বাক্সটা যখন লর্ড ক্রনশ-এর পাশে পড়েছিল, তাহলে এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, ক্রিস কোর্টিনে যে সেটা ব্যবহার করতেন এ কথা তিনি বেশ ভাল করেই জানতেন। এটাই তো ইঙ্গিতপূর্ণ, তাই না জ্যাপ?'

'আহ্!' নেহাতই অস্পষ্টভাবে জ্যাপ সংক্ষেপে বললেন।

আমি হাসলাম।

'ভাল কথা,' জ্যাপই আবার তাঁর কথার জের টেনে বললেন, 'এই হলো কেস। এ ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়?'

'নথীভুক্ত হয়নি এমন কোনো ক্লু তুমি নিজের থেকে আবিষ্কার করতে পারোনি?'

'হ্যাঁ, এই তো সেটা,' জ্যাপ তাঁর ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা জিনিস বার করে পোয়ারোর হাতে তুলে দিলেন। পান্না রঙের সবুজ সিল্কের একটা ছোট কেশালঙ্কার বিশেষ, যা থেকে সূতোর ফেঁসো ঝুলে থাকতে দেখা গেল, দেখে মনে হলো যেন জোর করে টেনে নেওয়া হয়েছে।'

'এটা আমরা মৃতব্যক্তির হাতের মুঠো থেকে পেয়েছি, শক্ত করে ধরা ছিল সেটা,' ইন্সপেক্টর সবিস্তারে বর্ণনা দিলেন।

কোনোরকম মন্তব্য না করেই পোয়ারো সেটা ফেরৎ দিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'লর্ড ক্রনশ এর কোনো শত্রু ছিল?'

'না, সেরকম কিছু জানা নেই কারোর।'

'ওঁর মৃত্যুতে কে লাভবান হবে?'

'ওঁর কাকা, অনারেবল অস্টেস বেলটেন। তাঁকে সন্দেহ করার মতো দু'-একটি ঘটনা আছে। বহু লোক বলেছে, সেদিন সেই ছোট্ট ডাইনিংরুম থেকে প্রচণ্ড জোরে তর্কাতর্কির আওয়াজ তারা শুনতে পেয়েছিল। তর্ককারীদের মধ্যে অস্টেস বেলটেন অন্যতম এবং তাঁর কণ্ঠস্বরই বেশি শোনা যাচ্ছিল। দেখো পোয়ারো, টেবিলের ওপর থেকে টেবল-নাইফটা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যা থেকে ধারণা করে নেওয়া যায় যে, ঝগড়ার চরম মুহূর্তে খুনটা হয়তো করা হয়ে থাকবে।'

'তা এ ব্যাপারে মিস্টার বেলটেন কি বলেন?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'ওয়েটারদের মধ্যে একজন যা বলে তা মদের থেকেও খারাপ, আর তা হলো তিনি নাকি ক্রনশ-এর পোশাক তাঁর গা থেকে নামিয়ে দিচ্ছিলেন। আর তখন প্রায় রাত দেড়টা হবে। দেখো, ক্যাস্টেন ড্রিগবির জবানবন্দীতেও দেওয়া সময়টা প্রায় একই বলা যায়। ক্রনশ-এর সঙ্গে তার কথা বলা আর তার মৃতদেহ আবিষ্কার হওয়ার সময়ের মধ্যে মাত্র দশ মিনিটের ব্যবধান।'

'আর সে যাইহোক, আমার ধারণা পুনসিনেলো হিসেবে মিস্টার বেলটেনের পোশাক ছিল অবিন্যস্ত ও কোঁচকানো, তাই নয় কি?'

'কস্টিউমের বিস্তারিত বিবরণ আমার ঠিক জানা নেই', উত্তরে জ্যাপ পোয়ারোর দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তবে পোশাকের সঙ্গে এ খুনের সম্পর্ক থাকতে পারে বলে তো আমার মনে হয় না।'

'না, তা হয় না বটে!' পোয়ারোর হাসির মধ্যে একটা বিদ্রূপের ইঙ্গিত ছিল যেন। হাসি হাসি মুখে সেই আলোচনা সে চালিয়ে যেতে থাকলো, সবুজ আলোয় ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল, ওর এই চাহনি আমার অনেক দেখা, তাই চিনতে একটুও অসুবিধে হলো না। এই ছোট্ট ডাইনিংরুমে একটা পর্দা ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ছিল বৈকি, কিন্তু—'

'আর সেই পর্দার পাশে একজন মানুষকে আড়াল করার মতো যথেষ্ট জায়গাও ছিল, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, বস্তুত সেখানে একটা ছোট্ট নিভৃত স্থান ছিল, কিন্তু এটা তুমি জানলে কি করে, তুমি তো আর সেখানে কখনো যাওনি, তা গিয়েছিলে নাকি মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'না জ্যাপ যাইনি। আসলে আমি মাথা খাটিয়ে পর্দাটা আবিষ্কার করেছি। তাছাড়া, শুনলাম তো, সেখানে নাটক আর নাটকীয় ব্যাপার ছিল। তাই পর্দা থাকবে না, নাটকে ভাবা যায় না। আর সব সময় সবাইকে সব দিক বজায় রেখে চলতে হয়, বিবেচনা করতে হয়। সে যাকগে, এখন বলো, ওঁরা ডাক্তার ডেকেছিলেন?'

'অবশ্যই, এবং সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু তখন করার কিছুই ছিল না। মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে ঘনিয়ে এসে থাকবে।'

পোয়ারো নেহাতই অধৈর্য হয়ে মাথা নাড়লো। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি। তা এই ডাক্তারটি তদন্তের সময় সাক্ষ্য দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো অস্বাভাবিক লক্ষণের কথা তিনি নিশ্চয়ই বলেননি, আর মৃতদেহে এমন কোনো চিহ্ন তিনি দেখতে পাননি যা দেখে তাঁর মনে হয়ে থাকতে পারে যে, সেটা অস্বাভাবিক?'

পোয়ারোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন জ্যাপ।

'হ্যাঁ মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি জানি না এ কথার মধ্যে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? তবে মৃতদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, বিশেষ করে পা দুটোয় কেমন যেন টান-টান ভাব তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, সে কথা তিনি বলেছিলেন। আর তিনি এও জানিয়েছেন যে, এই অস্বাভাবিক চিহ্নটি দেখতে পেয়ে তিনি হতবাক।'

'আহা!' পোয়ারো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলল, 'আহা! এর থেকে যে কোনো লোক চিন্তা করতে পারে, অনেক কিছুই ধারণা করে নিতে পারে, তাই না?'

আমি দেখলাম, এই দিকটার কথা জ্যাপ যেন আদৌ কিছু ভাবেননি।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, তুমি যদি বিষ প্রয়োগের কথা ভেবে থাকো, তাহলে এখন দেখতে হবে, এ জগতে কে প্রথম একজন লোককে বিষ প্রয়োগ করে তারপর তাকে ছুরিবিদ্ধ করতে পারে?'

'সত্যি কথা বলতে কি সেটা অসম্ভব,' শান্তভাবে পোয়ারো সেটা মেনে নিলো।

'মঁসিয়ে, এখন বলো তুমি কি আরও কিছু দেখতে চাও? যেমন ধরো, যে ঘরে মৃতদেহ আবিষ্কার করা হয়, তুমি কি সেটা নিজের চোখে দেখতে চাও?'

পোয়ারো ঘন ঘন হাত নাড়লো।

'না, একটিবারের জন্যেও নয়। তুমি কেবল এখন একটা ব্যাপারের কথা উল্লেখ করেছো যা আমার মনে প্রচণ্ড আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে, আর সেটা হলো, মাদকদ্রব্য গ্রহণের ব্যাপারে লর্ড ক্রনশ-এর দৃষ্টিভঙ্গি।'

'তাহলে তুমি আর কিছুই দেখতে চাও না?'

'স্রেফ একটা জিনিস।' বাধা দিয়ে বলে উঠল পোয়ারো।

'সেটা কি?

'চীনা আকারের সেট যা থেকে কস্টিউম নকল করা হয়েছিল।'

এ কথা শুনে জ্যাপ অবাক চোখে তাকালেন।

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি রসিকতা করছো।'

'সে যাইহোক, এখন বলো, তুমি আমার জন্যে সেটার কোনো ব্যবস্থা করতে পারবে কি?'

'বেশ তো, তুমি যদি তাই মনে করো তাহলে এখনি আমার সঙ্গে বার্কলি স্কোয়ারে

চলো। মিস্টার বেলটেন কিম্বা আমি যেমন বলি তাঁর লর্ডশিপ নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না।'

আমরা সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম। নবাগত লর্ড ক্রনশ বাড়িতে ছিলেন না। তবে জ্যাপ-এর অনুরোধে 'চায়না রুমটা' আমাদের দেখানোর ব্যবস্থা করা হলো, যেখানে দামি দামি জিনিসের সংগ্রহ রাখা ছিল। জ্যাপ-এর মধ্যে কোনো রকম ভাবান্তর দেখা গেল না। কেমন যেন অসহায়ভাবে তাকে সেখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল।

শুধু তাই নয়, হতাশ ভঙ্গিমায় তিনি বলে উঠলেন, 'মঁসিয়ে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, তুমি যা চাইছো তুমি সেটার সন্ধান কি করে করবে?'

কিন্তু পোয়ারো ইতিমধ্যেই ম্যান্টলপীসের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েছিল। আয়নার ওপরে একটা ছোট সেল্‌ফে ছয়টি চীনা মূর্তি দাঁড় করানো ছিল। পোয়ারো অত্যন্ত মনোযোগসহকারে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখছিল এবং মাঝে মাঝে কয়েকটা মন্তব্য করছিল সে।

অবশেষে সে স্পষ্ট করে মন্তব্য করলো, 'পুরনো ইতালীয় কমেডি, তিন জোড়া! আর সেগুলো যথাক্রমে হারলেকুইন এবং কলোম্বাইন, পিয়েরট এবং পিয়েরেটি, সাদা ও সবুজ পোশাকে খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং বেগুনি ও হলুদ পোশাকে সজ্জিত পুন্সিনেলা ও পুলসিনেলা। খুবই সম্প্রসারিত, পুন্সিনেলার কস্টিউম কোঁচকানো, একটা বড় টুপি। হ্যাঁ, আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, খুবই সম্প্রসারিত।'

মূর্তিগুলো সযত্নে সাবধানে ঠিক জায়গায় রেখেছিল সে। তারপর এক লাফে নিচে নেমে দাঁড়ালো।

জ্যাপকে বড়ই অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল। তবে যেহেতু পোয়ারোর এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা করার কোনো ইচ্ছে ছিল না, এ ব্যাপারে গোয়েন্দা তাঁর সাধ্যমতো সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করছিল। এই সময় আমরা সেখান থেকে চলে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আর তখনি বাড়ির কর্তা এসে হাজির হলেন সেখানে। জ্যাপ তাঁর সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ষষ্ঠ ভিসকাউন্ট ক্রনশ-এর বয়স প্রায় পঞ্চাশ, স্বভাবে নম্র, ভদ্র; সুপুরুষ চেহারা, তবে মুখে লাম্পট্য, অসচ্চরিত্রের ছায়া স্পষ্ট। দেখা মাত্রই কেন জানি না তাকে আমার খুবই অপছন্দ হলো। তবে তিনি আমাদের যথেষ্ট খাতির করে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি যে পোয়ারোর দক্ষতা ও খ্যাতির কথা অনেক শুনেছেন সে কথা স্বীকার করতেও ভুললেন না তিনি, এবং হাবভাবে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, আমাদের কোনো কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করবেন।

'আমি জানি পুলিশ তাদের সাধ্যমতো সব কাজ করে যাচ্ছে,' পোয়ারো বলল।

'কিন্তু আমার আশঙ্কা আমার ভাইপোর মৃত্যু-রহস্যের কোনো সমাধানই হবে না,

এখনকার মতো অস্পষ্টই থেকে যাবে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যজনক।'

পোয়ারো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করছিল। 'আপনার ভাইপোর কোনো শত্রু ছিল না বলে কি আপনার মনে হয়?'

'হ্যাঁ, আমি বেশ ভালভাবেই জানি যে, তার কোনো শত্রু ছিল না।' এখানে একটু থেমে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার আর কিছু জানার আছে?'

'আর মাত্র একটা,' এবার পোয়ারোর কণ্ঠস্বর খুব গম্ভীর শোনালো। 'যে কস্টিউমগুলি নকল করা হয়েছিল সেগুলি কি ঠিক আপনার প্রস্তরখণ্ড থেকে?'

'সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি হ্যাঁ।'

'ধন্যবাদ। আমি এ ব্যাপারেই নিশ্চিত হতে চাইছিলাম। আশাকরি দিনটা আপনার ভালই যাবে।'

'অতঃ কিম্? এরপর আমরা দ্রুত পায়ে রাস্তায় নামতেই জ্যাপ জানতে চাইলেন, 'তুমি তো জানো মঁসিয়ে, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আমাকে রিপোর্ট করতে হবে।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে আর ধরে রাখবো না। আমাকে আর একটা ছোট-খাটো ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে, আর তারপরেই—'

'হ্যাঁ, তারপরেই কি হবে?'

'কেসটা সম্পূর্ণ হবে।'

'কি বললে? তুমি কি তাই মনে করো? তার মানে তুমি কি বুঝে গেছো কে লর্ড ক্রনশকে খুন করেছে?'

'সম্ভবত।'

'কে সে? অস্টেস বেলটেন?'

'আহ্, এখনি কেন? তুমি তো আমার দুর্বলতার কথা জানো! সবসময়েই আমার ইচ্ছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেকোনো ব্যাপারের রাশ আমার হাতে ধরে রাখা। তবে অপেক্ষার কোনো কারণ নেই। সময় যখন আসবে আমি সব কিছুই প্রকাশ করে দেবো। আমি কোনো কৃতিত্ব চাই না, যা কিছু কৃতিত্ব সে সবই তোমার হবে, তবে একটা শর্তে, এই রহস্য নাটকের পরিচালন ভার সম্পূর্ণভাবে আমার হাতেই তুলে দিতে হবে, আমি আমার নিজস্ব পথে এর রহস্য উদঘাটন করবো।'

'এ তো খুবই ভাল শর্ত তোমার পোয়ারো', জ্যাপ বললেন, 'সত্যি যদি কখনো এই জটিল রহস্য প্রকাশ পায়, তাহলে তোমার মতো আমার চেয়ে বেশি সুখী আর কেউ হবে না বোধহয়। তবে নিঃসঙ্কোচে আমি স্বীকার করছি, তুমি একটা ঝিনুক, যার মধ্যে অতি মূল্যবান একটা মুক্তো লুকিয়ে আছে, তাই না? হ্যাঁ, তুমি সেটা তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে দাও মঁসিয়ে, আমি সেই সময়টার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবো।'

পোয়ারো হাসলো। 'হ্যাঁ, তোমাকে তো অপেক্ষা করে থাকতেই হবে, কারণ যতক্ষণ আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বাইরে থাকছি ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমার কাজের গতিপ্রকৃতির কথা

সময় মতো দিতে পারবো না। তবে কথা দিচ্ছি, মূল রহস্যের সন্ধান পাওয়ামাত্র আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো হয় ফোনে কিংবা নিজে তোমার দপ্তরে হাজির হবো। আশাকরি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আমার প্রবেশাধিকার থাকবে।'

'অবশ্যই এবং তোমার কাছে ইয়ার্ডের দরজা সব সময়েই খোলা থাকবে। আর আমি এখন হেডকোয়ার্টারে ফিরে চললাম।'

জ্যাপ বিদায় নেওয়ার পরেই পোয়ারো একটা খালি চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়লো আমাকে সঙ্গে নিয়ে।

'আমরা এখন কোথায় চলেছি? আমি আমার কৌতূহল দমন করতে পারলাম না।

'চেলসীতে, ডেভিডসনদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।'

ট্যাক্সিচালককে সে ডেভিডসনদের ঠিকানা দিয়ে বলল, 'এখানে আমাদের নিয়ে চলো।'

'আচ্ছা পোয়ারো, নতুন লর্ড ক্রনশ-এর সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?' আমি জানতে চাইলাম।

'তা আমার প্রিয় বন্ধু হেস্টিংস, আগে তোমার ধারণার কথা বলো!'

'বেশ, আমার সহজাত ধারণার কথা তাহলে শোনো, আমি ওঁকে অবিশ্বাস করি।'

'তার মানে সেই গল্পের বইয়ের মতো উনি একজন "খারাপ প্রকৃতির কাকা" বলে মনে করো, তাই না?'

'কেন, তুমি মনে করো না?'

'আমি! আমি ওঁর সঙ্গে যতটুকু মিশেছি তাতে আমার মনে হয়েছে, আমাদের প্রতি উনি বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ,' এর বেশি কিছু বলতে চাইলো না পোয়ারো।

'তার মানে তোমার ধারণা, ওঁর একটা নিজস্ব কারণ আছে, যা থেকে তোমার এই রকম একটা কিছু মনে হয়েছে!'

পোয়ারো আমার দিকে তাকালো, দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে যা বলল সেটা এই রকম শোনালো : 'নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম কিংবা ধরন এতে নেই, এটা শুধুই আমার অনুমান মাত্র।'

'ম্যানসন' ফ্ল্যাটের একটা ব্লকের চারতলায় থাকতেন ডেভিডসন দম্পতি। তাঁর খোঁজ করাতে আমাদের জানানো হলো, মিস্টার ডেভিডসন বাড়িতে নেই, তবে তাঁর স্ত্রী মিসেস ডেভিডসন ছিলেন। একটা লম্বা ঘরে আমাদের বসতে বলা হলো। ঘরের ছাদটা বেশ নিচু, জানালা-দরজা বন্ধ থাকায় নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মিসেস ডেভিডসন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে মিলিত হলেন আমাদের সঙ্গে। ছোট-খাটো রোগাটে চেহারা, তবে তাঁর মধ্যে সৌন্দর্যের এতটুকু ঘাটতি নেই। মুখে একটা বিমর্ষভাব, চোখের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা যেন স্তিমিত।

এই কেসে আমাদের সম্পর্কের কথা পোয়ারো ব্যাখ্যা করে বলল তাঁকে। সব শোনার পর দুঃখের সঙ্গে তিনি মাথা নাড়লেন।

'বেচারা ক্রঞ্চ! আর বেচারী কোকোর জন্যেও দুঃখ হয়! আমরা দু'জনেই মেয়েটির খুব প্রিয় ছিলাম, তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুটা আমাদের কাছে ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক। তা এ ব্যাপারে আমাকে আপনাদের জিজ্ঞেস করার কি থাকতে পারে জানতে পারি? সেই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সন্ধ্যায় ফিরে যেতে আমার ইচ্ছে হয় এক-এক সময়, কিন্তু সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যের কথা মনে পড়লে, এখনো যেন ভয়ে আমার লোম খাড়া হয়ে ওঠে। তাই—'

'ওহো ম্যাডাম, আমাকে আপনি বিশ্বাস করুন, অপ্রয়োজনে আমি আপনার ভাবাবেগের প্রতি কোনোরকম আঘাত করবো না। ইন্সপেক্টর জ্যাপ যা যা জানার প্রায় সব কিছুই আমাকে বলেছেন। তাই আমি একই প্রশ্ন করে আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না। সেই রাত্রে ভিক্টরি বলের অনুষ্ঠানে আপনি যে কস্টিউমটা পরেছিলেন আমি কেবল সেটাই একবার দেখতে চাই।'

ভদ্রমহিলাকে কেমন যেন বিস্মিত হতে দেখলাম। তাই তাঁর এমন হতাশ মনোভাব দেখে পোয়ারো তেমনি নরম সুরে বলতে থাকলো, 'ম্যাডাম, আপনি নিশ্চয়ই বোঝার চেষ্টা করবেন, আমি আমার দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা মতো কাজ করছি। আমরা সব সময়েই সব অপরাধই বারবার খতিয়ে দেখি, সংশ্লিষ্ট মানুষজনদের কাছে খোঁজ-খবর নিই, পরে সব তথ্যগুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে দেখার চেষ্টা করি নতুন কোনো ক্লু পাওয়া গেল কিনা! আবার এও সম্ভব, হয়তো আমি এ ভাবেই সঠিক প্রতিনিধিত্বের সন্ধান পেয়ে যেতে পারি, আর তাই যদি হয় তাহলে বুঝতেই পারছেন, এ ব্যাপারে কস্টিউমগুলো একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।'

এতো সব কথা শোনার পরেও মিসেস ডেভিডসনের মুখ দেখে মনে হলো যে, তাঁর মন থেকে সন্দেহ তখনও যায়নি।

'কোনো অপরাধের ঘটনা ফিরে আবার তদন্তের কথা আমি অবশ্যই শুনেছি,' অবশেষে মিসেস ডেভিডসন মুখ খুললেন, 'কিন্তু আপনি কস্টিউমের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে এতো যে মনোযোগী আমি তা জানতাম না। যাইহোক, আমি এখনি সেই সব পোশাকগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে আসছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস ডেভিডসন ফিরে এলেন সাদা ও সবুজ রঙ লাগা একগুচ্ছ পোশাক তথা কস্টিউম হাতে নিয়ে। পোয়ারো তাঁর হাত থেকে সেগুলো নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখার পর আবার ফিরিয়ে দিলো মিসেস ডেভিডসনের হাতে।

'এ বড়ই দুঃখের কথা ম্যাডাম, আপনার দুর্ভাগ্য যে, আপনি আপনার একটা মূল্যবান সবুজ রঙের কস্টিউম হারিয়ে বসে আছেন। এখানে কাঁধের ওপর একটা ঝুলে থাকতে দেখছি।'

'হ্যাঁ, ভিক্টরি হলে সেটা ছিঁড়ে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি সেটা তুলে নিয়ে বেচারা লর্ড ক্রনশকে দিয়েছিলাম পরে তার কাছ থেকে ফেরত নেবার জন্য।'

'এ ঘটনা নিশ্চয়ই নৈশভোজের পরে ঘটে থাকবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই!'

'আর সম্ভবত সেই ভয়ঙ্কর বিয়োগান্ত নাটকের খুব বেশি আগে নয়?'

এই সময় মিসেস ডেভিডসনের বিষণ্ণ চোখে একটা আবছা সতর্কের ছায়া পড়তে দেখা গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দিলেন, 'না, না, তার অনেক আগেই। বস্তুতঃ নৈশভোজের ঠিক পরমুহূর্তেই।'

'তাই বুঝি! ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্ত। এরপর আপনাকে আর আটকে রাখবো না। অশেষ ধন্যবাদ ম্যাডাম।

'ভাল কথা পোয়ারো,' বিল্ডিং থেকে বেরোবার সময় আমি বলে উঠলাম, 'এটাই তাহলে সবুজ কস্টিউম রহস্যের ব্যাখ্যা বলা যায়!'

'আমি অবাক হচ্ছি।'

'কেন, তোমার এ কথা বলার অর্থ?'

'হেস্টিংস, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে পোশাক পরীক্ষা করতে দেখে থাকবে?'

'হ্যাঁ দেখেছি বৈকি!'

'যে কস্টিউমটা পাওয়া যাচ্ছে না, ভদ্রমহিলার বর্ণনামতো তার একটা অংশ বলপূর্বক টেনে ছেঁড়া হয়নি; আসলে সেটা কাঁচি দিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছিল। তার প্রমাণ সূতোগুলো একেবারে সমান ছিল। কোথাও এতটুকু ফেঁসো বলতে কিছুই ছিল না।'

'প্রিয় পোয়ারো', আমি মৃদু চিৎকার করে উঠলাম। 'ব্যাপারটা যেন ক্রমে ক্রমে আরও বেশি করে এই মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে।'

'অপর পক্ষে,' পোয়ারো শান্ত ও সংযতভাবে বলল, 'এটা আবার একটু একটু করে ক্রমশ সহজ থেকে সহজতর হয়ে উঠছে।'

'পোয়ারো!' আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'একদিন দেখবে আমি তোমাকে খুন করে বসবো! তোমার সব কিছু নিখুঁতভাবে খুঁজে বার করার সহজ অভ্যাসটা শেষ মাত্রা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষকে প্ররোচিত করে তোলে, শেষটা না জানা অবধি ভয়ঙ্কর একটা কৌতূহল জাগিয়ে রাখে।'

'কিন্তু আমি যখন ব্যাখ্যা করি বন্ধু, সেটা সব সময় নিখুঁতভাবে সহজ নয় কি?'

'হ্যাঁ, সেটা এর একটা বিরক্তিকর অংশ! তারপর আমি মনে করি সেটা আমি নিজেই করতে পারতাম।'

'হ্যাঁ হেস্টিংস তুমি তা করতে পারো। আর যদি তা পারো তাহলে বলবো তোমার ধারণা মতো ব্যবস্থা করো! আমার পদ্ধতি ছাড়াই—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাই করবো, তোমার পদ্ধতি ছাড়াই,' আমি তাড়াতাড়ি বললাম, কারণ আমি জানি পোয়ারোর বাক্‌পটুতা যখন শুরু হয় তখন ধরে নিতে হবে যে, সে তার কাজে সাফল্যলাভ পেতে চলেছে। আর এখন যে সেই সময়টাই উপস্থিত তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না আমার। তাই আমি মনে মনে খুব খুশি হয়ে

পোয়ারোকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন বল, এরপর আমরা কি করবো? তুমি কি এই অপরাধের ঘটনাটা নতুন করে অনুসন্ধান করতে যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, প্রায় সেরকমই বলে ধরে নিতে পারো, আমরা এখন জোর গলায় বলতে পারি, নাটক শেষ। কিন্তু এখানে আমি সংযোজন করতে চাইছি একটা—হারলেকুইলেড!'

পোয়ারো পরের মঙ্গলবার এই রহস্যময় নাটকের অনুষ্ঠানের দিন স্থির করে বসলো। প্রস্তুতিপর্বটা আমাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করলো। ঘরের একদিকে একটা সাদা আবরণ দেওয়া হয়েছিল। আর উভয় দিকে ভারি পর্দা টাঙ্গানো হয়েছিল। এরপর একজন লোক আলোর সরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছলো সেখানে এবং সব শেষে নাটকের পেশাদার সদস্যের একটা দল পোয়ারোর শয়নকক্ষে উধাও হয়ে গেল, যেটা সাময়িকভাবে একটা ড্রেসিংরুমে পরিণত করা হয়েছিল।

আটটা বাজার একটু আগে জ্যাপ এসে হাজির হলেন, তাঁকে খুব একটা খুশির আমেজে দেখা গেল না। এর থেকে আমার মনে হলো, এই সরকারী গোয়েন্দাটি পোয়ারোর পরিকল্পনা মন থেকে ঠিক অনুমোদন করতে পারেননি।

তার সব ধারণা মতো এটাও একটা অতি রোমাঞ্চকর। কিন্তু তার বক্তব্য অনুযায়ী এটা কোনো ক্ষতি করবে না, বরং এতে আমাদের অসুবিধে একটু লাঘব হবে। কেসটার ব্যাপারে খুবই স্মার্ট সে। অবশ্য আমিও একই পথের পথিক।' আমার সহজাত ধারণা হলো, জ্যাপ এখানে সত্যটা বোধহয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সে তার নিজের মতো করেই এই রহস্যময় নাটক মঞ্চস্থ করবে। আহ্! এই যে এখানে ভিড় বাড়ছে।'

প্রথমে এলেন লর্ড, মিসেস ম্যালেবিকে সঙ্গে নিয়ে, যাঁকে আমি এর আগে কখনো দেখিনি। তিনি বেশ সুন্দরী, মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল এবং তাঁকে রীতিমতো নার্ভাস দেখাচ্ছিল। ডেভিডসন দম্পতি এগিয়ে এলেন। ক্রিস ডেভিডসনকেও এই প্রথম আমি দেখলাম। তিনি যথেষ্ট সুপুরুষ এবং তাঁর চলার ভঙ্গিটাও অপূর্ব, দীর্ঘদেহী এবং অভিনয়টাও বেশ ভালভাবেই রপ্ত করতে পেরেছিলেন।

সাদা আবরণের সামনে পোয়ারো তাঁদের বসার জায়গার ব্যবস্থা করেছিলেন। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত সেই সাদা আবরণটা। আবরণের আলো ছাড়া বাকি আলোগুলো নিভিয়ে দিলো পোয়ারো। অস্পষ্টতার মধ্যে পোয়ারোর কণ্ঠস্বর খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

মঁসিয়েরা এবং মাদাম ওয়াজোলেরা শুনুন, এ ঘটনার ব্যাখ্যা শুনুন! ওই আবরণের ওপর দিয়ে ছ'টি ছায়ামূর্তি অতিক্রম করে যাবে। তারা আপনাদের খুবই পরিচিত। পিয়েরট এবং তার পিয়েরেটি; নাটকের ভাঁড় পুন্সিনেলে, এবং পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত পুনসিনেলা; সুন্দরী কোলাম্বিন, সুন্দরী নারী ও পুরযদের কাছে অদৃশ্য হারলেকুইন!

এই পরিচিতি দেওয়ার পর নাটকের অভিনয় শুরু হয়। পোয়ারোর বর্ণিত আবরণের ওপারে প্রতিটি ছায়ামূর্তি মুহূর্তের জন্যে স্বভূমিকায় একবার অবতীর্ণ হওয়া মাত্র চকিতে উধাও হয়ে যায়। ঘরের অন্যসব আলোগুলো আবার জ্বলে উঠলো, এবং সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। সবাই তখন স্নায়ু দুর্বলতায় ভুগছিল, তারা এ সবের কিছুই জানতো না, কে জানে কখন কি আবার অঘটন ঘটে যায়, ভয় এখানেই। পোয়ারোর নতুন করে এই নাটকের উপস্থাপনা দেখে মনে হলো, তার অন্বেষণ এক অপরাধীর সন্ধানে। আর সেই অপরাধী যদি আমাদের মধ্যেই কেউ একজন হয় আর আবরণের পিছনে ছ'টি ছায়ামূর্তি বিচরণ ও আচরণ দেখে পোয়ারো যদি জেনে থাকে যে, অপরাধীকে সে ঠিক চিহ্নিত করতে পারবে, তাহলে আপাতদৃষ্টিতে তার সব আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়। এবং সেরকমই হতে বাধ্য। তবু তা সত্ত্বেও পোয়ারোকে কণামাত্র দমে যেতে দেখা গেল না। বরং প্রফুল্লচিত্তে আর এক ধাপ এগিয়ে গেল সে।

'এখন মঁসিয়েরা এবং মাদামওয়াজেলরা, এই মাত্র আমরা কি দেখলাম দয়া করে আপনারা বলবেন? মিঃ লর্ড, আপনিই প্রথমে শুরু করুন!'

ভদ্রলোককে খুবই হতভম্ব দেখালো। 'আমার আশঙ্কা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'স্রেফ বলুন, আমরা এতক্ষণ কি দেখলাম!'

'বলবো! হ্যাঁ, আমি বলছি, সাদা আবরণের সামনে আমরা ছ'টি ছায়ামূর্তিকে চলে যেতে দেখেছি, আর ইতালীয় কমেডি নাটকের চরিত্রের মতোই পোশাক ছিল তাদের পরনে, যেমনটি সেদিন রাত্রে ভিক্টরি বলের আসরে আমরা দেখেছিলাম।'

'অন্য রাতের কথা মনে করতে হবে না মিঃ লর্ড,' পোয়ারো বাধা দিয়ে বলে উঠলো। 'আপনার বক্তব্যের প্রথম অংশটি আমার চাহিদা মতোই হয়েছে। মাদাম, মিঃ লর্ড ক্রনশ-এর বক্তব্যের সঙ্গে আপনি কি একমত?'

মিসেস ম্যালেবির দিকে ফিরে পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো তাঁকে।

'আ—আমি, হ্যাঁ অবশ্যই!'

'তার মানে আপনি স্বীকার করছেন, ইতালীয় কমেডি নাটকের চরিত্রে অভিনীত সেই ছ'টি ছায়ামূর্তিকে দেখেছেন?'

'কেন দেখবো না, নিশ্চয়ই দেখেছি?'

'মঁসিয়ে ডেভিডসন? আপনিও?'

'হ্যাঁ।'

'মাদাম?'

'হ্যাঁ।'

'হেস্টিংস? জ্যাপ? হ্যাঁ, তোমরাও কি তাই দেখেছো?'

এই বলে পোয়ারো পালা করে আমাদের সবার দিকে তাকালো। তার মুখটা নেহাতই বিষণ্ণ দেখালো, আর তার চোখদুটি যেকোনো বেড়ালের মতো সবুজ দেখাচ্ছিল।

'তবুও, আপনারা সবাই একই ভুল করেছেন! আপনাদের চোখগুলো আপনাদের মিথ্যে বলেছে, যেমন মিথ্যে বলেছিল ভিক্টরি বলের রাত্রে। আপনাদের চোখ দিয়ে ''দেখা'', যেমন তারা বলেছে, সব সময় সেই দেখাটা সত্যি হয় না। যে কেউ মনের চোখ দিয়েও দেখতে পারে। অনেকে আবার তার ধূসর কোষও কাজে লাগাতে পারে। তারপরের ব্যাপারটা কি জানেন, আজ রাত্রে এবং ভিক্টরি বলের রাত্রে আপনারা ছ'টি ছায়ামূর্তি দেখেননি, আসলে দেখেছেন পাঁচটি! আবার দেখতে চান?'

ঘরের আলোগুলো আবার নিভে গেল। আবরণের সামনে গমনরত একটি ছায়ামূর্তি, পিয়েরট!'

'কে সে?' পোয়ারো জানতে চাইলো। 'ওটা কি পিয়েরটের?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক তাই!' আমরা একসঙ্গে সবাই বলে উঠলাম।

'আবার দেখুন!'

লোকটি দ্রুত হাতে তার আলগা পিয়েরটের পোশাকটা ত্যাগ করে অন্য পোশাকে সাজিয়ে ফেললো নিজেকে। সেখানে উজ্জ্বল আলোয় হারলেকুইন যেন জ্বলজ্বল করছিল! ঠিক সেই সময়ে একটা চিৎকার শোনা গেল আর সেই সঙ্গে চেয়ার ওল্টানোর শব্দ হলো।

'আমি আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি,' চিৎচিয়ে উঠলেন ডেভিডসন। 'আমি আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি! বলুন, কি করে আপনি অনুমান করলেন?'

পোয়ারোকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হলো না। সে কিছু বলার আগেই হাতকড়ার ঠুন-ঠান শব্দ উঠলো এবং তারপরেই ইন্সপেক্টর জ্যাপের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর ডেভিডসনের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে ভেসে উঠলো, 'খৃস্টোফার ডেভিডসন, আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো আপনি ভিসকাউন্ট ক্রনশকে হত্যা করেছেন। এখন থেকে আপনি যা কিছু বলবেন, সব কিছুই আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে।'

মিনিট পনেরো পরে ভাল ও দুর্লভ কিছু খাবার নৈশভোজে পরিবেশন করা হলো। এবং পোয়ারো সদা হাস্যময় মুখে তার আতিথেয়তার একটা সুন্দর নিদর্শন দেখিয়ে আমাদের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকলো।

'এ খুবই সহজ ব্যাপার। যে পরিস্থিতিতে সবুজ কস্টিউমের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে, সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে অনুমান করে নেওয়া যায় যে, সেটা খুনীর কস্টিউম থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে আমি আমার মন থেকে পিয়েরেটিকে বাদ দিয়ে দিয়েছি (যেহেতু ছুরি চালানোর জন্য যথেষ্ট শক্তি থাকা দরকার, যা তাঁর ছিল না), এই কারণে তাঁকে অপরাধী ভাবা যায় না। কিন্তু পিয়েরটের সম্পর্কেও বলা যায় যে, খুন অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘণ্টা দুই আগে তিনি ভিক্টরি বলের আসর ছেড়ে চলে গেছলেন। তাহলে হয় তিনি লর্ড ক্রনশকে খুন করার জন্য পরে সেখানে ফিরে

এসেছিলেন, কিংবা দু'ঘণ্টা আগে সেখান থেকে চলে যাবার আগেই তিনি তাঁকে খুন করে গেছলেন! সেটা কি একেবারেই অসম্ভব? সেদিন রাত্রে নৈশভোজের পর লর্ড ক্রনশকে শেষবারের মতো জীবিত অবস্থায় কে দেখেছিলেন? কেবল মাত্র মিসেস ডেভিডসন। কিন্তু পুলিশের কাছে তাঁর জবানবন্দীতে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে বলে আমি মনে করি, কস্টিউমের কর্তিত অংশের জন্য তিনি বানিয়ে বানিয়ে তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন, অবশ্যই পরে তিনি তাঁর নিজের পোশাক থেকে সমপরিমাণ অংশটুকু কেটেছিলেন তাঁর স্বামীর কস্টিউমের হারানো অংশের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য। কিন্তু তারপরেও আরও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, হারলেকুইন, যাঁকে রাত দেড়টায় বক্সে দেখা গেছলো, প্রতারণার উদ্দেশ্যে নিজেকে অপর ব্যক্তির ভূমিকায় হাজির করে। আগে মুহূর্তের জন্য মিস্টার বেলটেনকে আমি সম্ভাব্য অপরাধী হিসেবে সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু তাঁর সুবিস্তীর্ণ কস্টিউমে স্পষ্টতই তাঁর পক্ষে পুন্সিনেপে এবং হারলেকুইনের দ্বৈতভূমিকায় অভিনয় করা অসম্ভব। অপরক্ষেত্রে ডেভিডসনের পক্ষে নিহত ব্যক্তি সমান উচ্চতার লর্ড ক্রনশ এবং পেশায় একজন অভিনেতার খুনী হিসেবে ধরে নেওয়াটা খুবই সহজ ব্যাপার।'

এখানে একটু থেমে পোয়ারো এবার একটু চিন্তিতসুরে বলল, 'কিন্তু একটা ব্যাপার আমাকে বড় চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। একজন চিকিৎসক দু' ঘণ্টা আগে মৃত এক ব্যক্তি এবং মাত্র দশ মিনিট আগে মৃত এক ব্যক্তির মধ্যে সময়ের এতো বেশি ব্যবধান উপলব্ধি করতে নিশ্চয়ই ভুল করবেন না। হ্যাঁ, তিনি নিশ্চয়ই সেটা উপলব্ধি করতে পারতেন, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক তাঁকে মৃতদেহের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়নি, এবং তিনি স্রেফ জিজ্ঞেস করেছিলেন, কতক্ষণ আগে এই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে? অপরদিকে তাঁকে জানানো হয়েছিল, লর্ড ক্রনশকে মিনিট দশেক আগেও জীবিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেছলো। তাই সেই চিকিৎসক একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় নেহাতই একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন, মাত্র দশ মিনিট আগে মৃত ব্যক্তির দেহ এবং হাত-পা এতো কঠিন হয়ে যাওয়াটা খুবই আশ্চর্যজনক, যার ব্যাখ্যা তিনি খুঁজে পাননি।'

'অতএব এসব দিক থেকে বিচার করলে অবশ্যই ধরে নেওয়া যায় যে, নৈশভোজের ঠিক পরে পরেই ডেভিডসন লর্ড ক্রনশকে হত্যা করে থাকবেন। আর আপনাদেরও স্মরণ থাকতে পারে, সেই সময় তাঁকে ডাইনিংরুম থেকে সবাই বেরিয়ে আসতে দেখেছিলেন। তারপর তিনি মিস কোর্টিনের সঙ্গে বেরিয়ে যান সেখান থেকে এবং তাঁকে তাঁর ফ্ল্যাটের দরজার সামনে ছেড়ে আসেন। মিস কোর্টিনে তখন লর্ড ক্রনশ-এর আকস্মিক মৃত্যুতে খুবই ভেঙে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মিস্টার ডেভিডসন তাঁর ফ্ল্যাটের ভেতরে পর্যন্ত প্রবেশ করেননি। এবং ব্যস্তসমস্তভাবে ফিরে আসেন কলোসাসে, কিন্তু হারলেকুইন হিসেবে পিয়েরট হিসেবে নয়, এটা তিনি করেছিলেন স্রেফ তাঁর বাইরের কস্টিউমটা গা থেকে খুলে ফেলে।'

মৃত লর্ড ক্রনশ-এর কাকা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, তাঁর চোখদুটি বিস্ফারিত।

'কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে, মিস্টার ডেভিডসন সেদিন রাত্রে ভিক্টরি হলে তাঁর শিকারকে হত্যা করার জন্য আগে থেকে তৈরি হয়েই এসেছিলেন। এখন কথা হচ্ছে এই যে, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে তাঁর কি উদ্দেশ্যই বা থাকতে পারে? সেই মোটিভটা আমি এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাইনি।'

'আহ্! তারপরেই আমরা দ্বিতীয় বিপর্যয়ের মুখোমুখি হই, সেটা মিস কোর্টিনের মৃত্যু! সেখানে একটা অতি সাধারণ পয়েন্ট প্রত্যেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আমরা জানি, কোকেন বিষক্রিয়ার ফলেই মিস কোর্টিনের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সেই কোকেন যে এনামেল বাক্সের মধ্যে ছিল সেটা লর্ড ক্রনশ-এর মৃতদেহের পাশেই পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, যে কোকেন তাঁর মৃত্যুর কারণ হয় সেটা তিনি কোথ্থেকে পেলেন? কেবল মাত্র একজন লোকই সেটা তাঁকে যোগান দিতে পারে, তিনি হলেন ডেভিডসন। আর সেটাই সব কিছু ব্যাখ্যা করে দেয়। সবাই জানেন, ডেভিডসন দম্পতির সঙ্গে মিস কোর্টিনের বন্ধুত্ব ছিল এবং মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তিনি চেয়েছিলেন মিস্টার ডেভিডসন যেন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেয়। আমরা আবার এও জানি যে, লর্ড ক্রনশ মাদকদ্রব্য গ্রহণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। মিস ডোর্টিনে যে কোকেন-আসক্ত ছিলেন সেটা আবিষ্কার করা গেছে, আর এর থেকেই সন্দেহ করা যায় যে, ডেভিডসনই তাঁকে কোকেন যোগান দেন। নিঃসন্দেহে ডেভিডসন এটা অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সেদিন ভিক্টরি বলে লর্ড ক্রনশ মিস কোর্টিনের কাছে এর সত্যাসত্য জানার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। মিস কোর্টিনেকে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারতেন, কিন্তু মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ী মিস্টার ডেভিডসনকে নিশ্চয়ই তিনি কখনো ক্ষমা করতে পারতেন না। সেটা টের পেতেই ডেভিডসন বেশ বুঝে যান যে, এরপর তাঁর ভালমানুষের মুখোশটা খুলে দিয়ে তাঁর আসল চেহারাটা সবার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন তখন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, যেভাবেই হোক লর্ড ক্রনশকে সরাতে হবে, এবং সেই মতো তিনি সেদিন রাত্রে ভিক্টরি বলে যান লর্ড ক্রনশকে খতম করার জন্য। আর তাঁকে হত্যা করার মোটিভ এই একটাই!'

'তাহলে কোকীর মৃত্যুটা একটা দুর্ঘটনা বলে ধরে নিতে হবে?'

'আমার সন্দেহ, এটা একটা দুর্ঘটনা হলেও সেটা অত্যন্ত কৌশলে ডেভিডসন ঘটিয়েছিলেন। মিস কোর্টনে ভয়ঙ্করভাবে রেগে ছিলেন লর্ড ক্রনশ-এর উপরে, প্রথমত তাঁকে ভর্ৎসনা করার জন্য, এবং দ্বিতীয়ত তাঁর কোকেনের বাক্সটা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার জন্য, যাতে করে ভবিষ্যতে তিনি আর কোকেন গ্রহণ করতে না পারেন। যাইহোক, সেদিন রাত্রে ডেভিডসন মিস কোর্টনেকে নতুন করে কোকেনের যোগান দিতে সম্ভবত তাঁকে পরামর্শ দেন লর্ড ক্রনশকে ভোলার জন্যে তিনি যেন কোকেনের মাত্রাটা বাড়িয়ে দেন।' এই পর্যন্ত বলে পোয়ারো হাসলো।

'আর একটা কথা', আমি বাধা দিয়ে তাকে বললাম, 'পর্দা আর পর্দার আড়ালে নির্জন জায়গায় বসে থাকা, এই ব্যাপারটা তুমি জানলে কি করে?'

'কেন বন্ধু, সেটা তো সব থেকে সহজ ব্যাপার। সেদিন সেই অভিশপ্ত রাত্রে ছোট্ট ঘরে ওয়েটাররা অনবরত যাতায়াত করছিল, তাই স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, লর্ড ক্রনশ-এর মৃতদেহ যেখানে দেখা গেছলো আসলে আদৌ সেখানে ছিল না। তাই আমার অনুমান, ঘরের কোনো এক জায়গায় মৃতদেহ লুকনো ছিল। আমি তখন অনুমান করে নিই পর্দার আড়ালে সেই নির্জন জায়গা থাকার কথাটা। ডেভিডসন মৃতদেহটা সেখানেই টেনে নিয়ে থাকবেন, এবং পরে বক্সে নিজের দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যটা অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর সবাই ভিক্টরি হল ছেড়ে চলে যাবার পর তিনি আবার মৃতদেহটা সেই ছোট্ট ঘরের মেঝেতে টেনে এনে রেখে যান। এটাই তাঁর সবচেয়ে ভাল গতিবিধি। অত্যন্ত চতুর লোক তিনি।

কিন্তু পোয়ারোর সবুজ চোখে আমি নির্ভুল না-বলা মন্তব্য স্পষ্ট পডতে পেরেছিলাম : 'কিন্তু এরকুল পোয়ারোর মতো অতো বুদ্ধিমান নয়!'

গ্র্যান্ড মেট্রোপলিটনে ডাকাতি

THE JEWEL ROBBERY AT THE GRAND METROPOLITAN

'দ্য জুয়েল রবারি অ্যাট দ্য গ্র্যান্ড মেট্রোপলিটন' প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য ডিউরিয়াস ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য ওপালসেন পার্লস' নামে ১৯২৩ সালের ১৪ই মার্চ 'দ্য স্কেচ পত্রিকায়।'

'পোয়ারো,' বললাম আমি, 'বায়ু পরিবর্তনে তোমার ভাল হতে পারে।'

'তুমি তাই মনে করো?'

'এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত!'

'হেঁ—হেঁ?' হাসতে হাসতে বলল আমার বন্ধু, 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তারপর?'

'আসবে তুমি?'

'তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে ঠিক করলে?'

'ব্রাইটন। সত্যি কথা বলতে কি, শহরে আমার এক বন্ধু একটা অত্যন্ত ভাল জিনিসের সন্ধান দিয়েছে, আর—ভাল কথা, এখনকার চলতি কথা হলো, পুরনোর জন্য

আমার নাকি অঢেল টাকা আছে। আমার মনে হয়, গ্র্যান্ড মেট্রোপলিটনে একটা উইক-এন্ড পৃথিবীতে আমাদের সবার মঙ্গল করবে!'

'ধন্যবাদ, অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। একজন বৃদ্ধ লোকের জন্য চিন্তা করার মতো তোমার ভাল হৃদয় আছে। আর সেই ভাল হৃদয় শেষ বেলায় ছোট ছোট ধূসর স্নায়ু কোষগুলো শেষ বারের মতো কাজে লাগাবার চেষ্টা করে দেখতে পারে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে আমি তোমার সঙ্গে এখন কথা বলছি তার সামনে এখন বড় বিপদ, এক-এক সময় সেই কথাটা আমি বড় ভুলে যাই।'

কথাটা আমি ঠিক উপভোগ করতে পারলাম না। এক-এক সময় আমার মনে হয়, কখনো কখনো আমার মানসিক দক্ষতাটাকে খাটো করে দেখার একটা ঝোঁক আছে পোয়ারোর। কিন্তু তার ভাল লাগা ভাবটা এতোই স্পষ্ট যে, তাই আমার সামান্য বিরক্তি ভাবটা উপেক্ষা করতে হলো।

'তাহলে ঐ কথাই রইলো', চটজলদি আমার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে এলো।

শনিবারের সন্ধ্যা, গ্র্যান্ড মেট্রোপলিটনে অনেক ভীড়ের মধ্যে সবাই আমাদের নৈশভোজ সারতে দেখলো। উপচেপড়া ভীড় দেখে মনে হলো, সারা বিশ্বের দম্পতিরা বুঝি বা হাজির হয়েছে ব্রাইটনে। তাদের পোশাকগুলো অপূর্ব। আর অলঙ্কার? তাদের সুন্দর সুন্দর চেহারা ও পোশাকের সঙ্গে তাল রেখে সত্যি সত্যিই পছন্দের তারিফ করার মতো। এক কথায় অপূর্ব।

'এই হলো এখানকার নয়নাভিরাম দৃশ্য! বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো। এ হলো মুনাফাখোরদের স্বর্গ, নিজেদের মনের মতো ঘর-বাড়ি, তাই না হেস্টিংস?'

'হতে পারে', উত্তরে আমি বললাম, 'কিন্তু আমরা আশা করবো, তারা যেন একই প্রমাদদুষ্টের স্বীকার না হয়ে পড়ে।'

পোয়ারো তার চারপাশ তাকিয়ে দেখতে থাকলো।

'চারদিকে দামী দামী অলঙ্কারের যা ছড়াছড়ি আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জানো, অপরাধ করতে ইচ্ছা হচ্ছে, যে কোনো অপরাধের তদন্তের কাজ এখন শিকেয় তুলে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ঐ দেখো, ঐ যে থামটার সামনে যে ভদ্রমহিলাটি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওঁর সারা অঙ্গে যেন দামী দামী হীরা জহরত প্লাস্টার করা হয়েছে, তাই না? ওঃ চোরেদের কাছে এ একটা অপূর্ব সুযোগ, কি বল? যাইহোক, উনি কে বল তো?'

আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করলাম।

'কেন?' মৃদু চিৎকার করে বললাম, 'উনি তো মিসেস ওপালসেন।'

'তুমি ওঁকে চেনো নাকি?'

'অল্পই। ওঁর স্বামী একজন বিত্তবান স্টকব্রোকার। হঠাৎ তেলের বাজার গরম হওয়ায় ওঁর ভাগ্য ফিরে যায়।'

নৈশভোজের পর লাউঞ্জে ওপালসেনের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে থামলাম, পোয়ারোর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ কফি পান করলাম আমরা।

ভদ্রমহিলার বুকে দামী হীরে জহরতের অলঙ্কারের অপূর্ব শোভার প্রশংসা করলো পোয়ারো কাব্য করে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা গেল।

'এ আমার একটা হবি বলতে পারেন মিঃ পোয়ারো', এর মধ্যে এতটুকু খুঁত নেই। অলঙ্কার আমার অতি প্রিয়। আমার এই দুর্বলতার কথা ও জানে। ওর ব্যবসা ভাল চললে আমার জন্য নতুন অলঙ্কার নিয়ে আসে ও। আচ্ছা, কোনো দামী মূল্যবান পাথরে আপনার আগ্রহ আছে?'

'জানেন ম্যাডাম, একসময় বলছি কেন, এখনো এই সব দামী দামী হীরে জহরত, দুষ্প্রাপ্য পাথরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আমার যা পেশা, তাতে বিশ্বের বিখ্যাত সব জুয়েলের সঙ্গে আমি বেশ ভালভাবেই পরিচিত।'

এর পর যতো সব ঐতিহাসিক জুয়েলের গল্প বলে গেল সে এক-এক করে। নিবিষ্ট মনে শুনে গেলেন মিসেস ওপালসেন তার সেই সব রোমাঞ্চকর কাহিনী। বুঝি নিঃশ্বাস ফেলারও অবসর পেলেন না তিনি।

'তাহলে এখন বলা যেতে পারে,' বিস্মিত মিসেস ওপালসেন চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'এটা শুধুই হবি নয়, খেলা নয়! জানেন, আমার নিজস্ব কিছু মুক্তো আছে, আর সেগুলো ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরতম সেই মুক্তোর নেকলেসটা। সুন্দরভাবে মানানসই মুক্তোগুলো, আর রঙটা এতো নিখুঁত চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না, সত্যি, এখুনি ছুটে গিয়ে আমি সেটা নিয়ে আসছি।'

'ওঃ, ম্যাডাম', বাধা দিয়ে বলল পোয়ারো, 'আপনি বড় বেশি উচ্ছ্বাসপ্রবণ। আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ, নিজেকে এভাবে ব্যস্ত করে তুলবেন না।'

'ওহো, কিন্তু, সেটা যে আমি আপনাকে দেখাতে চাই। না দেখাতে পারলে মনে আমি যে শান্তি পাবো না।'

পোয়ারোর কোনো আপত্তিই গ্রাহ্য করলেন না তিনি। খুশিতে উপচেপড়া সুন্দরী মহিলা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন লিফ্‌ট-এর দিকে, তাঁর স্বামী এতোক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, এবার তিনি অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকালেন পোয়ারোর দিকে।

'আপনার স্ত্রী এতো অমায়িক, তাঁর মুক্তোর নেকলেসটা তিনি আমাকে না দেখিয়ে ছাড়বেনই না,' মিঃ ওপালসেনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলল পোয়ারো।

'ওহো, সেই মুক্তোগুলো! মিঃ ওপালসেনের মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। 'হ্যাঁ, সত্যি সেগুলো দেখার মতো জিনিস বটে। দাম কয়েক পেনি মাত্র।' দামটা তিনি এমনভাবে বললেন যেন অতি তুচ্ছ তাঁর কাছে। 'তবু আমি বলবো, এমন ঐতিহাসিক খ্যাত মুক্তোগুলোর পিছনে টাকা ঢালাটা ঠিক হয়েছে বলেই আমি মনে করি। আর এর জন্য যা আমার খরচ হয়েছে, একদিন না একদিন ঠিক সেটা আমি পেয়ে যেতে পারি, হয়তো তার থেকেও বেশি। ব্যবসাপত্র এখন যেমন চলছে তেমনি ঠিক চললে তো আর কথাই নেই। তবে দেশের মানি মার্কেট এখন খুব টাইট।' এরপর

তিনি টাকার বাজার নিয়ে খুঁটিনাটি অনেক কিছুই বলে গেলেন, যা আমার বোধগম্য হলো না।

হোটেল বয় তাঁর কাছে এসে বাধা দিলো তাঁকে, তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে কি যেন বলল সে।

'ওহো, কি, কি বললে? আমি এখুনি যাচ্ছি। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েননি তো? ভদ্রমহোদয়গণ, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

দ্রুত আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। চেয়ারে হেলান দিয়ে পোয়ারো তার ছোট্ট মাপের একটা রুশি সিগারেট ধরালো। তারপর অতি সতর্কতার সঙ্গে খালি কফির কাপগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখলো পোয়ারো, এবং নিজের সেই কাজে খুশি হলো সে।

বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল, কিন্তু ওপালসেনরা ফিরে এলেন না।

'আশ্চর্য!' অবশেষে আমি মন্তব্য করলাম, 'বুঝতে পারছি না, কখন যে তাঁরা ফিরে আসবেন।'

এক মুখ ধোঁয়া উদগীরণ করতেই ধোঁয়াটা ঘুরপাক খেতে খেতে ওপরে উঠতে থাকে, স্থির চোখে সেদিকে তাকিয়েছিল পোয়ারো। তারপর একসময় চিন্তিত স্বরে বলল সে, 'ওঁরা আর ফিরে আসবেন না।'

'কেন?'

'কি ঘটতে পারে? আর তুমিই বা জানলে কি করে?' জিজ্ঞেস করলাম। আমার তখন ভীষণ কৌতূহল!

হাসলো পোয়ারো।

কয়েক মিনিট আগে ম্যানেজার ব্যস্ত হয়ে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, মুহূর্তের জন্য না থেমে সোজা তিনি উপরতলায় উঠে যান। তাঁকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। হোটেলের বয়ের সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনায় মগ্ন ছিল লিফট্ বয়। তিন-তিনবার লিফট্-এর ঘণ্টা বেজে উঠেছিল। কিন্তু সাড়া দেয়নি সে। এদিকে ওয়েটারদের যথেষ্ট অমনোযোগী দেখাচ্ছিল, আর একজন ওয়েটারকে অমনোযোগী করে তুলতে—পোয়ারো তার শেষ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাথা দোলালো। 'ঘটনাটা মনে হয় অবশ্যই প্রথম আকর্ষণ। আঃ আমি যা ভেবেছিলাম, দেখা যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তাই হলো। হ্যাঁ ঐ যে পুলিশ এসে গেছে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে দু'জন লোক এসে হোটেলে প্রবেশ করলো—একজন ইউনিফর্ম পরিহিত, অপরজন সাদা পোশাকে। একটি হোটেলবয়কে কি যেন জিজ্ঞেস করলো তারা, এবং সঙ্গে সঙ্গে ওপরতলায় উঠে গেল। মিনিট কয়েক পরে সেই হোটেলবয়টি নিচে নেমে এলো। আমরা যেখানে বসেছিলাম ঠিক সেখানেই এসে দাঁড়ালো সে।

'মিঃ ওপালসেন অনুগ্রহ করে আপনাদের যেতে বলেছেন। ওপরতলায় যাবেন আপনারা?'

লাফিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালো পোয়ারো। সেই মুহূর্তে তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা দেখে যে কেউ অনুমান করে নিতে পারে যে, এই ডাকের জন্য সে বুঝি অপেক্ষা করছিল। আমিও চটপট অনুসরণ করলাম তাকে।

ওপালসেনদের এ্যাপার্টমেন্টটা ছিল দোতলায়। দরজায় নক্ করেই হোটেল বয় উধাও হয়ে গেল। দরজা খুলে যেতেই সাড়া দিলাম আমরা। 'ভেতরে আসুন!' ঘরে ঢুকেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। ঘরটা মিসেস ওপালসেনের শয়নকক্ষ। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা আরাম কেদারা! আর সেই আরাম কেদারায় মিসেস ওপালসেন তাঁর সারা শরীরটা এলিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। চোখের জলে তাঁর মুখের পাউডার ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছিল, এর ফলে তাঁর মুখের আসল রঙটা ফুটে উঠতে দেখা গেল। রাগে উত্তেজনায় লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন মিঃ ওপালসেন। পুলিশ অফিসার দু'জন ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল, একজনের হাতে একটা নোটবুক। হোটেলের শয়নকক্ষের একজন পরিচারিকা ভয়ার্তমুখে দাঁড়িয়েছিল ফায়ার প্লেসের সামনে, তার মুখ দেখে মনে হলো, সে যেন মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে! ঘরের অপর দিকে দাঁড়িয়েছিল একজন ফরাসী মহিলা, অবশ্যই মিসেস ওপালসেনের পরিচারিকা হবে সে, সেও কাঁদছিল, তার মনিবপত্নীর দুঃখে।

এই রকম একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে অনুত্তেজিত পোয়ারো হাসিমুখে এগিয়ে গেল মিসেস ওপালসেনের দিকে। তাকে দেখে মিসেস ওপালসেন যেন শক্তি ফিরে পেলেন। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে এগিয়ে গেলেন তার দিকে।

'এড, তুমি কি বলবে জানি না, আমার ত্রাণকর্তা এসে গেছেন, আমি ভাগ্যে বিশ্বাসী। আজ সন্ধ্যায় যে ভাবে আপনার সঙ্গে আলাপ হলো, সে আমার পরম সৌভাগ্য। আমার ধারণা, আপনি যদি আমার সেই মুক্তোগুলো আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে না পারেন, অন্য আর কেউ পারবে না।'

'আমি আপনাকে অনুরোধ করছি ম্যাডাম, আপনি নিজেকে শান্ত করুন।' পোয়ারো তাঁর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'নিজের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনুন। সব সমস্যা ভালয় ভালয় মিটে যাবে। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এরকুল পোয়ারো আপনাকে সাহায্য করবে।'

পুলিশ ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে তাকালেন মিঃ ওপালসেন।

'আমার ধারণা, এই ভদ্রলোককে আহ্বান করার জন্য আপনাদের তরফ থেকে কোনো আপত্তি উঠবে না।'

'আদৌ নয় স্যার,' সাদা পোশাকের লোকটি উত্তর দিলো, কিন্তু তাকে কেমন যেন একটু অমনোযোগী বলে মনে হলো। সম্ভবতঃ এখন আপনার স্ত্রীকে একটু ভাল বলে মনে হচ্ছে। এখন উনি আমাদের ঘটনাটা খুলে বললে ভাল হয়।'

অসহায় দৃষ্টি দিয়ে পোয়ারোর দিকে তাকালেন মিসেস ওপালসেন। তাঁর হাত ধরে তাঁকে তাঁর চেয়ারে ফিরিয়ে দিলো পোয়ারো।

শান্ত হয়ে বসুন ম্যাডাম। এবার আর কোনোরকম দ্বিধা না করে পুরো ঘটনাটা আমাদের খুলে বলুন তো।'

নিজেকে একটু ধাতস্ত করে নিয়ে চোখের জল মুছলেন মিসেস ওপালসেন। তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন।

'নৈশভোজের পর আমি দোতলায় উঠে মুক্তোগুলো নিতে যাই মিঃ পোয়ারোকে দেখানোর জন্য। স্বাভাবিকভাবেই হোটেলের শয়নকক্ষের পরিচারিকা আর সেলেস্টাইন দু'জনেই একসঙ্গে এই ঘরে ছিল তখন—'

'মাফ করবেন ম্যাডাম, "স্বাভাবিকভাবেই" বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?'

তাঁর হয়ে ব্যাখ্যা করলেন মিঃ ওপালসেন।

'আমি একটা নিয়ম করে দিয়েছি, সেলেস্টাইন না থাকলে এ ঘরে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। চেম্বারমেড সকালে বিছানা গোছাতে এলে সেলেস্টাইন ঘরে হাজির থাকে, রাতে নৈশভোজের পর সে আবার আসে বিছানার ব্যবস্থা করার জন্য সেই একই শর্তে; এ ছাড়া অন্য কোনো সময়ে ঘরে ঢুকতে পারে না সে।'

'হ্যাঁ, যা বলেছিলাম', এবার মিসেস ওপালসেন তাঁর কথার জের টেনে বলতে শুরু করেন, 'একটু আগে আমি এখানে এসেছি।' ঘরে ঢুকেই ড্রয়ার খুলে হাতের ইশারায় ড্রেসিং টেবিলের ডান হাতের সব থেকে নিচের ড্রয়ারটা দেখালেন তিনি। 'তারপর জুয়েল কেসটা বার করে তালা খুলি। আপাতঃ দৃষ্টিতে সেটা প্রথমে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল আমার।—কিন্তু সেখানে মুক্তোগুলি ছিল না।'

ইন্সপেক্টর তার নোটবুক নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সে এবার মুখ খুললো, 'শেষ কখন আপনি মুক্তোগুলো দেখেছিলেন?'

'আমি যখন নিচে নৈশভোজ সারতে যাই তখন সেগুলো দেখে গিয়েছিলাম।'

'আপনি নিশ্চিত করে বলছেন?'

'হ্যাঁ আমি একেবারে নিশ্চিত। নৈশভোজে যোগ দেওয়ার আগে আমি দোটানায় পড়ে যাই, মুক্তোর নেকলেসটা গলায় ঝুলিয়ে যাবো কি যাবো না। কিন্তু সব শেষে আমি ঠিক করি পান্নার নেকলেসটাই পরে যাই।'

'জুয়েল কেসে কে তালা লাগিয়েছিল?'

'আমি। চাবির রিং আমি আমার গলাতেই ঝুলিয়ে রাখি।' গলা থেকে চাবির রিংটা বার করে দেখালেন তিনি।

সেটা পরীক্ষা করে দেখার পর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ইন্সপেক্টর বলে উঠলো, 'চোরটার কাছে নিশ্চয়ই ডুপ্লিকেট চাবি ছিল। ব্যাপারটা খুব একটা কঠিন নয়। সাধারণ তালা। তা ঐ জুয়েল-কেসে তালা লাগানোর পর আপনি কি করলেন?'

'আমি সেটা রোজকার অভ্যাস মতো ড্রেসিং টেবিলের একেবারে নিচে ডানহাতি ড্রয়ারে রেখে দিই।'

'আপনি নিশ্চয়ই ড্রয়ার লক করেননি?'

'না। আমি কখনো করিও না। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার পরিচারিকা ঘরেই অপেক্ষা করে থাকে। তাই ড্রয়ারে তালা লাগানোর কোনো প্রয়োজন মনে করি না।

ইন্সপেক্টরের মুখ খোদাই করা পাথরের মতো হয়ে গেল। নীরস, কঠিন।

'তাহলে এর থেকে আমি কি ধরে নিতে পারি যে, আপনি যখন নিচে নৈশভোজ সারতে যান তখন আপনার সব গহনাই এই গহনার বাক্সে ছিল। আর আপনার বিশ্বস্ত পরিচারিকা সর্বক্ষণ ঘরের মধ্যেই ছিল?'

হঠাৎ সেলেস্টাইনের মধ্যে একটা অদ্ভুত চঞ্চলতা লক্ষ্য করা গেল। তার মনে হলো এ অবস্থার ভয়ঙ্কর ভয়াবহতা এই প্রথম তার টুঁটি যেন টিপে ধরলো, সেই ভয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠলো সে। পোয়ারোর কাছে ছুটে গিয়ে ফরাসী ভাষায় সে তার নির্দোষিতার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করলো।

তার কৈফিয়ত তেমনভাবে দাগ কাটার মতো নয়, একেবারে জোলোই বটে! 'মাদামের দামী মুক্তোর নেকলেস চুরির অপরাধে তাকে এখুনি গ্রেপ্তার করা উচিৎ! পুলিশ মূর্খ বলে সুবিদিত! কিন্তু মঁসিয়ে, আপনি তো একজন ফরাসী—'

'একজন বেলজিয়ান,' পোয়ারো ভুলটা শুধরে দেয়। কিন্তু তার সেই শুধরানোকে ভ্রূক্ষেপ করলো না সেলেস্টাইন।

'মঁসিয়ে নিশ্চয়ই এ অন্যায় সহ্য করবেন না। আর তাকে যে মিথ্যে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, সেটা তিনি বুঝতে পারবেন। এক অখ্যাত হোটেল পরিচারিকাকে বেকসুর খালাস করে দেওয়াটা তিনি কি ভাল চোখে দেখবেন? তাকে সে কখনোই পছন্দ করেনি—বেহায়া, নির্লজ্জ লাল-মুখো ঐ মেয়েটি—জন্ম-চোর। শুরু থেকেই সে বলে এসেছে, মেয়েটি সৎ নয়। তাই সে যখন মাদামের ঘরের কাজ করতে আসতো তার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে ভুলতো না সেলেস্টাইন। পুলিশের সেই অপদার্থ দু'জন লোক তার দেহ তল্লাসী করুক গিয়ে। আর যদি মাদামের মুক্তোর নেকলেসটা উদ্ধার করতে না পারে, আর তারা যদি মাদামের খোয়া যাওয়া মুক্তোর নেকলেসটা খুঁজে না পায়, তাহলে খুবই অবাক হতে হবে।'

দ্রুত ফরাসী ভাষায় সেলেস্টাইন তার বক্তব্য রাখলেও তার কিছু অংশ হোটেল পরিচারিকার বুঝতে অসুবিধা হলো না। তার মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠলো!

'এই বিদেশিনী মেয়েটি যদি বলে মুক্তোগুলো আমি নিয়েছি, এ মিথ্যে, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ!' রাগে লাল হয়ে গিয়ে বলল সে, 'মুক্তোগুলো আদৌ আমি দেখিইনি।'

'ওর দেহ তল্লাশী করুন!' আর্ত চিৎকার করে উঠলো সেলেস্টাইন, 'আমি বলছি, মুক্তোগুলো ওর কাছ থেকেই পাবেন।'

'তুমি মিথ্যুক—শুনতে পাচ্ছো?' তার দিকে এগিয়ে আসতে গিয়ে বলল চেম্বারমেড। 'তুমি নিজে সেগুলো চুরি করে এখন আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছ। কেন, কেন তা করবে? মিসেস ওপালসেন ফিরে আসার আগে আমি তো এ ঘরে মাত্র তিন

মিনিট ছিলাম। তাছাড়া তুমি তো এখানে সর্বক্ষণ বসেছিলে। এ রকম অভ্যাস তো আমার সব সময় হয়, যেমন ইঁদুর ধরার জন্য বেড়াল ওঁৎ পেতে বসে থাকে।'

ইন্সপেক্টরের চোখে হাজারো প্রশ্ন। সেলেস্টাইনকে জিজ্ঞেস করলো সে, 'এ কথা কি সত্য আদৌ ঘর ছেড়ে তুমি কখনো যাওনি?'

'আসলে আমি ওকে একা রেখে দিয়ে ঘর ছেড়ে কখনো যাইনি।' সহজভাবেই স্বীকার করলো সেলেস্টাইন, তবে ঐ দরজা দিয়ে দু'বার আমি আমার ঘরে যাই। একবার সূতোর রীল আনার জন্য, আর একবার আমার কাঁচি আনার জন্য। মনে হয় এই সময়টুকুর মধ্যেই ও ওর কাজ সেরে ফেলে থাকবে।'

'এক মিনিটও তুমি এ ঘর ছাড়া হওনি,' রাগতস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল হোটেল পরিচারিকা। 'এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া আর আসা ছাড়া আর কিছু নয়। পুলিশ আমাকে তল্লাশী করলে আমি খুশিই হবো। তাতে আমার একটুও ভয় নেই।'

এই সময় দরজায় টোকা মারার শব্দ হলো। দরজার দিকে এগিয়ে গেল ইন্সপেক্টর। দরজার ওপারে আগন্তুককে দেখা মাত্র তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা গেল।

'আহ!' বলল সে, 'নেহাতই এটা ভাগ্য। আমাদের একজন মহিলা তদন্তকারী কর্মিনীকে পাঠাতে বলেছিলাম, এই মাত্র এসে পৌঁছেছে সে। হোটেল পরিচারিকার উদ্দেশ্যে সে এবার বলে, 'পাশের ঘরে যেতে তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে—' ইনন্সপেক্টর তাকিয়ে রইলো তার দিকে। মাথা নেড়ে পাশের ঘরে চলে গেল হোটেল পরিচারিকা। মহিলা পুলিশ অনুসরণ করলো তাকে।

ওদিকে চেয়ারে মুখ গুঁজে ফরাসী মেয়েটি কাঁদছিল। ঘরের চারদিক তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিল পোয়ারো।

'ঐ দরজাটার ওপারে কি থাকতে পারে?' জানতে চাইলো পোয়ারো। তারপর মাথা ঘুরিয়ে একটা জানালার দিকে দৃষ্টি ফেললো সে।

'আমার বিশ্বাস', উত্তরে ইন্সপেক্টর বলে, হয়তো 'পাশের এ্যাপার্টমেন্ট থেকে। যাই হোক এদিক থেকে দরজায় খিল লাগানো।'

এগিয়ে গেল সেদিকে পোয়ারো। দরজার খিলটা খুললো, কিন্তু দরজা খুললো না; আবার চেষ্টা করলো সে দরজা খোলার জন্য।

'অপর দিকেও দরজার খিল লাগানো আছে।' মন্তব্য করলো সে। 'অতএব মুক্তো পাচারের জন্য এই দরজাটা ব্যবহার করার সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায়, তাই না।'

এরপর সে এক-এক করে প্রতিটি জানালা অতিক্রম করলো, এবং পরীক্ষা করে দেখলো সেগুলো।

'এবারেও সেই সম্ভাবনা বাতিল করতে হচ্ছে। এমন কি বাইরের ব্যালকনির প্রশ্নও ওঠে না।'

'এমন কি সম্ভাবনা যদি সেখানেও থেকে থাকতো,' অধৈর্য হয়ে ইন্সপেক্টর বলে

বললো, 'আমি বুঝতে পারছি না, তার থেকে কি এমন সাহায্য আমরা পেতে পারতাম, কারণ আমরা জানি, পরিচারিকা কখনোই ঘর ছেড়ে যায়নি।'

'হ্যাঁ, আমরা যা খবর পেয়েছি তা থেকে অন্তত সেই রকম একটা ধারণা অবশ্যই করে নেওয়া যায়', কাউকে তেমন উত্তেজিত না করেই বলল পোয়ারো। 'মাদামোয়াজেলের কথাই ঠিক, ঘর ছেড়ে বাইরে কোথাও যায়নি সে—'

হোটেল পরিচারিকা এবং মহিলা পুলিশ ফিরে আসতেই বাধা পেলো পোয়ারো। তার দৃষ্টি তখন মহিলা পুলিশের মুখেব ওপর। সে কি রিপোর্ট দেয়, সেটা শোনার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠলো সে।

'কিছুই পাওয়া গেল না', বলল সে।

'এই রকমই আশা করেছিলাম আমি', তীব্র উত্তেজনায় অভিযোগ করে উঠলো হোটেল পরিচারিকা! 'আর ঐ ফরাসী বেহায়া মেয়েটার লজ্জা হওয়া উচিৎ। আমার মতো একজন নিরাপরাধ মেয়ের প্রতি এমন একটা জঘন্য অপবাদ দেওয়ার জন্য ওর ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

'শোনো মেয়ে, ঠিক আছে ঐ পর্যন্ত', দরজা খুলে দিয়ে ইন্সপেক্টর বলল, 'কেউ আর তোমাকে এখন সন্দেহ করে না। তুমি এখন তোমার কাজে ফিরে যেতে পারো।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ঘর ছেড়ে চলে গেল হোটেল পরিচারিকা। 'এবার ওর দেহ তল্লাসী করতে যাচ্ছেন তো?' মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে সেলেস্টাইনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল সে, 'বলুন, আমার দাবী রাখবেন তো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতর থেকে লক্ করে দিলো ইন্সপেক্টর।

এবার সেলেস্টাইনের পালা। মহিলা পুলিশের সঙ্গে তাকে যেতে হলো পাশের ছোট ঘরে। কয়েক মিনিট পরে সে-ও ফিরে এলো। তার কাছ থেকেও কিছু পাওয়া গেল না।

ইন্সপেক্টরের মুখটা আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

'মিস আমার আশঙ্কা, তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।' তারপর মিসেস ওপালসেনের দিকে ফিরে বলল সে 'আমি দুঃখিত মাদাম, কিন্তু আমি কি করবো বলুন, সব সাক্ষ্য প্রমাণই আপনার খাস পরিচারিকার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। হয়তো এই মুহূর্তে তার কাছ থেকে মুক্তোগুলো পাওয়া যায়নি, তবে মনে হয় ঘরের কোথাও সেগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

চমকে উঠলো সেলেস্টাইন, ভয়ে কাঁপছিল সে থরথর করে।

পোয়ারোর একটা হাত চেপে ধরলো সে। পোয়ারো ঝুঁকে পরে তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলল তাকে। সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকালো সে।

'আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, তবে পুলিশের কাজে

বাধা দিতে যেও না।' তারপর ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে বলল সে, 'মঁসিয়ে, আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি একটা ছোট্ট পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারি—স্রেফ নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য।'

'সেটা নির্ভর করে আপনি ঠিক কি ধরণের পরীক্ষা চালাতে চান তার ওপর।' কোনোরকম প্রতিশ্রুতি না দিয়েই উত্তর দিলো ইন্সপেক্টর।

সেলেস্টাইনের উদ্দেশে আবার বলল পোয়ারো।

'তুমি আমাদের বলছো, তুমি নাকি একবার সূতোর রীল আনার জন্য ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। তা সেটা এখন কোথায়?'

'একেবারে উপরের ড্রয়ারে মঁসিয়ে।'

'আর কাঁচিটা?'

'সেটাও ঐ ড্রয়ারেই আছে।'

'মাদামোয়াজেল, দয়া করে তুমি যদি একটু কষ্ট করে সেই কাজটার পুনরাবৃত্তি করে দেখাও খুব ভাল হয়। একটু আগে তুমি বলেছিলে, তুমি নাকি এখানে বসে কাজ করছিলে।'

সেই অবস্থায় ফিরে গেলো সেলেস্টাইন। বসলো সে। তারপর পোয়ারোর কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে উঠে দাঁড়ালো, সংলগ্ন ঘরে গিয়ে একটা জিনিস আলমারির ড্রয়ার থেকে নিয়ে ফিরে এলো সে।

পোয়ারো সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে মেয়েটির গতিবিধি এবং তার হাতের তালুতে ধরে রাখা পকেট ঘড়ির দিকে নজর রাখলো।

'মাদামোয়াজেল, দয়া করে আর একবার যদি—'

দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠানের পর সে তার নোট বুকে কি যেন লিখে রাখলো, তারপর ঘড়িটা সে তার পকেটে পুরে রাখলো।

'ধন্যবাদ মাদামোয়াজেল', ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে মাথা নুইয়ে বলল সে, 'ধন্যবাদ আপনার সৌজন্যতার জন্য।'

তার সেই অত্যধিক নম্রতা উপভোগ করলো ইন্সপেক্টর। চোখ ভর্তি জল নিয়ে মহিলা পুলিশ এবং সাদা পোশাকের পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বেরিয়ে গেলো সেলেস্টাইন।

তারপর মিসেস ওপালসেনের কাছে সংক্ষেপে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ঘরের সব জিনিসপত্তর তছনছ করতে শুরু করলো। কখনো সে ড্রয়ার খোলে; কখনো কাপবোর্ড, আবার কখনো বা বিছানা সম্পূর্ণভাবে উল্টে ফেলে দেখতে থাকে মুক্তোগুলো কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা। সন্দেহের চোখে তার সব কাজকর্ম লক্ষ্য করছিল মিঃ ওপালসেন। একসময় সে বলে ফেললো, 'আপনি কি মনে করেন, সত্যিই মুক্তোগুলো খুঁজে পাবেন?'

'হ্যাঁ স্যার। এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। মুক্তোগুলো ঘরের বাইরে নিয়ে

যাওয়ার সময় সে পায়নি। মিসেস ওপালসেন তাঁর মুক্তোর নেকলেসটা চুরি যাওয়ার খবরটা আবিষ্কার করাতেই তার সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। না না, মুক্তোগুলো এখানেই কোথাও লুকনো আছে। ওদের দু'জনের মধ্যে একজন সেগুলো লুকিয়ে রেখেছে, পরে সুযোগ মতো পাচার করার জন্য। হোটেল পরিচারিকার পক্ষে এ কাজ করার সম্ভাবনা খুবই কম!'

'সম্ভবের থেকে অসম্ভবই বেশি!' শান্তভাবে বলল পোয়ারো।

'হুঁ, হুঁ,—' তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো ইন্সপেক্টর।

এবার পোয়ারো না হেসে থাকতে পারলো না। তারপর হেস্টিংস-এর দিকে ফিরে বলল সে, 'আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, আমি মহড়া দেবো। আমার ঘড়িটা সাবধানে তোমার হাতে রাখো, এটা আমাদের পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন! একটু আগে মাদামোয়াজেলের ঘর থেকে পাশের ঘরে যাতায়াতের সময় আমি লক্ষ্য করেছি— তার ঘর থেকে প্রথম অনুপস্থিতির সময় বারো সেকেন্ড, আর দ্বিতীয়বার পনেরো। এখন আমার মহড়ার সময় লক্ষ্য করো। গহনার বাক্সের চাবিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে অনেক উপকার করেছে, তার জন্য ধন্যবাদ। আমার বন্ধু হেস্টিংস এবার আমাকে নির্দেশ দাও যাওয়ার জন্য।'

'যাও।' আমি তাকে বললাম।

প্রায় অবিশ্বাস্য তৎপরতায় ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে গহনার বাক্সটা বার করলো সে। বাক্সের তালা দেওয়া ডালা খুলে একটা গহনা নির্বাচন করলো। ডালা বন্ধ করে দিয়ে গহনার বাক্সটা আবার ড্রয়ারের ভেতরে রেখে দিলো। তার গতিবিধি যেন বিদ্যুৎ চমকের মতো।

'তা কতো সময় লাগলো বন্ধু আমার?' পোয়ারো জানতে চাইলো।

'ছেচল্লিশ সেকেন্ড', উত্তরে আমি বললাম।

'দেখলে তো?' ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল সে, 'এমন কি হোটেল পরিচারিকার পক্ষেও নেকলেসটা ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার মতো সময় ছিল না। অতএব সেটা এখানে লুকিয়ে রাখাটাই স্বাভাবিক।'

'তাহলে এ কাজ ঐ ফরাসী পরিচারিকার পক্ষেই করা সম্ভব', সন্তুষ্ট হয়ে বলল ইন্সপেক্টর। তারপর সে আবার তার সন্ধান পর্ব শুরু করল। এবার সেলেস্টাইনের শয়ন কক্ষে গিয়ে ঢুকল সে।

ওদিকে পোয়ারো তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। হঠাৎ মিঃ ওপালসেনের উদ্দেশ্যে বলে উঠল সে।

'আচ্ছা এই নেকলেসটার নিশ্চয়ই বীমা করা ছিল?'

এ প্রশ্নে দারুণভাবে বিস্মিত হয়ে উঠলেন মিঃ ওপালসেন।

'হ্যাঁ,' একটু ইতস্তত করে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, বীমা তো করাই হয়েছিল।'

'কিন্তু তাতে কি হয়েছে?' কান্নায় ভেঙে পড়লেন মিসেস ওপালসেন। 'আমি আমার নেকলেস ফেরত চাই। সেটা ছিল অতুলনীয়। টাকায় সেটার মূল্যায়ন হয় না।'

'আমি বুঝতে পারছি মাদাম,' নরম গলায় বলল পোয়ারো। 'আমি বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারছি। মেয়েদের অনুভূতিটাই সব কিছু—তাই নয় কি? কিন্তু যার সেরকম জোড়ালো সমর্থন নেই, নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে সে সামান্যই সান্ত্বনা পেতে পারে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই' একটু যেন অনিশ্চয়তার সঙ্গেই বললেন মিঃ ওপালসেন। 'তবু'—

বাধা পেলেন তিনি ইন্সপেক্টরের চিৎকারে, তার সেই চিৎকার, উল্লাস যুদ্ধে জয়ী হওয়ার মতো। ঘরে ঢুকলো সে তার ডান হাতটা নাড়তে নাড়তে, আঙুলে জড়ানো একটা মুক্তোর নেকলেস, আলোয় তার জৌলুস যেন ফেটে পড়বার উপক্রম হলো।

ওদিকে সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখা মাত্র মিসেস ওপালসেন তেমনি উল্লাসে চিৎকার করে তাঁর চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। এই মুহূর্তে তিনি যেন অন্য নারী, তাঁর সেই পরিবর্তনটা চোখে লাগার মতো।

'ওহো, ওহো, ওইতো আমার নেকলেস!'

দু'হাত দিয়ে তিনি তাঁর বুক চাপড়ালেন। আমরা তাঁর চারপাশে ভীড় করে দাঁড়ালাম।

'কোথায় ছিল ওটা?' জানতে চাইলেন মিঃ ওপালসেন।

'কেন, আপনাদের খাস পরিচারিকার বিছানার নিচে। তারের কুশনের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা হয়েছিল। এর থেকে এখন বোঝা যাচ্ছে, এটা নিশ্চয়ই চুরি করে থাকবে সে, আর হোটেল পরিচারিকা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছনোর আগেই সেটা সে লুকিয়ে রেখেছিল।

'মাদাম, আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে ঐ নেকলেসটা আমি একবার দেখতে চাই!' শান্ত গলায় বলল পোয়ারো। তারপর তাঁর কাছ থেকে নেকলেসটা হাতে নিয়ে অত্যন্ত মনযোগ সহকারে পরীক্ষা করলো সে। তারপর মাথা নিচু করে সেটা সে ফিরিয়ে দিল তার হাতে।

'আমি দুঃখিত মাদাম, কিছু সময়ের জন্য ঐ নেকলেসটা আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে।' বলল ইন্সপেক্টর। 'আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য ওটা আমাদের প্রয়োজন, তবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটা আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠলো মিঃ ওপালসেনের।

'সেটা কি একান্তই প্রয়োজন?'

'হ্যাঁ স্যার, আমার তাই মনে হয়। এটা স্রেফ একটা নিয়ম রক্ষার ব্যাপার।'

'ওঃ এড, আমি বলি কি ওঁকে এটা নিতে দাও।' তাঁর স্ত্রী বলে উঠলেন, 'ওঁর কাছে নেকলেসটা গচ্ছিত থাকলে আমি বরং নিরাপদই ভাববো। অন্য কেউ সেটা হস্তগত করার চেষ্টা করছে, এই চিন্তায় রাতে আমার ঘুমই আসবে না। হায়, সেই হতভাগ্য মেয়েটি! সে যে এমন জঘন্য কাজ করতে পারে, এ আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

'শোনো, শোনো বন্ধু, ব্যাপারটা এ ভাবে নিও না।' আমার হাতে মৃদু চাপ আমি অনুভব করলাম। ভাল করে তাকাতে গিয়ে বুঝলাম, সেটা পোয়ারোর।

'বন্ধু,' তাহলে কি আমরা এখন সরে পড়ব। আমার মনে হয়, এখানে আমাদের থাকার আর কোনো প্রয়োজন নেই, আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে।'

একটু ইতস্ততঃ করলো সে। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে মন্তব্য করল সে, 'পাশের ঘরটা আমি একবার দেখতে পারি?'

দরজায় তালা দেওয়া ছিল না। আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরটা অন্য ঘরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ, এবং ফাঁকা। সেখানে কেউ বসবাস করে বলে মনে হয় না। পুরু ধূলো ছড়িয়ে ছিল ঘরের মধ্যে ও ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্রে। আমার অনুভূতিশীল বন্ধু জানালার ধারে এগিয়ে গিয়ে একটা টেবিলের ওপর আঙুল বোলাতেই দাগ পড়ে গেল সেটার ওপর।

'ঘরটা পরিষ্কার করা দরকার', শুকনো গলায় বলল সে।

জানালার ফ্রেমে নীল আকাশ, রাতের সেই রহস্যময় আকাশের দিকে তাকিয়ে কেন জানি না তার মনে হলো, ঘরের ভেতরটা বুঝি আরো বেশি রহস্যময়। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলো সে।

'ভাল কথা!' অধৈর্য হয়ে আমি জানতে চাইলাম, 'তা তুমি এখানে এলে কেন বন্ধু?'

আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল সে, 'ঘরের এ দিক থেকে সত্যি সত্যি দরজায় খিল দেওয়া ছিল কিনা সেটা দেখার খুব ইচ্ছা হলো আমার।'

'বেশ তো, আমরা একটু আগে যে ঘর ছেড়ে এ ঘরে এসেছিলাম, সেই দুটি ঘরের যোগাযোগের দরজার দিকে চকিতে একবার দেখে নিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, খিল দেওয়া রয়েছে।'

মাথা নাড়লো পোয়ারো। তবু তখনো তাকে চিন্তারত বলে মনে হলো।

'আর সে যাইহোক,' আমি আমার কথার জের টেনে বললাম, 'তাতে কি হয়েছে? মামলা তো খতম। আমার ইচ্ছে ছিল, এই কেসে তোমার নিজেকে বুদ্ধিমান প্রতিপন্ন করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু কেসটা এমনি যে ইন্সপেক্টরের মতো মূর্খ লোকও ভুল করতে পারে না বলে মনে হয়।'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল পোয়ারো।

'বন্ধু, মামলা এখনো শেষ হয়নি। আসলে মুক্তোগুলো ঠিক কে যে চুরি করেছিল, সেটা না জানা পর্যন্ত এই কেস শেষ হতে পারে না।'

'কিন্তু আমরা তো জেনেই গেছি, ঐ ফরাসী পরিচারিকাই চুরি করেছিল।'

'এ কথা তুমি বললে কেন? কেনই বা তোমার এ ধারণা হলো?'

'কেন?' আমি তোতলালাম। 'কারণ মুক্তোগুলো তার বিছানার গদির নিচ থেকে পাওয়া গেছে।'

'ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে!' অধৈর্য হয়ে বলল পোয়ারো। 'ওগুলো আদৌ মুক্তোই নয়।'

'কি, কি বললে?

'নকল, নকল মুক্তো।'

তার কথা শুনে নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেলাম। ধীর স্থিরভাবে হাসছিল পোয়ারো।

'আমাদের এই সৎ ইন্সপেক্টরটি অলঙ্কারের 'অ'ও জানে না। কোনটা আসল, আর কোনটাই বা নকল অলঙ্কার জানে না সে। দেখো না, এখন কেমন হৈ চৈ, শোরগোল হয়।'

'এসো!' তার হাত ধরে টানতে গিয়ে মৃদু চিৎকার করে উঠলাম, 'এখন এখান থেকে যাওয়া যাক।'

'কোথায়?'

'এখনি ওপালসেনদের খবরটা দেওয়া উচিৎ।'

'আমার মনে হয় না দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে।'

'কিন্তু বেচারী ভদ্রমহিলা—'

'তাঁর ঐ অলঙ্কারটা নিরাপদ স্থানে আছে এই ভেবে তোমার ভাষায় ঐ ভদ্রমহিলার বেশ ভালই ঘুম হবে আজ রাতে।'

'কিন্তু তা হলে যে আসল মুক্তোগুলো নিয়ে প্রকৃত চোর পালিয়ে যেতে পারে।'

'বন্ধু, তুমি দেখছি ঠিক আগের মতোই রয়েছ। তোমার বুদ্ধির একটুও উন্নতি হয়নি। কোনো কিছু না ভেবেই আলফাল মন্তব্য করে ফেলো তুমি। মিসেস ওপালসেন আজ রাতে যে মুক্তোগুলো সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন, সেগুলো যে নকল নয়, তুমি জানলে কি করে? আর সত্যিকারের চুরি যে অনেক আগেই হয়নি, কে বলতে পারে?'

'ওহো!' অবাক হয়ে অস্ফুটে বললাম। 'এ কথা তো আমি ভাবিনি।'

'ঠিক তাই।' পোয়ারোর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আমরা আবার শুরু করি, কি বলো?'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। কি ভেবে এক মুহূর্তের জন্য থামল সে। তারপর করিডরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গেল। সেখানে হোটেল পরিচারিকারা, সাজভৃত্যরা সমবেত হয়েছিল। আমাদের সেই বিশেষ হোটেল পরিচারিকার হাবভাব দেখে মন হলো, সে যেন সেখানে ছোটখাটো একটা আদালত বসিয়ে দিয়েছিল। সে তার সহকর্মীদের কাজে তার একটু আগের অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা দিচ্ছিল, তারা তার কাজের প্রশংসা করছিল মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে। পোয়ারো তার সামনে গিয়ে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় মাথা নিচু করতেই সেই হোটেল পরিচারিকা হঠাৎ নীরব হয়ে গেল।

'তোমাকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফেলার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে তুমি যদি মিঃ ওপালসেনের ঘরের দরজার তলাটা একবার খুলে দেখাও, আমি বাধিত হবো।'

স্বতস্ফূর্তভাবে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। তারপর আবার আমরা করিডরের পথে হেঁটে চললাম। তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখলাম করিডরের অপর দিকে মিঃ ওপালসেনের ঘর। তাঁর ঘরের মুখোমুখি ঘরটা তাঁর স্ত্রীর। হোটেল পরিচারিকা তার পাসকী দিয়ে দরজা খুললে, আমরা তখন সেই দরজাপথ ধরে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

ফিরে যাওয়ার মুহূর্তে পোয়ারো তাকে রুখে দিল।

'এক মিনিট; মিঃ ওপালসেনের ঘরে,' পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'এ রকম কোনো কিছু তুমি দেখেছিলে?'

একদা সাদা, অত্যন্ত জ্বলজ্বলে কার্ড, সাধারণ কার্ডের থেকে সেটা ছিল একটু আলাদা ধরনের। পরিচারিকা তার হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে সাবধানে উল্টে পাল্টে দেখল।

'না স্যার, আমি দেখেছি বলে তো মনে হয় না। কিন্তু সাজকৃত্য বেশিরভাগ ভদ্রলোকেদের ঘরে যাতায়াত করে থাকে।'

'তাই বুঝি। ধন্যবাদ।'

কার্ডটা তার হাত থেকে ফেরত দিলো পোয়ারো। মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অতঃপর। পোয়ারোর মুখে সামান্যই প্রতিফলন পড়ল। তারপর দ্রুত সামান্য একটু মাথা দুলিয়ে বলল সে, 'হেস্টিংস, দয়া করে বেল টেপো। সাজভৃত্যের জন্য তিনবার।'

আমি তার কথা রাখলাম। আমি তখন কৌতূহলে জর্জরিত। ইতিমধ্যে মেঝের ওপর রাখা ওয়েস্ট পেপার বাক্সোটা খালি করে ফেলে দ্রুত কাগজপত্রগুলো হাতড়ে দেখতে থাকল পোয়ারো।

কয়েক মিনিট পরেই সাজভৃত্যকে ঘরে ঢুকতে দেখা গেল। তাকেও একই প্রশ্ন করল পোয়ারো। এবং পরীক্ষা করে দেখার জন্য সেই কার্ডটা তার হাতে তুলে দিল সে। কিন্তু তার উত্তরও সেই একই রকম হলো। মিঃ ওপালসেনের কাগজপত্রের মধ্যে ঐ ধরনের কার্ড সে কখনো দেখেনি। তাকে ধন্যবাদ জানালো পোয়ারো। কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরে গেল সাজভৃত্য, মেঝের ওপর ছড়ানো কাগজপত্রগুলোর দিকে কৌতূহলভরা চোখে তাকাল সে, ছেঁড়া কাগজপত্রগুলো বান্ডিল করতে গিয়ে পোয়ারোর সুচিন্তিত মন্তব্য তার কানে এলো কোনো রকমে:

'নেকলেসটা মোটা টাকায় বীমা করা হয়েছিল...'

'পোয়ারো', মৃদু চিৎকার করে উঠলাম, 'তাই বুঝি—'

'তুমি কিছুই দেখতে পাওনা বন্ধু,' দ্রুত উত্তর দিল সে, 'এটাই স্বাভাবিক, আদৌ কিছু নয়! এটা অবিশ্বাস্য, তবে এর মধ্যে একটা কোনো ঘটনা অবশ্যই আছে। চলো, আমাদের এ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়া যাক।'

আমরা তাই করলাম নীরবে। সেখানে পৌঁছেই আমাকে দারুণ অবাক করে দিয়ে পোয়ারো তার পোশাক বদল করতে শুরু করে দিল।

'আজ রাতে আমি লন্ডনে যাচ্ছি।' বলল সে, 'এটা খুবই জরুরী।'

'কি বললে?'

'সম্পূর্ণভাবে। সত্যিকারের মাথা খাটিয়ে (আঃ, যাদের স্নায়ুকোষগুলো খুবই প্রখর) কাজটা করা হয়েছে। লন্ডনে যাচ্ছি স্বীকৃতি লাভের জন্য। খুঁজে দেখব। এরপর পোয়ারোকে ঠকানো অসম্ভব।'

'একদিন তোমাকে অসফল হতেই হবে', তার এমন ঔদ্ধত্য দেখে বিরক্তবোধ করলাম।

'আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, অমনভাবে রেগে যেওনা। আমার কাজে সাহায্য করার জন্য আমি তোমাকে আশা করি—তোমার বন্ধুত্বের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে।'

'অবশ্যই', আগ্রহ সহকারে বললাম। আমার খিটখিটে মেজাজের জন্য লজ্জা বোধ করলাম। 'ওটা কি?'

'আমার কোটের হাতায় ব্রাশ করে দাও। দেখো, এতে সাদা পাউডার কেমন লেগে গেছে। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে তুমি আমাকে আঙুল চালাতে দেখেছ নিশ্চয়ই?

'না, কই আমি তো দেখিনি।'

'বন্ধু, আমার গতিবিধি তোমার লক্ষ্য করা উচিত। হ্যাঁ এই ভাবেই আমার আঙুলে পাউডার লেগে যায়। আর অতি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে যাওয়ার দরুণ কোটের হাতায় আঙুলটা ঘষে নিই। পদ্ধতি ব্যতিরেকে কাজ করার জন্য যে অনুশোচনায় ভুগতে হয়, সেটা ছিল আমার নীতির পরিপন্থি।'

'কিন্তু ঐ পাউডারটাই বা কিসের?' জিজ্ঞেস করলাম, তাই বলে এই নয় যে, পোয়ারোর নীতি জানার জন্য আমি আগ্রহী।

'বিষাক্ত কিছু নয়', চোখ পিটপিট করে উত্তর দিল পোয়ারো। 'বুঝতে পারছি, তোমার মনে কল্পনার পাহাড় জমছে। আসলে ওটা ছিল ফ্রেঞ্চ চক।'

'ফ্রেঞ্চ চক?'

'হ্যাঁ, সহজে ড্রয়ার খোলার জন্য ক্যাবিনেট প্রস্তুতকারকরা ওটা ব্যবহার করে থাকে।'

'তুমি হলে পুরনো পাপী। আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি উত্তেজক কোনো কাজে ব্যস্ত।'

'ওহো বন্ধু, তুমি তো জানো, আমি নিজেকে রক্ষা করে চলি। এবার আমি চললাম।'

সে চলে যেতেই দরজা বন্ধ করে দিলাম। হাসি মুখে তার কোটটা হাতে তুলে নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে তার নির্দেশমতো সেটা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম অতঃপর।

পরদিন সকালে পোয়ারোর কোনো খবর না পেয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম একটু ঘোরাঘুরি করার জন্য, কয়েকজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম। এবং তাদের

হোটেলে মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করলাম। বিকেলে আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম ঘুরতে। পথে গাড়ির টায়ার ফুটো হয়ে যাওয়ার দরুণ গ্র্যান্ড মেট্রোপলিটনে ফিরতে রাত প্রায় সাড়ে আটটা হয়ে গেল।

প্রথম দর্শনেই নজর পড়ল পোয়ারোর ওপর। স্বাভাবিক সময়ের থেকে একটু বেশি সংকুচিত সে যেন। ওপালসেনদের মাঝে বসেছিল সে। তার চোখে মুখে একটা খুশির ঝিলিক মারছিল।

'এসো হেস্টিংস!' চিৎকার করে উঠল সে, এক লাফে আমার কাছে ছুটে এলো। 'বন্ধু, আমাকে আলিঙ্গন করবে না? চমৎকারভাবে সব কিছু এগিয়ে গেছে।'

সৌভাগ্যবশতঃ আলিঙ্গনটা নেহাতই গালভরা ব্যাপার। পোয়ারোর কথাবার্তা, চালচলনের ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত নয়।

'তুমি কি মনে করো—' এইভাবে শুরু করলাম আমি।

'আমি বলি কি, এ এক চমৎকার ঘটনা।' তার হয়ে মিসেস ওপালসেন একগাল হেসে বললেন, 'এড, আমি তোমাকে বলেছিলাম না, উনি যদি আমার মুক্তোগুলো ফিরিয়ে দিতে না পারেন, তাহলে অন্য কেউই পারবেন না।'

'হ্যাঁ, সেই রকমই বলেছিল প্রিয়তমা, তুমি বলেছিলে বটে। আর তুমি ঠিকই বলেছিলে।

অসহায় চোখে তাকালাম পোয়ারোর দিকে। আর সে আমার সেই চাহনির উত্তর দিলো।

'বন্ধু হেস্টিংস, মনে আছে ইংলন্ডে থাকার সময় তুমি বলেছিলে, সবাই এখন সমুদ্রতীরে। বসো, আমি তোমাকে সব খুলে বলবো, কেমন করে এই ঘটনার একটা সুখকর সমাপ্তি ঘটলো।'

'সমাপ্তি ঘটেছে নাকি?'

'হ্যাঁ। তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে!'

'কাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে?'

'সেই হোটেল পরিচারিকা আর সাজভৃত্যকে! কেন, তুমি তাদের সন্দেহ করনি? এমন কি আমি যখন ফ্রেঞ্চ চকের ইঙ্গিত দিলাম, তখনো তুমি বুঝতে পারোনি?

'তুমি তো বলেছিলে ক্যাবিনেট প্রস্তুতকারকরা সেটা ব্যবহার করে থাকে।'

'অবশ্যই তারা করে থাকে বৈকি—ড্রয়ার খোলা ও বন্ধের সুবিধার জন্য। ড্রয়ার খোলা আর বন্ধ করতে গিয়ে শব্দ না হোক, কেউ হয়তো এরকমটি চেয়ে থাকবে। কে, কে সে হতে পারে? নিঃসন্দেহ বলা যায়, কেবল সেই হোটেল পরিচারিকা। পরিকল্পনাটা এমনি চতুরতার সঙ্গে করা হয়েছিল যে, সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ার নয়। এমন কি এরকুল পোয়ারোর চোখে পড়ার মতোও নয়।'

'শোনো, কিভাবে সেই পরিকল্পনা রূপায়িত করা হয়েছিল। পাশের খালি ঘরে বসে অপেক্ষা করছিল সাজভৃত্য। ফরাসী পরিচারিকা একসময় ঘর ছেড়ে চলে যায়। মুহূর্তে

হোটেল পরিচারিকা ড্রয়ার খুলে গহনার বাক্সটা বার করে এবং দরজার খিল খুলে পাশের ঘরে সেটা পাচার করে দেয় সাজভৃত্যের হাতে। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে গহনার বাক্সটা খোলে সাজভৃত্য, নেকলেসটা বার করে আবার অপেক্ষা করতে থাকে সে। সেলেস্টাইন আবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়—মুহূর্তে গহনার বাক্সটা আবার যথাস্থানে অর্থাৎ ড্রেসিং টেবিলের নিচের ড্রয়ারে রাখে হোটেল পরিচারিকা।'

তারপর একসময় মাদাম তাঁর ঘরে ফিরে এসে চুরিটা আবিষ্কার করেন। হোটেল পরিচারিকা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে সার্চ করার জন্য দাবী করে। তার ইচ্ছা অনুযায়ী তার দেহ তল্লাসী করা হয়, কিন্তু নেকলেস পাওয়া যায়নি তার কাছ থেকে। সে তখন বিজয়িনীর গর্বে মাথা উঁচু করে ওপালসেনদের এ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যায়, তার চরিত্রে চুরির এতটুকু কলঙ্কও লাগে না! তাদের পরিকল্পনা মাফিক সেদিন সকালেই ফরাসী পরিচারিকার বিছানার নিচে একটা নকল মুক্তোর নেকলেস রেখে দিয়েছিল হোটেল পরিচারিকা। দারুণ চালাকি!

'কিন্তু তুমি লন্ডনে গেলে কেন?'

'সেই বিশেষ কার্ডটার কথা তোমার মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই। সেটা আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল—এখনো ধাঁধায় ফেলে রেখেছে। আমি ভেবেছিলাম—'

মিঃ ওপালসেনের দিকে তাকিয়ে বিশ্রীভাবে ইতস্ততঃ করলাম।

হাসলো পোয়ারো, খুশিতে উপচেপড়া সেই হাসি।

আঙুলের ছাপ ধরে রাখার সুবিধার জন্য বিশেষভাবে তৈরি ছিল সেই কার্ডটা। আমি এখান থেকে সোজা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে চলে যাই। আমাদের পুরনো বন্ধু ইন্সপেক্টর জ্যাপের সঙ্গে দেখা করে তাকে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলি। আমার সন্দেহ মতো সেই বিশেষ কার্ডের ওপর সেই দু'জনের ছাপ পুলিশী রেকর্ড থেকে দেখা যায়, দু'জন কুখ্যাত গহনা চোরের। বেশ কিছুদিন থেকে পুলিশ তাদের খুঁজছিল। আমার সঙ্গে জ্যাপ এসেছেন। চোরদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর সাজভৃত্যের হেপাজত থেকে নেকলেসটা পাওয়া গেছে। চতুর জুটি। কিন্তু তাদের কাজের ধরণ কার্যকর হয়নি, ব্যর্থ। হেস্টিংস, আমি তোমাকে বলেছিলাম না, একবার নয়, অন্তত ছত্রিশবার, কাজের ধরণ ব্যতিরেকে—'

'কম করেও অন্তত ছত্রিশ হাজারবার।' আমি তার কথায় বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু তাদের কাজের ধরণ কোথায় ব্যর্থ হয়েছে, তা তো বলবে!'

'হোটেল পরিচারিকা কিংবা সাজভৃত্যের ঘরে কাজটা সারলে ভাল হতো, কিন্তু তুমি তোমার কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারো না। খালি ঘরের ধূলো সাফ না করেই তারা চলে যায়। এর ফলে হয়েছে কি, দুটি ঘরের যোগাযোগের দরজার সামনে একটা ছোট টেবিলের ওপর সাজভৃত্য গহনার বাক্সটা রাখার দরুণ একটা চারচৌকো বাক্সের ছাপ পড়ে যায় ড্রেসিং টেবিলের ওপর।'

'আমার মনে আছে', মৃদু চিৎকার করে বলে উঠলাম।

'যখন আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না, আমার তখন ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। তারপরে ঘটনাটা আমি জানতে পারলাম!'

এই সময় ঘরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো।

'আর আমি মুক্তোগুলো ফিরে পেয়েছি', গ্রীক কোরাসের সুরে বললেন মিসেস ওপালসেন।

'বেশ', আমি তখন বললাম, 'আমার এখন ভাল নৈশভোজ পেলে ভাল হয়।'

আমার সাথী হলো পোয়ারো।'

'এটা তোমার বিরাট সুনাম পোয়ারো।'

'না, না', শান্ত স্বরে জবাব দিল পোয়ারো। 'জ্যাপ আর স্থানীয় ইন্সপেক্টর সুনাম ভাগাভাগি করে নেবে তাদের মধ্যে। কিন্তু'—সে তার পকেট হাতড়ালো—'মিঃ ওপালসেন এই চেকটা আমাকে দিয়েছেন। বন্ধু, এরপর তুমি কি বলবে? পরিকল্পনা মাফিক এই উইক-এন্ডটা ভাল কাটেনি? পরের উইক-এন্ডে আমরা কি আবার ফিরে আসব? সেই সময় সম্পূর্ণ আমার খরচে!'

ভিন্নরূপী দুই বোন

THE KING OF CLUBS

'দ্য কিং অব ক্লাবস' ১৯২৩ সালের ২১ শে মার্চ প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায় 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য কিং অব ক্লাবস' নামে।'

'ডেইলি নিউজ মঙ্গার' পত্রিকাটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল এরকুল পোয়ারো, 'এক-এক সময় সত্য ঘটনাও সাজানো কাহিনীর কাছে মিথ্যে বলে মনে হয়।'

তার এই মন্তব্যটা সম্ভবত আসল নয়। মনে হয়, রাগ করেই বলল আমার বন্ধুবর। ছোট বেঁটে-খাটো মানুষটি তার ডিম্বাকৃতি মাথাটা একদিকে ঘুরিয়ে ট্রাউজারের ভাঁজ যাতে না ভাঙে সাবধানে ধূলো ঝাড়ল। 'কি গভীর অনুভূতি। আমার বন্ধু হেস্টিংস কতই না চিন্তাশীল।

তার এ ধরণের অভাবনীয় উপহাস শুনেও বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করে কাগজটার দিকে হাত বাড়ালাম আমি। 'সকালের এই কাগজটা পড়েছ তুমি?'

'পড়েছি। আর পড়ার পর সহানুভূতির সঙ্গে সেটা আবার ভাঁজ করে রেখেছি, তোমার মতো মেঝের ওপর ফেলে দিইনি। সব কিছুরই একটা নিয়ম আছে, আছে পদ্ধতি—কিন্তু দুঃখের কথা হলো, এই বোধটুকু তোমার মধ্যে নেই।'

(পোয়ারোর এটাই খারাপ দিক। নিয়ম আর পদ্ধতি হলো তার ঈশ্বর। তার দৌড় এতই যে, সে তার সব সাফল্যই উৎসর্গ করে থাকে এদের উদ্দেশ্যে।)

'তুমি তাহলে থিয়েটার দলের কর্মসচিব হেনরী রীডবার্ণের খুনের ঘটনাটা পড়েছ? আমার এই মন্তব্যটা খুনের পরিপ্রেক্ষিতেই। এক-এক সময় সত্য ঘটনাও সাজানো কাহিনীর কাছে শুধু মিথ্যে বলেই মনে হয় না, সেটা অনেক বেশি নাটকীয় হয়ে দাঁড়ায়। সেই সুপ্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত ইংরাজ অগল্যান্ডার পরিবারের কথা চিন্তা করে দেখো, মা-বাবা, পুত্র-কন্যা, এ দেশের হাজার হাজার পরিবারের কাছে আদর্শ তারা। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা প্রতিদিন শহরে যায় কাজ করতে; আর নারীরা বাড়ির কাজ দেখে থাকে। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ তাদের জীবন। গতকাল রাত্রে তারা তাদের শহরতলীর স্ট্রেথামের ডেইজিমেডের বাড়ির ড্রইংরুমে বসে ব্রীজ খেলছিল। হঠাৎ আগাম কোনো সতর্কবাণী না দিয়েই জানালার কপাট খুলে গেল এবং একজন মহিলা ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার ধূসর রঙের সাটিনের ফ্রকে লাল দাগ লেগে থাকতে দেখা যায়। মেঝের ওপর পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাবার আগে কেবল একটা কথাই তার মুখ থেকে অস্ফূটভাবে উচ্চারিত হয়েছিল, 'খুন!' ভ্যালেরি সেন্টক্লেয়ার, সম্প্রতি লন্ডনে ঝড় তোলা বিখ্যাত নর্তকী সে, তার ছবি দেখেই তারা তাকে চিনে থাকবে!'

'এটা কি তোমার কথার মারপ্যাঁচ, নাকি 'দি ডেইলি নিউজ মঙ্গারের রিপোর্ট?' জানতে চাইল পোয়ারো।

'খবরটা তাড়াতাড়ি প্রেসে দেওয়ার তাগিদ ছিলো 'দি নিউজ মঙ্গারের'—আর প্রকাশিত খবরটা নেহাতই ঘটনাভিত্তিক। কিন্তু এ কাহিনীর নাটকীয় সম্ভাবনার কথা সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় খেলে যায়।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল পোয়ারো। যেখানেই মানুষ, সেখানেই মানুষের জীবন, সেখানেই নাটক। জীবন নিয়েই তো নাটক! কিন্তু—তুমি যা ভাবছ, সব সময় সেটা ঘটতে নাও পারে। সেটা মনে রেখো। তবু তা সত্ত্বেও আমি এই কেসের ব্যাপারে আগ্রহী কেন জানো? সম্ভবত এই কেসের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়তে পারি।'

'সত্যি কি তাই?'

'হ্যাঁ। আজই সকালে একজন ভদ্রলোক আমাকে ফোন করেছিলেন। মাওরানিয়ার রাজকুমার পলের পক্ষে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছেন তিনি।'

'কিন্তু এর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?'

'তুমি তাহলে ছোট ছোট ইংরেজী দৈনিকের কলঙ্কের ঘটনার খবরগুলো পড়নি? সে সবের মধ্যে একটা মজাদার কাহিনী হলো ''একটি নেংটি ইঁদুর শুনেছে'' কিম্বা ''একটি ছোট্ট পাখি জানতে চায়'' এখানে দেখ!'

একটা পরিচ্ছদের ওপর পোয়ারো তার বেঁটে মোটা আঙুল দিয়ে দেখাতেই আমি তার নির্দেশ অনুসরণ করলাম। '—বিদেশী রাজকুমার এবং বিখ্যাত নর্তকীর সম্পর্ক সত্যি সত্যি কি অন্তরঙ্গ? আর মহিলাটি কি তার নতুন হীরের আংটিটা পছন্দ করে!'

'এখন তোমার ওই নাটকীয় বিশ্লেষণ প্রসঙ্গ আবার শুরু করতে গিয়ে বলতে হয়', বলল পোয়ারো, 'তোমার মনে আছে, ডেইজিমেডের ড্রইংরুমের কার্পেটের ওপর মাদামোয়াজেল সেন্টক্লেয়ার সবে মাত্র তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে—'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি! এসেই সে যখন অস্ফুটে প্রথমে সেই অশুভ শব্দটা কোনো রকমে উচ্চারণ করল, অগল্যান্ডার পরিবারের দু'জন পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, মহিলাটির চিকিৎসা করানোর জন্য একজন ছুটে যায় ডাক্তারকে আনার জন্য, প্রসঙ্গত ঘটনার আকস্মিকতায় দারুণভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল সে, আর অপরজন ছুটে যায় পুলিশ স্টেশনে—সেখানে সে তার আতঙ্কের কাহিনী বলার পর পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মনডেসারে মিঃ রীডবার্নের চমৎকার ভিলায় যায়, ডেইজিমেড থেকে জায়গাটা খুব একটা বেশি দূরে নয়। সেই বিখ্যাত মানুষটিকে দেখতে পায় তারা সেখানে, এক অপ্রীতিকর ঘটনায় দুর্ভোগ পোহাতে হয় তাঁকে। লাইব্রেরীতে পড়ে ছিলেন তিনি, দূর থেকে প্রথমে তাঁর মাথার পিছন দিকটা চোখে পড়ল, মাথাটা ফেটে চৌচির ডিমের খোলার মতো।

'আপনার ভাবধারার অনুগামী আমিও', নরম গলায় বলল পোয়ারো। 'ক্ষমা করবেন আমাকে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি...আহ্, ওই তো মঁসিয়ে লি প্রিন্স!'

কাউন্ট ফিওডরের ভূমিকায় আমাদের সম্মানিত অতিথির আবির্ভাব ঘটল সেখানে। অদ্ভুত চেহারার যুবক তিনি। দীর্ঘদেহী, চোখে-মুখে একটা অদম্য ইচ্ছার ছাপ স্পষ্ট, পাতলা চিবুক, বিখ্যাত মওরানবার্গের আদলে মুখ, এবং কালো গভীর চোখ থেকে মুঠো মুঠো আগুন ঝরে পড়ছিল যেন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো?'

আমার বন্ধুটি মাথা নত করে অভিবাদন জানাল তাঁকে।

'মঁসিয়ে দারুণ অসুবিধেয় পড়েছি আমি, সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না, আমি এতই চিন্তাগ্রস্ত।'

হাত নেড়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাইল পোয়ারো। 'আমি আপনার দুশ্চিন্তা উপলব্ধি করতে পারছি। মাদামোয়াজেল সেন্টক্লেয়ার অত্যন্ত প্রিয় বান্ধবী ছিল আপনার, তাই না?'

সহজ ভঙ্গিমায় উত্তর দিলেন রাজকুমার, 'ওকে আমার স্ত্রীর মর্যাদা দেবো বলে আশা করছি।'

বড় বড় চোখ করে তাকালো পোয়ারো।

রাজকুমার বলতে থাকেন : 'আমাদের পরিবারে আমি প্রথম এই অসবর্ণ বিয়েতে আবদ্ধ হতে যাচ্ছি না। আমার ভাই আলেকজান্ডারও সাম্রাজ্য তুচ্ছ করেছিল। এখন

আমরা অনেক সুখে আছি, সাবেকি জাত-পাতের সংস্কার থেকে মুক্ত। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি এক হিসেবে মাদামোয়াজেল আমার সমগোত্র। আপনি তার ইতিহাস শুনেছেন কিম্বা কিছু আভাষ কি পেয়েছেন?

'ওঁকে ঘিরে অনেক রোমান্টিক কাহিনী জড়িয়ে আছে—বিখ্যাত নর্তকীদের কাছে সে সব কাহিনী একেবারেই বেমানান নয়। আমি শুনেছি তিনি একজন ঠিকা পরিচারিকার মেয়ে, আবার এও শুনেছি যে, তাঁর মা নাকি রুশী-ডাচেস ছিলেন।

'প্রথম কাহিনী অবশ্যই বাজে, শুধু বানানো গল্প-গাঁথা', বলল যুবকটি। 'তবে দ্বিতীয় কাহিনী সত্য, তার সেই পরিচয় গোপন রাখতে বাধ্য সে, আমার অন্তত তাই মনে হয়, আর সে তার অবচেতন মনে হাজারবার তার প্রমাণ দিয়েছে। আর জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, বংশগত ব্যাপারে আমি বিশ্বাসী।

'বংশগত ব্যাপারে আমিও বিশ্বাসী', চিন্তিতভাবে বলল পোয়ারো। 'এ প্রসঙ্গে আমি কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এবার আমি কাজের কথায় আসছি মঁসিয়ে লি প্রিন্স, আপনি আমাকে দিয়ে কি করাতে চান? আপনার কিসের ভয়? তাহলে খোলাখুলিভাবেই বলি, ভয় কি আমিও পাচ্ছি না? পাচ্ছি বৈকি! এই অপরাধের সঙ্গে মাদামোয়াজেল সেন্টক্লেয়ার কি জড়িত। তা হলে অবশ্যই রীডবার্ণকে জানতেন তিনি, জানতেন না?'

'হ্যাঁ। প্রকাশ্যেই তিনি বলে বেরিয়েছিলেন, সেন্টক্লেয়ারকে ভালবাসেন তিনি?'

'আর তিনি?'

'তাঁকে বলার মতো কিছুই ছিল না।'

আগ্রহ সহকারে তাঁর দিকে তাকাল পোয়ারো। 'আচ্ছা তাঁকে ভয় পাওয়ার মতো কোনো কারণ কি ছিল সেন্টক্লেয়ারের।

একটু ইতস্তত করলেন যুবরাজ! এর মধ্যে একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটে যায়। অলোকদৃষ্টিসম্পন্ন জারাকে আপনি চেনেন?'

'না।'

'চমৎকার মহিলা তিনি। সুযোগ পেলে একসময় তাঁর সঙ্গে আপনার পরামর্শ করা উচিত। গত সপ্তাহে ভ্যালেরি আর আমি দেখা করতে যাই তাঁর সঙ্গে। তিনি আমাদের কার্ডগুলো পড়ে দেখেন। ভ্যালেরিকে তার আসন্ন বিপদের কথা বলেন তিনি—তার ভাগ্যাকাশে নাকি মেঘ জমে উঠেছে। তারপর তিনি শেষ কার্ডটি ওল্টান—ওঁরা যেটাকে তুরুপের তাস বলে থাকেন আর কি। চিঁড়িয়ার সাহেব ভ্যালেরিকে তিনি বলেন : 'সাবধান! একটি লোক আপনাকে তাঁর ক্ষমতা দিয়ে বশীভূত করতে চাইছে। আপনি তাকে ভয় করেন—তার মারফত আপনার ভীষণ বিপদ। আমার ধারণা, আপনি তাকে চেনেন, চেনেন না?'

ভ্যালেরির মুখ কেমন ফ্যাকাশে সাদা হয়ে যায়। মাথা নেড়ে সে তখন বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি।'

তার কিছু পরেই আমরা সেখান থেকে চলে আসি। ভ্যালেরির প্রতি জারার শেষ সতর্কবাণী হলো : 'চিড়িতনের সাহেবকে সাবধান। তার তরফ থেকে আপনার বিপদ ঘনিয়ে আসছে!' ভ্যালেরিকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু ও আমাকে কিছুই বলেনি—কেবল আমাকে আশ্বস্ত করতে বলেছিল সে, সব ঠিক আছে। কিন্তু গতকাল রাতের পর এখন আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, রীডবার্ণের মধ্যেই চিঁড়িতনের সাহেবকে প্রত্যক্ষ করে থাকবে ভ্যালেরি। আর তাতে দারুণ ভয় পেয়েছিল ও।'

তারপরেই সহসা কিছু সময়ের জন্য নীরব হয়ে যুবরাজ আবার মুখ খুললেন। 'আজ সকালে খবরের কাগজের পাতায় দৃষ্টি পড়তেই কেন যে আমি ভয় পাই তার কারণ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। ধরুন যদি ভ্যালেরির অবস্থা এখন পাগলের মতো হয়ে যায়,—ওহো, সেটা অসম্ভব!'

পোয়ারো উঠে দাঁড়ালো। যুবরাজের পিঠের ওপর সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে তাকে আশ্বস্ত করে বলল সে, 'আপনাকে আমার বিনীত অনুরোধ এভাবে আপনি ভেঙে পড়বেন না। ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন।'

'তাহলে আপনি কি স্ট্রেথামে যাবেন? আমার কাছে খবর আছে, এখনো সেখানেই আছে ও মানে ডেইজিমেডে—ঘটনার আকস্মিকতার দরুণ আতঙ্কিত ও এখন।'

'হ্যাঁ, এখনি আমি যাচ্ছি।'

'রাষ্ট্রদূত মারফত আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। সব জায়গায় আপনার প্রবেশাধিকার থাকবে।'

'তাহলে আমরা এখন যাচ্ছি।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল পোয়ারো, 'তুমি আমার সাথী হবে নাকি হেস্টিংস?'

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

'বিদায় মঁসিয়ে লি প্রিন্স।'

যেন এক অভূতপূর্ব চমৎকার ভিলা মন ডেসার, আধুনিক এবং আরামদায়ক। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে, বাড়ির পিছনে কয়েক একর জমি নিয়ে চমৎকার বাগান।

যুবরাজ পলের নাম বলতেই বার্টলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘটনাস্থলে নিয়ে গেল। চমৎকার লাইব্রেরী রুম। সারা বাড়ির পেছন থেকে সামনে পর্যন্ত জুড়ে এই লাইব্রেরী ঘর, দু'ধারেই একটা করে জানালা, একটা জানালা সামনে গাড়ি চলার পথের দিকে, আর অপরটি বাড়ির পেছনে বাগানের দিকে। এই লাইব্রেরী ঘরেই মৃতদেহ পড়েছিল। পুলিশ তাদের তদন্তের কাজ সেরে কিছুক্ষণ আগে মৃতদেহ স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করে।

'এটা খুবই বিরক্তিকর', বিড়বিড় করে বললাম পোয়ারোকে। 'কে জানে কোন্ কোন্ ক্লু তারা নষ্ট করে ফেলেছে?'

আমার ক্ষুদে বন্ধুটি হাসল। 'হেঁ, হেঁ! তোমাকে আমি কতবার না বলেছি, যে কোনো পরিস্থিতিতে ঘটনাস্থল থেকে ক্লু খুঁজে বার করা যায়? প্রতিটি রহস্যের সমাধান নিহিত থাকে ছোট ছোট ধূসর মস্তিষ্ককোষে।'

বার্টলারের দিকে ফিরে তাকাল সে। 'আমার ধারণা, মৃতদেহ সরানো ছাড়া ঘরের অন্য কোনো জিনিস স্পর্শ করা হয়নি?'

'না স্যার! গতকাল রাত্রে পুলিশ আসার আগে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনি আছে।'

'ওই যে পর্দাগুলো এখন দেখছি, ওগুলো জানালার ওপরে তোলা রয়েছে। অপর জানালায়ও একই অবস্থা। গতকাল রাত্রে ওগুলো তোলা ছিল?'

'হ্যাঁ স্যার, প্রতি রাত্রে আমি পর্দাগুলো তুলে দিয়ে থাকি। কিন্তু গতকাল আমি আমার রোজকার কাজটা সমাধা করতে পারিনি।'

'তাহলে মিঃ রীডবার্ন নিজেই পর্দাগুলো তুলে দিয়ে থাকবেন।'

'আমার তাই মনে হয় স্যার।'

'তোমার কি মনে হয়, তোমার মনিব গতকাল রাত্রে কোনো অতিথি আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন?'

'না স্যার, সেরকম কথা তিনি আমাকে বলেননি। তবে তিনি আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, নৈশভোজের পর তাকে যেন বিরক্ত করা না হয়। জানেন স্যার, বাড়ির এক পাশে টেরেসের পথে লাইব্রেরী থেকে বাইরে বেরুবার একটা দরজা আছে। আর সেই দরজা-পথ দিয়ে হয়তো কাউকে আহ্বান জানিয়ে থাকবেন তিনি।'

'তা সেরকম করার অভ্যাস তাঁর ছিল নাকি?'

একটু কেশে অসংলগ্নভাবে বলল বার্টলার, 'আমি তাই বিশ্বাস করি স্যার।'

সেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল পোয়ারো। খোলাই ছিল দরজা। সেই দরজা-পথে পা ফেলে বেরিয়ে এল টেরেসে সে। ডান দিকে গাড়ি চলার পথ, আর বাঁদিকে লাল ইঁটের দেওয়াল।

'এদিকটা ফলের বাগান স্যার। আরো একটা দরজা আছে বটে, তবে সন্ধ্যা ছ'টার পর সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়!'

মাথা নাড়ল পোয়ারো। তারপর সে আবার প্রবেশ করল লাইব্রেরীতে। বার্টলার অনুসরণ করল তাকে।

'গতকাল রাতের ঘটনার ব্যাপারে কোনো কিছুই কি তোমার কানে আসেনি?'

'হ্যাঁ স্যার, রাত ন'টা বাজার কিছু আগে লাইব্রেরীতে আমরা কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। তবে অস্বাভাবিক নয় সেটা, বিশেষ করে একজন মহিলার কণ্ঠস্বর যখন। তবে অবশ্যই স্বীকার করব, অন্য দিকে সারভেন্টস হলে আমরা যখন চলে যাই, তখন আমরা আর কিছুই শুনতে পাইনি! তারপর রাত এগারোটার সময় পুলিশ আসে।'

'তা কতজনের কণ্ঠস্বর শুনেছিলে তোমরা?'

'তা বলতে পারব না স্যার। আমি কেবল মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।'

'আহ্!'

'মাফ করবেন স্যার, তবে ডঃ রয়ান এখনো এই বাড়িতেই আছেন। আপনি দেখা করতে পারেন তাঁর সঙ্গে।

প্রস্তাবটা লোভনীয়, লাফিয়ে উঠলাম আমরা। মিনিট কয়েকের মধ্যে মাঝ-বয়সী সদা হাস্যময় ডাক্তার এসে মিলিত হলো আমাদের সঙ্গে। আর পোয়ারোর প্রয়োজনীয় সব খবরই পরিবেশন করল সে। জানালার ধারে পড়েছিলেন রীডবার্ণ। মাথাটা মার্বেল পাথরের দিকে—পা দু'টো ছড়ানো। তাঁর দেহে দুটি ক্ষতচিহ্ন লক্ষ্য করা যায়! একটা দু'চোখের মাঝখানে, আর অপরটির ক্ষত ভয়ঙ্কর, মাথার পেছনে।

'তিনি কি চিৎ হয়ে পড়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, ওইতো এখানে তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।' এই বলে সে মেঝের ওপর গাঢ় কালচে লাল দাগগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করল পোয়ারোর।

'আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে, পেছন থেকে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মেঝের ওপর পড়ে গিয়ে থাকবেন তিনি?'

'অসম্ভব। সেই অস্ত্র যে ধরনেরই হোক না কেন, অল্প কিছু দূরত্ব থেকে মাথার খুলিতে বিদ্ধ করানো হয় সেটা।'

সামনের দিকে দৃষ্টি ফেলে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে রইল পোয়ারো। প্রতিটি জানালার খাঁজে রয়েছে ধনুকের মতো বাঁকানো মার্বেল পাথর বসানো। হাতলগুলো সিংহের মাথার আদলে তৈরি। পোয়ারোর চোখে আলো ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল সে, 'ধরা যাক, পেছন থেকে উনি সিংহের মাথার ওপর ঢলে পড়েন, এবং সেখান থেকে মাটিতে পড়ে যান। আপনি যা বর্ণনা দিলেন, এইভাবে তাঁর সেই ক্ষতটা হতে পারে না?'

'হ্যাঁ, তা সম্ভব। কিন্তু যেভাবে যে অবস্থানে তিনি পড়েছিলেন, তাতে এই যুক্তিটা খাটে না শুধু নয়, অসম্ভবও বলা যায়। তাছাড়া জানালার মার্বেল পাথরে রক্তের কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি।'

'আর সেই রক্ত যদি সেখান থেকে মুছে ফেলা হয়ে থাকে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার। তা সম্ভব। আর এর ফলে খুনীর উপস্থিতির কথা কিংবা তিনি খুন হওয়ার কথা জানবার সুযোগই কারোর থাকতে পারে না।

'খুবই সম্ভব', তাকে সমর্থন করল পোয়ারো। 'আপনি কি মনে করেন কোনো মহিলা তাঁকে এভাবে ঘুষি কিংবা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে পারেন?'

'ওহো, আমি বলব, এটা একেবারে প্রশ্নাতীত। আমার ধারণা, আপনি কি মাদামোয়াজেল সেন্টক্লেয়ারের কথা চিন্তা করছেন?'

'আমি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বিশেষভাবে কারোর কথাই চিন্তা করতে পারি না', সংযতভাবে বলল পোয়ারো।

তারপর সেই খোলা জানালা-পথের দিকে ফিরে তাকাল পোয়ারো। ওদিকে ডাক্তার তখন বলে চলেছে :

'ওই জানালা-পথেই এখান থেকে চলে যান মাদামোয়াজেল সেন্টক্লেয়ার। গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে ডেইজিমেডের দৃশ্য আপনি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন, ভাল করে

তাকিয়ে দেখুন! অবশ্য এ বাড়ির সামনে রাস্তার ওপর অন্য আরো অনেক বাড়ি রয়েছে, তবে এদিক থেকে কেবল মাত্র ডেইজিমেডই চোখে পড়ে সবার আগে।'

'আপনার আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ডক্টর', বলল পোয়ারো। 'এসো হেস্টিংস, মাদামোয়াজেলের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে চলি আমরা।'

ভেলেরি সেন্টক্লেয়ারের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে বাগানের পথ ধরে হেঁটে চলল পোয়ারো, তারপর বেরিয়ে এলো একটা লোহার গেট পেরিয়ে। এবং সেখান থেকে সবুজ ঘাসের ওপর পা ফেলে কয়েক গজ পেরিয়েই ডেইজিমেডের বাগানের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল তারা। সামনে আধ একর জমির ওপর ছোট্ট একটা অতি সাধারণ চাকচিক্যহীন, আড়ম্বরবিহীন বাড়ি। জানালার নিচে ছোট্ট কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ। সেই সিঁড়িপথের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালো পোয়ারো।

'ওই জানালাপথেই ডেইজিমেডে প্রবেশ করে থাকবেন মাদামোয়াজেল সেন্টক্লেয়ার। আমাদের এখন খুব একটা তাড়া নেই কি বলো? অতএব সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাই ভাল।'

একজন পরিচারিকা দরজা খুলে দিয়ে ড্রইংরুমে বসালো আমাদের। তারপর মিসেস অগল্যান্ডারের খোঁজে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। গতকাল রাতের পর থেকে সম্ভবত ঘরের কোনো কিছু স্পর্শ করা হয়নি বলেই মনে হলো। ফারারপ্লেসে পোড়া ছাই তেমনি পড়ে রয়েছে, সরানো হয়নি। ঘরের ঠিক মাঝখানে ব্রীজ-টেবিলটা রয়েছে। টেবিলের ওপর ডামি তাসগুলো পাতা রয়েছে, অপর তিনজনের হাতের তাসগুলো টেবিলের তিন কোণায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। তুচ্ছ, আজেবাজে জিনিসে ভর্তি ঘরটা। প্লাস্টার-খসা কুৎসিত দেওয়ালের কিছু অংশের দৈন্যতা ঢাকা পড়ে গেছে অগল্যান্ডার পরিবারের অয়েলপেন্টিং-এর আড়ালে। আমার থেকেও বেশি মনোযোগ সহকারে সেই ছবিগুলো নিরীক্ষণ করছিল পোয়ারো। মাঝে মাঝে দু'-একটা ছবির তারিফ করতে কসুর করছিল না সে।

আমি তার মন্তব্যে সায় দিয়ে তখন পরিবারের একটা গ্রুপ ফটোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলাম, নিখুঁতভাবে দাড়ি গোঁফ ছাঁটা একজন ভদ্রলোক, মিনি পাহাড় সমান উঁচু করে চুল বাঁধা একজন মহিলা, হৃষ্টপুষ্ট চেহারার একটি ছেলে এবং মাথায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত রিবন দিয়ে চুল বাঁধা দু'টি ছোট ছোট মেয়ে—এই নিয়ে গ্রুপ ফটো। ধরে নিলাম, বেশ কয়েক বছর আগে তোলা অগল্যান্ডার পরিবারের ছবি, তাই বেশ আগ্রহ নিয়ে তাদের ছবিগুলো দেখছিলাম।

এই সময় দরজা ঠেলে একটি যুবতী ঘরে এসে ঢুকল। এগিয়ে গিয়ে বলল পোয়ারো, 'আপনিই তো মিস অল্যান্ডার? আপনাদের বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত, হাজার হোক গতকাল রাতের ঘটনায় অল্পবিস্তর জড়িয়ে পড়েছেন আপনারা। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন বিরক্তিকর।'

'এ ঘটনায় সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে', সাবধানে স্বীকার করল মেয়েটি। মিস অগল্যান্ডারের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, গতকাল রাতের নাটকীয় সব উপকরণ তার মুখের ওপর থেকে মিলিয়ে গেছে আজ। তার প্রমাণ আমি পেলাম তার কথার মধ্যে। 'ঘরের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। চাকর-বাকররা শুধুই বোকার মতো উত্তেজিত হতে জানে, বাড়ির যে নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু কাজ থাকতে পারে, হয় তারা ভুলে যায়, কিম্বা ভোলার ভান করে থাকে।'

গতকাল রাত্রে আপনারা তো এখানে এই ঘরেই বসেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল পোয়ারো।

'হ্যাঁ, নৈশভোজের পর আমরা এখানে বসেই ব্রীজ খেলছিলাম, তখন—'

'মাফ করবেন', বাধা দিয়ে বলল পোয়ারো, 'তা কতক্ষণ আপনারা ব্রীজ খেলছিলেন?'

'মনে করতে দিন', মনে মনে আন্দাজ করতে চাইল মিস অগল্যান্ডার। 'দুঃখিত, আমি ঠিক বলতে পারছি না। তবে আমার ধারণা তখন রাত প্রায় দশটা হবে। আমার মনে আছে তখন অনেকগুলো রাবারের খেলা হয়ে গিয়েছিল।'

'আর আপনি নিজে কোথায় বসেছিলেন?'

'জানালার দিকে মুখ করে। আমি আমার মা'র সঙ্গে খেলছিলাম, আর একটা নো-ট্রাম্প ডেকেছিলাম। হঠাৎ কোনো সতর্ক না করেই জানালাটা শব্দ করে খুলে যায়, আর মিস সেন্টক্লেয়ার ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়েন।'

'আপনি তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন?'

'আমার একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, তাঁর মুখটা পরিচিত।'

'তিনি তো এখনো এখানেই আছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কারোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন না তিনি। তাঁর সেই অসহায় ভাবটা কাটেনি এখনো।'

'সে যাইহোক, আমার মনে হয়, আমার সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। আপনি তাঁকে গিয়ে বলবেন, মওরানিয়ার যুবরাজ পলের বিশেষ অনুরোধে আমি এখানে এসেছি।'

আমার ধারণা যুবরাজের নামটা শুনেও মেয়েটির মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না, আগের মতোই শান্ত, নিরুত্তাপ রইল সে। তবে আর কোনো মন্তব্য না করেই খবরটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে জানালো সে, আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন মাদামোয়াজেল সেন্টক্লেয়ার তাঁর ঘরে।

আমরা তাকে অনুসরণ করলাম ওপরতলায়। মোটামুটি মাঝারি আকারের হাল্কা শয়নকক্ষ। জানালার ধারে একটা কৌচের ওপর অর্ধশায়িত অবস্থায় বসেছিলেন একটি মহিলা। আমরা ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি তাঁর ঘাড়টা ফেরালেন। দু'টি মহিলার মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল সঙ্গে সঙ্গে আমার নজর কাড়ল। চেহারা ও রঙের মধ্যে বৈপরিত্য

থাকলেও মিস অগল্যান্ডার ও মিস সেন্টক্লেয়ারের মুখের মধ্যে একটা মিল অনুভূত হলো। ভ্যালেরি সেন্টক্লিয়ার ও মিস অগল্যান্ডার চাহনি বা হাবভাবের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। যাইহোক, এখন এই মুহূর্তের দেখা ভ্যালেরির মধ্যে একটা নাটকীয় ভাব প্রকাশ পেতে দেখলাম। একটা রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছিলেন তিনি। লাল টকটকে ফ্লানেলের ড্রেসিংগাউনে ঢাকা তাঁর পা দুটি। পরনে ঘরোয়া পোশাক। ড্রেসিংগাউনটা প্রাচ্যের মতো ঢিলে-ঢালা হলেও এই পোশাকে তাঁর ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এবার তাঁর বড় বড় গভীর চোখ দুটির দৃষ্টি পড়ল পোয়ারোর ওপর।

'পলের কাছ থেকে আসছেন আপনি?' তাঁর চেহারা, অবয়বের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় তাঁর কণ্ঠস্বর—ক্ষীণ অথচ ভরাট গলা।

'হ্যাঁ মাদামোয়াজেল, তাঁর হয়ে আর আপনার হয়েও কাজ করতে এসেছি আমি এখানে।'

'বেশ, কি জানতে চান বলুন?'

'গতকাল রাত্রে যা যা ঘটেছিল, সব কিছুই আমি কিন্তু জানতে চাই।'

একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল তাঁর ঠোঁটে! 'আপনার কি মনে হয়, আমি মিথ্যে বলব, কিম্বা কিছু গোপন করব? তেমন বোকা আমি নই। আমি বেশ ভালভাবেই জানি যে, এক্ষেত্রে কোনো কিছু গোপন করা যায় না। মৃত মানুষটি আমার অনেক গোপন খবর জানতেন। সেই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে তিনি আমাকে হুমকি দিয়েছিলেন। পলের স্বার্থে আমি তাঁর শর্ত মেনে নিয়েছিলাম। পলকে হারানোর কোনো রকম ঝুঁকি আমি নিতে চাইনি...এখন তিনি মৃত, আর সেই সঙ্গে আমি নিরাপদ। কিন্তু তাই বলে মনে করবেন না যে, আমি তাকে খুন করেছি...না, আমি তাঁকে খুন করিনি।'

মাথা নেড়ে হাসল পোয়ারো। 'মাদামোয়াজেল, আমাকে এ কথা বলার প্রয়োজন ছিল না। আপনি বরং গতকাল রাত্রে কি ঘটেছিল সেটা মনে করার চেষ্টা করে আমাকে বলুন।'

'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে', কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললেন ভ্যালেরি, 'আমি তাঁকে প্রচুর টাকা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর হাবভাব দেখে আমার মনে হলো, আমার টাকার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ নেই, তাঁর মনে তখন বদ মতলব ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে চাইছিলেন তিনি। গতকাল রাত ন'টায় আমাকে যেতে বলেছিলেন তিনি। মন ডেসারে যাওয়ার কথা আমার। জায়গাটা আমি জানতাম, আগেও আমি গিয়েছিলাম সেখানে বেশ কয়েকবার। পাশের দরজা-পথে লাইব্রেরী ঘরে ঢোকার কথা আমার, যাতে করে চাকর-বাকররা আমাকে দেখতে না পায়।

'মাফ করবেন মাদামোয়াজেল, সেই রাত্রে তাঁর মতো লোককে বিশ্বাস করে একা সেখানে যেতে ভয় করেনি আপনার?'

'হয়তো ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার দিকটাও একবার ভেবে দেখুন—আমি একেবারে নিঃসঙ্গ, একা—আমার সঙ্গে সেখানে যাওয়ার জন্য বলার মতো কেউ ছিল না। আর আমি তখন দারুণ মরিয়া তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার জন্য। আমাকে লাইব্রেরীতে আহ্বান করলেন তিনি। ওঃ, সেই লোকটা! কি ভয়ঙ্কর তিনি। আমি খুশি তিনি মৃত! ইঁদুরের সঙ্গে বেড়ালের খেলার মতো খেলা খেলছিলেন তিনি আমার সঙ্গে। উপহাস করছিলেন আমাকে তিনি। আমি করুণা ভিক্ষা করছিলাম তাঁর কাছে নতজানু হয়ে। আমি আমার সমস্ত গহনা ও অলঙ্কার দিতে চেয়েছিলাম তাঁকে। কিন্তু সবই বৃথা! তারপর তিনি তাঁর শর্ত আরোপ করেন। আমি অস্বীকার করি। তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণার কথা আমি তাকে বলি। তাঁর ওপর ভীষণ রেগে যাই আমি। শান্ত অবিচল থেকে তিনি কেবল হাসতে থাকেন। তাঁর শর্তটা যে কি আপনি নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন। তারপর আমি নীরব হয়ে যাই। আমার তখনকার উপলব্ধি হলো, পাথরের চোখে জল ফোটানো যায়, কিন্তু ওই নিষ্ঠুর মানুষটার হৃদয় টলানো যাবে না কখনো। আর ঠিক সেই সময় একটা আচমকা শব্দ শোনা যায় জানালার পর্দার ওপার থেকে। শব্দটা শুনতে পেয়েছিলেন তিনিও। উঠে গিয়ে জানালার পর্দাটা তুলে দেন তিনি, বোধহয় শব্দটা কোত্থেকে আসছে সেটা দেখার জন্য। একটা লোককে লুকিয়ে থাকতে দেখা যায় সেখানে, ভয়ঙ্কর বীভৎস দেখতে সেই লোকটাকে, ভবঘুরের মতো বেড়াতে বেরিয়েছে যেন সে। মিঃ রীডবার্নের মাথায় আঘাত করে সে এবং তিনি তখন পড়ে যান। ভবঘুরে লোকটি তখন তার রক্তমাখা হাত দিয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরে। আমি তখন কোনো রকমে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেই জানালা টপকে পালিয়ে আসি বাঁচার তাগিদে। তারপর এ বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখে ছুটে আসি এখানে। জানালার খড়খড়িগুলো খোলা ছিল, সেই খোলা জানালা-পথে কয়েকজনকে ব্রীজ খেলতে দেখি। আমি প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ি ঘরের মধ্যে। আমার তখন দম বন্ধ হয়ে আসছিল, কোনো রকমে অস্ফুটে 'খুনী' শব্দটা উচ্চারণ করা মাত্র আমার চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার বলে মনে হচ্ছিল তখন—'

'ধন্যবাদ মাদামোয়াজেল। আমি বেশ বুঝতে পারছি, সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা আপনার স্নায়ুকোষগুলোতে দারুণ আঘাত করে থাকবে। এখন এই ভবঘুরে লোকটির কথায় আসা যাক, তার বিবরণ দিতে পারেন আপনি? তার পরনে কি পোশাক ছিল খেয়াল করতে পারেন?

'না,—ঘটনাটা এমনি আকস্মিক আর দ্রুত ঘটে যায়, তার পোশাক দেখার অবসর পাইনি। কিন্তু একদিন না একদিন সেই লোকটাকে কোথাও না কোথাও ঠিক দেখতে পাবই। তার মুখটা আমার মস্তিষ্কে জ্বলছে অহরহ।'

'মাদামোয়াজেল, আর একটা প্রশ্ন করব আপনাকে। অপর জানালায়, মানে গাড়ি চলার রাস্তার দিকের জানালার পর্দাটাও কি তোলা ছিল?

পোয়ারোর এই আকস্মিক প্রশ্নের মধ্যে কি ছিলো জানি না, এই প্রথম নর্তকীকে

হতভম্ব হতে দেখলাম, তার মুখের ওপর একটা কালো ছায়া পড়তে দেখলাম। মনে হলো তিনি স্মৃতির পাতা ওল্টাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'আমার মনে হয়, আমি প্রায় নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, হ্যাঁ, একেবারে নিশ্চিত! সেই জানালার পর্দা তোলা ছিল না।'

'এটা খুবই রহস্যজনক, বিশেষ করে অপর জানালার পর্দা ওঠানো ছিল। অবশ্য তার জন্য কিছু নয়। জোর গলায় আমি বলতে পারি, এটা জানা খুব একটা জরুরী কিছু নয়। তা মাদামোয়াজেল, আপনি কি এখানে বেশ কিছুদিন থাকবেন?'

'ডাক্তারের ধারণা, আগামীকাল শহরে ফিরে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠব আমি।' ঘরের চারপাশ তাকিয়ে দেখলেন তিনি। মিস অগল্যান্ডার চলে গেছে। 'এ বাড়ির লোকেরা অত্যন্ত দয়ালু, কিন্তু এঁরা তো আমার জগতের মানুষ নন! আমি তাঁদের ভয় পাইয়ে দিয়েছি! আর আমার কাছে, ভাল কথা, এঁদের মতো গৃহস্থ জীবনে আমার আসক্তি নেই। এক জায়গায় আবদ্ধ থাকার মানসিকতা আমার নেই।'

তাঁর কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন তিক্ততার আভাষ পাওয়া যায়।

মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দেয় পোয়ারো! 'আমি বুঝি। আশা করি আমার প্রশ্নে আপনি আঘাত পাননি।'

'না মঁসিয়ে একেবারেই নয়। তবে আমার কেবল চিন্তা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পল যেন সব ঘটনার কথা জানতে পারে।'

'তাহলে মাদামোয়াজেল, আজকের দিনটা আপনার শুভ যাক, এই কামনা করে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে একটু সময়ের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পোয়ারো। তার দৃষ্টি তখন থমকে গিয়েছিল ঘরের সামনে একজোড়া বিশেষ চামড়ায় তৈরি চটির ওপর। 'এই চটিজোড়া আপনার মাদামোয়াজেল?'

'হ্যাঁ মঁসিয়ে। সবে মাত্র ওগুলো পরিষ্কার করে ওখানে রাখা হয়েছে।'

'আহ!' সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে অস্ফুটে বলল পোয়ারো! ফায়ারপ্লেসের আগুনের ছাই পরিষ্কার করার কথা এ বাড়ির চাকর-বাকরদের মনে না থাকলেও জুতো জোড়া পরিষ্কার করতে গিয়ে তাদের খুব একটা উত্তেজনা দেখা দেয় না। সে যাইহোক, প্রথমেই দু'-একটা উল্লেখযোগ্য পয়েন্টের কথা মনে হতে পারে। কিন্তু আমার আশঙ্কা, আবার এটা আমার ধারণা বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে, এই কেসের এখানেই ইতি বলে ধরে নিতে পারি আমরা। কেসটা অতি সহজ সরল বলেই মনে হয় আমার।'

'আর খুনী?'

'এরকুল পোয়ারো কখনো তার শিকার সন্ধানে ভবঘুরেদের পেছনে সময় অপব্যয় করে না', গলা ফুলিয়ে বলল আমার বন্ধুবর।

আমাদের সঙ্গে হলঘরে মিলিত হলো মিস অগল্যান্ডার। 'আমার মা আপনার সঙ্গে

কথা বলতে চান,' পোয়ারোর উদ্দেশ্যে বলল সে, 'এক মিনিটের জন্য ড্রইংরুমে যদি আপনারা অপেক্ষা করেন—'

ঘরটা এখনো অস্পর্শ। অলসভাবে তাসের কার্ডগুলো একত্রিত করে পোয়ারো তার ছোট ছোট আঙুল দিয়ে সাফল করল।

'প্রিয় বন্ধু আমার, তুমি কি জানো আমি এখন কি ভাবছি?'

'না', কৌতূহলী হয়ে বললাম আমি।

'আমার ধারণা, একটা নো-ট্রাম্প কল দিয়ে ভুল করেছিল মিস অগল্যান্ডার। তার তিনটে স্পেড কল দেওয়া উচিত ছিল।'

'পোয়ারো! তোমার একটা মাত্রা থাকা উচিত!'

'শোনো প্রিয় বন্ধু, সব সময় রক্ত আর ঝড়-ঝাপটার কথা আমি বলতে চাই না।'

হঠাৎ তার মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। 'দেখো, দেখো হেস্টিংস! এই তাসগুলোর মধ্যে থেকে চিড়িতনের সাহেব উধাও!'

'জারা!' অস্ফুটে চিৎকার করে উঠলাম আমি।

'হেঁ, হেঁ! মনে হলো আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না সে। কার্ডগুলো প্যাকেটের ভেতরে পুরে রাখল সে। তার মুখটা অত্যন্ত গম্ভীর।

'হেস্টিংস!' অবশেষে বলল সে, 'আমি, এরকুল পোয়ারো, আমি প্রায় একটা বিরাট ভুল করতে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, একটা বিরাট ভুল।'

আমি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। তার সেই কথাটা আমাকে প্রভাবিত করল বটে, কিন্তু চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করা যায় না।'

'হেস্টিংস, আমার কি মনে হয় জানো, অবশ্যই আমাদের আবার শুরু থেকে ভাবতে হয়। হ্যাঁ, শুরু থেকে আমাদের আবার ভাবা উচিত। তবে এবার আমরা আর ভুল করব না।'

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল পোয়ারো, কিন্তু মাঝ বয়সী এক সুন্দরী মহিলার প্রবেশে বাধা পেল সে। তাঁর হাতে একগাদা গৃহস্থালীর বই। মাথা নিচু করে তাঁকে অভিবাদন জ্ঞাপন করল পোয়ারো।

'আপনি মিস সেন্টক্লেয়ারের বন্ধু বলে আমি ধরে নেবো স্যার?'

'মাদাম, আমি ওঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে এসেছি।'

'ওহো, তাই বুঝি! আমি ভেবেছিলাম হয়তো—'

হঠাৎ জানালার দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকালো পোয়ারো। 'গতকাল রাত্রে আপনার জানালার খড়খড়িগুলো নিচে নামানো ছিল না নিশ্চয়ই?'

'না। আমার মনে হয়, তাই বোধহয় ঘরের আলো দেখতে পেয়েছিল মিস সেন্টক্লেয়ার।'

'গতকাল রাত্রে পূর্ণিমার আলো ছিল। আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, জানালার দিকে মুখ করে বসে থাকা সত্ত্বেও আপনার আসন থেকে মিস সেন্টক্লেয়ারকে আপনি দেখতে পেলেন না?'

'আমার মনে হয় আমাদের তাস খেলায় গভীরভাবে মগ্ন ছিলাম আমরা। তাছাড়া এর আগে আমাদের সামনে এরকম ঘটনা কখনো ঘটতে দেখিনি।'

'মাদাম, আমি সেটা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। আর আমি চাই আপনার পরিশ্রান্ত মনটা একটু বিশ্রাম পাক। শুনলাম, মাদামোয়াজেল সেন্টক্লেয়ার কালই চলে যাচ্ছেন এখান থেকে?'

'ওহো! তাই বলুন!' ভদ্রমহিলার মুখ দেখে মনে হলো বুঝি এইমাত্র একটা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হলেন তিনি সেন্টক্লেয়ার চলে যাচ্ছেন শুনে।

'তাহলে এবার যে আপনাকে সুপ্রভাত জানিয়ে চলে যেতে হচ্ছে মাদাম!'

আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম অতঃপর।

সামনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম, একজন পরিচারিকা সিঁড়ি সাফাই করছিল। তার উদ্দেশ্যে বলল পোয়ারো :

'তা বাছা, তুমিই কি ওপরতলার ওই যুবতী মেয়েটির চপ্পলজোড়া সাফাই করেছিলে?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'না স্যার। ওই চপ্পলজোড়া পরিষ্কার করা হয়েছে বলেও আমার মনে হয় না।'

'তাহলে ওগুলো কে পরিষ্কার করল?' রাস্তায় নেমে পোয়ারোকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কেউ নয়। চপ্পলজোড়া পরিষ্কার করার দরকার হয় না।'

'আমি ধরে নিচ্ছি, চমৎকার জ্যোৎস্নার রাতে পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে হাঁটলে জুতোয় বা চপ্পলে ধূলো বা কাদা লাগার কথা নয়। কিন্তু বাগানে বড় বড় ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটলে ধূলো-কাদা তো লাগারই কথা!'

'হ্যাঁ,' বলল পোয়ারো। তার ঠোঁটে এক রহস্যময় হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। 'সেক্ষেত্রে যে কাদার দাগ পড়তে বাধ্য, আমি তোমার সঙ্গে একমত।'

'বন্ধু, আর মাত্র আধ ঘণ্টা একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো। আমরা এখন মন ডেসারে ফিরে যাচ্ছি।'

আমাদের পুনরাবির্ভাবে অবাক হয় তাকাল বাটলার, তবে লাইব্রেরীতে ফিরে আসায় প্রবেশে বাধা দিল না সে।

'হাই, ওটা ভুল জানালা পোয়ারো', গাড়ি চলার পথ ধরে তাকে এগিয়ে যেতে দেখে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'আমার তা মনে হয় না বন্ধু। দেখ এখানে!' মার্বেলের সিংহের মাথাটার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। সেটার ওপর একটা অস্পষ্ট বর্ণহীন আঠালো দাগ। তারপর সে তার আঙুল সরিয়ে পালিশ করা মেঝের দিকে নির্দেশ করল, সেখানেও সেই একই ধরনের দাগ লেগে থাকতে দেখলাম।

'হয়তো কেউ রীডবার্ণের দু'চোখের মাঝখানে ঘুষি মেরে থাকবে। মারাত্মক আঘাতে টাল সামলাতে না পেরে পিছন ফিরে তিনি পড়ে যান ওই মার্বেল পাথরের সিংহের মাথার ওপর, তারপর মেঝের ওপর ভূলুণ্ঠিত হন। এরপর তাঁকে টানতে টানতে অপর জানালার সামনে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাঁকে শায়িত অবস্থায় দেখা যায়। ডাক্তারের জবানবন্দী মতো জানালার সামনে থেকে পড়লে মেঝের ওপর যেখানে পড়া উচিত ছিল সেখানে নয়।'

'কিন্তু কেন? দেখে-শুনে তো মনে হচ্ছে, এর কোনো প্রয়োজন ছিল না।'

'অপর দিকে এর প্রয়োজন ছিল বৈকি। আর খুনীর পরিচিতির ক্ষেত্রে এটা ছিল একটা চাবিকাঠি, যদিও তাঁকে খুন করার উদ্দেশ্য তার ছিল না। তবু তাকে এখন খুনী বলেই ধরে নিতে হবে। সে নিশ্চয়ই একজন শক্ত-সমর্থ লোক!'

'মেঝের ওপর দিয়ে ভারি দেহটা বহন করেছে বলে?'

'না, ঠিক সেই কারণে নয়। কেসটা খুবই আগ্রহব্যঞ্জক। যদিও একটু হলে নিজেকে আমি মূর্খ প্রতিপন্ন করে ফেলতাম।'

'তার মানে তুমি কি বলতে চাও, এখানেই সব কিছুর শেষ, তুমি সব জেনে গেছ?'

'হ্যাঁ।'

'না', সঙ্গে সঙ্গে আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'একটা জিনিস তুমি জানো না!'

'আর সেটা?'

'তুমি জানো না, সেই উধাও হওয়া চিড়িতনের সাহেবটা কোথায়!'

'ওহো, এই কথা? সেটা হাস্যকর। বন্ধু সেটা খুবই হাস্যকর ব্যাপার।'

'কেন?'

'কারণ সেটা আমার পকেটেই রয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে সেটা পকেট থেকে বার করে দেখাল সে।

'ওহো!' নেহাতই বোকার মতো আমি বলে উঠলাম, 'এটা তুমি কোত্থেকে পেলে? এখানে?'

'এটা কোনো সাড়া জাগানো ব্যাপার নয়। বলা যেতে পারে, এটা স্রেফ প্যাকেট থেকে বার করা হয়নি। এটা প্যাকেটের ভেতরেই ছিলো।'

'হুম! একই ব্যাপার। এটা তোমার কাছে একটা সূত্র বলে মনে হয়েছে, হয়নি?'

'হ্যাঁ বন্ধু।'

'এ ব্যাপারে মহামান্য যুবরাজকে আমার সম্মান জানানো উচিত।'

'আর মাদাম জারাকে!'

'আহ্, হ্যাঁ, সেই মহিলাকেও।'

'ভাল কথা, আমরা এখন কোথায় চলেছি?'

'আমরা এখন শহরে ফিরে যাচ্ছি। তবে তার আগে ডেইজিমেন্ডে একজন মহিলার সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই।'

সেই ছোটখাটো পরিচারিকা এবারও দরজা খুলে দিল আমাদের।

'স্যার, ওঁরা সবাই এখন মধ্যাহ্নভোজ সারতে ব্যস্ত, অবশ্য যদি না আপনারা মিস সেন্টক্লেয়ারের সঙ্গে দেখা করতে চান, কারণ তিনি এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন।'

'কিন্তু আমি যে মিসেস অগল্যান্ডারের সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলতে চাই। তুমি তাঁকে বলবে?'

সে আমাদের ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসাল, অপেক্ষা করতে হবে। ডাইনিংরুমের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ওঁদের পরিবারের সবাইকে দেখে এলাম। ওঁদের মধ্যে ছিল দু'জন শক্ত-সমর্থ দেখতে লোক, একজনের পুরু গোঁফ, অপরজনের দাড়ি গোঁফ কামানো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিসেস অগল্যান্ডার ঘরে এসে ঢুকলেন। প্রশ্নসূচক চোখে পোয়ারোর দিকে তাকালেন তিনি।

তাঁকে মাথা নত করে সম্মান জানাল পোয়ারো। 'মাদাম, আমাদের দেশে আমরা আমাদের মায়েদের প্রতি প্রচণ্ড ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকি। তিনি আমাদের একাধারে জন্মদাত্রী, এবং পূজনীয়া, সব কিছুই!'

পোয়ারোর অমন গদগদ ভাব দেখে অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন মিসেস অগল্যান্ডার।

'আর সেই কারণেই আমি আবার এখানে ফিরে এলাম মায়ের চিন্তা প্রশমিত করার জন্য। মিঃ রীডবার্ণের খুনীকে কখনো চিহ্নিত করা যাবে না। ভয় নেই আপনার। আমি এরকুল পোয়ারো, সেরকম আশ্বাসই দিচ্ছি আপনাকে। আমি ঠিকই বলছি, বলছি না? কিন্তু মাকে নয়, আমি কি খুনীর স্ত্রীকে বলছি, সেটা আগে জানতে হবে।'

এক মুহূর্তের নীরবতা। সম্ভবত মিসেস অগল্যান্ডার তাঁর নিজস্ব চোখ দিয়ে পোয়ারোর মধ্যে কি যেন খুঁজে ফেরেন। অবশেষে শান্তভাবে তিনি বললেন, 'জানি না কিভাবে আপনি এত সব খবর জানলেন—তবে হ্যাঁ, আপনার অনুমান ঠিকই!'

গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল পোয়ারো। 'ব্যাস, এতেই যথেষ্ট মাদাম। তবে আপনার অস্বস্তিবোধ করার কোনো কারণ নেই। এরকুল পোয়ারোর মতো ইংলিশ পুলিশের চোখ নয়।' এরপর সে দেওয়ালে টাঙ্গানো তাঁদের পরিবারের গ্রুপ ফটোটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

'একসময় আপনার আর একটি কন্যা ছিল, তিনি কি মৃত মাদাম?'

আবার মুহূর্তের নীরবতা। তিনি তাঁর চোখ দিয়ে জরীপ করলেন পোয়ারোকে। তারপর তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, মৃত সে।'

'আহ!' দ্রুত বলে উঠল পোয়ারো। 'ঠিক আছে, এখনি আমাদের আবার শহরে ফিরে যেতে হচ্ছে! তাসের প্যাকেটে চিঁড়িতনের সাহেবটা রেখে দেওয়ার অনুমতি দেবেন আমাকে? এটাই আপনার একমাত্র গলতি। বুঝলেন মাদাম, কেবল একান্নটা

কার্ড নিয়ে এক ঘণ্টা কি তারও বেশি সময় ধরে ব্রীজ খেলা—যাই হোক, এই খেলা সম্পর্কে যার কোনো ধারণা নেই, মুহূর্তের জন্য বাহবা দেবে সে আপনাদের! বাঃ বাঃ বেশ!'

'আর বন্ধু এখন', স্টেশনের পথে যেতে গিয়ে বলল পোয়ারো, 'তুমি সবই তো দেখলে!'

'না, আমি কিছুই দেখিনি! স্পষ্ট করে বলো, রীডবার্নকে কে খুন করেছে?'

'জুনিয়র জন অগল্যান্ডার। সে না তার বাবা খুন করেছে, এ ব্যাপারে আমি খুব একটা নিশ্চিত নই। তবে তাদের মধ্যে শক্তি ও কম বয়সের দিক থেকে আমি এক্ষেত্রে তাঁদের ছেলেকেই খুনী হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই। ওই জানালার ব্যাপারটার জন্য তাঁদের দু'জনের মধ্যেই যে কেউ একজন মিঃ রীডবার্নের খুনী।'

'কেন?'

'লাইব্রেরী থেকে বাইরে বেরুবার চারটি পথ খোলা ছিল—দুটি দরজা এবং দুটি জানালা। তবে প্রসঙ্গত একটি পথই ব্যবহার করা হয়। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে তিনটি বেরুবার পথ বাড়ির সামনের দিকে ছিল। এই বিয়োগান্ত নাটকের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো বাড়ির পিছন দিকের জানালাটা। এর থেকে প্রতিপন্ন হতে পারে যে, হঠাৎই কোনো কিছু না ভেবেই পিছনের জানালা টপকে ডেইজিমেডে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তিনি। অবশ্য সত্যি সত্যি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। এবং জন অগল্যান্ডার তাঁকে তার কাঁধে তুলে বহন করে নিয়ে আসে। আর এই কারণেই আমি তখন বলেছিলাম যে খুনী অত্যন্ত শক্ত সমর্থ লোক হবে।'

'তাহলে তারা কি দু'জন একসঙ্গেই গিয়েছিল সেখানে?'

'হ্যাঁ। তোমার মনে আছে বন্ধু, ভ্যালেরিকে আমি যখন জিজ্ঞেস করি, সেখানে একা যেতে তার ভয় করেনি, তখন কি রকম ইতস্তত করছিলেন তিনি? জন অগল্যান্ডার তার সঙ্গে গিয়েছিল—তাতে আমার ধারণা, রীডবার্নের তেজ বা ঔদ্ধত্য এতটুকু কমেনি। তারা ঝগড়ায় লিপ্ত হন, আর সম্ভবত ভ্যালেরিকে তিনি কোনো রকম অসম্মানসূচক উক্তি করে থাকবেন। এর ফলে রাগে উত্তেজনায় হঠাৎ তাকে আঘাত করে থাকবে জন অগল্যান্ডার। তারপরের ঘটনা তো তুমি সব জানো।'

'কিন্তু ওই ব্রীজ খেলার প্রসঙ্গটা?'

'আমরা সবাই জানি যে, চারজন খেলোয়াড় ছাড়া ব্রীজ খেলা যায় না। এই সামান্য ব্যাপারটা মানুষের মনে অনেক বিশ্বাস জন্মাতে পারে। সেদিন সন্ধ্যায় সেই ঘরে সারাক্ষণ ধরে মাত্র তিনজন বসেছিল, সে খবর কেই বা রাখতে যাবে?'

'আমি এখনো সেই একই ধাঁধায় পড়ে আছি।'

'একটা জিনিস আমি এখনো বুঝতে পারছি না, নর্তকী ভ্যালেরি সৈন্টক্লেয়ার-এর ব্যাপারে অগল্যান্ডার পরিবারের এত আগ্রহ কেন?'

'আহ! অবাক করলে তুমি আমাকে', বলল পোয়ারো। 'কেন ড্রইংরুমে অগল্যান্ডার পরিবারের গ্রুপ ফটোটা তুমি দেখনি? বহুদিন আগের তোলা ছবি, তাতে আর একটি মেয়ের ছেলেবেলার ছবি ছিল, সেই মেয়েটি তাদেরই। মিসেস অগল্যান্ডার-এর অপর মেয়েটি তার পরিবারের কাছে মৃত হলেও, সারা বিশ্ব জানে, সেই মেয়েটিই হলো মিস ভ্যালেরি সেন্টক্লেয়ার।

'কি, কি বললে?'

'দুই বোনকে একসঙ্গে দেখা মাত্র তাঁদের চেহারার মধ্যে মিল খুঁজে পাওনি তুমি?'

'না', অকপটে স্বীকার করলাম আমি। 'আমি তখন কেবল ভাবছিলাম, তাদের দু'জনের মধ্যে কি অদ্ভুত অমিল।'

'কারণ বন্ধু হেস্টিংস, তোমার মনটা এত বেশি উদার যে, সব সময়েই তোমার সেই মনে একটা রোমান্টিক ভাব জেগে ওঠে। শোনো, ওঁদের দু'জনের মুখের ও দেহের গড়ন একই। তফাত শুধু রঙের। মজার ব্যাপার হলো এই যে, ভ্যালেরি তার পরিবারের কাছে লজ্জাকর, আর তার পরিবার তার জন্য লজ্জিত। সে যাইহোক, বিপদে পড়ে সাহায্যের জন্য তিনি তাঁর ভাইয়ের শরণাপন্ন হন। আর ব্যাপারটা যখন গণ্ডগোলের দিকে গড়ায়, উল্লেখযোগ্যভাবে তারা সবাই একসঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। পারিবারিক শক্তি এক অভূতপূর্ব জিনিস। একই পরিবারের সব সদস্য বিশেষ ক্ষেত্রে একসঙ্গে লড়তে পারে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে, নিজেদের মধ্যে যত ঝগড়া কিম্বা রেষারেষিই থাক না কেন। আর ভ্যালেরি তার পরিবারের কাছ থেকেই তার সেই ঐতিহাসিক দক্ষতা লাভ করেন। যুবরাজ পলের মতো বংশগত ব্যাপারে আমিও বিশ্বাসী। ওঁরা আমাকে ঠকিয়েছেন! তবে সৌভাগ্যক্রমে একটা ঘটনায় এবং মিসেস অগল্যান্ডারকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেদিন সন্ধ্যায় ড্রইংরুমে তাদের অবস্থানের ব্যাপারে মা ও মেয়ের বক্তব্যের মধ্যে তফাৎ খুঁজে পাই আমি। এক্ষেত্রে এরকুল পোয়ারোর কাছে অগল্যান্ডার পরিবার অবশ্যই পরাজিত।'

'এরপর যুবরাজ পলকে তুমি কি বলবে পোয়ারো?'

'বলব, সম্ভবত ভ্যালেরি অপরাধ করেননি। আর এও বলব যে, আমার সন্দেহ, সেই ভবঘুরে লোকটির সন্ধান কোনোদিনও পাওয়া যাবে না। এবং জারাকে আমার অভিনন্দন জানাতে বলব। কি অদ্ভুত মিল রয়েছে এই ঘটনার সঙ্গে জারার ভবিষ্যৎবাণীর! আমার মনে হয়, এই ছোট্ট ঘটনাটাকে চিড়িতনের রাজার অভিযান বলে আখ্যা দিলে তোমার কেমন মনে হয় বন্ধু?'

মিস্টার ডেভেনহেইমের অন্তর্ধান রহস্য

THE DISAPPEARANCE OF MR. DAVENHEMI

'দ্য ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য মিঃ ডেভেনহেইম' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের ২৮শে মার্চ 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।'

পোয়ারো আর আমি দু'জনেই চায়ের টেবিলে আমাদের পুরনো বন্ধু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর জ্যাপকে আশা করছিলাম। আমাদের ল্যান্ডলেডির একটা বদ অভ্যাস আছে, চায়ের কাপ-ডিশ টেবিলের ওপর না রেখে একরকম ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া; তাই পোয়ারো চায়ের টেবিলের সামনে বসে অনেকক্ষণ ধরে সেগুলো ঠিক ঠিক জায়গায় রাখছিল। ধাতুর তৈরি টিপটের গায়ে জোরে জোরে একবার নিঃশ্বাস ফেললো পোয়ারো, তারপর পকেট থেকে সিল্কুর রুমাল বার করে সেটার ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত পরিষ্কার করে মুছে নিল। ওদিকে কেতলিতে টগবগ করে জল ফুটছে; আর তারই পাশে এনামেলের তৈরি একটা ছোট সসপ্যানে ফুটছে খানিকটা পুরু ও মিষ্টি চকোলেট। আঙুল দিয়ে খানিকটা চকোলেট তুলে পোয়ারো মুখে দিয়ে বলল, 'এটা তোমাদের ইংরেজ জাতের একটা মারাত্মক বিষ, দাঁতের যম!' মুখে সমালোচনা করলেও এই সুস্বাদু খাদ্যবস্তুটি মুখে দিলেই বোঝা যায় যে, সেটি তার কতই না প্রিয়, যা ভাষায় বোঝানো যাবে না।

এই সময় নিচে সদর-দরজার বাইরে থেকে কে যেন টুক-টুক শব্দে জোরে জোরে টোকা দিল। বোধহয় ল্যান্ডলেডি দরজা খুলে দিলেন, কারণ একটু পরেই ইন্সপেক্টর জ্যাপ এসে ঘরে ঢুকলেন, তার ভঙ্গিমায় সেই স্বভাবসুলভ ফূর্তিবাজ ভাবটা স্পষ্টতই ফুটে থাকতে দেখা গেল।

'আশাকরি খুব বেশি দেরী করিনি,' একগাল হেসে পোয়ারোর সঙ্গে করমর্দন করতে করতে জ্যাপ অনেকটা কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কি জানেন এতক্ষণ মিলারের সঙ্গে বকবক করতে গিয়ে বসে গেছলাম আর কি। মিলারকে মনে পড়ে? হ্যাঁ, ডেভেনহেইসের কেসটা উনিই তদন্ত করছেন।'

নামটা শোনামাত্র আমার কানদুটো খাড়া হয়ে উঠল। মিস্টার ডেভেনহেইমের আকস্মিক নিরুদ্দেশ হওয়াটা খুবই রহস্যময়, যে কারণে গত তিনদিন ধরে শহরের যত সংবাদপত্র আছে তাদের সম্পাদক ও সাংবাদিকেরা সবাই মিলে এই খবরটাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় করে চলেছে। মিস্টার ডেভেনহেইম সম্পর্কে কে কত বেশি এবং কত তাড়াতাড়ি খবর সংগ্রহ করতে পারে তারই একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে

গেছে তাদের মধ্যে, সাংবাদিকরা ছড়িয়ে পড়েছে শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন প্রান্তে। এবার সেই নিখোঁজ মিস্টার ডেভেনহেইমের প্রসঙ্গে আসা যাক। ইনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী, জগত-বিখ্যাত ব্যাঙ্কার্স ও ফাইন্যানসিয়াল প্রতিষ্ঠান ডেভেনহেইম এন্ড স্যালমনের সিনিয়র পার্টনার তিনি। গত শনিবার তিনি সেই যে প্রতিদিনের মতো বাড়ি থেকে কাজে বেরিয়েছিলেন তারপর আর বাড়ি ফিরে আসেননি, আজ পর্যন্ত তাঁকে কেউ কোথাও দেখতে পায়নি, আর তাঁর হদিশও পাওয়া যায়নি। এহেন চাঞ্চল্যকর প্রসঙ্গ উঠতেই আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম, কান খাড়া করে রাখলাম, উদ্দেশ্য জ্যাপের মুখ থেকে কৌতূহল জাগানো কোনো অজানা তথ্য যদি বার করা যায় তখন শুনতে যেন ভুল না করি।

'আজকের দিনে ডেভেনহেইমের মতো একজন বয়স্ক লোকের পক্ষে হঠাৎ নিখোঁজ হওয়া যে প্রায় অসম্ভব, একথা কেন যে আগে ভাবিনি সেটাই আমার কাছে ভীষণ আশ্চর্য লাগছে।'

'দেখো হেস্টিংস, তোমাকে আমি আগেই বলেছি, আবার এখনও বলছি, যা বলবে মাথা ঘামিয়ে একটু ভেবেচিন্তে ঠিক ঠিক কথাটা বলবে।' রুটি-মাখনের প্লেটটা সতর্কতার সঙ্গে একপাশে সরিয়ে রেখে পোয়ারো এবার একটু ধমকের সুরেই বলে উঠল, 'নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে তুমি কি কিছুই বোঝোনি? এ কেসে নিখোঁজ হওয়া বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো স্পষ্ট করে খুলে বলোতো!'

'নিখোঁজ নিখোঁজই!' মৃদু হেসে আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'নিখোঁজ কয় প্রকার হয় শুনি?'

আমার সঙ্গে ইন্সপেক্টর জ্যাপও না হেসে থাকতে পারলেন না। কে জানে আমার কথায় হাসির খোরাক থাকলেও থাকতে পারে। পোয়ারের দৃষ্টি এড়ায় না। ভুরু কুঁচকে চকিতে একবার আমাদের দু'জনকে দেখে নিয়ে পোয়ারো মুখ খুলল, 'হ্যাঁ, এটা কোনো ঠাট্টার ব্যাপার নয়। এখানে বলে রাখি, নিখোঁজ তিন প্রকারের হয়। প্রথম রকম নিখোঁজ হলো, সেটা সাধারণভাবে ঘটে থাকে, আর সেটা হলো কেউ যদি নিজের ইচ্ছেয় নিখোঁজ হয়। দ্বিতীয় প্রকার নিখোঁজ হলো, কোনো দুর্ঘটনাজনিত ব্যাপারে কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক যদি কারোর স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, সেক্ষেত্রে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসে না, নিখোঁজ হয়ে যায়, বাড়ির কথা মনে থাকলে তবে তো ফিরবে! এরকম নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তি বড়ই দুর্লভ, কিন্তু কালেভদ্রে যদি কখনও এক-আধটা ঘটে যায় তখন তা খাঁটি সত্যি না হয়ে যায় না। সব শেষে তৃতীয় প্রকার নিখোঁজ হলো খুন, আর সবার অজান্তে কাক-পক্ষীকে না জানিয়ে লাশ পাচারে সাফল্যলাভ করলে স্বভাবতই মৃতব্যক্তির খোঁজ পাওয়া সম্ভব নয়। তা এই তিন প্রকার নিখোঁজ ব্যক্তির তোমার মতে খোঁজ পাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?

'হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই তো!' উত্তরে আমি বললাম, 'অন্তত আমার ধারণা এই রকম। এই ধরো যেমন, হঠাৎ কোনো কারণে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে তুমি আর বাড়ি

ফিরে আসতে পারলে না, সাময়িকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলে। তবে একেবারে চিরদিনের জন্য নয়, একদিন না একদিন তুমি ঠিক তোমার কোনো পরিচিতজনের চোখে পড়ে যেতে বাধ্য, আর সে তখন তোমাকে সনাক্ত করবে, ফিরিয়ে আনবে তোমাকে তোমার বাড়িতে। বিশেষ করে ডেভেনহেইমের মতো এমন একজন সবার পরিচিত ও বিখ্যাত লোকের বেলায় এরকমই ঘটবে, তাঁর দেখা কেউ না কেউ ঠিক পাবেই। তারপর দেখো, রাতারাতি কাউকে হাওয়া করে দেওয়া যায় না, একদিন না একদিন তাদের দেখা ঠিক পাওয়া যাবেই, হয়তো দূরে কোনো এক অজানা জায়গায়, কিংবা কোনো এক গুপ্ত জায়গায়। খুন করলে তা কখনোই অজানা থাকে না, কিংবা চিরকালের জন্যে চাপা দিয়ে রাখা যায় না, প্রকাশ হয়ে পড়তে বাধ্য। যেমন ধরো, অফিসের ক্যাশ ভেঙে পালানো কোনো ক্যাশিয়ার কিংবা নানান জায়গা থেকে প্রচুর টাকার ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ করতে কেউ যদি অন্য কোথাও পালিয়ে যায়, দু'টি ক্ষেত্রেই তারা কেউই খুব বেশিদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে না, বেতার মারফৎ পুলিশ তাদের কাউন্টারপার্ট পুলিশ মারফত ঠিক তাদের হদিশ পেয়ে যাবে। আর ধরো তারা যদি বিদেশে কোথাও পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়, তাহলে সেখানকার সমস্ত রেল স্টেশন আর বিমান-বন্দরের ওপর কড়া নজর রাখা হবে। অন্য দিকে অপরাধী যদি পালিয়ে না গিয়ে তার দেশের ভেতরেই আত্মগোপন করে থাকে, সেক্ষেত্রে তার ফটো বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপানো হয়। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় যাদের সংবাদপত্র পড়া অভ্যাস সেই ফটো তাদের চোখে ঠিক পড়বেই এবং সে যেখানেই লুকিয়ে থাক না কেন, সেখানকার লোকজন তাকে দেখতে পেয়ে পুলিশের হাতে ঠিক তুলে দেবেই। আর এভাবেই সব নিখোঁজ লোকের খোঁজ ঠিকই পাওয়া যায়।'

'তোমার কথা আমি অস্বীকার করছি না,' পোয়ারো শান্ত সংযত গলায় বলল, 'কিন্তু তুমি সাধারণ লোকের মতো একটা জায়গায় ভুল করছো। যেমন ধরো, যে লোক নির্দিষ্ট সব লোকেদের চোখের সামনে থেকে কিংবা নিজের কাছ থেকে আড়াল করতে চাইছে, তার কথা কি তুমি একবারও ভেবে দেখবে না? তুমি হয়তো তাকে খুবই দুর্লভ ভাবছো, হয়তো তোমার ধারণাই ঠিক, কিন্তু দেখবে সেই লোকটিই আবার সব সময় নিয়ম আর পদ্ধতি অনুযায়ীই কাজ করে থাকে, যদি সে ক্ষমতালোভী, প্রতিভাধর এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হয় আর নিজের গতিবিধির দিকে ঠিক ঠিক নজর রাখে, তাহলে সেই লোকই আবার পুলিশের চোখে ধূলো দিতে সক্ষম হলো না কেন, এ কথাটা আমার কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না।'

'পুলিশের চোখকে ধূলো দিলেও তোমাকে অবশ্যই পারবে না,' ইন্সপেক্টর জ্যাপ ঠাট্টা করে বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, তুমি কি বলো, আমি ঠিক বলিনি? তোমার চোখকে কেউ কি ধূলো দিতে পারবে?'

'কেন পারবে না?' পোয়ারো অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'এরকম রহস্যময় কেসের সমাধান করতে গিয়ে আমি একটি নির্দিষ্ট আর যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত পথ ধরে চলি, যা

অঙ্কের মতো মিলে যায়, এ কথা মেনে নিলেও তবু বলবো, এই যে তুমি বললে আমার চোখকে ধূলো দিতে পারবে না, এটা ঠিক নয়, আর আমিও এরকম কৃতিত্ব কখনো দাবী করব না। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, যে কোনো জটিল কেসের রহস্যের সমাধান আমি করে থাকি বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে। কিন্তু আমি বলতে পারি, এই প্রজন্মের তরুণ গোয়েন্দাদের মধ্যে ক'জন আমার পদ্ধতি অনুসরণ করে, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'সবার কথা বলতে পারবো না', মাথা নেড়ে জ্যাপ বললেন, তবে এ কেসের তদন্তের ভার যার ওপর পড়েছে, সেই তরুণ অফিসার মিলার খুবই চালাকচতুর ছেলে। তার তদন্তের কাজ খুবই নিখুঁত। যেমন পোড়া চুরুটের খসে পড়া ছাই, হাত বা পায়ের ছাপ, এমন কি পাঁউরুটির এক-আধটা টুকরোও ওর নজর এড়ায় না। কাজ করার সময় কোনো সূত্রকেই, সে যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেন, ও কখনো অবহেলা করে না। যাক, এখন কাজের কথায় আসা যাক, এ পর্যন্ত যেটুকু তুমি শুনলে তা থেকে এ কেসের রহস্য সমাধানের সূত্র হিসেবে কি তুমি তা বিবেচনা করবে না?'

'না, কোনো ভাবেই না,' পোয়ারো জোর দিয়ে বলল, 'তুমি যে বিবরণ দিলে তার ওপর গুরুত্ব দিলে সেটা শুধু অযথাই হবে না, সেই সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদও ডেকে আনতে পারে। এসব বিবরণের মধ্যে অধিকাংশেরই কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, তবে দু'-একটা অবশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।' এখানে একটু থেমে পোয়ারো নিজের কপালে দু'বার টোকা মেরে বলল, 'আসল ব্যাপার কি জানো, নির্ভর করতে হয় এই কপালের ওপর। সব সত্য রহস্য লুকিয়ে আছে এর ভেতরে, এর বাইরে নয়!'

'তার মানে পোয়ারো তুমি তোমার এই ঘরে বসেই যেকোনো রহস্য সমাধানের দায়িত্ব নিতে পারো, এটাই কি তুমি বলতে চাও?'

'তোমার অনুমান যথার্থ বন্ধু,' উত্তরে পোয়ারো বলল, 'তবে এ কথাও আবার ঠিক যে, তথ্য-প্রমাণ সবিস্তারে আমাকে জানালে তবেই এভাবে সব রহস্যের সমাধান করা সম্ভব। অবাক হচ্ছো? না, এতে অবাক হওয়ার কি আছে? আমার এই ঘরটা কোনো ডাক্তারের চেম্বার বলে ধরে নাও না কেন! এখানে বসেই আমি সব রহস্যের সমাধান যখন করতে পারি, তখন ডাক্তারদের মতো আমিও নিজেকে রহস্য সমাধানের এক কনসালটিং স্পেশালিস্ট হিসেবে মনে করি।'

'ঠিক আছে,' ইন্সপেক্টর জ্যাপ টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন, 'আমি তোমার সঙ্গে একমত। আজ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে যদি তুমি তোমার এই চেয়ারে বসে মিস্টার ডেভেনহেইমের নিখোঁজ হওয়ার রহস্য সমাধান করতে পারো তাহলে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আমার পকেট থেকে নগদ পাঁচ পাউন্ড দেবো তোমাকে। তবে হ্যাঁ ভদ্রলোক বেঁচে আছেন, নাকি মারা গেছেন, সে খবর অবশ্যই তোমাকে দিতে হবে।

'ঠিক আছে, আমি তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম,' পোয়ারো মাথা নেড়ে বলল, 'খেলারছলে বাজী ধরা তো আপনাদের ইংরেজদের বংশগত পুরনো রেওয়াজ। সে যাইহোক, এখন ওই নিখোঁজ ভদ্রলোক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ আমায় দাও।'

'বেশ, তাহলে বলছি শোনো,' এই বলে ইন্সপেক্টর জ্যাপ বলতে শুরু করলেন এই ভাবে : 'গত শনিবার রোজকার রুটিন মাফিক মিস্টার ডেভেনহেইম ভিক্টোরিয়া থেকে চিংসাইডে গেছলেন দুপুর বারোটা-চল্লিশের ট্রেন ধরে। ওঁর শহরতলীর বাড়ি তো নয় যেন একটা প্রাসাদ, নাম দিয়েছিলেন, 'দ্য সিডাস।' দুপুরে মধ্যাহ্নভোজ সেরে অভ্যাস মতো বাগানে পায়চারি করছিলেন, মালীরা তখন তাঁর বাগান পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত ছিল। মাঝে মাঝে মিস্টার ডেভেনহেইম ওদের কাজের খুঁত ধরে শুধরে দিচ্ছিলেন নানারকম নির্দেশ দিয়ে। তাঁর প্রতিটি আচার-আচরণ, কথাবার্তা অন্য সব দিনের মতোই খুব স্বাভাবিকই ছিল, সন্দেহ করার মতো কিছু ছিল না। চা পানের পর মিস্টার ডেভেনহেইম কিছু সময় তাঁর স্ত্রীর শয়নকক্ষে কাটিয়েছিলেন। তারপর তিনি স্ত্রীকে বলেন, কয়েকটা জরুরী চিঠি ফেলার জন্য উনি টাউনের দিকে একাই যাবেন। তিনি আবার এও বলেন, মিস্টার লোয়েন নামে এক ভদ্রলোক ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তাঁর স্ত্রী যেন তাঁকে বলেন, একটা জরুরী কাজে তাঁকে চলে যেতে হয়েছে। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে তিনি তাঁর কাজের লোকেদের নির্দেশ দেন, মিস্টার লোয়েন এলে তাঁকে যেন তারা তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্টাডিতে বসায় এবং একটু অপেক্ষা করতে বলে। এরপর তিনি বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। আর সেই যে তিনি বাড়ির বাইরে পা রাখলেন, ফিরে তিনি তাঁর পা আর রাখেননি বাড়িতে। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, সেই মুহূর্তে মিস্টার ডেভেনহেইম যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন কিংবা নিখোঁজ হলেন, যাই বলো না কেন।' এই বলে জ্যাপ থামলেন।

'বাঃ বাঃ, এ যে দেখছি চমৎকার একটা সমস্যা!' পোয়ারো নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'থামলে কেন জ্যাপ, যা যা জানো সব বলে ফেলো। আমি আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছি না।'

'হ্যাঁ বলছি,' ইন্সপেক্টর জ্যাপ তাঁর কথার জের টেনে আবার বলতে শুরু করলেন, মিস্টার ডেভেনহেইম তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় সোয়াঘণ্টা পরে এক দীর্ঘদেহী লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তামাটে রং তাঁর গায়ের, ঠোঁটের ওপর ঘন কালো গোঁফ, নিজেকে তিনি মিস্টার লোয়েন বলে পরিচয় দেন এবং এও জানান যে মিস্টার ডেভেনহেইমের সঙ্গে তাঁর দেখা করার কথা আছে।

বাড়ির কাজের লোকেরা তখন তাদের মালিকের নির্দেশমতো তাঁকে ডেভেনহেইমের স্টাডিতে নিয়ে গিয়ে তাকে বসায় এবং একটু অপেক্ষা করতে বলে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হওয়ার পরেও মিস্টার তাঁকে ফিরে আসতে না দেখে অবশেষে মিস্টার লোয়েন উঠে দাঁড়ায় চলে যাওয়ার জন্য এবং শহরে ফেরার ট্রেন ধরতে হবে বলে তিনি একটু ব্যস্ত হয়ে বিদায় নিয়ে চলে যান। স্বামী সময় মতো বাড়ি না ফেরার দরুণ মিস্টার লোয়েনের সঙ্গে দেখা করতে না পারায় মিসেস ডেভেনহেইম নিজের থেকেই দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা

এবং সন্ধ্যার পর রাত নামলো, কিন্তু সে রাতে মিস্টার ডেভেনহেইম আর বাড়ি ফিরলেন না। রাত পেরোনোমাত্র রবিবার সকালে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ আশেপাশে অনেক অনুসন্ধান চালায়, কিন্তু তাঁর হদিশ পায়নি। ভদ্রলোক যেন কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, বাড়ি চলে গেলেও মিস্টার ডেভেনহেইমকে আগের দিন দুপুরে কিংবা বিকেলে শহরতলীর পথ ধরে কেউ হেঁটে যেতে দেখেনি। আর পোস্ট অফিসে খবর নিয়ে জানা গেছে তিনি চিঠি ফেলতে সেখানেও যাননি। তিনি গাড়ি চড়েও যাননি, আর তাঁর গাড়িটা বাড়ির গ্যারাজেই রাখা ছিল। এমন কি স্থানীয় রেল স্টেশনেও কেউ তাঁকে যেতে দেখেনি। পোয়ারো, তুমি হয়তো বলবে, কোনো নির্জন জায়গায় তাঁকে তুলে নেবার জন্য মিস্টার ডেভেনহেইম গাড়ি ভাড়া করেছিলেন। কিন্তু সেটাও সম্ভব নয়। কারণ তিনি নিখোঁজ হওয়ার পর সংবাদপত্র মারফত পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। গাড়ির চালক যদি সত্যি সত্যি মিস্টার ডেভেনহেইমকে তার গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যেত তাহলে সেই পুরস্কারের লোভ সামলাতে না পেরে নিশ্চয়ই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করত, আর সেটাই তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তা ঘটলো কই!

'আবার দেখো, মিস্টার ডেভেনহেইমের বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে এন্টফিল্ডে একটা ছোটখাটো রেসকোর্স আছে, সেখানে যা প্রচণ্ড ভীড়, তিনি যদি সেখানে গিয়েও থাকেন তাহলে কারোর পক্ষে তাঁকে সেখানে দেখতে না পাওয়াটাই স্বাভাবিক হতো। তবে তিনি যদি রেসকোর্সে ঢুকে থাকেন বাজী ধরার জন্য তাহলে কারোর না কারোর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রেও এ পর্যন্ত সংবাদপত্রে ওঁর এতো বেশি ছবি বেরিয়ে গেছে তা দেখে রেসকোর্সে সেদিন যারা হাজির ছিল তাদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করত। এ দু'টি সোর্স ছাড়া ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে শ'য়ে শ'য়ে চিঠি এসেছে, কিন্তু কোনোটাই তেমন আশাপ্রদ ছিল না।'

পরের দিন সোমবার আরও একটি ঘটনার মুখোমুখি হতে হলো আমাদের। মিস্টার ডেভেনহেইমের ঘরের এক কোণে একটি সিন্দুক রাখা ছিল, সেই সিন্দুকের তালা ভেঙে ভেতরে যেসব দামী জিনিস ছিল সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ঘরের দরজা তো বটেই এমন কি সমস্ত জানালাও ভেতর থেকে মজবুত ছিটকিনি এঁটে দেওয়া হয়েছিল। অতএব এটা যে কোনো সিঁধেল চোরের কাজ নয় তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আর বাড়ির লোকেদের মধ্যে থেকেও কেউ যে বন্ধ ঘরে ঢুকে সিন্দুক ভেঙেছিল সেটাও বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অপরদিকে বাড়ির খাস মালিক হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় রবিবার দিন বাড়ির লোকেরা তাঁর খোঁজ করতে এতোই ব্যস্ত ছিল যে, সেদিন এমন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটা সম্ভব ছিল না, ঘটলে অবশ্যই কারোর না কারোর নজরে ঠিক পড়তই, কারণ বাড়িতে তখন সবাই উপস্থিত ছিল। তাই যদি অনুমান করে নেওয়া যায় যে, সিন্দুক ভাঙার ঘটনাটা ঘটেছে শনিবার রাতে, যা সোমবারের আগে পর্যন্ত বাড়ির কারোর নজরে পড়েনি, মনে হয় সেটা অবাস্তব কিছু হবে না।

'আচ্ছা, শনিবার বিকেলেই না মঁসিয়ে লোয়েন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর দেখা না পেয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অবশেষে ফিরে যান, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই!'

'তাহলে তো সন্দেহের তালিকায় তাঁর নামই সর্বপ্রথম হওয়া উচিত!'

'হ্যাঁ, সেরকমই তো দাঁড়াচ্ছে', ইন্সপেক্টর জ্যাপ সায় দিয়ে বললেন।

'তাই যদি হয়, তোমরা কি তাঁকে গ্রেপ্তার করেছ?'

'না,' ইন্সপেক্টর জ্যাপ জোর দিয়ে বললেন, 'তবে তাঁর গতিবিধির ওপর পুলিশ কড়া নজর রাখছে।'

'খুব ভাল কথা', পোয়ারা এবার জানতে চাইলো, 'তা সিন্দুক থেকে কি কি জিনিস চুরি গেছে জানতে পেরেছো?'

'এ ব্যাপারে আমরা মিসেস ডেভেনহেইম আর তাঁর স্বামীর প্রতিষ্ঠানের জুনিয়র পার্টনারদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছি', জ্যাপ বললেন। 'তবে ইতিমধ্যে যেটুকু জানতে পেরেছি তা হলো, চুরি যাওয়ার তালিকায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বেয়ারার বন্ড, বেশ কিছু নগদ অর্থ, আর কিছু দামী জড়োয়ার গহনা। গত কয়েক বছর ধরে নতুন নতুন গহনা কেনার নেশায় পেয়ে বসেছিল মিস্টার ডেভেনহেইমকে। প্রতি মাসেই তিনি তাঁর স্ত্রীকে একটা না একটা নতুন গহনা উপহার দিতেন, সে সবই ওই সিন্দুকে রাখা ছিল, মায় মিসেস ডেভেনহেইমের পুরনো অনেক গহনাও রাখা ছিল সেখানে।'

'তাহলে তো প্রচুর দামী জিনিস আর নগদ অর্থ চুরি গেছে,' পোয়ারো সব শুনে মন্তব্য করল, 'এগুলো সরাতেই চোর যে মঁসিয়ে ডেভেনহেইমের স্টাডিতে ঢুকেছিল তা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে। সে যাইহোক, এখন মঁসিয়ে লোয়েনের সেখানে আসার প্রসঙ্গে জানতে চাইছি, শনিবারের বারবেলায় তিনি তাঁর কাছে কেন এসেছিলেন খোঁজ নিয়েছো?'

'আমি যতদূর জেনেছি, তাতে মনে হয়েছে, ওঁদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক খুব একটা ভাল ছিল না। লোয়েন ফাটকার দালাল, তবে মিস্টার ডেভেনহেইমের কাছে ক্ষমতা ও আয়ের দিক থেকে সে একেবারে চুনোপুঁটি যাকে বলে আর কি! মিস্টার ডেভেনহেইমের সঙ্গে আগে কখনও তার সামনা-সামনি দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু যেভাবেই হোক, লোয়েন তাঁকে দু'-একবার শেয়ার বিক্রি করেছিল। তাছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার কিছু শেয়ার বিক্রির ব্যাপারে ব্যাঙ্কার মিস্টার ডেভেনহেইমের সঙ্গে কথা বলার জন্য মিস্টার লোয়েন ওই দিনটা স্থির করেছিলেন।'

'তবে কি দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাপারে মঁসিয়ে ডেভেনহেইমের আগ্রহ জেগেছিল?'

'আমার বিশ্বাস সেরকম কিছু হবে। মিসেস ডেভেনহেইমের কাছ থেকেই জানতে পারি, গত শরতকালে তিনি বুয়েন্সএয়ারসে বেশিরভাগ সময়টা কাটিয়েছিলেন।'

'ওঁদের পারিবারিক জীবনে কোনো অশান্তি ছিল?' পোয়ারো জানতে চাইলো, 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল, জানেন কি?'

'আমি যতদূর জেনেছি, ওঁদের দাম্পত্য-জীবন খুবই শান্তিপূর্ণ এবং ঘটনাবিহীন। মিসেস ডেভেনহেইম তেমন বুদ্ধিমতী না হলেও চমৎকার একজন মহিলা। তিনি অস্তিত্বহীন নিরেট বোকা এইরকম এক গৃহবধূ যাকে বলে আর কি!'

'তাহলে সেখানে রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান আমাদের না করাই উচিত। যাইহোক, ওঁর কোনো শত্রু ছিল?'

'ব্যবসারক্ষেত্রে ওঁর আর্থিক প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক ছিল,' উত্তরে জ্যাপ বললেন, 'তবে এমন অনেক লোক আছে যাদের মাথায় ছাদ বলতে কিছু নেই, নিঃসন্দেহে মিস্টার ডেভেনহেইমের ধারে-কাছে আসার যোগ্যতা নেই তাদের, ঠিক এই কারণেই তারা তাঁকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, হিংসে করে তাঁকে। কিন্তু তাই বলে তাঁকে খুন করার মতো সাহস তাদের কারোরই নেই, আর যদি কেউ তাঁকে খুনই করে থাকে তাহলে ওঁর মৃতদেহটা গেলোই বা কোথায়?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই! হেস্টিংস যেমন প্রায়ই বলে থাকে, সব মৃতদেহেরই অভ্যাস হচ্ছে, প্রাণ না থাকলেও তারা তাদের জীবিতকালীন সময়ের অদম্য ইচ্ছার তাগিদেই একদিন না একদিন ঠিক আলোর নিচে এসে দাঁড়াবেই!'

ভাল কথা, বাগানের মালীদের মধ্যে একজন বলেছে যে, গোলাপ বাগানের দিকে কে যেন হেঁটে যাচ্ছিল, তাকে সে পিছন থেকে নিজের চোখে দেখেছিল। কিন্তু লোকটা কে ছিল চিনতে পারেনি সে। মালী আরও বলেছিল, সেই লোকটি বাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। মিস্টার ডেভেনহেইমের স্টাডিরুমের বড় জানালার লাগোয়া হচ্ছে এই গোলাপ বাগান। মালীরা বলেছে, মিস্টার ডেভেনহেইম প্রায়ই নাকি সেই খোলা জানালাপথে ঢুকে পড়তেন তাঁর স্টাডিতে। সেই মালীটি পিছন থেকে দেখে লোকটিকে শুধু চিনতে না পারা নয়, সে ঘটনা কখন ঘটেছে সেটাও সঠিকভাবে বলতে পারেনি সে। তবে ঘটনাটা যে বিকেল ছ'টা নাগাদ ঘটে থাকবে এটা নিশ্চিত, কারণ প্রতিদিন মালী ঠিক ওই সময়ে কাজ শেষ করে।'

'আর মঁসিয়ে ডেভেনহেইম ক'টা নাগাদ বেরিয়েছিলেন বাড়ি থেকে?'

'বিকেল সাড়ে-পাঁচটা কিংবা তার আগে-পিছে কোনো এক সময়ে হবে।'

'গোলাপ বাগান ছাড়িয়ে কি আছে?'

'একটা লেক।'

'সঙ্গে একটা বোটহাউস?' পোয়ারো জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ, বেশ কয়েকটা শালতি নৌকো রাখা আছে সেখানে। মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার মনে হয় আপনি আত্মহত্যার কথা ভাবছেন। আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, মিলার আগামীকাল ওই লেকের জল পাম্প করে তুলে ফেলার ব্যবস্থা করছে। এর থেকেই বুঝতে পারছেন মিলার কি ধরনের বুদ্ধিমান তরুণ অফিসার!'

পোয়ারো মৃদু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'হেস্টিংস, দয়া করে হাত বাড়িয়ে ডেইলি মেগাফোন কাগজখানা একবার আমাকে দাও তো। আমার স্মরণশক্তিতে ভুল

যদি না হয়, তাহলে আমি নিশ্চিত ওই কাগজে নিখোঁজ মানুষটির একটা পরিষ্কার ফটো ছাপা হয়েছে।'

আমি উঠে গিয়ে ওই কাগজটা নিয়ে এসে পোয়ারোর হাতে তুলে দিলাম। পোয়ারো মিস্টার ডেভেনহেইমের ফটোটা এবং তাঁর সম্পর্কে লেখাটা গভীর মনোযোগ সহকারে দেখলো। তারপর সে বিড়বিড় করে বলল, 'হুম! ফটোতে দেখা যাচ্ছে, তাঁর মাথায় লম্বা লম্বা ঢেউ-খেলানো চুল, বিরাট গোঁফ আর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ঘন কালো ভুরু। চোখের রঙ কালো, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'ভদ্রলোকের চুল আর দাড়ি ধূসর রঙে পরিণত হতে চলেছে তাই না?'

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মাথা নাড়লেন। 'ভাল কথা মঁসিয়ে পোয়ারো, সব শোনার পর এবার বলো তোমার প্রতিক্রিয়া কি? এ রহস্য দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার, তাই না?'

'তোমার ধারণায় আমি এই মুহূর্তে ঠিক সায় দিতে পারছি না, বরং খুবই অস্পষ্ট বলেই আমার মনে হচ্ছে।'

পোয়ারোর এমন ইতিবাচক উত্তর শুনে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মানুষটিকে বেশ খুশি বলেই মনে হলো।

'আর রহস্যটা জটিল বলেই আশাকরি আমার পক্ষে সমাধান করতে সহজ হবে। রহস্য জটিল না হলে সমাধানের মেজাজটা আমি ঠিক পাই না,' শান্তভাবে বলল পোয়ারো।

'অ্যাঁ। এ তুমি কি বলছ মঁসিয়ে?'

'হ্যাঁ, ওই যে বললাম, কোনো রহস্য যতো বেশি অস্পষ্ট হয়, আমি ততো বেশি উৎসাহবোধ করি। আর রহস্য যদি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়, তাহলে কেস আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনেই হয় না। মনে হয় যেন কেউ সেটা পরিষ্কার করে সাজিয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে গোয়েন্দাদের করার কি থাকতে পারে বলো, সাদা-মাটা ব্যাপার আর কি!'

জ্যাপ প্রায় সমর্থন জানানোর মতো করে মাথা নাড়লেন। 'ঠিক আছে, যে যার মতামত নিয়ে থাকুক। কিন্তু তুমি যদি এ রহস্যের সমাধান-সূত্র খুঁজে বার করতে পারো তাহলে আমি তাতে খুবই খুশি হবো।'

'আমি কিন্তু সেরকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না,' পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল, 'আর তাই তো আমি দু'চোখ বুজে শুধু ভাবছি।'

জ্যাপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঠিক আছে তুমি পরিষ্কার একটা সপ্তাহ সময় পাচ্ছো, যতো খুশি পারো ভাল করে ভাবো, ভেবে তোমার মতামত জানিও আমাকে।'

'হ্যাঁ, তা তো ভাববোই!' পোয়ারো নিজেকে সমর্থন করে বলল, 'তবে তার মাঝে

এই কেসের তদন্ত করতে গিয়ে তোমার হিংস্র-চোখের দৃষ্টিসম্পন্ন ইন্সপেক্টর মিলার যখন যেমন নতুন নতুন তথ্য পাবে আর এ কেসের অগ্রগতি হবে তেমনি আমাকে জানাবে তো?'

'অবশ্যই! সেটা তো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের স্বার্থেই করতে হবে।'

'ব্যাপারটা লজ্জাকর বলে মনে হচ্ছে তাই না?' জ্যাপকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলে তিনি আমাকে বললেন, 'অনেকটা যেন একটা বাচ্চাকে চুরি করার মতো!' তাঁর মন্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। এমন কি সেই হাসির রেশ রয়ে গেল ঘরে ফিরে আসার পরেও।

'শোনো বন্ধু', আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারো বলে উঠল, 'তুমি তোমার পাপা পোয়ারোর সঙ্গে মজা করেছো, তাই না?' পোয়ারো আমার দিকে আঙ্গুলটা উঁচিয়ে বলল, 'তুমি তার ধূসর রঙের কোষগুলিকে বিশ্বাস করো না? আর একটা কথা, বিভ্রান্ত হয়ো না! এসো, এই ছোট্ট সমস্যাটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। আমি স্বীকার করছি, এখনও পর্যন্ত সেটা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, তবে ইতিমধ্যে দু'-একটা সূত্রর সন্ধান পাওয়া গেছে, যা এ কেসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আগ্রহ জাগানোর মতো।'

'লেকের কথা বলছো?' এই বলে আমি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম পোয়ারোর দিকে।

'লেকের থেকেও আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো রোটহাউস!'

আমি বোকার মতো পোয়ারোর দিকে তাকালাম। সে তার চিরাচরিত দুর্জ্ঞেয় হাসি হাসছিল। মুহূর্তের জন্য আমি অনুভব করলাম, ওকে ফিরে আবার প্রশ্ন করাটা একেবারে অবান্তর।

পরের দিন সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত জ্যাপের কাছ থেকে কোনো খবরই আমরা পেলাম না। যাইহোক, পরের দিন রাত ন'টার একটু পরেই জ্যাপ স্বয়ং এসে হাজির হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর মুখের হাবভাব দেখেই বুঝতে পারলাম, আমাদের শোনাবার জন্যে তিনি কিছু নতুন খবর সংগ্রহ করে এনেছেন।

'এসো আমার প্রিয় বন্ধু,' পোয়ারো তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলে উঠল, 'সব ঠিক-ঠাক চলছে তো?' তবে তুমি যেন বলো না, তোমার ওই লেকে মঁসিয়ে ডেভেনহেইমের মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া গেছে, কারণ আমি তোমার সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করব না।'

'না, আমরা তাঁর মৃতদেহের সন্ধান করতে না পারলেও ওঁর কিছু পোশাক আমরা খুঁজে পেয়েছি, সেগুলো যে ওঁরই পোশাক তা চিহ্নিত করা গেছে। বলো, এ ব্যাপারে তোমার কি বক্তব্য?'

'মিস্টার ডেভেনহেইমের অন্য কোনো পোশাক ওঁর বাড়ি থেকে খোয়া যায়নি তো?'

'না, এ ব্যাপারে ওঁর ভ্যালেট পুরোপুরি নিশ্চিত। ওঁর ওয়ারড্রোবে বাকি

পোশাকগুলো সবই ঠিক ঠিক জায়গাতেই আছে। তোমার জন্যে আরও একটা খবর আছে, মিস্টার লোয়েনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। তার এই গ্রেপ্তারের সমর্থনে একটা নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে। ডেভেনহেইমের একজন পরিচারিকার কাজ হলো ওঁর স্টাডির সমস্ত জানালাগুলো ভাল করে ছিটকিনি লাগানো। আর সেই পরিচারিকাটিই বলেছে, ঘটনার দিন সোয়াছ'টা নাগাদ লোয়েনকে সে বাগানের দিক থেকে তাঁর সেই স্টাডির দিকে এগিয়ে আসতে দেখেছিল। অর্থাৎ সে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার দশ মিনিট আগে।'

'তা এ সম্পর্কে লোয়েনের নিজের বক্তব্য কি শুনেছো?'

'কেন, সে তো শুরু থেকেই বলে আসছে, ঘটনার দিন সেই যে সে স্টাডিতে ঢুকেছিল, তার পর চলে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানেই ঠায় বসে থেকে মিস্টার ডেভেনহেইমের জন্যে অপেক্ষা করছিল, এক মুহূর্তের জন্যেও বাইরে যায়নি। কিন্তু সেই পরিচারিকাটি একেবারে নিশ্চিত, জোর গলায় সে বলেছে লোয়েনকে বাগান থেকে স্টাডির দিকে এগিয়ে আসতে দেখেছে। তখন লোয়েনকে চাপ দিতেই শেষ পর্যন্ত সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, বাগানে একটা অস্বাভাবিক ধরনের গোলাপ ফুল দেখতে সে খোলা জানালা টপকে গোলাপ-বাগানে যায় সেই ফুলটা নিজের চোখে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার জন্য। কিন্তু এ কথাটা সে আগে বলতে ভুলে গেছলো। এটা যে নেহাতই তার বানানো অতি দুর্বল একটা গল্প বুঝতেই পারছো। তাছাড়া লোয়েনের বিরুদ্ধে কিছু নতুন তথ্য-প্রমাণ দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখন। মিস্টার ডেভেনহেইম সব সময়েই তাঁর ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলে একটা দামী হীরা-খচিত আংটি পড়ে থাকেন। ঘটনার দিন সেটা তার সেই আঙুলেই ছিল। আর সেই আংটিটা সেই শনিবার রাত্রেই বিলি কেলেট নামে একটি কুখ্যাত লোক লন্ডনের একটি জুয়েলারিতে বন্ধক রাখে। পুলিশের খাতায় লোকটির নাম আছে, গত শরতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ঘড়ি চুরি করেছিল সে, সেই অপরাধে তার তিন মাস জেল হয়। আরও জানা যায় যে, কেলেট এই হীরের আংটিটি পর পর পাঁচটি দোকানে বন্ধক রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা বন্ধক রাখতে অস্বীকার করলেও শেষে একটি দোকানের মালিক তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যায়। সেই বন্ধকের টাকায় সে আকণ্ঠ মদ্য পান করে এবং বেহেড মাতাল হয়ে একজন পুলিশম্যানকে মারধোর করে ধরা পড়ে যায়। মিলারের সঙ্গে আমি বৌ স্ট্রীট থানায় গেছলাম তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। সে এখন ভদ্র হয়েছে। পুলিশম্যানকে মারধোর করার জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু হতে চলেছে, কথাটা তাকে শোনাতেই সে একেবারে ভেঙে পড়ে এবং মুখ খোলে। পুলিশ হাজতে বসে তার সেই অকপট স্বীকারোক্তির বিবরণ এই রকম : গত শনিবার কিলি কেলেট এন্টফিল্ডে গেছলো রেস খেলতে। তবে আমি জোর গলায় বলছি, রেসের মাঠে বাজী ধরার চেয়ে চুরি ছিনতাইয়ের মতো এইসব কুকর্মেই তার আগ্রহ বেশি। যাইহোক, সেদিনটা ছিল তার অশুভ, রেসের মাঠে বারবার তার হার হয়। হতাশ হয়ে কেলেট

রেসের মাঠ থেকে বেরিয়ে চিংসাইডের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। গ্রামে ঢোকার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা বড় নালার পাশে একটু বিশ্রাম নিতে বসে পড়ে। কয়েক মিনিট পরেই গ্রামের দিক থেকে একটি লোককে আসতে দেখে সে: 'গাঢ় তামাটে রঙের ভদ্রলোক তিনি, ঠোঁটের নিচে ইয়া বড় গোঁফ...' এই হলো লোকটি সম্পর্কে তার বিবরণ। পাথরের স্তূপের পাশে কেলেট নিজেকে প্রায় অর্ধেক আড়াল করে রেখেছিল। লোকটি তার পাশ কাটিয়ে যাওয়ার পরে পরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন, রাস্তার এদিক-ওদিকে তাকিয়ে একবার দেখেন চারদিক শুনশান, তখন তিনি তাঁর পকেট থেকে ছোট্ট একটা ধাতব বস্তু বার করে সামনে ঝোপঝাড়ের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তারপর তিনি স্টেশনের দিকে চলে যান। এখন, সেই ঝোপঝাড়ে ফেলা ছোট্ট বস্তুটি পড়তেই পাথরে লেগে 'ঠুং' করে আওয়াজ হয়, স্বভাবতই কেলেটের মনে কেমন যেন একটা কৌতূহল জেগে ওঠে। সে তখন উঠে গিয়ে ঝোপঝাড় হাতড়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে সেই আংটিটার সন্ধান পায়! এই হলো কেলেটের গল্প। কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তার সেই গল্প একেবারেই সত্যি বলে মেনে নিতে পারেনি, কারণ তার মতো চোর-ছ্যাঁচোরের কোনো কথাই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতে পারে না। তাই এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, কেলেট সেদিন নির্জন অন্ধকার রাস্তায় মিস্টার ডেভেনহেইমকে একা পেয়ে তাঁর কাছ থেকে দামী আংটিটা ছিনতাই করে তাঁকে হত্যা করে থাকবে।' এই পর্যন্ত বলে থামলেন জ্যাপ।

পোয়ারো ঘন ঘন মাথা নাড়লো। 'না বন্ধু, তোমার কথাটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না, এ বড় অযৌক্তিক। প্রথমত লাশ পাচার করার মতো কোনো উপায় তার হাতের সামনে ছিল না তখন। আর তা করতে পারলে এতদিনে মিস্টার ডেভেনহেইমের মৃতদেহের খোঁজ অবশ্যই পাওয়া যেতো। দ্বিতীয়ত, যেভাবে কেলেট আংটিটা বন্ধক রেখেছিল, তাতে কখনোই তাকে খুনী বলে সন্দেহ করা যায় না। তৃতীয়ত, তার মতো চোর-ছ্যাঁচোররা কদাচিৎ মানুষ খুন করে থাকে। চতুর্থত, শনিবার থেকে কেলেট পুলিশ-হাজতে থাকার ফলে লোয়েনের চেহারার একটা নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া তার পক্ষে এটা একরকম কাকতালীয় ব্যাপার বলে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়।'

জ্যাপ মাথা নেড়ে সায় দেন। 'তুমি যে ঠিক বলছো না আমি তা বলছি না। আবার কেলেটের মতো একজন দাগী চোরের কথা বিশ্বাস করার মতো একজন জুরিও খুঁজে পাবে না তুমি। তাছাড়া, আমার কাছে একটা ব্যাপার খুবই অস্বাভাবিক লেগেছে, আংটিটা ছুঁড়ে ফেলার জায়গা আর পেলো না লোয়েন!'

পোয়ারো কাঁধ ঝাঁকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'আবার দেখো, অন্যদিকে আংটিটার সন্ধান যদি গ্রামের অন্য কোথাও পাওয়া যেতো তাহলে স্বভাবতই সন্দেহ জাগতো, মঁসিয়ে ডেভেনহেইম নিজেই হয়তো সেটা ফেলে দিয়ে থাকবেন সেখানে।'

'কিন্তু আংটিটা মৃতদেহ থেকে সরিয়েই বা ফেলা হলো কেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'এরও একটা কারণ থাকতে পারে,' জ্যাপ বললেন, 'তোমরা কি জানো, লেক থেকে একটু দূরে পাহাড়ে ওঠার একটা গেট আছে, সেই দিক দিয়ে ঢুকে মিনিট তিনেক হাঁটলেই কোথায় পৌঁছে যাবে জানো? একটা চুনের ভাঁটিতে।'

'হায় ঈশ্বর!' আমি উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলাম, 'তার মানে আপনি কি বলতে চান, ওই চূণ পোড়ানোর ভাঁটিতেই মিস্টার ডেভেনহেইমের মৃতদেহটা পোড়ানো হয়েছে? আর যেহেতু তার হাতের আংটিটা ছিল একটা ধাতববস্তু যা পুড়েও পোড়ে না, তাঁর পোড়া দেহের ছাইয়ের সঙ্গে সেটা হয়তো অবিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকতো, যা দেখে পুলিশ সহজেই সনাক্ত করতে পারতো, দেহটা মিস্টার ডেভেনহেইমেরই ছিল। তাই খুনী বুদ্ধি করে আংটিটা তাঁর মৃতদেহ থেকে খুলে নিয়েছিল, যাতে করে খুনের কোনো চিহ্ন না থাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই!'

'তাহলে এর থেকে আমার মনে হচ্ছে এই যে,' আমি বললাম, 'এখন সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে গেছে। সত্যি এ এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর অপরাধ!'

আমাদের দু'জনের একই চিন্তাধারা একবার ঝালিয়ে নিতে দু'জনেই একসঙ্গে এবার পোয়ারোর দিকে ফিরে তাকালাম। আর তখনই লক্ষ্য করলাম, চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছে সে। পোয়ারো যে কোনো গভীর চিন্তায় ডুবে আছে তা তার কোঁচকানো ভুরুদুটির দিকে এক পলক তাকিয়েই টের পেয়ে গেলাম। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, পোয়ারো তার যে ক্ষমতা ও বিচার-বুদ্ধির বড়াই করে থাকে তা যে এবার কাজ করতে শুরু করেছে, বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না আমার। কিন্তু তার চিন্তালব্ধ মন্তব্য কি হতে পারে, এ নিয়ে আমরা দু'জনেই নিজেদের মনের সঙ্গে জল্পনা-কল্পনা করতে থাকলাম। পোয়ারোর অভিমত জানবার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মেলে তাকালো পোয়ারো, তাকে এখন চিন্তামুক্ত বলে মনে হলো এবং জ্যাপের দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা জ্যাপ, বলতে পারো মিস্টার এবং মিসেস ডেভেনহেইম একই শয়নকক্ষে রাত কাটাতো কিনা?'

পোয়ারোর প্রশ্নটা এমনি হাস্যকর যে, আমরা দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে। তারপরেই জ্যাপ হাসিতে ফেটে পড়লেন। 'হায় ভগবান, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি কিছু অবাক করা কথা শোনাবে আমাদের। তাই তোমার এমন অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে আমি শুধু একটা কথাই বলতে পারি যে, উত্তর আমার জানা নেই।'

'খুঁজে বার করতে পারবে?' পোয়ারো নাছোড়বান্দা, তার প্রশ্নের মধ্যে একটা অদম্য কৌতূহল যেন তখনও প্রকাশ পাচ্ছিল।

'ওহো নিশ্চয়ই, অবশ্য তুমি যদি সত্যি সত্যি মন থেকে জানতে চাও।'

'তাহলে বন্ধু আমিও বলি, তুমি যদি এই রহস্যের একটা নির্ভরযোগ্য সূত্র খুঁজে দিতে পারো আমি তাহলে বাধিত হবো।'

জ্যাপ বেশ কিছুক্ষণ ধরে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। কিন্তু পোয়ারোর মুখের হাবভাব দেখে মনে হলো সে যেন আমাদের দু'জনকেই ভুলে গেছে। গোয়েন্দা জ্যাপ আমার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়লেন। এবং বিড়বিড় করে বললেন, 'বেচারা! ওর মাথার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে!' এ কথা বলেই তিনি শান্তভাবে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মনে হলো পোয়ারো যেন একটু একটু করে দিবাস্বপ্নে ডুবে যাচ্ছে, এ সময় ও কারোর সঙ্গে কথা বলবে না। তাই একা-একা চুপ করে বসে না থেকে আমি কাগজের একটা শীট টেনে নিয়ে তার ওপর নোটগুলো লিখতে বসলাম। একসময় আমার বন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনে আমার তন্ময়তাও ভেঙে গেল। তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একটু আগে হারিয়ে যাওয়া আমার বন্ধুবরের চেনা মুখটা যেন আবার ফিরে আসতে দেখলাম। হ্যাঁ, তার সেই একাধারে সতেজ আর অন্যদিকে সতর্ক চাহনি ফিরে এলো তার সদা হুসিয়ারী চোখদুটিতে।

'এই কেসের ব্যাপারের যে সব প্রধান সূত্রগুলো আমার মনে উদয় হয়েছে সেগুলো এই কাগজে আমি নোট করে রেখেছি।'

'অবশেষে তুমি তাহলে নিয়মনিষ্ঠ হয়েছো।' পোয়ারো তার কথায় সায় দিলো।

আমি আমার আনন্দ চেপে রেখে বললাম, 'তা সেগুলো কি পড়ে শোনাবো তোমাকে?'

'স্বচ্ছন্দে।'

আমি গলা পরিষ্কার করে বলতে শুরু করলাম অতঃপর :

'এক : এ পর্যন্ত যেসব সূত্র পাওয়া গেছে তা পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, লোয়েনই মিস্টার ডেভেনহেইমের সিন্দুক ভেঙেছে।'

'দুই : মিস্টার ডেভেনহেইমের ওপর লোয়েনের বহুদিন থেকেই একটা চাপা আক্রোশ ছিল।'

'তিন : স্টাডি থেকে একবারের জন্যেও সে বাগানে যায়নি, তার সেই প্রথম জবানবন্দী মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়েছে, পরে সেই কথা সে নিজেই স্বীকার করেছে।'

'চার : বিলি কেলেট যা বলেছে তা সব সত্য বলে যদি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে লোয়েনও যে এর সঙ্গে জড়িত অস্বীকার করা যায় না।' এখানে একটু থেমে আমি আবার বললাম, 'সবই তো শুনলে, আমার বিশ্বাস, এ কেসের সব গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলোই আমি তুলে ধরতে পেরেছি।'

পোয়ারো আমার দিকে করুণার চোখে তাকালো, এবং ধীর শান্তভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার পরিশ্রমই সার হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলোই তোমার অনুমান ক্ষমতা থেকে বাদ গেছে, কিংবা বলতে পারি আদৌই তোমার অনুমান করার ক্ষমতা নেই। আসলে তুমি যেসব কারণগুলি দেখিয়েছো সে সবই মিথ্যে।'

'কিরকম?'

'ঠিক আছে, তোমার দেওয়া চারটি সূত্র এক-এক করে ধরে বিচার করে দেখা যাক সেগুলো কতোখানি সত্য, নাকি সবই মিথ্যা!'

'এক : সিন্দুক খোলার সুযোগ লোয়েন যে পাবেন এ কথা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই জানার কথা নয়। তাছাড়া তিনি ব্যবসার কাজে আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট মতো মিস্টার ডেভেহাইমের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি যে একটা চিঠি ডাকে ফেলতে যাবেন বলে সেই সময় বাড়িতে থাকবেন না আর এর ফলে লোয়েনকে যে স্টাডিতে একা-একা বসে সময় কাটাতে হবে সে কথাও আগে থেকে তাঁর জানা ছিল না।'

'এমনও তো হতে পারে, সুযোগটা হঠাৎ হাতে পেয়ে গিয়ে তিনি তাঁর সদ্ব্যবহার করেছেন?' আমি মন্তব্য করলাম।

'বেশ, তোমার কথা মেনে নিলেও এক্ষেত্রে একটা কিন্তু থেকে যায়। যেমন, সিন্দুক ভাঙার যন্ত্রপাতি?' পোয়ারো যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইলো, 'কবে কখন সিন্দুক ভাঙার সুযোগ আসবে, এ কথা ভেবে শহুরেবাবুরা সঙ্গে করে যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। আর পেন্সিল-কাটা ছুরি কিংবা দাড়ি কামাবার ব্লেড দিয়ে কেউ যে সিন্দুক ভাঙতে বা কাটতে পারে না, এ কথা বাচ্চা ছেলেরাও জানে।'

'ঠিক আছে,' ব্যর্থতার গ্লানি কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললাম, 'আমার দ্বিতীয় সূত্রটার ব্যাপারে তোমার কি মন্তব্য শুনি?'

'হ্যাঁ, সে প্রসঙ্গেও আসছি। তুমি বলেছো, মিস্টার ডেভেনহেইমের ওপর লোয়েনের বহুদিনের আক্রোশ ছিল, কথাটা ঠিক নয়। যাইহোক, এ ব্যাপারে তোমার এই সূত্রটা মানলে এই দাঁড়ায় যে, উনি আগে দু'-একবার শেয়ার কেনা-বেচার ব্যবসার ব্যাঙ্কার মিস্টার ডেভেনহেইমের বেশ কিছু টাকা নষ্ট করেছিলেন। কিন্তু তাতে লোয়েনের কোনো ক্ষতি হয়নি, বরং দালালি বাবদ মোটা টাকাই রোজগার করেছিলেন তিনি। তাহলে মিস্টার ডেভেনহেইমের ওপর তাঁর আক্রোশ হতে যাবে কেন? বরং আমি বলবো, ঘটনাটা ঠিক এর উল্টো, আর আক্রোশের কথাই যদি তোলা হয় তাহলে বলবো লোয়েনের ওপর মিস্টার ডেভেনহেইমেরই তো আক্রোশ হওয়ার কথা, কারণ লোয়েনের ভুল পরামর্শ মতো বাজে শেয়ারে লগ্নী করে তাঁর অনেক টাকাই লোকসান হয়েছিল।'

'ধরে নিলাম, আমার দ্বিতীয় সূত্রটাও তোমার মনঃপূত হয়নি।' আমি মৃদু প্রতিবাদ করে বলে উঠলাম, 'কিন্তু আমার তৃতীয় সূত্রটা যেমন, স্টাডি থেকে লোয়েনের একবারের জন্যেও গোলাপ-বাগানে না যাওয়ার মিথ্যে জবানবন্দী দেওয়ার ব্যাপারটা তুমি তো আর অস্বীকার করতে পারো না?'

'অবশ্যই অস্বীকার করবো না। কিন্তু এও তো হতে পারে, লোয়েন খুবই ভয় পেয়ে থাকবে। মনে রেখো, নিখোঁজ ব্যক্তির পোশাক আজই লেকের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। অবশ্যই এ কথাও স্বীকার্য যে, লোয়েন সত্যি কথাটা বললেই ভাল করতো।'

'আর চতুর্থ সূত্র সম্পর্কে কি বলবে?'

'হ্যাঁ, এক্ষেত্রে আমি তোমার যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি। যদি কেলেটের গল্প সত্যি হয়, তাহলে লোয়েন নিঃসন্দেহে এই রহস্যময় কেসের সঙ্গে জড়িত। আর এ কারণেই ব্যাপারটা এতো বেশি আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে আমার মনে। তোমার এই একটি সূত্র যে অসাধারণ, না মেনে আমি থাকতে পারছি না।'

'তাহলে আমার অন্তত একটা সূত্রের প্রশংসা তুমি করছো?

'সম্ভবত। কিন্তু দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র একেবারে তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, আর এই দুটি সূত্রের ওপরেই গোটা রহস্যের ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠিত।'

'তা ভনিতা না করে সেই দু'টি সূত্র কি বলেই ফেলো না।'

'প্রথম সূত্র,—মিস্টার কোন্ আবেগের বশে গত কয়েক বছর ধরে গহনা কিনে যাচ্ছিলেন? দ্বিতীয় সূত্র,—গত শরৎকালে ওঁর বুয়েন্সএয়ারসে যাওয়া!'

'পোয়ারো, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো না তো?'

'না, আমি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারেই কথাটা বলেছি। এখন, আমি আশা করছি, জ্যাপকে যে কাজের ভার আমি দিয়েছি, সেটা তিনি ভুলে যাবেন না।'

কিন্তু ইন্সপেক্টর জ্যাপ যে তাঁর দায়িত্বের কথা সত্যি সত্যি মনে রেখেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরের দিন সকাল এগারোটা নাগাদ ডাকে তাঁর একটা বেতারবার্তা এসে পৌঁছতে। পোয়ারোর অনুরোধে বেতারবার্তাটি খুলে আমি পড়তে শুরু করলাম:

'গত শীতকাল থেকেই স্বামী ও স্ত্রী আলাদা শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন।'

'আহ্!' উল্লসিত হয়ে পোয়ারো বলে উঠলো, 'আর এখন আমরা জুনের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছি! যাক্, এখন তাহলে সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেল।'

আমি অবাক চোখে তাকালাম পোয়ারোর দিকে।

পোয়ারো আমার অবাক ভাবটা কাটিয়ে তোলার জন্যে জিজ্ঞেস করলো, 'হেস্টিংস, ডেভেনহেইম এন্ড স্যামন ব্যাঙ্কে তোমার টাকাকড়ি কিছু নেই তো?'

'না', আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'কারণ আমার উপদেশ হলো, রেখে থাকলে আর কালবিলম্ব না করে চট্‌জলদি সব টাকা তুলে ফেলো সেখান থেকে।'

'কেন, তুমি এর পরিণতি কি হতে পারে বলে ভাবছো?'

'আমার আশঙ্কা, কয়েক দিনের মধ্যেই ওই ব্যাঙ্কে লালবাতি জ্বলতে যাচ্ছে। এই রকম একটা আশঙ্কা আমার মধ্যে জাগিয়ে তোলে ইন্সপেক্টর জ্যাপের তারবার্তাটি, তার জন্যে সর্বাগ্রে তাঁকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। হেস্টিংস একটা পেন্সিল আর তারবার্তার ফর্ম নিয়ে বসোতো। প্রথমে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোয়ারো উপদেশ দিল এই মর্মে: 'মিস্টার ডেভেনহেইমের ব্যাঙ্কে যদি তোমার টাকাকড়ি কিছু গচ্ছিত থাকে, তাহলে এখনি সেটা তুলে ফেলার উপদেশ দিচ্ছি।' আমি এখানে বসেই বেশ বুঝতে পারছি, এই তারবার্তাটি পেলে জ্যাপ যে উত্তেজনায় ছটফট করে উঠবে সে আমি কল্পনায় যেন

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার চোখের সামনে। আগামীকাল সকাল কিংবা তার পরের দিন পর্যন্ত তিনি আমার এই বন্ধুসুলভ উপদেশের অর্থ খুঁজে বার করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না।'

পোয়ারোর নির্দেশিত তারবার্তাটি ইন্সপেক্টর জ্যাপের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। পোয়ারোর আশঙ্কা সত্য হবে কি না জানিনা, কারণ আমি তার মতো অতো আশাবাদী নই। কিন্তু তার ভবিষ্যদ্বাণী যে একেবারে নির্ভুল এবং সত্য তা হাতে হাতে প্রমাণ পাওয়া গেল পরদিন সাত-সকালে। স্থানীয় সবকয়টি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে ডেভেনহেইম ব্যাঙ্কের ফেল করার কথা ছেপে বেরুতে দেখা গেল। বিখ্যাত ফাইন্যান্সারের আকস্মিক নিরুদ্দেশ হওয়ার খবরটা ছোট-বড় সব আমানতকারীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চর হতে দেখা গেল। তারা তখন জেনে গেছে, তাদের লগ্নী করার টাকা ফেরত দেবার মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই ওই ব্যাঙ্কের, ওই ব্যাঙ্ক তাদের রাতারাতি পথে বসিয়ে দিয়েছে।

আমাদের প্রাতঃরাশের মাঝামাঝি সময়ে দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর জ্যাপ। তাঁর বাঁ হাতে সেদিনের একটা প্রভাতী সংবাদপত্র এবং ডান হাতে পোয়ারোর পাঠানো তারবার্তাটি।

ঘরে ঢুকে কোনো ভূমিকা না করেই জ্যাপ জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা মঁসিয়ে পোয়ারো, মিস্টার ডেভেনহেইমের ব্যাঙ্ক যে ফেল করতে চলেছে, এই দুঃসংবাদ আপনি আগে-ভাগে কি করেই বা জানতে পারলেন?'

পোয়ারো তাঁর দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে হাসলো। 'খুব সহজেই। এরকম একটা ব্যাপার যে ঘটতে যাচ্ছে তা আমি অনেক আগেই সন্দেহ করেছিলাম। তারপর সকালে আপনার শেষ তারবার্তাটি পেয়েই আমি এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত হয়ে যাই। শুরু থেকেই সিন্দুকের মধ্যে গাদা গাদা দামী হীরে-জহরতের গহনা, বেয়ারার বন্ড এসব কার জন্যে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে? আর একটা সন্দেহ হলো, এই বুড়ো বয়সে মিস্টার ডেভেনহেইমের হঠাৎ দামী দামী গহনা কেনার সখ কেন চাপলো তাঁর মাথায়? তাঁর এই সখের পিছনে মনে হয় অন্য কোনো বদ মতলব ছিল। সে কি মতলব হতে পারে? এর উত্তরও আবার খুবই সহজ, সরল। ব্যাঙ্কের মোটা মোটা টাকা হাতিয়ে উনি যেসব গাদাগাদা দামী গহনা কিনেছিলেন আসলে সে সবই নকল, সস্তা দামের। আর এই সব সস্তা দামের গহনা ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে আসল গহনাগুলো তিনি তাঁর স্টাডিতে যে সিন্দুকটি ছিল তার ভেতরে রেখে দেন। আসল গহনাগুলো পরে বিক্রি করার টাকায় আশা করা যায়, বাকি জীবনটা উনি নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারতেন। পরে মিস্টার ডেভেনহেইম নিজে নিজেই তাঁর সিন্দুকের তালা খুলে রাখেন। তবে তার আগে তিনি দামী দামী আসল গহনা, ব্যাঙ্কের বেয়ারা বন্ড ইত্যাদি সরিয়ে রাখেন অন্যত্র। এবং মিস্টার লোয়েনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেন। ঘটনার দিন বাড়ি থেকে বেরোবার আগে তিনি তাঁর স্ত্রী ও চাকর-বাকরদের নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন, মিস্টার লোয়েন

এলে তারা যেন তাঁকে তাঁর স্টাডিতে নিয়ে গিয়ে বসায়। এই নির্দেশ দিয়ে তিনি তারপর বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি গেলেনই বা কোথায়?' এখানে একটু থেমে পোয়ারো গামলা থেকে আর একটা সিদ্ধ-ডিম তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিল।' সত্যি এটা কখনোই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না', বিড়বিড় করে সে বলল, 'প্রত্যেক মুরগি বিভিন্ন আকারের ডিম পাড়ে। প্রাতঃরাশের টেবিলে এর সমন্বয় কি ভাবেই বা হতে পারে? অন্তত দোকানে ডজনখানেক ডিম একই আকারের রাখা উচিত, কি বলেন মঁসিয়ে-জ্যাপ?'

জ্যাপের ওই এক স্বভাব, লোককে রাগাবার জন্যে সোজা আঙুলে ঘি না তুলে আঙুলটা বাঁকিয়ে তোলেন। তার এহেন কথায় একটু যেন রেগে গিয়েই জ্যাপ বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'রাখো তোমার মুরগির ডিমের কথা! বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেদিন আমাদের মক্কেল কোথায় গেলেন বলো, এই খবরটাই আমার কাছে এখন অত্যন্ত জরুরী বলে আমি মনে করি। অবশ্য তুমি যদি সে খবরটা জেনে থাকো...'

'বলছি বন্ধু শোনো,' উত্তরে পোয়ারো এবার আসল প্রসঙ্গে চলে এলো, 'তিনি তাঁর গোপন জায়গায় গিয়ে আত্মগোপন করেন। আহ্! এই মঁসিয়ে ডেভেনহেইমের মগজে প্রচুর কুমতলব আছে ঠিকই, কিন্তু আমি স্বীকার করছি সেগুলো রীতিমতো উন্নত মানের, আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, যার তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যে সে লোকের কাজ নয়!'

'তা উনি কোথায় লুকিয়ে আছেন তুমি কি জানো?'

'নিশ্চয়ই! এটা খুবই দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবন করতে হয়।'

'সে যাইহোক', জ্যাপ অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, আমাদের উৎকণ্ঠার মধ্যে না রেখে বলেই ফেলো উনি এখন কোথায়?'

পোয়ারো যেন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে, নিজের থেকে মুখ না খুললে কেউ তার মুখে একটা কথাও ফোটাতে পারবে না, ওর এ স্বভাব আমার অজানা নয়। জ্যাপ অধৈর্য হয়ে উঠলেও তেমনি নীরবে সে নিজের প্লেট থেকে ডিমের ভাঙা খোলাগুলো একটা-একটা করে তুলে ডিম-সেদ্ধর পাত্রে রাখল, তারপর আমাদের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন কত বাধ্য সে আমাদের।

'এসো বন্ধু, তোমরা দু'জনেই বুদ্ধিমান। আমি নিজেকে যে প্রশ্নটা করেছিলাম সেটা তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে করো। আমি যদি মিস্টার ডেভেনহেইম হতাম কোথায় লুকোতাম? হেস্টিংস তোমার বক্তব্য কি শুনি?'

'আমি লন্ডনেই থেকে যেতাম। পাতাল রেল আর বাসের মধ্যে অসংখ্য মানুষের ভিড়ে মিশে যেতে পারি যাতে করে আমার পরিচিতজনদের চোখে না পড়ি। একা থাকার চেয়ে ভিড়ের মধ্যে থাকা অনেক বেশি নিরাপদ।'

পোয়ারো এবার সপ্রশ্ন চোখে জ্যাপের দিকে তাকালো।

'আমি ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের সঙ্গে একমত নই। আমি এ অবস্থায় পড়লে সঙ্গে

সঙ্গে অন্যত্র পালিয়ে যেতাম, কেবল এটাই বাঁচার একমাত্র সুযোগ। আর এ ব্যাপারে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় আমার হাতে ছিল। জলে আমার ইঅট সব সময়েই ভাসানো থাকে, হৈ-হট্টগোল শুরু হওয়ার আগেই আমি ওই ইঅটে চড়ে দূরে, অনেক দূরে পাড়ি দিয়ে দিতাম।'

এবার আমরা দু'জনেই পোয়ারোর দিকে তাকালাম। 'তা মঁসিয়ে, এখন তুমি কি বলবে বলো?'

মুহূর্তের জন্য নীরব রইল সে। তারপরেই তার ঠোঁটে সেই অদ্ভুত রহস্যময় হাসিটা ফুটে উঠতে দেখা গেল। 'শোনো আমার প্রিয় বন্ধুরা, যদি আমাকে পুলিশের নজর এড়ানোর জন্যে লুকিয়ে থাকতে হতো, তাহলে কোথায় লুকোতাম জানো? স্রেফ জেলে গিয়ে ঢুকতাম।'

'কি বললে তুমি?' দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠল।

'জ্যাপ, মঁসিয়ে ডেভেনহেইমকে জেলে পোরার জন্য তুমি তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছো। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি সেখানে গিয়ে নিরাপদে আশ্রয় নিয়েছেন কিনা তা ভাবতেও পারছো না তুমি।'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'জ্যাপ তোমার মনে আছে, একদিন তুমি আমাকে বলেছিলে মাদাম ডেভেনহেইম আদৌ বুদ্ধিমতী মহিলা নন। অথচ তোমার ভাষায় এই বুদ্ধিহীনা মহিলাকে তুমি যদি একবার বৌ স্ট্রীট থানায় নিয়ে যাও, তারপর তাঁকে বিলি কেলেটের সামনে দাঁড় করিয়ে দাও, তাহলে দেখবে তিনি ঠিক তাকে তাঁর স্বামী হিসেবেই চিনতে পেরেছেন। মিস্টার ডেভেনহেইম দাড়ি-গোঁফ, ঘন ভুরুজোড়া কামিয়ে ফেলেছেন, এমন কি তিনি তাঁর মাথার চুলগুলো পর্যন্ত ছোট ছোট করে ছেঁটে ফেলেছেন সম্পূর্ণভাবে ভোল পাল্টানোর জন্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গিন্নীর চোখকে তিনি কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবেন না, ধরা ঠিক পড়ে যাবেন। তবে পৃথিবীর বাকি সবাই প্রতারিত হবে।'

'তা তুমি কি বিলি কেলেটের কথা বলছো? কিন্তু সে তো পুলিশের কাছে যথেষ্ট পরিচিত!'

'কেন, আমি তোমাদের বলিনি, ডেভেনহেইম একজন অত্যন্ত চতুর লোক? অনেক আগেই তিনি তাঁর অ্যালিবাই তৈরি করে রেখেছিলেন। গত শরতে তিনি মোটেই বুয়েন্সএয়ারসে যাননি, তিনি তখন নিজেকে বিলি কেলেটের ভূমিকায় অবতীর্ণ করার চেষ্টা করছিলেন, টানা তিন মাস ধরে বিলি কেলেটের ভূমিকায় জেল খেটে সেই চেষ্টা তিনি চালিয়ে যান, যাতে করে সময় এলে পুলিশ যেভাবেই হোক তাঁকে চিনতে পারে, কিংবা সন্দেহ করতে পারে। মনে রেখো, উনি টাকার পাহাড় গড়ে তোলার মতো সর্বনেশে খেলায় মেতে উঠেছিলেন, সেই সঙ্গে তিনি নিজেই নিজের কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলেন, মুক্তি পেতে চাইছিলেন মিস্টার ডেভেনহেইমের জীবন থেকে। পরবর্তী জীবন তিনি বিলি কেলেটের পরিচয়েই কাটাতে চেয়েছিলেন।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ বন্ধু, প্রথমবার তিন মাসের জন্যে জেল খেটে বেরনোর পর মহা মুশকিলে পড়তে হলো মিস্টার ডেভেনহেইমকে। দাড়ি-গোঁফ কেটে, ছোট ছোট করে চুল ছেটে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে ভোল পাল্টে বিলি কেলেটের ভূমিকা তো নিয়েছিলেন, কিন্তু জেলের বাইরে এসে কি করেই বা তিনি আবার তাঁর আগের জীবনে ফিরে আসবেন? অর্থাৎ নতুন করে দাড়ি-গোঁফ গজাতে গিয়ে তাকে বেশ কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু অত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কি নকল দাড়ি-গোঁফ এবং পরচূলা পড়তে হলো তাঁকে। কিন্তু তাতেও নতুন করে একটা সমস্যা দেখা দিল, এইসব মুখে ও মাথায় চাপিয়ে ঘুমনো খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া তাঁর স্ত্রী এতে সন্দেহ করতে পারেন। তাই এর মুশকিল আসান করতে মিস্টার ডেভেনহেইম রাতে স্ত্রীর সঙ্গে না শুয়ে আলাদা ঘরে শুতে শুরু করলেন। তুমি নিজেও খবর নিয়ে জানতে পারবে বুয়েন্সএয়ারস্ থেকে ফেরার পরে গত ছ'মাস ধরে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী আলাদা আলাদা ঘরে রাত কাটাচ্ছেন। এই খবরটা জানতে পেরে আমি তখন নিশ্চিত হয়ে যাই, আমি ঠিক পথেই এগোচ্ছি। বাগানের এক মালী তার জবানবন্দীতে বলেছিল, সে নাকি তার মনিবকে বাগানের ভেতর দিয়ে তাঁর স্টাডিতে যেতে দেখেছিল। এখন বুঝেছি, লোকটির দেখার মধ্যে কোনো ভুল ছিল না। মিস্টার ডেভেনহেইম বাড়ি থেকে বেরিয়ে বোটহাউসে যান পোশাক বদল করতে। সেখানে তিনি বিলি কেলেটের মতো চোর-ছ্যাঁচোরের পোশাক পরে নিজের দামী পোশাক লেকের জলে ফেলে দেন, পরে সেগুলো লেকের জলে ভেসে উঠতে দেখা যায়। তারপর তিনি তাঁর পরিকল্পনা মাফিক তাঁর হীরের আংটিটা একটা জুয়েলারীতে বন্ধক রাখেন এবং তারপর একজন পুলিশম্যানের ওপর হামলা চালান। এর ফলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে বৌ স্ট্রীট থানায় নিয়ে যায়, যেখানে তিনি নিরাপদে বন্দী হয়ে আছেন। সেখানে তাঁর পরিচিতজনরা তাঁকে দেখতে পাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না!'

'এ অসম্ভব!' বিড়বিড় করে বলে উঠলেন জ্যাপ।

'মিসেস ডেভেনহেইমকে জিজ্ঞেস করো, তাহলেই সব জানতে পারবে,' হাসতে হাসতে বলল আমার বন্ধুবর।

পরের দিন একটা রেজিস্টার্ড চিঠির খাম পোয়ারোর প্লেটের পাশে পড়ে থাকতে দেখা গেল। খামটা সে খুলতেই তার চোখের সামনে একটা পাঁচ পাউন্ডের নোট ভেসে উঠতে দেখা গেল। আমার বন্ধুর ভুরু কুঁচকে উঠল।

'কিন্তু এ টাকা নিয়ে আমি এখন কি করব? একলা নিলে পরে অনুশোচনা করতে হবে। আমার মাথায় একটা মতলব খেলে গেছে!' পোয়ারো লাফিয়ে উঠল। 'আমরা তিনজন এ টাকায় আজ রাত্রে নৈশভোজ সারতে পারব। এতে আমি সান্ত্বনা পাবো। সত্য, এটা খুবই সোজা। এখন কথাটা ভাবতে আমার নিজেরই কেমন লজ্জা হচ্ছে।

তবুও বলব, এবার জ্যাপ আর তাঁর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড দেখুক, আমি যেভাবে রহস্যের সমাধান করি তার সঙ্গে বাচ্চা চুরি করার সঙ্গে কখনোই তুলনা করা চলে না। ওহো, তুমি হাসছো হেস্টিংস। কিন্তু তুমি এমন কি দেখলে বা শুনলে যাতে তোমার মধ্যে এমন হাসির বন্যা বয়ে গেল?'

প্লিমাউথ এক্সপ্রেসের রহস্য

THE PLYMOUTH EXPRESS

'দ্য প্লিমাউথ এক্সপ্রেস' প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য মিস্ট্রি অব দ্য প্লিমাউথ এক্সপ্রেস' নামে ১৯২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।'

নিউটন অ্যাবট স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে প্লিমাউথ এক্সপ্রেসের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠলেন নৌবাহিনীর তরুণ নাবিক অ্যালেক সিম্পসন। একজন কুলি একটা ভারি সুটকেস নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করে কামরায় উঠল। সুটকেসটা সে ওপরের র‍্যাকে রাখতে যাবে ঠিক সেই সময়ে তরুণ নাবিকটি তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন :

'না, ওটা নিচের সিটের ওপরেই রেখে দাও হে বাপু। পরে আমিই ওপরের র‍্যাকে তুলে রাখবোখন। এই নাও তোমার মজুরি।'

'ধন্যবাদ স্যার', কুলি মজুরি সমেত মোটা রকম বকশিস পেয়ে খুশি হয়ে বিদায় নিলো।

কামরার দরজা বন্ধ হওয়ার যান্ত্রিক শব্দ হতেই গাপিত্তি জ্বালাকরা একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল : 'এ ট্রেন শুধু প্লিমাউথ পর্যন্ত যাবে। টর্কের জন্য এখানে গাড়ি বদল করুন। পরের স্টেশনই প্লিমাউথ।' তারপরে হুইসিল বেজে উঠতেই প্রথমে ট্রেনটা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে একসময় প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে চলল দ্রুতগতিতে।

সারা কামরায় একমাত্র যাত্রী বলতে কেবল লেফটেন্যান্ট অ্যালেক সিম্পসনই! ডিসেম্বর মাসের হিমেল শীতল বাতাস গায়ে সূচ ফোটার মতো বিঁধছিল যেন। তাই তিনি উঠে গিয়ে জানালার সার্সিটা টেনে নামিয়ে দিলেন। তারপরেই তিনি কেমন যেন একটু গন্ধ পেয়ে ভুরু কোঁচকালেন। কি এক অদ্ভুত গন্ধ যেন। তিনি যখন একবার পায়ের অপারেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তখন ঠিক এই রকম একটা তাঁর নাকে লেগে থাকতো। হ্যাঁ, সেটা ক্লোরোফর্মের গন্ধ।

আসন বদল করে একটা জানালার ধারে পিঠ রেখে তিনি বসলেন, পিঠ রইল ইঞ্জিনের দিকে পিছন করে। পকেট থেকে পাইপ বার করে তাতে তামাক ভরে অগ্নি সংযোগ করে রাতের অন্ধকারে নীরবে একা একা ধূমপান করতে থাকলেন তিনি।

অবশেষে তিনি আবার সক্রিয় হওয়ার জন্য সুটকেস খুলে কিছু কাগজ এবং সাময়িক পত্রিকা বার করে সেটা বন্ধ করে এবার উল্টো দিকের সিটের নিচে ঢুকিয়ে রাখতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না, আটকে গেল, যেন কোনো একটা জিনিস বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে।

এরপর সেই সুটকেসটা মানুষ জ্ঞানে তিনি নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'শয়তান সুটকেসটা ঢুকছে না কেন কে জানে!' এই বলে তিনি সুটকেসটা বাইরে টেনে এনে এবার মাথা নিচু করে সেই সিটের তলায় কি আছে দেখার জন্যে নিচে উঁকি মারলেন...

মুহূর্তখানেক পরে রাতের স্তব্ধতা ভেঙে রেণু রেণু করে গুঁড়িয়ে ফেলে একটা আর্তনাদ যেন ভেসে এলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা যেন কারোর হুকুম পালন করতেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে থেমে গেল। মনে হয়, কেউ বোধহয় এ্যালার্ম চেন টেনে থাকবে।

'বন্ধু,' পোয়ারো বলল, 'এই প্লিমাউথ এক্সপ্রেস রহস্যের ব্যাপারে তুমি যে গভীরভাবে আগ্রহী আমি জানি। তাই এটা পড়ো।'

টেবিলের ওপর থেকে পোয়ারোর রাখা নোটটা আমি তুলে নিলাম। সেটা সংক্ষিপ্ত হলেও খুবই অর্থবহ :

প্রিয় মহাশয়,

আপনার সুবিধা মতো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার সঙ্গে দেখা করলে আমি বাধিত হবো।

আপনার বিশ্বস্ত

এবেনজার হ্যালিডে

এই চিঠির সঙ্গে প্লিমাউথ এক্সপ্রেসের যোগসূত্র যে কোথায় আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হলো না। তাই এর ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য পোয়ারোর দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালাম।

আমার প্রশ্নের উত্তরের জন্য পোয়ারো খবরের কাগজটা তার হাতে তুলে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে শুরু করে দিল অতঃপর : 'গতকাল রাতে একটা সারা জাগানো ঘটনা আবিষ্কৃত হয়। একজন তরুণ নৌ-অফিসার প্লিমাউথ এক্সপ্রেসে চেপে প্লিমাউথে প্রত্যাবর্তনের সময় তার কামরায় একটা সিটের নিচে জনৈকা মহিলার মৃতদেহ দেখতে পান। মহিলার বুকে একটি ছোরার আঘাত ছিল। অফিসারটি তখন বুদ্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের অ্যালার্ম চেন টেনে ট্রেনটির গতি রুদ্ধ করে দেন। বছর তিরিশ বয়স হবে মহিলার, পরনে দামী পোশাক, তাঁর পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।'

'আর পরে এই খবরটা আমরা জানতে পারি : 'সেই অভিশপ্ত প্লিমাউথ এক্সপ্রেসের কামরায় পাওয়া মৃতা মহিলাকে সনাক্ত করা গেছে। তিনি হলেন মাননীয়া মিসেস রুপার্ট

ক্যারিংটন।' এই পর্যন্ত পড়ার পর পোয়ারো বলল, 'এবার নিশ্চয়ই ব্যাপারটা তোমার বোধগম্য হয়েছে? কিংবা না হলে আমি আরও বলছি, মিসেস রুপার্ট ক্যারিংটন বিয়ের আগে ছিলেন ফ্লোসি হ্যালিডে, আমেরিকার ইস্পাত জাতের সম্রাট বৃদ্ধ হ্যালিডের কন্যা।

'আর এই বৃদ্ধ পিতাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?' চমৎকার! আমি লাফিয়ে উঠলাম।

'বৃদ্ধ মানুষটি আমার কাছে নতুন নন। অতীতে আমি একবার তাঁর সামান্য উপকার করেছিলাম, বেয়ারার বন্ডের ব্যাপারে। এছাড়াও আমি যখন এক রাজকীয় ভ্রমণে প্যারিসে গেলাম, তখন অনেকেই আমাকে এই মাদামোয়াজেল ফ্লেসিকে দূর থেকে দেখিয়ে বলেছিল, এঁকে চিনে রাখুন। দারুণ ফূর্তিবাজ মেয়ে ছিলেন তিনি, বাধা-বন্ধনহীন আর কিছুটা বেপরোয়া জীবন কাটাতে দেখেছিলাম তাঁকে। আর এর জন্যে তাঁকে বেশ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তেও হয়েছিল। ব্যাপারটা খুব খারাপের দিকে মোড় নিতে যাচ্ছিল।

'কি ধরনের ব্যাপার বলো তো?' আমি জানতে চাইলাম।

'জনৈক কাউন্ট দ্য লা নামে এক যুবকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তিনি। যুবকটি অত্যন্ত বাজে ধরনের, লেডি কীলার যাকে বলে আর কি! সে বেশ ভালই জানতো কি ভাবে সুন্দরী রোমান্টিক যুবতীকে আকর্ষণ করে তার সাময়িক প্রেমের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হয়। মেয়েটি তার ফাঁদে পরে যায়। তবে সৌভাগ্যবশত তাঁর বাবা তাঁদের ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরে তাঁদের অবৈধ মেলামেশাকে বেশিদূর গড়াতে দেননি। তিনি তখন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েকে আমেরিকায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। বেশ কয়েক বছর পরে তাঁর বিয়ের খবরও শুনেছিলাম বটে, কিন্তু আমি ওঁর স্বামীর ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

'হুম!' আমি বললাম। 'মাননীয়া রুপার্ট ক্যারিংটনকে কোনোভাবেই সুন্দরী আখ্যা দেওয়া যায় না। যুবকটি নিজের সব অর্থ-সম্পদ ঘোড়দৌড়ের মাঠে খুইয়েছিল। আমার মনে হয়, বৃদ্ধ হ্যালিডের সঞ্চিত অর্থ ঠিক সময়ে তাঁকে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। এর থেকে আমার আবার এও মনে হয়, এমন একজন সুদর্শন ও মার্জিত স্বভাবের কোনো পুরুষ যে নীতিজ্ঞানহীন শয়তান হতে পারে তা ভাবা যায় না, আর তার জুড়িও পাওয়া যায় না।'

'আহ্! বেচারি মিসেস ক্যারিংটন', পোয়ারো আক্ষেপ করে বলল, 'এমন একজন নিরপরাধ মহিলার জন্য খুবই দুঃখ হয় আমার।'

'আমার আবার কি মনে হয় জানো, লোকটি তার দুরভিসন্ধির মনোভাব দেখিয়ে স্পষ্টতই বুঝিয়ে দিয়েছিল, স্ত্রী নয় তার অর্থই হলো ওর প্রধান আকর্ষণ। আর তাই কি তার এই স্বভাব প্রকাশ হয়ে পড়ার জন্যই বিয়ের প্রায় পরে পরেই দু'জনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বাজারে একটা গুজব, তাদের দু'জনের মধ্যে আইনসিদ্ধ ছাড়াছাড়ির প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে।'

'বৃদ্ধ হ্যালিডে একেবারে বোকা লোক নন। তিনি তাঁর মেয়ের অর্থের দিকটার আট-ঘাট যে ভালভাবেই আঁটো করে রাখতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'যাইহোক, আমি জোর গলায় বলতে পারি, মাননীয় রুপার্ট ক্যারিংটন সাহেবের আর্থিক টানাটানি যে খুব চলছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'আহ্! আমার খুব অবাক লাগছে—'

'তোমার অবাক লাগছে কেন?'

'ওভাবে একতরফা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যেও না। আমার মনে হচ্ছে, এ কেসে তুমি খুবই আগ্রহী। বেশ তো তাই যদি হয়, তাহলে মিস্টার হ্যালিডের সঙ্গে যখন দেখা করতে যাচ্ছি তুমিও আমার সঙ্গী হও না কেন? চলে এসো।' রাস্তায় নেমে পোয়ারো বলল, 'ওই যে মোড়ের মাথায় একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড দেখা পাচ্ছো, চলো ওদিকেই এগিয়ে যাওয়া যাক!'

মিনিট কয়েকের মধ্যেই পার্ক লেনে আমেরিকান বিজনেস ম্যাগনেটের বাড়ির সামনে আমরা চললাম। বাড়িটা তাঁর ভাড়া করা। একজন পরিচারক আমাদের লাইব্রেরীতে পৌঁছে দিয়ে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমরা একজন বলিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে মিলিত হলাম, অন্তর্ভেদী তাঁর দৃষ্টি। বয়স হলেও ভদ্রলোকর গাল দুটি বেশ টান-টান এখনও, বয়সের ভারে খুব একটা ঝুলে পড়েছে বলে মনে হয় না।

'মঁসিয়ে পোয়ারো?' মিস্টার হ্যালিডে বলে উঠলেন, 'আমার মনে হয়, আপনাকে আমি কি ব্যাপারে এখানে ডেকে এনেছি সে কথা না বললেও চলবে। আপনি নিশ্চয়ই খবরের কাগজ পড়ে সবই জেনে গেছেন। আর একটা কথা মনে রাখবেন, আমি কোনো রাখ-ঢাক পছন্দ করি না। আমি জানতে পেরেছি, আপনি এখন লন্ডনেই আছেন। একসময় বন্ডের ব্যাপারে আপনি আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন তা আমি বেঁচে থাকতে ভুলতে পারব না কখনও। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সর্বকালের সেরা গোয়েন্দাদের আমি কাজে লাগিয়েছি। একজন মানুষের জীবনে টাকাটাই শেষ কথা নয়। আমার সমস্ত অর্থ-সম্পদ আমার প্রিয় কন্যার জন্যেই সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তাই এখন আমি বলছি, ওই শয়তানকে ধরে আনুন আমার কাছে, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে, আমি তাকে ধরার জন্যে যতো টাকা লাগে লাগুক, আমি শেষ পেনিটুকুও খরচ করব। টাকার জন্য ভাববেন না, আমার এখন একটাই অনুরোধ আপনার কাছে, যে করেই হোক ওই শয়তানকে আমার হাতে তুলে দিন, দেবেন তো?'

পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দিল।

'ঠিক আছে, আমি আপনার কেসটা গ্রহণ করলাম মঁসিয়ে। কারণ আপনার মেয়েকে আমি বেশ কয়েকবার প্যারিসে দেখেছি। এখন যে পরিস্থিতিতে আপনার মেয়ে প্লিমাউথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন সে ব্যাপারে বিস্তারিত যা জানেন আমাকে সব খুলে বলুন। সেই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় থাকলে নিঃসংকোচে বলতে পারেন আমাকে।'

'ঠিক আছে, প্রথমেই বলে রাখি,' উত্তরে হ্যালিডে বললেন, 'আমার মেয়ে আদৌ প্লিমাউথে যাচ্ছিল না। আসলে যাচ্ছিল সোয়ানসীর ডাচেসের বাড়ি অ্যাভনমীড কোর্টে একটা ঘরোয়া উৎসবে যোগ দিতে। বারোটা-চোদ্দয় প্যাডিংটন থেকে লন্ডন ছেড়ে আসে, ট্রেনটা ব্রিস্টলে (যেখানে তাকে ট্রেনটা বদল করতে হয়) এসে পৌঁছয় দুটো-পঞ্চাশে। অবশ্য প্রধান প্লিমাউথ এক্সপ্রেস ওয়েস্টবারি হয়ে যায়, তবে ব্রিস্টলের ধারে কাছে যায় না। বারোটা-চোদ্দর গাড়ি কোথাও না থেমে সোজা ব্রিস্টলে চলে যায়। পরে ওয়েস্টন, টনটন, এক্সিটার এবং নিউটন অ্যাবোটে আমার মেয়ে একাই ভ্রমণ করেছিল। সেই কামরাটা ব্রিস্টল পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। ওর পরিচারিকা পরের একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ছিল।

পোয়ারো মাথা নাড়লো। মিস্টার হ্যালিডে আবার বলতে শুরু করলেন, 'অ্যাভন্নমড কোর্টের উৎসব খুবই আনন্দময় হওয়ার কথা ছিল, সঙ্গে কিছু বলড্যান্সেরও আয়োজন হয়েছিল। এর জন্যেই আমার মেয়ে ওর সমস্ত অলঙ্কার সঙ্গে নিয়ে গেছল, যার মূল্য প্রায় এক লক্ষ ডলার হবে।'

'এক মিনিট!' পোয়ারো মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ওইসব দামী অলঙ্কারের দায়িত্বে কে ছিল, আপনার মেয়ে নাকি তাঁর পরিচারিকা?'

'আমার মেয়ে সব সময়েই অলঙ্কার বা দামী জিনিস নিজের কাছেই রেখে থাকে। সেসব জিনিস সে রাখত ছোট নীল রঙের একটা মরক্কো চামড়ার ব্যাগে।'

'তাই বুঝি! ঠিক আছে, আপনি বলে যান মঁসিয়ে,' পোয়ারো বলল।

'ব্রিস্টল স্টেসনে আমার মেয়ের পরিচারিকা জেন ম্যাসন আমার মেয়ের পোশাকের ব্যাগ, পোশাক-আশাক, যা ওর কাছে ছিল সব নিয়ে নিজের কামরা থেকে নেমে ফ্লোসির কামরায় চলে আসে। কিন্তু ফ্লোসি ব্রিস্টল স্টেশনে নামবে না বলতেই খুব অবাক হয়ে যায় সে, ও আরও দূরে যেতে চাইছে। ও জেনকে আরও বলে ওর লাগেজগুলো স্টেশনের ক্লোকরুমে রেখে দিতে। এই ফাঁকে সে কোনো রেস্তোরাঁয় চা পান করে নিতে পারে। তারপর ফ্লোসির অপেক্ষায় থাকতে বলে। ও আবার ব্রিস্টলে ফিরে আসবে বিকেলের গাড়িতে। জেন অবাক হলেও আমার মেয়ে তাকে যা বলে তাই সে করে। ক্লোকরুমে আমার মেয়ের সব লাগেজ রেখে এসে সে চা খেয়ে নেয়। তারপর বিকেলের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলেও তার কর্ত্রী আর ফিরে এলো না। আর শেষ ট্রেন আসার পরেই সে ক্লোকরুমে লাগেজ যেমন ছিল তেমনি রেখেই স্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে রাত্রে থাকার জন্যে চলে যায়। আর আজ সকালে খবরের কাগজে আমার মেয়ের দুর্ঘটনার খবর পড়েই সে প্রথম যে ট্রেনটি পায় তাতে চড়েই শহরে ফিরে আসে।'

'আপনার মেয়ে এই যে হঠাৎ ওঁর ভ্রমণ পথের যাত্রা বদল করে নেন, এ ব্যাপারে আপনি কি কিছু জানেন?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল। 'আপনার মেয়ের কামরায় ওঁর পরিচিত কেউ কি উঠেছিল যার জন্য উনি ওঁর যাত্রাপথ বদল করতে বাধ্য হন?'

'ঠিক তেমন নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারব না,' উত্তরে মিস্টার হ্যালিডে বললেন, 'তবে আমি যেটুকু জেনেছি তাই বলছি। জেন ম্যাসনের কথা মতো আমি জানতে পারি, ব্রিস্টল স্টেশনে ফ্লোসি ওর কামরায় আদৌ একা আর ছিল না। জেন কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে এক ভদ্রলোককে জানালার বাইরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকায় সে তার মুখ দেখতে পায়নি।'

'তা ট্রেনে করিডরের ব্যবস্থ ছিল?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, অবশ্যই!'

'সেটা কামরার কোন দিকে ছিল জেন এ ব্যাপারে কিছু কি বলেছিল?'

'হ্যাঁ, প্ল্যাটফর্ম-মুখী। আমার মেয়ে সেই করিডরে দাঁড়িয়েই ওর পরিচারিকার সঙ্গে কথা বলছিল।'

'তাহলে কি ধরে নেবো যে, আপনার মনে কোনো রকম সন্দেহ নেই, ক্ষমা করবেন—' পোয়ারো হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে রাখা কালির স্ট্যান্ডটা সোজা করে রাখতে উদ্যত হলো, সেটা একটু বাঁকা অবস্থায় ছিল। তারপর সে আবার চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'জিনিসপত্র যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকাটা আমি আবার একেবারেই পছন্দ করি না। আমার কথাগুলো আপনাকে খুব অবাক করে দিল, তাই না? সে যাইহোক, হ্যাঁ যা বলছিলাম, আপনার মেয়ের যাত্রাপথ বদল করার জন্য যে ওই লোকটিই দায়ী, তাতে আপনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তাই না?'

'যুক্তি-বিজ্ঞানের খাতিরে সেটাই তো মেনে নেওয়া উচিত।'

'লোকটি কে হতে পারে তার কোনোরকম ধারণা আপনার নেই?'

বিত্তবান মানুষটি মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে অবশেষে জবাব দিলেন, 'না, আমি দুঃখিত, এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই।'

'ঠিক আছে, এবার বলুন, আপনার মেয়ের মৃতদেহ কি করে আবিষ্কার হলো?'

'একজন তরুণ নৌ-অফিসার আমার মেয়ের মৃতদেহ আবিষ্কার করেন। আর তখনি তিনি আচমকা এ্যালার্ম চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে ঘটনাটি পুলিশকে জানান। সেই ট্রেনে একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনিই আমার মেয়ের মৃতদেহ পরীক্ষা করে বলেন, প্রথমে ওকে ক্লোরোফর্ম করা হয়, তারপর ওকে ধারালো একটা ছোরার আঘাতে খুন করা হয় ট্রেন ব্রিস্টল ছেড়ে যাওয়ার অনেক পরে। সম্ভবত ব্রিস্টল ও ওয়েস্টন স্টেশনের মাঝামাঝি, কিংবা ওয়েস্টন ও টনটন স্টেশনের মাঝামাঝি কোথাও।'

'আর সেই গহনার বাক্সটা?'

'গহনার বাক্স? কি বলবো মঁসিয়ে পোয়ারো, সেটা পাওয়া যায়নি, খোয়া গেছে সেটা।' হ্যালিডে জবাবে বললেন।

'আর একটা প্রশ্ন করব মঁসিয়ে,' পোয়ারো ধীরে ধীরে বলল, 'মৃত্যুর পর আপনার মেয়ের বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী কে হচ্ছেন?'

'ফ্লোসিস বিয়ের পরেই একটা উইল করেছিল, সেই উইলে ও ওর সমস্ত বিষয়-

সম্পত্তি ওর সদ্য-বিবাহিত স্বামীকে দিয়ে যায়।' এখানে একটু থেমে হ্যালিডে আবার বলতে শুরু করলেন, 'আপনাকে একটা কথা বলে রাখি মঁসিয়ে পোয়ারো, আর সেটা হলো আমার জামাইকে কেন্দ্র করে। আমি তাকে একজন নীতিজ্ঞানশূন্য শয়তান বলেই মনে করি। আমার মেয়ে ওর ভুল বুঝতে পেরে ওর স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছে। তারপর আমার পরামর্শেই খুব শিগ্‌গীর তার সঙ্গে আমার মেয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে যাচ্ছিল। বিবাহ-বিচ্ছেদের কাজটা খুব একটা কঠিন ছিল না। আমি আমার মেয়ের টাকার এমন সুবন্দোবস্ত করে রেখেছিলাম যে, যাতে ওর জীবদ্দশায় ওই শয়তানটা ওর টাকায় হাত দিতে না পারে। তবে ইদানিং ওরা দু'জনে আলাদা আলাদাভাবে বসবাস করলেও শুনেছি ফ্লোসি বেশ কয়েকবারই তার দাবীর টাকা মিটিয়েছিল। মনে হয় ফ্লোসি যেকোনোরকম কেলেঙ্কারী এড়ানোর জন্যেই ওর স্বামীর অন্যায় দাবী মাঝে মাঝে মিটিয়ে গেছে। তাই ওদের সম্পর্কে ইতি টানতেই আমি চরম ব্যবস্থা হিসেবে ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে তৎপর হয়ে উঠি। গোড়ায় ফ্লোসির আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাবে সে রাজী হয়ে যায়, এবং আমার উকিল ব্যারিস্টাররাও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হয়।'

'তা মঁসিয়ে ক্যারিংটন এখন কোথায় বলতে পারেন?'

'এই শহরেই আছে, আমার অন্তত তাই অনুমান। তবে আমার এও অনুমান, গতকাল সে শহরের বাইরে গেছলো, আর গতকাল রাত্রেই ফিরে এসেছে।'

পোয়ারো কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ধীরে ধীরে বলল, 'আমার মনে হয়, আজ এই পর্যন্তই যথেষ্ট মঁসিয়ে।'

'আপনি আমার মেয়ের পরিচারিকা ম্যাসনের সঙ্গে দেখা করবেন না?'

'ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! তাকে একবার ডেকে দেবেন?'

হ্যালিডে ঘণ্টা বাজাতেই একজন পরিচারক ঘরে এসে ঢুকলো। পরিচারিকা ম্যাসনকে ডেকে আনার জন্যে তিনি তাকে হুকুম করলেন।

মিনিট কয়েক পরেই ঘরে এসে ঢুকলো ম্যাসন। তাকে দেখে বুঝলাম বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের পোড়-খাওয়া মেয়ে এই জেন ম্যাসন। ওই রকম একটা বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর একজন সৎ পরিচারিকার ভাবভঙ্গি যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটিই ফুটে উঠতে দেখা গেল তার চোখে-মুখে।

পোয়ারো কোনো ভূমিকা না করেই ম্যাসনের উদ্দেশ্যে বলল, 'তুমি যদি আমাকে অনুমতি দাও তাহলে কয়েকটা প্রশ্ন করবো তোমাকে। গতকাল সকাল থেকেই তো তুমি তোমার কর্ত্রীর সঙ্গে ছিলে, তখন তাঁর হাবভাব স্বাভাবিক ছিল বলে কি তোমার মনে হয়েছিল? তাঁর মধ্যে কোনোরকম উত্তেজনা কিংবা ব্যস্ততা কি লক্ষ্য করেছিলে?'

'ওহো না স্যার।'

'কিন্তু ব্রিস্টলে পৌঁছে তিনি কি একেবারে অন্যরকম হয়ে যান?'

'হ্যাঁ স্যার, তাঁকে খুবই বিচলিত দেখা যাচ্ছিল তখন। তিনি তখন এমনই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি কি বলছেন তা তিনি নিজেই যেন বুঝতে পারছিলেন না।'

'তিনি ঠিক কি বলেছিলেন?'

'ঠিক আছে, বলছি স্যার। আমার যতদূর মনে পড়ছে তিনি আমাকে বলেছিলেন : "শোনো ম্যাসন, আমার আগের পরিকল্পনায় একটু বদল করতে হয়েছে। একটা ব্যাপার এখানে ঘটে গেছে, মানে সেই কারণে আমি এই ব্রিস্টল স্টেশনে নামছি না। আমাকে সামনে এগিয়ে যেতেই হবে। লাগেজগুলো বের করে ক্লোকরুমে রেখে দাও। তারপর চা খেয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।'

'মাদাম, আমি কি তাহলে এখানেই অপেক্ষা করব আপনার জন্য?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'হাঁ, হ্যাঁ,। স্টেশন ছেড়ে কোথাও যাবে না। পরের ট্রেনেই আমি ফিরে আসব। তবে কখন আসব ঠিক বলতে পারছি না। হয়তো অনেক দেরীও হতে পারে।'

'বেশ, তাই হবে মাদাম,' আমি বলেছিলাম। যদিও কর্ত্রীকে আমার কোনো প্রশ্ন করা উচিত নয়, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল।'

'তোমার কর্ত্রীর মতো ব্যাপারটা নয় বলে, এই জন্যে কি?'

'হ্যাঁ স্যার, এ যেন তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ বলে মনে হয়েছিল আমার।'

'তা তোমার কি মনে হয়েছিল?' পোয়ারো জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ স্যার, আমার কি মনে হয়েছিল জানেন, কামরার সেই লোকটির জন্যেই তাঁর এই যাত্রাপথের পরিবর্তন। মাদাম তাঁর সঙ্গে কথা না বললেও তার দিকে বারদু'য়েক এমনভাবে তাকিয়েছিলেন যেন তিনি তাঁকে জানাতে চাইছিলেন তিনি ঠিক করছেন কিনা!'

'কিন্তু তুমি তো সেই ভদ্রলোকের মুখ দেখনি?'

'না স্যার, কি করে দেখবো বলুন। তিনি তো সারাক্ষণই আমার দিকে পিছন করে জানালার দিকে তাকিয়েছিলেন।'

'তবুও ভদ্রলোকের কোনো বর্ণনা দিতে পারো? এই যেমন তাঁর চেহারা, পোশাক এই সব আর কি!'

'ওঁর পরনে ছিল হাল্কা রঙের ওভারকোট আর মাথায় ভ্রমণ-টুপি। লম্বা রোগাটে চেহারা, টুপির নিচে মাথার পিছন দিকটা বেশ কালো।'

'তুমি তাকে আদৌ চেনো না?'

'ওহো না, আমার তা মনে হয় না স্যার।'

'তার মানে তুমি একেবারে নিশ্চিত নও?'

'হ্যাঁ, অনেকটা সেইরকমই!'

'উনি তোমার কর্ত্রীর স্বামী মিস্টার ক্যারিংটন নন কোনো ভাবেই?

এই সময় ম্যাসনকে একটু যেন অবাক হতে হলো।

'ওহো না স্যার, আমার তা মনে হয় না।'

'কিন্তু তুমি একেবারে নিশ্চিতও নও?'

'ওঁর মতো চেহারা হলেও হতে পারে। কিন্তু স্যার, উনি যে হতে পারেন এ কথা আমি ভাবতেই পারিনি। খুব বেশি তো ওঁকে দেখিনি, মাঝে-মধ্যে দু'-একবার ছাড়া। তাই আমি জোর দিয়ে বলতেও পারছি না, উনি নন।'

পোয়ারো কার্পেটের ওপর থেকে একটা আলপিন কুড়িয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেটা নিরীক্ষণ করতে থাকল। তারপর চোখ তুলে ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা তুমি তোমার কর্ত্রীর কামরায় ওঠার আগেই ভদ্রলোক ব্রিস্টল স্টেশন থেকে সেই কামরায় উঠেছিল, এটা হওয়া কি সম্ভব?'

ম্যাসন একটু সময় কি যেন চিন্তা করে বলল, 'হ্যাঁ স্যার, সেটা হলেও হতে পারে। আসলে আমার কামরায় খুব ভিড় ছিল, তাই ব্রিস্টল স্টেশনে নামতে আমার একটু দেরি হয়ে গেছলো। তাছাড়া প্ল্যাটফর্মেও বেশ ভিড় ছিল, তাই তাতেও দেরী হয়ে থাকতে পারে। তবে এটা হলে তিনি মাদামের সঙ্গে কথা বলার জন্যে দু'-এক মিনিট সময় পেয়ে থাকতে পারেন। আমি নিশ্চিত তিনি করিডর হয়েই এসেছিলেন।'

'হ্যাঁ, সেটাই তো সম্ভব!' এই বলে পোয়ারো একটু থামলো, তখনও তার ভুরু কুঁচকে ছিল।

'স্যার, আপনি কি জানেন মাদাম কি পোশাক পরেছিলেন?'

'খবরের কাগজে তার বিবরণ দিলেও তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই খবরটা ঠিক কিনা!'

'তাঁর পরনে ছিল সাদা ফারের টর্ক স্যার, সেই সঙ্গে সাদা বুটিদার ওড়না, নীল রঙের পশমের কোট এবং স্কার্ট।'

'হুম, বেশ নজর কাড়ার মতো।'

'হ্যাঁ,' মিস্টার হ্যালিডে মন্তব্য করলেন। 'ইন্সপেক্টর জ্যাপের ধারণা, এর থেকে অপরাধটা কোথায় যে অনুষ্ঠিত হয় তা জানতে বিশেষ সুবিধে হবে। পোশাকটা এতোই আকর্ষণীয় ছিল যে, যে কেউ ওকে একবার দেখে থাকলেই ঠিক চিনে রাখতে পারবে।'

'ধন্যবাদ মাদামোয়াজেল।'

পরিচারিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'ভাল কথা,' পোয়ারো তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। 'এখানে আমি যা করার করেছি, কেবল মঁসিয়ে, আমি এখন আপনাকে একটা কথাই শুধু বলব, আমাকে সব কিছু বলুন, সব কিছুই।'

'আমি যা বলার সব কিছুই বলেছি।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'সম্পূর্ণভাবেই।'

'তাহলে আমার বলার কিছু নেই, আর করারও কিছু নেই। আর সেই জন্যেই এই কেসের তদন্তের কাজ করতে আমি নারাজ।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ আপনি আমার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে সব কথা বলেননি।'

'আমি কথা দিচ্ছি—'

'না, আপনি কিছু একটা গোপন করছেন।'

এখানে একমুহূর্ত চুপ করে থেকে হ্যালিডে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে আমার বন্ধুর হাতে তুলে দিলেন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার মনে হয়, এটাই আপনি চান। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, এটার কথা আপনি জানলেনই বা কি করে!'

পোয়ারো এক গাল হেসে কাগজের ভাঁজটা ধীরে ধীরে খুলল। বাঁকা বাঁকা অক্ষরে হাতে লেখা একটা চিঠি। পোয়ারো জোরে জোরে চিঠিটা পড়তে শুরু করল:

'প্রিয় মাদাম,

আপনার সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে এই আশায় খুবই আনন্দের সঙ্গে অপেক্ষা করতে আমার কি ভাল যে লাগছে তা কি করে বোঝাবো আপনাকে ঠিক ভেবে পাচ্ছি না। আমার চিঠির যে চমৎকার জবাব আপনি দিয়েছেন তাতে আমি আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারছি না। প্যারিসের সেই সুন্দর দিনগুলির কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি। আপনি কাল লন্ডন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বলে খুবই বেদনা বোধ করছি। যাইহোক, আপনি যা ভাবছেন হয়তো তারও আগে আমি আমার হৃদয়ে যে মেয়েকে শ্রেষ্ঠ আসনে স্থাপিত করে রেখেছি আর একবার তার সাক্ষাৎ পেতে চলেছি।

বিশ্বাস করুন প্রিয় মাদাম, আপনার প্রতি আমার আনুগত্যের যাবতীয় প্রতিশ্রুতি ও অনুভূতি আজও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে—

আরমান্ড দ্য লা রসেফুর।'

পোয়ারো মাথা নিচু করে চিঠিটা হ্যালিডেকে ফেরত দিল।

'মঁসিয়ে, আমার ধারণা, আপনি বোধহয় জানতেন না, আপনার মেয়ে আবার কাউন্ট দ্য লা রসেফুরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন।'

'কি বলবো বলুন মঁসিয়ে, ব্যাপারটা আমার কাছে প্রথমে বজ্রাঘাতের মতোই বলে মনে হয়েছিল।' অক্ষেপ করে মিস্টার হ্যালিডে বললেন, 'এই চিঠিটা আমি পেয়েছি আমার মেয়ের হাতব্যাগ থেকে। আপনি তো জানেন, এই কাউন্ট লোকটা অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের, এমন কোনো হীন কাজ নেই যা সে করতে পারে না।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'কিন্তু আমি জানতে চাই মঁসিয়ে পোয়ারো, এই গোপন চিঠির কথাটা আপনি টের পেলেন কি করে?'

কথাটা শুনে আমার বন্ধুবর হাসলো। তারপর তেমনি হাসতে হাসতে বলল, 'না মঁসিয়ে, আমি ঠিক জানতাম না। কিন্তু কেবল পায়ের বা আঙুলের ছাপ আর পোড়া সিগারেটের ছাই পরীক্ষা করলেই একজন গোয়েন্দার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাকে অবশ্যই

একজন ভাল মনস্তাত্ত্বিক হতে হয়। আমি জানি আপনি আপনার জামাইকে পছন্দ করেন না, বিশ্বাসও করেন না। আপনার মেয়ের মৃত্যুতে লাভবান হবে সে। পরিচারিকা ম্যাসন ট্রেনের সেই লোকটির চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে আপনার জামাইয়ের অনেকটা মিল আছে। তা সত্ত্বেও আপনি তাকে সন্দেহ করছেন না কিংবা ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন না। কিন্তু কেন? আপনার এই মনোভাব থেকেই আমি অনুমান করে নিলাম, নিশ্চয়ই আপনার সন্দেহ অন্য কোথাও। আর তাই তো ধরে নিলাম আপনি নিশ্চয়ই কিছু গোপন করছেন।'

'আপনিই ঠিক মঁসিয়ে পোয়ারো। এই চিঠিটা পাওয়ার আগে পর্যন্ত রুপার্টের অপরাধ সম্পর্কে আমার মনে কোনো রকম সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এই চিঠিটার সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভয়ঙ্করভাবে অস্থির হয়ে উঠেছি।'

'হ্যাঁ। কাউন্ট বলেছে, ''অনেক, অনেক আগে, আর সম্ভবত আপনার ভাবনার অনেক আগেই এটা ঘটে গেছে।'' এর থেকে স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায় যে, আপনি তার পুনরাবির্ভাবের কথা টের না পাওয়া পর্যন্ত সে আপনাকে অপেক্ষা করাতে চায়নি। তাই কি সে লন্ডন থেকে বারোটা-চোদ্দর ট্রেনে ভ্রমণ করেছিল এবং ব্রিস্টল স্টেশনে আপনার মেয়ের কামরার করিডরে এসে হাজির হয়েছিল? আমার স্মরণশক্তি যদি ঠিক হয় তাহলে আমার যতদূর মনে হয়, কাউন্ট দ্য লা রসেফুর গায়ের রঙ গাঢ় আর সে দীর্ঘদেহী।'

কোটিপতি ব্যবসায়ী মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'বেশ, আমি তাহলে আপনাকে এখন বিদায় জানাচ্ছি মঁসিয়ে। আর একটা কথা, আমার ধারণা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে নিশ্চয়ই আপনার মেয়ের সব অলঙ্কারের একটা তালিকা আছে?'

'হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস ইন্সপেক্টর জ্যাপও এসে পড়েছেন। ইচ্ছে করলে আপনি এব্যাপারে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন।'

জ্যাপ আমাদের একজন পুরনো বন্ধু। তাই তিনি পোয়ারোকে একটু অনুযোগের সঙ্গে স্নেহ ভরা অভ্যর্থনা জানালেন।

'কেমন আছো মঁসিয়ে পোয়ারো? যদিও আমাদের পথ আলাদা, তবুও আমাদের মধ্যে কিন্তু কোনোরকম খারাপ মনোভাব নেই, কি বলো? তা তোমার ছোট্ট ধূসর কোষের খবর কি? ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে তো?'

পোয়ারো উজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে তাকালো তাঁর দিকে। 'ওগুলো বেশ ভালভাবেই কাজ করছে বন্ধু।'

'সে তো খুব ভাল কথা। তা মাননীয় রুপার্টকে কি মনে হয় তোমার, জোচ্চোর নাকি কোনো অসাধু লোক? হ্যাঁ, ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের এই সম্মানিত ব্যক্তিটি খবরের শিরোনাম, কি বলো? আমরা সব জায়গায় নজর রাখছি যদি তার সন্ধান পাওয়া যায়। গহনাগুলো বিক্রি হয় কিনা তারও খোঁজ-খবর নিচ্ছি। আমার ধারণা কেউ

ওগুলোর শুধু চাকচিক্য দেখার জন্যই কাছে রেখে দেবে না। আর একটা ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি, রুপার্ট ক্যারিংটন গতকাল কোথায় ছিল। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। তার ওপর নজর রাখার জন্য একজন লোককে লাগিয়েছি।'

'এই সাবধানতা অবলম্বন করাটা ঠিকই, তবে কি জানো, বোধহয় একদিন দেরী হয়ে গেছে,' পোয়ারো শান্ত গলায় পরামর্শ দিল।

'তোমার সব কিছুতেই ঠাট্টা মঁসিয়ে পোয়ারো। ভাল কথা, আমি এখন প্যাডিংটনে যাচ্ছি। তারপর যাবো ব্রিস্টল, ওয়েস্টন আর টনটনে। চলি তাহলে!'

'সন্ধ্যাবেলায় এসে তোমার এই অভিযানের ফলাফল জানাবে তো?'

'অবশ্যই, যদি ফিরে আসি', উত্তরে জ্যাপ বললেন।

'আমাদের ইন্সপেক্টর মশাই দেখছি কেবল গতিতেই বিশ্বাসী', জ্যাপ চলে যেতেই পোয়ারো নম্রভাবে মন্তব্য করল। 'উনি ঘটনাস্থলের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে পায়ের ছাপ খুঁজবেন, সিগারেটের ছাই সংগ্রহ করবেন। ভয়ঙ্কর ব্যস্ত মানুষ উনি। তিনি যে কি ভীষণ ঈর্ষাপরায়ণ তা ভাষায় বোঝানো যায় না! ওঁকে যদি মনস্তত্ত্বের কথা বলি আমার বন্ধুটি কি করবেন জানো? হাসবেন এবং নিজের মনেই বলবেন, "বেচারা বৃদ্ধ পোয়ারো! ওর বয়স হয়েছে! ক্রমেই কেমন ভীমরতিগ্রস্ত হয়ে উঠছে!" জ্যাপ হলেন এই প্রজন্মের তরুণ প্রতিনিধি, নিজেকে তিনি এমনি মনে করেন। ক্রমাগত দরজায় করাঘাত করেন। তিনি নিজেকে যতোই তরুণ ভাবুন না কেন, তাঁর চোখ যে ভ্যাপসা হয়ে যাচ্ছে, বয়সের ছাপ পড়ছে, এই বাস্তব সত্যটা স্বীকার করতে তিনি বোধ হয় ভয় পান। তা না হলে বেচারা মিছি মিছি দরজায় ঠক্ ঠক্ করতে যাবেনই বা কেন, বিশেষ করে দরজাটা যখন খোলাই ছিল!'

'তা তুমি এখন কি করবে পোয়ারো?'

'আমাদের খুশি মতো কাজ করার অধিকার হয়ে গেছে, আমরা স্বাধীন। তিন পেনি খরচ করার স্বধীনতা আমাদের হয়ে গেছে অনেক আগেই। রিজ-এ ফোন করব। ওখানেই তো আমাদের কাউন্ট রয়েছেন, লক্ষ্য করে থাকবে নিশ্চয়ই। তারপর কাজ সেরে সরাসরি আমার ঘরে ফিরে যাবো, কারণ অনেকটা পথ চলে পাদুটো ব্যথা করছে আর তুমি তো দেখেছো এরই মধ্যে দু'-দুবার আমি হেঁচেছি। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে একটু হট-বাথ নিতে চাই।'

পরের দিন সকালের আগে পোয়ারোর সঙ্গে আমার আর দেখা হলো না। আর যখন দেখা হলো তখন তাকে কব্জি ডুবিয়ে প্রাতঃরাশ সারতে দেখলাম।

'ভাল কথা,' আমি নিজের থেকেই আগ্রহী হয়ে জানতে চাইলাম, 'কি খবর?'

'কিছুই না।'

'কিন্তু জ্যাপ।'

'আমি তাকে দেখিনি।'

'আর কাউন্ট?'

'গতকালের আগেই সে রিজ ছেড়ে চলে গেছে।'

'তার মানে খুনের দিনেই?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'তাহলে তো ব্যাপারটা এখানেই মিটে গেল। রুপার্ট ক্যারিংটনের অ্যালিবাই খুবই পরিষ্কার, সে নির্দোষ।'

'কারণ কাউন্ট দ্য লা রসেফুর রিজ ছেড়ে চলে গেছে বলে? হেস্টিংস, তোমার চিন্তাগুলো বড্ড দ্রুতগামী, সব ব্যাপারেই বড় তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো, ভাববার সময় নাও না।'

'যাইহোক, অনুসরণ করে তাকে গ্রেপ্তার করতে চাও, কিন্তু তার মোটিভ কি?'

'এক লক্ষ ডলারের গহনা চুরি করা যে কোনো লোকের মোটিভ হতে পারে। না, আমার প্রশ্ন অন্য। মেয়েটিকে খুন করা হলো কেন? শুধু গহনাগুলো চুরি করলেই তো পারতো সে। তিনি তো আর তাঁর স্বামীকে অভিযুক্ত করতে যেতেন না!'

'কেন নয়?'

'কারণ তিনি একজন মহিলা। তার ওপর এককালে তিনি কাউন্টকে ভালবাসতেন। অতএব তিনি নীরবে তাঁর এই ক্ষতি স্বীকার করে নিতেন। আর কাউন্ট, মেয়েদের মনস্তত্ত্ব বেশ ভালই বোঝে। তাই তার এই সাফল্য। অপর দিকে রুপার্ট ক্যারিংটন খুন করে থাকলে গহনাগুলো কেনই বা সে চুরি করতে যাবে, যার সঙ্গে ভয়ঙ্করভাবে তার জড়িয়ে পড়ার সম্পর্ক জড়িত?'

'অন্ধের মতো।'

'সম্ভবত তোমার কথাই ঠিক বন্ধু, আহ্, ওই যে জ্যাপ এসে পড়েছেন! আমি ওঁর করাঘাতের শব্দ চিনি।'

'ইন্সপেক্টর জ্যাপ নক্ করে ঘরে ঢুকেই খুশির মেজাজে বললেন, 'সুপ্রভাত পোয়ারো। এইমাত্র ফিরে এলাম। আমি বেশ ভাল কাজ করেছি! আর তুমি?'

'আমি! আমি আমার ধারণাগুলো শুধু একটু গুছিয়ে নিয়েছি', শান্তভাবে উত্তর দিল পোয়ারো।

জ্যাপ উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠলেন।

চিৎকার করে আমাকে বলে উঠলেন, 'বন্ধু, আমরা অসময়ে বড় বুড়িয়ে যাচ্ছি। আমাদের বয়সে এটা একেবারেই অচল। আমাদের কাজ খুবই পাকাপোক্ত।'

'কি আর এমন পাকাপোক্ত কাজ শুনি?' পোয়ারো জানতে চাইলো।

'বেশ, আমি কি করলাম তুমি জানতে চাও?'

'আন্দাজ করার জন্য আমাকে অনুমতি দেবে? বেশ, তাহলে শোনো, যে ছুরি দিয়ে মিসেস ক্যারিংটনকে খুন করা হয়েছিল তুমি সেটার সন্ধান পাও ওয়েস্টন এবং টনটন স্টেশনের মাঝামাঝি রেল-লাইনের পাশে। এছাড়াও যে ছোকরা খবরের কাগজ

বিক্রেতা ওয়েস্টন স্টেশনে মিসেস ক্যারিংটনের সঙ্গে কথা বলেছিল তার সাক্ষাৎকারও তুমি নিয়েছো, এই তো?'

জ্যাপের চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'কি ভাবে এতো সব খবর তুমি জানলে বলতে পারবো না। তবে বলো না যেন তুমি তোমার সেই বিখ্যাত ধূসর কোষের সাহায্য নিয়েছো!'

'তুমি যে আমার ধূসর কোষের ক্ষমতা একটিবারের জন্যও স্বীকার করে নিয়েছো তাতেই আমি গর্বিত। এখন বলো, মিসেস ক্যারিংটন সেই ছোকরা কাগজ বিক্রেতাকে কি এক শিলিং দিয়েছিলেন?'

'না, আধ ক্রাউন,' জ্যাপ তাঁর মেজাজ সামলে নিয়ে বললেন, 'এই সব আমেরিকানরা বড্ড বেহিসেবী খরচ করে থাকে।'

'আর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ছোকরা মিসেস ক্যারিংটনকে ভোলনি, এই তো?'

'না ভোলারই তো কথা! প্রতিদিনই কি আধ ক্রাউন পাওয়া যায়? মিসেস ক্যারিংটন ছোকরাকে ডেকে দু'টি পত্রিকা কেনেন। একটি পত্রিকার মলাটে জনৈকা মেয়ের ছবি ছিল, নীল পোশাকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে বলেছিলেন, 'আমার সঙ্গে এটার খুবই মিল আছে।' ওঃ ছোকরা তাঁকে খুব ভাল করেই মনে রেখেছে, আমার কাছে এই যথেষ্ট। ডাক্তারের মতে খুন অনুষ্ঠিত হয় টনটন স্টেশনের আগে। ছুরিটা খুন করার পরে পরেই যে কামরার বাইরে ছুঁড়ে ফেলবে সে, আমি তা অনুমান করে নিয়েছিলাম। তাই একটু খোঁজাখুঁজি করতেই রেল-লাইনের ধারে সেটা পেয়ে গেছি। আমি টনটন স্টেশনে আমাদের এই লোকটার খোঁজ করি, কিন্তু কেউ তার হদিশ দিতে পারেনি। বিরাট স্টেশন, যাত্রীদের ভীড়ে কেই বা তার চেহারা মনে রাখতে পারে। সম্ভবত লোকটা পরের ট্রেনে লন্ডনে ফিরে এসে থাকবে।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দেয়। 'খুব সম্ভব তাই।'

'তবে এখানে ফিরে এসে আমি অবশ্য আর একটা খবর পেয়েছি। অলঙ্কারগুলোর হাতবদল হয়ে গেছে। আর সেগুলোর মধ্যে বড় পান্নাটা গতকাল রাতেই বন্ধক দেওয়া হয়। চেনা অপরাধীদের মধ্যেই কেউ একজন হবে। কে হতে পারে, আন্দাজ করতে পারো?'

'জানি না, তবে সে যে একজন ছোট-খাটো বেঁটে লোক তা আমি জানি।'

জ্যাপ তো থ। 'হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক পোয়ারো। সে বেঁটেই বটে। তার নাম রেড নার্কি।'

'রেড নার্কি কে?' আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম।

'একজন বিশেষ রত্নালঙ্কার চোর। তবে সে খুনের ব্যাপারে বড় একটা জড়াতে চায় না। সাধারণত একটি মেয়ের সঙ্গে কাজ করে সে।—গ্রেসি কিড। কিন্তু মনে হয় না সে এ ব্যাপারে জড়িত। তবে সে যদি সব সমেত ইল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে থাকে, সে আলাদা কথা।

'নার্কিকে গ্রেপ্তার করেছেন?'

'অবশ্যই! কিন্তু মনে রেখো ভায়া, আমরা অন্য লোককেই খুঁজছি, যে মিসেস ক্যারিংটনের কামরায় উঠেছিল। খুনের পরিকল্পনাটা তারই। কিন্তু হয়তো তার বন্ধু বলে নার্কি তার নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক।'

হঠাৎ পোয়ারোর দিকে তাকাতে গিয়ে তার চোখে সবুজ রঙের ছোঁয়া দেখতে পেলাম।

'আমার মনে হয়', শান্ত স্বরে পোয়ারো বলল, 'নার্কির বন্ধুকে আমি হয়তো খুঁজে বার করতে পারি, ঠিক আছে?'

'এও কি তোমার ধূসর মস্তিষ্কপ্রসূত ধারণাগুলির একটি?' জ্যাপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকালেন। 'এই বয়সেও তুমি যে কি করে ঠিক সময়ে এমন সব চমৎকার ধারণার কথা জাহির করো ভারতেই পারি না। অবশ্যই শয়তানের ভাগ্য তোমার, স্বীকার করতেই হবে।'

'কে জানে হয়তো তাই, তোমার কথাই ঠিক,' বিড়বিড় করে বলল আমার বন্ধু। তারপর সে আমার দিকে ফিরে বলল, 'হেস্টিংস, আমার টুপিটা দাও তো। চললাম, শুভ কাজ ফেলে রাখতে নেই, কি জ্যাপ, ঠিক বলিনি?

'আমার শুভেচ্ছা রইল পোয়ারো।'

রাস্তায় নেমে প্রথমেই একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে পোয়ারো হাত নেড়ে থামিয়ে উঠে পড়লো, তাকে অনুসরণ করে আমিও তার পাশে গিয়ে বসলাম। পোয়ারো ট্যাক্সি চালককে পার্ক লেনে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিল।

আমরা হ্যালিডের বাড়ির সামনে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে নামলাম। তারপর বাড়ির দরজার সামনে এসে পোয়ারো বেল টিপলো। একজন পরিচারক দরজা খুলে দিলে পোয়ারো নিচু গলায় কি যেন বলতেই সে আমাদের বাড়ির ওপরতলায় ছোট্ট একটা সাজানো-গোছানো শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো।

পোয়ারো ঘরে ঢুকেই তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় সেখানকার সব জিনিসের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে জরিপ করতে থাকলো। একসময় তার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হয়ে গেল একটা ছোট কালো ট্রাঙ্কের ওপর। সেখানে হাঁটু মুড়ে বসে সেই ট্রাঙ্কের ওপর আঁটা লেবেলটা নিরীক্ষণ করতে থাকলো। তারপর পকেট থেকে পাকানো একখণ্ড তার বার করল।

'শোনো, তুমি এখনি গিয়ে তোমার মনিব মিস্টার হ্যালিডেকে এখানে আসতে বলো,' পোয়ারো সেই পরিচারককে হুকুম করল।

পরিচারক তার মনিবকে ডাকতে চলে যেতেই পোয়ারো চটজলদি দক্ষ হাতে তার নিপুণ কৌশলে সেই তারটার সাহায্যে তালাটা খুলে ফেলল এবং তেমনি ত্রস্ত হাতে ট্রাঙ্কের ঢাকা খুলে ফেলে ভেতরের সমস্ত পোশাক এক-এক করে মেঝের ওপর রাখতে শুরু করল।

এই সময় সিঁড়িতে ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই হ্যালিডে ঘরে এসে ঢুকলেন।

'একি, এখানে আপনি এসব কি করছেন?' পোয়ারোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে তিনি জানতে চাইলেন।

'মঁসিয়ে, আমি এটারই খোঁজ করছিলাম।' এই বলে পোয়ারো ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে উজ্জ্বল নীল রঙের কোট, স্কার্ট আর নরম পশমের একটা টুপি টেনে বার করল।

'এখানে আমার ট্রাঙ্ক নিয়ে কি করছেন আপনি?' মিসেস ক্যারিংটনের পরিচারিকা জেন ম্যাসন এই সময় ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে উঠল, তার কথায় তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো। চিৎকার শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাতেই তাকে দেখতে পেলাম।

'হেস্টিংস, এখনি ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দাও। ধন্যবাদ।' আমি তার নির্দেশ মতো কাজ করতেই সে তার পরবর্তী নির্দেশ দিতে গিয়ে বলল, 'এবার ঘরের ভেতর থেকে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ো। এখন মিস্টার হ্যালিডে, আসুন আপনার সঙ্গে গ্রেসি কিড ওরফে জেন ম্যাসনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। খুব শীগগীর ও ওর সহযোগী রেড নার্কির সঙ্গে মিলিত হবে, আর ওদের কড়া পাহারায় থাকবেন ইন্সপেক্টর জ্যাপ।'

পোয়ারো হাত নেড়ে নিজের থেকেই আবার বলল, 'এটা খুবই সহজ ব্যাপার!' তারপর সে নিজেকে আরও যুক্তিবাদী এবং রুচিবান পুরুষ হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করল।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ব্যাপারটা খুবই সহজ। জেন ম্যাসন বারবার তার মাদামের পোশাকের প্রতি যেভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল, তাতে প্রথমেই আমার সন্দেহ হয় তার ওপর। মিসেস ক্যারিংটনের পোশাকের প্রতি আমাদের নজর দেওয়ানোর জন্য কেনই বা সে অমন উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল? আমার তখন তার একটা কথায় সন্দেহ হলো। হেস্টিংস তোমার মনে আছে, একমাত্র এই পরিচারিকাই ব্রিস্টল থেকে এক আগন্তুককে মিসেস ক্যারিংটনের কামরায় উঠতে দেখেছিল বলে দাবী করেছে। এখন ডাক্তারি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, ট্রেনটা ব্রিস্টল স্টেশনে পৌঁছনোর আগেই মিসেস ক্যারিংটন খুব সহজেই খুন হয়ে থাকবেন। আর তাই যদি হয় তাহলে সেই সময় এই পরিচারিকা নিশ্চয়ই একজন সহযোগী হিসেবে কাজ করে থাকবে। আর সে যদি কারোর সহযোগী হয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই একা নিজের সাক্ষ্যের ওপর সে নির্ভর করবে না। আর সেই কারণেই সে বারবার মিসেস ক্যারিংটনের ওই দুমড়ানো পোশাকের কথা উল্লেখ করতে চেয়েছে। আর চেয়েছে এই কারণে যে, কেউ যদি ব্রিস্টল স্টেশনের পরেও অন্য কোথাও অমন নজরকাড়া পোশাকের মহিলাকে দেখে থাকে, তাহলে সে জোর দিয়ে বলতে পারবে মিসেস ক্যারিংটনকেই দেখেছে।'

'এরপরেই আমি সমস্ত ঘটনাগুলো এক-এক করে সাজাতে থাকি। পরিচারিকা ম্যাসনের কাছে নিশ্চয়ই ডুপ্লিকেট পোশাক ছিল। সে আর তার সহযোগী লন্ডন আর

বিস্টলের মাঝামাঝি কোথাও মিসেস ক্যারিংটনকে ক্লোরোফর্ম করে তাঁকে অজ্ঞান করে ফেলে পরে ছোরা দিয়ে খুন করে থাকবে, সম্ভবত পথে কোনো টানেলের সুযোগ নিয়ে এই নিষ্ঠুর কাজটা সে সম্পন্ন করে থাকবে। কর্ত্রীর মৃতদেহ একটা সিটের নিচে চালান করে দিয়ে পরিচারিকা সেই জমকালো পোশাক পরে মিসেস ক্যারিংটনের বেশ ধারণ করে থাকবে। পরবর্তী স্টেশন ওয়েস্টনে সবাই যাতে তাকে এই বেশে দেখে এর জন্যে। কিন্তু সেটা সনাক্ত করবে সে কি ভাবেই বা? সম্ভবত কোনো খবরের কাগজ বিক্রেতা ছোকরাকেই সে বেছে নেবে। মোটা টাকার টিপস্ দিয়ে তার মনে রাখার ব্যাপারটা খাড়া করা হবে। এছাড়াও পত্রিকার মলাটের ছবির সঙ্গে তুলনা করে ব্যাপারটা আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়। আরও আছে, ট্রেনটা ওয়েস্টন ছাড়ার পর ম্যাসন ছোরাটা কোথাও ছুড়ে ফেলে ওখানেই যে তার কর্ত্রীকে খুন করা হয়েছে এমন ধারণার জন্ম দেয়, আর পোশাক বদল করে টনটন স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্রিস্টলে ফিরে আসে। ওই স্টেশনেই তার সহযোগী মিসেস ক্যারিংটনের লাগেজ ক্লোকরুমে রেখে গেছলো। তার সহযোগী ম্যাসনের হাতে লন্ডনে ফেরার টিকিট তুলে দিয়ে সে তখনি পরের ট্রেনে লন্ডনে ফিরে যায়। আর সে তার ভূমিকা পালন করার জন্য কিছুক্ষণ প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করার পর একটা হোটেলে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালেই শহরে ফিরে যায়।'

'জ্যাপ যখন তাঁর অভিযান থেকে ফিরে এসে আমার সব ধারণাই সমর্থন করলেন, তখন সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি আরও জানালেন, একজন দাগী অপরাধী গহনাগুলো বিক্রি করেছে, আমি জানতাম সেই অপরাধী আর যেই হোক না কেন জেন ম্যাসনের বর্ণিত লোকটির ঠিক উল্টোটাই হবে। আমি যখন শুনলাম লোকটি রেড নার্কি, যে কিনা সব সময়েই গ্রেসি কিডকে নিয়ে কাজ করে থাকে তখনই আমি বুঝে গেলাম কোথায় পাবো তাকে।'

'আর কাউন্ট?'

'এ বিষয়ে আমি যতোই ভেবেছি, ততই বুঝেছি, এ ব্যাপারে তার কোনো ভূমিকাই নেই। কোনো ভাবেই সে এই খুনের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইবে না, এটা তার চরিত্রের পরিপন্থি, যার সঙ্গে কোনো মিল নেই।'

'ভাল কথা মঁসিয়ে', এবার হ্যালিডে বললেন, 'আমি আপনার কাছে অত্যন্ত ঋণী। মধ্যাহ্নভোজের পর আমি যে চেক আপনাকে দেবো তা কোনো ভাবেই আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক হবে না।'

পোয়ারো অম্লান হাসি হেসে বিড়বিড় করে আমাকে বলল, 'আমাদের ভাল মানুষ জ্যাপই আসল সরকারী কৃতিত্বটুকু পাবেন, ঠিক আছে, আর যেহেতু তিনি তাঁর গ্রেসি কিডকে পেয়েছেন, আমি কিন্তু মনে করি যে, ওই যে আমেরিকানরা যেমন বলে থাকে, তাঁর ছাগলটি পেয়ে গেছে!'

পশ্চিমের তারকার অভিযান

THE ADVENTURE OF WESTERN STAR

'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব ওয়েস্টার্ন স্টার' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের ১১ই এপ্রিল "দ্য স্কেচ" পত্রিকায়।'

পোয়ারোর ঘরের জানালার সামনে অলসভাবে দাঁড়িয়ে নিচে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলাম।

'কি অদ্ভুত ব্যাপার!' হঠাৎ কথাটা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম।

'কি ব্যাপার বন্ধু?' আমার কথাটা শুনতে পেয়ে পোয়ারো শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল। একটা আরামদায়ক চেয়ারে বসেছিল সে।

'নিচের ঘটনা থেকে অনুমান করে নাও পোয়ারো! আমি এখান থেকে যা যা দেখছি হুবহু বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, ওই যে একটি যুবতী মেয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছেন। পরনে তাঁর দামী ফারের পোশাক, মাথায় দেখতে সুন্দর একটা টুপি। চলতে চলতে মাথা উঁচু করে চোখের সামনে পড়া বাড়িগুলোর ওপর চকিতে একবার পলক ফেলে দেখে নিচ্ছিলেন তিনি। এদিকে তিনজন পুরুষ এবং একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা যে পিছন থেকে ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ করে আসছে, সেটা তিনি একেবারে খেয়ালই করেননি। ঠিক এই মুহূর্তে এক বার্তা-বাহক ছোকরা আবার এসে মিলেছে এদের সঙ্গে, এই ছোকরাটি আবার মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বলছে এদের। আশ্চর্য, এ কেমন নাটক চলছে? তবে কি মেয়েটি অপরাধী, আর ওইসব ছায়া-গোয়েন্দারা তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে? কিংবা ওরা কি স্কাউন্ড্রেল, তাই নিরীহ নিরপরাধ মেয়েটিকে অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য ছক কষছে? এ ব্যাপারে আমাদের মহান গোয়েন্দামহাশয়রা কি বলেন?'

'শোনো বন্ধু, বিখ্যাত গোয়েন্দা তার চিরাচরিত নিয়ম মতো কিছু বলার আগে প্রথমেই সে যা করতে চাইবে তা খুবই সহজ ব্যাপার। সে তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ওই জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করার জন্য।' আর একথা বলেই আমার বন্ধুবর জানালার সামনে এসে আমার সঙ্গে যোগ দিলো।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই মুখে একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়ে বলে উঠল : 'এবারেও তুমি তোমার ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমার ধারণা যা বললে, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। আরে বাবা, ইনি হলেন স্বনামধন্যা চিত্রাভিনেত্রী মিস মেরী মার্ভেল। যারা ওঁর পিছু নিয়েছে আসলে তারা

ওঁর স্তাবক, ভক্ত। আর প্রিয় হেস্টিংস, তোমাকে বলে রাখি ওই মেয়েটি ভীত নন, ওরা যে ওঁর পিছু নিয়েছে, সে কথা ওঁর অজানা নেই!'

আমি ওর কথায় না হেসে থাকতে পারলাম না। 'তাহলে এই তোমার ব্যাখ্যা! কিন্তু আমিও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এর জন্য আমি তোমাকে একটি নম্বরও দেবো না পোয়ারো। নেহাতই তুমি ভদ্রমহিলাকে চিনতে পেরেছো বলেই এতো সহজে ব্যাখ্যা করতে পারলে।'

'তাই নাকি! তা এ যাবৎ মেরী মার্ভেলের ক'টা ছবি তুমি দেখেছ বলো তো?'

একটু ভেবে আমি উত্তর দিলাম : 'সম্ভবত ডজনখানেক হবে।'

'আর আমি মাত্র একটা ছবি দেখেই ওঁকে ঠিক চিনতে পারলাম। অথচ অতোগুলো ছবি দেখেও তুমি ওঁকে চিনতে পারোনি।'

'ওঁকে আজ কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছিল, তাই—' মাঝপথে চুপ করে গেলাম এই কারণে যে, আমার উত্তর আমার নিজের কাছেই কেমন যেন দুর্বল বলে মনে হলো।

'আহ্! চুপ করো!' পোয়ারো মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল। 'যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়! তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না। তুমি কি আশা করেছিলে, এই লন্ডন শহরের রাস্তায় উনি মাথায় কাউবয় টুপি চাপিয়ে কিংবা খালি পায়ে হেঁটে কেয়ারি করা চুলের বাহার দেখিয়ে ঘুরে বেড়াবেন? সব সময় তুমি এমন এক-একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসো যার কোনো মানেই হয় না। মনে আছে, নর্তকী ভ্যালেরি সেন্টক্লেয়ারের কথা?'

আমি একটু বিরক্ত হয়েই কাঁধ ঝাঁকালাম।

'না, না, বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দাও বন্ধু', পোয়ারো হঠাৎ তার উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে এনে শান্ত গলায় বলল, 'আরে বাবা, সবাই তো আর এরকুল পোয়ারো নয়! আমি সেটা বেশ ভালভাবেই জানি!'

'আমি যাকে জানি সে যেই হোক না কেন, নিজের সম্পর্কে তোমার যে উচ্চ ধারণা আছে তা আজ আমি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম।' কথাটা বলতে গিয়ে ভেতরে ভেতরে আমি যুগপত বিরক্ত আর মজা পাচ্ছিলাম।

'তুমি আর কি করবে বলো? যখন কেউ সবার সেরা, আর সে তার গুণের কথা জানে তখন নিজের ঢাক নিজেকেই পেটাতে হয়; আর যাদের বলা হয় তারা তার অভিমত মেনে নিতে বাধ্য। যেমন এই মুহূর্তে ধরো, যদি আমার বুঝতে ভুল না হয়ে থাকে তাহলে মিস মেরী মার্ভেল—'

'কি বললে?'

'নিঃসন্দেহে উনি আমার কাছেই আসছেন!'

'কি করে বুঝলে?'

'এ তো খুব সহজ ব্যাপার। এই রাস্তাটা মোটেই বনেদি পাড়া নয় বন্ধু! এখানে কোনো কেতাদুরস্ত ডাক্তার, কিংবা কোনো নামী ডেন্টিস্ট থাকেন না। কিন্তু মস্তিষ্কে প্রচুর বুদ্ধি ও শক্তি জমা করে আছে এমন একজন বলিয়ে-কইয়ে কেতাদুরস্ত গোয়েন্দা

যে থাকেন তা বেশ ভাল করেই জানা আছে মেরী মার্ভেলের। প্রিয় বন্ধু, এটা যে খাঁটি সত্য তা মেনে নাও! আমি এখন সেই নাম, যশ ও খ্যাতির অধিকারী। এখন তার মক্কেলের কাছে আর হাজিরা দিতে হয় না, বরং তারাই তার কাছে আসে যখন যেমন দরকার পড়ে, এখন ট্রামে-বাসে ও টিউব রেলে প্রায়ই একজন আর একজনকে বলতে শোনা যায়, সোনার-পেন্সিলের কথা মনে আছে? ছোট-খাটো বেঁটে চেহারার বেলজিয়ান মানুষটির কাছে এখনও যাওনি? উনি চমৎকার মানুষ! প্রত্যেকেই ওঁর কাছে যায়, তুমি যাওনি। না গেলে পস্তাতে হয়। তাই এখনি যাও! তোমার এখনি যাওয়া উচিত। আর তারা আসে আর চলে যায়। আর তাদের সমস্যাগুলো কেমন যেন বোকা বোকা ধরনের।' ঠিক এই সময়ে কলিংবেলটা বেজে উঠল। 'ওই বোধহয় মিস মার্ভেল এলেন! কি, আমি একটু আগে তোমাকে বললাম না উনি আমার কাছেই আসছেন?'

স্বাভাবিকভাবেই পোয়ারোই ঠিক। একটু পরেই আমেরিকান ফিল্মস্টার ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলেন এবং আমরা উঠে দাঁড়ালাম।

নিঃসন্দেহে মেরী মার্ভেল সিনেমার পর্দায় অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতমা একজন। তিনি অতি সম্প্রতি তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইংলন্ডে এসেছেন। তাঁর স্বামী গ্রেগরী বি. রলফ্‌ও একজন চিত্রাভিনেতা। মাত্র এক বছর আগে আমেরিকায় ওঁদের বিয়ে হয়, আর এই প্রথম তাঁরা দু'জনে ইংলন্ডে আসেন। ইংলন্ডবাসীরা তাঁদের বিপুল সংবর্দ্ধনা জানিয়েছে। মেরী মার্ভেলের রূপ ও যৌবন তাঁর হালফ্যাসানের পোশাক, তাঁর ফারের কোট, জড়োয়ার গহনার মধ্যে একটি বড় হীরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে খবরের কাগজে, যার নাম তার মালিকের সঙ্গে খাপখাইয়ে রাখা হয়েছে "দ্য ওয়েস্টার্ন স্টার"। সত্য মিথ্যা যাইহোক না কেন, জানা যায় যে, এই দামী হীরেটির জন্য পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড বীমা করা হয়েছে।'

পোয়ারোর সঙ্গে আমি ওঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উঠে দাঁড়াতে গিয়েই এই সব তথ্যগুলি এক-এক করে আমার মনে পড়ে গেল।

ছোট-খাটো রোগাটে চেহারার মিস মার্ভেল দেখতে খুবই সুন্দরী। এবং মুখে বাচ্চা মেয়ে, সরলতা যেন বিরাজ করছিল। সব চেয়ে বেশি সুন্দর তাঁর নীল বড় বড় দু'টি চোখ।

পোয়ারো নিজেই ওঁর জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। এবং চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গেই উনি কথা বলতে শুরু করে দিলেন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, সম্ভবত আপনি আমাকে বোকা ভাববেন, সে যাইহোক, লর্ড ক্রনশ গতরাত্রে আমাকে বলছিলেন, আপনি ওঁর ভাইপোর রহস্যজনক মৃত্যুর কেসটা কি সুন্দরভাবেই না সমাধান করেছিলেন। এ খবরটা শুনে তাই তো আমি ছুটে এসেছি আপনার কাছে। ভাবলাম, আপনার উপদেশ আমাকে নিতেই হবে। আমি সাহসের সঙ্গেই বলছি, এটা নিশ্চয়ই একটা মামুলি প্রতারণার ব্যাপার, হ্যাঁ আমার স্বামী গ্রেগরীও তাই বলেন। কিন্তু আমার মন যে মানে না মঁসিয়ে পোয়ারো। অথচ আমার আশঙ্কা, এই দুশ্চিন্তাই হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাকে মৃত্যুর পথে ঠিক ঠেলে দেবে।'

এই পর্যন্ত বলে তিনি একটু সময়ের জন্যে থামলেন। এতে পোয়ারো যেন দ্বিগুণ উৎসাহ পেল।

'ঠিক আছে মাদাম, বলতে শুরু করুন। বুঝতেই পারছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, এখনও অন্ধকারেই ডুবে আছি।'

'বলছি, এই চিঠিগুলো আমি পেয়েছি, দেখুন,' মিস মার্ভেল তাঁর হাতব্যাগটা খুলে তিনটি খাম বার করে পোয়ারোর হাতে তুলে দিলেন।

পোয়ারো খামগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকল।

'খুব সস্তার কাগজ, নাম আর ঠিকানা অতি সতর্কতার সঙ্গে ছাপানো হয়েছে। এবার খামের ভেতরের চিঠিগুলো দেখা যাক।' এই বলে সে এবার খামের ভেতরের চিঠিগুলো বার করল।

এবার আমি পোয়ারোর সঙ্গে যোগ দিলাম এবং তার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। চিঠির লেখা একটি মাত্র বাক্যে শেষ হয়েছে এবং খামের মতোই চিঠিটা সাবধানে ছাপানো হয়েছে। লেখাটা এই রকম :

'বড় হীরেটা দেবতার বাঁ-চোখে বসানো ছিল, সেটা হাতে পেলে যথাস্থানে সেটা অবশ্যই ফেরত দেবার ব্যবস্থা করবেন।'

দ্বিতীয় চিঠির ভাষাটা আগের চিঠির শর্তেই লেখা হয়েছে। তবে তৃতীয় চিঠিটা আগের দুটোর চেয়ে অনেক বেশি প্রাঞ্জল এবং আরও বেশি স্পষ্ট করে লেখা :

'তোমায় সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তুমি আমার হুকুম মতো কাজ করোনি। তোমাকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দিচ্ছি, তোমার মর্জির ওপর আর অপেক্ষা নয়, এবার সেই হীরেটা তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আগামী পূর্ণিমার রাত্রে দেবতার বাঁ আর ডান চোখে একদা বসানো হীরে দুটি তাঁর কাছে আবার ফিরে আসবে। তাই এই চিঠিটা লেখা হচ্ছে তোমাকে।'

'প্রথম চিঠিটা আমি নিছকই একটা ঠাট্টা বলে ধরে নিয়েছিলাম,' মিস মার্ভেল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন। 'দ্বিতীয় চিঠিটা পাবার পর আমি অবাক হয়ে গেলাম। তৃতীয় চিঠিটা গতকালই এসেছে, আর এতে আমার মনে হলো, গোড়ায় ব্যাপারটা যতো হাল্কা ভেবেছিলাম আসলে কিন্তু তা নয়, সেটা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।'

'দেখছি চিঠিগুলো ডাকে আসেনি', পোয়ারো বলল।

'না, চিঠিগুলো একজন চীনালোক হাতে দিয়ে গেছে, আর তাতেই তো আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি।'

'কেন?'

'কারণ বছর তিনেক আগে আমার স্বামী গ্রেগরী সানফ্রানসিসকোয় এক চৈনিকের কাছ থেকে হীরেটা কিনেছিলেন।'

'তাই বুঝি মাদাম, তার মানে চিঠিতে যা বলা হয়েছে আপনি তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন?'

'দ্য ওয়েস্টার্ন স্টার,' পোয়ারোর অসমাপ্ত কথাটা শেষ করলেন মিস মার্ভেল এই ভাবে, 'হ্যাঁ, সেরকমই। 'হীরেটা কেনার সময় গ্রেগরীর মনে আছে, ওই হীরের সঙ্গে কিছু রহস্যময় কাহিনী জড়িয়ে আছে। কিন্তু হীরে বিক্রেতা সেই চীনা লোকটি এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চায়নি তখন। গ্রেগরী বলেছে, তার ভয় সে যেন মৃত্যুর আশঙ্কা করছে। তাই সে এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে ভয়ঙ্করভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, যে কারণে এই হীরেটি সে দশভাগের মাত্র এক ভাগ দামে বিক্রি করে দিয়েছিল গ্রেগরীকে। গ্রেগরী বিয়েতে সেটা আমাকে উপহার দিয়েছিল।'

পোয়ারো মাথা নাড়ল চিন্তিতভাবে।

'গল্পটা মনে হচ্ছে প্রায় অবিশ্বাস্য। আর তা সত্ত্বেও,—কে জানে এর শেষ কোথায়? হেস্টিংস, দয়া করে আমার ছোট দিনপঞ্জীটা দেবে?'

আমি তার অনুরোধ রাখলাম।

'বাঃ, এই তো পেয়েছি', দিনপঞ্জীর পাতা ওল্টাতে গিয়ে উৎসাহসহকারে পোয়ারো বলে উঠল, 'পূর্ণিমা কবে যেন বলছিলেন? আহ্, আগামী শুক্রবার! তার মানে আর মাত্র তিন দিন সময় আছে। শুনুন মাদাম, আপনি আমার পরামর্শ চাইতে এসেছেন, বেশ আমি আপনাকে সেটা দেবো। সেই চীনা লোকটি বর্ণিত যে ঐতিহাসিক ঘটনা ওই হীরের আংটির সঙ্গে জড়িত বলে আপনাদের আশঙ্কা, সেটা সত্যি হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। তাই আমার পরামর্শ হলো, আগামী শুক্রবার, পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত হীরেটা আমার হেপাজতে রেখে দিন। আর ওই দিনটা পেরিয়ে গেলে আমরা আমাদের পছন্দমতো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারব।'

এ কথায় অভিনেত্রীর মুখের ওপর দিয়ে একটা অস্পষ্ট ভাবনার মেঘ যেন উড়ে গেল। এবং তিনি জোর দিয়ে বললেন, 'আমার আশঙ্কা, আমার পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়।'

'তার মানে, এটা এখন আপনার কাছেই আছে?' এই বলে পোয়ারো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকালো।

মুহূর্তের জন্য মেয়েটি একটু ইতস্তত করলেন, তারপর তিনি তাঁর গাউনের ভেতরে হাত চালিয়ে দিয়ে একটা লম্বা চেন বার করে হাতটা মুঠো করে ফেললেন। সামনের দিকে ঝুঁকে পরে হাতের মুঠোটা খুলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল। এ আমরা কি দেখলাম? মিস মার্ভেলের হাতের তালুতে রাখা একখণ্ড সাদা আগুনের মতো পাথর, প্লাটিনামে সেট করা, হীরের দ্যুতি জ্বলজ্বল করছিল।

পোয়ারোর চক্ষু ছানাবড়া। সে দিকে তাকিয়ে সে শব্দ করে ঘন ঘন শ্বাস নিলো। 'ক্ষমা করবেন মাদাম,' পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'যদি অনুমতি দেন তো ওটা দেখতে পারি?' বলেই তাঁর অনুমতির অপেক্ষা না করেই হীরেটা নিজের হাতে তুলে নিলো এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে থাকল। তারপর সেটা মিস

হীরকখণ্ড, কোনো খুঁত নেই। আশ্চর্য, এতো দামী হীরে সব সময় সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করতে ভয় হয় না আপনার?'

'না, না, সত্যি কথা বলতে কি জানেন, আমি খুবই সাবধানী মঁসিয়ে পোয়ারো। নিয়মিত এটা একটা জুয়েল-কেসে পুরে হোটেলের সেফ-ডিপোজিটে রেখে আসি। তবে আজ আপনাকে দেখাবার জন্যেই কেবল এটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। এখানে বলে রাখি, আমরা ম্যাগনিফিসেন্ট হোটেলে উঠেছি।'

'আর আপনি ওটা আমার কাছে রেখে যাচ্ছেন, এই তো? পরে পাপা পোয়ারো আপনাকে পরামর্শ দেবেন।'

'দেখুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, সেটা বোধহয় সম্ভব হচ্ছে না,' মিস মার্ভেল তাঁর অক্ষমতা জানাতে গিয়ে বললেন, 'ব্যাপার কি জানেন, আগামী শুক্রবার আমরা ইয়ার্ডলি চেজ-এ যাচ্ছি। সেখানে কিছুদিন লর্ড এবং লেডি ইয়ার্ডলির অতিথি হয়ে থাকব।'

ওঁর কথাগুলো মনে হলো যেন আগে কখনো শুনেছি, তারই প্রতিধ্বনি অনুরণিত হতে থাকল আমার মনে। কিছু খোসগল্প। এখন সেটা শুনলে কি মনে হতে পারে? বছর কয়েক আগে লর্ড ও লেডি ইয়ার্ডলিরা আমেরিকায় গেছলেন। মনে আছে, সেই সময় সেখানে লর্ড ইয়ার্ডলির নাম ক্যালিফোর্নিয়ার এক নামী চলচ্চিত্রাভিনেতার নামের সঙ্গে জড়িয়ে বিশ্রী একটা কেচ্ছা রটেছিল। অদ্ভুত, সেই অভিনেতার নামটাও কেমন চটজলদি আমার স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠল, অবশ্যই তিনি গ্রেগরী বি. রলফ্ ছাড়া আর কেউ নন!

'মঁসিয়ে পোয়ারো, একটা খুব গোপন খবর আপনাকে জানাচ্ছি,' মিস মার্ভেল বলতে থাকেন, 'লর্ড ইয়ার্ডলির সঙ্গে আমাদের একটা ব্যবসায়িক চুক্তির কথাবার্তা চলছে। ওঁর পূর্বপুরুষদের বাসস্থানে আমার একটা ছবির সুটিং করার কথা ভাবছি।'

'ইয়ার্ডলি চেজ-এ?' আমি খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। 'হ্যাঁ, ইংলন্ডে সিনেমার আউটডোর শুটিংয়ের মতো যে সব জায়গা আছে সে সবের মধ্যে ইয়ার্ডলি চেজ খুবই ভাল, শান্ত মনোরম জায়গা। তোমার নির্বাচন যথাযথ হয়েছে।'

মিস মার্ভেল মাথা নেড়ে সায় দিলেন। 'হ্যাঁ, আপনার অনুমান ঠিক, কিন্তু মুশকিল কি জানেন, উনি এর জন্যে প্রচুর টাকা দাবী করছেন। তাই জানি না চুক্তিটি শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হবে কিনা। তবে গ্রেগ আর আমি সব সময়েই যৌথ ব্যবসা করে খুব আনন্দ পাই।'

'কিন্তু, যদি আমি আমার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাই তার জন্যে আগে-ভাগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই বলে যে, আপনার ওই বহুমূল্য হীরেটা ইয়ার্ডলি চেজ-এ কি না নিয়ে গেলেই নয়?'

আমার কথায় মিস মার্ভেলের মুখের সেই শিশুসুলভ সারল্যভাবটা নিমেষে উধাও হয়ে গিয়ে তার বদলে সেখানে এক ধূর্ততার কাঠিন্য ফুটে উঠতে দেখা গেল। হঠাৎ এই সময় তাঁকে যেন অনেক বয়স্কা মহিলা বলে মনে হলো।

'এটা পরেই আমি সেখানে যেতে চাই।' দৃঢ়তার সুর ধ্বনিত হলো ওঁর কথায়।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই যাবেন', হঠাৎ হঠাৎই আমার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল, 'শুনেছি লর্ড ইয়ার্ডলির কাছেও অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত দামী অলঙ্কার আছে, সেগুলোর মধ্যে একটা বড় আকারের হীরকখণ্ড আছে।'

'তা হতে পারে,' মিস মার্ভেল সংক্ষেপে বললেন।

পোয়ারোর দীর্ঘশ্বাস ফেলার আওয়াজ আমার কানে ভেসে এলো। তারপর তাকে জোর গলায় বলতে শুনলাম,—'তাহলে ইতিমধ্যেই লেডি ইয়ার্ডলির সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়ে গেছে, আর সম্ভবত তাঁর স্বামীর সঙ্গেও?'

'তিন বছর আগে লেডি ইয়ার্ডলি যখন আমেরিকায় যান, তখনি গ্রেগরির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়', মিস মার্ভেল বললেন। তারপর একটু ইতস্তত করে তিনি তড়িঘড়ি করে আরও বললেন, 'আপনারা কেউ কি 'সোসাইটি গসিপ' পত্রিকাটা পড়েছেন কিংবা দেখেছেন?'

প্রশ্নটা শুনে আমরা দু'জনেই না পড়ার লজ্জায় নিজেদেরকে বড় অপরাধী বলে মনে করলাম, কারণ এখনও সেটা পড়া হয়নি।

'এ কথা জিজ্ঞেস করলাম এই কারণে যে, এই সপ্তাহের ইস্যুতে বিখ্যাত বিখ্যাত সব অলঙ্কারের ওপর একটা লেখা আছে। আর সত্যি সেগুলো খুবই কৌতূহল জাগিয়ে তোলে।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের অপর প্রান্তের একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং ওই কাগজের একটা কপি হাতে নিয়ে ফিরে এলাম। মিস মার্ভেল সেটা আমার হাত থেকে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন :

'অন্যান্য আরও সব বিখ্যাত দামী প্রাচীন পাথরের মধ্যে 'দ্য স্টার অব দ্য ইস্ট' নামে একটি নিখুঁত হীরে ইয়ার্ডলি পরিবারের অধিকারে রয়েছে। বর্তমান লর্ড ইয়ার্ডলির বংশের কোনো এক পূর্বপুরুষ চীন দেশ থেকে ওই হীরেটা এনেছিলেন, এবং এর সঙ্গে একটা রোমান্টিক কাহিনী জড়িয়ে আছে। সেই কাহিনী অনুযায়ী জানা যায় যে, ওই হীরেটা কোনো এক মন্দিরের বিগ্রহের ডান চোখে বসানো ছিল। একই ধরনের এবং একই আকারের আর একটি হীরে যেটা সেই বিগ্রহের বাঁচোখে বসানো ছিল, কথিত আছে, সেই হীরেটা নাকি চুরি যায়। এর সঙ্গে মানুষের ভাবাবেগ জড়িত, এবং আরও একটা কাহিনী জড়িত আছে, আর সেটি হলো এই রকম : 'একটি হীরে যাবে পশ্চিমে এবং আর একটি পূর্বে। তবে ভবিষ্যতে এ দুটি হীরের টুকরোই সেই মন্দিরের বিগ্রহের দুই চোখে ফিরে ঠিক আসবেই!' সত্যি এটা একটা কাকতালীয় ঘটনা, 'দ্য ওয়েস্টার্ন স্টার' নামে পরিচিত হীরেটা বর্তমানে সুবিখ্যাত চিত্রতারকা মিস মেরী মার্ভেলের হেপাজতে রয়েছে। এই দু'টি হীরে-রত্নের মধ্যে সাদৃশ্য ওজনগত তুলনা যে সবার মনে ভয়ঙ্কর একটা কৌতূহল জাগিয়ে তুলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

এখানে এসে মিস মার্ভেল নীরব হলেন।

'তাহলে এই হলো ব্যাপার!' পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'নিঃসন্দেহে এটা

প্রেমের একটা ফসল বলা যায়।' তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে মেরী মার্ভেলের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আর এসব পড়ার পরেও আপনি এতটুকু ভয় পাচ্ছেন না মাদাম? আপনার মধ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন আতঙ্ক বলতেও কি কিছু নেই? আপনার কি একবারও মনে হয় না, ধরুন কোনো চীনা লোক সেখানে আপনাদের সামনে গিয়ে হাজির হলো, তারপর দু'টি হীরের টুকরো একসঙ্গে আপনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে সে তার দেশে পালিয়ে গেল, তখন কি করবেন?

পোয়ারোর কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন উপহাসের সুর ধ্বনিত হলেও সেটা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হলো না। আবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এও জানি যে, তার সব হাসি-ঠাট্টা, উপহাসের মধ্যে কোনো না কোনো একটা গুরুত্ব কিছু লুকিয়ে থাকে, যা পরে সেটা প্রকাশ পেয়ে যায়।

'লেডি ইয়ার্ডলির কাছে যে হীরের টুকরোটা আছে, সেটা যে আমারটার মতো ভাল আমি বিশ্বাসই করি না,' মিস মার্ভেলের কথায় ঈর্ষা প্রকাশ পায়। সে যাইহোক, তবু আমি সেটা নিজের চোখে দেখবার জন্যে যাবো।'

পোয়ারো কি যে বলতো আমি জানি না, কিন্তু তার কিছু বলার আগেই ভেজানো দরজার বাইরে ঠেলা মারতেই সজোরে খুলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর চুলের বাহার থেকে শুরু করে পায়ে চামড়ার জুতোজোড়া দেখে তাঁকে এক রোমান্টিক নায়ক বলে অনায়াসেই ধরে নেওয়া যায়।

'মেরী, একবার ভাবলাম বাইরে থেকে তোমাকে একবার ডাকি, কিন্তু থাকতে না পেরে নিজেই চলে এলাম,' গ্রেগরী রলফ্ এবার পোয়ারোর দিকে ফিরে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার স্ত্রীর কাছ থেকে সব তো শুনলেন। এখন বলুন আমাদের এই ছোট্ট সমস্যার ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? তবে আমার ধারণার কথাটা আগে বলে রাখি, এটা নেহাতই ভয় দেখিয়ে মানুষকে প্রতারণা করার একটা কারবার, অবশ্য আপনার কি ধারণা, জানালে বাধিত হবো।'

পোয়ারো সেই বড় অভিনেতার দিকে তাকিয়ে হাসল। তার সেই হাসির মধ্যে একটা অদ্ভুত বৈপরিত্য লক্ষ্য করা গেল।

'প্রতারণা, না প্রতারণা নয় মিস্টার রলফ্', শুকনো গলায় পোয়ারো বলল, 'আমি আপনার স্ত্রী মাদামকে আগেই পরামর্শ দিয়েছি, আগামী শুক্রবার ইয়ার্ডলি চেজ-এ তিনি যেন ওঁর সেই হীরকখচিত অলঙ্কারটি সঙ্গে করে নিয়ে না যান।'

'এ বিষয়ে আমিও আপনার সঙ্গে একমত মঁসিয়ে পোয়ারো। এখানে আসার আগেই মেরীকে আমি ঠিক এই কথাটাই বলেছি। কিন্তু বললে কি হবে, ও হচ্ছে শতকরা একশোভাগ খাঁটি নারী। কিন্তু আমার ধারণা চিরন্তন নারীর মতো অলঙ্কারের ব্যাপারে অন্য কোনো নারী ওকে টেক্কা দিয়ে যাবে, সেটা ও শোনা মাত্রই সহ্য করতে পারবে না। তাই বোধহয় মেরী দুটি হীরে এক জায়গায় রেখে যাচাই করে নিতে চায়!'

'আঃ, কি সব আবোল-তাবোল বকছো গ্রেগরী?' মেরী তীক্ষ্নস্বরে ধমকে উঠল। কিন্তু দেখলাম রাগে উত্তেজনার মধ্যেও পুলক মেশানো লজ্জায় ওঁর মুখখানি কেমন যেন লাল হয়ে উঠেছে।

'শুনুন মাদাম, আমি আবার বলছি, আমি আপনাকে আমার সাধ্যমতো পরামর্শ দিলাম, এর বেশি কিছু বর্ণনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়!' এই বলে সে ওঁদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে বিদায় জানাতে গিয়ে চৈনিক কায়দায় মাথা নিচু করল।

ফিরে এসে সে তার চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে তার পর্যবেক্ষণের কথা বলতে গিয়ে বলল, 'ভদ্রমহিলার স্বামীরত্নটি রত্নই বটে, বেশ ভাল মানুষ। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর একেবারে মোক্ষম জায়গায় আঘাত করেছেন। তবু বলব, উনি খুব একটা চতুর নন, এবং অবশ্যই স্ত্রীকে বশ করার মতো কৌশল তাঁর জানা নেই!'

আমিও এ ব্যাপারে আমার ভাসা ভাসা স্মৃতিশক্তির কথা পোয়ারোকে জানালাম। এবং আমার কথা শুনে অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়ল সে।

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছি। একই কথা, মনে হয় এর পিছনে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। যাইহোক, এখন তোমার অনুমতি নিয়ে আমি হাওয়া খেতে একটু বাইরে যাচ্ছি হেস্টিংস। আমার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। ফিরতে খুব বেশি দেরী হবে না।'

আমি আমার চেয়ারে প্রায় আধো-ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম। এই সময় ল্যান্ডলেডি দরজায় টোকা মেরে উঁকি মারলেন ঘরের ভেতরে।

'আর একজন মহিলা মিস্টার পোয়ারোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন স্যার। আমি ওঁকে বলেছি, মিস্টার পোয়ারো বাড়িতে নেই। কিন্তু উনি বললেন কান্ট্রি থেকে আসছেন, এখানে একটু অপেক্ষা করে ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চান।'

'ওহো তাই বুঝি! ঠিক আছে, ওঁকে এখানে নিয়ে আসুন মিসেস মাচিনসন্। আমার মনে হয়, সম্ভবত আমি ওঁর জন্যে কিছু একটা করতে পারব।'

পরমুহূর্তেই ভদ্রমহিলা ঘরে এসে ঢুকলেন। ওঁকে দেখামাত্র চিনতে পেরেই আমার বুকের ভিতরটা ধুকপুক করে উঠল। ইনি হলেন লেডি ইয়ার্ডলি, এ দেশের সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল সমাজের নানান কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী নিয়ে "সোসাইটি গসিপ" পত্রিকায় প্রকাশিত নরম-গরম কাহিনীগুলোতে এ মুখের ফটো বহুবার ছেপে বেরোতে দেখেছি, যার ফলে তিনি এখন কারোর কাছেই আর অচেনা থাকার কথা নন। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ার ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'বসুন লেডি ইয়ার্ডলি, আমার বন্ধু পোয়ারো একটু বাইরে বেরিয়েছে। কিন্তু আমি জানি খুব শীগ্গীর ফিরে আসবে সে।'

তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চেয়ারে বসলেন। মিস মেরী মার্ভেলের তুলনায় ইনি একেবারে অন্য এক ধরনের মহিলা। দীর্ঘাঙ্গী, ঘন তামাটে রঙ গায়ের, চোখদুটি

জ্বলজ্বলে, মুখখানি একটু ফ্যাকাশে হলেও একটা গর্ববোধের ভাব ফুটে উঠেছে সেখানে, ঠোঁটদুটিতে কামনা-বাসনা যেন থিক্‌থিক্ করছিল।

আমার খুব ইচ্ছে হলো তাঁর সমস্যা নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচনা শুরু করি। আর ইচ্ছেই বা হবে না কেন? বন্ধুবর পোয়ারো সামনে থাকলে বেশিরভাগ সময় আমি কিছু অসুবিধা বোধ করি, ঠিক মতো আমার দক্ষতা প্রকাশ করতে পারি না। তবুও আমি জোর গলায় বলতে পারি, গোয়েন্দাগিরি করার ক্ষমতা পোয়ারোর মতো না হলেও কিছু সীমিত পরিমাণের জ্ঞান আমার মধ্যেও আছে। আমার এই ব্যক্তিগত বোধের তাড়নায় আমি থাকতে না পেরে তাঁর সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে আমি বললাম, 'লেডি ইয়ার্ডলি, আপনি কেন যে এখানে এসেছেন আমি তা জানি। আপনার হেপাজতে থাকা একটা ঐতিহাসিক দামী হীরের ব্যাপারে ব্ল্যাকমেল করা কিছু চিঠি আপনি পেয়েছেন, তাই না?'

আমি আচম্বিতে উড়ো চিঠির যে বোমাটা ফাটালাম, সেটা যে আমার অনুমান মতো ফলপ্রসূ হবে, লেডি ইয়ার্ডলির মুখের ভাবটা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিল। সন্দেহাতীতভাবে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। মনে হলো নিমেষে কে যেন তাঁর মুখের সব রক্ত শুষে নিল।

'এ খবর আপনি জানতেন?' কোনো রকমে ঢোক গিলে তিনি বললেন, 'কিন্তু কি ভাবে?'

আমি হাসলাম।

'স্রেফ নিখুঁত যুক্তির নিয়ম খাটিয়ে', নিজের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে বললাম, 'মিস মার্ভেল যদি হুমকি দিয়ে চিঠিগুলো পেয়ে থাকেন—'

'মিস মার্ভেল? সেকি, তিনিও এখানে এসেছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র তিনি ফিরে গেলেন। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, জোড়া হীরের মধ্যে একটির অধিকারিণী হয়ে তিনি যদি ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা রহস্যময় হুমকির চিঠি পেয়ে থাকেন, তাহলে অপর হীরেটির অধিকারিণী হয়ে নিশ্চয়ই ওই ধরনের চিঠি আগনিট পেয়ে থাকবেন। এর থেকেই ধরে নিন, ব্যাপারটা কতোই না সহজ! তাহলে বুঝতেই পারছেন, ধরে নিতে পারি আপনিও সেই সব চিঠিগুলি পেয়েই পোয়ারোর কাছে ছুটে এসেছেন, তাই না?'

মুহূর্তের জন্যে তিনি একটু ইতস্তত করলেন, তাঁর মুখের ভাব দেখে মনে হলো, আমাকে বিশ্বাস করে এই হীরের ব্যাপারে কিছু না বলা ঠিক হবে কিনা মনস্থির করতে পারছেন না। তবে একটু পরেই কি ভেবে তিনি মৃদু হেসে নরম গলায় স্বীকার করলেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই!'

'তা চিঠিগুলো কি কোনো চীনা লোক আপনার হাতে দিয়ে গেছে?'

'না, সেগুলো ডাকে এসেছে। আচ্ছা এবার বলুন, মিস মার্ভেলেরও কি এই একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে?'

আজ সকালে আমাদের এখানে যা যা ঘটেছে সব তাঁকে বলে গেলাম এক-এক করে। তিনি খুব মনোযোগসহকারে সব শুনে গেলেন। তারপর মন্তব্য করলেন, 'দেখছি আমাদের দু'জনের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে। আমার চিঠিগুলি ওঁর চিঠিরই প্রতিলিপি। তবে তফাৎ একটা আছে। যেমন তিনি সেই চিঠিগুলি হাতে হাতে পেয়েছেন, আর আমি পেয়েছি ডাকযোগে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো, চিঠিগুলির মধ্যে একটা উগ্র প্রসাধনী দ্রব্যের গন্ধ বুঝি লেগে আছে। এই গন্ধ থেকেই আমার কেন জানি না মনে হয়েছে, চিঠিগুলি হয়তো পূবের কোনো দেশ থেকে এসে থাকবে। কিন্তু এ সবের মানে কি হতে পারে বলতে পারেন?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'সেটাই তো আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। তা সেই চিঠিগুলি আপনি কি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন? ডাকটিকিটের ওপর পোস্ট অফিসের যে শীলমোহর পড়েছে তা দেখে আমরা হয়তো কিছু খুঁজে পেতাম।'

'কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চিঠিগুলি সব আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। জানেন, গোড়ায় আমি ভেবেছিলাম যে, এটা নিছকই কারোর বোকার মতো ঠাট্টা-তামাশা হবে। আচ্ছা, এটা কি সত্যি যে, কোনো চীনা দল এই হীরেটি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে? কিন্তু এটা আমার অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়।'

বিষয়টা নিয়ে আমরা বারবার পর্যালোচনা করলাম, কিন্তু এই রহস্যের ওপর আলোকপাত করার মতো তেমন স্পষ্ট কোনো ধারণায় পৌঁছতেই পারলাম না। অবশেষে লেডি ইয়ার্ডলি উঠে দাঁড়ালেন।

'মঁসিয়ে পোয়ারোর অপেক্ষায় থাকার সত্যি কোনো প্রয়োজনীয়তা এখন আর আছে বলে আমি মনে করি না। আপনি তাঁকে এসব বলতে পারেন, পারেন না? এই যে আমাকে আমার সমস্যার কথা বলার জন্যে আপনি সময় দিলেন তার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ মিস্টার—'

একটু ইতস্তত করলেন তিনি, তাঁর হাতটা তিনি প্রসারিত করলেন আমার দিকে হয়তো করমর্দন করার জন্য।'

আমি তাঁর না বলা প্রশ্নের উত্তর দিলাম, 'ক্যাপ্টেন হেস্টিংস।'

'অবশ্যই! সত্যি আমি কি বোকা বলুন তো? আপনি তো ক্যাভেন্ডিশদের বন্ধু, তাই না? আর মেরী ক্যাভেন্ডিশই তো মঁসিয়ে পোয়ারোর কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।

পোয়ারো একটু পরেই ফিরে এলে পর আমি ওর অনুপস্থিতিতে যিনি এসেছিলেন সেই ভদ্রমহিলার নাম এবং তাঁর কাছ থেকে যা যা জেনেছি বেশ খুশ মেজাজেই তাড়িয়ে তাড়িয়ে ওকে সব খুলে বললাম। সব শোনার পর সে এবার লেডি ইয়ার্ডলির সঙ্গে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার জন্য যে ভাবে একের পর এক প্রশ্নবাণে আমাকে বিদ্ধ করতে থাকল তা একরকম জেরার পর্যায়েই পড়ে

বলে আমার মনে হলো। পোয়ারোর সেই জেরার ধরণ শুনে আমার স্পষ্টতই মনে হলো, কিছুক্ষণ আগে ওকে বাইরে যেতে হয়েছিল বলে ভেতরে ভেতরে খুবই অসন্তুষ্ট সে, লেডি ইয়ার্ডলির সঙ্গে ওর দেখা না হওয়ায় একেবারেই খুশি হয়নি সে। আমি যে ওর অনুপস্থিতিতে লেডি ইয়ার্ডলির সঙ্গে আলোচনা বেশ ভালভাবে চালিয়ে গেলেও মনঃপুত সে নয়, আমার দক্ষতাকে খাটো করে দেখাটা এখন যেন তার স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। তাই এক্ষেত্রে আমার বিচার-বিবেচনার কোনো খুঁত না পেয়ে এবং সমালোচনা করার পথ না পেয়ে ভেতরে ভেতরে ও খুবই গুমরে উঠেছে। ওর এই মনোভাবটা টের পেয়ে আমি ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট মজা উপভোগ করলাম। কিন্তু আমি আমার এই আত্মসন্তুষ্টির ভাবটা গোপন রাখলাম, প্রকাশ পেলে পাছে ও খিঁচিয়ে ওঠে এই ভয়ে চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলাম। যাইহোক, যতোই ও ওর মেজাজ খারাপ করুক না কেন আর আমার প্রতি হিংসা পোষণ করুক না কেন, তবু এই ছোট-খাটো বেঁটে বুদ্ধির জাহাজ এই বন্ধুটির সঙ্গে আমি সব সময়েই গভীরভাবে জড়িয়ে থাকি।

অবশেষে ওর মনে একটা ভয়ঙ্কর কৌতূহলের ছাপ ফুটে উঠতে দেখা গেল এবং সে বলে উঠল, 'দেখছি ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা অনেকদূর এগিয়ে গেছে।' তারপর দেওয়াল আলমারির দিকে আঙুল দেখিয়ে পোয়ারো আমাকে বলল, 'আলমারির একেবারে ওপর তাক থেকে ইংল্যান্ডের পুরনো জমিদারদের ওই রেকর্ডবুকটা পেড়ে আমাকে দাও তো।

আমি সেটা দিতেই পোয়ারো দ্রুত সেটার পাতা ওল্টাতে থাকল। একসময় সে লাফিয়ে উঠে বলল, 'আহ্, এই তো পেয়েছি!' জমিদারদের রেকর্ডবুকের কয়েকটা পাতা ওল্টানোর পর এক জায়গায় ও থামল। 'হ্যাঁ, এই তো ইয়ার্ডলি জমিদার বংশ, বর্তমানে যিনি সরকারি হিসেবে জমিদার, তিনি ওই বংশের দশম ভাইকাউন্ট, দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে একটি ব্রিটিশবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। ১৯০৭ সালে ব্যারণ বংশের চতুর্থ কন্যা সম্মানিত মড স্টপারটনকে বিয়ে করেন। হুম, হুম, হুম....তার দুটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে, একটি ১৯০৮ সালে এবং অপরটি ১৯১০ সালে। ক্লাব, ঠিকানা যা জানতে চাইছি তা নেই। কিন্তু আগামীকাল সকালে ইয়ার্ডলি বংশের এই প্রধানের কাছে আমরা যাচ্ছি।'

'কি বললে তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি ওঁকে টেলিফোন করেছিলাম।'

'কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম, এ কেসের ব্যাপারে তুমি হাত ধুয়ে বসে আছো।'

'না, ঠিক তা নয় হেস্টিংস। আসলে তোমার ধারণা ভুল, কারণ আমি একেবারে হাত ধুয়ে বসে নেই, সেরকম কোনো ইচ্ছেও আমার ছিল না। মিস মার্ভেল আমার পরামর্শে রাজী হননি বলে আমি ওঁর হয়ে কাজ যে করব না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, এ কেসের তদন্ত আমি চালিয়ে যাবো না, অন্য কারোর হয়েও তো করতে

পারি, আর তা শুধু করবো আমার নিজের স্বার্থে, নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য। একবার যখন এ কেসে মাথা ঘামিয়েছি, তখন এর শেষ পরিণতি না দেখা পর্যন্ত আমি তো থামতে পারি না বন্ধু!'

'আর তোমার সুবিধেমতো তুমি নিঃশব্দে লর্ড ইয়ার্ডলিকে তোমার এখানে চলে আসার জন্যে তারবার্তা পাঠিয়েছিলে? কিন্তু তিনি কখনোই খুশি হবেন না।'

'হবেন, হ্যাঁ অবশ্যই তিনি খুশি হবেন বৈকি!' পোয়ারো গর্বের সঙ্গে কেমন বলল, ওঁদের বংশ পরম্পরায় এতদিনের ঐতিহ্যবাহী দামী ঐ দুষ্প্রাপ্য হীরেটি যদি আমার জন্য শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায়, অর্থাৎ ব্ল্যাকমেলাররা ছিনিয়ে নিয়ে না যেতে পারে, তখন সত্যি সত্যি শুধু খুশিই হবেন না, আমার প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবেন তিনি।'

'তাহলে তুমি কি সত্যি সত্যিই ভাবো, সেটা চুরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে?' আমি খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'প্রায় নিশ্চিত,' শান্তভাবে উত্তর দিল পোয়ারো, 'সবকিছু সেরকমই ইঙ্গিত করছে।'

'কিন্তু কি ভাবে—'

পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে আমার আগ্রহটা দমিয়ে দেওয়ার জন্যে বলল, 'ক্ষমা করো বন্ধু এখন নয়। মনটাকে আমরা বিভ্রান্ত করতে চাই না।' এই বলে সে জমিদারদের রেকর্ড বুকটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এটা যথাস্থানে অর্থাৎ যেখান থেকে নিয়ে এসেছিলে ঠিক সেই জায়গায় রেখে দাও। আমি ভীষণ নিয়ম মেনে চলি, সব কিছুতেই একটা শৃঙ্খলা থাকা দরকার। তুমি তো জানো হেস্টিংস, এ কথা আমি আগেও তোমাকে অনেকবার বলেছি, নতুন করে তোমাকে শেখাবার কিছু নেই। আশা করি এক্ষেত্রে কোনো ভুলচুক হবে না তোমার।'

'ঠিক তাই, তোমার কথা মনে রেখেই,—' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে আমি সেটা আবার কাজের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে দিলাম তাকে, বিরাট বইটা যথাস্থানে রেখে দিলাম।

লর্ড ইয়ার্ডলির সঙ্গে আমাদের প্রথম আলাপ হলো, কিন্তু তাতে কোনো জড়তা নেই, দারুণ মিশুকে, এবং হৈচৈ করা আমুদে স্বভাবের লোক। আর রসিক লোকও বটে! নিজের থেকেই তিনি কেমন অকপটে তাঁর বর্তমান সমস্যার কথা বলতে শুরু করলেন। 'আপনার পরিচয় আগে পেয়েছি বলেই বলছি মঁসিয়ে পোয়ারো, কিসব অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে দেখুন, যার কোনো মাথা-মুণ্ডু নেই। শুনেছেন তো আমার স্ত্রী কতকগুলো বেনামা চিঠি পেয়েছেন? আবার এই একই ধরনের চিঠি পেয়েছেন মিস মার্ভেলও। এ সবের মানে কি আপনিই বলুন মঁসিয়ে!'

পোয়ারো 'সোসাইটি গসিপের' একটা কপি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে মন্তব্য করলেন, 'আগে এটা পড়ুন। এখানে সংশ্লিষ্ট হীরেদুটির ব্যাপারে যা লেখা হয়েছে, তা সত্যি কিনা আগে বলুন। আপনার উত্তরটা শোনার পর আমি আমার মতামত জানাবো।'

লেখাটা পড়তে পড়তে তাঁর মুখটা রাগে-উত্তেজনায় ক্রমশ লাল হয়ে উঠতে থাকে।

'হীরে নিয়ে যত সব বানানো আজগুবি খবর!' তাঁর গলায় অবজ্ঞার সুর ধ্বনিত হতে শোনা গেল। 'আমি জোর গলায় বলছি, এই হীরের সঙ্গে কোনো অলৌকিক কাহিনী জড়িয়ে নেই, কোনো কালে ছিলও না, পুরোপুরি গাঁজাখুরি গপ্পো। আসলে এই হীরেটি এদেশে আসে ভারতবর্ষ থেকে, আমার অন্তত তাই বিশ্বাস। এটা যে কোনো চীনা দেবতার চোখে বসানো ছিল কখনো, এ খবর আমার জানা নেই।'

'তবুও এই হীরেটি 'দ্য স্টার অব দ্য ইস্ট' নামে পরিচিত।

'বেশ, তা না হয় হলো, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? লর্ড ইয়ার্ডলি রাগতস্বরে পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

পোয়ারো সামান্য একটু ঠোঁট টিপে হাসালো, কিন্তু সরাসরি কোনো উত্তর দিল না।

'মি. লর্ড, আমি এখন আপনাকে কি করতে বলব জানেন, সমস্ত ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। কোনোরকম সংকোচ না করে যদি আপনি তা করেন, তাহলে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি আপনার ভয় দূর করে দিতে পারব, আপনার বিপদ কাটিয়ে দিতে পারব।'

'তার মানে আপনি মনে করেন, এই বদমেজাজী হিংস্র লোকেদের গল্প সত্যি?'

'আমি যা বললাম সেই মতো কাজ কি আপনি করবেন?' প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে পোয়ারো বলল, 'কই আমার প্রশ্নের জবাব দিন।'

'অবশ্যই করবো, কিন্তু—'

'না, এর মধ্যে আর কোনো কিন্তু থাকতে পারে না! আপনার অনুমতি পেলে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি। আমি ইয়ার্ডলি চেজের বিষয়ে কিছু খবর জানতে চাই। সেখানে অভিনেত্রী মিস মার্ভেলের স্বামী মিস্টার রলফ্ আর আপনার মধ্যে সেখানে সুটিং করার কি কোনো চুক্তি হয়েছে!'

'ওহো উনি তাই বলেছেন নাকি? যাইহোক, আপনার এই প্রশ্নের জবাবে বলছি, না, এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনো চুক্তিই হয়নি।' এই বলে মিস্টার ইয়ার্ডলি একটু ইতস্তত করলেন, তাঁর ইট-রাঙা মুখ ক্রমশ গাঢ় লাল হয়ে উঠতে থাকল। 'তা না করলে হয়তো যেমন চলছিল, ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনি সহজভাবেই চলবে, অনেক ব্যাপারে আমি গর্দভের চেয়েও বোকামো করেছি। তাছাড়াও জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, এই এখনও পর্যন্ত আমি দেনায় একেবারে ডুবে আছি। কিন্তু আমি সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে চাই। আমি বাচ্চাদের খুব ভালবাসি আর সব ব্যাপারকেই আর সে যতো জটিলই হোক না কেন, সব ব্যাপারকেই আমি সহজ করে তুলতে চাই। এবং আমি আমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। গ্রেগরী রলফ্ আমাকে শুটিং-এর জন্যে মোটা টাকার অফার দিয়েছেন, যে টাকায় আমি আমার সুষ্ঠুভাবে বাঁচার পথ খুঁজে নিতে পারব। কিন্তু আমি তা করতে চাই না। ইয়ার্ডলি চেজের চারপাশে রঙ মেখে সঙ সেজে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ঘুরে বেড়াবে, সে দৃশ্য দেখতে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু

আমি আবার এও জানি যে, আমাকে তা করতেই হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না—' এই পর্যন্ত বলে থামলেন তিনি।

পোয়ারো এতক্ষণ অত্যন্ত আগ্রহসহকারে নিরীক্ষণ করছিলেন তাঁকে। তিনি নীরব হতেই সে বলে উঠল, 'তার মানে আপনার ধনুকে আর একটা ধনুকের জ্যা আছে। অনুমান করার অনুমতি যদি দেন তো বলি তাহলে। সেটা কি 'দ্যা স্টার অব দ্য ইস্ট' হীরেটা, যা আপনি বিক্রী করার কথা ভাবছেন?'

লর্ড ইয়ার্ডলি মাথা নেড়ে বললেন : 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। গত কয়েক পুরুষ ধরে এই হীরেটা আমাদের পরিবারে রয়েছে কিন্তু সেটা খুব একটা প্রয়োজনীয় নয়। তবুও এই পৃথিবীতে সেটার ক্রেতা খুঁজে বার করা খুব একটা সহজ কাজ নয়, হয়তো অনেক দামী বলে তেমন বিত্তবান খদ্দের পাওয়া যাচ্ছে না। হফবার্গ নামে হ্যাটন গার্ডেন কোম্পানীর এক দালালের সঙ্গে আমার কথাবার্তা চলছে। সে যদি তেমন ভাল একটা খদ্দের যোগাড় করে দিতে না পারে, তাহলে হয়তো আমার ইচ্ছেটা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যাবে।'

'আর একটা প্রশ্ন করবো মি. লর্ড,' পোয়ারো বলল, 'আপনি যা করতে যাচ্ছেন তাতে লেডি ইয়ার্ডলির সায় আছে তো?'

'ওহো, উনি এই হীরে বিক্রীর প্রবল বিরোধী, মেয়েদের স্বভাবের কথা তো জানেন, গহনা ওদের ধন, মান ও প্রাণ বলতে সব কিছুই, তাই সহজে কি উনি সেটা হাতছাড়া করতে চাইবেন? তাছাড়া উনি চান আমাদের বাড়িতে সিনেমার সুটিং হোক, বড় বড় নামী-দামী চিত্র তারকারা আসুন, সুটিং করুন, প্রতিযোগীরা দেখুক, জানুক। এতে ইয়ার্ডলি চেজ ধন্য হয়ে যাবে, এই সব আর কি!'

'ব্যাপারটা আমি বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছি,' পোয়ারো ধীরে ধীরে বলল। তারপর সে একটু সময়ের জন্যে নীরবে কি যেন ভেবে নিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল। 'আপনি কি এখনি ইয়ার্ডলি চেজ-এ ফিরে যাবেন? তার আগে একটা কথা আপনাকে বলে রাখি মি. লর্ড, আপনার সঙ্গে যেসব আলোচনা হলো, তা যেন কাউকে বলবেন না। এমন কি আপনার অতি আপনজনকেও, তবে আজ সন্ধ্যায় আপনি আমাদের আশা করতে পারেন সেখানে। পাঁচটার কিছু পরেই আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছবো।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমি তো এর কোনো সুরাহা দেখতে পাচ্ছি না।' মিস্টার ইয়ার্ডলির কথায় হতাশার সুর শোনা যায়।

'আমি তো আছি, আমার কথায় একটু গুরুত্ব দিন', পোয়ারো আন্তরিকভাবে বলল। 'আপনার ওই মহামূল্যবান হীরেটি যাতে চুরি না যায়, তার জন্যে আপনি আমাকে নজর রাখতে বলছেন, এই তো?

'হ্যাঁ, কিন্তু—'

'আর কোনো কিন্তু নয়, আমি যা বললাম তাই করুন।'

ভীতসন্ত্রস্ত সৎমানুষটি বিমর্ষমুখে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

বিকেল সাড়ে-পাঁচটার কিছু পরেই আমরা ইয়ার্ডলি চেজ-এ গিয়ে পৌঁছলাম। অভিজাত পরিবারের তেমনি সম্মানিত এক খানসামা সঙ্গে করে নিয়ে গেল আমাদের একটা সুসজ্জিত হলঘরে, হলের মাঝখানে ফায়ারপ্লেসের লাল অগ্নিশিখা জ্বলজ্বল করছিল। একটা সুন্দর ছবি যেন আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন সুন্দরী লেডি ইয়ার্ডলি এবং তাঁর দুই সন্তান, তারা মায়ের গর্ব রূপে ও সৌন্দর্যে উভয় দিক থেকেই। আর লর্ড ইয়ার্ডলি কাছেই দাঁড়িয়ে থেকে হাস্যরত অবস্থায় মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছেন তাঁদের।

'মঁসিয়ে পোয়ারো এবং ক্যাপ্টেন হেস্টিংস এসে গেছেন', খানসামা জানিয়ে দিল।

লেডি ইয়ার্ডলি অবাক চোখে তাকাতে থাকলেন একবার স্বামীর দিকে, পরক্ষণেই আবার পোয়ারোর দিকে। কারণ এক পলকে তিনি তাঁর স্বামীর গতিবিধি লক্ষ্য করে নিয়েছেন, তাঁর মধ্যে কেমন যেন একটা অনিশ্চিত ভাব, ঘাবড়ে গিয়ে তিনি ঘন ঘন পোয়ারোর দিকে তাকাচ্ছেন তার নির্দেশ জানার জন্য, অর্থাৎ এর পর স্ত্রীর সামনে তাঁর কি ভূমিকা হবে, অর্থাৎ পোয়ারোকে কি হিসেবে স্বাগত জানাবেন, নবাগত হিসেবে, নাকি আজ সকালে তার সঙ্গে সদ্য আলাপের জের টেনে। লেডি ইয়ার্ডলি তাঁর স্বামীর ভেতরের খবরটা টের পেয়ে গেছেন। ছোটখাটো চেহারার পোয়ারোর অবস্থাও ঠিক লর্ড ইয়ার্ডলির মতো, সেও কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে।

যাইহোক, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ কাচুমাচু করে পোয়ারো বলে উঠল, 'আপনারা সবাই আমাকে ক্ষমা করবেন! আপনাদের জানিয়ে রাখি, মিস মার্ভেলের কেসের তদন্ত আমি এখনও চালিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, আগামী শুক্রবার তো আপনাদের কাছে ওর আসার কথা, তাই না। সব কিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা, সেটা দেখার জন্যেই আমি এখানে চলে এসেছি। তাছাড়া এখানে আসার আরও একটা কারণও আছে। আমি লেডি ইয়ার্ডলির কাছ থেকে জানতে এসেছি, যেসব উড়ো চিঠি উনি পেয়েছেন, তার খামের ওপর কোনো পোস্ট-অফিসের শিলমোহর করা ছাপ পাওয়া গেছে কিনা!'

ইয়ার্ডলি দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়লেন। 'আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না। এ আমার খুবই নির্বুদ্ধিতার পরিচয়, তা না হলে চিঠিগুলো পুড়িয়ে ফেলি? কিন্তু দেখুন আমিই বা কি করব বলুন, ব্যাপারটা যে শেষকালে এমনি গুরুত্ব নেবে, আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি।'

'তা আপনারা রাতে এখানে থাকবেন তো?' লর্ড ইয়ার্ডলি জানতে চাইলেন।

'ওহো মি. লর্ড, আমি আপনাকে ঝামেলায় ফেলতে চাই না। আমরা আমাদের সব জিনিসপত্র এখানে আসার সময় একটা সরাইখানায় রেখে এসেছি।

'ঠিক আছে, তাতে কিছু এসে যায় না।' লর্ড ইয়ার্ডলি পোয়ারোর কথায় কোনো

ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন, 'আপনাদের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসার জন্যে সরাইখানায় লোক পাঠিয়ে দেবো। না, না, আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি কোনো অসুবিধে হবে না।'

লর্ড ইয়ার্ডলির বারবার জেদাজেদিতে পোয়ারো আর আপত্তি করল না, অনুমতি দিয়ে সে এবার লেডি ইয়ার্ডলির পাশে গিয়ে বসল এবং তাঁর সন্তানদের সঙ্গে ভাব জমাতে বসল আর অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের সঙ্গে হৈচৈ আর খেলাধূলোয় মেতে উঠল। সেই সঙ্গে সে আমাকেও তাদের দলে টেনে নিল।

'প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের ছেলেবেলা কতই না সুন্দর, ঠিক যেন ফুলের মতো, বুকে করে রাখতে ইচ্ছে হয়,' বাচ্চাদের ধাইমা এসে লেডি ইয়ার্ডলির ইশারায় তাদের নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

লেডি ইয়ার্ডলি তাঁর অবিন্যস্ত চুলে হাত বুলিয়ে ঠিক জায়গায় রাখার চেষ্টা করছিলেন।

'আমিও ওদের খুব আদর করি, স্নেহ করি', এসব কথা বলতে গিয়ে আবেগে লেডি ইয়ার্ডলির গলাটা রুদ্ধ হয়ে এলো।

'আর ওরাও নিশ্চয়ই আপনাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে।' কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে পোয়ারো মাথা ঈষৎ নিচু করে বলল।

বাড়ির ভেতর থেকে ঘণ্টা বেজে উঠতেই উঠে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঠিক এই সময়ে খানসামা ঘরে এসে একটা তারবার্তা লর্ড ইয়ার্ডলির হাতে তুলে দিল। লর্ড ইয়ার্ডলি সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তারবার্তার খামের মুখটা খুলে ফেললেন। তারবার্তাটা পড়তে গিয়ে তাঁর মুখটা একটু একটু করে কঠিন হয়ে উঠতে থাকল। তিনি সেটা তাঁর স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন। তারপর চকিতে একবার পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

'এক মিনিট মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার মনে হয় এই তারবার্তার কথাটা আপনাকে জানানো উচিত। তারবার্তাটা পাঠিয়েছে হফবার্গ। সে জানিয়েছে, হীরেটির জন্য একজন আমেরিকান খদ্দেরের সন্ধান করতে পেরেছে সে, আগামীকালই তার জাহাজ আমেরিকার উদ্দেশ্যে জলে ভাসবে। তার আগে আজ রাতে তারা তাদের একজন লোককে পাঠাবে হীরেটি যাচাই করে দেখার জন্য। হে ঈশ্বর, সত্যি যদি ওটা সহজে বিক্রী হয়ে যায়—' এই পর্যন্ত বলেই লর্ড ইয়ার্ডলি মাঝপথে থেমে গেলেন।

লেডি ইয়ার্ডলি সেই তারবার্তাটা হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জর্জ, আমার কিন্তু ইচ্ছে নয় ওই হীরেটি তুমি বিক্রী করে দাও। ওটা আমাদের পরিবারের কাছে যুগ যুগ ধরে রয়েছে, তাই ওটার প্রতি কেমন যেন মায়া লেগে গেছে আমার।' এই বলে তিনি উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলেন। কিন্তু কারোর কাছ থেকে উত্তর না আসাতে তাঁর মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন, 'এখনি আমাকে যেতে হবে, পোশাক পাল্টাতে হবে। আমার মনে হয়, হীরেটি দেখাবার ব্যবস্থা

আমাকেই করতে হবে।' নিজের মনে বলেই তিনি এরপর পোয়ারোর দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় বললেন, 'এ একটা ভয়ঙ্কর সুন্দর হীরের নেকলেস, যার এমন সূক্ষ্ম নকশা, কারুকার্য এর আগে কখনো হয়নি। জর্জ আমাকে অনেকবার বলেছে, হীরেগুলো নতুন করে সেট করে একটা নতুন নেকলেস গড়িয়ে দেবে, কিন্তু আজও সে সেটা গড়িয়ে দেয়নি।' এই বলে লেডি ইয়ার্ডলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রায় ক্রন্দনরত অবস্থায়।

আধঘণ্টা পরে একটা বিশাল ড্রইংরুমে আমরা তিনজন বসে লেডি ইয়ার্ডলির প্রতীক্ষা করছি। তখন সবে মিনিট কয়েক মাত্র অতিবাহিত হয়েছে আমাদের নৈশভোজ সারার পর থেকে। এই সময় হঠাৎ মৃদু খস্‌খস্ শব্দ হতেই চোখ মেলে তাকালাম দরজার দিকে, দেখলাম আপাদমস্তক পোশাকে ঢাকা লেডি ইয়ার্ডলি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তারপরেই তাঁর গলার দিকে তাকাতেই আমার দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ হলো সেখানে, দেখলাম, সাদা আগুনের স্রোতরাশি জ্বলজ্বল করছে সেখানে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না, সেটা আর কিছু নয়, আসলে সেটা হীরের দ্যুতি, একটা হাত দিয়ে তিনি সেটা স্পর্শ করে আছেন, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। এই মুহূর্তে তাঁর চোখ-মুখ গভীর গহন অরণ্যের এক হিংস্র বাঘিনীর মতো দেখাচ্ছিল যেন।

'একটু অপেক্ষা করুন, এটা আমি আপনাদের সামনে ধ্বংস করব,' লেডি ইয়ার্ডলি হাল্কা রসিকতা করতে চাইলেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত সব হিংস্র আওয়াজ যেন ধ্বনি হয়ে শোনালো। তাঁর সেই রসিকতা যেন নিমেষে উধাও হয়ে গেল। 'বড় আলোটা জ্বালিয়ে দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন আপনারা। তারপর আপনারা দেখবেন ইংলন্ডের সবচেয়ে বিশ্রী কুৎসিত নেকলেসটা।'

সব কয়টি বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ ছিল ঘরের বাইরে। তিনি যখন তাঁর হাতটা প্রসারিত করে ঘরের বাইরে সুইচগুলোর ওপর রাখলেন, ঠিক তখনি একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। হঠাৎ কোনো রকম জানান না দিয়েই ঘরের প্রতিটি আলো নিভে গেল, দরজার পাল্লায় কোনো ভারি কিছু ধাক্কা লেগে প্রচণ্ড জোরে একটা আওয়াজ উঠল, এবং সেই সঙ্গে ঘরের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো এক নারী কণ্ঠের সুতীব্র আর্তনাদের আওয়াজ।

'হায় ঈশ্বর!' লর্ড ইয়ার্ডলি চিৎকার করে উঠলেন। এ তো দেখছি মডের গলা! তাহলে কি হলো?'

আমরা অন্ধকারে অন্ধের মতো হাতড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। কয়েক পা এগোতেই অস্পষ্ট অন্ধকারে আবছা চোখে পড়ল সামনের দিকে কি যেন একটা দলাপাকানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে মেঝের ওপরে। ভাল করে লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখলাম, সেই দলাপাকানো জিনিসটা আর কিছু নয়, সেটি লেডি ইয়ার্ডলির অবচেতন দেহ। আর এই মুহূর্তে তাঁর গলাটা শূন্য, সেখান থেকে হীরের নেকলেসটা উধাও, জোর করে কেউ তাঁর গলা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে থাকবে, এর ফলে তাঁর শূন্য গলায় যে দড়ির ফাঁসের মতো লাল দাগ ফুটে উঠেছে, তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় তাঁর দামী হীরের নেকলেসটা খোয়া গেছে।

ইতিমধ্যে ঘরের আলোগুলো আবার জ্বলে উঠেছে। আমরা তখন হাঁটু মুড়ে বসে লেডি ইয়ার্ডলির মাথার কাছে বসে পড়লাম। হাতের নাড়ী টিপে দেখলাম, কাজ করছে, তবে গতি খুবই শ্লথ। সে যাইহোক, লেডি ইয়ার্ডলি এখনও বেঁচে আছেন। কিন্তু কেন তিনি জ্ঞান হারাতে গেলেন?

হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকালেন লেডি ইয়ার্ডলি। তারপর কোনোরকমে ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন, 'চীনা, চীন দেশের লোক সে। পাশের দরজা দিয়েই—' বলেই তিনি আবার নীরব হলেন।

স্ত্রীর কথা শুনেই একটা কঠিন শব্দ বেরিয়ে এলো লর্ড ইয়ার্ডলির মুখ থেকে, আর সেটা শুনে আমার বুকটা অসম্ভব কেঁপে উঠল,—আবার, আবার সেই চীনা লোক! লেডি ইয়ার্ডলি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে কম-বেশি চল্লিশ গজ দূরে দেওয়ালের গায়ে ছোট একটা দরজা। সেখানে গিয়ে চৌকাঠের ওপর চোখ পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে আমি চিৎকার করে উঠলাম। আমার এই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ লেডি ইয়ার্ডলির নেকলেসটা সেখানে পড়ে থাকা। এই কিছুক্ষণ আগেও যিনি গলায় পরেছিলেন। বোঝা গেল, ছোট দরজা-পথ দিয়ে পালিয়ে যাবার সময় কোনো কারণে চোরটা বাধা পেয়ে থাকবে, আর তখনই হঠাৎ ধাক্কা লেগে তার হাত থেকে নেকলেসটা চৌকাঠের ওপর পড়ে গিয়ে থাকবে। হারানো জিনিস এতো তাড়াতাড়ি অল্পায়াসে হাতে পেয়ে আর এক দফা উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। মেঝে থেকে তুলে নিয়ে সেটা ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে অবাক হলাম। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ইতিমধ্যে লর্ড ইয়ার্ডলিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমার পাশে। নেকলেসটার দিকে নিমেষে একবার তাকিয়ে তিনিও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমার এই দীর্ঘশ্বাস ফেলার কারণ একটাই, লেডি ইয়ার্ডলির নেকলেস থেকে বিচ্ছুরিত সাদা আগুনের মতো দেখতে সেই অমূল্য হীরে 'দ্য স্টার অব দ্য ইস্ট' উধাও হয়ে গেছে বলে।

'তার মানে এই ব্যাপার', আমি আর একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'এরা কিন্তু সাধারণ ছিঁচকে চোর নয়। এই মহামূল্যবান হীরেটাই ছিল তাঁদের কাম্য।'

'কিন্তু এখন কথা হচ্ছে লোকটা ভেতরে ঢুকল কি করে?'

'এই ছোট দরজা দিয়ে।'

'কিন্তু ওটা তো সব সময় তালা বন্ধ থাকে।'

আমি মাথা নাড়লাম। 'দেখুন, এখন ওটা তালা বন্ধ নেই,' এই বলেই আমি দরজার পাল্লা ধরে টানতেই সেটা খুলে গেল আর সেই সঙ্গে কি যেন পড়ে গেল মেঝের ওপর। আমি সেটা তুলে নিলাম। সেটা একটা সিল্কের টুকরো, এবং তাতে এমব্রয়ডারি করা কাজ দেখে নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায় যে, কোনো চীনা লোকের পোশাকের একটা ছোট্ট অংশ, তাড়াতাড়ি করে পালিয়ে যাবার সময় দরজার হাতলে লেগে ছিঁড়ে গিয়ে থাকবে।

'লোকটা খুব বেশিদূর যায়নি', আমি তাড়া দিয়ে বললাম, 'আপনারা আমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি ছুটে আসুন, হয়তো তাকে ধরলেও ধরা যেতে পারে।'

লর্ড ইয়ার্ডলিদের সঙ্গে নিয়ে তখনি ছুটতে ছুটতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেও কাজের কাজ কিন্তু কিছুই হলো না। কালো পিচের মতো রাতের অন্ধকারে চোরের পক্ষে তার পালাবার পথ বার করে নেওয়ার কাজটা খুবই সহজ হয়ে গেল। অগত্যা আমাদের খালি হাতেই ফিরে আসতে হলো। বাড়ি ফিরে এসে লর্ড ইয়ার্ডলি তখন তাঁর এক পরিচারককে পুলিশ স্টেশনে পাঠালেন খবরটা দেবার জন্যে।

এদিকে আমাদের অনুপস্থিতির সময় লেডি ইয়ার্ডলি প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন এবং পোয়ারো এক-এক করে তাঁর কাছ থেকে এ ঘটনার ব্যাপারে অনেক কিছুই জেনে নিচ্ছিল।

'আমি তখন অন্য আলোর সুইচটা টিপতে যাবো,' লেডি ইয়ার্ডলি বলতে থাকেন, 'তখন একটি লোক পিছন থেকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে আমার গলা থেকে নেকলেসটা এত জোরে টানলো যে আমি টাল সামলাতে না পেরে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ে গেলাম। পড়ে যাবার সময় চকিতে একবার দেখলাম, লোকটা দেওয়াল-ঘেষা ছোট দরজা দিয়ে পালাচ্ছে। তাছাড়া আরও একটা জিনিস আমার নজরে পড়ল। তার মাথার পিছনে চুলের ছোট একটা বিনুনী এবং পরনে সিল্কের আলখাল্লা, যা দেখে আমার তখন বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না, চোরটা একজন চীনাম্যান।' ভয়ে আতঙ্কে একবার গা ঝাঁকুনি দিয়েই তিনি নীরব হলেন।

এই সময় খানসামা আবার সেখানে এসে হাজির হলো। লর্ড ইয়ার্ডলির কাছে গিয়ে নিচু গলায় বলল, 'মি. লর্ড, মিস্টার হফবার্গের কাছ থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি বললেন আপনি নাকি তাঁকে আশা করছেন।'

'হায় ঈশ্বর!' সৎমানুষ লর্ড ইয়ার্ডলি আক্ষেপ করে বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, আমার মনে হয় ওঁর সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত। তবে শোনো মলিংস, এখানে নয়, ওঁকে আমার লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও, আমি আসছি।'

আমি পোয়ারোর একপাশে সরে গিয়ে নিচু গলায় তাকে বললাম, 'শোনো বন্ধু, এখনি আমাদের লন্ডনে ফিরে যাওয়াটা কি ভাল হবে না?'

'কেন হেস্টিংস, তুমি কি তাই মনে করো, কিন্তু কেন?'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি,' এই বলে গলা ঝেড়ে নিয়ে তেমনি চাপা গলায় বললাম, 'ব্যাপারটা যে আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে, তুমি কি তা বোঝো না? মানে আমি বলতে চাই', তাকে একটু খোঁচা দেবার জন্যেই বললাম, 'তখন তো তুমি লর্ড ইয়ার্ডলিকে খুব বড়াই করে বলেছিলে, এ ব্যাপারে সব ভার তোমার হাতে তুলে নিয়ে তুমি ওঁর ভালর দিকটা দেখবে। কিন্তু এখন যে তোমার নাকের ডগা দিয়ে হীরেটি উধাও হয়ে গেল, এরপর তুমি কি করবে এখানে, কি কাজই বা আর থাকতে পারে তোমার?'

'এ কথা সত্যি যে,' নেহাতই হতাশ হয়ে পোয়ারো বলল, 'এ ক্ষেত্রে আমার জয়োল্লাস করার মতো কিছু ঘটাতে পারিনি। হয়তো আমি ব্যর্থ বলে তুমি ধরে নিতে পারো।'

পোয়ারো যে ভাবে নিজের হার স্বীকার করে নিল, তাতে আমার খুব হাসি পেল। কিন্তু কোনো রকমে সে হাসি চেপে গেলাম। তবে আমার আগের কথার জের টেনে বললাম, 'আর তাই তো বলছি, তোমার কি একবারও মনে হয় না, এই পরিস্থিতিতে এখানে আর এক মুহূর্ত না থেকে এখনি আমাদের চলে যাওয়া উচিত এখান থেকে?'

'আর এখানকার নৈশভোজ নিঃসন্দেহে চমৎকারই হবে নিশ্চয়ই! লর্ড ইয়ার্ডলির রাঁধুনি অবশ্যই চমৎকার রান্না করবে।'

'আহা, কি এমন আহামরি নৈশভোজ হবে শুনি?' অধৈর্য হয়ে আমি বলে উঠলাম।

পোয়ারো হাতমুখ নেড়ে বলে উঠল, 'তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, এখানকার খাবারের ব্যাপারে তোমার অনীহা আছে, সব সময় তুমি এদের খুঁত দেখতে পাও।'

'এ ছাড়াও তাড়াতাড়ি লন্ডনে ফিরে যাবার আরও একটা কারণ আছে,' আমি বলতে থাকি।

পোয়ারো আমাকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তা বন্ধু সেটা কি আমাকে বলবে?'

'অপর হীরেটি!' আমি আমার গলার স্বর খাদে নামিয়ে এনে বললাম, 'মিস মার্ভেল—'

'তার সঙ্গে আমার এখনি লন্ডনে ফিরে যাবার কি আছে?'

'কেন, কোনো সম্পর্কই তুমি দেখতে পাচ্ছো না?' পোয়ারোর ন্যাকামো দেখে আমার গা-পিত্তি জ্বলে যাবার উপক্রম হলো। 'একজোড়া হীরের একটা তো তারা হস্তগত করেছে, এবার তারা অপর হীরেটার দিকে হাত বাড়াবে।'

'ওহো এই কথা!' এই বলে পোয়ারো আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যে, তা দেখে আমার মনে হলো সে যেন অদ্ভুত কিছু দেখতে পেয়েছে আমার মধ্যে। তারপর সে আমার বুদ্ধির চ্যালেঞ্জ করে বলে উঠল, 'বন্ধু, তোমার কি মস্তিষ্ক ঠিক মতো কাজ করছে না? কারণ তুমি বোধহয় একটা কথা ভুলে গেছ, মিস মার্ভেল যেমন চিঠি পেয়েছেন তাতে পূর্ণিমার রাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর আগামী শুক্রবার সেই পূর্ণিমা। তাই আমাদের হাতে এখনও অনেক সময় আছে, কি বলো?'

দ্বিধাগ্রস্তভাবে আমি মাথা নাড়লাম। সত্যিই পূর্ণিমার রাতের কথা আমার আদৌ মনে ছিল না। পোয়ারো কথাটা মনে করিয়ে দিতেই আমার সারা শরীরটা যেন আতঙ্কে হিম হয়ে এলো। তবে পোয়ারো যে নৈশভোজের জন্য অপেক্ষা করে থাকছে না তার জন্যে মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিলাম। পোয়ারো তার একটু আগের মত পাল্টে নৈশভোজে থাকতে না পারার জন্যে লর্ড ইয়ার্ডলির কাছে ক্ষমা চেয়ে একটা চিরকুট লিখে তখনি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল আমাকে সঙ্গে নিয়ে।

আমার ইচ্ছে ছিল মিস মার্ভেলের হোটেল ম্যাগনিফিসেন্টে গিয়ে তাঁকে লেডি

ইয়ার্ডলির হীরে চুরির ঘটনাটা আগে-ভাগে দিয়ে রাখি যাতে করে তিনি সতর্ক হতে পারেন। কিন্তু পোয়ারো তাতে বাধ সাধলো, বলল, পরের দিন সকালে তাঁর কাছে গেলেই চলবে। আমি তার কথার প্রতিবাদ না করে বরং নিজের মনে গজগজ করতে থাকলাম।

পরের দিন সকালে পোয়ারোর মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমার তখন সন্দেহ হলো, বোধহয় গতকাল রাত্রে আমার ইচ্ছে আর হুঁশিয়ারী বিফলে যায়নি, আর সেটা টের পেয়েই পোয়ারো গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু কতক্ষণই বা ব্যাপারটা সে চেপে রাখবে। প্রভাতী সংবাদপত্র থেকে মিস মার্ভেল এবং তার স্বামী নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে লেডি ইয়ার্ডলির নেকলেস চুরি যাওয়ার খবরটা জেনে গেছে। এখন আমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাওয়ার যা অপেক্ষা। দুপুর দু'টো নাগাদ টেলিফোনটা বেজে উঠল। পোয়ারো ফোনটা ধরল। কয়েকমুহূর্ত শুনলো সে, তারপর আচ্ছা রাখছি বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। এবং আমার দিকে ফিরে তাকাল।

'তোমার কি মনে হয় ফোনটা কোথ্‌থেকে আসতে পারে?' এই প্রথম পোয়ারোকে একাধারে লজ্জিত এবং অপরদিকে উত্তেজিত হতে দেখা গেল। 'মিস মার্ভেলের হীরেটাও চুরি হয়ে গেছে!'

'কি বললে?' আমি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলাম, পোয়ারোকে একটু খোঁচা দেওয়ার এই সুযোগ, সেই লোভটা ছাড়তে পারলাম না। বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললাম, 'কি গো গোয়েন্দাপ্রবর, এবার তোমার পূর্ণিমার রাতের কি হবে বলতে পারো?'

পোয়ারো মাথা নিচু করে রইল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তা ঘটনাটা কখন ঘটল?'

'ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হলো, আজ সকালে।'

আমি দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়লাম। 'গতকাল রাতেই আমার কথা শুনলে এমনটি আর ঘটতো না। এবার বুঝতে পারলে তো, সময় সময় আমিও ঠিক কথাই বলি, আমার ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়?'

'তাই তো মনে হচ্ছে বন্ধু,' পোয়ারো এবার বেশ সতর্ক হয়েই বলল, 'অনেকের মতে কিছু করে দেখানোর মধ্যে প্রতারণা আর প্রতারিত হওয়ার একটা ব্যাপার থেকে যায়। তবু সব ঘটনাই অনেকটা আয়নার মতো, যেমন দেখায় সেটাই মেনে নিতে হয়, বুঝলে!'

এরপরের ঘটনা এগিয়ে চলে। রাস্তায় নেমে একটা ট্যাক্সি ধরে আমরা সোজা ম্যাগনিফিসেন্ট হোটেলে গিয়ে উঠলাম। প্রতারকের মনের অভিসন্ধির কথা ভাবতে গিয়ে আমাকে বারবার হতভম্ব হতে হচ্ছিল। তাই আর থাকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আমার অনুমানের কথাটা বলেই ফেললাম পোয়ারোকে : 'পূর্ণিমার রাতে হীরে চুরি করার আভাস দেওয়ার মতলবটা নিঃসন্দেহে অভিনয়, কি বলো? শুক্রবারের আগে পর্যন্ত কিছু হবে না এই ভেবে আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকা আর সেদিক থেকে

আমাদের লক্ষ্য অন্য দিকে সরিয়ে রেখে চতুর চোরটি অনেক আগেই তার সেই আকাঙ্ক্ষিত কাজটা সেরে ফেললো। তার এই অভিনব মতলবটার কথা তুমি আগে অনুমান করতে পারোনি, তোমার মতো ধুরন্ধর গোয়েন্দার পক্ষে এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার!'

'যা বলেছো!' পোয়ারো এতক্ষণে তার স্বাভাবিক গলায় একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, 'যা হজম করতে অনেকেরই যথেষ্ট সময় লাগবে। একজনের পক্ষে সব কিছু আগে থাকতে ভেবে রাখা কখনোই সম্ভব নয়।'

পোয়ারোর জন্য আমার করুণা হয়। যে কোনো ব্যর্থতা যে ঘৃণা করে সে এটা আমার অনেক জানা ছিল।

'মন খারাপ করো না পোয়ারো। আগের মতো হাসি-খুশির মেজাজ রাখার চেষ্টা করো। দেখবে পরের কেসে ভাগ্য তোমার ঠিক সহায়ক হবে।'

ওদিকে ম্যাগনিফিসেন্ট হোটেলে পৌঁছেই আমরা সোজা ম্যানেজারের অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। গ্রেগরী রলফ্ সেখানেই ছিলেন, সঙ্গে ছিল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দু'জন বিশ্বস্ত কর্মচারী। মুখ কালো করা একজন কেরানী তাদের ঠিক উল্টোদিকে বসেছিল।

আমরা ঘরে ঢুকতেই রলফ্ মাথা নেড়ে আমাদের স্বাগত জানালেন।

'আমরা ঘটনাটা শুরু থেকে বলার চেষ্টা করছি,' বললেন তিনি। 'কিন্তু এটা একেবারে অবিশ্বাস্য। হীরেটা চুরি করার মতো সাহস যে কি করে হলো লোকটার এখনো আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

মাত্র কয়েক মিনিট লাগলো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ একটা বিবরণ দিতে। মিস্টার রলফ্ সকাল এগারোটা-পনেরো মিনিট নাগাদ কোনো কাজে হোটেল থেকে বেরিয়ে যান। আর ঠিক তার পনেরো মিনিট পরে, অর্থাৎ সকাল সাড়ে-এগারোটা নাগাদ হুবহু তাঁর মতো দেখতে একটি লোক হোটেলে ঢুকে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে ঠিক রল্ফ-এর মতো ভাবভঙ্গি করে তাঁর গহনার বাক্সটা ব্যাঙ্কের ডিপোজিট ভল্ট থেকে তুলতে চায়। আপাতদৃষ্টিতে ম্যানেজারের মনে তেমন কোনো সন্দেহই জাগেনি, আসলে লোকটা মিস্টার গ্রেগরী রলফ্ নয়, তাঁর ডুপ্লিকেট মাত্র। যাইহোক, ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী একটি রসিদে তাকে সই করতে বলেন। লোকটি রসিদে সই করে সেটা ম্যানেজারকে ফেরত দিলে তিনি ব্যাঙ্কের রেকর্ডবুকে রলফ্-এর সইয়ের সঙ্গে মিলাতে গিয়ে দেখেন পরের সইটি আগের থেকে একটু অন্যরকম। এ ব্যাপারে লোকটিকে প্রশ্ন করা হলে সে কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলে, 'আরে বলেন কেন, তাড়াতাড়ি করে ট্যাক্সি থেকে নামার সময় আমার ডানহাতের দু'টি আঙুল জখম হয়ে যায়, আর এই কারণেই বোধহয় আমার পরের সইটা আগের থেকে একটু তফাৎ ঠেকছে।' রলফের বক্তব্য শেষ হতেই কেরাণী ভদ্রলোক মুখ খুললেন, তাঁর বক্তব্য থেকে এরকম মনে হয় যে, লোকটির দ্বিতীয় সইটা তিনিও দেখেছিলেন। কিন্তু তাতে উল্লেখ করার মতো তেমন কোনো পার্থক্য তিনি দেখতে পাননি তখন।

লোকটি নিজেকে আসল গ্রেগরী রলফ্ প্রমাণ করার জন্য উপযাচক হয়ে নিজের থেকেই আবার এও বলেন, 'আপনারা যেন আমাকে আবার চোর-ডাকাত বলে মনে করবেন না।' লোকটি তারপর তার দুঃখের কাহিনী শোনাতেও ভোলেনি। 'দেখুন, একজন চীনা লোক বেশ কিছুদিন ধরে আমাকে হুমকি দিয়ে চিঠি লিখছে। আরও দুঃখের ব্যাপার কি জানেন, আমার নিজের মুখটাই অনেকটা চীনাদের মতো, বিশেষ করে আমার চোখদুটি তো হুবহু চীনাদের মতো, তাই না?'

'লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমিও খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম,' কেরানী ভদ্রলোক বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি লক্ষ্য করলাম ঠিকই লোকটার চোখদুটো একটু কুতকুতে, যেমন চীনা লোকদের হয়ে থাকে আর কি!'

'ওসব খোসগল্প রাখুন তো মশাই', আসল গ্রেগরী রলফ্ শরীরটা সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকিয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনারাই দেখুন, আমার চোখদুটো কি সত্যি সত্যিই চীনাদের মতো কুতকুতে?'

কেরানী ভদ্রলোক এবার খুব ভাল করে রলফ্-এর চোখদুটির দিকে তাকালেন। অনেকক্ষণ পরে ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে তিনি বললেন, 'না, আপনার এখনকার চোখ সে কথা বলছে না। না, এখন ওঁকে চীনা লোক বলে একেবারে মনেই হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, ওঁর চোখে এমন এক আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ আছে, যা দেখে ভয় না পেয়ে থাকা যায় না। এ চোখের চাহনিকে কোনোভাবেই সন্দেহ করা যায় না।'

'খদ্দেরটি যে অপরিসীম সাহসের অধিকারী স্বীকার করতেই হয়, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আনা গোয়েন্দা অফিসারটি মন্তব্য করলেন, 'পাছে ধরা পড়ে যায়, সেজন্য সে আগে থেকেই প্রয়োজনীয় মেকআপ নিয়ে রেখেছিল। আর লোকটা আপনার ওপর অনেকক্ষণ থেকে নজর রাখছিল, আপনি যেই হোটেল থেকে বেরিয়ে যান তার কিছু পরেই সে ম্যানেজারের সামনে এসে হাজির হয় তার কাজটা সারবার জন্য।'

'তা সেই গহনার বাক্সটার কি হলো?' আমি জানতে চাইলাম।

'ওটা হোটেলের করিডরে পাওয়া গেছে', গহনার বাক্সে সব কিছু অটুট থাকলেও কেবল একটা জিনিস খোয়া গেছে, আর সেটা হলো, 'দ্য ওয়েস্টার্ন স্টার!'

আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অতিপ্রাকৃতিক এবং অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো।

পোয়ারো চলে যাওয়ার জন্য হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। 'আশ্চর্য, এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, অথচ এখানে আমি থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজে এলাম না', দুঃখের সঙ্গে সে বলল, 'মিস্টার রলফ্, দয়া করে ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেবেন আমাকে?'

'আমার মনে হয় এতবড় একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে যাবার পর মানসিক দিক থেকে খুবই আঘাত পেয়ে উনি এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। এ অবস্থায় তাঁকে বিরক্ত করাটা বোধহয় ঠিক হবে না', রলফ্ মন্তব্য করলেন।

'ঠিক আছে, আর বলতে হবে না, বুঝেছি', পোয়ারো বললো। 'তাহলে মঁসিয়ে, আপনার সঙ্গেই কয়েকটা জরুরী কথা সেরে নিতে চাই, একটু সময় দিতে পারবেন তো?'

'নিশ্চয়ই! আসুন আমার ঘরে।'

মিনিট পাঁচেক পরেই পোয়ারো ফিরে এলো আমার কাছে। এসেই সে আমার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'চলো বন্ধু, পোস্ট অফিসে যেতে হবে। একটা তারবার্তা পাঠাতে হবে।'

'মানে? তারবার্তা কাকে পাঠাবেন?'

'লর্ড ইয়ার্ডলিকে।' সে আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'এসো বন্ধু, এসো। নষ্ট করার মতো সময় এখন আমাদের হাতে নেই। তোমার মনের কথা আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমি এ কেসের ব্যাপারে তেমন কিছু করে দেখাতে পারিনি! হয়তো আমার জায়গায় তুমি থাকলে কিছু করে দেখাতে পারতে। এখন এ নিয়ে চিন্তা করো না। তার চেয়ে বাইরে চলো, পোস্ট অফিসের কাজ সেরে লাঞ্চ করা যাবেখন।'

মধ্যাহ্নভোজ সেরে পোয়ারোর ঘরে যখন ফিরে এলাম তখন বিকেল প্রায় চারটে। জানালার পাশে বসে থাকা একটি মূর্তি উঠে দাঁড়ালো, তিনি হলেন লর্ড ইয়ার্ডলি। প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় নিদারুণ বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার ছাপ ফুটে উঠেছিল তাঁর চোখে-মুখে।

'আপনার তারবার্তা পেয়েই আমি ছুটে এসেছি। আর একটা কথা মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার এখানে আসার আগে আমি হফবার্গে ঘুরে এসেছি। ওঁদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম, গতরাত্রে ওঁদের দালাল বর্ণিত কোনো লোককেই ওঁরা আমাদের বাড়িতে পাঠায়নি। তাছাড়া ওরা আমাকে কোনো তারবার্তাও পাঠায়নি। আপনি কি মনে করেন সেটা—'

পোয়ারো তাঁকে হাত তুলে বাধা দিয়ে বলল, ক্ষমা করবেন! ওই তারবার্তাটা আমিই আপনাকে পাঠিয়েছিলাম। আর হফবার্গের দালাল বলে বর্ণিত যে লোকটি আপনার কাছে গেছলো সে আমার লোক। আমিই তাকে পাঠিয়েছিলাম।

'আপনি, আপনিই এ সব করেছিলেন? কিন্তু কেন?' আমতা আমতা করে বললেন লর্ড ইয়ার্ডলি। 'কিন্তু এ সব করার মানে কি?'

'মানে একটাই, পুরো ব্যাপারটা আমি একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিলাম,' উত্তরে পোয়ারো শান্তভাবে বলল, 'এছাড়া আমার আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।'

'পুরো ব্যাপারটা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিলেন মানে? হায় ঈশ্বর!' লর্ড ইয়ার্ডলি উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলেন।

'যাইহোক, আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে', পোয়ারো খুশির মেজাজে বলে উঠলো, 'অতএব মি. লর্ড, আপনাকে আপনার জিনিসটা ফিরিয়ে দিতে পেরে আমি খুবই

আনন্দিত!' এই বলে সে নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা সাদা আগুনের মতো জ্বলজ্বলে জিনিস মেলে ধরলো লর্ড ইয়ার্ডলির দিকে। এটা সেই ঐতিহাসিক হীরেটা।

সেটা হাতে তুলে নিয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে লর্ড ইয়ার্ডলি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, এই তো সেই ''দ্য স্টার অব দ্য ইস্ট হীরেটা!'' কিন্তু আমি যে এ সবের কিছুই বুঝতে পারছি না—'

'সত্যিই পারছেন না?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল। 'অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না। বিশ্বাস করুন মি. লর্ড, আপনাদের এই হীরেটা চুরি যাওয়া খুবই দরকার ছিল। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম না, আপনার জিনিস আপনার কাছেই গচ্ছিত থাকবে, আর আমি আমার সেই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। কিন্তু কি ভাবে এটা উদ্ধার করেছি সেটা একান্তই গোপনীয়, দয়া করে সেই রহস্যটা যেন জানতে চাইবেন না।' যাইহোক, লেডি ইয়ার্ডলিকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন আর তাঁকে বলবেন, তাঁর হারানো হীরের টুকরোটা তাঁকে ফেরত দিতে পেরে আমি এত খুশি হয়েছি যা ভাষায় বর্ণনা দিতে পারব না। আমার কাজ শেষ। আপনারা ভাল থাকুন, সুখে থাকুন! শুভ দিনের কামনা করে এবার আমি আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি মি. লর্ড!'

লর্ড ইয়ার্ডলিকে এক বিরাট রহস্যের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল ছোট-খাটো চেহারার মানুষ এরকুল পোয়ারো। তারপর সে তার হাত কচলাতে কচলাতে ফিরে এলো আবার।

'পোয়ারো', আমি বলে উঠলাম, 'আমি কি পাগল হয়ে যাব?'

'না বন্ধু, তবে সব সময়েই তোমার মধ্যে একটা মানসিক আচ্ছন্নতা ছড়িয়ে থাকে।

'এবার বলো, হীরেটা তুমি কি করে পেলে?'

'মিস্টার রলফ্-এর কাছ থেকে।'

'রলফ্? এ তুমি কি বলছো পোয়ারো? মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি এবার আমার মাথা বুঝি খারাপ হয়ে যাবে!'

'চীনা লোকটার কাছ থেকে বারবার হুমকির চিঠি পাই। তারপর 'সোসাইটি গসিপ' পত্রিকায় এ সম্পর্কে লেখা বেরলো, এ সবই মিস্টার গ্রেগরী রলফ্-এর উর্বর মস্তিষ্ক থেকেই বেরিয়েছে। দুটি হীরে ঠিক একই রকম দেখতে, একটি অপরটির পরিপূরক, যাকে বলে জোড়া মানিক! কিন্তু এটা নেহাতই মিথ্যে রটনা। আসলে হীরে ছিল একটাই আর তা হচ্ছে ইয়ার্ডলি পরিবারের অন্যান্য দামী দামী রত্নের সংগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। মনে রেখো, এই একমাত্র ঐতিহাসিক হীরেটি তিন বছর ছিল গ্রেগরী রলফ্-এর হেপাজতে। আজ সকালবেলা তিনি নিজের দু'চোখের কোণায় গ্রীসের মেকআপ লাগিয়ে আসল চেহারাটা বদলে ফেলেছিলেন যাতে করে তার চোখদুটি খুদে খুদে চীনাদের মতো দেখায় বা হেস্টিংস তুমি যাই বলো না কেন, রলফ্ লোকটি জাত অভিনেতা স্বীকার করতেই হবে। এখন দেখতে হবে ফিল্মে ওঁকে কেমন দেখায়!'

'কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, রলফ্ তাঁর নিজের হীরে কেন তিনি চুরি করলেন, এ রহস্যটা কিন্তু আমার কাছে ঠিকমতো পরিষ্কার হলো না।' এ ব্যাপারে পোয়ারোর অভিমত জানতে চাইলাম।

'কারণ বিবিধ,' উত্তরে পোয়ারো বলল, 'যার মধ্যে একটি হলো লেডি ইয়ার্ডলি, যিনি ভয়ঙ্করভাবে খেপে উঠেছিলেন।'

'লেডি ইয়ার্ডলি? সেকি!'

'হ্যাঁ, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, এই লেডি ইয়ার্ডলি বেশ কিছুদিন ক্যালিফোর্নিয়ায় ছিলেন। সেখানে থাকার সময় ওঁর স্বামী লর্ড ইয়ার্ডলি অন্য এক মহিলার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করে বেশ মস্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন। এর ফলে লেডি ইয়ার্ডলি তখন ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ, একা হয়ে পড়েন। তবে নিঃসঙ্গ জীবন তাঁকে খুব বেশিদিন কাটাতে হয়নি, কারণ কিছুদিন পরেই তাঁর জীবনে আবির্ভাব ঘটে হলিউডের সুন্দর ও সুপুরুষ এক অভিনেতা গ্রেগরী রলফ্-এর। রলফ্-এর সুন্দর চেহারা এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে লেডি ইয়ার্ডলি তাঁর প্রেমে পড়ে যান অচিরেই এবং নিজেকে তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেন। এই সুযোগে মিস্টার রলফ্ চুটিয়ে ভালবাসার খেলা চালিয়ে যেতে থাকেন সুন্দরী লেডি ইয়ার্ডলির সঙ্গে। রলফ্ কিন্তু তার সঙ্গে শুধুই ভালবাসার অভিনয়ই করে গেলেন না, লেডি ইয়ার্ডলির দেহ-মন তিনি যখন সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে বসলেন, তখনি তিনি তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে দিলেন। সেদিন ইয়ার্ডলি চেজ-এ না গেলে তাঁদের এই গোপন সম্পর্কের কথা আমার জানাই হতো না। লেডি ইয়ার্ডলিকে একটু চাপ দিতেই শেষ পর্যন্ত তিনি ভেঙে পড়েন এবং অকপটে মিস্টার রলফ্-এর সঙ্গে তাঁর গোপন সম্পর্কের কথা স্বীকার করে ফেলেন। লেডি ইয়ার্ডলি আবার এও বলেছেন, মিস্টার রলফ্-এর সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে তিনি খুবই অসতর্ক ছিলেন বলেই এমন অঘটন ঘটেছিল। ওঁর বক্তব্যের মধ্যে অবিশ্বাস করার মতো তেমন কোনো কারণ আমি দেখতে পাইনি। আবার এটাও ঘটনা যে, লেডি ইয়ার্ডলি আবেগের তাড়নায় নিজের হাতে কিছু প্রেমপত্র লিখেছিলেন গ্রেগরী রলফ্কে। আর এই সুযোগে মিস্টার রলফ্ সেই চিঠিগুলি তাঁর স্বামী লর্ড ইয়ার্ডলির কাছে ফাঁস করে দেবেন বলে হুমকিও দেন। এটা পরিষ্কার ব্ল্যাকমেলিং-এর পর্যায়েই পড়ে, তাতে লেডি ইয়ার্ডলি ভীষণ ঘাবড়ে যান। প্রেমপত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে এবং এর ফলে তাঁর স্বামী লর্ড ইয়ার্ডলি তার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারেন যার পরিণতি হিসেবে প্রাণের চাইতেও দামী ছিল তাঁর সন্তানদের ছেড়ে চলে আসার প্রশ্ন। এই সব কথা ভেবে তিনি তখন রলফ্-এর হাতের পুতুল বনে গেলেন এবং তাঁর ইচ্ছের দাসী হয়ে গেলেন তিনি অতঃপর। লেডি ইয়ার্ডলির নিজের সঞ্চয় বলতে কিছুই ছিল না বলেই রলফ্ তাঁর প্রতি অন্যায় প্রভাব বিস্তার লাভ করতে পেরেছিলেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত রলফ্-এর নির্দেশে তিনি নিজের দামী হীরের একটি হুবহু নকল হীরে বানাতে বাধ্য হন এবং আসল হীরেটি রলফ্-এর

হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। দুটি হীরেই ফেরৎ দেবার হুমকি এবং এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে 'দ্য ওয়েস্টার্ন স্টার' নামে হীরেটির পুনরুদ্ধার করা হবে এই ব্যাপারটাই প্রথম আমার মনে সন্দেহ জাগায়। ওদিকে লর্ড ইয়ার্ডলি ঝামেলা একেবারেই পছন্দ করেন না, তাই তিনি আপোষে সব কিছু মিটিয়ে ফেলার জন্যে ভেতরে ভেতরে তৈরিও হচ্ছিলেন। এমন সময় লর্ড ইয়ার্ডলির হীরে বিক্রী করার সিদ্ধান্ত লেডি ইয়ার্ডলির কাছে নতুন আর এক সমস্যা হিসেবে দেখা দিল। কারণ আসল হীরেটা রলফ্ আগেই তাঁর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে ছিল একটা নকল হীরে, যা বিক্রী করা দূরে থাক, পরীক্ষা করার সময়েই ধরা পড়ে যেতে বাধ্য।'

'গ্রেগরী রলফ্ তখন সবে মাত্র ইংলন্ডে এসে পৌঁছেছেন। আর এই সময়েই লেডি ইয়ার্ডলি নিশ্চয় পাহাড়-সমান সমস্যা জানিয়ে তাঁকে একটা চিঠি লিখলেন এবং এ ব্যাপারে তার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সব শুনে গ্রেগরী রলফ্ লেডি ইয়ার্ডলিকে সব ব্যবস্থা করে দেবে বলে আশ্বাস দিলেন। আর এর থেকেই তাঁর মাথায় জোড়া হীরে ডাকাতির একটা পরিকল্পনা আসে। ওইভাবে হয়তো তিনি তাঁর একদা প্রেমিকার মুখ বন্ধ করতে পারবেন যিনি তাঁর সঙ্গে নিজের অতীতের কলঙ্কের কথা বিশ্বাসযোগ্যভাবে তাঁর স্বামীকে জানাবার ব্যবস্থা করতে পারছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, তাতে আমাদের ব্ল্যাকমেলার রলফ্-এর লাভ কি হবে? হ্যাঁ, লাভ হবে বৈকি! বীমার ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড পাবেন, আবার সেই সঙ্গে আসল হীরেটা থেকে যাবে তাঁরই দখলে। এই পরিকল্পনা যখন একেবারে পাকাপাকিভাবে বাস্তবরূপ নিতে চলেছে, ঠিক তখনি এই নাটকের রঙ্গমঞ্চে অপরাধীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর খল-নায়ক হিসেবে আর একজনের আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেল, আর তার নাম হলো একালের ত্রাণকর্তা এরকুল পোয়ারো। এই যে আমি, এই হীরে যাচাই করার জহুরি আসছে বলেই লেডি ইয়ার্ডলি তাঁর আজীবনের কণ্ঠহারটি ছিনতাই হওয়ার এক অভিনব নাটক ফেঁদে বসলেন, আর তাঁর চমৎকার অভিনয়ের গুণে সেই নাটকটি সাফল্যমণ্ডিত হলো। কিন্তু প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ এরকুল পোয়ারোর চোখের নজর ঠেকায় এমন ক্ষমতা কার আছে? বাস্তবে কি ঘটনা ঘটেছিল এবার দেখা যাক। লেডি ইয়ার্ডলি নিজেই দরজার পিছনের সুইচ টিপে ঘরের আলো নেভালেন, তারপর ঘরের লাগোয়া ছোট দরজার পাল্লাটা খুলে তীব্র আওয়াজ করে বন্ধ করলেন, গলা থেকে নকল হীরে-খচিত নেকলেসটা খুলে দরজার চৌকাঠের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জ্ঞান হারাবার ভান করে মেঝের ওপর পড়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এই নাটক মঞ্চস্থ করার আগেই উনি যে ওঁর নেকলেস থেকে নকল হীরের আদলটা বার করে রেখেছিলেন, আশাকরি নতুন করে উল্লেখ করার দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না।'

'কিন্তু এই নাটকের ঘটনা ঘটার আগে লেডি ইয়ার্ডলির গলায় যে নেকলেসটা ছিল আমি তা নিজের চোখে দেখেছি!' পোয়ারোকে বাধা দিয়ে আমি বলে উঠলাম।

'বন্ধু, ভুলে যেও না আমার কথা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি,' পোয়ারো হাত তুলে

আমাকে বাধা দিয়ে বলল, 'ধৈর্য ধরে আগে আমার সব কথা শোনো। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই দেখেছিলে, সত্যিই উনি নেকলেসটা হাত দিয়ে ছুঁয়েছিলেন। হীরের মতো দেখতে সেই নকল জিনিসটা খুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ফাঁকা জায়গাটা উনি আসলে হাত দিয়ে কৌশলে ঢেকে রাখতে চেয়েছিলেন, এই হলো আসল ব্যাপার। এরপর আসে সিল্কের কাপড়ের টুকরোর ব্যাপার, যেটা পরে দেওয়াল সংলগ্ন দরজার ওপাশে পাওয়া যায়। হেস্টিংস, তোমাকে মনে করিয়ে দিই, এমন একটি জমাটি নাটক করার পরিকল্পনা যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছে, তার পক্ষে একটুকরো সিল্কের কাপড় ওখানে ফেলে রাখা খুব একটা কঠিন কাজ নিশ্চয়ই নয়! এরপরের ঘটনা কি শুনবে? এই নাটকের পরবর্তী দৃশ্য আরও রহস্যময়, আরও বেশি চমকপ্রদ এবং রোমাঞ্চকর। পরের দিন সংবাদপত্রে লেডি ইয়ার্ডলির বাড়িতে তাঁর সেই দামী ঐতিহাসিক হীরেটা চুরি গেছে, এ খবরটা পড়তেই আসল নাটের গুরু গ্রেগরী রলফ্ নিজেও আর একটা নাটক করার লোভ সামলাবেনই বা কি করে বলো? লেডি ইয়ার্ডলির মতো হীরে চুরির দৃশ্যে তিনিও ওই সাজানো নাটকে দারুণ অভিনয় করলেন। অভিনেতা হিসেবে মেকআপের সূক্ষ্ম কারুকার্য রলফ্ বেশ ভালই জানেন; নিজের দু'চোখে এমনি গ্রীস লাগালেন যাতে এক ঝলক দেখলে তাঁকে সত্যিকারের একজন চীনা লোক বলেই যে কেউ ভেবে বসতে পারে। হোটেল থেকে বেরিয়ে চোখের চাহনি বদল করে আবার তিনি ফিরে এলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। তারপর হীরে চুরির দ্বিতীয় সাজানো নাটকে অভিনয় করলেন তিনি।'

'এ পর্যন্ত তোমার বলা সব কথাই যথার্থ বলে না হয় ধরেই নিলাম,' পোয়ারো থামতেই আমি তাকে একটা কঠিন প্রশ্নের সামনে ফেলে দিলাম। 'কিন্তু তুমি রলফ্‌কে এমন কি বলেছো যে, শুনে তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে আসল হীরেটা তোমার হাতে তুলে দিয়েছেন?'

'না, না, তেমন কিছুই বলিনি,' পোয়ারো হাসতে হাসতে বলল, 'স্রেফ বললাম, লেডি ইয়ার্ডলি অতীতে নিজের সঙ্গে রলফ্-এর কলঙ্কময় সম্পর্কের সব কথা তাঁর স্বামীকে বলে দিয়েছেন, এবং ইয়ার্ডলি পরিবারের বহু ঐতিহ্যবিজড়িত হীরেটা ফেরত নিতেই যে আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন তাও বললাম। সেই সঙ্গে কাজটা ত্বরান্বিত করার জন্য রলফ্‌কে আমি আবার হুমকি দিয়ে এও বললাম যে, ভালয় ভালয় তিনি যদি হীরেটা আমাকে ফেরত না দেন তাহলে পুলিশ এসে সেটা তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করবে, আর এর ফলে ইয়ার্ডলি পরিবার তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করতে বাধ্য হবে। এমনি কতকগুলো মিথ্যে ভয় দেখাতেই রলফ্-এর মুখটা হঠাৎ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তখন সে একরকম বাধ্য হয়েই ছোট ছেলের মতো সুরসুর করে হীরেটা আমার হাতে তুলে দেন।'

'কিন্তু একটা কথা তুমি কি ভেবে দেখেছো বন্ধু,' এখানে একটু থেমে আবার আমি বললাম, 'তোমার এই সাফল্যে কি মেরী মার্ভেলের প্রতি খুব অন্যায় অবিচার করা

হলো না? একরকম বিনা অপরাধেই তাঁকে নিজের হীরেটা খোয়াতে হলো, তাই নয় কি?'

'না, তুমি ভুল করছ হেস্টিংস,' পোয়ারো কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'ওঁর সঙ্গে তো একখানা জীবন্ত বিজ্ঞাপন সব সময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই বাইরে অন্য কোনো দিকে ওঁর মন থাকার কথা নয়, আর চিন্তা-ভাবনাও থাকার কথা নয়!'

'তার মানে এখানেও সেই গ্রেগরী রলফ্?' পোয়ারোর ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে বললাম, 'জানো পোয়ারো, এখন আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানো, রলফ্ নিজেই ওঁর স্ত্রীকে উড়ো চিঠি দিতো না তো?'

'অস্বাভাবিক কিছু নয়, হতেও পারে', পোয়ারো আমার প্রশ্নের একটা দায়সারা গোছের উত্তর দিয়ে বললো, 'আমি এখন লেডি ইয়ার্ডলির কথা ভাবছি, ক্যাভেন্ডিশের উপদেশ মেনে উনি কি নিজের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন আমার কাছে? যাইহোক, ঘটনাচক্রে আমি তখন আমার বাড়িতে ছিলাম না। আমার হয়ে তুমি ওঁকে শুনিয়ে দিয়েছিলে, মিস মার্ভেলও আমার বাড়িতে এসেছিলেন ওঁর সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে। মিস মার্ভেলকে লেডি ইয়ার্ডলি নিজের শত্রু বলেই ভাবেন, সেই তিনিও এখানে এসেছিলেন জেনেই হয়তো উনি নিজের সিদ্ধান্ত বদলালেন, ততক্ষণে উনি তোমার মুখ থেকে জেনে নিয়েছেন এ ব্যাপারে সমস্যাটা আরও কত জটিল হয়েছে। তোমার কাছ থেকেই জানতে পেরেছি, ব্ল্যাকমেলারের হুমকি দেওয়া চিঠি মিস মার্ভেলের মতো লেডি ইয়ার্ডলিও পেয়েছেন, এ কথা প্রথমে তোমার মুখ থেকেই বেরিয়েছে। আসলে গোড়ায় তিনি নিজের থেকে এ বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। তবে তোমার কথা শুনেই উনি একটা সুযোগ নেবার জন্যে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন।'

'আমি দুঃখিত পোয়ারো, এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না', পোয়ারোর কথার প্রতিবাদ করে উঠলাম।

পোয়ারো বলল, 'তুমি একজন বিখ্যাত গোয়েন্দার উপদেষ্টা হয়েও মনস্তত্ত্ব নিয়ে চর্চা করো না এটা খুবই পরিতাপের বিষয়। তুমিই বলো, চিঠিগুলো পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছেন এ কথা লেডি ইয়ার্ডলি তোমাকে বলেননি? সাধে কি আমি তোমাকে হাঁদারাম বলি? তোমার জানা উচিত ছিল, কোনো মেয়েই প্রকৃতপক্ষে কখনও কোনো চিঠি নষ্ট করে না। এমন কি সেই চিঠি ভবিষ্যতে তার কাছে ক্ষতিকারক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও নষ্ট করে না।'

আমি বেশ বুঝতে পারছি, ভেতরে ভেতরে আবার ক্রোধের পারদ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু সেটা প্রকাশ না করেই বললাম, 'তোমার আর কি, তুমি তো সাফল্য পেয়ে গেলে, গোয়েন্দা হিসেবে আর একবার তোমার প্রাপ্য সম্মান পেয়ে গেলে। কিন্তু এদিকে আমার এই করুণ অবস্থার জন্যে তুমিই যে দায়ী সে কথা কি একবারও ভেবে দেখেছ? এই কেসের একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে সব সময়েই বোকা বানিয়ে ছাড়লে। কিন্তু এরও যে একটা সীমা থাকা দরকার, সে কথা তুমি কখনো কি ভেবে দেখেছ?'

'কিন্তু বন্ধু, তুমি যেটা বোকামো বলছো, সেটা নিয়েই তো তুমি শুরু থেকেই কেমন তাড়িয়ে তাড়িয়ে মজা উপভোগ করছিলে', পোয়ারো তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় ভালমানুষ সেজে কেমন নিরীহ গলায় বলল, 'এ হেন অবস্থায় তোমার বোকামি আর মূর্খামির মাল-মশলা দিয়ে গড়া প্রাসাদ আমি নিজের হাতে ভেঙে দিয়ে তোমাকে ব্যথা দিই কি করে বলো?'

'ওসব স্তোকবাক্য আমায় বলো না, তাতে আমার মন তুমি ভোলাতে পারবে না', আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম। 'আমি শুধু বলতে চাই, আমাকে বোকা বানানো তোমার এই চিরকালের খেয়ালটার মাত্রা তুমি এবার অনেক ছাড়িয়ে গেছ, একটু রাশ টেনে ধরো। তা না হলে আমিও তো রক্তমাংসের মানুষ, কখন মেজাজ হারিয়ে ফেলে হয়তো একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়ে বসতে পারি, সেটা কি ভাল হবে?'

'আহা, এতে রাগ করার কি আছে?' পোয়ারো আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল,'রাগ করার মতো তেমন কোনো কাজ তো আমি করিনি বন্ধু!'

'করোনি আবার! দেখো পোয়ারো, আমারও ধৈর্যের একটা সীমা আছে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের বাইরে এসে দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে দিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। পোয়ারোর ওপর আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি, ও আমাকে পুরোপুরি সবার কাছে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে। তাই আমি ঠিক করলাম, ওর শিক্ষা হওয়া উচিত। আমার রাগ এতো বেড়েছে যে, বেশ বুঝতে পারছি, কিছু সময় বাইরে থেকে ঘুরে না এলে ওকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না।

মার্সডন জমিদারিতে বিপর্যয়

THE TRAGEDY AT MARSDON MANOR

'দ্য ট্র্যাজেডি এ্যাট মার্সডন ম্যানর ১৯২৩ সালের ১৮ই এপ্রিল প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।'

বেশ কয়েকদিন শহরের বাইরে আমাকে থাকতে হয়েছিল। ফিরে এসে পোয়ারোকে তার একটা ছোট ব্যালে স্ট্যাশ লাগাতে ব্যস্ত দেখলাম।

'ওহো হেস্টিংস, তুমি এসে গেছো? আমার তো ভয় হচ্ছিল আমার সঙ্গী হয়ে যাওয়ার জন্য তুমি হয়তো ঠিক সময়ে ফিরে আসতে পারবে না।'

'তাহলে তুমি কোনো কেসের ব্যাপারে চলে যাচ্ছ?'

'কিন্তু বন্ধু, তুমি যেটা বোকামো বলছো, সেটা নিয়েই তো তুমি শুরু থেকেই কেমন তাড়িয়ে তাড়িয়ে মজা উপভোগ করছিলে', পোয়ারো তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় ভালমানুষ সেজে কেমন নিরীহ গলায় বলল, 'এ হেন অবস্থায় তোমার বোকামি আর মূর্খামির মাল-মশলা দিয়ে গড়া প্রাসাদ আমি নিজের হাতে ভেঙে দিয়ে তোমাকে ব্যথা দিই কি করে বলো?'

'ওসব স্তোকবাক্য আমায় বলো না, তাতে আমার মন তুমি ভোলাতে পারবে না', আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম। 'আমি শুধু বলতে চাই, আমাকে বোকা বানানো তোমার এই চিরকালের খেয়ালটার মাত্রা তুমি এবার অনেক ছাড়িয়ে গেছ, একটু রাশ টেনে ধরো। তা না হলে আমিও তো রক্তমাংসের মানুষ, কখন মেজাজ হারিয়ে ফেলে হয়তো একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়ে বসতে পারি, সেটা কি ভাল হবে?'

'আহা, এতে রাগ করার কি আছে?' পোয়ারো আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল,'রাগ করার মতো তেমন কোনো কাজ তো আমি করিনি বন্ধু!'

'করোনি আবার! দেখো পোয়ারো, আমারও ধৈর্যের একটা সীমা আছে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের বাইরে এসে দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে দিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। পোয়ারোর ওপর আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি, ও আমাকে পুরোপুরি সবার কাছে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে। তাই আমি ঠিক করলাম, ওর শিক্ষা হওয়া উচিত। আমার রাগ এতো বেড়েছে যে, বেশ বুঝতে পারছি, কিছু সময় বাইরে থেকে ঘুরে না এলে ওকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না।

মার্সডন জমিদারিতে বিপর্যয়

THE TRAGEDY AT MARSDON MANOR

'দ্য ট্র্যাজেডি এ্যাট মার্সডন ম্যানর ১৯২৩ সালের ১৮ই এপ্রিল প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।'

বেশ কয়েকদিন শহরের বাইরে আমাকে থাকতে হয়েছিল। ফিরে এসে পোয়ারোকে তার একটা ছোট ব্যালে স্ট্যাশ লাগাতে ব্যস্ত দেখলাম।

'ওহো হেস্টিংস, তুমি এসে গেছো? আমার তো ভয় হচ্ছিল আমার সঙ্গী হয়ে যাওয়ার জন্য তুমি হয়তো ঠিক সময়ে ফিরে আসতে পারবে না।'

'তাহলে তুমি কোনো কেসের ব্যাপারে চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ বন্ধু, যাচ্ছি বটে তবে একই সঙ্গে আমি স্বীকার করতে বাধ্য এই বলে যে, কেসটার ব্যাপারে প্রারম্ভিক আলোচনা করে জেনেছি, সেটা খুব একটা আশাপ্রদ নয়। কেসটা হলো এই যে, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মিস্টার মাল্টাভার্স নর্দার্ন ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স কোম্পানি একটা বিরাট অঙ্কের, অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের জীবনবীমা করায়, তারপরেই হঠাৎ তার মৃত্যু হয়। ইনসিওরেন্স কোম্পানির সন্দেহ এই মৃত্যু হয়তো স্বাভাবিক নাও হতে পারে। তাই তারা আমাকে এই কেসে তদন্ত করতে বলেছে।'

'বেশ তো,' আমি সায় দিয়ে বললাম এবং যথারীতি আমার আগ্রহ প্রকাশ করতে ভুললাম না।

'অবশ্যই পলিসিতে সাধারণ আত্মহত্যার একটা শর্ত আরোপ করা ছিল। বছরখানেকের মধ্যে যদি কেউ আত্মহত্যা করে তবে সমস্ত প্রিমিয়াম বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। জীবন-বীমা করার আগে নিয়মানুযায়ী কোম্পানির নিজস্ব ডাক্তার দিয়ে মিস্টার মাল্টাভার্সকে পরীক্ষা করে দেখা হয়। যদিও ভদ্রলোক জীবনের অতি মূল্যবান সময় সবেমাত্র পেরিয়ে এসেছিলেন, অন্তত বয়সের নীরিখে তা বলা যায়, কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল, আর এই কারণেই তাঁর জীবনটা বীমা করিয়ে নেওয়া হয়। যাইহোক, গত বুধবার, মানে গতকালের আগের দিন মিস্টার মাল্টাভার্সের মৃতদেহ এসেক্স-এ, মার্সডন ম্যানরে তাঁর নিজের বাড়ি-সংলগ্ন জমিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ, মৃত্যুর কারণ এরকমই দেখানো হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটি তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা না হলেও কিন্তু একটা অশুভ গুজব হলো মিস্টার মাল্টাভার্সের আর্থিক অবস্থা এখন একেবারেই ভাল নয়। শুধু তাই নয়, সম্ভাব্য সন্দেহ ব্যতিরেকেই নর্দার্ন ইউনিয়ন একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে, মৃত ভদ্রলোক দেউলিয়া হয়ে গেছলেন, একটা বিরাট অঙ্কের দেনায় তিনি হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। এখন সেটা সমস্ত ব্যাপারটাকে ভয়ঙ্করভাবে বদলে দিয়েছে। মাল্টাভার্সের একটি সুন্দরী যুবতী স্ত্রী আছে, এর থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর স্ত্রীর লাভের জন্য কোনো রকমে জীবন-বীমার টাকাটা সংগ্রহ করেন, আর তারপরেই তিনি আত্মহত্যা করেন। এরকম ঘটনা মোটেই বিরল নয়। সে যাইহোক, নর্দার্ন ইউনিয়নের একজন পরিচালক আলফ্রেড রাইট আমার বন্ধু সে-ই ওই কেসের তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা কি খুঁজে বার করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছে। কিন্তু আমি তাকে সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছি, এ কেসের সাফল্য সম্পর্কে আমি খুব একটা আশাবাদী নই। মৃত্যুর কারণ যদি হৃদযন্ত্র বিকলের ফলে হয়, তাহলে আমি খুবই নিশ্চিন্ত হবো। হৃদযন্ত্রের বিকল হওয়াটা সব সময়েই চিকিৎসা-শাস্ত্রে একটা অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে থাকে, বোঝা মুশকিল রোগী ঠিক কোন্ অসুখে মারা গেছে। কিন্তু রক্তক্ষরণে মৃত্যুর কারণটা খুবই স্পষ্ট আর একেবারে নিশ্চিত হওয়া যায়। তবু তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু কিছু প্রয়োজনীয় তদন্তের কাজ চালিয়ে যেতে পারি। তাই শোনো হেস্টিংস, তুমি তোমার ব্যাগ গোছগাছ করতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় পাচ্ছো। তারপরেই আমরা একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা লিভারপুল স্ট্রীটে চলে যাব।'

'তোমার অভিযানের পরিকল্পনা কি পোয়ারো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'প্রথমেই আমি ডাক্তারের কাছে যাব। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, মার্সডন লেতে মাত্র একজন ডাক্তারই আছেন, ডঃ রালফ্ বার্নার্ড। আহা, এই তো আমরা তাঁর বাড়ির একেবারে দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়েছি।

বাড়িটা ছিমছাম, সুন্দর একটা কটেজ, বড় রাস্তা থেকে সামান্য একটু ভেতরে। গেটে পিতলের প্লেটে ডাক্তারের নাম খোদাই করা রয়েছে। সেই পথটুকু পেরিয়ে আমরা বেল টিপলাম। আমরা ভাগ্যবান, আমরা আমাদের একবারের ডাকেই সারা পেয়ে গেলাম। এটা ডাক্তারের রোগী দেখারই সময়। আর এই সময়ে কোনো রোগীই ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছিল না। ডঃ বার্নার্ড একজন বয়স্ক মানুষ, বলিষ্ঠ চেহারা, চওড়া কাঁধ এবং চমৎকার ব্যবহার তাঁর।

পোয়ারো নিজের পরিচয় দিয়ে এবং তাঁর কাছে আমাদের যাওয়ার উদ্দেশ্যটা ব্যাখ্যা করে বলল। সেই সঙ্গে সে এ কথাও তাকে জানালো যে, এ ধরনের সন্দেহজনক কেসে ইনসিওরেন্স কোম্পানি তদন্ত করতে বাধ্য।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' কেমন যেন অস্পষ্টভাবেই ডঃ বার্নার্ড বললেন, 'আমার অনুমান, ওঁর মতো অমন একজন ধনী লোকের পক্ষে বড় অঙ্কের টাকার জীবন বীমা করাটাই তো স্বাভাবিক।'

'তা ডক্টর, আপনি কি তাঁকে সত্যি সত্যিই একজন ধনী লোক বলে মনে করেন?'

পোয়ারোর কথা শুনে ডঃ বার্নার্ডকে নেহাতই অবাক হতে হলো।

'কেন, তিনি কি সেরকম কিছু ছিলেন না?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন তিনি। 'দু'দুটো গাড়ি আর মার্সডন ম্যানরের মতো বিরাট বাড়ি, এসব কি তাঁর অর্থের প্রাচুর্যের পরিচয় দেয় না? যদিও বাড়িটা তিনি খুব সস্তায় কিনেছিলেন।'

'কিন্তু আমার কাছে খবর আছে, সম্প্রতি আর্থিক দিক থেকে তাঁর ব্যবসায় খুব লোকসান যাচ্ছিল,' দরজার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে পোয়ারো বলে উঠল।

ডাক্তার কেমন যেন বিমর্ষভাবে মাথা নাড়লেন।

'তাই বুঝি? তাহলে তো অবশ্যই বলতে হয় যে, তাঁর স্ত্রীর ভাগ্য ভাল স্বামীর মৃত্যুর পর বীমাকৃত এত মোটা টাকা পেতে চলেছেন। রীতিমতো সুন্দরী আর আকর্ষণীয়া যুবতী তিনি, কিন্তু স্বামীর এই আকস্মিক মৃত্যুটা তাঁর কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের সামিল। বেচারী! আমি আমার সাধ্যমতো তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুশোকটা কি সহজে ভোলা যায়?'

'আচ্ছা ডক্টর, অতি সম্প্রতি আপনি কি মিস্টার মাল্টাভার্সকে রুটিন মাফিক চেক-আপ করতেন?'

'না স্যার, আমি কখনো তাঁকে চেক-আপ করিনি।'

'কি বললেন?'

'আমি জেনেছি, মিস্টার মাল্টাভার্স একজন খৃশ্চিয়ান সাইনটিস্ট কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা হবে। ওঁকে কখনো অসুস্থ হতে দেখিনি, তাই—'

'কিন্তু ওঁর মৃতদেহ আপনি তো পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, তাই না?'

'অবশ্যই। একজন সহকারী মালী আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছল।'

'ঠিক আছে। এবার বলুন, ওঁর মৃত্যুর কারণটা কি স্পষ্ট ছিল?'

'সম্পূর্ণভাবেই! ঠোঁটে ওঁর রক্তের চিহ্ন ছিল, কিন্তু বেশিরভাগ রক্তক্ষরণ ওঁর মাথার ভেতরে হয়েছিল।'

'ওঁকে প্রথম যেখানে দেখতে পাওয়া গেছল, আপনার যাওয়ার পর ওঁর মৃতদেহ কি সেখানেই পড়ে থাকতে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, মৃতদেহটা স্পর্শ করা হয়নি। ওঁকে একটা ছোট গাছের নিচে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, তিনি শিকারে বেরিয়েছিলেন। একটা ছোট রাইফেল ওঁর মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। মনে হয় হঠাৎই রক্তক্ষরণ হয়ে থাকবে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, গ্যাসট্রিক আলসারজনিত এই রক্তক্ষরণ।

'গুলিবিদ্ধ হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই তো এর মধ্যে?'

'এ কি বলছেন স্যার?'

'ক্ষমা করবেন', পোয়ারো অতি বিনয়ের সঙ্গে বলে উঠল। 'আমার স্মৃতিশক্তিতে যদি কোনো ভুল না থাকে, তাহলে বলব, সম্প্রতি একটা খুনের কেসে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার হৃদযন্ত্র অচল হয়ে পড়ার কারণ দেখান, তার পরে স্থানীয় কনস্টেবল যখন মৃতব্যক্তির মাথায় বুলেটের আঘাতের কথা উল্লেখ করে তখন তিনি ডেথ সার্টিফিকেট পাল্টে দেন।'

'তা আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার মাল্টাভার্সের দেহে বুলেটের কোনো ক্ষতচিহ্ন আবিষ্কার করেননি,' ডঃ বার্নার্ড শুকনো গলায় বললেন। 'ভদ্রমহোদয়গণ এখন বলুন, আপনাদের যদি আর কিছু জানার থাকে—'

তাঁর এ কথার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হলো না আমাদের। বেশ বুঝতে পারলাম, এ ব্যাপারে তিনি আর মুখ খুলতে চান না।

'আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ ডক্টর। ভাল কথা, একটা অটোপসি করার প্রয়োজনীয়তা আপনি কি অনুভব করেননি?

'নিশ্চয়ই নয়।' ডাক্তার এবার খুবই সজাগ হয়ে উঠলেন। 'মৃত্যুর কারণ খুবই স্পষ্ট। আর আমার পেশায় মৃত রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের অযথা চরম দুর্দশায় ফেলার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।'

এরপর ডঃ বার্নার্ড একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলেন, সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন আমাদের মুখের ওপর।

এরপর আমরা যখন মার্সডন ম্যানরের দিকে এগোচ্ছিলাম পোয়ারো জানতে চাইলো, 'ডঃ বার্নার্ড সম্পর্কে তোমার কি ধারণা হেস্টিংস?'

'নেহাতই এক বৃদ্ধ গর্দভ।'

'ঠিক তাই। বন্ধু, মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ সব সময়েই বুদ্ধিদীপ্ত বলে মনে হয় আমার।'

একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তির সঙ্গে আমি চকিতে একবার তার দিকে তাকালাম। তবে মনে হলো, পোয়ারো এবার যেন খুবই গম্ভীর, ঘটনার গুরুত্ব সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। যাইহোক, চোখ পিটপিট করে তাকালো সে। তারপর সে বুদ্ধিমানের মতো বলল, 'যেখানে কোনো সুন্দরী রমণীর প্রশ্ন নেই, এ কথাই বলতে হয়।'

আমি তার দিকে নিরুত্তাপ চোখে তাকালাম।

ম্যানর হাউসে পৌঁছলে একজন মধ্য-বয়স্কা পার্লারসেড দরজা খুলে দিল। পোয়ারো কোনো ভূমিকা না করেই তার কার্ড আর মিসেস মাল্টাভার্সের জন্য ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে লেখা চিঠিটা তার হাতে তুলে দিল। সে আমাদের একটা ছোট বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। তারপর সে তার মিস্ট্রেসকে আমাদের আসার খবরটা দেবার জন্য চলে গেল। প্রায় মিনিট দশেক পরে দরজাটা খুলে গেল এবং দরজার চৌকাঠের ওপর রোগাটে চেহারার একজন বিধবার পোশাকে সজ্জিত মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

'মঁসিয়ে পোয়ারো!' হোঁচট খাওয়ার মতো করে বলে উঠলেন মিসেস মাল্টাভার্স।

'ম্যাডাম!' পোয়ারো সাহসের সঙ্গে লাফিয়ে উঠল এবং দ্রুতগতিতে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। 'আপনাকে এভাবে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফেলে দেওয়ার জন্য আমি যে কিরকম দুঃখিত তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আপনিই বা কি করতে পারেন বলুন? তাদের মধ্যে কোনো দয়া-মায়া বলতে কিছু নেই। যাইহোক, আমি কি আপনাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি?

'ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!' মিসেস মাল্টাভার্স তাকে চেয়ার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য পোয়ারোকে অনুমতি দিলেন। তাঁর ক্রন্দনরত চোখদুটি লাল, কিন্তু তাঁর চেহারায় এই সাময়িক বিকৃতি তাঁর অভূতপূর্ব দেহ-সৌন্দর্য কোনোভাবেই চাপা দিয়ে রাখতে পারেনি। ওঁর বয়স প্রায় সাতাশ-আটাশ হবে, এবং দেখতে তিনি অত্যন্ত সুন্দরী, বড় বড় নীল দু'টি চোখ এবং ততোধিক সুন্দর ওঁর পাতলা দু'টি ঠোঁট।

'ব্যাপারটা আমার স্বামীর জীবন-বীমাকে কেন্দ্র করে, তাই নয় কি? কিন্তু আমাকে যে এতো তাড়াতাড়ি বিব্রত হতে হবে ভাবতেও পারিনি। এতে স্বভাবতই আমি কেমন যেন নার্ভাস বোধ করছি।'

'সাহস সঞ্চয় করুন ম্যাডাম, সাহস সঞ্চয় করুন। দেখুন, আপনার প্রয়াত স্বামী একটা বিরাট অঙ্কের টাকার জীবনবীমা করেছিলেন, আর এক্ষেত্রে কোম্পানি সব সময়েই কিন্তু বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করে নিজেরা সন্তুষ্ট হতে চাইবেই। তারা আমাকে তাদের হয়ে কাজ করার জন্য ক্ষমতা দিয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে আমি যে আপনাকে বিব্রত কিংবা অসন্তুষ্ট করব না, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

আমি কথা দিচ্ছি, ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে আমি আপনার ওপর কোনোরকম জোর-জুলুম করব না। এখন বলুন, বুধবারের সেই দুঃখজনক ঘটনার কথা আপনি যা জানেন সংক্ষেপে আমাকে বলুন—'

'আমি তখন চায়ের ব্যবস্থা করছিলাম, তখন আমার পরিচারিকা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে আমার কাছে, মালীদের মধ্যে একজনও আবার সেইমাত্র বাড়িতে ছুটে আসে। সে নাকি দেখতে পেয়েছে—'

তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। পোয়ারো সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর হাতে মৃদু চাপ দিল।

'ব্যাপারটা আমি যথেষ্ট উপলব্ধি করতে পারছি! আচ্ছা, সেদিন অপরাহ্নে আপনি কি আপনার স্বামীকে জীবিত অবস্থায় দেখেছিলেন?'

'না, মধ্যাহ্নভোজের পর ওঁর সঙ্গে আমার আর দেখাই হয়নি। কিছু ডাকটিকিট কেনার জন্যে আমি গ্রামে গেছলাম। আমার বিশ্বাস, আমার স্বামী তখন হেলায়-ফেলায় সময় নষ্ট করার জন্য মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।'

'শিকারের জন্যে নয়?'

'হ্যাঁ, সাধারণত বাইরে বেরোলেই উনি সঙ্গে করে রাইফেলটা নিতেন, আর সেদিনও নিয়েছিলেন, পথে যদি কোনো শিকার পেয়ে যান এই জন্যে আর কি! তা সেদিন বেশ খানিকটা দূরে আমি দু'-একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম।'

'তা সেই রাইফেলটা এখন কোথায় বলতে পারেন?'

'আমার মনে হয় হলঘরে।' এই বলে তিনি হলঘরে নিয়ে গিয়ে সেই ছোট্ট অস্ত্রটি পোয়ারোর হাতে তুলে দিলেন। পোয়ারো সেটা বেশ কৌতূহলের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখতে থাকল।

'দেখছি দু'বার গুলি করা হয়েছে,' পর্যবেক্ষণ করে সে বলল এবং রাইফেলটা তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, এখন যদি আমি বাড়িটা ঘুরে দেখি—' এখানে সে একটু থামল মিসেস মালট্রাভার্সের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য।

'বেশ তো, আমার কাজের লোক আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে,' মাথা দুলিয়ে তিনি বিড়বিড় করে বললেন।

পোয়ারোকে ওপরতলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পার্লারমেডকে ডেকে পাঠানো হলো। আমি রয়ে গেলাম সুন্দরী এবং ভাগ্যহীনা মহিলার কাছে। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব নাকি চুপ করে থাকব বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ল আমার কাছে। কথা বলার জন্যে আমি দু'-একবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলাম, তিনি সারা দিলেন বটে তবে অন্যমনস্কভাবে। তাই আমি পরে কথা বাড়াবার উৎসাহ আর পেলাম না। যাইহোক, মিনিট কয়েকের মধ্যেই পোয়ারো ফিরে এসে যোগ দিল আমাদের সঙ্গে।

'ম্যাডাম, আপনার সবরকমের শিষ্টাচারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার মনে হয় না এ ব্যাপারে আপনাকে আর কোনোরকম অসুবিধায় ফেলতে হবে। ভাল কথা, আপনার স্বামীর আর্থিক দুরবস্থার ব্যাপারে আপনি কি কিছু জানেন?'

তিনি মাথা নাড়লেন।

'না, আমি কিছুই জানি না। এই সব ব্যবসার ব্যাপারে আমি বড় অজ্ঞ।'

'তাই বুঝি! তাহলে কেন যে তিনি হঠাৎ তাঁর জীবনবীমা করার সিদ্ধান্ত নিতে গেলেন, আপনি তার কোনো ক্লু দিতে পারবেন না, তাই না? আর একটা কথা, আমি জেনেছি, আগে কখনো তিনি তাঁর জীবনবীমা করেননি।'

'দেখুন, মাত্র এক বছর হলো আমাদের বিয়ে হয়েছে। কেন যে তিনি হঠাৎ তাঁর জীবনবীমা করতে গেলেন, সে সম্পর্কে আমি এটুকু বলতে পারি, এর কারণ হলো তিনি নিশ্চিতভাবে জেনে গেছলেন, খুব বেশিদিন আর বাঁচবেন না। নিজের মৃত্যুর ব্যাপারে আগে থেকে সতর্ক করার মতো তাঁর মনে যথেষ্ট দৃঢ়তা ছিল। আমি জেনেছি, বিয়ের আগেই তাঁর একবার রক্তক্ষরণ হয়েছিল, আর উনি এও জেনেছিলেন যে, দ্বিতীয় রক্তক্ষরণটা খুবই ভয়াবহ হতে পারে, যার ফলে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। আমি তাঁর মন থেকে এইসব ভয় দূর করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। হায় এখন বুঝছি, ওঁর আশঙ্কাই ঠিক ছিল!'

তাঁর চোখদুটি জলে ভরে গেল অচিরেই। তিনি আমাদের সসম্মানে বিদায় দিলেন। পোয়ারো তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে অজস্র ধন্যবাদ জানালো তাঁর সহযোগিতার জন্য।

'এই হলো ব্যাপার বন্ধু। চলো এবার লন্ডনে ফেরা যাক', বাইরে বেরিয়ে এসে পোয়ারো বলে উঠল,' মনে হচ্ছে, ইঁদুরের গর্তে ইঁদুর নেই। আর তা সত্ত্বেও—'

'তা সত্ত্বেও কি?'

'একটা সামান্য অমিল, এই পর্যন্তই! তুমি কি সেটা লক্ষ্য করেছ? সম্ভবত নয়! তবুও জীবনটা অনেক অমিলে ভরা। আর মানুষটা যে নিজেই নিজের জীবন খতম করতে পারে না, আশ্বস্ত করা যায়। বিষেরও কোনো চিহ্ন সেখানে ছিল না যা তাঁর মুখে রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। না, না, কেসটা যখন এতই পরিষ্কার, তখন সেটা নিয়ে আমার পড়ে থাকার কোনো মানেই হয় না। তাই এ কাজ থেকে অবশ্যই আমাকে অবসর নিতে হবে, কিন্তু কে, কে ওখানে?'

এক দীর্ঘদেহী যুবক লম্বা লম্বা পা ফেলে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। কোনোরকম ইঙ্গিত না করেই সে আমাদের অতিক্রম করে গেল। তবে আমি লক্ষ্য করলাম, লোকটিকে খুব একটা খারাপ দেখতে নয়। তামাটে রঙের মুখ তার বলে দেয় গ্রীষ্মমণ্ডল আবহাওয়ায় তার জীবন কেটেছে। একজন মালী বাগান পরিচর্যার কাজ করছিল, আমাদের দেখে সে তার হাতের কাজ ফেলে থমকে দাঁড়াল। পোয়ারো দ্রুত তার কাছে ছুটে গেল।

'আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে বলবে ওই ভদ্রলোকটি কে? তুমি ওঁকে চেনো?'

'আমি ওঁর নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না স্যার, তবে ওঁর নাম শুনেছিলাম, গত সপ্তাহে এক রাত্রির জন্য উনি এখানে ছিলেন। মঙ্গলবারের রাত্রি।'

'তাড়াতাড়ি পা চালাও হেস্টিংস, ওই লোকটিকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে।'

আমরা লম্বা লম্বা পা ফেলে অপসৃয়মান ছায়ামূর্তিটির পিছন পিছন এগিয়ে যেতে থাকলাম। বাড়ির এক পাশে টেরেসে অস্পষ্ট আলোয় সেই ছায়া মূর্তিটিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। আমাদের সন্দেহের অবসান বোধহয় হতে চলেছে। আমরা তাই তাঁর পিছু লেগে থাকলাম যাতে করে তাদের সাক্ষাৎকারের সঙ্গী হয়ে থাকতে পারি।

মিসেস মালট্রাভার্স সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন, এবং তাঁর ফ্যাকাশে সাদা মুখটা চোখে পড়ার মতো।

'তুমি?' মিসেস মালট্রাভার্স অবাক চোখে তাকালেন। 'আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি এতক্ষণে সমুদ্রে, তোমার পূর্ব আফ্রিকায় যাওয়ার পথে!'

'আমি আমার উকিলের কাছ থেকে কিছু খবর পেয়েছি, তাই আমি আটকা পড়ে গেলাম।' যুবকটি তার এখনও এখানে থেকে যাওয়ার ব্যাখ্যা করল। 'আমার বৃদ্ধ জ্যাঠামশাই অপ্রত্যাশিতভাবে স্কটল্যান্ডে মারা গেছেন। এবং আমার জন্য কিছু অর্থ রেখে গেছেন। এই পরিস্থিতিতে আমার সমুদ্রযাত্রা বাতিল করে দেবার কথা ভাবলাম। তারপর খবরের কাগজে এই অদ্ভুত খবরটা দেখলাম। আর তাই তো এখানে ছুটে এলাম। ভাবলাম হয়তো আমি কিছু করতে পারি। সম্ভবত আপনার কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য কাউকে আপনার প্রয়োজন হতে পারে।'

এই সময়ে তারা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেল। পোয়ারো এগিয়ে গেল এবং অনেক কৈফিয়ত সহকারে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলল, সে তার লাঠিটা হলঘরে ফেলে গেছে। আমার মনে হলো নেহাতই অনিচ্ছাভরে মিসেস মালট্রাভার্স পরিচয় করিয়ে দিলেন : 'মঁসিয়ে পোয়ারো, ইনি হলেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক।'

এরপর মিনিট কয়েক খোশগল্প চলল, আর এই ফাঁকে পোয়ারো একটা গোপন খবর জেনে নিল, ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক অ্যাঙ্কর সরাইখানায় উঠেছে। যাইহোক, হারানো লাঠিটার খোঁজ না পেয়ে (সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়) পোয়ারো আরও কিছু কৈফিয়ত দিলো। তার কথায় মিসেস মালট্রাভার্স সন্তুষ্ট হলেন কি হলেন না তা দেখার প্রয়োজন নেই, আমরা সেখান থেকে চলে এলাম।

আমরা বড় বড় পা ফেলে গ্রামে ফিরে এলাম। ওদিকে পোয়ারো অ্যাঙ্কর সরাইখানার জন্য সোজাপথ ধরল। এখানে আমাদের বন্ধু ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব,' পোয়ারো তার পরবর্তী পরিকল্পনার কথা ব্যাখ্যা করে বলল, 'হেস্টিংস, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে, প্রথম ট্রেন ধরে লন্ডনে ফিরে যাবার ওপর আমি জোর দিয়েছিলাম? সম্ভবত তুমি ভেবেছিলে, আমি এরকমই করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু না, তা নয়, এই তরুণ ব্ল্যাককে মিসেস মালট্রাভার্স যখন প্রথম দেখেন তাঁর মুখের ভাবটা লক্ষ্য করেছিলে? স্পষ্টতই তিনি হতচকিত হয়ে গেছলেন, আর এই যুবকটি যে তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুগত, তোমার কি তা মনে হয়নি? তাছাড়া, মঙ্গলবার রাতে সে এখানেই ছিল, মিস্টার মালট্রাভার্স মারা যাবার আগের দিন। তাই

আমার কি মনে হয় জানো হেস্টিংস, এখানে ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের কার্যকলাপের ব্যাপারে অবশ্যই আমাদের তদন্ত করতে হবে।'

প্রায় আধঘণ্টার মধ্যে সরাইখানার ভেতরে ঢুকে আমরা আমাদের লক্ষ্যবস্তু পর্যবেক্ষণ করে নিলাম। এই সময় পোয়ারো একবার বাইরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই ক্যাপ্টেন ব্ল্যাককে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ঘরে ফিরে এলো।

কোনো ভূমিকা না করেই আমাকে উদ্দেশ্য করে পোয়ারো বলে উঠল, 'এখানে আমাদের আসার উদ্দেশ্যের কথা ক্যাপ্টেন ব্ল্যাককে বলছিলাম।' তারপর সে ব্ল্যাকের দিকে ফিরে তার বক্তব্যের জের টেনে বলতে থাকল, 'মঁসিয়ে ক্যাপ্টেন, মিস্টার মালট্রাভার্সের মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁর মনের অবস্থা কিরকম ছিল জানার জন্যে আমি খুবই উদ্বিগ্ন, আর আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যও সেরকমই ছিল। কিন্তু এইসব বেদনাদায়ক প্রশ্ন করে আমি মিসেস মালট্রাভার্সকে বিব্রত করতে চাইনি। এখন কথা হচ্ছে, আপনি যখন সেই দুর্ঘটনা ঘটার আগে এখানে এসে হাজির হয়েছিলেন, আমার বিশ্বাস এ ব্যাপারে আপনি আমাদের মূল্যবান খবর দিতে পারবেন।'

'আমার বিশ্বাস, আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমি সবরকম চেষ্টা করে যাব', উত্তরে তরুণ সৈনিকটি বলল, 'কিন্তু আমার আশঙ্কা, বলার মতো সেরকম কিছুই আমি লক্ষ্য করিনি সেদিন। দেখুন, যদিও মালট্রাভার্স আমাদের পরিবারের একজন পুরনো বন্ধু ছিলেন, কিন্তু আমি নিজে তাঁকে খুব ভাল একটা জানতাম না।'

'আপনি এখানে কখন এসেছিলেন?'

'মঙ্গলবার অপরাহ্নে। পরের দিন বুধবার সকালে আমি টাউনে যাই, কারণ সেদিন দুপুর বারোটার সময় আমার জাহাজ টিলবারি থেকে যাত্রা শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু আমি এমন কিছু খবর পাই যে কারণে আমার পরিকল্পনা বদল করতে হয়। আর এ কথাই আমি মিসেস মালট্রাভার্সকে বলছিলাম তখন, সে তো আপনি নিজের কানেই শুনে থাকবেন।'

'হ্যাঁ, আমি আবার এও জেনেছি যে, আপনি পূর্ব আফ্রিকায় ফিরে যাচ্ছিলেন, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ। যুদ্ধের সময় আমি সেখান থেকে চলে আসি,—সে এক মহান দেশ আমার।'

'তা তো বটেই। এখন বলুন, মঙ্গলবার রাত্রে মধ্যাহ্নভোজে কি কথা হয়েছিল?'

'ওহো, আমি জানি না। তবে যা কিছু হয়েছিল সে সবই সাধারণ কথাবার্তা। যেমন মালট্রাভার্স আমাদের পরিবারের খবরা-খবর নেন। তারপর আমরা জার্মান সংস্কারমূলক কাজের ব্যাপারে আলোচনা করি। এরপর মিস্টার মালট্রাভার্স পূর্ব আফ্রিকা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেন। ব্যাস, আমি মনে করি এই পর্যন্তই।'

'ধন্যবাদ।'

মুহূর্তের জন্যে নীরব থেকে পোয়ারো নম্রভাবে বলল, 'আপনার অনুমতি নিয়ে আমি একটা ছোট-খাটো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চাই। আপনার সচেতন মন যা জানে

আপনি সবই বলেছেন আমাদের। আমি এখন আপনার অবচেতন মনের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

'কি বললেন, মানে মনোবিশ্লেষণ?' বলল ব্ল্যাক, তার এই প্রশ্নের মধ্যে যথেষ্ট সতর্কতার ইঙ্গিত ছিল।

'ওহো না, বা, সেরকম কিছু নয়', পোয়ারো আশ্বাস দিয়ে বলল। 'দেখুন, ব্যাপারটা হলো এই রকম, আমি আপনাকে একটা শব্দ দিলাম, আপনি উত্তর দেবেন আর একটা শব্দ দিয়ে, এইভাবে চলতে থাকবে। প্রথমে আপনি ভেবে দেখুন, যে কোনো শব্দ। আমরা তাহলে শুরু করি?'

'ঠিক আছে,' ধীরে ধীরে বলল ব্ল্যাক, কিন্তু তাকে কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়তে দেখা গেল।

'হেস্টিংস, দয়া করে শব্দগুলো লিখে রাখো,' পোয়ারো বলল। তারপর সে তার পকেট থেকে বড় ঘড়িটা বার করে টেবিলের ওপর রাখল। 'আমরা দিন দিয়ে শুরু করব।'

মুহূর্তের জন্যে নীরবতা। তারপরেই ব্ল্যাক উত্তর দিল :

'রাত্রি।'

পোয়ারোর উত্তর দ্রুত বেরিয়ে এলো।

'নাম', বলল পোয়ারো।

'স্থান।'

'বার্নার্ড।'

'শ।'

'মঙ্গলবার।'

'নৈশভোজ।'

'ভ্রমণ।'

'জাহাজ।'

'দেশ।'

'উগান্ডা।'

'গল্প।'

'সিংহ।'

'রুক রাইফেল।'

'খামার।'

'গুলি।'

'আত্মহত্যা।'

'হাতি।'

'দাঁত।'

আপনি সবই বলেছেন আমাদের। আমি এখন আপনার অবচেতন মনের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

'কি বললেন, মানে মনোবিশ্লেষণ?' বলল ব্ল্যাক, তার এই প্রশ্নের মধ্যে যথেষ্ট সতর্কতার ইঙ্গিত ছিল।

'ওহো না, বা, সেরকম কিছু নয়', পোয়ারো আশ্বাস দিয়ে বলল। 'দেখুন, ব্যাপারটা হলো এই রকম, আমি আপনাকে একটা শব্দ দিলাম, আপনি উত্তর দেবেন আর একটা শব্দ দিয়ে, এইভাবে চলতে থাকবে। প্রথমে আপনি ভেবে দেখুন, যে কোনো শব্দ। আমরা তাহলে শুরু করি?'

'ঠিক আছে,' ধীরে ধীরে বলল ব্ল্যাক, কিন্তু তাকে কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়তে দেখা গেল।

'হেস্টিংস, দয়া করে শব্দগুলো লিখে রাখো,' পোয়ারো বলল। তারপর সে তার পকেট থেকে বড় ঘড়িটা বার করে টেবিলের ওপর রাখল। 'আমরা দিন দিয়ে শুরু করব।'

মুহূর্তের জন্যে নীরবতা। তারপরেই ব্ল্যাক উত্তর দিল :

'রাত্রি।'

পোয়ারোর উত্তর দ্রুত বেরিয়ে এলো।

'নাম', বলল পোয়ারো।

'স্থান।'

'বার্নার্ড।'

'শ।'

'মঙ্গলবার।'

'নৈশভোজ।'

'ভ্রমণ।'

'জাহাজ।'

'দেশ।'

'উগান্ডা।'

'গল্প।'

'সিংহ।'

'রুক রাইফেল।'

'খামার।'

'গুলি।'

'আত্মহত্যা।'

'হাতি।'

'দাঁত।'

'অর্থ।'

'উকিল।'

'ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। আপনি বোধহয় আধ ঘণ্টার মধ্যে মিনিট কয়েক সময় আমায় দিতে পারবেন।'

'অবশ্যই।' তরুণ সৈনিক তার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকালো, এবং উঠে দাঁড়িয়ে সে তার ভুরু মুছলো।

'এখন বলো হেস্টিংস', ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক ঘর থেকে চলে গেলে পর দরজা বন্ধ করে এসে পোয়ারো আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি তো সব দেখলে, দেখলে না?'

'জানি না, এ কথা বলে তুমি কি বোঝাতে চাইছো?'

'কেন, ওই সব শব্দের তালিকা কি কিছুই বলছে না তোমাকে?'

আমি সেটা খুঁটিয়ে দেখেছি বৈকি, কিন্তু আমি আমার মাথাটা দোলাতে বাধ্য হলাম।

'ঠিক আছে, আমি তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করছি। শুরুতে কোথাও কোনোরকম না থেমে ব্ল্যাক উত্তরগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই দিয়েছে। তাই আমরা ধরে নিতে পারি যে, তার নিজের দিক থেকে লুকোবার মতো অপরাধ জ্ঞান বলতে কিছু নেই। 'দিন' থেকে 'রাত্রি' এবং 'স্থান' থেকে 'নাম' এসবই স্বাভাবিক মিল যাকে বলে। আমি শুরু করি 'বার্নার্ড' শব্দ দিয়ে, যা কিনা স্থানীয় চিকিৎসককেই ইঙ্গিত করে যাঁর সঙ্গে হয়তো তাঁর পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক তাঁকে চেনেন না। আমাদের সম্প্রতি কথাবার্তার পর আমার 'মঙ্গলবারের' উত্তরে তিনি বলেন 'নৈশভোজ'; কিন্তু আমার প্রশ্ন 'ভ্রমণ' ও 'দেশ'-এর উত্তরে উনি বলেন 'জাহাজ' এবং 'উগান্ডা', যা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, সেটা তাঁর বিদেশ ভ্রমণের আওতায় পড়ে যা খুবই জরুরী তাঁর কাছে, এখানে তাঁর আসার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। 'গল্প' তাঁকে মনে করিয়ে দেয় নৈশভোজে বলা তাঁর 'সিংহের' গল্পের কথা। আমি 'রুক রাইফেলে' এগিয়ে যাই এবং এর উত্তরে তিনি যা বলেন একেবারে অভাবনীয় শব্দ 'খামার'। আর আমি যখন 'গুলি' শব্দর কথা বলি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দেন : 'আত্মহত্যা'। এই মিলটা খুবই স্পষ্ট। তিনি জানেন, একজন লোক কোনো এক খামারে রুক রাইফেল দিয়ে আত্মহত্যা করে থাকবে। আবার এও মনে রেখো, এখনও তাঁর সারা মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে নৈশভোজে বলা গল্পটা। এখন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাককে ডেকে যদি তাকে মঙ্গলবারের নৈশভোজে বলা সেই গল্পটা পুনরায় বলতে বলি, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবে, আমার বক্তব্যের সত্যতা অবশ্যই প্রমাণিত হবে।

এ ব্যাপারে ব্ল্যাক খুবই সৎ। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি হলো এই রকম : 'হ্যাঁ, যে গল্পটা আমি সেদিন তাঁদের বলেছিলাম এখন আমি সেটা ভাবতে বসেছি। লোকটি একটা খামারে নিজেই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করে। মুখে রুক রাইফেলের নল লাগিয়ে ট্রিগার টিপেছিল সে। বুলেটটা তার ব্রেনে গিয়ে বিদ্ধ হয়। ডাক্তাররা হতভম্ব। ঠোঁটে একটু রক্ত লেগে থাকা ছাড়া আর কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়নি। কিন্তু—'

'কিন্তু কি? মিস্টার মাল্টাভার্সের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আছে? আমার মনে হয়, আপনি বোধহয় জানেন না, ওঁর মৃতদেহের পাশে একটা রুক রাইফেল পড়ে থাকতে দেখা গেছলো।'

'তাহলে আপনি কি মনে করছেন সেই গল্পটা মিস্টার মাল্টাভার্সের মৃত্যুরই পূর্বাভাস? ওঃ, সে তো ভয়ঙ্কর বীভৎস!'

'না, না, নিজেকে অমন বিপন্ন করবেন না। যেভাবেই হোক সেটা ঘটতোই। ঠিক আছে, টেলিফোনে লন্ডনের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করতেই হবে।'

ফোনে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে যখন ফিরে এলো তখন তাকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। অপরাহ্নে সে আবার কিছুক্ষণের জন্য উধাও হয়ে গেল এবং সন্ধ্যা সাতটা তখনো বাজেনি ঘোষণা করল সে, 'এ কেসের ইতি টানতে খুব বেশি দেরি আর নেই। খবরটা যুবতী বিধবার কাছে অপ্রীতিকর হলেও তাঁকে না শুনিয়েও থাকা যাবে না। খোলাখুলিভাবেই বলতে হচ্ছে, ইতিমধ্যেই তাঁর প্রতি আমার সব সহানুভূতি উধাও হয়ে গেছে। কপর্দকশূন্য স্বামী তাঁর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে আত্মহত্যা করার খবর কোনো আদর্শ স্ত্রীর পক্ষে সহ্য করা কঠিন। কিন্তু মিসেস মালট্রাভার্সের ক্ষেত্রে সেটা কতটা আশা করা যায় সেটাই এখন দেখার বিষয়। অন্তত এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে তাঁর সত্যিকারের প্রতিক্রিয়া যে কি তা আমরা জানতে পারিনি। যাইহোক, মনে মনে আমার গোপন আশা হলো, এই তরুণ সৈনিক ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক প্রমাণ করে দিয়েছে, তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত, অস্বাভাবিকভাবে তিনি তাঁর সব দুঃখ ও বিষণ্ণতা ভাগ করে নিতে পেরেছেন। কে জানে এটা তাঁর সুন্দর মুখের জয় কিনা! কারণ তিনি এখন মিসেস মালট্রাভার্সের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারটা খুবই বেদনাদায়ক। এ কেসের তদন্তের কাজে পোয়ারোর অগ্রগতির খবরটা শুনে তিনি তো প্রচণ্ডভাবে তার বিরোধিতা করে বসলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে যখন সমস্ত ব্যাপারটা বোঝানো গেল তিনি তখন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বেচারী এই মহিলাটির জন্য পোয়ারো অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু হাজারহোক ইনসিওরেন্স কোম্পানির বেতনভুক গোয়েন্দা সে, তাই তাদের হয়ে কাজ না করে সে আর কিই বা করতে পারে? যাইহোক, চলে যাবার জন্যেও সে যখন প্রস্তুত হচ্ছিল তখন সে নম্রভাবে মিসেস মালট্রাভার্সকে বলল, 'ম্যাডাম, আপনাদের সবার জানা উচিত, মৃত্যু বলে কোনো কথা নেই।'

'কি বলতে চান আপনি?' তিনি যেন হোঁচট খেলেন, তাঁর চোখদুটি ক্রমশ বিস্ফারিত হতে থাকল।

'আপনি কখনো ভূত-প্রেতাদির গবেষকদের সভায় অংশ নেননি? জানেন, আমার মতে আপনি একজন মধ্যমপন্থী।'

'হ্যাঁ, আমি তো সেরকমই বলেছি। কিন্তু আপনি, হ্যাঁ আপনিই, এই ভূত-তত্ত্ব তথা আধ্যাত্মিকতাবাদে নিশ্চয়ই বিশ্বাসী নন!'

'ম্যাডাম, আমি কতকগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখেছি। আপনি কি জানেন, গ্রামের লোকেরা এটাকে একটা ভূতুড়ে বাড়ি বলে থাকে?'

তিনি মাথা নাড়লেন। এই সময় পার্লারমেড ঘরে ঢুকে জানালো নৈশভোজ তৈরি।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, একটু সময় এখানে থেকে গিয়ে কিছু খেয়ে গেলে হতো না?'

আমরা তাঁর এই আহ্বান সাদরে গ্রহণ করলাম এই ভেবে যে, আমাদের উপস্থিতি তাঁর এই মুহূর্তের সব দুঃখ-বেদনা সর্বতোভাবে দূর করতে না পারলেও অন্তত কিছুটা তো লাঘব করতে পারবে!

আমরা ডিনার-টেবিলে অংশ গ্রহণ করলাম অতঃপর। আমরা সবেমাত্র আমাদের সুপে শেষ চুমুক দিয়েছি, এই সময় দরজার বাইরে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল, সেই সঙ্গে চীনামাটির বাসন-পত্তর ভাঙার শব্দ হলো। আমরা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম। এই সময় পার্লারমেডের আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেল সেখানে, তার একটা হাত তার বুকে ঠেকানো। সে তখন থরথর করে কাঁপছিল।

'একজন লোক,' কাঁপা কাঁপা গলায় সে কোনোরকমে বলল, 'বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

পোয়ারো এবার ঘরের বাইরে চলে গেল ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখার জন্যে। তেমনি দ্রুত ঘরে ফিরে এসে সে জানালো, 'কই সেখানে তো কেউ নেই।'

'কি বলছেন স্যার, কেউ নেই?' ক্ষীণস্বরে পার্লারমেড বলে উঠল। 'কিন্তু আমি যে নিজের চোখে দেখেছি তাকে। তার সেই আবির্ভাব আমাকে চমকে দিয়েছিল!'

'কিন্তু কেন?'

তার কণ্ঠস্বর মুহূর্তে ফিস্‌ফিসানিতে পরিণত হয়ে গেল। 'আমি ভাবলাম, আমি ভাবলাম উনি আমাদের মনিব, হ্যাঁ, তাঁর মতোই দেখতে ছিল তাঁকে।'

চকিতে মিসেস মালট্রাভার্সের দিকে একবার তাকাতেই আমি দেখলাম, পার্লারমেডের কথাটা তাঁকে ভয়ঙ্করভাবে বিহ্বল করে তুললো। এর ফলে আমার মনটা আকৃষ্ট হলো সেই পুরনো কুসংস্কারে। আত্মহত্যা করলে আত্মহত্যাকারীর আত্মা কখনোই সুস্থির থাকতে পারে না। বারে বারে ফিরে আসে তার প্রিয়জনের পাশে। মিসেস মালট্রাভার্সও ওই একই কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। তিনি যখন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে এই মুহূর্তে একটা অবলম্বন হিসেবে তিনি যখন আর্তনাদ করে পোয়ারোর একটা হাত চেপে ধরলেন তখন আমি একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেলাম, আমার আশঙ্কাই সত্যি হলো শেষ পর্যন্ত।

'আপনি সেই শব্দটা শুনতে পাননি? সেই যে সেই জানালায় পরপর তিনটে টোকা মারার শব্দ? তিনি যখন বাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়াতেন তখন ঠিক এই একই ভাবে জানালায় টোকা মারতেন আমাকে জানান দেবার জন্য।'

'আইভি লতা', আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'শব্দটা হয়েছিল জানালার সার্সিতে আইভি লতার ডাল বা পাতার ধাক্কায়।'

কিন্তু একটা আতঙ্ক আমাদের সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। বিশেষ করে পার্লামেডকে কেমন যেন স্নায়ু দুর্বলতায় ভুগতে দেখা গেল। শুধু সে নয়, নৈশভোজের পর মিসেস মালট্রাভার্স পোয়ারোর হাতদুটি জড়িয়ে ধরে করুণ মিনতি জানালেন, সে যেন তখনি ছেড়ে না আসে তাঁকে। এর থেকেই বেশ বোঝা যায় যে, তিনি এখন একা থাকতে ভীষণ ভয় পাচ্ছেন। আমরা ডাইনিংরুম থেকে চলে এসে বসবার ঘরে বসলাম। বাইরে তখন উল্টোপাল্টা হাওয়া বইছিল, বাতাসে ভূতুড়ে আওয়াজ রণ-রণ করছিল, সারা বাড়িতে তখন একটা থমথমে ভাব, যেন একটা অশরীরি আত্মা তার অতৃপ্ত বাসনার কথা প্রকাশ করছে। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দু'-দু'বার তালা-মুক্ত হয়ে দরজার পাল্লা ধীরে ধীরে খুলে যেতে দেখা গেল, আর তাতে উপস্থিত সবার মধ্যে আতঙ্ক আরো বেশি করে যেন ছড়িয়ে পড়ল। এবং প্রতিবারেই তিনি ভয়ঙ্কর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেন।

'আহ্, ওই দরজাটা জাদুর খেলায় বশীকরণ করা হয়েছে!' অবশেষে পোয়ারো রাগতস্বরে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে নিজের হাতে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল, তারপর দরজার তালায় আবার চাবি ঢুকিয়ে সে বলে উঠল, 'আমি নিজে চাবি লাগিয়ে দিচ্ছি, দেখি এবার কি হয়।'

'না, না, ওরকম করবেন না,' মিসেস মালট্রাভার্স সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে উঠলেন। 'সে যদি আসে আসুক না কেন!'

পোয়ারো তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। মিসেস মালট্রাভার্সের কথা না শুনলেও একটা অসম্ভব ঘটনা অবিশ্বাস্যভাবে কেমন ঘটে গেল। তালা দেওয়া দরজা কেমন ধীরে ধীরে খুলে গেল। আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে দরজার ওপারে বারান্দাটা কিন্তু দেখা যাচ্ছিল না। তবে মিসেস মালট্রাভার্স এবং পোয়ারো বারান্দায় মুখোমুখি বসেছিল। পোয়ারোর দিকে ঘুরতেই তিনি জোরে চিৎকার করে উঠলেন। মঁসিয়ে পোয়ারো, বারান্দায় ওঁকে দেখতে পেলেন?'

ভদ্রমহিলার দিকে হতবাকের মতো তাকিয়ে থেকে পোয়ারো মাথা নাড়ল।

'আমি কিন্তু ওঁকে দেখেছি, আমার স্বামী, আপনারও তো দেখতে পাওয়া উচিত ছিল।'

'না ম্যাডাম, আমি কিছুই দেখতে পাইনি। দেখছি, আপনি ভয়ে কাঁপছেন, আপনি ভাল নেই নিশ্চয়ই।'

'আমি খুব ভাল আছি, আমি—হায় ঈশ্বর!'

হঠাৎ এই সময় কোনোরকম জানান না দিয়েই ঘরের আলোগুলো প্রথমে কেঁপে উঠল তারপর একেবারে নিভে গেল। সেই অন্ধকারের মধ্যে তিন-তিনবার জোরে জোরে দরজায় আঘাত করার শব্দ হলো। আমি তখন মিসেস মালট্রাভার্সের গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেলাম। আর তারপরেই আমি দেখতে পেলাম—

যে লোকটিকে ওপরতলায় বিছানায় আমি দেখে এসেছিলাম তাকেই আমাদের

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, ভূতুরে অস্পষ্ট আলোর মধ্যেও তার মুখটা চেনার মতো স্পষ্টই বলে মনে হলো আমার। তার ঠোঁটজোড়ায় রক্ত, আর সে তার ডানহাতটা তুলে সামনের দিকে প্রসারিত করল। হঠাৎ মনে হলো, চমৎকার আলোর একটা রশ্মি সেই হাত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে প্রথমে পোয়ারো তারপর আমার দিকে প্রসারিত হতে হতে সব শেষে মিসেস মালট্রাভার্সের ওপর গিয়ে স্থির হয়ে গেল। আমি তাঁর ভয়ঙ্কর আকস্মিক ফ্যাকাশে সাদা মুখটা দেখতে পেলাম।

'হায় ঈশ্বর পোয়ারো!' আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম। 'ওঁর ডান হাতটার দিকে তাকাও! পুরো হাতটাই রক্তে লাল হয়ে গেছে।'

তাঁর নিজের চোখদুটিই এবার তাঁর সেই রক্তাক্ত হাতের ওপর গিয়ে পড়ল, আর সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখামাত্র তিনি অজ্ঞান হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে পেতেই তিনি হিসট্রিয়া রোগিনীর মতো চিৎকার করে উঠলেন, 'রক্ত! হ্যাঁ, এতো রক্ত। হবেই তো, আমি যে, আমি তাকে নিজের হাতে খুন করেছি। এটা আমি করি, ও যখন আত্মহত্যা করার নমুনা দেখাচ্ছিল ঠিক তখনি। আমি তার রুক রাইফেলের ট্রিগারটা টিপে দিয়েছিলাম। আমাকে তার হাত থেকে বাঁচান! দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন! ওই দেখুন, হ্যাঁ, ওই তো সে আবার ফিরে এসেছে!' বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসতে থাকে। মনে হয়, তিনি বোধহয় এবার সত্যি সত্যি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন।

'আলো, জ্বালিয়ে দাও আলো!' তাড়াতাড়ি বলে উঠল পোয়ারো।

বলার সঙ্গে সঙ্গে আলো যেন জাদুর খেলার মতো আবার জ্বলে উঠল।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই!' সে বলতে থাকে, 'হেস্টিংস তুমি শুনেছো? আর এভারেট, আপনি? ওহো, ভাল কথা, পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি হলেন মিস্টার এভারেট, নাটকের পেশাদার অভিনেতা-সঙ্ঘের একজন চমৎকার সদস্য। আজই বিকেলে ওঁকে ফোন করেছিলাম। ওঁর মেক-আপ চমৎকার তাই না? ঠিক সেই মৃত মানুষটির মতো। একটা পকেট-টর্চ আর প্রয়োজনীয় ফসফরাস ব্যবহার করে উনি নিজেকে ঠিক তাঁর চেহারার মতো ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তাম তাহলে জ্বলে থাকার সময় আমি ওঁর ডানহাতটা কিছুতেই স্পর্শ করতাম না। লাল রঙ সেরকমই দেখায়। আলো যখন নিভে গেল আমি ওঁর হাতটা জড়িয়ে ধরি। ভাল কথা, ট্রেনটা আমাদের কোনোভাবেই মিস করা চলবে না। ইন্সপেক্টর জ্যাপ জানালার বাইরে রয়েছেন। এ একটা অশুভ রাত্রি। কিন্তু সময় কাটানোর জন্য কিছুক্ষণ পরে পরেই তিনি জানালায় টোকা মেরে শব্দ করে গেছেন।'

'দেখো', পোয়ারো বলতে থাকে, ঝড়-বৃষ্টি কাটিয়ে আমরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে থাকি, 'এখানে একটা ছোট্ট ভুল হয়ে গেছে, ডাক্তার মনে হয় ভেবে থাকবেন, মৃতব্যক্তি একজন খৃশ্চিয়ান বৈজ্ঞানিক, আর কেই বা তাঁর মনে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে এরকম একটা ধারণার সৃষ্টি করল, মিসেস মালট্রাভার্স? কিন্তু আমাদের কাছে তিনি সেই মানুষটির

ভগ্ন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সত্যি কি মিস্টার মালট্রাভার্সের স্বাস্থ্য খারাপ ছিল? আবার দেখো, তরুণ ব্ল্যাকের পুনরাবির্ভাবে তিনি কেমন হতচকিত হয়ে পড়েন, কিন্তু কেন? আর সব শেষে যদিও আমি জানি যে, আমাদের সমাজের চিরাচরিত আচার-আচরণ মতো একজন মহিলা ইচ্ছা না থাকলেও তার স্বামীর মৃত্যুতে চমৎকারভাবে শোক প্রকাশের ভান করে থাকেন, ওরকম প্রচুর রক্ত-লাগানো চোখের পাতার তোয়াক্কা আমি করি না! হেস্টিংস, তুমি সেসব লক্ষ্য করোনি? না? বুঝেছি! তাই তো আমি তোমাকে সব সময়েই বলে থাকি, তুমি কিছুই দেখতে পাওনা!'

'যাইহোক, সূত্র আমি পেয়ে গেছি। এক্ষেত্রে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। ব্ল্যাকের গল্পটা কি মিস্টার মালট্রাভার্সের কাছে আত্মহত্যা করার অকপট পদ্ধতির বার্তা বহন করে এনেছিল, নাকি এর মধ্যে খুন করার একটা ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে? আমি দ্বিতীয় সম্ভাবনার পক্ষেই রায় দেবো। নিজেই নিজেকে গুলি করার ব্যাপারটা যেভাবে ইঙ্গিত তিনি করেছেন, তাতে মনে হয় সম্ভবত তাঁকে তাঁর নিজের পায়ের আঙুল দিয়ে ট্রিগার টিপতে হয়েছিল, আমি অন্তত এরকমই অনুমান করি। আর পায়ের আঙুল ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই জুতো খুলে ফেলতে হবে। এখন মালট্রাভার্সকে যদি তাঁর একটা পায়ের জুতো খোলা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যেতো, তাহলে সে কথা আমরা নিশ্চয়ই কারোর না কারোর কাছ থেকে ঠিকই শুনতে পেতাম। এ ধরনের একটা অস্বাভাবিক বিবরণ অবশ্যই মনে রাখার মতো কথা বটে।'

'না, সেরকম কিছুই জানা যায়নি। তাই আমি আবার বলছি', পোয়ারো দৃঢ়স্বরে বলতে থাকে, 'আমার প্রথম সন্দেহের কথাই তুলে বলছি, এটা কোনো আত্মহত্যা করার ঘটনা নয়, পরিষ্কার একটা খুনের কেস। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি আবার এও বুঝতে পেরেছি, আমার এই মতবাদের সমর্থনে প্রমাণের একটা ছায়া পর্যন্ত আমার কাছে নেই। আর তাই তো আজ রাত্রে সেই কমেডি নাটকের বিস্তারিত অভিনয় তোমরা দেখতে পেলে।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কেসের অপরাধের বিস্তারিত তথ্য আমি এখনও পর্যন্ত জানতে পারিনি', আমি বললাম।

'ঠিক আছে, আমাদের একেবারে প্রথম থেকে শুরু করা যাক। এখানে কুচক্রী, ফন্দিবাজ মহিলাটি কে, আশাকরি তাঁর নাম আমাকে মুখে বলে দিতে হবে না। তিনি তাঁর স্বামীর আর্থিক দুরবস্থার কথা ভেবে, আর সেই সঙ্গে একজন বয়স্ক পুরুষকে তাঁর বিপুল অর্থের লোভে বিয়ে করে তিনি তখন ভীষণ ক্লান্তবোধ করছিলেন বলে তিনি তাঁকে মোটা টাকার জীবনবীমা করার পরামর্শ দেন এবং তারপর তিনি তাঁর মনের গোপন ইচ্ছাটা পূরণ করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। একটা আকস্মিক ঘটনা সেই সুযোগটা তাঁকে পাইয়ে দেয়, সেটা হলো তরুণ সৈনিক ব্লেকের সেই অদ্ভুত গল্পটা। পরের দিন অপরাহ্নে, ক্যাপ্টেন ব্লেক পূর্ব আফ্রিকায় ফিরে গেছেন ধরে নিয়ে তিনি আর তাঁর স্বামী মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মিসেস মালট্রাভার্স তাঁর পরিকল্পনা

বাস্তবায়িত করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। ''গতকাল রাত্রে ক্যাপ্টেনের গল্পটা কতোই না কৌতূহলোদ্দীপক!'' তিনি তাঁর স্বামীকে মনে করিয়ে দেন। ওইভাবে কোনো লোক কি নিজে নিজেকে খুন করতে পারে? সম্ভব হলে আকারে-ইঙ্গিতে আমাকে বুঝিয়ে দেবে?' বেচারা বোকা সরল মানুষ, স্ত্রীর অনুরোধ রাখতে তখনি তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর রাইফেলের নলটা নিজের মুখে ঠেকান। স্ত্রী তখন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে ট্রিগারের ওপর তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলিটা রেখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, 'ধরো এখন যদি আমি ট্রিগারটা টিপে দিই?'

'আর তারপর, তারপর হেস্টিংস কি হলো জানো? সত্যি সত্যি তিনি ট্রিগার টিপে দিয়েছিলেন।'

প্রধানমন্ত্রী অপহরণ

THE KIDNAPPED PRIME MINISTER

'দ্য কিডন্যাপড্ প্রাইম মিনিস্টার' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের ২৫ শে এপ্রিল 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।'

যুদ্ধ শেষ! আর সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম উদ্ভুত সমস্ত সংকট ও সমস্যাকে এখন অবশ্যই অতীতের পর্যায়ে ফেলা যায়। এই জন্যে আমি চিন্তামুক্ত নিরাপদ জীবন-যাপনের অবসর মুহূর্তে সারা দুনিয়াকে একটা খুশ-খবর দিতে চাইছি, আমার বন্ধুবর এরকুল পোয়ারো না জানি কি বিরাট এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যুদ্ধ তো অনেক দিন আগেই শেষ, তাহলে এমন একটা চমকপ্রদ খবর জানতে এতো দেরী কেন, স্বভাবতই এ প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই তার উত্তরে আমি বলতে চাই, নানান কারণে এতদিন পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছিল, সদা উন্মুখ চমকপ্রদ খবরের পিছনে ছুক ছুক করা সাংবাদিকরাও এর একটা বর্ণও জানতে পারেনি। কিন্তু সেই গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন যখন আর নেই তখন আমি মনে করি, প্রতিটি ইংলন্ডবাসীকে জানানো উচিত আমার অতি চতুর বেঁটে ছোটখাটো মাপের বন্ধুটির কাছে তারা আজ কতই না ঋণী, যে একা নিজের বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের দেশের কত বড় ও গুরুতর বিপর্যয়ই না প্রতিরোধ করেছিল!

একদা এক সন্ধ্যায় নৈশভোজের পর, আমি সেই নির্দিষ্ট তারিখটার উল্লেখ করতে চাই না, তবে এটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে, সময়টা ছিল যখন ইংলন্ডের শত্রুরা,

বাস্তবায়িত করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। ''গতকাল রাত্রে ক্যাপ্টেনের গল্পটা কতোই না কৌতূহলোদ্দীপক!'' তিনি তাঁর স্বামীকে মনে করিয়ে দেন। ওইভাবে কোনো লোক কি নিজে নিজেকে খুন করতে পারে? সম্ভব হলে আকারে-ইঙ্গিতে আমাকে বুঝিয়ে দেবে?' বেচারা বোকা সরল মানুষ, স্ত্রীর অনুরোধ রাখতে তখনি তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর রাইফেলের নলটা নিজের মুখে ঠেকান। স্ত্রী তখন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে ট্রিগারের ওপর তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলিটা রেখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, 'ধরো এখন যদি আমি ট্রিগারটা টিপে দিই?'

'আর তারপর, তারপর হেস্টিংস কি হলো জানো? সত্যি সত্যি তিনি ট্রিগার টিপে দিয়েছিলেন।'

প্রধানমন্ত্রী অপহরণ

THE KIDNAPPED PRIME MINISTER

'দ্য কিডন্যাপড্ প্রাইম মিনিস্টার' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের ২৫ শে এপ্রিল 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।'

যুদ্ধ শেষ! আর সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম উদ্ভুত সমস্ত সংকট ও সমস্যাকে এখন অবশ্যই অতীতের পর্যায়ে ফেলা যায়। এই জন্যে আমি চিন্তামুক্ত নিরাপদ জীবন-যাপনের অবসর মুহূর্তে সারা দুনিয়াকে একটা খুশ-খবর দিতে চাইছি, আমার বন্ধুবর এরকুল পোয়ারো না জানি কি বিরাট এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যুদ্ধ তো অনেক দিন আগেই শেষ, তাহলে এমন একটা চমকপ্রদ খবর জানতে এতো দেরী কেন, স্বভাবতই এ প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই তার উত্তরে আমি বলতে চাই, নানান কারণে এতদিন পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছিল, সদা উন্মুখ চমকপ্রদ খবরের পিছনে ছুক ছুক করা সাংবাদিকরাও এর একটা বর্ণও জানতে পারেনি। কিন্তু সেই গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন যখন আর নেই তখন আমি মনে করি, প্রতিটি ইংলন্ডবাসীকে জানানো উচিত আমার অতি চতুর বেঁটে ছোটখাটো মাপের বন্ধুটির কাছে তারা আজ কতই না ঋণী, যে একা নিজের বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের দেশের কত বড় ও গুরুতর বিপর্যয়ই না প্রতিরোধ করেছিল!

একদা এক সন্ধ্যায় নৈশভোজের পর, আমি সেই নির্দিষ্ট তারিখটার উল্লেখ করতে চাই না, তবে এটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে, সময়টা ছিল যখন ইংলন্ডের শত্রুরা,

যারা কিছুদিন আগেও ভয়ঙ্কর যুদ্ধবাজ ছিল, তারাই তখন 'পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন', এই বুলি তোতাপাখির মতো অষ্টপ্রহর আউরে চলেছে। ঠিক সেই সময়েই আমি আর আমার বন্ধু তার ঘরে বসে গল্প করছিলাম। আমার পেশা ছিল সৈনিকের। ক্যাপ্টেনের পদে পদোন্নতির পর যুদ্ধক্ষেত্রে একদিন শত্রু-সেনার গুলির আঘাতে মারাত্মকভাবে যখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় আমাকে। সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমি জানতে পারলাম, সৈনিকের যোগ্যতা আমি হারিয়ে বসেছি, তাই যুদ্ধক্ষেত্রে আর ফিরে যেতে পারব না। যাইহোক, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমার নতুন কর্মস্থল হলো আর্মি হেডকোয়ার্টারে রিক্রুটমেন্ট অফিসার হিসেবে। এরপর থেকে আমার প্রতিদিনের রুটিন মাফিক কাজ হলো নৈশভোজের পর পোয়ারোর কাছে ছুটে যাওয়া এবং গোয়েন্দা হিসেবে তার হাতের আগ্রহ জাগানো অপরাধমূলক কেসের ব্যাপারে আলোচনা করা।

সম্প্রতি আমাদের দেশ ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী মিস্টার ডেভিড ম্যাকঅ্যাডামের প্রাণনাশ করার চেষ্টা করেছিল শত্রুরা। এখনকার দিনের এই সাড়া জাগানো খবরটার ব্যাপারে আমি পোয়ারোর সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করছিলাম সেদিন। অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। তখনও যুদ্ধ চলছিল, তাই ছেপে বেরোবার আগে এ বিষয়ে প্রতিটি খবরের কাগজের খবর সেন্সর করা হচ্ছিল, তাই বিস্তারিত খবর আশা করা যায় না। তবু ভাসা-ভাসা যেটুকু জানা গেছে তাতে বোঝা যায় যে, আততায়ীর গুলি প্রধানমন্ত্রীর গাল ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়, আর এর ফলেই তিনি চমৎকারভাবে বেঁচে যান সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়।

যাইহোক, এত বড় একটা ভয়ঙ্কর সর্বনাশা ঘটনা যে ঘটতে যাচ্ছে, আমাদের গোয়েন্দা পুলিশ ঘূর্ণাক্ষরেও তা জানতে পারল না? আমি মনে করি পুলিশের এটা লজ্জাকর ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, তাই আমার ব্যক্তিগত মতে তারা অপদার্থ, আমাদের দেশের কলঙ্ক। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মনোবল ইস্পাতের মতো কঠিন, যে কারণে তাঁর নিজের দলের লোকেরা তাঁকে আরো বেশি সম্মানিত করতে তাঁর একটা ছদ্মনাম দিয়েছিল 'লড়াকু ম্যাক'। আমি জেনেছিলাম, ইংলন্ডে জার্মান এজেন্টরা এ ধরনের বিপজ্জনক কার্যসাধনের জন্য তারা সব রকমের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল তখন। তাদের একটাই উদ্দেশ্য লৌহ মানব ও 'লড়াকু ম্যাককে' যেভাবেই হোক ইংলন্ডের সর্বোচ্চ পদ থেকে সরাতে হবে, যাতে করে তাদের যুদ্ধ জয় নিশ্চিত হতে পারে। কারণ আমাদের প্রধানমন্ত্রীই শত্রুপক্ষের জয়লাভের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছিলেন তাদের কাছে। তিনি ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীরও ঊর্ধ্বে ছিলেন, এক কথায় তখন তিনিই ছিলেন 'ইংলন্ড', তাই এহেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে সরাতে পারলে ব্রিটেন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস এবং পঙ্গু হয়ে যেত।

পোয়ারো একটুকরো স্পঞ্জ দিয়ে তার ধূসর রঙের স্যুট ঘষে চলেছে। পোশাকের ব্যাপারে সে যে খুবই খুঁতখুঁতে তা আমার বেশ ভালভাবেই জানা ছিল, সামান্য একটু

ময়লাও সে সহ্য করতে পারে না। তাই এখন স্পঞ্জে বেঞ্জিন মাখানো ছিল বলে তার গন্ধে ঘরটা ম ম করছিল; এর ফলে সে পুরোপুরিভাবে আমার প্রতি মনোযোগ দিতে পারছিল না।

'মিনিট খানেকের মধ্যে আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হচ্ছি বন্ধু। এই গ্রীসের দাগটা মুছেই আসছি। এ দাগ বড়ই দৃষ্টিকটু, দৃষ্টি-নন্দন হতে পারে না। দাগটা তাই মুছেই ফেললাম!' এই বলে সে তার হাতের স্পঞ্জটা শুন্যে মেলে ধরে নাড়ল।

মিনিট দুই পরে আমি মৃদু হেসে একটা সিগারেট ধরিয়ে জানতে চাইলাম, 'আগ্রহ জাগানোর মতো কেস তোমার হাতে এলো নাকি বন্ধু?'

'এই মুহূর্তে আমি একজন, তুমি তাকে কি বলে সম্বোধন করবে? হ্যাঁ মনে পড়েছে, 'ঠিকা ঝি', তার স্বামীকে খুঁজে বার করার কাজে সহযোগিতা করছি। কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন, বিস্তারিত খবর জানতে হবে। আমার ধারণা, তার স্বামীকে যখন খুঁজে পাওয়া যাবে তখন সে আদৌ খুশি হবে না। তুমি হলে কি করতে? আমার তরফে আমি বলতে পারি যে, লোকটির জন্য আমার সহানুভূতি আছে। সাধারণ মানুষের থেকে এ সব লোকের বিচার-বুদ্ধির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তাই এমন লোক যে নিরুদ্দেশ হতে পারে এটা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।'

বন্ধুর কথা শুনে আমি শুধুই হাসলাম।

'এই যে গ্রীসের দাগটা এতক্ষণে মুছেছে, শেষ পর্যন্ত সেটা উধাও হলো। এখন আমি তোমার জন্য শুধুই তোমার জন্য। বলো, কি জানতে চাও?'

'বলছিলাম কি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ম্যাকঅ্যাডামের প্রাণনাশের এই যে চেষ্টা করা হলো, এ ব্যাপারে তুমি কিছু ভেবেছ?'

'নেহাতই ছেলেমানুষী,' পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল। 'যে কেউ এটাকে কোনো গুরুত্ব দিতে চাইবে না। তাছাড়া, রাইফেলের গুলিতে আজকাল সাফল্য পাওয়া যায় না। ও হাতিয়ার এখন অতীতের স্মৃতি মাত্র, কাজে আসে না।'

'কিন্তু এক্ষেত্রে ওটা প্রায় সাফল্য এনে দিয়েছিল', আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

পোয়ারো অধৈর্য হয়ে মাথা নাড়ল। তারপর সে প্রায় উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক এই সময়ে ল্যান্ডলেডি দরজার ভেতরে তাঁর মাথাটা গলিয়ে তাকে খবর দিল, নিচে দু'জন ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

'ওঁরা কারা?'

'ওঁরা ওঁদের নাম বলতে চাননি স্যার, তবে ওঁরা বলেছেন, খুব একটা জরুরী ব্যাপারে ওঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'ঠিক আছে, ওঁদের পাঠিয়ে দিন,' এই বলে পোয়ারো তার ট্রাউজারের ভাঁজ ঠিক করে নিল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে দর্শনার্থীরা ঘরে এসে ঢুকলেন। ওঁদের চিনতে আমার বেশি বেগ পেতে হলো না। ওঁদের মধ্যে একজন হাউস অব কমন্সের নেতা লর্ড এস্টেয়ার;

আর তাঁর সঙ্গী হলেন ওয়ার ক্যাবিনেটের সদস্য মিস্টার বার্নার্ড ডজ, আর আমি যতদূর জানি ইনি হলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু।

'মঁসিয়ে পোয়ারো?' লর্ড এস্টেয়ার প্রশ্নচোখে তাকালেন। আমার বন্ধু মাথা নত করে তার পরিচয় জ্ঞাপন করল। মহান ব্যক্তিটি এবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বলে উঠলেন, 'আমাদের ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়।'

'আপনারা ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের সামনে খোলাখুলিভাবেই আপনাদের গোপন কথাটি বলতে পারেন।' বন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে ইশারায় আমাকে থেকে যেতে বললো। 'ও আমার বন্ধু শুধু নয়, আমার মক্কেলদের জটিল কেসের সমস্যার ব্যাপারে ওর মূল্যবান পরামর্শ আমাকে নিতে হয় এক-এক সময়।'

লর্ড এস্টেয়ার তখনও ইতস্তত করতে থাকেন, কিন্তু মিস্টার ডজ তাড়াতাড়ি মুখ খুললেন।

'ওহো, আসুন, যা বলতে এসেছি আমরা বলেই ফেলা যাক। গোপন করার আর কি আছে। আমরা আজ যে সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছি, আজ হোক কিংবা কালই হোক ইংলন্ডের মানুষজন ঠিক জানতেই পারবে। সময়ই সবকিছু...'

'আপনারা এবার অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন,' বড় চেয়ারটার দিকে ইঙ্গিত করে পোয়ারো নরম গলায় বলল, 'মি. লর্ড, ওই চেয়ারটায় আপনি বসুন।'

লর্ড এস্টেয়ার একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'সেকি, আপনি আমাকে চেনেন নাকি?'

পোয়ারো মিষ্টি করে হাসলো। 'অবশ্যই, প্রায়ই কাগজে আপনার ছবিসহ কত লেখাই না পড়েছি। এরপরেও আপনাকে না চিনে থাকতে পারি কি করে বলুন?'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, একটা অত্যন্ত জরুরী সমস্যায় পড়ে আপনার মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করার জন্যই এখানে এসে হাজির হয়েছি। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখার জন্য আপনাকে একান্ত অনুরোধ করছি। দেখবেন অবশ্যই যেন এটা গোপন থাকে।'

'আপনি নিশ্চয়ই এরকুল পোয়ারোর কথা শুনেছেন, ব্যাস এর বেশি কিছু আমি বলতে চাই না।' পোয়ারোর কথাগুলো বাগাড়ম্বরপূর্ণ বলে মনে হলো আমার।

'সমস্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে। আমরা খুবই ঝামেলায় পড়েছি।' লর্ড এস্টেয়ার উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন।

'আমাদের সামনে এখন মহা বিপদ মঁসিয়ে।' মিস্টার ডজ তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন।

'তবে তাঁর আঘাতটা কি খুবই গুরুতর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আপনি কোন আঘাতের কথা বলছেন বলুন তো?'

'প্রধানমন্ত্রীর গালে রাইফেলের বুলেটের স্পর্শজনিত আঘাত।'

'ওহো, সেই কথা?' মিস্টার ডজ জবাবে তাচ্ছিল্যভরে বললেন, 'সে ঘটনা তো এখন ইতিহাস হয়ে গেছে।'

'আমার সহকর্মী যেমন বললেন', লর্ড এস্টেয়ার তার কথা সমর্থন করে বলতে থাকেন, 'সে ঘটনার ইতি টানা হয়ে গেছে, সৌভাগ্যবশত আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রাণে বেচে যান তখনকার মতো। আমি এখন দ্বিতীয় ঘটনার কথা বলতে এসেছি।'

'দ্বিতীয় ঘটনা, মানে আবার ওঁর ওপর আক্রমণ হানা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। যদিও ঠিক সে ধরনের নয় মঁসিয়ে পোয়ারো, আসলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী অপহৃত।'

'কি বললেন?'

'তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে।'

'অসম্ভব!' বোকার মতো আমি চিৎকার করে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারো চকিতে একবার আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যার অর্থ আমার না বোঝার কথা নয়, সে আমাকে মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল।

'দুর্ভাগ্যবশত যেটাকে আপনি অসম্ভব ভাবছেন, বাস্তবে সেটাই সরল সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে এখন।' লর্ড এস্টেয়ার দুঃখ করে বললেন।

পোয়ারো এবার মিস্টার ডজের দিকে তাকাল। 'মঁসিয়ে, একটু আগে আপনি বললেন সময়টাই সবকিছু। এ কথা বলে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন?'

ওঁদের দু'জনের মধ্যে চকিতে একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো আর তারপরেই লর্ড এস্টেয়ার বলে উঠলেন : 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন, মিত্রশক্তির সম্মেলন আসন্ন।'

আমার বন্ধু মাথা নেড়ে সায় দিল।

'একটা সুস্পষ্ট কারণে ওই সম্মেলন কবে কোথায় যে শুরু হবে জানানো হয়নি। তবে এ খবরটা সংবাদপত্রের আওতার বাইরে রাখা হলেও কূটনৈতিক মহলে তারিখটা জানাজানি হয়ে গেছে। আর ওই সম্মেলন আগামীকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভার্সাইয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এখন দয়া করে আপনি পরিস্থিতির গুরুত্ব কি তা বোঝবার চেষ্টা করুন। ওই সম্মেলনে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি কতটা যে জরুরী, তা আপনার কাছে আর গোপন করব না। এদিকে জার্মান গুপ্তচরেরা এদেশে মিথ্যে শান্তিচুক্তির পক্ষে যেভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে তা আশাকরি আপনাকে মুখে বলে দিতে হবে না। আমরা আবার এও জানি যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর একনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এই সম্মেলনের সাফল্য আমাদের মিত্রপক্ষের অনুকূলে অবশ্যই নিয়ে আসবে। তাই এর থেকেই বুঝতে পারছেন, এই সম্মেলনে উনি যদি উপস্থিত হতে না পারেন তার ফল কিরকম ভয়াবহ হবে, শান্তি স্থাপনের সমস্ত প্রক্রিয়া তখন স্তব্ধ হয়ে যাবে। আর সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় কি জানেন মঁসিয়ে, তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে পাঠানোর মতো উপযুক্ত লোক আমাদের নেই। উনি একাই ইংলন্ডের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।'

লর্ড এস্টেয়ারের কথা শুনে পোয়ারোর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু সময় কি ভেবে নিয়ে সে মুখ খুলল, 'তার মানে আপনি মনে করছেন, প্রস্তাবিত মিত্রশক্তির এই

সম্মেলনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যাতে সশরীরে হাজির থাকতে না পারেন তাই শত্রুপক্ষ ওঁকে অপহরণ করেছে, আপনি এ কথাই বলতে চাইছেন, এই তো?'

'হ্যাঁ, আমি ঠিক তাই মনে করি। সত্যি কথা বলতে কি জানেন মঁসিয়ে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ওই সম্মেলনে যোগদানের জন্যে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে ঠিক সময়েই ইংলন্ড থেকে রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে পৌছনোর আগেই এই বিপর্যয়।'

'তা সম্মেলন শুরু হবে কখন?'

'আগামীকাল রাত ন'টায়।'

পোয়ারো তার পকেট থেকে একটা বড় টাইম ঘড়ি বার করে সেটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'এখন পৌনে-ন'টা।'

'তার মানে আমাদের হাতে এখন মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় রইল', মিস্টার ডজ চিন্তিত গলায় বললেন।

'এর সঙ্গে আরও পনেরো মিনিট যোগ করুন', পোয়ারো সময়টা শুধরে দিয়ে বলল, 'ভুলে যাবেন না মঁসিয়ে, হয়তো এটাই কাজে লাগতে পারে। এখন বিস্তারিত বিবরণ দিন, মানে প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় অপহরণ করা হয়েছে, ইংলন্ডে নাকি ফ্রান্সে?'

'ফ্রান্সে। কারণ আমরা বেশ ভাল করেই জেনেছি যে, আজ সকালে মিস্টার ম্যাকঅ্যাডম ইংলন্ড অতিক্রম করে ফ্রান্সে প্রবেশ করেছেন। কথা ছিল আজ রাতে তিনি কম্যান্ডার-ইন-চিফের অতিথি হয়ে সেখানেই থাকবেন। আগামীকাল তিনি ফ্রান্সের পথে এগিয়ে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী বোলগ্নায় পৌছনোর পরেই জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে কম্যান্ডার-ইন-চীফের জনৈক এডিসি একটি গাড়িতে চেপে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। নৌবাহিনীর একটি ডেস্ট্রয়ার প্রধানমন্ত্রীকে আজই ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে পৌছে দিয়েছে।'

'তারপর?'

'ভাল কথা, তারা বোলগ্না থেকে ঠিকই রওনা হয়েছিল বটে, কিন্তু তারা কখনোই তাদের গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারেনি।'

'কি বললেন?'

'হ্যাঁ বলছি মঁসিয়ে পোয়ারো, সেই গাড়িটা এবং এডিসি দুইই জাল। পরে আসল গাড়িটা একটা রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আর সেই গাড়ির চালক এবং আসল এডিসিকে সেই গাড়ির ভেতরে হাত-পা আর মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছলো।'

'আর সেই জাল গাড়িটা?'

'সেটা এখনও নিখোঁজ!'

'অবিশ্বাস্য!' পোয়ারো অধৈর্য হয়ে বলে উঠল। 'খুব বেশিদিন সেটা লোকের নজর এড়িয়ে থাকতে পারে না।'

'আমরাও তাই ভেবেছিলাম। মনে হয়েছিল, ব্যাপক তল্লাসী চালালেই গাড়িটার

সন্ধান ঠিক পাওয়া যাবে। ফ্রান্সের যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা সামরিক এলাকার আওতায় পড়ে। তাই আমরা এই ভেবে নিশ্চিত ছিলাম, গাড়িটা বেশিদিন কারোর নজর এড়িয়ে থাকতে পারে না। ফরাসী পুলিশ আর আমাদের নিজস্ব স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোকেরা এবং সামরিক বিভাগের লোকেরা হাতে হাত মিলিয়ে তন্নতন্ন করে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁর সন্ধান পাওয়ার জন্যে। কিন্তু মঁসিয়ে, ওই যে আপনি বললেন অবিশ্বাস্য, এখন দেখছি আপনার আশঙ্কাই ঠিক, কোনো হদিশই পাওয়া গেল না এখনও পর্যন্ত।'

এই সময়ে ঘরের দরজায় টোকা পড়তে দেখা গেল। পরক্ষণেই একজন তরুণ অফিসারকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেখা গেল। সীলমোহর করা একটা ভারি খাম তিনি তুলে দিলেন লর্ড এস্টেয়ারের হাতে।

'এটা স্যার এই মাত্র ফ্রান্স থেকে এসেছে। আপনার নির্দেশ মতো এটা তাই এখানে নিয়ে এসেছি।'

মন্ত্রীমশাই অতি আগ্রহের সঙ্গে খামের মুখটা চটপট খুলে ফেললেন এবং ভেতরের কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়েই আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তরুণ অফিসারটি এবার চলে গেল সেখান থেকে।

'যাইহোক, অবশেষে একটা খবর পাওয়া গেল! এই তারবার্তার অর্থ একটু আগেই করা হয়েছে। এই দেখুন এতে লেখা রয়েছে, দ্বিতীয় গাড়িটার খোঁজ পাওয়া গেছে, আর অপহরণকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারি ড্যানিয়েলকেও ক্লোরফর্ম করে তাঁর হাত-পা ও মুখ বেঁধে ফেলে রেখে গেছে। 'সি' নামে একটা জায়গার খামারবাড়ি থেকে তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি কিছুই মনে করতে পারছেন না। তাঁর কেবল মনে আছে, পিছন থেকে কে যেন আচমকা তাঁর নাকে কিছু একটা চেপে ধরেছিল, অনেক চেষ্টা করেও তার শক্ত বাঁধন খুলে তিনি মুক্ত হতে পারেননি, এর বেশি কিছু তাঁর আর মনে নেই। তাঁর জবানবন্দীতে যে সন্দেহ করার কিছু নেই এ বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত।

'এছাড়া আর কিছু খুঁজে পায়নি ওরা?'

'না।'

'প্রধানমন্ত্রীর মৃতদেহ খুঁজে পায়নি?'

'না।'

'তাহলে তাঁর সন্ধান পাওয়ার আশা করা যেতে পারে। কিন্তু একটা ব্যাপার বড় অদ্ভুত লাগছে, আজই সকালে শত্রুরা যখন তাঁকে গুলি করে হত্যা করতে গেছলো তখন তারা তাদের হাতের মুঠোয় পেয়েও কেনই বা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার এতসব ঝামেলা নিতে চাইছে?'

ডজ নিজেই এবার মাথা নেড়ে পোয়ারোর প্রশ্নের উত্তর দিল, 'একটা ব্যাপার খুবই স্পষ্ট, প্রধানমন্ত্রী যাতে ওই শান্তি সম্মেলনে কিছুতেই হাজির থাকতে না পারেন কেবল তার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তারা।'

'প্রধানমন্ত্রী যে সেখানে এখনো জীবিত আছেন, মানবিক শক্তিবলে তা সম্ভব। ঈশ্বর করুন খুব বেশি দেরী হয়নি এখনো। এখন মঁসিয়েরা, আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আমার তদন্তের কাজের সুবিধের জন্যে একেবারে শুরু থেকে সব কথা খুলে বলুন আমাকে। তাঁকে গুলি করে হত্যা করতে যাওয়ার ঘটনাও আমি সবিস্তারে শুনতে চাই।'

'গতকাল রাত্রে প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েল নামে তাঁর এক সেক্রেটারিকে সঙ্গে নিয়ে—'

পোয়ারো বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তা ইনিই কি ফ্রান্সে ওঁর সঙ্গে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ওঁরা গাড়িতে চেপে উইন্ডসরে যান। সেখানে প্রধানমন্ত্রী একটা জনসভায় ভাষণও দেন। আজ সকালে উনি শহরে ফিরে আসছিলেন, আর ফেরার পথেই গুলি করে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়।'

'এক মিনিট প্লিজ,' পোয়ারো কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কে এই ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস্? ওঁর সম্পর্কে সব রকম তথ্য আপনাদের আছে কি কাছে, মানে পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট?'

লর্ড এস্টেয়ার হাসলেন। 'আমি জানতাম এই প্রশ্নই আপনি করবেন', 'লর্ড এস্টেয়ার উত্তরে বলতে থাকেন, 'কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। আর তেমন বিশেষ পরিচিত কোনো পরিবারের ছেলেও তিনি নন। তবে একটা কথা বলতে পারি, তিনি ইংরাজ সেনাবাহিনীতে বহুদিন থেকে কাজ করছেন এবং সেক্রেটারি হিসেবে তিনি খুবই উপযুক্ত। আমার বিশ্বাস, তিনি সাত-সাতটি ভাষায় কথা বলতে পারেন। আর ঠিক এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্বাচন করেন।'

'ইংলন্ডে তাঁর কোনো আত্মীয়-স্বজন আছেন?'

'হ্যাঁ আছেন, দুই পিসী। একজন মিসেস এভাবার্ড, থাকেন হ্যাম্পস্টিডে; এবং অন্যজন হলেন মিস ড্যানিয়েলস্, থাকেন অ্যাসকটের কাছাকাছি।'

'অ্যাসকট? জায়গাটা উইন্ডসরের কাছাকাছি, তাই না?'

'সেই সূত্রটি আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু খবর নিয়ে দেখা গেছে তেমন কোনো সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।'

'তার মানে আপনাদের বিচারে ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস্ সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে?'

লর্ড এস্টেয়ার পোয়ারোর এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে তাঁর মুখের ওপর কেমন যেন একটা অস্পষ্ট ছায়া পড়তে দেখা গেল। 'না মঁসিয়ে পোয়ারো, আজকের এই জটিল পরিস্থিতির দিনে যে কোনো লোককে সন্দেহের ঊর্ধ্বে বলতে যাওয়ার আগে অবশ্যই আমি একটু ইতস্তত করব।'

'ঠিক বলেছেন। আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি মি. লর্ড, এখন থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই কড়া পুলিশ পাহারায় রাখতে হবে। আর তা করা হলে আমার

দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতে তাঁর ওপর কোনো শত্রু যদি বা আক্রমণ করে, কখনোই সে সফল হতে পারবে না।'

লর্ড এস্টেয়ার পোয়ারোর দিকে মাথা নত করে খুশিতে গদগদ হয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির ঠিক পিছন পিছন একদল সাদা পোশাকে গোয়েন্দারা অন্য আর একটি গাড়িতে চড়ে তাকে অনুসরণ করছিল। মিস্টার ম্যাকঅ্যাডাম কিন্তু এই সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি একজন অতি ভয়শূন্য সাহসী মানুষ। সাদা পোশাকের গোয়েন্দারা যে অন্য আর একটি গাড়িতে চেপে তাঁকে অনুসরণ করছে জানতে পারলে তিনি অনেক আগেই তাদের ধমক দিয়ে বিদায় করে দিতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ বিভাগকে তাদের কর্তব্য তো যথাযথভাবে পালন করতেই হবে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির চালক ও, মার্ফি নিজেই একজন সি. আই. ডি'র লোক।'

'ও মার্ফি? আয়ারল্যান্ডের একটি নাম সেটা, তাই না?'

'হ্যাঁ, সে একজন আইরিশম্যান।'

'আয়ারল্যান্ডের কোন্ জায়গা থেকে সে এসেছে, জানেন?'

'আমার বিশ্বাস কাউন্টি ক্লেয়ার থেকে।'

'ঠিক আছে, তারপর কি হলো বলে যান মি. লর্ড।'

'তারপর প্রধানমন্ত্রী লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হলেন অন্য একটা গাড়িতে চেপে। সেটা একটা ঢাকা গাড়ি ছিল। তিনি আর ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস্ সেই গাড়ির ভেতরে ছিলেন। দ্বিতীয় গাড়িটা যথারীতি অনুসরণ করছিল তাঁর গাড়িটাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হয়তো কোনো অজানা কারণে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িটা বড় রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকবে।'

'তার মানে রাস্তাটা যেখানে ভাগ হয়ে গেছে?' পোয়ারো বাধা দিয়ে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

'কেন, এ তো সহজেই বোঝা যায়! তারপর? বলে যান মি. লর্ড।'

'কোনো এক অজ্ঞাত কারণে', লর্ড এস্টেয়ার বলতে থাকেন, 'প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বাঁদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।' পুলিশের গাড়ির চালক কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির হঠাৎ ওই পথ পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের কথা জানতেও পারেনি। তাই স্বভাবতই সেই গাড়িটা যথারীতি বড় রাস্তা ধরেই সামনে এগিয়ে চলল। ওদিকে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বেশ বিনা বাধাতেই এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে একটা গলির ভেতর থেকে একদল মুখোশ-পরা লোক ছুটে এসে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে সেটার পথরোধ করে বসল। গাড়ির চালক—'

'ওই সাহসী ও' মারফি!' পোয়ারো চিন্তিত গলায় বিড়বিড় করে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, গাড়ির চালক প্রথমে ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গাড়ির ব্রেক কষতে গেছলো, স্বভাবতই গাড়ির গতি অনেকটা কমে যায় তখন। এই সময় প্রধানমন্ত্রী

ব্যাপার কি দেখতে জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখতে যান। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি গর্জে উঠল, তারপর আরও একটা। প্রথম বুলেটটা রাইফেল থেকে ছিটকে প্রধানমন্ত্রীর গাল ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। আর দ্বিতীয় বুলেটটা সৌভাগ্যবশত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অনেক দূর দিয়ে চলে যায়। চালক তখন বিপদ বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গতি দিল বাড়িয়ে, মুখোশধারী লোকরা যারা গাড়ির পথরোধ করেছিল তারা তাদের মৃত্যু এড়াতে যে যেদিকে পারল ছিটকে পড়ল পথের দু'ধারে।

'একটুর জন্যে বেঁচে যাওয়া', বলতে গিয়ে আমার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল।

'মিস্টার ম্যাকঅ্যাডাম কিন্তু নিজে এ ব্যাপার নিয়ে কোনো হৈচৈ করেননি। গালে সামান্য একটু আঘাত বৈ তো আর কিছু নয়। চালক তাঁকে একটা স্থানীয় কটেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাঁর সেই সামান্য ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করানোর ব্যবস্থা করলেন। অবশ্য তিনি নিজের কিংবা প্রধানমন্ত্রীর পরিচয় গোপন করে গেলেন সেখানে। আর প্রধানমন্ত্রীও হাসপাতালের চিকিৎসক এবং নার্সদের কাছে নিজের আসল পরিচয় জানতেই দিলেন না। এরপর সফরসূচী অনুযায়ী তিনি এসে পৌছন চেয়ারিং ক্রসে, যেখানে ডোভারগামী একটা বিশেষ ট্রেন অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। এরপর সেখানে ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস্ চিন্তিত পুলিশকে ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে প্রধানমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্স অভিমুখে রওনা হয়ে যান। ডোভারে পৌছে ট্রেন থেকে নেমে তাঁর জন্যে অপেক্ষারত নৌবাহিনীর একটা ডেস্ট্রয়ারে উঠে বসলেন তিনি। এর পরের ঘটনা তো আপনাকে আগেই বলেছি। বোলগ্নায় পৌছে প্রধানমন্ত্রী দেখতে পান সেই জাল গাড়িটা তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। সেই গাড়িতে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা উড়তে দেখা যাচ্ছিল, সব দিক থেকেই সেই গাড়ির সব কিছুই আসল বলে মনে হচ্ছিল।'

'এসবই কি আপনার বলার ছিল আমাকে?' পোয়ারো জানতে চাইলো।'

'হ্যাঁ।'

'মি. লর্ড, আর কোনো পরিস্থিতির কথা বাদ পড়েনি তো?'

'ভাল কথা, একটা অদ্ভুত জিনিস আছে এর মধ্যে।'

'সেটা কি?'

'চেয়ারিং ক্রসে প্রধানমন্ত্রীকে পৌছে দেবার পর তাঁর সেই গাড়িটা আর ফিরে আসেনি। পুলিশ তখন ও' মারফির সাক্ষাৎকার নেবার জন্য খুবই চিন্তিত। তাই পুলিশ তাঁর সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরে সোহেব এলাকায় অবস্থিত এমনি এক বাজে রেস্তোরাঁর বাইরে প্রধানমন্ত্রীর সেই গাড়িটার খোঁজ পাওয়া গেল, সেই জায়গাটা জার্মান গুপ্তচরদের আড্ডাখানা হিসেবে কুখ্যাত।'

'ঠিক আছে, গাড়ি তো পাওয়া গেছে, কিন্তু গাড়ির চালক, সে কোথায় গেল?'

'চালককে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সে তখন নিরুদ্দেশ।'

'তাহলে', পোয়ারো কি যেন চিন্তা করে বলল, 'দু'জন মানুষ নিরুদ্দেশ, প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সে এবং ও' মারফি লন্ডনে।'

পোয়ারো আগ্রহসহকারে লর্ড এস্টেয়ারের দিকে তাকাল। তিনি হতাশ চোখে তাকালেন পোয়ারোর দিকে।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, গতকাল কারও মুখ থেকে যদি আমি শুনতাম যে, ও' মারফি একজন বিশ্বাসঘাতক, তাহলে আমি তার সামনেই হাসিতে ফেটে পড়ে তার কথা উড়িয়ে দিতাম।'

'আর আজ?'

'আজ আমাকে কি ভাবতে হবে আমি জানি না।'

পোয়ারো গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল। সে তার শালগমের মতো বড় আকারের ঘড়িটার দিকে আবার তাকাল।

'মি. লর্ড, এই জটিল রহস্যের সমাধান সূত্র খুঁজে বার করতে গিয়ে তদন্তের প্রয়োজনে আমাকে যেকোনো জায়গায় যেতে হতে পারে, আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন? তাই আগে-ভাগে জেনে নিতে চাই, আপনাদের কাছ থেকে সবরকম সহযোগিতা পাবো তো?'

'নিশ্চয়ই!' লর্ড এস্টেয়ার আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'এখন থেকে ঠিক এক ঘণ্টা পরে একটা বিশেষ ট্রেন ডোভার থেকে ছাড়বে, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের একদল গোয়েন্দা থাকবেন ওই ট্রেনে। এছাড়াও আপনার সঙ্গে আরও দু'জন অফিসার থাকবেন, একজন সামরিক অফিসার এবং অন্যজন সি. আই. ডি অফিসার। বলুন, আপনি সন্তুষ্ট তো?'

'হ্যাঁ, যথেষ্ট। তবে মঁসিয়েরা, আমি আপনাদের আর একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনারা আমার কাছে এলেন কেন? আপনাদের এই বিশাল লন্ডন শহরে আমি তো একজন অজানা, অজ্ঞাত, কেউ চেনে না আমাকে।'

'আপনার নিজের দেশের এক মহান ব্যক্তির সুপারিশ আর ইচ্ছা অনুযায়ী আপনার কাছে এসেছি।'

'আমার নিজের দেশের এক মহান ব্যক্তি, মানে আপনারা কি আমার পুরনো বন্ধু প্রিফেটের কথা বলছেন?'

লর্ড এস্টেয়ার মাথা নাড়লেন।

'না, প্রিফেট নন। ইনি প্রিফেটের চেয়েও অনেক বড় মাপের মানুষ। একসময়ে এই মহান মানুষটির মুখের কথাই ছিল বেলজিয়ামের আইন, আর আমি এও বলে রাখছি এরকম ঘটনা আবারও হবে, যা ইংলন্ড শপথ করে বলতে পারে।'

লর্ড এস্টেয়ারের মুখ থেকে পোয়ারোর ওপর তাঁর আস্থা জাগার কারণটা জানতে পেরে লাফিয়ে উঠে একরকম নাটকীয় ভঙ্গিমায় সেই মহান ব্যক্তিটির উদ্দেশে স্যালুট ঠুকে বলে উঠল, 'তবে তাই হোক! আমার গুরু স্থানীয় সেই ব্যক্তিটি দেখছি আমার কথা এখনও ভোলেননি,...শুনুন মঁসিয়েরা, আমি এরকুল পোয়ারো নিজের মুখে শপথ

নিয়ে বলছি, একান্ত বিশ্বাসভাজন হয়ে আমি আপনাদের এই কেসের তদন্তের কাজ চালিয়ে যাব, অবশ্যই সব রকম গোপনীয়তা রক্ষা করে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমি যেন যথাসময়ে সাফল্য অর্জন করতে পারি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি জানেন, গোটা ব্যাপারটাই যেন আমার কাছে এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, অন্ধকারে মেঘে ঢাকা সত্যের তারাটির মতো...এই মুহূর্তে আমি যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

'ভাল কথা পোয়ারো', মন্ত্রীরা চলে যাওয়ার পর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেলে পর আমি অধৈর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কেসের ব্যাপারে তুমি কি ভাবছো? অতঃ কিম্!'

'জানি না, এরপর আমাকে কি ভাবতে হবে। আমার মস্তিষ্কের কোষগুলো এই মুহূর্তে আমাকে যেন নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে, আমার ব্রেনটা মরুভূমির মতো খাঁ-খাঁ করছে।'

এরপর আমার বন্ধু একটা ছোট সুইটকেসে তার জিনিসপত্তর গোছগাছ করতে থাকল দ্রুত হাতে। এর থেকে বেশ বোঝা গেল, সে এখন বাইরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাই সে এখন আমার কোনো প্রশ্নেরই ঠিকমতো জবাব দেবে না, বলতে পারি মানসিক দিক থেকে সে এখন প্রস্তুত নয় তার জন্যে। তবু আমি নাছোড়বান্দার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন না করে থাকতে পারলাম না।

'কেন, তুমি যেমন বলেছ তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে, এর কি কোনো দরকার ছিল? কারণ দু'-এক ঘা দিলেই যেখানে প্রধানমন্ত্রীর শান্তি সম্মেলনে যাওয়া অনিশ্চিত হতো বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্যে, তখন তাঁকে অপহরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?'

'আমাকে ক্ষমা করো বন্ধু, আমি ঠিক সেরকম কিছু বলিনি। এখন দেখতে পাচ্ছি শুধু তাঁকে অপহরণ করাই নয়, ওদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ অনিশ্চয়তা ভয়ঙ্করভাবে আতঙ্ক ছড়ায়। সেটা একটা কারণ, প্রধানমন্ত্রী যদি শেষ পর্যন্ত মারা যান সেটা হবে জাতীয় বিপর্যয়। কিন্তু যেভাবেই হোক সেই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মোকাবিলা আমাদের করতেই হবে, তাকে সামাল দিতেই হবে। এবং আরও যেসব ভয়ঙ্কর অশুভ সম্ভাবনা আছে সে সব কথা শুনলে তুমি তো পঙ্গু হয়ে যাবে, তোমার নড়াচড়া করার ক্ষমতা থাকবে না! প্রধানমন্ত্রী কি ফিরে আসবেন, নাকি আসবেন না? তিনি মৃত নাকি জীবিত আছেন? কেউ জানে না, আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে কিছুই করা যাবে না। একটু আগে এ প্রসঙ্গে তোমাকে আমি যা বলেছিলাম তাই হবে, এইসব অনিশ্চয়তাই আতঙ্ক ছড়াবে, আর শত্রুপক্ষ ঠিক এটাই চাইছে। তারপর চিন্তার আরও অনেক কারণ থেকে যায়। যেমন ধরো, অপহরণকারীরা যদি ওঁকে কোনো গোপন জায়গায় বন্দী করে রাখে, তাহলে তাদের দু'পক্ষের কাছ থেকেই ফায়দা তোলার সুযোগ

থেকে যায়। আইন মাফিক সচরাচর জার্মান সরকার টাকাকড়ির ব্যাপারে উদার নয়, অযথা বিলোয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে যে তারা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মুক্তিপণ হিসেবে অনেক টাকা খরচ করতে পারেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তৃতীয়ত, তারা যদি প্রধানমন্ত্রীকে হত্যাও করে তবুও তাদের ফাঁসিতে ঝোলার কোনো ঝুঁকি থাকছে না। তাই এর থেকে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, অপহরণ করাটাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য!'

'বেশ তাই যদি হয়, তাহলে গোড়ায় তারা প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করতে গেল কেন?'

পোয়ারো রাগে উত্তেজনায় গর্জে উঠল। 'এটা আমারও ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না! এর কোনো ব্যাখ্যা নেই, মূর্খমি! তারা প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণ করার সব রকম ব্যবস্থাই বেশ সুষ্ঠুভাবে করল (সে ব্যবস্থা খুবই ভাল?), কিন্তু তবুও তারা নাটকীয়ভাবে তাকে আক্রমণ করে সমস্ত ব্যাপারটা বিপজ্জনক করে তুলল, ঠিক ছায়াছবির গল্পের মতো। লন্ডন থেকে মাত্র কুড়ি মাইলেরও কম দূরত্বের এক জায়গায় একটা বড় রাস্তা সংলগ্ন সরু গলি থেকে একদল মুখোশধারী লোক বেরিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির গতিপথ স্তব্ধ করে দিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে তাদের একজনের রাইফেল থেকে দু'-দুবার গুলি ছুটল, এটা কি ভাবা যায়? অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না তোমার?'

'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে', আমি মন্তব্য করলাম, 'ওরা দু'টি দলে ভাগ হয়ে একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে খুন আর অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল, যেটার সাফল্য পাওয়া যায় যাবে, এরকম একটা কিছু ভেবে নিয়ে?'

'আহা তা হতে পারে না। তাহলে সেটা খুবই কাকতালীয় ব্যাপার হয়ে যেত! তাই আমার সন্দেহ, এর পিছনে নিশ্চয়ই একজন বিশ্বাসঘাতক রয়েছে, অন্তত প্রথম ঘটনাতে তো বটেই! কিন্তু কে সেই বিশ্বাসঘাতক,—ড্যানিয়েলস্ নাকি ও' মারফি? ওদের দু'জনের মধ্যে কেউ একজন যে বিশ্বাসঘাতক তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমার। তা না হলে প্রধানমন্ত্রীর মতো একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির যাত্রাপথ, অর্থাৎ বড় রাস্তা বদল করে অন্য পথ ধরতে গেল কেন গাড়িটা? আমরা নিশ্চয়ই ভাবতে পারি না, প্রধানমন্ত্রী নিজেই নিজের প্রাণনাশের পরিকল্পনা করেছিলেন? তাই এর থেকে সহজেই অনুমেয়, তবে কি গাড়ির চালক ও' মারফি নিজের ইচ্ছায় গাড়ি অন্য পথে ঘুরিয়ে দিয়েছিল, কিংবা ড্যানিয়েলস্ তাকে ওইরকম কিছু একটা করতে বলেছিল?'

'নিশ্চয়ই এটা ও' মারফির কাজ!' আমি মন্তব্য করলাম।

'হ্যাঁ, তোমার অনুমান যথার্থ এই কারণে যে, ড্যানিয়েলস্ রাস্তা বদলাবার কথা বললে সেটা নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী শুনতে পেতেন আর সেক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয়ই হঠাৎ তাঁর নির্দিষ্ট যাত্রাপথের বদল করার কারণ জানতে চাইতেন। আবার দেখো, এই গোটা ব্যাপারটাতেই এতগুলো 'কেনয়' ভরা থাকায় এমনিতেই সেগুলো পরস্পরবিরোধী হয়ে দেখা দিয়েছে। ও'মারফি যদি সাচ্চা বিশ্বাসী লোকই হবে, তাহলে কেনই বা সে প্রধান রাস্তা ছেড়ে গাড়িটা অন্য রাস্তায় নিয়ে গেল? কিন্তু যদি সে অন্য লোকই হবে তাহলে সে গাড়িটা আবার কেন স্টার্ট করতে গেল, বিশেষ করে যখন মাত্র দুটি গুলি ছোঁড়া

হয়েছিল! তাহলে এর থেকে কি ধরে নেওয়া যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর জীবন রক্ষা করাই তার উদ্দেশ্য ছিল, অন্তত এই সম্ভাবনাটাই দেখা যায় তার শেষের কাজে। আবার দেখো, যদি সে একজন সৎ লোকই হবে, তাহলে কেনই বা সে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে গাড়ি ছুটিয়ে চেয়ারিং ক্রস ছেড়ে গাড়িটা এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে হাজির করতো, যে জায়গাটা জার্মান গুপ্তচরদের আড্ডাখানা বলে পরিচিত সেখান থেকে অনেক দূরে?'

'ব্যাপারটা খুবই খারাপ বলে মনে হচ্ছে', আমি বললাম।

'এখন কেসটার দিকে পদ্ধতিমতো তাকানো যাক,' পোয়ারো বলল, 'এদের দু'জনের পক্ষে ও বিপক্ষে আমরা কি পাচ্ছি? প্রথমে ও' মারফির কথাই ধরা যাক। বিপক্ষে ওর বিরুদ্ধে রায় দেবার মতো ঘটনা হলো এই যে, তার হঠাৎ রাস্তা বদল করার কারণটা অবশ্যই সন্দেহজনক! তাছাড়া সে একজন আইরিশম্যান, যার বাড়ি কাউন্টি ক্লেয়ারে। আর তারপরেই তার উধাও হয়ে যাওয়ার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় বৈকি। আবার তার অন্য আচরণের দিকটাও দেখো, সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়িতে স্টার্ট দেয়, যার ফলে প্রধানমন্ত্রীর জীবন রক্ষা পেয়ে যায়। এর থেকেই বোঝা যায় যে, সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেরই একজন লোক এবং তাকে যে পদ দেওয়া হয় অবশ্যই সে এক বিশ্বস্ত গোয়েন্দাই। এরপর ড্যানিয়েলসের প্রসঙ্গে আসা যাক। ওঁর বিরুদ্ধে খুব বেশি অভিযোগ নেই। শুধু তাই নয়, ওঁর অতীত আচরণ বা ইতিহাস আমাদের খুব একটা জানা নেই। তবে উনি অনেকগুলো ভাষায় কথা বলতে জানেন যা একজন ইংলিশম্যানের পক্ষে বাড়তি গুণই বলে ধরে নেওয়া যায়! (আমাকে ক্ষমা করো বন্ধু, ভাষাবিদ্ হিসেবে কিন্তু কেউ তোমাদের কল্পনাও করতে পারে না!) ওঁর সমর্থনে একটা বড় যুক্তি আমরা দেখতে পেয়েছি তা হলো হাত-পা এবং মুখ বাঁধা অবস্থায় ওঁকে শত্রুরা একটা খামারবাড়িতে ফেলে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, ওঁর পক্ষে আর একটা অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে, প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণ করার আগে ওঁকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে বেহুঁশ করেছিল শত্রুরা। এই সব দেখে-শুনে মনে হয়ে যে, প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণের পিছনে ওঁর কোনো ভূমিকাই থাকতে পারে না।'

'কিন্তু এও তো হতে পারে যে, ওঁর বিরুদ্ধে সন্দেহের তীরটা অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য উনি নিজেই নিজের হাত-পা ও মুখ বেঁধেছিলেন, কিংবা শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এইরকম কিছু একটা করা হয়েছিল?'

পোয়ারো মাথা নাড়ল। 'না, ফরাসী পুলিশ এত বড় ভুল কখনো করতে পারে না। তাছাড়া, ধরো তোমার অনুমান যুক্তিগ্রাহ্য বলেই ধরে নিলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য সফল করিয়ে দেবার পর, মানে প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণ করার পর ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের আর গা ঢাকা দিয়ে থাকার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই! কেবল একটা সাজানো নাটকে অভিনয় করার জন্যই ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের শাগরেদরা যদি তাঁকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে বেহুঁশ করে তারপর তাঁর হাত-পা আর মুখ বেঁধে ফেলে

তাহলে তাতে তাদের উদ্দেশ্য কি সফল হবে? ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস্‌কে নিয়ে শত্রুপক্ষের এখন তেমন আর মাথা ব্যথা নেই। কারণ প্রধানমন্ত্রীর নিরুদ্দেশ সংক্রান্ত পরিস্থিতি যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বাভাবিক হচ্ছে, ওরা ড্যানিয়েলস্‌কে ছেড়ে রাখবে না, সব সময় তার ওপর নজর রেখে যাবেই। আর এটাই তো স্বাভাবিক।'

'সম্ভবত এমনও তো হতে পারে, ড্যানিয়েলস্ ইচ্ছে করেই মিথ্যে কথা বলে পুলিশকে ভুল পথে চালনা করতে চেয়েছিলেন?'

'তাহলে তিনি তা করলেনই বা না কেন? ড্যানিয়েলস্ তাঁর জবানবন্দীতে শুধু বলেছেন, ওঁর নাক ও মুখের ওপর কেউ কিছু একটা চেপে ধরেছিল, এর বেশি কিছুই আর মনে পড়ছে না ওঁর। ওঁর এই জবানবন্দীর মধ্যে মিথ্যের নাম-গন্ধ নেই। অতএব ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের সব কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য।'

'ভাল কথা', চকিতে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'আমার মনে হয় এখনি আমাদের স্টেশনের দিকে রওনা হওয়া উচিত। হয়তো তুমি ফ্রান্সে গিয়ে আরও কিছু সূত্র ও তথ্য খুঁজে পেতে পারো।'

'সম্ভবত, হ্যাঁ বন্ধু, সম্ভবত তা হতে পারে। তবে তাতে আমার সন্দেহ আছে। কে জানে সাফল্য কতখানি আসবে। প্রধানমন্ত্রীকে সেই ছোট সীমিত জায়গার মধ্যে পাওয়া গেল না, সেটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হলো এই কারণে যে, অমন একটা ছোট জায়গায় ওঁকে লুকিয়ে রাখা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। যদি এত বড় দুই মহান দেশের সামরিক ও পুলিশের যৌথ বাহিনী ওঁর খোঁজ না পায় তাহলে আমিই বা পাব কি করে?'

চেয়ারিং ক্রসে আমরা মিস্টার ডজ-এর সঙ্গে মিলিত হলাম। আমাদের জন্য এই রেল স্টেশনে তিনি অপেক্ষা করছিলেন সঙ্গে আরও দু'জন ভদ্রলোককে নিয়ে। মিস্টার ডজ তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'এঁরা হলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা বার্নস আর মেজর নরম্যান। এঁরা সব সময় আপনাদের সঙ্গী হয়ে থাকবে। যে কোনো প্রয়োজনে এঁরা আপনাদের সাহায্য করবেন। আপনাদের সৌভাগ্য কামনা করি। খুবই বিশ্রী ব্যাপার, তবুও আমি হাল ছাড়িনি। এবার তাহলে বিদায় নিচ্ছি।' এই বলে মন্ত্রী মহাশয় দ্রুত পা ফেলে চলে গেলেন।

ভদ্রতার খাতিরে যেটুকু কথা না বললে নয় সেইভাবে আমরা মেজর নরম্যানের সঙ্গে টুকটাক কথা বলছি, এমন সময় যাত্রীদের ভীড়ে ঠাসা প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে সবই প্রায় অচেনা মুখের মধ্যে একটা চেনা মুখ হঠাৎ আমার চোখে পড়ে গেল। ভদ্রলোকের মুখের গড়ন অনেকটা বেজীর মুখের মতো, লম্বাটে, সুপুরুষ দেখতে একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। ভদ্রলোক ইন্সপেক্টর জ্যাপ, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সেরা বুদ্ধিমান গোয়েন্দা অফিসারদের মধ্যে একজন। তিনিও আমাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে একগাল হেসে পোয়ারোকে বললেন, 'খবর পেলাম প্রধানমন্ত্রীর খোঁজে তুমিও নাকি

জড়িয়ে পড়েছো। কাজটা যে খুবই মাথা ঘামানোর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজটা যেই করুক না কেন খুবই ধুরন্ধর সে, তাঁকে পাচার করেছে নিঃশব্দে এবং অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে। কিন্তু এ কথাও আবার ঠিক যে, খুব বেশিদিন ওঁকে আটকে রাখা সম্ভব হবে না, এ আমার একান্ত বিশ্বাস। আমাদের গোয়েন্দারাও অত্যন্ত তৎপর, ফ্রান্সের ভেতরে সর্বত্রই চিরুণী তল্লাসী করে যাচ্ছে, ফরাসী গোয়েন্দা পুলিশও হাত গুটিয়ে বসে নেই। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, আশা করা যায়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওঁকে উদ্ধার করা যাবে।'

'যদি তখনও পর্যন্ত উনি জীবিত থকেন', ইন্সপেক্টর জ্যাপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দীর্ঘদেহী গোয়েন্দাটি বিষণ্ণ গলায় বলে উঠলেন।

জ্যাপের চোয়াল ঝুলে পড়েছে। 'হ্যাঁ তা বটে....কিন্তু যে কারণেই হোক কেন জানি না আমার মন বলছে, উনি এখনও জীবিত এবং সুস্থ আছেন।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি এখনও জীবিত আছেন, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওঁর সন্ধান পাওয়া যাবে কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানেন, আপনার মতো আমিও বিশ্বাস করতাম ওঁকে খুব বেশিদিন আটকে রাখা যাবে না।'

এই সময় ট্রেন ছাড়ার বাঁশি বেজে উঠল। আমরা সবাই তখন দলবদ্ধভাবে একটা কামরায় উঠে পড়লাম। প্রথমে সামান্য একটু ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলো।

সে এক বিচিত্র যাত্রা। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মতো সব ঝানু গোয়েন্দা আছে, সবাই এসে মিলিত হয়েছে একটা কামরায়, যেন গোয়েন্দাদের হাট বসেছে সেখানে। উত্তর ফ্রান্সের অনেকগুলো ম্যাপ যে যার কোলের ওপর মেলে ধরে আমরা সবাই এককেবার এককেটা গ্রাম ও রাস্তার ওপর আঙুল বোলাচ্ছি, আবার পরক্ষণেই গালে হাত দিয়ে ভাবছি, এখানে কোথায় প্রধানমন্ত্রীকে লুকিয়ে রাখা হতে পারে! এ সম্পর্কে আমরা যে যার মত বিনিময় করছি, কিন্তু কিছুতেই আমরা একমত হতে পারছিলাম না। অবশ্য পোয়ারো এদের মধ্যে ব্যতিক্রম। যে পোয়ারো অন্য সময়ে অনর্গল কথা বলে থাকে, এমন কি কোনো কেস সংক্রান্ত বিষয়ের বাইরেও সে কথা বলে, অথচ আজ সে কেমন অদ্ভুতভাবে নীরব রয়ে গেছে, বাচ্চা ছেলের মতো কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। তারা যেমন ভয় পেয়ে চুপ করে বসে থাকে, আমার বন্ধুর অবস্থাও ঠিক তেমনি হয়েছে এখন। এদিকে মেজর নরম্যান লোকটি ঠিক তার উল্টো, অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, বেশ আমুদে লোকটা, ওঁর সঙ্গে আলাপ জমাতে খুব বেশি সময় লাগল না আমার। একসময় ট্রেন ডোভারে এসে পৌঁছতেই আমরা চটপট নেমে পড়লাম। আমাদের পরবর্তী যাত্রা জাহাজযোগে। জাহাজে ওঠার সময় পোয়ারো তেমনি বাচ্চা ছেলের মতো আমার হাতটা এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, ওর এই ছেলেমানুষী ভাব দেখে এতো দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের মধ্যেও আমি আমার হাসি আর চেপে রাখতে পারলাম না। এই সময় হাওয়ার বেগ প্রচণ্ড বেড়ে গেল।

'বন্ধু', পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'এ এক ভয়ঙ্কর ভয়াবহ ব্যাপার হেস্টিংস।'

'সাহস রাখো পোয়ারো', আমি ওকে অভয় দিয়ে বললাম, 'আমি বলছি তুমি সফল হবেই! আমি নিশ্চিত তুমি ওঁকে ঠিক খুঁজে বার করবেই!'

'ওহো বন্ধু, তুমি আমার মানসিক আবেগ ঠিক বুঝতে পারোনি। আসলে আমি এই জঘন্য সমুদ্রের কথা বলতে চাইছি, এই অশান্ত সমুদ্রই আমাকে এখন ভীষণ বেগ দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই সমুদ্রই না আমাকে কাবু করে ফেলে!'

'ওহো, তাই বুঝি!' আমি নেহাতই হতাশ হয়ে বলে উঠলাম।

জাহাজ ছাড়তে যাচ্ছে। বিশ্রী যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে জাহাজের ইঞ্জিন চালু হলো। সেই আওয়াজটা সহ্য করতে না পেরে পোয়ারো ককিয়ে উঠে চোখ বুজলো, কানে আঙুল দিল।

একটু পরে পোয়ারো স্বাভাবিক হতেই আমি ওকে বললাম, 'মেজর নরম্যানের হাতে উত্তর ফ্রান্সের একটা ম্যাপ আছে, তুমি একবার সেটার ওপর চোখ বোলাবে নাকি?'

পোয়ারো অধৈর্য হয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়ল।

'না, না, এখন ওসব নয় হেস্টিংস। দয়া করে আমাকে এখন একটু একা থাকতে দাও বন্ধু। তোমাকে বলে রাখি, পেট আর মগজের মধ্যে সব সময় একটা সঙ্গতি রেখে চলতে হয়। এ বিষয়ে ল্যার্ভোজুয়ার এক অভিনব পদ্ধতি শিখিয়েছেন আমাদের। ধীরে ধীরে একবার শ্বাস নাও, তারপর আবার ছেড়ে দাও। এক থেকে ছয় সংখ্যা পর্যন্ত গুণতে গুণতে মাথাটা বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে এটা করতে হবে, ঠিক এই রকমভাবে।' শুধু মুখে বলা নয়, হাতে কলমে এই পদ্ধতিটা করে দেখালো পোয়ারো।

আমি ওকে ওর ব্যায়াম করার সুযোগ দিতে সেখান থেকে চলে এলাম ডেকের ওপর।

একসময় আমাদের জাহাজ বোলগ্না বন্দরে এসে ভিড়ল। পোয়ারো এবার ডকে এসে হাজির হলো। ওকে এখন পরিষ্কার ও ঝরঝরে দেখাচ্ছিল, ওর মুখের হাসিটাও যেন সতেজ ও মিষ্টি, ভোরের প্রথম আলোর মতো। এসেই ও আমার কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বোঝাতে চাইল, ল্যার্ভোজুয়ারের ব্যায়াম করার পদ্ধতির কোনো জবাব নেই।

জ্যাপের দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি এখনও তাঁর ম্যাপটির ওপর কল্পনায় তাঁর আঙুল বোলাচ্ছিলেন, হয়তো তিনি তাঁর সঠিক সিদ্ধান্তে এসে পৌছতে পারেননি এখনও। 'ননসেন্স!' খিঁচিয়ে উঠে তিনি বললেন, 'গাড়িটা রওনা হলো বোলগ্না থেকে। এখানে, হ্যাঁ এখান থেকেই দু'টো গাড়ি দু'টি ভিন্ন পথ নিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীকে ওঁর গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে এখান থেকেই অপহরণকারীরা তাদের গাড়িতে তুলে

নিয়েছিল। বুঝলে তো?' এই বলে জ্যাপ তাঁর সেই সঙ্গী দীর্ঘদেহী গোয়েন্দাটির দিকে তাকালেন তাঁর প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য।

'বেশ তো,' দীর্ঘদেহী গোয়েন্দা উত্তরে বললেন, 'আমি তাহলে এখনি সমস্ত বন্দরগুলোতে খানা তল্লাসী চালাই, কি বলেন? ওঁরা প্রধানমন্ত্রীকে কোনো এক বন্দর থেকে জাহাজে চাপিয়ে অন্য কোথাও যে পাচার করে দিয়ে থাকবে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত!'

জ্যাপ মাথা নেড়ে সায় দেন। 'খুবই স্বাভাবিক। এখনি বন্দরগুলিকে নির্দেশ দাও, সেগুলো যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমাদের অনুমতি ছাড়া আপাতত বন্দর থেকে কোনো জাহাজ ছাড়বে না।'

ওদিকে রাতের অন্ধকার সরে গিয়ে পুবের আকাশে রক্তিমাভার আভাস, ভোর হয়ে আসছে। এই সময় আমাদের জাহাজ বন্দরে এসে ভিড়ল। মেজর নরমান পোয়ারোর হাত স্পর্শ করে জানালেন, 'সামরিক বাহিনীর একটা গাড়ি এখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে স্যার।'

'ধন্যবাদ মঁসিয়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি বোলগ্না ছেড়ে যেতে চাই না।'

'কি বললেন?'

'ঠিকই বলেছি। আপাতত এই বন্দর সংলগ্ন হোটেলে গিয়ে উঠতে চাই আমরা।'

মেজর নরম্যানকে অবাক করে দিয়ে পোয়ারো বন্দর সংলগ্ন হোটেলের একটা ঘরে গিয়ে নির্বিকারভাবে ঢুকল। আমরা তিনজন সুবোধ বালকের মতো অনুসরণ করলাম তাকে। পোয়ারোর প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা থাকা সত্ত্বেও সত্যি কথা বলতে কি তার এই মুহূর্তের হাবভাব আমার একেবারেই ভাল লাগল না। আমার চোখে অসহিষ্ণুতার ভাব প্রকাশ পেতে দেখা গেল।

পোয়ারো হয়তো সেটা লক্ষ্য করে চকিতে একবার আমাদের মুখের ওপর তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি একবার বুলিয়ে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠল : 'চতুর গোয়েন্দার এরকম করা উচিত নয়, তাই না? আমি মনে মনে তোমার ভাবনাটা যে কি বেশ উপলব্ধি করতে পারছি। তুমি ভাবছো, পূর্ণ শক্তি নিয়ে গোয়েন্দার কাজ করা উচিত। অনুসন্ধান কাজ চালানোর জন্য তার উচিত এদিক-ওদিক চারদিক ছোটাছুটি করা। এর জন্যে চাই তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি, আর চাই উদ্ভাবনী শক্তি, যাতে করে রাস্তার ধূলোর ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আতস কাচের ভেতর দিয়ে গাড়ির চাকার টায়ারের দাগ দেখতে পায়, পোড়া সিগারেটের টুকরো, ফেলে যাওয়া দেশলাই কুড়িয়ে নিতে পারা যায়, তাই না? এ সবই তোমার ধারণা, তাই কি? মেজর নরম্যান, প্রকৃত গোয়েন্দার কার্যকলাপ বলতে এ সবই ভাবেন আপনারা, কি এমনি তো?'

তার কথা শুনে আমরা বিহ্বল এবং আবিষ্ট হয়ে বোবার মতো শুধু তাকিয়ে রইলাম পোয়ারোর মুখের দিকে। আর আমাদের সেই নীরবতা দেখে তার চোখে আমাদের প্রতি চ্যালেঞ্জের ছায়া যেন দেখতে পেলাম। এবং একটু পরেই তার চোখের সেই ভাষা মুখের ভাষায় প্রকাশিত হতে দেখলাম।

'কিন্তু আমি, হ্যাঁ আমি এরকুল পোয়ারো জোর গলায় আপনাদের বলছি, ব্যাপারটা আসলে তা নয়! সত্যিকারের ক্লুগুলো লুকিয়ে আছে এখানে!' এই বলে সে তার কপালে টোকা মেরে আবার বলতে থাকল, 'দেখুন, লন্ডন ছেড়ে এত দূরে আসার কোনো দরকারই ছিল না আমার। সেখানে আমার ঘরে শান্ত হয়ে বসে অনায়াসেই এই রহস্যের সমাধান করতে পারতাম। আমার মগজের ধূসর কোষগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই এর সূত্র একটা অনায়াসেই বার করতে পারতাম। ধূসর কোষগুলো গোপনে ও নীরবে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। সব কিছুরই একটা নিয়ম, পদ্ধতি আর যুক্তি আছে, তা দিয়ে যে কেউ ঘরে বসেই সব রহস্যের সমাধান সূত্র খুঁজে বার করতে পারে। ঘরে বসেই এখানকার একটা ম্যাপের ওপর আঙুল দেখিয়ে বলতে পারতো এখানে, হ্যাঁ এখানেই প্রধানমন্ত্রীকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তা না করে পাগলের মতো সুদূর ফ্রান্সে এসেও আমি মস্ত বড় ভুল করেছি। এ যেন বাচ্চা ছেলে-মেয়ের লুকোচুরি খেলার মতো। কিন্তু এখন, যদিও আগে দেরী হয়ে গেছে, তবু আমি ঠিক করেছি আমি নিজের মতো করে আমার পথে কাজে নামবো। বন্ধুগণ, দয়া করে আপনারা এখন একটু চুপ করবেন, আমাকে নিবিষ্ট মনে ভাবতে দেবেন?'

আমরা চুপ করতেই টানা পাঁচ ঘণ্টা ধরে ছোট-খাটো মানুষটি ঠায় একাসনে স্থির হয়ে বসে থেকে ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো আকাশ-পাতাল কি যে ভেবে চলেছে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে বেড়ালের মতো চোখ পিটপিট করছে, তার চোখের মণি সবুজ থেকে ক্রমশ সবুজতর হয়ে যাচ্ছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আসা গোয়েন্দা মেজর নরম্যান স্বভাবতই ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছেন। আর আমি নিজেও এই দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ঠায় বসে থাকতে থাকতে মানসিক দিক থেকে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছি, সেই সঙ্গে কি হয়, কি হয় এ উদ্বেগ তো আছেই!

অবশেষে আমি উঠে দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব শব্দ করে জানালার সামনে গিয়ে পায়চারি করতে থাকলাম। মনে হলো, ব্যাপারটা নেহাতই বুজরুকি। ভেতরে ভেতরে আমি পোয়ারোর জন্যে খুবই চিন্তায় পড়লাম। যদি সে ব্যর্থ হয়, মনে মনে আমার অবচেতন মন যেন চাইছিল সে ব্যর্থ হোক, তাতে তার এই অদ্ভুত আচরণ বেশিক্ষণ আর সহ্য করতে হবে না। জানালার বাইরে অলস ভঙ্গিতে দৃষ্টি ফেলতেই দেখলাম, জাহাজ যাতায়াত বন্ধ থাকলেও প্রতিদিনের ফেরি-নৌকোগুলো দিব্যি সমুদ্রে ভেসে চলেছে।

হঠাৎ পোয়ারোর গলা ফাটানো চিৎকারে আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

'পেয়েছি, আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি। চলুন সেই সত্যের সন্ধানে এবার যাত্রা শুরু করা যাক।'

চকিতে আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালাম তার দিকে। দেখলাম, আমার বন্ধুর মধ্যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। উত্তেজনায় তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল, একটা চাপা উত্তেজনায় তার বুকটা অসম্ভব ফুলে গেছে।

বন্ধুগণ শুনুন, গোড়ায় আমি বোকার মতো কেবল অন্ধকারে হাতড়ে বেরিয়েছি। কিন্তু অবশেষে দিনের আলোর মতোই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে আমার কাছে।'

'আমি তাহলে গাড়ি তৈরি করতে বলি?' মেজর নরম্যান ব্যস্ত হয়ে ছুটে যেতে চান দরজার দিকে।

'তার কোনো প্রয়োজন নেই', পোয়ারো হাতের ইশারায় তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'আমি ওটা ব্যবহার করছি না। করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডবলীলা বন্ধ হয়ে গেছে।'

'তার মানে স্যার, আপনি কি পায়ে হেঁটে যাবেন?'

'না, আমার বন্ধু। আমি বাইবেলের সেন্ট পিটার নই যে, সাগরের ওপর দিয়ে গটগট করে হেঁটে যাব। আমি নৌকায় চড়ে সমুদ্রে পাড়ি দিতে চাই।'

'সাগর পেরোবেন?'

'হ্যাঁ। নিয়ম বা পদ্ধতি মেনে কাজ করতে হলে প্রত্যেকের গোড়া থেকেই শুরু করা উচিত। তা এই রহস্যের সূত্রপাত ইংলন্ডে। অতএব এখনি এই মুহূর্তে আমাদের ইংলন্ডে ফিরে যাওয়া উচিত।'

দুপুর তিনটের সময় আমরা আবার চেয়ারিং ক্রস রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও পোয়ারো এ কেসের ব্যাপারে মুখ খুলল না। কেবল বারবার একটা কথাই বলেছে, গোড়া থেকে শুরু করলে তাতে সময়ের অপচয় মোটেই হয় না, বরং সমস্যা সমাধানের সেটাই একমাত্র পথ হতো। সারাটা ফেরার পথ পোয়ারো কেন জানি না আমাকে একটুও পাত্তা দিল না। বরং আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে চাপা গলায় মেজর নরম্যানের সঙ্গে কি সব কথা বলল তার এ. বি. সি. ডি.-ও বুঝতে পারলাম না। ডোভারে পৌছে সেখান থেকে অনেকগুলো তারবার্তা পাঠালেন নরম্যান।

মেজর নরম্যানের কাছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বিশেষ অনুমতিপত্র থাকার দরুন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা যথাস্থানে পৌছে গেলাম, সেখানে একটা বিরাট পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। গাড়ির ভেতরে কয়েকজন সাদা পোশাকের গোয়েন্দা বসেছিল। আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র তাদের মধ্যে একজন একটা টাইপ করা কাগজ পোয়ারোর হাতে তুলে দিল। চকিতে একবার সেই কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বলল : 'পশ্চিমের লন্ডনের একটা নির্দিষ্ট ব্যাসের ভেতরে যতো ছোট কটেজ হাসপাতাল আছে এটা সেগুলোরই একটা তালিকা। এটা সংগ্রহ করতে আমি ডোভার থেকে মেজর নরম্যানকে দিয়ে তারবার্তা পাঠিয়েছিলাম।'

সেই বড় গাড়িটা আমাদের লন্ডনের বিভিন্ন পথে নিয়ে গেল। কত রাস্তা পেরিয়ে হ্যামার্স্মিথে এসে পৌছোলাম, সেখান থেকে গেলাম চিসউইক এবং ব্রেন্টফোর্ডে। আমি আমাদের লক্ষ্যস্থলের আভাস যেন পেলাম। উইন্সসর পেরিয়ে একসময় আমরা অ্যাসকাটে এসে পৌছতেই আমার হৃদয় যেন ময়ূরের মতো পেখম মেলে দিতে চাইল। আমার মনে পড়ে গেল এই অ্যাসকটেই ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের এক পিসী থাকেন।

এর থেকে এখন বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল, আমরা তাহলে যাকে খুঁজছি সে ও'মারফি নয়, ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস্। তাই এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া গেল।

একসময় একটা ছিমছাম ভিলার গেটের সামনে আমাদের গাড়িটা থামল। পোয়ারোই সর্বপ্রথম গাড়ি থেকে একরকম লাফিয়ে পড়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার কলিংবেল টিপল। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম তার একটু আগের সদা উজ্জ্বল মুখখানি কেমন লাল ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠেছে। স্পষ্টতই মনে হলো, সে খুশি নয়। একবারের ডাকেই সাড়া পাওয়া গেল, দরজা খুলে গেল। পোয়ারো বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই পোয়ারোর আবার আবির্ভাব ঘটল এবং মাথাটা ঘন ঘন ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে আবার গাড়িতে উঠে বসল। আমার প্রাণে একটু আগের সঞ্চারিত আশাটার যেন অকালমৃত্যু ঘটল সেই মুহূর্তে। তখন বিকেল চারটে বেজে গেছল। একটু পরেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে এই ধরায়, মনে হলো একটু আগের এই রহস্যের সব আলোও যেন নিভে যেতে বসেছে, এরপর বুঝি একটা নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার নেমে আসবে, এ রহস্য জটিল থেকে আরও বেশি জটিলতর হয়ে উঠবে। ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ যদি বা পোয়ারো পেয়ে থাকে তাহলেও প্রধানমন্ত্রীকে ফ্রান্সে যেখানে আটকে রাখা হয়েছিল, সেই নির্দিষ্ট জায়গার খোঁজ না পেলে তা কোন্ কাজেই বা আসবে?

লন্ডনে ফেরার পথে কয়েকবার থামতে হলো আমাদের। একসময় বড় রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা ছোট্ট বাড়ির সামনে আমাদের গাড়ি এসে থামল, সেদিকে তাকাতেই বুঝলাম, সেটা এখন ছোট কটেজ হাসপাতাল। এর আগেও এরকম ছোট ছোট বেশ কয়েকটা কটেজ হাসপাতালে আমাদের গাড়ি থামিয়ে পোয়ারো সেখানে ঢুঁ মেরে এসেছিল। প্রতিটি হাসপাতালে মাত্র কয়েক মিনিট কাটিয়েই বেরিয়ে এসেছিল সে। তবে এক-একটা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার পর তার মুখের স্বচ্ছতা একটু একটু করে বেড়ে উঠতে দেখা গেছে, সেই সঙ্গে আবার এও মনে হয়েছে, সে যেন তার হারানো আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে পাচ্ছে।

পোয়ারো ফিস্‌ফিসিয়ে নরম্যানের কানে কানে কি যেন বলল, এবং তার উত্তরে তিনি বললেন : 'হ্যাঁ, যদি আপনি বাঁদিকে মোড় নেন তাহলেই দেখতে পাবেন ওরা ব্রীজের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।'

আমরা পাশের একটা সরু রাস্তায় এসে ঢুকলাম। এবং শেষ অপরাহ্নের পড়ন্ত বেলায় দেখলাম, রাস্তার ধারে দ্বিতীয় আর একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাতে দু'জন সাদা পোশাকের গোয়েন্দা বসে আছে। পোয়ারো গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে সেই গাড়ির আরোহী দু'জনের সঙ্গে কথা বলল, তারপর ফিরে এসে গাড়িতে উঠে বসল। আমাদের গাড়ি এবার উত্তরের দিকে এগিয়ে চলল এবং দ্বিতীয় গাড়িটা পিছন পিছন আমাদের অনুসরণ করতে থাকল।

আমরা কিছুক্ষণ গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে চললাম, আমাদের লক্ষ্য ছিল লন্ডনের উত্তর

শহরতলীর একটা বাড়ি। অবশেষে আমরা একটা আকাশছোঁয়া বাড়ির সামনে এসে থামলাম, বাড়িটা রাস্তা থেকে একটু ভেতরে ছিল।

নরম্যান আর আমি গাড়িতে রয়ে গেলাম। পোয়ারো এবং গোয়েন্দাদের মধ্যে একজন গাড়ি থেকে নেমে সেই বাড়ির সামনে গিয়ে দরজায় বেল টিপল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন পার্লারমেড দরজা খুলে দিতেই গোয়েন্দা অফিসারটি বলে উঠলেন :

'আমি একজন পুলিশ অফিসার। এই বাড়িখানা তল্লাসী করতে চাই। আমার সঙ্গে সার্চ-ওয়ারেন্ট আছে।'

মেয়েটি ভয়ে আঁতকে উঠতেই পিছনে হলঘর থেকে একজন দীর্ঘাঙ্গী মাঝবয়সী সুশ্রী মহিলা ছুটে এসে চিৎকার করে বলে উঠল : 'এডিথ, তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দাও। আমার ধারণা, ওরা চোর-ডাকাত হতে পারে।'

কিন্তু দরজা বন্ধ করার আগেই পোয়ারো দ্রুত দরজার ওপারে পা রেখে ত্রস্ত হাতে বাঁশি বাজিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব গোয়েন্দারা ছুটে গিয়ে সবাই মিলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

এদিকে আমি আর নরম্যান গাড়ির ভেতরে মিনিট পাঁচেক বসে থেকে আমাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্যে নিজেরাই নিজেদেরকে অভিশাপ দিতে থাকলাম। অবশেষে দরজা খুলে গেল এবং পোয়ারোরা বেরিয়ে এলো, সঙ্গে তিনজন বন্দী, একজন মহিলা এবং দু'জন পুরুষ। সেই মহিলা এবং একজন পুরুষ বন্দীকে দ্বিতীয় গাড়িতে তোলা হলো। আর অপর অভিযুক্তকে পোয়ারো নিজেই আমাদের গাড়িতে বসালো।

'বন্ধু, আমাকে অন্যদের সঙ্গে যেতেই হবে। তবে এই লোকটির যত্ন নিও। সাবধান! তোমরা হয়তো জানো না এই লোকটি কে, তাই না? তাহলে এসো, এর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি মঁসিয়ে ও' মারফি!'

'ও' মারফি!' আমি হাঁ-করে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। আমাদের গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। তার হাতে হাত-কড়া নেই। কিন্তু আমার মনে হয় না, পালাবার চেষ্টা করবে সে। কোনোদিকে না তাকিয়েই সে গাড়ির সামনের কাচ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। অস্পষ্ট তার চোখের চাহনি। যাইহোক, নরম্যান আর আমি তার সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলায় আরও বেশি সতর্ক হয়ে গেলাম।

এত বড় একটা তুমুল কাণ্ডের পরেও আমাদের গাড়ি উত্তর দিকে এগিয়ে চলতে দেখে বুঝলাম এখনি আমরা লন্ডনে যাচ্ছি না। তাই যদি হয় তাহলে আমরা সবাই যাচ্ছি কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তর আমরা এখনি পেলাম না। আরও কিছুক্ষণ পর আমি লক্ষ্য করলাম আমাদের গাড়ি হেন্ডন এয়ারড্রোমের দিকে এগোচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি হাঁ করে পোয়ারোর ধারণার কথা ভাবতে বসলাম। বিমানে ফ্রান্সে পৌছনোর প্রস্তাব করেছিল পোয়ারো। সেটা একটা খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব। কিন্তু বাস্তবে সেটা রূপায়ন করা অসম্ভব। বরং একটা তারবার্তা অনেক আগেই পৌছে যাবে। সময়ই

সবকিছু। তাই প্রধানমন্ত্রীকে নিজে উদ্ধার করে অন্যদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনাটা ত্যাগ করতে হবে তাকে।

আমরা বিমান বন্দরে পৌঁছনো মাত্র মেজর নরম্যান গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। এবং একজন সাদা পোশাকের গোয়েন্দা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। পোয়ারোর সঙ্গে তিনি কিছুক্ষণ পরামর্শ করে দ্রুত চলে গেলেন।

আমিও গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লাম এবং পোয়ারোর একটা হাত চেপে ধরলাম।

'আমার পুরনো বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যাদের তুমি ধরে এনেছ তারা নিশ্চয়ই জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে? কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না, আমাদের হাতে সময় খুবই অল্প, তাই এখনি তোমার ফ্রান্সে একটা তারবার্তা পাঠিয়ে খবরটা জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তা না করলে তুমি সেখানে নিজে যেতে চাইলে অনেক দেরী হয়ে যাবে।'

পোয়ারো কৌতূহলী চোখে মিনিট দু'য়েক তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আশ্চর্য, আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজনই মনে করল না সে। অবশ্য অনেকক্ষণ পরে সে মুখ খুলল।

'কিন্তু বন্ধু, দুর্ভাগ্যবশত এমন কিছু ব্যাপার আছে যা তারবার্তায় উল্লেখ করা যায় না।'

এই সময় মেজর নরম্যান ফিরে এলেন একজন তরুণ অফিসারকে সঙ্গে করে, যাঁর পরনে ছিল ফ্লাইং কর্পের ইউনিফর্ম।

'ইনি হলেন ক্যাপ্টেন লয়্যাল,' নরম্যান পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে আরও বললেন, 'ইনিই ওঁর বিমানে করে আপনাদের ফ্রান্সে নিয়ে যাবেন। যে কোনো মুহূর্তে ইনি ওঁর বিমান আকাশে ওড়াতে পারেন।'

'গরম পোশাক যার যা আছে গায়ে চাপিয়ে নিন স্যার,' তরুণ পাইলট বললেন, 'আমার একটা বাড়তি কোট আছে, লাগলে বলবেন।'

ওদিকে পোয়ারো তার বড় ঘড়িটার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিল। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল সে: 'হ্যাঁ, সময় হাতে আছে, যথেষ্ট সময়।' তারপর সে চোখ মেলে মাথা নিচু করে অমায়িক ভঙ্গিমায় তরুণ অফিসারকে বলল, 'ধন্যবাদ মঁসিয়ে। কিন্তু আমি নই অফিসার, আপনি যে ভদ্রলোককে ফ্রান্সে নিয়ে যাবেন, তিনি এখানেই অপেক্ষা করছেন।' এই বলে সে একটু পাশে সরে গেল, এবং তখনি অন্ধকার থেকে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এলো। ইনি হলেন সেই দ্বিতীয় বন্দী পুরুষটি, যিনি অপর গাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর মুখে আলো পড়তেই আমি ভীষণভাবে চমকে উঠলাম।

ইনিই হলেন আমাদের অপহৃত প্রধানমন্ত্রী!

পোয়ারো, নরম্যান আর আমি গাড়িতে চেপে বসে লন্ডনের পথে যেতে গিয়ে অধৈর্য হয়ে পোয়ারোকে বলে উঠলাম, 'ঈশ্বরের দোহাই, এ ব্যাপারে আমাকে সব খুলে বলো। কি করেই বা তারা তাঁকে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে ইংলন্ডে আবার ফিরিয়ে আনল?'

'ওঁকে কখনোই ইংলন্ডে ফিরিয়ে আনা হয়নি', পোয়ারো শুকনো গলায় বলল, 'প্রধানমন্ত্রী এখনো ইংলন্ড ছেড়ে কোথাও যাননি। উইন্ডসর থেকে লন্ডনে যাওয়ার পথে উনি অপহৃত হয়েছিলেন।'

'কি বললে?'

'আমি সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর গাড়িতে ছিলেন, তাঁর সেক্রেটারি তাঁর পাশেই ছিলেন। হঠাৎ ক্লোরোফর্ম মাখানো একটা তুলোর প্যাড ওঁর নাকে চেপে ধরা হয়।'

'কিন্তু কে সেটা ধরেছিল?'

'ওঁর বহু ভাষাবিদ চতুর ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস্। প্রধানমন্ত্রী বেহুঁশ হয়ে যাওয়া মাত্র ড্যানিয়েলস্ গাড়ির চালক ও' মারফিকে হুকুম করে গাড়ি ডানদিকের রাস্তায় ঘোরাবার জন্যে। চালক কোনোরকম সন্দেহ না করেই তাঁর নির্দেশ পালন করে। রাস্তাটা পরিত্যক্ত। কয়েক গজ দূরেই একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছল, আপাত দৃষ্টিতে গাড়িটা বিকল বলে মনে হয়েছিল। ওই গাড়ির চালক ও' মারফিকে তাঁর গাড়ি থামাবার সংকেত দেয়। ও' মারফি গাড়ির গতি কমিয়ে দেয়। আগন্তুক এগিয়ে আসে। ড্যানিয়েলস্ জানালা দিয়ে মুখ বার করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে অ্যানাসথেটিক জাতীয় যেমন এথিক্লোরাইড প্রয়োগ করে একটু আগের নাটকের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে থাকবে, কিংবা ক্লোরোফর্ম মাখানো তুলোর প্যাড দ্বিতীয় গাড়ির চালক তাঁর নাকে চেপে ধরে। একটু পরেই ড্যানিয়েলস্ নিজেও বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়েন প্রধানমন্ত্রীর পাশে, যিনি আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। কয়েক সেকেন্ড পরেই দু'জন জ্ঞান হারানো অসহায় মানুষকে সেই গাড়ি থেকে টেনে বার করে অন্য গাড়িতে চালান করে দেওয়া হয়। এবং দু'জন আগন্তুককে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়।'

'অসম্ভব!'

'অসম্ভব হতে যাবে কেন?' পোয়ারো আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, 'জলসা কিংবা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে দেখোনি শিল্পী বা অভিনেতারা যে কোনো বিখ্যাত সংগীত-শিল্পী কিংবা রাজনীতিবিদদের কণ্ঠস্বর ও চেহারা হুবহু নকল করে আসর মাত করে দেয়? তাছাড়া ক্ল্যাপহ্যামের জন স্মিথের চেয়ে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীকে অনুকরণ করা অনেক সহজ। এরপর 'দু'নম্বর, ও' মারফির প্রসঙ্গে আসছি, প্রধানমন্ত্রীর চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কারোরই তার ওপর নজর দেওয়ার কথা নয়। আর তারপর সে নিজেই নিজের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করে নিতে পারে। এবং করলোও তাই। চেরিং ক্রস স্টেশন থেকে সে তার বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জায়গায় মিলিত হওয়ার জন্য গাড়ি চালিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলো সেখানে। সেখানে সে ও' মারফির ছদ্মবেশেই

গেল। এমনি মেক-আপ ছিল তার যে, তার আসল রূপটা বোঝবার কোনো উপায়ই ছিল না। আসল ও' মারফি উধাও হয়ে গেল, তবে তার সততার ব্যাপারে সন্দেহ থেকেই গেল।

'কিন্তু যে লোকটি প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তাকে সবাই দেখতে পায়!'

'না, ঠিক তা নয়, সবার ক্ষেত্রে এ কথাটা প্রযোজ্য নয়। বিশেষ করে যারা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতো কিংবা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাদের কাছে সে অদেখাই রয়ে গেল। আবার ড্যানিয়েলস্ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছিল, তিনি সব সময় আসল প্রধানমন্ত্রীকেও আড়াল করে রাখতেন যাতে করে পরিচিত কেউ তাঁকে কখনও দেখে না ফেলে। আর একটা ঘটনার কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, নিখোঁজ হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর মুখের একপাশে গুলি লেগেছে এমনি একটা খবর রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস্ করলেন কি তারপর থেকে তাঁর অক্ষত মুখখানি সব সময় ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করলেন। কাজেই ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকে দেখলে কেই বা চিনতে পারবে বলো? আর এ সবের পিছনে উদ্দেশ্য সেই একটাই, যে করেই হোক প্রধানমন্ত্রীকে শান্তি সম্মেলনে যোগ না দিতে যাওয়ার জন্য ফ্রান্সে না যেতে দেওয়া। ফ্রান্সে চলে গেলে প্রধানমন্ত্রীকে এমন সহজভাবে অপহরণ করা সম্ভব হতো না। তাই এর থেকে বুঝতেই পারছো, প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর শত্রুরা ইংলন্ডের ভেতরেই লুকিয়ে রেখেছিল। আর পুলিশ ভুল করল এই ভেবে যে, অপহরণকারীরা বুঝি তাঁকে ফ্রান্সে চালান করে দিয়েছে। তাই তারা ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে তাঁর সন্ধানে ফ্রান্সে গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু সেখানে তারা ওঁর হদিশ পাবেই বা কি করে? অবশ্য পুলিশকেও দোষ দিই কি করে? কারণ ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস্‌কে অপহরণকারীরা যেভাবে হাত-পা বেঁধে বেহুঁশ অবস্থায় ফেলে রেখেছিল, তাতে গোড়ায় তাদের ধারণা হয়েছিল অপহরণকারীরা প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গেছে ফ্রান্সে, আর সেখানেই তারা তাঁকে গোপন কোনো জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে।'

'আর যে লোকটা প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল?'

'রিডস নিজেই তার ছদ্মবেশে বেশ মানানসই। তাকে এবং ও' মারফির ভূমিকায় অবতীর্ণ লোকটিকে সন্দেহজনক লোক হিসেবে গ্রেপ্তার করা যেত, কিন্তু এই দীর্ঘ নাটকে কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করেছে তা কেউ বুঝে উঠতে পারবে না। তাছাড়া ধরলেও বিচারের সময় নির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে আদালত তাদের বেকসুর খালাস করে দিতে বাধ্য হতো।'

'আর আসল প্রধানমন্ত্রী?'

'তিনি এবং তাঁর গাড়ির চালক ও' মারফি গাড়ি চালিয়ে সোজা হ্যাম্পস্টিডে ড্যানিয়েলসের তথাকথিত পিসী মিসেস এভেরার্ডের বাড়িতে এসে ওঠেন। বাস্তবে ওই মহিলার আসল পরিচয় হলো ফ্রও বার্থা ইবেবল। এই মহিলাকে পুলিশ অনেক দিন

ধরেই খুঁজছিল। ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের সঙ্গে ওই পলাতকা মহিলাটিকেও আমি পুলিশকে উপহার দিলাম। এ যে এক চতুর পরিকল্পনা ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের, স্বীকার করতেই হবে। প্রধানমন্ত্রীকে শান্তি আলোচনায় যোগ দিতে না দিয়ে ইংলণ্ডেই বন্দী করে রাখাটা ড্যানিয়েলসের এক দারুণ বুদ্ধির খেলা বটে! কিন্তু ততোধিক ধুরন্ধর এরকুল পোয়ারোর বুদ্ধির খেলার কাছে সে যে একটা চুনোপুঁটি বই কিছু নয়, সেটা বোধহয় ড্যানিয়েলসের জানা ছিল না।'

পোয়ারো তার উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ঠিক সময়ে উদ্ধার করে আমাদের দেশের এবং ইংরাজ জাতির যে সম্মান সে রক্ষা করেছে, তাতে তার এই আত্মগর্ব প্রচার অবশ্যই ঘোষণীয় বলেই আমি মনে করি।

'আচ্ছা বন্ধু', আমি পোয়ারোকে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রধানমন্ত্রীকে যে আমাদের দেশের মধ্যেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে, এ কথা তোমার প্রথম কখন মনে হলো?'

'যখন আমি সঠিক পথে কাজে লাগলাম, ঠিক তখনি এই কথাটা আমার মাথায় এসেছিল। তারপর প্রধানমন্ত্রীকে গুলি করে তাঁর প্রাণনাশের খবরটা আমার সত্যি বলে মনে হয়নি এবং অল্পের জন্যে তিনি যে প্রাণে বেঁচে গেছেন এটাও আমার কাছে রটনা বলেই সন্দেহ হয়েছিল। মুখে ব্যান্ডেজ বেঁধে প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। এ খবর শোনার পর আমি কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকিনি। উইন্ডসর এবং লন্ডনের মধ্যে যতোগুলি ছোট ছোট কটেজ হাসপাতাল আছে, সেখানে গিয়ে সাবধানে আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, প্রধানমন্ত্রীর চেহারার মতো কোনো লোক গুলির আঘাত পেয়ে সেখানে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছিল কিনা। প্রতিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, মুখে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে ওই দিনই সকালে কোনো রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। এ খবরটা শোনার পর আমার মতো মাথাওয়ালা লোকের পক্ষে বুঝতে আর কিছু বাকি থাকে নাকি?'

পরের দিন সকালে পোয়ারো সবে মাত্র পাওয়া একটা তারবার্তা দেখালো আমাকে। কোথ্থেকে যে সেটা আসছে তার কোনো উল্লেখ তো নেইই, এমন কি প্রেরকের নাম বা সই পর্যন্ত নেই। সেই সংক্ষিপ্ত তারবার্তায় লেখা ছিল এই রকম :

'যথাসময়ে!'

সেদিন সন্ধ্যায় সমস্ত সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকাগুলোতে মিত্রশক্তির শান্তি আলোচনার বিবরণ ফলাও করে ছেপে বেরল। প্রতিটি সংবাদপত্রে একই ধরনের উচ্ছ্বসিত ভাষায় মিস্টার ডেভিড ম্যাকঅ্যাডামের উদ্দেশ্যে খুবই প্রশংসা জ্ঞাপন করা হয়েছে। পত্রিকায় সব শেষে লেখা হয়েছে, তাঁর সেই মূল্যবান ভাষণের অনুপ্রেরণা শান্তি আলোচনার ওপর অত্যন্ত গভীর ও স্থায়ী একটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

লক্ষ লক্ষ ডলারের বন্ড ডাকাতি

THE MILLION DOLLAR BOND ROBBERY

'দ্য মিলিয়ন ডলার বন্ড রবারি' ১৯২৩ সালের ২রা মে প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।'

'সম্প্রতি ব্যাঙ্কের বন্ড চুরির ঘটনা কেমন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে!' একদিন সকালে টেবিলের একপাশে প্রভাতী সংবাদপত্রটি সরিয়ে রেখে আমি আমার পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললাম, 'এসো পোয়ারো, বিজ্ঞানের আবিষ্কার সংক্রান্ত জটিল ব্যাপারে আলোচনা বন্ধ রেখে এবার সরাসরি অপরাধমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করা যাক।'

'দেখছি, তুমি যে, হ্যাঁ কি যেন বলো তোমরা?' উত্তরে পোয়ারো বলল, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, রাতারাতি বিত্তবান হয়ে ওঠো, এঃ : এরকম একটা পথ ধরে এগিয়ে যেতে চাও, এই তো?'

'কেন, জ্ঞানীগুণীজন যে পথ দিয়ে চলেন, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের তো সেপথেই গমন করা উচিত এ প্রবাদটাই যে সবার মেনে চলা উচিত। এই তো দেখো না বন্ধু, এই কুপ নিউজের শেষ অংশে কি লিখেছে? লন্ডন এ্যান্ড স্কটিশ ব্যাঙ্ক নিউ ইয়র্কে লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের লিবার্টি বন্ডস পাঠাচ্ছিল 'অলিম্পিয়া' জাহাজযোগে। কিন্তু মাঝ-সমুদ্রে এক উল্লেখযোগ্য কায়দায় সেগুলো কেমন উধাও হয়ে যায়।'

'যদি সমুদ্রপথে এই সব ঝামেলা কিংবা জলদস্যুদের উৎপাত না থাকত আমি তাহলে স্বেচ্ছায় মনের আনন্দে এ ধরনের যে কোনো একটা বড় জাহাজের যাত্রী হয়ে যেতাম', পোয়ারো বিড়বিড় করে স্বপ্নাবিষ্টের মতো বলে উঠল।

'হ্যাঁ, ঠিকই তাই', সোৎসাহে আমি সায় দিয়ে বললাম, 'জানো বন্ধু, 'কয়েকটা জাহাজ তো রীতিমতো প্রাসাদের মতো মনে হয়, যাতে আছে সাঁতার কাটার মিনি পুকুর, লাউঞ্জ, রেস্তোরাঁ, সারিবদ্ধ তালগাছের কোর্ট, সত্যি সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের মধ্যে এতগুলি আকর্ষণীয় ব্যবস্থা যে থাকতে পারে চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করাই যায় না।'

'আমি যখন সমুদ্রে পাড়ি দিই', পোয়ারো দুঃখের সঙ্গে বলল, 'এই যে একটু আগে তুমি যা কিছু লোভনীয় বললে, সত্যি কথা বলতে কি সেগুলো আমাকে কোনোভাবেই আকর্ষণ করে না, আমার মন টানে না। কিন্তু বন্ধু, একবার এর ঠিক উল্টোটা ভেবে দেখো তো, জাহাজী প্রাসাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা যাদের কাছে বিলাসিতা কিংবা

লক্ষ লক্ষ ডলারের বন্ড ডাকাতি

THE MILLION DOLLAR BOND ROBBERY

'দ্য মিলিয়ন ডলার বন্ড রবারি' ১৯২৩ সালের ২রা মে প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।'

'সম্প্রতি ব্যাঙ্কের বন্ড চুরির ঘটনা কেমন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে!' একদিন সকালে টেবিলের একপাশে প্রভাতী সংবাদপত্রটি সরিয়ে রেখে আমি আমার পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললাম, 'এসো পোয়ারো, বিজ্ঞানের আবিষ্কার সংক্রান্ত জটিল ব্যাপারে আলোচনা বন্ধ রেখে এবার সরাসরি অপরাধমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করা যাক।'

'দেখছি, তুমি যে, হ্যাঁ কি যেন বলো তোমরা?' উত্তরে পোয়ারো বলল, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, রাতারাতি বিত্তবান হয়ে ওঠো, এঃ: এরকম একটা পথ ধরে এগিয়ে যেতে চাও, এই তো?'

'কেন, জ্ঞানীগুণীজন যে পথ দিয়ে চলেন, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের তো সেপথেই গমন করা উচিত এ প্রবাদটাই যে সবার মেনে চলা উচিত। এই তো দেখো না বন্ধু, এই কুপ নিউজের শেষ অংশে কি লিখেছে? লন্ডন এ্যান্ড স্কটিশ ব্যাঙ্ক নিউ ইয়র্কে লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের লিবার্টি বন্ডস পাঠাচ্ছিল 'অলিম্পিয়া' জাহাজযোগে। কিন্তু মাঝ-সমুদ্রে এক উল্লেখযোগ্য কায়দায় সেগুলো কেমন উধাও হয়ে যায়।'

'যদি সমুদ্রপথে এই সব ঝামেলা কিংবা জলদস্যুদের উৎপাত না থাকত আমি তাহলে স্বেচ্ছায় মনের আনন্দে এ ধরনের যে কোনো একটা বড় জাহাজের যাত্রী হয়ে যেতাম', পোয়ারো বিড়বিড় করে স্বপ্নাবিষ্টের মতো বলে উঠল।

'হ্যাঁ, ঠিকই তাই', সোৎসাহে আমি সায় দিয়ে বললাম, 'জানো বন্ধু, 'কয়েকটা জাহাজ তো রীতিমতো প্রাসাদের মতো মনে হয়, যাতে আছে সাঁতার কাটার মিনি পুকুর, লাউঞ্জ, রেস্তোরাঁ, সারিবদ্ধ তালগাছের কোর্ট, সত্যি সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের মধ্যে এতগুলি আকর্ষণীয় ব্যবস্থা যে থাকতে পারে চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করাই যায় না।'

'আমি যখন সমুদ্রে পাড়ি দিই', পোয়ারো দুঃখের সঙ্গে বলল, 'এই যে একটু আগে তুমি যা কিছু লোভনীয় বললে, সত্যি কথা বলতে কি সেগুলো আমাকে কোনোভাবেই আকর্ষণ করে না, আমার মন টানে না। কিন্তু বন্ধু, একবার এর ঠিক উল্টোটা ভেবে দেখো তো, জাহাজী প্রাসাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা যাদের কাছে বিলাসিতা কিংবা

সেদিকে নজর দেবার মতো যাদের ইচ্ছে নেই, যাদের সীমিত সময় ব্যয় করতে হয় অন্য সব ধান্দায়, যারা ছদ্মবেশে সেই সব বড় বড় জাহাজের যাত্রী হয়ে ভ্রমণ করে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে এবং তার ফয়দা লুটতে চায়, তাদের সন্ধানেই সেই সব বড় বড় বিলাসবহুল ভাসমান রাজপ্রাসাদে ভ্রমণের মধ্যেই আমি যেন একটা আপ্লুত রোমাঞ্চ অনুভব করে থাকি, এর কারণ কি জান? আমি কর্মযোগী মানুষ, আমি যেন আমার পেশার কাজের গন্ধ পাই সেখানে, সেখানেই সন্ধান পাওয়া যায় অপরাধ-জগতের কিছু নামী-দামী ব্যক্তিত্বের সন্ধান, অবশ্যই কুখ্যাতি হিসেবে। ছিপের টোপ ফেলে মাছ যেমন খেলিয়ে খেলিয়ে তুলতে হয় ঠিক তেমনিভাবে জলে ভাসমান এই সব রাজপ্রাসাদের নকল রাজপুত্তুরদের খেলিয়ে খেলিয়ে বন্দরের ডাঙায় তুলে আনতেই আমার সমুদ্র-যাত্রা, আমার সব সুখ, আমার সব আনন্দ সেখানেই।'

আমি হা-হা করে হেসে উঠলাম। 'তোমার সব আগ্রহ এখন তাহলে এই পথেই চলছে? যে চতুর ডাকাতটি নকল ভদ্র যাত্রী সেজে 'অলিম্পিয়া' জাহাজে উঠে লক্ষ লক্ষ ডলারের লিবার্টি বন্ডস হাতিয়ে নিয়ে পালিয়েছে তার সঙ্গে সামনা-সামনি লড়াইয়ে তুমি নামতে চাও?'

এই সময় ল্যান্ডলেডি আমাদের আলোচনায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন : 'মিস্টার পোয়ারো, একজন যুবতী মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। এই হলো তার কার্ড।'

কার্ডের ছাপার অক্ষরগুলো এই রকম, 'মিস এস্মি ফারকুয়ার।' এদিকে পোয়ারো টেবিলের নিচে ঝাঁপ দিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা রুটির একটা টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সেটা সাবধানে বাজে-কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে ল্যান্ডলেডিকে ইশারা করে মেয়েটিকে ডেকে আনতে বলল।

পরমুহূর্তেই মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকল, এমন সুন্দরী মেয়ে এর আগে আমি কখনো দেখেছি বলে মনে নেই। সম্ভবত বয়স তার প্রায় পঁচিশ হবে। কি আশ্চর্য তার বড় বড় বাদামী চোখদুটি, একেবারে নিখুঁত দেহসৌষ্ঠব। তার পরনের পোশাক আরো বেশি সুন্দর এবং সেটার সঙ্গে মেয়েটির সৌন্দর্যের অদ্ভুত মিল আছে যেন।

'আমার অনুরোধ আপনি দয়া করে আসন গ্রহণ করুন মাদামোয়াজেল। পরিচয় করিয়ে দিই, এ আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন হেস্টিংস। আমার ছোট-খাটো সমস্যায় ওর সাহায্য আমার খুব কাজে লাগে।'

'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আজ আপনার কাছে যে সমস্যা নিয়ে এসেছি, সেটা বেশ বড়ই হবে', মেয়েটি আমাকে অভিবাদন জানিয়ে চেয়ারে বসতে গিয়ে বলল, 'আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি আপনি হয়তো এ ব্যাপারে খবরের কাগজে পড়ে থাকবেন। হ্যাঁ, 'অলিম্পিয়া' জাহাজ থেকে লিবার্টি বন্ডস চুরি যাওয়ার কথাই আমি বলছি।' হয়তো পোয়ারোর মুখে ঈষৎ বিস্ময়ের ছাপ পড়ে থাকবে কারণ মিস ফারকুয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলে উঠল, 'আপনার মনে হয়তো সন্দেহ জেগে

থাকতে পারে, লন্ডন এ্যান্ড স্কটিশ ব্যাঙ্কের মতো অতো বড় একটা আর্থিক সংস্থার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে যার জন্যে আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি? 'হ্যাঁ, আপনার সন্দেহ হওয়ারই কথা। একদিক দিয়ে ভাবলে কোনো সম্পর্কই নেই; আবার অন্যদিক থেকে ভাবলে দেখবেন অনেক কিছুই। দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি ফিলিপ রিজওয়েের বাগদত্তা, খুব শীগ্‌গীর ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।'

'আহা তাই বুঝি! আর মিস্টার ফিলিপ রিজওয়ে—'

'সেগুলো যখন চুরি হয় ফিলিপই দায়িত্বে ছিল। অবশ্য কোনো দোষ তাকে দেওয়া যাবে না এর জন্যে, কোনো ভাবেই ওই সব বন্ডগুলো চুরি যাওয়ায় তার ওপর দোষারোপ করা যাবে না। তবে তা সত্ত্বেও এই ব্যাপারটার জন্য তার অবস্থা এখন অনেকটা আধ-পাগলার মতো হয়ে গেছে। এর ওপর আছে তার আপনজন মামার দোষারোপ। তাঁর অভিযোগ বন্ডগুলো যে সেই জাহাজে চালান করে দেওয়া হচ্ছে, ফিলিপ হয়তো অন্যমনস্কভাবে জাহাজের কোনো সহযাত্রীকে বলে থাকবে, আর সেই অজ্ঞাত লোকটাই যে বন্ড চোর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে যাইহোক, আকস্মিক এই ঘটনাটা এখন ওর চাকরীর ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বাধা হয়ে উঠেছে।'

'তা তার মামাটি কে জানতে পারি?'

'মিস্টার ভ্যাভাসুর, লন্ডন এ্যান্ড স্কটিশ ব্যাঙ্কের জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার।'

'মিস ফ্যাকুয়ার, আপনি যদি সমস্ত ব্যাপারটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে খুলে বলেন, তাহলে খুব ভাল হয়।'

'বেশ, তাহলে শুনুন। জানেন তো, এই ব্যাঙ্কের ইচ্ছে ছিল আমেরিকায় তাদের বন্ডের প্রসার ঘটানো, আর সেই কারণেই তারা এক মিলিয়ন ডলার মূল্যের লিবার্টি বন্ড সেখানে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়। মিস্টার ভ্যাভাসুর এই কাজের জন্যে বেছে নেন তাঁর ভাগ্নে ফিলিপকে। কারণ ফিলিপ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যাঙ্কে কাজ করে এসেছে, এবং সেই সঙ্গে নিউ ইয়র্কে ব্যাঙ্কের কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ওয়াকিবহাল ছিল সে। গত ২৩ তারিখে 'অলিম্পিয়া' জাহাজ লিভারপুল থেকে যাত্রা শুরু করে, আর সেদিনই সকালে ফিলিপের হাতে বন্ডগুলো তুলে দেন লন্ডন এ্যান্ড স্কটিশ ব্যাঙ্কের দুই জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার ভ্যাভাসুর এবং মিস্টার শ'। বন্ডগুলো একটা প্যাকেটে ভরে ওর সামনেই সীলমোহর করে দেওয়া হয়। তারপর ও সেই প্যাকেটটা নিজের বাক্সে পুরে রেখে তালা দিয়ে দেয়।'

'সাধারণ তালা লাগানো বাক্স?'

'না। মিস্টার শ হাবস্ কোম্পানির একটা বিশেষ তালা বাক্সে লাগিয়ে নেবার জন্য বারবার অনুরোধ করেন। আপনাকে একটু আগে বললাম না, ফিলিপ বন্ডের প্যাকেটটা রেখেছিল বাক্সের একেবারে নিচে। নিউ ইয়র্কে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টা আগে সেই বাক্স থেকে প্যাকেটটা উধাও হয়ে যায়। গোটা জাহাজটা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধানের কাজ চালানো হয়, কিন্তু প্যাকেটটার কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। সব দেখে-শুনে ধরে নেওয়া যায় যে, বন্ডগুলো যেন কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

পোয়ারো অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করে বলল, 'না মাদামোয়াজেল, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছিনা, বন্ডগুলো আদৌ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি, কারণ আমার কাছে খবর আছে 'অলিম্পিয়া' জাহাজ নিউ ইয়র্কে পৌঁছনোর আধঘণ্টার মধ্যেই সেগুলো ছোট ছোট অংশে ভাগ করে বিক্রি করে ফেলা হয়। তাই আমার মনে হয়, আমার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে মিস্টার রিজওয়েয়ের সঙ্গে দেখা করা।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। 'চেশায়ার চীজ-এ' আমার সঙ্গে আজ মধ্যাহ্নভোজে যাবার জন্য আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই আপনি নিজের থেকে প্রস্তাবটা করে বসলেন, তার জন্য ধন্যবাদ। আপনাকে বলে রাখি, ওখানে ফিলিপও থাকবে। ও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে ওখানে। ও অবশ্য জানে না, ওকে কিছু না জানিয়েই আমি ওর হয়ে আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে এসেছি।'

আমরা মিস ফারকুয়ারের এই প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে তখনি বেরিয়ে পড়লাম 'চেশায়ার চীজ-এর' উদ্দেশ্যে।

মিস ফারকুয়ারের কথামতো মিস্টার রিজওয়েকে সেখানে তার ভাবী স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে দেখা গেল। দু'জন অপরিচিতের সঙ্গে সে তার বাগদত্তাকে উপস্থিত হতে দেখে প্রথমে একটু বিস্মিতই হলো। ফিলিপ রিজওয়ে রীতিমতো দীর্ঘদেহী স্মার্ট এবং সুদর্শন যুবক। কপালের দু'পাশের চুলে ঈষৎ ধূসর রঙের আভাস চোখে পড়লেও অনুমানে তার বয়স তিরিশের বেশি হবে বলে মনে হয় না।

মিস ফারকুয়ার ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাতের ওপর নিজের একটা হাত রেখে অন্তরঙ্গতার সুরে প্রথমেই বলল, 'তোমাকে জিজ্ঞেস না করেই একটা কাজ করে ফেলার জন্য তোমার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ফিলিপ। আমার সব কথা শুনলে বুঝতে পারবে কাজটা করেছি তোমার স্বার্থেই। সে যাইহোক, এসো এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।' এই বলে মিস ফারকুয়ার আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'ইনি হলেন মঁসিয়ে পোয়ারো, যাঁর কথা তুমি নিশ্চয়ই শুনে থাকবে, বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ, আর উনি হলেন ওঁর বন্ধু ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, মঁসিয়ের পরামর্শদাতা।'

রিজওয়ে খুব অবাক হয়েছে বলে মনে হলো।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, অবশ্যই আমি আপনার নাম শুনেছি,' পোয়ারোর সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে সে বলল, 'কিন্তু আমার ধারণাই ছিল না, এস্মি আমার, মানে আমাদের সমস্যাটা নিয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার কথা ভাবছে।'

'তোমাকে বলে যাইনি, কারণ আমার ভয় ছিল তোমাকে বললে তুমি হয়তো আমাকে বাধা দিতে,' মিস ফারকুয়ার নরম গলায় বলল।

'তাহলে তুমি দেখছি আত্মরক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই চেষ্টা-চরিত্র করতে শুরু করেছ। তা বেশ ভালই করেছো, আমার এতে কোনো আপত্তি নেই।' মৃদু হেসে বলল রিজওয়ে। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার বিশ্বাস এই জটিল রহস্যের একটা সমাধান-সূত্র আপনি ঠিক খুঁজে বার করতে পারবেন। আপনার কাছে লুকোবার কিছু নেই, তাই

অকপটে স্বীকার করছি, এ ব্যাপারে একটা দুশ্চিন্তা আমাকে এমনভাবে একটু একটু করে গ্রাস করে ফেলছে যে, আমার আশঙ্কা এ ভাবে চলতে থাকলে আমি বোধহয় আমার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলব।'

বেচারা! সত্যিই তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম তার চোখ দুটো বসে গেছে, চোখের কোলে কালো কালি পড়েছে। এসবই স্পষ্টত প্রমাণ করছে, কি প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যেই না তাকে দিন কাটাতে হচ্ছে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' পোয়ারো তাকে আশ্বস্ত করে বলল, 'আসুন আগে মধ্যাহ্নভোজ সেরে ফেলা যাক। খাওয়ার পর আমরা চারজনে আলোচনা করব, কি করে এই জটিল সমস্যার সমাধান করা যায়। আমি মিস্টার রিজওয়েব গল্পটা ওঁর মুখ থেকেই শুনতে চাই।'

রিজওয়ে অবশ্য নিজেকে শুধু খাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখল না, আমি আর মিস ফারকুয়ার যখন রেস্তোরাঁর বিশেষ বিশেষ কয়েকটি খাবারের গুণাগুণের প্রশস্তি আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম, ফিলিপ রিজওয়ে ধীরে ধীরে সংক্ষেপে বন্ডগুলোর উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা বলে যাচ্ছিল পোয়ারোকে। প্রতিটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার ঘটনার বিবরণের সঙ্গে মিস ফারকুয়ারের বর্ণিত ঘটনা হুবহু মিলে গেল। তার কাহিনী বলা শেষ হলে পর পোয়ারো একটি প্রশ্নের মাধ্যমে কথাবার্তায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল।

'ঠিক কি ভাবে আপনি জানতে পারলেন বন্ডগুলো চুরি গেছে, বলুন মিস্টার রিজওয়ে?'

ফিলিপের হাসি থেকে মুঠো মুঠো তিক্ততা ঝরে পড়তে থাকল।

'বন্ড চুরি গেছে জানবার জন্যে আমাকে খুব বেশি কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি মঁসিয়ে পোয়ারো। সেটা আমার দৃষ্টি এড়ানো উচিত নয়। আমার কেবিন ট্রাঙ্কটা ব্যাঙ্কের নিচ থেকে অর্ধেক বেরিয়ে ছিল। সেটার গায়ে অসংখ্য দাগের চিহ্ন ছিল। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, বাক্সের তালাটা ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছিল, কোনো ভারি হাতুড়ি জাতীয় কোনো অস্ত্র দিয়ে।'

'কিন্তু আমি জেনেছি, চাবি দিয়েই আপনার বাক্সের তালা খোলা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই জেনেছেন মঁসিয়ে, আবার আমার ধারণাও ঠিক তাই, যেমন বাক্সটা খোলার জন্য প্রথমে তালাটার ওপর আঘাত করা হয়, তবু তা সত্ত্বেও না খোলাতে তখন যে ভাবেই হোক অবশেষে তালা খোলা হয়ে থাকবে।'

'অদ্ভুত!' বলল পোয়ারো। ওর চোখে আলোর ঝিলিক মেরে গেল। এ আমার বহু পরিচিত সবুজ আলোর দ্যুতি। 'সত্যি খুবই অদ্ভুত! তালা খোলবার জন্য অতো বেশি সময় কেন নষ্ট করল তারা? আর তারপরেই তারা হঠাৎ আবিষ্কার করল চাবিটা সর্বক্ষণ তাদের কাছেই ছিল, কারণ হাবস্ কোম্পানির তালা অদ্বিতীয়, এ তালার চাবি কোনোভাবেই নকল করা যায় না।'

'অথচ চাবিটা তাদের না পাওয়ারই কথা। কারণ চাবিটা দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টাই যে আমার কাছে থাকে!'

'এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত তো?'

'হ্যাঁ, এ কথা আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি। তাছাড়া, আসল চাবিটা কিংবা তার নকল চাবি যদি তাদের কাছে থেকেই থাকে, তাহলে অযথা ভাঙা যায় না এমন এক কোম্পানির তালা ভাঙবার চেষ্টা করে শুধু শুধু সময় নষ্টই বা করতে যাবে কেন তারা?

'আহ্! ঠিক এই প্রশ্নটাই আমরা মনে মনে নিজেদেরকে করতে যাচ্ছিলাম। আমি এখনি ভবিষ্যদ্বাণী করে বলছি, এই জটিল সমস্যার সমাধান সূত্র যদি কোনোদিন আমরা পাই, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে ওই অদ্ভুত ঘটনার ওপর। আমার পরের প্রশ্নটা করার আগে আমি অনুরোধ করব, প্রশ্নের ধরনটা হয়তো আপনার ভাল লাগবে না, এমন কি আপনার মনে রাগের উদ্রেকও হতে পারে, কিন্তু দয়া করে উত্তেজিত হয়ে মাথা গরম করবেন না। হ্যাঁ, আমার জিজ্ঞাস্য হলো, বাক্সটায় যে আপনি তালা লাগাতে ভুলে যাননি, সে বিষয়ে আপনি কি নিশ্চিত?'

প্রশ্নটা সত্যি সত্যি ফিলিপ রিচুওয়েকে একেবারে বাক্যহারা করে ফেলল, পোয়ারোর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ব্যাপারটা অনুধাবন করে নিয়ে পোয়ারো কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিমায় নিজের থেকেই আবার বলে উঠল, 'আমার এ প্রশ্ন করার অর্থ কি জানেন, অনেক সময় আমরা অন্যমনস্কভাবে এরকম করে থাকি, অস্বাভাবিক কিছু নয়, বিশ্বাস করুন। অতএব বন্ডগুলো যেভাবেই হোক চুরি করার পর চোর সেগুলো নিয়ে কি করতে পারে? আর সেগুলো নিয়ে সে যখন নিউ ইয়র্কের বন্দরে পৌছলো, সেখান থেকে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে শহরেই বা গেল কি করে?'

'আহ্!' চিৎকার করে উঠল রিজওয়ে। 'আপনি যথার্থই বলেছেন মঁসিয়ে। ঠিক এই কথাটা আমিও ভেবেছি। কেমন করে সে শুল্ক অফিসারদের চোখে ধূলো দিয়ে বন্দর থেকে বেরলো। কারণ বন্ড চুরির খবর ওয়ারলেস মারফত আগেই নিউ ইয়র্কের সংশ্লিষ্ট বন্দরের শুল্ক অধিকর্তাকে দেওয়া হয়েছিল। তাই সেই বন্দরে জাহাজ থেকে নামা প্রতিটি যাত্রীকে সার্চ করা হয় চিরুণী তল্লাসির মতো। সেক্ষেত্রে চোরের তো বামাল-শুদ্ধ ধরা পড়া উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। তাহলে?'

'আমি জেনেছি, বন্ডের প্যাকেটটা গায়ে-গতরে বেশ বড়ই ছিল, তাই নয় কি?'

'অবশ্যই!' তাছাড়া অতো বড় একটা প্যাকেট সবার দৃষ্টি এড়িয়ে জাহাজে লুকিয়ে রাখাও বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। আমরা আবার এও জানি যে, কোনোভাবেই সেগুলো জাহাজে লুকিয়ে রাখা হয়নি। কারণ 'অলিম্পিয়া' জাহাজ নিউ ইয়র্কের বন্দরে পৌছবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওগুলোকে বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনাটা এমনি চকিতে ঘটে যায় যে, আমি বন্ডগুলোর নম্বর দিয়ে তারবার্তা পাঠিয়ে যে কাউকে সতর্ক করে দেব সেই সময়টুকুও আমি পাইনি। এমন কি আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন মঁসিয়ে, একদল দালাল শপথ নিয়ে আমাকে বলেছে, 'অলিম্পিয়া' জাহাজ

নিউ ইয়র্কে পৌঁছনোর আগেই বেশ কয়েকটা লিবার্টি বন্ড সে কিনেছে। মজার ব্যাপার হলো এই যে, জাহাজ পৌঁছনোর আগেই সেই সব বন্ডগুলো সেখানে পৌঁছলোই বা কি করে। এতো নয় যে, বন্ডগুলো তারবার্তা মারফত পাঠানো যায়?'

'তা ঠিক। তবে তারবার্তায় বন্ড পাঠানো সম্ভব না হলেও হয়তো কোনো দ্রুতগামী নৌকো কিংবা স্পীড লঞ্চের মাধ্যমে সেগুলো 'অলিম্পিয়া' জাহাজ থেকে নিউ ইয়র্কে গিয়ে পৌঁছেছে।'

'না, কখনোই তা সম্ভব নয়। কারণ সেই সময় 'অলিম্পিয়া' জাহাজের ধারে-কাছে সরকারী নৌকো ছাড়া অন্য কোনো জলযান জলে ভাসতে দেখা যায়নি। তাছাড়া যেসব নৌকোগুলোকে দেখা গেছলো, সেগুলো এসেছিল বন্ড চুরি যাওয়ার খবর পেয়ে, সেগুলোর অনুসন্ধান কাজ চালানোর জন্য। আমি নিজেও জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে জলের ওপর কড়া নজর রেখেছিলাম, যাতে করে চুরি যাওয়া বন্ডগুলো 'অলিম্পিয়া' জাহাজের বাইরে না পাচার হয়ে যায়। এতো সব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও কি মানুষ তার মাথার ঠিক রাখতে পারে? বিশ্বাস করুন, আমার অবস্থা এখন ঠিক সেরকমই হয়ে গেছে। গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়ার মতো অনেকেই আবার আমার দিকে তাদের সন্দেহের তীর ছুঁড়ে বলতে শুরু করেছে, এই বন্ড চুরির কাজ নাকি আমারই।'

'কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী আপনি সেখানে পৌঁছলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আপনাকেও তো সার্চ করেছিল, করেনি?'

'হ্যাঁ, করেছিল বৈকি।'

যুবকটি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পোয়ারোর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'দেখছি, আপনি আমার কথার মানেটা ঠিক ধরতে পারেননি', হাসলো পোয়ারো, এবং আরও হেঁয়ালী করে বলল, 'আমার পরবর্তী কাজ হবে আপনার ব্যাঙ্কে গিয়ে অন্যভাবে কিছু খোঁজ-খবর নেওয়া।

রিজওয়ে পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে তাতে কয়েকটা কথা লিখে পোয়ারোর হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলে উঠল, 'এটা দেখালেই কাজ হবে, সঙ্গে সঙ্গে মামা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

পোয়ারো তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিস ফারকুয়ারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো রেস্তোরাঁ থেকে, আমি তাকে অনুসরণ করে রাস্তায় এসে নামলাম। তারপর আমরা দু'জন একসঙ্গে যাত্রা শুরু করলাম থ্রেডনীডল স্ট্রীটের উদ্দেশ্যে, লন্ডন এ্যান্ড স্কটিশ ব্যাঙ্কের হেড-অফিস সেখানেই। একজন অফিস বেয়ারাকে রিজওয়ের কার্ডটা দেখাতেই সে আমাদের সারি সারি কাউন্টার আর ডেস্ক পেরিয়ে কর্মব্যস্ত কেরানীদের নজর এড়িয়ে দোতলায় একটা ছোট্ট অফিসঘরে নিয়ে এলো। সেখানে ব্যাঙ্কের দুই জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার আমাদের স্বাগত জানালেন। মিস্টার শ-এর দিকে প্রথম নজর পড়ল, দাড়ি-গোঁফ কামানো, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর মিস্টার ভ্যাভাসুর ঠিক তার উল্টো, মুখভর্তি শ্বেতশুভ্র দাড়ি। তারা দু'জনেই যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে

জড়িত, চাকরী-জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে এসে এখন অবসর মুহূর্তের দোড়গোড়ায় এসে হাজির হয়েছেন, সেটা বেশ বোঝা যায় তাঁদের চুলের ধূসরতা প্রকাশ পাওয়াতে, মুখের ভারিক্কি অভিব্যক্তি থেকে।

'আমি জেনেছি, আপনি পুরোপুরিভাবেই একজন বেসরকারী তদন্তকারী প্রতিনিধি, তাই না?' মিস্টার ভ্যাভাসুরই প্রথম মুখ খুললেন। 'সেরকমই তো হওয়া উচিত, সেরকমই তো হওয়া উচিত। আমরা অবশ্য ইতিমধ্যেই এই কেসটার সমস্ত ভার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হাতে তুলে দিয়েছি। সেই মতো ইন্সপেক্টর ম্যাকনীলের ওপর এ কেসের ভার দেওয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস, তিনি একজন দক্ষ অফিসার, তাঁর ওপর আস্থা রাখা যায়, আপনি কি বলেন মঁসিয়ে?'

'অবশ্যই, আপনার মতো আমিও এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত', পোয়ারো নম্র গলায় তাঁকে সমর্থন করলেন। 'আপনার ভাগ্নের ব্যাপারে তাঁর পক্ষে কয়েকটা প্রশ্ন করার অনুমতি যদি দেন তাহলে আমি খুবই উপকৃত হবো, সেইসঙ্গে আমার এই ব্যক্তিগত তদন্তের কাজ অনেক মসৃণ হবে। প্রথমেই তালাটার প্রসঙ্গে আসি। হাবস্ কোম্পানি থেকে তালাটা সংগ্রহ করার নির্দেশ কে দিয়েছিলেন?'

'আমি নিজে?' ভ্যাভাসুরের হয়ে শ' নিজেই উত্তরে বললেন, 'কারণ ব্যাঙ্কের কোনো সাধারণ কর্মচারীকে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়াটা উচিত বলে আমি মনে করিনি। আর চাবির প্রসঙ্গে বলি, একটা ছিল মিস্টার রিজওয়ের কাছে, আর বাকি দুটো রয়েছে আমার আর আমার সহকর্মীর কাছে।'

'তাহলে আমি কি ধরে নিতে পারি যে, কোনো করনিকের পক্ষে সে চাবি হাতে পাওয়ার কথা ভাবা যায় না। এই তো?'

মিস্টার শ' এবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর সহকর্মী মিস্টার ভ্যাভাসুরের দিকে তাকালেন।

'আমার মনে হয় আমি যদি বলি, চাবিগুলো গত ২৩ তারিখে যেখানে যে অবস্থায় রাখা হয়েছিল, এখনও ঠিক সে অবস্থাতেই সেখানে পড়ে আছে, তাতে কোনোরকম ভুলচুক হবে না,' মিস্টার ভ্যাভাসুর দৃঢ়স্বরে বললেন। 'তবে দুর্ভাগ্যবশত আমার সহকর্মী একপক্ষকাল আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বস্তুত ফিলিপ যেদিন নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয় ঠিক সেই দিনই। সবেমাত্র তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

'আমার এই বয়সে ভয়ঙ্কর ব্রংকাইটিস রোগে আক্রান্ত হওয়াটা ঠাট্টা বা অবহেলার কথা নয়,' বিষণ্ণ গলায় মিস্টার শ' বললেন। 'কিন্তু দুঃখের কথা কি জানেন, আমার এই দীর্ঘ একপক্ষকাল অফিসে না থাকার দরুন আমার সহকর্মী মিস্টার ভ্যাভাসুরকে খুবই অসুবিধার মধ্যে একাই সব দিক সামাল দিতে হয়েছে; বিশেষ করে হঠাৎ এই অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, যা অপ্রত্যাশিত ছিল তাঁর কাছে, তাঁর দায়িত্ববোধ যেন শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।'

এর পর পোয়ারো আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল। তার এই সব প্রশ্নের ভাবধারা শুনে মনে হলো, মামা-ভাগ্নের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতার একটা নিখুঁত পরিমাপ

করতে চাইছিল। মিস্টার ভ্যাভাসুরের সব উত্তরগুলিই ছিল সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ। তাঁর ভাগ্নের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সে ছিল তাঁদের ব্যাঙ্কের একজন অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী, ব্যাঙ্কের টাকার কোনো হের-ফের কিংবা তার নিজস্ব কোনো অদেয় ধার-দেনা বলতে কিছুই ছিল না, থাকলেও তাঁর জানা ছিল না। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের ভার আজ নতুন নয়, আগেও তাকে এরকম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যা সে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছিল, কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়নি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে। পোয়ারোর জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হতেই আমরা তাঁদের সহযোগিতার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম সেখান থেকে।

সেখান থেকে রাস্তায় নেমে এসে পোয়ারোকে কেমন বিষণ্ণ গলায় বলতে শোনা গেল : 'বড়ই হতাশ হতে হলো আমাকে, মন ভরল না।'

'কেন, তুমি এর চেয়েও বেশি কিছু আশা করেছিলে নাকি? আমার তো মনে হয়, ওঁরা ওঁদের সাধ্যমতো প্রয়োজনের অতিরিক্ত খবর দিয়েছেন তোমাকে। কিন্তু তাতেও তোমার মন ভরেনি?'

'না বন্ধু, আমি মনে করি, তাঁদের অতিরিক্ত খবর তথা তথ্য সরবরাহে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার হতাশ হওয়াটা অন্য কারণে। কোনো ব্যাঙ্ক পরিচালকের চরিত্রে তোমাদের তথাকথিত জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাসের ভাষায় 'কোনো তীক্ষ্ণ ধারালো বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবসায়ীর চোখে ঈগলের শ্যেনদৃষ্টি' দেখতে পাবো এমনটি আমি আশা করিনি। না, আমি এই কেসের ব্যাপারে খুবই হতাশ হয়েছি, যতটা জটিল ভেবেছিলাম কোথায় সেই রহস্য। এ যেন অতি সহজ সরল রহস্য, যার সমাধান করা বড়ই সহজ!'

'সহজ?'

'হ্যাঁ। কেন, তোমারও কি মনে হয় না, এ কেসের রহস্যটা সমাধান করার কাজটা কতই না সহজ, জলের মতো, একেবারে শিশুসুলভ সহজ সরল!'

'তাহলে তুমি কি জেনে গেছ বন্ডগুলো কে চুরি করেছে?'

'হ্যাঁ আমি জানি।'

'তাহলে তো অবশ্যই আমাদের এখনি প্রকাশ করে দেওয়া উচিত। আর কেনই বা তা হবে না—দেরী করলে যে অপরাধী—'

'শোনো হেস্টিংস, উত্তেজিত হয়ো না, আর নিজেকে এ ভাবে বিভ্রান্তও করো না। এই মুহূর্তে আমরা এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছি না, মুখে কুলুপ এঁটে থাকব, যা জেনেছি কাউকে কিছু বলব না, বুঝলে?'

'কিন্তু কেন, কেন আমরা এই মুহূর্তে কিছু করব না? কিসের আশায় তুমি অপেক্ষা করে থাকবে বলে ভাবছো?'

'কিসের অপেক্ষায় জানো? 'অলিম্পিয়া' জাহাজের জন্য। আগামী মঙ্গলবার নিউ ইয়র্ক থেকে সেটার ফিরে আসার কথা।'

'কিন্তু তুমি যদি জেনেই থাকো যে, বন্ডগুলো কে চুরি করেছে, তাহলে অযথা অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন? এর ফলে অপরাধীকে গা-ঢাকা দেবার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে না?'

'তা সে গা-ঢাকা দিয়ে যাবেই বা কোথায়? দক্ষিণ-সাগরের কোনো দ্বীপ, যেখানে বিচারের জন্য অপরাধীকে বিদেশী সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয় না? না, বন্ধু না; সেখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে সে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে না। আর আমি কেন অপেক্ষা করছি, তার কারণ জানতে চাইছ, খুব ভাল কথা। এরকুল পোয়ারোর প্রখর বুদ্ধির কাছে এ রহস্যের মধ্যে কোনো রহস্যই নেই। কিন্তু অন্যদের সীমিত বিচার-বুদ্ধির কথা মাথায় রেখে, যাদের জন্য মঙ্গলময় ঈশ্বর তাঁর করুণার ছিটে-ফোঁটাও খরচ করেননি, যেমন উদাহরণ হিসেবে ইন্সপেক্টর ম্যাকনীলের কথাই ধরা যাক না কেন। এখনও কিছু অনুসন্ধানলব্ধ প্রমাণ আমার হাতে আসেনি, সেগুলো সংগ্রহ করতে হবে। অন্যদের সামান্য বোধশক্তি কখনোই ছোট করে দেখা উচিত নয়, তাদের পুরো বোধশক্তি জাগিয়ে তোলার জন্য প্রত্যেকেরই বিবেচনা করে দেখা উচিত। আর তার জন্যে যদি আরও কিছু সময় অপেক্ষা করে থাকতে হয় আমি তাই করব হেস্টিংস। আমার এই সৎ প্রচেষ্টা সফল করতে আমার সঙ্গে তুমি কি একটু সহযোগিতা করবে না?'

'সত্যি পোয়ারো, আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, তোমার অপরাধ আর অপরাধীদের সম্পর্কে এই কি তোমার বিচার বিশ্লেষণ? তোমাকে বলে রাখি পোয়ারো, অন্তত একটিবারের জন্য আমি তোমাকে বেকায়দায় ফেলবার জন্য মোটা টাকা খরচ করতে রাজী আছি। তুমি বড় গোয়েন্দা মানছি, কিন্তু তার জন্য তোমার এই ঠুনকো অহঙ্কার দিনকে দিন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

'অহেতুক নিজেকে এমন উত্তেজিত করে তুলো না হেস্টিংস। নিঃসংকোচে বলছি, আমি লক্ষ্য করেছি কোনো কোনো কেসের ব্যাপারে তুমি আমার কার্যকলাপ একেবারেই পছন্দ করো না, পারলে আমাকে অপদস্ত করতে ছাড়ো না তুমি। হায় ঈশ্বর, তোমার আইনে আমার একমাত্র অপরাধ, আমি মহত্বের অপরাধে অপরাধী, এই তো?'

বেঁটে ছোট-খাটো মানুষটা ইনিয়ে-বিনিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এমন এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল যে, আমি না হেসে থাকতে পারলাম না।

মঙ্গলবার এল. এ্যান্ড এন. ডব্লিউ. রেলওয়ের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় চড়ে আমাদের লিভারপুল অভিমুখে যেতে দেখা গেল। পোয়ারো বড় একরোখা মানুষ, ওর সন্দেহ-নিঃসন্দেহের দোলায় ও ওর সিদ্ধান্ত আর খুশির সঙ্গে আমাকে তার সাথী করতে রাজী হয়নি। আমি তার কেসের পরিস্থিতির সঙ্গে ঠিকমতো তাল মিলিয়ে চলতে পারিনি, কিংবা তার সিদ্ধান্তে অংশ নিতে পারিনি, তা নিয়ে বারবার বিস্ময় প্রকাশ করেছে সে। আর তার সেই মনোভাবের মধ্যে আমি ততোধিক বিস্মিত হয়ে দেখেছি, কি অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি লাভই না করল সে। ভীষণ কৌতূহল হলো আমার, এই আত্মতৃপ্তি

তার মনে জাগল কি করে? আমাকে পরিহাস করে কি সুখ পায় সে? ব্যাপারটা তর্কাতীত। প্রসঙ্গ টানলে কথায় কথায় হয়তো একটা অপ্রীতিকর তর্কে জড়িয়ে পড়তে হবে দু'জনকেই। কিন্তু আমি তা চাই না। পোয়ারোর মতো এক মহান ব্যক্তিত্বকে আমার সঙ্গে একাসনে নামিয়ে আনতে চাই না। তাই তর্ক করতে প্রবৃত্তি হলো না আমার। একটা তাচ্ছিল্যের ভানের আড়ালে আমি আমার কৌতূহলকে সযত্নে ঘুম পাড়িয়ে রাখলাম।

জাহাজঘাটায় পৌঁছেই পোয়ারোকে বেশ কর্মব্যস্ত ও তৎপর হয়ে উঠতে দেখা গেল। জেটিতে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পারাপারের একটা বিশাল জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল তখন। এখানে আমাদের ঠাসা কর্মসূচী,—জাহাজের চারজন স্টুয়ার্ডের সাক্ষাৎকার নেওয়া এবং পোয়ারোর এক বন্ধু সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া, তার এই বন্ধুটি গত ২৩ তারিখে 'অলিম্পিয়া' জাহাজের একজন যাত্রী হয়ে নিউ ইয়র্কে পাড়ি দিয়েছিলেন।

'একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, চোখে কালো চশমা পরেছিলেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত, একেবারেই চলাফেরা করতে পারেন না। তাই ক্বচিৎ তিনি তাঁর কেবিন থেকে বেরোতেন। এ বর্ণনার সঙ্গে মিল পাওয়া কোনো জনৈক মিস্টার ভেন্টরের, যিনি সি ২৪ কেবিনটা দখল করেছিলেন। কেবিনটা ফিলিপ রিজওয়ের কেবিনের ঠিক পাশেই ছিল। আশ্চর্য, পোয়ারো কি ভাবে যে করল, সত্যি কথা বলতে কি আমার কোনো বোধগম্যই হলো না। তবে পোয়ারোর এমন দূরদর্শিতা দেখে মনে মনে বেশ উত্তেজনা অনুভব করলাম।

'এখন বলো', আমি অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'নিউ ইয়র্কে 'অলিম্পিয়া' পৌঁছতেই এই ভদ্রলোকটিই কি সবার আগে জাহাজ থেকে নেমেছিলেন?'

স্টুয়ার্ড মাথা নাড়ল। 'না স্যার, উনি বলতে গেলে সবার শেষেই নেমেছিলেন।

নিরুৎসাহ হয়ে দু'পা পিছিয়ে এলাম এবং লক্ষ্য করলাম আমার দিকে তাকিয়ে পোয়ারো দাঁত বার করে হাসছে। এরপর সে স্টুয়ার্ডকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা নোট হাত বদল করল। তারপরেই আমরা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

'ঠিক আছে, সবই মানলাম,' উত্তেজিত হয়ে আমি মন্তব্য করলাম, 'কিন্তু তুমি যতই দাঁত বার করে হাসো না কেন, ওই শেষের উত্তরটা তোমার সেরা সিদ্ধান্তকেও নিশ্চয়ই জোর ধাক্কা দিয়ে থাকবে।'

'আশ্চর্য হেস্টিংস, শত চেষ্টা করেও তুমি তোমার স্বভাব বদলাওনি, ঠিক আগের মতোই রয়েছ। আগের মতোই আসল সত্যটা এখনও তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। তোমার তোলা নেতিবাচক শেষ উত্তরের প্রসঙ্গে আসছি, হ্যাঁ তোমাকে বলে রাখি, এটাই আমার সিদ্ধান্তকে বরং আরও নিশ্চিত করেছে।'

এবারেও আমাকে হতাশ হতে হলো। রাগে, উত্তেজনায় হাত ছুঁড়লাম।

'তুমি যাই বলো না কেন আমি হাল ছেড়ে দিলাম।'

আমরা যখন ট্রেনে চেপে লন্ডনে ফিরছিলাম, পোয়ারো মিনিট কয়েক ধরে ব্যস্তভাবে কি যেন লিখে গেল। তারপর সেটা একটা খামে পুরে মুখ বন্ধ করল।

'এটা ভাল মানুষ ইন্সপেক্টর ম্যাকনীলের জন্য। যাওয়ার পথে এটা আমরা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বাক্সে ফেলে দিয়ে যাব। তারপর সেখান থেকে যাব র‍্যাঁদেভু, রেস্তোরাঁয়। সেখানে মিস এস্মি ফারকুয়ারকে আমাদের সঙ্গে নৈশভোজে যোগ দিতে অনুরোধ করেছি।'

'আর রিজওয়েব ব্যাপারে?'

'কি রিজওয়েব ব্যাপারে?' পাল্টা প্রশ্ন করতে গিয়ে পোয়ারোর চোখে একটা অদ্ভুত ঝিলিক খেলে গেল।

'কেন, তুমি নিশ্চয়ই তাকে সন্দেহের চোখে দেখো না। না, তুমি দেখতে পারো না—'

'শোনো হেস্টিংস, তোমার এই অসংলগ্ন সংলাপ দেখছি একটু একটু করে মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তোমার অবগতির জন্য আমি বলি, সত্যি কথা বলতে কি রিজওয়েকে আমি সন্দেহই করেছিলাম, ওর সম্পর্কে এরকম একটা কিছু ধারণা করার মধ্যে একটুও দ্বিধা ছিল না। কিন্তু আমি আবার এও ভেবেছি, সত্যি সত্যি রিজওয়েই যদি বন্ড-চোর হতো, তার সম্পর্কে সেই রকম কিছু সন্দেহ করাটা অসম্ভবও ছিল না, তাহলে সেক্ষেত্রে এ রহস্য আরও বেশি ঘনিভূত হয়ে উঠত, এ যেন একটা সুরুচিসম্পন্ন সুশৃঙ্খল কাজ।'

'কিন্তু মিস ফরিকুয়ারকে বোধহয় ততটা আকর্ষণ করত না।'

'হয়তো তুমি ঠিকই বলেছ। সুতরাং যা হয়েছে সব ভালর জন্যেই। এখন এসো হেস্টিংস, সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার পর্যালোচনা করা যাক। আমি বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এ কেসের রহস্যের সমাধানসূত্রটা জানার জন্য তুমি ভেতরে ভেতরে গুমরে গুমরে মরে যাচ্ছ। অত ব্যস্ত হতে নেই, ধীরে বৎস! এখন প্রথমেই দেখা যাক, সীলমোহর করা প্যাকেটটা রিজওয়েব বাক্স থেকে চুরি গেল, আর মিস ফারকুয়ারের কথামতো সেটা কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এখন এই কর্পূরের মতো মিলিয়ে যাওয়ার বক্তব্যটা আমরা প্রথমেই নাকচ করব। কারণ বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না, বাস্তবে যা অকল্পনীয়। অতএব এখন দেখতে হবে, প্যাকেটটা তাহলে কোথায় যেতে পারে? আমরা প্রত্যেকের মতামত নিতে গিয়ে জেনেছি, তারা একবাক্যে স্বীকার করেছে, ওটা নিউ ইয়র্কের বন্দরে শুল্ক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে তীরে নিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল।

'হ্যাঁ, তারা সবাই একই কথা বলেছে বটে, কিন্তু আমরা জানি যে,—'

'তুমি হয়তো জানতে পারো হেস্টিংস, কিন্তু আমি জানি না। আমার কি মত জানো, সবাই যখন বলছে কাজটা সম্ভবপর ছিল না। হ্যাঁ, সত্যিই ওটা অসম্ভব ছিল। তাই এর থেকে দেখা যাচ্ছে, মাত্র দু'টি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে : প্রথম সম্ভাবনা, প্যাকেটটা

জাহাজের কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, যদিও এ কাজটি খুব কঠিন ছিল। দ্বিতীয় সম্ভাবনা, প্যাকেটটা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।'

'তার মানে তোমার বক্তব্য হলো, কর্কের সঙ্গে প্যাকেটটা বেঁধে ফেলে দেওয়া হয়েছিল?'

'না, কর্ক ব্যতিরেকেই।'

আমি অবাক হয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

'কিন্তু বন্ডগুলো যদি সত্যি সত্যি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হতো, তাহলে পরে সেগুলো নিউ ইয়র্কে বিক্রি করা কখনোই সম্ভব হতো না।'

'হেস্টিংস, এই একটি ব্যাপারে তোমার যুক্তিবাদী মনের প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। বন্ডগুলো সত্যি সত্যিই নিউ ইয়র্কে বিক্রি করা হয়েছিল। তাই ওগুলো কখনোই সমুদ্রে ফেলা হয়নি। এখন দেখো, এই সব বিতর্কিত ঘটনাগুলো কোন দিকে গড়ায়?'

'ঠিক যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম সেখান থেকেই!'

'না, কখ্খনো না। ধরো প্যাকেটটা সমুদ্রেই ফেলে দেওয়া হয়েছিল, আবার বন্ডগুলো নিউ ইয়র্কেও বিক্রি করা হয়েছিল, তাহলে এর থেকে সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে, ওই প্যাকেটে বন্ডগুলি আদৌ ছিল না। ওই প্যাকেটে বন্ডগুলো যে ছিলই তার কোনো প্রমাণ আছে? একটা কথা মনে রাখতে হবে, লন্ডনে প্যাকেটটা হাতে পাওয়ার পর মিস্টার রিজওয়ে কখনও সেটা খুলে দেখেননি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তারপর—'

পোয়ারো অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। 'আমাকে বলে যেতে দাও। বন্ডগুলো শেষ দেখা গেছলো ২৩ তারিখে লন্ডন এ্যান্ড স্কটিশ ব্যাঙ্কের অফিসে। সেগুলোর পুনরাবির্ভাব ঘটল নিউ ইয়র্কে, 'অলিম্পিয়া' জাহাজ পৌছবার আধ ঘণ্টা পরে। তবে এক ব্যক্তির কথামতো, 'অলিম্পিয়া' পৌছবার আগেই নিউ ইয়র্কের শেয়ার বাজারে সেই সব বন্ডগুলোর লেনদেন শুরু হয়ে গেছলো। কিন্তু সাধারণ লোক বলে তার কথায় কেউ তখন কান দিতেই চায়নি। তাই যদি ধরে নেওয়া যায় যে, বন্ডগুলো আদৌ 'অলিম্পিয়া' জাহাজে ছিল না, তাহলে? তবে কি বিকল্প উপায়ে সেই বন্ডগুলো নিউ ইয়র্কে পৌছেছিল? হ্যাঁ, ঠিক তাই, সেই সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না এই কারণে যে, ওই একই দিনে অর্থাৎ ২৩ তারিখেই 'অলিম্পিয়ার' সঙ্গে সাদাম্পটন থেকে নিউ ইয়র্ক অভিমুখে রওনা হয় 'জাইগ্যান্টিক' নামে একটি জাহাজ। জলপথের দূরত্ব কম বলে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করতে তার কম সময় লাগে। তাই এই 'জাইগ্যান্টিক' জাহাজ যোগে বন্ডগুলো পাঠানো হয়ে থাকলে সেগুলো নিউ ইয়র্কে 'অলিম্পিয়া' জাহাজটা পৌছবার একদিন আগেই পৌছে গিয়ে থাকবে। এখন সব কিছুই বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল, এরপর রহস্যের মেঘটা একটু একটু করে কেমন কেটে যেতে থাকল। এর থেকেই ধরে নেওয়া যায় যে, সীলমোহর করা প্যাকেটটা নিছকই

লোক দেখানো একটা নকল বন্ড মাত্র; আর আসলের সঙ্গে নকলের অদলবদলটা অবশ্যই ব্যাঙ্কের অফিসেই হয়ে থাকবে। সেখানে তখন হাজির ছিলেন দু'জন জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার এবং মিস্টার ফিলিপ রিজওয়ে। এই তিনজনের মধ্যে যে কোনো একজনের পক্ষে একটা নকল প্যাকেট তৈরি করে আসলের পরিবর্তে সেটা রেখে দেওয়া নেহাতই বাঁ-হাতের কাজ। এরপর সেই বন্ডগুলো ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো নিউ ইয়র্কে তার দলের কোনো লোককে। তাকে আগেই নির্দেশ দেওয়া ছিল 'অলিম্পিয়া' নিউ ইয়র্কের বন্দরে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ডগুলো যেন বিক্রি করে দেওয়া হয়। তবে এদিকে 'অলিম্পিয়া' জাহাজেও একজনের উপস্থিত থাকার প্রয়োজন ছিল যে কিনা ঠিক সময়ে সেখানে নকল-বন্ড চুরির নাটক পরিচালনা করতে পারবে। একাধারে সে হবে এই চুরির খল-নায়ক ও পরিচালক।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ খুবই স্পষ্ট, রিজওয়ে যদি আচমকা প্যাকেটটা খুলে দেখতে পায় ওটা একটা স্রেফ নকল প্যাকেট যার মধ্যে বন্ডগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই, কতকগুলো বন্ডের আকারে সাদা কাগজ ছাড়া, তখন সে তার সন্দেহের কথাটা সঙ্গে সঙ্গে তাদের লন্ডনের ব্যাঙ্ক অফিসে জানিয়ে দেবে। অতএব জাহাজে হাজির থাকা সেই ভদ্রলোকটি, যাঁর কেবিন ছিল ঠিক রিজওয়ের কেবিনের পাশেই, যথাসময়ে তিনি তাঁর কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলেন। আসল চোরেরা যেমন তালা ভাঙার চেষ্টা করে থাকে, ঠিক সেইভাবে তিনিও প্রথমে হাতুড়ি-জাতীয় কিছু দিয়ে বাক্সের তালার ওপর ঘা মেরে খোলার চেষ্টা করলেন, যাতে করে পরবর্তীকালে পুলিশের নজর এই চুরির চেষ্টার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু পরে একটা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে তালাটা খুলে নকল প্যাকেটটা বার করে সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন এবং জাহাজ নিউ ইয়র্কে পৌঁছলে সবার শেষে জেটিতে নামবার জন্যে অপেক্ষা করে রইলেন। তাছাড়া স্বাভাবিকভাবেই অপরের দৃষ্টি এড়াতে তিনি তাঁর চোখে কালো চশমা পরেছিলেন এবং পাছে রিজওয়ের সঙ্গে সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেলে সে তাঁকে চিনে ফেলে তাই তিনি সারাটা সমুদ্রযাত্রার সময় পক্ষাঘাতে পঙ্গুত্বের ভান করে তাঁর কেবিনের মধ্যে কাটিয়ে দিলেন, কখনো বাইরে এলেন না। তারপর নিউ ইয়র্কে নেমে লন্ডনগামী প্রথম জাহাজে চেপে ফিরে এলেন।'

'কিন্তু কে, কে সেই কালোচশমাধারী ভদ্রলোক?'

'এমন সে একজন লোক যাঁর কাছে রিজওয়ের বাক্সের ডুপ্লিকেট বা দ্বিতীয় চাবিটা থাকা সম্ভব, যিনি তালা তৈরির কোম্পানিকে বিশেষ ধরনের তালা তৈরি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং যিনি ব্রংকাইটিস রোগে আদৌ আক্রান্ত হননি তখন। কে সে এখন বুঝতে পারছ? হ্যাঁ, তোমার নাম দেওয়া সেই 'চঞ্চল' বৃদ্ধ মিস্টার শ'! বন্ধু, এখন নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছ, আমাদের সমাজে উঁচুমহলেও কখনো কখনো ভয়ঙ্কর অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যায়? আহ্, এই তো আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে

এসে গেছি মাদামোয়াজেল। দেখলেন তো আমি কেমন এই রহস্য সমাধানে সফল হয়েছি! এবার তাহলে আমাকে বিদায় নেবার অনুমতি দিন!'

বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে হঠাৎ হাসতে হাসতে পোয়ারো মিস রিজওয়েকে বিস্মিত করে দিয়ে হাল্কাভাবে তার দুই গালে চুমু খেয়ে বসল।

সস্তা ফ্ল্যাটের খোঁজে

THE ADVENTURE OF CHEAP FLAT

'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব চীপ ফ্ল্যাট' ১৯২৩ সালের ৯ই মে প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।'

এখনও পর্যন্ত যেসব কেস আমি আমার ডাইরিতে নথীভুক্ত করেছি তা সে খুন কিংবা ডাকাতি যাইহোক না কেন, দেখেছি যেখানে মূল সত্য থেকে পোয়ারো তার তদন্তের কাজ শুরু করেছে সেখান থেকে যুক্তিনির্ভর অনুমানের মাধ্যমে এগোতে এগোতে একসময় সে এসে পৌঁছেছে চরম সত্য উদঘাটনে জয়ের উল্লাসে। এখন যে কেসটির বিবৃতি আমি দেবো যা থেকে যৎসামান্য, অতিতুচ্ছ, আপাত দৃষ্টিতে যা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতে পারে এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, এমনি অশুভ পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল, যা এক অভাবনীয় রহস্যের সমাপ্তি ঘটিয়ে সমাধানের সূত্রের সন্ধান দিয়েছিল আমাদের সবাইকে।

আমার এক পুরনো বন্ধু জেরাল্ড পার্কারের বাড়িতে তারই সঙ্গ পেয়ে সেদিন সন্ধ্যাটা কাটাচ্ছিলাম। আমার হোস্ট আর আমি ছাড়া সম্ভবত আরও ছ'জন পরিচিতজন সেখানে হাজির ছিলেন। এ কথা সে কথার পর একসময় লন্ডন শহরে ভাড়া বাড়ির সন্ধান করার প্রসঙ্গ এসে পড়েছিল। একটু ভালভাবে থাকার মতো ঘরবাড়ি জোগাড় করে দেওয়া পার্কারের এক বিশেষ কাজের মধ্যে পড়ে, তবে তাই বলে সেটা কোনোভাবেই তার দালালি ব্যবসার পর্যায়ে পড়ে না, বরং কাউকে ভাড়া বাড়ির সন্ধান করে দেওয়াটা তার একটা নেশা বলা যায়, যা তাকে প্রভূত আনন্দ দিয়ে থাকে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত সে কম করেও ছ'খানা নানান ধরনের ফ্ল্যাটে বা বাড়িতেও থেকে এসেছে। কোনো ফ্ল্যাট হয়তো তার খুব পছন্দসই হয়ে গেল এবং সেখানেই সে একটু থিতু হবে বলে ঠিক করে নিল, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই পুরনো নেশাটা তার মাথায় আবার চাড়া দিয়ে উঠল, তখন সে আবার নতুন ফ্ল্যাটের

এসে গেছি মাদামোয়াজেল। দেখলেন তো আমি কেমন এই রহস্য সমাধানে সফল হয়েছি! এবার তাহলে আমাকে বিদায় নেবার অনুমতি দিন!'

বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে হঠাৎ হাসতে হাসতে পোয়ারো মিস রিজওয়েকে বিস্মিত করে দিয়ে হাল্কাভাবে তার দুই গালে চুমু খেয়ে বসল।

সস্তা ফ্ল্যাটের খোঁজে

THE ADVENTURE OF CHEAP FLAT

'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব চীপ ফ্ল্যাট' ১৯২৩ সালের ৯ই মে প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।'

এখনও পর্যন্ত যেসব কেস আমি আমার ডাইরিতে নথীভুক্ত করেছি তা সে খুন কিংবা ডাকাতি যাইহোক না কেন, দেখেছি যেখানে মূল সত্য থেকে পোয়ারো তার তদন্তের কাজ শুরু করেছে সেখান থেকে যুক্তিনির্ভর অনুমানের মাধ্যমে এগোতে এগোতে একসময় সে এসে পৌছেছে চরম সত্য উদঘাটনে জয়ের উল্লাসে। এখন যে কেসটির বিবৃতি আমি দেবো যা থেকে যৎসামান্য, অতিতুচ্ছ, আপাত দৃষ্টিতে যা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতে পারে এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, এমনি অশুভ পরিস্থিতি উদ্ভুত হয়েছিল, যা এক অভাবনীয় রহস্যের সমাপ্তি ঘটিয়ে সমাধানের সূত্রের সন্ধান দিয়েছিল আমাদের সবাইকে।

আমার এক পুরনো বন্ধু জেরাল্ড পার্কারের বাড়িতে তারই সঙ্গ পেয়ে সেদিন সন্ধ্যাটা কাটাচ্ছিলাম। আমার হোস্ট আর আমি ছাড়া সম্ভবত আরও ছ'জন পরিচিতজন সেখানে হাজির ছিলেন। এ কথা সে কথার পর একসময় লন্ডন শহরে ভাড়া বাড়ির সন্ধান করার প্রসঙ্গ এসে পড়েছিল। একটু ভালভাবে থাকার মতো ঘরবাড়ি জোগাড় করে দেওয়া পার্কারের এক বিশেষ কাজের মধ্যে পড়ে, তবে তাই বলে সেটা কোনোভাবেই তার দালালি ব্যবসার পর্যায়ে পড়ে না, বরং কাউকে ভাড়া বাড়ির সন্ধান করে দেওয়াটা তার একটা নেশা বলা যায়, যা তাকে প্রভূত আনন্দ দিয়ে থাকে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত সে কম করেও ছ'খানা নানান ধরনের ফ্ল্যাটে বা বাড়িতেও থেকে এসেছে। কোনো ফ্ল্যাট হয়তো তার খুব পছন্দসই হয়ে গেল এবং সেখানেই সে একটু থিতু হবে বলে ঠিক করে নিল, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই পুরনো নেশাটা তার মাথায় আবার চাড়া দিয়ে উঠল, তখন সে আবার নতুন ফ্ল্যাটের

সন্ধানে বেরিয়ে পড়ত। ভাড়া কিছু কম এমন ফ্ল্যাটের সন্ধান পেলে পার্কার আর কালবিলম্ব না করে হাত বাড়িয়ে দিত সেখানেই। এমন কি দেখা গেল সামান্য পাঁচ দশ পাউন্ড কম হলেও পুরনো ফ্ল্যাট বা বাড়ি ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যেত সে দ্বিগুণ উৎসাহে। এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমার এই বন্ধুটি বাড়ি ভাড়ার ব্যাপারে দরকষাকষি করে নিজের সাধ্যের মধ্যে আসতে ওস্তাদ ছিল, আর এটা সম্ভব হতো তার ব্যবসায়িক বুদ্ধি অনেক ছিল বলে। তবে এই যে কয়েক দিন থাকতে না থাকতেই নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়ার মূলে তার ব্যবসায়িক বুদ্ধি যে কাজ করত, আমার তা মনে হতো না। আমার ধারণা, এ এক ধরনের খেলা বা নেশার মতো ব্যাপারটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছল। অনভিজ্ঞ আর একেবারে আনাড়ী লোকেরা যেমন আবিষ্টের মতো গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুজনদের কথা শুনে থাকে, ঠিক সেইভাবেই আমরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে পার্কারের কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগসহকারে শুনলাম। তার কথা শেষ হতেই আমাদের বলার পালা এলো। কিন্তু সবাই একসঙ্গে তাদের বক্তব্য জানাতে চায়, একসঙ্গে বলতে গেলে যা হয় তাই হলো, চেঁচামেচি, হৈচৈ এবং একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো অচিরেই। যাইহোক, একসময় সবার মনে শুভবুদ্ধি উদয় হলে অবশেষে গোলমাল থামলে এক তরুণী, সদ্য বিবাহিতা পরমা সুন্দরীই প্রথমে মুখ খুললেন। তাঁর পরিচয় হলো মিসেস রবিনসন। তাঁর স্বামীও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। পার্কারের সঙ্গে মিসেস রবিনসনের আলাপ হয়েছে অতি সম্প্রতি, তাই এর আগে কখনো ওঁকে দেখিনি সেখানে।

'ফ্ল্যাটের প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল মিস্টার পার্কার,' মিসেস রবিনসন তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন এইভাবে, 'একটা ভাল ফ্ল্যাটের জন্যে আমাদের অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, অবশেষে "মন্টেগু ম্যানসনে" একটা ফ্ল্যাট পেয়েছি। ভাগ্য ভাল তাই পেয়েছি।'

'ওসব ভাগ্য-টাগ্য বলে কিছু নেই', পার্কার মিসেস রবিনসনের যুক্তিতে কোনো সাড়া না দিয়ে বলে উঠল, 'আমি তো সব সময় বলে থাকি, প্রচুর ফ্ল্যাটের সন্ধান সব সময়েই থাকে। মুড়ি ছড়ালে যেমন কাকের অভাব হয় না, ঠিক তেমনি টাকা ছড়ালে ভাল ফ্ল্যাটের অভাব হয় না।'

'হ্যাঁ জানি। কিন্তু এই ফ্ল্যাটটার ভাড়া আমাদের খুব বেশি দিতে হয় না। এটা খুবই সস্তা। বছরে দিতে হবে মাত্র আশি পাউন্ড।'

'কিন্তু, কিন্তু মন্টেগু ম্যানসন তো কিংসব্রীজের ওপারে, তাই না?' পার্কার বলল, 'সুন্দর বিরাট বাড়িটা। আমি তো বাড়িটা সম্পর্কে এরকমই জানি। নাকি আপনি কাছাকাছি বস্তি এলাকায় ওই নামের কোনো পুরনো সেকেলে বাড়ির কথা বলছেন মিসেস রবিনসন?'

'না, না, বস্তি এলাকায় হতে যাবে কেন?' মিসেস রবিনসন সঙ্গে সঙ্গে মৃদু প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'এটা সেই কিংসব্রীজের ওপারের বিরাট বাড়িটা। ব্রীজের ওপারে বলে বাড়িটা এতো চমৎকার দেখায়, যেন ঠিক ছবির মতো!'

'কি বললেন চমৎকার, ছবির মতো? এই সব গালভরা কথাগুলো মানুষের মনে কি অদ্ভুত অলৌকিক প্রভাবই না ফেলতে পারে!' পার্কার এবারেও একটু খোঁচা না দিয়ে থাকতে পারল না। 'তা আপনার এই ফ্ল্যাটের ভাড়া সস্তা বলে কি আমার মনে হয় মোটা টাকার প্রিমিয়াম দিতে হয়েছে?'

'না, না, সেসব কিছুই আমাদের দিতে হয়নি।

'প্রিমিয়াম দিতে হয়নি, বলেন কি ম্যাডাম! উঃ, আপনার কথা শুনে বিশ্বাস করুন মিসেস রবিনসন, আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল!' পোয়ারোর কথাগুলো গোঙানির মতো শোনালো।

'তবে ঘরের আসবাবপত্র আমাদের কিনতে হয়েছে,' মিসেস রবিনসন তাঁর কথার জের টেনে বললেন।

'আহা, তাই বলুন?' পার্কার লাফিয়ে উঠলেন। 'আমি তো আগেই বলেছিলাম, আবার এখনও বলছি, একটা না একটা উৎকোচ থাকতেই হবে! তা এর জন্য কত খেসারত গুণতে হলো?'

'পঞ্চাশ পাউন্ড। আর সেগুলো সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো, তাতে ফ্ল্যাটের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে গেছে।'

'আমি হেরে গেলাম, আমার বলার আর কিছুই রইল না।' পার্কার আবার খোঁচা দিল, 'ধরে নিচ্ছি, ওই ফ্ল্যাটের বর্তমান ভাড়াটে এমন এক ধরনের পাগল যাদের পরোপকার করাটা একটা নেশার পর্যায়ে ফেলা যায়।'

এ কথায় মিসেস রবিনসনকে যেন একটু অসুবিধেয় পড়তে দেখা গেল, তাঁর সুন্দর ভুরু মাঝখানটা কেমন যেন একটু অশোভনভাবেই কুঁচকে গেল।

'আপনার কথার মধ্যে যেন অদ্ভুত কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তাই না?' মিসেস রবিনসন একটু সন্দেহ প্রকাশ করলেন। এত সস্তায় আজকের দিনে অমন একটা সুন্দর বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না, এই তো? আর পাওয়া যখন গেছে, তবে কি ধরে নিতে হবে, জায়গাটা ভূতুড়ে? নাকি ফ্ল্যাটটা ভূতুড়ে!'

'ভূতুড়ে ফ্ল্যাটের কথা কখনো শুনিনি', জোর দিয়ে বলল পার্কার।

'না, না, ঠিক তা নয়!' মিসেস রবিনসনকে আশ্বস্ত হতে দেখলেও তাঁর হাবভাবে একটা জড়তার অবকাশ যেন থেকে যায়। কিন্তু এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটেছে যেগুলো আমার কাছে খুবই অদ্ভুত ঠেকছে।'

'কি রকম?' এবার আমি তাদের আলোচনায় বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'যেমন একটা উদাহরণ দিন—'

'আহ্,' পার্কার আমার কথায় উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, 'আপনার কথা শুনে আমার অপরাধ জগতের বিশেষজ্ঞ বন্ধু কেমন জেগে উঠেছেন দেখছেন মিসেস রবিনসন! মিসেস রবিনসন, আপনি ওঁর কাছে আপনার যা কিছু বোঝা আছে সঁপে দিয়ে তা থেকে মুক্ত হতে পারেন। হেস্টিংস আমার বন্ধু, যে কোনো রহস্যের সমাধান উনি করে দিতে পারেন, সে যতো জটিলই হোক না কেন!'

আমি হাসলাম, বিহ্বল হলাম, কিন্তু একটু আগে পার্কার আমার ওপর যে ভূমিকা আরোপ করে দিল তাতে আমি খুব একটা অখুশি হলাম না।

'ওহো, ঠিক অদ্ভুত বা ভূতুড়ে ব্যাপার নয় ক্যাপ্টেন হেস্টিংস', মিসেস রবিনসন বলতে থাকেন, 'আসল ব্যাপারটা যে কি আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি শুনুন তাহলে। আমি দু'জন দালালকে ধরে এই ফ্ল্যাটটা সংগ্রহ করেছি, তবে একেবারে প্রথম প্রয়াসে নয়, অনেক ঘাম ঝরিয়ে। এই দালাল দু'জন হলো স্টোসার আর পল্। গোড়ায় আমরা এদের পাত্তা দিতে চাইনি, কারণ এদের হাতে তখন মেফেয়ারের সব দামী দামী ফ্ল্যাট ছিল যা আমাদের সাধ্যের বাইরে। তবু কম দামের ফ্ল্যাটের সন্ধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা একবার চেষ্টা করে দেখার জন্যে ওদের অফিসে গেলাম। শুরুতে যেসব ফ্ল্যাটের সন্ধান ওরা দিল সেগুলোর ভাড়া কম করেও চারশো থেকে পাঁচশো পাউন্ড। হ্যাঁ, কম ভাড়ার ফ্ল্যাটও ছিল বটে, কিন্তু প্রচুর টাকা আগাম দিতে হবে। নিরুপায় হয়ে আমরা তখন ওদের ছেড়ে আসার কথা যখন ভাবছি ঠিক তখনি ওরা খবর দিল, বছরে মাত্র আশি পাউন্ড ভাড়ায় একটা ফ্ল্যাট আছে, আর ওই মন্টেগু ম্যানসনেই! আমরা অতো কম ভাড়ার ফ্ল্যাট শুনে খুবই কৌতূহল প্রকাশ করতেই ওরা তখন বলল, অত কম ভাড়ার ফ্ল্যাট এখনো খালি পড়ে আছে কিনা সে বিষয়ে তাদের সন্দেহ আছে। আমরা তখন সন্দেহের কারণ জানতে চাইলে ওরা যা বলল তা এই রকম : আমাদের আগে আরও বহু লোককে ওরা ওই ফ্ল্যাটের খবর দিয়েছে, কাজেই তাদের মধ্যে কেউ যে সেটা ইতিমধ্যে ভাড়া নিয়ে বসেনি তা কে বলতে পারে। ওখানে যে বৃদ্ধ কেরানী আছে তার মুখ থেকেই এসব খবর শুনলাম। তবে এও শুনলাম, বাড়ি বা ফ্ল্যাট পাবার পরে নতুন ভাড়াটে কেউ তাদের কাছে আসেনি তবু তারা ওই ফ্ল্যাটটা দেখতে বহু ইচ্ছুক লোককে পাঠিয়েছে। এখন তারা খুবই ক্লান্ত। তাই নতুন করে কাউকে আর সেখানে পাঠাতে চাইছে না।'

একসঙ্গে একটানা এতগুলো কথা বলে মিসেস রবিনসন হাঁপিয়ে গেছলেন। তাই তিনি দম নেবার জন্যে কয়েক মুহূর্ত থামলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন।

'কিন্তু আমি তখন নাছোড়বান্দা। আর বৃদ্ধ কেরানীর কথাগুলো আমার কাছে তেমন বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো না। মনে মনে বললাম, একবার ফ্ল্যাটটা নিজের চোখে দেখলে ক্ষতি কি। তাই সেই ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা ওঁর কাছ থেকে জেনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে সোজা হাজির হলাম এই মন্টেগু ম্যানসনে। ফ্ল্যাটটা ছিল সেকেন্ড ফ্লোরে। তাই আমরা লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। লিফটের জন্যে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে অপেক্ষা করছি সেই সময় হঠাৎ কে যেন জোর গলায় আমার নাম ধরে ডাকল। পাশ ফিরে তাকাতেই আমার পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, নাম তার এলসি ফার্গুসন, ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামছিল সে তখন। এলসি আমাকে দেখা মাত্র আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলেই ফেলল, "যাক, জীবনে এই প্রথমবার তোমার আগেই একটা কাজ সেরে ফেললাম।" এলসি জিজ্ঞেস করল, "তা

তোরা কত নম্বর ফ্ল্যাট দেখতে এসেছিস বল?'' চার নম্বর ফ্ল্যাটের কথা বলতেই সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ''বড্ড দেরী করে ফেলেছিস। ওটা আগেই ভাড়া হয়ে গেছে।'' এলসি যেন আমার আশায় জল ঢেলে দিল, আমি তার কথা শুনেই হতাশায় ভেঙে পড়লাম। কিন্তু আমার স্বামী জনের উৎসাহ ও মনের জোর অফুরন্ত। সে আমায় সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল, ''এতো তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ার কি আছে। তেমন হলে অন্য কোথাও মোটা টাকা আগাম দিয়ে আরও ভাল ফ্ল্যাট নিয়ে নেবোখন।'' লন্ডন শহরের মতো জায়গায় ভাড়া বাড়ির সন্ধান করা কি যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা আশাকরি আপনি জানেন মিস্টার হেস্টিংস।'

আমি ওঁকে বললাম, 'ভাড়া বাড়ির সন্ধান করতে যাওয়া যে কত ঝামেলার ব্যাপার আমি জানি, আমিও ওঁর মতো ভুক্তভোগী। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর? তারপর কি হলো মিসেস রবিনসন?'

'তাই আমি আর আমার স্বামী, দু'জনে মিলে শেষ পর্যন্ত লিফটে চড়ে ওপরে উঠলাম। আপনি বিশ্বাস করবেন কি করবেন না জানি না, ওপরে উঠে গিয়ে দেখি সেই চার নম্বর ফ্ল্যাটটা আদৌ তখনো ভাড়া দেওয়া হয়নি, খালিই পড়ে রয়েছে। একজন পরিচারিকা ছাড়া ভেতরে তখন কেউ ছিল না। ফ্ল্যাটের মালিক এক মহিলা। ফ্ল্যাট দেখে আমাদের পছন্দ হয়ে গেছে বলতেই ভদ্রমহিলা আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটের সাজানো সমস্ত আসবাবপত্র বাবদ নগদ পঞ্চাশ পাউন্ড ধরে নিয়ে আমরা তখনই সেটার দখল নিলাম। পরের দিন আমরা চুক্তিপত্র সই করলাম এবং আগামীকাল আমরা দু'জনে সেই ফ্ল্যাটে প্রবেশ করছি।' বলার শেষে মিসেস রবিনসনের গলায় জয়ধ্বনির সুর ধ্বনিত হতে শোনা গেল।

'আর মিসেস ফার্গুসনের খবর কি?' পার্কার জানতে চাইলেন। সেই সঙ্গে সে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'হেস্টিংস, এবার তুমিও তোমার অনুমানক্ষমতা জাহির করো।'

'খুবই সুস্পষ্ট প্রিয় ওয়াটসন।' আমি হাল্কাভাবে এক বিখ্যাত গোয়েন্দাপ্রবরের একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য উল্লেখ করলাম।

'ওঃ ক্যাপ্টেন হেস্টিংস কি চালাক লোক বটে!' মিসেস রবিনসন আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

আহা, এই মুহূর্তে পোয়ারো যদি এখানে থাকত, তাহলে নিজের কানে একজন অপরিচিতা মহিলার মুখে আমার দক্ষতার প্রশংসা শুনতে পেত। এক-এক সময়, আমি লক্ষ্য করেছি, পোয়ারো আমার বুদ্ধির দৌড় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকে।

সেদিন জেরাল্ড পার্কারের বাড়ি থেকে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। সেই সঙ্গে মিসেস রবিনসনের মুখ থেকে শোনা বিচিত্র অভিজ্ঞতাটা বেশ মজা করে উপভোগ করার মতো বলে মনে হলো আমার। আর আমার এই মজার

অভিজ্ঞতাটা যতক্ষণ না আমার বন্ধুবর এরকুল পোয়ারোকে শোনাতে পাচ্ছি ততক্ষণ ভেতরে ভেতরে ভীষণ ছটফট করছিলাম, গতরাতে ভাল করে ঘুমতে পর্যন্ত পারলাম না। যাইহোক, পরদিন সকালে প্রাতঃরাশ সারতে বসে ঘটনাটা যখন পোয়ারোর কানে তুললাম, আশ্চর্য, তখন সেটা আর শুধুই মজার পর্যায়ে রইল না, যেন সত্যি সত্যিই সেটা একটা জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়াল আমাদের কাছে। লক্ষ্য করলাম, পোয়ারো আমার বর্ণিত কোনো ঘটনা শুনতে গিয়ে আগে তেমন কোনো গুরুত্ব দিত না, আজ সে-ই অত্যন্ত মনোযোগসহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনল। শুধু শোনা নয়, লন্ডন শহরের বিভিন্ন এলাকার ফ্ল্যাটের ভাড়া কত এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে থাকল।

সব শোনার পর পোয়ারো বেশ গম্ভীর গলায় বলল, 'হেস্টিংস, সত্যি কথা বলতে কি এই ঘটনার মধ্যে আমি ভীষণ কৌতূহল অনুভব করছি।' আমাদের প্রাতঃরাশ তখন শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। মাখন-মাখানো রুটির শেষ টুকরোটা মুখে পুরে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'আমাকে ক্ষমা করো হেস্টিংস, আমাকে কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসতে হচ্ছে, এবং একা একাই।' এই বলে সে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

ঘণ্টাখানেক পরে সে যখন বাড়ি ফিরে এলো, তখন চোখদুটি অদ্ভুত এক উত্তেজনায় যেন ঝলকানি দিয়ে উঠল। সে তার হাতের ছড়িটা টেবিলের ওপর রেখে সযত্নে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় তার মাথার টুপির আঁশগুলো সাফ করে বলল :

'দেখো বন্ধু, এই মুহূর্তে আমাদের হাতে কোনো কেস যখন নেই, তাহলে চলো তোমার ওই ব্যাপারটা নিয়ে একটু তদন্ত করা যাক।'

'তুমি কোন্ ব্যাপারে তদন্তের কথা বলছ বলো তো?' আমি একটু অবাক হয়েই জানতে চাইলাম।

'কেন, ওই যে খানিক আগে তুমি বললে তোমার বান্ধবী মিসেস রবিনসনের নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার কথা, যার ভাড়াটা তোমাদের মতে উল্লেখযোগ্যভাবে সস্তা?'

'পোয়ারো, এ ব্যাপারে তুমি কি কোনো গুরুত্ব দিতে চাও না?'

'আমি খুবই গুরুত্ব দিচ্ছি। বন্ধু, তুমি নিজেই ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখো, ওই সব ফ্ল্যাটের প্রকৃত ভাড়া হওয়া উচিত কম করেও চারশো পাউন্ড। এই মাত্র ল্যান্ডলর্ডের এজেন্টদের কাছ থেকে খবর নিতে গিয়ে এমনটিই জেনে এসেছি। অথচ সে জায়গায় দেখো, এমন সুন্দর সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট বছরে মাত্র আশি পাউন্ড ভাড়ায় মিসেস রবিনসন কেমন অনায়াসেই পেয়ে গেলেন। কিন্তু কেন? ভাড়া এতো কম হওয়ার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে?'

'হয়তো ওই ফ্ল্যাটে কোনো গণ্ডগোল থাকতে পারে। সম্ভবত যেমন ধরো মিসেস রবিনসন যেমন মন্তব্য করেছেন, ওটা একটা ভূতুড়ে ফ্ল্যাট হতে পারে।'

পোয়ারোর মাথা নাড়ার ধরণ দেখেই আমি বেশ বুঝতে পারলাম, আমার কথায় সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি।'

'আবার এ কথাও ভেবে দেখো, তোমার বান্ধবী মিসেস ফার্গুসন নিজ মুখে তাঁকে খবর দেন যে, ওই ফ্ল্যাটে ভাড়া এসে গেছে,' পোয়ারো আমাকে মনে করিয়ে দিল, 'অথচ সে কথা শোনার পরেও নাছোড়বান্দার মতো তোমার বান্ধবী মিসেস রবিনসন ওপরে উঠে গিয়ে সোজাসুজি ল্যান্ডলেডির কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, ফ্ল্যাটটা খালিই পড়ে আছে, ভাড়া হয়নি তখনও। এতে তোমার মনে কি একটুও কৌতূহল জাগেনি?'

'আর তুমিও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবে, মিসেস ফার্গুসন হয়তো অন্য ফ্ল্যাটে গিয়ে খোঁজ নিয়ে থাকবেন। আমার মনে হয় এই রহস্যের এটাই একমাত্র সমাধান সূত্র!'

'হেস্টিংস, এই বক্তব্য তোমার ঠিক হতে পারে আবার নাও হতে পারে,' পোয়ারো বলল, 'তবে একটা কথা ধ্রুব সত্য এই যে, অনেকেই ওই ফ্ল্যাটটা দেখতে গেছল। কিন্তু মজার কথা হলো, ভাড়া অত কম হওয়া সত্ত্বেও তারা কিন্তু কেউই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিতে চায়নি। তাই মিসেস রবিনসনের যখন দরকার পড়ল তখনও পর্যন্ত সেটা খালিই পড়েছিল।'

'এর থেকেই বোঝা যায় যে, ওই ফ্ল্যাটটার ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোনো গোলমাল আছে।'

'আশ্চর্য, সেই গোলমাল কিন্তু মিসেস রবিনসনের চোখে ধরা পড়ল না। এটা খুবই রহস্যময়, তাই নয় কি? অতএব আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে হচ্ছে হেস্টিংস, সত্যি করে বলো তো, মিসেস রবিনসনকে দেখে তোমার কি মনে হয়েছিল, উনি যা যা বলেছিলেন সব সত্যি? ওঁর কথায় বিশ্বাস করা যায়?'

'প্রথম সাক্ষাতেই আমার মনে হয়েছিল, তিনি একজন চমৎকার মহিলা।'

'থামো বন্ধু, মহিলার রূপের বর্ণনা আমি শুনতে চাইনি, আমি ওঁর স্বভাবচরিত্র জানতে চেয়েছি। যাইহোক, তোমার কথা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, উনি ওঁর রূপের মাধুর্যে আর ছটায় তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে, যে কারণে তুমি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারছ না। সে যাইহোক, ওঁর বিস্তারিত বিবরণ দাও, আমার মনে হয়, এখন এই মুহূর্তে এটাই তোমার বিষয়, যা তুমি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সব খুলে বলতে পারবে।'

'ঠিক আছে, শোনো তাহলে : উনি খুবই লম্বা এবং সুন্দরী। মাথায় সোনালী চুল সত্যিই খুব সুন্দর, পুরুষের দৃষ্টি তীরের মতো ছুটে গিয়ে ওঁর সেই সুন্দর চুলে বিদ্ধ হতে পারে। আর আমিও তাদের ব্যতিক্রম নই।'

'এ আর নতুন কি তোমার চোখে! এর আগেও তো দেখেছি, সব সময়ে লালচে সোনালী চুলের মেয়েদের ওপর তোমার প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে!' বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো। 'যাইহোক, বলে যাও! তোমার চোখে দেখি উনি কত সুন্দর!'

'ওঁর গায়ের রঙ অদ্ভুত সুন্দর, দুধে-আলতা রঙের। আর গভীর আয়ত চোখ দু'টি নীলাকাশের নিচে নীল নির্জনে নীলার মতো জ্বলজ্বলে দ্যুতি যেন। ব্যাস এটুকুই, আর

কিছু বলার নেই আমার।' হয়তো আরও কিছু বলতো সে, পোয়ারো ভাবল, কিন্তু লজ্জায় মিসেস রবিনসনের রূপের বর্ণনা অসম্পূর্ণ রেখে দিল।

'আর ওঁর স্বামী?'

'ওহো, উনিও চমৎকার লোক, তবে তেমন অসাধারণ কিছু নয়।'

'গায়ের রঙ তাঁর তামাটে, নাকি ধপধপে ফর্সা?'

'জানি না, তবে ও দুটোর মাঝামাঝি ধরে নিতে পারো, আর মুখটা অতি সাধারণ, তেমন বৈশিষ্ট্য বলতে কিছু নেই।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'এরকম বৈশিষ্ট্যহীন সাদামাটা দেখতে গড়পড়তা শ'য়ে শ'য়ে পুরুষ দেখতে পাবে তুমি। যাইহোক, পুরুষের তুলনায় নারীর রূপ বর্ণনায় তোমার সহানুভূতি ও প্রশংসা দুটোই যে একযোগে বেশ ভাল কাজ করে তা বোধহয় আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন বলো, এঁদের সম্পর্কে তুমি কি জানতে পেরেছো? আর পার্কার কি এঁদের ভালভাবে চেনে?'

'আমার বিশ্বাস, পার্কারের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় অতি সম্প্রতি হয়ে থাকবে। কিন্তু পোয়ারো, তুমি নিশ্চয়ই একবারের জন্যেও ভাবোনি—'

পোয়ারো হাত তুলে আমাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা বন্ধু, তুমি অহেতুক চিন্তা করছ কেন? আমি কি কখনো বলেছি যে, আমি কিছু ভেবেছি? আমি শুধু বলেছি, এ এক অদ্ভুত কাহিনী। আর এ ব্যাপারে এর বেশি কিছু আলোকপাত করা যায় না, কিংবা কৌতূহল প্রকাশ করা যায় না। তবে ভদ্রমহিলার নামটা জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে, কি নাম ওঁর?'

'স্টেলা,' আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—'

পোয়ারো একটা অদ্ভুত শব্দ করে আমাকে বাধা দিয়ে উঠল। মনে হলো ভদ্রমহিলার নামটা তার কাছে খুবই মজার বলে মনে হয়েছে, সেটা প্রকাশ পেল তার পরবর্তী কথায়।

'আর স্টেলা মানে একটি তারকা, তাই নয় কি? বিখ্যাত তারকা?'

'তার মানে?'

'আর তারকার কাজ হলো আলো বিকিরণ করা। কেমন! শান্ত হও হেস্টিংস। এতে তোমার মর্যাদা খুণ্ণ হওয়ার কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। সব ভুলে এবার চলো তো মন্টেগু ম্যানসনে যাওয়া যাক, সেখানে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন।'

কোনো রকম আপত্তি না করেই পোয়ারোর সঙ্গী হয়ে গেলাম এক কথায়। কাছে গিয়ে দেখে মুগ্ধ হলাম, সত্যি মেরামতি করার পর মন্টেগু ম্যানসন দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে দেওয়াল ও মেঝেগুলো। ইউনিফর্ম পরিহিত একজন কুলি জাতীয় লোক সদর দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল। পোয়ারো তাকে উদ্দেশ্য করে একটা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করল :

'ক্ষমা করবেন অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে। বলতে পারেন মিস্টার ও মিসেস রবিনসন কি এখানেই থাকেন?'

লোকটা স্বল্পভাষী এবং সন্দেহবাতিক। সব সময় মুখ গম্ভীর করে থাকে। একবারের জন্যেও সে আমাদের দিকে মুখ তুলল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। চারটি শব্দে উত্তরটা সে দিয়ে দিল চটপট।

'তিনতলায় চার নম্বর ফ্ল্যাট!'

'অজস্র ধন্যবাদ। বলতে পারেন ওঁরা কতদিন এখানে আছেন?'

'ছ' মাস।'

আমি অবাক চোখে তাকালাম পোয়ারোর দিকে। পোয়ারোর মুখে তার সেই চিরপরিচিত দুষ্টুমির হাসি দেখে আমি সতর্ক হলাম।

'অসম্ভব!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'তুমি নিশ্চয়ই কোথাও ভুল করছ।'

'না, আমি ভুল করিনি, আমি ঠিকই বলেছি, ছ'মাস হলো ওঁরা এখানে এসেছেন।'

'তুমি কি নিশ্চিত,' এখানে একটু থেমে সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার বললাম, 'আমি কাদের কথা জিজ্ঞেস করছি বুঝতে পেরেছ তো? হ্যাঁ, মিসেস রবিনসনের কথাই বলছি, যথেষ্ট লম্বা, ফর্সা আর মাথার চুল লালচে সোনালী রঙের। এবার বুঝেছ তো?'

'হ্যাঁ, বললাম তো আমি ঠিকই বলেছি, আর এখনো বলছি,' লোকটা তার কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল, 'ওঁরা ঠিক ছ'মাস আগে এখানে এসেছেন।' লোকটা তার বক্তব্য শেষ করার পর এ ব্যাপারে আর তেমন আগ্রহ দেখালো না, ধীরে ধীরে মন্টেগু ম্যানসনের হলঘরে ঢুকে পড়ল। বাইরে থেকে আমি পোয়ারোকে অনুসরণ করতে থাকলাম।

'কি হে হেস্টিংস?' আমার বন্ধুবর সুযোগ বুঝে আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কৈফিয়ত চাইল, তার কথায় ধূর্ততা প্রকাশ পেল। 'এর পরেও কি তুমি বলবে, তোমার সুন্দরী বান্ধবী সব সময় সত্যি কথাই বলে থাকেন?'

আমি তার প্রশ্নের কোনো জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করলাম না।

'পোয়ারো আমাকে কিছু না বলেই ব্রম্পটন রোডের দিকে গাড়ি ঘোরাল। সে এখন কি করতে যাচ্ছে আর কোথায়ই বা যাচ্ছে, এ সব কথা জিজ্ঞেস করার আগেই সে তার নিজের পথ ধরল।

'চলো, আমরা এখন বাড়ির দালালদের কাছে যাচ্ছি হেস্টিংস। মন্টেগু ম্যানসনে একটা ফ্ল্যাট যোগাড় করার খুব ইচ্ছে আমার। আমি যদি ভুল না করে থাকি তাহলে জেনে রাখো অল্প কিছুদিনের মধ্যে বেশ কিছু অদ্ভুত আর কৌতূহল জাগানো ঘটনা ঘটবে ওখানে।'

আমাদের ভাগ্য ভাল, খুব বেশি খুঁজতে হলো না। পাঁচতলার আট নম্বর ফ্ল্যাটটা যেন আমাদের জন্যেই খালি পড়েছিল তখনো পর্যন্ত। তবে ভাড়া প্রচুর, সপ্তাহে দশ পেনি। পোয়ারো মাত্র এক মাসের জন্য সেই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিল। থাকার জায়গা থাকা সত্ত্বেও কেন যে সে আর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে গেল আমার মাথায় এলো না। এ

নিয়ে আমার সঙ্গে তার বেশ কথাকাটাকাটি হলো। বাইরে রাস্তায় নেমে সে আমার সব প্রতিবাদের ভাষা স্তব্ধ করে দিল।

'টাকার কথা ভেবো না হেস্টিংস, আমি এখন বেশ ভালই রোজগার করছি। তাই আমার ব্যক্তিগত কিছু সাধ-আহ্লাদ মেটাবো না কেন বলো? ভাল কথা, তোমার কাছে রিভলবার আছে?'

'তা আছে কোথাও হয় তো', আমি একটু রোমাঞ্চিত হয়ে বললাম। 'তুমি কি মনে করো—'

'রিভলবারটা তোমার প্রয়োজন হবে কিনা! হ্যাঁ, সম্ভবত তাই। বাঃ, এই তো দেখছি, তুমি বেশ খুশি হয়েছ। এর আগেও দেখেছি, সব সময় দৃষ্টি আকর্ষক আর রোমান্টিক ব্যাপারের আবেদন তোমাকে ভয়ঙ্করভাবে আকর্ষণ করে। আজও তুমি ঠিক সেরকমই রয়ে গেছ!'

পরের দিন ছিল রোববার। বিকেলের দিকে পোয়ারো সামনের দরজাটা আধ-ভেজানো অবস্থায় খুলে রেখে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই নিচুতলায় কোথাও জোরালো শব্দ হতেই পোয়ারো হাতের ইশারায় আমায় ডাকল। বাইরে বারান্দায় যেতেই সে বলল, 'সিঁড়ির রেলিং দিয়ে নিচে তাকাও, দেখতো যাদের কথা বলেছিলে ওঁরা কি সেই লোক? খুব বেশি ঝুঁকো না যাতে ওঁরা তোমাকে দেখতে পান।'

আমি রেলিং-এ মাথা ঠেকিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ ওঁরাই।'

'ভাল। এবার একটু অপেক্ষা করা যাক।'

প্রায় আধঘণ্টা পরে সেই ফ্ল্যাটের দরজা খুলে একজন যুবতী বেরিয়ে এলো। তার পরনে চটকদার রঙিন পোশাক। পোয়ারো যেন এই মেয়েটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল। তাই তার দেখা পেয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে আমাদের ফ্ল্যাটে ফিরে এলো। অগত্যা আমাকেও অনুসরণ করতে হলো তাকে।

'যাক আমাদের অপেক্ষা করা সফল হলো', পোয়ারো বলল, 'প্রথমে বাড়ির কর্তা, তারপর কর্ত্রী বেড়াতে বেরোলেন। সব শেষে বাড়ির পরিচারিকা। তার মানে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে ফ্ল্যাটটা এখন একেবারে খালি পড়ে আছে।'

'তা এরপর আমরা কি করতে যাচ্ছি?' আমি অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

পোয়ারো আমার প্রশ্নের জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করল না। উল্টে সে তখন গম্ভীর হয়ে আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো রান্নাঘরের পিছনে কয়লা মজুত রাখার গুদামঘরে। এই ঘরের মেঝের একটা অংশে মেঝের বালাই নেই, ফাঁকা, নিচের তলায় নামার জন্য, কয়লা বা কাঠ বোঝাই ঝুড়ি দড়িতে ঝুলিয়ে একতলা থেকে ওপরতলাগুলিতে টেনে তোলা হয়। এই বিল্ডিং-এর প্রতিটি ফ্ল্যাটে এ ধরনের পুরনো ব্যবস্থা চালু আছে।

'এবার তুমি নিশ্চয়ই আমার উদ্দেশ্য কি বুঝতে পেরেছ হেস্টিংস। কয়লা বা কাঠ

তোলার ঝুরির মতো পদ্ধতিতে আমরা এবার নিচে নেমে যাব।' খোশ মেজাজে সে ব্যাখ্যা করে বলল। 'কেউ আমাদের লক্ষ্য করবে না। আজ রোববার ছুটির দিন। রোববারের কনসার্ট, রোববারের অপরাহ্ণে বাইরে বেড়াতে যাওয়া, তার ওপর ইংলন্ডের আয়েসী নারী-পুরুষরা নৈশভোজের পরে যে ঘুমিয়ে নেবার রীতিতে অভ্যস্ত তাতেই ব্যস্ত থাকবে সবাই', এরকুল পোয়ারো বলল, 'এই সময় কোথায় কে কি করে বেড়াচ্ছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। তাই চলে এসো বন্ধু।'

পোয়ারো তার কথা শেষ করেই সত্যি সত্যিই কয়লা তোলার কাঠের ঝুড়িতে চেপে বসল। আমিও তাকে অনুসরণ করে সেই ঝুড়ির এক কোণে নিজের স্থান করে নিলাম।

'আচ্ছা, আমরা কি মিসেস রবিনসনের ফ্ল্যাটে হানা দিতে যাচ্ছি?' দ্বিধাগ্রস্তভাবে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

পোয়ারোর উত্তরের মধ্যে তেমন আশ্বাস কিছু পাওয়া গেল না। 'আজই যে যাব নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না,' উত্তরে সে বলল।

দড়িতে টান পড়তেই আমরা নিচে নামতে শুরু করলাম ধীরে ধীরে, তিনতলার সেই নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের কয়লার গুদামে এসে থামল সেটা। ঝুড়ি থেকে নেমে এসে রান্নাঘর তথা ফ্ল্যাটের অন্য ঘরের দরজা খোলা দেখে পোয়ারোর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'দেখেছ হেস্টিংস, দিনের বেলায় ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা দরজা কখনো বন্ধ করে না, আমার অনুমানই ঠিক হলো শেষ পর্যন্ত। তাই এ পথ দিয়ে যেকোনো ফ্ল্যাটে হানা দেওয়া যায়। রাতের বেলায় প্রয়োজন হলে আমরা অবশ্যই হানা দেব।'

এরপর পোয়ারো তার ট্রাউজারের পকেট থেকে কয়েকটা ছোট ছোট যন্ত্রপাতি বার করল, তারপর নিপুণ হাতে তার পরবর্তী কাজে লেগে গেল। ওপরের ছাদের যে খোলা অংশ দিয়ে কয়লার ঝুড়ি নামে সেখানকার দরজার পাল্লায় লাগানো ছিটকিনিটা খুলে ফেলল সে চটপট। তারপর সেই ঝুড়িতে চেপে ওপরে উল্টোদিকের দরজার ছিটকিনি আবার এমনভাবে এঁটে দিল যে, সেটা কেবল বাইরে থেকে খোলা যাবে। এই মুহূর্তে পোয়ারোকে দেখে বলা যায় সে একজন ঝানু গোয়েন্দা। হ্যাঁ, শুধু ঝানু গোয়েন্দাই নয় তাকে দেখে এখন মনে হচ্ছে সে যেন একজন ঝানু সিঁধেল চোরও বটে; তা না হলে দক্ষতার সঙ্গে মিনিট তিনেকের ভেতরেই কাজটা কেমন সেরে ফেলল? এরপর আমাদের ফেরার পালা। যন্ত্রপাতি সব আবার পকেটের যথাস্থানে চালান করে দিয়ে সে আবার ঝুড়ির তৈরি লিফটে চেপে বসল, আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। তবে আসার আগে হানা দেওয়া ফ্ল্যাটটা ভাল করে পরীক্ষা করে নিতে ভুলল না পোয়ারো, অজান্তে কোনো চিহ্ন রেখে যাচ্ছে না তো? না, সেরকম কোনো চিহ্নই চোখে পড়ল না আমাদের। নিশ্চিত হয়ে আমরা ওপরে উঠে আমাদের ফ্ল্যাটে এসে ঢুকলাম কয়লার গুদাম ঘরের ভেতর দিয়ে।

পরের দিন সোমবার সারাটা দিন পোয়ারো বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াল একা একা।

সন্ধ্যার পর ফ্ল্যাটে ফিরে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে ঘন ঘন শ্বাস নিতে দেখে বোঝা গেল খুব ক্লান্ত হলেও যে কাজে তার বেরনো সেটা সম্পন্ন হয়েছে। আমি এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে যাব এমন সময় পোয়ারো নিজের থেকেই বলে উঠল, 'শোনো হেস্টিংস, কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা নতুন করে আবার বলছি, দয়া করে খুব মন দিয়ে শোনো, প্রশ্ন করো না। তবে তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি এখন যা শোনাব তা তোমার হৃদয়ের সুপ্ত আবেগ জাগিয়ে তুলবে, যা তোমার পুরনো ছায়াছবির কথাও হয়তো মনে করিয়ে দিতে পারবে।'

'বলে যাও, আমি মন দিয়েই শুনছি', হাসতে হাসতে বললাম, 'তবে আমার বিশ্বাস তুমি যা বলবে তা অবশ্যই সত্য কাহিনী হবে, তোমার কল্পনাশ্রিত বানানো গল্প নয়!'

'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, এটা যথেষ্ট সত্য কাহিনী হবে। আমার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহলে ইন্সপেক্টর জ্যাপকে জিজ্ঞেস করতে পার, আমার কথায় সমর্থন জানাবেন, কারণ তিনি এই সত্য কাহিনীর প্রধান সাক্ষী, ওঁর অফিস থেকেই ঘটনাটা আমার কানে এসেছে। আর কোনো ভূমিকা নয়, এবার মূল গল্পে ফেরা যাক। আজ থেকে ছ'মাস আগে আমেরিকান সরকারী দপ্তর থেকে নৌবাহিনীর সামরিক বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজ চুরি যায়, যার মধ্যে বন্দরে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। এই সব গুরুত্বপূর্ণ দলিল তথা কাগজপত্র যে কোনো বিদেশী সরকারের কাছে যার দাম অনেক, যেমন ধরা যাক জাপান সরকারের কাছে। ওদিকে লুইগি ভ্যালডার্নো নামে এক ইতালীয় যুবককেও আবার সন্দেহ করা হচ্ছে। ওই সরকারী দপ্তরে অতি সাধারণ একটা চাকরী করতো সে। কাগজপত্র চুরি যাওয়ার পরেই সে উধাও হয়ে যায়। লুইগি ভ্যালডার্নো প্রকৃত চোর হোক বা না হোক, দু'দিন পরে নিউ ইয়র্কের পূব দিকে তার গুলিবিদ্ধ দেহটা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই কাগজপত্রগুলো তার কাছে ছিল না। খবরে প্রকাশ, লুইগি ভ্যালডার্নো বেশ কিছুদিন ধরে মিস এলসা হার্ডট নামে এক যুবতীর সঙ্গে মেলামেশা করত। এলসা কনসার্টে গান গাইত। সম্পর্কে ভাই হয় এমনি এক যুবকের সঙ্গে ওয়াশিংটনের একটা এ্যাপার্টমেন্টে থাকত। এলসার সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। বরং ভ্যালডার্নোর মৃত্যুর সময় হঠাৎ সে উধাও হয়ে যায়। সে যে আসলে একজন কুখ্যাত আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ছিল, এ কথা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এর আগে এক-এক সময় এক-এক রকম ছদ্ম পরিচয়ে নানান ধরনের অপকর্ম করেছে। আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসেসের অফিসাররা তার খোঁজ-খবর নিচ্ছে, এমন কি তারা ওয়াশিংটনে থাকে এমন কয়েকজন জাপানীর ওপরেও নজর রাখছে, যাদের সঙ্গে এলসার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাদের ধারণা এলসা তার নিজের গতিবিধি ঢাকতে গিয়ে ওইসব সন্দেহভাজন জাপানীদের কারও না কারওর সঙ্গে যোগাযোগ যে করবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। আজ থেকে পনেরো দিন আগে তাদের একজন হঠাৎ ইংলন্ডে পালিয়ে যায়। তাই এই সব ঘটনা পর্যালোচনা করে পুলিশ এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছে

এলসা হার্ডট আপাতত ইংলন্ডের মধ্যেই রয়েছে, অন্যত্র কোথাও যায়নি।' পোয়ারো এখানে একটু থেমে তারপর ভাষা বদল করে নরম গলায় বলল, 'পুলিশের কাছ থেকে এলসার চেহারার যে বর্ণনা পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে, লম্বায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, নীল চোখ, চুল লালচে সোনালী, গায়ের রঙ ধপধপে ফর্সা, খাড়া নাক।'

'আর মিসেস রবিনসন?' আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

'ভাল কথা, তাকে ধরার একটা সুযোগ আছে।' পোয়ারো তার বক্তব্য শুধরে নিতে চাইল। 'একজন কালো চামড়ার এমন এক বিদেশী ভদ্রলোক আজ সকালেই তিনতলার চার নম্বর ফ্ল্যাটের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। অতএব বন্ধু, বুঝতেই পারছ, আজ রাত্রে তোমার আর আরাম করে ঘুমলে চলবে না, আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে সারা রাত ধরে জেগে থেকে তিনতলার ওই সস্তা ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখতে এসো। সেই সঙ্গে তোমার রিভলবারে গুলি ভরে রেখে তৈরি থেকো, কারণ তোমাকেও আমার সঙ্গে রাত জাগতে হবে।'

'বলাবাহুল্য', আমি অতিউৎসাহিত হয়ে বললাম, 'তা আমরা কখন অভিযান শুরু করছি?'

আমি মনে করি মাঝরাতটাই উপযুক্ত সময় হবে। তার আগে কোনো কিছু ঘটতে পারে বলে তো মনে হয় না।'

'ঠিক রাত বারোটায় পোয়ারো আর আমি সাবধানে আবার পা টিপে টিপে এসে হাজির হলাম আমাদের রান্নাঘরের পিছনের গুদামঘরে। আগের পদ্ধতিরই পুনরাবৃত্তি ঘটালাম, কয়লা তোলার ঝুড়ি লিফটে চেপে তিনতলায় নেমে এলাম। সেখানকার গুদামঘর থেকে রান্নাঘরে গেলাম পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে। পোয়ারো আর আমি সেখানেই দু'টো চেয়ারে বসে পড়লাম। রান্নাঘরের দরজা ভেজানো, যে কেউ এই মুহূর্তে পাশের ঘর থেকে রান্নাঘরে ঢুকে পড়তে পারে।

'আমাদের এখন একটু অপেক্ষা করতে হবে', চোখ বন্ধ করে বলল পোয়ারো। তারপর ক্লান্ত শরীরটা যুৎসই করে এলিয়ে দিল চেয়ারে।

আমার কাছে এই অপেক্ষা করাটা যেন অন্তহীন বলে মনে হলো। আমার তখন ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। পোয়ারো চোখ বুজে আছে, যদিও আমি মনে করি ভেতরে ভেতরে ও যথেষ্ট সজাগ আছে; তবুও আমার কর্তব্য হিসেবে এখন জেগে থাকাটা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই সামনে ভেজানো দরজার নিচে চোখ মেলে বসে রইলাম চেয়ারে। সেই ভাবে ঠায় বসে থাকতে থাকতে আমার তখন মনে হচ্ছিল এইভাবে প্রায় আট ঘণ্টা পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু আসলে মাত্র এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট অতিক্রান্ত তখন। আর তারপরেই যেন কিছু একটা আঁচড়ানোর মতো একটা ক্ষীণ আওয়াজ আমার কানে ভেসে এলো। ঠিক এই সময়েই আবার পোয়ারো আমার গায়ে হাত দিয়ে ইশারায় জানিয়ে দিল এবার আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। তারপর আমরা হলঘরের দিকে সাবধানে আলতো পা ফেলে এগিয়ে চললাম। এখান থেকেই সেই শব্দটা

আসছিল। পোয়ারো তার মুখটা আমার কানের কাছে নামিয়ে আনল। এবং ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'বাইরে সদর দরজার তালা বোধহয় কেউ ভাঙছে। সাবধান হেস্টিংস, আমি বললেই তুমি সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে চোখ-কান খুলে রেখো, তার হাতে ছুরি থাকতে পারে।'

বর্তমানে ধাতব শব্দটা আগের চেয়ে আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবং দরজার ওপার থেকে এক চিলতে আলোও এসে পড়ল আমাদের সামনে। তারপর হঠাৎ আলোটা নিভে যাওয়ার পরেই দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। পোয়ারো আর আমি যতদূর সম্ভব দেওয়ালে পিঠ ঘেষে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার পাশ ফিরে লোকটা চলে যাবার সময় তার ভারি নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর তার হাতের টর্চটা ঝলসে উঠল, আর সে এরকম করতেই পোয়ারো ফিস্‌ফিসিয়ে আমার কানে কানে বলে উঠল, 'ধরো ধরো লোকটাকে!'

আমরা দু'জনে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আগন্তুকের ওপর। পোয়ারো ততোধিক দ্রুত হাতে তার গলার স্কার্ফটা দিয়ে আগন্তুকের মাথাটা ঢেকে ফেলল, আর আমি তার হাতদুটো চেপে ধরলাম শক্ত করে। সমস্ত ব্যাপারটা দ্রুত ও নিঃশব্দে ঘটে গেল। আমি তার হাত থেকে তলোয়ারটা ছিনিয়ে নিলাম। লোকটা চেঁচাতে পারছিল না, কারণ পোয়ারো আগেই মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তার মুখটা বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি আমার হাতের রিভলবারটায় ঝাঁকুনি দিয়ে তাদের জানান দিয়ে দিলাম এখন তাদের সব লম্ফজম্ফই অর্থহীন হয়ে যাবে। লোকটা প্রতিরোধের সব চেষ্টা বন্ধ করে দিলে পোয়ারো তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে কিছু একটা বলতেই লোকটা ঘাড় নেড়ে নেড়ে সায় দিল। নিস্তব্ধতার সুযোগ নিয়ে পোয়ারো তাকে কোনো কথা না বলে সদর দরজার দিকে এগিয়ে যেতে হুকুম করল এবং সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম আমরা। আমাদের বন্দী আমাদের অনুসরণ করল। রাস্তায় নেমে পোয়ারো আমার দিকে ফিরে তাকাল। রাস্তার ধারে একটা ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। রিভলবারটা আমাকে দাও, ওটা এখন আর আমাদের দরকার হবে না।

'কিন্তু এই লোকটা যদি পালাবার চেষ্টা করে?'

পোয়ারো হাসল। 'না, তা সে করবে না।'

কথা না বাড়িয়ে রিভলবারটা পোয়ারোর হাতে তুলে দিয়ে আমি তার নির্দেশমতো সেখানে গিয়ে দেখলাম সত্যিই একটা ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। সেই ট্যাক্সিতে চেপে ফিরে এসে দেখি আগন্তুকের মুখের ওপর থেকে স্কার্ফটা খুলে নেওয়া হয়েছে, আর তার পরিষ্কার মুখটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

'আরে, এ তো জাপানী নয়!' আমি পোয়ারোর কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলাম।

'তুমি ঠিকই ধরেছ হেস্টিংস, তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা খুবই প্রবল! কোনো কিছুই তোমার দৃষ্টি এড়ায় না। না, লোকটা কখনোই জাপানী নয়। এ একজন ইতালীয় লোক।'

পোয়ারো আমাদের নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসল। চালককে সে সেন্ট জনস উডের ঠিকানা দিল। চালক তার ট্যাক্সি চালাতে শুরু করল। আমি এখন সম্পূর্ণভাবে বিহ্বল, আমার চোখের সামনে একরাশ কুয়াশা যেন থিক্‌থিক্ করছিল, পোয়ারোর মতলব যে কি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমি আমাদের বন্দীর সামনে কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করতে পারছিলাম না পোয়ারোকে। তাই চুপ করে থেকে অনুমান করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবলাম।

একসময় ট্যাক্সিটা একটা ছোট বাড়ির দরজার সামনে এসে থামল। একজন ভবঘুরে মাতাল এই সময় এই পথ দিয়ে টলতে টলতে আসছিল নেশার ঘোরে, ঠিকমতো পথ দেখতে না পেয়ে পোয়ারোর সঙ্গে প্রায় সংঘর্ষ বাধিয়ে বসছিল। যাইহোক, পোয়ারো ঠিক সময়ে নিজেকে সামলে নিয়ে কড়া একটা ধমক দিয়ে কি যেন বলল আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমরা তিনজনেই বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম। পোয়ারো ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদের একপাশে সরে দাঁড়াতে বলল। কোনো উত্তর না পেয়ে পোয়ারো আবার ঘণ্টা বাজাল। দ্বিতীয়বারেও কোনো উত্তর না পেয়ে সে তখন দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিল।

এবার দরজার ওপরে ঘুলঘুলির মতো ফাঁকা জায়গায় আলোর আভাস পাওয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাল্লা ভেতর থেকে সামান্য একটু খুলে গেল।

'এতো রাত্রে কি চান আপনারা? একজন পুরুষ মানুষ বজ্রগম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল।

'আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার স্ত্রীর খুব অসুখ।'

'এখানে কোনো ডাক্তার নেই।' এই বলে লোকটা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করতে যায়, কিন্তু তার আগেই পোয়ারো তার একটা পা দরজার ওপারে গলিয়ে দেয়। পোয়ারো হঠাৎ ক্রুদ্ধ ফরাসীলোকের হুবহু নকল করে বসল।

'কি যা তা বলছেন, এখানে কোনো ডাক্তার থাকেন না বললেই হলো? আমার কথা না শুনলে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবো। আসুন, আপনাকে আমাদের সঙ্গে আসতেই হবে। না গেলে আমি এখান থেকে অষ্টপ্রহর আপনার কুকীর্তির দুর্নাম করব। এক পাও নড়বো না এখান থেকে। এও বলে রাখছি, এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সারারাত ঘণ্টা বাজিয়ে যাব আর দরজায় ঘন ঘন কড়া নেড়ে যাব, দেখি আপনি আপনার চোখের দু'টি পাতা কি করে এক করেন!'

'শুনুন মশাই,' দরজা আবার খুলে গেল, ড্রেসিং-গাউন পরিহিত লোকটি সামান্য একটু দরজা পেরিয়ে এসে পোয়ারোকে বোঝাতে চাইল, 'বেশি ঝামেলা না করে সরে পড়ুন এখান থেকে।'

পোয়ারো গর্জে উঠল, 'আমি তাহলে পুলিশের কাছে যাব।' এই বলে সে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গেল।

'না, না, ঈশ্বরের দোহাই, থানায় যাবেন না!' আর্তনাদ করে দরজার ওপারের

লোকটি এবার যেই না বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ বুঝে পোয়ারো তাকে কনুই দিয়ে এমন একটা ধাক্কা মারল যে, কোনো রকমে সামলে নিয়ে সিঁড়ির রেলিং ধরে একেবারে নিচে নেমে এলো। এই ফাঁকে পরের মিনিটেই আমরা তিনজন দরজার ওপারে গিয়ে ভেতর থেকে খিল দিয়ে দিলাম।

'চটপট কাজ সেরে নিতে হবে, হ্যাঁ এই যে এদিকে—'পোয়ারো কাছাকাছি একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল, আমরা তাকে অনুসরণ করলাম। সুইচ টিপে আলো জ্বালল পোয়ারো। বন্দীর দিকে তাকিয়ে পোয়ারো বলে উঠল, 'এই যে তুমি, ওই পর্দাটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াও!'

'হ্যাঁ সেনর,' এই বলে ইতালীয় বন্দীটি গোলাপ-রঙের ভেলভেটের পর্দার পিছনে দ্রুত চলে গিয়ে গা-ঢাকা দিল, সেটা এমনিতেই একটা জানালা আড়াল করে রেখেছিল।

মিনিট খানেক যেতে না যেতেই দৃশ্য থেকে সে দৃশ্যান্তরে অর্থাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার পরে পরেই এক অপরিচিতা মহিলা কোথ্‌থেকে যেন ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন। মহিলাটি দীর্ঘাঙ্গী, চুল লালচে, পাতলা ছিপছিপে রোগাটে শরীরে কেবল একটা গাঢ় রঙের কিমোনো জড়ানো।

'আমার স্বামী গেলেন কোথায়?' ভীতবিহ্বল চাহনি মেলে চারদিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিয়ে ভদ্রমহিলা পোয়ারোর দিকে তাকালেন, 'কে আপনি?'

পোয়ারো এগিয়ে এসে ভদ্রমহিলার সামনে দাঁড়াল মাথা নিচু করে, অনেকটা অভিবাদন জানানোর মতো।

'আশাকরি আপনার স্বামী ঠাণ্ডায় কষ্ট পাবেন না। আমি লক্ষ্য করেছি, ওঁর পায়ে চটি আর গায়ে গরম ড্রেসিং-গাউন রয়েছে, তাই তাতে ওঁর ঠাণ্ডা লাগা উচিত নয়।'

'কে আপনি?' পোয়ারোর কথায় ভদ্রমহিলাকে শান্ত হওয়া দূরে থাক আরও বেশি রেগে যেতে দেখা গেল। 'আপনি আমার বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে কি করছেন? আপনার মতলব তো ভাল নয়!'

'মাদাম, আপনি যে আমাদের কাউকে চেনেন না, এ কথা অবশ্যই ঠিক,' পোয়ারো আগের মতোই নম্র গলায় ধীর-স্থিরভাবে বলল, 'আবার এ কথাও ঠিক যে, এর আগে আপনার পরিচয় আমাদের দু'জনের কারোর জানার সৌভাগ্যও হয়নি। তবে অনেক দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, কেবল আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যই আমাদের জনৈক পরিচিত একজন লোক সুদূর নিউ ইয়র্ক থেকে ছুটে এসেছে।'

পোয়ারোর কথা শেষ হতে না হতেই জানালার সামনে থেকে পর্দাটা সরে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরিচিত ইতালীয় লোকটি এগিয়ে এসে ভদ্রমহিলার সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাতে আমার রিভলবারটা দেখে আমি তো অবাক! এটা যে পোয়ারোরই কারসাজি, বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হলো না। আমার কাছ থেকে রিভলবারটা চেয়ে নিয়ে আমার অজান্তে রিভলবারটা সে ট্যাক্সির মধ্যেই তার হাতে তুলে দিয়ে থাকবে।

ইতালীয় লোকটির হাতে রিভলবার দেখেই ভদ্রমহিলা বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠে পালাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই পোয়ারো জায়গা করে নিয়ে বন্ধ দরজা আগলে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

'দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন', ভদ্রমহিলা কাতর অনুনয় করে বললেন, 'তা না হলে ও আমাকে খুন করবে।'

'কে, তোমার সেই শয়তান লুইগি ভ্যালডার্নো?' ইতালীয় লোকটি ভদ্রমহিলার দিকে তার হাতের রিভলবারটা উঁচিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, 'কোথায় সেই শয়তানটা?'

'হায় ঈশ্বর, মনে হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে, এখন কি হবে? এখন আমরা কি করব?' আমি আর্তচিৎকার করে উঠলাম।

'তোমায় কিছুই করতে হবে না, বাজে বকবক না করে চুপ করে থাকলে আমি বাধিত হবো', পোয়ারো ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'আমি তোমাকে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে, আমি না বলা পর্যন্ত আমাদের বন্ধু গুলি করবে না।'

'তাই কি? আপনি আমার সম্পর্কে এত নিশ্চিত?' লোকটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

পোয়ারো লোকটার সম্পর্কে যাই ভাবুক না কেন আমি কিন্তু ওর মতো এত নিশ্চিত নই।

ওদিকে ভদ্রমহিলা পোয়ারোর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, ওঁর চোখ দুটো ঝলসে উঠল রাগে উত্তেজনায়।

'কি চান আপনি?'

পোয়ারো মাথা হেঁট করল।

তারপর সেই ইতালীয় লোকটির উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'এসব কথা বলে এখন মিস এলসা হার্ডটের বোধশক্তিকে তোমার অপমান করার কোনো প্রয়োজন নেই।'

এই সময় ভদ্রমহিলা ত্রস্ত হাতে একটা বড় কালো ভেলভেটের টেলিফোন ঢাকাটা এক টানে তুলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে কালো ভেলভেটের তৈরি একটা খেলনা বেড়াল বেরিয়ে পড়ল। সেটা পোয়ারোর হাতে তুলে দিয়ে তিনি গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'এর লাইনিংয়ের ভেতরে ওগুলো লুকানো আছে।'

'সত্যি আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়!' পোয়ারো বিড়বিড় করে ভদ্রমহিলার প্রশংসা করল। তারপর দরজার সামনে থেকে সরে গিয়ে একপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল সে, 'শুভ-সন্ধ্যা মাদাম, এবার আপনি স্বচ্ছন্দে এখান থেকে সরে পড়তে পারেন। ঘাবড়াবেন না, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনি যতক্ষণ না এই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক থেকে আসা আপনার এই ইতালীয় বন্ধুকে আটকে রাখব। আমি মনে করি এ দায়িত্ব আমার!'

'হায় ঈশ্বর, আমি কি ভয়ানক বোকা, আমার বুদ্ধির ঘটে এতটুকু বুদ্ধি বলতে কিছু থাকতে নেই?' আক্ষেপ করে উঠল সেই ইতালীয় লোকটি। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে তৎপর হয়ে উঠল, পোয়ারোর সব অনুমান ও নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ভদ্রমহিলার দিকে তাক করে তার হাতের রিভলবারের ট্রিগার টিপল। আমি তখন আর থাকতে না পেরে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, যাতে করে সে পালিয়ে যেতে না পারে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, ট্রিগার টিপল অথচ স্রেফ 'ক্লিক' শব্দ ছাড়া কোনো আঘাত করতে পারল না ভদ্রমহিলাকে? কেমন অক্ষত অবস্থায় রয়ে গেছেন তিনি এখনও পর্যন্ত। আমি স্তব্ধ, হতবাক। আবার এমন অসহায় অবস্থা দেখে পোয়ারো ভর্ৎসনা করে আমাকে বলে উঠল :

'তোমার এই পুরনো বন্ধুটিকে ভবিষ্যতে আর কখনো যেন বিশ্বাস করো না হেস্টিংস! আমার বন্ধু বা পরিচিতজনরা যে কোথায় কখন গুলিভর্তি রিভলবার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা না বেড়াচ্ছে, সব দিকেই আমার নজর থাকে। না, না বন্ধু আমি অযথা তাদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে দিতে চাই না।' শেষের কথাগুলো যে ইতালীয় লোকটির উদ্দেশ্যে বলা তা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হলো না। পোয়ারো তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বলতে থাকে, 'দেখলে তো, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কিভাবে তোমাকে আমি বাঁচিয়ে দিলাম! ওঁকে খুন করলে তোমার যে নির্ঘাত ফাঁসি হতো, আশাকরি তোমার তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। তবে তাই বলে মনে করো না, ওই সুন্দরী রমণী পালাতে পেরেছেন! না, না, এ বাড়ির সামনে পিছনে সর্বত্র পুলিশে ছেয়ে আছে, তাদের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে ওঁর পালাবার কোনো পথ নেই। এ বাড়ির প্রতিটি সন্দেহভাজন লোক এতক্ষণ নিশ্চয়ই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেছে। কি, এখন মনে হচ্ছে তো আমার সুচিন্তিত পরিকল্পনা কতই না ফলপ্রসূ হতে চলেছে? এর পরেও কি তুমি নিজেকে বোকা বলে মনে করবে? যাইহোক, তুমি এখন এই ঘর থেকে সরে পড়তে পারো। তবে সাবধান, খুব সাবধানে থাকবে!' ইতালীয় যুবকটি চলে গেলে পর পোয়ারো এবার আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমি তাহলে সফল, আঃ সে চলে গেছে! আর আমার প্রিয় বন্ধু হেস্টিংস,' এই বলে পোয়ারো আমার দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকালো। 'বুঝলে হেস্টিংস, গোটা ব্যাপারটাই খুব সহজ, সরল, একেবারে কাচের মতো স্বচ্ছ, পরিষ্কার। খুব মন দিয়ে ভেবে দেখো, অসংখ্য হবু ভাড়াটিয়ার মধ্যে থেকে বেছে বেছে কেবল রবিনসন দম্পতিকেই মন্টেগু ম্যানসনের তিনতলার চার নম্বর ফ্ল্যাটটা ভাড়া দেওয়া হলো, তাও আবার সেটা অবিশ্বাস্য কম ভাড়ায়। কি এর কারণ থাকতে পারে? তাদের মধ্যে কি এমন দেখতে পেলেন যে, অন্যদের চেয়ে ওঁদের মতো ভাড়াটেকে পেয়ে ল্যান্ডলেডি বেশি লাভবান হলেন? আর ওঁদের তিনি কেনই বা আলাদা গুরুত্ব দিয়েছিলেন! সে কি ওঁদের চেহারা বা সৌন্দর্য

দেখে? হতে পারে, বিশেষ করে মিসেস রবিনসন যেখানে রীতিমতো সুন্দরী যুবতী একজন, সেখানে সুন্দর মুখের জয় তো অনিবার্য, আর সেটা অস্বাভাবিক নয়। এখন বাকি রইল ওঁদের পদবী।'

'কিন্তু রবিনসন পদবীর মধ্যে কি এমন অস্বাভাবিকতা চোখে পড়তে পারে ল্যান্ডলেডির? এ ব্যাপারে আমি পোয়ারোর সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারলাম না, এবং আরও বললাম, 'ওই পদবীর লোক টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে খুঁজলে প্রচুর পাওয়া যাবে।'

'হ্যাঁ, আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হতে পারে', পোয়ারোও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমায় বলল, 'কিন্তু আসলে আমি যে ঘটনার সম্ভাবনা ভেবে রেখেছিলাম সেদিকেই মোড় নিয়েছিল। এলসা হার্ডট আর তাঁর স্বামী, ভাই কিংবা বন্ধু যাইহোক না কেন এখানে এসে মিস্টার এবং মিসেস রবিনসন নামে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেন। কিছুদিন পরে তাঁরা হঠাৎ জানতে পারেন মাফিয়া অথবা ক্যামোরা জাতীয় কোনো এক গুপ্ত সংগঠন কোনো এক কারণে বদলা নেবার জন্য মরিয়া হয়ে তাদের খুঁজছে। আর এই নিষিদ্ধ সংগঠনের অন্যতম একজন সদস্য ছিল লুইগি ভ্যালডার্নো। নকল রবিনসন দম্পতিও চুপ করে বসে রইল না। মাফিয়াদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে ওঁরা এই সহজ সরল পরিকল্পনা তৈরি করলেন, সেটা ছিল এই রকম, এলসা আর ওঁর সঙ্গী পুরুষটির কাছে খবর ছিল, যারা প্রতিশোধের নেশায় ওঁদের খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা কিন্তু বাস্তবে কখনো ওঁদের সামনা-সামনি দেখেনি, তাই যদি ওঁরা কখনো তাদের মুখোমুখিও হয়ে পড়ে চিনতে পারবে না। আর এটাই ওঁদের কাছে একমাত্র রক্ষা কবচ হয়ে দাঁড়াল। যেখানে ওরা অজ্ঞাতবাস নিয়েছিল সেই মন্টেগু ম্যানসনের তিনতলায় চার নম্বর ফ্ল্যাটটা ওঁরা ভাড়া দেবার পরিকল্পনা করলেন যৎসামান্য ভাড়ায়। ঊর্ধ্বোমুখী বাড়ি ভাড়ার জন্য বর্তমানে বহু কম-বয়সী দম্পতি লন্ডন শহরে সস্তায় ফ্ল্যাট বা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে, এ খবর অজানা ছিল না এলসার। আর তাদের মধ্যে কারোর না কারোর পদবী রবিনসন না হয়ে যায় না। আর তাদের মধ্যে অন্তত একজনেরও কি চুলের রঙ ওঁর মতো লালচে হবে না? এবং হলোও তাই। এরপর কি ঘটতে পারে? ধরে নাও প্রতিশোধকারী এসে হাজির হলো এই লন্ডন শহরে। যার বিরুদ্ধে সে প্রতিশোধ নিতে এসেছে সুদূর আমেরিকা থেকে, তার নাম সে জানে, তার ঠিকানাও জানে। লন্ডন শহরের বড় রাস্তায় এবং অলিতে-গলিতে খোঁজ নিল এবং তার ঠিকানা সে পেয়ে গেল শেষ পর্যন্ত, মন্টেগু ম্যানসন, সেকেন্ড ফ্লোর, চার নম্বর ফ্ল্যাট। তারপর সমুচিত প্রতিশোধ নেওয়ার কাজও শেষ। এবং মিস এলসা হার্ডট আর একবার তাঁর পিঠের চামড়া বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। ভাল কথা হেস্টিংস, এখনি সত্যিকারের আসল মিসেস রবিনসনের কাছে, সেই যে সেই আমোদপ্রিয় এবং বিশ্বাসী মহিলাটির কাছে আমাকে নিয়ে চলো। ওঁরা যখন শুনবেন, ওঁদের ফ্ল্যাট ভাঙা হয়েছে তখন ওঁদের মনের প্রতিক্রিয়া কিরকম হবে?

আমাদের তাড়াতাড়ি ওঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। আঃ ওই যে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, বহু পরিচিত শব্দ। এ আমাদের পুরনো সহৃদয় বন্ধু ইন্সপেক্টর জ্যাপ না হয়ে যায় না।'

একটু পরেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ আমাদের কানে ভেসে এলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘরে পোয়ারোকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এই বাড়ির ঠিকানা জানলে কি করে? ওহো মনে পড়েছে, হ্যাঁ অবশ্যই। প্রথমে মিসেস রবিনসন যখন অন্য ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন তখনি তুমি নিশ্চয়ই ওঁর পিছু নিয়েছিলে, এই তো?'

'বাঃ হেস্টিংস, দেখছি তোমার বুদ্ধি অনেক খুলে গেছে। অবশেষে তুমি তোমার ধূসর কোষগুলি দেখছি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিখেছো। এখন এসো জ্যাপকে একটু অবাক করে দেওয়া যাক। পোয়ারো এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনিটা আলতো করে প্রায় নিঃশব্দে খুলে দিল। তার হাতে ধরা ছিল এলসার দেওয়া ভেলভেট দিয়ে তৈরি পুতুল বেড়ালটা। দরজার পাল্লার এপার থেকে পুতুল বেড়ালটা জ্যাপের দিকে মেলে ধরে বেড়ালের গলা নকল করে 'মিয়াও' করে ডেকে উঠল সে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর জ্যাপ তাঁর একজন সঙ্গীকে নিয়ে দরজার ওপারে দাঁড়িয়েছিলেন। আচমকা বেড়ালের ডাক শুনে চমকে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। তারপর পোয়ারোকে দেখে নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে এলেন। এবং হাসতে হাসতে বললেন, 'ওহো, তুমি, তাই বলো? তাই তো বলি এ ডাক চিরকালের কৌতুকপ্রিয় আমার বন্ধুবর পোয়ারোর না হয়ে যায়? এবার ভেতরে যাওয়া যাক মঁসিয়ে।'

'ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!' পোয়ারো পথ ছেড়ে দিয়ে জ্যাপ ও তার সঙ্গীকে ভেতরে আহ্বান করে জানতে চাইল, 'তুমি আমাদের বন্ধুদের সবাইকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে এসেছ তো?

'হ্যাঁ, পাখিদের আমরা নিরাপদ খাঁচায় বন্দী করতে পেরেছি বটে,' জ্যাপ একটু আশঙ্কা প্রকাশ করে বললেন, 'কিন্তু খোয়া যাওয়া জিনিস ওদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।'

'তাই বুঝি তার সন্ধানে এখানে এসে হাজির হয়েছ? ঠিক আছে, আমিও এইমাত্র হেস্টিংসকে নিয়ে এখান থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছিলাম। তবে যাওয়ার আগে ঘরোয়া বেড়ালের ইতিহাস আর অভ্যাসের ওপর আমি তোমাকে একটু জ্ঞান দিয়ে যাব।'

'বেড়ালের ইতিহাস আর অভ্যাসের ওপর তুমি আমাকে জ্ঞান দিতে চাও?' জ্যাপ অবাক চোখে তাকালেন পোয়ারোর দিকে। 'ঈশ্বরের দোহাই, এরকম পাগলামো তুমি করো না বন্ধু!'

'আশ্চর্য, তুমি বেড়ালকে এত ছোট করে দেখছো জ্যাপ?' পোয়ারো পাল্টা দাবী করে বসল, 'তুমি কি জানো প্রাচীনকালে ইজিপ্টের লোকেরা এই বেড়ালকেই পূজো

করত? এই ধরো যেমন, কালো বেড়াল যদি তোমার সামনে দিয়ে রাস্তা পারাপার করে চলে যায় তাহলে তাকে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে গণ্য করা হয়। হয়তো এটা তোমার কুসংস্কার বলে মনে হবে। তবু না বলে পারছি না জ্যাপ, আমার হাতের এই বেড়ালটা তোমার সামনে দিয়ে পথের একধার থেকে আর এক ধারে গেছে। আর সেই কারণেই এ তোমার সুনাম ও সৌভাগ্য দুটোই এনে দিয়েছে, সে যেভাবেই হোক না কেন, তোমাকে সেটা তোমার ধূসর কোষ ব্যবহার করে বুঝে নিতে হবে। কিংবা একটু অপেক্ষা করলেই আমার এই উপলব্ধির সত্যাসত্য তুমি নিজেই যাচাই করে নিতে পারবে। যাক, অনেক জ্ঞান দেওয়ার জন্যে তুমি হয়তো বিরক্ত হচ্ছো, কিন্তু আর নয় এবার কাজের কথায় আসা যাক। তোমাদের এই ইংলন্ডে আসার পর থেকেই দেখছি, কার ভেতরের ভাব কেমন সে বিষয়ে কথা বলা সামাজিক রীতি অনুযায়ী অভদ্রতা, তা সে জানোয়ার হোক কিংবা মানুষই হোক। কিন্তু এই বেড়ালের ভেতরটা খুবই নরম, মানে আমি এর লাইনিংয়ের নিচের অংশটার কথা বলছি।'

পোয়ারোর কথা শেষ হওয়া মাত্র জ্যাপের সঙ্গী লোকটি একরকম ছোঁ মেরে খেলনা বেড়ালটা পোয়ারোর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল।

'ওহো, আমি এঁকে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলেই গেছলাম,' জ্যাপ বললেন।

'মিস্টার পোয়ারো, আর ইনি হলেন ইউনাইটেড স্টেট সিক্রেট সার্ভিসেসের মিস্টার বার্ট।

শিক্ষণপ্রাপ্ত আমেরিকান আঙুলগুলো খেলনা বেড়ালের পেটে হাত দিতেই মিস্টার বার্ট সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলেন তিনি যার খোঁজে সুদূর নিউ ইয়র্ক থেকে ছুটে এসেছেন সেটার সন্ধান তিনি এইমাত্র পেয়ে গেলেন। এবার তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে পোয়ারোর দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে একটা কথাও বলতে পারলেন না। পোয়ারোর প্রতি তাঁর মুগ্ধতা তাঁকে এতই অভিভূত করে ফেলেছিল যে, ভাষাহীনতার দৈন্যতায় কারোর কিছু মনে করার কথা যেন ভাবাই যায় না। এটাই নিয়ম, এটাই স্বাভাবিক এবং সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ! তারপর তিনি ছোট একটা কথায় যেন অনেক কিছু বুঝিয়ে দিলেন, যার ব্যাপ্তি সুদূর বিস্তৃত।

'আপনার সঙ্গে আলাপিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত মঁসিয়ে পোয়ারো!' মিস্টার বার্ট-এর শেষ কথার রেশ যেন অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কানে বাজতে থাকল। এই অমূল্য প্রাপ্তি যেন হাজার লক্ষ পাউন্ড দিয়েও কিনতে পাওয়া যায় না, আমার অন্তত তাই মনে হলো।

শিকারীর লজের রহস্য

THE MISTRY OF HUNTER'S LODGE

'দ্য মিস্ট্রি অব হান্টার'স লজ' প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের ১৬ই মে 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।

একটু সুস্থবোধ করতেই এরকুল পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'যাইহোক, এ যাত্রায় আমি হয়তো বেঁচে গেলাম, আর এ সময় আমি যে মরব না সেই সম্ভাবনাটাই বেশি।'

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর একটু একটু করে যখন অসুখটা সেরে যাচ্ছে, ঠিক তখনই বন্ধুবর পোয়ারোর মন্তব্যটা আমার কানে এলো। আমি নিজেও এই অসুখে প্রথম আক্রান্ত হই, এখন একেবারে সুস্থ, টুকটাক কাজকর্ম এখন করতে পারছি। পোয়ারোর অসুখ সারতে আরও কিছু সময় লাগবে। এখন সে বিছানায় বালিশে ঠেসান দিয়ে বসছে, উলের শালে তার আপাদমস্তক জড়ানো, এ সময় ঠাণ্ডা লাগার ভয় আছে, তাই এই সতর্কতা। বিছানায় বসে বসেই একটু একটু করে পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে সে, যদিও সেটা এখন তার পক্ষে বেশ ক্ষতিকারক, তবু তার নির্দেশেই আমাকে সেটা তৈরি করতে হয়েছে। ম্যান্টলপীসের ওপর সারি সারি সাজানো ওষুধের খালি বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে আনন্দ উপভোগ করছে সে। ওষুধগুলো তাকে আবার তার আগেকার কর্মময় জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। তার জন্য ধন্যবাদ!

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' আমার ছোট-খাটো চেহারার বন্ধুটি তার কথার জের টেনে বলতে থাকে, 'আমি আর একবার মহান এরকুল পোয়ারো হয়ে উঠতে পারব, অপরাধী ও দুর্বৃত্তদের কাছে আতঙ্ক হয়ে উঠতে পারব। ভেবে দেখো বন্ধু, ''সোসাইটি গসিপ'' পত্রিকায় আমার নিজের একটা প্রতিবেদন আছে। হ্যাঁ, এই তো এখানে রয়েছে, 'চালিয়ে যাও অপরাধীরা, সবাই এখন পার পেয়ে যাচ্ছে! এরকুল পোয়ারো—মেয়েরা বিশ্বাস করো আমাকে, এরকুলের অভাবে ওদের এমন রমরমা, আমাদের নিজস্ব প্রিয় সোসাইটি গোয়েন্দা, তোমাদের নাগাল পাচ্ছে না সে এখন। কারণ কি জানো? কারণ সে নিজেই এখন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত!'

পোয়ারোর কথায় আমি আমার হাসি আর চেপে রাখতে পারলাম না। এবং আমার পরবর্তী-মন্তব্য হলো এইরকম, 'পোয়ারো, এ তো তোমার পক্ষে শুভ সংবাদ। তুমি ক্রমশ জনগণের একজন প্রতিনিধি হয়ে উঠছ। আর সৌভাগ্যবশত, তোমার এই

অসুস্থতার সময় বিশেষ আগ্রহ জাগানো কোনো ঘটনাই তোমার দৃষ্টি এড়ায়নি, আমার অন্তত এমনি ধারণা।'

'কথাটা সত্যি। এমন কিছু কেস আছে যেগুলো আমাকে অস্বীকার করতেই হবে, কারণ সেগুলোর মধ্যে অনুশোচনা করার কিছু নেই। সাদামাটা যাকে বলে আর কি।'

এই সময় আমাদের ল্যান্ডলেডি আধভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি মারলেন। মনে হলো তিনি যেন কিছু বলতে চান। হ্যাঁ, তিনি বললেন, 'নিচে একজন ভদ্রলোককে বসিয়ে এসেছি। উনি বললেন মঁসিয়ে পোয়ারো কিংবা ক্যাপ্টেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। ওঁর ব্যস্ততা আর জোর তাগিদ দেখে আমি ওঁর একটা কার্ড সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।' এই বলে তিনি আমার হাতে একটা পোস্টকার্ড তুলে দিলেন। সেই কার্ডের ওপর দ্রুত চোখ বোলাতে গিয়ে আমার মুখ দিয়ে ভদ্রলোকের নামটা বেরিয়ে এলো: 'মিস্টার রজার হ্যাভারিং।'

পোয়ারো তার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল বুককেসের দিকে। তার এই তাকানোর অর্থ আমি বেশ ভাল করেই জানি আর এই মুহূর্তে তার কি প্রয়োজন তাও আমি জানি। এক পলকে ওর মনের ভাবটা অনুধাবন করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে বুককেস থেকে 'হুজ হু' বইটা টেনে বার করে আনলাম। পোয়ারো সেটা আমার হাত থেকে নিয়ে দ্রুত পাতা ওল্টাতে থাকল। আর একটু পরেই সে অস্ফুটে বলল : 'পঞ্চম ব্যারন উইন্ডসরের দ্বিতীয় পুত্র। জো নামে একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি ১৯১৩ সালে, জো হলেন উইলিয়াম ক্র্যাবের চতুর্থ কন্যা।'

'হুম্!' আমি বলে উঠলাম। আমার নেহাতই মনে পড়ে গেল মেয়েটিকে। ফ্রিভোলিটিতে অভিনয় করত। তিনিই কেবল নিজেকে জো ক্যারিসব্রুক বলে সম্বোধন করতেন। আমার মনে আছে, যুদ্ধের ঠিক আগে টাউনের একটি ছেলেকে তিনি বিয়ে করেন।'

'হেস্টিংস, তোমার যদি আগ্রহ থাকে তাহলে নিচে গিয়ে শুনে এসো আমাদের দর্শনার্থীর সমস্যাটি ঠিক কি ধরনের। আমি যেতে পারলাম না, তাঁকে বলো তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেছেন।'

রজার হ্যাভারিং-এর বয়স প্রায় চল্লিশ, কেতাদুরস্ত, সুপুরুষ এবং বেশ স্মার্ট চেহারা। তবে তার মুখে কেমন একটা বুনো-বুনো ভাব। এবং স্পষ্টতই সে মুখে একটা চাপা উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে খুবই প্রকট হয়ে।

'আপনি তো ক্যাপ্টেন হেস্টিংস? আর মঁসিয়ে পোয়ারোর পার্টনার, বলুন ঠিক বলেছি কিনা? না, না, অত ভাববার কিছু নেই, আমি আপনার মুখ দেখেই বুঝে গেছি, কষ্ট করে আপনাকে আর নিজের পরিচয় নিজেকেই দিতে হবে না।' ডার্বিশায়ারে আজই আমার সঙ্গে মঁসিয়ে পোয়ারোর যাওয়াটা একান্ত প্রয়োজনীয়।'

'না, না, আমার মনে হয় না সেটা সম্ভব?' উত্তরে আমি জোর দিয়ে বললাম। 'কারণ, পোয়ারো ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে।'

লোকটির মাথাটা ঝুলে পড়ল, প্রচণ্ড হতাশা যেন গ্রাস করছিল তাঁকে।

'এ কি ভয়ঙ্কর আঘাত আমার কাছে? ঈশ্বর, তুমি যখন আমাকে আঘাতই দিলে, তখন সেটা সহ্য করার ক্ষমতাও দাও আমাকে, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না!'

'পোয়ারোর সঙ্গে আপনি যে বিষয়ে আলোচনা করতে চান, সেটা কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ?'

'হায় ভগবান, হ্যাঁ অবশ্যই! গুরুত্বপূর্ণ না হলে মঁসিয়ে পোয়ারোর মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দার ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করতে কেউ ছুটে আসে? হ্যাঁ, আবার বলছি হ্যাঁ! আমার মামা, এই পৃথিবীতে তাঁর মতো সবচেয়ে ভাল বন্ধু আমার আর কেউ ছিল না, সেই তিনি গতরাত্রে খুব বিশ্রীভাবে খুন হয়েছেন।'

'সেকি? আপনার মামা কি এখানে এই লন্ডন শহরে খুন হয়েছেন?'

'না, ডার্বিশায়ারে। আমি টাউনে ছিলাম, আর আজই সকালে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে একটা তারবার্তা পাই, সেটা থেকেই এই দুঃসংবাদটা পাই। সেটা পাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আমি মঁসিয়ে পোয়ারোর কাছে আসার জন্য মনঃস্থির করে ফেলি, আমি কেবল তাঁকেই এই কেসের তদন্তের ভারটা দিতে চাই।'

'মাপ করবেন, এক মিনিটের জন্য আমাকে একটু ওপরে যেতে হচ্ছে, আপনি ততক্ষণ এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি এই যাবো আর আসব, কেমন!' হঠাৎ একটা মতলব আমার মাথায় এসে যাওয়ায় কথাটা বলতে হলো আমাকে।

আমি দ্রুত ওপরতলায় ছুটলাম। সেখানে এই পরিস্থিতি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা সেরে নিলাম পোয়ারোর সঙ্গে। তারপর বন্ধুবর আমার মুখ থেকে আর একটা কথাও শুনতে না চেয়ে বলল :

'তাই বুঝি! তাই বুঝি! তুমি নিজে ডার্বিশায়ারে যেতে চাও, তাই না? বেশ তো, যাবেই বা না কেন? এখন আমার কাজের পদ্ধতি তোমার জানা উচিত। তোমাকে আমার কেবল একটা কথাই বলার আছে, তোমার কাজের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে প্রতিদিন আমাকে জানিয়ে যাবে। আর তোমার রিপোর্টের ভিত্তিতে যদি কখনো তারবার্তায় আমার নির্দেশ পাঠাই সেটা হুবহু অনুসরণ করে যাবে, বুঝলে?'

সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারোর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানতে রাজী হয়ে গেলাম আমি।

ঘণ্টাখানেক পরে লন্ডন থেকে দ্রুতগামী মিডল্যান্ড রেলওয়ের ট্রেনের একটা কামরায় মিস্টার হ্যাভারিং-এর সহযাত্রী হলাম আমি, আমরা দু'জন মুখোমুখি হয়ে বসেছিলাম।

'ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, প্রথমেই আপনাকে হান্টার'স লজ সম্পর্কে জানিয়ে রাখা উচিত। আমরা এখন সেখানেই যাচ্ছি, আর দুর্ঘটনাটা সেখানেই ঘটেছে। সেটা শিকারীদের থাকার ছোট্ট একটা আস্তানা, ডার্বিশায়ারে সুবিস্তীর্ণ মেঠো জমির মাঝখানে সেই বাড়িটা, চারদিকে ধূ-ধূ নির্জন প্রান্তর। আমাদের সত্যিকারের বাড়ি নিউ মার্কেটের

কাছে। সাধারণত এই মরসুমের সময় আমরা টাউনে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকি। একজন হাউসকীপার এই হান্টার'স লজ দেখাশোনা করেন। তিনি খুবই করিতকর্মা, আমরা উইকএন্ডে কখনো কখনো গেলে উনি আমাদের সব প্রয়োজন বেশ সুষ্ঠুভাবেই মিটিয়ে থাকেন। অবশ্য শিকারের মরসুমে আমরা নিউ মার্কেট থেকে আমাদের নিজস্ব কয়েকজন চাকর-বাকরদের সঙ্গে নিয়ে আসি। আমার মামা মিস্টার হ্যারিংটন পেস (আপনাকে জানিয়ে রাখি আমার মা ছিলেন নিউ ইয়র্কের মিস পেস) গত তিন বছর যাবৎ আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। আর একটা কথা বলে রাখি, আমার বাবা কিংবা আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে ওঁর খুব ভাল একটা সম্পর্ক ছিল না। তবে তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন, আমার সন্দেহ বোধহয় এটাই ওই মামার ওপর ওঁদের রাগের কারণ হতে পারে। আমি বরাবরের একজন উড়নচন্ডে ছেলে, এই কারণে আমার পরিবারের অন্য সব অভিভাবকদের বিরক্তির কারণ হলেও, আমার ওই সহৃদয় মামা আমার প্রতি ওঁর স্নেহ-ভালবাসা কম করার চেয়ে বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলেছিলেন। আমি অকপটে স্বীকার করছি, আমি অবশ্যই একজন গরীব লোক আর আমার মামা ছিলেন একজন বিত্তবান পুরুষ। আমার প্রতি তাঁর স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ তিনি আমার সব বাড়তি ব্যয়ভার বহন করতেন। আমরা তিনজন, মানে আমি, আমার স্ত্রী আর ওই মামা মিলেমিশে একসঙ্গে বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার মামার জীবনটাও অনেকটা ছন্নছাড়ার মতোই ছিল। দিন দু'য়েক আগে আমার মামা যথেষ্ট ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পরামর্শ দেন আমরা যেন দু'-চারদিন ডার্বিশায়ারে গিয়ে থাকি। ওঁর সেই প্রস্তাব শুনে আমার স্ত্রী তখনি সেখানকার হাউসকীপার মিসেস মিডলটনকে একটা তারবার্তা পাঠিয়ে আমাদের সেখানে যাওয়ার কথা জানিয়ে দেয়। আর সেদিনই বিকেলে আমরা রওনা হয়ে যাই সেখানে। গতকাল সন্ধ্যায় আমাকে একরকম জোর করে টাউনে ফিরে আসতে বাধ্য করা হয়। তবে আমার স্ত্রী আর মামা থেকে যান সেখানে। আজ সকালের ডাকে এই তারবার্তাটি আমি পাই।' এই বলে তিনি সেই তারবার্তাটি আমার হাতে তুলে দেন। সেই তারবার্তার মর্মার্থ এইরকম :

> ''হ্যারিংটনে মামা গতকাল রাত্রে খুন হয়েছেন, পত্রপাঠ চলে
> এসো। পারলে সঙ্গে একজন ঝানু গোয়েন্দাকে নিয়ে এসো—
> জো।''

'তাহলে আপনি এখনও এই কেসের বিস্তারিত খবরাখবর জানতে পারেননি?'

'না। আমার ধারণা আজকের সান্ধ্য-পত্রিকায় খবরটা থাকবে। নিঃসন্দেহে পুলিশ এই কেসটা হাতে নিয়ে থাকবে। তাই পুলিশী রিপোর্ট না জানা পর্যন্ত এই মুহূর্তে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না।'

দুপুর প্রায় তিনটের সময় একটা ছোট্ট স্টেশন এলমায়র্স ডেল-এ এসে পৌঁছলাম। সেখান থেকে আরও পাঁচ মাইল গাড়িতে চেপে আমরা এসে পৌঁছলাম এক নির্জন প্রান্তরে একটা ছোট-খাটো ধূসর রঙের বাড়িতে।

'অত্যন্ত নির্জন জায়গা', জায়গাটা লক্ষ্য করতে গিয়ে আমার মধ্যে একটা শিহরণ জেগে উঠল।

হ্যাভারিং মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব যাতে করে এই রহস্যের সমাধান করতে পারি।'

মিস্টার হ্যাভারিং-এর কাছে চাবি ছিল। তিনি গেটের তালা খুলে আমাকে আহ্বান করলেন ভেতরে যাওয়ার জন্য। আমরা একটা সরু লাল নুড়ি পাথর বিছানো পথ দিয়ে বাড়ির ওক কাঠের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর তখনি একটা অতি পরিচিত মুখের আবির্ভাব ঘটল আমাদের সামনে। আমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তিনি এগিয়ে এলেন।

'জ্যাপ!' হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে তাঁর নামটা বেরিয়ে গেল।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর জ্যাপ আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসলেন। তাঁর সেই হাসিতে একটা বন্ধুসুলভ ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল। তারপরেই আমার সঙ্গীর দিকে নজর পড়তেই তিনি এবার তাঁর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন :

'মিস্টার হ্যাভারিং, আপনাকে প্রথমেই বলে রাখি, লন্ডনের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে এই কেসের ভার নেবার জন্য। আর এ ব্যাপারে আপনি যদি রাজী থাকেন তো আপনার সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলতে চাই।'

'কিন্তু তার আগে আমার স্ত্রী—'

'হ্যাঁ স্যার, আপনার আদর্শ স্ত্রীর সঙ্গে আমার আগেই দেখা হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে আপনাদের হাউসকীপারের সঙ্গেও! আমি আপনাকে খুব বেশি সময় আটকে রাখব না। কারণ আমি এখনই গ্রামে ফিরে যেতে চাই। সেই সঙ্গে আপনাকে বলে রাখি, এখানে যা যা দেখা আর জানার দরকার সে সব কাজ আমি আপনার আসার আগেই সেরে রেখেছি।'

'এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানতে পারিনি। ঘটনাটা ঠিক কি—'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই', মিষ্টি করে বললেন জ্যাপ। 'কিন্তু এখানে দু'-একটি ছোট-খাটো সূত্রের সন্ধান পেয়েছি। এগুলো সম্পর্কে আমি আপনার মতামত জানতে চাই। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস এখানে রয়েছেন, উনি আমাকে বেশ ভালভাবেই চেনেন।' জ্যাপ এবার আমাকে বললেন, 'ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, আমার বন্ধুবর সেই ছোট-খাটো মানুষটির খবর কি? তিনি এলেন না?'

'আসবেন কি করে? তিনি যে ইনফ্লুয়েঞ্জায় একেবারে শয্যাশায়ী!'

'এখনও? শুনে খুব দুঃখ পেলাম। এ যেন নেহাতই ঘোড়া ছাড়াই গাড়ির কেস। তাকে ছাড়াই আপনি এখানে এসেছেন, তাই নয় কি?'

জ্যাপের এ হেন অসময়োচিত ইয়ার্কি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়েই আমি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি বেল টিপলাম, কারণ জ্যাপ বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মাঝ-বয়সী কালো চেহারার একজন মহিলা দরজা খুলে দিলেন।

'মিস্টার হ্যাভারিং যেকোনো মুহূর্তে এখানে এসে যেতে পারেন।' আমি কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললাম। 'ইন্সপেক্টর জ্যাপ ওঁকে একটু আটকে দিয়েছেন। এ কেসের তদন্তের জন্যে আমি ওঁর সঙ্গে লন্ডন থেকে আসছি। আমার মনে হয় গতরাত্রে এখানে কি ঘটেছিল আপনি আমাকে বলতে পারেন।'

'বেশ তো, ভেতরে আসুন স্যার, সব বলছি।' এই বলে আমি ভেতরে ঢুকতেই ভদ্রমহিলা দরজা আবার বন্ধ করে দিলেন। আমরা তখন একটা হলঘরে দাঁড়িয়েছিলাম। টিম-টিম করে আলো জ্বলছিল সেখানে। 'জানেন স্যার, ঘটনাটা ঘটে গতরাত্রে নৈশভোজের পর। একটি লোকের আবির্ভাব ঘটে তখন। তিনি মিস্টার পেসের সঙ্গে দেখা করতে চান। মিস্টার পেসের কথা বলার ধরনেই তাঁকে কথা বলতে দেখে আমি ভাবলাম তিনি হয়তো মিস্টার পেসের একজন আমেরিকান বন্ধু হবেন। তিনি কিন্তু তাঁর নাম বলেননি, অবশ্যই সেটা যে অদ্ভুত ছিল এখন আমি ভাবছি। ফিরে গিয়ে আমি মিস্টার পেসকে ভদ্রলোকের আসার খবরটা দিতেই তিনি যেন কেমন হতভম্ব হয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি মিস্ট্রেসকে বললেন, 'মাপ করো জো, একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, আমি চললাম। দেখি কি চান তিনি!' এই বলে তিনি গান-রুমে গেলেন আর আমিও রান্নাঘরে ফিরে গেলাম। কিন্তু কিছু পরেই আমি চিৎকার শুনতে পেলাম, মনে হলো ওঁরা বোধহয় ঝগড়া করছেন। আমি তখন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলাম হলঘরে। সেই সময় একই সঙ্গে মিস্ট্রেসও বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে, আর ঠিক তখনি বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল আর তারপরেই ভয়ঙ্কর এক নীরবতা বিরাজ করতে থাকল সেখানে। আমরা দু'জনেই তখন গান-রুমের দরজার কাছে ছুটে যাই, কিন্তু দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। অগত্যা আমাদের তখন ঘরের একটা জানালার সামনে ছুটে যেতে হলো। সেটা খোলা ছিল, সেই জানালায় চোখ রাখতেই শিউরে উঠলাম, ঘরের মধ্যে মিস্টার পেস তখন একা, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছেন মেঝের ওপর, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁর দেহ।'

'আর সেই আগন্তুক? সে তখন কোথায়?'

'আমরা আসার আগেই সে নিশ্চয়ই ওই খোলা জানালা টপকে পালিয়ে গিয়ে থাকবে।'

'তারপর?'

'মিসেস হ্যাভারিং পুলিশকে ডেকে আনার জন্য আমাকে থানায় পাঠান। পাঁচ মাইলের হাঁটা পথ। তারা আমার সঙ্গেই এসেছিল। ওঁদের দলনেতা কনস্টেবল রাতে এখানেই থেকে যান। আজ সকালে লন্ডন থেকে এক পুলিশ ভদ্রলোক এসে পৌছন এখানে।'

'আচ্ছা এই যে লোকটা মিস্টার পেসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, কে সে?'

হাউসকীপার একটু সময় কি যেন ভাবলেন, তারপর আবার মুখর হলেন : 'তার মুখভর্তি কালো দাড়ি-গোঁফ, প্রায় মাঝ-বয়সী হবে। গায়ে তার একটা হাল্কা ওভারকোর্ট

ছিল। আমেরিকানদের ঢঙে কথা বলা ছাড়া তার সম্পর্কে আমি অন্য আর কিছু লক্ষ্য করিনি।'

'তাই বুঝি! এখন আমি মিসেস হ্যাভারিং-এর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই, দেখা কি হবে?'

'তা উনি এখন ওপরতলায় রয়েছেন স্যার। আমি কি ওঁকে খবর দেব?'

'দয়া করে যদি ওঁকে খবর দেন তো খুব ভাল হয়।'

'ওঁকে বলবেন, মিস্টার হ্যাভারিং এখন বাইরে ইন্সপেক্টর জ্যাপের সঙ্গে কথা বলছেন, আর যে ভদ্রলোককে তিনি লন্ডন থেকে সঙ্গে করে এখানে এনেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'সে তো খুব ভাল কথা স্যার।' এই বলে তিনি মিসেস হ্যাভারিংকে খবর দিতে চলে গেলেন।

এই কেসের পূর্ণ বিবরণ জানার জন্যে আমি তখন খুবই অধৈর্য হয়ে উঠেছি। এদিকে জ্যাপ আমার সঙ্গে দু'-তিন ঘণ্টা ধরে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত রইল। তার দুশ্চিন্তা দেখে আমি এবার তার ঘনিষ্ঠ হতে চাইলাম, উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে আমাদের দু'জনের মধ্যে তথ্য ও সূত্র বিনিময় করা।

মিসেস হ্যাভারিং-এর জন্য খুব বেশি সময় আমাকে অপেক্ষা করতে হলো না। মিনিট কয়েক পরেই সিঁড়ি-পথে হাল্কা পায়ের শব্দ আমার কানে ভেসে এলো। পরমুহূর্তেই সিঁড়ির শেষ ধাপে চকিতে একবার তাকাতেই এক সুন্দরী যুবতীর মুখ ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। তিনি তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিলেন আমার দিকে। তাঁর পরনে ছিল অগ্নিশিখা রঙের জাম্পার, তাতে তাঁর চেহারাটা রোগাটে বালিকাসুলভের মতো দেখাচ্ছিল। তাঁর ঘন চুলের মাথায় অগ্নিশিখা রঙের চামড়ার ছোট টুপিটা মানিয়েছিল ভাল। এমন কি এতে গতরাত্রে এখানে ঘটে যাওয়া বিপর্যয় তাঁর ব্যক্তিত্বের গুরুত্বে এতটুকু ঘাটতি পড়েনি।

আমি নিজেই নিজের পরিচয় দিলাম তাঁকে। ঘটনার গুরুত্ব দ্রুত উপলব্ধি করে মাথা নেড়ে তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন। তারপর তিনি আবার নিজের থেকেই বললেন, 'আমি আপনার আর আপনার বন্ধু মঁসিয়ে পোয়ারোর নাম অনেক শুনেছি। আপনারা দু'জনে মিলে অনেক জটিল কেসের চমৎকার সমাধান করেছেন, তাই না? এ প্রসঙ্গে আমি আমার স্বামীর বুদ্ধির তারিফ না করে থাকতে পারছি না, চটজলদি আপনাকে এখানে এনে কাজের কাজই করেছেন, এই মুহূর্তে আপনাদের মতো একজন চতুর গোয়েন্দার খুব প্রয়োজন ছিল। তা আপনি কি এখন এ কেসের ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কিছু জানতে চাইবেন? এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত খবর জানার এটাই সবচেয়ে সহজ পথ, তাই না?'

'ধন্যবাদ মিসেস হ্যাভারিং। প্রথমেই বলুন, এই আগন্তুকটি ঠিক কখন এখানে এসেছিল?'

'তা রাত ন'টা বাজার ঠিক একটু আগে হবে। আমরা সবেমাত্র তখন নৈশভোজ সেরে উঠেছি। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কফির কাপে চুমুক দিয়েছিলাম।'

'আপনার স্বামী কি তখন লন্ডনের উদ্দেশ্যে এখান থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, তিনি ছ'টা পনেরোয় বেরিয়ে পড়েন।'

'তিনি কি গাড়িতে চড়ে স্টেশনে গেছলেন, নাকি পায়ে হেঁটে?'

'আমাদের নিজেদের গাড়িটা এখানে নেই। মনে হয় এলমার ডেলের গ্যারেজ থেকে কেউ একজন তাঁকে আনতে গেছল ট্রেনে তুলে দেবার জন্য।'

'এবার মিস্টার পেংসের প্রসঙ্গে আসা যাক। গতকাল রাতে তিনি ঠিক সুস্থ-স্বাভাবিক ছিলেন তো?'

'সম্পূর্ণভাবে। সব দিক থেকেই তিনি স্বাভাবিক ছিলেন।'

'আচ্ছা সেই দর্শনার্থীর বিবরণ কি আপনি আদৌ দিতে পারবেন?'

'না, আমার মনে হয় না দিতে পারব। আসলে কি জানেন, আমি তাকে চোখেই দেখিনি। মিসেস মিডলটন তাকে সোজা গান-রুমে নিয়ে গেছলেন, তারপর মামাবাবুকে খবর দিতে আসেন।'

'আপনার মামাবাবু তখন কি বলেছিলেন?'

'ওঁকে কেমন যেন বিরক্ত হতে দেখা গেছল। তবে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানে চলে যান। এর প্রায় পাঁচ মিনিট পরেই সেই চিৎকার শুনতে পাই। আমি সঙ্গে সঙ্গে হলঘরে ছুটে যাই এবং সেখানে মিসেস মিডলটনের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগার উপক্রম হয়। আর তারপরেই আমরা গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। গান-রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। তখন ডানদিকের জানালার সামনে আমাদের ছুটে যেতে হয়। অবশ্যই এতে কিছু সময় লাগে। এর ফলে সেই ফাঁকে খুনী অনায়াসেই জানালা টপকে পালিয়ে গিয়ে থাকবে। আমার বেচারা মামাবাবু, মিসেস হ্যাভারিং-এর কণ্ঠস্বর কান্নায় প্রায় রুদ্ধ হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর তিনি আবার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে থেমে থেমে বলতে থাকলেন, 'ওঁর মাথায় গুলি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে জানালা টপকে ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখি তিনি তখন মৃত, তাঁর দেহে প্রাণের কোনো চিহ্নই ছিল না। আমি তখন মিসেস মিডলটনকে পুলিশ স্টেশনে পাঠাই। আপনাদের মানে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের তদন্তের কার্যধারা আমার বেশ ভালরকমই জানা ছিল। তাই আপনাদের তদন্তের কাজের সুবিধার জন্যে আমি খুবই সতর্ক ছিলাম, মামাবাবুর মৃতদেহ আর ঘরের কোনো কিছুই স্পর্শ করলাম না, সেই সঙ্গে বাড়ির কাউকেও স্পর্শ করতে দিলাম না। ঘরে ঢুকে যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক তেমনটি রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।'

আমি তাঁর কাজে সায় দিয়ে বললাম, 'এবার খুন করার সেই অস্ত্রটার কথা বলুন।'

'হ্যাঁ, আমি সেটা আন্দাজ করতে পারি ক্যাপ্টেন হেস্টিংস। আমার স্বামীর একজোড়া রিভলবার দেওয়ালের হুকে ঝোলানো থাকে সব সময়। সে দুটির মধ্যে একটি উধাও। এই সূত্রটার প্রতি পুলিশের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করেছিলাম। তারা তখন

অপর রিভলবারটা তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেছল। তারা যখন বুলেটটা টেনে বার করবে, আমার মনে হয় তারা নিশ্চয়ই কিছু একটা জানতে পারবে।'

'আমি এখন গান-রুমে যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। পুলিশ তাদের তদন্তের কাজ শেষ করে ফেলেছে। আর মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্যে সরিয়েও ফেলা হয়েছে।'

মিসেস হ্যাভারিং আমার সঙ্গে দুর্ঘটনাস্থলে গেলেন। এই সময় মিস্টার হ্যাভারিং হলঘরে এসে প্রবেশ করলেন। তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাঁর স্ত্রী তাঁর স্বামীর কাছে ছুটে গেলেন। অগত্যা আমাকে একাই তদন্তের কাজ চালাতে হলো।

এই সঙ্গে আমাকে আবার এও স্বীকার করতে হচ্ছে, ওঁরা খুবই বিরক্ত হয়েছেন। গোয়েন্দা উপন্যাসে খুনের কেসে ভুরি ভুরি ক্লু পাওয়া যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে সেটার কোনো হদিশই আমি পেলাম না, কেবল ঘরের মেঝেতে বিছানো কার্পেটের ওপর কিছু চাপ চাপ রক্তের দাগ ছাড়া। আমার অনুমান মৃত ব্যক্তিটি রক্তাপ্লুত অবস্থায় সেখানে পড়ে গিয়ে থাকবেন। আমি অত্যন্ত যত্নসহকারে ঘরের সব কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে থাকলাম। আর আমার ছোট্ট ক্যামেরায় অনেকগুলি দৃশ্যের ছবি তুলে নিলাম। নেগেটিভগুলো সঙ্গে করে নিয়ে আসি। ঘরের সেই তথাকথিত খোলা জানালার নিচের জমিটাও আমি পরীক্ষা করে দেখতে ভুললাম না। কিন্তু দেখতে গিয়ে মনে হলো সেখানে অনেক পায়ের ছাপের ভিড়ে সম্ভাব্য ক্লু চাপা পড়ে গেছে। তাই আমার তখনই মনে হলো, অযথা সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। তবে হ্যাঁ, হান্টার'স লজে যা যা দেখার কথা সব কিছুই আমি খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি। এখন আমার এলমার্স ডেকে অবশ্যই ফিরে যাওয়া উচিত। কারণ এখনি একবার জ্যাপের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সেই মতো হ্যাভারিংদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। স্টেশন থেকে যে গাড়িটা আমাদের এখানে এনেছিল সেটা দাঁড়িয়েছিল তখনো। সেই গাড়িতেই আমি চেপে বসলাম।

ম্যাটলক আর্মস-এ জ্যাপের দেখা পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে মৃতদেহ দেখাতে নিয়ে গেলেন। ছোট-খাটো চেহারার মানুষ ছিলেন হ্যারিংটন পেস, পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো মুখ, চেহারায় তিনি যেন একজন নিখুঁত আমেরিকান ছিলেন। গুলিটা বিদ্ধ হয়েছিল তাঁর মাথার ঠিক পিছনে, এবং রিভলবারের ট্রিগার টেপা হয়েছিল খুব কাছ থেকে।

'মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে,' জ্যাপ মন্তব্য করলেন, 'আগন্তুক একটা রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে গুলি করে। অপর রিভলবারটি মিসেস হ্যাভারিং আমাদের হাতে তুলে দেন, সেটা বুলেটভর্তি ছিল, আর আমার ধারণা অপরটিও বুলেটভর্তি ছিল। আমার কৌতূহল এই যে, মানুষ বোকার মতো কত জঘন্য কাজই না করে থাকে। তা না হলে বুলেটভর্তি রিভলবার কেউ কি দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখে?'

'এই কেসটা সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন?' সেই ভয়ঙ্কর ভয়াবহ অভিশপ্ত ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে প্রশ্নটা আমি করলাম ইন্সপেক্টর জ্যাপকে।

'ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, আপনি ঠিক সময়েই যথার্থ প্রশ্নই করেছেন। হ্যাঁ, শুরু থেকেই আমি হ্যাভারিং-এর ওপর কড়া নজর রাখছি!' কথাটা শোনামাত্র আমি অবাক হয়ে গেলাম এবং জ্যাপের এই মূল্যবান মন্তব্যটা আমার মনের মধ্যে গেঁথে রাখলাম। জ্যাপ আবার বলতে শুরু করেন, 'অতীতে হ্যাভারিং-এর জীবনে দু'-একটি কুকীর্তির ঘটনা ঘটতে দেখা গেছল। যেমন অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায় থাকার সময় তিনি চেকে তাঁর বাবার সই নকল করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার মতো একটা গর্হিত কাজ করে বসেন। অবশ্য এসবই চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর বর্তমানে তিনি একেবারে গলা পর্যন্ত দেনায় ডুবে আছেন। ওঁর এই সব দেনা এমনি জঘন্য ধরনের যে, সে টাকা পরিশোধ করার জন্য তাঁর মামাকে বলতেও পারছিলেন না ভয়ে ও লজ্জায়। অথচ তিনি তাঁর মামার খুবই প্রিয় ভাগ্নে, আগে এরকম ব্যাপারে মিস্টার পেস সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর দিকে। হ্যাঁ, এই সব কারণেই তাঁর ওপর আমি নজর রাখছিই। আর এই কারণেই স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আগেই আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওঁদের জবানবন্দীদুটি একসঙ্গে জোড়া লাগালে দেখা যাবে সব ঠিক আছে। আমি স্টেশনেও গেছলাম খোঁজ নিতে। দেখলাম নিঃসন্দেহে মিস্টার হ্যাভারিং ছ'টা বেজে পনেরো মিনিটের ট্রেন ধরেই চলে আসেন। সেই ট্রেন লন্ডনে পৌঁছবার কথা সাড়ে-দশটায়। তিনি সোজা তাঁর ক্লাবে চলে যান। এটা যদি সমর্থিত হয় ঠিক আছে, আবার এও ভাবলাম, কেন মুখে কালো দাড়ি লাগিয়ে ন'টার সময় তিনি কি তাঁর মামাকে খুন করতে পারেন না?'

'ও হ্যাঁ, আমিও ভাবছিলাম লোকটার মুখে দাড়ি কেন?'

জ্যাপ পিট্‌পিট্ করে তাকালেন আমার দিকে।

'আমার মনে হয়, সেটা খুব দ্রুত বেড়ে যায়। এলমার্স ডেল থেকে হান্টার'স লজ, এই পাঁচ মাইল পথ আসার মধ্যেই দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে যেতে পারে। আমি যত সব আমেরিকানদের দেখেছি, তাদের বেশিরভাগই পরিষ্কার করে দাড়ি-গোঁফ কামানো। হ্যাঁ, মিস্টার পেসের আমেরিকান সঙ্গীদের মধ্যেই কেউ তাঁকে হত্যা করে থাকবে, আর সেইমতো খুনীদের খোঁজ করতে হবে। আমি প্রথমে হাউসকীপারকে প্রশ্ন করি, আর তাঁর মিস্ট্রেসকেও। তাঁদের জবানবন্দী সব ঠিক আছে, কোথাও কোনো বিসদৃশ কিছু নেই। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, মিসেস হ্যাভারিং সেই লোকটার দিকে আদৌ নাকি তাকাননি। এর থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি একজন স্মার্ট মহিলা। তাই তিনি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, আর তাঁর মধ্যে সন্দেহের কিছু দেখে থাকবেন।'

আমি বসে একটা দীর্ঘ রিপোর্ট লিখলাম পোয়ারোকে। সেটা শেষ পর্যন্ত ডাকে পাঠাবার আগে আরও কিছু খবর যোগ করে দিলাম।

ওদিকে নিহত মিস্টার পেস-এর মাথা থেকে বুলেটটা বার করা হয়েছে আর এটাই

প্রমাণিত হয় যে, পুলিশের হাতে যে রিভলবারটা তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেটার বুলেটেরই অনুরূপ। তাছাড়া, সেই অভিশপ্ত রাত্রে মিস্টার হ্যাভারিং-এর গতিবিধি খুঁটিয়ে আর মিলিয়ে দেখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, আসলে তিনি সেই একই ট্রেনে লন্ডনে পৌঁছেছিলেন। আর তৃতীয়ত, একটা সারা জাগানো ঘটনা ঘটে যায়। শহরের একজন ভদ্রলোক, ইলিং-এ থাকেন, সেদিন সকালে ডিস্ট্রিক্ট রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়ার জন্য হ্যাভেন গ্রীণ অতিক্রম করার সময় রেলিং-এর মধ্যে একটা বাদামী রঙের কাগজ মোড়ানো পার্সেল দেখতে পান। সেই পার্সেলটা খুলতেই একটা রিভলবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখা যায়। তিনি তখন সেই পার্সেলটা স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে জমা দেন। এবং রাত নামার আগেই প্রমাণিত হয় পুলিশ এই রিভলবারটারই খোঁজ করছিল, আর এরই অনুরূপ আর একটা রিভলবার জ্যাপের হাতে তুলে দিয়েছিলেন মিসেস হ্যাভারিং। মাত্র একটি বুলেটই এই রিভলবার থেকে খরচ করা হয়েছিল, যেটা নিহত মিস্টার পেসের মাথার খুলি থেকে বার করা হয়েছিল।

এসবই আমার রিপোর্টে সংযোজন করেছিলাম। পরের দিন প্রাতঃরাশের সময় পোয়ারোর জবাবী-তারবার্তা এসে পৌঁছলো। তার বিষয়বস্তু এই রকম :

> “হেস্টিংস, তোমাকে জানিয়ে রাখি কালো দাড়িওয়ালা লোকটি অবশ্যই মিস্টার হ্যাভারিং নন। কেবল তুমি আর জ্যাপই এই রকম একটা ধারণা করে নিয়েছ। যাইহোক, পরবর্তী তারবার্তায় হাউসকীপারের বর্ণনা জানাও, আজ সকালে তিনি কি ধরনের পোশাক পরেছিলেন সেটাও জানিও। মিসেস হ্যাভারিং-এর ক্ষেত্রেও এই একই প্রশ্নের উত্তর দিও। আর ঘরের ভেতরে অপ্রকাশিত জায়গার বা জিনিসের ফটোগ্রাফ নিতে সময় নষ্ট করো না। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে শিল্পবোধের কোনো প্রয়োজন নেই।”

এর থেকে আমার মনে হলো, পোয়ারোর ধরনটাই ওই রকম, আমার সব ব্যাপারেই প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তার ঠাট্টা-ইয়ার্কি করা চাই। আমি আবার এও উপলব্ধি করলাম, এই যে এই কেসটা আমি নিজে একা স্বাধীনভাবে তদন্ত চালাচ্ছি, এতে সাফল্য পেলে সব কৃতিত্ব একা আমারই হবে, এর জন্যই আমার ওপর হিংসে করে এরকম উল্টো-পাল্টা মন্তব্য করেছে। দু'জন মহিলার পোশাকের বিবরণ সে জানতে চেয়েছে যা স্রেফ অবিশ্বাস্য। কিন্তু তার কথা আমি কখনো ফেলতে পারিনি, এ ক্ষেত্রেও পারলাম না, যতদূর সম্ভব উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম।

এগারোটার সময় পোয়ারোর জবাবী তারবার্তা এসে পৌঁছলো।

> “খুব বেশি দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই হাউসকীপারকে গ্রেপ্তার করার জন্য জ্যাপকে পরামর্শ দাও!”

আমি নীরবে তারবার্তাটা জ্যাপের কাছে নিয়ে গেলাম। সেটা চকিতে একবার পড়ে নিয়ে পোয়ারোর নির্দেশ সে পালন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে বললেন : 'মঁসিয়ে পোয়ারো অত্যন্ত বিচক্ষণ গোয়েন্দা। উনি যদি এরকম বলে থাকেন তাহলে ধরে নিতে হবে যে, ওঁর এই নির্দেশের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। তবে ভদ্রমহিলাকে আমি খুব কমই লক্ষ্য করেছি। তাই জানি না তাঁকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে আমি কতদূর এগোতে পারব। তবে ওঁর ওপর নজর রাখতেই হবে। চলো, এখনি একবার হান্টার'স লজে যাওয়া যাক, আর একবার ওঁকে আমি দেখতে চাই।'

কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। পাখি খাঁচা থেকে উড়ে গেছে। মধ্যবয়স্কা মহিলা মিসেস মিডলটন, যাঁকে স্বাভাবিক এবং সম্মানিত বলে মনে হয়েছিল, কর্পূরের মতো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর বাক্সটা ফেলে রেখে গেছলেন। তার মধ্যে কেবল সাধারণ কয়েকটা পোশাক ছিল। তাঁর পরিচিতি কিংবা তাঁর অবস্থান সম্পর্কে কোনো ক্লু বা হদিশ নেই।

মিসেস মিডলটনের ব্যাপারে মিসেস হ্যাভারিং-এর কাছ থেকে আমরা যেটুকু খবরাখবর সংগ্রহ করতে পেরেছি নিচে সেটার উল্লেখ করছি :

'আমাদের প্রাক্তন হাউসকীপার মিসেস এমেরি কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেই আমি মিসেস মিডলটনকে সপ্তাহ তিনেক আগে কাজে বহাল করি। বহুপরিচিত জায়গা মাউন্ট স্ট্রীটের মিসেস সেলবর্নস এজেন্সি থেকে তিনি এসেছিলেন। আমার সব চাকর-বাকরদের ওই এজেন্সি থেকেই পেয়েছি। এবারেও তারা বেশকিছু মহিলাদের পাঠিয়েছিল, তবে মিসেস মিডলটনকেই আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছিল, তাছাড়া ওঁর হয়ে যাঁরা সুপারিশ করেছিল তাঁরা সবাই রীতিমতো সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। সাক্ষাৎকারের দিনেই আমি ওঁকে কাজে বহাল করি আর সেইমতো এজেন্সিকে জানিয়েও দিয়েছিলাম। এহেন মহিলার মধ্যে যে কোনো দুরভিসন্ধি থাকতে পারে তা আমি বিশ্বাসই করতে পারি না, এমনি চমৎকার মহিলা ছিলেন তিনি।'

ব্যাপারটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। মিস্টার পেসকে যখন গুলিবিদ্ধ করা হয় তখন মিসেস মিডলটন হলঘরে মিসেস হ্যাভারিং-এর সঙ্গেই ছিলেন। অতএব এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, তিনি নিজে খুন না করলেও বলাবাহুল্য এই খুনের সঙ্গে অবশ্যই তিনি জড়িত। তা না হলে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ তিনি চোরের মতো লুকিয়ে পালিয়েই বা যাবেন কেন?

শেষ পরিস্থিতির কথা জানিয়ে আমি পোয়ারোকে একটা তারবার্তা পাঠালাম। সেই সঙ্গে এও জানালাম, লন্ডনে ফিরে যাচ্ছি এবং সেলবর্নস এজেন্সিতে খোঁজখবর নিচ্ছি।

পোয়ারোর চটপট উত্তর এসে গেল :

> ''মিসেস মিডলটন যখন প্রথম হান্টাব'স লজে আসেন তখন
> তিনি কোন্ গাড়িতে চড়ে এসেছিলেন সেটা এজেন্সিকে না
> জানাতে পারলে তাদের কাছে খোঁজখবর নেওয়া অর্থহীন।''

যদিও সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যপূর্ণ, আমি আজ্ঞাবাহকের মতো পোয়ারোর নির্দেশ পালন করতে উদ্যোগী হলাম। এলমার্স ডেল-এ গাড়ির সংখ্যা খুবই সীমিত। স্থানীয় গ্যারাজে দু'টি ফোর্ড গাড়ি এবং দু'টি স্টেশন ওয়াগান ভাড়া খাটে। সেদিন এ সব গাড়ির কোনোটাই ভাড়া নেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়নি। এ ব্যাপারে মিসেস হ্যাভারিংকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে, মিসেস মিডলটনকে ডার্বিশায়ার পর্যন্ত এবং সেখান থেকে হান্টার'স লজ পর্যন্ত গাড়ি ভাড়ার জন্য তিনি যথেষ্ট টাকা দিয়েছিলেন। সাধারণত স্টেশনের কাছে একটা ফোর্ড গাড়ি সব সময়েই মজুত থাকে ভাড়া খাটার জন্য। মিসেস মিডলটন সেই ফোর্ড গাড়িটা স্টেশন থেকেই ভাড়া নিয়ে থাকবেন। এ দিকটার কথা বিবেচনা করে দেখে আর একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ না করে থাকা যায় না, দাড়িওয়ালা বর্ণিত কোনো লোককেই স্টেশনে কেউ দেখতে পায়নি সেদিন সেই অভিশপ্ত সন্ধ্যায়। এ সব থেকেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, প্রকৃত খুনী সেদিন এমন একটা গাড়িতে চড়ে এসেছিল, যে গাড়িটা স্টেশনের আশপাশে অপেক্ষা করছিল তাকে সবার অলক্ষ্যে হান্টার'স লজে পৌঁছে দেবার জন্য। আর সেই একই গাড়িতে চেপে সেই রহস্যময়ী হাউসকীপারও এসেছিল তাঁর নতুন কাজে যোগদান করার জন্য অন্য আর একদিন। আমি আবার এও বলছি, লন্ডনে সেই এজেন্সির কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, পোয়ারোর অনুমানই ঠিক। 'মিসেস মিডলটন' নামে কোনো মহিলার নাম নেই তাদের রেকর্ড বুকে। এ কথা ঠিক যে, মিসেস হ্যাভারিং-এর কাছ থেকে তারা একজন হাউসকীপার পাঠানোর জন্যে একটা আবেদনপত্র পেয়েছিল, এবং সেই মতো তারা তার কাছে বেশ কয়েকজন প্রার্থীকে পাঠিয়েছিল। পরে মিসেস হ্যাভারিং একজন মহিলাকে হাউসকীপার হিসেবে বহাল করে এজেন্সিকে প্রয়োজনীয় ফী পাঠাবার সময় প্রার্থীর নাম ঠিকানা জানাতে ভুলে যান।

যাইহোক, কিছুটা হতাশ হয়েই আমি লন্ডনে ফিরে এলাম। বাড়িতে ফিরে এসে দেখলাম, ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা আরামকেদারায় বসে আছে পোয়ারো, পরনে তার সিল্কের ড্রেসিংগাউন। পরম স্নেহপরবশে সে আমাকে অভিবাদন জানালো।

'আহ্ হেস্টিংস, তুমি অনেক দেরীতে এলে। কিন্তু তোমাকে দেখতে পেয়ে আমি যে কত খুশি তা তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কি আমি তোমাকে ভীষণ স্নেহ করি, ভালবাসি। আশাকরি তুমি এই ট্রিপে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করেছ। ভালমানুষ জ্যাপের সঙ্গে মেলামেশা আর যাতায়াত করতে গিয়ে নিশ্চয়ই মজা উপভোগ করে থাকবে। আশাকরি তুমি তোমার অন্তর থেকে জিজ্ঞাসাবাদ আর তদন্ত করে থাকবে। আর তার ফল নিশ্চয়ই তুমি হাতে হাতেই পেয়ে থাকবে।'

'পোয়ারো!' আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। এর কখনো সমাধান হতে পারে না।'

'অপরাধ-বিজ্ঞানে অপরাধীরা পার পেয়ে গেছে, কিংবা তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে, এটা কখনোই ভাবা যায় না। ক্রাইম মাস্ট পে!'

'কিন্তু এ যে বড় শক্ত বাদাম, কিছুতেই ভাঙা যায় না।'

'ওহো, তাই যদি হয়, তাহলে বলে রাখি হেস্টিংস, বাদাম ভাঙতে আমি ওস্তাদ। তাই এতে আমার কোনো জড়তা নেই। মিস্টার হ্যারিংটন পেসকে কে খুন করেছে আমি বেশ ভাল করেই জানি।'

'তুমি জানো, সত্যি তুমি জানো? আর জানলেই বা কি করে?'

'আমার তারবার্তার জবাবে তোমার সাজানো উত্তরগুলো সত্য উদঘাটনের খোরাক যুগিয়েছে আমাকে। এসো হেস্টিংস, এখানে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ঘটনাগুলো একটা পদ্ধতিতে আর যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাক। মিস্টার হ্যারিংটনের ওপর ভাগ্যলক্ষ্মী খুবই সহায় ছিলেন, প্রচুর ধনসম্পদের মালিক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এসবেরই অধিকারী হবেন তাঁর একমাত্র ভাগ্নে মিস্টার হ্যাভারিং,—এটা হলো এক নম্বর সূত্র। তাঁর ভাগ্নে অত্যন্ত বেপরোয়া, ক্ষেপে গেলে আর রক্ষে নেই, এ হলো দু' নম্বর সূত্র। তাঁর এই ভাগ্নেরত্নটির আরও একটা গুণ আছে, সাথে একটা বদগুণ, চরিত্রদোষ আছে, এ হলো তিন নম্বর সূত্র।

'কিন্তু রজার হ্যাভারিং যে সে সময় সোজা লন্ডনে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, সেটা প্রমাণিত!'

'তা অবশ্য ঠিক। অতএব যেহেতু মিস্টার হ্যাভারিং ছ'টা পনেরো মিনিটের সময় এলমার্স ডেল ছেড়ে চলে যান এবং যেহেতু মিস্টার পেস তাঁর চলে আসার আগে পর্যন্ত খুন হননি, কিংবা ডাক্তার যখন মৃতদেহ পরীক্ষা করছিলেন তখন তাঁকে মৃত্যুর সময়টা ভুল বলা হয়েছিল, তাই তিনি মৃত্যুর সঠিক সময়টা স্থির করতে পারেননি, এই সব কারণে আমরা যথার্থই এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে, মিস্টার হ্যাভারিং তাঁর মামাকে গুলি করেননি, করতে পারেন না। কিন্তু হেস্টিংস, ভুলে যেও না, এখানে আর একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি আছেন, তিনি হলেন মিসেস হ্যাভারিং!'

'অসম্ভব! গুলির শব্দ যখন হয় তখন মিসেস হ্যাভারিং-এর কাছেই ছিলেন হাউসকীপার।

'আঃ তা তো বটেই! হ্যাঁ, হাউসকীপারের উপস্থিতি! কিন্তু তিনি তো উধাও হয়ে গেছেন।'

'এখন উধাও হলেও একদিন না একদিন তাঁকে ঠিক পাওয়া যাবেই।'

'আমার তা মনে হয় না। এই হাউসকীপার যে একজন ছলনাময়ী মহিলা, তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না। কেন হেস্টিংস, তোমার তা মনে হয় না? তোমার তারবার্তায় তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর সম্পর্কে আমার এরকম ধারণাই হয়েছিল।

'আমার ধারণা, তিনি তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন। তারপর ঠিক সময়মতো সরে পড়েছেন।'

'কিন্তু তাঁর ভূমিকাই বা কি ছিল বলে মনে হয় তোমার?'

'সম্ভবত তাঁর দুষ্কর্মের সহযোগী সেই কালো দাড়িওয়ালা লোকটাকে হান্টার'স লজে নির্বিবাদে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে। আমার বিশ্বাস, সেই খুনী লোকটা মিসেস মিডলটনের খুব কাছের মানুষ হবে।'

'ওহো না না, সেটা তাঁর ভূমিকা ছিল না! এই যে খানিক আগে তুমি বললে সাহায্য করা! হ্যাঁ, মিস্টার পেস গুলিবিদ্ধ হওয়ার সময় মিসেস হ্যাভারিং যে মিসেস মিডলটনের কাছে ছিলেন এমনি একটা দৃঢ় অ্যালিবাই খাড়া করার জন্যই তাঁকে এইরকম একটা ছোটখাটো অভিনয় করে যেতে হয়, যদিও তিনিই আবার মিসেস মিডলটনকে এভাবে পালাবার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিলেন। আর আমি এও বলে রাখছি, ভবিষ্যতে কেউই মিসেস মিডলটনকে খুঁজে পাবে না। কারণ বর্তমানে তাঁর কোনো অস্তিত্বই নেই। আসলে ওই রকম লোকের কোনো অস্তিত্বই নেই, যেমন তোমাদের মহান সেক্সপীয়ার বলে গেছেন...!'

'তিনি হলেন ডিকেন্স', আমি আমার হাসি আর চেপে রাখতে পারলাম না।' আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'কিন্তু পোয়ারো, কি বলতে চাইছো তুমি?'

'আমার বক্তব্য খুবই স্পষ্ট, আমি বলতে চাইছি, জো হ্যাভারিং বিয়ের আগে একজন অভিনেত্রী ছিলেন; আরো বলতে চাইছি, হলের স্বল্পালোকে তুমি আর জ্যাপই কেবল হাউসকীপারকে দেখতে পেয়েছিলে, মাঝবয়সী একজনের অস্পষ্ট কালো ছায়ামূর্তি, আর ততোধিক অস্পষ্ট চাপা কণ্ঠস্বর। সব শেষে তুমি কিংবা জ্যাপ কিংবা স্থানীয় পুলিশ যাদের হাউসকীপার ডেকে এনেছিল সেদিন সেই অভিশপ্ত রাত্রে, তারপর কেউই তোমরা মিসেস মিডলটন এবং মিস্ট্রেসকে একসঙ্গে এক জায়গায় কখনো দেখতে পাওনি। এটা সেই চতুর ও সাহসী মহিলার ছেলেমানুষি খেলা। মিসেস মিডলটন তাঁর মিস্ট্রেস অর্থাৎ মিসেস জো হ্যাভারিংকে ডাকতে যাওয়ার ভান করে তিনি ওপরতলায় গিয়ে গায়ে উজ্জ্বল জাম্পার আর মাথায় কাউবয় টুপি পরে এবং প্রয়োজনীয় মেক-আপ ব্যবহার করে আবার নিচে নেমে আসেন। মেধাবী জো হ্যাভারিংও তাঁর সঙ্গে নিচে নেমে এসে পরিষ্কার গলায় হৈচৈ লাগিয়ে দেন। তখন কেউ আর কারোর দিকে তাকাল না, বিশেষ করে হাউসকীপারের দিকে নজরই দিল না। কেনই বা তারা দেবে? তাই এই অপরাধের সঙ্গে হাউসকীপারের কোনো সম্পর্কই থাকতে পারে না। তাছাড়া ওঁরও একটা অ্যালিবাই আছে।'

'কিন্তু ইয়েলিং-এ যে রিভলবার পাওয়া গেছে? মিসেস হ্যাভারিং নিশ্চয়ই সেটা সেখানে রেখে আসতে পারেন না!'

'না, সেটা রজার হ্যাভারিং-এর কাজ। কিন্তু এটা তাদের পক্ষে একটা মস্ত বড় ভুল। সে যাইহোক, সেটা আমাকে ঠিক পথে নিয়ে এসেছে। যে লোক ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া রিভলবার দিয়ে কাউকে খুন করে সে নিশ্চয়ই সেই রিভলবারটা সঙ্গে করে লন্ডনে

নিয়ে যাবে না। না, উদ্দেশ্যটা খুবই স্পষ্ট। অপরাধীরা স্বভাবতই ডার্বিশায়ার থেকে পুলিশের নজর অন্যত্র সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। তারা আবার এও চাইবে, হান্টার'স লজ থেকে পুলিশ যেন অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়া হয়। ওদিকে একটা কথা ঠিক যে, রজার হ্যাভারিং সেই রিভলবার থেকে একটা মাত্র গুলি খরচ করেছিলেন। এবং সেটা লন্ডনে এনেছিলেন। একটা অ্যালিবাই খাড়া করার জন্য তিনি সেখান থেকে সোজা তাঁর ক্লাবে চলে যান। তারপর দ্রুত ইয়েলিং স্টেশনে চলে যান, মাত্র মিনিট কুড়ির ব্যাপার, কাগজে মোড়া পার্সেলটা রেলিং-এর ওপর তাড়াতাড়ি রেখে চলে যান, পরে এখান থেকেই কাগজে মোড়া রিভলবারটা উদ্ধার করা হয়। সেই সুন্দরী রমণী, মিস্টার হ্যাভারিং-এর স্ত্রী দ্রুত হাতে মিস্টার পেসকে গুলি করেন, তখন ওঁরা সবেমাত্র নৈশভোজ সমাধা করেছিলেন। তোমার মনে আছে, পুলিশী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে মিস্টার পেসকে পিছন থেকে তাঁর মাথা লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছিল? আর একটা উল্লেখযোগ্য সূত্র হলো সেটা! তারপর রিভলবারে নতুন একটা বুলেট পুরে সেটা দেওয়ালে আগের জায়গায় রেখে দেওয়া, সেটা ছিল মিসেস হ্যাভারিং-এর কাছে শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর তারপর তাঁর এই বেপরোয়া কাজে ইতি টেনে সেখান থেকে সরে পড়া।'

'এ অসম্ভব!' আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'তবুও—'

'তবুও এটা খাঁটি সত্য। প্রিয় বন্ধু আমার, এটা সত্যি। কিন্তু সেই বহুমূল্যবান বিচার, সে আর এক ব্যাপার। ভাল কথা, জ্যাপ তাঁর সাধ্যমতো যা কিছু করার তা করে দেখাবেন। আমি তাঁকে সব কিছু জানিয়ে চিঠি লিখেছি। কিন্তু আমার খুব আশঙ্কা এই যে হেস্টিংস, সমস্ত ব্যাপারটা এখন আমাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতেই হবে, নাকি আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে হবে? কোনটা তুমি পছন্দ করো?'

'দুর্বৃত্তরা কিন্তু সতেজ সবুজ গাছের মতো তরতরিয়ে বেড়ে যায়', আমি মনে করিয়ে দিলাম তাকে।

'তবে তার জন্যে তাদের দাম দিতে হয়, সব সময় দাম দিতে হয় হেস্টিংস।'

পোয়ারোর ভবিষ্যদ্বাণী খেটে গেল। ওদিকে ইন্সপেক্টর জ্যাপ তার পদ্ধতির সত্যতা উপলব্ধি করলেও এ কেসের অপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত করতে হলে যে সব তথ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয় সেগুলো কিছুতেই একত্রিত করতে পারলেন না।

এর ফলে মিস্টার পেস-এর বিশাল ধন-সম্পদের অধিকারী হলো তাঁর খুনীরা। তাসত্ত্বেও তারা তাদের পাপের ফল ঠিক পেল; একদিন যখন সংবাদপত্রে প্যারিসে যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনায় রজার হ্যাভারিং এবং তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর খবর পড়লাম, তখন আমি জানলাম মানুষের বিচার-ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালেও ঈশ্বরের বিচারের কাছে কারোর রেহাই নেই, তাঁর শেষ বিচারেই তাদের শাস্তির ফল ভোগ করতে হয়।

চকোলেট বাক্সের রহস্য

THE CHOCOLATE BOX

'দ্য চকোলেট বক্স' প্রথম 'দ্য ক্লু অব চকোলেট বক্স' নামে প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের ২৩শে মে 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।'

দুর্যোগের রাত্রি। বাইরে ঝড়ো বাতাসের শনশন আওয়াজ যেন একটা অশুভ বার্তা বহন করছিল, জানালায় বৃষ্টির ফোঁটাগুলোর ভয়ঙ্কর ভীতি-বিহ্বল আওয়াজ ঘরের ভেতরের পরিবেশটাকে যেন আরও বেশি করে থমথমে করে তুলেছিল।

পোয়ারো ও আমি ফায়ারপ্লেসের মুখোমুখি বসেছিলাম। খুশির মেজাজে আমাদের পা দু'টো সামনের দিকে প্রসারিত। আমাদের দু'জনের মাঝে ছোট্ট একটা টেবিল। আমার দিকে টেবিলের ওপর রাখা ছিল যত্ন করে তৈরি চিনি মেশানো গরম জলের গ্লাস; আর পোয়ারোর দিকে এক কাপ পুরু ঘন চকোলেট যা আমি একশো পাউন্ড দিলেও পান করতাম না। চকোলেটের কাপে চুমুক দিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

'পৃথিবীটা কতই না সুন্দর', বিড়বিড় করে বলল সে।

'হ্যাঁ, এটা সাবেক পৃথিবী, অবাক করে দেওয়ার মতোই সুন্দর বটে', আমি মানছি। এখানে আমি আছি একটা কাজ নিয়, ভালই সে কাজ! আর তুমি এখানে বিখ্যাত—'

'ওহো, মোটেই তা নয়।' প্রতিবাদ করে উঠল পোয়ারো।

'কিন্তু তুমি তাই। এবং যথার্থ! আমি যখন তোমার সাফল্যের দিনগুলোতে ফিরে যাই, সত্যি রীতিমতো আমি আনন্দ উপভোগ করি। ব্যর্থতা কাকে যে বলে, আমার বিশ্বাস, তুমি একেবারেই জানো না।'

'আসলে তা হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে!'

'না, কিন্তু আন্তরিকভাবে তুমি বলো তো, তুমি কি কখনো ব্যর্থ হয়েছ?'

'অসংখ্যবার বন্ধু, সব সময় সুযোগ আসে না, সব সময় সাফল্য তোমার দিকে আসতে পারে না। অনেক দেরীতে আমার ডাক পড়েছে, অনেক কেসে প্রায়শই এ-রকম হতে দেখা গেছে, একই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কাজ করে গেছি, হয়তো দ্রুত সেই লক্ষ্যে পৌছে গেছি। দু'-দুবার ঠিক সাফল্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি জানো বন্ধু, প্রত্যেককেই পতনের মধ্যে থেকেই উঠে আসতে হবে উত্তরণের লক্ষ্যে। উত্থান ও পতন এই নিয়েই আমাদের জীবন, সেটা অস্বীকার করলে চলবে কেন?'

'আমি ঠিক সেই রকম মনে করিনি', আমি বললাম। 'আমি বলতে চেয়েছি,

চকোলেট বাক্সের রহস্য

THE CHOCOLATE BOX

'দ্য চকোলেট বক্স' প্রথম 'দ্য ক্লু অব চকোলেট বক্স' নামে প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের ২৩শে মে 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।'

দুর্যোগের রাত্রি। বাইরে ঝড়ো বাতাসের শনশন আওয়াজ যেন একটা অশুভ বার্তা বহন করছিল, জানালায় বৃষ্টির ফোঁটাগুলোর ভয়ঙ্কর ভীতি-বিহ্বল আওয়াজ ঘরের ভেতরের পরিবেশটাকে যেন আরও বেশি করে থমথমে করে তুলেছিল।

পোয়ারো ও আমি ফায়ারপ্লেসের মুখোমুখি বসেছিলাম। খুশির মেজাজে আমাদের পা দু'টো সামনের দিকে প্রসারিত। আমাদের দু'জনের মাঝে ছোট্ট একটা টেবিল। আমার দিকে টেবিলের ওপর রাখা ছিল যত্ন করে তৈরি চিনি মেশানো গরম জলের গ্লাস; আর পোয়ারোর দিকে এক কাপ পুরু ঘন চকোলেট যা আমি একশো পাউন্ড দিলেও পান করতাম না। চকোলেটের কাপে চুমুক দিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

'পৃথিবীটা কতই না সুন্দর', বিড়বিড় করে বলল সে।

'হ্যাঁ, এটা সাবেক পৃথিবী, অবাক করে দেওয়ার মতোই সুন্দর বটে', আমি মানছি। এখানে আমি আছি একটা কাজ নিয়, ভালই সে কাজ! আর তুমি এখানে বিখ্যাত—'

'ওহো, মোটেই তা নয়।' প্রতিবাদ করে উঠল পোয়ারো।

'কিন্তু তুমি তাই। এবং যথার্থ! আমি যখন তোমার সাফল্যের দিনগুলোতে ফিরে যাই, সত্যি রীতিমতো আমি আনন্দ উপভোগ করি। ব্যর্থতা কাকে যে বলে, আমার বিশ্বাস, তুমি একেবারেই জানো না।'

'আসলে তা হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে!'

'না, কিন্তু আন্তরিকভাবে তুমি বলো তো, তুমি কি কখনো ব্যর্থ হয়েছ?'

'অসংখ্যবার বন্ধু, সব সময় সুযোগ আসে না, সব সময় সাফল্য তোমার দিকে আসতে পারে না। অনেক দেরীতে আমার ডাক পড়েছে, অনেক কেসে প্রায়শই এ-রকম হতে দেখা গেছে, একই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কাজ করে গেছি, হয়তো দ্রুত সেই লক্ষ্যে পৌছে গেছি। দু'-দুবার ঠিক সাফল্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি জানো বন্ধু, প্রত্যেককেই পতনের মধ্যে থেকেই উঠে আসতে হবে উত্তরণের লক্ষ্যে। উত্থান ও পতন এই নিয়েই আমাদের জীবন, সেটা অস্বীকার করলে চলবে কেন?'

'আমি ঠিক সেই রকম মনে করিনি', আমি বললাম। 'আমি বলতে চেয়েছি,

তোমার নিজের ভুলের জন্য তুমি কি কখনো সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছ, অর্থাৎ সেই কেসটা তোমার একেবারে হাতছাড়া হয়ে গেছে?'

'আহ, আমি উপলব্ধি করতে পারি! তুমি জিজ্ঞেস করেছ, আমি নিজেকে কখনো সম্পূর্ণভাবে গর্দভে পরিণত করেছি কিনা, যেমন তুমি এখানে বললে? হ্যাঁ বন্ধু একবার—আমি নিজেকে ভীষণ বোকা বানিয়েছিলাম।'

হঠাৎ সে তার চেয়ারের ওপর উঠে বসল।

'দ্যাখো বন্ধু, আমি বেশ ভাল করেই জানি, আমার সাফল্যের রেকর্ড তুমি দেখেছ, তোমার সংগ্রহের তালিকায় আরো একটা কাহিনী সংযোজন করে নিও, সে কাহিনী অসাফল্যের, ব্যর্থতার।'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আগুনে একটা কাঠ ফেলে দিল সে। তারপর ফায়ার প্লেসের পেরেকে ঝোলানো ছোট্ট ডাস্টারে পরিষ্কারভাবে হাত মুছে ফিরে আবার সে তার চেয়ারে হেলান দিয়ে তার কাহিনী শুরু করল এইভাবে।

'যে কাহিনী তোমাকে বলতে যাচ্ছি, (বলল মঁসিয়ে পোয়ারো), বহু বছর আগে বেলজিয়ামে এই ঘটনাটা ঘটেছিল। ফ্রান্সে তখন চার্চ ও স্টেটের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলছিল। মঁসিয়ে পল ডেরওলার্ড ছিলেন একজন ফরাসী ডেপুটি। তাঁর জন্য তখন একটা মন্ত্রীত্বের পদ অপেক্ষা করছিল, সে কথা আর গোপন ছিল না। তিনি ছিলেন ক্যাথলিক বিরোধীদের মধ্যে একজন। আর তিনি ক্ষমতায় এলে তখন এটা নিশ্চিত ছিল, ভয়ঙ্কর ঘৃণা ও শত্রুতার মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে। বহুক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ। যদিও তিনি মদ্যপান কিংবা ধূমপান করতেন না, তা সত্ত্বেও অন্যভাবে এ-সবের বিরোধী ছিলেন না তিনি। হেস্টিংস, তুমি এর থেকে উপলব্ধি করে নিতে পার, কি ধরনের মানুষ হতে পারেন তিনি।'

'কয়েক বছর আগে ব্রুসেলস-এর এক যুবতীকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। ভদ্রমহিলা তাঁকে বেশ কিছু অর্থের যোগান দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে সেই টাকাটা তাঁর জীবনে কাজে লেগেছিল। কারণ তাঁর পরিবার বিত্তবান ছিল না। তবে তিনি পছন্দ করলে নিজেকে তিনি মঁসিয়ে লে ব্যারন বলে সম্বোধন করতে পারতেন। বিবাহসূত্রে কোনো ফসল ফলেনি তাঁর জীবনে, তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। দু'বছর পরে তাঁর স্ত্রী মারা যান, এর ফলাফল হলো তাঁর আর্থিক অনটন, এক কথায় পতন। তাঁর স্ত্রী তাঁর জন্য যে সব সম্পত্তি রেখে যান তারমধ্যে একটা হলো ব্রুসেলস-এর এ্যাভিনিউ লুইসের ওপর একখানি বাড়ি।'

'আর এই বাড়িতেই হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। এর ফলে যে মন্ত্রীত্ব তিনি লাভ করতে যাচ্ছিলেন, তা নিয়ে দীর্ঘ দিনের সব জল্পনা কল্পনার অবসান হয়ে যায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে। সমস্ত কাগজগুলোয় তাঁর জীবনালেখ্য ছাপা হলো। হঠাৎ এক সন্ধের নৈশভোজের পর তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসাবে দেখানো হয়—হার্টফেল।'

'সেই সময়, তুমি তো জানো, আমি ছিলাম বেলজিয়াম গোয়েন্দা বাহিনীর একজন

সদস্য। মঁসিয়ে পল ডেরওল্ডার্ডের মৃত্যু বিশেষ করে আমাকে তেমন আকর্ষণ করতে পারেনি। তুমি তো জানো, আমি ছিলাম জন্ম ক্যাথলিক, তাই তাঁর মৃত্যু আমার কাছে সৌভাগ্য বলে মনে হয়েছিল।'

'তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পরের কথা, তখন সবে আমার ছুটি শুরু হয়েছিল, ঠিক সেই সময় আমার এ্যাপার্টমেন্টে একজন আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এলেন—তিনি একজন মহিলা—সারা অঙ্গ আবরণে ঢাকা, তবে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, রীতিমতো যুবতী। স্বভাবতই সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুমান করে নিলাম, কে হতে পারেন তিনি।'

'আপনিই মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো?' শান্ত মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমি মাথা নত করলাম।'

'ডিটেকটিভ সার্ভিসেস-এর—'

'আমার ঠিক ঠিক উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে একটা চেয়ারে বসে তিনি এবার তাঁর মুখের ওপর থেকে আবরণটা সরিয়ে দিলেন। চোখ ভর্তি জল থাকলেও তাঁর মুখটা ভারি মিষ্টি, যেন সুন্দর একটা ফোঁটা পদ্মের ওপর ফোঁটা ফোঁটা জলের বিন্দু কাঁপছিল থরথর করে। তাঁর যন্ত্রণাকাতর মুখ দেখে মনে হলো, তিনি যেন এক ভয়ঙ্কর চিন্তার মধ্যে রয়েছেন।'

'মঁসিয়ে', তিনি তাঁর চোখের জল মুছে বললেন, 'আমি জেনেছি, আপনি এখন ছুটিতে রয়েছেন। অতএব আপনি এখন অনায়াসে একটা কেস হাতে নিতে পারেন। এ ব্যাপারে পুলিশকে জানানোর ইচ্ছা আমার একেবারেই নেই, বুঝলেন।'

আমি ঘন ঘন মাথা নাড়লাম। 'দেখুন মাদামোয়াজেল, আপনার এই অনুরোধ আমার পক্ষে রাখা অসম্ভব। যদিও আমি এখন ছুটিতে আছি, কিন্তু এখনো আমি পুলিশেরই একজন।'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনি তখন বললেন, 'দেখুন মঁসিয়ে, আপনাকে আমার অনুরোধ, আপনার তদন্তের ফলাফল স্বচ্ছন্দে আপনি পুলিশকে রিপোর্ট করতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি যা সত্য তা সত্যই। আমরা আইনের বিচার চাই।'

আইনের বিচার! কথাটার একটা ভিন্ন অর্থ আছে, যা অস্বীকার করা যায় না বলে আমার মনে হলো। তাই আর কথা না বাড়িয়ে তাঁর কাজে নিজেকে নিয়োগ করার জন্য আমি রাজী হয়ে গেলাম অতঃপর।

একটা ফিকে রঙের আভা ফুটে উঠতে দেখা গেল তাঁর চিবুকে। 'ধন্যবাদ মঁসিয়ে। মঁসিয়ে পল ডেরওলার্ডের মৃত্যুর ব্যাপার বলেই আমি আপনাকে তদন্ত করতে অনুরোধ করছি।'

'কোনো মন্তব্য?' বিস্মিত হয়ে বললাম।

'দেখুন মঁসিয়ে, আমি বেশি কিছু বলতে চাই না—তেমন বেশি কিছু নয়, এ আমার নারীর সহজাত ধারণা, কিন্তু আমি বুঝে গেছি,—হ্যাঁ, আমি বুঝে গেছি, আমি আপনাকে বলছি,—মঁসিয়ে ডেরওলার্ডের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।'

'কিন্তু চিকিৎসকরা নিশ্চয়ই—'

'চিকিৎসকরা ভুলও তো করতে পারে। তিনি এমনি শক্তসমর্থ, এমনি সুস্থ সবল মানুষ ছিলেন—আহ্, মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনাকে মিনতি করছি, আপনি আমাকে এ ব্যাপারে দয়া করে সাহায্য করুন—'

'বেচারী। প্রায় হাঁটু মুড়ে আমার সামনে বসে পড়ার মতো তাঁর অবস্থা তখন। আমার সাধ্যমতো আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম।'

'মাদামোয়াজেল, আমি আপনাকে সাহায্য করব। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনার ভীতির কারণটা অপ্রকাশিত, তবে আমরা দেখব, কি করতে পারি। প্রথমেই আমি আপনাকে অনুরোধ করব, বাড়ির বাসিন্দাদের সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'আমরা সবাই ঘরের লোক। অবশ্যই তাদের মধ্যে জিনেট ফেলেস, আর রাঁধুনী ভেনিস অনেক বছর ধরে আছে তারা! অন্যরা শুধুই গ্রাম্য মেয়ে সব? আর এখানে ছিল ফ্র্যাঙ্কুইস, তবে সে খুবই বৃদ্ধ পরিচারক। তারপর মঁসিয়ে ডেরওলার্ডের মা তাঁর সঙ্গেই থাকতেন, আর আমি। ভাল কথা, আমার পরিচয় দিই আপনাকে, আমার নাম ভার্জিনি মেসনার্ড। এই হতভাগ্য আমি মঁসিয়ে ডেরওলার্ডের মাসতুতো বোন, মঁসিয়ে পলের স্ত্রী আর আমি তিন বছরেরও বেশি তাঁদের পরিবারের সদস্যা ছিলাম। এ হলো মঁসিয়ে পলের পরিবারের বিবরণ, এরা ছাড়া তাঁর বাড়িতে দু'জন অতিথি ছিল।'

'তারা কারা?'

'ফ্রান্সে মঁসিয়ে ডেরওলার্ডের একজন প্রতিবেশী মঁসিয়ে দি সেন্ট এ্যালার্ড। উনি ছাড়া তাঁর এক ইংরাজ বন্ধু মিঃ জন উইলসনও ছিলেন।'

'ওঁরা কি এখনো আপনার সঙ্গে আছেন?'

'হ্যাঁ, মিঃ উইলসন এখনো আছেন, কিন্তু মঁসিয়ে এলার্ড গতকাল চলে গেছেন।'

'ভাল কথা, মাদামোয়াজেল মেসনার্ড, আপনার পরিকল্পনা কি বলুন?'

'আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনি যদি বাড়িতে যান, আপনার সামনে আরো কিছু তথ্য আমি আপনাকে দিতে পারি। আপনি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত, এই বলে আমি সেখানে আপনার পরিচয় দেব। আমি বলব, আপনি প্যারিস থেকে আসছেন, মঁসিয়ে সেন্ট এ্যালার্ডের কাছ থেকে একটা পরিচয় কার্ড এনেছেন। মাদাম ডেরওলার্ড অত্যন্ত ক্ষীণ স্বাস্থ্যের মহিলা, এব্যাপারে এর থেকে বেশি বিস্তারিত জানার আগ্রহ তিনি প্রকাশ করবেন না।'

মাদামোয়াজেলের বুদ্ধিদীপ্ত অজুহাতে খুব সহজেই তাঁদের বাড়িতে আমি স্থান পেয়ে গেলাম। মৃত ডেপুটির মা'র সঙ্গে একটা সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার সেরে নেওয়ার পর সেই বাড়িতে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করার মতো একটা পরিবেশ গড়ে তুললাম অচিরেই। মাদাম ডেরওলার্ডের স্বাস্থ্য খুব খারাপ হলেও তাঁর চেহারার মধ্যে একটা সৌন্দর্য এবং আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট ছিল।

'বন্ধু, আমি এখন অবাক হয়ে কি ভাবছি জানো (পোয়ারো তার কথার জের টেনে

যায়), আমার কাজটা যে কত কঠিন ছিল, সেটা তুমি সম্ভবত আন্দাজ করতে পারবে কিনা! এই সেই লোক, তিন দিন আগে যিনি এই বাড়িতে মারা গিয়েছিলেন। যদি না সেখানে অন্যায় খেলা হয়ে থাকে, কিংবা আপাতদৃষ্টিতে খুনের কোনো ক্লু পাওয়া না গিয়ে থাকে, তাহলে কেবল একটা সম্ভাবনাই গ্রহণ করা যেতে পারে গোপনে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে! তাছাড়া মৃতদেহ দেখার সুযোগ আমার ছিল না, আর সেটা পরীক্ষা করে দেখারও সম্ভাবনা ছিল না : আবার মৃতদেহ পরীক্ষা করাই যখন যাবে না, তখন কি করেই বা বিশ্লেষণ করব, তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল কিনা! কোনো ক্লু নেই, সে মিথ্যেই হোক কিংবা অন্য কিছু হোক, থাকলে অন্তত বিশ্লেষণ করা যেত এ ব্যাপারে। লোকটাকে কি সত্যিই বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছিল? নাকি তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক? আমি এরকুল পোয়ারো, আমাকে সাহায্য করার মতো কোনো সূত্রই রাখা হয়নি আমার জন্য, তাই এখন আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক, নাকি অস্বাভাবিক?'

'ঘরোয়া ব্যাপারে প্রথমে আমি খোঁজ নিলাম বাড়ির লোকজনদের কাছে, এবং তাদের নিয়েই সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিলাম আলাপ আলোচনায়। নৈশভোজের খাবারের ওপর বিশেষভাবে নজর দিলাম, সেই সঙ্গে পরিবেশনের পদ্ধতির ওপরেও। মঁসিয়ে ডেরওলার্ড নিজেই ঢাকনাওয়ালা পাত্র থেকে সুপ পরিবেশন করেছিলেন। তারপর কাটলেট এবং চিকেন। সব শেষে ফল। এ সবই টেবিলের ওপর রাখা ছিল, তা থেকে পরিবেশন করা হয়, সবই মঁসিয়ে ডেরওলার্ড নিজেই করেছিলেন সেদিন। একটা বড় পাত্রে কফি এনে টেবিলের ওপর রাখা হয়েছিল। সেই পাত্র থেকে পরিবেশিত কফি খেয়ে কেবল মাত্র একজনের মৃত্যু হওয়া একেবারেই অসম্ভব, আমার প্রশ্ন যদি সেই কফিতে সত্যি সত্যিই বিষ মেশানো থাকত, তাহলে সবার মৃত্যু হলো না কেন?'

'নৈশভোজের পর মাদাম ডেরওলার্ড তার নিজের এ্যাপার্টমেন্টে চলে যান, স্টাডিরুমে গিয়ে বসে কিছুক্ষণ সৌহার্দপূর্ণ আলোচনা করেন তাঁরা। সেই সময় আগাম কোনো জানান না দিয়েই হঠাৎ মেঝের ওপর পড়ে যান। মঁসিয়ে ডেরওলার্ড সেন্ট এ্যালার্ড ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ফ্র্যাঙ্কুইসকে ডাক্তার ডাকতে বলেন। তিনি আরো বলেন, নিঃসন্দেহে এটা তাঁর সন্ন্যাসরোগ। কিন্তু ডাক্তার আসার পর দেখা গেল, তার করার কিছু নেই, রোগী মারা গেছেন।'

'মিঃ জন উইলসনের কাছে আমাকে নিয়ে আসে মাদামোয়াজেল ভার্জিনি। জন বুল ইংলিশম্যান বলেই পরিচিত। সে মাঝ-বয়েসী, লম্বাটে হৃষ্টপুষ্ট বিশাল দেহী, ইংরাজীতে কথা বললেও ফরাসীর টান ছিল।'

'ডেরওলার্ডের মুখটা হঠাৎ কেমন লাল হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় সে।'

'সেখানে আর কোনো কিছুর হদিশ পাওয়া গেল না। এরপর স্টাডিরুমে সেই দুর্ঘটনাস্থলটা দেখতে গেলাম। আমার অনুরোধমতো সেখানে আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দেওয়া হলো। তখনো পর্যন্ত মাদামোয়াজেল মেসনার্ডের মতবাদ সমর্থন করার

মতো কিছুই পাওয়া গেল না। তবে আমার বিশ্বাস, এটা তাঁর একটা প্রতারণা বই কিছু নয়। প্রসঙ্গক্রমে হয়তো মৃত ব্যক্তির জন্য একটা রোমান্টিক প্যাসন উপভোগ করে থাকবেন তিনি। কিন্তু এ ব্যাপারে তেমন করে দৃষ্টিপাত করার মতো কিছু তিনি পাননি। তবু তা সত্ত্বেও স্টাডিরুমে সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধানের কাজ চালালাম। মৃত ব্যক্তির চেয়ারে ইনজেকসন দেওয়ার ছুঁচ এমনভাবে রাখা ছিল যাতে তাঁর দেহে সেটা ফুটলেই একটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে—মনে হয় এটাই সম্ভব। মুহূর্তে সেই ছুঁচটা যদি তাঁর দেহে ঢুকেই থাকে সম্ভবত সেটা কারোর চোখে পড়েনি। তবে নির্দিষ্ট করে সেরকম কোনো সমর্থন আমি পাইনি। যাইহোক, পরীক্ষা করার জন্য আমি নিজে সেই চেয়ারে বসলাম, কিন্তু এবারেও আমাকে হতাশ হতে হলো।'

'সেই সম্ভাবনাটা আমি বাতিল করে দিলাম। চিৎকার করে বলে উঠলাম, কোথাও কোনো ক্লু নেই। সব কিছুই স্বাভাবিক!'

'কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টি পড়ল একটা বড় চকোলেট বাক্সের ওপর, কাছেই একটা টেবিলের ওপর ছিল সেটা। আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। হয়তো এটা মঁসিয়ে ডেরওলার্ডের মৃত্যুর ক্লু নাও হতে পারে। তবে এখানে এমন একটা কিছু পাওয়া গেল যা স্বাভাবিক নয়। ঢাকনা খুললাম। চকোলেট ভর্তি বাক্স, একটা চকোলেটও খরচ হয়নি কিংবা উধাও হয়নি! কিন্তু একটা অদ্ভুত জিনিস আমার দৃষ্টি এড়ালো না। দেখো হেস্টিংস, চকোলেটের বাক্সটা ফ্যাকাশে লাল হলেও ঢাকনাটা নীল রঙের। ফ্যাকাশে লাল রঙের বাক্সের ওপর অনুরূপ রঙের ঢাকনা প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু তাই বলে বাক্সটা এক রঙের আর ঢাকনাটা অন্য রঙের—না, এমনটি কখনোই হতে পারে না, আমার স্থির বিশ্বাস।'

'তখনো আমি জানতাম না, সেটা ছোট্ট একটা ঘটনা, কিন্তু পরবর্তীকালে আমার খুব কাজে লাগতে পারে। তবু ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক বলে মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, তদন্ত করতে হবে। ফ্ল্যাঙ্কুইসের উদ্দেশ্যে ঘণ্টা বাজালাম। সে আসতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার মনিব মিষ্টির ভক্ত ছিলেন কিনা। তার ঠোঁটে একটা ক্ষীণ বিষণ্ণতার হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল।'

'হ্যাঁ, ছিলেন বৈকি! দারুণ ভক্ত ছিলেন মঁসিয়ে। তাঁর বাড়িতে সব সময়েই একটা না একটা চকোলেটের বাক্স মজুত থাকত। দেখুন, তিনি কখনো মদ খেতেন না।'

'তবু এই চকোলেটের বাক্স স্পর্শ করা হয়নি?' তাকে দেখানোর জন্য ঢাকনাটা আমি খুললাম।'

'ক্ষমা করবেন মঁসিয়ে, এই যে বাক্সটা দেখছেন, এটা ওঁর মৃত্যুর দিন কিনে আনা হয়। অপর বাক্সটা প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল।'

'তাহলে অন্য বাক্সটা তাঁর মৃত্যুর দিন শেষ হয়ে যায়,' শান্তস্বরে বললাম।

'হ্যাঁ মঁসিয়ে, পরদিন সকালে সেটা খালি অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। পরে সেটা নষ্ট করে ফেলি।'

'মঁসিয়ে ডেরওলার্ড, দিন রাতে জাগা অবস্থায় সব সময়েই তিনি চকোলেট খেতেন তাই না?'

'সাধারণত রোজকার অভ্যাসমতো নৈশ ভোজের পর খেতেন।'

আমি যেন তখন একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পাচ্ছি—আশার আলোক বর্তিকা।

'ফ্র্যাঙ্কুইস', আমি তাকে বললাম, 'তুমি একটু বিচক্ষণতা দেখাতে পার?'

'যদি প্রয়োজন হয় মঁসিয়ে।'

'আমি যে একজন পুলিশের লোক, জানো তুমি?' আমি তাকে আরো বলি, 'সেই অপর বাক্সটা আমায় খুঁজে এনে দিতে পার?'

'নিঃসন্দেহে মঁসিয়ে। সেটা এখন ডাস্টবিনে।'

'ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে, কয়েক মিনিট পরেই সে আবার ফিরে আসে হাতে একটা ময়লা লাগা বাক্স নিয়ে। সেটা সেই আগের বাক্সটা। এই বাক্সটা নীল রঙের, আর ঢাকার রঙ ফ্যাকাশে লাল। ফ্র্যাঙ্কুইসকে ধন্যবাদ জানিয়ে আর একবার তাকে আরো বিচক্ষণ হওয়ার পরামর্শ দিলাম। তারপর এ্যাভিনিউ লুইসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।'

এরপর দেখা করি ডাক্তারের সঙ্গে, যিনি মঁসিয়ে ডেরওলার্ডকে শেষ বারের মতো পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। তাকে মোকাবিলা করা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর বলে মনে হলো। বাক্‌চাতুর্যে নিজেকে এমনিভাবে সুরক্ষিত করে রেখেছিল সে, সেই দুরূহ ব্যূহ অতিক্রম করা খুবই কঠিন কাজ। তবে আমার ধারণা, এক্ষেত্রে তার ভূমিকা যা হওয়া উচিত ছিল, কার্যত তা হতে দেখা গেল না, আসলে মনে হয়, এই কেসটার ব্যাপারে সে ঠিক নিশ্চিত নয়।'

'দেখুন এই কেসের ব্যাপারে বহু কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল', শেষ পর্যন্ত আমি তাকে মুখ খুলতে বাধ্য করি। তার পর্যবেক্ষণ হলো এই রকম : 'হঠাৎ এটা রেগে যাওয়ার লক্ষণ, এ এক ভয়ঙ্কর ভাবাবেগের অভিব্যক্তি। নৈশভোজের সময় প্রচণ্ডভাবে রেগে ওঠেন তিনি, তাঁর মাথায় রক্ত উঠে যায়, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে থাকবে! এই হলো আসল ঘটনা, বুঝলেন।'

'কিন্তু মঁসিয়ে ডেরওলার্ডের মধ্যে সেরকম ভয়ঙ্কর ভাবাবেগের কথা তো আমি শুনিনি।'

'না। তবে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, মঁসিয়ে সেন্ট এ্যালার্ডের সঙ্গে প্রচণ্ড তর্কাতর্কি হয়েছিল।'

'তা কেনই বা তিনি তর্ক করতে গেলেন?'

'বাঃ তর্ক করবেন না?' ডাক্তার তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করলো, 'মঁসিয়ে সেন্ট এ্যালার্ড একজন গোঁড়া ক্যাথলিক না? চার্চ এবং স্টেটের প্রশ্নে তাঁদের বন্ধুত্ব ক্রমশঃ বিনষ্ট হতে থাকে। এমন একটা দিন যায়নি, যেদিন তাঁদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে তিক্ততা সৃষ্টি হয়নি। মঁসিয়ে সেন্ট এ্যালার্ডের কাছে ডেরওলার্ড ছিলেন খৃস্টধর্ম বিরোধী।'

'এ এক অভাবনীয় ঘটনা, আমার চিন্তার খোরাক জোগালো।'

'ডাক্তার, আর একটা প্রশ্ন করতে চাই। চকোলেটের মধ্যে মারাত্মক বিষ মিশিয়ে দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে?'

'তা সেটা সম্ভব হতে পারে, আমার অন্তত তাই মনে হয়,' ধীরে ধীরে বলল ডাক্তার। 'খাঁটি হাইড্রোসায়নিক এ্যাসিড যদি না বাষ্প হয়ে উঠে যাওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। একটা ছোট্ট গুলির মতো কিছু অনায়াসেই গলাধঃকরণ করা যেতে পারে, যা চোখে নাও পড়তে পারে—কিন্তু সেটা অনুমানও করা যায় না। মরফিন কিংবা স্ট্রিকনিন ভর্তি একটা চকোলেট—এই সব কথা বলতে গিয়ে তার মুখটা বিষাদে বিকৃত হয়ে উঠল। মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি অনায়াসে অনুমান করে নিতে পারেন—একটা কামড়ই যথেষ্ট।'

'ধন্যবাদ ডাক্তার।'

ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। এরপর কেমিস্টদের খোঁজ করলাম। বিশেষ করে এ্যাভিনিউ লুইসের পাড়ায়। পুলিশের পক্ষে এ কাজ ভাল বলতে হয়। একরকম বিনা ঝামেলাতেই আমার চাহিদামতো প্রয়োজনীয় খবর পেয়ে গেলাম। আমার জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল সংশ্লিষ্ট বাড়িতে কোনো বিষ সরবরাহ করা হয় কিনা। এ এক জাতীয় চোখে দেওয়ার জন্য আই ড্রপ। আর এই এ্যাট্রোপিন হলো এক ধরনের তীব্র বিষ। মুহূর্তের জন্য উল্লসিত হয়ে উঠলাম, কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার সেই উল্লাসে ভাঁটা পড়ে গেল এই ভেবে যে, এ্যাট্রোপিন বিষের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় মিশে যাওয়া পচনশীল মাংসের মধ্যে, এবং আমার বিশ্লেষণের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। তাছাড়া প্রেসক্রিপসনটা বহুদিনের পুরনো, এবং বহু বছর ধরে দু'চোখে ছানির কষ্টে ভুগছিলেন মাদাম ডেরওলার্ড।

নিরুৎসাহ হয়ে ফিরে আসছিলাম, কেমিস্টের ডাকে ফিরে গেলাম।

'এক মিনিট মঁসিয়ে পোয়ারো। হ্যাঁ এখন আমার মনে পড়ছে, যে মেয়েটি সেই প্রেসক্রিপশনটা এনেছিল, একজন ইংরাজ কেমিস্টের কাছে যাওয়ার কথা বলেছিল সে। আপনি সেখানে চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'তাই করলাম। আর একবার আমার সরকারী পদমর্যাদা কাজে লাগালাম। মঁসিয়ে ডেরওলার্ডের মৃত্যুর ঠিক আগের দিন তারা মিঃ জন উইলিয়ামসনের প্রেসক্রিপসনে একটা ওষুধ সরবরাহ করেছিল। তবে তাই বলে এই নয় যে ওষুধটা তৈরি করতে হয়েছিল। স্রেফ ছোট ছোট ট্রিনিট্রিন ট্যাবলেট। সেই রকম ট্যাবলেট আমি দেখতে চাইলাম। আমাকে দেখাল সে ট্যাবলেটগুলো। দেখামাত্র আমার বুকে ধড়পড়ানি শুরু হয়ে গেল—ট্যাবলেটগুলো ঠিক চকোলেটের মতো।

'এগুলো কি বিষ?'

'না মঁসিয়ে।'

'এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে বলতে পারেন?'

'রক্তের চাপ কমিয়ে দিতে পারে। হার্টের কষ্টে এ ওষুধ দেওয়া হয়। এতে শ্বাসকষ্টের উপশম হয়। এতে—'

'আপনার এই দীর্ঘ অসংলগ্ন কথাবার্তায় আমার কোনো কাজ হচ্ছে না।' আমি তাঁকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করি, এতে কি মুখ লাল হয়ে ওঠে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আর ধরুন আমি যদি আমার এই ছোট্ট ট্যাবলেট দশটা কিংবা কুড়িটা গলাধঃকরণ করে ফেলি, তারপর কি হবে?'

'এ ব্যাপারে অবশ্যই আমি আপনাকে উপদেশ দেব না', শুকনো গলায় উত্তর দেয় সে।

'তবু আপনি বলছেন, এটা বিষ নয়?'

'এমন অনেক জিনিস আছে যা বিষ বলা যায় না, কিন্তু মানুষ খুন করতে পারে,' আগের মতোই বলল সে।

'খুশি মনে সেই দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি, অবশেষে ঘটনাটা যেন একটু নড়াচড়া করতে শুরু করেছে।

'এখন আমি জেনে গেছি, এই অপরাধের ভিলেন জন উইলিয়ামসন। কিন্তু কি তার মোটিভ হতে পারে? বেলজিয়ামে সে এসেছিল তার ব্যবসার প্রয়োজনে। মঁসিয়ে ডেরওলার্ডের সঙ্গে তার সামান্যই পরিচয় ছিল, সেই সূত্রে তাঁর কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয় সে। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর মৃত্যুতে তার কোনো লাভ হতে পারে না। তাছাড়া ইংলন্ডে আমি খবর নিয়ে জেনেছি, বেশ কয়েক বছর হার্টের অসুখে ভোগে সে। অতএব এধরনের কিছু ট্যাবলেট নিজের কাছে রাখার অধিকার তার আছে। তবু তা সত্ত্বেও কেউ হয়তো ভুল করে চকোলেট ভর্তি বাক্সটা প্রথমে ভুল করে খুলে ফেলে, এবং আসল চকোলেটগুলো সরিয়ে ট্রিনিট্রিনি ট্যাবলেটগুলো রেখে দেয়—এ ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো। চকোলেটগুলো বেশ বড় আকারের। কুড়ি থেকে তিরিশটা ট্যাবলেট সেই বাক্সে রাখা হয়েছিল—এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত। কিন্তু কে এই কাজ করল?'

'বাড়িতে দু'জন অতিথি ছিল। জন উইলসনের কাছে অপরাধ অনুষ্ঠানের সামগ্রী ছিল। আর সেন্ট এ্যালার্ডের ছিল মোটিভ। মনে রেখো বন্ধু, সে অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির লোক। ধর্মীয় মৌলবাদীর মতো গোঁড়া আর কিছু হয় না। এখন দেখতে হবে জন উইলসনের ট্রিনিট্রিন ট্যাবলেটগুলো তার হস্তগত করার কোনো উপায় ছিল কিনা?'

'আরো একটা ছোট্ট ধারণা আমার মনে এসে গেল। আহ! আমার এই ছোট্ট ধারণার নাম নিতেই তুমি হেসে উঠবে বন্ধু। তা হোক, তবু বলব—কেনই বা ট্রিনিট্রিনির খোঁজ করতে গেল উইলসন? ইংলন্ড থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ওষুধ অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে পারত। এ্যাভিনিউ লুইসের বাড়িতে আর একবার ছুটতে হলো আমাকে। উইলসন তখন বাইরে বেরিয়েছিল। তবে তার ঘরের কাজের মেয়ে ফেলিসিকে দেখতে

পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার কাছে খোঁজ করলাম; মঁসিয়ে উইলসন কিছুদিন আগে তার ওষুধের বোতল হারিয়েছিল কিনা! আগ্রহ সহকারেই উত্তর দিল সে। কথাটা সত্যি। এর জন্য ফেলিসকে বদনাম দেওয়া হয়। ইংরাজ ভদ্রলোক ভেবেছিল, বোতলটা হয়তো সে ভেঙে ফেলে, এবং বলার প্রয়োজন মনে করেনি। অথচ ভাঙা দূরের কথা, সেই বোতলটা এমন কি স্পর্শও করেনি সে। নিঃসন্দেহে এ কাজ জিনিটির—সব সময় পরের কাজে তার নাক গলানো হলো তার কাজ—

'তখন আমার যা জানার প্রয়োজন ছিল, জানা হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে চলে এলাম সেখান থেকে। এখন আমার কাজ হলো, আমার অনুমিত কেসের প্রমাণ করা। তবে আমি এও ভাবলাম, সেটা খুব একটা সহজ হবে না। সেন্ট এ্যালার্ড যে জন উইলসনের ঘর থেকে ট্রিনিট্রিনির বোতলটা সরিয়েছিল, আমি নিশ্চিত হলে হবে কি, কিন্তু অন্যদের সেটা বিশ্বাস করানো খুবই কঠিন কাজ। আমাকে প্রমাণ দেখাতে হবে। কিন্তু আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই।'

'কিছু মনে করো না, আমি বেশ ভালভাবেই জানি—সেটা একটা বিরাট ব্যাপার। হেস্টিংস, তুমি তো জানো, এ ধরনের কেসে কত সমস্যারই না মুখোমুখি হতে হয় আমাদের? তাই খুনীর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক সময় আমাকে অপচয় করতে হলো।'

'মাদামোয়াজেল মেসনার্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে এলেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে মঁসিয়ে সেন্ট এ্যালার্ডের ঠিকানা চাইতেই লক্ষ্য করলাম, তাঁর মুখে চিন্তার ছাপ পড়তে দেখা গেল।

'মঁসিয়ে, কেন আপনি তাঁর ঠিকানা চাইছেন বলুন তো?'

'এর প্রয়োজন আছে মাদামোয়াজেল।'

'এত সব বলা সত্ত্বেও তাঁর সন্দেহ গেল না, এ্যালার্ডের ঠিকানাটা দেওয়ার অসুবিধা কাটলো না।'

'তিনি আপনাকে কিছুই বলতে পারবেন না। তাঁর চিন্তা-ভাবনা সম্পূর্ণ আলাদা, পৃথিবীর কারোর সঙ্গে সেটা মেলে না। তাঁর চারপাশে কি যে ঘটে যাচ্ছে, খুব কমই তাঁর চোখে পড়ে থাকে।'

'তা সম্ভব মাদামোয়াজেল। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মঁসিয়ে ডেরওলার্ডের পুরনো বন্ধু একজন। তাই আমার মনে হয়, তিনি কিছু আমাকে বলতে পারেন—অতীতের ব্যাপারে—পুরনো হিংসা বিদ্বেষের কথা—পুরনো প্রেমঘটিত কোনো ব্যাপারে।'

মেয়েটির মুখটা কেমন লাল হয়ে উঠল, ঠোঁট কামড়ালেন। 'আপনি যাতে সন্তুষ্ট হন—কিন্তু—কিন্তু—আমি এখন ভাবছি, আমি ভুল করেছি আপনাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসে। আপনি আমার অনুরোধ রেখে ভালই করেছিলেন, কিন্তু এখন আমার সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সমাধান করার

মতো কোনো রহস্যই নেই এখানে। মঁসিয়ে, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, এ কেসের ইতি এখানেই টেনে দিন।'

'দেখুন মাদামোয়াজেল', আমি বললাম, 'কখনো কখনো কুকুরের পক্ষে অপরাধীর ঘ্রাণ খুঁজে বার করা মুশকিল হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু একবার সেটা পেলে পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নেই যে তা থেকে তাকে বিরত করতে পারে। অবশ্যই সে যদি ভাল জাতের কুকুর হয়। আর আমি, মাদামোয়াজেল, আমি এরকুল পোয়ারো, তদন্তের ক্ষেত্রে আমি অন্তত একটা ভাল জাতের কুকুর।'

'কোনো কথা না বলে চলে গেলেন তিনি। কয়েক মিনিট পরে একটা চিরকুটে লেখা ঠিকানা হাতে নিয়ে ফিরে এলেন তিনি। চিরকুটটা তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল ফ্রাঙ্কুইস। চিন্তিত হয়ে আমার দিকে তাকাল সে।'

'মঁসিয়ে, কোনো খবর নেই?'

'না বন্ধু, দেওয়ার মতো তেমন খবর এখনো পাইনি।'

'আহ্! বেচারা মঁসিয়ে ডেরওলার্ড!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে, 'তাঁর মতো আমিও চিন্তা করতাম, তাঁর চিন্তা করার সঙ্গে আমার যথেষ্ট মিল ছিল। ধর্মযাজকদের আমি তোয়াক্কা করি না। তবে তাই বলে এই নয় যে, এ নিয়ে বাড়িতে কখনো আলোচনা করেছি। সব নারীই ধর্মপ্রাণা হয়ে থাকে' হয়তো সেটা শুভ লক্ষণ হতে পারে। মাদামোয়াজেল ভার্জিনি তাঁদের ব্যতিক্রম নন।'

'মাদামোয়াজেল ভার্জিনি? তিনিও ধর্মভীরু, ধর্মে বিশ্বাসী নারী?' প্রথম দিনেই তাঁর অশ্রুসিক্ত মুখে আমি সেটা লক্ষ্য করেছিলাম। আমি বিস্মিত।

'মঁসিয়ে সেন্ট এ্যালার্ডের ঠিকানাটা হাতে পেয়ে সময় নষ্ট করলাম না। আমি তার পাড়ায় এসে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম; তার বাড়িতে প্রবেশের ছলছুতো খুঁজতে থাকলাম। অবশেষে একদিন প্লাম্বারের ছদ্মবেশে ঢুকে পড়লাম তার বাড়িতে। তার শয়নকক্ষে গ্যাস সিলিন্ডারে ছিদ্র দেখা দিয়েছিল সেই সময়। অতএব গ্যাস লাইন মেরামত করার কাজে লেগে পড়লাম যন্ত্রপাতি নিয়ে। আমি তখন জেনে গেছি আমার অন্বেষণের ক্ষেত্র এখানে প্রস্তুত, নির্বিঘ্নেই সে কাজ সমাধা করা যাবে। আচ্ছা, আমি কি খুঁজছি, জানি নিজেই সেটা ভাল করে জানি না। আমি বিশ্বাস করি না, সেটা খুঁজে পাওয়ার সুযোগ পাবো কিনা। সেটা সে তার ঘরে রাখার মতো ঝুঁকি নেবে বলে আমার মনে হয় না।'

'তবু ওয়াশস্ট্যান্ডের ওপর একটা কাপবোর্ড দেখতে পেয়ে আমি আমার আনন্দ আর চেপে রাখতে পারলাম না, সেই সঙ্গে সেটা খুলে দেখার লোভটাও সামলাতে পারলাম না। কাপবোর্ডের চাবি খোলার ব্যাপারটা খুব একটা কঠিন কাজ হলো না আমার কাছে। ডালা খুলে গেল নিমেষে। পুরনো বোতলে ঠাসা ছিল সেটা। কাঁপা

কাঁপা হাতে এক-এক করে বোতলগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে থাকি। হঠাৎ আমি আপন মনে চিৎকার করে উঠলাম। বন্ধু, আন্দাজ করে দেখো কি কারণে আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম! হ্যাঁ তখন আমার কাঁপা কাঁপা হাতের মুঠোর ইংলিশ কেমিস্টের লেবেল আঁটা একটা বোতল। সেই বোতলের ওপর লেখা ছিল : 'ট্রিনিট্রিনি ট্যাবলেট। প্রয়োজনে একটা ট্যাবলেট সেবন করা যেতে পারে। মিঃ জন উইলসন।''

'কোনো রকমে আমি আমার ভাবাবেগ সংযত করলাম। সেই বোতলটা পকেটস্থ করে কাপবোর্ডের ডালা আবার বন্ধ করে দিলাম। তারপর গ্যাসের ছিদ্র মেরামতের কাজ আবার আমি শুরু করে দিলাম। তারপর আমি জমিদারের গ্রামের বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম। তাড়াতাড়ি আমার নিজের দেশের ট্রেনে চেপে বসলাম। সেদিন মাঝরাতে ব্রুসেলস-এ এসে পৌঁছলাম। সকালে রিপোর্ট লিখছিলাম, সেই সময় একটা চিরকুট আমার সামনে এনে হাজির করা হলো। সেটা ছিল মাদাম ডেরওলার্ডের। বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে তিনি আমাকে এ্যাভেনিউ লুইসের বাড়িতে হাজির হতে বলেছেন।

দরজা খুলে দিল ফ্র্যাঙ্কুইস।

'মাদাম লা ব্যারন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

সে আমাকে তাঁর এ্যাপার্টমেন্টে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। একটা বড় আরাম কেদারায় বসেছিলেন তিনি। মাদামোয়াজেল ভার্জিনির দেখা পেলাম না।

'মঁসিয়ে পোয়ারো', বললেন বৃদ্ধা মহিলা, 'এই মাত্র আমি জানতে পারলাম আপনি আমার কাছে যে পরিচয় দেওয়ার ভান করেছিলেন আসলে আপনি তা নন। আপনি একজন পুলিশ অফিসার।'

'হ্যাঁ, আমি তাই মাদাম।'

'আমার ছেলের মৃত্যু কোন্ পরিস্থিতিতে হয়েছে, সে ব্যাপারে আপনি তদন্ত করতে এসেছিলেন?'

আবার আমি উত্তরে বলি, 'হ্যাঁ, তাই মাদাম।'

'আপনার তদন্তের কাজ কতদূর এগুলো, বললে খুশি হবো।'

আমি একটু ইতস্ততঃ করলাম।

'মাদাম, প্রথমেই আমি জানতে চাই, এ সব আপনি কি করে জানতে পারলেন?'

'এমন একজনের কাছ থেকে যিনি এখন আর এ পৃথিবীতে নেই।'

তার কথাগুলো, এবং যে ভাবে কথাগুলো অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বললেন, তাতে আমার শিরদাঁড়ায় যেন একটা শিতল হাওয়া বয়ে গেল, বুক কেঁপে উঠল। কথা বলার ক্ষমতা ছিল না আমার।

'অতএব মঁসিয়ে, আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনার তদন্তের কাজে আপনি কতদূর এগিয়েছেন যদি বলেন আমি তাহলে খুশি হবো!'

'মাদাম, আমার তদন্তের কাজ শেষ।'

'আমার ছেলে?'

'ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।'

'আপনি জানেন কে তাকে খুন করেছে?'

'হ্যাঁ মাদাম।"

'কে তাহলে?'

'মঁসিয়ে সেন্ট এ্যালার্ড।'

বৃদ্ধা মহিলা মাথা নাড়লেন।

'আপনি ভুল করেছেন। এ ধরনের অপরাধ করার পক্ষে অযোগ্য মঁসিয়ে এ্যালার্ড।'

'আমার হাতে প্রমাণ আছে।'

'আপনাকে আমি আবার অনুরোধ করছি, দয়া করে আমাকে সব খুলে বলুন।'

এবার আমি তাঁর কথা রাখলাম, সত্যের আবিষ্কার করতে গিয়ে ধাপে-ধাপে আমাকে যে ভাবে এগুতে হয়েছিল খুঁটিনাটি সব বিবরণ আমি দিলাম তাঁকে এক-এক করে। খুব মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো শুনলেন। সব শেষে মাথা নাড়লেন তিনি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি যা বললেন প্রায় সবই ঠিক, কিন্তু একটা ক্ষেত্রে নয়। আমার ছেলেকে মঁসিয়ে সেন্ট এ্যালার্ড খুন করেনি, খুন করেছি আমি নিজে, তার মা হয়েও।'

স্থির চোখে আমি তাঁর দিকে তাকালাম। শান্তভাবে তিনি তাঁর মাথা নাড়তে থাকেন।

'এখন দেখছি, আপনাকে ডেকে পাঠিয়ে আমি ভালই করেছি। ঈশ্বরের অসীম দয়া যে, কনভেন্টে ফিরে যাওয়ার আগে ভার্জিনা আমাকে বলে গেছে, সব শুনুন মঁসিয়ে পোয়ারো! আমার ছেলে ছিল শয়তান। ধর্মের ওপর, চার্চের ওপর অনেক অত্যাচার করেছে সে। সে ছিল মস্ত অপরাধী, পাপী, পাপের জীবন কাটিয়েছে সে। নিজের ছাড়া অন্য আত্মাকে সে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার থেকেও আরো খারাপ কিছু দেখার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। একদিন এক সকালে এই বাড়িতে আমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, আমার পুত্রবধূ সিঁড়ির ওপরের ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তখন একটা চিঠি পড়ছিল। আরো দেখলাম আমার সেই ছেলে চোরের মতো তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দ্রুত একটা ধাক্কা, আর তাতেই পুত্রবধূ পড়ে যায়, মারবেল পাথরে তার মাথাটা আছড়ে পড়ে! বাড়ির লোকজন যখন তাকে তুলে ধরে সে তখন মৃত! হ্যাঁ, আমার ছেলেই ওর স্ত্রীর খুনী। কেবল আমি, তার মা শুধু এই খুনের কথা জানে।'

এক মুহূর্তের জন্য তিনি একবার চোখ বুজলেন। 'আমার দুশ্চিন্তা, আমার দুঃখ-যন্ত্রণার কথা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না মঁসিয়ে। আমার তখন করার কি ছিল? তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া? আমি নিজে তা করতে পারতাম না। জানি, সেটা করাই কর্তব্য ছিল আমার। কিন্তু মা হয়ে কেউ কি তার ছেলেকে নিজের হাতে পুলিশের

হাতে তুলে দিতে পারে? তাছাড়া আমার শরীরটা তখন খুবই দুর্বল ছিল। আর কে আমাকে বিশ্বাসই বা করবে? কিছুদিন থেকে আমার চোখের দৃষ্টির খুবই অবনতি হচ্ছিল।—তাই তারা বলতে পারত, আমি ভুল দেখেছি। চোখে যখন ভাল দেখতেই পাই না, তখন আমি ঠিক দেখতে পারি নাকি! তাদের কথায় বিরোধিতা করার মতো সাহস আমার হতো না তখন। তাই আমি মুখ বুজে চুপ করে থাকি। কিন্তু আমার বিবেক আমাকে শান্তি দিচ্ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল, চুপ করে থাকার অর্থ আমিও একজন খুনীর সামিল। আমার ছেলে তার স্ত্রীর অর্থের উত্তরাধিকারী হয়। সেই মোটা টাকা হাতে পেয়ে গাছে সবুজ পাতা গজানোর মতো সতেজ হয়ে ওঠে সে। তখন সে মন্ত্রীত্বের পদ পেতে যাচ্ছিল। চার্চের প্রতি তার অত্যাচার দ্বিগুণ হয়ে যেত মন্ত্রীত্ব পেলে। আর বেচারী ভার্জিনি, বয়স কম, সুন্দরী, ধার্মিক, আমার ছেলের খুব ভক্ত ছিল। আশ্চর্য, নারীর প্রতি প্রভাব খাটানোর অদ্ভুত একটা ক্ষমতা ছিল তার। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, ভার্জিনিকে পুরোপুরি গ্রাস করার সময় এগিয়ে আসছিল। তাকে বাধা দেওয়ার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না। মেয়েটিকে বিয়ে করার মোটেই ইচ্ছা ছিল না তার। এমন একটা সময় এলো মেয়েটি যখন নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করার জন্য তৈরি, তার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত সে।

'তখন আমি দেখলাম আমার পথ পরিষ্কার। সে আমার ছেলে। আমি তাকে জীবন দিয়েছি, এই পৃথিবীর প্রথম আলো আমি তাকে দেখিয়েছি। তার জন্য আমি দায়ী। একটি মেয়েকে হত্যা করেছে, এখন আর একজনের জীবন নষ্ট করতে যাচ্ছে সে। না, দ্বিতীয়বার আমি তার হাত রক্তে রঞ্জিত হতে দেব না। এই সব কথা ভেবে আমি মিঃ উইলসনের ঘরে গেলাম। ট্যাবলেটের বোতলটা নিলাম। একবার তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, একজন মানুষকে হত্যা করার পক্ষে এই ট্যাবলেটগুলো যথেষ্ট! তারপর স্টাডিরুমে যাই, এবং টেবিলের ওপর রাখা বড় চকোলেট বাক্সটার ঢাকনা খুলি। তবে ভুল করে নতুন বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেলি। টেবিলের ওপর অপর বাক্সটাও ছিল তখন। তার মধ্যে কেবল একটা চকোলেট অবশিষ্ট ছিল। তাতেই ব্যাপারটা সরলীকরণ হয়ে যায়। আমার ছেলে আর ভার্জিনি ছাড়া অন্য কেউ চকোলেট খেতো না। সেদিন রাতে ভার্জিনিকে আমার কাছে ধরে রাখব, ভাবলাম। আমার পরিকল্পনামতো সব ঠিক ঠিক ভাবে ঘটে যায়—'

থামলেন তিনি, এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে আবার খুললেন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, এখন আমি আপনার হাতে বন্দিনী। ওরা বলে, আমি নাকি বেশি দিন আর বাঁচব না। ঈশ্বরের কাছে আমার কৃতকর্মের জবাব দিতে চাই আমি। পৃথিবীর সবার কাছেই আমি একই জবাব দিতে চাই।'

একটু ইতস্ততঃ করে আমি বললাম, 'কিন্তু মাদাম, সেই খালি বোতলটা? কি করেই বা সেটা মঁসিয়ে সেন্ট এ্যালার্ডের হেপাজতে গেল?'

'তাহলে শুনুন মঁসিয়ে, তিনি যখন আমাকে বিদায় জানাতে এলেন, আমি তখন তাঁর পকেটের ভেতরে সেটা চালান করে দিই। কি করেই বা সেটার হাত থেকে রেহাই পাব জানতাম না। আমি তখন এতোই দুর্বল হয়ে পড়ি যে, সেটার হাত থেকে রেহাই না পাওয়া পর্যন্ত আমি যেন এক পাও নড়তে পারছিলাম না। সেই খালি বোতলটা আমার ঘর থেকে আবিষ্কৃত হলে সব সন্দেহ আমার ওপর পড়ত, সেই চিন্তায় আমি তখন ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছিলাম। বুঝলেন, মঁসিয়ে!'—এবার তিনি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আরো বললেন, 'তাহলে এর থেকেই বুঝতে পারছেন, মঁসিয়ে—সেন্ট এ্যালার্ডকে সন্দেহ করার কোনো যুক্তি নেই। এ রকম একটা ব্যাপার আমি কখনো স্বপ্নেও দেখিনি। আমি ভেবেছিলাম, তিনি তাঁর পোশাকের মধ্যে সেই খালি বোতলটা দেখতে পেয়ে বিনা প্রশ্নে সেটা ফেলে দেবেন।'

আমি আমার মাথা নত করলাম। 'মাদাম, আমি সেটা উপলব্ধি করতে পারছি? উত্তরে আমি বললাম।

'আমার কণ্ঠস্বরে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা ছিল, গলা একটু কাঁপল না কথা বলতে গিয়ে। এখন তাঁর মাথাটা যেন অনেক উঁচু বলে মনে হলো আমার, যা আগে কখনো দেখিনি।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'মাদাম', আমি বললাম, 'আপনার দিন ভাল যাক, এই কামনা করি। আমি আমার তদন্তের কাজ শেষ করেছি—আর অকপটে স্বীকার করতে বাধা নেই, আমি ব্যর্থ হয়েছি! ব্যাপারটা এখানেই চাপা দেওয়া যাক।'

এক মুহূর্তের জন্য নীরব হলো পোয়ারো। তারপর শান্ত স্বরে বলল সে : 'এক সপ্তাহ পরেই তিনি মারা যান। মাদামোয়াজেল ভার্জিনি নবরূপে দীক্ষিতা হলেন। এবং নিজেকে আবরণে ঢেকে ফেললেন। এই কেসে আমি আমার সুনাম রাখতে পারিনি।'

'কিন্তু এটা নেহাতই একটা ব্যর্থতা বই আর কিছু নয়', আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'সেই পরিস্থিতিতে এ ছাড়া তুমি আর কিই বা করতে পারতে বলো?'

'আহ্! কি কথাই না বললে, মনে হচ্ছে যেন তুমি কিছুই দেখতে পাও না? কিন্তু আমি মনে করি, আমি ছত্রিশগুণ মূর্খ! আমার ধূসর মস্তিষ্ক একেবারেই কাজ করেনি। সব সময়েই আমার হাতের মুঠোয় সত্যিকারের ক্লু ছিল।'

'কি ক্লু?'

'সেই চকোলেটের বাক্স! তুমি দেখতে পাচ্ছো না? যার চোখের দৃষ্টি একেবারে স্বচ্ছ পরিষ্কার সে কি ঐ রকম একটা ভুল করতে পারে? আমি বেশ ভাল করেই জানতাম, মাদাম ডেরওলার্ডের দু'চোখেই ছানি পড়েছিল, তাঁর এ্যাট্রোপিনের ফোঁটা ব্যবহার করাটাই আমাকে বলে দিয়েছিল চোখে তিনি ভাল দেখতে পান না, অতএব সেই ভুল হওয়াটা কেবল তাঁর পক্ষেই স্বাভাবিক, অন্য কারোর নয়। আর সেই বাড়িতে কেবল মাত্র একজন মানুষই ছিলেন যিনি চোখে ভাল দেখতে পেতেন না বলে তিনি

জানতেন না কোন বাক্সে কোন ঢাকনাটা লাগাতে হবে। সেই চকোলেটের বাক্সটাই আমাকে তদন্তের কাজ শুরু করতে উৎসাহ দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তদন্তের শেষ ধাপ পর্যন্ত আগাগোড়া কোনো সময়েই আমি সেটার সত্যিকারের গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি, আর সেই কারণেই আমার এই ব্যর্থতা।'

'শুধু কি তাই? আরো আছে। আমার মনস্তত্ত্বেও ভুল ছিল। মঁসিয়ে সেন্ট এ্যালার্ড যদি অপরাধীই হয়ে থাকত, তাহলে খালি বোতলটা সে নিশ্চয়ই নিজের কাছে রাখতো না, তাই সেটা তারই হেফাজত থেকে পাওয়া গিয়েছিল বলেই অবশ্য ধরে নিতে হয় যে, নিরপরাধ সে। মাদামোয়াজেল ভার্জিনির কাছ থেকে আমি আগেই জেনেছিলাম, সে ছিল অন্যমনস্ক স্বভাবের মানুষ। যাইহোক, সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে, আমার জীবনে এ যেন এক দুঃখজনক ব্যাপার! কেবল তোমাকেই আমি আমার ব্যর্থ কাহিনীটা শোনালাম। এর থেকে তুমি এখন অনায়াসেই ধরে নিতে পার, এই কেসে আমি খুব একটা ভাল ফল করতে পারিনি! একজন বৃদ্ধা মহিলা এমন সহজভাবে এবং বুদ্ধি ও চাতুর্যের সঙ্গে অপরাধটা করেছিলেন যে, আমি, এরকুল পোয়ারো সম্পূর্ণভাবে প্রতারিত। এটা এখন আর কোনো চিন্তার বিষয় নয়! ভুলে যাও সেটা। কিংবা মনে রেখো সেটা; আর কখনো যদি তুমি ভাবো যে, আমি অতিশয় গর্ববোধ করছি আমাকে আমার সেদিনের ভুলের কথাটা মনে করিয়ে দিও; হয়তো তার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু এ প্রশ্ন একদিন না একদিন উঠতেই পারে।'

আমি আমার হাসিটা চেপে রাখলাম।

'প্রিয় বন্ধু তুমি আমাকে চকোলেট বক্সের কথা বলো। সেটা কি মেনে নেওয়া যায়?'

'এ তো একটা দরকষাকষি ব্যাপার!'

'হাজার হোক', পোয়ারোর কথায় একটা প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেল, 'এ এক অভিজ্ঞতা! ইউরোপে নিঃসন্দেহে সেরা যার মস্তিষ্ক সেই আমি কি মহৎ কিছু করতে পারি!'

'চকোলেটের বাক্স', শান্ত স্বরে বিড়বিড় করলাম আমি।

'মাফ করো বন্ধু, কি যেন বললে তুমি?'

পোয়ারো তার শরীরটা বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাতেই কেন জানি না আমার হৃদয়, আমার বিবেক আমাকে যন্ত্রণা দিল। প্রায়শই তার হাতে আমার ভোগান্তি হয়, কিন্তু আমিও, যদিও ইউরোপে আমার মস্তিষ্ক তার মতো অত সূক্ষ্ম নয়, তবু বলতে এতটুকুও দ্বিধা নেই যে, আমিও উদার হতে পারি ওর মতো!

'না, কিছুই নয়', মিথ্যে করেই বললাম, তারপর আরো একবার পাইপে অগ্নি সংযোগ করলাম এবং নিজের মনেই হেসে উঠলাম।

ঈজিপ্সীর কবরে অভিযান

THE ADVENTURE OF EGYPTIAN TOMB

'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ঈজিপ্সীয়ান টম্ব' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর "দ্য স্কেচ" পত্রিকায়।'

রোমাঞ্চকর ও নাটকীয় অনেক অভিযানে পোয়ারোর সাথী হয়েছি আমি। সেই সব অভিযানের মধ্যে একটি অভিযান সব সময় আমার মনে দোলা দেয় আজও। ধারাবাহিক কয়েকটা খুনের তদন্ত করতে গিয়ে সম্রাট মেন-হার-রা'র কবর আবিষ্কার এবং সেটা উন্মুক্ত করার ঘটনা আমার বিবেচনায় সব থেকে বেশি যেমনি রোমাঞ্চকর, তেমনি তার মধ্যে ছিল প্রচুর নাটকীয় রসদ।

লর্ড কারনারভন, স্যার জন উইলার্ড আর নিউ ইয়র্কের মিঃ ব্লেইবনার আবিষ্কার করেছিলেন তুতাংখ-আমেনের কবর। কায়রো থেকে খুব বেশি দূরে নয়, গির্জার পিরামিডগুলোর সান্নিধ্যে তাঁদের সেই খননকার্য অনুসরণ করতে গিয়ে অভাবনীয়ভাবে পর পর বেশ কয়েকটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কক্ষ আবিষ্কার হয়। সেগুলোর আবিষ্কারের ফলে সব থেকে বড় কৌতূহল, বড় আগ্রহ হলো, সম্রাট মেন-হার-রা'র কবরকে ঘিরে, অষ্টম রাজবংশের সেই সব ছায়াবৃত সম্রাটদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন, যখন প্রাচীন সাম্রাজ্য পতনের মুখে। এই যুগ সম্পর্কে খুব কম খবরই জানা ছিল। সংবাদপত্রগুলোতে সেই অভূতপূর্ব আবিষ্কারের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

এই আবিষ্কার জনসাধারণের মনে দারুণভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরই মধ্যে হঠাৎ স্যার জন উইলার্ড হার্টফেল করে মারা গেলেন।

অনুভূতিপ্রবণ সংবাদপত্রগুলো উঁচিয়ে ছিল। হঠাৎ স্যার উইলার্ডের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে তারা তাদের কাগজে প্রাচীন কুসংস্কারের কাহিনীগুলো নতুন করে ফেঁদে বসল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মনে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য। সেই সব কাহিনীগুলোর সঙ্গে কয়েকজন ঈজিপ্সীয় খাজাঞ্চীদের দুর্ভাগ্য জড়িয়ে ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সেই প্রাচীন স্মৃতিবিজড়িত মমি, যা একদিন চাপা পড়েছিল এবার নতুন উদ্যমে খবরের কাগজগুলো কবর খোঁড়ার মতো অভিযান চালাতে তৎপর হয়ে উঠল। ওদিকে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ সেই সব সত্য মিথ্যায় মেশানো খবরগুলো সরাসরি অস্বীকার করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সব কাহিনী ও গল্পকথাগুলো সর্বত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠতে দেখা গেল।

এক পক্ষকাল পরে মারা গেলেন মিঃ ব্লেইবনার। মারাত্মকভাবে রক্ত বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার দরুণই তাঁর হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। শুধু তাই নয়, কয়েকদিন পরে নিউ ইয়র্কে তাঁর এক ভাইপো নিজেকে গুলিবিদ্ধ করে। এর ফলে প্রতিদিন রাস্তাঘাটে জনসাধারণের মুখে তখন কেবল একটাই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়—মেন-হার-রা'র অভিশাপ।' ঈজিপ্টের সেই মৃত ব্যক্তির যাদুকরি ক্ষমতার কথা নতুন উদ্যমে প্রচারিত হয়ে থাকে।

তারপরেই মৃত প্রত্নতত্ত্ববিদের বিধবা পত্নী লেডি উইলার্ডের কাছ থেকে একটা সংক্ষিপ্ত নোট পেল পোয়ারো। তিনি তাঁকে তাঁর কেনিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। আমি তার সঙ্গী হলাম।

রোগাটে চেহারার দীর্ঘাঙ্গী মহিলা লেডি উইলার্ড। শোকের গাঢ় রঙের পোশাক পরনে। সম্প্রতি স্বামীর মৃত্যুর শোকে তাঁর মুখটা কৃশ দেখাচ্ছিল।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, এত তাড়াতাড়ি আমার আহ্বানে আপনার সাড়া দেওয়াটা মহানুভবতারই পরিচয়।'

'আমি আপনার সেবায় নিয়োজিত লেডি উইলার্ড। আপনি কি আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান?'

'আমি জানি, আপনি একজন গোয়েন্দা, কিন্তু শুধু গোয়েন্দা হিসাবেই আমি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই না। আমি আবার এও জানি যে, আপনার মতামত খুবই খাঁটি। আপনার কল্পনাশক্তি আছে, আছে সারা বিশ্বের প্রচুর অভিজ্ঞতা, মঁসিয়ে পোয়ারো, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি (যেমন ভূত, প্রেত) সম্পর্কে আপনার কি মতামত বলুন!'

উত্তর দেওয়ার আগে পোয়ারো এক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল। মনে হলো, মনে মনে সে ঠিক করে নিচ্ছে, কি বললে শোভন হয়। শেষ পর্যন্ত বলল সে :

'আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি যেন না হয় লেডি উইলার্ড। একটা সাধারণ প্রশ্ন আপনি নিশ্চয়ই আমাকে করছেন না। এ আপনার ব্যক্তিগত কৌতূহল, তাই না? আসলে পরোক্ষভাবে আপনি আপনার স্বামীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলতে চাইছেন বলেই আমার ধারণা।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই', স্বীকার করলেন তিনি।

'তাঁর মৃত্যুর পারিপার্শ্বিকতা আমাকে দিয়ে আপনি তদন্ত করতে চান, এই তো?'

'সংবাদপত্রগুলো ঠিক কি পরিমাণ অনর্থক বকবক করল আর এর মধ্যে কতখানি ঘটনাই বা জড়িয়ে আছে, আমার জন্য আপনাকে দিয়ে আমি সেটা যাচাই করিয়ে নিতে চাই। তিন-তিনটি মৃত্যু বুঝতেই পারছেন মঁসিয়ে পোয়ারো, এক হিসাবে প্রতিটি মৃত্যুর পিছনে একটা না একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু তিনটি মৃত্যু একসঙ্গে করে ভাবতে গেলে অবশ্যই মনে হয়, এর মধ্যে যেন অবিশ্বাস্য রকম মিল রয়ে গেছে একটার সঙ্গে আর একটার। আর একটা দিক লক্ষ্য করতে হবে, কবরটা আবিষ্কারের

এক মাসের মধ্যে তিন-তিনটি হঠাৎ-মৃত্যুর ঘটনা ঘটে গেল। হয়তো নেহাতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হয়তো সেটা অতীতের কোনো অভিশাপও হতে পারে, যা আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপন্থী শুধু নয়, ঘটনাগুলো এমনভাবে ঘটে গেছে যা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। ঘটনাগুলো ঘটনা হিসাবেই থেকে যায়, কিন্তু তিন-তিনটি মৃত্যুই শেষ কথা নয়!'

'তা এখন আপনার আশঙ্কা কার জন্য?'

'আমার ছেলের জন্য। আমার স্বামীর মৃত্যুর খবর যখন আসে আমি তখন অসুস্থ। আমার ছেলে তখন সবেমাত্র অক্সফোর্ড থেকে ফিরেছিল, সে তখন আমার মৃত স্বামীর কাছে চলে যায়। মৃতদেহ সেই বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু সে এখন আবার সেখানে চলে গেছে, আমি তাকে অনেক করে নিষেধ করেছিলাম, অনুরোধ করেছিলাম না যাওয়ার জন্য, কিন্তু সে আমার কথা রাখেনি। সে তার বাবার কাজটা এত বেশি পছন্দ করে ফেলে যে, সে তার বাবার স্থলাভিসিক্ত হতে চায়, খনন কার্য চালিয়ে যেতে চায়। আপনি হয়তো আমাকে বোকা ভাবতে পারেন, মনে করতে পারেন—আমি সহজ সরল বিশ্বাসী একজন মহিলা। কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো আমার কি আশঙ্কা জানেন, ধরুন মৃত সম্রাটের আত্মা এখনো তৃপ্তিলাভ যদি না করে থাকে? সম্ভবতঃ আপনার মনে হতে পারে, আমি বুঝি বোকার মতো কথা বলছি।'

'না, একেবারেই না লেডি উইলার্ড', সঙ্গে সঙ্গে বলল পোয়ারো। 'ভূতপ্রেতে আমিও বিশ্বাসী, অপ্রাকৃতিক শক্তির প্রতি আমারও আস্থা আছে, আবার আশঙ্কাও আছে। আমার তো মনে হয়, এই শক্তি বিশ্বের বৃহৎ শক্তির মধ্যে অন্যতম, যা কারোর জানা নেই বলেই আমার বিশ্বাস।'

অবাক হয়ে আমি তাকালাম পোয়ারোর দিকে। পোয়ারো যে কুসংস্কারে বিশ্বাসী, আমি কখনো ভাবতে পারিনি। তবে ঐ ক্ষুদে মানুষটির মধ্যে অবশ্যই আন্তরিকতা যে ছিল, তা স্বীকার করতেই হবে।

'আপনার এখন ইচ্ছা কি, আপনার ছেলেকে রক্ষা করা? তার কোনো বিপদ না ঘটে, এই তো? ঠিক আছে, আপনার ছেলের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেটা দেখার জন্য আমি আমার সাধ্যমতো কাজ করে যাব।'

'হ্যাঁ, সাধারণভাবে তাই, কিন্তু গুপ্ত প্রভাবের বিরুদ্ধে আপনাকে লড়তে হবে।'

'জানেন লেডি উইলার্ড, মধ্য যুগে অনেক রকমভাবেই ব্ল্যাক ম্যাজিকের পাল্টা প্রতিক্রিয়া আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন। সম্ভবত আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের থেকেও অনেক বেশি কিছু তারা জানত। যাইহোক, এখন সেই ঘটনার কথায় ফেরা যাক। আমার পরবর্তী কাজের সুবিধার জন্য প্রকৃত ঘটনা আমার ভালভাবে জানা উচিত। আচ্ছা, আপনার স্বামী সারাটা জীবন ঈজিপ্টের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, করেননি তিনি?'

'হ্যাঁ, তাঁর যৌবনের পর থেকেই। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন মহান যোগ্য প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে একজন।'

'কিন্তু আমি জানি, মিঃ ব্লেইবনার ছিলেন সখের প্রত্নতত্ত্ববিদ। খবরটা কি সত্যি?

'হ্যাঁ, একেবারেই খাঁটি সত্য! তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধনী লোক। অর্থের কোনো চিন্তা ছিল না। নিজের খুশিমতো যখন তখন সখ করে যে কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করতেন। এ এক ছেলেমানুষি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে বলুন? আমার স্বামীই তাঁকে ঈজিপ্টোলজিতে আগ্রহী করে তোলেন। আর তাঁর সেই অগাধ অর্থ ভাণ্ডারের সাহায্য পেয়েই খনন কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।'

'আর তাঁর ভাইপো? তার পছন্দের ব্যাপারে আপনি কি জানেন বলুন! সে কি আদৌ দলের মধ্যে ছিল?'

'আমি তা মনে করি না। সত্যি কথা বলতে কি জানেন, খবরের কাগজে তার মৃত্যুর খবর দেখার আগে পর্যন্ত তার অস্তিত্বের কথা আমি কখনো জানতাম না। আমার মনে হয় না, তার ও মিঃ ব্লেইবনারের মধ্যে আদৌ ঘনিষ্ঠতা ছিল। আর তাঁর যে কোনো আত্মীয় ছিল, কখনো তিনি তা প্রকাশ করেননি।'

'দলে আর কারা সদস্য ছিল?'

'ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জুনিয়র অফিসার ডঃ টসউইল, নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামের মিঃ স্নেইডার, এক তরুণ আমেরিকান সেক্রেটারি ডঃ এ্যামেস—এরা সবাই আমার স্বামীর অভিযানের সাথী হয়েছিল তাঁদের পেশাদারী ক্ষমতায়। আর ছিল আমার স্বামীর এক অনুগত পরিচারক—স্থানীয় লোক সে, নাম তার হাসান।'

'সেই তরুণ আমেরিকান সেক্রেটারির নাম আপনার মনে আছে?'

'আমার যতদূর মনে হয় হারপার, তবে আমি ঠিক নিশ্চিত নই। আমি জানি মিঃ ব্লেইবনারের সঙ্গে বেশি দিন ছিল না। সে যাইহোক, দারুণ আমুদে যুবক ছিল সে।'

'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ লেডি উইলার্ড।'

'আর কিছু জানার আছে—?'

'এই মুহূর্তে কিছু নয়। ব্যাপারটা এখন আপনি আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, মানবতার খাতিরে আমি আপনার ছেলের সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব।'

পোয়ারোর কথায় ঠিক আশ্বাস পাওয়ার মতো তেমন কিছু ছিল না। লক্ষ্য করলাম তার কথা শুনে লেডি উইলার্ড যেন পিছিয়ে গেলেন। তবু সেই সঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে পোয়ারো তাঁর আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দিল না কিংবা অবিশ্বাস করল না। তার ধারণা, তার সেই আশ্বাসে হয়তো তিনি একটু স্বস্তি পেতে পারেন।

এদিকে পোয়ারোর স্বভাব আমি বেশ ভাল করেই জানি, আর আমার সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমার বিশ্বাসই হয় না, এত গভীরভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতে পারে সে। বাড়ির দিকে রওনা হতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে আমি তার সঙ্গে মোকাবিলা করার চেষ্টা করলাম। তাকে খুব গম্ভীর এবং আন্তরিক বলে মনে হলো।

'এই মুহূর্তে তুমি কি ভাবছ, আমি জানি হেস্টিংস। হ্যাঁ, এ সব জিনিস আমি বিশ্বাস করি। অতিপ্রাকৃতিক শক্তি ভয়ঙ্কর, অবশ্যই তুমি সেটা ছোট করে দেখতে পার না।'

'তা এ-ব্যাপারে আমরা কি করতে যাচ্ছি, তা তো বলবে?'

'ভাল প্রশ্ন করেছ হেস্টিংস! শুরু করার আগে তরুণ মিঃ ব্লেইবনারের মৃত্যুর বিস্তারিত খবর জানার জন্য আমরা নিউ ইয়র্কে একটা তারবার্তা পাঠাব।'

কথামতো সে তারবার্তা পাঠাল। উত্তরটা ছিল বিস্তারিত এবং মূল্যবান। বেশ কয়েক বছর ধরে আর্থিক অভাব অনটন চলছিল যুবক রূপার্ট ব্লেইবনারের। বছর দুই আগে নিউ ইয়র্কে ফিরে আসে সে, সেখানে তার আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটতে থাকে। সব থেকে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমার মনকে দোলা দেয়, সেটা হলো, সম্প্রতি একটা মোটা টাকা ধার পেতে সমর্থ হয় সে। সেই টাকা তাকে ঈজিপ্টে যাওয়ার পথ সুগম করে দেয়। সেখানে আমার একজন ভাল বন্ধু আছে। তার কাছ থেকে আমি ধার পেতে পারি, বলেছিল সে। যাইহোক, সেখানে তার পরিকল্পনা মার খায়। তাই নিউ ইয়র্কে ফিরে আসতে হয় তাকে—অভিসম্পাত দিতে থাকে তার কঞ্জুস জ্যাঠামশাইকে। তবে তার মতে তার জ্যাঠামশাইয়ের স্বভাবই হলো, মৃত ব্যক্তির জঞ্জালের যত্ন তিনি নেবেন, কিন্তু নিজের বংশের ভাইপোর জন্য তাঁর কোনো মাথা ব্যথা নেই। ঈজিপ্টে তার বসবাস করার সময়েই স্যার জন উইলার্ডের মৃত্যু হয়। নিউ ইয়র্কে তার জীবন আরো বেশি করে ক্ষয় হতে থাকে। তারপরেই হঠাৎ একদিন কোনোরকম সতর্ক না করেই আত্মহত্যা করে বসে সে। তার মৃতদেহের পাশে একটা চিঠি রেখে যায় সে, সেই চিঠির কতকগুলো উক্তি রীতিমতো কৌতূহলের খোরাক জোগায়। মনে হয় তীব্র অনুশোচনা নিয়ে চিঠিটা লিখে থাকবে সে। নিজেকে সে কুষ্ঠব্যাধির মতো সম্পূর্ণ বহির্জগতের মানুষ বলে উল্লেখ করেছে। সব শেষে সে জানিয়ে গেছে, এই সব কারণে তার বেঁচে থাকার থেকে মরে যাওয়াই শ্রেয়।

একটা ছায়াবৃত তত্ত্ব আমার মস্তিষ্কে ঘোরাফেরা করছিল। বহু বহু যুগ আগে একজন মৃত সম্রাটের প্রতিহিংসা নেওয়ার কাহিনী সত্যিই আমি কখনো বিশ্বাস করি না! এখানে আমি অনেক অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। ধরা যাক এই যুবকটি তার জ্যাঠামশাইকে এ-জগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকবে—বিশেষ করে বিষ খাইয়ে। ভুলক্রমে তার জ্যাঠামশাইয়ের বদলে স্যার জন উইলার্ড সেই মারাত্মক বিষ সেবন করে থাকবে। এরপর যুবকটি নিউ ইয়র্কে ফিরে আসে, তার অপরাধ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় সেখানে। তারপর তার জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর খবর আসে তার কাছে। সে তখন উপলব্ধি করে, তার সেই অপরাধ কি রকম অপ্রয়োজনীয় ছিল। আর সেই অনুতাপে আত্মহত্যা করে বসে সে।

আমার এই সমাধান পোয়ারোকে খুলে বলি। আগ্রহবোধ করে সে।

'তুমি তোমার ভাবনা অকপটে স্বীকার করেছ, নিঃসন্দেহে এ এক অসাধারণ বিশ্লেষণ। হয়তো এটা সত্যও বটে! কিন্তু কবরের মারাত্মক প্রভাবের কথা তুমি এড়িয়ে গেছ বন্ধু।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমি বললাম। 'তুমি কি এখনো মনে করো, এর মধ্যে তার প্রভাব থাকতে পারে?'

'অনেক, অনেক প্রভাব থাকতে পারে। আর সেটা আবিষ্কার করার জন্যই আগামীকাল আমি ঈজিপ্টের উদ্দেশে রওনা হচ্ছি।'

'কি?' অবাক হয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'হ্যাঁ, সেই রকমই আমি বলেছি।' পোয়ারোর মুখে আত্মসচেতনতার অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখা গেল। তারপর গভীর আর্তনাদ করে বলে উঠল সে, 'ওহো, সমুদ্র। ঘৃণ্য সমুদ্রের কথা ভাবছ তুমি?'

এক সপ্তাহ পরের ঘটনা। আমাদের পায়ের তলায় ধূসর মরুভূমি আর সোনালী বালির প্রান্তর। মাথার ওপর তেতে ওঠা সূর্য। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমার পাশে হাঁটছিল পোয়ারো। ক্ষুদে মানুষটি খুব একটা ভাল ভ্রমণার্থী নয়। মার্সিলিজ থেকে আমাদের পনের দিনের সমুদ্রযাত্রা তার কাছে দীর্ঘ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কায়রোয় পৌঁছে আমরা তখনি মীনা হাউস হোটেলে গিয়ে উঠলাম, জায়গাটা পিরামিডের ছায়াতলে।

ঈজিপ্ট-এর সৌন্দর্য দারুণভাবে আকর্ষণ করল আমাকে। কিন্তু পোয়ারোকে ঠিক ততটা নয়, তার পোশাক লন্ডনেরই অনুরূপ। সঙ্গে করে পকেটে নিয়ে এসেছিল সে পোশাক পরিষ্কার করার একটা ব্রাশ। মরুভূমির দেশ, ধূলো বালির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তাকে।

'আর আমার বুটজোড়া', আমার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল সে, 'এগুলোর দিকে নজর রেখো হেস্টিংস। বিশেষ ধরনের চামড়ায় তৈরি জুতো, কি রকম চকচকে দেখছ তো! দেখবে জুতোর ভেতরে বালি ঢুকে গেছে, যা খুবই কষ্টদায়ক আর বাইরেটো চোখের দৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকারক। আর সূর্যের প্রখর তাপে আমার গোঁফ কেমন নরম হয়ে যাচ্ছে।'

'স্ফিংকস্-এর দিকে তাকিয়ে দেখো, মাথাটা মানবীয়, আর দেহটা সিংহবাহিনীর মতো,' আমি এর মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ অনুভব করছি, সেই সঙ্গে এর সৌন্দর্যেরও তারিফ করতে হয়।'

আমার কথাটা বোধহয় মনঃপুত হলো না পোয়ারোর। অসহিষ্ণুভাবে বলল সে, 'এর জন্য বাতাস কিরকম ভারি হয়ে উঠছে দেখছ না! বাতাসে কেমন যেন একটু অখুশি ভাব। আর কেনই বা হবে না! অপরিচ্ছন্ন ফ্যাশানে অর্ধেক ঢাকা। আঃ, এই অভিশপ্ত বালি।'

'এখন এসো তো! বেলজিয়ামেও প্রচুর বালি', আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

'তবে ব্রুসেলস-এ নয়,' পাল্টা জবাব দিল পোয়ারো। পিরামিডগুলোর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল সে। 'এ কথা সত্য যে, ওগুলো শক্ত আর জ্যামিতিক আকারের, কিন্তু ওগুলোর ওপরের স্তর অসমতল ও অপ্রীতিকর। আর তালগাছগুলো? আমার একেবারেই পছন্দ নয়। এমন কি গাছগুলো সারিবদ্ধভাবে রোপন করাও হয়নি।

আমি তার বিলাপ সংক্ষেপ করার জন্য প্রসঙ্গ বদল করে তাকে বললাম, ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে এখনি আমাদের যাত্রা শুরু করা উচিত। সেখানে আমাদের উটের পিঠে চড়তে হবে। জন্তুগুলো হাঁটু মুড়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কখন গিয়ে আমরা তাদের পিঠে চড়ব। তাদের তত্ত্বাবধানে আছে চিত্রবৎ কিশোররা, আর তাদের সর্দার একজন দোভাষী, অনর্গল কথা বলতে পারে, বাকপটু!

একটা উটের পিঠে পোয়ারো উঠে বসেছিল—সেই দৃশ্যটা এড়িয়ে গেলাম কেন কে জানে, আমাকে দেখলে হয়তো তার চাপা বেদনা ফেটে পড়তে পারে। তার শুরু গোঙানি আর বিলাপ দিয়ে আর শেষ বিকট চিৎকারে। অঙ্গভঙ্গি করে কুমারী মেরি এবং ক্যালেন্ডারে যত সাধু-সন্ত আছে তাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতে থাকে সে, অবশেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে উটের পিঠ থেকে যখন সে নামল তখন তার শরীর খুবই কাহিল এবং কুঁকড়ে গেছে। তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, দুলকি চালে উটের চলাটা নবাগতদের কাছে ঠাট্টা নয়।' বেশ কয়েকদিন আমার দেহটা শক্ত হয়ে রইলো।

অবশেষে আমরা খনির গর্তগুলোর কাছে গিয়ে পড়লাম। আর একটু এগোতেই একজন লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এল, রোদে পোড়া চেহারা, ধূসর দাড়ি ভর্তি মুখ, পরনে সাদা পোশাক, মাথায় হেলমেট। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো সে।

'আপনারা মঁসিয়ে পোয়ারো আর হেস্টিংস? আমরা আপনাদের তারবার্তা যথাসময়ে পেয়েছিলাম। কিন্তু কায়রোয় কেউ আপনাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যেতে না পারার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এখানে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে যাওয়ার জন্য আমাদের সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।'

পোয়ারোর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'আবার কারোর মৃত্যু হলো নাকি?' জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকল সে।

'হ্যাঁ।'

'স্যার গাই উইলার্ড?' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'না ক্যাপ্টেন হেস্টিংস। আমার একজন আমেরিকান সহকর্মী, মিঃ স্নিইডার।'

'মৃত্যুর কারণ?' জানতে চাইল পোয়ারো।

'টিটেনাস।'

হঠাৎ আমার মনে হলো, কোনো অশুভ শক্তি আমার দেহ থেকে সমস্ত রক্ত বুঝি শুষে বার করে নিল। আমার দেহটা ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেছে। আমার মনে হলো, আমার চারপাশে অশুভ, অস্পষ্ট এবং ভীতি প্রদর্শনের আবহাওয়া বিরাজ করছে। একটা ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা আমাকে পঙ্গু করে দিচ্ছিল, আমি যদি পরবর্তী শিকার হই?

'উঃ কি ভয়ঙ্কর!' নিচু গলায় আক্ষেপ করে উঠল পোয়ারো, 'এ আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। এ যে অত্যন্ত ভয়াবহ। বলুন মঁসিয়ে, টিটেনাসে মৃত্যু, এতে কোনো সন্দেহ নেই তো?'

'আমার বিশ্বাস হয় না! তবে, আমার মনে হয় আমার থেকে ভাল বলতে পারবেন ডঃ এ্যামেস।'

'আহ্, তা তো বটেই। কিন্তু আপনি ডাক্তার নন?'

'আমার নাম টসউইল।'

তাহলে লেডি উইলার্ডের বর্ণনামতো সেই ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একজন ছোটখাটো অফিসার। এমন একটা কিছু ছিল, সঙ্গে সঙ্গে লোকটার সম্পর্কে গুরুতর এবং দৃঢ় মনোভাব কল্পনা করে নিতে ইচ্ছে হলো আমার।

'আপনারা যদি আমার সঙ্গে আসেন', ডঃ টসউইল তার কথার জের টেনে বলতে থাকল, 'আমি আপনাদের স্যার গাই উইলার্ডের কাছে নিয়ে যাব। আপনারা এলেই তাকে খবর দেওয়ার কথা। খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে আপনাদের আসার অপেক্ষা করছে সে।'

ক্যাম্পে একটা বিরাট টেন্টের কাছে নিয়ে গেল সে আমাদের। তাঁবুর প্রবেশ পথের পর্দাটা ডঃ টসউইল তুলে ধরতেই আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। ভেতরে তিনটি লোক বসেছিল।

'স্যার গাই—মঁসিয়ে পোয়ারো আর ক্যাপ্টেন হেস্টিংস পৌঁছে গেছেন', বলল টসউইল।

তাদের মধ্যে সব থেকে বয়সে তরুণ যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে এল সম্বর্ধনা জানানোর জন্য। তার স্বভাবে কেমন যেন একটা আবেগপ্রবণ ভাব লক্ষ্য করলাম, এ ব্যাপারে তার মা'র কথা মনে পড়ে গেল। অন্যদের মতো অতটা রোদে পোড়া চেহারা তার নয়। তবে তার চোখ দুটো বসে গেছে, এর ফলে তার বয়স বাইশ বছরের তুলনায় তাকে যেন অনেক বেশি বয়স্ক বলে মনে হচ্ছে। সে যে ভয়ঙ্কর মানসিক চাপে ভুগছে, সেটা স্পষ্ট।

সে তার দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। ডঃ এ্যামেস, বছর তিরিশ বয়স, চুলে ধূসর ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। আর মিঃ সেক্রেটারি, হারপার, সুন্দর চেহারার যুবক, চোখে হর্নরিমড চশমা।

কয়েক মিনিট অনুসরণ করলাম তাকে। স্যার গাই এবং ডঃ এ্যামেসের সঙ্গে আমরা বসে রইলাম।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, দয়া করে আপনি যা যা জানতে চান জিজ্ঞেস করুন।' বলল উইলার্ড। 'পরপর কয়েকটা বিপর্যয় হয়ে যাওয়ার পর আমরা ভীষণ বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। একটার সঙ্গে আর একটার মিল ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।'

তার আচরণ দেখে মনে হলো, দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে। তার কথাগুলো তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। লক্ষ্য করলাম তাকে নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করছে পোয়ারো।

'আচ্ছা স্যার গাই, আপনি কি আপনার অন্তর থেকে এই কাজটা করছেন?'

'নেহাতই। কি ঘটেছে কিংবা কি ঘটতে যাচ্ছে, সেটা কোনো ব্যাপারই নয়। কাজ ঠিক চলে যাচ্ছে। এই রকম একটা ধারণা নিয়ে আপনি মনঃস্থির করতে পারেন।'

এবার ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকাল পোয়ারো।

'এ ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান ডক্টর?'

'বে-শ, আমার মতামত জানতে চান,' আলস্যভরে টেনে টেনে বলল সে, 'কাজ ছেড়ে আমি চলে যেতে চাই না।'

তার কথায় বিশেষভাবে নজর দিল পোয়ারো।

'তাহলে এখন আমরা যে পরিস্থিতিতে আছি তার পর্যালোচনা করে দেখতে হয়। আচ্ছা ডক্টর, স্লিইডারের মৃত্যু ঠিক কখন হয় বলতে পারেন?'

'তিন দিন আগে।'

'তার মৃত্যু যে টিটেনাসেই হয়েছিল, আপনি নিশ্চিত?'

'সম্পূর্ণভাবে।'

'যেমন ধরুন, তাঁর মৃত্যু স্টিকনিন্ বিষে বিযাক্ত হওয়ার দরুণ হয়নি তো?'

'না মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি বুঝতে পারছি, আপনি কি বলতে চাইছেন। কিন্তু এটা একটা পরিষ্কার টিটেনাসের কেস।'

'এ্যান্টি-সিরাম ইনজেকসন আপনি দেননি?'

'অবশ্যই আমরা দিয়েছি', শুকনো গলায় বলল ডাক্তার, 'তাঁকে বাঁচানোর জন্য সব রকম চেষ্টাই আমরা করেছি।'

'এ্যান্টি-সিরাম কি আপনার কাছেই ছিল?'

'না। আমরা সেটা কায়রো থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসি।'

'এই ক্যাম্পে অন্য আর কোনো টিটেনাসের কেস ঘটেছিল?'

'না, একটাও নয়।'

'মিঃ ব্লেইবনার টিটেনাসে মারা যান, এ ব্যাপারে আপনি কি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণভাবে। তাঁর বুড়ো আঙুলটা কেটে যায়, পরে সেটা সেপ্টিকে দাঁড়ায়। যে কোনো সাধারণ মানুষও বলে দিতে পারে, তাঁর মৃত্যুর কারণ টিটেনাস-জনিত। তবে আমি জোর গলায় বলতে পারি, এ দুটি কেস সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।'

'তাহলে এই চারটি মৃত্যুর সবগুলোই ভিন্ন ধরনের মৃত্যু; একজন হার্টফেল করে, একজনের রক্ত বিষাক্ত হয়ে, একজন আত্মহত্যা করেছে, আর শেষজন টিটেনাসে।'

'ঠিক তাই মঁসিয়ে পোয়ারো।'

'আচ্ছা, আপনি কি একেবারেই নিশ্চিত, এই যে চারটি মৃত্যু একটার সঙ্গে আর একটার কি কোনো মিলই নেই?'

'আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'ঠিক আছে, আমি আপনাকে সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই চার ব্যক্তি একসঙ্গে এমন কোনো কাজ করেনি যা মৃত সম্রাট বেন-হার-রা'র আত্মার অসম্মান হতে পারে?'

অবাক চোখে স্থির দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইল ডাক্তার।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কথাটা বলেছেন তো? আপনি নিশ্চয়ই এ ধরনের বোকা বোকা কথায় বিশ্বাসী নন?'

'এ একেবারে তত্ত্বজ্ঞানের মতো কথাবার্তা', রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ল উইলার্ড।

পোয়ারো স্থির, অবিচল। তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। তার সবুজ বেড়াল-চোখ দুটি কেবল পিটপিট করতে থাকল।

'অতএব, আপনি তাহলে এসব বিশ্বাস করেন না ডক্টর?'

'না স্যার, আমি বিশ্বাস করি না।' জোর দিয়ে বলল ডাক্তার। 'আমি একজন বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান যা শিক্ষা দেয় আমি কেবল সেটাই বিশ্বাস করি।'

'তাহলে কি প্রাচীন ঈজিপ্টে বিজ্ঞান বলতে কিছু ছিল না?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল পোয়ারো। উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না সে। তা সত্ত্বেও মনে হলো এক মুহূর্তের জন্য ডঃ এ্যামেস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। 'না, না, আমার প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে না। তবে আমার কথার জবাব দিন, এখানকার স্থানীয় লোকেরা কে কি ভাবে?'

'আমার ধারণা', বলল ডঃ এ্যামেস, 'গ্রামবাসীরা যেখানে তাদের মাথা ঠিক রাখতে পারে না, স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের থেকে খুব বেশি পিছিয়ে থাকতে পারে না। আমি স্বীকার করছি, আপনার কথামতো তারা ক্রমশঃ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে দিনকে দিন। কিন্তু এর কোনো কারণ নেই।'

'আমি অবাক হচ্ছি', পোয়ারো তার অবাক হওয়ার নির্দিষ্ট কারণ ব্যাখ্যা করল না।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল স্যার গাই।

'নিশ্চয়ই', তার কথায় অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হতে দেখা যায়, 'আপনি সেটা বিশ্বাস করতে পারেন না—ওঃ, কিন্তু জিনিসটা একেবারেই অবান্তর। আপনি যদি সেরকম কিছু ভেবে থাকেন, তাহলে প্রাচীন ঈজিপ্ট সম্পর্কে আপনি কিছুই জানতে পারবেন না।'

উত্তর দেওয়ার জন্য পোয়ারো তার পকেট থেকে একটা ছোট্ট বই বার করল। পুরনো কাপড়ে মোড়া বই। বইটা সে মেলে ধরতেই নামটা দেখতে পেলাম, 'দি ম্যাজিক অফ দি ঈজিপসিয়ান এ্যান্ড ক্যালডিয়ানস।' তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে টেন্টে গিয়ে ঢুকল। স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ডাক্তার।

'ওর কি মতলব বলুন তো!'

এ ধরনের উক্তি প্রায়শই পোয়ারোর মুখ থেকে শোনা যায়, কিন্তু অন্যের মুখ থেকে শুনে স্বভাবতই আমার হাসি পেল।

'ঠিক জানি না,' স্বীকার করলাম। 'আমার বিশ্বাস, ভূত-প্রেতাদির অশুভ শক্তি বিনষ্ট করার কিছু পরিকল্পনা তার আছে।'

পোয়ারোর খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম অতঃপর। মৃত মিঃ ব্লেইবনারের তরুণ সেক্রেটারির সঙ্গে তাকে কথা বলতে দেখলাম।

'না', মিঃ হারপারকে বলতে শুনলাম, 'এই অভিযানের সঙ্গে আমি মাত্র ছয় মাস জড়িত আছি। হ্যাঁ, মিঃ ব্লেইবনারের ব্যাপারটা আমি বেশ ভাল করেই জানি।'

'তাঁর ভাইপোর ব্যাপারে কোনো কিছু আমাকে বলতে পারেন?'

'একদিন এখানে এসে হাজির হয় সে। ছেলেটি খুব একটা খারাপ দেখতে ছিল না। আগে আমি তাকে কখনো দেখিনি। তবে অন্যেরা দেখে থাকতে পারে, যেমন আমার মনে হয় এ্যামেস আর স্নেইডার। তাকে দেখে খুব একটা খুশি হননি বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সব সময়ে তাঁদের দু'জনের মধ্যে বাক্-যুদ্ধ হতে দেখেছি। 'এক সেন্টও নয়!' বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠেছিলেন। 'এখন তো নয়ই, এমন কি আমার মৃত্যুর পরেও এক কানাকড়িও পাবে না তুমি। আমার জীবনের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার কাজে আমার সব অর্থ ব্যয় হবে। এ ব্যাপারে আজই আমি স্নেইডারের সঙ্গে কথা বলেছি।' এ ধরনের আরো অনেক তপ্ত আলোচনা হয়েছিল জ্যাঠা-ভাইপোর মধ্যে। তারপরেই তরুণ ব্লেইবনার কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।'

'সেই সময় তিনি কি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ছিলেন?'

'কে, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক?'

'না, সেই তরুণ যুবকটি।'

'হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস, তিনি বলেছিলেন বটে, একটা গোলমেলে ব্যাপার ছিল তার মধ্যে। কিন্তু তাই বলে খুব একটা মারাত্মক কিছু ছিল না, থাকলে আমার নিশ্চয়ই মনে থাকত।'

'আর একটা কথা, মিঃ ব্লেইবনার কোনো উইল করে গেছেন?'

'আমরা যতদূর জানি, করেননি তিনি।'

'মিঃ হারপার, আপনি কি এই অভিযানে থেকে যাচ্ছেন?'

'না স্যার, থাকছি না। এখানকার সব কাজকর্ম মিটে গেলেই নিউ ইয়র্কে ফিরে যাব। আপনার ইচ্ছে হলে আসতে পারেন আপনি। কিন্তু তাই বলে মৃত সম্রাট মেন-হার-রা'র পরবর্তী শিকার আমি হতে পারব না।' আমি এখানে থাকলে ঠিক তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াব।'

তরুণ হারপার তার ভ্রূর ওপর থেকে ঘাম মুছলো।

ঘুরে দাঁড়াল পোয়ারো। মুখ ফিরিয়ে এক অদ্ভুত হাসি হেসে বলল সে, 'মনে রাখবেন নিউ ইয়র্কে তিনি তাঁর একজন শিকারকে পেয়েছিলেন।'

'ওহো, জাহান্নামে যাক!' জোর করে বললেও তাকে একটু বিচলিত বলে মনে হলো।

'ঘাবড়ে গেছে ছেলেটি', আমার কাছে সরে এসে বলল পোয়ারো। কথাটা বলল সে বেশ চিন্তা করেই। 'ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে সে, একেবারেই শেষ সীমায়!'

কেমন যেন কৌতূহল হলো আমার, চকিতে একবার পোয়ারোর দিকে তাকালাম। কিন্তু তার হেঁয়ালিভরা হাসি দেখে কিছুই বুঝতে পারলাম না। যাইহোক, স্যার গাই উইলার্ড এবং ডঃ টসউইলের সঙ্গে খননকার্যের জায়গাটা ঘুরে দেখলাম আমরা। মূল

প্রাপ্ত জিনিসগুলো আগেই কায়রোয় সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। তবে কবরের অবশিষ্ট জিনিসগুলো কম আকর্ষণীয় নয়, তরুণ ব্যারনের উৎসাহ অবশ্যই ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, তার আচরণ কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক, বিচলিত, যা সে অনেক চেষ্টা করেও ঢেকে রাখতে পারছিল না। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট টেন্টে ফিরে এসে নৈশভোজে যাওয়ার আগে সবেমাত্র হাত-মুখ ধোয়ার জন্য বাইরে বেরোতে যাব, ঠিক সেই সময় প্রবেশ পথের সামনে একজন দীর্ঘদেহী কৃষ্ণ বর্ণের লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, তার পরনে সাদা রঙের ঢিলা, হাঁটুর নিচ পর্যন্ত আঙরাখা। মুখে স্মিত হাসি, আরবি ভাষায় সে আমাদের অভিবাদন জানাল। থমকে দাঁড়াল পোয়ারো।

'তুমি হাসান না? মৃত স্যার জন উইলার্ডের পরিচারক?'

'স্যার জনের সেবা করেছি, আর এখন তাঁর ছেলের সেবা করছি।' আমাদের দিকে এক পা এগিয়ে এসে নিচু গলায় বলল সে, 'ওঁরা বলছিলেন, আপনি নাকি খুব জ্ঞানী ব্যক্তি। অশুভ আত্মা নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। আমার তরুণ মনিবকে এখান থেকে চলে যেতে দিন। এখানে আমাদের চারপাশে, আকাশে বাতাসে অশুভ শক্তি ছড়িয়ে আছে।'

তারপর সে আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করেই লাফাতে লাফাতে দ্রুত প্রস্থান করল।

'আকাশে বাতাসে অশুভ শক্তি', বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো। 'হ্যাঁ, আমিও সেটা অনুভব করি।'

আমাদের নৈশভোজ খুব একটা আরামদায়ক হলো না। মন তখন দারুণ বিক্ষিপ্ত। কখন কি হয়, কে আবার সেই অশুভ শক্তির শিকার হয়ে যায়, এই চিন্তায় আমাদের সারা মন তখন আচ্ছন্ন। তারই মাঝে ঈজিপ্সীয় প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে টানা বক্তৃতা দিয়ে গেল সে। একসময় আমরা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে যাচ্ছি, সেই সময় পোয়ারোর হাতে চাপ দিয়ে স্যার গাই সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। টেন্টের মধ্যে একটা ছায়ামূর্তি তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেটা কোনো মানুষের নয় আমি পরিষ্কার চিনতে পারলাম, কুকুরের মাথাওয়ালা একটা ছায়ামূর্তি, কবরের দেওয়ালে খোদাই করা এমন মূর্তি দেখেছিলাম।

আক্ষরিক অর্থে আমার রক্ত তখন বরফের মতো শীতল হওয়ার উপক্রম হলো।

'কি ভয়ঙ্কর!' প্রচণ্ডভাবে এগিয়ে যেতে গিয়ে বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো, 'শিয়ালের মাথাওয়ালা মূর্তিটা যেন প্রস্থানরত আত্মার ঈশ্বর।'

'হয়তো কেউ আমাদের ধোঁকা দিতে চাইছে', চিৎকার করে উঠল ডঃ টসউইল। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াল সে, তার দু'চোখে মুঠো মুঠো ঘৃণা ঝরে পড়ছিল।

'দেখছ হারপার, ছায়ামূর্তিটা এবার তোমার টেন্টের ভেতরে গিয়ে ঢুকল', বিড়বিড় করে বলল স্যার গাই, তার মুখটা ভয়ঙ্কর শুকনো দেখাচ্ছিল।

'না', পোয়ারো তার মাথা দুলিয়ে বলল, 'ভাল করে দেখুন, ডঃ এ্যামেসের টেন্টে গিয়ে ঢুকছে সেটা।'

সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল ডাক্তার। তারপর ডঃ টসউইলের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল সে :

'কেউ আমাদের ধোঁকা দিতে চাইছে। আসুন, এখুনি আমরা লোকটাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলব।'

দারুণ উৎসাহ নিয়ে সেই ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করার জন্য ছুটে গেল সে। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলাম, সেই পথ দিয়ে কোনো জীবন্ত মানুষের বা কোনো প্রেতাত্মার চলে যাওয়ার চিহ্ন নেই। বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে আমরা ফিরে এলাম। এদিকে পোয়ারো তখন দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে নিজের নিরাপত্তার জন্য কাজ করে যাচ্ছিল আপন খেয়ালে। আমাদের টেন্টের সামনে বালির ওপর বিভিন্ন আঁকা-জোকা করতে দেখলাম তাকে। দেখেই বুঝতে পারলাম তার আঁকার বিষয়বস্তু পাঁচটা তারা খচিত পেন্টাগন, একই ছবির পুনরাবৃত্তি করল সে। সেই সঙ্গে পোয়ারো তার স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিমায় ডাইনি এবং সাধারণ যাদুবিদ্যার প্রসঙ্গে এলোমেলোভাবে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিল।

অল্পবিস্তর সবাই তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেও ডঃ টমউইলকে প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখা গেল। আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল সে। আমার উদ্দেশ্যে বলে উঠল সে, 'এ সব আজে-বাজে কথা, উনি প্রলাপ বকছেন স্যার। এর পরেও তেমনি উত্তেজিত অবস্থায় বকে চলে সে, 'এ একেবারে নির্ভেজাল প্রলাপ। লোকটি জুয়াচোর। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার আর প্রাচীন ঈজিপ্টের বিশ্বাসের মধ্যে তফাৎ কি, তা উনি জানেন না। আমি কখনো এমন খিচুড়ি মার্কা অজ্ঞতার কথা শুনিনি, সহজেই বিশ্বাস করে এমন লোকও কখনো দেখিনি।'

উত্তেজিত বিশেষজ্ঞকে আমি শান্ত করলাম। তারপর টেন্টে পোয়ারোর সঙ্গে মিলিত হলাম। আমার ক্ষুদে বন্ধুটির চোখ দুটি খুশিতে জ্বলজ্বল করছিল।

'এখন আমরা শান্তিতে ঘুমতে পারব', খুশিতে উপচে পড়ল সে, 'আর একটা টানা ঘুম দিতে পারলে আমার খুব ভাল হয়। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। আঃ, একটা ভাল ঘুম—'

পোয়ারোর ঘুমের জন্য সব আকুতি, প্রার্থনা বাধা পেল টেন্টের পর্দাটা হঠাৎ উঠে যেতে, তারপরেই হাসানের আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেল। তার হাতে ধূমায়িত একটি কাপ। সেটা সে পোয়ারোর দিকে এগিয়ে দিল। ক্যামোমাইল চা, এক ধরনের সুরা বিশেষ, তার খুব প্রিয়। হাসানকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সেই সঙ্গে আমার জন্য আর এক কাপ বলতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করে দিতেই সে চলে গেল টেন্ট ছেড়ে। সামনে আমরা আবার দু'জন ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তি টেন্টে রইল না। টেন্টের দরজায় দাঁড়িয়ে মরুভূমি দেখতে দেখতে পোশাক বদল করলাম।

'চমৎকার জায়গা', চিৎকার করে বললাম, 'আর কাজটাও চমৎকার। দারুণ আকর্ষণ বোধ করছি আমি। এই মরুভূমির জীবন, এই যে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া, সভ্যতার পীঠস্থানে বসে অনুসন্ধান চালানো, পোয়ারো তুমি নিশ্চয়ই রোমাঞ্চ অনুভব করবে।'

এর উত্তর আমি পেলাম না। একটু বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। আমার সেই বিরক্তভাব দ্রুত বদলে গিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। গেটের ওপর পোয়ারোকে পড়ে থাকতে দেখলাম, তার মুখটা ভয়ঙ্করভাবে বিকৃত। তার পাশে একটা খালি কাপ পড়ে থাকতে দেখা গেল। দ্রুত আমি তার পাশে ছুটে গেলাম। তারপর তেমনি দ্রুত পায়ে টেন্ট থেকে বেরিয়ে ক্যাম্প পেরিয়ে ডঃ এ্যামেসের টেন্টের দিকে ছুটে গেলাম।

'ডঃ এ্যামেস' আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'এখুনি চলে আসুন।'

'কি ব্যাপার?' পায়জামা পরিহিত অবস্থায় টেন্টের বাইরে এসে ডাক্তার এমেস জিজ্ঞেস করল।

'আমার বন্ধু অসুস্থ। মৃত্যুপথযাত্রী। ক্যামোমাইল চা পান করেছিল সে। হাসানকে ক্যাম্প ছেড়ে চলে যেতে দেবেন না।'

বিদ্যুৎ চমকের মতো আমাদের টেন্টে ছুটে এলো ডাক্তার। যে অবস্থায় দেখে গিয়েছিলাম, ঠিক তেমনি কৌচের ওপর পড়েছিল পোয়ারো।

'অভূতপূর্ব', চিৎকার করে উঠল ডঃ এ্যামেস। 'যেন জোর করে ওঁর ওপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে—আপনি কি যেন বললেন, কি ধরনের পানীয় খেয়েছিলেন তিনি, বলুন তো!' এই বলে শূন্য কাপটা হাতে তুলে নিল সে।

'আমি কিন্তু খাইনি!' একটা শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো পিছন থেকে।

বিস্মিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম আমরা। ততক্ষণে বিছানায় উঠে বসেছিল পোয়ারো। হাসছিল সে।

'না', নম্র স্বরে বলল সে। 'আমি ঐ চা খাইনি। আমার বন্ধু যখন রাতের শোভার বর্ণনা দিচ্ছিল, আমি তখন সেটা ঢালার সুযোগ পাই, তবে আমার গলায় নয়, একটা ছোট্ট বোতলে। এই ছোট্ট বোতলটা যাবে রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য, ঠিক কিনা?' ডাক্তার হঠাৎ চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই পোয়ারো আবার বলে উঠল, 'একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হওয়ার দরুণ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, সংঘর্ষে কোনো সুরাহা হয় না। আপনাকে ডেকে আনার সময় হেস্টিংস-এর অনুপস্থিতিতে সেই বোতলটা নিরাপদ জায়গায় রেখে দেওয়ার যথেষ্ট সময় পেয়েছিলাম। আঃ হেস্টিংস, তাড়াতাড়ি ওঁকে ধরো!'

পোয়ারোকে আমি ভুল বুঝলাম। আমি তো আমার বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম। একরকম ছুটেই ডাক্তারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু ডাক্তারের দ্রুত নড়েচড়ে ওঠার অন্য একটা মানে ছিল। সে তার হাত নিজের মুখের কাছে তুলে ধরল। একটা তীব্র রাসায়নিক গন্ধে ভরে উঠল বাতাস, মুহূর্তে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে শেষ পর্যন্ত মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল সে।

'আরো একটা শিকার', গম্ভীর গলায় বলল পোয়ারো, 'তবে সম্ভবত এটাই শেষ, আর এটাই সব থেকে ভাল উপায়। ওঁর মাথায় তিন-তিনটি মৃত্যু গজগজ করেছিল এক সময়।'

'ডঃ এ্যামেস?' বোকার মতো আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'কিন্তু আমি তো জানতাম, তুমি ছিলে ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী, ছিলে না?

'তুমি আমায় ভুল বুঝেছ হেস্টিংস। আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম, ভয়ঙ্কর কুসংস্কারে আমি বিশ্বাসী। অপ্রাকৃতিক শক্তির জন্য এই সব লাগাতার মৃত্যু ঘটে যাবে, এটা যদি একবার মানুষের মনে গেঁথে দেওয়া যায়, তাহলে প্রকাশ্য দিবালোকে কাউকে তুমি ছুরিবিদ্ধ করে হত্যা করে অনায়াসে সেই মৃত্যুটা অপ্রাকৃতিক শক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে কোনো অসুবিধা হবে না তোমার। শুরু থেকেই আমি সন্দেহ করেছিলাম, এই সহজাত ধারণার সুযোগ নিচ্ছে একজন লোক। আমার ধারণা স্যার জন উইলার্ডের মৃত্যুর পর থেকে তার মাথায় আসে। সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃতিক শক্তির রোষ চড়ে যায়। আমার যতদূর ধারণা স্যার জনের মৃত্যুতে কেউই লাভবান হবে না। মিঃ ব্লেইবনারের ব্যাপারটা ভিন্ন ধরনের। তিনি ছিলেন প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক। নিউ ইয়র্ক থেকে যে সব খবর সংগ্রহ করেছি, তার মধ্যে অনেকগুলোই তথ্যপূর্ণ। শুরুতেই দেখা যাচ্ছে, তরুণ ব্লেইবনার বলেছিল ঈজিপ্টে তার একজন বন্ধু আছে, যার কাছ থেকে সে প্রচুর অর্থ ধার হিসাবে পেতে পারে। একটু মাথা ঘামালেই দেখা যাবে, বন্ধু বলতে সে তার জ্যাঠামশাইকেই বুঝিয়েছিল, বন্ধু মানে হিতাকাঙ্খী। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে, সোজাসুজি সে তার জ্যাঠামশাইয়ের নাম উল্লেখ করতে পারত, কিন্তু যে কারণেই হোক, সেটা গোপন রাখতে চেয়েছিল সে। আর একটা জিনিস হলো, অনেক টাকা খরচ করেছিল সে ঈজিপ্ট যাওয়ার জন্য, দেশে ফেরার মতো অর্থ তার কাছে ছিল না। এদিকে তার জ্যাঠামশাই সাফ জানিয়ে দেন, এক পেনিও ধার দেবেন না তাকে। তবু নিউ ইয়র্কে ফিরে এসেছিল সে। অতএব এর থেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে, কেউ নিশ্চয়ই তাকে প্রয়োজনীয় অর্থ ধার দিয়ে থাকবে।'

'এ সব যুক্তি খুবই ক্ষীণ', আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'এ সব সত্য কিনা তা বিচার্য বিষয়।'

'বিচলিত হয়ো না হেস্টিংস, শোনো, আরো অনেক তথ্য আছে। রূপকের ছলে এমন অনেক কথা বলা হয়েছে, যা আক্ষরিক অর্থে সত্য। বিপরীত কিছুও ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে যে সব কথা আক্ষরিক অর্থে সত্য বলে ধরা হয়েছে, সেগুলো রূপকথা হতে পারে। তরুণ ব্লেইবনার বলেছে : 'আমি একজন কুষ্ঠরোগী', কিন্তু সে যে মারাত্মক কুষ্ঠরোগের শিকার হয়ে পড়ার দরুণ আত্মহত্যা করেছিল, এ কথা কেউই উপলব্ধি করতে পারেনি।'

'কি?' হঠাৎ বলে ফেললাম।

'নারকীয় মনের এ এক চতুর আবিষ্কার। তরুণ ব্লেইবনার ত্বকের অসুখে ভুগছিল অনেকদিন থেকে। বহুদিন দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপগুলোতে বসবাস করেছিল সে। সেখানে এ ধরনের অসুখের প্রবণতা ছিল। ডঃ এ্যামেস তার পুরনো বন্ধু, এবং একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক, তার কথা অবিশ্বাস করার স্বপ্নও কখনো দেখেনি তরুণ ব্লেইবনার। এখানে

এসে আমার সন্দেহ হয়, হারপার এবং ডঃ এ্যামেসের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। অতি সত্বর আমি উপলব্ধি করি, কেবল ডাক্তারই এ ধরনের জঘন্য রটনা করতে পারে, এবং অপরাধ চাপা দিতে পারে। হারপারের কাছ থেকেই জানতে পারি যে, আগে তরুণ ব্লেইবনারের সঙ্গে পরিচিত ছিল সে। সন্দেহ নেই যে, কোনো একসময় তরুণ ব্লেইবনার তার উইল কিংবা ডাক্তারের অনুকূলে তার জীবনবীমা করে থাকবে। ডাক্তার দেখল, মোটা টাকার সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার সুযোগ রয়েছে তার। মিঃ ব্লেইবনারের দেহে সেই ভয়ঙ্কর অসুখের বীজানুর টিকা দেওয়া একমাত্র ডাক্তারের পক্ষেই সম্ভব। তারপর তরুণ ব্লেইবনার তার সেই ডাক্তার বন্ধুর মারফত সেই ভয়ঙ্কর খবরটা পেয়ে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে, এবং নিজে নিজেকে গুলিবিদ্ধ করে আত্মহত্যা করে বসে। ওদিকে মিঃ ব্লেইবনারের মনে যাই থাকুক না কেন, তিনি কোনো উইল করে যাননি। স্বভাবতই তাঁর সব সৌভাগ্য, তার সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত তাঁর ভাইপো তরুণ ব্লেইবনার। আর তাঁর ভাইপোর অবর্তমানে সেই অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী হতো ডঃ এ্যামেস।'

'আর মিঃ স্নেইডার?'

'আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। মনে রেখো তরুণ ব্লেইবনারকে সেও বেশ ভাল করেই জানত। হয়তো সে সন্দেহ করে থাকবে কোনো ব্যাপারে। কিংবা ডাক্তার হয়তো ভেবে থাকবে, উদ্দেশ্যহীন এবং অপ্রয়োজনীয় আর একটা মৃত্যুকে। সবার মনে হতে পারে, সেটা অপ্রাকৃতিক শক্তির আর একটা শিকার বটে! তাছাড়া আমি তোমাকে একটা আকর্ষণীয় মনস্তত্ত্বমূলক ঘটনার কথা বলব। জানো হেস্টিংস, একজন খুনীর সব সময় ইচ্ছা হয়ে থাকে আর একটা সফল অপরাধ করার জন্য, তার আগের অপরাধের সাফল্য তাকে এইভাবে অনুপ্রাণিত করে থাকে। এই কারণেই তরুণ উইলার্ডের জন্য আমার আশঙ্কা ছিল। আর রাতে যে ছায়ামূর্তিটা তুমি দেখেছিলে সেটা ছিল হাসানের। আমার নির্দেশেই ছায়ামূর্তির পোশাক ধারণ করেছিল সে। আমি চেয়েছিলাম, এই ভাবে ডাক্তারকে ভয় দেখানোর জন্য। কিন্তু দেখা গেল, অপ্রাকৃতিক শক্তি দেখিয়ে তাকে ভয় দেখানো যাবে না, তা করতে হলে অন্য কোনো পথ ধরতে হবে। আমার মনে হয়েছিল, অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে আমার বিশ্বাস পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি সে। তার জন্য আমি যে ছোটখাটো একটা নাটকের অবতারণা করেছিলাম, সেটা তাকে ঠকাতে পারেনি। আমার তখন সন্দেহ হয়, আমি তার পরবর্তী শিকার হতে যাচ্ছি। কিন্তু তার সেই নারকীয় ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ুকোষগুলো এখানকার প্রচণ্ড গরমে এবং পায়ের নিচে তপ্ত বালির স্পর্শেও একেবারে অকেজো হয়ে যায়নি, এখনো সেগুলো যথেষ্ট সক্রিয় আছে বলেই যথাসময়ে আমি তার মতলবটা ধরে ফেলি এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করি।'

পোয়ারো তার বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দেয়। বেশ কয়েক বছর আগে মত্ত অবস্থায় তরুণ ব্লেইবনার একটা অশুভ উইল করে বসে। আমার এই সিগারেট কেস, যেটার তুমি খুবই প্রশংসা করে থাকো, এছাড়া আমার সব কিছুই..., সে তার

উইলে এই ভাবে লিখে যায়, 'আমার মৃত্যুর পর আমার একমাত্র সুহৃদ রবার্ট এ্যামেস আমার সব কিছুর উত্তরাধিকারী হবে। একসময় সে আমাকে জলে ডুবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। আমার এই উইল তারই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।''

যতদূর সম্ভব এই কেসটা ধামাচাপা পড়ে যায়। আর সম্রাট মেন-হার-রা'র কবর খননের প্রতিহিংসা নেওয়ার প্রসঙ্গে সেই সব স্মরণীয় ধারাবাহিক মৃত্যু নিয়ে আজও জনসাধারণ আলোচনা করে থাকে—যে বিশ্বাসের কথা পোয়ারো আমাকে বলেছিল তা ঈজিপ্সীয়দের বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনার পরিপন্থী।

অবগুণ্ঠিতা

THE VEILED LADY

'দ্য ভেইলড লেডি ১৯২৩ সালের ৩রা অক্টোবর 'দ্য কেস অব এ ভেইলড লেডি' নামে প্রকাশিত হয় ''দ্য স্কেচ'' পত্রিকায়।'

বেশ কয়েক দিন ধরে লক্ষ্য করছি পোয়ারোর অসন্তোষভাব যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে এবং অস্থির হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি আমাদের হাতে সাড়া-জাগানো এমন কোনো কেস নেই, যাতে করে আমার এই ছোট-খাটো চেহারার বন্ধুটি তার উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতাবলে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আজ সকালে খবরের কাগজওয়ালার কাছে প্রভাতী-সংবাদপত্রটা বলতে গেলে একরকম লুফে নিয়ে তার ওপর চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অধৈর্য হয়ে পোয়ারো চিরকালের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় তার অতি প্রিয় শব্দটি 'বাও!' এমন জোরে উচ্চারণ করল ঠিক যেন বেড়ালের হাঁচির মতো শোনালো।

'ওরা আমায় ভয় করে হেস্টিংস; তোমার ইংলন্ডের অপরাধীরা আমায় ভয় পায়! বেড়াল যেখানে হাজির, নেংটি ইঁদুররা ভুলেও পনির খেতে আসবে না সেখানে।'

'আমার মনে হয় না, অপরাধীদের একটা বিরাট অংশ তোমার উপস্থিতির কথা জানে', হাসতে হাসতে আমি বললাম।

পোয়ারো বড় বড় চোখ করে তাকাল আমার দিকে, তার সেই চোখে তীব্র ভর্ৎসনা প্রতিফলিত হতে দেখা গেল। সব সময় সে মনে করে, সারা পৃথিবীর মানুষ এরকুল পোয়ারোর কথা ভাবে এবং তাকে নিয়ে আলোচনা করে। আমি স্বীকার করছি, সে

নিজেই ইংলন্ডে যথেষ্ট নাম করেছে, তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে, কিন্তু তার উপস্থিতি যে অপরাধ জগতে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টি করে, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না আর মানিও না।

আমি ওকে একটু খোঁচা দেওয়ার জন্য বললাম, 'সেদিন বন্ড স্ট্রীটে প্রকাশ্য দিবালোকে অলঙ্কার ডাকাতি কেসটার ব্যাপারে কি হলো?'

'যদিও অপরাধীদের পক্ষে এটা একটা প্রচণ্ড আঘাত', পোয়ারো মাথা নেড়ে বলল, 'কিন্তু এটা আমার আওতায় পড়ে না, অন্তত প্রাথমিকভাবে আমাকে ডাকা হয়নি, ডাকলেও আমি যে কতটা সফল হতাম বলা মুশকিল। কারণ এটা চকিতের ঘটনা, চোখের পলক পড়তে না পড়তেই অপারেশন শেষ। যাইহোক, ঘটনাটা ছিল এই রকম—একজন দুষ্কৃতকারী গুলিভর্তি বন্দুক নিয়ে একটা জুয়েলারি দোকানের সামনে এসে সেখানকার মালিক, কর্মচারী কিংবা প্রহরীরা সতর্ক হওয়ার আগেই চকিতে যে কাচের জানালা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে সেখান থেকে অনেকগুলো মূল্যবান হীরা-জহরতের পাথর হাতিয়ে নেয়। যাইহোক, বুদ্ধিমান নাগরিকরা অতি তৎপরতার সঙ্গে চোরটিকে ধরে ফেলে। তাকে বামালসমেত পুলিশের হাতে তুলে দিলে দেখা যায় যে, তথাকথিত সেই সব মূল্যবান পাথরগুলি স্রেফ নকল কাচের টুকরো এক-একটা। এও তার আর এক হাত সাফাইয়ের কাজ। কর্তব্যরত পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেওয়ার আগেই সে সত্যিকারের দামী পাথরগুলো উপস্থিত সবার চোখে ধূলো দিয়ে সেই ভীড়ের মধ্যে তার এক সহযোগীর হাতে পাচার করে দেয়, সেই সব নাগরিক, যাদের একটু আগেও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে মনে হয়েছিল, তাদেরই মধ্যে একজন সে। এ কথা সত্যি যে, আদালতের বিচারে জেলে তাকে যেতেই হবে, কিন্তু জেল থেকে ফিরে এসে সে দেখবে একটা চমৎকার সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে তার জন্যে। এরকম অনুমান করাটা মন্দ নয়। কিন্তু আমি এর থেকেও ভাল কিছু করে দেখাতে পারতাম। জানো হেস্টিংস, আমার দুঃখ কি জানো, এরকমই একটা নৈতিক মেজাজে আমি সব সময় থাকতে চাই। একটা পরিবর্তন আনার জন্যে আইনের বিরুদ্ধে কাজ করাটা বেশ আনন্দদায়ক বলে মনে হতে পারে কিন্তু সেটা সর্বজন গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিনা আমি জানি না।'

'ওসব দুঃখখু-টুখ্‌খু নয় পোয়ারো, আনন্দ করে যাও, দেখবে তাতেই সুখ, তাতেই শান্তি। তুমি তো জানো, তুমি তোমার লাইনে অনন্য, অদ্বিতীয়!'

'কিন্তু এই মুহূর্তে আমার নিজস্ব লাইনে আমার হাতে কিই বা আছে বলো, হাত যে একেবারে শুন্য।'

আমি খবরের কাগজটা আমার হাতে তুলে নিলাম।

'এই তো এখানে তোমার লাইনের একটা রহস্যজনক খবর রয়েছে। হল্যান্ডে একজন ইংলিশম্যানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর', আমি বললাম।

'ওরা সব সময় এমনি বলে থাকে, আর পরে ওরা দেখতে পায় লোকটি টিনে মজুত করা মাছ খেয়ে মারা গেছে, আর স্বভাবতই সম্পূর্ণভাবে ও স্বাভাবিকভাবেই তার মৃত্যু হয়েছে।'

'ঠিক আছে, তুমি যদি অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্য বদ্ধপরিকর হও—!'

'হবো না?' এই বলে পোয়ারো পায়ে পায়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'ওই যে ওখানে রাস্তায়, সাহিত্যিকরা তাদের গল্প-উপন্যাসে কি যেন বলে, হ্যাঁ মনে পড়েছে, 'ভীষণভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করা ছদ্মবেশী লেডি।' ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছেন তিনি। উনি বেল টিপলেন, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে উনি আসছেন। এখন কিছু সাড়া জাগানো খবর শোনা যেতে পারে এখানে। যিনি আসছেন তাঁর মতো যদি তিনি যুবতী ও সুন্দরী হন, বড় কোনো ব্যাপার ছাড়া কেউ ছদ্মবেশ ধারণ করে না।'

মিনিটখানেক পরে আমাদের দর্শনার্থী ঘরে এসে ঢুকলেন। পোয়ারোর কথামতো সত্যি তিনি ভীষণভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। যদি না তিনি তাঁর মুখের ওপর থেকে কালো স্প্যানিশ লেন্সটা না সরান তাঁর চেহারাটা সঠিকভাবে নিরুপন করা যাবে না। তারপরেই আমি দেখলাম, তার স্বতঃলব্ধ জ্ঞানই ঠিক হলো শেষ পর্যন্ত। ভদ্রমহিলা সত্যি সত্যি রীতিমতো সুন্দরী, সুন্দর চুলের গড়ণ, এবং তত্োধিক সুন্দর তাঁর চোখদুটি। তার পরনের দামী পোশাক, হাল-ফ্যাসানের সাজগোজ দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করে নিলাম, ভদ্রমহিলা সমাজের উঁচুতলার কেউ একজন হবেন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো', নরম ও সুরেলা গলায় ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি খুব ঝামেলায় পড়েছি। আপনি যে আমাকে সাহায্য করতে পারেন আমার বিশ্বাস করতে ভয় হয়। কিন্তু আমি আপনার অনেক সুখ্যাতির কথা শুনেছি, তাই আক্ষরিক অর্থে আপনাকে আমার ত্রাণকর্তা বলে ধরে নিয়ে আপনার কাছে এসেছি শেষ আশা নিয়ে এই কারণে যে, আপনি আমার জন্যে অসাধ্য সাধন করবেন, অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবেন।'

'অসম্ভব কথাটা আমাকে সব সময় আনন্দ দেয়', পোয়ারো বলল। 'মাদামোয়াজেল থামলেন কেন, বলে যান।'

আমাদের সুন্দরী অতিথি একটু ইতস্তত করলেন।

'কিন্তু আপনাকে একটু খোলামেলা হতে হবে', পোয়ারো আরও বলল। 'যে কোনো ব্যাপারে আপনি যেন আমাকে অন্ধকারে ফেলে রাখবেন না। অবশ্য যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন—'

'না, না, আমি আপনাকে বিশ্বাস করব', মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল। 'আপনি লেডি মিলিসেন্ট ক্যাসল ভওঘানের নাম শুনেছেন?'

আমি আগ্রহসহকারে তাঁর দিকে তাকালাম। লেডি মিলিসেন্ট-এর সঙ্গে সাউথশায়ারের ডিউকের বাগদানের ঘোষণা হয় কয়েক দিন আগে। আমি জানি, তিনি একজন কপর্দকশূন্য আইরিশ লোকের পঞ্চম কন্যা এবং সাউথশায়ারের ডিউক হলেন ইংলন্ডের একজন সম্মানিত ব্যক্তি।

'আমি সেই লেডি মিলিসেন্ট', মেয়েটি বলতে থাকল, 'আপনি আমার বাগদানের

খবরটা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। সুখী মেয়েদের মধ্যে আমি একজন। ওঃ, মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি কিন্তু খুব ঝামেলায় পড়েছি। একজন ভয়ঙ্কর লোক, নাম তার ল্যাভিংটন, জানি না তার কথা কি করে আপনাকে বলব। আমার বয়স তখন মাত্র ষোল, আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম, আর সে, সে এখন—'

'তা সেই চিঠিটা কি আপনি এই ল্যাভিংটনকে লিখেছিলেন?'

'ওহো না, তাকে না! এক তরুণ সৈনিককে, আমি তার খুব অনুরক্ত ছিলাম, যুদ্ধে সে নিহত হয়।'

'বুঝেছি,' পোয়ারো নরম গলায় বলল।

'মূর্খের মতো সেই চিঠিটা লিখে আমি তখন অদূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও মঁসিয়ে পোয়ারো, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু সেই চিঠিতে এমন কতকগুলো উক্তি ছিল যার অন্য রকম ব্যাখ্যা হতে পারে।'

'তাই বুঝি!' পোয়ারো বলল, 'আর এই চিঠিটাই মিস্টার ল্যাভিংটনের হাতে গিয়ে পৌছেছে, এই তো?'

'হ্যাঁ, একটা বিরাট অঙ্কের টাকা যদি তার দাবীমতো আমি দিতে না পারি, সে আমাকে হুমকি দিয়েছে, চিঠিটা সে ডিউকের কাছে পৌছে দেবে। কিন্তু অত টাকা আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব।'

'লোভী লোক!' হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে আবার বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করবেন লেডি মিলিসেন্ট।' এখানে একটু থেমে পোয়ারো আবার বলল, 'আচ্ছা মাদামোয়াজেল, আপনার ভাবী স্বামীকে এ ব্যাপারে সব খুলে বললে ভাল হতো না?'

'না মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার মনে হয় না তাতে কোনো কাজ হবে। অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ এই ডিউক, ঈর্ষাকাতর এবং সন্দেহবাতিক গ্রস্ত, খারাপ জিনিসটাই বিশ্বাস করে নিতে অভ্যস্ত সে। এই কারণেই হয়তো আমাকে এখনি আমার বাগদান ভেঙে ফেলতে হবে।'

'বেশ তো', মুখে অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করে পোয়ারো বলল, 'আপনি আমাকে এখন কি করতে বলেন মাদামোয়াজেল?'

'আমি ভেবেছি আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে মিস্টার ল্যাভিংটনকে বলব। আমি তাকে বলব এ ব্যাপারে তার সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে আমি আপনাকে নিয়োগ করেছি। হয়তো কথা বলে আপনি তার দাবীর টাকাটা কমাতে পারবেন।'

'তা তার দাবী কত?'

'কুড়ি হাজার পাউন্ড যা আমার পক্ষে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।'

'আপনার আসন্ন বিয়ের কথা ভেবে আপনি সম্ভবত টাকাটা ধার করতে পারেন। কিন্তু আমার সন্দেহ সেটার অর্ধেকও আপনি হয়তো যোগাড় করতে পারবেন না। তাছাড়া টাকাটা আপনি তাকে দিলে সেটা আমার কাছে বিরক্তিকর বলেই মনে হবে।

না, এরকুল পোয়ারোর উদ্ভাবনী দক্ষতা আপনার শত্রুকে ঠিক পরাস্ত করবেই। ঠিক আছে, মিস্টার ল্যাভিংটনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। সঙ্গে করে চিঠিটা কি সে আনতে পারে বলে মনে হয়?'

মেয়েটি মাথা নাড়লেন।

'আমি তা মনে করি না, কারণ সে খুবই সতর্ক।'

'আমার মনে হয়, চিঠিটা যে সত্যি সত্যি তার কাছে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'হ্যাঁ, আমি যখন তার বাড়িতে যাই, চিঠিটা সে আমাকে দেখিয়েছিল।'

'আপনি তার বাড়িতে গেছলেন? মাদামোয়াজেল, এটা অত্যন্ত হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছেন আপনি।'

'তাই কি? কি করব বলুন, আমি তখন খুবই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে হয়তো তাকে টলানো যেতে পারে।'

'ওহো, আপনি কি জানেন না, এই পৃথিবীতে ল্যাভিংটনদের মতো লোকেদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করে কিংবা আকুল প্রার্থনা জানিয়ে কখনোই টলানো যায় না। বরং এই চিঠির গুরুত্ব যে আপনার কতখানি সেটা দেখে মনে মনে আরো বেশি উল্লসিত হবে, নতুন করে প্যাঁচ কষবে কি করে আপনাকে তার দাবীর টাকাটা দিতে বাধ্য করা যায়। সে যাইহোক, এখন বলুন সেই মহামান্য লোকটি কোথায় থাকেন?'

'বুওনা ভিস্তা, উইম্বিলডনে। রাতের অন্ধকার হলে পর আমি সেখানে গেছলাম।'

পোয়ারো আর্তনাদ করার মতো চিৎকার করে উঠল, 'আমি বলে রাখছি, একেবারে শেষে আমি পুলিশকে খবর দেব।' মুখে বলল বটে তবে সঙ্গে সঙ্গে সে আবার অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল, 'সে যাইহোক, লেডি মিলিসেন্ট, আপনিও ইচ্ছে করলে পুলিশকে খবর দিতে পারেন। তবে আমি এও বলব, এটা পুলিশের কোনো ব্যাপার তাও ঠিক বলা যায় না।' বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো।

'কিন্তু আমি মনে করি, তার থেকেও আপনি অনেক বেশি জ্ঞানী-গুণী', বলতে থাকে সে। 'ধরুন, এই চাইনীজ পাজল্ বক্সে আপনার চিঠিটা পড়ে রয়েছে!' চিঠিটা সে বাক্সের মধ্যে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখল যাতে করে আমিও দেখতে পাই। আমি সেটা ছিনিয়ে নিতে গেলাম, কিন্তু আমার চেয়েও দ্রুতগতিতে সে তার হাতটা সরিয়ে নিল। একটা ভয়ঙ্কর হাসি হেসে চিঠিটা সে ভাঁজ করে একটা ছোট কাঠের বাক্সে চালান করে দিল।' এটা এখানে যে সম্পূর্ণ নিরাপদ, আমি তা হলপ করে বলতে পারি। তাই আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন', সে আরও বলল, 'আর বাক্সটা এমন একটা গোপন জায়গায় লুকনো থাকবে যে, আপনি কখনোই সেটা খুঁজে পাবেন না।' আমার দৃষ্টি ঘুরে গিয়ে এবার পড়ল দেওয়াল-আলমারির দিকে। মাথা নেড়ে হাসল সে। 'ওটার থেকেও একটা ভাল আলমারি আমার কাছে আছে', বলল সে। 'ওহো, সে একজন অতি জঘন্য প্রকৃতির লোক! আপনি জানেন না কি রকম সর্বনাশই না করতে পারে

সে। মায়া মমতা বলতে কিছুই নেই তার, কাউকে সে ভালবাসে না। ভালবাসে সে কেবল টাকাকে। টাকাই তার ধ্যান-জ্ঞান, সব কিছুই। টাকার জন্যে সে মানুষকে খুনও করতে পারে। তাই ভয়ে কেউ তার ধারে-কাছে যেতে চায় না। অতএব মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি মনে করেন, সত্যি সত্যি আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?'

'পাপা পোয়ারোর ওপর বিশ্বাস রাখুন, দেখবেন আমি একটা না একটা পথ ঠিক বার করে ফেলেছি।'

বার বার এই সব আশ্বাস খুবই ভাল। এ সবই আমার ভাবনা। আমি আমার চোখের সামনে দেখলাম, পোয়ারো কেমন অসীম সাহসে তার সুন্দরী মক্কেলকে সঙ্গে নিয়ে নিচেরতলা পর্যন্ত নেমে গেল তাকে বিদায় জানাবার জন্যে। এই মুহূর্তে তাকে খুবই নির্বিকার দেখাচ্ছিল। কিন্তু আমি তো জানি, মনে হচ্ছে এবার আমরা খুব কঠিন একটা সমস্যার মুখোমুখি হতে চলেছি, যার সমাধান বার করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পোয়ারো ফিরে এলে এসব কথাই আমি তাকে বললাম। দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল সে।

'হ্যাঁ, সমাধান কখনো কারোর চোখের সামনে আছড়ে পড়ে না। এই লোকটার সুবেধে অনেক। এ ব্যাপারে সে আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে। জানি কি ভাবে ওকে পাকড়াও করব, আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে পুরব।'

কথামতো মিস্টার ল্যাভিংটন আমাদের কাছে এলো বিকেলে। লোকটাকে প্রথম দেখেই মনে হলো, লেডি মিলিসেন্ট ঠিকই বলেছেন, অতি জঘন্য প্রকৃতির লোক সে। আমাদের আলোচনার শেষে প্রথমেই নজর পড়ল আমার জুতোর ওপর, আমার তখন এত রাগ হচ্ছিল যে, ইচ্ছে হচ্ছিল পায়ের জুতো খুলে ওকে জুতোপেটা করে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিই। রাগে উত্তেজনায় খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল সে, এবং সভ্য মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ প্রকাশ পাচ্ছিল তার মধ্যে। পোয়ারো ভদ্রলোকের চুক্তির প্রস্তাব দিলে সে সেটা অবজ্ঞাভরে উড়িয়ে দিলো ব্যাঙ্গের হাসি হেসে। লেডি মিলিসেন্টের চিঠির ব্যাপারে সে এমন ভাব দেখালো যেন এই পরিস্থিতির হাল তার নিজের হাতে, যে ভাবে সে চালাবে ঠিক সেভাবেই আমাদের চলতে হবে। ওর এই ঔদ্ধত্য আমার ভীষণ অসহ্য লাগল। এই মুহূর্তে পোয়ারোর নেতিবাচক ভূমিকা দেখে আমার মনে হলো, সে যেন তার আগের সব দক্ষতা হারিয়ে ফেলেছে। তাকে নিরুৎসাহ এবং হতাশ দেখালো।

'ভাল কথা। ভদ্রমহোদয়গণ', ল্যাভিংটন তার টুপিটা হাতে তুলে নিতে গিয়ে বলল, 'মনে হয় না, এ ব্যাপারে আমরা খুব বেশি দূর আর এগোতে পারব। তাহলে কেসটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে : লেডি মিলিসেন্টের মতো একজন আকর্ষণীয়া মহিলার সস্তা দম্ভ চূর্ণ করার সময় হয়ে গেছে,' জঘণ্য হাসি হেসে সে আরও বলল, 'যাইহোক, আমার দাবীর অর্থ আঠারো হাজারে নামাতে পারি। একটা জরুরী কাজের জন্যে আজই

আমাকে একবার প্যারিসে যেতে হচ্ছে। আগামী মঙ্গলবার ফিরে আসব। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত টাকাটা না পেলে চিঠিটা ডিউকের কাছে চলে যাবে। আপনি যেন বলবেন না এই টাকাটা লেডি মিলিসেন্ট যোগাড় করতে পারবেন না। ওঁর এমন কিছু গুণমুগ্ধ বন্ধু আছেন যারা ওঁকে ওই টাকাটা ধার হিসেবে দিতে পা বাড়িয়ে আছেন। অবশ্য নিজের মুখে সেই ইচ্ছেটা ওঁকে প্রকাশ করতেই হবে।'

আমার চোখ দুটো জ্বলে উঠল, যে কোনো মুহূর্তে আগুন যেন ঝরে পড়তে পারে। আমি তার দিকে এক পা এগিয়ে যেতে গেলাম তার এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দেবার জন্যে। কিন্তু তার আগেই ল্যাভিংটন তার কথা শেষ করেই দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

'হায় ঈশ্বর!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'কিছু একটা করতেই হবে। মনে হচ্ছে তুমি যেন হাল ছেড়ে বসে আছ পোয়ারো!'

'আমি বেশ বুঝতে পারছি বন্ধু, তোমার হৃদয়টা বড় সহৃদয়। কিন্তু তোমার ধূসর কোষগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয়। আমি আমার চিরাচরিত ক্ষমতাবলে মিস্টার ল্যাভিংটনকে প্রভাবিত করতে চাই না। সে আমাকে যত ভীরু বলে মনে করবেন, ততোই ভাল।'

'কিন্তু কেন?'

'ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলের', পোয়ারো বিড়বিড় করে আমাকে মনে করিয়ে দিতে চাইল, 'লেডি মিলিসেন্ট এসে পৌছনোর আগেই আইনবিরুদ্ধ একটা কাজ করার ইচ্ছা আমি প্রকাশ করতে চাই।'

'তার মানে তুমি ল্যাভিংটনের অনুপস্থিতিতে তার বাড়িতে হানা দিয়ে চিঠিটা চুরি করতে চাও?'

'ঠিক তাই। এক-এক সময় তোমার মানসিক কার্যকলাপ অতি দ্রুত এবং বিস্ময়করভাবে যে কাজ করে তা তোমার এ কথায় প্রমাণ পাওয়া গেল বলেই আমি মনে করি হেস্টিংস।'

'ঠিক আছে, কিন্তু ধরো চিঠিটা সে যদি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায়?'

পোয়ারো মাথা নাড়ল।

'না, তার কোনো সম্ভাবনা নেই। তার বাড়িতে একটা লুকোনোর জায়গা আছে, আর সেখানে চিঠি রাখাটা বেশি নিরাপদ বলেই মনে করে সে।'

'তা এ কাজ আমাদের কবে নাগাদ করতে হবে, মানে কবে আমাদের চোর হয়ে তার বাড়িতে সিঁদ কাটতে হবে?'

'আগামীকাল রাত্রে। আমরা এখান থেকে রাত এগারোটা নাগাদ যাত্রা শুরু করব।'

নির্দিষ্ট সময়ে আমি যাবার জন্যে তৈরি হয়ে থাকলাম। একটা কালো রঙের স্যুট

পরলাম, মাথায় একটা নরম কালো টুপি। কালো রঙটা বেছে নিলাম এই কারণে যে, রাতের অন্ধকারে স্পষ্ট করে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। পোয়ারো আমার এহেন পোশাক দেখে চোখ পিটপিট করে তাকাল আমার দিকে।

'তুমি দেখছি চোরেদের মতো উপযুক্ত পোশাকই পড়েছ, ভালই করেছ', পোয়ারো হাসতে হাসতে বলল, 'চলো, টিউবরেলে উইম্বিলডন পর্যন্ত যাওয়া যাক।'

'সঙ্গে কিছু নেব না? যেমন ধরো দরজা ভাঙার যন্ত্রপাতি?'

'শোনো বন্ধু হেস্টিংস, এরকুল পোয়ারো অমন কাঁচা কাজ করে না।'

আমি আর কথা বাড়ালাম না, তবে আমার কৌতূহল জাগ্রত রইল।

ঠিক মাঝরাতে শহরতলীর বওনা ভিস্তার একটা ছোট্ট বাগানে আমরা প্রবেশ করলাম। বাড়িটা নিঝুম রাতের ঘন-কালো অন্ধকারে ডুবে ছিল। একটা ভয়ঙ্কর নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল সেখানে। পোয়ারো সোজা বাড়ির পিছনে একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নিঃশব্দে জানালার সার্সি তুলে ইশারায় আমাকে ঘরের ভেতরে ঢুকতে বলল।

'আশ্চর্য, তুমি কি করে জানলে যে, এই জানালাটা খোলা থাকবে?' ফিস্‌ফিসিয়ে বললাম। সত্যি কথা বলতে কি ব্যাপারটা আমার কাছে যেন একটা ভূতুড়ে ব্যাপার বলে মনে হলো।

'কারণ আজ সকালেই এই উপলব্ধিটা আমার হয়েছে।'

'অ্যাঁ?'

'অ্যাঁ নয় হ্যাঁ। আর সেটা হয়েছে খুব সহজেই। আমি আজ সকালে মিস্টার ল্যাভিংটনের বাড়ির হাউসকীপারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। ইন্সপেক্টর জ্যাপের অফিসের বর্ণিত একটা নকল কার্ড দেখিয়ে হাউসকীপারকে বলি, মিস্টার ল্যাভিংটনের ইচ্ছেমতো তাঁর অনুপস্থিতিতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আমাকে পাঠিয়েছে তাঁর ঘরের দরজা-জানালার খিল ও ছিটকিনি ঠিকমতো দেওয়া আছে কিনা দেখার জন্যে। আজকাল চোরের উপদ্রব যেভাবে বাড়ছে, তাতে পুলিশের পক্ষে এই রুটিন-চেকিং খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। হাউসকীপার আমার এই মন-ভেজানো কথা শুনে পরম উৎসাহে আমাকে স্বাগত জানালেন। আমি তাঁকে আরও বললাম, জানেন তো সম্প্রতি মিস্টার ল্যাভিংটনের দু'জন মক্কেলের ঘরে চোর এসেছিল, যদিও তেমন দামী কিছু চুরি যায়নি, তবু সাবধানের মার নেই। এই অজুহাত দেখিয়ে আমি সমস্ত জানালাগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম এবং আমার নিজস্ব কিছু ব্যবস্থা নিতে চাকরদের সতর্ক করে দিয়ে বললাম, আগামীকাল পর্যন্ত কেউ যেন জানালায় হাত না দেয়, কারণ সেগুলো বিদ্যুৎপ্রবাহিত।'

'সত্যি পোয়ারো, কি অদ্ভুত তোমার উদ্ভাবনী ক্ষমতা! তুমি চমৎকার।'

'না, না, এর মধ্যে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই বন্ধু, এটা খুবই সহজ ব্যাপার। এসো,

এখন আমাদের পরবর্তী কাজে হাত দেওয়া যাক। বাড়ির একেবারে ওপরতলায় চাকর-বাকররা ঘুমোয়। তাই তাদের ঘুমের ব্যাঘাত বড় একটা হবে বলে মনে হয় না।'

'আমার মনে হয়, সিন্দুকটা দেওয়ালের কোনো নিরাপদ জায়গায় রাখা আছে।'

'নিরাপদ? অর্থহীন কথা! নিরাপদ বলতে কিছু নেই। মনে রেখো মিস্টার ল্যাভিংটন একজন চতুর লোক। সবাই প্রথমেই সিন্দুকের খোঁজ করে আর সে কথা ল্যাভিংটনের মতো ধুরন্ধর লোকের অজানা থাকার কথা নয়। তাই হয়তো দেখবে, সিন্দুকের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ কোনো লুকনোর জায়গা সে আবিষ্কার করে থাকবে।'

এর ফলে আমরা বাড়ির সমস্ত জায়গায় একটা পদ্ধতিগত ব্যাপারে কয়েক ঘণ্টা ধরে বাড়ি তছনছ করার পরেও আমাদের অনুসন্ধান কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার উপক্রম হলো। এই সময় পোয়ারোর চোখেমুখে রাগ ও বিরক্তির রেখা ফুটে উঠতে দেখলাম।

'আহা, এ কি হলো? সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো কি এবার নীরবে শুধুই মার খেয়ে যাবে? না, কখ্খনো না! ঠাণ্ডা মাথায় সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার পর্যালোচনা করা যাক, যুক্তি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। আমাদের ধূসর কোষগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা যাক!'

কিছুক্ষণের মধ্যে নীরব হলো সে। চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো কি যেন ভাবল, তারপরেই সে যখন আবার চোখ মেলে তাকাল তখন আমি তার চোখে সেই বহুপরিচিত সবুজ আলোর ঝিলিক যেন দেখতে পেলাম।

'আচ্ছা, আমি কি বোকা! রান্নাঘরের কথা একবারও ভাবলাম না?'

'রান্নাঘর?' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'কিন্তু সে জায়গায় চিঠিটা রাখা অসম্ভব! সেখানে তো চাকর-বাকর আর রাঁধুনীদের কাজের জায়গা!'

'ঠিক তাই। একশোজনের মধ্যে নিরানব্বইজন এই একই কথা বলবে! আর এই কারণেই রান্নাঘরই কোনো কিছু লুকিয়ে রাখার আদর্শ জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়া যেতে পারে। রান্নাঘর রান্নার বহু সরঞ্জামে ভর্তি থাকে। আর তারই মধ্যে সেই চিঠিটা কোথাও লুকিয়ে রাখাটা ভাবাই যায় না!'

আমি সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী মন নিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার সমস্ত কার্যধারা নিরীক্ষণ করতে থাকলাম। প্রথমে রুটির পাত্র হাতড়ে দেখল সে, সসপ্যানও বাদ গেল না তার দৃষ্টি থেকে এবং গ্যাস-ওভেন নিয়েও মাথা ঘামাতে ছাড়ল না সে। শেষ দিকে ক্লান্ত হয়ে আমি ফিরে এলাম স্টাডিতে। আমি তখন একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেছি, যদি সেই চিঠিটা পাওয়া যায় তাহলে কেবল সেখানেই থাকার সম্ভাবনা আছে। হ্যাঁ, কেবল সেখানেই! এরপর আমি আরও কয়েক মিনিট ধরে স্টাডির ভেতরটায় অনুসন্ধান কাজ চালালাম এবং দেখলাম ঘড়িতে তখন সোয়া চারটে। অতএব খুব শীগ্‌গীরই দিনের আলো ফুটতে যাচ্ছে। আর তারপরেই রান্নাঘরে ফিরা যাওয়া যাবেখন।'

অবাক হয়ে দেখলাম, পোয়ারো কয়লার গাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কয়লার ধূলো লেগে তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক একেবারে নোংরা হয়ে গেছে। পোয়ারোর মুখটা বিকৃত।

'হ্যাঁ বন্ধু, এ রকম যে হবে আমার ধারণা ছিল না, কিন্তু তুমি হলে কি করতে?'

'অনিশ্চিতের পিছনে অযথা আমি সময় নষ্ট করতাম না, আর তোমার মতো কালি-ঝুলিও মাখতাম না। কারণ আমি বেশ ভাল করেই জানি যে, ল্যাভিংটন কখনোই ওই কয়লার মধ্যে অমন মূল্যবান চিঠিটা লুকিয়ে রাখতে পারে না।'

'কিন্তু তুমি যদি তোমার চোখদুটিকে ঠিকমতো ব্যবহার করো তাহলে দেখবে আমি কয়লা পরীক্ষা করছি না।'

তারপর আমি দেখলাম, কয়লা রাখার পিছনে একটা তাকে কিছু জ্বালানি কাঠ ডাঁই করে রাখা আছে। পোয়ারো কেমন নিপুণ হাতে একটার পর একটা কাঠের টুকরো নিচে নামিয়ে রাখছে। হঠাৎ সে মৃদু চিৎকার করে উঠল : 'হেস্টিংস, তোমার ছুরিটা দাও তো!'

আমি ছুরিটা তার হাতে তুলে দিলাম। ছুরিটা সে কাঠের মধ্যে বিঁধিয়ে দিল, এবং হঠাৎ কাঠটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। সেটা পরিষ্কার করাত দিয়ে কাটা ছিল আগেই, ভেতরটা ফাঁপা, ছোট-খাটো একটা গর্ত সৃষ্টি হয়ে গেছে সেখানে। এই গর্ত থেকে পোয়ারো একটা ছোট কাঠের চীনা বাক্স বার করল।

'খুব ভাল কাজ করেছ!' আমি চিৎকার করে অভিনন্দন জানালাম পোয়ারোকে।

'একটু আস্তে হেস্টিংস! গলা খুব বেশি চড়িও না। এসো, দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই কেটে পড়া যাক।'

কাঠের বাক্সটা পকেটে চালান করে দিয়ে পোয়ারো কয়লার বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে এলো। গায়ের ধূলো-ময়লা সাফ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর আমরা দ্রুত লন্ডনের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করলাম, পথে একটা ট্যাক্সি পেলে উঠে পড়তে হবে।

'কিন্তু আমি ভাবছি লুকোবার কি অভূতপূর্ব জায়গা!' আমি অনুযোগ করে বললাম, 'যে কেউ ঐ কাঠ ব্যবহার করতে তো পারতো?'

'কি বলছ হেস্টিংস, এই জুলাইয়ের গরমে ফায়ারপ্লেস কেউ জ্বালায় নাকি? তাছাড়া বাক্সটা কাঠের গাদার একেবারে নিচে রাখা ছিল, এই লুকনোর জায়গাটা উদ্ভাবনে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এসো, ওই তো একটা ট্যাক্সি আসছে। এবার সোজা বাড়ি, গা ধুয়ে একটা টানা ঘুম দিতে হবে।'

রাতের রোমাঞ্চকর উত্তেজনাপূর্ণ অভিযানের পর অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমলাম। আমি যখন শেষ পর্যন্ত বেলা একটার সময় বসবার ঘরে গেলাম, অবাক হয়ে দেখলাম পোয়ারো একটা আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে, তার একপাশে চীনা

বাক্সটা খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, এবং সেই বাক্স থেকে চিঠিটা বার করে শান্তভাবে পড়ছিল সে।

আমার দিকে সহাস্যে তাকিয়ে সে চিঠিটা তেমনি হাতে ধরে রেখে বলল, 'লেডি মিলিসেন্ট ঠিকই বলেছিলেন, এই চিঠিটা পড়লে ডিউক কখনও তাঁকে ক্ষমা করতে পারবেন না! এই চিঠিতে লেডি মিলিসেন্ট তাঁর প্রাক্তণ প্রেমিককে যেভাবে অসংযত ভাষায় প্রেম নিবেদন করেছেন এর আগে আমি কখনো এমন ভাষার মুখোমুখি হইনি।'

'সত্যি পোয়ারো?' আমি নেহাতই বিরক্ত হয়েই বললাম। 'বাঃ পোয়ারো, চিঠিটা তোমার পড়া উচিত হয়নি। এ ধরনের কাজ করা ঠিক নয়।'

'এরকুল পোয়ারো সেই কাজই করেছে', কেমন নির্বিকারভাবে আমার বন্ধুটি উত্তর দিল।

'আর একটা কথা', আমি না বলে থাকতে পারলাম না, 'গতকাল জ্যাপের সরকারী কার্ডটাও ব্যবহার করাটা ঠিক হয়নি, এ এক অন্যায় খেলা বই কিছু নয়।'

'কিন্তু হেস্টিংস, আমি তো অন্যায় খেলার জন্যে খেলিনি', উত্তরে পোয়ারো বলল, 'আমি এই কেস পরিচালনার খেলায় মেতে উঠেছিলাম।'

আমি আমার কাঁধ ঝাঁকালাম। পোয়ারো যে যুক্তি দেখালো তাতে আর কোনো তর্ক চলে না।

এই সময় সিঁড়িতে একজোড়া পায়ের নরম আওয়াজ ভেসে এলো। 'ওই বোধহয় লেডি মিলিসেন্ট এলেন', পোয়ারো বলে উঠল।

'আমাদের সুন্দরী মক্কেল ঘরে যখন ঢুকলেন, তখন তাঁর চোখে-মুখে রাজ্যের দুশ্চিন্তা যেন ফুটে উঠেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি যখন পোয়ারোর হাতে সেই চিঠিটা এবং তার পাশে চীনা বাক্সটা পড়ে থাকতে দেখলেন তখন তাঁর মুখের রং নিমেষে বদলে গেল, হঠাৎ এক উজ্জ্বল আলোয় সেটা যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'ওঃ মঁসিয়ে পোয়ারো, কি চমৎকার কাজ আপনি করেছেন! কিন্তু আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, এমন দুঃসাধ্য কাজ আপনি করলেন কি করে?'

'মাদামোয়াজেল, নেহাতই নিন্দনীয় পদ্ধতিতে। কিন্তু মিস্টার ল্যাভিংটনকে অভিযুক্ত করা যাবে না। এই নিন আপনার চিঠি।'

চকিতে একবার চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন : 'হ্যাঁ, তা তো বটেই! কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো! আপনি একজন চমৎকার মানুষ! তা এটা কোথায় লুকনো ছিল?'

পোয়ারো ঘটনার কথা সংক্ষেপে বলল।

'সত্যি, কি ভয়ঙ্কর চালাক লোক আপনি!' তিনি টেবিলের ওপর থেকে ছোট বাক্সটা নিজের হাতে তুলে নিলেন। 'এটা আমি একটা সুভেনির হিসেবে রেখে দেব।'

'মাদামোয়াজেল, আমি তো আশা করেছিলাম, আপনি এটা আমার কাছে রেখে

দেবার অনুমতি দেবেন আমাকে। আমিও এটা একটা সুভেনির হিসেবে নিজের কাছে রাখতে চাই।'

'আমার বিয়ের দিনে এর চেয়েও ভাল একটা সুভেনির আপনাকে পাঠাবার জন্যে আমি আশা করছি। মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না।'

'আপনার জন্যে একটা কাজ করতে পেরে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, সেটা যে কোনো অঙ্কের একটা চেক প্রাপ্তির চেয়েও বেশি। তাই যদি আপনি অনুমতি দেন তো বাক্সটা আমার কাছে রেখে দিতে পারি।'

'ওহো না মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি স্রেফ এটা আমার কাছেই রেখে দিতে চাই', হাসতে হাসতে বললেন তিনি।

লেডি মিলিসেন্ট বাক্সটার দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু তার আগেই পোয়ারোর হাতটা সেখানে পৌঁছে গেছে। তার হাতটা বাক্সের ওপর চেপে বসে গেছে।

'আমার মনে হয় না এটা আপনি নিতে পারবেন।' হঠাৎ পোয়ারোর কণ্ঠস্বর কেমন যেন বদলে গেল।

'কি বলতে চান আপনি?' মনে হলো লেডি মিলিসেন্টের কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন তীক্ষ্ণ ধারালো।

'যে ভাবেই হোক, দয়া করে এই বাক্সের অন্য সব জিনিসগুলো পৃথক করার অনুমতি দিন। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন এই বাক্সের মূল গহ্বরটা ছোট করে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ওপরের অর্ধাংশ আপোস-করা চিঠি, আর নিচের অর্ধাংশে—' কথাটা অসমাপ্ত রেখে দ্রুত সে তার একটা হাত তুলে ধরল। তার সেই হাতের চেটোয় চারটি বড় আকারের উজ্জ্বল দামী পাথর এবং দু'টি বড় আকারের দুধ-সাদা মুক্তো শোভা পাচ্ছিল।

'আমার অনুমান, এই সব মূল্যবান পাথর আর মুক্তোগুলো সেদিন বন্ড স্ট্রীটের একটা জুয়েলারি শপ থেকে চুরি গেছে।' পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল। 'এ ব্যাপারে জ্যাপ আমাদের যা বলার বলবেন।'

আমাকে আর এক দফা অবাক করে দিয়ে পোয়ারোর শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো ঠিক তখনি।

'আমার বিশ্বাস, আপনার একজন পুরনো বন্ধু,' লেডি মিলিসেন্টের উদ্দেশ্যে পোয়ারো অতি নম্র গলায় বলল কথাটা অসমাপ্ত রেখে।

'হায় ঈশ্বর, এ যে দেখছি হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাওয়া!' একেবারে সম্পূর্ণভাবে লেডি মিলিসেন্ট যেন আক্ষেপ করেই কথাটা বলে ফেললেন, 'শয়তন, আপনি আমার সঙ্গে—' কিন্তু তারপরেই তিনি প্রায় শ্রদ্ধার চোখে তাকালেন পোয়ারোর দিকে।

'ভাল কথা জেরটি প্রিয় আমার', জ্যাপ শান্ত অথচ দৃঢ়তার স্বরে বললেন, 'আমার মনে হয় খেলা এখন শেষ। আশাকরি খুব শীগ্গীর আপনার সঙ্গে আবার আমার দেখা

হবে! আপনার বন্ধুকেও আমরা আমাদের হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি, যিনি নিজেকে ল্যাভিংটন হিসেবে পরিচয় দিয়ে গতকাল এখানে এসেছিলেন। আর এক ল্যাভিংটন ওরফে ক্রোকার, ওরফে রীড, জানি না তিনি কোন দলের সদস্য। যাইহোক, গতকাল ইংল্যান্ডে নিজেই নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আপনি ভেবেছিলেন, তিনি বুঝি ওই সব জুয়েলারি সামগ্রী সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন, বলুন এরকম ভাবেননি আপনি? কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি আপনাকে ঠিকমতোই ডাবল-ক্রস করেন। ওগুলো তিনি তাঁর নিজের বাড়িতেই লুকিয়ে রেখে যান। আপনি আপনার দুই সহযোগীকে ওগুলোর ওপর নজর রাখতে বলেন। আর তারপর আপনি মঁসিয়ে পোয়ারোকে কব্জা করেন এখানে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত উনি ওইসব দামী পাথর এবং মুক্তোগুলোর সন্ধান পেয়ে যান।'

'আপনি কথা বলতে খুব ভালবাসেন, তাই না?' বললেন নকল লেডি মিলিসেন্ট। 'এখন সমস্ত ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে। আমি এখন শান্তভাবে চলে যেতে চাই। আমি যে একজন নিখুঁত লেডি, এ কথা এখন আপনি আর বলতে পারবেন না। টা-টা, বিদায়, সবাইকে বিদায় জানিয়ে চললাম।'

'জুতোজোড়া ভুল!' স্বপ্নাবিষ্টের মতো করে বলল পোয়ারো। কিন্তু আমি এতই বোকা যে, একটা কথাও বলতে পারলাম না। 'আমি তোমাদের ইংরাজ জাতকে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, একজন মহিলা, জন্মসূত্রে একজন ইংরাজ মহিলা সব সময়েই তার জুতোজোড়া সম্পর্কে খুবই সজাগ। হয়তো তার পরনের পোশাক নোংরা হতে পারে, কিন্তু তার পরনের জুতোজোড়া খুবই সুন্দর হবে। এখন এই লেডি মিলিসেন্টের পরনের পোশাক খুব দামী জমকালো হলে কি হবে তাঁর জুতোজোড়া খুবই সস্তা দরের। এ কথা সত্যি যে, তুমি কিংবা আমি কেউই আসল লেডি মিলিসেন্টকে দেখিনি; তিনি খুব কমই এই লন্ডন শহরে এসে থাকেন। আর এই মেয়েটির মুখের আদলের সঙ্গে আসল মিস মিলিসেন্টের অদ্ভুত একটা মিল আছে। এর ফলে গোড়ায় তিনি আসল মিস মিলিসেন্টের ভূমিকায় নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন। যেমন একটু আগেই আমি বলেছি, এই নকল মিস মিলিসেন্টের পায়ের জুতোজোড়াই প্রথম আমার মধ্যে একটা সন্দেহ জাগিয়ে তোলে, আর তারপর তাঁর বানানো গল্পটা এবং অবশ্যই তাঁর ছদ্মবেশ,—অতি নাটকীয়, তাই নয় কি? চীনা বাক্সের সঙ্গে সেটার ওপরের অর্ধাংশে সেই আপোস-করা চিঠি, দলের সবার কাছেই হয়তো প্রকাশ হয়ে থাকবে, কিন্তু কাঠের গাদায় বাক্সটার লুকিয়ে রাখার মতলবটা একান্তই প্রয়াত মিস্টার ল্যাভিংটনের নিজস্ব ঘরানার। আশাকরি হেস্টিংস, আমার ধারণাকে তুমি আঘাত করবে না, যেমন গতকাল তুমি বলেছিলে, অপরাধীরা কত রকমের হয় সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু এবার তো বুঝলে, তারা ব্যর্থ হলে আমাকেই নিয়োগ করে তাদের কার্যসিদ্ধির জন্যে?'

জনি ওয়েভার্লির অভিযান

THE ADVENTURE OF JOHNNIE WAVERLY

'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব জনি ওয়েভার্লি' ১৯২৩ সালের ১০ই অক্টোবর 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায় 'দ্য কিডন্যাপিং অব জনি ওয়েভার্লি' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।'

'আপনি একজন মায়ের ভাবপ্রবণতা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন,' এই নিয়ে সম্ভবত ছ'বার বললেন মিসেস ওয়েভার্লি। পোয়ারোর দিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করার মতো তিনি তাকালেন। আমার ছোট-খাটো চেহারার বন্ধুটি সব সময়েই চরম দুর্দশায় পড়া মাতৃত্বের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং মুখে না বলতে পারলেও আকারে-ইঙ্গিতে অন্যকে আশ্বস্ত করে থাকে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঠিকমতই উপলব্ধি করতে পারছি। আর পোয়ারোর ওপরেও আমার যথেষ্ট আস্থা আছে।'

'পুলিশ', এবার মিস্টার ওয়েভার্লি শুরু করলেন।

কিন্তু তাঁর স্ত্রী হাত তুলে তাঁকে বাধা দিয়ে নিজেই আবার বলতে শুরু করে দিলেন: 'পুলিশের সঙ্গে আমার আর করার কিছু নেই। আমরা তাদের বিশ্বাস করি, তবে কি ঘটেছে, দেখুন! সেই সঙ্গে আবার এও বলে রাখি, আমি মঁসিয়ে পোয়ারোর কথা এত শুনেছি আর অপরাধীর সন্ধানে তাঁর পদ্ধতি ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের নমুনা দেখেছি যে, আমার মনে হলো উনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন। একজন মায়ের ভাবপ্রবণতা—'

পোয়ারো তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দিল অঙ্গভঙ্গি করে যাতে করে তাঁর সম্পর্কে ভদ্রমহিলার জয়গানের পুনরাবৃত্তি না হয়। সবাই অপরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে চায়, কিন্তু পোয়ারো তার ব্যতিক্রম। তবে মিসেস ওয়েভার্লির এই ভাবপ্রবণতা অবশ্যই অকৃত্রিম, যদি তার পরিমাপ করার কোনো যন্ত্র থাকত তাহলে দেখা যেত যে, তাঁর দৈনিক কাজকর্মের সঙ্গে এটা কেমন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরে তাঁর মুখের কাঠিন্য ভাব দেখে অদ্ভুত লেগেছিল তাঁকে। তখন আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল, কেন এমন হলো? এ যেন একই বইয়ের দুই ভিন্ন মলাটের মতো। তবে পরে একটা চাঞ্চল্যকর খবর শুনে ভদ্রমহিলার সম্পর্কে আমার আগের ধারণাটা বদলাতে হলো। উনি একজন বিখ্যাত লোহা-ব্যবসায়ীর কন্যা, ওঁর বাবা প্রথম জীবনে অফিস-বয় হিসেবে কাজ শুরু করেন, তারপর ধাপে ধাপে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে আজ তিনি বর্তমানে

জনি ওয়েভার্লির অভিযান

THE ADVENTURE OF JOHNNIE WAVERLY

'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব জনি ওয়েভার্লি' ১৯২৩ সালের ১০ই অক্টোবর 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায় 'দ্য কিডন্যাপিং অব জনি ওয়েভার্লি' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।'

'আপনি একজন মায়ের ভাবপ্রবণতা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন,' এই নিয়ে সম্ভবত ছ'বার বললেন মিসেস ওয়েভার্লি। পোয়ারোর দিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করার মতো তিনি তাকালেন। আমার ছোট-খাটো চেহারার বন্ধুটি সব সময়েই চরম দুর্দশায় পড়া মাতৃত্বের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং মুখে না বলতে পারলেও আকারে-ইঙ্গিতে অন্যকে আশ্বস্ত করে থাকে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঠিকমতই উপলব্ধি করতে পারছি। আর পোয়ারোর ওপরেও আমার যথেষ্ট আস্থা আছে।'

'পুলিশ', এবার মিস্টার ওয়েভার্লি শুরু করলেন।

কিন্তু তাঁর স্ত্রী হাত তুলে তাঁকে বাধা দিয়ে নিজেই আবার বলতে শুরু করে দিলেন: 'পুলিশের সঙ্গে আমার আর করার কিছু নেই। আমরা তাদের বিশ্বাস করি, তবে কি ঘটেছে, দেখুন! সেই সঙ্গে আবার এও বলে রাখি, আমি মঁসিয়ে পোয়ারোর কথা এত শুনেছি আর অপরাধীর সন্ধানে তাঁর পদ্ধতি ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের নমুনা দেখেছি যে, আমার মনে হলো উনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন। একজন মায়ের ভাবপ্রবণতা—'

পোয়ারো তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দিল অঙ্গভঙ্গি করে যাতে করে তাঁর সম্পর্কে ভদ্রমহিলার জয়গানের পুনরাবৃত্তি না হয়। সবাই অপরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে চায়, কিন্তু পোয়ারো তার ব্যতিক্রম। তবে মিসেস ওয়েভার্লির এই ভাবপ্রবণতা অবশ্যই অকৃত্রিম, যদি তার পরিমাপ করার কোনো যন্ত্র থাকত তাহলে দেখা যেত যে, তাঁর দৈনিক কাজকর্মের সঙ্গে এটা কেমন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরে তাঁর মুখের কাঠিন্য ভাব দেখে অদ্ভুত লেগেছিল তাঁকে। তখন আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল, কেন এমন হলো? এ যেন একই বইয়ের দুই ভিন্ন মলাটের মতো। তবে পরে একটা চাঞ্চল্যকর খবর শুনে ভদ্রমহিলার সম্পর্কে আমার আগের ধারণাটা বদলাতে হলো। উনি একজন বিখ্যাত লোহা-ব্যবসায়ীর কন্যা, ওঁর বাবা প্রথম জীবনে অফিস-বয় হিসেবে কাজ শুরু করেন, তারপর ধাপে ধাপে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে আজ তিনি বর্তমানে

খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে এসে পৌঁছেছেন। এর থেকে আমি উপলব্ধি করলাম, তিনি অনেকগুলি পৈত্রিক গুণের অধিকারিণী হয়েছেন।

তাঁর স্বামী মিস্টার ওয়েভার্লি বলিষ্ঠ, সুপুরুষ এবং রীতিমতো আমুদে প্রকৃতির মানুষ। তিনি যখন তাঁর দ্'টি পা দু'দিকে প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন তাঁকে ঠিক জমিদারের মতো দেখায়।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার মনে হয় আপনি এ ব্যাপারে সব কিছুই জানেন, তাই না?'

প্রশ্নটা প্রায় অনাবশ্যক বলেই মনে হলো। বেশ কয়েকদিন ধরে সংবাদপত্রে প্রতিদিনই বাচ্চা ছেলে জনি ওয়েভার্লির অপহরণের চাঞ্চল্যকর খবর বেরোচ্ছে। বছর তিনেক বয়স তার। সারের ওয়েভার্লি কোর্টের মালিক মার্কাস ওয়েভার্লির উত্তরাধিকারী সে, ইংলন্ডের সবচেয়ে প্রাচীন পরিবারের একজন তিনি।

'অবশ্যই আমি প্রধান বিষয়টি সম্পর্কে অবগত, কিন্তু মঁসিয়ে আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ ভাল করে অনুধাবন করার জন্যে আপনি যদি সমস্ত কাহিনী বিস্তারিতভাবে পুনরাবৃত্তি করেন তাহলে খুব ভাল হয়।'

'ঠিক আছে বলছি। সমস্ত ব্যাপারটার শুরু আজ থেকে প্রায় দশ দিন আগে হবে, সেই সময় একটা বেনামা চিঠি পাই, সে যাইহোক, ব্যাপারটা প্রথমে আমার কাছে জঘণ্য বলেই মনে হয়েছিল, যার মাথা মুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারিনি। লেখকের সেকি ঔদ্ধত্য, তার দাবী আমি যেন তাকে পঁচিশ হাজার পাউন্ড দিই। দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, পঁচিশ হাজার পাউন্ড, সেকি ভয়ঙ্কর দাবী। আর তার এই দাবী পূরণ করতে না পারলে সে হুমকি দিয়েছে জনিকে অপহরণ করে নিয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, এর বেশি কিছু না ভেবেই চিঠিটা বাজে কাগজ ভেবে নিয়ে ওয়েস্টপেপার বাক্সে ফেলে দিই। ভাবলাম এটা নেহাতই একটা নোংরা ঠাট্টা বই কিছু নয়। পাঁচদিন পরে আর একটা চিঠি পাই। সেই চিঠির বক্তব্য ছিল এই রকম: ''আমার দাবীর টাকাটা না পেলে ঊনত্রিশ তারিখে আপনার ছেলেকে অপহরণ করা হবে।'' এ ঘটনা সাতাশ তারিখের। অ্যাডা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে, কিন্তু কেন জানি না আমি ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাইনি। আমরা খাস ইংলন্ডে বসবাস করি। এখানে কেউ যে মুক্তিপণের জন্য কারো ছেলে-মেয়েদের অপহরণ করতে পারে ভাবাই যায় না।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই এরকম ঘটনা সাধারণত এখানে ঘটে না', পোয়ারো তাঁকে সমর্থন করে বলে উঠল, 'তারপর মঁসিয়ে, বলে যান।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এদিকে অ্যাডার জন্য আমার বাড়িতে শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকল, অযথা এ ব্যাপারে ওর ভাবনার কোনো মানে হয় না। যাইহোক, ওর ক্রমাগত পীড়াপীড়িতে আমি শেষ পর্যন্ত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের শরণাপন্ন হলাম। তবে তারাও ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দিতে চাইল না, আমার ধারণার সঙ্গে সহমত পোষণ করে তারাও বলল, এটা নিছকই একটা ঠাট্টা। এরপর আঠাশ তারিখে তৃতীয় চিঠিটা পেলাম।

শেষ বারের মতো হুমকি দিয়ে চিঠি লেখা : ''আপনি দাবীর টাকাটা দিলেন না। ঠিক আছে, ঊনত্রিশ তারিখে অর্থাৎ আগামীকাল দুপুর বারোটার সময় আপনাদের হেপাজত থেকে আপনাদের ছেলেকে অপহরণ করা হবে। এতে আপনাদের খরচ দ্বিগুণ হয়ে যাবে, ছেলেকে ফেরত পেতে হলে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড দিতে হবে, এই চিঠিটা পাওয়া মাত্র আমি আবার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়ে হাজির হলাম। এবার তারা এ ব্যাপারে খুবই প্রভাবিত হলো। তবুও তাদের ধারণা চিঠিগুলো নিশ্চয়ই কোনো পাগলের লেখা হবে, কারণ সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ এ ধরনের চিঠি লিখতে পারে না। যাইহোক, জনিকে অপহরণ করার কোনোরকম চেষ্টা করা হলে তাদের তরফ থেকে সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। তারা আমাকে আবার আশ্বাস দিয়ে বলল, আগামীকাল অপহরণ করার ঘোষিত সময়ের অনেক আগে থেকেই ইন্সপেক্টর ম্যাকলিনের নেতৃত্বে যথেষ্ট পুলিশ ফোর্স ওয়েভার্লি কোর্টে গিয়ে সেখানকার সব ভার তারা নিজেদের হাতে তুলে নেবে।

অনেক স্বস্তিতে আমি তখন বাড়ি ফিরে গেলাম। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের যথেষ্ট আশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমি বাড়ির দারোয়ান আর চাকর-বাকরদের হুকুম করলাম কোনো আগন্তুককে যেন ওয়েভার্লি কোর্টে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়, আর কাউকে যেন বাড়ি ছেড়ে যেতে না দেওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যাটা নিরুদ্বিগ্নভাবে কেটে গেল, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল না। কিন্তু পরের দিন সকালে আমার স্ত্রী ভয়ঙ্করভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার অমন অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে আমি সতর্ক হয়ে গেলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পারিবারিক ডাক্তার ডেকার্সকে ডেকে পাঠালাম। আমার স্ত্রীর লক্ষণগুলি ডাক্তারকে ধাঁধায় ফেলে দিল। আমার স্ত্রীকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে, এই কথা বলতে ডাক্তার ডেকার্স যখন একটু ইতস্তত করছিলেন, আমি তখন হাবভাব দেখে বুঝে গেলাম, এইরকম একটা সম্ভাবনার কথাই তাঁর মনের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল তখন। তবে তিনি আশ্বস্ত করে আমাকে বললেন, বিপদের কোনো কারণ নেই, তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে তাঁর দু'-একদিন সময় লাগবে। তারপর আমি আমার নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে বিছানার দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলাম একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে। দৃশ্যটা এইরকম, আমার বালিশে পিন দিয়ে একটা ছোট্ট চিরকুট এঁটে দেওয়া হয়েছে। সেই একই হস্তাক্ষর আগের তিনটি চিঠির মতোই, আর তাতে মাত্র তিনটি অক্ষর লেখা ছিল : 'দুপুর বারোটার সময়!'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি অকপটে স্বীকার করছি, তখন আমার চোখ-মুখ রীতিমতো লাল হয়ে গেছে। আমি তখন বেশ বুঝে গেছি, এ কাজ আমাদের বাড়ির ভেতরেরই কারোর হবে, কোনো চাকরের! আমি তখন খুবই সতর্ক হয়ে গেলাম, ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সব চাকর-বাকরদের ওপরেই কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করলাম। তাদের কাউকেই কারোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেওয়া হলো না, সবাইকে একটা জায়গায় একত্রিত করে রাখা হলো, এতে আমাদের বিশেষ সুবিধে হলো, একসঙ্গে একটা জায়গায় সবার ওপরেই নজর রাখা সম্ভব হলো। পরে একসময় আমার স্ত্রীর সঙ্গিনী

মিস কলিন্স আমাকে খবর দেয় এই মর্মে যে, জনির নার্স নাকি খুব সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছলো। আমি তার ওপর চাপ দিতেই শেষ পর্যন্ত সে ভেঙে পড়ে স্বীকার করে যে, জনিকে নার্সারি পরিচারিকার জিম্মায় রেখে দিয়ে আমার হুকুম অমান্য করে বলতে গেলে একরকম চোরের মতো বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায় তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য। একটা কিছু যেন ঘটতে যাচ্ছে বলে আমার সন্দেহ হলো। তবে আমার বালিশে একটা পিন দিয়ে সেই চিরকুটটা গেঁথে রাখার কথা অস্বীকার করে সে। হয়তো সত্যি কথাই বলে থাকবে, তবে সে মিথ্যে বলেছে কিনা জানি না। কিন্তু আমার সন্তানের নার্সই যখন এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, আমার মনে হলো, এরপর তাহলে আর কোনো ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। একজন চাকর যে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত আমি আমার মেজাজ হারিয়ে ফেললাম। এরপর করলাম কি চাকর আর নার্সদের পুরো দলটাকেই বরখাস্ত করে দিলাম। আমি তাদের এক ঘণ্টা সময় দিলাম তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্যে।'

সেদিনের সেই ঘটনার কথা স্মরণ করতে গিয়ে মিস্টার ওয়েভার্লির মুখটা একেবারে লাল হয়ে উঠতে দেখা গেল।

'আচ্ছা মঁসিয়ে, এটা কি একটু হঠকারিতার পরিচয় দেওয়া হলো না?' পোয়ারো মন্তব্য করল। 'কারণ আপনারা সবাই জানেন যে, আপনারা আপনাদের শত্রুদের হাতের খেলার পুতুল বনে গেছলেন তখন।'

মিস্টার ওয়েভার্লি অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকালেন। 'কিন্তু আমি সেরকম কিছু দেখতে পাইনি। আমার তখন একটাই লক্ষ্য ছিল, চাকর আর নার্সদের পুরো দলটাকে তাড়িয়ে দেওয়া। সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনে একটা তারবার্তা পাঠিয়ে এজেন্সিকে বলে দিলাম চাকর আর নার্সের একটা নতুন দলকে সেদিন সন্ধ্যায়ই যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ফাঁকে কেবল মাত্র একজনকে আমি তখন বিশ্বাস করতে পারতাম, সে হলো আমার স্ত্রীর সেক্রেটারী মিস কলিন্স এবং খানসামা ট্রেডওয়েল। আমার একেবারে ছেলেবেলা থেকেই এই খানসামাকে দেখে আসছি।'

'আর এই মিস কলিন্স, কতদিন তিনি আপনাদের সঙ্গে আছেন?'

'স্রেফ এক বছর', বললেন মিসেস ওয়েভার্লি। 'একজন সেক্রেটারী-কাম-সঙ্গিনী হিসেবে সে ছিল আমার কাছে অমূল্য। এবং সে একজন অভিজ্ঞ হাউসকীপার।'

'আর নার্স?'

'মাস ছয়েক হলো সে আমাদের সঙ্গে রয়েছে। একজন চমৎকার ভদ্রলোকের সুপারিশে সে আমার কাছে এসেছিল। সে যাইহোক, জনি তার প্রতি অনুগত হলেও সত্যি কথা বলতে কি আমি তাকে কখনও পছন্দ করতাম না।'

'তা সত্ত্বেও আমি জেনেছি, সেই বিপর্যয়টা ঘটার আগেই নার্সটি আপনাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছলো। সে যাইহোক, মঁসিয়ে ওয়েভার্লি, দয়া করে আর চুপ করে থাকবেন না, বলে যান।'

মিস্টার ওয়েভার্লি তাঁর কথার জের টেনে বলতে থাকেন :

'ইন্সপেক্টর ম্যাকনিল সাড়ে-দশটার সময় আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। সেই সময় চাকররা সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছল। নিরাপত্তার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি যে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট, ম্যাকলিন ঘোষণা করলেন। বাড়ির বাইরে তাঁর বিভিন্ন ধরনের লোককে মজুত রাখা হয়েছে ওয়েভার্লি কোর্টের ভেতরে প্রতিটি কোণায় কোণায় নজর রাখার জন্য। আর তিনি আমাকে আশ্বাস দেন, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে যদি না কোনোরকম ফাঁকি থাকে, নিঃসন্দেহে তিনি আমার সেই রহস্যময় পত্রলেখককে ঠিক ধরে ফেলবেন।'

'আমার সঙ্গেই ছিল জনি। আমি আর ইন্সপেক্টর দু'জনে একসঙ্গে একটা ঘরে গিয়ে হাজির হলাম, যাকে কাউন্সিল চেম্বার বলা হতো। ইন্সপেক্টর দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। সেখানে একটা বড় আকারের গ্র্যান্ডফাদার ঘড়ি ছিল। এবং ঘড়ির ছোট কাটাটা বারোটার ঘরে যত এগোতে থাকে বলতে দ্বিধা নেই যে, বেড়ালের মতো ভয়ে আমি জড়োসড়ো হয়ে যেতে থাকলাম। একসময় হঠাৎ শোঁ শোঁ আওয়াজ হতে শুরু করল, এবং ঘড়িতে ঘণ্টাধ্বনি শুরু হয়ে গেল। জনির একটা হাত আমি আমার হাতের মুঠোয় ধরে রাখলাম। আমার তখন মনে হচ্ছিল, মাটিতে যখন পুলিশের নিশ্ছিদ্র বেষ্টনী, তখন হয়তো একটি লোক আকাশ থেকে নিচে নেমে আসবে। ঘড়িতে বারোটা বাজার শেষ ঘণ্টাটা বেজে উঠতেই বাইরে থেকে তখন প্রচণ্ড হৈ-হট্টগোল, চিৎকার এবং মানুষের ছোটাছুটির আওয়াজ ভেসে এলো। ইন্সপেক্টর জানালার সামনে ছুটে গেলেন, এই সময় একজন কনস্টেবল ছুটে এলো তাঁর কাছে।'

'স্যার, আমরা তাকে পেয়েছি', হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলতে থাকল, 'ঝোপঝাড়ের মধ্যে তাকে সন্দেহজনকভাবে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছিল। বাচ্চা ছেলে জনিকে অপহরণের সমস্ত পরিকল্পনা তার মাথা থেকেই এসে থাকবে।'

'আমরা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে টেরেসে ছুটে এলাম। সেখানে দু'জন কনস্টেবল গুণ্ডার মতো দেখতে একজন লোককে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল, লোকটার পরনে নোংরা পোশাক। লোকটা মাঝে মাঝে কনস্টেবলদের হাতের বন্ধন ছাড়িয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। একজন পুলিশম্যানের হাতে একটা পার্সেল ধরা ছিল, যেটা তারা তাদের এই বন্দীর কাছ থেকে উদ্ধার করেছিল। তার মধ্যে একটুকরো তুলো আর এক বোতল ক্লোরোফর্ম পাওয়া গেছে। এতে আমার রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে শুরু করল। তার মধ্যে আমাকে লেখা একটা নোটও পাওয়া গেল। আমি সেটা খুলে পড়তে শুরু করলাম : 'দাবীর টাকাটা আপনার দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এখন আপনার ছেলের মুক্তিপণের জন্য পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড দিতে হবে। আপনার সমস্ত রকমের সতর্কতা অবলম্বন করার পরেও আমার হুমকি মতো ঊনত্রিশ তারিখ ঠিক বারোটার সময়েই আপনার ছেলেকে অপহরণ করা হয়ে গেছে।'

'আমি প্রচণ্ড শব্দ করে হাসলাম। স্বস্তি পাওয়ার হাসি। কিন্তু আমি এরকম করার

ঠিক পরেই মোটরের যান্ত্রিক 'হাম' আওয়াজ শুনতে পেলাম। এবং সেই সঙ্গে একটা চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। আর তখনি চোখে পড়ল, এক ধূসর রঙের গাড়ি সেই মাত্র আমাদের বাড়ির সামনে থেকে দ্রুত যাত্রা শুরু করল। কিন্তু তাতে কিছু এসে যেত না, আমার আতঙ্কের কারণ হলো, জনির কোঁকড়ানো চুলের দৃশ্যটা হঠাৎ আমার চোখে পড়ে যাওয়ার জন্য। আমার ছেলে অপহরণকারীদের পাশেই বসেছিল।'

'ইন্সপেক্টর চিৎকার করে বলে উঠলেন : 'ছেলেটি তো মিনিট খানেকও হয়নি এখানেই ছিল!' চকিতে তিনি এক-এক করে আমাদের সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। আমরা সবাই সেখানে হাজির ছিলাম। আমি নিজে, ট্রেডওয়েল, মিস কলিন্স...। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা মিস্টার ওয়েভার্লি, আপনি শেষ কখন আপনার ছেলেকে দেখেছিলেন, মনে আছে?'

'আমি আমার মনটাকে কিছু সময় পিছিয়ে দিলাম, মনে করার চেষ্টা করলাম, যখন সেই কনস্টেবল আমাদের কাছে এসেছিল; মনে পড়ছে আমি তখন ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম হৈ-হট্টগোল আর সমবেত চিৎকার শুনে। ঘটনার আকস্মিকতায় সেই মুহূর্তে জনির কথা আমি বেমালুম ভুলে গেছলাম। আর তারপরেই একটা শব্দ ভেসে এলো যা আমাদের সবাইকে অবাক করে দিল, গ্রাম থেকে ভেসে আসা ঘড়ির সেই সুরেলা আওয়াজ। মৃদু চিৎকার করে ইন্সপেক্টর তাঁর পকেটঘড়িটা টেনে বার করলেন। ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক বারোটা! সবার মনের সেই একই তাগিদে আমরা তখন সবাই মিলে কাউন্সিল চেম্বারে ছুটে যাই। সেখানকার ঘড়িটা কিন্তু সময় নির্দেশ করছিল বারোটা বেজে দশ মিনিট। এর থেকে মনে হয় যে, কেউ বোধহয় ইচ্ছাকৃতভাবে ঘড়ির কাঁটাগুলো দশ মিনিট এগিয়ে দিয়েছিল। কারণ আমি যতদূর জানি, ঘড়িটা আজ সকালেও নির্ভুল সময় দিচ্ছিল।'

এখানে এসে মিস্টার ওয়েভার্লি থামলেন। পোয়ারো নিজের মনে হাসল। চিন্তিত পিতা একটা মাদুর তেড়চাভাবে বিছিয়ে দিয়েছিল, পোয়ারো সেটা সোজা করে পাতার ব্যবস্থা করছিল।

'এ যেন মনোরম একটা ছোট্ট সমস্যা, অস্পষ্ট এবং আকর্ষণীয়।' পোয়ারো নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে উঠল। 'আপনার জন্যই এ কেসের তদন্তের ভার আমি নিজের হাতে তুলে নিলাম। এ কথা সত্যি যে, এটা আগে থেকেই পরিকল্পনা করে করা হয়েছে।'

মিসেস ওয়েভার্লি ভর্ৎসনার চোখে পোয়ারোর দিকে তাকালেন। 'কিন্তু আমার ছেলে', এই বলে তিনি বিড়বিড় করে বিলাপ করতে থাকলেন।

পোয়ারো তাড়াতাড়ি তার দেহের ভাষা পাল্টে ফেলল, মুখে সহানুভূতির ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, 'চিন্তা করবেন না ম্যাডাম, আপনার ছেলে ভালই আছে, আর সে অক্ষতই আছে। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, দুর্বৃত্তরা তার যত্ন বেশ ভালভাবেই নেবে। আপনার ছেলেটি তাদের কাছে একটা অতি মূল্যবান হাঁস, যে সোনার ডিম পাড়ে...।'

'শুনুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, এ সমস্যায় সমাধানের একটাই পথ খোলা আছে, আর সেটা হলো, অপহরণকারীর দাবীর টাকা মিটিয়ে দেওয়া। প্রথমে আমি এসবের বিরোধী ছিলাম, কিন্তু এখন? একেবারেই নয়! কারণ মায়ের ভাবপ্রবণতা—'

'কিন্তু মঁসিয়ে,' মিস্টার ওয়েভার্লির দৃষ্টি আকর্ষণ করে পোয়ারো চিৎকার করে বলে উঠল, 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তো চেষ্টা করছে। আর আমরাও তো চেষ্টা করছি, এখনি হাল ছেড়ে দিয়ে অপহরণকারীর ফাঁদে পা না দেওয়াই ভাল, কি বলেন মঁসিয়ে? সেই মতো আপনি আপনার স্ত্রীকে বোঝান। এখন ভাবপ্রবণতা প্রকাশের সময় নয়!'

'এ ব্যাপারে আমিও আপনার সঙ্গে একমত মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি আশা করি, খবরের কাগজ থেকে এ কেসটা আপনি বেশ ভাল করেই অবগত হয়েছেন', মিস্টার ওয়েভার্লি বললেন। 'আমার ছেলে অপহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্সপেক্টর ম্যাকনিল টেলিফোনে যোগাযোগ করেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সদর দপ্তরের সঙ্গে। গাড়ির নম্বর, অপহরণকারী আর আপনার ছেলের চেহারার বিবরণ ওয়্যারলেস মারফত লন্ডন শহরের প্রতিটি বড় বড় রাস্তা, হাইওয়ে এবং শহরতলীর প্রতিটি থানায় জানিয়ে দেওয়া হয়। আর এও বলে দেওয়া হয় যে, গাড়িটা সম্ভবত লন্ডনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পরে জানা যায় যে, পুলিশ একটা গাড়িকে রুখে দিয়েছে, সেই গাড়িতে চালকসহ একটি শিশুপুত্রকে দেখা গেছে। শিশুটি কাঁদছিল, অবশ্যই তার সঙ্গীকে দেখে ভয় পেয়ে থাকবে সে, ইন্সপেক্টর ম্যাকনিল যখন ঘোষণা করল, একটি লোক এবং শিশুপুত্রকে পুলিশ আটক করেছে, আমি তখন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

'আপনি এর পরিণতি কি হতে পারে জানেন তো! মনে রাখবেন, ছেলেটি আসলে জনি নয়, আর তার সঙ্গী লোকটি অত্যুৎসাহী একজন মোটরচালক, এবং শিশুপ্রিয়। পথে সে একটি শিশুকে তার গাড়িতে তুলে নেয় তাকে গাড়িতে চড়িয়ে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ছেলেটি আমাদের এখান থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে ইডেন্সওয়েল গ্রামের রাস্তায় খেলছিল। সম্পূর্ণ নিশ্চিত এই বোকামির জন্য পুলিশকে ভর্ৎসনা করব নাকি, ধন্যবাদ জানাবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ওদের এই বোকামির জন্য আসল অপহরণকারী কত সহজেই না উধাও হয়ে যেতে পারল। পুলিশ যদি প্রথম থেকেই একটা ভুল গাড়িকে অনুসরণ না করত তাহলে এতক্ষণে তারা ছেলেটির সন্ধান ঠিক পেয়ে যেত, 'কথা বলতে বলতে পোয়ারো রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, দয়া করে মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। পুলিশ সব সময়েই সাহসী ও বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। কিন্তু তারাও তো মানুষ। ভুলে যাবেন না, মানুষ মাত্রেই কখনো কখনো ভুল করে থাকে। তাই তাদের এই ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিতে হবে। তাছাড়া আগেই বলেছি, অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে এই অপহরণের পরিকল্পনা করা হয়। বাড়ির কাছে পুলিশ যে লোকটিকে আটক করে, আমি জেনেছি, জেরার সময় সব ব্যাপারেই সে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে গেছে। সে কেবলি বলে গেছে এই অপহরণের কেসের সঙ্গে জড়িত নয় সে। সে কেবলি একজন

আজ্ঞাবাহকের মতো কাজ করে গেছে সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে। তার বক্তব্য হলো, সেই চিঠি আর পার্সেলটা তাকে ওয়েভার্লি কোর্টে দিয়ে আসতে বলা হয়। যে লোকটি তাকে এই কাজটা করতে বলে সে তার হাতে নগদ দশ শিলিং-এর একটা নোট দিয়ে প্রতিশ্রুতি দেয় ঠিক বারোটা বাজতে দশ মিনিট আগে কাজটা সারতে পারলে আরও দশ শিলিং তাকে দেবে। তাকে ওয়েভার্লি কোর্টের মেঠোপথ দিয়ে ঢুকে পাশের দরজায় নক্ করতে বলা হয়।'

'আমি এ কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করি না', সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারো তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সে তাদের তেমন কিছু ক্ষতিকর আঘাত দিতে পারেনি। আমি আবার এও জেনেছি যে, একটা বিশেষ অভিযোগ করেছে সে।

তার চকিত চাহনি যেন জেরা করতে চাইল মিস্টার ওয়েভার্লিকে। মিস্টার ওয়েভার্লি আবার কেমন লাল হয়ে উঠলেন।

'সে যে ট্রেডওয়েলের একজন পরিচিত লোক এরকম ভান করাটা অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়, আবার তার কথামতো এই ট্রেডওয়েলই নাকি পার্সেলটা তাকে দিয়েছিল।' কেবলমাত্র পুরুষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য গোঁফটা তার কামানো।' ট্রেডওয়েলের জন্ম এই এস্টেটেই।'

শহরতলীর এই ভদ্রলোকের রাগ ও ঘৃণা দেখে পোয়ারো হাসল। সেই হাসিটা কোনোরকমে চেপে সে বলল, 'তবুও এ বাড়িরই ভেতরের কেউ যে আপনার ছেলেকে অপহরণ করার জন্য দায়ী, আপনি সেরকমই সন্দেহ করছেন, এই তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ট্রেডওয়েলকে কখনোই নয়!'

'আর ম্যাডাম আপনি?' হঠাৎ মিসেস ওয়েভার্লির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।

'না, না যে লোকটা সেই চিঠি আর পার্সেল তার হাতে তুলে দিয়েছিল, আমার বিশ্বাস সে কখনোই ট্রেডওয়েল হতে পারে না, অন্য কেউ হতে পারে। লোকটা বলেছে, দশটার সময় তার হাতে ওগুলো তুলে দেওয়া হয়। অথচ আমার স্পষ্ট মনে আছে, ঠিক ওই দশটার সময়েই ট্রেডওয়েল আমার স্বামীর সঙ্গে ধূমপানের ঘরে দেখা গেছে। তাহলে, একই লোককে একই সময়ে দু' জায়গায় দেখা যায় কি করে। অসম্ভব!'

'মসিয়ে, এবার বলুন তো, আপনার ছেলেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় সেই দুর্বৃত্তের মুখটা কি আপনি ঠিকমতো দেখতে পেয়েছিলেন? সেই মুখ কি ট্রেডওয়েলের মুখের আদলের মতো হতে পারে?'

'গাড়িটা তখন এতই দূরে ছিল যে, চালকের মুখটা ভাল করে দেখা সম্ভব ছিল না।'

'আপনি কি জানেন, ট্রেডওয়েলের কোনো ভাই আছে?'

'তার অনেকগুলো ভাই ছিল, কিন্তু তারা সবাই মৃত। শেষ ভাইটি গতযুদ্ধে নিহত হয়।'

'আমি কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওয়েভার্লি কোর্টের ভেতরটা সম্পর্কে ঠিক পরিষ্কার হতে পারিনি। কারণ গাড়িটা সাউথ লজের দিকে এগোচ্ছিল। ওয়েভার্লি কোর্টে কি আরও একটা প্রবেশপথ আছে?'

'হ্যাঁ, আমরা সেটাকে ইস্ট লজ বলে থাকি। বাড়ির অন্যদিক থেকে দেখা যায়।'

'আশ্চর্য!' তাহলে এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, বাড়ির সামনের দিকে প্রবেশ পথ দিয়ে কোনো গাড়িকে কেউ ঢুকতে দেখেনি!'

'হ্যাঁ, সেখান দিয়েই চলাচলের একটা পথ আছে আর সেই পথ দিয়েই একটা ছোট গির্জায় যাবার সরু একটা পথ বেরিয়ে গেছে, ওয়েভার্লি কোর্ট থেকে সে রাস্তাটা দেখতে পাওয়া যায় না। অনেক ভাল ভাল গাড়ি সেই পথ দিয়ে চলাচল করে থাকে। লোকটি নিশ্চয়ই একটা উপযুক্ত জায়গায় গাড়িটা পার্ক করে রেখে ওয়েভার্লি কোর্টে গিয়ে থাকবে। গাড়িটা অন্যত্র রাখার কারণ হলো, কেউ তাদের দেখে ফেলতে না পারে, যে কারণে সে তার পথের নিশানা বদলে ফেলে থাকবে। এখন কথা হচ্ছে, শেষ মুহূর্তে তার পথের ঠিকানা বদলে দেবার পরামর্শ কেউ হয়তো দিয়ে থাকবে। ওয়েভার্লি কোর্টের ভেতরের কেউ হবে নিশ্চয়ই। কে, কে সে হতে পারে?'

'যদি না সে আগেই বাড়ির ভেতরে ঢুকে গিয়ে থাকে', পোয়ারো মনে মনে গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করল। 'তার লুকোবার মতো কোনো গোপন জায়গা আছে ওখানে?'

'হ্যাঁ একটা কথা ঠিক যে, আগে থেকে আমরা বাড়িটাতে অবশ্যই সন্ধান চালাইনি। কারণ তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমার মনে হয়, সে নিজেই হয়তো কোথাও তার লুকোবার গোপন একটা আস্তানা ঠিক খুঁজে বার করে নিয়ে থাকবে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, কে তাকে বাড়ির ভেতরে ঢোকবার সুযোগ করে দিল?'

'আমরা এ প্রসঙ্গে পরে আসব। একই সঙ্গে আমাদের একটা জিনিস কাজ করতে হবে, আমাদের সব কাজই নিয়মানুযায়ী করতে হবে। আচ্ছা, এখন বলুন তো, বাড়িতে লুকোবার কোনো বিশেষ জায়গা বলতে কি কিছু নেই? ওয়েভার্লি কোর্ট একটা বহু প্রাচীন জায়গা। এই ধরুন, তখনকার সময়ে ছোট ছোট উপাসনাকক্ষ থাকত।'

'হ্যাঁ, সেরকম একটা ছোট্ট ঘর তো আছেই। হলঘরের দেওয়ালে অনেকগুলো প্যানেল আছে, সেগুলোর মধ্যে একটা প্যানেল খুললেই একটা চোরা-দরজা। আর দরজার ওপারেই সেই গুপ্ত ঘর।'

'কাউন্সিল চেম্বারের কাছে কি?'

'দরজার ঠিক বাইরে।'

'তাই বুঝি!'

'কিন্তু আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ সেটার অস্তিত্ব জানে না।'

'ট্রেডওয়েল?'

'হ্যাঁ, সেটার কথা সে হয়তো শুনে থাকতে পারে।'

'মিস কলিন্স?'

'না, সেটার কথা আমি কখনও তাকে বলিনি।'

পোয়ারো কি যেন ভাবল মনে মনে।

'ঠিক আছে মঁসিয়ে, এরপর ওয়েভার্লি কোর্টে আমার যাবার পালা। যদি আমি আজ অপরাহ্নে যাই, আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না তো?'

'মোটেই না। বরং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন মঁসিয়ে পোয়ারো!' এবার মিসেস ওয়েভার্লি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন। 'এটা আর একবার পড়ে দেখুন।' এই বলে তিনি আজ সকালে পাওয়া শেষ চিঠিটা পোয়ারোর হাতে তুলে দিলেন। মুক্তিপণের টাকাটা কোথায় পাঠাতে হবে তার স্পষ্ট নির্দেশ লেখা ছিল এ চিঠিতে। এরপর চিঠিটা শেষ করা হয়েছে ভয়ঙ্কর একটা হুমকি দিয়ে, কোনোরকম বিশ্বাসঘাতকতা করা হলে ছেলেকে খতম করা হবে। অর্থলিপ্সা এবং মিসেস ওয়েভার্লির মাতৃস্নেহের মধ্যে যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হলো, এর থেকে এটাই খুব স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াল।

'ম্যাডাম, একটা সত্যি কথা বলবেন'? পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'খানসামা ট্রেডওয়েলের ওপর আপনার স্বামীর অগাধ বিশ্বাস, এ ব্যাপারে আপনি কি আপনার স্বামীর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন?'

'তার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, মঁসিয়ে পোয়ারো। সে যে এমন একটা ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে সেরকম কোনো সম্ভাবনাই আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, আমি তাকে পছন্দ করতাম না, না কখনো না।'

'আর একটা কথা ম্যাডাম, আপনার ছেলের নার্সের ঠিকানাটা আমায় দিতে পারেন?

'নিশ্চয়ই! ১৪৯, নেদারঅল রোড, হ্যামারস্মিথ। আপনি নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে কোনো কল্পনা করছেন না!'

'আমি কখনো কল্পনা করিনা। কেবল আমি আমার ধূসর কোষগুলো ব্যবহার করি। আর এক-এক সময়, স্রেফ এক-এক সময় আমার মনে ছোটখাটো একটা মতলব এসে যায় তখন।'

দরজা বন্ধ হতেই পোয়ারো আমার কাছে ফিরে এলো।

'মিসেস ওয়েভার্লির কথা শুনে মনে হলো, তিনি যেন খানসামাকে কখনোই পছন্দ করতেন না। এটা খুবই কৌতূহলের ব্যাপার, তাই না হেস্টিংস?'

আমি তার কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারলাম না। পোয়ারো প্রায়ই আমাকে যেভাবে প্রতারণা করে, তাই আমি এখন খুবই সতর্ক। সব সময় কোথাও না কোথাও উপলব্ধি করার মতো কিছু থেকে যায়। যেমন পোয়ারো আমাকে মুখে না বললেও আমি ঠিক সেটা বুঝতে পারি।

টয়লেট থেকে একেবারে সতেজ হয়ে এসে আমরা নেদারঅল রোডের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের ভাগ্য ভাল, মিস জেসি উইদার্সকে তাঁর বাড়িতেই পেয়ে গেলাম। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, মুখখানি তাঁর সুন্দর মনোরম, যোগ্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের

দাবী করতে পারেন। এই নার্স মহিলাটি যে এমন একটা জঘন্য ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারেন, এ আমি বিশ্বাস করি না। তাঁকে যে ভাবে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল তার জন্যে তাঁর মনে অনেক ক্ষোভ জমা হলেও তিনি কিন্তু স্বীকার করেছেন, তাঁর ভুল হয়ে গেছে। একজন পেন্টার এবং ডেকরেটারের বাগদত্তা তিনি, ভদ্রলোক তাঁরই প্রতিবেশী। কাজ থেকে বরখাস্ত হওয়ায় মিস জেসি সেই ভদ্রলোকের কাছে ছুটে যান। ব্যাপারটা যথেষ্ট স্বাভাবিক বলেই মনে হতে পারে। তাই আমি পোয়ারোকে ঠিক বুঝতে পারছি না। তার সব প্রশ্নই আমার কাছে কেমন যেন অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে। প্রধানত ওয়েভার্লি কোর্টে তাঁর দৈনন্দিন জীবনে খুঁটিনাটি ঘটনা নিয়েই তারা চিন্তিত। সত্যি কথা বলতে কি এতে আমি খুবই একঘেয়েমি বোধ করছিলাম, তবে পোয়ারো চলে যেতেই আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

'অপহরণ একটা সহজ কাজ', এ হলো পোয়ারোর পর্যবেক্ষণ। হ্যামারস্মিথ রোডে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসে চালককে ওয়াটারলু যেতে নির্দেশ দিল সে। 'গত তিন বছরে যা হয়েছে তাতে মনে হয় ছেলেটিকে অতি সহজেই অপহরণ করা যেত। কিন্তু এই কেসটাকে অহেতুক ক্রমশ জটিল করে তোলা হচ্ছে। কিংবা ধরে নেওয়া যেতে পারে, অহেতুক প্রত্যেক কেস জটিল করে তোলা হচ্ছে পুলিশের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলার জন্য, কিংবা ধরে নেওয়া যায় যে, প্রশাসনের এ এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির দিক।'

'এ ব্যাপারে আমাদের যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেরকম কোনো লক্ষণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না', নিষ্প্রভ গলায় আমি মন্তব্য করলাম।

'অভূতপূর্ব! প্রচণ্ডভাবে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে!'

ওয়েভার্লি কোর্টটা চমৎকার একটা প্রাচীন জায়গা। সম্প্রতি সেখানে সংস্কার এবং মেরামতির কাজ চালানো হয়েছে। মিস্টার ওয়েভার্লি আমাদের সারা বাড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন, কাউন্সিল চেম্বার, টেরেস, এবং এ কেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানান ধরনের জায়গা। সব শেষে পোয়ারোর অনুরোধে তিনি দেওয়ালের একটা প্যানেলের স্প্রিং টিপতেই সেটা একপাশে সরে গেল, তারপরেই একটা ছোট্ট প্যাসেজ আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেটা সেই ছোট্ট গুপ্ত ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে।

'এই দেখুন,' মিস্টার ওয়েভার্লি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে উঠলেন, 'এখানে কিছুই নেই।' ছোট্ট ঘরখানি বলতে গেলে একরকম খালিই পড়ে আছে। এমন কি সেখানকার মেঝেতে পায়ের দাগও নেই কোথাও। একেবারে এক কোণায় পোয়ারোকে নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কি যেন নিরীক্ষণ করতে দেখা গেল।

'এ তুমি কি করছ বন্ধু?'

একেবারে খুব পাশাপাশি চারটি ছাপ মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেল।

'যে কোনো একটা কুকুরের হতে পারে', আমি জোর দিয়ে বলে উঠলাম।

'হেস্টিংস, সেটা অত্যন্ত ছোট্ট একটা কুকুর।'

'তবে কি পম?'

'না। পমের থেকেও ছোট।'

'গ্রিফন? ঈগল পাখির মতো কিছু!' আমি আন্দাজে ঢিল মারার চেষ্টা করলাম।

'না, তাও হলো না, গ্রিফনের থেকেও ছোট। কেনেল ক্লাবের কাছে এ প্রজাতি অজানা।'

আমি তার দিকে তাকালাম। তার মুখটা উত্তেজনায় এবং সন্তোষজনক আনন্দে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

'আমি ঠিকই বলেছি', বিড়বিড় করে বলল সে, 'আমি জানতাম, আমি ঠিকই বলেছি। এসো, হেস্টিংস, এসো।'

আমরা হলের বাইরে এসে ক্যানেলের খুব কাছাকাছি আসতেই একজন যুবতী মেয়েকে দরজার বাইরে বারান্দায় এসে হাজির হতে দেখলাম। মিস্টার ওয়েভার্লি তাকে আমাদের সামনে হাজির করলেন।

'মিস কলিন্স।'

প্রায় বছর তিরিশ বয়স মিস কলিন্সের। বেশ চটপটে স্বভাবের এবং চোখে-মুখে সতর্কতার ছাপ স্পষ্ট। দেখতে বেশ সুন্দরী, চোখে স্প্রিংযুক্ত চশমা।

পোয়ারোর অনুরোধে আমরা ছোট একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। পোয়ারো তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে অনেক প্রশ্ন করল, যেমন ওয়েভার্লি কোর্টের কর্মচারী তথা চাকর-বাকর, বিশেষ করে ট্রেডওয়েবল সম্পর্কে। সে স্বীকার করল, খানসামাকে পছন্দ করত না সে।

'নিজেকে সে কেউকেটা মনে করতো', তাকে তার অপছন্দের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিস কলিন্স আরও বলল, 'অহঙ্কারী মানুষকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।'

তারপর তারা ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ আঠাশ তারিখে খাবার পর হঠাৎ মিসেস ওয়েভার্লির অসুস্থ হওয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করল পোয়ারো। মিস কলিন্স তখন ভাল খাবারের সুপারিশ করতে গিয়ে জানাল, সেই একই খাবারের ডিশ সে তার বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে খায়, কিন্তু তার শরীর কোনোরকম খারাপ হয়নি। মেয়েটির চলে যাওয়ার পর আমি কনুইয়ের গুঁতো মারলাম পোয়ারোর পিঠে।
'সেই কুকুরটা!' ফিস্‌ফিসিয়ে বললাম আমি।

'আঃ, হ্যাঁ সেই কুকুরটা!' বড় করে হাসল সে। 'মাদামোয়াজেল, এখানে কি কুকুর পোষা হয়?'

'হ্যাঁ, দুটো শিকারী কুকুর আছে, বাইরে কেনেলে রাখা হয়েছে তাদের।'

'না, মানে আমি ছোট্ট একটা কুকুরের কথা বলছিলাম, যাকে বলে একটা টয় ডগ।'

'না না ও ধরনের কোনো কুকুর নেই।'

পোয়ারোর যা জানার ছিল জানা হয়ে গেছে। তাই সে নার্সটিকে বলল, 'ঠিক আছে, এবার আপনি যেতে পারেন। মিস কলিন্স চলে গেলে পর সে বেল টিপে তার সম্পর্কে আমার কাছে মন্তব্য করল, 'ওই মাদামোয়াজেল মিথ্যে বলেছে। সম্ভবত ওর জায়গায় আমি হলে এরকমই করতাম। এখন খানসামা ট্রেডওয়েল প্রসঙ্গে আসা যাক।'

ট্রেডওয়েল একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সে তার কাহিনী বলে গেছে। এবং কার্যত মিস্টার ওয়েভার্লি যা বলেছিলেন তারই অনুরূপ। সে স্বীকার করেছে, সেই গুপ্ত কক্ষের কথা জানত সে।

একেবারে জেরার শেষে আমি পোয়ারোর পরিহাসপূর্ণ চোখদুটির দিকে তাকালাম।

'এ সব থেকে তোমার কি মনে হয় হেস্টিংস?'

'তুমি কি মনে করো?' পাল্টা প্রশ্ন করে আমি ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইলাম।

'সত্যি তুমি আজকাল কি রকম সতর্কই না হয়ে গেছ। যতক্ষণ না তুমি নিজের থেকে উদ্দীপিত করো তোমার মস্তিষ্কের ধূসর কোষগুলি তা কখনো কার্যকর হয়ে উঠবে না। তবে তার জন্য আমি তোমাকে চাপ দেব না কিংবা উত্যক্ত করব না। এসো, আমাদের অনুমানগুলি একত্রে জড়ো করি। দেখা যাক কোন্ কোন্ সূত্রগুলি আমাদের বিশেষভাবে বেগ দিচ্ছে!'

'একটা ব্যাপার আমার কাছে খুবই দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে', আমি বললাম, 'অপহরণকারী লোকটি ছেলেটিকে নিয়ে ইস্ট লজের রাস্তা দিয়ে না গিয়ে (যেখানে কেউ তাকে দেখতে পেত না) সাউথ লজের রাস্তা দিয়ে যেতে গেলেন?'

'এটা খুবই ভাল সূত্র হেস্টিংস। তবে আমি আশাকরি, অন্য একটার সঙ্গে এটার খাপ খাইয়ে নিতে পারব। যেমন ধরো আগে-ভাগে কেনই বা তারা ওয়েভার্লিদের সতর্ক করে দিতে গেল। অন্যদের মতো কেনই বা তারা প্রথমে ছেলেটিকে অপহরণ করে পরে তার মুক্তিপণের টাকা দাবী করল না?'

'কারণ তারা আশা করেছিল জোর না খাটিয়ে টাকাটা আদায় করে নিতে পারবে।'

'নিশ্চয়ই, নেহাতই হুমকি দিয়ে টাকা আদায় করা যায় না।'

এছাড়া তারা বেলা বারোটায় অপহরণের সময় জাহির করে বাড়ির লোকজনদের নজর সেদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে করে তাদের সাজানো নকল ভবঘুরে লোকটাকে পাকড়াও করে যখন তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ব্যস্ত থাকবে সেই সময় অপহরণকারীর দলের অন্যজন সেই গোপন গুপ্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটিকে নিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও একেবারে সহজ ব্যাপারটা তারা যে ইচ্ছাকৃতভাবে জটিল করে তুলতে চেয়েছিল, এতে সেটার কোনো হেরফের হওয়ার কথা নয়। যেমন ধরা যাক, যদি তারা সময় ও দিনক্ষণ উল্লেখ না করত, তাতে ছেলেটিকে অপহরণ করার কাজটা অনেক বেশি সহজতর হয়ে যেত। যে কোনোদিন ছেলেটির নার্স যখন তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেত সেই সময় তাদের লোক ছেলেটিকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অপেক্ষারত গাড়িতে করে সহজেই চম্পট দিতে পারত, বাড়ির ভেতরে ঢোকার ঝুঁকিও নিতে হতো না।'

'হ্যাঁ,' আমি সেটা স্বীকার করলাম বটে, তবে সন্দেহের অবকাশ ঠিক রয়েই গেল।

'সত্যি কথা বলতে কি, ইচ্ছাকৃতভাবে এখানে একটা প্রহসনের নাটক করা হয়েছে।

এসো, এখন অন্য দিক দিয়ে প্রশ্ন করা যাক। তাদের সব কার্যধারা থেকেই দেখা যায় যে, বাড়ির ভেতরেই তাদের নিজেদের লোক ছিল এ কাজে তাদের সাহায্য করার জন্য। তারপর এক নম্বর সূত্র হলো : মিসেস ওয়েভার্লির খাবারের সঙ্গে রহস্যজনকভাবে বিষ মেশানো। দু' নম্বর সূত্র : বালিশে পিন দিয়ে আটকানো সেই চিঠিটা। তিন নম্বর সূত্র : ঘড়িটা দশ মিনিট এগিয়ে রাখা। এসবই যে বাড়ির ভেতরের কাজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর একটা বাড়তি সূত্র হলো যা তোমরা কেউই সেটা লক্ষ্য করনি। সেই গুপ্ত ঘরে এককণা ধূলোরও চিহ্ন ছিল না। যা কিছু ধূলো জমে ছিল সেখানে ঝাঁটা দিয়ে সাফ করে ফেলা হয়েছিল।'

'এখন দেখা যাচ্ছে সন্দেহ করার মতো বাড়ির ভেতরে চারজন লোক ছিল। আমরা প্রথমেই নার্সকে বাদ দিতে পারি, কারণ সেই গুপ্তঘরটার হদিশ সে জানত না, তাই তার পক্ষে সেটা সাফ করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না, যদিও বাকি তিনটি সূত্র তার ওপর আরোপ করতে কোনো বাধা নেই। আর বাড়ির ভেতরের চারজন লোক বলতে বোঝায়, মিস্টার এবং মিসেস ওয়েভার্লি, খানসামা ট্রেডওয়েল আর মিস কলিন্স। আমরা প্রথমেই মিস কলিন্সের প্রসঙ্গে আসছি। তার বিরুদ্ধে আমাদের বলার কিছু নেই, কেবল তার সম্পর্কে আমরা যৎসামান্যই জানি, অবশ্যই সে একজন বুদ্ধিমতী যুবতী আর সে এখানে মাত্র একটি বছর ছিল।'

'কিন্তু একটু আগে তুমিই তো বললে, কুকুরের প্রসঙ্গে সে মিথ্যে কথা বলেছে,' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

'হ্যাঁ, সেই কুকুরটা বটে,' এই ব'লে পোয়ারো এক অদ্ভুত হাসি হাসল। 'যাইহোক, এবার ট্রেডওয়েলের প্রসঙ্গে আসা যাক। তার বিরুদ্ধে অনেক সন্দেহজনক প্রমাণ আছে। যেমন একটা ব্যাপার হলো, সেই ভবঘুরে লোকটা স্বীকার করেছিল, ওই ট্রেডওয়েলই তাকে তার গ্রামে সেই পার্সেলটা দিয়েছিল।'

'কিন্তু ট্রেডওয়েল এই সূত্রে তার অ্যালিবাই প্রমাণ করতে পারে।'

'তা সত্ত্বেও মিসেস ওয়েভার্লির খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেওয়া, বালিশে চিঠিটা পিন দিয়ে এঁটে দেওয়া, ঘড়িটা দশ মিনিট এগিয়ে রাখা আর সেই গুপ্তঘরটা সাফ করে রাখা, কেবল তার পক্ষেই যে সম্ভব এ কথা কখনোই অস্বীকার করা যায় না। অপর পক্ষে ওয়েভার্লিদের সঙ্গে বহুদিন থেকেই যুক্ত ছিল সে, তাঁদের ওপরেই তার অন্নসংস্থান নির্ভর করত। বহুদিনের পুরনো চাকরীটা কি সে বোকার মতো এভাবে খোয়াবে? তাই এর থেকে মনে হয় যে, সে তার বহু পুরনো মনিবের ছেলেকে অপহরণ করার কথা ভাবতেই পারে না, এদিক থেকে তার পক্ষে মুখ ফিরিয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক, অতএব তাকে এ কেসের সঙ্গে জড়ানো ঠিক হবে না।'

'বেশ তো, তাহলে কে জড়িত?'

'আমাদের এখন যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার করতে হবে। যাইহোক, হয়তো এটা অবান্তর বলে মনে হতে পারে। আমরা ভাসা ভাসা ভাবে মিসেস ওয়েভার্লিকে জড়াতে

পারি, কিন্তু আমাদের আবার এও ভাবতে হবে যে, তিনি একজন বিত্তবতী মহিলা, টাকাটা তাঁরই, এস্টেটের সমস্ত টাকারই অধিকারিণী তিনি। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, তিনি নিজেই তাঁর ছেলেকে অপহরণ করে তার মুক্তিপণের যে টাকাটা তিনি চেয়েছিলেন তার নিজের সঞ্চিত টাকা থেকেই দিতে হবে। এরকম বোকামো তিনি কি করতে চাইবেন? এরপর বাকী থাকেন তাঁর স্বামী। না, তাঁর অবস্থাটা একটু অন্য ধরনের। তাঁর স্ত্রীর প্রচুর অর্থ। তবে স্ত্রীর অর্থ আর তাঁর নিজের অর্থ থাকার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে আমি খুব কমই জানি, তবে যতটুকু জেনেছি তাতে বলতে পারি যে, খুব জরুরী প্রয়োজন ছাড়া তিনি তাঁর নিজের টাকা থেকে তাঁর স্বামীকে কখনোই নিতে চাইবেন না। কিন্তু খবর নিলে তুমি সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারবে, মিস্টার ওয়েভার্লির টাকার খুবই প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি—'

'অ—অ—সম্ভব!' রাগে উত্তেজনায় আমি তোতলাতে থাকি।

'না, একেবারেই অসম্ভব নয়! কারণ সমস্ত ব্যাপারটা একবার খুঁটিয়ে দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে আমি ঠিকই বলেছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, চাকরদের কে তাড়িয়েছে? উত্তর মিস্টার ওয়েভার্লি। তারপর চিঠিগুলি তিনিও লিখতে পারেন, তাঁর স্ত্রীকে বিষ প্রয়োগ তিনি করতে পারেন, ঘড়ির কাঁটা দশ মিনিট এগিয়ে দিতে পারেন। এবং তাঁর অতি বিশ্বস্ত খানসামা ট্রেডওয়েলের জন্যে একটা অ্যালিবাই তৈরি করতে পারেন। এখানে বলে রাখা দরকার ট্রেডওয়েল তাঁর মনিবের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং পরোক্ষভাবে তাঁর হুকুম তালিম করতে পারে। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তিন ব্যক্তি জড়িত,—ওয়েভার্লি, ট্রেডওয়েল এবং ওয়েভার্লির কোনো এক বন্ধু। আর সেই বন্ধুটির ভূমিকা ছিল বাড়ির সামনে দিয়ে ঠিক সেই সময়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যাওয়া! সেটা কারোরই সন্দেহ হয়নি, কিংবা বলা যেতে পারে সবাই ভুল করেছিল এই একটি ক্ষেত্রে। পুলিশও সেই একই ভুল করেছিল, ধূসর রঙের গাড়িতে করে অন্য একটি ছেলেকে নিয়ে যে লোকটি চলে যায় তার সম্পর্কে পরে কোনো খোঁজখবর না নেওয়াটা পুলিশের তরফে এটা একটা মারাত্মক ত্রুটি। এই সেই তৃতীয় ব্যক্তি। একটা গ্রাম থেকে সে একটি বাচ্চা ছেলেকে তুলে নেয় তার গাড়িতে, যার চুল কোঁকরানো ছিল, মিসেস ওয়েভার্লির ছেলের মতোই। ইস্ট লজের রাস্তা বরাবর গাড়ি চালিয়ে ঠিক সেই মুহূর্তে সাউথ লজের রাস্তা ধরে ছুটে চলে যায়, সে তখন হাত নেড়ে চিৎকার করছিল। তারা কেউই তার মুখ অথবা ছেলেটির মুখ দেখতে পায়নি, কিংবা লন্ডনগামী গাড়ির নম্বরটা নিতে পারেনি। তার আগে ট্রেডওয়েল তার মনিব মিস্টার ওয়েভার্লির হুকুমমতো তার ভূমিকা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছল, অর্থাৎ রুক্ষ চেহারার একটি লোককে দিয়ে সেই পার্সেল এবং চিঠিটা ওয়েভার্লি কোর্টের বাড়িতে ডেলিভারি দেবার ব্যবস্থা করে। পরে সেই ভাড়াটে লোকটি পুলিশের কঠোর জেরার উত্তরে স্বীকার করে, ট্রেডওয়েলই তাকে এই কাজে নিয়োগ করেছিল। যাইহোক, ট্রেডওয়েলের মালিক মিস্টার ওয়েভার্লি

বেশ ভাল করেই জানতেন যে, এরকম একটা কিছু ঘটতে পারে। তাই তিনি তার সেই বিশ্বস্ত লোকটির জন্যে একটা পরিষ্কার অ্যালিবাইও তৈরি করে রেখেছিলেন। প্রথমত ট্রেডওয়েল সামরিকভাবে তার ঠোঁটে নকল গোঁফ লাগিয়ে রেখেছিল সেই ভাঁড়াটে লোকটার সঙ্গে কাজের কথা বলতে গিয়ে। তাছাড়া মিস্টার ওয়েভার্লি তার হয়ে সবাইকে বলে, সেই ঘটনা ঘটার সময় ট্রেডওয়েল তাঁর কাছেই ছিল! আর এ কেসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল মিস্টার ওয়েভার্লির। বাইরে হৈ চৈ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর দ্রুত বাড়ির বাইরে চলে যান, আর এই সুযোগে মিস্টার ওয়েভার্লি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেলেটিকে সেই গুপ্তঘরে লুকিয়ে রেখে আসেন এবং তারপরেই যথারীতি ইন্সপেক্টরকে অনুসরণ করে বাইরে চলে আসেন। পরে ইন্সপেক্টর চলে গেলে এবং মিস কলিন্স ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেলে মিস্টার ওয়েভার্লির পক্ষে নিজের গাড়িতে করে ছেলেটিকে কোনো নিরাপদ জায়গায় রেখে আসাটা যথেষ্ট সহজই হয়ে যাওয়ার কথা।'

'কিন্তু সেই কুকুরটার ব্যাপার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'আর তোমার ভাষায় মিস কলিন্সের মিথ্যে ভাষণ দেওয়ার ব্যাপারে এখন তুমি কি বলবে শুনি?'

'সেটা আমার নেহাতই ঠাট্টা ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বাড়িতে কোনো খেলনা-কুকুর ছিল কিনা, যার উত্তরে তিনি না বলেছিলেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলতে পারি নার্সারিতে ওই ধরনের কিছু কুকুর অবশ্যই ছিল। দেখো, একটা কথা বলি তোমাকে, মিস্টার ওয়েভার্লি তাঁর বাচ্চা ছেলেকে সেই গুপ্তঘরে ভুলিয়ে রাখার জন্যে সেখানে কিছু খেলনা রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।'

এই সময় মিস্টার ওয়েভার্লি ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কোনো কিছু কি আবিষ্কার করতে পারলেন? ছেলেটিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার কোনো ক্লু পেয়েছেন?'

পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে কাগজের একটা টুকরো তুলে দিয়ে বললেন : 'এখানে সেই ঠিকানাটা লেখা আছে।'

'কিন্তু এ যে দেখছি স্রেফ একটা ফাঁকা কাগজ!' অবাক চোখে পোয়ারোর দিকে তাকালেন মিস্টার ওয়েভার্লি।

'কারণ ওই কাগজে আপনার ছেলের বর্তমান ঠিকানাটা তো আপনিই লিখে দেবেন আমাকে, যার জন্য আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।'

'এসব আপনি কি বলছেন মঁসিয়ে?' মিস্টার ওয়েভার্লির মুখটা লাল হয়ে উঠল।

'আমি সব কিছুই জেনে গেছি, আপনার পালাবার আর কোনো পথ নেই। আমি আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, ভালয় ভালয় আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন। আপনার উদ্ভাবনী দক্ষতা আর তার পুনরাবির্ভাবের ব্যাখ্যা করার কাজটা একই রকমের হবে। আর আপনি যদি তা না করেন, তাহলে এই কেসের সঠিক ফলাফল মিসেস ওয়েভার্লিকে জানিয়ে দিতে আমি বাধ্য হবো।'

এ কথায় মিস্টার ওয়েভার্লি গভীর হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়লেন, চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে লজ্জায় ঘৃণায় দু' হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন। তারপর তেমনি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ক্লান্ত গলায় কোনো রকমে বললেন, 'সে এখন আমার পুরনো নার্সের কাছেই আছে। জায়গাটা খুব বেশি দূরে নয়, এখান থেকে দশ মাইল দূরে। খুব সুখেই আর যত্নসহকারে রাখা হয়েছে তাকে।'

'না, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আপনি যে আপনার অন্তর থেকে একজন স্নেহবৎসল পিতা, এ কথা যদি না আমি বিশ্বাস করতাম, তাহলে আমি আপনাকে আর একটা সুযোগ দেবার কোনোরকম ইচ্ছা প্রকাশ করতাম না। আমি তখন—'

'স্ক্যান্ডাল ছড়াতেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আপনার নাম খুবই প্রাচীন আর সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে আপনার যথেষ্ট পরিচিতি আছে। সেটা যেন আর ক্ষুণ্ণ না করেন। শুভ সন্ধ্যা মিস্টার ওয়েভার্লি। আহ্, ভাল কথা, বিদায় নেবার আগে একটা ছোট্ট উপদেশ দিয়ে যাই আপনাকে, সব সময় জাঁকজমকসহকারে মাথা উনচু করে চলার চেষ্টা করবেন।'

রহস্যময় মার্কেট বেসিং

THE MERKET BASING MYSTRY

'দ্য মার্কেট বেসিং মিস্ট্রি' ১৯২৩ সালের ১৭ই অক্টোবর প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।

'যাই বলো না কেন, শহরতলীর মতো ভাল জায়গা আর হয় না, হয় কি?' ইন্সপেক্টর জ্যাপ তাঁর স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিমায় ভারি নিঃশ্বাস নাক দিয়ে নিয়ে মুখ দিয়ে আবার সেটা বার করে দিলেন। তাঁর এই অনুভূতিটা আমি ও পোয়ারো সকলরবে প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। আমরা সবাই উইকএন্ডে মফঃস্বলের মার্কেট বেসিংয়ের ছোট-খাটো টাউনে বেড়াতে যাই। এটা ছিল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর জ্যাপের। কাজের বাইরে জ্যাপ একজন একনিষ্ঠ বোটানিস্ট। অবসর সময়ে তিনি তাঁর বাগানে নানান ধরনের ফুলের চাষ করে থাকেন, এক-একটা ফুলের দাঁত-ভাঙা সব নাম, তাও আবার ল্যাটিন ভাষায় (তাঁর উচ্চারণগুলোও বড় অদ্ভুত), আর এই সব ফুলের ওপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি যেন থামতেই চান না, এমনি তাঁর উৎসাহ। কোনো অপরাধমূলক কেসের ব্যাপারেও তিনি অমন দীর্ঘ বক্তৃতা বা আলোচনা করেন না।

'কেউ আমাদের জানে না, আর আমরাও কাউকে জানি না', জ্যাপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন। 'এই হলো ধারণা।'

এটা কোনো কেসের তদন্ত কিংবা প্রমাণ করতে যাওয়া নয়। তবে একজন স্থানীয় কনস্টেবলের কর্মময় জীবনে হঠাৎ এমন একটা কেস এসে গেল যা এড়ানো যায় না। মাইল পনেরো দূরের একটি গ্রাম থেকে তাকে এখানে বদলি করা হয়েছিল। আর তার এই নতুন কর্মস্থলেই আর্সেনিক বিষপ্রয়োগের একটা কেস এসে যায়, যা তাকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চিরকালের কর্মব্যস্ত মানুষটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বাধ্য করে। যাইহোক, জ্যাপের মতো মহান মানুষটির উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বময় পরিচিতি এখানে সেটা যেন ফুলে-ফেঁপে আরও বেড়ে গেল। পুলিশে চাকরী করলেও একজন সৎ ও ভালমানুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি লন্ডন শহর থেকে সুদূর এই গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়াটা যেন এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

রোববার সকাল। গ্রামের এক সরাইখানার পার্লারে বসে আমরা প্রাতঃরাশ সারতে বসেছি, সূর্যস্নাত সকাল, ফুলগাছের কচি-কচি ডালপালাগুলো বাতাসের তীব্র আলোড়নে জানালার ওপর আছড়ে পড়ছিল। এ হেন সুন্দর এক প্রাকৃতিক পরিবেশে আমরা সবাই বেশ খোশমেজাজে ছিলাম। কসা শূকরমাংস আর সিদ্ধ ডিম, এক কথায় চমৎকার। কফি তেমন ভাল না হলেও ফুটন্ত গরম বলে মেনে নেওয়া যায়।

'এই হলো জীবন', উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে হঠাৎ জ্যাপ বলে উঠলেন। 'আমি যখন অবসর নেব, এই রকম শহরতলীতে একটা বাড়ি বানিয়ে থাকব। এখানে খুন-জখম নেই, চুরি-ছিনতাই নেই, কোনো অপরাধই নেই। ঠিক এমনটিই তো ভালভাবে মানুষের মতো বেঁচে থাকার জায়গা, এরই নাম জীবন!'

'কোনো অপরাধ নয়, অপার সুখ ও শান্তির রাজ্য!' পোয়ারো মন্তব্য করল, সেই সঙ্গে মাখন-মাখানো রুটির টুকরো মুখে ফেলতে ফেলতে ভুরু কুঁচকে একটা চড়ুই পাখির দিকে নজর রাখছিল, অনেকক্ষণ ধরে সেটা জানালার সামনে ঘোরাঘুরি করছিল ভেতরে প্রবেশ করার জন্যে।

আমি হাল্কাভাবে কাব্যিক ঢং-এ উল্লেখ না করে থাকতে পারছিলাম না :

ওই শশকটির মুখখানি বড় সুন্দর,
কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবন বড়ই বিরক্তিকর।
সত্যি আমি তোমাকে বলতে পারছি না,
ওই শশক কি ভয়ঙ্কর কাজই না করছে না!

'হে ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা করুন!' জ্যাপ একটু ইতস্তত করে বলে উঠলেন, 'কিছু মনে করো না ভাই, আমার খিদেটা একটু বেশি, পুলিশের হাড়ভাঙা ডিউটি, তাই বুঝতেই পারছ। আমার বিশ্বাস, আমি এখনো একটা ডিম আর একটা শূকরের মাংস গলাধঃকরণ করতে পারি। তা ক্যাপ্টেন, তুমি কি বলো?'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত,' হাসিমুখে আমি তাঁকে সমর্থন করে পোয়ারোর দিকে ফিরলাম। 'পোয়ারো, তোমার কি ব্যাপার বলো তো?'

পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লো। 'কারোরই একেবারে পেটভর্তি করে কখনো খাওয়া উচিত নয়, কারণ এর ফলে মস্তিষ্ক কাজ করতে অস্বীকার করবে,' মন্তব্য করল সে।

'তা তুমি যাই বলো না কেন মঁসিয়ে, আমি কিন্তু ভরাপেটের ওপরেও আরও কিছু খাওয়ার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত', এই বলে জ্যাপ হাসলেন। 'জানো তো আমার পেটটা কতই না বড়! ভাল কথা, নজর দেব না, তবু বলছি তুমি এখন বেশ মোটাসোটা বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছ মঁসিয়ে পোয়ারো। ওই যে আমার জন্য ডিম আর শূকরের মাংস এসে গেছে।' জ্যাপ এমনভাবে তাঁর কথা শেষ করলেন, খাবার আসতে দেখে যেন তাঁর জিভে বুঝি জল এসে গেল।

যাইহোক, এই সময় প্রবেশপথের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে গেল একজন। কনস্টেবল পোলার্ড সে।

'ইন্সপেক্টর আর ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের অসময়ে বিরক্ত করার জন্য আশাকরি আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু কি করবো বলুন, আমি যে অপরাগ, আসতে বাধ্য হলাম। ইন্সপেক্টর জ্যাপের পরামর্শ যে আমার একান্ত দরকার।'

'আমি এখন ছুটিতে', জ্যাপ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। 'ছুটিতে আমি কোনো কাজ করি না। তা কেসটা কি শুনি?'

'লেগ হাউসে একজন ভদ্রলোক নিজেই নিজের মাথায় গুলি চালিয়েছেন।'

'বেশ তো, গুলি করেছে তো কি হয়েছে? ওরকম করতে দাও!' নীরস গলায় বললেন জ্যাপ। 'ভদ্রলোক কি ঋণগ্রস্ত, নাকি নারীঘটিত কোনো কেসে....আমার ধারণা এরকমই হতে পারে। দুঃখিত পোলার্ড, আমি এ ব্যাপারে তোমাকে কোনোভাবেই সাহায্য করতে পারব না।'

'কিন্তু ব্যাপার কি জানেন স্যার', কনস্টেবল নাছোড়বান্দা, ইনিয়ে-বিনিয়ে জ্যাপের মত সে বদল করবেই। 'তিনি নিজে কখনোই নিজেকে গুলি করতে পারেন না। অসম্ভব, ডঃ গিলস্‌ও এ কথা বলেছেন।'

জ্যাপ এবার একটু নড়েচড়ে বসলেন, তাঁর চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'তিনি নিজেকে গুলিবিদ্ধ করতে পারেন না? তার মানে কি বলতে চাইছ তুমি?'

'এ শুধু আমার অনুমান নয়, আমি আগে বলেছি, আবার এখনও বলছি, ডঃ গিলস্‌ও এ কথা বলেছেন, পোলার্ড তার কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল, 'তিনি আরও বলেন, এটা পুরোদস্তুর অসম্ভব। এই মৃত্যুর ব্যাপারে তিনি স্তম্ভিত, হতবাক! দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, এবং ঘরের জানালাগুলোও ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মনে করেন, ভদ্রলোক কিছুতেই আত্মহত্যা করতে পারেন না।'

এতেই কাজ হলো। বয় ফরমাস মতো আবার ডিম ও শূকরের মাংস নিয়ে এলো, তবে সেগুলো একপাশে সরিয়ে রাখা হলো। কয়েক মিনিট পরেই আমরা সবাই যতটা

সম্ভব দ্রুতপায়ে লেগ হাউসের দিকে ছুটে চললাম। জ্যাপ এখন যেন এক অন্য মানুষ। নিজের থেকেই এ কেসের ব্যাপারে কনস্টেবলের কাছে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন।

মৃত ব্যক্তির নাম ওয়াল্টার প্রোথেরো; মাঝবয়সী এবং নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন। বছর আটেক আগে তিনি মার্কেট বেসিং-এ এসে লেগ হাউসটা ভাড়া নেন, জীর্ণ এবং প্রায় ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা ছিল বাড়িটার তখন। বাড়ির এক কোণায় থাকতেন তিনি। হাউসকীপারই তাঁর দেখ্‌ভাল করত, তাকে তিনি সঙ্গে করেই এনেছিলেন। তার নাম মিস ক্লেগ। মেয়েটি খুবই মেধাবী আর গ্রাম সম্পর্কে তার উচ্চ ধারণা ছিল। সম্প্রতি একজোড়া দম্পতি তাঁর সঙ্গে বসবাস করার জন্য সেখানে আসেন, যথাক্রমে মিস্টার এবং মিসেস পার্কার। তাঁদের আগমন লন্ডন থেকে। আজ সকালে সে তার মনিবকে ডাকতে গিয়ে সাড়া না পেয়ে এবং দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে মিস ক্লেগ সতর্ক হয়ে যায়। পরক্ষণে সে পুলিশ এবং ডাক্তারকে ফোন করে। ডাক পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কনস্টেবল পোলার্ড এবং ডঃ গিলস্ চলে আসেন লেগ হাউসে। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মিস্টার প্রোথেরোর শয়নকক্ষের ওক কাঠের দরজা ভেঙে পড়ে একসময়।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই তাঁরা যে দৃশ্যটি দেখেন সেটা এইরকম : মিস্টার প্রোথেরো ঘরের মেঝের ওপর পড়ে আছেন, মাথায় গুলি করা হয়েছিল, ক্ষতস্থানে চাপ চাপ জমা রক্ত এবং পিস্তলটা তাঁর ডান হাতের মুঠোয় ধরা ছিল। দেখে মনে হয় এ যেন পরিষ্কার একটা আত্মহত্যার কেস।

যাইহোক, মৃতদেহ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখার পর ডঃ গিলস্ স্পষ্টতই স্তম্ভিত হয়ে যান, তাঁর বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে যায়। অবশেষে তিনি কনস্টেবলকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর স্তম্ভিত হওয়ার কারণটা ব্যাখ্যা করেন আর তাঁর সন্দেহের কারণ শোনা মাত্র পোলার্ড সঙ্গে সঙ্গে জ্যাপের কথা ভাবলেন। মৃতদেহ ডঃ গিলস্-এর জিম্মায় রেখে পোলার্ড ছুটল জ্যাপদের সরাইখানায়। কনস্টেবলের দীর্ঘ সময় ধরে মৃত প্রোথেরোর কেস হিস্ট্রি বলা শেষ হতেই আমরা লেগ হাউসে গিয়ে পৌঁছলাম। জনমানবশূন্য বাড়ির চারপাশ বাগান দিয়ে ঘেরা। সামনের দরজাটা খোলাই ছিল। সেই পথ অতিক্রম করে যেতেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমরা হলঘরে গিয়ে ঢুকলাম, সেখান থেকে সরাসরি আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো একটা ছোট বসবার ঘরে। ঘরের মধ্যে আমরা তখন মাত্র চারজন মানুষ। জাঁকালো পোশাক পরা একজন লোকের বিদঘুটে মুখ দেখে প্রথমেই আমি তাকে অপছন্দ করলাম। মহিলাটিও ঠিক তারই অনুরূপ, তবে সাধারণ ফ্যাসানের পোশাকে তাকে রীতিমতো সুন্দরী দেখাচ্ছিল। কালো পোশাকে অপর এক মহিলা, যে অন্যদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, আমি তাকে হাউসকীপার বলেই ধরে নিলাম। তবে স্পোর্টিং টুইড পরিহিত দীর্ঘদেহী পুরুষটির পরিচয় জানতে হবে। তাকে দেখলে খুবই বুদ্ধিমান বলে মনে হয়, কারণ তাকে চোখে-মুখে কথা বলতে দেখা যাচ্ছিল, যে কিনা সমস্ত অবস্থাটা বেশ পরিষ্কারভাবেই নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখছিল, কখনোই রাশটা সে তার হাতছাড়া করছিল না।

'ডঃ গিলস্', কনস্টেবল বলল, 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ-ইন্সপেক্টর জ্যাপ আর তাঁর দু'জন বন্ধু।'

ডাক্তার আমাদের অভিবাদন জানালেন এবং মিস্টার ও মিসেস পার্কারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর আমরা তাদের সঙ্গে ওপরতলায় গেলাম। জ্যাপের হুকুমে বাধ্য ছেলের মতো পোলার্ড নিচেরতলায় রয়ে গেল। একদিক থেকে ভালই হলো, বাড়ির জিনিসপত্রের ওপর নজর রাখতে পারবে সে। ডাক্তার আমাদের ওপরতলায় নিয়ে গেলেন, বাড়ির মালিকের ঘরে প্রবেশ করার সময় বারান্দায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমাদের। একেবারে শেষ প্রান্তে একটা দরজা খোলা ছিল, দরজার কব্জায় বন্দুকের গুলির একটা টুকরো ঝুলে থাকতে দেখা গেল, দরজার নিচের একটা অংশে ভেতর থেকে মেঝের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সেটা হয়তো ভেঙে গিয়ে থাকবে।

আমরা ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। মৃতদেহটা তখনও মেঝের ওপরেই পড়েছিল। মিস্টার প্রোথেরো ছিলেন মাঝবয়সী, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, কপালের দু'পাশের চুল ধূসর হয়ে গেছে। জ্যাপ মৃতদেহের সামনে হাঁটু মুড়ে বসলেন।

'প্রথমে যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক তেমনভাবেই রেখে দিলেন না কেন?' বিরক্তি প্রকাশ করে ডঃ গিলস্-এর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন জ্যাপ।

ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম, আত্মহত্যার কেস, তাই ঠিক অতটা সতর্ক হওয়ার কথা ভাবিনি।'

'হুম্!' জ্যাপ বললেন। 'বাঁ-কানের পিছন থেকে মাথার ভেতরে বুলেটটা বিঁধে গেছে দেখছি।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই!' ডাক্তার তাঁকে সমর্থন করে বললেন, 'তাঁর পক্ষে নিজে ওভাবে গুলি করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর হাতটা ডানদিকে পাক খাইয়ে সেখানে নিয়ে যেতে হতো। কিন্তু কার্যত তা করা হয়নি।'

'তবুও আপনি পিস্তলটা তাঁর হাতের মুঠোয় ধরা অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন? ভাল কথা, সেই পিস্তলটা কোথায়?'

ডাক্তার টেবিলটার দিকে তাকালেন। 'কিন্তু সেটা তাঁর হাতের মুঠোয় ধরা ছিল না,' ডঃ গিলস্ বললেন, 'হাতের ভেতরে থাকলেও তাঁর আঙুলগুলো কিন্তু পিস্তলটার ওপর জড়ানো ছিল না।'

'তার মানে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে সেটা তাঁর হাতে রেখে দেওয়া হয়েছিল,' জ্যাপ বললেন, 'এটা এখন যথেষ্ট পরিষ্কার বলেই মনে হচ্ছে।' এই বলে তিনি এবার অস্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'দেখছি, মাত্র একটি কার্তুজই ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা আঙুলের ছাপ পাওয়ার জন্য এটা পরীক্ষা করে দেখব। কিন্তু আমার সন্দেহ ডঃ গিলস্, আপনার ছাড়া অন্য কারোর হাতের ছাপ পাওয়া যাবে না বোধহয়। যাইহোক, এখন বলুন, উনি কতক্ষণ মারা গেছেন?'

'গতকাল রাত্রে কোনো এক সময়ে হবে। আমি সাঠিক সময় বলতে পারবো না, যা কিনা গোয়েন্দা গল্পে বিস্ময়কর ডাক্তাররা বলে থাকে। তবে আমার যতদূর মনে হয়, রাত বারোটার কিছু আগে পরে ওঁর মৃত্যু হয়ে থাকবে।'

তখনও পর্যন্ত পোয়ারো কোনোরকম নড়াচড়া করেনি। আমার পাশে থেকে জ্যাপের কার্যধারা পর্যবেক্ষণ করছিল এবং তাঁর প্রশ্নগুলো শুনছিল। মাঝে মাঝে তাকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখা যাচ্ছিল, মনে হলো কোনো কিছু শোঁকবার জন্য চেষ্টা করছিল সে, এবং যেন সে ঘটনাটা দেখে স্তব্ধ, হতবাক। তারই মধ্যে কিছু বোঝবার চেষ্টা করছিল। আমিও তাই করছিলাম, কিন্তু সাড়া জাগানোর মতো কিছুই হদিশ করতে পারলাম না। শ্বাস নিতে গিয়ে মনে হলো বাতাস সম্পূর্ণভাবেই সতেজ এবং কোনো গন্ধ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক-এক সময় পোয়ারোকে কেমন যেন সন্দেহজনকভাবে শ্বাস নিতে দেখা যাচ্ছিল। এবং আমার নাকে যা ধরা পড়েনি, মনে হলো পোয়ারোর উৎসুক নাক কিছু একটার গন্ধ যেন পেয়েছে, তার শারীরিক ভাষা যেন সেরকমই কিছু একটা বলছিল।

জ্যাপ মৃতদেহের কাছ থেকে সরে যাওয়ার পরেই পোয়ারো সেটার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। ক্ষতস্থান দেখার কোনো আগ্রহ সে দেখালো না। প্রথমে আমি ভাবলাম, যে হাত দিয়ে মিস্টার প্রোথেরো পিস্তলটা ধরেছিলেন, সেই হাতের আঙুলগুলি বুঝি সে পরীক্ষা করে দেখছে, কিন্তু মিনিটখানেকের মধ্যেই আমি দেখলাম, মৃতব্যক্তির কোটের হাতায় যে রুমালটা ঝুলে থাকতে দেখা যাচ্ছিল সেটাই তাকে বিশেষ আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে। মিস্টার প্রোথেরোর পরনে ছিল গাঢ় ধূসর রঙের লাউঞ্জ স্যুট। অবশেষে পোয়ারো উঠে দাঁড়াল, কিন্তু স্তব্ধ হতবাক হয়ে সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সেই রুমালটির দিকে।

দরজাটা তুলে ধরতে সাহায্য করার জন্য জ্যাপের ডাকে পোয়ারো তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এই সুযোগে আমিও হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম মৃতদেহটির পাশে এবং রুমালটা হাতে নিয়ে গভীরভাবে সেটা পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম। সেটা স্রেফ সাদা কেমব্রিজের একটা সাধারণ রুমাল; তার ওপর কোনো রকমের চিহ্ন বা দাগ ছিল না। আমি তখন সেটা যথাস্থানে রেখে দিলাম। আমি যে ব্যর্থ, নিজের মনে স্বীকার করে মাথা নাড়লাম।

অন্যেরা হাত লাগিয়ে দরজাটা তুলে ধরল। বুঝতে পারলাম তারা এবার চাবি খুঁজছে, কিন্তু তাদের ব্যর্থ হতে দেখা গেল।

'অতএব এর থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে,' জ্যাপ বললেন, 'ঘরের জানালা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। খুনী দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে থাকবে। দরজা বন্ধ করে চলে যাবার সময় সে চাবিটা তার সঙ্গে নিয়ে গেছে। সে ভেবেছিল, এর থেকে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, প্রোথেরো নিজেই ভেতর থেকে ঘরের দরজায় তালা দিয়ে থাকবে এবং পরে নিজেই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করে থাকবে। এবং চাবির অনুপস্থিতিটা তেমন

করে কারোরই নজরে পড়বে না। মঁসিয়ে পোয়ারো এ ব্যাপারে তুমি আমার সঙ্গে একমত তো?'

'হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে সহমত পোষণ করছি; কিন্তু আমার আবার এও মনে হয়, ঘরের ভেতরে দরজার ঠিক নিচে চাবিটা ফেলে দেওয়াটা খুবই সহজ এবং ভাল একটা পন্থা। সেক্ষেত্রে মনে হবে যে, তালা থেকে চাবিটা খসে পড়ে থাকবে।'

'হ্যাঁ, এটা খুবই ভাল একটা ধারণা। কিন্তু তুমি সবার ক্ষেত্রে আশা করতে পার না, তোমার মতো এমন বুদ্ধিদীপ্ত ধারণা সবাই করতে পারবে। তুমি যদি কোনো অপরাধ করো, তাহলে তুমি একজন পবিত্র আতঙ্কবাদী হয়ে উঠতে পারবে। মঁসিয়ে পোয়ারো, কোনো মন্তব্য করবে?'

আমার মনে হলো, পোয়ারো যেন হতবাক হয়ে গেছে। ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে প্রায় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিমায় নরম গলায় বলল, 'তিনি খুবই ধূমপান করতেন।'

কথাটা খুব সত্য, টেবিলে ছাইদানির মধ্যে অনেকগুলো পোড়া সিগারেট গোঁজা রয়েছে দেখতে পেলাম।

'গতরাত্রে কম করেও তিনি বিশটি সিগারেট খেয়ে থাকবেন।' জ্যাপ মন্তব্য করলেন। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে তিনি সিগারেটের অবশিষ্টাংশ পরীক্ষা করে দেখতে থাকেন। তারপর তিনি তাঁর নজরটা সরিয়ে ছাইদানির ওপর রাখলেন। 'এগুলো সব একই ধরনের।' তিনি বললেন, 'আর একই ব্যক্তি সব সিগারেটগুলোই খেয়েছেন। মঁসিয়ে পোয়ারো, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই এই তো?'

'আমি কিন্তু একবারও বলিনি যে সেখানে,—' বিড়বিড় করে বলল আমার বন্ধুটি।

'হুঃ!' জ্যাপ চিৎকার করে বলে উঠল, 'এটা কি?' মৃত ব্যক্তির কাছে মেঝের ওপর পড়ে থাকা উজ্জ্বল ও চকচকে একটা জিনিস ছোঁ মেরে হাতে তুলে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন : 'একটা ভাঙা কাফ-লিঙ্ক। আমি অবাক হচ্ছি, এটা কার হতে পারে? ডঃ গিলস, আপনি যদি নিচে গিয়ে হাউসকীপারকে এখানে পাঠিয়ে দেন তাহলে খুব ভাল হয়।'

'পার্কারদের ব্যাপার কি বলুন তো? মিস্টার পার্কার তো এখনি এ বাড়ি ছেড়ে যেতে খুবই উদ্বিগ্ন; তিনি আরও বলেছেন, লন্ডনে তাঁর একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ রয়েছে।'

'আমি নির্ভয়ে বলছি, তাঁকে ছাড়াই এই রহস্যের সমাধান সূত্র খুঁজে বার করতে হবে। ভাল কথা, সব কাজ ঠিক ঠিক চলছে। আর এ ব্যাপারে তাঁর উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন হতে পারে। যাইহোক, নিচে গিয়ে হাউসকীপারকে পাঠিয়ে দিন। আর দেখবেন পার্কারদের মধ্যে কেউ যেন আপনার ও পোলার্ডের দৃষ্টি এড়িয়ে এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে না পারে। ভাল কথা, আজ সকালে মৃত ব্যক্তির পরিবারের কেউ কি এখানে এসেছিল?'

ডাক্তার মনে করার চেষ্টা করলেন।

'না। পোলার্ড আর আমি যখন এখানে আসি তারা তখন বাইরে করিডরে দাঁড়িয়েছিল।'

'এ ব্যাপারে আপনি কি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, পুরোপুরি নিশ্চিত।'

এরপর ডঃ গিলস তাঁর কাজে বেরিয়ে গেলেন।

'লোকটি বেশ ভালই', ডঃ গিলস্-এর প্রশংসা করলেন জ্যাপ। 'এই সব স্পোর্টিং ডাক্তারদের মধ্যে কেউ কেউ খুব ভাল লোক হয়ে থাকে। ভাল কথা, আমি ভাবছি কে ওঁকে গুলি করতে পারে? মনে হচ্ছে এ বাড়ির তিনজনের মধ্যে কেউ একজন হবে। হাউসকীপারকে সন্দেহ করার মতো কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। যদি বা তিনি ওঁকে খুন করতে চাইতেন তাহলে আট-আটটা বছরে যে কোনো একদিন তাঁকে সরিয়ে দিতে পারতেন। আমি এখন অবাক হয়ে ভাবছি, এই পার্কার দম্পতি কারা? ওঁরা আকর্ষণীয় দম্পতি নয় নিশ্চয়ই।'

এই সময় মিস ক্লেগ সেখানে এসে হাজির হলেন। পাতলা রোগাটে কৃশ চেহারা, ধূসর চুল মাথার মাঝখান থেকে দু'ভাগে বিভক্ত। বেশ ধীর শান্ত স্বভাব। তা সত্ত্বেও হাওয়ার খবর, কাজে-কর্মে তিনি বেশ দক্ষ, অভিজ্ঞ। তাই সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। জ্যাপের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তিনি তাঁর মনিবের সঙ্গে দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে ছিলেন। তিনি খুবই সজ্জন এবং সুবিবেচক ছিলেন। তিন দিন আগে পর্যন্ত তিনি মিস্টার ও মিসেস পার্কারদের চোখে দেখা দূরে থাক নাম পর্যন্ত শোনেননি তাঁর মনিবের কাছ থেকে। হঠাৎ তাঁরা এখানে থাকার জন্যে চলে আসেন। মিস্টার প্রোথেরো হঠাৎ তাঁদের দেখে মিস ক্লেগের মনে হয়েছিল তিনি ঠিক খুশি হতে পারেননি। জ্যাপ যে কাফ-লিঙ্কসটা তাঁকে দেখাল, সেটা যে মিস্টার প্রোথেরোর নয় এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। পিস্তলের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তাঁর বিশ্বাস, ওই রকম একটা অস্ত্র তাঁর ছিল। কিন্তু সেটা তিনি সব সময় তালাবন্দী করে রাখতেন। কয়েক বছর আগে তিনি সেটা মাত্র একবারই চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু এটা যে সেই পিস্তলটাই তা জোর দিয়ে বলতে পারেন না। গতরাত্রে তিনি কোনো গুলির আওয়াজও শুনতে পাননি। কিন্তু সেটা খুব একটা আশ্চর্যের কথা নয়, কারণ অত বড় বাড়ির এক প্রান্তের কোনো শব্দ অপর প্রান্ত থেকে শোনা যায় না। মিস ক্লেগ এবং পার্কারদের ঘরগুলো ছিল একেবারে অন্য প্রান্তে, মিস্টার প্রোথেরোর ঘরের ঠিক উল্টোদিকে। মিস্টার প্রোথেরো কখন যে শুতে গেছলেন মিস ক্লেগ জানেন না। তিনি যখন রাত সাড়ে ন'টার সময় শুতে যান, তিনি তখনও জেগে ছিলেন। মিস্টার প্রোথেরো তাঁর শয়নকক্ষে গেলেও তখনি বিছানায় আশ্রয় নেওয়ার অভ্যাস ছিল না তাঁর। সাধারণত অর্ধেক রাত্রি তিনি বই পড়ে আর ধূমপান করে কাটিয়ে দিতেন। ধূমপান ছিল তাঁর একটা বিরাট নেশা।

এরপরেই পোয়ারো একটা প্রশ্ন করল মিস ক্লেগকে। 'আপনার মনিব জানালা খুলে রেখে নাকি নিয়ম মাফিক বন্ধ রেখে ঘুমতে যেতেন?'

মিস ক্লেগ একটু চিন্তা করে অবশেষে বললেন, 'সাধারণত খোলাই রাখতেন।'

'তবুও মৃত্যুর পর ওঁর ঘরের জানালাটা ভেতর থেকে বন্ধই দেখা গেছল। এর কি ব্যাখ্যা আপনি করতে পারেন?'

'না। আমি কিছুই বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি যে, কোনোরকম অসুবিধে বোধ করলে তিনি জানালা বন্ধ করে দিতেন।'

জ্যাপ তাঁকে আরও দু'-একটা প্রশ্ন করে তাঁকে বিদায় করে দিলেন। এরপর তিনি পার্কার দম্পতির আলাদা আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার নিলেন। মিসেস পারকারকে হিস্ট্রিয়াগ্রস্ত এবং কাঁদুনে মহিলা বলে মনে হলো। আর মিস্টার পার্কার রাগে একেবারে তেঁতে ছিলেন, বিড়বিড় করে গালিগালাজ করছিলেন। কাফ-লিঙ্কটা যে তাঁর তিনি তা অস্বীকার করলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী আগেই জ্যাপের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় স্বীকার করে নিয়েছিলেন, সেটা তাঁরই। তাই তাঁর অস্বীকৃতি ধোপে টিকল না। মিস্টার পার্কার তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন, তিনি কখনো মিস্টার প্রোথেরোর ঘরে ঢোকেননি, এ কথাও সত্যি বলে মেনে নেওয়া গেল না। এই সব কথা বিবেচনা করে জ্যাপ মনে করলেন, মিস্টার পার্কারকে গ্রেপ্তার করার জন্যে তাঁর হাতে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে।

কনস্টেবল পোলার্ডকে এ কেসের ইনচার্জ হিসেবে রেখে জ্যাপ গ্রামে ফিরে গেলেন এবং সেখান থেকে তিনি ফোনে যোগাযোগ করলেন হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে। আর পোয়ারো ও আমি ধীরে ধীরে আমাদের সরাইখানায় ফিরে গেলাম অতঃপর।

পোয়ারোর মধ্যে একটা অদ্ভুত নিরবিচ্ছিন্যতাও নীরবতা দেখে আমি তাকে বললাম, 'অস্বাভাবিকভাবে তুমি হঠাৎ চুপ হয়ে গেছ। তবে কি তুমি কেসটার মধ্যে কোনো উৎসাহ পাচ্ছো না?'

'না, না তা কেন হতে যাবে? কেসটা আমাকে ভয়ঙ্করভাবে আকর্ষণ করছে। কিন্তু একই সঙ্গে সেটা আমাকে অবাক করে দিয়েছে, ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে।'

'খুনের উদ্দেশ্যটা অস্পষ্ট।' অনেক চিন্তা করার পর কোনো রকমে বললাম, 'কিন্তু পার্কার যে খারাপ লোক, এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত। তাঁর বিরুদ্ধে কেসটা খুবই পরিষ্কার বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা যে কি তা এখনও জানা যায়নি, তবে পরে সেটা প্রকাশ পেতে পারে।'

'জ্যাপের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে কোনো কিছু কি তোমার মনে উদয় হয়নি?'

আমি কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকালাম।

'তোমার জামার হাতায় কি আছে পোয়ারো?'

'আগে বলো মৃতব্যক্তির জামার হাতায় কি ছিল?' পাল্টা প্রশ্ন করল পোয়ারো।

'ওহো, সে তো একটা রুমাল!'

'ঠিক তাই, সেটা একটা রুমালই বটে!'

'একজন নাবিক তার জামার আস্তিনে রুমাল গুঁজে রাখে', চিন্তিতভাবে আমি বললাম।

'হেস্টিংস, এ এক চমৎকার সূত্র বটে! তবে আমার মনে যেটা এখন বিরাজ করছে ঠিক তেমনটি নয়।'

'আর কিছু?'

'হ্যাঁ, বার বার সেই সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধে আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে।'

'কিন্তু আমি তো আমার নাকে তেমন কোনো গন্ধ পাচ্ছি না', আমি অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠলাম।

'আমিও এখন আর পাচ্ছি না।'

আমি আগ্রহ নিয়ে ওর দিকে তাকালাম। ও যে কখন কার জামার কলার ধরে টানবে বোঝা মুশকিল। তবে ওর হাবভাব দেখে আমার মনে হলো আমার মতো পোয়ারোও খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছে এখন। এবং ও নিজেই নিজের দিকে ভ্রূকুটি করছে, ও ওর মনের আয়নায় এখন কি দেখছে, বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে।

দু'দিন পরে তদন্তের কাজ শুরু হলো। ইতিমধ্যে অন্য এক তথ্য-প্রমাণ প্রকাশ পেতে দেখা গেল। ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানো সেই লোকটা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছে সেদিন সে লেগ হাউসের বাগানের পাঁচিল টপকেছিল, অভ্যাসমতো সেখানে একটা শেডের নিচে প্রায়ই সে ঘুমতো, সেটা সব সময়ই খোলা থাকত। সে আরও বলে, সেদিন রাত প্রায় বারোটার সময় সেই বাড়ির দোতলায় দু'জন লোকের মধ্যে চিৎকার করে ঝগড়া করার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। একজন লোক কিছু টাকা দাবী করছিল, আর অপর লোকটি সেই টাকা দিতে অস্বীকার করছিল। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সে দেখে, দু'জন লোক ঘরের মধ্যে এ ওঁকে তেড়ে যাচ্ছে, একজন পিচোচ্ছে তো অন্যজন এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে, তাদের এই ইঁদুর-দৌড়ের দৃশ্যটা খোলা জানালার আলোয় ছায়া ফেলছিল। একজনকে সে বেশ ভাল করেই জানে, তিনি বাড়ির মালিক মিস্টার প্রোথেরো। এবং অপরজনকেও সে সঠিকভাবেই মিস্টার পার্কার হিসেবে সনাক্ত করেছিল।

এখন এর থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে, পার্কাররা লেগ হাউসে এসেছিল প্রোথেরোকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য। কিন্তু কেন এই ব্ল্যাকমেল, কিসের জন্যে ব্ল্যাকমেল? এ প্রশ্নের জবাবও আমি পেয়ে গেলাম পরবর্তীকালে তদন্তের সময়। পরে এও জানা যায় যে, মৃতব্যক্তির আসল নাম হলো ওয়েন্ডোভার। এবং সে নেভির একজন লেফটেনান্ট ছিলেন। ১৯১০ সালে একটা প্রথম শ্রেণীর দ্রুতগামী রণপোত 'মেরিথট' বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। এই সব খবর ও তথ্য-প্রমাণ থেকে মনে হলো কেসটা দ্রুত পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। মনে হয় সেই রণপোত ধ্বংসের নাটকে ওয়েন্ডোভারের সহযোগী থাকার সূত্রে সেই ঘটনার

জের টেনে পার্কার দীর্ঘদিন পরে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতে এসে তাঁর মুখ বন্ধ করার জন্য তাঁর কাছ থেকে মোটা টাকার ঘুষ দাবী করে থাকবেন যা অপরপক্ষ দিতে অস্বীকার করে থাকবেন। সেই ঝগড়া চলাকালীন সময়ে হঠাৎ ওয়েভোভার রিভলবার বার করেন, কিন্তু ট্রিগার টেপার আগেই পার্কার সেটা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি করে থাকবেন। এবং সেটা যে নিছক একটা আত্মহত্যার কেস, সেইভাবে ঘটনাটা সাজাবার চেষ্টা করেন মিস্টার পার্কার।

যাইহোক, যথাসময়ে পার্কারের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়, তাঁকে তাঁর নিজের পক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়। এই মামলা চলার সময় পুলিশ-কোর্টের সওয়াল-জবাব শুনতে আমরা হাজির ছিলাম সেখানে। আমরা সেখান থেকে চলে আসার সময় পোয়ারো তার মাথা দোলাল।

'অবশ্যই সেরকম হতে পারে', নিজের মনেই সে বিড়বিড় করে বলে উঠল। 'হ্যাঁ, সেরকমই হওয়া উচিত। আমি আর দেরী করব না।'

সে তখন ডাকঘরে গিয়ে দ্রুত একটা চিঠি লিখে বিশেষ দূত মারফত সেটা পাঠাবার ব্যবস্থা করল। সেটা কাকে যে পাঠানো হলো আমি দেখিনি। তারপর আমরা আমাদের সেই সরাইখানায় ফিরে এলাম, আমরা সেই স্মরণীয় উইকএন্ডে যেখানে ছিলাম।

পোয়ারোকে খুবই অস্থির দেখাচ্ছিল। ঘন ঘন পায়চারি করছিল জানালার সামনে। ওকে এহেন অবস্থায় দেখে শেষে থাকতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, 'তোমার কি হয়েছে বলো তো বন্ধু, জানালার সামনে ওভাবে ঘন ঘন পায়চারিই বা করছ কেন?'

'একজন দর্শনার্থীর জন্য আমি অপেক্ষা করছি', ব্যাখ্যা করে পোয়ারো আরও বলল, 'এ হতে পারে না, অবশ্যই এটা হতে পারে না, না, আমি ভুল করতে পারি। হ্যাঁ, ওই তো উনি এসে গেছেন।'

আমাকে ভয়ঙ্করভাবে অবাক করে দিয়ে মিনিটখানেকের মধ্যেই মিস ক্রেগ ঘরের মধ্যে এসে হাজির হলেন। স্বাভাবিকের তুলনায় ওঁকে খুবই শান্ত দেখাচ্ছিল এবং এমন জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন যে, দেখে মনে হলো তিনি যেন দীর্ঘপথ ছুটে এসেছেন। পোয়ারোর দিকে তাঁকে তাকাতে দেখেই আমি তাঁর চোখে ভয়ের ছাপ পড়তে দেখলাম।

'বসুন মাদামোয়াজেল,' নরম গলায় বলল পোয়ারো। 'আমি ঠিকই অনুমান করেছি, তাই না?'

উত্তরে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। একটা কথাও বলতে পারলেন না।

'কেন আপনি এ কাজ করতে গেলেন?' পোয়ারো শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল। 'কেন, কেন এ কাজ করলেন?'

'আমি ওঁকে ভালবাসতাম বলে', এবার মিস ক্রেগ মুখ খুললেন। 'উনি যখন ছোট্ট ছেলে ছিলেন, তখন থেকেই আমি ওঁর নার্সমেড ছিলাম। ওঃ, আমাকে একটু দয়া করুন!'

'ঠিক আছে, আমি আমার সাধ্যমতো যা করার সব করব। কিন্তু বোঝবার চেষ্টা করুন, একজন নিরপরাধ লোককে আমি এভাবে বিচারাধীন আসামীর কাঠগাড়ায় দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে চাই না। অবশ্য আমি আবার এও জানি যে, উনি একজন অনাকাঙ্ক্ষিত স্কাউন্ড্রেল!'

মিস ক্লেগ উঠে দাঁড়ালেন এবং নিচু গলায় বললেন, 'সম্ভবত শেষ দিকে আমি এখানে নাও থাকতে পারি। যা ভাল বোঝেন তাই করবেন।'

তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'আচ্ছা, উনিই কি মিস্টার প্রোথেরোকে গুলি করেছিলেন?' আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

পোয়ারো মৃদু হেসে মাথা নাড়ল।

'না, উনি নিজেই নিজেকে গুলি করেছিলেন। তোমার কি মনে আছে, উনি ওঁর জামার ডান হাতায় রুমাল বহন করেছিলেন সেদিন? এর থেকেই আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি, তিনি ছিলেন ন্যাটা। রণপোত ধ্বংসের ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে এবং মিস্টার পার্কারের সঙ্গে ঝটিতি সাক্ষাৎকারের পর ওয়েন্ডোভার ঠিক করে ফেলেন নিজেকে খতম করে ফেলবেন এবং সেই মতো তিনি নিজেই নিজেকে গুলি করে বসেন। অন্যদিনের মতো পরের দিন যথারীতি মিস ক্লেগ তাঁকে ডাকতে আসেন এবং তাঁকে মেঝের ওপর মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। একটু আগে মিস ক্লেগ যেমন আমাদের বলে গেলেন, তিনি তাঁকে তাঁর ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন রেগে গেলে তিনি যা নয় তাই করতে পারেন। সেই রকম ক্রুদ্ধই হয়েছিলেন তিনি তখন পার্কারের ওপর, যিনি তাঁকে এমন নির্লজ্জ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। মিস ক্লেগ পার্কারদের খুনী হিসেবেই মনে করেন। কথাটা হঠাৎ মনে হতেই, তাঁদের এই জঘন্য কাজের জন্যে তাঁদের কি ভাবে শাস্তি দেওয়া যায় তার সুযোগটা হাতের কাছে পেয়ে যেতেই তিনি সেটার সদ্ব্যবহার করতে একটুও কসুর করলেন না। মিস ক্লেগই শুধু জানতেন ওয়েন্ডোভার ন্যাটা ছিলেন, সব কাজ তিনি তাঁর বাঁহাত দিয়ে করতেন। সেদিনও তাঁর মৃত্যুর পর পিস্তলটা তাঁর বাঁহাতেই মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ছিল। মিস ক্লেগ পিস্তলটা তাঁর ডানহাতে স্থানান্তরিত করে দেন, জানালাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেন, নিচের ঘর থেকে সংগ্রহ করা কাফ-লিঙ্কটা মৃতদেহের পাশে ফেলে দিয়ে তিনি তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, এবং চাবিটা সরিয়ে ফেলেছিলেন।'

'পোয়ারো!' উৎসাহের জোয়ারে আমি ফেটে পড়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'চমৎকার তোমার বিশ্লেষণ ক্ষমতা! সেই রুমাল থেকে ছোট্ট একটা ক্লুই সব রহস্যের সমাধান করে দিল শেষ পর্যন্ত!'

'আর সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ! যদি জানালাটা বন্ধ থাকত, এবং সেই রাত্রে যদি অতগুলো সিগারেট খাওয়া হতো, তাহলে সারা ঘরময় পোড়া তামাকের গন্ধ মম করত। কিন্তু তার বদলে ঘরের ভেতরটা সতেজ ও পরিষ্কার ছিল। তাই আমি সঙ্গে

সঙ্গে অনুমান করে নিলাম। জানালাটা সারারাত নিশ্চয়ই খোলা ছিল এবং কেবল সকালেই সেটা বন্ধ করা হয়েছিল। আর এই তথ্যটাই আমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুমান করে নেওয়ার সূত্র যেন পাইয়ে দিয়েছিল। আমি তখন কল্পনা করে নিই কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো খুনীই জানালাটা বন্ধ করে দিতে পারে না। বরং সেটা খুলে রেখে গেলেই তার সুবিধে বেশি হবে। আর সেই সঙ্গে ভান করা যেতে পারে, খুনী ওই জানালা দিয়েই পালিয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু আত্মহত্যার কেসে এই সুবিধেটা খাটে না, সেক্ষেত্রে জানালাটা বন্ধই রাখতে হয়। অবশ্যই সেই ভবঘুরে লোকটির সাক্ষ্য যখন আমি শুনলাম, তখন আমি আমার সন্দেহের ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেলাম। তার বর্ণনামতো জানালাটা খোলা না থাকলে সে কখনোই ওয়েন্ডোভার এবং পার্কারের উত্তপ্ত কথাবার্তা শুনতে পেত না এবং উত্তেজনাবশে ঘরের মধ্যে তাদের চলাফেরার দৃশ্যও দেখতে পেত না।'

'চমৎকার!' আমি ওকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানিয়ে বললাম, 'এখন একটু চায়ের ব্যবস্থা করলে কেমন হয় বন্ধু?'

'একজন খাঁটি ইংলিশম্যান হিসেবে বলতে গেলে বলতে হয় যে,' পোয়ারো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, 'আমার মনে হয় এখানে আমি এক গ্লাস সিরাপ পেতে পারব না বলে মনে হয় না?'

ইতালিয় সৎমানুষের অভিযান

THE ADVENTURE OF ITALIAN NOBLEMAN

'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ইটালিয়ান নোবলম্যান' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের ২৪শে অক্টোবর "দ্য স্কেচ" পত্রিকায়।

পোয়ারো আর আমার অনেক বন্ধু ও পরিচিতজন আছে। তাদের স্বভাব নেহাতই রীতিবিরুদ্ধ। তাদের মধ্যে নাম করার মতো—ডঃ হওকার, আমাদের একজন নিকট প্রতিবেশী, পেশা চিকিৎসা। অমায়িক চিকিৎসকের স্বভাব হলো সন্ধ্যায় কোনো এক সময় পোয়ারোর সান্নিধ্যে এসে তার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করা। তাছাড়া তাঁর একটা বড় গুণ পোয়ারোর একনিষ্ঠ ভক্ত তিনি। ডাক্তারের আরো গুণ হলো, সাদাসিধে মানুষ এবং সব রকম সন্দেহের বাইরে তিনি।

জুন মাসের গোড়ার এক সন্ধ্যায়—তখন প্রায় সাড়ে আটটা হবে পোয়ারোর চেম্বারে এসে হাজির হলেন তিনি। আরাম করে বসার পর তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিলেন—তখনকার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, সম্প্রতি আরসেনিক বিষ প্রয়োগে এক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার সাফল্য নিয়ে। এইভাবে তখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট অতিক্রান্ত, ঠিক সেই সময় আমাদের বসবার ঘরের দরজা ধীরে ধীরে খুলে যেতে দেখা গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন মহিলা মাথা নিচু করে ঢুকল ঘরের ভেতরে।

'ওহ্ ডক্টর, আপনাকে কে যেন একজন চাইছে। উঃ, সেকি ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর তার। আমি বাধ্য হয়ে ছুটে চলে এলাম আপনার কাছে। বলতে পারেন একরকম তাড়া খেয়েই চলে আসতে হলো।'

আমাদের নতুন দর্শনপ্রার্থীকে চিনতে পারলাম—ডঃ হওকারের হাউজকীপার, মিস রাইডার। ডাক্তার ছিলেন অবিবাহিত, কয়েকটা রাস্তা ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা ভেতরে একটা পুরনো অন্ধকার বাড়িতে থাকতেন তিনি। সাধারণত ধীর স্থির ও শান্ত স্বভাবের মেয়ে মিস রাইডার। কিন্তু এখন তার মধ্যে কেমন যেন একটা অস্থিরতা এবং অসংলগ্ন ভাব লক্ষ্য করা গেল।

'কি রকম ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর? কে সে? আর তার অসুবিধাটাই বা কি শুনি?'

ডাক্তার, আমি একজনের টেলিফোনের কথা বলছি। আমি উত্তর দিয়েছি—তারপরেই দূরভাষে সেই ভয়ঙ্কর আর্তি শোনা যায়। 'সাহায্য করুন' তিনি তখন বলেন, 'ডক্টর, আমাকে সাহায্য করুন, তারা আমাকে হত্যা করছে!' তারপরেই কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। 'আপনি কে কথা বলছেন?' আমি জিজ্ঞেস করি, 'আপনি কে কথা বলছেন?' তারপর আমি তার উত্তর পাই, ঠিক ফিস্‌ফিসিয়ে বলার মতো শোনাল। 'ফোস্কাটিন'—এ রকম কিছু একটা নাম হবে—রিজেন্টস কোর্ট থেকে।'

হঠাৎ ডাক্তার চিৎকার করে উঠলেন। 'কাউন্ট ফোস্কাটিন। রিজেন্টস কোর্টে তাঁর একটা ফ্ল্যাট আছে। এখনি আমাকে যেতে হবে সেখানে। আচ্ছা কি ঘটতে পারে সেখানে?'

'উনি কি আপনার রোগী?' জিজ্ঞেস করল পোয়ারো।

'সামান্য একটু অসুখে গত কয়েক সপ্তাহ আগে আমি তাঁকে দেখতে যাই। ভদ্রলোক ইটালিয়, নির্ভুল ইংরাজী বলতে পারেন তিনি। ঠিক আছে মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে শুভরাত্রি জানিয়ে যাচ্ছি, যদি না—' একটু ইতস্ততঃ করলেন তিনি।

'আপনার মানসিক চিন্তার কথা আমি বেশ উপলব্ধি করতে পারছি', হাসতে হাসতে বলল পোয়ারো। 'আপনার সঙ্গী হতে পারলে আমি খুব খুশি হবো।' হেস্টিংসের দিকে ফিরে সে এবার বলে উঠলো, তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসো হেস্টিংস।'

ঠিক সময়ে আজকাল ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল, তবে শেষ পর্যন্ত একটা ট্যাক্সি ধরলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রিজেন্টস কোর্টের দিকে ছুটে চললাম আমরা। রিজেন্টস কোর্টে নতুন নতুন ফ্ল্যাটের ব্লক, সেন্ট জেমস উড রোডের পরেই সেটা। সম্প্রতি ফ্ল্যাটগুলি তৈরি হয়েছে। আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা আছে প্রতিটি ফ্ল্যাটে।

শূন্য হল, একটা লোককেও দেখা গেল না সেখানে। অধৈর্য হয়ে লিফ্‌ট-এর বেল টিপলেন ডাক্তার। লিফ্‌ট এসে পৌঁছতেই ইউনিফর্ম পরিহিত লিফ্‌টম্যান সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন আপনারা?'

'১১ নম্বর ফ্ল্যাটে। কাউন্ট ফোস্কাটিনির ফ্ল্যাটে। জানতে পারলাম, সেখানে নাকি একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে একটু আগে।'

লোকটা স্থির চোখে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

'এ-খবর এই প্রথম আমি শুনলাম। কাউন্ট ফোস্কাটিনির লোক মিঃ গ্রেভস প্রায় আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি তো কিছু বললেন না।'

'কাউন্ট কি একাই তাঁর ফ্ল্যাটে আছেন?'

'না, স্যার, তাঁর সঙ্গে দু'জন ভদ্রলোক আছেন।'

'তারা কি রকম?' আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করলাম।

আমরা তখন লিফ্‌ট-এ চড়ে বসেছি। লিফ্‌ট ওপরে উঠতে শুরু করছিল তিনতলায়, ১১ নম্বর ফ্ল্যাট ছিল সেখানেই।

'আমি নিজে তাঁদের দেখিনি স্যার। তবে আমি জেনেছি, তাঁরা বিদেশী ভদ্রলোক।'

তিনতলায় উঠে আসতেই লিফ্‌ট থামালো সে। লোহার দরজাটা নিজের হাতেই খুলে দিল। লিফ্‌ট-এর ঠিক উল্টো দিকেই ১১ নম্বর ফ্ল্যাট। ছুটে গিয়ে ডাক্তারই বেল টিপলেন। কোনো উত্তর নেই, ভেতর থেকেও কোনো সাড়া শব্দ আমরা শুনতে পেলাম না। বার বার বেল টিপলেন ডাক্তার। ফ্ল্যাটের মধ্যে বেলের শব্দ প্রতিধ্বনি হতে শুনলাম, কিন্তু ভেতর থেকে কোনো জীবন্ত মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল না।

'মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুবই গুরুতর;' বিড়বিড় করে বললেন ডাক্তার। তারপর লিফ্‌টম্যানের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি।

'দরজার পাস-কী আছে?'

'নিচে পোর্টারের অফিসে একটা আছে বটে।'

'তাহলে এখুনি সেটা তুমি নিয়ে এসো। আর দেখো, আমার মনে হয় এখুনি একবার পুলিশকে খবর দেওয়া উচিত।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিলো।

একটু পরেই লিফ্‌টম্যান ফিরে এলো; তার সঙ্গে ম্যানেজারও সঙ্গে এলো।

'ভদ্রমহোদয়গণ,' ম্যানেজার জিজ্ঞেস করল, 'এসবের অর্থ কি বলবেন?'

'নিশ্চয়ই। কাউন্ট ফোস্কাটিনির কাছ থেকে টেলিফোনে খবর পাই, ভয়ার্ত কণ্ঠে তিনি জানান যে, তিনি আক্রান্ত, মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। এর থেকেই আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, একটুও সময় আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়। ইতিমধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গেছে।'

আর কথা না বাড়িয়ে পকেট থেকে চাবি বার করে ১১ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা খুলল ম্যানেজার। তখন আমরা সবাই সেই ফ্ল্যাটে প্রবেশ করলাম।

প্রথমে আমরা একটা ছোট্ট চারচৌকো লাউঞ্জ হল অতিক্রম করলাম। ডান দিকে একটা দরজা অর্ধেক খোলা অবস্থায় দেখা গেল। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে ম্যানেজার বলল, 'ডাইনিংরুম।'

সবার আগে এগিয়ে যায় ডঃ হওকার। আমরা তাঁর পিছু নিয়ে অনুসরণ করলাম। আমরা ঘরে ঢুকতেই আমি হাঁপিয়ে উঠলাম, হাঁ করে শ্বাস নিলাম। গোলাকৃতি একটা টেবিলের মাঝখানে খাবারের কিছু কিছু অংশ পরে থাকতে দেখা গেল। তিনটি চেয়ার টেবিল ঈষৎ ছড়ানো, দেখে মনে হয় যেন সেই মাত্র চেয়ারে বসা লোকগুলো খাওয়া সেরে উঠে গেছে। এক কোণায় ফায়ারপ্লেসের ডান দিকে একটা বড় আকারের লেখার টেবিল। সেই টেবিল সংলগ্ন একটা চেয়ারের ওপর একজন লোক বসেছিল, কিংবা একজন লোকের অবয়ব বলে মনে হলো। তার ডান হাতের মুঠোয় রিসিভারটা তখনো ধরা অবস্থায় ছিল। তবে সামনের দিকে তার দেহটা নুইয়ে পড়েছিল। পিছন থেকে তার মাথায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত করা হয়ে থাকবে। আর সেই অস্ত্রটা খুঁজে পেতে খুব বেশি দূর যেতে হলো না। একটা মারবেল পাথরের মূর্তি পাশেই মাটির ওপর থাকতে দেখা গেল। আততায়ী তার কাজ শেষ করেই সেটা রেখে দিয়ে থাকবে চট্‌জলদি। পাথরের সেই মূর্তির গায়ে রক্তের দাগ লক্ষণীয়।

মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখতে ডাক্তারের এক মিনিটও সময় লাগল না। পাথরের আঘাতে মৃত্যু। সম্ভবত আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়ে থাকবে। ভেবে অবাক হচ্ছি, সেই সামান্য কয়েক সেকেন্ড সময়ের মধ্যে শিয়রে মৃত্যুর পরওয়ানা নিয়ে কি করেই বা ফোন করলেন তিনি! ডাক্তার বলেন, 'আমার মনে হয়, পুলিশ না আসা পর্যন্ত মৃতদেহ না সরানোই ভাল।'

তবে পুলিশ আসার আগে ম্যানেজারের পরামর্শ মতো ফ্ল্যাটে অনুসন্ধানের কাজটা সারতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম আমরা। খুনীরা যে তখনো পর্যন্ত সেই ফ্ল্যাটেই লুকিয়ে থাকতে পারে, সেই সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিতে হলো প্রথম সিদ্ধান্তেই। খুন করার পর তাদের প্রথম কাজ হয়ে থাকবে ফ্ল্যাট থেকে সরে যাওয়া।

আমরা ডাইনিংরুমে ফিরে এলাম। আমাদের অভিযানে পোয়ারো আমাদের সাথী হয়নি। ফিরে এসে দেখি সেন্টার টেবিলটা একমনে নিরীক্ষণ করছিল সে। আমি তার সঙ্গে মিলিত হলাম। সুন্দরভাবে পালিশ করা গোলাকৃতি একটা টেবিল। মাঝখানে একটা গামলায় গোলাপ ফুল সাজানো। টেবিলের ওপর সাদা লেসের একটা ম্যাট পাতা ছিল। এক ডিশ ফল সাজানো ছিল টেবিলের ওপর। কিন্তু তিনটি শূন্য প্লেট মনে হয় স্পর্শ করা হয়নি। তিনটি কফির কাপে সামান্য একটু কফি পড়ে আছে, দুটি ব্ল্যাক এবং অপরটি দুধ মেশানো। তিন ব্যক্তি মদ্যপান করে থাকবে, কারণ কারুকার্য করা একটা বিরাট সুরাপাত্র সেন্টার টেবিলের ওপর তখনো রাখা ছিল, তাতে অর্ধেক মদ তখনো অবশিষ্ট ছিল। তাদের মধ্যে একজন সিগার এবং বাকি দু'জন সিগারেট খেয়ে থাকবে। একটা রূপোর সিগারেট কেস টেবিলের ওপর পড়ে থাকতে দেখা যায়, তার মধ্যে তখনো কয়েকটা সিগার ও সিগারেট অবশিষ্ট ছিল।

এই সমস্ত তথ্যগুলো আমি মনে মনে ঝালিয়ে নিতে থাকি। কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, বর্তমান পরিস্থিতির ওপর এগুলো তেমন করে আলোকপাত করতে পারে না। তাই আমি ভেবে অবাক হলাম, কেনই বা পোয়ারো এত আগ্রহ নিয়ে এগুলো দেখছিল। থাকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সেই আগ্রহের কারণ জিজ্ঞেস করেই ফেললাম।

'বন্ধু', উত্তরে বলল সে, 'একটা ব্যাপার তুমি বুঝতে অক্ষম। আমি এমন একটা কিছু খুঁজছি যা আমি দেখতে পাইনি।'

'কি সেটা?'

'একটু ভুল, এমন কি সেটা একটা খুব ছোট ভুলও হতে পারে খুনীর পক্ষে।'

তারপরেই সে সংলগ্ন রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। ভাল করে রান্নাঘরটা দেখার পর সে তার মাথা নাড়ল।

'মঁসিয়ে', সে এবার ম্যানেজারের উদ্দেশ্যে বলল, 'এখানে খাবার সরবরাহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে যদি একটু আলোকপাত করেন—'

একটা ছোট্ট দরজার দিকে এগিয়ে গেল ম্যানেজার। সেই দরজাটা দেখিয়ে বলল সে। 'এটাই হলো সার্ভিস লিফ্‌ট, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে আরো বলে, 'বিল্ডিং-এর একেবারে শীর্ষ পর্যন্ত চলে থাকে এই লিফ্‌টটা। ঐ টেলিফোন মারফত আপনি খাবারের ফরমাস দিতে পারেন, লিফ্‌ট মারফত সেই খাবারের ডিশ চলে আসবে। নোংরা প্লেট আর ডিশগুলো সেই একইভাবে ফেরত পাঠানো হয়। ঘরোয়া দুশ্চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই, বুঝলেন। অপর দিকে রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় বিরক্তিকর প্রচার যন্ত্রটাও আপনি এড়াতে পারেন।'

মাথা নাড়ল পোয়ারো।

'তাহলে আজ রাতে যে সব প্লেট আর ডিশগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলো টপ ফ্লোরের রান্নাঘরে রয়েছে। আপনি অনুমতি দিলে যাব সেখানে?'

'ওহো, নিশ্চয়ই, আপনি যদি তাই মনে করে থাকেন লিফ্‌টম্যান রবার্টস আপনাকে ওপরতলায় পৌঁছে দেবে, এবং আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেবে। কিন্তু আমার আশঙ্কা, গিয়ে কোনো লাভ হবে না আপনার। শয়ে শয়ে প্লেট আর ডিশ তারা পরিষ্কার করছে, সব একসঙ্গে মিশে গেছে। ১১ নম্বর ফ্ল্যাটের প্লেট ডিশ আলাদা করে রাখা থাকে না।'

পোয়ারো তার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে। যাইহোক, আমরা দু'জনে সেই রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলাম। ১১ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে যে লোকটি খাবারের ফরমাস নিয়ে গিয়েছিল তাকে প্রশ্ন করা হলো।

উত্তরে সে বলে, 'তিন ব্যক্তির খাবারের ফরমাস দেওয়া হয়েছিল।' খাবারের ব্যাখ্যা করে সে, 'সুপ, বীফ আর ভাত।'

'কখন খাবার দিয়েছিলে?'

ঠিক আটটার সময়।'

'আমার আশঙ্কা এখন মনে হয় ওগুলো সব ধোয়া হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্য। আমার অনুমান, আপনি কি হাতের ছাপ খুঁজছেন?'

'ঠিক তা নয়', পোয়ারোর হাসিটা কেমন হেঁয়ালি বলে মনে হলো। 'ফোস্কাটিনির আহারে রুচির ব্যাপারে আমি বেশি আগ্রহী। আচ্ছা তিনি কি সব রকম খাবারে আগ্রহী ছিলেন?'

'হ্যাঁ; তবে প্রতিটি খাবার তিনি ঠিক কতটা খেয়েছিলেন তা আমি বলতে পারব না! সব প্লেটই ধোয়া মোছা হয়ে গেছে, আর সব ডিশই খালি—এইটুকু বলতে পারি, তবে ভাতের ক্ষেত্রে যা একটু ব্যতিক্রম। বেশ খানিকটা ভাত পড়েছিল।'

'আহ্!' পোয়ারো এমনভাবে বলল, যেন এই খবরে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলো সে।

১১ নম্বর ফ্ল্যাটে আবার নেমে আসতেই নিচু গলায় মন্তব্য করল সে :

'এর থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, একটা নির্দিষ্ট পন্থায় সব কাজ করত লোকটা।'

'তুমি কি খুনীর কথা বলছ, নাকি কাউন্ট ফোস্কাটিনির?'

শেষোক্ত ব্যক্তিটি নিঃসন্দেহে নিয়ম মাফিক সব কাজকর্ম করতেন! উত্তরে পোয়ারো বলল।

'ডাক্তারের সাহায্য চাওয়ার পর তিনি তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা ঘোষণা করে সতর্কতার সঙ্গে টেলিফোন রিসিভারটা কেমন ঝুলিয়ে রেখে গেছেন।'

স্থির চোখে পোয়ারোর দিকে তাকালাম। তার কথাগুলো আর তার একটু আগের তদন্তের কাজ এখন আমাকে একটা সম্ভাবনার সূত্র যেন পাইয়ে দিল।

'তুমি কি তাহলে বিষ প্রয়োগের ব্যাপারে সন্দেহ করছ?' হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম। মাথার আঘাতটা কি তাহলে একটা অছিলা মাত্র?'

কোনো কথা বলল না পোয়ারো, শুধুই হাসল।

আমরা আবার সেই ফ্ল্যাটে পুনঃপ্রবেশ করলাম। উদ্দেশ্য স্থানীয় পুলিশের ইন্সপেক্টর এসেছেন কিনা দেখার জন্য। হ্যাঁ, আগেই দু'জন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমাদের উপস্থিতিতে তিনি যেন একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বন্ধু ইন্সপেক্টর জ্যাপকে শান্ত করল পোয়ারো। তার কথার মধ্যে কি যাদু ছিল কে জানে, তিনি আমাদের সেখানে থাকার অনুমতি দিয়ে দিলেন। আমাদের সৌভাগ্য, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক দারুণ উত্তেজিত অবস্থায় ঘরে এসে ঢুকল।

এরই নাম গ্রেভস, মৃত কাউন্ট ফোস্কাটিনির সাজভৃত্য পাচক সে। তার বর্ণিত কাহিনী যেমনি রোমাঞ্চকর, আবার তেমনি সারা জাগানো। সে যা বলল তা এই রকম :

আগের দিন সকালে দু'জন ভদ্রলোক তার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে আসে। তারা ছিল ইতালিয়, বড়জনের বয়স প্রায় চল্লিশ, নিজেকে সে সনর এ্যাসানিও বলে পরিচয় দেয়। ছোটজন বেশ সুবেশ, বছর চব্বিশ বয়সের যুবক।

'প্রসঙ্গক্রমে তাদের আগমনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন কাউন্ট ফোস্কাটিনি। তারা আসা মাত্র তিনি বাইরে পাঠিয়ে দেন গ্রেভসকে।' এখানে সে একটু থামল তার কাহিনীর জের টানতে গিয়ে বুঝি-বা একটু ইতস্ততঃ করল। যাইহোক, অবশেষে স্বীকার করল সে, হঠাৎ সেই আগন্তুকদের সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে তার কেমন যেন সন্দেহ হয়, তাই সঙ্গে সঙ্গে মনিবের হুকুম মানল না সে, এবং আড়াল থেকে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু শোনার জন্য কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ায় সেখানে।

তবে তাদের আলোচনা চলতে থাকে নিচু গলায়, তার আশা অনুযায়ী সফল হতে পারেনি সে; কিন্তু তারই মধ্যে একটা ব্যাপার তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, তাদের সেই আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল আর্থিক প্রস্তাবের। এবং তার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকির ইঙ্গিত ছিল বলে তার মনে হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের সেই আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে একটা আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে। শেষে একটু গলা চড়িয়ে কথা বলেছিলেন কাউন্ট ফোস্কাটিনি, এবং সেই কথাগুলো বেশ পরিষ্কার শুনতে পায় শ্রোতা গ্রেভস।

'ভদ্রমহোদয়গণ, এখন তর্ক করার সময় আমার হাতে আর নেই। আগামীকাল রাতে যদি আপনারা আমার সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হন তখন না হয় আজকের এই অর্ধ সমাপ্ত আলোচনা নতুন করে আবার শুরু করা যেতে পারে।'

তাদের সেই আলোচনার বিষয়বস্তু মোটামুটি শোনার পর গ্রেভস তখন তার মনিবের নির্দেশমতো বাইরে বেরিয়ে যায় টুকিটাকি জিনিস কিনে আনার জন্য। কথামতো আজ সন্ধ্যায় ঠিক আটটার সময় সেই দু'জন ইতালিয় ভদ্রলোক ১১ নম্বর ফ্ল্যাটে আবার এসেছিল। নৈশভোজের সময় তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল যেন একটু অস্বাভাবিক। রাজনৈতিক আবহাওয়া এবং নাট্যজগতকে ঘিরে তাদের সেই আলোচনার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। ডাইনিং টেবিলের ওপর খাবার পরিবেশন করার পর কফি নিয়ে আসতেই কাউন্ট ফোস্কাটিনি গ্রেভসকে বলেন, বাকি সন্ধের সময় তার আর থাকার প্রয়োজন নেই, বাইরে কোথাও ঘুরে আসতে পারে সে।

'তাঁর অতিথিরা কখনো ফ্ল্যাটে এলে এইভাবেই কি তিনি তোমাকে বাইরে চলে যেতে বলতেন?' জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টর জ্যাপ।

'না স্যার, এমনটি আগে কখনো ঘটতে দেখিনি, আজই এই প্রথম। আর এর থেকেই আমি ধরে নিই যে, সেই ভদ্রলোকদের সঙ্গে তিনি নিশ্চয়ই গতানুগতিকের বাইরে এমন কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে চান যা আমার সামনে করা যায় না।'

এই হলো গ্রেভস-এর কাহিনী। সাড়ে আটটার সময় ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যায় সে। রাস্তায় তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে তখন তার সঙ্গে এডগার রোডে মেট্রোপলিটন মিউজিক হলে চলে যায়।

সেই ছ'জন ভদ্রলোককে ১১ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে চলে যেতে কেউ দেখেনি। কিন্তু

খুন করার সময় ছিল নির্ধারিত আটটা সাতচল্লিশ। ফোস্কাটিনির হাতে লেগে টেবিল ঘড়িটা মেঝের ওপর ছিটকে পড়ে যায় এবং মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘড়ির কলকব্জা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। মিস রাইডারের টেলিফোনে কথা বলার সময়ের সঙ্গে কাউন্টের মৃত্যুর সময়টা খুবই মিলে যায়। আগে মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছিল পুলিশ সার্জন, এখন সেটা একটা কৌচের ওপর শায়িত। সেই প্রথম আমি তাঁর মুখটা দেখলাম। গায়ের রং কালো ও কাউন্টের সারি সারি ধবধবে সাদা দাঁত ছাপিয়ে তাঁর লাল ঠোঁট দুটো উত্তেজিত। সব মিলিয়ে তাঁর মুখের ভাবভঙ্গি মোটেই সুখকর নয় বলে আমার কেন জানি না মনে হলো।

'ভাল', বললেন ইন্সপেক্টর তাঁর হাতের নোটবুকটা শক্ত হাতের মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ করে। 'কেসটা যথেষ্ট স্পষ্ট বলেই মনে হচ্ছে। কেবল একটাই অসুবিধা, এই সেনর এ্যাসানিওকে আমরা কি করে খুঁজে বার করব। আমার ধারণা মৃত ব্যক্তির পকেটে তার ঠিকানা রাখা নেই তো?'

পোয়ারো আগেই বলছিল, মৃত ফোস্কাটিনি নিয়ম মাফিক সব কাজকর্ম করতেন। তার অনুমান মিথ্যে নয়। তাঁর পকেট থেকে পাওয়া গেল একটা ছোট চিরকুট, সুন্দর ছোট ছোট অক্ষরে লেখা—'সেনর পাওলো এ্যাসানিও, গ্রসভেনর হোটেল।'

ইন্সপেক্টর নিজেই এগিয়ে গিয়ে টেলিফোন করলেন। একটু পরে ফিরে দাঁড়ালেন, দাঁত বার করে হাসলেন।

'ঠিক সময়েই ফোন করেছি। আমাদের সেই চমৎকার ভদ্রলোকটি কন্টিনেন্টের দিকে পাড়ি দিয়েছে বোট ট্রেন ধরার জন্য। ভাল কথা ভদ্রমহোদয়গণ, এখানে আমাদের যা করার দরকার ছিল সবই সমাপ্ত। ব্যাপারটা খুবই বাজে, তবে এ কাজে অগ্রসর হওয়ার মতো যথেষ্ট সুযোগ আছে এখনও। এটা যে এক ধরনের ইতালিয়দের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা নেওয়ার কেস, সেই সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

তারপরেই তিনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। নিমেষে বাইরে ছুটে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল ইন্সপেক্টর জ্যাপের। আমাদের সামনে তখন নিচতলায় নামার পথটা খোলা পড়ে থাকতে দেখলাম। ডাঃ হওকর তখন দারুণ উত্তেজিত।

'এ যেন একটা উপন্যাসের শুরু। সত্যিকারের রহস্যময় উত্তেজনাপ্রবণ ঘটনা। পড়লে আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না।'

কোনো কথা বলল না পোয়ারো, তাকে অত্যন্ত চিন্তিত বলে মনে হলো। সারাটা সন্ধ্যা খুব কম সময়ই সে তার মুখ খুলে থাকবে।

'তা গোয়েন্দাপ্রবর, আপনি কি বলেন?' তার পিঠ চাপড়ে জিজ্ঞেস করলেন হওকর। 'এক্ষেত্রে আপনার ধূসর স্নায়ু-কোষগুলো কি একেবারেই কাজ করছে না?'

'ডেন আপনি চিন্তা করছেন না?'

'কিই বা হতে পারে?'

'ঠিক আছে, উদাহরণ স্বরূপ বলি, ডাইনিংরুমে একটা জানালা ছিল, দেখেছেন?'

'জানালা? কিন্তু সেটা তো অটুট অবস্থায় ছিল। সেখান দিয়ে কেউ বেরোতে কিংবা ভেতরে ঢুকতে পারে না। আমি সেটা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করেছিলাম।'

'আর কেনই বা আপনি সেটা লক্ষ্য করতে সমর্থ হন?'

ডাক্তার হতভম্ব, বিস্মিত। তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করে পোয়ারো।

'আমি পর্দার কথা বলছি। নৈশভোজের সময় জানালায় পর্দা টানা হয়নি। একটু খাপছাড়া নয় কি? তারপর সেই কফি। সেটা ছিল অত্যন্ত কালো কফি।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?'

'বললাম তো অত্যন্ত কালো', তার নিজের কথারই পুনরাবৃত্তি করল পোয়ারো। 'এর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যাক আর একটা প্রসঙ্গ। খবর নিয়ে জেনেছি, নৈশভোজে অতি সামান্য ভাতই খেয়েছিল তারা। অতএব এর থেকে আমরা কি জানতে পারি?'

'চাঁদের আলো', হেসে উঠলেন ডাক্তার। 'আপনি আমার পা ধরে টানছেন।'

'আমি কখনো পা ধরে টানি না। ঐ তো হেস্টিংস এখানে রয়েছে, ওকেই জিজ্ঞেস করুন না, আমার সব কিছুই আন্তরিক, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার কথা বা কাজের মধ্যে একটুও অসংলগ্ন ভাব নেই।'

'আমি বুঝতে পারছি না, এর মধ্যে তুমি কিই বা দেখতে পেলে, এখন পাওয়া না-পাওয়া দুই-ই সমান।' আমি স্বীকার করলাম। 'তুমি সেই পুরুষ কর্মচারীকে সন্দেহ নিশ্চয়ই করো তাই না? তুমি হয়তো ভাবছো, বোধহয় সে এই দলের মধ্যে আছে, কফিতে কোকেন জাতীয় কিছু মাদকদ্রব্য মিশিয়ে দিয়ে থাকবে সে। আমার ধারণা পুলিশ নিশ্চয়ই তার অ্যালিবাই পরীক্ষা করে দেখবে।'

'নিঃসন্দেহে তা তো করবেই বন্ধু; কিন্তু আমি বলছিলাম সেনর এ্যাসানিওর অ্যালিবাই-এর কথা, এই মুহূর্তে সেটা আমাকে দারুণভাবে আগ্রহী করে তুলেছে।'

'তুমি কি ভাবছো, তার অ্যালিবাই আছে?'

'হ্যাঁ, সেটাই আমাকে সব থেকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। এ ব্যাপারে খুব শীগ্‌গীর যে আলোকপাত হবে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

আমাদের সাফল্য এনে দিল 'ডেইলি নিউজমঙ্গার।'

কাউন্ট ফোস্কাটিনিকে হত্যা করার অপরাধে সেনর এ্যাসানিওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবশ্য গ্রেপ্তার হওয়ার সময় কাউন্টকে চেনে না সে, এই বলে সরাসরি অস্বীকার করেছে সে। শুধু তাই নয় সঙ্গে সে এও বলেছে, অপরাধ অনুষ্ঠানের সন্ধ্যায় কিংবা আগের দিন সকালে রিজেন্টস কোর্টের ধারে কাছে যায়নি সে। তার সঙ্গী সেই যুবকটি একেবারেই উধাও। কাউন্ট খুন হওয়ার দু'দিন আগে কন্টিনেন্ট থেকে এসে গ্রসভেনর হোটেলে উঠেছিল সেনর। দ্বিতীয় অপরাধীর হদিশ করার সব চেষ্টা ব্যর্থ।

যাইহোক, এ্যাসানিওকে বিচারার্থ জেলে পাঠানো হয়নি। ইতালিয় রাষ্ট্রদূত নিজে এগিয়ে আসেন তাঁকে উদ্ধার করার জন্যে। পুলিশ কোর্টে তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, দুর্ঘটনার দিন রাত আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই ছিল এ্যাসানিও। বন্দীকে মুক্তি

দেওয়া হয়। স্বভাবতই অনেকেই ধরে নিল, এ একটা রাজনৈতিক অপরাধ, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সেটা চাপা দেওয়া হয়।

এই সব বিষয়ে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করল পোয়ারো। তা সত্ত্বেও আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। হঠাৎ একদিন সকালে সে যখন আমাকে খবর দিল, সেদিন বেলা এগারোটা নাগাদ একজন অতিথিকে আশা করছে সে। আর সেই অতিথি এ্যাসানিও নিজে ছাড়া অন্য আর কেউ নয়।

'সে কি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে?'

'না হেস্টিংস, একটু বুদ্ধি খাটাবার চেষ্টা করো। আমিই তার সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিলাম।'

'কি ব্যাপারে?'

'রিজেন্টস কোর্টের খুনের ব্যাপারে।'

'সে যে খুন করেছিল, সেটাই কি তুমি প্রমাণ করতে যাচ্ছো?'

'যে কোনো খুনের ব্যাপারে একজন লোকের দু'-দু'বার বিচার হয় না হেস্টিংস। সাধারণ জ্ঞান খাটাবার চেষ্টা করো। আহ্, এ হলো আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।'

মিনিট কয়েক পরেই সেনর এ্যাসানিও এলো—ছোট-খাটো রোগাটে চেহারার লোক। তার চোরা চাহনি দেখে মনে হলো খুব চাপা স্বভাবের। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে, পালা করে আমাদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছিল।

'মঁসিয়ে পোয়ারো?'

আমার খুদে বন্ধু শান্তভাবে নিজের বুকে হাত ঠেকিয়ে ইশারা করলো।'

'বসুন সেনর। আমার নোটটা তাহলে আপনি যথাসময়ে পেয়েছিলেন। দেখুন, এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের একেবারে শুরু থেকে সব তথ্য জানার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। সব না হলেও কিছু তথ্য দিয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আসুন, এবার শুরু করা যাক। আপনি, হ্যাঁ, আপনার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গত মঙ্গলবার নয় তারিখ সকালে মৃত কাউন্ট ফোস্কাটিনির সঙ্গে দেখা করেছিলেন?'

ইতালিয় ভদ্রলোক ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

'সেরকম কিছুই আমি করিনি। এ প্রসঙ্গে আদালতে আমি শপথ নিয়ে যা বলেছি—'

'থামুন—' তাকে বাধা দিয়ে পোয়ারো একটু রুক্ষস্বরেই বলে উঠল, 'আমার সামান্য ধারণা হলো, আদালতে আপনি মিথ্যে শপথ নিয়েছিলেন।'

'আপনি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন? বাঃ! আপনার কাছ থেকে আমার ভয়ের কিছুই নেই। আমি ছাড়া পেয়ে গেছি। আমি এখন মুক্ত।'

'ঠিক তাই। আর আমিও মূর্খ নই। হুমকির উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এ কথা বলিনি, তবে প্রচারের জন্য, হ্যাঁ, প্রচারই বটে! আমি বুঝতে পারছি, এ কথাটা আপনার মোটেই

পছন্দ নয়। আমার ধারণা পছন্দ আপনি করবেনও না। আমার ছোট্ট ধারণা হলো, এ খবরটা আমার কাছে খুবই মূল্যবান। আসুন সেনর, এখন আপনার পুরোপুরি মুক্তি পাওয়ার কেবল একটাই সুযোগ, আমার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করা। কার হঠকারিতায় আপনি ইংলন্ডে এসেছেন, সেটা আমি জানতে চাই না। আপনি যে কাউন্ট ফোস্কাটিনির সঙ্গে একটা বিশেষ ব্যাপারে দেখা করতে এসেছিলেন ব্যাস, এটুকুই আমি জানি!'

'তিনি মোটেই কাউন্ট ছিলেন না', গর্জে উঠল ইতালিয় ভদ্রলোক।

'সে কথা আমিও জানি। তবু কিছু মনে করবেন না, ব্ল্যাকমেল করার পেশায় কাউন্ট পদবীটা খুব কাজে লেগে থাকে।'

'হ্যাঁ, এখন আমার মনে হচ্ছে, আপনাকে সব খুলে বলাই ভাল মনে হয়। আপনি একটা মূল্যবান তথ্য জানতে চান।'

'একটা বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় আমি আমার ধূসর স্নায়ুকোষগুলো কাজে লাগিয়েছি। এবার তাহলে আসুন সেনর এ্যাসানিও, খোলাখুলি আলোচনা করা যাক। আপনি তাহলে স্বীকার করছেন, মঙ্গলবার সকালে সেই মৃত ব্যক্তিটির সঙ্গে আপনি দেখা করতে এসেছিলেন, তাই তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় আমি কখনোই তার কাছে যাইনি। আর প্রয়োজনও ছিল না। আমি আপনাকে সব বলব। ইতালিতে এক বিরাট পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির ব্যাপারে কিছু তথ্য এই স্কাউন্ড্রেলটার হেপাজতে ছিল। সেই সব কাগজপত্র ফেরত দেওয়ার বিনিময়ে সে কিছু অর্থ দাবী করে। ব্যাপারটা সমাধান করার জন্য আমি ইংলন্ডে এসেছিলাম। কথামতো সেদিন সকালে আমি তার সঙ্গে দেখা করি। এখানকার দূতাবাসের একজন তরুণ সেক্রেটারী আমার সঙ্গে ছিল। আমার আশাতিরিক্ত সমঝদার লোক এই কাউন্ট। তবু আমি তাকে যে টাকাটা দিই, সেটা একটা বিরাট অঙ্কের।'

'মাফ করবেন, টাকাটা কি ভাবে দেওয়া হয়েছিল?'

'অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ইতালিয় নোটে। তখন আমি টাকাটা দিয়ে দিই তাকে। সেই সব দোষারোপ করা কাগজপত্র আমার হাতে তুলে দেয় সে। তারপর আমি আর তাকে কখনো দেখিনি।'

'গ্রেপ্তারের সময় আপনি পুলিশকে এসব কথা কেন বলেননি?'

'এমন একটা জটিল পরিস্থিতিতে সেই লোকটার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা অস্বীকার করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম।'

'বেশ, এখন বলুন, পরদিন সন্ধ্যার সেই ঘটনার ব্যাপারে আপনার কি অভিমত?'

'আমার মনে হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ আমার ভূমিকায় অভিনয় করে থাকবে। আর আমি এও জেনেছি, সেই ফ্ল্যাটে আমার দেওয়া টাকার কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি।'

তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দেয় পোয়ারো।

'অদ্ভুত', বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমাদের সবারই কিছু না কিছু ধূসর স্নায়ুকোষ

আছে। তবে আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই জানে, কি ভাবে সেগুলো ব্যবহার করতে হয়। সুপ্রভাত সেনর এ্যাসানিও, আমি আপনার কাহিনী বিশ্বাস করি। যা যা বললেন তা আমার ধারণার অতিরিক্ত। তবে এব্যাপারে আমাকে এখন নিশ্চিত হতে হবে।'

অতিথিকে বিদায় দিয়ে পোয়ারো ফিরে এসে তার আরাম কেদারায় বসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'মঁসিয়ে ক্যাপ্টেন হেস্টিংস' এবার এই কেসের ব্যাপারে তোমার মতামত শোনা যাক।'

'আমার ধারণা, এ্যাসানিও ঠিকই বলেছে—কেউ হয়তো তার ভূমিকায় অভিনয় করে থাকবে।'

দেখছি তুমি কখনো ঈশ্বর প্রদত্ত তোমার স্নায়ু কোষগুলোর সদ্ব্যবহার করবে না। সেদিন রাতে সেই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার পর আমি তোমাকে কি বলেছিলাম স্মরণ করে দেখো। জানালায় পর্দা না টানার ব্যাপারটা আমি উল্লেখ করেছিলাম, মনে আছে তো তোমার? এই মাস জুন মাস। আটটা পর্যন্ত বাইরে দিনের আলো থাকে। আধঘণ্টা পরেই আলো পড়ে যায়। বাইরে যদি আলো না থাকে জানালা পর্দামুক্ত রাখার সার্থকতাই বা কোথায়। আমি আমার মনের সঙ্গে তর্ক করেছি, একদিন না একদিন তোমার বুদ্ধির বিকাশ ঠিক ঘটবেই। যাইহোক, এখন সেদিন সন্ধ্যার ঘটনায় ফিরে আসা যাক। মনে আছে তোমার, সেদিন আমি তোমাকে বলেছিলাম, কফির রঙটা অত্যন্ত কালো ছিল। ওদিকে কাউন্ট ফোস্কাটিনির দাঁতগুলো আশ্চর্য রকম ঝকঝকে সাদা ছিল। কফি পান করলে দাঁতের ওপর দাগ পড়ে যেতে বাধ্য। এর থেকে আমাদের বিশ্বাস করার অবশ্যই কারণ আছে, সেদিন সন্ধ্যায় কাউন্ট ফোস্কাটিনি আদৌ কফি পান করেনি, তবু তা সত্ত্বেও তিনটি পেয়ালাতেই কিছু কফি অবশিষ্ট পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাহলে কাউন্ট ফোস্কাটিনি যে কফি পান করেননি কেনই বা অন্য কেউ সেটা পান করার ভান করতে যাবে। বিশেষ করে তিনি যখন তা করেননি।'

তার কথা শুনে আমি তো হতভম্ভ। বুঝতে না পারলেও যন্ত্রচালিতের মতো মাথা নাড়লাম।

'এসো, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সেদিন রাত্রে ১১ নম্বর ফ্ল্যাটে এ্যাসানিও আর তার বন্ধু, কিংবা তাদের ভূমিকায় দু'জন লোক যে এসেছিল তার কি প্রমাণ আছে? তাদের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করতে কেউ দেখেনি; কেউ তাদের বেরিয়ে যেতেও দেখেনি। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে শুধু একজন লোক এবং বাড়ির কর্তার কয়েকটি জড় পদার্থ।'

'কি বোঝাতে চাইছ তুমি?'

'ছুরি, কাঁটা, প্লেট আর কতকগুলো খালি ডিশ বোঝাতে চাইছি। আহ্। সে যাই হোক, এটা একটা বুদ্ধিদীপ্ত মতলব! এখানে গ্রেভসই হচ্ছে চোর, এবং স্কাউন্ড্রেল সে। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, তার কার্যকলাপে একটা বিশেষ পদ্ধতির ছাপ

আছে। আগের দিন সকালে সে তাদের আলোচনার অংশবিশেষ আড়ি পেতে শুনেছিল। তবে যেটুকুই সে শুনে থাকুক না কেন, সে তখন বেশ ভালভাবেই বুঝে যায় যে, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে এ্যাসানিওকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। পরদিন সন্ধ্যায়, তখন প্রায় আটটা হবে, সে তার মনিবকে বলে টেলিফোনে কে যেন তাকে ডাকছেন। ফোস্কাটিনি তখন ফায়ার-প্লেসের সামনে বড় টেবিল সংলগ্ন একটা চেয়ারের ওপর বসে রিসিভারের দিকে হাত বাড়ান। আর ঠিক তখনি পিছন থেকে একটা মারবেল পাথরের মূর্তি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে। তারপর চটপট সার্ভিস টেলিফোনে তিনটে নৈশভোজের ফরমাস দিয়ে দেয়। নৈশ ভোজের খাবার এলে টেবিলের ওপর সাজিয়ে দেয় সেগুলো সে। প্লেট, ছুরি, কাঁটা-চামচগুলো নোংরা করে ফেলে সে। কিন্তু প্লেটের খাবারগুলো থেকে রেহাই তাকে পেতেই হবে। সে শুধু তার মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধিই ধরে না, সেই সঙ্গে তার খিদেও প্রচুর। তবে সব সুপ ও বীফ খাওয়ার পর তার পেটে খুব একটা জায়গা থাকে না, তাই সামান্য একটু ভাত খেয়ে বাকী ভাত সে ফেলে রাখে। এমন কি সেদিন রাত্রে দু'জন অতিথি যে এসেছিল তার প্রমাণ রাখার জন্য একটি সিগার এবং দুটি সিগারেট খায় সে। চমৎকারভাবে একা অভিনয় করে যায় সে তিনজনের। তারপর ঠিক আটটা সাতচল্লিশের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে টেবিল ক্লকটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আর তৎক্ষণাৎ সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তবে একটা কাজ সে করতে পারেনি, সেটা হলো জানালার পর্দা টানতে ভুলে যায়। সত্যিকারের যদি সেখানে একটা পার্টি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকত, বাইরে আলো পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জানালায় পর্দা টেনে দেওয়া হতো। তারপর দ্রুত সে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় লিফ্‌টম্যানকে বলে যায়, তার মনিবের ফ্ল্যাটে দু'জন অতিথি এসেছে। আটটা সাতচল্লিশের ঠিক পরে পরেই সব থেকে কাছের একটা টেলিফোন বুথ থেকে ডাক্তার হওকরকে ফোন করে সে তার মৃত্যুকালীন মনিবের কণ্ঠস্বর নকল করে। তার এই পরিকল্পনাটা এমনি সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় যে, কেউ কখনো অনুসন্ধান করে দেখেনি, সেই সময় ১১ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে ফোনটা করা হয়েছিল কিনা।'

'আমার ধারণা, কেবল এরকুল পোয়ারো ছাড়া?' ব্যঙ্গ করে বললাম।

'না, এমন কি পোয়ারোও নয়', আমার বন্ধু বলল। তার ঠোঁটে এক অদ্ভুত হাসির ঝিলিক খেলে গেল। 'এখন অনুসন্ধান চালাব। আমার এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিতে হবে তোমাকে। কিন্তু তুমি দেখবে, আমার অনুমানই যথার্থ। তারপর জ্যাপকে, যাঁকে আমি ইতিমধ্যেই একটা আভাষ দিয়ে রেখেছি। তিনি তখন এই সম্মানিত গ্রেভসকে ধরতে সক্ষম হবেন। আমার আশঙ্কা, না জানি এর মধ্যে কত টাকাই না সে খরচ করে বসে আছে।'

পোয়ারোই ঠিক। সব সময় সে নিজেই নিজেকে বিস্মিত করে দেয়।

হারানো উইলের মামলা

THE CASE OF MISSING WILL

দ্য কেস অব মিসিং উইল প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের ৩১শে অক্টোবর "দ্য স্কেচ" পত্রিকায়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে তাঁর ছিল ভয়ঙ্কর আগ্রহ। যদিও আমার প্রতি তাঁর দয়া ছিল অপরিসীম, তবু বলতে হয় যে, সমাজে মেয়েদের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁর কতকগুলো অদ্ভুত ধারণা ছিল। তিনি নিজে যৎসামান্য কিংবা এও বলা যেতে পারে যে, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা বলতে কিছু ছিল না, যদিও তাঁর বুদ্ধি ছিল প্রখর এবং তীক্ষ্ণ, তবু পুঁথিগত বিদ্যা বা জ্ঞানের ওপর খুব কমই গুরুত্ব দেন তিনি। মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তাঁর মতে মেয়েদের উচিৎ শুধু ঘর-গৃহস্থালি আর ডেয়ারির কাজকর্ম শেখা। তাতে সংসারের কাজে লাগবে আর যতটা সম্ভব কম পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করতে হবে। এই লাইনে তিনি আমাকে বড় করতে চাইলেন, এতে আমি শুধু নিরাশই হলাম না, সেই সঙ্গে বিরক্তও হলাম। তাই খোলাখুলিভাবেই আমি বিদ্রোহ করে বসলাম। আমি জানতাম যে, আমার ভাল মাথা আছে, আর ঘরের কাজ করার মতো জ্ঞান আমার একেবারেই ছিল না; এ ব্যাপারে আমার জ্যেঠামশাই আর আমার মধ্যে তর্কাতর্কি হলো, তবে তাই বলে আমাদের সম্পর্কে একটুও ব্যাঘাত ঘটল না, আমরা যে যার আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা মতো চলতে থাকলাম। আমার সৌভাগ্য, একটা স্কলারশিপ লাভ করলাম, এবং একটা নির্দিষ্ট পথ পর্যন্ত আমার নিজস্ব পথে বিচরণ করার সাফল্য পেয়ে গেলাম। তবে আমি যখন গারটনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম তখনি সঙ্কটটা দেখা দিল। আমার নিজস্ব টাকা বলতে সামান্যই কিছু ছিল, টাকাটা আমার মায়ের দেওয়া। আমার প্রতি ঈশ্বরের দানটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য আমি তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আমার তর্ক হলো। সহজভাবেই তিনি যুক্তি তুলে ধরলেন আমার কাছে। তাঁর আর কোনো আত্মীয় বা নিকট সম্পর্কের কেউ ছিল না। তিনি তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যেতে চান আমাকে। আমি আপনাকে আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিত্তবান। আমি যদি আমার এই নতুন চিন্তাধারাটা আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই, তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকে আমার কোনো কিছুই নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি নম্র ও মার্জিত ভাব দেখালাম, তবে আমার দৃঢ়তায় একটুও ঘাটতি হলো না। আমি তাঁকে বললাম, সব সময়েই আমি তাঁর সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্রব রেখে যাব, কিন্তু আমি অবশ্যই আমার

নিজের মতো জীবন ধারণ করতে চাই। এই রকম সিদ্ধান্তের পর আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। 'বাছা, তোমার স্নায়ুটাকে কাজে লাগিও', এই ছিল তাঁর শেষ কথা। 'আমার পুঁথিগত বিদ্যা নেই, তবে যে কোনো দিন আমি তোমার সমকক্ষ হতে পারি। আমরা যা দেখবো সেটাই আমরা দেখাবো।'

আজ থেকে নয় বছর আগের ঘটনা, কোনো উইক-এন্ডে বিশেষ বিশেষ সময় আমি তাঁর সঙ্গে থাকতাম। এবং আমাদের সম্পর্কটা ছিল একেবারেই সৌহার্দ্যপূর্ণ, তবে তাঁর চিন্তাধারা ছিল অপরিবর্তিত। আমি যে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম, এ ব্যাপারে তিনি কখনো উচ্চবাচ্যই করতেন না। এমন কি বি. এস-সি পাশ করার পরও নীরব থেকে গেছেন তিনি। গত তিন বছর থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং মাসখানেক আগে তিনি মারা যান।

'এখন আপনার কাছে কেন এসেছি সেই প্রসঙ্গে আসি। আমার জ্যাঠামশাই একটা অতি বিস্ময়কর উইল করে যান। সেই উইলের শর্তগুলো এই রকম,—তাঁর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে ক্র্যাবট্রি ম্যানর আর সেখানকার সব কিছু আমার অধিকারে বর্তাবে —'যে সময়ে আমার বুদ্ধিমতী ভাইঝি তার বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে', ঠিক এই কথাগুলোই লেখা আছে তাঁর সেই উইলে। এই সময় অতিবাহিত হওয়ার শেষে, আমার জ্যাঠামশাইয়ের বিরাট সৌভাগ্য বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে দান করা হয়েছে।'

'মাদামোয়াজেল, মিঃ মার্শের সঙ্গে একমাত্র আপনারই রক্তের সম্পর্ক রয়েছে দেখে মনে হয় যে, আপনার পক্ষে এ কাজ করাটা খুব একটা কঠিন হবে বলে মনে হয় না।'

'আমি ওদিকটার কথা ভাবছি না। এ্যান্ড্রু, জ্যাঠামশাই বেশ ভালভাবেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন, আর আমি আমার নিজের পথ বেছে নিয়েছি। আমি তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পারব না, তাই তাঁর পছন্দমতো যাকে খুশি তার অর্থ দান করে যাওয়ার স্বাধীনতা আছে তাঁর।'

'আচ্ছা, এই উইলটা কি কোনো উকিলের তৈরি?'

'না; ছাপানো উইল-ফর্মে লেখা হয়েছিল, এক ভদ্রলোক আর তার স্ত্রী এই উইলের সাক্ষী, তারা বাড়িতেই থাকত, আমার জ্যাঠামশাইয়ের কাজকর্ম দেখাশোনা করত।'

'এ ধরনের উইল বদল করার সম্ভাবনা থাকতে পারে।'

'না, ও কাজ আমি করতে যাব না।'

'তাহলে আপনার জ্যাঠামশাইয়ের পক্ষে এটা একটা খেলোয়াড়সুলভ চ্যালেঞ্জ বলে আপনি মনে করেন?'

'হ্যাঁ, আমি এটা ঠিক তাই মনে করি।'

'অবশ্যই এর ব্যাপারে একটা প্রয়োজন আছে বৈকি', চিন্তিতভাবে বলল পোয়ারো। 'মনে হয় এই পুরনো এলোমেলো জমিদার বাড়িতে কোথাও হয় কিছু নগদ টাকা কিংবা দ্বিতীয় উইলটা আপনার জ্যাঠামশাই লুকিয়ে রেখে গেছেন। আর দক্ষতা দেখিয়ে সেগুলো খুঁজে বার করার জন্য তিনি আপনাকে একটা বছর সময় দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার বিশ্বাস, আমার দক্ষতার চেয়ে আপনার দক্ষতা অনেক বেশি, তার জন্য আমি আপনাকে আমার আগাম প্রশংসা জানিয়ে রাখছি।'

'হেঁ হেঁ! এ আপনার অতি বিনয়। যাইহোক, আমার ধূসর স্নায়ুকোষগুলো আপনার কাজে নিয়োজিত করতে চাই। তবে তার আগে বলুন, আপনি নিজে খোঁজ করে দেখেননি?'

'সে কেবলই একবার মাত্র ভাসা-ভাসা; তবে নিঃসন্দেহে আমার জ্যাঠামশাইয়ের দক্ষতার ওপর আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে, আর তা থেকেই বলতে পারি, কাজটা খুব সহজ বলে মনে হয় না।'

'সেই উইল কিংবা তার একটা কপি আপনার কাছে আছে?'

টেবিলের ওপর নথিপত্র রাখল মিস মার্শ। পড়ল সেটা পোয়ারো, তারপর আপন মনেই মাথা নাড়ল সে।

তিন বছর আগের তৈরি। তারিখ ২৫শে মার্চ; আর সময়ও দেওয়া আছে—সকাল এগারোটা—অত্যন্ত সমর্থনযোগ্য সেটা। এর ফলে খোঁজাখুঁজির কাজটা কমে যাবে। এর থেকে নিশ্চিত অনুমান করা যেতে পারে যে, আর একটা উইলের সন্ধান আমাদের করতেই হবে। এমন কি আধ ঘণ্টা পরের উইলটাও অনেক কিছু পাল্টে দিতে পারে। জানেন মাদামোয়াজেল, আপনি যে সমস্যাটা আমার সামনে রাখলেন, যেমনি রোমাঞ্চকর ঠিক তেমনি দক্ষতার সঙ্গে তার মোকাবিলা করতে হবে। তবু আপনার জন্যই সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান করার সব রকম চেষ্টা আমি করব। স্বীকার করলাম, আপনার জ্যাঠামশাই ছিলেন একজন দক্ষ, বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাঁর ধূসর স্নায়ুকোষগুলো এরকুল পোয়ারোর গুণাগুণের মতো নয়।

(সত্যিই পোয়ারোর এই দম্ভ হৈ-চৈ করার মতোই বটে!)

'সৌভাগ্যবশতঃ এই মুহূর্তে আমার হাতে কোনো কাজ নেই। হেস্টিংস আর আমি আজ রাতে ক্যাবট্রি জমিদার বাড়িতে যাব। আপনার জ্যাঠামশাইয়ের দেখাশোনা করতো যে লোকটি আর তার স্ত্রী এখনো সেখানে আছে বলেই আমার অনুমান, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাদের নাম বেকার। মিঃ এবং মিসেস বেকার।'

পরদিন সকালে জমিদার বাড়িতে শুরু হলো আমাদের আসল অভিযান। আগের দিন বেশি রাতে আমরা গিয়ে পৌঁছই সেখানে। মিস্ মার্শের কাছ থেকে একটা তারবার্তা পেয়ে মিঃ এবং মিসেস বেকার আমাদের অপেক্ষায় বসেছিল। সুখী দম্পতি তারা। বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল চেহারার মুখ লোকটার আর তার স্ত্রীকে দেখে মনে হলো তার মুখখানি সত্যিকারের ডিভনশায়ারের মতো শান্ত স্নিগ্ধ।

স্টেশন থেকে আট মাইল গাড়িতে ভ্রমণ করে আমরা তখন খুবই পথশ্রমে ক্লান্ত, চিকেনের রোস্ট, আপেলের পিঠা খেয়েই আমরা বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। এমন চমৎকার প্রাতঃরাশ সেরে মৃত মিঃ মার্শের স্টাডি-কাম-বসবার ঘরে অপেক্ষা

করছিলাম। আমাদের সামনে রোল-টপ ডেস্কের ওপর কাগজপত্রের স্তূপ, সবগুলোই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো গোছানো। সেটা ছিল দেওয়াল ঘেঁষা, সামনে একটা বড় চামড়ার হাতওয়ালা আরাম কেদারা; দেখে মনে হয়, সেটা তার মালিকের সর্বক্ষণের জন্য অবসর নেওয়ার জায়গা। উল্টোদিকের দেওয়াল-ঘেঁষে একটা সোফা ও কৌচ, পুরনো ফ্যাসানের।

সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে পোয়ারো বলল, 'দেখো হেস্টিংস, আমাদের অভিযানের একটা ছক অবশ্য করা উচিত। এরই মধ্যে বাড়িটা মোটামুটি দেখে নিয়েছি, কিন্তু আমার মতে যদি কোনো ক্লু থাকে তাহলে এই ঘরের মধ্যেই পাওয়া যাবে। ডেস্কের ওপরের সমস্ত নথিপত্রগুলো যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে দেখতে হবে। স্বভাবতই এই সব কাগজপত্রের মধ্যে থেকে তাঁর উইলটা পাওয়ার সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু এমনও হতে পারে যে, এর মধ্যে এমন একটা সাধারণ কাগজ লুকিয়ে থাকবে যাতে সেই লুকনো জায়গার একটা ক্লু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার আগে প্রথমে একটু আধটু খবর জানা আমাদের প্রয়োজন। ঘণ্টাটা বাজাও তো।'

পোয়ারোর অনুরোধ মতো ঘণ্টা বাজালাম। আমরা যখন উত্তরের অপেক্ষা করছিলাম, ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে আপন মনেই ঘাড় নাড়ছিল পোয়ারো, যেন নিজেই নিজেকে সায় দিচ্ছিল।

'মিঃ মার্শের প্রতিটি কাজের মধ্যে একটা পদ্ধতি ছিলো; দেখো, কাগজের প্যাকেটগুলো কেমন সুন্দর করে সাজানো; তারপর দেখো, প্রতিটি ড্রয়ারের চাবিতে হাতির দাঁতের লেবেল লাগানো,—দেওয়ালের চায়না ক্যাবিনেটের চাবিটাও অনুরূপ; আর দেখো চায়না ক্যাবিনেটটা কেমন যথাযথভাবে সাজানো। আনন্দে বুকটা ফুলে গেল। এখানে চোখের কোনো ক্ষতি করে না—'

হঠাৎ নীরব হলো সে, ডেস্কের চাবির ওপর তার চোখ পড়তেই দেখতে পেল সে, তাতে একটা খাম আটকানো রয়েছে। সেদিকে তাকাতেই পোয়ারোর ভ্রূ কুঁচকে গেল। এবং সেটা সে তার হাতে তুলে নিল। তার ওপর দুর্বোধ্য হাতের লেখায় লেখা ছিল; 'রোল টপ ডেস্কের চাবি।' অন্য চাবিগুলোয় বিবরণ লেখার সঙ্গে এই লেখাটার কোনো মিল ছিল না।

'একটা বেমানান নোট', ভ্রূ কুঁচকে বলল পোয়ারো। 'আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি, এখানে মিঃ মার্শের ব্যক্তিত্বের কোনো চিহ্ন আমরা আর দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু বাড়িতে অন্য আর কেই বা আসতে পারে? কেবল মিস্ মার্শ আর আমি যদি ভুল না করে থাকি, এই যুবতী মেয়েটিও তার জ্যাঠামশাইয়ের মতো পদ্ধতি মেনেই সব কাজ করে থাকে, তার সব কাজেই একটা না একটা যুক্তির ছাপ থেকে যেতে বাধ্য।'

ইতিমধ্যে ঘণ্টার শব্দের উত্তরে বেকার এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে।

'শোনো বেকার, তোমার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে আসবে? আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমাদের।'

বেকার চলে গেল। মিসেস বেকারকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার ফিরে এলো সে।

স্পষ্ট কয়েকটা কথা বলে পোয়ারো তার উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে দেয় তাদের। সঙ্গে সঙ্গে বেকাররা তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

'মিস তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে কিছু করতে চাইলে আমরা সেটা মানতে চাই না', স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় মিসেস বেকার। 'তা করলে আমাদের পক্ষে কাজ করাটা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে।'

পোয়ারো তার পরবর্তী প্রশ্ন চালিয়ে যায়। সে তখন বুঝে গেছে, উইলের সাক্ষী দেওয়ার কথা স্পষ্ট মনে রেখেছে মিঃ এবং মিসেস বেকার। বৃদ্ধ মার্শের নির্দেশে পার্শ্ববর্তী টাউন থেকে দুটি ছাপানো উইলের ফর্ম নিয়ে আসে মিঃ বেকার।

'দুটি কেন?' তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করল পোয়ারো।

'হ্যাঁ স্যার আমার মনে হয়, একটা ফর্ম যদি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় তাই তিনি একটা বাড়তি ফর্ম আনিয়েছিলেন। তবে প্রথমে আমরা একটা উইলই সই করেছিলাম—'

'কোন্ সময়ে?'

মাথা চুলকোয় বেকার, বোধহয় সময়টা আন্দাজ করার চেষ্টা করে সে, কিন্তু তার স্ত্রী খুব চটপটে।

'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, এগারোটা হবে, কোকো তৈরি করার জন্য স্টোভের ওপর দুধ চাপিয়েছিলাম। কেন, মনে নেই তোমার?' স্বামীর দিকে ফিরে সে বলতে থাকে, 'রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে দেখি স্টোভের ওপর সমস্ত দুধ তখন ফুটে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল।'

'আর তারপর?

'প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আবার আমাদের যেতে হলো মিঃ মার্শের স্টাডিরুমে। 'আমি একটা ভুল করে ফেলেছি', আমাদের বৃদ্ধ প্রভু তখন বলেন, 'তাই আগের উইলটা ছিঁড়ে ফেলতে হলো। তোমাদের আবার সই করার জন্য কষ্ট দিচ্ছি'—আর তাঁর কথামতো আমরা সই করলাম। তারপর তিনি সামান্য কিছু অর্থ দিলেন আমাদের প্রত্যেককে। 'আমার সই উইলে আমি তোমাদের কিছুই দিয়ে যাইনি', তিনি বললেন, ''তবে আমি যখন থাকব না, প্রতি বছর তোমরা সবাই এর ফসল তুলতে পারবে।'' এখন নিশ্চিত করে বলা যায় যে, সত্যি সত্যি তিনি তাঁর উইলে তাই করে গেছেন।'

তাদের দিকে দৃষ্টি ফেলে পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'দ্বিতীয়বার তোমরা সই করার পর মিঃ মার্শ কি করলেন তারপর? কিছু কি জানো তোমরা?'

'গ্রামের একটা বই-এর দোকানে চলে যান।'

সেটা কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। তাই আর একটা চাল চাললো পোয়ারো। ডেস্কের চাবিটা তুলে নিয়ে সেই খামটা তাদের চোখের সামনে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল সে, 'দ্যাখো তো, এটা কি তোমাদের মনিবের লেখা?'

আমি হয়তো সেটাই অনুমান করেছিলাম, এবং কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই উত্তরে বেকার বলল, 'হ্যাঁ স্যার, ওঁরই হাতের লেখা ওটা।'

'মিথ্যে বলেছে সে', আমি ভাবলাম। কিন্তু কেন, কেন সে মিথ্যে বলতে গেল?

'আচ্ছা, তোমাদের মনিব কখনো কি এ বাড়িটা ভাড়া দিয়েছিলেন? মানে গত তিন বছরে এখানে কোনো আগন্তুক এসেছিল?'

'না স্যার।'

তাঁর 'কোনো অতিথিও আসেনি?'

'কেবল মিস ভাওলেট ছাড়া।'

'কোনো আগন্তুক এই ঘরে প্রবেশ করেনি?'

'না স্যার।'

'জিম, তুমি বোধহয় মিস্ত্রিদের কথা ভুলে গেছ', তার স্ত্রী তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'মিস্ত্রী?' মিসেস বেকারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল পোয়ারো।' কি ধরনের মিস্ত্রী?'

জিম এবার খুলে বলে, প্রায় আড়াই বছর আগে কিছু মেরামতি করার জন্য কয়েকজন রাজমিস্ত্রী এ-বাড়িতে এসেছিল। ঠিক কি ধরনের মেরামতির কাজ সেটা স্পষ্ট বলতে পারল না সে! তবে তার ধারণা, সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল তার মনিবের পাগলামি আর খেয়াল। সমস্ত সময়টাই তারা স্টাডিরুমে ছিল। কিন্তু তারা ঠিক কি ধরনের কাজ করছিল তা সে বলতে পারবে না, কারণ কাজ চলার সময় মালিক না তাদের ঘরে ঢুকতে দিয়েছে, না তাদের এ ব্যাপারে কিছু বলেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যে প্রতিষ্ঠান মিস্ত্রীদের পাঠিয়েছিল, তার নামটা এখন আর খেয়াল করতে পারে না তারা, তবে এটুকু তারা জানে যে, তারা এসেছিল প্লিমাউথ থেকে।

বেকাররা ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে পোয়ারো তার হাত ঘষতে ঘষতে বলল, 'হেস্টিংস, মনে হয় আমরা কিছুটা এগুতে পেরেছি। এখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে, তিনি অবশ্যই তাঁর দ্বিতীয় উইল করেছিলেন, আর সেটা একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখবার জন্য প্লিমাউথ থেকে রাজমিস্ত্রীদের ডেকে এনেছিলেন এ ঘরে। অতএব ঘরের মেঝে কিংবা দেওয়াল শুধু শুধু খোঁড়াখুঁড়ি করে সময় নষ্ট না করে আমরা বরং প্লিমাউথে যাব, সেই সব মিস্ত্রীদের খোঁজ করে দেখব।'

সামান্য একটু কষ্ট করার পর আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় খবরটা পেয়ে গেলাম। দু'-একটা প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নেওয়ার পরেই একটা প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পেলাম, মিঃ মার্শ তাদের সঙ্গেই যোগাযোগ করেছিলেন।

তাদের সব কর্মচারীরাই বহু বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে সেখানে। মিঃ মার্শের নির্দেশে যে দু'জন মিস্ত্রী কাজ করেছিল, তাদের হদিশ খুব সহজেই পাওয়া গেল। সেদিনের কাজটা তারা সঠিকভাবেই মনে করতে পারল। অন্য আরো সব ছোটখাটো কাজের মধ্যে পুরনো ফ্যাসানের ফায়ারপ্লেসের একটা ইঁট সরিয়ে তার নিচে একটা গর্ত তৈরি করে তারা। ইঁটটা এমনভাবে কেটে বার করে যে, পরে সেটা আবার জোড়া

লাগালেও দাগটা দেখা প্রায় অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয় ইঁটের শেষ ভাগে চাপ দিলেই সমস্ত ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়বে। এ একটা বেশ জটিল ব্যাপার, আর এ ব্যাপারে বৃদ্ধ মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ। আমাদের খবরদাতা ছিল কোঘান, বিরাট লম্বা চওড়া মানুষ, পুরু গোঁফ, তাকে বেশ বুদ্ধিমান বলেই মনে হলো।

দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আমরা ফিরে এলাম ক্ল্যাবট্রি জমিদার বাড়িতে। স্টাডিরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে আমরা আমাদের নবলব্ধ-জ্ঞানটা কাজে লাগাবার জন্য এগিয়ে গেলাম। ইঁটগুলোর ওপর কোনো চিহ্নই আমাদের চোখে পড়ল না, কিন্তু মিস্ত্রীর নির্দেশমতো একটা ইঁটের ওপর চাপ দিতেই সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর গর্ত বেরিয়ে এলো।

অতি উৎসাহী পোয়ারো সেই গর্তের ভিতরে হাত ঢোকালো। হঠাৎ তার মুখটা কালো হয়ে গেল। তার হাতে যে জিনিসটা ঠেকল, সেটা একটা কাগজের ভগ্নাংশ মাত্র, এছাড়া শূন্য সেই গর্তটা।

'সর্বনাশ!' রাগে চিৎকার করে উঠল পোয়ারো। 'আমাদের আগেই কেউ নিশ্চয়ই এই জায়গাটার সন্ধান পেয়ে গিয়ে থাকবে।'

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে সেই কাগজের টুকরোটা আমরা পরীক্ষা করলাম। আমরা যা খুঁজছিলাম, স্পষ্টতই এটা তার একটা ছিন্ন অংশ মাত্র। বেকারের সই-এর একটা অংশ চোখে পড়ল সেই কাগজের টুকরোয়। কিন্তু সেই উইলের শর্তের কোনো আভাষ তাতে পাওয়া গেল না।

পোয়ারোর অবস্থা তখন হাসবে না কাঁদবে। আমরা যদি সেই পরিস্থিতিটা মোকাবিলা করতে না পারতাম, তাহলে ওর মুখের অভিব্যক্তি রীতিমতো মজাদার হয়ে উঠত।

'আমি এটা বুঝতে পারছি না', রাগে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল সে, 'কে বা কারা এটা ধ্বংস করল? আর তাদের উদ্দেশ্যই বা কি?'

'বেকাররা?' আমি আমার অভিমতের কথা বললাম তাকে।

'উইলে তাদের কারোরই জন্য কোনো সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা ছিল না। জায়গাটা যদি একটা হাসপাতালের সম্পত্তি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে মিস মার্শের পাশেই তাদের থাকা উচিত। কিন্তু উইলটা ধ্বংস করে ফেলার মতো সুযোগ কারই বা হতে পারে?'

'সম্ভত বৃদ্ধ মানুষটি তাঁর মনের ইচ্ছাটা বদল করেন, এবং নিজে সেই উইলটা নষ্ট করে ফেলেন', আমার অনুমানের কথা বললাম তাকে।

হাঁটু সোজা করে উঠে দাঁড়াল পোয়ারো। 'হতে পারে সেটা', স্বীকার করল পোয়ারো। 'হেস্টিংস, এটা তোমার সব থেকে বুদ্ধিমানের মতো উপলব্ধি। ভাল কথা, এখানে আমাদের করণীয় আর কিছু নেই। ঐ মৃত ব্যক্তিটি যা যা করতে পারতেন, আমরা সবই করেছি। মৃত এ্যান্ড্রু মার্শের বিরুদ্ধে সফলতার সঙ্গে আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনা ঠিকমতো কাজে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সাময়িক সাফল্যের ক্ষেত্রে তাঁর ভাইঝি কোনো কাজের নয়।'

তখনি দ্রুত গাড়িতে চড়ে স্টেশনে চলে এসে লন্ডনের ট্রেনটা আমরা পেয়ে যাই। তবে সেটা এক্সপ্রেস ট্রেন নয়। পোয়ারো দুঃখিত এবং অতৃপ্ত। আর আমি তখন খুবই ক্লান্ত, কামরার এক কোণায় বসেছিলাম। সবে আমরা টনটন স্টেশন ছেড়ে যেতে শুরু করেছি হঠাৎ তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠল পোয়ারো, 'হেস্টিংস, তাড়াতাড়ি চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দাও! চটপট!'

আমি তখন তার কথাটা উপলব্ধি করার আগেই দেখলাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ওপর আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি খালি পায়ে এবং আমাদের লাগেজ ছাড়াই। রাতের অন্ধকারে ট্রেনটা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। আমি তখন প্রচন্ড রেগে গেছি। কিন্তু তাতে পোয়ারোর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

'আমি মূর্খ হয়ে গেছি!' চিৎকার করে বলে উঠল সে, 'তিনগুণ মূর্খ। আমি আর কখনো আমার ধূসর স্নায়ুকোষের বড়াই করতে পারব না।'

'যাইহোক, এটা একরকম ভালই হলো', মেজাজ দেখিয়ে বললাম, 'কিন্তু এ সব কি ব্যাপার বলো তো?'

পোয়ারো যখন তার নিজের মতলব মতো কাজ করে থাকে, তখন তার আর অন্য কোনো দিকে মন থাকে না। তাই এবারেও আমাকে কোনো গুরুত্বই দিল না সে।

'বই-এর দোকানদারদের বইগুলো—সেগুলো আমি একেবারেই হিসেবের বাইরে রেখে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, কিন্তু কোথায়? কোথায় সেই সব দোকানগুলো? কিছু মনে করো না, আমি ভুল করতে পারি না। তাই এখনি আমাদের ফিরতেই হবে।'

কিছু করে দেখানোর থেকে বলা খুবই সহজ! যাইহোক, আমরা এক্সেটার যাওয়ার জন্য একটা ধীরগতির ট্রেন ধরলাম। সেখান থেকে একটা গাড়ি করল পোয়ারো। ভোর সকালে ক্যাবট্রি জমিদার বাড়িতে ফিরে এলাম। হতভম্ব বেকারদের অতিক্রম করে এলাম। কাউকে পাত্তা না দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা স্টাডিরুমে গিয়ে ঢুকল পোয়ারো।

'বন্ধু, আগে তোমাকে বলেছিলাম, আমি বোকা, ভীষণ বোকা, অতুলনীয় বোকা—না, আমি তিনগুণ বোকা নই, তারও বেশি, ছত্রিশগুণ', মন্তব্যটা সে নিজের থেকেই করল। 'এখন দেখতে পাচ্ছো!'

সোজা ডেস্কের কাছে গিয়ে চাবিটা তুলে নিল সে তার হাতে, চাবি থেকে খামটা আলাদা করে ফেলল। বোকার মতো আমি শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই ছোট্ট খামের ভেতর থেকে কি করেই বা অত বড় একটা উইলের ফর্ম খুঁজে পাব? অতি যত্নের সঙ্গে খামের মুখটা কাটল সে। তারপর লাইটার জ্বেলে আগুনের শিখার ওপর তুলে ধরল খোলা খামটা এমন করে যে, যাতে পুড়ে না যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা একটা করে লেখাগুলো ফুটে উঠতে থাকলো।

'দেখ বন্ধু, দেখো!' উল্লাসে ফেটে পড়লো পোয়ারো।

তার কথা অনুসরণ করে আমি দৃষ্টি ফেললাম সেই কাগজটার ওপর। কতকগুলো

অস্পষ্ট অক্ষর, সংক্ষেপে যার অর্থ হলো, মিস্টার মার্গ তার সব বিষয়-সম্পত্তি তাঁর ভাইঝি ভায়লেট মার্গকে দিয়ে গেছেন। সেটার তারিখ ২৫শে মার্চ, বেলা সাড়ে-বারোটা এবং সেই উইলের সাক্ষী ছিলো হালুইকর অ্যালবার্ট পাইক ও বিবাহিতা এক মহিলা, জেমি পাইক।

'কিন্তু সেটা কি আইনসম্মত?' আমি আমতা আমতা করে বলে উঠলাম।

'আমি যতদূর জানি, অদৃশ্য কালিতে কেউ উইল লিখলে সেটা কখনো আইনবিরুদ্ধ হয় না। অতএব এর থেকে বৃদ্ধ মিঃ মার্গের শেষ ইচ্ছাটা এখন খুবই স্পষ্ট এবং এর থেকে খুবই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তার সব বিষয়-সম্পত্তি ও অর্থের অধিকারিণী তাঁর একমাত্র জীবিত আত্মীয়া। তাঁর এই কাজের মধ্যে তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর দিব্য চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন, এই দ্বিতীয় উইলটার খোঁজ অনেকেই করবে এবং তারা সবাই তাঁর ভাইঝির শত্রু। তাই তারা তাঁর উইলের বক্তব্য যাতে জানতে না পারে তাই তিনি অদৃশ্য কালি দিয়ে দ্বিতীয় উইলের তাঁর শেষ ইচ্ছাটা উইল করে যান। তিনি দুটি ছাপানো উইল করে আনিয়েছিলেন এবং চাকরদের দিয়ে দু'বার সই করিয়ে নেন সাক্ষী হিসেবে। তারপর সেই নোংরা খামের ভেতরে রাখা অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখা দ্বিতীয় উইলটা নিজেই লেখেন তিনি। কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে হালুইকর আর স্ত্রীকে দিয়ে সেটার ওপর যৌথভাবে সই করিয়ে নেন তিনি। তারপর তিনি সেটা একটা খামে পুরে তাঁর ডেস্কে রেখে দেন ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। বলাবাহুল্য মিস মার্গ সেটা সাদরে গ্রহণ করবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

'মিস মার্ল্ট কিন্তু তার হদিশ পাননি!' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম', মনে হচ্ছে, এটা নেহাতই একটা অনৈতিক কাজ!'

'বৃদ্ধ মার্গের ধারণা ছিল, মিস মার্গ নাকি সহজেই তাঁর দ্বিতীয় উইলের সন্ধান পেয়ে যায়, তাহলে সে তার উচ্চশিক্ষার পিছনে অনেক টাকা খরচ করে ফেলল এবং তাঁর সঞ্চিত অর্থ যথেচ্ছভাবে খরচ করে বসবে।'

'যাইহোক, মিস মার্স সেই উইলের সন্ধান পাননি, পেয়েছেন কি?' আমি ধীরে ধীরে বললাম, 'তাই আবার বলছি, এটা অনৈতিক। তবে বৃদ্ধ মার্শ এক্ষেত্রে সত্যি সত্যি জয়ীই হয়েছেন।'

'কিন্তু না হেস্টিংস, এটা তোমার বোধশক্তি, যা ছাই হয়ে চলে যাবে, ছাইয়ের সঙ্গে মিশে যাবে। তবে মিস মার্গের বোধশক্তি অনেক বেশি প্রখর। তিনি এই হারানো উইলের কেসটা আমার হাতে তুলে দিয়ে তাঁর বুদ্ধির পরিচয়ই দিয়েছেন, যার ফলে তিনি তাঁর উচ্চশিক্ষার খরচ অনায়াসে চালিয়ে যেতে পারবেন। জ্যাঠামশাইয়ের অর্থের ওপর যে তাঁর প্রকৃত অধিকার আছে, তিনি সেটা প্রমাণ করে দিলেন।

তবুও আমি অবাক হয়ে ভাবছি, বৃদ্ধ অ্যান্ড্রু মার্শ সত্যি কি ভেবেছিলেন?

অবিশ্বাস্য চুরি

THE INCREDIBLE THEFT

'১৯২৩ সালের ৭ই নভেম্বর 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দ্য সাবমেরিন প্ল্যানস্‌ গল্পটি, 'দ্য ইনক্রেডিবল থেফট' নামে প্রকাশিত হয় পরিবর্দ্ধিত অবস্থায়।'

বাবুর্চি এক চক্কর ঘুরে যাওয়ার পর লর্ড মেফিল্ড ডান দিকে তাঁর প্রতিবেশিনী লেডি জুলিয়া ক্যারিংটনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। অতিথিপরায়ণতায় তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। তিনি তাঁর সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন আজও। যদিও তিনি অবিবাহিত, তাহলেও মেয়েদের কাছে সব সময়েই তিনি অত্যন্ত সুন্দর, আকর্ষণীয়।

লেডি জুলিয়া ক্যারিংটন-এর বয়স প্রায় চল্লিশ, দীর্ঘাঙ্গী, প্রাণবন্ত এবং বেশ তেজস্বিনী মহিলা হিসাবে পরিচিতা। রোগাটে শীর্ণকায় চেহারা, তাহলেও এখনো রীতিমতো সুন্দরী তিনি। বিশেষ করে তাঁর হাত ও পায়ের গড়ন অপূর্ব! একটু চঞ্চল প্রকৃতির হলেও তাঁর নার্ভ শক্ত, ধৈর্য অপরিসীম। কোনো ব্যর্থতাতেই হতাশ হন না তিনি, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকেন পরবর্তী সাফল্যের জন্যে।

গোলাকৃতি টেবিলের ঠিক উল্টো দিকে বসেছিলেন তাঁর স্বামী এয়ার মার্শাল স্যার জর্জ ক্যারিংটন। তাঁর কমর্ময় জীবন শুরু হয় নেভী থেকে। একজন প্রাক্তন নৌবাহিনীর কর্মী হিসাবে নিজেকে তিনি এখনো সদা হাস্যময় পুরুষ বলে ভান করার চেষ্টা করে থাকেন। মিসেস ভ্যান্ডারলিন-এর সঙ্গে সমানে হাসি-ঠাট্টা এবং কৌতুক করে যাচ্ছিলেন তিনি, এবং মাঝে মাঝে হাসিতে ফেটে পড়ছিলেন। ভদ্রমহিলা তাঁর অতিথি সেবকের ঠিক উল্টোদিকে বসেছিলেন।

সোনালী চুলের মিসেস ভ্যান্ডারলিন দেখতে অপরূপ সুন্দরী, রূপ যেন উপচে পড়ছে তাঁর সারা অঙ্গ থেকে। আমেরিকানদের মতো একটু জোর দিয়ে কথা বললেও তিনি যখন কথা বলেন, মনে হয় যেন মধু ঝরে পড়ছে তাঁর মুখ থেকে, তাঁর কথাগুলো যেন এক-একটা মধুর ফোঁটা। বোধহয় তাঁর অপূর্ব সৌন্দর্য সম্পর্কে এটুকু বললেই যথেষ্ট, এমন কী তার সৌন্দর্য একটুও বাড়িয়ে কিংবা অতিরঞ্জিত করা হয় না!

স্যার জর্জ ক্যারিংটনের আর একদিকে বসেছিলেন মিসেস ম্যাকাট্টা, এম. পি. মিসেস ম্যাকাট্টা গৃহ এবং শিশু কল্যাণের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। অল্প কথার মানুষ এই ভদ্রমহিলা, মেপে মেপে কথা বলা তাঁর অভ্যাস। তবে কম

কথায় অনেক কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তিনি রাখেন। সব সময় তিনি তাঁর কথার মার-প্যাঁচে তাঁর শ্রোতাদের কোনো না কোনো ব্যাপারে সতর্ক করে দিতেও ভোলেন না। আর এটাই তাঁর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্যও বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সম্ভবত এটাই স্বাভাবিক, তাঁর মতো সুন্দরী, স্বল্পভাষিণী মহিলার সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে এয়ার মার্শাল উপলব্ধি করেছিলেন, এ হেন একজন প্রতিবেশিনীর সঙ্গ পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা বলতে হবে, এবং তাঁর সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলার মধ্যে পৌরুষ আছে, ব্যক্তিত্ব আছে, আর আছে একটা আলাদা সুখ, আছে অনুভূতি ও প্রকৃত ডান-হাত বলতে যা বোঝায় সম্ভবত তাঁর সবক'টি গুণই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মিসেস ম্যাকাট্টার মধ্যে।

মিসেস ম্যাকাট্টা তাঁর বাঁ-হাতি প্রতিবেশী যুবক রেগি ক্যারিংটনের সঙ্গে নিজের বিশেষ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সব সময় তিনি কেনা-কাটার ব্যাপারে কথা বলে যাচ্ছিলেন।

রেগি ক্যারিংটনের বয়স একুশ। ঘর-গৃহস্থালি, শিশুকল্যাণ, মায় যে কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে একেবারেই অনাগ্রাহী সে। মিসেস ম্যাকাট্টা কথা বলার ফাঁকে একটু থামতেই সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বলে উঠতে থাকে সে, 'কি ভয়ঙ্কর!' এবং 'আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত', এবং এর থেকেই বোঝা যায় যে, তার মনটা এখন অন্য কোথাও পড়ে আছে। লর্ড মেফিল্ড-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি মি. কারলিল, যুবক রেগি এবং তার মায়ের মাঝখানে বসেছিল বুদ্ধিদীপ্ত এবং গম্ভীর প্রকৃতির যুবক, কম কথা বলে সে, তবে বিশেষ কোনো আলোচনায় সব সময় নিজেকে প্রস্তুত রাখে, তখন সে মুখর। রেগি ক্যারিংটন প্রায়শই হাই তুলছিলেন এবং তাকে তার ঘুমের সঙ্গে লড়াই করতে দেখে মিসেস ম্যাকাট্টার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে উপযাচক হয়ে একটা প্রশ্ন করে বসল সে তাঁর সেই শিশুদের যোগ্যতা পরিকল্পনার ব্যাপারে।

স্বল্প আলোয় নীরবে টেবিলের চারপাশে ঘুরে ঘুরে একজন বাবুর্চি এবং দু'জন পরিচারক খাবার পরিবেশন করতে থাকে এবং গ্লাস পূর্ণ করে দেয় মদ ঢেলে। লর্ড মেফিল্ড তাঁর প্রধান বাবুর্চিকে মোটা টাকার বেতন দিয়ে থাকেন এবং মদ খাওয়ার ব্যাপারে তিনি একজন রসপণ্ডিত বলা চলে।

টেবিলটা গোল, কিন্তু কে যে অতিথি সেবক, তাঁকে দেখে চিনতে ভুল হয় না। লর্ড মেফিল্ডের অবস্থান মনে করিয়ে দেয়, তিনিই সেই টেবিলের প্রধান। বিরাট পুরুষ, চৌকো কাঁধ, পাতলা রূপোলি চুল, বড় টিকোল নাক, এবং উল্লেখযোগ্য চিবুক। মুখ দেখলেই হাসির উদ্রেক হয় অতি সহজেই। স্যার চার্লস ম্যাকফারলিন এবং লর্ড মেফিল্ড একটা বড় ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে থেকে যৌথভাবে রাজনীতি শুরু করেন। মেফিল্ড নিজে একজন প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনীয়ার। এক বছর আগে ইংল্যান্ডের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসাবে পদমর্যাদা লাভ করেন তিনি। সেই সময় তাঁর জন্যেই সেই প্রথম প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি হয়।

টেবিলটা প্রায় মরুভূমির মতোই দেখাচ্ছিল। আগেই একবার মদ পরিবেশন হয়ে গিয়েছিল। মিসেস ভ্যান্ডারলিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাঁড়ালেন লেডি জুলিয়া। মহিলা তিনজন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান অতঃপর।

আর একবার মদ পরিবেশন করা হলো, হাল্কাভাবে মহিলাদের কথা উল্লেখ করলেন লর্ড মেফিল্ড। মিনিট পাঁচেক কিংবা এর কম কিছু সময়ের জন্যে কথাবার্তা চলল। তারপর স্যার জর্জ বললেন, 'বৎস রেগি, আশাকরি তোমরা ড্রয়িংরুমে অন্যদের সঙ্গে মিলিত হতে চাইলে লর্ড মেফিল্ড কিছু মনে করবেন না।

ইঙ্গিতটা বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারল যুবকটি।

'ধন্যবাদ মেফিল্ড, আমার মনে হয় আমি পারব।'

বিড়বিড় করে বলল কারলিল : মাফ করবেন লর্ড মেফিল্ড আমাকে এখন বিশেষ স্মারকলিপি এবং কয়েকটা কাজ সেরে নিতে হবে...'

মাথা নাড়লেন মেফিল্ড। যুবক দুটি ঘর ছেড়ে চলে গেল। পরিচারকরা আগেই ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং এয়ার ফোর্সের প্রধান বসেছিলেন দু'জনে পাশাপাশি।

এক মিনিট কি দু' মিনিট পরে ক্যারিংটন বললেন, 'তাহলে সব ঠিক আছে তো?'

'সর্বতোভাবেই! ইউরোপের কোনো দেশই এই বোমারু বিমানকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

'তাদের চারপাশে বোমারু বিমানের মালা গেঁথে ফেলো, কেমন? এটাই আমি ভেবে রেখেছি।'

'আকাশপথে এই সব বোমারু বিমান শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে,' লর্ড মেফিল্ড দৃঢ়স্বরে বললেন।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন স্যার জর্জ ক্যারিংটন। 'সব সময়! জান চার্লস, অতি সন্তর্পণে আমরা একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছি। এখন সারা ইউরোপের আকাশে-বাতাসে বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ এখনো আমরা প্রস্তুত হতে পারিনি। আর অল্পের জন্যে আমরা পরিত্রাণ পেয়ে গেছি। কিন্তু এখনো আমাদের বিপদ কাটেনি। যাইহোক, এই বোমারু বিমান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি করার ব্যবস্থা করো।'

বিড়বিড় করে বলে উঠলেন লর্ড মেফিল্ড : 'কিন্তু তা সত্ত্বেও, দেরিতে শুরু করার একটা বাড়তি সুবিধেও আছে বৈকি। ইউরোপের বহু যুদ্ধসামগ্রী ইতিমধ্যে অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং তারা এখন কার্যত দেউলিয়া হয়ে গেছে।'

'তাতে কিছু এসে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি না', হতাশভাবে বললেন স্যার জর্জ,' 'এরকম কোনো জাতির দেউলিয়া হওয়ার কথা সবাই শুনে থাকে। কিন্তু তারা আবার ঠিক মাথা চাড়া দিয়ে উঠে থাকে। কোথ্‌থেকে যে তারা আবার মোটা মোটা টাকা পায় জানিনা, অর্থের ব্যাপারটা আমার কাছে আজও রহস্যময় বলে মনে হয়।'

সহসা লর্ড মেফিল্ডের চোখ দুটি একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্যার জর্জ ক্যারিংটন

সব সময়েই যেন সাবেকী ফ্যাশানের। 'সৎ জাহাজের অভিজ্ঞ নাবিক।' লোকেরা বলে থাকে, এই রকম একটা ভঙ্গিমা সব সময় দেখিয়ে থাকেন তিনি।

প্রসঙ্গ বদল করে একটু যেন অস্বাভাবিকভাবেই বললেন ক্যারিংটন, 'মিসেস ভ্যান্ডারলিন দারুণ আকর্ষণীয়া মহিলা, তাই না?'

লর্ড মেফিল্ড বললেন, 'তিনি এখানে কি করছেন, ভাবতে তোমার অবাক লাগে না?' তাঁর চোখ দু'টো কৌতুকে ভরা।

একটু দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল ক্যারিংটনকে। 'না, একেবারেই নয়—একেবারেই নয়।'

'ও হ্যাঁ, তুমি তো—! না জানার ভান করো না জর্জ। একটু আতঙ্কিত হয়ে তুমি অবশ্যই অবাক হয়েছ, আমি শেষতম শিকার কিনা!'

ধীরে ধীরে বললেন ক্যারিংটন।

'হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, ওঁকে বিশেষ করে এই সপ্তাহ শেষে এখানে দেখে ব্যাপারটা আমার কাছে একটু বিষদৃশ ঠেকেছে বৈকি।'

মাথা নাড়লেন লর্ড মেফিল্ড। 'মৃতদেহই বা কোথায়, অথচ দেখছি শকুনিরা জড়ো হয়ে গেছে। তবে একটা নির্দিষ্ট মৃতদেহ আমাদের আছে, আর মিসেস ভ্যান্ডারলিনকে এক নম্বর শকুনি হিসেবে বর্ণিত করা যায়।'

এয়ার মার্শাল দ্রুত বলে উঠল, 'এই ভ্যান্ডারলিন মহিলার ব্যাপারে জানেন কিছু?'

লর্ড মেফিল্ড-এর হাতের সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল, সেটায় আবার অগ্নিসংযোগ করে তাঁর মাথাটা চেয়ারের ওপর হেলিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কথা বললেন তিনি, 'মিসেস ভ্যান্ডারলিন-এর সম্পর্কে আমি কি জানি জিজ্ঞেস করছ? আমি জানি, তিনি একজন আমেরিকান নাগরিক। আর আমি এও জানি, তাঁর তিনটে স্বামী, একজন ইতালীয়, একজন জার্মান এবং আর একজন হলেন রুশী, এবং এর ফলে হয়েছে কি, তিন-তিনটি দেশের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ আছে ওঁর। আমি বেশ ভাল করেই জানি, দামী দামী পোশাক তিনি কেমন অনায়াসেই জোগাড় করে নিতে পারেন, এবং অত্যন্ত বিলাসিতার সঙ্গে জীবন যাপন করে থাকেন তিনি, এবং এসবের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সমাগম তাঁর কি করে হয়, সে ব্যাপারে অবশ্যই একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়।'

দাঁত বার করে হাসলেন স্যার জর্জ ক্যারিংটন। তারপর বিড়বিড় করে তিনি বলে উঠলেন, 'চার্লস, তোমার গোয়েন্দাগিরি একেবারে বেকার নয়।'

'জানি', লর্ড মেফিল্ড বলে গেলেন, 'এ ছাড়া সম্মোহন করার মতো সৌন্দর্য নিয়ে মিসেস ভ্যান্ডারলিন একজন অত্যন্ত ভাল শ্রোতাও বটে, এবং ঐ যে কি বলে, হ্যাঁ দোকানের প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণীয় আগ্রহ আছে। এর থেকেই বলা যেতে পারে, একজন লোক তাঁকে তার কাজের কথা বলতে পারে এবং অনুভব করতে পারে ইচ্ছে করে একজন লেডির প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে সে! কতিপয় অল্প বয়স্ক অফিসাররা অতি-উৎসাহী হয়ে আরো অনেক দূরে এগিয়ে যায়, এর ফলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে

যায়। বস্তুত তারা মিসেস ভ্যান্ডারলিনকে একটু বাড়িয়েই বলে, যতটুকু তাদের বলা উচিত ছিল তার থেকে অনেক বেশি। ভদ্রমহিলার প্রায় সব বন্ধুরাই চাকরি করে থাকে—কিন্তু গত বছর শীতকালে কাউন্টিতে আমাদের অস্ত্র-কারখানার কাছাকাছি একটা জায়গায় শিকারে যান তিনি, এবং দেখা যায় বহু লোকের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতান, যাদের চরিত্র আদৌ খেলোয়াড়োচিত নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, মিসেস ভ্যান্ডারলিন খুবই ব্যবহারযোগ্য ব্যক্তি—' শূন্যে সিগারেটের ধোঁয়া উদগীরণ করে তিনি আরো বললেন, 'সম্ভবত তার কাছে কিছু না বলাই ভাল। আমরা স্রেফ বলতে পারি একটি ইউরোপীও শক্তিকে—আবার সম্ভবত একের বেশি ইউরোপীও শক্তি হতে পারে।'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্যারিংটন।

'চার্লস, তুমি আমার একটা বিরাট বোঝা গ্রহণ করলে।'

'প্রিয় জর্জ, তুমি হয়তো ভেবেছ, সাইরেনের আওয়াজে আমি কাবু হয়ে পড়েছি? পদ্ধতিগত ব্যাপারে মিসেস ভ্যান্ডারলিন যেন একটু বেশি বোধগম্য যা আমাদের মতো বৃদ্ধের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া, যেমন তারা বলে থাকে, আগের মতো তেমন যৌবন আর নেই। তোমরা অল্প বয়সের স্কোয়াড্রন লীডার তাই সেটা লক্ষ্য করোনি। বৎস, আমার বয়স কিন্তু ছাপ্পান। চার বছর পরে সম্ভবত আমি একজন ন্যাক্কারজনক বৃদ্ধে পরিণত হয়ে যাব এবং তোমাদের কাছে এক অবাঞ্ছিত শিকার হয়ে উঠব!'

'আমি বোকা লোক', ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন ক্যারিংটন, 'কিন্তু ব্যাপারটা যেন একটু অদ্ভুত বলে মনে হয়—'

'তা তো মনে হবেই তোমার! বিশেষ করে তুমি আর আমি যখন আকাশপথে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সম্ভবত সমস্ত সমস্যার একটা বৈপ্লবিক সমাধান খুঁজে বার করার জন্যে আজকের এই বেসরকারি আলোচনা সভায় মিলিত হয়েছি, সেখানে এটা একটা ঘরোয়া পার্টি মনে করে ভদ্রমহিলার উপস্থিতি তোমার কাছে অদ্ভুত মনে হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।'

মাথা নাড়লেন স্যার জর্জ ক্যারিংটন।

হাসতে হাসতে বললেন লর্ড মেফিল্ড, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। এটা একটা বাজি বলেও ধরতে পারেন।'

'বাজি?'

'দেখ জর্জ, ওসব সিনেমার ডায়লগ উচ্চারণ করে ভদ্রমহিলার ব্যাপারে আমরা তেমন কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি এখনো। আমরা আরো কিছু জানতে চাই। অতীতে তিনি যেমনটি ছিলেন তার থেকেও অনেক বেশি এগিয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু অতি সতর্ক তিনি, অত্যন্ত জঘন্যভাবে সতর্ক। আমরা জানি, ওঁর মনে কি আছে, তবে তার একটা নির্দিষ্ট প্রমাণ আমাদের পেতেই হবে। একটা বিরাট কিছুর লোভ দেখিয়ে ওঁকে প্রলুব্ধ করতে হবে, বাজিয়ে দেখতে হবে।'

'বিরাট কিছু লোভ মানে নতুন বোমারু বিমানের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে হবে?'

'ঠিক তাই। ওঁকে প্ররোচিত করতে হলে এটাই যথেষ্ট, তবে এর জন্যে একটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে—এবং ওঁর স্বরূপ প্রকাশ করতে হলে এটা তো করতেই হবে। আর তারপরেই—আমরা ওঁকে আমাদের হাতের মুঠোয় পেয়ে যাচ্ছি।'

ঘোঁত ঘোঁত শব্দ বেরিয়ে এলো স্যার জর্জের মুখ থেকে।

'ও হো, সে তো ভাল কথাই', বললেন তিনি, 'আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, এটা ঠিক আছে। কিন্তু ধরো, তিনি যদি ঝুঁকি নিতে না চান?'

'সেটা একটা দুঃখের ব্যাপার হবে', বললেন লর্ড মেফিল্ড। সেই সঙ্গে তিনি আরো বললেন, 'তবে আমার ধারণা উনি নেবেন...'

উঠে দাঁড়াল চার্লস।

'তাহলে আমরা কি এখন ড্রয়িংরুমে মহিলাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারি? কিন্তু আপনার স্ত্রীকে তাঁর ব্রীজ খেলা থেকে বঞ্চিত করতে পারি না।'

স্যার জর্জের মুখ থেকে আবার সেই শব্দ বেরিয়ে এলো।

'জানি,—ব্রীজ খেলার জন্যে পাগল জুলিয়া। এক কাজ করো, তাসের একটা প্যাকেট ফেলে দাও টেবিলের ওপর। আগের মতো সেই রকম একাগ্রচিত্তে আজ ও খেলবে না, সেই রকম নির্দেশই আমি ওকে দিয়ে রেখেছি। কিন্তু অসুবিধাটা কোথায় জান, জুলিয়া হলো জন্ম জুয়াড়ি।' তারপর তিনি তাঁর অতিথি সেবকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে তার টেবিলের সামনে এসে বললেন, 'ঠিক আছে চার্লস, আশাকরি তোমার পরিকল্পনা যেন সার্থক হয়।'

ড্রইংরুমের কথাবার্তা বেশ কয়েকবার হওয়ার পর তখন যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল সবাই। ঘরের মধ্যে তখন ছিল কেবল মহিলা সদস্যরা। স্বভাবতই শুধু মেয়েদের মধ্যে বসে থাকার দরুণ মিসেস ভ্যান্ডারলিন একটু অসুবিধায় পড়লেন। তাঁর আকর্ষণীয় সহানুভূতিশীল স্বভাব পুরুষদের কাছে খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু মেয়েদের কাছে, যে কারণেই হোক তেমন পাত্তা পান না তিনি। লেডি জুলিয়ার স্বভাবটা এমনি যে, কখনো ভাল আবার কখনো বা অত্যন্ত খারাপ। এই অনুষ্ঠানে মিসেস ভ্যান্ডারলিনকে তাঁর খুবই অপছন্দ; মিসেস ম্যাকাট্টার কাছে তিনি বিরক্তিকর এবং তিনি তাঁর সেই মনোভাবটা গোপন করলেন না। কথাবার্তা প্রায় তিলে-তালে, হয়তো একেবারে বন্ধই হয়ে থাকবে কিছু সময়ের জন্য।

কাজের ব্যাপারে মিসেস ম্যাকাট্টার প্রচণ্ড আন্তরিকতা আছে। মিসেস ভ্যান্ডারলিনকে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাতিল করে দেন অপ্রয়োজনীয় পরগাছা ধরে নিয়ে। লেডি জুলিয়া তাঁর আয়োজিত একটা চ্যারিটি শো'র ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করার চেষ্টা করছিলেন। মাঝে-মধ্যে ভাষা ভাষা দু'-একটা উত্তর দিয়ে তিনি তাঁর নিজের কাজের মধ্যে মনসংযোগ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জর্জ এবং চার্লস কেনই বা আসছে না?

পুরুষরা কতই না ক্লান্তিকর। তাঁর মন্তব্য খুবই আন্তরিকতাশূন্য এই কারণে যে, সেটা যেন কথার ছলে কথা বলা, তা না হলে পরমুহূর্তেই তাঁকে দেখা গেল তিনি তাঁর নিজের চিন্তা ও ভাবনার মধ্যে ডুবে গেলেন।

তিনটি মহিলা বসেছিলেন নীরবে, তখন সেই সময় ঘরে প্রবেশ করল পুরুষরা।

নিজের মনে ভাবলেন লর্ড মেফিল্ড : 'আজ রাতে জুলিয়াকে একটু যেন অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। তবু সে কেমন তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য, মেয়েদের নার্ভ কতই না শক্ত। চিৎকার করে বললেন তিনি, 'এঃ, রাবারের কি হলো?'

সঙ্গে সঙ্গে লেডি জুলিয়া উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। ব্রীজ যেন তাঁর জীবনের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো।

সেই মুহূর্তে রেগি ক্যারিংটনও ঘরে ঢুকল। এবং তখন চারজনের তাস খেলার ব্যবস্থা হলো। লেডি জুলিয়া, মিসেস ভ্যান্ডারলিন, স্যার জর্জ এবং যুবক রেগি বসল তাসের টেবিলের সামনে। ওদিকে লর্ড মেফিল্ড মনোযোগ দিলেন মিসেস ম্যাকাট্টার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখার কাজে।

দু'দুটো রাবার খেলা হয়ে যাওয়ার পর ম্যান্টলপীসের ওপর রাখা ঘড়িটার দিকে তাকাবার ভান করলেন স্যার জর্জ।

'আর একটা শুরু হওয়ার কোনো অর্থ হয় না', মন্তব্য করলেন তিনি। তাঁর স্ত্রীকে বিরক্ত দেখাল। 'এখন তো সবে সোয়া এগারোটা। ছোট করে আর একটা...'

'প্রিয়তমা, এ খেলার শেষ নেই কখনো', স্যার জর্জ তাঁকে ভালভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। 'যাইহোক, চার্লস আমাকে যে কিছু কাজ করতে হবে এখন।'

বিড়বিড় করে বলে উঠলেন মিসেস ভ্যান্ডারলিন : 'আহা, ওঁর কথা শুনে মনে হচ্ছে কাজটা কতই না জরুরী! আমার মনে হয়, আপনাদের মতো চতুর পুরুষরা, যাঁরা একেবারে শীর্ষে অবস্থান করছেন, সত্যিকারের অবসর নেওয়ার সময় কখনো পান না।'

'না, সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টা কাজ আমাদের করতেই হয়', বললেন স্যার জর্জ।

তেমনি বিড়বিড় করে আবার বললেন মিসেস ভ্যান্ডারলিন, 'জানেন, নিজেকে একজন গেঁয়ো আমেরিকান ভেবে ভীষণ লজ্জা পাই, কিন্তু যাঁরা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার মধ্যে আমি দারুণ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করি। স্যার জর্জ, আমার মনে হয়, এটা একটা নীরস যুক্তি আপনার কাছে।'

'প্রিয় মিসেস ভ্যান্ডারলিন, ভেবে দেখুন, আমি আপনাকে 'নীরস' কিংবা 'গেঁয়া' কখনোই ভাবতে পারি না।' এই বলে তিনি তাঁর চোখে চোখ রেখে হাসলেন। সম্ভবত জর্জের উচ্চস্বরে একটা কাঠিন্যের ইঙ্গিত ছিল, যা তিনি বুঝতে ভুল করেননি। চকিতে রেগির দিকে ফিরলেন তিনি, একটা মিষ্টি হাসির ঝিলিক খেলে যায় তাঁর চোখের তারায়।

'আমাদের পার্টনারশিপ-এর জের না টানার জন্যে আমি দুঃখিত। তোমার চার-চারটে 'নো-ট্রাম্প' ডাকাটা সত্যিই কি ভয়ঙ্কর।'

নিজের প্রশংসার প্রতি রেগি বিনীত সুরে মৃদু আপত্তি জানাতে ভুলল না, 'না না, ওটা তেমন কিছু নয়। ওটা একটা ফ্লুকে কল দিয়ে ফেলি...'

'ওহো, তা কেন হতে যাবে? এটা সত্যিই তোমার তরফে চাতুর্যপূর্ণ একটা অনুমান। কার্ডগুলো ঠিক কোথায়, সেটা অনুমান করে নিয়েই তুমি ডাক দিয়েছিলে, আর সেই মতোই তুমি খেলেছো। আমি তো মনে করি, এটা তোমার দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত খেলা হয়েছে।'

এই সময় হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন লেডি জুলিয়া। এ যেন নারীর প্যালেটি-ছুরি হাতে নিয়ে অপেশাদারী খুনের খেলা। বিরক্ত হয়ে মনে মনে ভাবলেন তিনি।

তারপর ছেলের দিকে তাকাতেই তাঁর চোখের চাহনি নরম হলো। এসব বিশ্বাস করে সে। তাকে কত কম বয়সী এবং সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। কি রকম অবিশ্বাস্যভাবে তাকে সরল সাদাসিধে দেখাচ্ছে। কোনো সন্দেহ নেই ঘষেমেজে সে এখন যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। এবং অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য সে। এর রহস্য হলো অত্যন্ত মিষ্টি এবং স্বাভাবিক প্রকৃতির যুবক সে। কিন্তু জর্জ তাকে একেবারেই বুঝতে চায় না। পুরুষরা তাদের বিচারে এত বেশি রূঢ় যে সামান্য একটু সহানুভূতি প্রদর্শন করতে চায় না কাউকে। তারা ভুলেই যায় যে, একদিন তারাও যুবক ছিল। রেগির প্রতি জর্জ যেন বড্ড বেশি কঠোর।

ওদিকে মিসেস ম্যাকাট্টাও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। শুভ-রাত্রি বলা হয়ে গিয়েছিল।

মহিলা তিনজন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। লর্ড মেফিল্ড নিজেই নিজের ড্রিঙ্ক-এর গ্লাস হাতে তুলে নিলেন স্যার জর্জের হাতে একটা গ্লাস তুলে দিয়ে। তারপর তিনি দরজার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলেন মিঃ চার্লি এসে হাজির হয়েছে সেখানে।

'চার্লি, ফাইল আর সব কাগজপত্রগুলো বার করে দেবে? সেই সঙ্গে প্ল্যান এবং প্রিন্টগুলোও। এয়ার মার্শাল আর আমি একটু পরেই মিলিত হতে যাচ্ছি। বৃষ্টি থেমে গেছে জর্জ। আমরা প্রথমে বাইরে বেরুবো।'

চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে উঠল চার্লি, কারণ মিসেস ভ্যান্ডারলিনের সঙ্গে তার প্রায় সংঘর্ষ হতে যাচ্ছিল।

তাদের দিকে এগিয়ে আসতে গিয়ে মিসেস ভ্যান্ডারলিন অস্ফুটে বলে উঠলেন, 'আমার বইটা? নৈশভোজের আগে আমি পড়ছিলাম যেটা!'

রেগি লাফিয়ে উঠে সামনের দিকে এগিয়ে গেল হাতে একটা বই নিয়ে। 'এটা কি সেই বই? সোফার ওপর পড়েছিল।'

'ও হ্যাঁ, এটাই তো। অজস্র ধন্যবাদ।'

মিসেস ভ্যান্ডারলিনের দু'টি ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সুন্দর একটা মিষ্টি হাসি ঝরে পড়ল। আবার শুভ-রাত্রি জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

একটা ফ্রেঞ্চ জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকালেন স্যার জর্জ, 'চমৎকার রাত্রি এখন', বললেন তিনি, 'অন্যদিকে মোড় ঘোরানোর মতলবটা তোমার ভাল।'

তাঁদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলল রেগি, 'আচ্ছা তাহলে শুভ-রাত্রি স্যার। আমি এখন বিছানায় গড়াগড়ি দেব।'

'শুভ-রাত্রি বৎস', বললেন লর্ড মেফিল্ড।

একটা গোয়েন্দা গল্পের বই হাতে তুলে নেয় রেগি, বইটা আজ সন্ধ্যায় পড়তে শুরু করেছিল সে। তারপর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

লর্ড মেফিল্ড এবং স্যার জর্জ ঘর থেকে বেরিয়ে টেরেসে এসে দাঁড়ালেন। চমৎকার রাতের আকাশ। নির্মেঘ, আকাশ ভরা গ্রহ তারা।

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন স্যার জর্জ।

'ওঃ ঐ ভদ্রমহিলা প্রচুর সুগন্ধী সেন্ট ব্যবহার করেছে আজ', মন্তব্য করলেন তিনি।

হাসলেন লর্ড মেফিল্ড। 'সে যাইহোক, সস্তার সেন্ট নয় নিশ্চয়। আমি বলব, ওটা একটা সেরা ব্র্যান্ডের সেন্ট।'

'আমার ধারণা, সেজন্যে সবার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

'অন্তত তুমি তো বটেই। আমার মনে হয় কোনো মেয়ে যে সস্তা দামের সেন্ট ব্যবহার করে—তার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা হওয়াটা মানুষের সহজাত ধর্ম।'

আকাশের দিকে একবার তাকালেন স্যার জর্জ।

'অভূতপূর্বভাবে আকাশটা এখন খুবই পরিষ্কার। আমরা নৈশভোজ সারার সময় বৃষ্টির শব্দ শুনেছিলাম।'

শান্ত পায়ে তাঁরা দু'জনে ঘুরে বেড়ালেন টেরেসে। টেরেসের নিচে রাতের সাসেক্সের একটা নৈসর্গিক শোভা চোখে লাগার মতো বটে।

একটা সিগার ধরালেন স্যার জর্জ।

'এই ধাতব এ্যালয়ের ব্যাপারে—' বলতে শুরু করলেন তিনি। আলোচনাটা প্রযুক্তিবিদ্যার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে।

বিরাট লম্বা টেরেস। পঞ্চমবার টেরেসটা প্রদক্ষিণ করার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন লর্ড মেফিল্ড, 'ওহো ভাল কথা, আমার মনে হয় এখন টেরেস থেকে বেরিয়ে গেলে ভাল হয়।'

'হ্যাঁ, শুভ কাজটা সবার অলক্ষ্যে সারলেই ভাল হয়।'

তাঁরা দু'জন ঘুরে দাঁড়ালেন, এবং হঠাৎ বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন লর্ড মেফিল্ড, 'হ্যাল্লো! ওদিকে একবার তাকিয়ে দেখো।'

'কি দেখব?' জিজ্ঞেস করলেন স্যার জর্জ।

'মনে হলো আমার স্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে কে যেন টেরেসের ওদিকে চলে গেল।'

'বুড়ো খোকা, বোকার মতো কথা বলো না। আমি তো কিছুই দেখতে পেলাম না।'

'আচ্ছা, তাহলে ধরে নিলাম আমিই একা দেখেছি—কিংবা আমি ভাবলাম, একা আমিই বোধ-হয় দেখেছি।'

'তোমার চোখ দুটো নিশ্চয় তোমার সঙ্গে চালাকি করছে। সারাটা টেরেস বরাবর আমার দৃষ্টি পড়ে আছে সারাক্ষণ ধরে, আর কোনো কিছু দৃশ্যত হলে নিশ্চয়ই আমার চোখে পড়ত। অতি সূক্ষ্ম ও ছোট্ট জিনিসও আমার দৃষ্টি এড়ায় না, এমন কি এক হাতের ব্যবধানেও সংবাদপত্রের প্রতিটি লাইন আমি ঠিক ঠিক পড়তে পারি।'

লর্ড মেফিল্ডের ঠোঁটে চাপা হাসি। 'জর্জ, তোমার হাতে খবরের কাগজ রেখে আমিও এখান থেকে বিনা চশমায় অনায়াসে পড়তে পারি।'

'কিন্তু বাড়ির অন্য দিক থেকে সব সময় লোক তুমি চিনতে পারবে না। আচ্ছা, তোমার চশমার গ্লাসটা কি কোনো রকম আতঙ্ক সৃষ্টি করে থাকে?'

তাঁরা দু'জন হাসতে হাসতে একসময় লর্ড মেফিল্ডের স্টাডিরুমে প্রবেশ করলেন। ঘরের জানালাটা খোলা ছিল।

মিঃ চার্লি তখন ফাইল সংক্রান্ত কাগজপত্র গোছগাছ করতে ব্যস্ত।

'কি হে চার্লিল, সব ঠিকঠাক আছে তো?'

'হ্যাঁ, লর্ড মেফিল্ড, সব কাগজপত্র আপনার ডেস্কের ওপর রাখা আছে।'

জানালার ধারে মেহগিনি কাঠের ডেস্কটা একটা বিরাট উল্লেখযোগ্য লেখার টেবিলের মতো দেখাচ্ছিল। সেটার সামনে এগিয়ে গিয়ে বিভিন্ন নথিপত্র বাছতে থাকলেন লর্ড মেফিল্ড অতঃপর।

'চমৎকার রাত্রি এখন', বললেন স্যার জর্জ।

সায় দিলো মিঃ চার্লিল।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। বৃষ্টির পর অদ্ভুতভাবে আকাশটা কেমন পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

মিঃ চার্লিল তার হাতের ফাইলটা সরিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'আজ রাতে আমাকে আপনার আর কি দরকার হবে বলে মনে হয় জর্জ মেফিল্ড?'

'না, আমার তা মনে হয় না চার্লিল। এগুলো আমি নিজেই যথাস্থানে রেখে দেবো'খন। সম্ভবত আমাদের দেরি হতে পারে। তুমি বরং আজ চলে যাও।'

'ধন্যবাদ। শুভ রাত্রি লর্ড মেফিল্ড। শুভ রাত্রি স্যার জর্জ।'

'শুভ রাত্রি চার্লিল।'

সেক্রেটারি সবেমাত্র ঘর ছেড়ে চলে যেতে যাবে, এই সময় লর্ড মেফিল্ড তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'এক মিনিট চার্লিল, একটা খুব জরুরী কাজের কথা ভুলে গেছ তুমি।'

'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন লর্ড মেফিল্ড।'

'বোমারু-বিমানের আসল নক্সাগুলো কোথায়?

'কেন একেবারে ওপরেই তো স্যার।'

'কই কিছুই তো দেখছি না।'

'কিন্তু আমি তো ওপরেই রেখেছিলাম।'

'কি রাখো না রাখো তা তুমি নিজেই ভাল করে দেখ না।'

হতভম্বর মতো যুবক চার্লিল ডেস্কের সামনে এগিয়ে এলো লর্ড মেফিল্ডের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য।

একগাদা কাগজের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মন্ত্রী মহাশয়। কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে থাকল সে, তার হতভম্ব ভাবটা ক্রমশই বাড়তে থাকে।

'দেখুন স্যার, ওগুলো এখানে নেই দেখছি।' একটু থেমে তোতলাতে তোতলাতে বলল চার্লিল,' 'কিন্তু—কিন্তু এটা যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তিন মিনিট আগেও ওগুলো আমি তো এখানেই রেখে গিয়েছিলাম।'

'একটা ভাল কৌতুক করলেন লর্ড মেফিল্ড।' 'তুমি নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে ছিলে না তখন তাই হয়তো ভুল করে থাকবে। ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমি বেশ ভাল করেই জানি, নক্সাগুলো ডেস্কের ওপরেই কিন্তু রেখে গিয়েছিলাম।'

লর্ড মেফিল্ড এবার নিজেই সেই সেলফটার সামনে এগিয়ে গেলেন। স্যার জর্জ তাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেল বোমারু-বিমানের নক্সাটা সেখানেও নেই।

এ যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাঁরা তিনজন আবার ডেস্কের সামনে ফিরে এসে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে শুরু করে দিলেন।

'হায় ঈশ্বর।' আক্ষেপ করে বললেন মেফিল্ড, 'সেগুলো তাহলে উধাও!'

চিৎকার করে উঠল চার্লিল, 'কিন্তু তা অসম্ভব না, এ কিছুতেই হতে পারে না!'

'এ ঘরে কে বা কারা ছিল?' তীক্ষ্নস্বরে জিজ্ঞেস করলেন মন্ত্রী মহাশয়।

'কেউ নয়। আদৌ কেউ নয়।'

'দেখো চার্লিল, ঐ নক্সাগুলো হাওয়ায় মিশে যাওয়ার কথা নয়। আর সেগুলোর হাত-পাও নেই যে ঘর থেকে হেঁটে বেরিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ নিয়ে থাকবে। আচ্ছা মিসেস ভ্যান্ডারলিন কি এখানে এসেছিলেন?'

'মিসেস ভ্যান্ডারলিন? না স্যার।'

'আমি প্রমাণ করে দিতে পারি', বললেন ক্যারিংটন, 'তিনি এ ঘরে এসে থাকলে সেই সেন্টের গন্ধ তুমি পেতে পারতে।'

'না, কেউ এখানে আসেনি', তবু জোর দিয়ে চার্লিল বলে, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি করে এমন একটা ঘটনা ঘটলো।'

'দেখো চার্লিল', বললেন লর্ড মেফিল্ড, 'তুমি নিজে ভাল করে চিন্তা করে দেখো, ব্যাপারটা আমাদের তলিয়ে দেখতে হবে। নক্সাগুলো যে আলমারির ভেতরে ছিল, এ ব্যাপারে তুমি কি একেবারে নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, আমি একেবারে নিশ্চিত।'

'আসলে তুমি সেগুলো সত্যি দেখেছিলে তো? নাকি অন্য কোনো কাগজপত্রের মধ্যে সেগুলো ছিল বলে তোমার অনুমান?'

'না, না লর্ড মেফিল্ড। আমি ওগুলো এইসব কাগজপত্রের মধ্যেই থাকতে দেখেছি। ডেস্কের ওপর অন্য সব কাগজপত্রের ওপরে রেখেছিলাম নক্সাগুলো।'

'আর তারপর থেকে, তুমি বলছ, এ ঘরে কেউ আসেনি! তা ঘর ছেড়ে তুমি বাইরে কোথাও যাওনি তো?'

'না, তবে হ্যাঁ—'

'আঃ!' মৃদু চিৎকার করে উঠলেন স্যার জর্জ, 'পেয়েছি, এখন আমরা এর থেকে একটা সূত্র খুঁজে পেতে পারি বলে মনে হচ্ছে।'

লর্ড মেফিল্ডের মধ্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

'আসলে কি ব্যাপার জানেন', তিনি কিছু বলার আগেই চার্লি বাধা দিয়ে বলতে থাকে, 'স্বাভাবিক ক্ষেত্রে জানেন লর্ড মেফিল্ড, আমি অবশ্যই ঘর ছেড়ে বাইরে কোথাও যাওয়ার স্বপ্ন দেখি না, বিশেষ করে যখন কোনো জরুরী কাগজপত্র ডেস্কের ওপর পড়ে থাকে, কিন্তু তখন একটি মেয়ের আর্ত চিৎকার শুনে—'

'একটি মেয়ের আর্ত চিৎকার?' বিস্ময় ভরা কণ্ঠস্বর লর্ড মেফিল্ডের।

'হ্যাঁ, লর্ড মেফিল্ড। আমি হয়তো ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না, কিন্তু সেটা আমাকে দারুণ অবাক করে দিয়েছিল। শব্দটা যখন শুনি, আমি তখন সবেমাত্র ডেস্কের ওপর কাগজপত্র সাজাতে শুরু করেছিলাম। আর স্বভাবতই শব্দটা শোনা মাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে হলের ভেতরে ছুটে যাই ব্যাপারটা কি দেখার জন্য।'

'তা কে অমন আর্তচিৎকার করেছিল?'

'মিসেস ভ্যান্ডারলিনের ফরাসী পরিচারিকা। হলঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল সে, তার মুখটা তখন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, তার সারা শরীর ভয়ে আতঙ্কে অসম্ভব কাঁপছিল। ভূত দেখেছে বলে দাবী করল সে।'

'ভূত দেখেছিল?'

'হ্যাঁ, সাদা পোশাকে একজন দীর্ঘদেহী মহিলা নাকি নিঃশব্দে চলতে চলতে একসময় হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।'

'কি অবিশ্বাস্য গাঁজাখুরি গল্প।'

'হ্যাঁ, লর্ড মেফিল্ড, আমিও তাকে ঠিক এই কথাটিই বলেছিলাম। অবশ্যই বলব, আমার কথা শুনে খুব লজ্জা পেয়েছিল সে। তখন সে আর দাঁড়ায়নি সেখানে, ছুটে পালিয়েছিল ওপরতলায়। আমি তারপর ফিরে আসি এই ঘরে।'

'এ ঘটনা কতক্ষণ আগের?'

'আপনি এবং স্যার জর্জ এখানে আসার ঠিক এক কি দু' মিনিট আগে।'

'তুমি তাহলে ঠিক কতক্ষণ এ ঘর ছেড়ে বাইরে ছিলে?'

একটু সময় ভাবল সেক্রেটারি।

'দু' মিনিট—বড় জোর তিন মিনিট।'

'নক্সাগুলো চুরি করার পক্ষে সময়টা যথেষ্ট', বিজ্ঞের মতো বললেন লর্ড মেফিল্ড। তারপর হঠাৎ তিনি তাঁর বন্ধুর হাত চেপে ধরলেন।

'জর্জ, তোমার মনে আছে, আমি সেই ছায়াটা দেখার কথা তোমাকে বলেছিলাম—এই ঘরের জানালার পাশ থেকে সরে যাওয়ার কথা! কি, কি সেটা! চার্লি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই সেই ছায়ামূর্তি এই ঘরে এসে ঢোকে, এবং নক্সাগুলো হস্তগত করেই হাওয়া হয়ে যায় এখান থেকে।'

'নোংরা কাজ', বললেন স্যার জর্জ। তারপর তিনি তাঁর বন্ধুর একটা হাত মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ করলেন।

'দেখো চার্লিল, এটা একটা শয়তানের কাজ। এখন বলো, এ ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি?'

'যে ভাবেই হোক এর একটা বিহিত করার ব্যবস্থা করো চার্লস।'

আধ ঘণ্টা পরের কথা। তাঁরা তখন লর্ড মেফিল্ডের স্টাডিরুমে, স্যার জর্জ তখন তাঁর বন্ধুকে একটা বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন।

প্রথমে খুবই অনিচ্ছা ছিল লর্ড মেফিল্ডের, ধীরে ধীরে জর্জের মতলবের বিরোধী মনোভাব শিথিল হতে থাকে তার মধ্যে।

স্যার জর্জ বলেন, 'বোকার মতো একগুঁয়ে হয়ো না চার্লস।'

এবার ধীরে ধীরে বললেন লর্ড মেফিল্ড, 'একজন বহিরাগত, যাকে আমরা চিনি না, জানি না তাকে তুমি এর মধ্যে কেন আনতে চাইছ?'

'কিন্তু ওঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই যে আমি জানি। দারুণ চমৎকার লোক সে।'

'হুঁ!'

'দেখো চার্লস, এই সুযোগ! এ কাজে বিচক্ষণতাই হচ্ছে বিশেষ উপাদান। এটা যদি একবার ফাঁস হয়ে যায়—'

'যদি ফাঁস হয়ে যায় বলতে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?'

'তাঁর সম্পর্কে বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই। তুমিও তাঁকে চেনো, হ্যাঁ, এই লোকটি, এরকুল পোয়ারো—'

'উনি এখানে আসবেন? জাদুকর যেমন তার মাথার টুপি থেকে খরগোস বার করে, ঠিক সেইভাবেই নক্সাগুলো বার করে দেবেন তিনি, আমি কি সেরকম একটা ধারণা করে নিতে পারি?'

'সত্যকে প্রকাশ করে দেবেন তিনি। আর আমরাও তো সত্যটাকে জানতে চাই। দেখো চার্লস, আমি নিজের ওপরে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চাই।'

ধীরে ধীরে বললেন লর্ড মেফিল্ড, 'ঠিক আছে, তুমি তোমার পথে চলো, তবে আমার তো মনে হয় বড় একটা কিছু করতে পারবেন না তিনি...'

রিসিভারটা তুলে নিলেন স্যার জর্জ অতঃপর।

'এখনি আমি তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করছি।'

'হয়তো সে এখন শুয়ে থাকবে।'

'তাহলেও ফোন পেলে সে নিশ্চয়ই উঠে পড়বে। ও সব চিন্তা ভুলে যাও চার্লস। তুমি ঐ ভদ্রমহিলাকে নক্সাগুলো নিয়ে পালাতে দিতে পার না।'

'তুমি কি মিসেস ভ্যান্ডারলিনকে উদ্দেশ্য করে বলেছ?'

'হ্যাঁ। কেন, তোমার সন্দেহ হয় না ওঁকে? তিনি তো এ ব্যাপারে একেবারে শুরু থেকে জোঁকের মতো লেগে আছেন, এর গভীরে মিশে আছেন তিনি।'

'না, আমার সন্দেহ হয় না। আমার ওপর প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যে উনি তৎপর জেনেও আমি মেনে নিতে রাজি নই জর্জ যে, একজন মহিলা আমাদের সঙ্গে চালাকি করতে পারে। এটা একটা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু আবার এও সত্যি যে, আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারব না। তবু আমরা দু'জনেই জানি যে, এ ব্যাপারে তিনি একজন প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি।'

'নারীরা হলো শয়তানের জাত', ক্যারিংটন তাঁর স্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ করলেন দ্বিধাহীন চিত্তে।

তবু বলবো, 'এ ব্যাপারে তাঁকে জড়ানোর কোনো সুযোগই নেই। যত সব নোংরা ব্যাপার। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, চালাকি করে সেই মেয়েটিকে দিয়ে আর্ত চিৎকার করানোটা তাঁর একটা ফাঁদ হতে পারে এবং তখন বাইরে যে লোকটা ঘোরাফেরা করছিল, তাঁর সঙ্গী ছিল সে, কিন্তু এর খারাপ দিক কি জান, সেটা আমরা কখনই প্রমাণ করতে পারব না।'

'সম্ভবত এরকুল পোয়ারো পারতে পারেন।'

সহসা হেসে উঠলেন লর্ড মেফিল্ড।

'ভাল কথা জর্জ, আমার চিন্তা হলো, একজন চতুর ফরাসী ভদ্রলোকের ওপর কি করে তুমি আস্থা রাখতে পারলে!'

'তোমাকে বলে রাখি, আদৌ তিনি ফরাসী নন, তিনি একজন বেলজিয়ান,' লজ্জিত মুখে বললেন জর্জ।

'তাহলে ঠিক আছে, তোমার সেই বেলজিয়ান ভদ্রলোককে ডেকে পাঠাও। এ ব্যাপারে উপলব্ধি করার জন্যে একটা সুযোগ দেওয়া যেতে পারে তাঁকে। তবে আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এ ব্যাপারে আমাদের থেকে বেশি কিছু করতে পারবেন না তিনি।'

উত্তর না দিয়ে টেলিফোন রিসিভারের ওপর হাত রাখলেন স্যার জর্জ।

চোখ একটু পিটপিট করে এরকুল পোয়ারো তার মাথাটা ঘোরাতে থাকল একবার একজনের মুখের ওপর ফিরে আবার অপরজনের মুখের ওপরে। তারপর অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে একটা নরম হাই তুলল, তার চোখ থেকে ঘুমের জড়তাটা বুঝি তখনো কাটেনি।

রাত তখন আড়াইটে। ঘুম থেকে জেগে উঠে অন্ধকার পথ দিয়ে বড় সাইজের

রোলস রয়েস চালিয়ে ছুটে এসেছিল সে। ওদের দু'জনের যা বলার ছিল বললেন এবং মন দিয়ে সব শুনলো পোয়ারো।

'মসিয়ে পোয়ারো, এই হলো ঘটনাটা', বললেন লর্ড মেফিল্ড। তারপর তিনি তাঁর চেয়ারে হেলান দিয়ে যুতসইভাবে বসে চোখে চশমাটা লাগালেন। সেই চশমার গ্লাস ভেদ করে ম্লান, নীল চোখে দৃষ্টি ফেললেন তিনি পোয়ারোর মুখের ওপর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে কেবল তীক্ষ্ণতাই ছিল না, সেই সঙ্গে বুঝি বা একটু সন্দেহের অবকাশও থেকে যায়। ওদিকে দ্রুত চোখ ফিরিয়ে স্যার জর্জ ক্যারিংটনের দিকে চকিতে একবার তাকাল পোয়ারো।

তারপর সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মুখে শিশুসুলভ ভাব ফুটিয়ে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তাকালো স্যার জর্জের দিকে তাঁর মতামত শোনার জন্যে।

পোয়ারোর দৃষ্টি এড়াল না। অতঃপর ধীরে ধীরে বলল সে :

'হ্যাঁ, সব ঘটনাই তো জানতে পারলাম। পরিচারিকার আর্ত চিৎকার, ঘর থেকে সেক্রেটারির বেরিয়ে যাওয়া, নামবিহীন নজরদারের ঘরের ভেতরে আসা, নক্সাগুলো ডেস্কের ওপর রাখা, সেই লোকটা ঘুরে ঢুকে নক্সাগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে চম্পট দেওয়া। ব্যাপার হলো—সব ঘটনাগুলোই অত্যন্ত উপযোগী এবং অতি প্রয়োজনীয়।

পোয়ারোর শেষ কথাটা লর্ড মেফিল্ডের মনে দাগ কাটল। একটু সোজা হয়ে বসলেন তিনি, তাঁর চোখের চশমাটা খুলে পড়ে গেল। যেন একটা নতুন সতর্কবাণী শুনতে পেলেন তিনি।

'মাফ করবেন মিঃ পোয়ারো', লর্ড মেফিল্ড বললেন, 'আপনার শেষ কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, যদি একটু খুলে বলেন—'

'লর্ড মেফিল্ড, আমি বলেছি, ব্যাপার হলো—সব ঘটনাগুলোই চুরি করার পক্ষে উপযোগী। ভাল কথা, আপনি তাকে ছায়ার মতো মিলিয়ে যেতে দেখেছিলেন, আপনি নিশ্চিত, সে পুরুষ ছিল?'

মাথা নাড়লেন লর্ড মেফিল্ড। 'আমি বলতে পারবো না। আসলে আদৌ আমি কাউকে দেখেছি কিনা জোর দিয়ে বলতে পারবো না।'

পোয়ারো তার দৃষ্টি ফিরিয়ে এয়ার মার্শালের মুখের ওপর ফেলল।

'আর স্যার জর্জ আপনি? সেটা কোনো পুরুষের নাকি নারীর, বলতে পারবেন?'

'আমি নিজের চোখে কিছুই দেখিনি।'

চিন্তিতভাবে মাথা দোলাল পোয়ারো। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে লেখার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

'আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি, নক্সাগুলো ওখানে নেই', বললেন লর্ড মেফিল্ড, 'প্রায় বারকয়েক আমরা তিনজন মিলে ঐ কাগজগুলো ঘেঁটে দেখেছি।'

'আমরা তিনজন? তার মানে আপনার সেক্রেটারীও?'

'হ্যাঁ, চার্লিলকে নিয়ে?'

সহসা ঘুরে দাঁড়াল পোয়ারো।

'লর্ড মেফিল্ড, দয়া করে আপনি আমাকে বলবেন, আপনি যখন ডেস্কের সামনে যান, তখন কোন্ কাগজটা একেবারে ওপরে ছিল? মনে পড়েছে কি?'

খেয়াল করার জন্যে একটু ভ্রূকুটি করলেন লর্ড মেফিল্ড।

'একটু ভাববার সময় দিন—হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে, আমাদের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে বর্তমান অবস্থার ওপর একটা স্মারকলিপির খসড়া ছিল।'

কৌশলে একটা কাগজ হাতে তুলে নিয়ে লর্ড মেফিল্ডের সামনে এসে দাঁড়াল পোয়ারো।

'লর্ড মেফিল্ড, দেখুন তো এটা কিনা?'

সেটা হাতে নিয়ে তাকিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে বললেন লর্ড মেফিল্ড, 'হ্যাঁ, এটাই তো।'

পোয়ারো এবার সেটা মেলে ধরল ক্যারিংটনের চোখের সামনে।

'এই কাগজটা আপনি ডেস্কের ওপর লক্ষ্য করেছিলেন?'

কাগজটা হাতে নিয়ে চশমার সামনে মেলে ধরলেন স্যার জর্জ।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। চার্লিল আর মেফিল্ডের মাথা গলিয়ে আমি দেখেছিলাম। এই কাগজটাই একেবারে ওপরে পড়েছিল।'

আবার চিন্তিতভাবে কি যেন ভাবল পোয়ারো। কাগজটা ডেস্কের ওপর রেখে এলো। একটু হতভম্বের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

'আর, আর কোনো প্রশ্ন আছে—' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, অবশ্যই একটা প্রশ্ন আছে বৈকি। চার্লিল, চার্লিল হচ্ছে সেই প্রশ্ন!'

লর্ড মেফিল্ডের মুখের রক্ত গাঢ় হলো।

'চার্লিল! মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে বলে রাখি, তাকে আমি সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখতে চাই। আমার ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে দীর্ঘ ন' বছর ধরে কাজ করছে সে। আমার ব্যক্তিগত কাগজপত্র নাড়াচাড়া করার অধিকার তাকে দিয়েছি। সেই সঙ্গে এও আপনাকে বলে রাখি, তার যদি বদ মতলবই থাকে তাহলে অনায়াসে ঐ নক্সাগুলোর কপি করিয়ে নিতে পারত, কেউ জানতেও পারত না, আর আসল নক্সাগুলো যথারীতি এখানেই থেকে যেত।'

'আপনার যুক্তির প্রশংসা আমি করছি', উত্তরে পোয়ারো বলে, 'সত্যি সে যদি দোষীই হতো, তাহলে চুরি করার এমন একটা নোংরা অভিনয় তাকে করতে হতো না।'

'সে যাইহোক', দৃঢ়স্বরে বললেন লর্ড মেফিল্ড, 'চার্লিলের ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত। তার হয়ে আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।'

'তাহলে', আকস্মিকভাবে বেশ একটু রূঢ় স্বরেই ক্যারিংটন বলে উঠলেন, 'চার্লির নির্দোষিতার ব্যাপারে এটাই যথেষ্ট, তাই না?'

ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিমায় পোয়ারো তার দু'হাত প্রসারিত করে বলল, 'আর মিসেস ভ্যান্ডারলিন—তিনিও কি সন্দেহভাজন?'

'হ্যাঁ, তাঁর চালচলন সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় বৈকি,' মন্তব্য করলেন স্যার জর্জ।

আরো মাপা মাপা স্বরে বললেন লর্ড মেফিল্ড, 'আমার মনে হয় মঁসিয়ে পোয়ারো, মিসেস ভ্যান্ডারলিনের মধ্যে যে একটা অস্বাভাবিক আচরণ আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে বিদেশ দপ্তর আরো বিস্তারিত খবর আপনাকে দিতে পারে।'

'আর সেই পরিচারিকাটি, যাকে আপনারা তাঁর মিস্ট্রেস হিসাবে ধরে নিয়েছেন?'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই', বললেন স্যার জর্জ।

'আর আমার কাছে এটা আপাত দৃষ্টিতে একটা ন্যায়সঙ্গত অনুমান', আরো একটু সতর্কতার সঙ্গে লর্ড মেফিল্ড তাঁর মতামত জানালেন।

এরপর খানিক বিরতি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং যেন অন্যমনস্কভাবেই পোয়ারো তার ডানদিকের টেবিলের ওপর দু'-একটা কাগজ তথা দলিল ফিরে আবার গুছিয়ে রাখল। তারপর বলল সে, 'তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি, সেই কাগজগুলোর বিনিময়ে অর্থের সমাগম হতে পারে? মানে ঐ চুরি যাওয়া কাগজগুলোর নগদ মূল্য অবশ্যই একটা বিরাট অঙ্কের হবে।'

'হ্যাঁ, যদি বিশেষ কোনো জায়গা দেওয়া যায়।'

'যেমন!'

দু'টি ইউরোপীয় শক্তির নাম উল্লেখ করলেন স্যার জর্জ।

মাথা নেড়ে পোয়ারো বলল, 'আর সেই কথাটা যে কোনো লোকের জানা থাকতে পারে, ধরে নিতে পারি?'

'মিসেস ভ্যান্ডারলিন অঙ্ক ভালভাবেই জানেন।'

'আমি কিন্তু যেকোনো ব্যক্তির কথাই বলেছি।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি।'

'যে কেউ, মানে নূন্যতম বুদ্ধি যার আছে, সে নিশ্চয়ই সেই নক্সাগুলোর নগদ মূল্য উপলব্ধি করবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো—' লর্ড মেফিল্ড যে অস্বস্তির মধ্যে রয়েছেন, তাঁর মুখ দেখেই সেটা বোঝা গেল।

পোয়ারো তার একটা হাত তুলে বলল, 'আমি, ঐ যে আপনারা কি বলেন যেন, হ্যাঁ সব পথই আমি বার বার পরীক্ষা করে দেখবো।'

হঠাৎ সে আবার উঠে দাঁড়াল, তারপর চটপট জানালা টপকালো এবং ফ্ল্যাশলাইটের সাহায্যে টেরেসের একেবারে শেষ প্রান্তের ঘাসের ডগাগুলো পরীক্ষা করে দেখল।

ওঁরা দু'জন তার ওপর নজর রাখতে থাকলেন।

সে আবার ভেতরে ফিরে এসে বসল। একটু দম নিয়ে বলল সে, 'এই অমঙ্গল-সাধক, ছায়ামূর্তির আড়ালে এই গুপ্তচরবৃত্তির প্রসঙ্গে লর্ড মেফিল্ড আপনি আমাকে কিছু বলুন, আপনি তার পিছু ধাওয়া করেননি?'

লর্ড মেফিল্ড তাঁর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বাগানের একেবারে শেষ প্রান্ত দিয়ে

মূল রাস্তায় যাওয়ার পথ সে হয়তো করে নিয়ে থাকবে। তার গাড়ি যদি সেখানে অপেক্ষা করে থাকে, তাহলে অচিরেই নাগালের বাইরে চলে গিয়ে থাকবে।'

'কিন্তু পুলিশ তো আছে, আর আছে স্কাউটস—'

বাধা দিলেন স্যার জর্জ।

'ওসব কথা ভুলে যান মঁসিয়ে পোয়ারো। এ ব্যাপারে পুলিশী প্রচারের ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। আমরা যদি রটিয়ে দিই, নক্সাগুলি চুরি গেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে তার ফল পার্টির পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল হয়ে উঠতে পারে।'

'ও হ্যাঁ,' বলল পোয়ারো, 'পার্টির স্বার্থের কথা প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত। মহান বিচক্ষণতা অবশ্যই পালন করা উচিত। আর সেই জন্যই বোধহয় আপনারা আমাকে ডেকে পাঠালেন। সে খুব ভাল কথা, যাইহোক, আমার মনে হচ্ছে, এটা খুব সহজ ব্যাপার।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো', জিজ্ঞেস করলেন লর্ড মেফিল্ড, 'সাফল্যের ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত তো?'

'কেন নয়? যে কেউ যুক্তি দিয়ে কারণ দেখাতে পারে প্রতিফলিত করার জন্যে।'

একটু থেমে থেকে তারপর আবার বলল সে, 'আমি এখন মঁসিয়ে চার্লির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চয়ই!' উঠে দাঁড়ালেন লর্ড মেফিল্ড। 'আমি তাকে অপেক্ষা করতে বলেছি। হয়তো সে কাছাকাছি কোথাও আছে।' এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

স্যার জর্জের দিকে তাকাল পোয়ারো।

'টেরেসে সেই লোকটার সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?' জিজ্ঞেস করল পোয়ারো।

'প্রিয় পোয়ারো, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না! আমি তাকে আদৌ দেখিনি, তাই কি করে তার সম্পর্কে কিছু বলবো বলুন?'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল পোয়ারো।

'হ্যাঁ, তা অবশ্য আপনি আগেই বলে রেখেছেন। কিন্তু তার থেকে এখন একটু পার্থক্য আছে, তাই না?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন স্যার জর্জ।

'তা আমি কি করে বলি বলুন? আপনার অবিশ্বাস, এটা অনেক গভীর।'

স্যার জর্জ কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন।

'কিন্তু আপনি', উৎসাহিত হয়ে বলল পোয়ারো, 'বলুন আমাকে। আপনারা দু'জনেই টেরেসের শেষ প্রান্তে ছিলেন তখন। লর্ড মেফিল্ড বলেছেন, জানালা টপকে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে গিয়ে ঘাসের গালিচা পার হয়ে চলে যায়। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে অতএব আপনি কেনই বা সেই ছায়ামূর্তিটা দেখতে পেলেন না?'

তার দিকে স্থির চোখে তাকালেন ক্যারিংটন।

'আপনি অযথা প্রশ্ন করছেন মঁসিয়ে পোয়ারো। সেই তখন থেকে দেখছি এ ব্যাপারে

আমি গভীরভাবে চিন্তিত। আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি, ঐ জানালা টপকে কেউ তখন বেরিয়ে যায়নি। বাইরে বাগানের গাছের ডালপালা তখন হাওয়ায় দুলছিল, জানালার কাছে তার ছায়া পড়ে থাকবে, আর আমার ধারণা, গাছের ডাল-পাতার ছায়া দেখে লর্ড মেফিল্ড হয়তো অনুমান করে নিয়েছেন সেটা কোনো মানুষেরই ছায়ামূর্তি হবে। তারপর এ ঘরে এসে যখন তিনি দেখতে পেলেন নক্সাগুলো চুরি হয়ে গেছে তখন তিনি ধরে নিলেন, তিনি ঠিকই সেই ছায়ামূর্তিটা দেখেছিলেন, এবং আমিই ভুল করেছি না দেখে। এবং তবু—'

হাসল পোয়ারো, 'এবং তবু এখন আপনি আপনার অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেন আপনার চোখকে, যে চোখে আপনার কোনো কিছুই ছায়া ফেলতে পারেনি তখন? ছায়ামূর্তি তো দূরের কথা!'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমিও তাই মনে করি।'

হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই হেসে ফেলল পোয়ারো।

'সত্যি আপনি কত জ্ঞানী পুরুষ!'

সঙ্গে সঙ্গে বললেন স্যার জর্জ, 'তাছাড়া ঘাসের ডগায় কোনো পায়ের ছাপও দেখা যায়নি।'

মাথা নাড়ল পোয়ারো।

'ঠিক তাই। লর্ড মেফিল্ডের দৃঢ় বিশ্বাস, ছায়ামূর্তি তিনি ঠিকই দেখেছেন। তারপর সেখানে সেই চুরির ঘটনা এসে পড়ে, আর তাতেই তিনি আরো নিশ্চিত হয়ে যান তাঁর সেই অনুমানের প্রসঙ্গে—কিন্তু নিশ্চিতই বৈকি! এখন আর সেটা অনুমান মাত্র নয়—আসলে তিনি সত্যি সত্যি লোকটাকে দেখেছিলেন। তবে সেটা সেরকম কিছু নাও হতে পারে। আমার তরফ থেকে বলব যে, পায়ের ছাপের ব্যাপারে আমি খুব একটা চিন্তিত নই, আর সেটা আমার কাছে বিবেচ্য বিষয়ও ঠিক নয়, কিন্তু আসল ব্যাপার কি জানেন, আমাদের কাছে এর বিরুদ্ধে প্রমাণই রয়েছে। ঘাসের ওপর কোনো পায়ের ছাপ দেখা যায়নি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আজ সন্ধ্যায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। আর আজ সন্ধ্যায় টেরেস পেরিয়ে কোনো লোক যদি ভিজে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে থাকে, স্বভাবতই তার পায়ের ছাপ ঘাসের ওপর না থাকারই কথা।'

পোয়ারোর চোখে স্থির দৃষ্টি ফেলে স্যার জর্জ জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তারপর—?'

'এখন আমাদের বাড়ির ভেতরে ফিরে যেতে হয় তাহলে। দৃষ্টি দিতে হয় বাড়ির লোকজনদের ওপরে। সেই সময় দরজাটা খুলে যেতেই থামল পোয়ারো। এবং দরজার দিকে চোখ ফেলতেই দেখল সে মিঃ চার্লিলকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন লর্ড মেফিল্ড।

এখনো যদিও তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল, তবু মনে হয় এখন সে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, তার মুখের রঙ বদল হয়েছে। স্প্রিং লাগানো চশমাটা (ডাণ্ডি বিহীন) চোখে লাগাতে লাগাতে বসল, এবং সন্ধানী চোখে তাকাল পোয়ারোর দিকে।

'মঁসিয়ে, সেই আর্ত চিৎকার শোনার পর কতক্ষণ আপনি এ ঘরে ছিলেন?'

চার্লিল খেয়াল করার চেষ্টা করল নীরবে। তারপর একসময় আন্দাজে বলল সে, 'পাঁচ থেকে দশ মিনিট।'

'তার আগে কোনোরকম গন্ডগোল ছিল না?'

'না।'

'শুনেছি আজ সন্ধ্যায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে এখানে একটা ঘরে হাউস-পার্টির পিছনে।'

'হ্যাঁ, ড্রইংরুমে।'

পোয়ারো তার নোটবুকের ওপর চোখ বুলোয়।

'সেই আসরে স্যার জর্জ ক্যারিংটন আর তাঁর স্ত্রী মিসেস ম্যাকাট্টা, মিসেস ভ্যান্ডারলিন, মিঃ রেগি ক্যারিংটন, লর্ড মেফিল্ড এবং আপনি নিজে হাজির ছিলেন। ঠিক তাই না?'

'ড্রইংরুমে আমি ছিলাম না। সন্ধ্যার বেশি সময়টা আমি এখানে কাজ করে কাটিয়েছি।'

লর্ড মেফিল্ডের দিকে ফিরে তাকাল পোয়ারো। 'কে প্রথম শুতে চলে যায়?'

'আমার মনে হয় লেডি জুলিয়া ক্যারিংটন। আসলে তিনজন মহিলাই একসঙ্গে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে যায়।'

'আর তারপর?'

'মিঃ চার্লিল ড্রইংরুমে এসে প্রবেশ করে, তখন আমি তাকে বলি কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে, স্যার জর্জ আর আমি মিনিট খানেকের মধ্যে হাজির হচ্ছি।'

'তারপরেই আপনারা টেরেসে গিয়ে পায়চারি করতে থাকেন, তার বর্ণনা আগেই আপনি দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, সেরকমই বটে।'

'স্টাডিরুমে গিয়ে আপনাদের কাজ করার কথাটা মিস ভ্যান্ডারলিন শুনেছিলেন বলে আপনার মনে হয়?'

'হ্যাঁ, প্রসঙ্গটা তখন উল্লেখ করা হয়েছিল বটে।'

'কিন্তু আপনি যখন মঁসিয়ে চার্লিলকে স্টাডিরুমে কাগজপত্র গুছিয়ে রাখার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছিলেন মিসেস ভ্যান্ডারলিন তখন তো সেখানে ছিলেন না!'

'না, ছিলেন না তিনি।'

'মাফ করবেন লর্ড মেফিল্ড', তাদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে চার্লিল বলে উঠল সহসা, 'আপনার কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার পরেই ড্রইংরুম ছেড়ে আমি স্টাডিরুমে ফিরে যাই, ঠিক দরজার সামনে মিসেস ভ্যান্ডারলিনের সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগে যায় তখন। একটা বই নেওয়ার জন্যে তিনি তখন ড্রইংরুমে ফিরে এসেছিলেন।'

'অতএব তোমার ধারণা, আড়াল থেকে তিনি আমাদের কথাবার্তা সব শুনে থাকবেন?'

'হ্যাঁ, সেরকমই আমার অনুমান, আর সেটা খুবই স্বাভাবিক।'

'একটা বইএর জন্যে উনি ফিরে এসেছিলেন', সপ্রশ্ন চোখে পোয়ারো তাকাল লর্ড মেফিল্ডের দিকে, 'আচ্ছা লর্ড মেফিল্ড, ওঁকে পরে সেই বইটা ফিরে পেতে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, রেগি বইটা ওর হাতে তুলে দিয়েছিল।'

'ও হ্যাঁ, এটা সেই পুরনো চাল, মাফ করবেন, পুরনো চাল নয়, একটা অজুহাত, অছিলা—বই-এর জন্যে ঘটনাস্থলে ফিরে আসা—এ ধরনের অজুহাত প্রায়ই কাজে লেগে থাকে।'

'আপনি কি মনে করেন, এটা ইচ্ছাকৃত?'

কাঁধ ঝাঁকাল পোয়ারো।

'এবং তারপরেই আপনারা দু'জন ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে টেরেসে এসে পায়চারি করতে থাকেন! আর মিসেস ভ্যান্ডারলিন?'

'উনি ওঁর বই নিয়ে চলে যান।'

'আর যুবক মঁসিয়ে রেগি? তিনিও নিশ্চয়ই শুতে চলে যান?'

'হ্যাঁ।'

'আর মঁসিয়ে চার্লিল, তিনি এখানে ফিরে আসার পর পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে সেই ভূতুরে চিৎকার শুনতে পান। বলে যান মঁসিয়ে চার্লি। সেই সময় আপনি সেই আর্তচিৎকার শুনতে পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে হলের দিকে ছুটে যান, এই তো? সম্ভবত আপনি নিজের মুখে সেই ঘটনার কথাটা বললে ব্যাপারটা আরো সহজ হতে পারে। তারপর আপনি কি করলেন বলুন এবার।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চার্লিলের মধ্যে একটু অস্বস্তিবোধ লক্ষ্য করা গেল। সেটা লক্ষ্য করেই তাকে সহজ হতে এবং সাহায্য করার জন্যে পোয়ারো বলল, 'ঠিক আছে, তখনকার সেই ঘটনাটার পুনরাবৃত্তি কি করে করতে হবে আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই ধরুন আর্ত চিৎকার করলাম আমি।' এই বলে মুখে অভিনয়ের ভঙ্গিমায় আর্তচিৎকার করল পোয়ারো। হাসি লুকোতে লর্ড মেফিল্ড মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন এবং ওদিকে মিঃ চার্লিলকে অসম্ভব অস্বস্তিবোধ করতে দেখা যাচ্ছিল।

'এগিয়ে যান!' তাড়া দিল পোয়ারো। 'আপনার বর্ণিত সূত্র আমি ধরিয়ে দিলাম এই আর কি।'

মিঃ চার্লিল তখনো তার সেই আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কাঠের পুতুলের মতো এগিয়ে গেল সে দরজার দিকে, দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করল পোয়ারো। অপর দু'জন তার পিছন পিছন এগিয়ে এলেন।

'ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা কি আপনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, নাকি খোলা রেখেই চলে গিয়েছিলেন?'

'আমি ঠিক মনে করতে পারছি না! মনে হয় দরজাটা খুলে রেখে গিয়েছিলাম।'

'বেশ, তাতে কিছু এসে যায় না। বলে যান। তারপর কি হলো?'

তেমনি কাঁপা কাঁপা শরীর নিয়ে সিঁড়ির একেবারে নিচে নেমে যেতে থাকে চার্লি, এবং একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে সে ওপর দিকে তাকায়।

এবার পোয়ারো মুখ খুলল : 'আপনি বলেছেন, সিঁড়ির ওপর সেই পরিচারিকাটি দাঁড়িয়েছিল। তা ঠিক কোথায়?'

'প্রায় মাঝপথে।'

'এবং তাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।'

'অবশ্যই!'

'ধরুন আমি হলাম গিয়ে সেই পরিচারিকা।' চটপট সিঁড়ি থেকে ওপরে উঠে যেতে গিয়ে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'প্রায় এখানে?'

'আরো এক কি দু'ধাপ ওপরে।'

'এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল সে?' একটা কৃত্রিম ভঙ্গিমা করে দাঁড়িয়ে রইল পোয়ারো।

'না, মানে—' পোয়ারোর সেই ভঙ্গিমাটা কি মনঃপূত হলো না চার্লিল-এর, 'ঠিক ওভাবে নয়।'

'তাহলে কি ভাবে?'

'বেশ তাহলে বলি শুনুন, তার হাত দুটো তার মাথার ওপরে রাখা ছিল।'

'ওহো বলবেন তো! তার হাত দুটো তার মাথার ওপরে রাখা ছিল। দারুণ মজার ব্যাপার তো। এমনভাবে?' পোয়ারো তার হাত দুটো তুলল, তার হাত দুটো তার মাথার ওপরে স্থান পেল, দুটি কানের কিছু ওপরে।

'হ্যাঁ, ঠিক ঐভাবেই।'

'আহা! এখন বলুন মঁসিয়ে চার্লিল, দেখতে সে সুন্দর ছিল?'

'সত্যি বলছি, তেমন করে আমি তাকে লক্ষ্য করিনি।' চার্লিল তার কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব খাদে নামানোর চেষ্টা করল।

'আপনি ঠিক বলছেন, আপনি তেমন করে লক্ষ্য করেননি? কিন্তু ভুলে যাবেন না আপনি একজন যুবক। মেয়েটি যখন সুন্দরী, আশ্চর্য একজন যুবক তার দিকে নজর দেবে না বিশ্বাস করা যায়?'

'সত্যি বলছি মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আবার বলছি, আমি তা করিনি।'

যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টি ফেলে চার্লিল তার নিয়োগকর্তার দিকে। হঠাৎ স্যার জর্জ ক্যারিংটনের মুখে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'শোনো চার্লিল, মনে হচ্ছে মঁসিয়ে পোয়ারো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উনি তোমাকে প্রাণচঞ্চল কুকুরের মতো দেখতে চান, মানে একেবারে চনমনে উচ্ছ্বাসে ভরা যুবক, মন্তব্য করলেন স্যার জর্জ।

তাতে কাজ হলো। তাকাল সে স্যার জর্জের দিকে, শান্ত শীতল চাহনিভরা গভীর অনুরাগে। কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করতে পারল না সে।

'আর আমি হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুন্দরী যুবতী দেখলে সব সময় আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি বৈকি', তার হয়ে জবাবটা পোয়ারোই দিয়ে দিল শেষ পর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গিয়ে।

নীরবে সেই মন্তব্য হজম করে পোয়ারোকে শুভেচ্ছা জানাল মিঃ চার্লি, যা লক্ষণীয় বটে। পোয়ারো তখন বলে চলে, 'এবং তারপর মেয়েটি ভূত দেখার গল্পটা আপনাকে বলে, এই তো?'

'হুঁ।'

'তা গল্পটা আপনি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছিলেন?'

'তা বেশ কষ্ট সহকারে মঁসিয়ে পোয়ারো।'

'আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। স্পষ্ট করে বলুন ভূতে আপনার বিশ্বাস আছে? মানে মেয়েটি সত্যি যে ভূত-দেখতে পারে কথাটা আপনার মনে দাগ কেটেছিল বলে মনে হয়?'

'ওহো এই ব্যাপার! না, আমি বলতে পারব না। তার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে তখন দারুণ হাঁপাচ্ছিল ও তার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর উত্তেজনা আমি লক্ষ্য করি। ভয়ে সে যেন কেমন মুষড়ে পড়েছিল তখন।'

'এবার বলুন, আপনি আর তাঁর মিসেসকে কিছুই দেখেননি, কিংবা তাঁর কণ্ঠস্বরও শুনতে পাননি তখন?'

'হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে কি, আমি তাঁর কণ্ঠস্বরই কেবল শুনিনি, তাঁকে স্বচক্ষে দেখেওছিলাম। তিনি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গ্যালারির ওপর দাঁড়িয়েছিলেন এবং মৃদু চিৎকার করে ডেকে ওঠেন সেই পরিচারিকার নাম ধরে, 'লিওনি!'

'আর তারপর, তারপর কি হলো?'

মেয়েটি ছুটে যায় তাঁর কাছে আর আমি তখন স্টাডিতে ফিরে আসি।'

'তা এখানে এই সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকার সময় আপনার স্টাডিরুমের খোলা দরজাপথ দিয়ে কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দেখেননি?'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল চার্লিল।

'আমাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কথা নয়। দেখতেই পাচ্ছেন প্যাসেজের একেবারে শেষ প্রান্তে স্টাডির দরজা।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল পোয়ারো। চার্লি তার সতর্ক এবং নির্ভিক বাচনভঙ্গিতে বলে চলে : 'আমি স্বীকার করছি, লর্ড মেফিল্ড জানালা টপকে চোরটাকে পালিয়ে যেতে দেখার দরুন আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তা না হলে একটা অপ্রিয় ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়তাম। অত্যন্ত বেকায়দায় পড়তাম আমি তখন।

'আমার প্রিয় চার্লিল, তুমি একটা ননসেন্স,' অধৈর্য হয়ে ভেঙে পড়লেন লর্ড মেফিল্ড। 'কোনো সন্দেহই স্পর্শ করতে পারবে না তোমাকে।'

'লর্ড মেফিল্ড, আমি বলব, এ সবই আপনার বদান্যতা আর আপনার দয়ায় তা

সম্ভব। কিন্তু সত্য সত্যই। আর আমি তো স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি, সেটা আমার কাছে খুবই বিষদৃশ্য দেখাত। সে যাইহোক, আশাকরি আমার সব জিনিসপত্র, সেই সঙ্গে আমাকেও সার্চ করে দেখা হবে।'

'আবার তুমি ননসেন্সের মতো কথা বলছ?' মৃদু ধমক দিয়ে উঠলেন লর্ড মেফিল্ড।

বিড়বিড় করে বলে উঠল পোয়ারো, 'এ ইচ্ছা কি আপনার খুবই আন্তরিক?'

'এ আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।'

চিন্তিতভাবে এক কি দু'মিনিট ধরে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো, 'তাই বুঝি?'

এখানে একটু থেমে সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'শুনেছি স্টাডির কাছাকাছি মিসেস ভ্যান্ডারলিনের ঘর। তা ওঁর ঘরটা কোথায়?'

'একেবারে স্টাডির ঠিক উল্টোদিকে।'

'টেরেসের ওপারে ঐ যে জানালাটা দেখা যাচ্ছে, ওটাই কি?'

'হুঁ।'

আবার মাথা দোলাল পোয়ারো। তারপর বলল সে, 'চলুন, এখন ড্রইংরুমে যাওয়া যাক।'

বিস্ময়ে আবিষ্ট পোয়ারো ড্রইংরুমের সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকল, পরীক্ষা করে দেখল জানালার ছিটকিনিগুলো। চকিতে একবার ব্রীজ খেলার স্কোর দেখে নিয়ে সব শেষে লর্ড মেফিল্ডের উদ্দেশ্যে বলল 'আপাতদৃষ্টিতে সহজ বলে মনে হলেও এ ব্যাপারটা খুবই জটিল বলে মনে হচ্ছে এখন। তবে একটা জিনিস খুবই নিশ্চিত—খোয়া যাওয়া নক্সাগুলো এখনও পর্যন্ত এ বাড়ির বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়নি।'

তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন লর্ড মেফিল্ড।

'কিন্তু প্রিয় মঁসিয়ে পোয়ারো, লোকটাকে আমি স্টাডি থেকে বেরিয়ে যেতে যে দেখেছি—'

'আদৌ সেখানে কোনো লোক ছিল না।'

'কিন্তু আমি যে তাকে দেখেছি—'

'আপনাকে আমি সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েই বলছি লর্ড মেফিল্ড, আপনার অনুমান আপনি তাকে দেখেছেন। আসলে কি জানেন, গাছের ছায়া আপনাকে ঠকিয়েছে। আর যেহেতু এখানে একটা চুরির ঘটনা ঘটে গেছে ঠিক তার পরে পরেই, স্বভাবতই আপনার অনুমানটা একটা জ্বলন্ত প্রমাণ বলে মনে হচ্ছে আপনার কাছে।'

'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার নিজের চোখ দুটোকে অস্বীকার করি কি করে বলুন? আমার এই চোখ দু'টোই যে বড় প্রমাণ—'

'বুড়ো খোকা, একদিন তুমি ঠিক তোমার চোখ দু'টোকে ভুল বুঝে আমার চোখ দিয়েই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে', টিপ্পনী কাটলেন স্যার জর্জ।

'লর্ড মেফিল্ড, এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বলতে চাই, সেজন্যে অনুমতি

আপনাকে দিতেই হবে। আমি আবার বলছি, এ বিষয়ে খুবই নিশ্চিত হতে হবে। আমি বলতে চাই যে, টেরেস পেরিয়ে সেই ঘাসের গালিচায় কেউই পা রাখেনি তখন।'

এই মুহূর্তে চার্লিলের মুখটা কেমন বিষণ্ণ, ম্লান হয়ে উঠতে দেখা গেল। কঠিন সুরেই বলল সে, 'সেক্ষেত্রে মঁসিয়ে পোয়ারোর অনুমান যদি একান্তই সত্য হয়, আপনা থেকেই সব সন্দেহ আমার ওপর বর্তাবে। কারণ আমিই একমাত্র ব্যক্তি সম্ভবত যে চুরি করতে পারে।'

লাফিয়ে উঠলেন লর্ড মেফিল্ড।

'ননসেন্স। মঁসিয়ে পোয়ারো যা কিছু চিন্তা করুন না কেন, আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারব না। তোমার নির্দোষিতার ব্যাপারে আমার কোনো রকম সন্দেহই নেই চার্লিল। সত্যি কথা বলতে কি, এ ব্যাপারে আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতিও দিতে পারি।'

শান্ত নরম গলায় পোয়ারো বলে, 'কিন্তু আমি তো কখনই বলিনি, মঁসিয়ে চার্লিকে আমি সন্দেহ করি।'

প্রত্যুত্তরে চার্লিল বলে, 'তা বলেননি বটে, তবে অন্য আর কেউ যে চুরি করতে পারে না, সেটা আপনি বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'সে তো বলেছি আপনার বক্তব্যের সূত্র ধরে—'

'কিন্তু আমি তো বলেছি, হলঘরে আমাকে অতিক্রম করে কেউ স্টাডিরুমে যায়নি।'

'আমি তা মানছি। তবে স্টাডির জানালা টপকে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই সেখানে ঢুকে থাকবে।'

'কিন্তু আপনিই তো বলেছেন, তা ঘটেনি, বলেননি?'

'আমি শুধু বলেছি, বাইরে থেকে কেউ এসে স্টাডিতে ঢুকে আবার ঘাসের ওপর পায়ের কোনো ছায়া না ফেলে ফিরে যেতে পারে না। বাড়ির ভেতর থেকেই সেটা সম্ভব। এই ঘরের যে কোনো জানালা টপকে যে কেউ বাইরে, তারপর টেরেসে এসে আবার স্টাডির জানালা টপকে সে ঘরে ঢুকে তার কাজ হাসিল করে আবার এখানে ফিরে আসতে পারে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল চার্লিল। 'কিন্তু ভুলে যাবেন না লর্ড মেফিল্ড এবং স্যার জর্জ ক্যারিংটন তখন টেরেসেই ছিলেন।'

'হ্যাঁ, ওরা টেরেসে ছিলেন জেনেও বলছি, কিন্তু ওঁদের দৃষ্টিশক্তি কতটা নির্ভরযোগ্য তা আমি জানি না। তবু এরই মধ্যে স্যার জর্জ ক্যারিংটনের চোখ দু'টি মনে হয় খুবই নির্ভরযোগ্য—' মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাল পোয়ারো—'কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর চোখ দু'টি তো আর তাঁর মাথার পিছন দিক থেকে কাজে লাগাতে পারেন না। স্টাডির জানালা টেরেসের একেবারে বাঁদিকে। তারপর আসে এই ঘরের জানালাগুলো, আর টেরেসের ডান দিকে এক, দুই, তিন, সম্ভবত চারটি ঘর, তাই না?'

'ডাইনিংরুম, বিলিয়ার্ডরুম, মর্নিংরুম এবং লাইব্রেরী', বললেন লর্ড মেফিল্ড।

'আর আপনারা টেরেসের এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তা কতবার?'

'তা ধরুন পাঁচ ছয়বার।'

'দেখুন তাতেই যথেষ্ট। উপযুক্ত মুহূর্তটির জন্যে চোরকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।'

ধীরে ধীরে বলল চার্লিল, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আমি যখন হলে সেই ফরাসী মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তখন সেই চোরটা অপেক্ষা করছিল ড্রইংরুমে?'

'এটা আমার পরামর্শ বলুন চাই অনুমান বলুন, অবশ্যই এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত।'

'আমার কাছে এটা খুবই একটা সম্ভাবনাময় বলে মনে হচ্ছে না', বললেন লর্ড মেফিল্ড, 'এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।'

'এয়ার মার্শালকে গম্ভীর দেখালো।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না চার্লিল। এটা ঠিক, তবে সম্ভবও হতে পারে। ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, এ কথাটা আমি নিজের থেকে ভাববার কিংবা উপলব্ধি করার মতো জ্ঞান আমার ছিল না।'

'তাহলেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন', বলল পোয়ারো, 'নক্সাগুলো যে এ বাড়ির মধ্যেই আছে এখনো, কেন আমি তা বিশ্বাস করছি? এখন সমস্যা হলো, সেগুলো খুঁজে বার করা।'

তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন স্যার জর্জ, 'এ তো খুব সহজ ব্যাপার। প্রত্যেককে সার্চ করা হোক।'

ভিন্নমত প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন লর্ড মেফিল্ড, কিন্তু তিনি কিছু বলার আগে মুখ খুলল পোয়ারো।

'না, না ঠিক অতটা সহজ নয়। নক্সাগুলো যে চুরি করেছে, সে বেশ ভাল করেই জানে, সার্চ করা হবে। তাই আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, সে নারী হোক কিংবা পুরুষই হোক না কেন তার জিনিসপত্র'র মধ্যে সেই নক্সাগুলো পাওয়া যাবে না। কোনো নিরাপদ জায়গায় সেগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

'তাহলে আপনি কি মনে করেন, এই দারুণ রহস্যময় বাড়িতে গোপনে তদন্ত চালাতে হবে?'

হাসলো পোয়ারো।

'না, না ওরকম বোকামো কাজ আমরা করতে চাই না। বিকল্প হিসাবে অপরাধীর পরিচয়ে আমরা সেই গোপন জায়গায় পৌঁছতে পারি। আর তাতেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে উঠতে পারে। সকালে এ বাড়ির প্রতিটি লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করব। এখনি এত রাত্রে তাদের ইন্টারভিউ নেওয়াটা অন্যায় হবে।'

মাথা নাড়লেন লর্ড মেফিল্ড।

'কাজটা তাহলে অত্যন্ত সমালোচনার কারণ হয়ে উঠতে পারে', আরো বললেন তিনি, 'এখন রাত তিনটের সময় সবাইকে বিছানার থেকে তুলে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা অসন্তুষ্ট হতে পারে। যাইহোক, ব্যাপারটা আপনাকে সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা করতে হবে মঁসিয়ে পোয়ারো। আর বিষয়টা অন্ধকারে ঢেকে রাখতে হবে।'

শূন্যে হাত তুলে তাঁকে আশ্বস্ত করে বলল পোয়ারো, 'ব্যাপারটা এরকুল পোয়ারোর ওপর ছেড়ে দিন। আমি যে মিথ্যার আশ্রয়ের কথা ভেবেছি, সব সময়ে সেটা জটিল হলেও খুবই নির্ভরযোগ্য। তাহলে কাল সকালে তদন্তের কাজ আমি চালাব, তবে আজ রাতে স্যার জর্জ এবং মেফিল্ড আপনাদের দু'জনকে দিয়ে আমার ইন্টারভিউ শুরু করব।' এই বলে মাথা নিচু করে তাঁদের দিকে ফিরল সে।

'মানে আপনি আমাদের আলাদা আলাদা ভাবে—?'

'সেটা আমার ব্যাপার।'

লর্ড মেফিল্ড তার চোখ দু'টি সামান্য একটু তুললেন, তারপর বললেন, 'নিশ্চয়ই। স্যার জর্জকে আপনার কাছে একা রেখে যাচ্ছি। আমাকে প্রয়োজন হলে স্টাডিতে পাবেন। এসো চার্লিল।'

তিনি এবং তাঁর সেক্রেটারী বেরিয়ে যান ঘর থেকে দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে।

এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন স্যার জর্জ, এবার তিনি একটা চেয়ারে বসলেন। মন্ত্রচালিতের মতো ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢোকালেন তিনি সিগারেটের জন্যে। তারপর হতভম্বের মতো ফিরে তাকালেন পোয়ারোর দিকে।

'জানেন', ধীরে ধীরে বললেন তিনি, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—'

'এর ব্যাখ্যা তো খুবই সহজ', মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল পোয়ারো, 'দুটি শব্দই যথেষ্ট। মিসেস ভ্যান্ডারলিন?'

'ওঃ', বলল ক্যারিংটন, 'মিসেস ভ্যান্ডারলিন? তাই বুঝি!'

'স্পষ্টত তাই। আমার ধারণা অন্তত তাই। এ ব্যাপারে লর্ড মেফিল্ডকে আমি প্রশ্ন করতে চাই, আশাকরি সেটা খুব একটা অশোভন হবে না। উনি একজন সন্দেহজনক মহিলা, তাহলে কেন তিনি এখানে থাকবেন? আমার কাছে এর তিনটি ব্যাখ্যা আছে। প্রথম—শরীরের প্রতি একটু দুর্বলতা হয়তো আছে লর্ড মেফিল্ডের আর সেই কারণেই আলাদাভাবে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার পথ বেছে নিই, আমার ইচ্ছা নয় তাঁকে এ ব্যাপারে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিই। দ্বিতীয়—এ বাড়িতে সম্ভবত মিসেস ভ্যান্ডারলিন কারোর প্রিয় বান্ধবী হতে পারেন।'

'তাদের দল থেকে আপনি আমাকে বাইরে রাখতে পারেন!' দাঁত বার করে হাসলেন স্যার জর্জ।

'তাহলে এ দুটো ব্যাখ্যার মধ্যে কোনোটাই যদি সত্য না হয়, প্রশ্নটা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে

আসে। কেন মিসেস ভ্যান্ডারলিন? আমার মনে হচ্ছে, এর একটা অস্পষ্ট উত্তর আমি বোধহয় পেয়ে গেছি। একটা কারণ অবশ্যই আছে। একটা বিশেষ কারণে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি লর্ড মেফিল্ডের কাম্য ছিল। বলুন, আমি ঠিক কিনা!'

মাথা নাড়লেন স্যার জর্জ।

'আপনি ঠিকই বলেছেন', স্যার জর্জ তাকে সমর্থন করে বললেন, 'মেফিল্ডের বয়স অনেক হয়েছে, এই বয়সে মিসেস ভ্যান্ডারলিনের ছলনায় পড়ার কথা নয়। তাই মনে হয় অন্য কোনো কারণে তিনি তাঁকে এখানে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যাপারটা হলো এই রকম।'

ডাইনিং-টেবিলে তাঁদের কথোপকথনের বর্ণনা দিতে থাকেন স্যার জর্জ। মনোযোগ সহকারে শুনল পোয়ারো।

'আঃ', পোয়ারো বলে উঠলো, 'এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি। তা সত্ত্বেও, স্পষ্টভাবে ঐ ভদ্রমহিলা আপনাদের দু'জনকেই এ ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলেছেন।'

অকপটে স্বীকার করলেন স্যার জর্জ।

বেশ একটু কৌতুকের সঙ্গে তাঁকে নিরীক্ষণ করলেন পোয়ারো। তারপর বলল সে, 'আপনার কি সন্দেহ হয় না, এ চুরি ঐ ভদ্রমহিলার—মানে, তার জন্যে তিনিই দায়ী, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এ ব্যাপারে তিনি একটা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন স্যার জর্জ।

'অবশ্যই নয়, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। কেন, কেনই বা তিনি চুরি করতে যাবেন? তাছাড়া নক্সাগুলো চুরি করার পিছনে কারই বা স্বার্থ থাকতে পারে?'

'আহা', ছাদের ওপর দৃষ্টি ফেলে পোয়ারো বলে, 'কিন্তু স্যার জর্জ, মিনিট পনেরো আগেও আমরা আলোচনার সময় বলেছি, এই নক্সাগুলোর অর্থমূল্য অনেক। তবে তাই বলে এই নয় যে, কালো টাকা, কিংবা সোনা, অথবা গহনার পর্যায়ে নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও নক্সাগুলো যথেষ্ট দামি। আর যদি এখানে কোনো অভাবগ্রস্ত কেউ—'

'তা আজকের দিনে টাকার প্রতি কারই বা লোভ নেই বলুন? নিজের প্রতি দোষারোপ না করেও এ কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।'

মার্জিত হাসি হাসলেন স্যার জর্জ। তাঁর সেই হাসিতে পোয়ারো যোগ দিয়ে বলল, 'আপনি যা মনে করেন বলতে পারেন, আপনার 'ক্ষেত্রে' হ্যাঁ আপনার ক্ষেত্রে স্যার জর্জ, এ ব্যাপারে অভিযোগের উদ্দেশ্যে একটা অ্যালিনাই আছে।'

'কিন্তু নিজে আমি তো অভাবগ্রস্ত লোক নই।'

দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল পোয়ারো।

'হ্যাঁ, অভাব আছে বৈকি! আপনার মতো অবস্থায় সাংসারিক খরচটা বিরাট। তারপর আছে আপনার যুবক ছেলের একটা বাড়তি খরচা, এই বয়সে—'

গভীর আর্তনাদ করে উঠলেন স্যার জর্জ।

'আজকাল পড়াশোনার খরচ অনেক, তারপর আছে ধার-দেনা। মনে রাখবেন, ছেলে হিসাবে আমার ছেলে খারাপ নয়।'

সহানুভূতির সঙ্গে শুনল পোয়ারো। এয়ার মার্শালের পুঞ্জিভূত দাবি-দাওয়ার কথা। বর্তমান যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, পরিশ্রম করার শক্তির অভাব, অদ্ভুতভাবে মায়েরা যে ভাবে তাদের সন্তানদের স্বভাব-চরিত্র নষ্ট করে ফেলে সব সময় তাদের পক্ষ নিয়ে থাকে, জীবন নিয়ে নারী যে ভাবে জুয়া খেলার নেশায় মেতে ওঠে, তারা আপনার আয়ের থেকে ব্যয়ের অঙ্কটা দিনের পর দিন যে ভাবে বাড়িয়ে তোলে, তাতে আপনার ঋণের বোঝা ক্রমশ বেড়ে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। এ সবই মানুষের সাধারণ জীবন-ধারার এক-একটি সূত্র বলা যেতে পারে।' স্যার জর্জ তাঁর স্ত্রী কিংবা পুত্রের ব্যাপারে পরোক্ষভাবে দায়ী না থাকলেও, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক অকপটতা, তাঁর সার্বজনীনতা খুব সহজেই প্রকাশ পেয়ে যায়।

হঠাৎ সে তার চিন্তায় ইতি টানল।

'দুঃখিত এমন একটা বিষয় বহির্ভূত ব্যাপারে আপনার সময় নষ্ট করা আমার উচিত হয়নি, বিশেষ করে এই গভীর রাতে—'

শ্বাসরোধ করা একটা হাই তুলল সে।

'স্যার জর্জ, আমি বলি কি, আপনি এখন শুতে চলে যান। আপনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন, আপনার অকপট স্বীকারোক্তির জন্য ধন্যবাদ।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, এখন আমার শুতে যাওয়াই উচিত। আপনার সত্যি সত্যি কি মনে হয়, নক্সাগুলো ঠিক ফেরত পাওয়া যাবে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল পোয়ারো,'কেন, চেষ্টা করতে ক্ষতি কি! আর কেনই বা ফেরত পাব না, না পাওয়ার কোনো কারণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'তাহলে এখন আমি চলি। শুভ রাত্রি।'

ঘর ছেড়ে চলে গেলেন তিনি।

তেমনি চিন্তিতভাবে ছাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে চেয়ারের ওপর বসে রইল পোয়ারো, তারপর একটা ছোট নোটবুক হাতে নিয়ে একটা খালি পৃষ্ঠা বার করে লিখতে শুরু করল সে :

মিসেস ভ্যান্ডারলিন?
লেডি জুলিয়া ক্যারিংটন?
মিসেস ম্যাকাট্টা?
রেগি ক্যারিংটন?
মিঃ চার্লিল?

তার নিচে লিখল সে :

মিসেস ভ্যান্ডারলিন এবং মিঃ রেগি ক্যারিংটন?
মিসেস ভ্যান্ডারলিন এবং লেডি জুলিয়া?
মিসেস ভ্যান্ডারলিন এবং মিস্টার চার্লিল?

অসন্তুষ্ট হওয়ার ভঙ্গিমায় জোরে জোরে মাথা নাড়ল সে। তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বকল সে : এর সঙ্গে ঘটনা এবং সাধারণ উদ্দেশ্য ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

তারপর কয়েকটা ছোট ছোট নোট লিখল সে!

লর্ড মেফিল্ড কি ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন? যদি না দেখে থাকেন, তাহলে কেনই বা তিনি বললেন, দেখেছেন? স্যার জর্জ কি কোনো কিছু দেখেছিলেন? তিনি যে কিছুই দেখেননি, এ ব্যাপারে তিনি একেবারে নিশ্চিত। ফুলের বাগান পরীক্ষা করার পর এই প্রশ্নটা রেখেছিলাম তাঁর কাছে। নোট : লর্ড মেফিল্ড দূরের বস্তু ভাল দেখতে পান না, বিনা চশমায় পড়তে পারেন, তবে ঘরের মধ্যে তাঁকে এক-চোখে পরার চশমা ব্যবহার করতে দেখা গেছে। ওদিকে স্যার জর্জ দূরের বস্তু দেখতে পেলেও কাছের জিনিস কম দেখেন। অতএব লর্ড মেফিল্ডের থেকে টেরেসের একেবারে শেষপ্রান্তের কোনো দৃশ্য দেখতে পাওয়ার ব্যাপারে স্যার জর্জ অনেক নির্ভরযোগ্য। তবু লর্ড মেফিল্ড যে কিছু একটা দেখতে পেয়েছিলেন, সম্পূর্ণ নিশ্চিত তিনি, এবং তাঁর বন্ধু অস্বীকার করলেও তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত নন।

এঁদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি আছে যে কিনা সব সন্দেহের উর্ধ্বে, যেমন চার্লির প্রসঙ্গে সেটা মনে হয়। নির্দোষিতার ব্যাপারে লর্ড মেফিল্ড তাকে জোর সমর্থন জানিয়েছেন। অত্যন্ত জোরালো। কিন্তু কেন? কারণ তিনি নিজে তাকে সন্দেহ করেন, এবং তাকে সন্দেহ করার ব্যাপারে তিনি লজ্জিত? নাকি নিশ্চিতভাবে অন্য কাউকে সন্দেহ করেন তিনি? আর সেই ব্যক্তি মিসেস ভ্যান্ডারলিন নয়, অন্য কেউ হবে হয়তো!'

নোটবুকটা সরিয়ে রাখল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে স্টাডির দিকে এগিয়ে গেল সে।

লর্ড মেফিল্ড তাঁর ডেস্কের সামনে বসেছিলেন। পোয়ারোকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তিনি তাঁর হাতের কলমটা একপাশে সরিয়ে রেখে সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন তার দিকে।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, ক্যারিংটনের সঙ্গে আপনার ইন্টারভিউ নেওয়া শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ লর্ড মেফিল্ড, তিনি এমন একটা প্রশ্ন তুলেছেন, তাতে আমি হতবাক।'

'কি সেটা?'

'এখানে মিসেস ভ্যান্ডারলিনের উপস্থিতির প্রসঙ্গে।' এখানে একটু থেমে পোয়ারো আবার বলল, 'ভাবলাম, আপনি হয়তো সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন লর্ড মেফিল্ড, পোয়ারোর সন্দেহটা যেন একটু অতিরঞ্জিত এবং অস্বস্তিকরও বটে।

'আপনি ভেবেছেন এই ভদ্রমহিলার প্রতি আমার দুর্বলতা আছে? না, একেবারেই নয়। ওসব থেকে আমি অনেক দূরে। এটা যথেষ্ট হাস্যকর ব্যাপার, ক্যারিংটন তাই ভেবেছে নাকি?'

'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা তিনি আমাকে বলেছেন।'

সেই মুহূর্তে লর্ড মেফিল্ডকে কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

'আমার একটা ছোট্ট পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু সেটা কোনো কাজে লাগল না। নারী মাত্রই আপনাদের থেকে ভাল ফল পেয়ে থাকে, কথাটা সব সময় বিরক্তিকর হলেও স্বীকার করতেই হবে।'

'আহা, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আপনাদের থেকে ভাল কিছু করতে পারেননি তিনি, বুঝলেন লর্ড মেফিল্ড?'

'আপনার কি মনে হয়, এখনো আমাদের জেতার সম্ভাবনা আছে? খুব ভাল, আপনার কথা শুনে আনন্দ পেলাম। ভাবতে ভাল লাগে আপনার কথাটা যেন সত্য হয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'এখন আমার মনে হচ্ছে বোকার মতো অভিনয় আমি করেছি। একজন মহিলাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে আমি যে কৌশল অবলম্বন করেছিলাম, তাতেই আমি খুব খুশি হয়ে যাই। একবারও ভেবে দেখিনি—'

পোয়ারো তার ছোট মাপের সিগারেটটা ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কৌশলটা ঠিক কি ধরনের ছিল লর্ড মেফিল্ড?'

একটু ইতস্ততঃ করে লর্ড মেফিল্ড বলেন, 'আসলে আমি বিস্তারিতভাবে কিছু এখনো চিন্তা করিনি।'

'এ নিয়ে অন্য কারোর সঙ্গে আলোচনা করেননি?'

'না।'

'এমন কি মঁসিয়ে চার্লির সঙ্গেও না?'

'না।'

হাসল পোয়ারো।

'লর্ড মেফিল্ড, মনে হচ্ছে আপনি একাই খেলতে চান।'

'স্বাভাবিকভাবেই আমি দেখেছি, সেটাই ভাল পন্থা', একটু যেন কঠিন সুরেই জবাব দিলেন লর্ড মেফিল্ড।

'হ্যাঁ, আপনি জ্ঞানী ব্যক্তি। কাউকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু স্যার জর্জ ক্যারিংটনের কাছে উল্লেখ করেছিলেন।'

'কারণটা খুবই সহজ। আমি লক্ষ্য করেছি, আমার প্রিয় বন্ধু আমার ব্যাপারে ভয়ঙ্করভাবে অস্থির, উদ্বিগ্ন।' কথাটা স্মরণ করে হাসলেন লর্ড মেফিল্ড।

'তিনি আপনার একজন পুরনো বন্ধু তাই না?'

'হ্যাঁ। কুড়ি বছরের বেশি হবে আমি তাকে চিনি।'

'আর তাঁর স্ত্রী?'

'অবশ্যই তার স্ত্রীকেও আমি চিনি বৈকি।'

'কিন্তু মাফ করবেন, যদি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কিন্তু সেই রকম অন্তরঙ্গতা আপনার নেই।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, এ ব্যাপারে কারোর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কি থাকতে পারে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কিন্তু লর্ড মেফিল্ড, আমি মনে করি, এক্ষেত্রে সেটা একটা বিশেষ কাজে লাগাতে পারে। ড্রইংরুমে কারোর থাকার সম্ভাবনার ব্যাপারে আপনি আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন, হয়েছিলেন না?'

'হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে আমি একমত হয়েছিলাম এই জন্যে যে, সেটা অবশ্যই ঘটতেই পারে।'

'অবশ্যই কথাটা আমরা বলব না। শব্দটার মধ্যে রয়েছে একটা আত্মবিশ্বাসী ভাব। আমার মতবাদ যদি সত্যি হয়, তাহলে এখন বলুন, ড্রইংরুমে কে থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

'অবশ্যই মিসেস ভ্যান্ডারলিন একটা বই-এর জন্যেও তিনি আবার ফিরে এসে থাকতে পারেন। আবার একটা হাতব্যাগ কিংবা রুমাল ফেলে গেছি বলে এ ধরনের ডজনখানেক অজুহাত দেখিয়ে সেখানে তাঁর ফিরে আসার সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। তাছাড়া আমরা দেখেছি, তিনি তাঁর পরিচারিকার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাকে আর্ত চিৎকার করতে বলেছিলেন যাতে করে তার সেই চিৎকার শুনে চার্লিল স্টাডি থেকে বেরিয়ে আসে। এবং ঘটনাচক্রে সেটাই ঘটেছিল, তারপর তিনি সেই নক্সাগুলো স্টাডি থেকে চুরি করে জানালা-পথ দিয়ে পালিয়ে যান, এই রকমই তো আপনি বলেছেন, তাই না?'

'মিসেস ভ্যান্ডারলিন নন, আপনি ভুলে গেছেন, চার্লিল যখন মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছিল, তখন ওপরতলা থেকে মিসেস ভ্যান্ডারলিন তাঁর পরিচারিকার নাম ধরে ডেকেছিলেন সে কথাই বলেছে চার্লিল।' পোয়ারো আবার নিজের থেকেই বলল।

ঠোঁট কামড়ালেন লর্ড মেফিল্ড। 'তা সত্যি। কথাটা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।' তাঁর মুখ দেখে মনে হলো, তিনি খুব বিরক্ত হয়েছেন।

'দেখুন', নম্রভাবে বলল পোয়ারো, 'আমরা এ পর্যন্ত যত দূর এগিয়েছি, আমাদের প্রথমেই ব্যাখ্যা করতে হয় একটা চোরের প্রসঙ্গে, যে কিনা বাইরে থেকে এসে লুঠের মাল নিয়ে চম্পট দেয়। এটা যে একটা অত্যন্ত উপযোগী সূত্র আমি তা আগেই বলেছি, আবার এখনো বলছি, সঙ্গে সঙ্গে সেটা গ্রহণ করা উচিত। আমরা সেটা মেনেও নিয়েছি। এরপর আসা যাক বিদেশী এজেন্টের প্রসঙ্গে। এক্ষেত্রেও একটা বিশেষ সূত্রে মিসেস ভ্যান্ডারলিনের নাম উপযুক্তভাবে প্রযোজ্য। এখন ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম যে, অত্যন্ত সহজভাবে অত্যন্ত উপযোগী বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'আপনি কি মিসেস ভ্যান্ডারলিনের নামটা একেবারেই মুছে ফেলতে চান?'

ড্রইংরুমে মিসেস ভ্যান্ডারলিন আদৌ ছিলেন না। হয়তো তাঁর কোনো সহযোগী ছিল, যে এই চুরিটা করেছে, তবে চুরিটা অন্য কারোর দ্বারা হয়েছে, এটা কেবল সম্ভব বলেই অনুমান করে নেওয়া হচ্ছে। আর তাই যদি হয় তাহলে এই চুরির উদ্দেশ্যটা এখন আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, এটা কষ্ট-কল্পিত, মানে অস্বাভাবিক নয় কি?'

'আমি তা মনে করি না, এখন ভাবতে হবে কি উদ্দেশ্য হতে পারে? অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য হতে পারে। নক্সাগুলো চুরি করা হয়েছে কিছু নগদ টাকা লাভ করার জন্যে। এই সহজ উদ্দেশ্যটা এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু আবার এও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সম্ভবত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্য রকমও হতে পারে।'

'যেমন—'

ধীরে ধীরে বলল পোয়ারো, 'সম্ভবত কারোর সুনাম ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে নক্সাগুলো চুরি করা হয়েছে।'

'কে, কে সে?'

'সম্ভবত মঁসিয়ে চার্লিল। তার ওপর সন্দেহটা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়। তবে এর পরেও আরো একটা কিন্তু থেকে যায়। জানেন লর্ড মেফিল্ড, দেশের ভাগ্য যারা নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই আবার জনপ্রিয় অনুভূতি প্রদর্শনের কট্টর সমালোচক।'

'এর মানে হচ্ছে, আমার সুনাম ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যেই কি এই চুরি?'

মাথা নাড়ল পোয়ারো।

'লর্ড মেফিল্ড, দয়া করে মিলিয়ে নিন আমি ঠিক ঠিক বলছি কিনা। আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে খুব একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে কাটাচ্ছিলেন আপনি। একটি ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বের কারণে আপনাকে সন্দেহ করা হয়েছিল সেই সময়ে। এর ফলে এ দেশের নির্বাচকদের কাছে আপনি অপ্রিয় হয়ে ওঠেন।'

'খুবই সত্য মঁসিয়ে পোয়ারো।'

'সেই সময়কার একজন রাষ্ট্রপ্রধানের কাজটা ছিল খুবই কঠিন। তিনি তাঁর দেশের পক্ষে সুবিধাজনক নীতি নির্ধারণ করার জন্যে তাঁকে তদ্বির করতে হয়। তবে একই সময়ে জনপ্রিয় উপলব্ধি বোধেরও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। জনপ্রিয় অনুভূতি উপলব্ধিবোধ প্রায়ই ভাবপ্রবণতার পর্যায়ে পড়ে থাকে, জড়বুদ্ধি সম্পূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হতে হয়, যা অসুস্থতার লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, কিন্তু তাই বলে কখনই তাকে অসম্মান করা যায় না।'

'কি চমৎকারভাবে এর ব্যাখ্যা আপনি করলেন। ঠিক এই কারণেই প্রায়শই রাজনৈতিক নেতাদের জীবন অভিশপ্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়। দেশের স্বার্থে তাকে বশ্যতা স্বীকার করতেই হয়। যাইহোক, হঠকারিতার জন্যে সমূহ বিপদ জেনেও মুখ বুঝে সব সহ্য করতে হয় তাকে।'

'আমার মনে হয়, সেটাই আপনার উভয় সঙ্কট। গুজব ছিল বিতর্কিত একটি দেশের সঙ্গে একটা চুক্তিপত্র সম্পন্ন করেছিলেন আপনি। এই দেশ এবং সংবাদপত্রগুলো সোচ্চার হয়ে ওঠে এই চুক্তির বিরুদ্ধে। সৌভাগ্যবশতঃ প্রধানমন্ত্রী সেই কাহিনী বেমালুম উড়িয়ে দেন, এবং আপনি সেটা প্রত্যাখ্যান করে দেন, যে পথে আপনার ওপর সহানুভূতি এসেছিল তা আজ আর গোপন নেই।'

'এ সবই সত্য মঁসিয়ে পোয়ারো। কিন্তু অতীত ইতিহাস কেন এখানে টেনে আনছেন?'

'কারণ আমি মনে করি, অতীতের সেই সঙ্কট আপনি যে ভাবে কাটিয়ে উঠেছিলেন, সেই শত্রু তাতে বিরক্ত হয়ে হয়তো নতুন করে আবার আপনাকে একটা উভয়সঙ্কটে ফেলতে চায়। অচিরেই আপনি জনগণের আস্থা যে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন, সেটা তার মনঃপুত হয়নি। সেই বিশেষ পরিস্থিতি অতিক্রান্ত, রাজনৈতিক জীবনে আপনি এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি। মিঃ হামবার্লি অবসর নেবার পর আপনিই যে দেশের প্রধানমন্ত্রী খোলাখুলিভাবেই এ কথা আপনি বলে থাকবেন ইদানীং।'

'তবে কি আপনি মনে করেন, আমাকে অপদার্থ প্রমাণ করার জন্যেই এই প্রচেষ্টা, ননসেন্স!'

'আপনার রাগের কারণ আমি বুঝতে পারি লর্ড মেফিল্ড। সপ্তাহ শেষে একজন আকর্ষণীয়া লেডি যখন আপনার অতিথি, তাঁর উপস্থিতিতে ব্রিটেনের বোমারু বিমানের নক্সা চুরি যাওয়ার খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে জনগণের চোখে সেটা ভাল দেখাবে না। সংবাদপত্রে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের ইঙ্গিত যদি প্রকাশ পায়, তাহলে আপনার প্রতি সন্দেহ জাগতে পারে।'

'সত্যিই সেটা তেমন মারাত্মক হতে পারে না।'

'প্রিয় লর্ড মেফিল্ড, আপনি বেশ ভাল করেই জানেন, সেটা ঘটতে পারে! এসব তুচ্ছ ঘটনা অতি সহজেই নেতাদের সম্পর্কে জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।'

'হ্যাঁ, সে কথা অবশ্য সত্যি,' স্বীকার করলেন লর্ড মেফিল্ড। হঠাৎ তাঁকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখাল। 'ঈশ্বর! কি রকম বেপরোয়াভাবে ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছে। আপনি কি সত্যিই তাই মনে করেন, কিন্তু সেটা অসম্ভব—অসম্ভব—।'

'আপনার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ এমন কাউকে আপনি চেনেন?'

'এ সব কথা চিন্তা করাটাই অবাস্তব!'

'সে যাইহোক, আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন' এই বাড়ির পার্টির সদস্যদের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারে আমার প্রশ্নগুলো একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়।'

'ওহো সম্ভবত—সম্ভবত, জুলিয়া ক্যারিংটন সম্পর্কে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এ বিষয়ে বেশি কিছু বলার নেই। আমি কখনো তাঁকে তেমন গুরুত্ব দিইনি। আর আমি এও মনে করি না, আমাকে সে তোয়াক্কা করে। চঞ্চল হলেও

আত্মবিশ্বাসী মহিলা তিনি, বেপরোয়া অসংযত এবং তাস খেলার ব্যাপারে একেবারে পাগল তিনি। ফ্যাসানে সাবেকী মনোভাব তাঁর; আমার মনে হয়, আমাকে একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ পুরুষ হিসাবে ভাবতে তাঁর ঘৃণা হয়।'

পোয়ারো বলে, 'এখানে আসার আগে আপনার পরিচয়লিপির ওপর চোখ রেখেছিলাম। একটা বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির প্রধান ছিলেন আপনি, আর আপনি নিজে একজন প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার।'

'কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রথমে আমার কিছুই জানা ছিল না, একেবারে নিচের থেকে হাতে কলমে আমি কাজ শিখেছি।' কথা বলতে গিয়ে লর্ড মেফিল্ডের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে চাপা হাসি বেরিয়ে এলো।

'আ-হা—' বললো পোয়ারো, 'আমি কি বোকা—'

লর্ড মেফিল্ড স্থির চোখে তাকালেন। 'মাফ করবেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কিছু বললেন?'

'এটা একটা ধাঁধার অংশ, অবশ্য এখন সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। একটা জিনিস যা আমি আগে কখনো দেখিনি, কিন্তু সবই উপযোগী, হ্যাঁ, সুন্দরভাবে ঘটে যায় এক্ষেত্রে।'

বিস্মিত লর্ড মেফিল্ড সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন তার দিকে।

কিন্তু মুখে মৃদু হাসির একটা সূক্ষ্ম রেখার টান দিয়ে মাথা নাড়ল পোয়ারো। 'না, না এখন নয় লর্ড মেফিল্ড। আগে আমার অনুমানটা আর একটু ভালভাবে পরিষ্কার করে নিই, তারপর।'

উঠে দাঁড়াল পোয়ারো।

'শুভ রাত্রি লর্ড মেফিল্ড। আমার অনুমান, আমি জানি সেই নক্সাগুলো কোথায়!'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন লর্ড মেফিল্ড :

'আপনি জানেন? তাহলে চলুন এখনি সেগুলো পুনরুদ্ধার করি!' এবারেও মাথা নাড়ল পোয়ারো জোরে জোরে।

'না, না, এখন তা করা যাবে না। এর পরিণাম মারাত্মক হতে পারে। আপনি বরং ব্যাপারটা এরকুল পোয়ারোর ওপরেই ছেড়ে দিন।'

এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে। লর্ড মেফিল্ড কাঁধ ঝাঁকালেন অবজ্ঞাভরে।

'মানুষ মাত্রেই বুঝি ভাঁড়, তবে সৎ', বিড়বিড় করে বকে গেলেন তিনি আপন মনে।

তারপর কাগজপত্র সরিয়ে রেখে এবং আলো নিভিয়ে তিনিও শোবার জন্যে এগিয়ে গেলেন তাঁর শয়নকক্ষের দিকে।

'যদি একান্তই চুরি হয়ে থাকে, তাহলে ঐ বুড়ো ভাম কেন পুলিশে খবর দিলেন না?' কৈফিয়ত চাইল রেগি ক্যারিংটন।

ব্রেকফাস্ট টেবিল থেকে সে তার চেয়ারটা কিছুটা দূরে সরিয়ে নিল।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে সেই হলো শেষতম অতিথি। তার গৃহকর্তা, মিসেস ম্যাকাট্টার এবং স্যার জর্জ কিছুক্ষণ আগে প্রাতঃরাশ সারেন। তার মা এবং মিসেস ভ্যান্ডারলিন বিছানায় বসে প্রাতঃরাশ সারছিলেন। লর্ড মেফিল্ডের বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করছিলেন স্যার জর্জ। তবে এটা ভুল, পোয়ারোর ধারণা এই রকম। তাঁর যা করা উচিৎ ছিল, ঠিক সেই রকম যুৎসইভাবে মানাতে পারছিলেন না তিনি নিজেকে।

'এমন এক বিচিত্র চরিত্রের বিদেশিনীকে পাঠানোটা আমার কাছে খুবই অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে', বলল রেগি, 'বাবাই বা এটাকে কিভাবে নিয়েছেন কে জানে?'

'বৎস, এ ব্যাপারে আমি ঠিক জানি না।'

উঠে দাঁড়াল রেগি। দিনের শুরুতে তাকে খুবই স্নায়ুদুর্বলতায় ভুগতে দেখা যাচ্ছিল।

'কোনো গুরুত্বপূর্ণ? না—মানে কাগজপত্র কিংবা সেরকম কিছু?'

'সত্যি কথা বলতে কি রেগি, আমি তোমাকে সঠিক কিছু বলতে পারব না।'

'ব্যাপারটা খুব গোপনীয় বুঝি?' বলেই রেগি তরতর করে উঠে যেতে থাকে সিঁড়ি বেয়ে, মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নিচের দিকে তাকায়, তার চোখে ভ্রূকুটি, তারপর আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। মা'র ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে বেল টিপল সে। ভেতর থেকে তার মা তাকে ঘরে ঢুকতে বললেন।

লেডি জুলিয়া বসেছিলেন বিছানার ওপর। একটা খামের ওপর দ্রুত কি যেন লিখছিলেন তিনি।

'সুপ্রভাত প্রিয়তম', চোখ তুলে তাকালেন তিনি রেগির পানে তারপর দ্রুত বলে গেলেন, 'কি ব্যাপার রেগি?'

তেমন কিছু নয়, তবে মনে হচ্ছে গতকাল রাতে এখানে কিছু একটা চুরি হয়ে গেছে।'

'চুরি? কি চুরি হয়েছে, জান কিছু!'

'ওহো, এ ব্যাপারে আমি একেবারেই অজ্ঞ। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপন রাখার চেষ্টা হচ্ছে। নিচে একতলায় বেসরকারীভাবে তদন্তের কাজ চলছে, সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

'কি বিস্ময়কর ব্যাপার!'

'কাজটা অপ্রিয় বটে', বলল রেগি ধীরে ধীরে, 'একই বাড়িতে থেকে যদি এরকম ঘটনা ঘটে—'

'ঠিক কি ঘটেছে বলো তো?'

'জানি না। তবে আমরা সবাই শুতে চলে যাওয়ার পরে পরেই নাকি ঘটনাটা ঘটেছে।'

'টাকাকড়ি চুরি গেছে নাকি?'

'আমি তো তোমায় বলেছি, আমি কিছুই জানি না।'

জুলিয়া তখন ধীরে ধীরে বলে উঠল, 'আমার মনে হয়, এই তদন্তকারী ভদ্রলোক সবাইকে প্রশ্ন করছে, তাই না?'

'আমিও তাই মনে করি।'

'গতকাল রাতে কারা কোথায় ছিল? এ ধরনের সব প্রশ্ন?'

'সম্ভবত তাই হবে। ভাল কথা, আমি কিন্তু তাকে খুব বেশি কিছু বলতে পারব না। আমি ঘরে ঢুকে সোজা বিছানায় আমার ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিই, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি।'

উত্তর দিলেন না লেডি জুলিয়া।

'মা, আমি তোমাকে বলে রাখছি, রেগি তখন নিজের থেকেই আবার বলে, 'তুমি নিশ্চয়ই আমার কাছে নগদ টাকা থাকতে দেখনি। আমি একেবারে দেউলিয়া জানই তো?'

'না, আমি দেখিনি,' তার মা দৃঢ়স্বরে জবাব দেয়, আর আমার নিজেরই তো ভয়াবহ ওভারড্রাফট চলছে। জানি না, এ ব্যাপারে তোমার বাবা জানতে পারলে কি বলবেন।'

দরজায় করাঘাতের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে প্রবেশ করলেন স্যার জর্জ।

'ওহো রেগি তুমি তাহলে এখানেই রয়েছ, ভালই হয়েছে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতে। নিচে লাইব্রেরিতে তুমি একবার যাবে? মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

সেই মাত্র মিসেস ম্যাকাট্টার ইন্টারভিউ নেওয়া শেষ করেছিল পোয়ারো। পোয়ারো তাঁকে তার সন্দেহের আওতা থেকে সরিয়ে রেখেছিল। তার মতে মিসেস ম্যাকাট্টা তেমন সন্দেহভাজন মহিলা নন। কয়েকটা ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর থেকে জানা গেল, ঠিক এগারোটার আগে মিসেস ম্যাকাট্টা শুতে যান, এবং এই তদন্তের কাজে সাহায্যে লাগার মতো কিছুই শোনেননি কিংবা দেখেননি তিনি।

পোয়ারো তখন চুরির প্রসঙ্গ থেকে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে এলো। সে নিজেই লর্ড মেফিল্ডের একজন ভক্ত, তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে তার। একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে তার ধারণা, লর্ড মেফিল্ড একজন সত্যিকারের মহান ব্যক্তি। অবশ্যই তার থেকে ভাল জানেন মিসেস ম্যাকাট্টা, এবং তার থেকে অনেক ভাল বিশ্লেষণ তিনি করতে পারেন লর্ড মেফিল্ডের ব্যাপারে।

'লর্ড মেফিল্ডের বুদ্ধি আছে', স্বীকার করলেন মিসেস ম্যাকাট্টা, 'তিনি তাঁর নিজের প্রচেষ্টায় বড় হয়েছেন। উত্তরাধিকারসূত্র থেকে কোনো প্রভাবই পড়েনি তাঁর ওপর। তবে একটা ব্যাপারে তাঁর দূরদর্শিতার অভাব ছিল। এ ব্যাপারে আমি দেখেছি সব পুরুষরাই এক। একজন নারীর চিন্তাধারা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। আমি আপনাকে বলে রাখছি মঁসিয়ে পোয়ারো, আগামী দশ বছরে নারী হবে সরকারের একটা বিরাট শক্তি।'

পোয়ারো তাঁকে সমর্থন করে বলে, হ্যাঁ, এ ব্যাপারে নিশ্চিত সে। এর পরেই মিসেস ভ্যান্ডারলিনের প্রসঙ্গ তোলে সে। জানতে চায় এ কথা কি সত্যি, যেমন সে শুনেছিল, তিনি এবং লর্ড মেফিল্ড দু'জনে অত্যন্ত বন্ধু?

'না, না, একেবারেই নয়। আপনাকে সত্যি কথা বলি, মিসেস ভ্যান্ডারলিনকে এখানে দেখে আমি খুবই বিস্মিত হই।'

এই সুযোগ। পোয়ারো তখন মিসেস ভ্যান্ডারলিন সম্পর্কে মিসেস ম্যাকাট্টার অভিমত জানতে চাইল।

'তাহলে শুনুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার মতে সেই সব অপদার্থ মহিলাদের মধ্যে তিনি হলেন একজন, নারী হয়েও তিনি আমাদের হতাশ করেছেন। পরজীবী মহিলা, অন্যের ওপর নির্ভরশীলা, নিজের ক্ষমতা বলতে কিছু নেই ওঁর।'

'পুরুষরা কিন্তু ওঁর খুব প্রশংসা করে থাকে।'

'পুরুষরা!' তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন মিসেস ম্যাকাট্টা, 'জানেন তো সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র! পুরুষরা কেবল সুন্দরী মেয়ের প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে থাকে, তাদের সব প্রশংসা হলো নারীর সৌন্দর্যকে ঘিরে। এই যেমন যুবক রেগি ক্যারিংটনের কথাই ধরা যাক না—এখন তার বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হচ্ছে মিসেস ভ্যান্ডারলিনের সঙ্গে, মিসেস ভ্যান্ডারলিনও সব সময় রেগির সঙ্গে কথা বলতেই ব্যস্ত। আর সব থেকে লজ্জাকর ব্যাপার হলো তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ মিসেস ভ্যান্ডারলিনও তাঁর মুখে রেগির ব্রীজ খেলার প্রশংসার কথা শুনলে হাসি পায়—অথচ ওর থেকেও শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় আরো অনেক আছে।'

'কেন, সেকি ভাল খেলোয়াড় নয়?'

'গতকাল রাত্রে তাস খেলায় অনেক ভুল করেছিল সে।'

'আর লেডি জুলিয়া খুব ভাল খেলোয়াড়, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমার মতে অনেক উঁচু জাতের খেলোয়াড় তিনি। আসলে খেলাটা উনি ওঁর পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। সকাল, দুপুর এবং রাতেও এক নাগাড়ে খেলেছেন তিনি।'

'উচ্চাশার জন্যে?'

'হ্যাঁ, তার থেকেও বেশি কিছু লাভের আশায় আমি খেলতে পারি! অবশ্য আমি এও মনে করি, সেটা ঠিক নয়।'

'ব্রীজ খেলে উনি মোটা টাকা আয় করে থাকেন, তাই না?'

শব্দ করে হেসে উঠলেন মিসেস ম্যাকাট্টা। 'ঐ টাকায় উনি ওঁর দেনা শোধ করে থাকেন। কিন্তু শুনেছি ইদানীং ওঁর সময়টা ভাল যাচ্ছে না, বিশেষ করে গতকাল রাত্রে ওঁর হাবভাব দেখে মনে হয়েছে, ওঁর মনে অন্য কোনো চিন্তা-ভাবনা ছিল। বুঝলেন মঁসিয়ে পোয়ারো এ সব হলো জুয়া খেলার কুফল, মদ্য পান করার কুফল থেকে হয়তো সামান্য একটু কম হতে পারে। আমার পথে চলতে হলে দেশটাকে এ সব পাপ-মুক্ত করতে হবে, পবিত্র করতে হবে—'

ইংলন্ডকে পবিত্র করার ওপর দীর্ঘ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পোয়ারো বাধ্য হলো, মিসেস ম্যাকাট্টার কথাগুলো শুনল সে। তারপর হঠাৎ আলোচনা বন্ধ করে রেগি ক্যারিংটনকে ডেকে পাঠাল।

ঘরে প্রবেশ করা মাত্র যুবক রেগিকে সতর্কতার সঙ্গে নিরীক্ষণ করল পোয়ারো। মুখে একটা দুর্বলতার ছাপ, সেটা ঢাকবার জন্যে জোর করে হাসবার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা, চোখের দৃষ্টি যেন বহুদূর প্রসারিত। পোয়ারো ভাবল, রেগি ক্যারিংটন-এর স্বরূপ বেশ ভাল করেই জানে সে।

'আপনিই মিঃ রেগি ক্যারিংটন?'

'হ্যাঁ, বলুন আমি কিছু করতে পারি কিনা?'

'কেবল বলুন গতকাল রাত্রে, মানে ঘুমোবার আগে পর্যন্ত কি করেছিলেন?'

'ভাল কথা, আমাকে একটু ভাবতে দিন', একটু সময় চুপ করে থেকে রেগি বলে, 'ড্রইংরুমে আমরা ব্রীজ খেলি। তারপর আমি শুতে চলে যাই।'

'তখন সময় কত ছিল?'

'ঠিক এগারোটার আগে। আমার অনুমান, চুরিটা তারপর হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, তারপরেই। তা আপনি কোনো শব্দ-টব্দ কিংবা কোনোকিছু দেখতে পাননি?'

মাথা নেড়ে দুঃখের সঙ্গে বলল রেগি, 'যতদূর মনে হয়, কোনো শব্দ আমি শুনিনি, কিংবা কোনো কিছু দেখিওনি আমি। আমি সোজা বিছানায় শুতে চলে যাই, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'আপনি কি ড্রইংরুম থেকে গিয়ে সোজা আপনার বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং সকাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'অদ্ভুত', বলল পোয়ারো।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল রেগি, 'অদ্ভুত বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

'যেমন ধরুন, একটা আর্ত চিৎকার আপনি শুনতে পাননি?'

'না, আমি পাইনি।'

'আঃ, বড় অদ্ভুত তো!'

'দেখুন, জানি না এর কি অর্থ আপনি করতে চাইছেন?'

'আপনি, সম্ভবত একটু কালা আছেন, কানে কম শুনতে পান।'

'অবশ্যই নয়!'

ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল পোয়ারোর। সম্ভবত তৃতীয়বার শব্দটা উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু কি ভেবে বলল সে, 'ঠিক আছে মিঃ ক্যারিংটন, এখন এই পর্যন্ত।'

উঠে দাঁড়াল রেগি এবং তার সেই দাঁড়ানোর মধ্যে একটা অস্থির ভাব প্রকাশ পেল, যা পোয়ারোর দৃষ্টি এড়াল না।

'জানেন', বলল সে, 'আপনি বললেন বলে এখন আমার মনে পড়ছে ভাসা ভাসা, আমার বিশ্বাস, ঐ রকম একটা কিছু যেন আমি শুনেছি।'

'ওহো, আপনি তাহলে শুনেছিলেন কিছু?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দেখুন, সেই সময় আমি একটা বই পড়ছিলাম, সত্যি বলতে কি রুদ্ধশ্বাস সেই গোয়েন্দা কাহিনী পড়ার সময় তেমন গভীরভাবে সেই শব্দটার ব্যাপারে মাথা ঘামাইনি।'

'হ্যাঁ,' বলল পোয়ারো, 'সেটা সন্তুষ্ট করার মতো একটা ব্যাখ্যা বটে!'

তার মুখটা খুবই অনুভূতিশূন্য।

তবু ইতস্তত করল রেগি, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। ধীরে ধীরে দরজার সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ফিরে জিজ্ঞেস করল সে, 'কি চুরি গেছে আমি জানতে পারি?'

'বেশ দামি জিনিস মিঃ ক্যারিংটন। ব্যাস, এটুকু বলার স্বাধীনতা আমার আছে, তার বেশি কিছু নয়।'

'ওঃ, তাই বুঝি?' শূন্যে দৃষ্টি মেলে বলল সে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

আপন খেয়ালে মাথা নাড়ল পোয়ারো।

'সেটা বেশ খাপ-খেয়ে গেছে।' আগের মতোই নিজের মনে বিড়বিড় করে নিল সে, 'সুন্দরভাবে সেটা খাপ খেয়ে গেছে।'

একটা ঘণ্টা কেটে গেলো এবং কৌতূহলবশতঃ পোয়ারো প্রশ্ন করল,'আচ্ছা, মিসেস ভ্যান্ডারলিন কি ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন?'

ঝড়ের গতিতে ঘরে এসে ঢুকলেন মিসেস ভ্যান্ডারলিন, তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। তাঁর পরনে সুন্দর ডিজাইনের স্পোর্টস সুট। তেমনি তড়িৎ গতিতে একটা চেয়ারের ওপর তিনি তাঁর শরীরটা যুৎসই করে এলিয়ে দিয়ে হাসলেন, ঝলমলে হাসি। আর তাঁর সেই সুন্দর মোলায়েম হাসিটা ছিল তাঁর সামনে উপবিষ্ট বেঁটে ছোট-খাঁটো লোকটাকে উদ্দেশ্য করে।

সেই মুহূর্তে তাঁর সেই হাসির মধ্যে কিছু একটা প্রকাশ পেতে দেখা গেল। হয়তো সেটা জয়ের উল্লাসে। আবার এও মনে হলো তাঁর সেই হাসিটা যেন বিদ্রূপের। সঙ্গে সঙ্গে হাসিটা তাঁর ঠোঁট থেকে মিলিয়ে গেলেও মনে হলো যেন তার রেশ বুঝি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেখানে।

'চোর এসেছিল? গতকাল রাতে? কিন্তু এ কি ভয়ঙ্কর! না, এমন ঘটনা এর আগে আমি কখনো শুনিনি। তা পুলিশ কি করেছে? তারা কি কিছুই করতে পারেনি?'

তাঁর চোখে আবার সেই বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল।

এবার এরকুল পোয়ারো মুখ খুললো :

'মহাশয়া, আপনি যে পুলিশকে ভয় পান না, এটা এখন খুবই পরিষ্কার। আপনি বেশ ভাল করেই জানেন, ওঁরা পুলিশকে ডাকতে যাবেন না।'

'এবং এর থেকে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে?'

নম্রভাবে বলল সে :

'ম্যাডাম, আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন এটা একটা অত্যন্ত সতর্কতার ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, সেটাই তো স্বাভাবিক মঁসিয়ে পোয়ারো—তাই না? প্রিয় লর্ড মেফিল্ডের প্রধান ভক্ত আমি, তাঁর চিন্তা যাতে কম হয় তার জন্যে আমি যে কোনো কাজ করতে পারি।'

পা দুটো তুলে তিনি আড়াআড়িভাবে রাখলেন। দারুণ পালিশ করা বাদামী রঙের চটিজোড়া জ্বলজ্বল করে উঠল।

আবার হাসলেন তিনি, একটা অল্প তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল তাঁর সেই হাসিতে।

'বলুন, এ ব্যাপারে আমি কি কোনো কাজ করতে পারি?'

'ধন্যবাদ ম্যাডাম। গতকাল রাতে ড্রইংরুমে আপনি ব্রীজ খেলেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি জেনেছি, তারপর সব মহিলারাই খেলা শেষে চলে যান।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'কিন্তু কোনো একজন একটা বই সংগ্রহ করার জন্যে আবার ফিরে গিয়েছিলেন ড্রইংরুমে। সে আপনি, তাই নয় কি মিসেস ভ্যান্ডারলিন?'

'হ্যাঁ, আমিই প্রথম ফিরে যাই।'

'প্রথম বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে উঠল পোয়ারো।

'ফেলে আসা আমার বইটা সংগ্রহ করে নিয়ে আমি ফিরে যাই আমার ঘরে', কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বললেন মিসেস ভ্যান্ডারলিন, দরজা খোলার জন্যে আমার পরিচারিকার উদ্দেশে বেল টিপি। দরজা খুলতে অনেক সময় নেয় সে। আবার বেল টিপি। তারপর আমি সিঁড়ির একটা ধাপের ওপর গিয়ে দাঁড়াই। তখন তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে আমি তাকে ডাকি। আমার মাথার চুল আঁচড়ে দেওয়ার পর আমি তাকে চলে যেতে বলি। তাকে খুব নার্ভাস বলে মনে হচ্ছিল, তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, বেশ ঘাবড়ে গেছে সে এবং ভাল করে সে আমার চুল আঁচড়াতে পারছিল না, অসম্ভব হাত কাঁপছিল। বড়জোর একবার কি দু'বার সে আমার মাথায় চিরুনি বুলিয়ে থাকবে। তারপর তাকে পাঠিয়ে দেওয়ার পরেই দেখি, লেডি জুলিয়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছেন। তিনি আমাকে বলেন আবার তিনি নিচে গিয়েছিলেন একটা বইএর জন্য। অদ্ভুত, তাই না?'

বক্তব্য শেষ করে হাসলেন মিসেস ভ্যান্ডারলিন। তাঁর হাসির মধ্যে একটা কিসের যেন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল. এরকুল পোয়ারোর মনে হলো, জুলিয়া ক্যারিংটনকে মোটেই পছন্দ করেন না তিনি।

'ম্যাডাম, আপনার সব কথাই আমি শুনলাম। এবার বলুন, আপনার পরিচারিকার আর্তনাদ আপনি শুনতে পেয়েছিলেন?'

'কেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ রকম একটা আমি শুনতে পেয়েছিলাম বৈকি।'

'এ ব্যাপারে আপনি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। উত্তরে সে বলেছিল, তার যেন মনে হয়েছিল, একটা ভাসমান সাদা অবয়ব দেখেছিল, আর সেই অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখেই সে নাকি ভয়ে অমনভাবে চিৎকার করে উঠেছিল—যত সব ননসেন্স!'

'আচ্ছা গতকাল রাত্রে লেডি জুলিয়ার পরনে কি রকম পোশাক ছিল বলুন তো?'

'ওহো, আপনি হয়তো ভেবেছেন—হ্যাঁ, আমি বুঝেছি। সাদা সান্ধ্য-পোশাক পরেছিলেন তিনি। অবশ্যই সেটার ব্যাখ্যা এই রকমই। অন্ধকারে তাঁর সেই শ্বেতশুভ্র পোশাকের আবরণে ঢাকা তাঁর চেহারাটা আমার পরিচারিকার নজরে পড়ে থাকবে। এই সব মেয়েরা এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়—'

'ম্যাডাম, আপনার এই পরিচারিকাটি কি দীর্ঘ দিন ধরে আপনার সঙ্গে আছে?'

'ওহো না, না।' বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে মিসেস ভ্যান্ডারলিন বললেন, 'কেবল মাস পাঁচেক হবে।'

'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই ম্যাডাম।'

মিসেস ভ্যান্ডারলিনের ভ্রূ উঁচু হলো। তারপর নেহাত ঠাণ্ডা গলায় বললেন তিনি, 'নিশ্চয়ই।'

আবার তাঁর মুখের ওপর একটা আনন্দধারা নেমে এলো।

উঠে দাঁড়িয়ে মাথাটা সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়ে কতকটা অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিমায় পোয়ারো বলল, 'ম্যাডাম, আপনি আমার একটা পরিপূর্ণ প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।'

'ওহো মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি চমৎকার লোক বলুন তো! কিন্তু কেন আমার এই প্রশংসা?'

'এই কারণে ম্যাডাম, আপনি এমন নিখুঁত সুন্দরী, আপনার সৌন্দর্যের প্রকাশভঙ্গি আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ।'

একটু অনিশ্চয়তার মধ্যেই হাসলেন মিসেস ভ্যান্ডারলিন।

'এখন আমি অবাক হচ্ছি', বললেন তিনি, 'এই ভেবে যে, আপনার প্রশংসা আমি গ্রহণ করব কিনা।'

উত্তরে পোয়ারো বলে, 'সম্ভবত এটা একটা সতর্কীকরণ—ঔদ্ধত্যের সঙ্গে জীবনটা মিশিয়ে ফেলবেন না।'

হাসলেন মিসেস ভ্যান্ডারলিন, আরো বেশি প্রতিশ্রুতিতে ভরা সেই হাসি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'প্রিয় মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনার সাফল্য কামনা করি। আমাকে আপনার ভাল ভাল কথা বলার জন্যে ধন্যবাদ।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি অতঃপর। নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো :

'আপনি আমার সাফল্য কামনা করলেন তো? কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, সাফল্য আমি পাব না, অবশ্যই পেতে পারি না। আর সেটাই আমাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়, জ্বালা দেয়।'

হঠাৎ যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল পোয়ারোর, ত্রস্ত হাতে বেল টিপল, একজন পরিচারক ঘরে প্রবেশ করা মাত্র সে তাকে বলল, মাদামোয়াজেল লিওনিকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে।

পরমুহূর্তেই তাকে দরজার সামনে আবির্ভূত হতে দেখে তার দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ হলো মেয়েটির মুখের ওপরে। পোয়ারোর দু'চোখের অন্বেষণের মধ্যে সেই নারীর সৌন্দর্যের প্রশংসার একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মেয়েটি বুঝি বা একটু ইতস্ততঃ করে ঘরে ঢুকবে কি ঢুকবে না। কালো পোশাকে তার সৌন্দর্য যেন আরো বেশি করে খুলেছিল, ঢেউ খেলানো চুল কাঁধ ছুঁই ছুঁই, ভীরু চোখের শান্ত চাহনি, সব মিলিয়ে দেখবার মতো রূপ মেয়েটির। মাথা নেড়ে তাকে ঘরে আসার ইঙ্গিত করলো পোয়ারো।

'এসো মাদামোয়াজেল লিওনি', তাকে আশ্বস্ত করার জন্যে বলল সে, 'ভয় পেও না।'

ঘরে ঢুকল মেয়েটি, ধীর পায়ে হেঁটে এসে পোয়ারোর ঠিক বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে বসল গম্ভীরভাবে।

'তুমি জান', সহসা গলার স্বরটা বদল করে পোয়ারো তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে দেখতে খুবই ভাল লাগছে আমার।'

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল লিওনি। আড়চোখে একবার পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে নরম গলায় বলল সে, 'মঁসিয়ে দেখছি খুবই দয়ালু।'

'তুমি নিজে কখনো তোমার অমন সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখেছ?' বলল পোয়ারো, 'মঁসিয়ে চার্লিলকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি দেখতে ভাল না খারাপ। উত্তরে বলেছিল, জানে না সে!'

চিবুকটা সামান্য একটু তুলে তাকাল লিওনি, তার দু'চোখে অবিশ্বাস এবং অবজ্ঞা একরাশ।

'সেই পাথরের মতো মূর্তিটা!' মেয়েটি প্রশ্ন করে তাকালো পোয়ারোর দিকে।

'তার সম্পর্কে খুব সুন্দর একটা উপমা দিয়েছো তো?'

'সে তার জীবনে কোন মেয়ের দিকে তাকিয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস হয় না।'

'সম্ভবত নয়। বেচারা! অনেক কিছুই হারিয়েছে সে। কিন্তু এ বাড়িতে অনেকেই তোমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে থাকে, তাই না?'

'বিশ্বাস করুন মঁসিয়ে, আমি কি বোঝাতে চাইছি, আমি ঠিক জানি না।'

'ওহো, তাই হয় নাকি? হ্যাঁ মাদামোয়াজেল লিওনি, তুমি বেশ ভাল করেই জান, এ প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট ইতিহাস তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই। সে ইতিহাস গতকালের, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, গতকাল রাত্রে তুমি নাকি ভূত দেখেছিলে। কিন্তু যখনি আমি শুনলাম, সেখানে মাথায় হাত দিয়ে তুমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলে, তোমার চোখে ছিল গভীর বিস্ময় সেই সময়, তখনি আমি বেশ ভালভাবেই বুঝে যাই যে, ভূতের কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। কোনো মেয়ে যদি ভূত দেখে কখনো ভয় পায় সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে হাত দিয়ে কিংবা দু'হাতে মুখ ঢেকে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকবে, ভূতের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার আবেদন জানানোর জন্যে। কিন্তু তার হাত যদি মাথার ওপর থাকে, তাহলেই একটা অন্য রকম কিছু ধরে নিতে হয়। এর অর্থ হলো, তার চুল এলোমেলো হয়ে গেছে, আর দ্রুত হাতে সে তার মাথার চুল পুনর্বিন্যাস করতে উদ্যত! তাহলে মাদামোয়াজেল, এখন তুমি সত্যকে প্রকাশ করে বলো তো সিঁড়ির ওপর থেকে কেন তুমি অমন চিৎকার করে উঠেছিলে।'

কিন্তু মঁসিয়ে, এটা খাঁটি সত্য, একটুও অতিরঞ্জিত নয়! সাদা পোশাকে মোড়া একটা লম্বাটে ছায়ামূর্তি সত্যিই আমি দেখেছিলাম, বিশ্বাস করুন!'

'মাদামোয়াজেল, আমার বোধশক্তির অপমান করবেন না। সে কাহিনী মঁসিয়ে চার্লির কাছে যথেষ্ট ভাল লাগতে পারে, কিন্তু এরকুল পোয়ারোর কাছে ততটা ভাল নয়। আসল ঘটনা হলো, তুমি তখন চুম্বিত হয়েছিলে, তাই নয় কি? আর আমি আন্দাজ করতে পারি, মঁসিয়ে রেগি ক্যারিংটনই তোমাকে চুমু খেয়েছিল।'

জ্বলজ্বল চোখে তার দিকে তাকাল লিওনি।

'সে যাই হোক, চুম্বন আবার এমন কি—?'

'প্রকৃতপক্ষে কি নয় তাহলে?' লিওনির চোখে চোখ রেখে হাসল পোয়ারো। অনেকক্ষণ তার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারল না সে। ভালবাসার চোখ দিয়ে সে তখন মেয়েটির মনের গোপন কথাটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করছিল।

পরক্ষণেই পোয়ারোর অন্বেষণ এনে দিল একটা বিরাট সাফল্য, যার জন্যে তার প্রত্যাশা, সেটা ব্যক্ত হলো প্রেমিকা লিওনির মুখ দিয়ে।

'জানেন, পিছন থেকে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে কোন সময়ে যে যুবকটি আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, খেয়ালই করতে পারিনি, আর যখন খেয়াল হলো, তখন আমার করার আর কিছু ছিল না, সে তার দু' বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে, হাত দিয়ে সে আমার চুল ঘেঁটে দিয়েছিল আদর করার ভঙ্গিমায়। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই প্রথমে ওকে বোঝার আগেই, আর তাই আমি চিৎকার করে উঠি। আমি যদি জানতাম সে রেগি—তাহলে বুঝতেই পারছেন, স্বভাবতই আমি তখন আর চিৎকার করতাম না।'

'হ্যাঁ, সেটাই তো স্বাভাবিক।' সমর্থন করল পোয়ারো তাকে।

'কিন্তু বেড়ালের মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে। তারপরেই স্টাডির দরজাটা খুলে যায়, আর তখনি যুবক সেক্রেটারি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে ছুটে আসে, আমাকে তখন ভীষণ বোকা-বোকা দেখাচ্ছিল, সে কথা আমি নিজেই উপলব্ধি করি। স্বভাবতই তখন আমাকে অজুহাত হিসাবে একটা কিছু বলতেই হয়। তাই এরপর আমি ফরাসী ভাষায় সেই নকল ভূতের কাহিনী শোনাই চার্লিকে।

'তাহলে আপনি ইচ্ছে করেই একটা ভূত আবিষ্কার করে ফেলেন?'

'মঁসিয়ে, প্রকৃতপক্ষে এ ছাড়া তখন আমার আর করার কিই বা থাকতে পারে বলুন!' লম্বাটে চেহারার সর্বাঙ্গে সাদা আবরণ, যেন শূন্যে ভেসে চলেছে। অবিশ্বাস্য হলেও আমাকে বানিয়ে বানিয়ে একটা মিথ্যে কাহিনীর অবতারণা করতে হলো। এ ছাড়া আমার সামনে তখন অন্য আর কোনো পথ খোলা ছিল না।'

'কিছুই নয়? তাহলে এখন সব ব্যাখ্যাই পাওয়া গেল। প্রথম থেকেই আমার এরকমই সন্দেহ হয়েছিল—'

পোয়ারোর মুখের দিকে তাকাল লিওনি, উত্তেজনাপূর্ণ চাহনি।

'মঁসিয়ে দেখছি অত্যন্ত চতুর, এবং অত্যন্ত সহানুভূতিশীলও বটে।'

'দেখো লিওনি, এ ব্যাপারে আমি তোমাকে কোনো ঝামেলায় জড়াতে চাইনা, তবে প্রতিদানে আমার একটা উপকার করবে তুমি?'

'অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আমি আপনার যে কোনো কাজে লাগতে চাই মঁসিয়ে।'

'আচ্ছা তোমার মিস্ট্রেসের ব্যাপারে কি জান?'

মেয়েটা তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'খুব বেশি নয় মঁসিয়ে। অবশ্য ওর সম্পর্কে আমার একটা ধারণা আছে।'

'আর সেই ধারণা কি শুনি?'

'ম্যাডামের বন্ধুদের মধ্যে আমি দেখেছি বেশির ভাগ পদাতিক সেনা, নাবিক আর বায়ুসেনা। এবং বাকি বন্ধুরা হলেন বিদেশী ভদ্রলোক, তাঁর কাছে আসেন তারা নিঃশব্দে, চুপিচুপি কখনো কখনো। সত্যি কথা বলতে কি ম্যাডাম রীতিমতো সুন্দরী। যদিও আমি তা মনে করি না, তাঁর এই দেহ-সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য বেশিদিন ধরে রাখতে পারবেন না তিনি। যুবকদের কাছে তিনি আকর্ষণীয়া। কখনো কখনো আমার মনে হয়, তাঁর সম্পর্কে তারা বড় বেশি উচ্ছ্বসিত। তবে এ সবই আমার ধারণা। যাইহোক, ম্যাডাম তাঁর কোনো গোপন কথা বলার মতো আস্থা রাখতে পারেন না আমার ওপর।'

'তার মানে তুমি কি আমাকে বোঝাতে চাইছ, ম্যাডাম নিজে একাই সব কিছু করতে চান?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই মঁসিয়ে।'

'অপর পক্ষে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার না?'

'পারি মঁসিয়ে, নির্ভয়ে আমার সাধ্যমতো আমি চেষ্টা করব।'

'আচ্ছা এখন বলো, তোমার ম্যাডাম কি আজ ভাল মেজাজে ছিলেন?'

'নিশ্চিতভাবে মঁসিয়ে।'

'তাঁর সেই খুশি হওয়ার এমন কি ঘটনা ঘটেছিল, তুমি জান?'

'এখানে আসা অবধি তাঁর মেজাজ বেশ ভালই ছিল বলা যেতে পারে, তাই আলাদাভাবে আজ তাঁর খুশির কারণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'তবু লিওনি, আমার মনে হয় তোমার জানা উচিত।'

অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে জবাব দিল সে, 'হ্যাঁ মঁসিয়ে, আমি কোনো ভুল করতে পারি না। ম্যাডামের সব রকম মুডই আমার বেশ ভালই জানা আছে। দারুণ মেজাজে আছেন তিনি।'

'অবশ্যই কোনো জয়ের আনন্দ হবে হয়তো।'

'ঠিক এই কথাটাই তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এখন মঁসিয়ে।'

আশা নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে মাথা নাড়ল পোয়ারো।

'আমি সেটা লক্ষ্য করেছি, তবে সহ্য করা বুঝিবা একটু কঠিন। তবু আমি প্রত্যক্ষ করে দেখেছি যে, এটা ভবিতব্য। ধন্যবাদ মাদামোয়াজেল, ব্যাস্ এই পর্যন্ত।'

পোয়ারোর দিকে তাকাল লিওনি, ছেনালিতে ভরা সেই চাহনি।

'ধন্যবাদ! মঁসিয়ের সঙ্গে সিঁড়িতে যদি আমার দেখা হয়, নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আর চিৎকার করব না।'

'সত্যি তুমি এখনো ছেলেমানুষই রয়ে গেলে', গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল পোয়ারো, 'আমার এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তোমার অমন ছেলেমানুষিতে আমার কি এসে যায় বলো?'

লিওনির ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেল, তারপরেই উধাও হয়ে গেল সে সেখান থেকে।

লিওনি চলে যাওয়ার পর পায়চারি করতে থাকে পোয়ারো। তার মুখটা থমথমে এবং চিন্তাক্লিষ্ট।

'আর এখন?' নিজের মনে বলল সে, 'বাকি রইলেন লেডি জুলিয়া। ভাবতে অবাক লাগে, কি বলবেন তিনি, কিই বা তিনি বলতে পারেন? বড় কৌতূহল, বড় উত্তেজনা, বড় উন্মাদনা!'

একসময় ঘরে এসে প্রবেশ করলেন লেডি জুলিয়া। বহু প্রতীক্ষিত, বহু প্রত্যাশিত এই মহিলাটি পোয়ারোর কাছে অন্তত, চকিতে একবার তাঁর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বেশ বুঝতে পারে, তাঁর চোখে-মুখে অনেক প্রতিশ্রুতি, অনেক আশার বাণী প্রতিফলিত।

'লর্ড মেফিল্ড বলছিলেন', কোনো ভূমিকা না করে ঘরে ঢুকেই লেডি জুলিয়া বলে উঠলেন, 'আপনি নাকি আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারেন?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম। কালকের রাতের ব্যাপারে।'

'গতকাল রাতের ব্যাপারে?'

'আপনাদের ব্রীজ খেলার পর কি ঘটেছিল সব খুলে বলুন।'

'আমার স্বামীর মনে হয়েছিল, আর এক হাত তাস খেলা শুরু করলে শেষ হতে অনেক রাত হয়ে যাবে। তাই সেখানেই খেলার ইতি টেনে দিয়ে আমি শুতে চলে যাই।'

'এবং তারপর?'

'ঘরে ফিরে গিয়ে আমি শুয়ে পড়ি।'

'ব্যাস এইটুকু?'

'হ্যাঁ। আমার আশঙ্কা, এর বেশি কিছু আমি বলতে পারব না। তা কখন এই—' একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'চুরির ঘটনাটা ঘটল?'

'আপনারা চলে যাওয়ার একটু পরেই।'

'তাই বুঝি! আর ঠিক কি জিনিস চুরি গেছিল বলে মনে হয় আপনার?'

'কিছু গোপন কাগজপত্র ম্যাডাম।'

'দরকারি কাগজপত্র?'

'অত্যন্ত দরকারি।'

চোখে ভ্রূকুটি হেনে বললেন তিনি অতঃপর :

'খুব দামী সেগুলো?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম, সেগুলোর আর্থিক মূল্য অনেক।'

'তাই বুঝি?'

একটু সময়ের জন্যে থেমে আবার মুখ খুলল পোয়ারো। 'আপনার সেই বইটার ব্যাপারে কিছু বলবেন ম্যাডাম?

'আমার বই?' বড় বড় চোখ করে তাকালেন তিনি। মিসেস ভ্যান্ডারলিনকে আমি বলতে শুনেছি। আপনারা তিনজন মহিলা তাস খেলা শেষ করে যে যার ঘরে ফিরে যান। আর খানিক পরেই আপনি বই নেওয়ার জন্যে আবার নিচে নেমে আসেন।'

'হ্যাঁ, তাই করেছিলাম বৈকি।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, তাস খেলার পর ওপরে গিয়ে আপনি সোজা বিছানায় শুতে যাননি। আবার আপনি ফিরে এসেছিলেন ড্রইংরুমে!'

'হ্যাঁ, সে কথাও সত্য। কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা এবার বলুন, ড্রইংরুমে থাকার সময় আপনি কারোর চিৎকার শুনতে পেয়েছিলেন, মানে হঠাৎ ভয় পেয়ে কারোর আর্ত চিৎকারের আওয়াজ?'

'না—হ্যাঁ—শুনেছি বলে তো মনে হয় না।'

'নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন ম্যাডাম। ড্রইংরুমে থেকে আপনি না শুনে থাকতেই পারেন না।'

জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে দৃঢ়স্বরে আবার বললেন লেডি জুলিয়া, 'আমি কিছুই শুনতে পাইনি।'

ভ্রূ তুলে তাকাল পোয়ারো, তবে উত্তর দিল না।

তার সেই নীরবতায় অস্বস্তিবোধ করলেন লেডি জুলিয়া। পোয়ারো কথা বলছিল, বেশ ভাল ছিল। লেডি জুলিয়া সেই নীরবতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞেস করলেন হঠাৎ, 'তা কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?'

'কিসের ব্যবস্থা ম্যাডাম? আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'মানে আমি ঐ চুরির কথাটা বোঝাতে চেয়েছিলাম। পুলিশ নিশ্চয়ই একটা কিছু করছে।'

মাথা নাড়ল পোয়ারো।

'এ কেসে পুলিশকে ডাকা হয়নি। আমার ওপরেই সব ভার দেওয়া হয়েছে—এ কেসের তদন্তের কাজে আমিই ইনচার্জ।'

পোয়ারোর দিকে তাকালেন তিনি অবাক চোখে। তাঁর অস্থির, হতশ্রী মুখ হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে একটা চাপা উত্তেজনায় অসম্ভব কঠিন দেখাল তার মুখটা। তাঁর কালো গভীর চোখে অন্বেষণ, তার অবিচলিত মনোভাবে একটু নাড়া দেওয়ার জন্যে প্রচেষ্টার ত্রুটি রাখতে চাইলেন না লেডি জুলিয়া। অকম্পন ঠোঁট, অনুভূতিশূন্য দেহ, পলক পতনহীন চোখ—

শেষপর্যন্ত তাঁর মনের দৃঢ়তা ভেঙে রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ল—এ যেন বহু যুদ্ধের লড়াকু সৈনিকের শেষ প্রতিরোধ ব্যর্থ, পরাজিত।

'কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, আপনি আমাকে বলতে পারেন না?'

'ম্যাডাম, আমি আপনাকে এটুকু প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, আমি আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখছি না।'

'চোরকে ধরতে—নাকি কাগজপত্র উদ্ধার করতে।'

'কাগজগুলো উদ্ধার করাই হলো আসল উদ্দেশ্য ম্যাডাম।'

তাঁর হাবভাবের পরিবর্তন হলো—একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে।

'হ্যাঁ,' অস্বাভাবিকভাবেই বললেন তিনি, 'আমিও তাই মনে করি।'

আবার খানিক বিরতি।

'আর কিছু বলার আছে মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'না ম্যাডাম। আপনাকে আর আটকে রাখব না।'

'ধন্যবাদ।'

তাঁর জন্যে দরজাটা খুলে দিল পোয়ারো। তার দিকে ফিরে না তাকিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

পোয়ারো তখন ফিরে গেল ফায়ারপ্লেসের দিকে। এবং ম্যান্টলপীসের সরঞ্জামগুলো নতুন করে সাজাল সে। তখনো সে ভাবছিল লেডি জুলিয়ার সঙ্গে তার আলোচনার কথা। ওদিকে জানালা টপকে প্রবেশ করলেন লর্ড মেফিল্ড।

'খবর ভাল?' জানতে চাইলেন লর্ড মেফিল্ড।

'আমার ধারণা খুব ভাল। যেমনটি আশা করেছিলাম, সেইভাবেই আমার তদন্তের কাজ এগুচ্ছে।'

পোয়ারোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন লর্ড মেফিল্ড, 'আপনি সন্তুষ্ট তো?'

'না, আমি সন্তুষ্ট নই। কিন্তু আমি পরিতৃপ্ত।'

'সত্যিই মঁসিয়ে পোয়ারো আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনি হয়তো ভাবছেন, আমি বুঝি একজন হাতুড়ে বৈদ্য, আমি কিন্তু তা নই।'

'আমি এ কথা কখনো বলিনি—'

'না, কিন্তু আপনি ভেবেছিলেন! তাতে কিছু এসে যায় না। আর আমি তার জন্য অপমান বোধও করিনি। এক-এক সময় একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গি দেখানোর প্রয়োজন হতে পারে।'

তার দিকে তাকালেন লর্ড মেফিল্ড। তাঁর চোখে ভয়ঙ্কর একটা অবিশ্বাস এবং সন্দেহ ফুটে উঠছিল। এরকুল পোয়ারোর মতো লোককে বুঝতে পারছেন না তিনি। অবজ্ঞা করতে চেয়েছিলেন তিনি তাকে, কিন্তু এমন একটা কিছু তাঁকে সতর্ক করে দেয় যে কারণে তার কথা ফেলতে পারছিলেন না তিনি। এখন তাঁর কেন জানি না মনে হচ্ছে, এই অবিশ্বাস্য ছোট বেঁটে-খাটো লোকটা শুরুতে যতটা ব্যর্থ বলে মনে হয়েছিল এখন ঠিক তা নয়। চার্লস ম্যাকফারলিন সত্যিই কাউকে দেখেই তার যোগ্যতার ব্যাপারে যথার্থই উপলব্ধি করতে পারতেন।

'ঠিক আছে', বললেন তিনি, 'আমরা এখন আপনার হাতের মুঠোয়। এরপর আপনি আমাদের কি উপদেশ দেবেন বলুন?'

'আপনাদের অতিথিদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন?'

'মনে হয় সেটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে আমাকে একবার লন্ডনে যেতে হবে এ ধরনের একটা ব্যাখ্যা করার জন্য। তারপর সম্ভবত তারা এখান থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তাব দিতে পারে।'

'খুব ভাল। এই রকম একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।'

একটু ইতস্ততঃ করলেন লর্ড মেফিল্ড।

'আপনার কি মনে হয় না—?'

'এটা যে একটা ভাল ব্যবস্থা এর মধ্যে যে কারোর প্রতি কোনো রকম অসম্মান প্রদর্শনের প্রশ্ন নেই এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

লর্ড মেফিল্ড তাঁর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন—'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি অতঃপর।

মধ্যাহ্নভোজের পরেই অতিথিরা একে-একে চলে যেতে শুরু করল। মিসেস ভ্যান্ডারলিন এবং মিসেস ম্যাকাট্টা গেলেন ট্রেনে, ক্যারিংটনদের গাড়ি ছিল। হলের মধ্যে

দাঁড়িয়ে পোয়ারো দেখছিল অতিথিদের বিদায় পর্ব। মিসেস ভ্যান্ডারলিন বিদায় নিতে গিয়ে লর্ড মেফিল্ডকে বললেন, 'এমন একটা অস্বাভাবিক ঘটনায় আপনার শিরঃপীড়ার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি আশা করি সুষ্ঠুভাবে সব সমাধান হয়ে যাবে। এ ছাড়া আমার বলার কিছু নেই।'

তাঁর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে অপেক্ষারত রোলস গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। স্টেশন পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আসবে গাড়িটা। মিসেস ম্যাকাট্টা তখনো ভেতরেই ছিলেন।

গাড়ির চালকের পাশে বসেছিল লিওনি, হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলো সে হলঘরে।

'ম্যাডামের ড্রেসিং-কেসটা গাড়িতে নেই' মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল সে।

তারপরেই দ্রুত অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়ে গেল। অবশেষে সেটা আবিষ্কার করলেন লর্ড মেফিল্ড একটা পুরনো ওক কাঠের আলমারির আড়ালে। সেটা হস্তগত করতে পেয়ের খুশি হলো লিওনি, এবং পরমুহূর্তেই ছুটল সে গাড়ির উদ্দেশ্যে।

তারপর মিসেস ভ্যান্ডারলিন গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'লর্ড মেফিল্ড!'

লর্ড মেফিল্ড তাঁর কাছে যেতেই তিনি তাঁর হাতে একটা চিঠি তুলে দিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, এটা আপনার পোস্ট-ব্যাগে রেখে দেবেন? টাউনে গিয়ে চিঠিটা পোস্ট করার জন্যে যদি এটা আমার কাছে রেখে দিই, আমি নিশ্চিত ভুলে যাব। আমার চিঠিগুলো পড়ে থাকে ব্যাগের মধ্যে দিনের পর দিন ধরে।'

ওদিকে স্যার জর্জ ক্যারিংটন তাঁর পকেট ঘড়ির ঢাকনাটা একবার খুলে পরক্ষণেই আবার বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। সময়ের ব্যাপারে তিনি ভীষণ খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক।

'ওরা ভালই সময় কাটাচ্ছেন,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি, 'চমৎকার। অবশ্য যদি না ওঁরা সময় সম্পর্কে সতর্ক হন, ওঁরা ট্রেন ফেল করতে পারেন,' বলেই তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাড়া দিলেন।

তাঁর স্ত্রী রেগে গিয়ে বললেন, 'অত ব্যস্ত হয়ো না জর্জ। ওরা যাচ্ছেন ট্রেনে, আমাদের কিন্তু ট্রেন ধরার তাগিদ নেই।'

অসহিষ্ণুভাবে তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন ফ্যালফ্যাল করে।

যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে নিমেষে উধাও হয়ে গেল রোলস।

ক্যারিংটনদের মরিস গাড়ির সামনের দরজা খুলে দাঁড়াল রেগি।

'বাবা, সব ঠিকঠাক আছে তো?' বলল সে।

চাকররা ক্যারিংটনদের মালপত্তর আনতে শুরু করল। সেগুলো ডিকির মধ্যে রাখার কাজে তদারকি করতে শুরু করল।

সামনের দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকে পোয়ারো।

সহসা তার হাতের ওপর একটা নরম উষ্ণ হাতের স্পর্শ অনুভব করল। পরক্ষণেই মৃদু উত্তেজনাপূর্ণ লেডি জুলিয়ার কণ্ঠস্বর শুনে সচকিত হলো সে।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই—আর এখনই।'

তাঁর হাতের স্পর্শে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে প্রভাবিত হয়ে গেল পোয়ারো। লেডি জুলিয়া হাত ধরে তাকে একটা ছোট ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। এবং ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি ভেতর থেকে। ধীরে ধীরে পোয়ারোর খুব কাছে এগিয়ে এলেন তিনি।

'আপনি যা বলছেন সব সত্যি—দরকারি কাগজপত্রগুলোর পুনরুদ্ধার মেফিল্ডের কাছে একান্ত প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনি ঠিকই শুনেছেন, কথাটা খাঁটি সত্য।'

'আচ্ছা ধরুন যদি সেই কাগজপত্রগুলো আপনার হাতে ফেরত দেওয়া হয়, আপনি সেগুলো লর্ড মেফিল্ডের হাতে তুলে দেবেন, কিন্তু কোনোও প্রশ্ন করবেন না, রাজি?'

'আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'বুঝতে আপনাকে হবেই। আমি নিশ্চিত আপনি ঠিকই বুঝেছেন। আমি বলি কি—কাগজগুলো ফেরত দেওয়া হলে চোরের নাম পরিচয় প্রকাশ করা চলবে না।'

'তা কতক্ষণে কাগজগুলো ফেরত পাওয়া যেতে পারে ম্যাডাম?' জিজ্ঞেস করল পোয়ারো।

'অবশ্যই বেলা বারোটার মধ্যে।'

'আপনি প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন?'

'হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

পোয়ারোকে উত্তর দিতে না দেখে লেডি জুলিয়া নিজের থেকেই আবার তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন :

'এ ব্যাপারে কোনো প্রচার যে হবে না, প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন?'

অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয় পোয়ারো, 'হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

'তাহলে সব কিছুর ব্যবস্থা করা যেতে পারে!'

তারপরেই দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন লেডি জুলিয়া। পরমুহূর্তেই গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার যান্ত্রিক আওয়াজ শুনতে পেল পোয়ারো।

হলঘর অতিক্রম করে প্যাসেজ দিয়ে চলতে চলতে স্টাডিতে ঢুকে পড়ল সে। সেখানেই ছিলেন লর্ড মেফিল্ড। পোয়ারো ঘরে প্রবেশ করতেই মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন তিনি।

'খবর সব শুভ তো?' জানতে চাইলেন তিনি।

পোয়ারো তার হাত বাড়িয়ে দেয়।

'আপনাকে একটা সুখবর দিচ্ছি লর্ড। কেস প্রায় শেষ হতে চলেছে।'

'কি বললেন?'

লেডি জুলিয়া এবং তার মধ্যে একটু আগে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল হুবহু তুলে ধরল সে।

বোকার মতো পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইলেন লর্ড মেফিল্ড। 'কিন্তু এর কি মানে হতে পারে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেন, এটা তো খুবই পরিষ্কার—তাই না? লেডি জুলিয়া স্পষ্টতই জানেন, কে বা কারা সেই নক্সাগুলো চুরি করতে পারে।'

'তার মানে আপনি বলতে চান, লেডি জুলিয়া নিজের হাতে নক্সাগুলো চুরি করেননি?'

'নিশ্চয়ই না। লেডি জুলিয়া হয়তো জুয়ারী হতে পারেন, কিন্তু তিনি চোর নন। তবে নক্সাগুলো তিনি যদি ফেরত দেওয়ার প্রস্তাব করেন, তাহলে স্বভাবতই ধরে নিতে হয়, হয় সেগুলো তার স্বামী কিংবা ছেলে চুরি করে থাকবে। এখন আপনার কথামতো দেখা যাচ্ছে, আপনার সঙ্গে জর্জ ক্যারিংটন যখন টেরেসে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন, আমার মনে হয় তারপর থেকে নতুন করে এখন আবার গতকালের ঘটনাগুলো এইভাবে সাজানো যায় : লেডি জুলিয়া গতকাল রাত্রে তাঁর ছেলের ঘরে গিয়ে দেখেন ঘর ফাঁকা। তখন তিনি তাঁর ছেলের খোঁজে নিচে নেমে আসেন, কিন্তু সেখানেও তিনি তাকে দেখতে পাননি। আর আজ সকালে গতকাল রাতে চুরির ঘটনার কথা জানতে পারেন তিনি। এবং তিনি এও শোনেন যে, তাঁর ছেলে ঘোষণা করেছে, সে তার ঘর ছেড়ে বেরোয়নি। কিন্তু সে কথা যে সত্য নয়, তা তিনি বেশ ভালভাবেই জানেন। তাছাড়া তিনি তাঁর ছেলের ব্যাপারে আরো অনেক কিছুই জানেন, টাকার জন্যে সে এখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি আরো লক্ষ্য করেছেন, মিসেস ভ্যান্ডারলিনের মোহে আচ্ছন্ন সে। সমস্ত ব্যাপারটাই এখন জলের মতো পরিষ্কার তাঁর কাছে। নক্সাগুলো চুরি করার জন্যে রেগিকে চাপ দেন মিসেস ভ্যান্ডারলিন। কিন্তু লেডি ক্যারিংটন বদ্ধপরিকর তাঁর ভূমিকা যথাযথ পালন করার জন্যে। রেগির সঙ্গে মোকাবিলা করে নক্সাগুলো তার কাছ থেকে উদ্ধার করে ফেরত দিতে চান তিনি।'

'কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই একেবারে অসম্ভব।' পাত্তা দিতে চাইলেন না লর্ড মেফিল্ড।

'হ্যাঁ, সেটা অসম্ভব, কিন্তু লেডি জুলিয়া সে খবর জানেন না। তিনি জানেন না, আমি এরকুল পোয়ারো। জানি যুবক রেগি ক্যারিংটন গতকাল রাত্রে নক্সাগুলো চুরি করেনি। তার বদলে সে তখন মিসেস ভ্যান্ডারলীনের ফরাসী পরিচারিকার সঙ্গে প্রেম করছিল।'

'সমস্ত ব্যাপারটাই একটা অশ্ব-ডিম্বের মতো।'

'ঠিক তাই।'

'এবং কেসটা আদৌ এখনো শেষ হয়নি।'

'হ্যাঁ, শেষ হয়ে গেছে। আমি এরকুল পোয়ারো সত্য ঘটনার কথা জানি। আপনি তো আমাকে বিশ্বাসই করেন না, করেন কি? গতকাল আমি যখন আপনাকে বলি নক্সাগুলো কোথায় আছে আমি জানি, তখন আপনি আমাকে বিশ্বাসই করতে পারেননি। কিন্তু আমি জানি, সেগুলো আপনার হাতের খুব কাছেই আছে।'

'কোথায়?'

'মঁসিয়ে লর্ড, সেগুলো আপনার পকেটেই আছে।'

খানিক নীরবতা। তারপর একসময় লর্ড মেফিল্ড হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি বলছেন? জানেন আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, আমি জানি। আমি বেশ ভাল করেই জানি, আমি একজন অতি চতুর ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছি। প্রথম থেকেই আমার চিন্তা হয়েছিল, আপনি নিজের মুখে স্বীকার করেছিলেন, দূরের জিনিস আপনি ভাল দেখতে পান না, তাহলে দূর থেকে জানালা টপকে একটা ছায়ামূর্তিকে কি করে চলে যেতে দেখলেন? তার সমাধান আপনি চেয়েছিলেন, একটা উপযুক্ত সমাধান যা সমর্থনযোগ্য হতে পারে। কিন্তু কেন? একটার পর একটা যুক্তি আমি খণ্ডন করেছি। মিসেস ভ্যান্ডারলিন তখন ওপরতলায় ছিলেন, স্যার জর্জ টেরেসে আপনার সঙ্গেই ছিলেন, রেগি ক্যারিংটন তখন দাঁড়িয়েছিল সিঁড়ির ওপর সেই ফরাসী মেয়েটির সঙ্গে, মিসেস ম্যাকাট্টা তখন সন্দেহাতিতভাবে তাঁর শয়নকক্ষে ছিলেন, পাশেই ছিল গৃহকর্তার ঘর এবং মিসেস ম্যাকাট্টার নাক ডাকার শব্দ স্পষ্টতই শোনা যাচ্ছিল তখন। লেডি জুলিয়া বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁর ছেলেই অপরাধী। অতএব এরপর দুটি সম্ভাবনা থেকে যায়। হয় চার্লি নক্সাগুলো ডেস্কের ওপর না রেখে নিজের পকেটে সেগুলো চালান করে দিয়েছিল। কিন্তু সেটা সম্ভবও নয়, কারণ আপনি তো নিজেই বলেছিলেন, তার সেরকম ইচ্ছে থাকলে আগেই সে নক্সাগুলো কপি করে রাখতে পারত, কেউ টেরও পেত না; কিম্বা নক্সাগুলো ডেস্কের ওপরেই ছিল, আপনি যখন ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন সেই জায়গা থেকে নক্সাগুলো আপনার পকেটেই যাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে এখন সবই পরিষ্কার। সেই ছায়ামূর্তির ওপর আপনার জোর দেওয়া, চার্লিলের নির্দোষিতার ব্যাপারে আপনার সুপারিশ, চার্লিলের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার অনিচ্ছা প্রকাশ, এ সবই আমাকে দারুণ ভাবিয়ে তুলেছিল।'

'তবে একটা ব্যাপারে আমি ধাঁধায় পড়ে যাই—মোটিভটাই বা কি হতে পারে? কেন, কেন নক্সাগুলো চুরি করলেন আপনি! আমার বিশ্বাস আপনি একজন সৎ ও সজ্জন ব্যক্তি, এবং ন্যায়পরায়ণতায় গভীর বিশ্বাসী। আর এ মনোভাব আপনার কথার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছিল—আপনি চেয়েছিলেন, যেন কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি অযথা শাস্তি না পায়। আর এও সত্য যে নক্সাগুলো চুরি হওয়ার ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লে আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তাহলে কেনই বা এই অবিশ্বাস্য চুরির ঘটনা ঘটল? এবং অবশেষে উত্তরটা আমি পেয়ে গেলাম। আর সেই উত্তরটা হলো, কয়েক বছর আগে আপনার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে একটা টালমাটাল অবস্থার সৃষ্টি হয়, বিশ্বের দরবারে তখনকার প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন—ক্ষমতার প্রশ্নে আপনার সঙ্গে কোনো আলোচনাই নাকি হয়নি। ধরা যাক সেটা একেবারেই সত্য নয়, তবু তার পরেও কিছু নথীপত্র অবশিষ্ট থেকে যায়—একটি

গুরুত্বপূর্ণ চিঠি, সম্ভবত সেই চিঠিতে উল্লেখ ছিল, আসলে আপনি তা করেছিলেন, যা আপনি জনসমক্ষে অস্বীকার করেছিলেন পরবর্তীকালে। জনগণের স্বার্থে আপনার সেই অস্বীকারের প্রয়োজন ছিল বৈকি। কিন্তু সেই চিঠিটা হঠাৎ একদিন কোনো ব্যক্তি যদি সেটা কোথাও আবিষ্কার করে বসে, তাহলে তার মনে সন্দেহ জাগতে পারে। এর অর্থ হলো যদি কখনো সর্বোচ্চ ক্ষমতা আপনার হাতে দেওয়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো বদ মতলববাজ লোক সেই অতীতের ঘটনার প্রতিধ্বনি করে সব কিছু ওলট-পালট করে দিতে পারে।'

এখানে একটু থেমে পোয়ারো আবার বলে চলে, 'আমার সন্দেহ, সেই চিঠিটা কোনো বিদেশী সরকারের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ রয়েছে, এবং সেই সরকার এখন আপনার কাছে সেটা নিয়ে সওদা করার প্রস্তাব দিয়েছে—আর সেই সওদা হলো, সেই চিঠিটার বিনিময়ে বোমারু-বিমানের নক্সা তাদের হাতে আপনাকে তুলে দিতে হবে। আপনি নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন, ঐ ভদ্রমহিলাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে আপনার নির্দিষ্ট কোনো কৌশল বলতে কিছু ছিল কিনা, আপনি তা স্পষ্ট করে বলেননি। আপনার সেই বক্তব্য ভদ্রমহিলাকে এখানে আহ্বান করে নিয়ে আসার কারণটা অবিশ্বাস্যভাবে দুর্বল। চুরির ব্যাপারটা আপনারই পরিকল্পিত। তারপর চোরকে টেরেসে দেখতে পাওয়ার ভান করা, এবং একইভাবে চার্লিলের ওপর পুলিশের যাতে কোনো সন্দেহ না জাগে, সেই জন্যে তার হয়ে সাফাই গাওয়া, এসব যুক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে আপনার দুর্বলতার ছাপ। এমন কি চার্লিল যদি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নাও যেত, ডেস্কটা জানালার এত কাছে ছিল যে, জানালার দিকে পিছন করে সে যখন আলমারিতে দরকারি কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছিল সেই সময় চোর জানালাপথে হাত গলিয়ে নক্সাগুলো অনায়াসে চুরি করে নিতে পারত। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো নকল চোরের শরণাপন্ন হতে হয়নি আপনাকে। কাজটা আপনি নিজের হাতেই সেরেছিলেন বুদ্ধি খাটিয়ে। ডেস্কের সামনে এগিয়ে গিয়ে নক্সাগুলো তুলে নিয়ে চালান করে দেন মিসেস ভ্যান্ডারলিনের ড্রেসিং-কেসের মধ্যে, পূর্ব আয়োজিত পরিকল্পনা মাফিক। পরিবর্তে সেই বিপজ্জনক চিঠিটা তিনি আপনার হাতে তুলে দিয়ে যান তাঁর কূট অভিনয়ের মাধ্যমে, চিঠিটা যেন তাঁরই, সেটা তিনি আপনার জিম্মায় দিয়ে যান আপনার মেল-ব্যাগের সঙ্গে পোস্ট করার জন্যে।'

এবার পোয়ারো নীরব হলো। এবং তাকে চুপ করে যেতে দেখে মুখ খুললেন লর্ড মেফিল্ড, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, সত্যিই আপনার জ্ঞান অপরিসীম এবং সম্পূর্ণ। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে জঘন্য লোক ভেবেছেন, যা মুখে উচ্চারণ করা যায় না।'

'না, না তা নয় লর্ড মেফিল্ড। আমার ধারণা, আমি যা বলেছি সেটাই ঠিক—আপনি একজন অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি। গতকাল রাত্রে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার সময় হঠাৎ কথাটা আমার মনে হয়। আপনি একজন প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনীয়ার। আমার ধারণা, সেই বোমারু-বিমানের স্পেসিফিকেসনে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু পরিবর্তন করা হয়ে থাকতে

পারে, আর সেই পরিবর্তন এমনি সুচারুভাবে করা হয়েছিল যে, বোমারু-বিমানের মেশিনটা কেন সাফল্য আনতে পারল না, তার কারণ ঠাওর করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোনো এক বিদেশী শক্তির কাছে এ ধরনের বোমারু-বিমান যে ব্যর্থ বলে মনে হবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, এটা তাদের হতাশ করবেই।'

আবার সেই নীরবতা—তারপর বললেন লর্ড মেফিল্ড, 'এবং আপনিও অত্যন্ত চতুর মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি কেবল একটা জিনিস আপনাকে বিশ্বাস করতে বলব। আমার নিজের প্রতি যথেষ্ট আস্থা আছে। আমি বিশ্বাস করি, ইংলন্ডের যে দুর্দিন আসছে, তার যথাযথ মোকাবিলা করার জন্যে, দেশকে সঠিক পথে চালনা করার জন্যে আমার মতে একজন ব্যক্তির অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আমি যদি সততার সঙ্গে বিশ্বাস না করতাম দেশের হাল ধরার জন্যে আমার প্রয়োজন আছে তাহলে আমি যা করেছি তা কখনোই করতাম না—একটু চতুর চালাকির মাধ্যমে আমি উভয় বিশ্বেরই ভাল করেছি, উপকার করেছি—সর্বোপরি আমি আমার নিজের পতন রোধ করতে পেরেছি।'

'মঁসিয়ে লর্ড', প্রত্যুত্তরে বলল পোয়ারো, 'আপনি যদি উভয় বিশ্বের ভালই না করতে পারলেন, তাহলে কখনোই আপনি রাজনীতিবিদ হতে পারতেন না!'

ক্ল্যাপহাম রাঁধুনীর অভিযান

THE ADVENTURE OF THE CLAPHAM COOK

'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ক্ল্যাপহ্যাম কুক' ১৯২৩ সালের ১৪ই নভেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় ''দ্য স্কেচ'' পত্রিকায়।'

এরকুল পোয়ারোর সঙ্গে একঘরে থাকার সময় আমার অভ্যাস হলো, প্রভাতী সংবাদপত্র 'ডেলি ব্লেয়ার'-এর হেডলাইনগুলো জোরে জোরে পড়ে যাওয়া। এই 'ডেলি ব্লেয়ার' কাগজে সারা জাগানোর মতো প্রচুর খবরের খোরাক থাকে। ডাকাতি কিংবা খুনের মতো কোনো দুর্বোধ্য কেসের ঘটনা পেছনের পৃষ্ঠায় থাকে না। বরং সামনের পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা খবরগুলো অবশ্যই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য। যেমন :

...পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে সিকিউরিটি বন্ড পলাতক ব্যাঙ্ক ক্লার্কের নিরুদ্দেশ হওয়া, খবরটা পড়লাম। তারপরের

খবর—গ্যাস-ওভেনে স্বামীর মাথা রাখার খবর। অসুখী পারিবারিক জীবন। টাইপিস্ট উধাও। একুশ বছরের সুন্দরী যুবতী। এডনা ফিল্ড কোথায়?...

'পোয়ারো, তোমার পছন্দমতো প্রচুর খবর রয়েছে এর মধ্যে। যেমন ধরো, পলাতক ব্যাঙ্ক ক্লার্ক, রহস্যজনক আত্মহত্যা, উধাও হয়ে যাওয়া টাইপিস্ট—কোনটা তোমার পছন্দ?'

'শান্ত মেজাজে বসেছিল আমার বন্ধু। তেমনি শান্তভাবে মাথা নাড়ল সে। 'এ সবের কোনোটাই তেমনভাবে আমাকে আকর্ষণ করে না। আজ আমি সহজভাবে জীবনযাপন করতে চাই। আমাকে প্রলোভিত করতে হলে খুবই আকর্ষণীয় সমস্যার কেস দিতে হবে, নচেৎ নয়। তাছাড়া দেখো, আজ আমার নিজস্ব কতকগুলো কাজ সারতে হবে।'

'যেমন?'

'যেমন আমার পোশাকগুলো হেস্টিংস। যদি আমি না ভুল করে থাকি, আমার নতুন ধূসর রঙের স্যুটে গ্রীসের দাগ লেগেছে—কেবল একটাই দাগ, কিন্তু আমার অসুবিধা হওয়ার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। তারপর রয়েছে আমার শীতের ওভারকোট—ওটা আমাকে কিটিং পাউডার দিয়ে অবশ্যই ধোলাই করতে হবে। আর তাই ভাবছি, হ্যাঁ, আমি ভাবছি—আর আমার গোঁফ পরিচর্যা করার পর তা দেওয়ার জন্য পোমেড লাগাব।

'ঠিক আছে', ধীরে ধীরে জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমার এই ঝটিকা কর্মসূচী তুমি সম্পন্ন করতে পারবে কিনা। ওই শোনো বেল বাজছে। মনে হয়, তোমার একজন মক্কেল এলো।'

'ব্যাপারটা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ না হলে আমি কেস স্পর্শ করব না', সসম্মানে ঘোষণা করল পোয়ারো।

পরমুহূর্তেই আমাদের একান্ত আলোচনায় বাধা পড়ল একজন লাল মুখের শক্তসমর্থের মহিলার দ্রুত প্রবেশে। 'আপনিই কি মঁসিয়ে পোয়ারো?' একটা চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ ম্যাডাম, আমিই এরকুল পোয়ারো।'

'মনে মনে আমি যেরকম ভেবেছিলাম আপনি ঠিক সেই রকমটি মোটেই নন', তার দিকে কতকটা অসন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে তাকাল ভদ্রমহিলা। 'আপনি কি কখনো সামান্য একটু সময়ের জন্যও কাগজের ওপর চোখ রেখেছেন? রাখলে দেখতে পেতেন কাগজগুলো প্রায়ই বলে থাকে আপনি নাকি একজন বুদ্ধিমান গোয়েন্দা।'

'দেখুন ম্যাডাম।' উঠে দাঁড়ায় পোয়ারো।

'আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, আজকালকার কাগজগুলো কি লিখছে।

আপনি একটা সুন্দর লেখা পড়তে শুরু করেছেন। "একজন বধূ তার অবিবাহিত বন্ধু কি বলেছে," আর এটা একটা স্রেফ সহজ-সরল ব্যাপার—হয়তো আপনি কেমিস্ট-এর কাছে গেলেন এবং আপনার মাথায় সেই শ্যাম্পু ব্যবহার করলেন। মুখ দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এর জন্য কোনো দোষ ধরা হয়নি। এখন আমি আপনাকে দিয়ে কি করাতে চাই বলছি শুনুন। আমার রাঁধুনীকে খুঁজে বার করতে হবে আপনাকে।'

তার দিকে স্থির চোখে তাকাল পোয়ারো। বেশ বুঝতে পারছি, কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারছে না সে। আমি আমার হাসি দমন করতে না পেরে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

'এ সবই ওই ক্ষবিমাউক বিলি-বন্টন ব্যবস্থার কুফল', ভদ্রমহিলা বলতে থাকে, 'চাকর-বাকরদের মাথায় কি যে মতলব ঢুকিয়ে দেয়, টাইপিস্ট হতে চায়, আর কিই বা না হতে চায় তারা? এদের সরকারী ভাতা দেওয়া বন্ধ করতে হবে, সেটাই আমি বলতে চাই। আমার চাকর-বাকরদের অভিযোগ কি আমি সেটা জানতে চাই—সপ্তাহে একদিন বিকেল ও সন্ধ্যায় ছুটি, বিকল্প হিসেবে রোববার পুরো ছুটি। আমাদের মতো একই খাবার তাদের দিতে হবে—আর বাড়িতে কখনো কৃত্রিম মাখন আনা চলবে না, খুব ভাল মাখন আনতে হবে।'

দম নেওয়ার জন্য থামল সে। আর এই সুযোগে পোয়ারো মুখ খুলতে চাইল। উঠে দাঁড়িয়ে সে তার স্বভাবসুলভ গর্বিত ভঙ্গিমায় বলল, 'ম্যাডাম, আমার আশঙ্কা, আপনি বোধহয় ভুল করছেন। ঘরোয়া ব্যাপারে আমি কখনো অনুসন্ধান চালাই না। আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

'সেটা আমি জানি', আমাদের দর্শনপ্রার্থী বলল, 'আগে একটু আমি বলে নিই, আপনাকে আমার রাঁধুনীকে খুঁজে বার করতে হবে! একটা কথাও না বলে বুধবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আর ফিরে আসেনি সে।'

'অতি দুঃখের সঙ্গে আমি আবার বলছি ম্যাডাম, এ ধরনের কেস আমি কখনো নিই না। আপনাকে আমি সুপ্রভাত জানাচ্ছি। আপনি এখন আসতে পারেন।'

এবার আমাদের দর্শনার্থী নাকি সুরে বলে, 'তাই বুঝি? খুব যে গর্বিত দেখছি? আপনার কাজ কি কেবল সরকারী গোপনীয়তা আর অভিজাত নারীদের জুয়েলারি চুরি বা হারিয়ে যাওয়ার কেস হাতে নেওয়া? আপনাকে বলে রাখছি, আমার মতো মহিলার প্রতিটি চাকর-বাকরই অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকগুলোর মতোই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মতো নারী হীরে আর মুক্তোসহ গাড়িতে চড়ে বাইরে যেতে পারে না। একজন ভাল রাধুনী ভাল রাঁধুনীই বটে। আর আপনি যখন তাদের কাউকে হারান, সেটা অভিজাত কোনো নারীর মুক্তো কিংবা হীরে হারানোর সামিল।'

এক কি দু'দণ্ড পরে পোয়ারোর মর্যাদা আর তার কৌতুকবোধের মধ্যে টস করার উপক্রম হলো। শেষ পর্যন্ত হেসে উঠে সে আবার তার চেয়ারে বসে পড়ল।

'ম্যাডাম, আমি ভুল করেছি, আর আপনিই ঠিক। আপনার মন্তব্য যথাযথ আর বুদ্ধিদীপ্ত। মনে হচ্ছে কেসটার মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে। এখনো পর্যন্ত ঘরোয়া কোনো কিছু হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি তদন্ত করিনি। সত্যি কথা বলতে কি এটা একটা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাই বটে, আপনি আসার একটু আগেই এ নিয়ে আমি আমার উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনাও করছিলাম। আপনি বলেছেন এই কুক জুয়েলটি গত বুধবার বেরিয়ে যায়, আর ফিরে আসেনি। তার মানে গত পরশুদিন থেকে, এই তো?'

'হ্যাঁ, ওটা ছিল তার বাইরে যাওয়ার দিন।'

'কিন্তু ম্যাডাম, সম্ভবত কোনো দুর্ঘটনায় পড়েও তো থাকতে পারে সে। আপনি কি কোনো হাসপাতালে খবর নিয়েছেন?

'গতকাল ঠিক এই রকমই ভাবছিলাম। কিন্তু আজ সকালে সে তার বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে যেতে লোক পাঠায়। এর বেশি এক লাইন চিঠি লেখারও প্রয়োজন বলে মনে করেনি সে। আমি তখন মাংস কিনতে কসাই-এর দোকানে বেরিয়ে যাই। তবে বাড়িতে থাকলে তার বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে যেতে দিতাম না।'

'তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?'

'মাঝ-বয়সী সে, শক্ত সমর্থ চেহারা, কালো চুলে ধূসর রঙের আভাস-অত্যন্ত সম্মানিত। সে তার শেষ কাজের জায়গায় দশ বছর ছিল। নাম তার এলিজা ডান।'

'আচ্ছা বুধবার তার সঙ্গে আপনার কোনো মতবিরোধ হয়েছিল?'

'না, সেরকম কোনো ব্যাপারই নয়। আর তাতেই তো বিস্ময় জাগছে।'

'ম্যাডাম, আপনার বাড়িতে আর কতজন চাকর-বাকর আছে, জানতে পারি?'

'দু'জন। হাউস-পার্লার মেড এ্যানি, চমৎকার মেয়ে সে। একটু যা অমনোযোগী আর তার মাথায় কেবল যুবকদের চিন্তা, তা এ বয়সে ওরকম হয়েই থাকে। তবে কাজের ব্যাপারে সে খুব ভাল পরিচারিকা।'

'এই মেয়েটি আর রাঁধুনীর মধ্যে ভাল বনিবনা ছিল তো?'

'তাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি লেগেই থাকত—তবে সামগ্রিক দিক থেকে তাদের সম্পর্কটা খুবই ভাল ছিল।'

'তা এই মেয়েটি এই রাঁধুনীর নিরুদ্দেশ হওয়ার রহস্যের ব্যাপারে কোনো আলোকপাত করতে পারে না?'

'কিছুই বলেনি সে। কিন্তু আপনি তো জানেন চাকর-বাকররা কি রকম হয়—তারা সবাই এককাট্টা।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, অবশ্যই এদিকটা আমাদের দেখতে হবে। ম্যাডাম, আপনি কোথায় থাকেন যেন বললেন?'

'ক্ল্যাপহ্যামে। ৮৮, প্রিন্স অ্যালবার্ট রোড।'

'ধন্যবাদ ম্যাডাম। আপনি এখন যেতে পারেন। আর আজই আপনার বাড়িতে আপনি আমাকে দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারেন।'

আমাদের নতুন বন্ধু মিসেস টড প্রস্থান করল অতঃপর। কতকটা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল পোয়ারো।

'দেখো হেস্টিংস, তুমি যাই বলো না কেন, এটা একটা মহৎ কাজ। ক্ল্যাপহ্যাম কুকের নিরুদ্দেশ হওয়া! আমাদের বন্ধু ইন্সপেক্টর জ্যাপ কখনোই এ খবর শুনতে চাইবে না!' তারপর সে আয়রন গরম করতে দেয় এবং অতি সতর্কতার সঙ্গে ব্লটিং পেপার দিয়ে সে তার ধূসর স্যুটের ওপর থেকে গ্রীসের দাগটা তুলল। দুঃখের সঙ্গে সে তার গোঁফে তা দেওয়া মুলতুবি রেখে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ক্ল্যাপহ্যামের উদ্দেশে রওনা হলো তারপর।

প্রিন্স অ্যালবার্ট রোডের বাড়িগুলো ছোট ছোট। জানালায় লেসের পর্দা ঝুলে থাকতে দেখা গেল। ৮৮, নম্বর বাড়িতে বেল বাজাতেই একটি সুন্দর মুখের পরিচারিকা দরজা খুলে দেয়। আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মিসেস টড হলঘরে এসে হাজির হলো।

'যেও না এ্যানি', চিৎকার করে উঠল ভদ্রমহিলা। 'এই ভদ্রলোক একজন গোয়েন্দা। উনি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চান।'

এ্যানির মুখ দেখে মনে হলো সে তার চাপা উত্তেজনা দমন করতে চাইছে, ভেতরে ভেতরে সতর্ক হতে চাইছে।

'ধন্যবাদ ম্যাডাম,' মাথা নিচু করে বলল পোয়ারো।' এখনি আমি আপনার পরিচারিকাকে প্রশ্ন করতে চাই আর অনুমতি পেলে আমি ওকে একা কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

একটা ছোট্ট ড্রইংরুম দেখিয়ে দেওয়া হলো আমাদের। সেখানে আমাদের বসিয়ে মিসেস টড চলে যেতেই পোয়ারো তার জিজ্ঞাসাবাদের পর্ব শুরু করল।

'শোনো মাদামোয়াজেল এ্যানি, তুমি আমাদের যা সব বলবে, সে সবই হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয় কি জান, তুমি হয়তো একাই এই কেসের ওপর আলোকপাত করতে পার। তাই তোমার সহযোগিতা ছাড়া কিছুই আমি করতে পারি না।'

মেয়েটির মুখের ওপর থেকে একটু আগের সতর্ক হওয়া ভাবটা উধাও হয়ে গেল। আর পরিবর্তে তার মুখে ফুটে উঠতে দেখা গেল একটা তৃপ্তিকর উত্তেজনা।

'আমি নিশ্চিত স্যার', বলল সে, 'আমার সাধ্যমতো আমি আপনাকে বলব।'

'খুব ভাল কথা', খুশি হয়ে তার দিকে তাকাল পোয়ারো। 'এখন বলো তোমার নিজস্ব ধারণা কি? তোমার মুখ দেখেই মনে হয়, তুমি একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে! এলিজার নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে তোমার নিজের বক্তব্য কি বলো?'

উৎসাহিত হয়ে উত্তেজিত এ্যানি এবার অনর্গল কথা বলে চলল। 'অসৎ উদ্দেশে মেয়ে চালানকারীদের ব্যাপার জানেন তো স্যার! সেই রাঁধুনী সব সময় আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিত। 'তুমি কি কখনো সুগন্ধ শুঁকেছ, কিংবা কোনো মিষ্টি খাবার খেয়েছ, এ ধরনের প্রশ্ন করে তারা, এইসব লোকেদের ব্যবহার কতো ভদ্রোচিত, সেটা

কোনো ব্যাপার নয়!' এই সব কথা বলতো সে আমাকে। আর এখন তারাই তাকে পেয়েছে! এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সম্ভবত তাকে তুর্কিতে কিংবা প্রাচ্যের কোনো দেশে জাহাজে করে পাচার করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। শুনেছি সেখানে তারা এ ধরনের মেয়েদের খুব পছন্দ করে থাকে।'

মেয়েটির কাছ থেকে প্রশংসা করার মতো এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর পেয়েও কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না পোয়ারো।

'তবে সেক্ষেত্রে—যাইহোক, অবশ্যই এটা একটা ধারণার কথা মনে হতে পারে। আচ্ছা তুমি কি জানো, সে তার ট্রাঙ্ক ফেরত নেওয়ার জন্য কোনো লোক পাঠিয়েছিল কিনা?'

'দেখুন স্যার, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তবে সে তো তার জিনিস ফেরত চাইবেই, এমন কি সেই সব বিদেশের মতো জায়গাতেও?'

'তা ট্রাঙ্কটা নিতে কে এসেছিল—একজন পুরুষ?'

'হ্যাঁ স্যার, কার্টার প্যাটারসন।'

'তা তুমি কি তার জিনিসপত্র প্যাক করে দিয়েছিলে?'

'না স্যার, আগেই প্যাক করে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল।'

'আহ! সেটাই তো মজার ব্যাপার। তার মানে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বুধবার চলে যাওয়ার সময় সে মনোস্থির করে ফেলে ও আর ফিরছে না। এই সহজ ব্যাপারটা তুমি বুঝলে না?'

'হ্যাঁ স্যার।' এ্যানি যেন একটু অবাক হলো। 'এদিকটার কথা আমি একেবারে ভাবিইনি। কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়ে পাচারকারীরা এ দেশে এখনো রয়েছে, তাই না স্যার?' অনেক চিন্তা করে সে তার শেষ মন্তব্যটা যোগ করল।

'নিঃসন্দেহভাবে!' গম্ভীরভাবে বলল পোয়ারো। সে তার কথার জের টেনে আরো বলল, 'তোমরা দু'জনে কি একই শয়নকক্ষে থাকতে?'

'না স্যার, আমাদের দু'জনের আলাদা আলাদা ঘর ছিল।'

'আর একটা কথা, এলিজা তার বর্তমান পদের ব্যাপারে তোমার কাছে কখনো অসন্তোষ প্রকাশ করেনি? তোমরা দু'জনেই এখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিলে তো?'

'চলে যাওয়ার কথা সে কখনো বলেনি। তাছাড়া জায়গাটা তো ভালই—' মেয়েটি একটু ইতস্তত করে শেষে বলেই ফেললো।

'যা বলার খোলাখুলিভাবেই বলো', নরম সুরে বলল পোয়ারো। 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, তোমার মিস্ট্রেসকে আমি বলব না।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই স্যার। গৃহকর্ত্রী খুব ভাল আর খাবারও ভাল দেন। প্রচুর খাবার, কোনো কার্পণ্য নেই। নৈশভোজের জন্য গরম গরম খাবার, বাইরে বেড়ানোর ব্যবস্থা করার মধ্যে কোনো কার্পণ্য করতেন না তিনি। সে যাইহোক, আমার ধারণা, যদি এলিজা সত্যি সত্যি পরিবর্তন চেয়ে থাকতো, তাহলে এ ভাবে চলে যেত না সে, এ ব্যাপারে

আমি নিশ্চিত। অন্তত সে তার কাজের মাসটা পূরণ করতে পারতো। গৃহকর্ত্রী তার বাইরে বেড়ানোর জন্য এক মাসের আগাম বেতন দিয়ে দিতে পারতেন!'

'আর কাজ, খুব কি কষ্টের কিছু ছিল?'

'কাজের প্রসঙ্গ যখন উঠল তাহলে বলি শুনুন, এ ব্যাপারে খুবই সজাগ তিনি। সব সময় ঘুরে ঘুরে দেখেন, কোথাও ধূলো জমে আছি কিনা। তাই আমাদেরও দেখেশুনে কাজ করতে হয় বৈকি। তারপর আছে একজন পেইং গেস্ট, এখানে তাঁর পরিচয় এই রকমই। তবে গৃহকর্তার মতো সকালে একবার প্রাতঃরাশ আর রাতে নৈশভোজ ছাড়া তাঁকে নিয়ে মাথা ঘামাবার আর দরকার হয় না। ওঁরা সবাই সারাটা দিন বাইরে বাইরে কাটাতেন।'

'তুমি তোমার গৃহকর্তাকে পছন্দ করো?'

'ঠিকই আছেন তিনি—অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ, তবে একটু যা কৃপণ স্বভাবের।'

'আমার অনুমান, এলিজা এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় তার শেষ কথাটা তুমি নিশ্চয়ই মনে করতে পার না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি পারি বৈকি। তার শেষ কথাটা হলো এই রকম : ''ডাইনিংরুমে যদি ভাপে সিদ্ধ পীচ ফল থাকে, আমরা সেগুলো নৈশভোজে পেতে পারি, সেই সঙ্গে কিছু নোনা শুয়োরের মাংস আর আলুভাজা।'' ভাপে সিদ্ধ পীচ ফলের জন্য পাগল ছিল সে—'

'বুধবারটা কি তার নিয়মিত বাইরে বেরুনোর দিন ছিল?'

'হ্যাঁ, তার ছিল বুধবার, আর আমার বৃহস্পতিবার।'

এরপর আরো কিছু প্রশ্ন করল পোয়ারো তাকে, তারপর সে জানাল যে, খুশি সে। এ্যানি চলে যেতেই মিসেস টড হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো, তার মুখে একটু কৌতূহল ভাব প্রকাশ পেতে দেখা গেল। এ্যানির সঙ্গে আমাদের আলোচনার সময় তাকে ঘরে থাকতে না দেওয়ার জন্য আমার মনে হলো, তাতে সে একটু অসন্তুষ্ট। যাইহোক, কৌশলে তার সেই মনোভাব বদলানোর জন্য সতর্ক হলো পোয়ারো।

'ব্যাপারটা খুবই অসুবিধের কি জানেন মিসেস টড', সে তখন বোঝাতে থাকে তাকে, 'আমাদের মতো গোয়েন্দারা তদন্তের প্রয়োজনে যে সব কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, আমার ধারণা আপনার মতো অসাধারণ বুদ্ধিমতী মহিলার পক্ষেও ধৈর্য ধরে তা সহ্য করার মতো মানসিকতা থাকে না। আবার বোকা লোকদের ধৈর্য শক্তি সহ্য করা আমাদের কাছে আরো কঠিন ব্যাপার।'

এইভাবে কথা বলে মিসেস টডের মন ভোলাবার পর তার স্বামীর প্রসঙ্গে এলো পোয়ারো। আলোচনায় জানা গেল, ভদ্রমহিলার স্বামী শহরের একটা ফার্মে কর্মরত এবং সন্ধ্যা ছ'টার আগে বাড়ি ফিরছে না সে।

'এই অভাবনীয় ঘটনার জন্য নিঃসন্দেহে আপনার স্বামী অশান্তিতে ভুগছেন আর খুবই চিন্তিত, তাই নয় কি?'

'না, কখনোই চিন্তিত হয় না সে,' অনুযোগ করে বলল মিসেস টড। তার কি বক্তব্য জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো? ''ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা আর একটা রাঁধুনী পেয়ে যাবো,''—এই বলেই খালাস সে। এতোই সে শান্ত আর নিরুত্তাপ যে, এক-এক সময় আমার খুবই বিরক্ত লাগে তাকে।'' ''এক অকৃতজ্ঞ মহিলা, সে আরো বলে, ''ভালই হয়েছে, তার হাত থেকে আমরা রেহাই পেয়ে গেছি।'' শুনুন তার কথা!'

'ম্যাডাম, বাড়ির অন্য সঙ্গীদের খবর কি?'

'আমাদের পেইং গেস্ট মিঃ সিম্পসনের কথা বলছেন তো? ভাল কথা, সে তার প্রাতঃরাশ আর নৈশভোজ ঠিকমতো পেলেই খুশি, তার আর কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই।'

'তা ওঁর পেশা কি ম্যাডাম?'

'একটা ব্যাঙ্কে কাজ করে সে।' ব্যাঙ্কের নাম বলল ভদ্রমহিলা, ব্যাঙ্কের নামটা শোনা মাত্র আমি একটু অবাক হয়ে তাকালাম, আজকের ''ডেলি ব্রেয়ার'' সংবাদপত্রের পর্যবেক্ষণের কথাটা মনে পড়ে গেল আমার।

'তিনি কি যুবক?'

'আমার বিশ্বাস, তার বয়স প্রায় আঠাশ হবে। চমৎকার যুবক সে।'

'বেশ তো, ওঁর সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই, আর আপনার স্বামীর সঙ্গেও, অবশ্য যদি সেরকম সুযোগ পাই। এর জন্য আজ সন্ধ্যায় আমি আবার আসব। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে আপনি খুবই ক্লান্ত ম্যাডাম। তাই আমি বলি কি, আপনি এখন একটু বিশ্রাম নিন।'

'হ্যাঁ, আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম। প্রথমত এলিজার ব্যাপারে আমি খুবই উদ্বিগ্ন। তারপর গতকাল সারাটা দিন বাস্তবিক আমার ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। সেটা কিসের জন্য জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো? আমার রোজকার কাজ তো আছেই, তার ওপর এলিজা চলে যাওয়াতে বাড়ির অনেক কাজই আমাকে সারতে হয়েছে, কারণ এ্যানি তো আর সব কাজ করতে পারে না। তাছাড়া আমার আশঙ্কা, এ অবস্থায় সেও না আবার কাজ ছাড়ার নোটিশ দিয়ে বসে। এ সবের জন্যই আমি ক্লান্ত, খুবই ক্লান্ত!'

সহানুভূতি প্রকাশ করল পোয়ারো। তারপর আমরা তখনকার মতো চলে এলাম সেখান থেকে।

ফেরার পথে আমি বললাম, 'এ এক অদ্ভুত মিল যেন। পলাতক ব্যাঙ্ক ক্লার্ক ডেভিস একই ব্যাঙ্কের কর্মী সিম্পসনের মতো। তোমার কি মনে হয় না, এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে?'

হাসল পোয়ারো। 'একদিকে অনুপস্থিত ক্লার্ক, অপর দিকে উধাও হয়ে যাওয়া রাঁধুনী। যদি না সিম্পসনের কাছে ডেভিস এসে থাকে, এবং রাঁধুনীর প্রেমে পড়ে থাকে, আর তাকে তার সঙ্গে তার বিমানে সহযাত্রী হতে অনুরোধ করে থাকে, এছাড়া এদের দু'জনের মধ্যে কোনো সম্পর্কের কথা বিশ্বাস করা কঠিন।'

হাসলাম আমি। কিন্তু তেমনি গম্ভীর রয়ে গেল পোয়ারো।

'হয়তো সে খারাপ কাজ করে থাকতে পারে', দোষারোপ করল পোয়ারো, 'মনে রেখো হেস্টিংস, তুমি যদি কখনো নির্বাসনে যাও, তখন দেখবে, সুন্দরী মুখের রমণীর থেকে একজন রাঁধুনী অনেক বেশি আরামদায়ক বলে মনে হবে তোমার!' এক মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে সে আবার বলে উঠল, 'এ যেন এক রহস্যময় কেস, সব কিছুই বিতর্কিত। এ কেসের ব্যাপারে আমি আগ্রহী—হ্যাঁ, স্পষ্টভাবে বলছি আমি ভীষণভাবে আগ্রহী।'

সেই দিনই সন্ধ্যায় আমরা আবার ফিরে এলাম ৮৮ নম্বর প্রিন্স অ্যালবার্ট রোডে এবং মিস্টার টড ও সিম্পসন দু'জনেরই সাক্ষাৎকার নিলাম। চল্লিশোর্ধ টডকে কেমন যেন মন-মরা বলে মনে হলো।

'ওহো! হ্যাঁ, হ্যাঁ,' ভাসা ভাসা উত্তর তার। 'এলিজার কথা বলছেন? হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস ভাল রাঁধুনী ছিল সে। আর সে ছিল খুবই হিসেবী। হিসেব করে চলার পক্ষে তার প্রতি আমার জোরালো সমর্থন আছে।'

'হঠাৎ কেনই বা আপনাদের ছেড়ে চলে গেল সে, অনুমান করতে পারেন?'

'ওহো, পারি বৈকি', এবারেও মিঃ টডের অস্পষ্ট উত্তর, 'জানেন, এই সব চাকর-বাকররা এক জায়গায় চিরকাল টিকে থাকতে পারে না, ওদের স্বভাবই নিত্য নতুন বাড়ি বদলানো। কিন্তু আমার স্ত্রী তা মানতে চায় না, বড্ড বেশি চিন্তা করে ও, আর অহেতুকও বটে। কিন্তু আমার মতে সত্যি করে বলতে কি এসব সমস্যা মেটানো খুবই সহজ। আরে বাবা একটা রাঁধুনী কাজ ছেড়ে চলে গেছে তো কি হয়েছে অন্য আর একজনকে রেখে দাও! আমার স্ত্রীকেও তাই বলেছি। ব্যাস, এই আর কি। নষ্ট হয়ে যাওয়া দুধ নিয়ে হৈ-চৈ-এর কোনো মানে হয় না।'

মিঃ সিম্পসনও সমানভাবে সহযোগিতা করল। তেমন আকর্ষণীয় চেহারা নয় তার। চোখে চশমা আছে।

'আমার মনে হচ্ছে, তাকে আমি অবশ্যই দেখেছি,' বলল সে, 'বয়স্কা মহিলা তাই না? তবে অবশ্যই আমি সব সময়েই অন্য আর একটি মেয়েকে দেখে থাকি, সে হলো এ্যানি, ভারি চমৎকার মেয়ে ও। বড় বাধ্য মেয়ে।'

'আচ্ছা, ওদের পরস্পরের মধ্যে ভালরকম বোঝাপড়া ছিল তাই না?'

উত্তরে মিঃ সিম্পসন বলে, এ ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই, তাই সে কিছু বলতে পারবে না, তার অন্তত তাই মনে হয়।

বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে গিয়ে পোয়ারো হতাশ সুরে বলে উঠল, 'এখানে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য আমরা পেলাম না। তাই ওদের দু'জনের অসফল সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর আমাদের ফিরতে দেরী হলো মিসেস টডের আবির্ভাবে। সেদিন সকালে সে যা যা বলেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি করল সে সন্ধ্যায়, তবে আগের থেকে অনেক বেশি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে।

'তুমি কি বিরক্ত?' জিজ্ঞেস করলাম। 'তুমি কি কিছু শোনাবার জন্য আশা করেছিলে?'

মাথা নাড়ল পোয়ারো। 'অবশ্যই একটা সম্ভাবনা ছিল,' উত্তরে বলল সে। 'তবে সেই সম্ভাবনার কথা আমি খুব কমই ভেবেছিলাম।'

পরবর্তী ঘটনা হলো একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে। সেই চিঠিটা পোয়ারো পায় পরদিন সকালে। চিঠিটা পড়ে রাগে তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। পড়া শেষে আমার হাতে চিঠিটা তুলে দেয় সে।

মিসেস টড দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছে, পোয়ারোর কাজ তার আর প্রয়োজন হবে না। এ ব্যাপারে তার স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করে সে দেখেছে, স্রেফ একটা ঘরোয়া ব্যাপারে গোয়েন্দা নিয়োগ করা বোকামো বই কিছু নয়। চিঠির সঙ্গে পোয়ারোর পরামর্শের পারিশ্রমিক বাবদ এক গিনির একটা চেক পাঠিয়েছে সে।

'আহা!' রাগে চিৎকার করে ওঠে পোয়ারো। 'ওরা ভেবেছে কি! এইভাবে বুঝি এরকুল পোয়ারোর কাছ থেকে রেহাই পেয়ে যাবে? নেহাতই অনুগ্রহ করে দু' আড়াই পেনির কেসের তদন্তের ভার নিতে সম্মত হয়েছিলাম। আর এখন একটা ছোট চিঠি লিখে ওরা আমাকে বরখাস্ত করে দেবে? এখানে যদি না আমি ভুল করে থাকি, এ ব্যাপারে মিস্টার টডের হাত আছে কেউ যদি বলে—আমি কিন্তু বলব না। ছত্রিশবার বলব না! আমি আমার নিজের গিনি খরচ করব—প্রয়োজন হলে ছত্রিশশো খরচ করব, এ ব্যাপারে আমি শেষ দেখতে চাই।'

'হ্যাঁ, তা তো দেখবে', আমি বললাম, 'কিন্তু কি ভাবে?'

একটু শান্ত হয়ে বলল পোয়ারো, 'খবরের কাগজে আমরা বিজ্ঞাপন দেব। দেখি কি হয়—হ্যাঁ, এই রকম একটা কিছু করতে হবে। এই ঠিকানায় যদি এলিজা ডান যোগাযোগ করে তারই স্বার্থে কিছু একটা শুনবে সে। এর মধ্যে তুমি একটা কাজ করো হেস্টিংস, তুমি যা ভাল বোঝো সব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও। তারপর আমি আমার নিজের মতো করে আরো একটু তদন্ত সেরে নেব। যাও, এখনি যাও, সব কাজ খুব তাড়াতাড়ি সারতে হবে।'

সন্ধের আগে পর্যন্ত আমি আর তাকে দেখতে পাইনি। সে এতক্ষণ কোথায় ছিল, আমি তাকে নিজের থেকে জিজ্ঞেস করলাম না। তবে সে নিজের থেকেই বলতে শুরু করল, এতক্ষণ সে কি করছিল।

মিঃ টডের ফার্মে আমি খবর নিয়েছি, বুধবার অনুপস্থিত ছিল না সে। আর তার স্বভাব-চরিত্র বেশ ভালই। তারপর ব্যাঙ্কে খবর নিয়ে জেনেছি পরদিন বৃহস্পতিবার সিম্পসন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাই ব্যাঙ্কে যেতে পারেনি। কিন্তু বুধবার ব্যাঙ্কে সে হাজিরা দেয় ঠিকই। ডেভিসের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব খুব। অস্বাভাবিক কিছুই নয়। সেখানে যে কোনো ক্লু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না—না, একেবারেই না। এখন আমাদের নির্ভর করতে হবে বিজ্ঞাপনের ওপর।'

শীর্ষস্থানীয় সব সংবাদপত্রেই বিজ্ঞাপনটা বেরুল। পোয়ারোর নির্দেশে এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিনই এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকবে। একজন রাঁধুনীর অনুপস্থিতির মতো আগ্রহহীন এমন একটা ব্যাপারে তার এমন কৌতূহল অভূতপূর্ব, তবে আমি উপলব্ধি করলাম, সে তার সম্মানের খাতিরে যতক্ষণ না সফল হচ্ছে, মুখ খুলবে না। এই সময় আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেস তার হাতে এলো, কিন্তু সবই সে নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল। এখন প্রতিদিন তার কাজ হলো সকালের ডাকে আসা চিঠিগুলো দ্রুত খোলা, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়া।

তবে অবশেষে একদিন আমাদের ধৈর্যের পুরস্কার পাওয়া গেল। বুধবার মিসেস টডের চলে যাওয়ার পরেই আমাদের ল্যান্ডলেডি জানাল, এলিজা ডান নামে একটি মেয়ে এসেছে।

'তাই নাকি?' চিৎকার করে ওঠে পোয়ারো, 'যান এখনি তাকে নিয়ে আসুন। হ্যাঁ, এখনি!'

আমাদের ল্যান্ডলেডি ত্রস্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং দু'-এক মিনিট পরেই মিস ডানকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। দীর্ঘাঙ্গী, শক্ত সমর্থ চেহারা, এবং দেখতে সম্মানিত নারীর মতোই।

'বিজ্ঞাপনের উত্তরে আমি এসেছি', বলল সে। 'ভাবলাম, আমাকে কেন্দ্র করে নিশ্চয়ই কিছু কেলেঙ্কারি কিংবা ওই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে থাকবে। আর সম্ভবত আপনি হয়তো জানেন না, আমি একটা উইলবলে কিছু সম্পত্তি পেয়েছি।'

মনযোগসহকারে তাকে অনুধাবন করছিল পোয়ারো। একটা চেয়ার এগিয়ে দিল মেয়েটির উদ্দেশে সে।

'আসল ব্যাপারটা হলো', ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেয়েটিকে বলল পোয়ারো, 'তোমার প্রাক্তন গৃহকর্ত্রী মিসেস টড তোমার ব্যাপারে ভীষণ উদ্বিগ্ন। তাঁর আশঙ্কা, বোধহয় তোমার কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে।'

দারুণ আশ্চর্য হলো এলিজা ডান। 'কেন, তিনি আমার চিঠি পাননি?'

'না, চিঠি পাওয়া তো দূরের কথা, এমন কি একটা খবর পর্যন্ত নয়।' একটু থেমে সে আবার বলে, 'সমস্ত ঘটনাটা আমাকে খুলে বলো, বলবে না?'

সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনার দীর্ঘ বর্ণনা দিতে শুরু করল এলিজা ডান। 'বুধবার রাত্রে আমি বাড়ি ফিরছিলাম, আর বাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম। আর ঠিক তখনি এক ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে দেন। ভদ্রলোক দীর্ঘদেহী, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, মাথায় বড় একটা টুপি। ''মিস এলিজা ডান?'' জিজ্ঞেস করে সে, 'হুঁ' ছোট্ট উত্তর দিই আমি। ''৮৮'' নম্বর বাড়িতে আমি তোমার খোঁজ করেছি,' ভদ্রলোক বলেন, ''তাঁরা বলেন, তোমার নাকি বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে, পথে হয়তো তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেতে পারে। আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে আসছি, বিশেষ করে তোমার সন্ধান করার

জন্য। আচ্ছা, তুমি তোমার দিদিমার বিয়ের আগের মিস ডান, মানে কুমারী নাম কি জান?" "জেনি এমোট", আমি বলি। "ঠিক তাই", বললেন তিনি, "এখন শোনো মিস ডান, তুমি হয়তো একটা ঘটনার কথা জান না, তোমার দিদিমার একজন মহান বন্ধু ছিলেন, এলিজা লীচ। সেই বন্ধুটি অস্ট্রেলিয়ায় যান এবং এক বিরাট বিত্তবান পুরুষকে বিয়ে করেন। তাঁর দুটি সন্তান শিশুকালেই মারা যায় এবং তিনি তাঁর স্বামীর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। কয়েক মাস আগে তিনিও মারা যান। আর তাঁর উইলে এই দেশে একটি বাড়ি ও বেশ কিছু অর্থের উত্তরাধিকারিণী হয়েছ তুমি।" এখানে একটু থেমে এলিজা আবার বলতে শুরু করল, 'মিনিট খানেকের জন্য আমার মনে কেমন সন্দেহ জাগে, আর মনে হয় তিনি সেটা লক্ষ্য করে থাকবেন, কারণ সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৃদু হেসে বলে ওঠেন, "মিস ডান, তোমার মনে সন্দেহ জাগাটাই স্বাভাবিক। যাইহোক, এই দেখো আমার পরিচয়পত্র।" মেলবোর্নের উকিলদের এক প্রতিষ্ঠান হার্স্ট অ্যান্ড ক্রুচেট-এর একটা চিঠি ও কার্ড আমার হাতে তুলে দেন তিনি। আর এই ভদ্রলোকই হলেন মিঃ ক্রুচেট।' "তবে এক্ষেত্রে দুটি শর্ত আছে", তিনি বলেন, "জানো আমাদের মক্কেল ছিলেন একটু খামখেয়ালি প্রকৃতির মানুষ। তোমার সেই বাড়ির (বাড়িটা কাম্বারল্যান্ডে) দখল নেওয়ার প্রথম শর্ত হলো, আগামীকাল বারোটার মধ্যেই বাড়ির দখল নিতে হবে। আর অপর শর্তটি তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়—এটা নেহাতই একটা বাধ্যতামূলক, যেমন তুমি আর ঘরোয়া কাজ করতে পারবে না।" আমার মুখ নিচু হয়ে গেল। "ওহ্ মিঃ ক্রুচেট," আমি তখন বলে উঠি, "আমি যে একজন রাঁধুনী। বাড়িতে ওঁরা আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেনি? "শোনো বাছা", তিনি বলেন, "এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আমি ভেবেছিলাম, সম্ভবত তুমি সেখানে সাথী কিংবা গভরনেস হিসেবে কাজ করতে। এ খুবই দুর্ভাগ্য—অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার অবশ্যই।"

'তাহলে আমাকে কি টাকা হারাতে হবে?' চিন্তিত হয়ে বলি। দু'-এক মিনিট কি যেন ভাবলেন তিনি। "সব সময়েই আইনের মারপ্যাচ থাকে মিস ডান", অবশেষে তিনি বলেন, 'উকিল হিসেবে আমরা জানি সেটা। এখানে তোমার উপায় হলো, আজই অপরাহ্নে তোমাকে চাকরী ছেড়ে দিতে হবে।" "কিন্তু আমার মাইনে?" আমি বলি। "প্রিয় মিস ডান", হাসতে হাসতে তিনি বলেন, "এক মাসের মাইনে ছেড়ে দিয়ে যে কোনো সময়ে তুমি তোমার চাকরী ছেড়ে দিতে পার। এই পরিস্থিতিতে হয়তো তোমার গৃহকর্ত্রী তোমার অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারবেন। এখন অসুবিধেটা হচ্ছে সময় নিয়ে! খুব ভাল হয়, তুমি যদি উত্তরের উদ্দেশে এগারোটা পাঁচে কিংস ক্রস থেকে ট্রেন ধরো। আমি তোমাকে দশ পাউন্ড কিংবা ভাড়ার টাকাটা আগাম দিতে পারি। আর স্টেশন থেকে তুমি তোমার নিয়োগকর্তাকে একটা চিঠি লিখতে পার। আমি সেই চিঠিটা তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব। সেই সঙ্গে তোমার অবস্থার কথা আমি ব্যাখ্যা করে বলে দেব।" সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর কথায় রাজী হয়ে যাই। এক ঘণ্টা পরে আমি

ট্রেনে চেপে বসি। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি তখন এমনি হতচকিত যে, আমি তখন বুঝতেই পারছিলাম না, আমি তখন মাথার ওপর ভর করে চলছি, নাকি পায়ে হেঁটে? এমন কি কারলিসল-এ পৌঁছেও আমার তখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোল খাওয়ার মতো, এ কি সত্যি, নাকি কোনো চালাকির ফাঁদে আমি পড়েছি, যা প্রায়ই আপনি খবরের কাগজে পড়ে থাকেন। তবে সেই ভদ্রলোকের দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে দেখি—তারা সত্যিই সলিসিটর, আর সব ঠিক-ঠাক ছিল। সুন্দর ছোট্ট একটা বাড়ি, আর বছরে তিনশো পাউন্ড আয়। এই সব উকিলরা খুব কম খবরই জানত, সেই মাত্র লন্ডন থেকে একটা চিঠি পায় তারা, তাতে নির্দেশ ছিল বাড়ির দখল আমাকে দিতে, আর প্রথম ছয় মাসের জন্য ১৫০ পাউন্ড আগাম দিতে। ওদিকে মিঃ ক্রচেট আমার জিনিসপত্র পাঠালেও আমার গৃহকর্ত্রীর কোনো উল্লেখ নেই। আমার মনে হয়, তিনি আমার ওপর রাগ করেছেন, আর আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত। এমন কি তিনি আমার ট্রাঙ্কটাও রেখে দিয়েছেন, আমার পোশাকগুলো একটা কাগজের পার্সেলে পাঠিয়েছেন। তবে এ কথা ঠিক যে, তিনি আমার চিঠিটা না পেলে হয়তো আমার ওপর তাঁর রাগ একটু কম হতো।'

সেই সুদীর্ঘ ইতিহাস মনোযোগ সহকারে শুনল পোয়ারো। এলিজার কথায় সে সন্তুষ্ট হয়ে সায় দেওয়ার ভঙ্গীমায় মাথা নাড়ল।

'ধন্যবাদ মাদামোয়াজেল। একটু আগে তুমি যা বললে, হ্যাঁ, তোমার নামে একটু কাদা ছোঁড়াছুড়ি হয়েছিল, বেশ যাইহোক, তুমি যে কষ্ট করে এখানে এলে, সে ঋণ পরিশোধ করার অনুমতি যদি দাও আমাকে এলিজা,' মেয়েটির হাতে একটা খাম তুলে দিল সে। তুমি এখনি কাম্বারল্যান্ডে ফিরে যাও?' পোয়ারো আরও বলে, 'এসো, তোমার কানে কানে একটা ছোট্ট উপদেশ দিই—'রান্না কি করে করতে হয়, কখনো ভুলো না যেন। যদি কখনো গন্ডগোল দেখা দেয়, দেখবে এই পেশাটা সব সময়েই কার্যকর বলে মনে হবে।'

'কেমন সহজেই বিশ্বাস করে গেল', আমাদের দর্শনার্থী চলে যাওয়ার পরেই বিড়বিড় করে বলে উঠল পোয়ারো, 'তবে সম্ভবত তাদের সমাজের থেকে খুব বেশি নয়।' তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। তাড়া দিয়ে বলল হেস্টিংস-এর উদ্দেশে সে, 'এসো হেস্টিংস, নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। শীগ্‌গীর একটা ট্যাক্সি ডাক। এই ফাঁকে জ্যাপকে একটা নোট লিখে দিই।'

দরজার মুখে অপেক্ষা করছিল পোয়ারো। সেই সময় ট্যাক্সি সঙ্গে নিয়ে আমি ফিরে এলাম।

'তা আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'বিশেষ দূত মারফত প্রথমেই এই নোটটা পাঠাতে হবে।' সে কাজ সম্পন্ন হলো, এবং ট্যাক্সিতে পুনরায় প্রবেশ করে ট্যাক্সি চালককে ঠিকানাটা বলল পোয়ারো। '৮৮ নম্বর, প্রিন্স অ্যালবার্ট রোড, ক্ল্যাপহ্যাম।'

'তার মানে আমরা আবার সেখানে যাচ্ছি?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমার আশঙ্কা, অনেক বেশি দেরি করে ফেলেছি আমরা। জানো হেস্টিংস, আমার মনে হয়, এতক্ষণে আমাদের পাখি বোধহয় উড়ে গিয়ে থাকবে।'

'তা কে আমাদের সেই পাখিটি জানতে পারি?'

হাসলো পোয়ারো। 'চোখে না পড়ার মতো লোক মিঃ সিম্পসন।'

'কি বললে?' আমি কৈফিয়ত চাইলাম।

'ওহো, পরে সব খুলে বলব, এখন তাড়াতাড়ি এসো হেস্টিংস, তুমি যেন আবার বলো না, এখনো এ সব পরিষ্কার হয়নি তোমার কাছে!'

'রাঁধুনী যে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল, সেটা আমি বুঝতে পারছি', পুরোপুরি মেনে না নিলেও স্বীকার করতে হলো, 'কিন্তু কেন?' কেনই বা সিম্পসন তাকে বাড়ি থেকে বার করে আনতে চাইল? তবে কি সে তার সম্পর্কে কিছু জানত?'

'না, কিছুই সে জানত না।'

'তাহলে?'

'এলিজার কাছে এমন একটা কিছু ছিল, যা সে চাইছিল।'

'অর্থ? অস্ট্রেলিয়ার বিষয়-সম্পত্তি?'

'না বন্ধু—এ একেবারে ভিন্ন ধরনের জিনিস।' এখানে একটু সময় থেমে অবশেষে গম্ভীর গলায় উত্তর দেয় সে, 'স্রেফ একটা টিনের ট্রাঙ্ক।'

আমি তার দিকে অবাক চোখে তাকালাম। বলে কি সে? সুস্থ স্বাভাবিক আছে তো সে? তার বক্তব্য আমার কাছে এমনি অদ্ভুত শোনালো যে, আমার সন্দেহ হলো, আমার পা ধরে সে যেন টানছে, কিন্তু সে তখন একেবারে স্বাভাবিকভাবেই গম্ভীর এবং সিরিয়াস।

'তাহলে সে তো নিশ্চয়ই একটা নতুন ট্রাঙ্ক কিনতে পারত,' বললাম আমি।

'নতুন ট্রাঙ্ক চায়নি সে। এমন একটা ট্রাঙ্ক চেয়েছিল সে, যার কৌলিন্য আছে, আছে ইজ্জত।'

'দেখো পোয়ারো', এবার আমি মৃদু চিৎকার করে বলে উঠি, 'সত্যিই ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আমার দিকে তাকাল সে। 'তোমার স্নায়ুকোষের অভাব ঘটেছে, আর মিঃ সিম্পসন সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই হেস্টিংস। ঠিক আছে, এসো তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি : বুধবার সন্ধ্যায় রাঁধুনীকে প্রলুব্ধ করে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেয় সে। একটা ছাপানো কার্ড আর একটা ছাপানো শীটের নোট সংগ্রহ করা খুবই সাধারণ ব্যাপার। আর ছয় মাসের দেড়শো পাউন্ড আগাম বাড়ি ভাড়া দেওয়াটা তার একটা ফাঁদ মাত্র, তার পরিকল্পনার সাফল্যের প্রতিশ্রুতি মাত্র। মিস ডান তাকে চিনতে পারেনি—মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ, মাথায় বড় আকারের টুপি, আর তার কথায় ঈষৎ কলোনীয় টান

তাকে প্রতারণা করে। এই হলো সেদিনের বুধবারের কর্মসূচী—কেবল একটা তুচ্ছ ঘটনা ছাড়া, যার দ্বারা সিম্পসন নিজেই নিজেকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড মূল্যের বিনিময়ে সিকিউরিটির কাগজ পেতে সাহায্য করে।

'সিম্পসন? কিন্তু এ কাজ তো ডেভিসের—?'

'দয়া করে কথাটা আমাকে শেষ করতে দাও হেস্টিংস। সিম্পসন বেশ ভাল করেই জানত, পরদিন বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এই চুরির কেসটা আবিষ্কৃত হবে, কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের সময় ডেভিস ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে সে। সম্ভবত সেই সময় সেই চুরির কথা সে স্বীকার করে থাকবে। এবং ডেভিসকে হয়তো বলে থাকবে, সিকিউরিটির কাগজগুলো সে ফেরত দেবে। সে যাইহোক, ডেভিসকে সঙ্গে নিয়ে ক্ল্যাপহ্যামে আসতে সফল হয় সে। ওইদিন পরিচারিকা এ্যানির বাইরে বেরনোর দিন। আর মিসেস টড তখন সেলস্-এ ছিলেন। অতএব বাড়িতে তখন কেউ ছিল না। এরপর সেই চুরিটা যখন আবিষ্কার করা হয় এবং জানা যায়, ডেভিস তখন নিরুদ্দেশ, কেসটা তখন আরো জটিল হয়ে পড়ে। ডেভিসই কি চোর? মিঃ সিম্পসন তখন সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায়, সব সন্দেহের বাইরে সে তখন। তারা যেমন তাকে একজন সৎ কর্মী বলে মনে করতো, সেই সুনাম নিয়েই পরদিন ব্যাঙ্কের কাজে অনায়াসে ফিরে যেতে পারে সে।'

'আর ডেভিস?'

একটা অদ্ভুত ভঙ্গিমা করল পোয়ারো। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'মনে হচ্ছে এটা একটা ঠাণ্ডা মাথায় খুনের ঘটনা বলে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। এছাড়া এক্ষেত্রে আর একটা ব্যাখ্যাও হতে পারে। খুনীর পক্ষে একটাই অসুবিধে হলো মৃতদেহ পাচার করা। তবে এ ব্যাপারেও আগে থেকেই সব কিছু ছকে রেখেছিল সিম্পসন। সেদিন বুধবার এলিজা ডান অবশ্যই যে ফিরে আসত (ভাপে সিদ্ধ পীচ ফল সম্পর্কে তার মন্তব্যই একটা প্রমাণ এক্ষেত্রে), কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ট্রাঙ্ক আগে থেকেই গোছগাছ করে রাখার ব্যাপারটা, সেইসঙ্গে পরদিন সেটা নিতে আসার ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে খোঁচা দিয়ে ওঠে। সিম্পসনই বৃহস্পতিবার বিকেলে দড়ি দিয়ে ট্রাঙ্কটা বেঁধে রাখে। এর থেকে কিরকম সন্দেহ জাগতে পারে? একজন রাঁধুনী বাড়ি থেকে চলে যায়, আর পরে সে তার ট্রাঙ্ক নিতে লোক পাঠায়, তার নাম ও ঠিকানা লেখা ট্রাঙ্ক তখন গোছানো ছিল সম্ভবত রেলস্টেশনে পাঠানোর জন্য, যাতে সহজে লন্ডনে পৌঁছে যায়। শনিবার বিকেলে সিম্পসন তার অস্ট্রেলীয় ছদ্মবেশে এসে ট্রাঙ্কটা দাবী করে এবং নতুন করে নাম ও ঠিকানা লেখা একটা লেবেল এঁটে দেয় ট্রাঙ্কের ওপর কোনো এক জায়গায় সেটা পুনরায় পাঠানোর জন্য—ভূয়া ঠিকানা—স্বভাবতই সেটা পড়ে থাকবে স্টেশনে, দাবী করার লোক কেউ আসবে না। কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হলে, একটা সুনির্দিষ্ট কারণে তারা তখন ট্রাঙ্কটা খুলবে, এর থেকে কেবল একটা তথ্যই প্রকাশ পাবে, মুখ-ভর্তি দাড়ি-গোঁফওয়ালা একজন লোক লন্ডনের কাছাকাছি একটা জংশন স্টেশন থেকে সেটা

পাঠিয়েছে। ৮৮ নম্বর প্রিন্স অ্যালবার্ট রোডের সঙ্গে এ কেসের কোনো সম্পর্কই থাকার কথা নয়। আহ! এই হলো আমাদের বিশ্লেষণ।'

পোয়ারোর ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল। আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় সিম্পসন। কিন্তু সে তার অপরাধ এড়িয়ে যেতে পারল না। ওয়ারলেস মারফত আমেরিকায় যাওয়ার পথে অলিম্পিয়ায় আবিষ্কার করা হলো তাকে।

মিঃ হেনরি উইন্টারগ্রীনের নামে লেখা সেই টিনের ট্রাঙ্কটা যথারীতি গ্ল্যাসগোর রেলওয়ে অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন তারা সেটা খোলে, আর তখনি ভাগ্যহীন ডেভিসের মৃতদেহ পাওয়া যায় সেটার ভেতর থেকে।

মিসেস টর্ডের সেই এক গিনির চেকটা আর ভাঙ্গানো হয়নি। তার বদলে সেটা সে ফ্রেমবন্দী করে আমাদের বসবার ঘরে ঝুলিয়ে রেখেছে।

'হেস্টিংস, তুমি বলতে পারো, এটা আমার কাছে একটা সতর্কবাণী, কোনো তুচ্ছ জিনিসকেই কখনো অবহেলা করো না, যেমন এক্ষেত্রে গোড়ায় আমরা তাই করতে যাচ্ছিলাম। একদিকে এক ঘরোয়া রাঁধুনী নিখোঁজ—অপর দিকে ঠাণ্ডা-মাথায় একটা খুন। আমার কাছে অবশ্যই এটা অনেক কেসের মধ্যে একটা অন্যতম আকর্ষণীয় কেস বলে মনে হয় আমার।

হারানো খনি
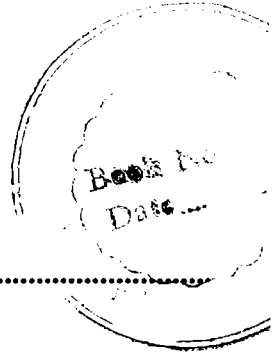
THE LOST MINE

'দ্য লস্ট মাইন' ১৯২৩ সালের ২১ শে নভেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় ''দ্য স্কেচ'' পত্রিকায়।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি আমার ব্যাঙ্ক পাশবইটা টেবিলের একপাশে ফেলে রাখলাম।

'এ যেন ভয়ঙ্কর এক কৌতূহলী ব্যাপার', আমি লক্ষ্য করলাম, 'আমার ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফ্‌ট যেন কখনো বাড়বার নয়!'

'আর এটা তোমাকে অস্থির করে তোলে না? আমার বেলায় আমার যদি এরকম ওভারড্রাফ্‌ট থাকত, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বোধহয় রাত্রে চোখের পাতাগুলো এক করতে পারতাম না, চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে যেত', পোয়ারো তার নিজের বক্তব্য তুলে ধরল এভাবেই।

'আমার মনে হয়, তোমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স সব সময়েই বেশ ভদ্রস্থ অবস্থায় থাকে, তাই না?' আমি সমুচিত জবাব দিতে ছাড়লাম না।

'চারশো চুয়াল্লিশ পাউন্ড চুয়াল্লিশ পেনি', বেশ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলল পোয়ারো। 'এটা যথেষ্ট মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, তাই না?'

'তোমার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের তরফে এটা নিশ্চয়ই পরের মন বুঝে চলার মতো। তুমি যে সব কিছুতেই একটা সুসামঞ্জস্য ধারা বজায় রাখতে চাও আর তোমার সেই আবেগের সঙ্গে স্পষ্টতই তিনি খুবই পরিচিত বলে মনে হয়। লগ্নী করার ব্যাপারে তোমার কি ধারণা, এই ধরো তোমার ওই ব্যাঙ্ক ব্যালান্স থেকে যদি তিনশো পাউন্ড পরকুপাইন অয়েল-ফ্লিডস-এ খাটাও? এই কোম্পানির আজকের কাগজে বিজ্ঞাপিত প্রসপেক্টাসে দেখা গেছে, ওরা আগামী বছর শতকরা একশোভাগ ডিভিডেন্ড দেবে। তুমি এতে আকর্ষণবোধ করছ না?'

'না, আমার কাছে এর কোনো আকর্ষণ নেই', জবাবে পোয়ারো ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, 'আমি লগ্নীতে কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চাই না, আর সস্তায় বাজী মাতও করতে চাই না। আমি এমন জায়গায় টাকা খাটাবো যেখানে কোনো ঝুঁকি নেই।'

'সেকি, তুমি কখনো ফট্‌কা খেলনি, সাট্টা খেলনি?'

'না বন্ধু না, আমি কখনো অমন সর্বনাশা নেশায় মত্ত হইনি।' পোয়ারো জোর গলায় বলল, 'শেয়ার বলতে কেবল ওই বার্মা মাইনস্ লিমিটেডের চোদ্দ হাজার শেয়ার ছিল, তোমার ভাষায় যার তেমন চাহিদা বা জাঁকজমক নেই এখন আর।'

এখানে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল পোয়ারো, তার হাবভাব দেখে মনে হলো, আমার মুখ থেকে উৎসাহ পাবার মতো কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছে সে।

'অ্যাঁ, তাই বুঝি?' আমি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলাম।

''অ্যাঁ নয় হ্যাঁ'', পোয়ারো আরও একটা অজানা খবর শোনালো আমাকে। 'আর একটা কথা শুনে রাখো, ওই সব শেয়ারগুলো কিনতে আমার এক পেনিও খরচ হয়নি। একটা ভয়ঙ্কর জটিল রহস্যের সমাধান করে দেওয়াতে তার পুরস্কার হিসেবে ওই শেয়ারগুলো আমাকে দেওয়া হয়েছিল। তা সেই রহস্যময় গল্পটা শুনতে চাও নাকি?'

'অবশ্যই!'

'বেশ, শোনো তাহলে।'

বার্মার অনেক ভেতরে এই সব তেলের খনিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, রেঙ্গুন শহর থেকে প্রায় দু'শো মাইল দূরে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কয়েকজন চীনা অনুসন্ধানকারীর একটি দল সেই সব তেলের খনির সন্ধান পায় এবং মুসলমান বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত সেগুলো চালু ছিল। পরে ১৮৬৮ সালে তেলের পুরো বেল্টটাই পরিত্যক্ত হয়ে যায়। খনির ভেতর থেকে তুলে আনা দামী সীসা আর রূপো মিশ্রিত আকর থেকে চীনারা করতো কি শুধুই রূপোটা বার করে নিত এবং ধাতুমল হিসেবে আবর্জনাস্বরূপ সীসের অংশটুকু ফেলে দিত। এর পরিমাণ ছিল বিপুল আকারের। তবে এই পরিত্যক্ত সীসা

আকরের খবরটা তখন অপ্রকাশিতই থেকে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে বার্মায় যখন নতুন উদ্যমে খনির সন্ধান শুরু হলো তখন খনির আগেকার মালিকেরা যে আকর থেকে কেবল রূপোটুকু বার করে নিয়ে সীসের অংশটুকু ফেলে দিত সে খবরটা আর অপ্রকাশিত রইল না তখন। কিন্তু খবরটা প্রকাশ পেলে কি হবে, বহুদিন আগে পরিত্যক্ত হবার ফলে ততদিনে প্রচুর জল ঢুকে গেছে খনির ভেতরে। এছাড়াও খনির অনেক জায়গা ধসেও পড়েছে। আর এই কারণেই নতুন খনি খোঁড়ার দলগুলোর বহু চেষ্টার পরেও আগের সেই পরিত্যক্ত খনিটির সন্ধান আর পাওয়া গেল না। এরপরেও আরও অনেক খনি খননকারীর দল এলো। এরকমই একটা দল বহু চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সাফল্য তারা পেল বটে, কিন্তু খনির মূল ভূখণ্ডটি, যেখানে বহু মূল্যবান সীসা সমৃদ্ধ ছিল, সেই অঞ্চলটির সঠিক সন্ধান তখনও পর্যন্ত অধরাই থেকে গেল তাদের কাছে। তখন ওই খনির নাড়ী-নক্ষত্র জানে এমনি এক চীনা পরিবারের সন্ধান পেল তারা। তারা অচিরেই সেই চীনা পরিবারের প্রধান উ লিং-এর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করল।

'বাঃ, বন্ধু তোমার এই ব্যবসায়িক রোমাঞ্চকর কাহিনী রীতিমতো বেশ জমে উঠেছে,' আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে চিৎকার করে উঠলাম।

'তাই নয় কি? তাহলেই বোঝো বন্ধু, যে কেউ স্বর্ণকেশী সুন্দরী মেয়ে ছাড়াও অন্য মেয়ের সঙ্গে রোমান্স চালিয়ে যেতে পারে অনায়াসেই। ওহো না, না, আমি বোধহয় ভুল করছি। কারণ তোমাকে তো আবার লালচুলের সুন্দরী যুবতীরাই বেশি করে উত্তেজিত করে তোলে। তোমার মনে আছে হেস্টিংস, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব নাকি?'

'ওসব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কাজ নেই, তুমি বরং এই নতুন গল্প চালিয়ে যাও, আমি আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছি না,' আমি তাড়াতাড়ি তাগাদা দিলাম পোয়ারোকে।

'ঠিক আছে, সে গল্প পরে আর একদিন না হয় বলা যাবে। এখন চালু গল্পটার জের টানা যাক', এই বলে পোয়ারো তার গল্পের জের টেনে আবার বলতে শুরু করল নতুন করে। 'জানো বন্ধু, এই লিং ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে অনুসন্ধানকারী দল তাঁকে অনুরোধ করল তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য। এই উ লিং ভদ্রলোক পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি যেখানে বাস করতেন সেখানে তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয় একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। এ ব্যাপারে ইচ্ছুক কোম্পানির দালালরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি তাদের সাফ জানিয়ে দিলেন, খনির মালিকানা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র তাঁর হেপাজতেই আছে এবং খনি বিক্রি করতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু, তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, এ ব্যাপারে তিনি কোনো দালালের মধ্যস্থতা পছন্দ করেন না, যারা প্রকৃত ক্রেতা, তিনি শুধু তাদের সঙ্গেই কথা বলবেন, অন্য কারোর সঙ্গে নয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর দাবীই মেনে নেওয়া হলো। ঠিক হলো তিনি ইংলন্ডে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানির পরিচালকদের সঙ্গে মিলিত হবেন।

উ লিং নির্দিষ্ট দিনে 'এস এস আসুন্টা' নামে এক জাহাজে চেপে রওনা হলেন ইংলন্ডের উদ্দেশ্যে। নভেম্বর মাসের কুয়াশাচ্ছন্ন এক শীতের সকালে জাহাজ এসে

ভিড়ল সাউদাম্পটন বন্দরে। উ লিংকে স্বাগত জানাবার জন্য মিস্টার পিয়ার্সন নামে কোম্পানির জনৈক পরিচালক রওনা হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঘন কুয়াশার মাঝে আটকে পড়ে তাঁর ট্রেন যথাস্থানে পৌঁছতে একটু দেরী করে ফেলল। মিস্টার পিয়ার্সনের ট্রেন যখন সাউদাম্পটনে এসে পৌঁছল তার আগেই বিরক্ত হয়ে উ লিং একটা বিশেষ ট্রেন ধরে একাই লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। ওদিকে মিস্টার পিয়ার্সনও তাঁকে না পেয়ে বিরক্ত হয়ে ফিরে এলেন লন্ডনে। কিন্তু উ লিং কোথায় কোন হোটেলে উঠলেন জানতে পারলেন না তিনি। যাইহোক, সেদিনই বেলার দিকে উ লিং ফোন করে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে জানিয়ে দিলেন তিনি রাসেল স্কোয়ার হোটেলে উঠেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে জাহাজ ভ্রমণের ফলে তিনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, পরের দিন সকালে বোর্ড মিটিং-এ ঠিক হাজির থাকবেন।

পরের দিন সকালে ঠিক এগারোটায় কোম্পানির বোর্ড মিটিং শুরু হলো। এই মিটিং-এর একটাই উদ্দেশ্য, বার্মায় তেলের খনি কেনার ব্যাপারে তার বর্তমান চীনা মালিকের সঙ্গে আলোচনা করা। কিন্তু এই মিটিং-এর শুরুর সময় বেলা এগারোটা পেরিয়ে গিয়ে সাড়ে-এগারোটা বেজে যাওয়া সত্ত্বেও উ লিংকে আসতে না দেখে বোর্ডের পরিচালকবৃন্দ খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। সাড়ে এগারোটার পরেও তিনি যখন এলেন না তখন কোম্পানির সেক্রেটারী তাঁর হোটেল 'রাসেল হোটেলে' ফোন করলেন। উত্তরে রিসেপসনিস্ট তাঁকে জানালেন যে, চীনাম্যান উ লিং তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে সাড়ে-দশটার সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছেন। এর থেকে স্পষ্টতই মনে হয় যে, উ লিং কোম্পানির বোর্ড মিটিং-এ যোগ দেবার জন্যে ঠিক সময়েই হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু সকাল গড়িয়ে দুপুর এলো, তবুও তাঁর পাত্তা নেই। তিনি এখানে বিদেশী, তাছাড়া লন্ডনে এই প্রথম তাঁর আসা, তাই অবশ্যই তাঁর পথ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, লন্ডনের রাস্তা-ঘাট তাঁর কিছুই জানা নেই। ওদিকে সেদিন রাত গভীর হয়ে গেলেও হোটেলে ফিরে এলেন না তিনি। তখন সবার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল এবং সবাই যথেষ্ট সতর্ক হয়ে গেল। পিয়ার্সন তখন চুপ করে আর বসে থাকতে পারলেন না, তখন ব্যাপারটা পুলিশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন। তারপরেই পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল। কিন্তু পরের দিনও নিখোঁজ মানুষটির কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে তার পরের দিন সন্ধ্যার দিকে টেমস নদীর জলে সেই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত চীনাম্যানের মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেল। রাসেল হোটেলের কর্মচারীরা সেই মৃতদেহ দেখে উ লিং-এর বলেই সনাক্ত করল। কিন্তু অদ্ভুতভাবে উ লিং-এর পরনের পোশাকের পকেটে কিংবা হোটেলে তাঁর লাগেজপত্তরের মধ্যেও খনি বিক্রি সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না।

লন্ডন পুলিশ তখন দিশেহারা। তারা তাদের নির্দিষ্ট পথে তদন্তের কাজ চালিয়েও এই জটিল রহস্যের কোনো সমাধানসূত্র খুঁজে বার করতে পারল না। এ হেন পরিস্থিতিতে এরপর কি হলো জানো বন্ধু, এ কেসের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে পরতে

হলো। একদিন সেই কোম্পানির অন্যতম পরিচালক মিস্টার পিয়ার্সন আমার কাছে এসে হাজির হলেন। আর এর থেকেই বুঝতে পারছো, এ কেসের তদন্তের সব দায়িত্ব আমার হাতেই অর্পিত হলো। পিয়ার্সনের বেশি করে মাথা ঘামানোর অর্থটা দু'দিন যেতে না যেতেই খুবই স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে। উ লিং-এর খুনের রহস্য নিয়ে যত না মাথা ব্যথা কিংবা চিন্তা, তার চেয়েও তিনি অনেক বেশি চিন্তিত ছিলেন তাঁর কাছে খনি সংক্রান্ত যে সব কাগজপত্র ছিল সেগুলো কিভাবে তাঁর পোশাকের পকেট থেকে কিংবা হোটেলে তাঁর কামরার ভেতর থেকে উধাও হয়ে গেল তাই নিয়ে। তবে পুলিশ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, উ লিং-এর খুনীকে ধরতে পারলে তাঁর কাছ থেকেই সেই সব কাগজপত্র উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। আর এই সব কাগজপত্র নিয়েই উ লিং-এর ইংলন্ডে আসা। পিয়ার্সনের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, অবশ্যই পুলিশের এখন মূল দুশ্চিন্তা হলো কি করে খুনীর সন্ধান পাওয়া যায়, কাগজপত্রগুলো উদ্ধার করাটা হলো তাদের কাছে অপ্রধান, না ঠিক অপ্রধান নয়, খুনীকে ধরার পর সেটা বিবেচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া পুলিশ জানে, কান টানলেই যেমন মাথা আসে, অনুরূপভাবে খুনীকে ধরতে পারলেই কাগজপত্রগুলো তাদের হাতে এসে যাবে। এখন পিয়ার্সন চান আমি যেন পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করি। তাছাড়া কোম্পানির স্বার্থেই আমার কাছে এ রকম একটা দরবার করতেই তাঁর আসা।

'আমি সঙ্গে সঙ্গে পিয়ার্সনের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। পিয়ার্সনের মুখ থেকে সত্য কথা শোনার পর দেখলাম, এ কেসের তদন্তের দু'টি পথ খোলা ছিল আমার কাছে। এক : কোম্পানির যেসব কর্মচারী এই চীনাম্যান উ লিং খনি বিক্রির কাগজপত্র নিয়ে বোর্ড মিটিং-এ অংশগ্রহণ করতে আসছেন, এ খবরটা জেনে গেছল তাঁদের খুঁজে বার করা। দুই : উ লিং যে জাহাজে চেপে লন্ডনে এসেছিলেন তার যাত্রীদের তালিকা সংগ্রহ করা এবং যাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল তাদের খুঁজে বার করা। আমি দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিলাম আর সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলার সিদ্ধান্তে অটল থাকলাম। আমার তদন্তের কাজের ক্ষেত্রে ইন্সপেক্টার মিলারের সঙ্গে পরিচয় হলো, এই কেসের তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছিল তার ওপরেই। দু' দিন মিশেই আমি টের পেয়েছি, এই লোকটা আমাদের সহৃদয় বন্ধু ইন্সপেক্টার জ্যাপের স্বভাব ও আচরণ থেকে একেবারে আলাদা, মিলার লোকটির ধারণা উদ্ভট, তার ওপর তার ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ, বর্বরোচিত, যা সহ্য করা যায় না। তবু পেশাগত ব্যাপারে এই অসভ্য লোকটির সঙ্গেই আমাকে কাজ করতে হয়। ইন্সপেক্টার মিলার আর আমি দু'জনে মিলে উ লিং যে জাহাজে চেপে লন্ডনে এসেছিলেন সেই "এস এস আসুন্টার" যাত্রীদের এক-এক করে জবানবন্দী নিলাম। উচ্চ পদাধিকারী ক্যাপ্টেন, ইঞ্জিনীয়ার, অফিসার থেকে শুরু করে মায় জাহাজের অধস্তন কর্মচারী ও খালাসীদের মধ্যে থেকে কাউকেই বাদ দিলাম না। কিন্তু তাদের বলার কিছুই ছিল না আমাদের। সবার সেই এক কথা, জাহাজে ওঠার পর থেকেই উ লিং সারাটা পথের অধিকাংশ সময়ই একা

নিজের কেবিনে শুয়ে-বসে কাটিয়েছেন। যাত্রীদের মধ্যে যে দু'জনের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন তাদের একজনের নাম ডায়ার, যে খুব একটা ভাল লোক ছিল না, অনেক কুকীর্তি আছে তার, লন্ডন পুলিশের নজর আছে তার ওপর। আর অপরজন হলো চার্লস লেস্টার, পেশায় সে ছিল সামান্য এক কর্মচারী, হংকং থেকে সে ফিরে এসেছিল লন্ডনে। আমাদের ভাগ্য ভাল, তাদের অজান্তে আমরা আমাদের গুপ্ত ক্যামেরায় তাদের ফটো তুলে নিলাম অতি সংগোপনে। সেই সময় মনে হয়েছিল, এই দু'জনের মধ্যে একজন খুব সম্ভবত এই কেসের সঙ্গে জড়িত আছে। আরও চিন্তা-ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত ডায়ারকেই আমি তখনকার মতো প্রমাণিত অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করলাম। আমার এই সিদ্ধান্তের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি ও কারণ ছিল বৈকি! চীনা অসাধু প্রতারকদলের সঙ্গে তার যে যোগাযোগ ছিল সেটা পুলিশের অজানা নয়। এবং সব মিলিয়ে সে একজন অবশ্যই সম্ভাব্য সন্দেহভাজন লোক।'

'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হলো রাসেল হোটেলে যাওয়া, যেখানে উ লিং একদিন ও এক রাত্রি কাটিয়েছিলেন। উ লিং-এর একটা ফটো দেখাতেই হোটেলের কর্মচারীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিনতে পারল এবং সনাক্ত করল। তারপর আমরা ডায়ারের ফটোটা দেখালাম তাদের। কিন্তু আমাদের হতাশ করে দিয়ে হল পোর্টার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, দুর্ঘটনার দিন সকালে যে লোকটি উ লিং-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এ লোক সেই লোক নয়। তারপর কি ভেবে আমি যখন লেস্টারের ফটোটা তাকে দেখালাম, আর এবার সে আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে বলল, এই সেই লোকটা যে সেদিন সকালে উ লিংকে হোটেল থেকে বার করে নিয়ে গেছলো।'

'কে বলল?' আমি ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, 'তুমি ঠিক নিজের চোখে দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ স্যার', দৃঢ়তার সঙ্গে সে আরও বলল, 'এই ভদ্রলোকই সেদিন সাড়ে-দশটার সময় হোটেলে এসে মিঃ উ লিং-এর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল এবং কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হোটেল থেকে বেরিয়ে যান।'

'এই ভাবে আমাদের তদন্তের কাজ এগোতে থাকে। আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হলো চার্লস লেস্টারের সাক্ষাৎকার নেওয়া। তিনি আমাদের সঙ্গে বেশ খোলাখুলিভাবেই মেলামেশা করলেন এবং চীনাম্যানের অকালমৃত্যুর কথা শুনে ভীষণভাবে দুঃখিত হলেন। এবং আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করার আশ্বাস দিলেন। তিনি আমাদের ঘটনার যে বিবরণ দিলেন তা এই রকম : আগে থেকে ব্যবস্থা মতো ঘটনার দিন সকাল সাড়ে-দশটার সময় তিনি মিস্টার উ লিং-এর সঙ্গে দেখা করতে যান। যাইহোক, উ লিং নিজে সশরীরে হাজির হননি। পরিবর্তে তাঁর পরিচারক এসে বলে যে, তার মনিবকে বাইরে বেরোতে হবে এবং সে তাঁকে আরও বলে, সে তাকে তার মনিবের কাছে নিয়ে যেতে পারে। কোনোরকম সন্দেহ না করেই লেস্টার সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। চীনা চাকর তখন একটা ট্যাক্সি যোগাড় করে। তারপর কিছু

সময় তাঁরা ডকের দিকে এগিয়ে যান। হঠাৎ অবিশ্বাসী হয়ে উঠে লেস্টার ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে যান, পরিচারকের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে যান। এ ব্যাপারে তিনি যা জানেন সব কিছু বলার প্রতিশ্রুতি দেন।'

'আপাতদৃষ্টিতে লেস্টারের জবানবন্দীতে সন্তুষ্ট হয়ে আমরা ওঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানালাম এবং সেখান থেকে চলে এলাম। কিন্তু তাঁর সেই বর্ণিত কাহিনী অচিরেই মিথ্যে বানানো বলে প্রমাণিত হলো। প্রথমেই দেখতে পাই, উ লিং একাই লন্ডনে এসেছিলেন, সঙ্গে কোনো চীনা চাকর নিয়ে আসেননি। দ্বিতীয়ত যে ট্যাক্সি চেপে হোটেল থেকে তারা দু'জনে বেরিয়েছিলেন তার চালক নিজেই এসে হাজির হলেন। লেস্টারের বর্ণিত জায়গা থেকে অনেক দূরে তিনি এবং সেই চীনা ভদ্রলোক লন্ডনের এক কুখ্যাত জায়গা চায়না টাউনের কেন্দ্রস্থলে লাইম হাউসে গিয়ে ওঠেন। ওই এলাকায় বেআইনি আফিমের ঢালাও কারবার চলে। যার নেশায় অনেকেই সেখানে ছুটে আসে। আর ওখানেই ওঁরা দু'জন গিয়ে ঢোকেন,—প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেই ইংরাজ ভদ্রলোক, যাকে তার ফটো দেখে সনাক্ত করা গেছে, একাই বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে তখন খুবই অসুস্থ এবং ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, তিনি ট্যাক্সি-চালককে নির্দেশ দেন তাঁকে কাছাকাছি পাতাল-রেলের স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য।'

'এরপর চার্লস লেস্টারের চরিত্র, আর্থিক অবস্থা ও গতিবিধি সম্পর্কে তদন্ত করা হয়। তদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, তাঁর চরিত্র খুবই চমৎকার, তবে একটা বদ স্বভাব বা অভ্যাস হলো জুয়া খেলা, সেই জুয়া খেলায় তিনি সর্বশান্ত হয়ে যান, বাজারে প্রচুর ধার-দেনাও হয়ে যায় তাঁর। অপর দিকে ডায়ারের কথা অবশ্যই একেবারে ভুলে যাইনি আমরা। তার বিবৃতিও লেখা হয়েছিল। এমন কি একসময় আমরা সন্দেহ করেছিলাম, এই লোকটিই হয়তো লেস্টারের ভূমিকায় অভিনয় করে থাকবে উ লিং-এর কাছে। সে নিজেকে তাঁর কাছে চার্লস লেস্টার হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন নিজেকে দায়মুক্ত করার জন্য। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের এই ধারণা ভুল, ভিত্তিহীন। সেদিন তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাওয়া গেছল তা কখনোই নির্ভরযোগ্য বলে মনে হতে পারে না। আমরা চীনা পাড়ায় সেই আফিমের ঠেকেও গেছলাম, সেখানকার মালিক সাফ জানিয়ে দিল, সেদিন সকালে চার্লস লেস্টার বা তাঁর সঙ্গী কেউই ওখানে যায়নি। সে যাইহোক, পুলিশেরই ভুল, সেটা আদৌ একটা আফিম বিক্রির জায়গা নয়, গোড়ায় এটাই গলদ। বাস্তবে এ খবর পুরোপুরি ভুল ও বানানো।

চার্লস লেস্টারের অস্বীকার করা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু বেশিদিন পুলিশী দৃষ্টির বাইরে থাকতে পারলেন না। উ লিংকে হত্যা করার অপরাধে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। তাঁর বাড়িতে পুলিশ খানাতল্লাসী চালালো, কিন্তু খনিসংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র পাওয়া গেল না। পুলিশ আফিমের মালিকের বাড়িতে হানা দিয়ে তাকেও গ্রেপ্তার করল। এবং তার বাড়ি সার্চ করে কিন্তু খনি সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র পাওয়া গেল না তার কাছ থেকে।'

'ইতিমধ্যে আমার বন্ধু মিস্টার পিয়ার্সনের বেশির ভাগ সময় কাটছে উত্তেজনায় এবং দুশ্চিন্তায়। একদিন তিনি আমার ঘরে এসে আক্ষেপ করে বলেন, 'একটা বড় রকমের দাও হাতছাড়া হয়ে গেল, দ্বিতীয়বার এমন সুযোগ আর আসবে না।'

'আমি কিন্তু এখনো হাল ছেড়ে দিইনি মঁসিয়ে পোয়ারো', পিয়ার্সন আমার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে বললেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই সব মূল্যবান খনির কাগজপত্র খুঁজে বার করার একটা পথ অবশ্যই আপনি ঠিক বার করে দেবেন!'

'নিশ্চয়ই আমার ধারণাও সেই রকম,' আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে উত্তর দিলাম। 'মুশকিল হচ্ছে কি জানেন মিস্টার পিয়ার্সন, যার মাথায় অনেকগুলো মতলব থাকে, যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ঠিক করতে হয় কোন্‌টা সঠিক, মানে অব্যর্থ পথে চালিত করতে পারে। এখন এই বিচারের টানাপোড়েনে পড়েছি আমি। তবে আমার বিশ্বাস, একটা না একটা পথ ঠিক বার করে আনতে পারব।

'যেমন', মিস্টার পিয়ার্সন কৌতূহলী চোখে তাকালেন, 'একটা উদাহরণ দিন!'

উদাহরণ হিসেবে এই মুহূর্তে সেই ট্যাক্সি চালককেই ধরে নিতে পারেন। আমাদের কাছে সে যা বিবৃতি দিয়েছে তাতে সে বলেছে, দু'জন যাত্রীকে নিয়ে সে সেই বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিল। এ একটা ধারণা। এঁরা দু'জন যে বাড়িতে ঢুকেছিল সেটা কি সত্যিই চীনা পাড়ার সেই বাড়ি? ধরা যাক, সত্যিই ওঁরা সেই নির্দিষ্ট বাড়ির সামনেই ট্যাক্সি থেকে নেমেছিল। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, ওঁরা সেই বিরাট বাড়ির একটা প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকে অন্য পথ দিয়ে অন্য কোনো জায়গায় চলে গেছেন? আপনার কি মনে হয়, আমার এই ধারণাটা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না?'

'মিস্টার পিয়ার্সনের মুখে একটা স্বস্তির ভাব দেখে মনে হলো, আমার কথা বোধহয় ওঁর মনে ধরেছে।'

'কিন্তু শুধু এ ভাবে বসে থেকে চিন্তা-ভাবনা করলেই কি এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? আমরা কি কিছু একটা করতে পারি না, যা আমাদের অবশ্যই সাফল্য এনে দিতে পারে?'

'মিস্টার পিয়ার্সন যে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন, তুমি নিশ্চয়ই তা বুঝে গেছো', এই বলে পোয়ারো আমার মতামত জানতে চাইল।'

'আমি তখন শুধু বললাম, দেখুন মঁসিয়ে', আমি সমর্যাদা রক্ষা করে বললাম, 'অপরাধের গন্ধ পেলেই যে এই আমি এরকুল পোয়ারোকে লাইম হাউসের এক রাস্তা থেকে অন্য এক রাস্তায় নিঃশ্বাস না নিয়ে একটা ছোট কুকুরের মতো টুঁ মারতে হবে? না, আমার পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়, আর আমার কাজের ধারাও এরকম নয়। তবে ঘাবড়াবেন না। একটু শান্ত হোন, মাথা ঠাণ্ডা করে আমার সব কথা শুনুন আগে, তারপর ভাবুন আমি ঠিক পথে চলছি কি চলছি না। তবে একটা কথা জেনে রাখুন মিস্টার পিয়ার্সন, আমিও চুপ করে বসে নেই। এরকুল পোয়ারোকে আপনি হয়তো খুব বেশি চেনেন না, যার প্রধান কাজ হলো; মাথা খাটিয়ে মগজের ধূসর কোষগুলো

ব্যবহার করা, যা বাড়িতে বসেও করা যায় এবং তাতে যথেষ্ট সাফল্যও পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও আমি ঠিক তাই করছি, আর আমার এজেন্টরা আসল কর্মক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে, আমি তাদের কাজের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছি।'

পরের দিন মিস্টার পিয়ার্সনের জন্যে কিছু খবর আমি পেলাম। ভদ্রলোককে আমি অনেক গর্ব করে বলেছি যে, আমার এজেন্টরা কাজ করছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই! আমার দু'জন লোক তথাকথিত সেই অখ্যাত বাড়ির ওপর নজর রাখতে গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছিল সেই অভিশপ্ত দিনে প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছিল। কিন্তু তাদের মূল লক্ষ্য ছিল নদীর ধারে একটা রেস্তোরাঁর ওপর। কারণ উ লিং এবং চার্লস লেস্টারদের সেখানে ঢুকতে দেখা গেছল, তবে কেবল লেস্টারকে একা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। তার সঙ্গী সেখান থেকে কোথায় গেল সে খবর সেখানকার স্থানীয় লোকেরা কিংবা সেই চীনা রেস্তোরাঁর কর্মচারীরা কেউই বলতে পারেনি।'

'তারপর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আর তারপর, আন্দাজ করে নাও হেস্টিংস, একেবারে অবিবেচকের মতো কথাবার্তা বললেন মিস্টার পিয়ার্সন। আমার কোনো ধারণাই তাঁর মনঃপুত হলো না। তাঁর ওই এক কথা, ওই চীনা রেস্তোরাঁয় আমাদের দু'জনের যাওয়া উচিত এবং সেখানে সরেজমিনে তদন্ত করা দরকার। আমি তাঁর এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, অনেক অনুরোধ-উপরোধ করলাম, কিন্তু তিনি আমার কোনো কথাই কানে তুলতে চাইলেন না। তিনি বারবার কেবল নিজের মতলবের কথাই বলে যেতে থাকলেন। তিনি নিজে ছদ্মবেশে যাবার কথা বললেন। এমন কি তিনি আমাকেও আমার চেহারা পাল্টে ফেলার পরামর্শ দিলেন। যেমন তাঁর মতে আমার উচিত, আমার বলতে দ্বিধা হচ্ছে, তিনি আমাকে গোঁফ কামিয়ে ফেলতে বললেন। এ কথায় আমি রেগে গিয়ে একটা বিরূপ মন্তব্য করতে বাধ্য হলাম, এটা নিছকই অবিশ্বাস্য এবং অবাস্তব। গোঁফ হচ্ছে পুরুষমানুষের সৌন্দর্যের এবং পুরুষত্বের প্রতীক। সেই সৌন্দর্য নষ্ট করতে হবে আমাকে? তাছাড়া, গোঁফওয়ালা কোনো বেলজিয়াম ভদ্রলোকের মনে যদি আফিমের ডেরায় গিয়ে খুব কাছ থেকে জীবনকে দেখে এবং আফিমের নেশা করার সাধ যদি তার জাগে, তাহলে তা এমন কি দোষনীয় হবে? আমার এই যুক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হার মানতে হলো। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর আগের ওই পরিকল্পনার ওপর জোর দিতে থাকলেন। সেদিনই সন্ধ্যায় তিনি আমার কাছে এলেন। ওঃ সে কি চেহারা বন্ধু! তাঁর পরনে ছিল, ওই যে যাকে বলে, 'পী-জ্যাকেট' তাঁর গাল অমসৃণ, দাড়ি কামাননি এবং মুখ নোংরা, তাঁর গলায় বহুব্যবহৃত নোংরা ময়লা স্কার্ফ জড়ানো, যার বিশ্রী গন্ধে আমার নাক জ্বলে যাবার উপক্রম হলো। বুঝতে পারলাম গোয়েন্দাগিরি করার ভূতটা তাঁর মাথা থেকে তখনো যায়নি। তিনি যে নকল গোয়েন্দার ছদ্মবেশ নিতে পেরেছেন, এতেই তিনি মহাখুশি। সত্যি কথা বলতে কি ইংরাজরা পাগল! তিনি আমার চেহারার কিছু পরিবর্তন ঘটালেন। আমি একরকম বাধ্য হয়েই

তাঁর পাগলামিকে প্রশ্রয় দিলাম। তাছাড়া কোনো পাগলের সঙ্গে কি তর্ক করা যায়? তারপর আমরা মিস্টার পিয়ার্সনের ভাষায় ছদ্মবেশে রওনা হলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে। ওঁকে তো একা আর ছেড়ে দেওয়া যায় না!'

'অবশ্যই, তুমি তা পারো না', উত্তরে আমি বললাম।

'আমরা এসে পৌঁছলাম সেই নির্দিষ্ট জায়গায়, অর্থাৎ আমাদের ইঙ্গিত ঘটনাস্থলে। ঘরটা ছোট্ট বলে মানুষের ভিড়টা স্বভাবতই বড্ড বেশি যেন চোখে পড়ে। সেই ভিড়ে বেশিরভাগ চীনা যুবক এবং আধবুড়ো সেখানে বসে তাদের দেশী খাবার খাচ্ছে বেশ আরাম করে। মিস্টার পিয়ার্সন অদ্ভুত ধরনের ইংরেজী ভাষায় কথা বললেন। তিনি নিজেকে নাবিক হিসেবে পরিচয় দিলেন। তিনি যে সত্যি সত্যি একজন সাহসী লোক তা প্রমাণ করতে পরপর কয়েকবার 'লাবার্স' আর 'ফকসেলস্' শব্দদুটি উচ্চারণ করলেন, তবে এগুলোর অর্থ আমার জানা নেই। এরপর আমরা সুন্দর সুন্দর খাবার খেলাম। আঃ সে কি সুস্বাদু খাবার, একটু পরেই সেই চীনা রেস্তোরাঁর মালিক চীনাম্যান আমাদের সামনে এসে হাজির হলো, তার ঠোঁটে এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর হাসি উদ্ভাসিত হতে দেখা গেল। আমাদের খাবার প্লেটে বেশিরভাগ অংশ পড়েছিল। তাই আমাদের খাবারের প্লেটের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে চীনাম্যান বলে উঠল, 'এখানকার খাবার যখন আপনাদের ভাল লাগছে না, তখন কেনই বা এলেন এখানে? আসলে এখানে আপনাদের কি পছন্দ যার লোভে ছুটে এসেছেন? সেকি পাইপে চুন্ডু?'

মিস্টার পিয়ার্সন টেবিলের নিচ থেকে আমার পায়ে জোরে একটা লাথি মারলেন, এটা একটা না-বলা ভাষায় প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত; আমি যেন কোনো কথা না বলি। তবে তার আগেই নিজের থেকে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ জন, তুমি ঠিকই ধরেছো, চুন্ডু সেবনে আমার আপত্তি নেই। তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে চলো।'

চীনা লোকটি অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। তারপর একটা চোরা দরজা দিয়ে সে আমাদের দু'জনকে এনে হাজির করল ওই বাড়িরই একতলার নিচে অবস্থিত ভাঁড়ার ঘরের মতো দেখতে একটা ছোট্ট ঘরে। সেই ঘরের চাপা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে আমরা আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম একটা ঘরে। আরামদায়ক ডিভান ও কুশনে ভর্তি। আমরা একটা ডিভানে আরাম করে বসতেই একজন চীনা বয় এসে আমাদের পা থেকে জুতোজোড়া খুলে দিল। সন্ধ্যায় এ এক সব চেয়ে ভাল মুহূর্ত, আফিম খাওয়ার ভান করে ঘুমিয়ে পড়া আর স্বপ্নে বিভোর হওয়া। আমাদের ঘুমের ভান দেখে চীনাবয় ঘর থেকে চলে গেল। আমরা দু'জন ছাড়া ঘরে তখন তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ছিল না। এই সুযোগে মিস্টার পিয়ার্সন নিচু গলায় তৎপর হওয়ার জন্য বলল আমাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিতে শুরু করলাম, ওই অবস্থায় আমরা অন্য আর একটা ঘরে গিয়ে হাজির হলাম, যেখানে অন্য দু'জন লোক ঘুমচ্ছিল বলে মনে হলেও একটু পরেই তাদের মুখর হয়ে উঠতে শুনলাম। তখন আমরা চকিতে একটা পর্দার আড়ালে নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলে তাদের কথাবার্তা শুনতে থাকলাম। তারা উ লিং সম্পর্কে কথা বলছিল, আর তাদের সংলাপগুলো এই রকম :

'কাগজগুলোর খবর কি?' একজন জিজ্ঞেস করল।

ওগুলো মিস্টার লেস্টার নিয়ে গেছেন', অপরজন জবাবে বলল, 'লোকটি একজন চীনাম্যান।' তিনি বললেন, ওগুলো এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবেন যাতে করে পুলিশের বাবাও টের না পায়।'

'আহা! তিনি তো নিজেই পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন!' প্রথমজন বলে উঠল।

'তাতে কি হয়েছে?' অন্যজন ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে যা বলল তা শুদ্ধ ভাষায় এই রকম :

'উনি ঠিক মুক্তি পেয়ে যাবেন। উনিই যে উ লিংকে খুন করেছেন পুলিশ এখনো সেটা প্রমাণ করতে পারেনি।'

'তারপরের কথাবার্তা প্রায় একই রকমের। এরপর দু'জন লোককে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের পথেই আসতে দেখা গেল আর আমরা তখন হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের ঘরে ফিরে গেলাম।

'এই জায়গাটা তেমন স্বাস্থ্যকর নয়, দম আটকে আছে', মিনিট কয়েক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই পিয়ার্সন বলে উঠলেন, 'বরং এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন মঁসিয়ে', আমি তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'আমরা অনেকক্ষণ ধরে মিথ্যে অভিনয় করেছি, আর নয়!'

'আমাদের নেশার খরচ বাবদ বেশ মোটা একটা টাকা চীনা মালিককে দিয়ে আমরা নিরাপদে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সফল হলাম। লাইম হাউস থেকে একবার নির্বিঘ্নে বিনা বাধায় বেরিয়ে আসার পর পিয়ার্সন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন।

'বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত', বললেন তিনি, 'কিন্তু এখানে ওই অস্বাস্থ্যকর জায়গায় এসে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল, তাই না?'

'অবশ্যই!' আমি তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হয় যে, আজ সন্ধ্যায় ছদ্মবেশ ধারণ করার ফলে আমরা যা চাইছিলাম সেটা পেতে খুব বেশি অসুবিধায় পড়তে হলো না আমাদের। অবশ্য এর সবটুকু কৃতিত্বই আপনার প্রাপ্য।'

'হ্যাঁ, কোনোরকম অসুবিধেই হয়নি,—' হঠাৎ পোয়ারো তড়িঘড়ি করে তাঁর কথাটা এইভাবে শেষ করল।

হঠাৎ এইভাবে পোয়ারোর কথা শেষ করাটা এতই অভূতপূর্ব যে, আমি স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

'কিন্তু, কিন্তু সেই সব হারানো কাগজপত্রগুলোর কি হলো?' আমি জানতে চাইলাম।

'তাঁর পকেটে।'

'তাঁর পকেটে, মানে তাঁর বলতে কে, কে সে?'

'মিস্টার পিয়ার্সনের!' তারপর আমার অমন বিহ্বল ভাব লক্ষ্য করে পোয়ারো তার

কথার জের টেনে ধীরে ধীরে বলল : 'তুমি এখনো বুঝতে পারছ না? চার্লস লেস্টারের মতো পিয়ার্সনও ঋণগ্রস্ত ছিলেন এবং জুয়া তাঁর প্রিয় খেলা। তাই সে চীনাম্যানের কাছ থেকে খনি সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলো চুরি করার মতলব করে। সাউদাম্পটনে তিনি ঠিকই উ লিং-এর সঙ্গে মিলিত হন, তাঁর সঙ্গে তিনি লন্ডন পর্যন্ত এসেছিলেন এবং তাঁকে সোজা লাইম হাউসে নিয়ে যান। সেদিনটা কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল, রাস্তায় এতোই কুয়াশা ছিল যে, চীনাম্যান উ লিং বুঝতেই পারেননি তিনি ঠিক কোথায় যাচ্ছেন। আমার অনুমান মিস্টার পিয়ার্সন আফিমের নেশায় আসক্ত ছিলেন এবং সেই নেশা চরিতার্থ করতে তিনি প্রায়ই লন্ডনের ওই চীনা টাউনে লাইম হাউসে যেতেন এবং এই সুবাদে সেখানে বেশ কয়েকজন অদ্ভুত ধরনের লোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তবে এ কথাও ঠিক যে, আসলে তিনি উ লিংকে ঠিক হত্যা করতে চাননি। প্রথমে তিনি ঠিক করেছিলেন, লাইম হাউসের কোনো কুখ্যাত চীনা গুন্ডাকে উ লিং-এর ভূমিকায় সাজিয়ে তাঁর কোম্পানির অফিসে নিয়ে গিয়ে খনি সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলোর বিনিময়ে মোটা টাকা হাতিয়ে নেবার মতলব করবেন। অবশ্য এ কাজের জন্যে সেই ভাড়াটে চীনাম্যানকে কমিশন দিতে হতো। কিন্তু মানুষের সেই চিরন্তন মনোবৃত্তি শত্রুর শেষ রাখতে নেই, উ লিংকে খুন করো আর তাঁর মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দাও। আর এ ভাবেই পিয়ার্সনের চীনা সহযোগীরা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই তাদের নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করে, অর্থাৎ উ লিংকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করে নদীতে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেয়। এবার এই খুনের পরিস্থিতিতে পিয়ার্সনের অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াতে পারে কল্পনা করে দেখো। কেউ না কেউ একজন নিশ্চয়ই ট্রেনে তাঁকে উ লিং-এর সঙ্গে দেখে থাকতে পারে। সাধারণ অপহরণের থেকে খুনের ঘটনাটা একেবারে অন্যরকম, অন্য চরিত্রের।'

'পিয়ার্সনের রক্ষাকবচ ছিল সেই চীনাম্যানের হাতে, রাসেল স্কোয়ার হোটেলে যে উ লিং-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। যদি না উ লিং-এর মৃতদেহ এত তাড়াতাড়ি আবিষ্কার না হতো, তাহলে মনে হয় পিয়ার্সন এমন তড়িঘড়ি করে আমার শরণাপন্ন হতেন না। সম্ভবত উ লিং পিয়ার্সনকে বলে থাকবেন, তাঁর সঙ্গে চার্লস লেস্টারের আলাপ হয় এবং হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন তিনি। পিয়ার্সন দেখলেন, এ এক সুবর্ণ সুযোগ, তাঁর ওপর থেকে সন্দেহটা চার্লস লেস্টারের ওপর চাপানো যেতে পারে। চার্লস লেস্টারই শেষ ব্যক্তি, যাঁকে উ লিং-এর সঙ্গে দেখা গেছে। পিয়ার্সনের সহযোগী চীনাবয়কে তিনি নির্দেশ দেন উ লিং-এর পরিচারক হিসেবে সে যেন পরিচয় দেয় লেস্টারের কাছে। এবং তাকে যেন সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চীনা টাউনে সেই লাইম হাউসে নিয়ে আসে। লেস্টার প্রথমে নকল পরিচারকের কথা বিশ্বাস করে রাসেল স্কোয়ার হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে তার সঙ্গে। সম্ভবত সেখানে লেস্টারের পানীয়ের সঙ্গে মাদকদ্রব্য মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ঘণ্টাখানেক পরে লেস্টার যখন সেখান থেকে বেরিয়ে এলো, তখন ঘণ্টাখানেক আগের কোনো ঘটনার কথাই তাঁর মনে ছিল না। এই হলো কেসের প্রকৃত ঘটনা। উ লিং-এর মৃত্যুর খবরটা

পাওয়া মাত্র লেস্টারের নার্ভ ফেল করে যায়। এবং তাই কি তিনি লাইম হাউসের কথা বেমালুম অস্বীকার করে যান।'

'এইভাবে পিয়ার্সন অবশ্যই ভাবলেন যে, চার্লস লেস্টারকে তিনি বুঝি তাঁর হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছেন, তাই বুঝি তাঁর ভয়ের আর কোনো সম্ভাবনা রইল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হয় কি জানো হেস্টিংস, তাঁর মনের কোথাও একটু অন্তত ভয়ের মেঘ জমে থাকতে পারে। আর সেই ভয়ের মেঘ কাটাতে তিনি এরপর যা করলেন তাকে রীতিমতো একাঙ্ক নাটক বললে অত্যুক্তি হবে না এবং সেই নাটকের মাত্র দুটি চরিত্র ছিল। অন্যতম অভিনেতা হিসেবে তিনি বেছে নিলেন আমাকে। তিনি তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে ভাবেই হোক কেসটা লেস্টারের বিরুদ্ধে সাজাবেন, আর সেই মতো এই নাটকের অভিনয়। আমি আগেও বলেছি, আর এখনও বলছি তিনি বয়সে সাবালক হলেও বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন একেবারে শিশু। এ কেসের ব্যাপারে আমার সব সন্দেহ পিয়ার্সনের ওপর থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর নাটকে অভিনয় করার জন্য এক কথায় রাজি হয়ে যাই। আমি আমার ভূমিকায় বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর রেখেই পালন করলাম। আমার বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়ের কাছে পিয়ার্সনের সাদামাটা অভিনয় খুবই জোলো বলেই মনে হলো। উনি ভেবেছিলেন ওঁর মতো বুদ্ধিমান লোক বুঝি দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি আর নেই। কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে আমাকে টেক্কা দেবেন সে ক্ষমতা মিস্টার পিয়ার্সনের হবে কি করে? উনি ধরেই নিয়েছিলেন আজকের অভিনয়ে উনি বুঝি নায়ক বনে গেছেন আর সেই আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু তিনি বোধহয় জানতেন না, আজকের নায়ক আগামীকাল খল-নায়কে পরিণত হতে যাচ্ছেন।'

'পরের দিন সকালে ইন্সপেক্টার মিলার এসে হাজির হলেন তাঁর দোরগোড়ায়। খনি হস্তান্তরের যাবতীয় কাগজপত্র এখন তাঁর হাতের মুঠোয়, তাঁকে এখন কে দেখে! খেলা শেষ। কিন্তু এমন কিছু কিছু খেলা আছে যা শেষ থেকে শুরু হয়ে থাকে। এ হচ্ছে অনেকটা ঠিক সেরকমই খেলা! আর সেই খেলার ভয়াবহ রূপটা দেখে তাঁকে হয়তো একটু পরেই পস্তাতে হবে, তিক্ততার সঙ্গে তিনি নিজের মনেই দুঃখ প্রকাশ করলেন, এরকুল পোয়ারোর সঙ্গে মিথ্যে অভিনয় করে কি মারাত্মক ভুলই না তিনি করেছেন! এ ব্যাপারে সেটাই সত্যিকারের অসুবিধা।'

'তা সেটা কি শুনি?' আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'ইন্সপেক্টার মিলারকে বোঝানো! যেমন জেদী, তেমনি আবার জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং মূর্খ লোক তিনি। মিস্টার পিয়ার্সনই যে আসল অপরাধী, এবং এই লোকটাই আবার দিনে রাতে সব সময়েই আমাদের চোখের সামনে কেমন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এটা যে একটা সত্য ঘটনা তাঁকে বোঝাতে আমাকে যে কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না হেস্টিংস। অথচ কি মজার ব্যাপার জানো, শেষ পর্যন্ত আমার অনুমান মতো আসল অপরাধী যখন ধরা পড়ল এবং খনির সমস্ত মূল্যবান কাগজপত্র যখন উদ্ধার করা হলো তখন এই ইন্সপেক্টার মিলারই এই জটিল

রহস্য সমাধানের অর্দ্ধেক কৃতিত্ব একান্ত নিজের বলে দাবী করে বসলো। ওর এই সৃষ্টিছাড়া ব্যবহারে আমার দুঃখের যেন সীমা ছিল না।'

'খারাপ, খুবই খারাপ!' আমি মৃদু চিৎকার করে উঠলাম।

'আহ্! ভাল কথা, অপরাধী পিয়ার্সনকে ধরিয়ে দেওয়ার একটা বড় পুরস্কার আমি পেয়ে গেছি। ইন্সপেক্টার মিলার কিরকম খারাপ ব্যবহার করলো, তা নিয়ে এখন আমার মনে আর কোনো ক্ষোভ নেই। বার্মা মাইনস লিমিটেডের অন্য সব পরিচালকরা তাঁদের কোম্পানির চৌদ্দ হাজার শেয়ার বিনামূল্যে আমাকে দিলেন আমার কাজের পুরস্কার স্বরূপ। খুব একটা খারাপ নয় কি বলো? কিন্তু হেস্টিংস, তোমার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, অর্থলগ্নী করার ব্যাপারে সব সময় চিন্তা-ভাবনা করবে, এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে পদক্ষেপ করতে গিয়ে দশবার ভাববে রক্ষণশীল লোকের মতো। খবরের কাগজে লগ্নী করার ব্যাপারে যা সব চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে থাকো, সে সবই প্রায় অতিরঞ্জিত এবং এই খবরটাই খাঁটি সত্য। ওই যে শুরুতে পরকুপাইনের কথা বলেছিলে, তার সব পরিচালকরা সবাই একেকজন মিস্টার পিয়ার্সনের মতো ধুরন্ধর ও মতলববাজ নয়, কে বলতে পারে? তারা সবাই এক-একটা জীবন্ত পিয়ার্সন হতে পারে!'

রহস্যময় কার্নিশ

THE CORNISH MYSTERY

'দ্য কর্নিশ মিস্ট্রি' ১৯২৩ সালের ২৮ শে নভেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় ''দ্য স্কেচ'' পত্রিকায়।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, মিসেস পেনেসিলি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন,' ল্যান্ডলেডি সতর্কতার সঙ্গে দৃষ্টি ফেলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর চোখে যে একটা বিশেষ হুঁসিয়ারির বার্তা ছিল, বুঝতে আমাদের একটুও অসুবিধে হলো না। কিন্তু ল্যান্ডলেডির কেন এই সতর্কীকরণ? এর পিছনে সত্যি কি কোনো সতর্কীকরণের প্রয়োজনীয়তা ছিল? কে জানে হয়তো সময়ই তা বলে দেবে।

এর আগে পোয়ারোর কত মক্কেলই না দেখেছি, ওপর থেকে তাদের ভাসা-ভাসা দেখে অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে দরজার ঠিক মুখেই যে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি যেন আগের সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন। দরজার ভেতরে

ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে তাঁর পা দুটো স্নায়ুদুর্বলতায় কাঁপতে থাকে। তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। পাতলা রোগাটে চেহারা, গায়ের রঙ কেমন ফ্যাকাশে। বেশিরভাগ চুলে ধূসর রঙের ছোঁয়া লেগেছে, হয়তো এর জন্যে তাঁর মুখের সৌন্দর্যে একটু ঘাটতি পড়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে চুলের ধূসরতা ঢাকতে মাথায় যে টুপিটা তিনি পড়েছেন সে বড় বেমানান। পরনে সূতীর সাধারণ স্কার্ট আর রেশমের কোট। গলায় সোনার হার। শহরতলীর রাস্তায় প্রতিদিন মিসেস পেনগেলির মতো হাজার হাজার মহিলাদের চোখে পড়ে, আবার মিলিয়েও যায় তাড়াতাড়ি, অন্যের মনে দাগ কাটে না তেমন। কিন্তু এই মহিলার ক্ষেত্রে বিশেষত্ব হলো, তিনি যেন সবার চাইতে অসাধারণ, অস্বাভাবিক এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্না।

পোয়ারো এগিয়ে গেলো ভদ্রমহিলাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। পোয়ারো তাঁর বিহ্বলতা উপলব্ধি করে বলল, 'মাদাম, আপনাকে আমার বিনীত অনুরোধ চেয়ারে বসুন।' এখানে একটু থেমে সে এবার আমার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি হলেন ক্যাপ্টেন হেস্টিংস!'

ভদ্রমহিলা চেয়ারে শরীরটা তাঁর এলিয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে একটা অনিশ্চয়তার ভাব নিয়ে বললেন :

'আমার অনুমান, আপনিই তো গোয়েন্দা মঁসিয়ে পোয়ারো, তাই না?'

'হ্যাঁ মাদাম, আপনার অনুমান যথার্থ। আমি সব সময়েই আপনার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাই। এখন বলুন, কি ভাবে আমি আপনার কাজে লাগতে পারি?'

'কিন্তু আমাদের অতিথি যেন তাঁর মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোধহয় সময় কাটাতে তিনি তাঁর দু'হাতের আঙুল আপন মনে কচলাতে থাকলেন। তাঁর মুখের রঙ ক্রমশ লাল থেকে আরও গাঢ় লাল হয়ে উঠছে দেখে আমি অনুমান করে নিলাম ভেতরে ভেতরে তিনি তাঁর লজ্জা আর সংকোচ অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

'মাদাম, চুপ করে থাকবেন না', পোয়ারো আবার তাড়া দিল, 'বলুন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

'হ্যাঁ, আমি ভেবেছি, দেখুন সেটা হলো—' তিনি আবার নীরব হলেন।

'বলে যান মাদাম, কথার মাঝে থামবেন না, দয়া করে যা বলতে এসেছেন নিঃসঙ্কোচে বলে যান।'

মিসেস পেনগেলি উৎসাহিত হয়ে এবার বলতে শুরু করলেন :

'মঁসিয়ে পোয়ারো প্রথমেই বলে রাখি, এখন থেকে আমি আপনাকে যা যা বলব তার একটা অক্ষরও পুলিশ যেন জানতে না পারে, এ আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, কেবল আপনার আর আমার জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আমি আপনাকেও ব্যাপারটা জানাতাম না, কিন্তু এই ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি এমনি অসহ্য হয়ে উঠেছে যে, আমার পক্ষে এখন আর মুখ বুজে বসে থাকা সম্ভব নয়। তবুও জানি না,

আমার বলাটা ঠিক হবে কিনা। আমি—' এরপরেই মিসেস পেনগেলি হঠাৎই আবার মুখ বন্ধ করে বসলেন।

'শুনুন মাদাম, পুলিশের সঙ্গে আমার কোনো কারবার নেই। আমি একজন বেসরকারী গোয়েন্দা, পুলিশকে জবাবদিহি করার মতো কোনো বাধ্যবাধ্যকতা আমার নেই, অন্তত আমার তরফ থেকে। আমার তদন্তের কাজ কঠোরভাবে গোপন রাখা হবে। আর প্রাইভেট ডিটেকটিভদের ধর্মই এরকম।'

'হ্যাঁ প্রাইভেটই বটে, আমি ঠিক এমনটিই চাই। এ নিয়ে আমি কোনো কাগজের সঙ্গে কথা বলতে কিংবা হৈচৈ করতে চাই না এই কারণে যে, খবরের কাগজগুলো যেমন নোংরাভাবে এসব ব্যাপার নিয়ে লেখালেখি শুরু করে তাতে সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যরা ভবিষ্যতে মাথা তুলে প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে পারে না। এ ব্যাপারে যদিও আমি নিশ্চিত, তবুও আমার মনে একটা সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়, এটা কতখানি সত্য কিংবা আদৌ সত্য কিনা! এ এক ভয়ঙ্কর ধারণা, আমার মাথার মধ্যে সেই যে একবার ঢুকে গেছে সেটা না পারছি কিছুতেই গ্রহণ করতে কিংবা ভুলে যেতে।' এবার একটু দম নিয়ে তিনি আবার বলতে থাকেন, 'হয়তো এমনও হতে পারে যে, বেচারা এডওয়ার্ডকে আমি শুরু থেকেই মিথ্যে সন্দেহ করে আসছি। আমি আবার এও জানি, যে কোনো স্ত্রীর পক্ষেই এমন চিন্তা-ভাবনা করাটা না জানি কি ভয়ঙ্কর। কিন্তু আজকাল এ ধরনের ভয়ঙ্কর সব ঘটনার কথা প্রায়শই প্রকাশ হচ্ছে, যা আপনারা প্রতিদিনের সংবাদপত্রে দেখতে পাচ্ছেন।'

'আপনার অনুমতি নিয়ে জিজ্ঞেস করছি,' পোয়ারো তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'আপনি কি আপনার স্বামীর কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, আপনার অনুমান ঠিক মঁসিয়ে—'

'আর আপনি কি তাঁকে সন্দেহ করছেন, কিন্তু কি ব্যাপারে মাদাম?'

'আমি সে কথা নিজের মুখে বলতে চাই না মঁসিয়ে পোয়ারো। কিন্তু আমি না বললেও আপনাদের অজানা থাকার কথা নয়, কারণ প্রায় প্রতিদিনের কাগজেই এ ধরনের ঘটনার খবর আপনারা দেখছেন। দুঃখের কথা হলো, খুন হওয়ার আগে পর্যন্ত কেউ স্বামীকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারে না।'

ভদ্রমহিলার হতাশ হওয়ার কারণটা এবার আমি উপলব্ধি করতে শুরু করলাম। কিন্তু পোয়ারোর নিরলস প্রচেষ্টা আর ধৈর্য দেখে আমি অবাক না হয়ে থাকতে পারলাম না।

'মাদাম, আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন', পোয়ারো তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আপনার সন্দেহের পিছনে যে কোনো যুক্তি নেই, একেবারে ভিত্তিহীন, এসব আমরা যখন প্রমাণ করব তখন আপনি কত যে আনন্দ পাবেন তা একবার ভেবে দেখুন তো?'

'সে কথা ঠিক, এরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলে থাকার চাইতে সত্য প্রকাশ হওয়া অবশ্যই ভাল। ওঃ মঁসিয়ে পোয়ারো কি করে বোঝাই আপনাকে, জানেন আমাকে বিষ

খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে এমন একটা সাংঘাতিক আতঙ্ক দিনরাত সর্বক্ষণ আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে।'

'এ রকম একটা সন্দেহ কেন আপনার হলো জানতে হবে।'

মিসেস পেনগেলি উত্তর না দিয়ে আবার নীরবতা অবলম্বন করলেন। মনে হলো কিছু যেন ভাববার চেষ্টা করছেন, এমন কিছু বলতে হবে যাতে করে পোয়ারোর পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য হয় এবং সেটা বিজ্ঞানসম্মত হয়।

এবার পোয়ারো মিসেস পেনগেলির মনোভাব বুঝতে পেরে নিজের থেকেই যেন তাঁর মনের কথাটা বলে ফেলল, 'খাওয়াদাওয়ার পর পেটে ব্যথাজনিত অসুস্থ হয়ে পড়ছেন নিশ্চয়ই, এই তো?'

'সে কি, আপনি জানলেন কি করে? আপনি তো গোয়েন্দা, ডাক্তার তো নন?'

'সময় সময় গোয়েন্দাদের চিকিৎসকের ভূমিকাও নিতে হয়। তবে তার জন্যে মেডিক্যাল কোর্সে ভর্তি হতে হয় না, এখানে ইন্ট্রুসন কাজ করে, এটা আবার মনস্তত্ত্বের ব্যাপার হিসেবেও ধরতে হয়, সেক্ষেত্রে মগজের ধূসর কোষগুলো মেলে ধরতে হয়। এ সব সূত্রগুলোই আমি কাজে লাগালাম আপনার ক্ষেত্রে।' এখানে একটু থেমে পোয়ারো আবার বলল, 'তা আপনি কি ডাক্তার দেখিয়েছেন মাদাম? তিনি কি বলেন?'

'হ্যাঁ দেখিয়েছি মঁসিয়ে পোয়ারো। তিনি বলেছেন, আমি নাকি প্রচণ্ড বদহজমে ভুগছি। কিন্তু এ কথা বললেও আমি লক্ষ্য করেছি, ভেতরে ভেতরে তিনি খুবই হতভম্ব আর এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে যেন আছেন। এই রোগ নির্ণয় সম্পর্কে তিনি এখনও কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি, যা তিনি আমাকে খোলাখুলিভাবে বলতে পারছেন না। বারে বারে ওষুধ পাল্টাচ্ছেন, কিন্তু তাতে কোনো সুফলই পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আপনার এই ভীতি সম্পর্কে ওঁকে কিছু কি জানিয়েছেন?'

'অবশ্যই নয় মঁসিয়ে পোয়ারো। বললে হয়তো এই ছোট্ট শহরে এক কান থেকে পাঁচ কান হয়ে যেতে পারে। আবার এও ভাবলাম, হয়তো ডাক্তারের অনুমানই ঠিক, সত্যি সত্যি আমি বদ হজমে ভুগছি। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন, এডওয়ার্ড উইক-এন্ডে কোথাও চলে গেলে আমি আবার সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠি। এমন কি আমার ভাগ্নী ফ্রেডাও এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। আমার সন্দেহ যে অমূলক নয় তার আরও একটা প্রমাণ হলো গাছের আগাছা ধ্বংস করার অ্যাসিডের বোতলটা, সেটা কেনার পর থেকে একবারও ব্যবহার করা হয়নি, তাই স্বভাবতই সেটা বোতলভর্তি অবস্থায় থাকা উচিত। বাগানের মালিও বলেছে সেটা কেনার পর থেকে একবারের জন্যও ব্যবহার করা হয়নি। অথচ বোতলটা এখন অর্ধেক খালি অবস্থায় পড়ে রয়েছে।' এই বলে তিনি করুণ আবেদন নিয়ে পোয়ারোর দিকে তাকালেন। পোয়ারো তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসলো, তার সেই হাসিতে একটা পূর্ণ আশ্বাসের আভাস আর ইঙ্গিত ছিল। একটা পেন্সিল আর নোটবুক হাতে নিয়ে বলল সে :

'মাদাম, এবার কাজের প্রসঙ্গে আসা যাক। আচ্ছা আপনি আর আপনার স্বামী কোথায় থাকেন?'

'পোলগারউইথে। কর্নওয়ালের একটা ছোট্ট মার্কেট টাউন এই জায়গাটা।'

'কতদিন আছেন ওখানে?'

'চোদ্দ বছর।'

'বাড়িতে লোকজন বলতে আপনি আর আপনার স্বামী। কোনো ছেলে-মেয়ে?'

'না।'

'একজন ভাগ্নী আপনার সঙ্গে থাকে, একটু আগে বললেন না?'

'হ্যাঁ, ফ্রেডা স্ট্যানটন, আমার স্বামীর একমাত্র বোনের মেয়ে। গত আট বছর ধরে ফ্রেডা আমাদের কাছেই ছিল, তার মানে এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত ছিল।'

'ছিল মানে? তাছাড়া এক সপ্তাহ আগে কি ঘটেছিল?'

'বেশ কিছুদিন থেকে বাড়িতে সময়টা ভাল যাচ্ছিল না। জানি না ফ্রেডার কি হয়েছিল, মেয়েটা আগে কিন্তু খুবই শান্তশিষ্ট আর বেশ ভাল মেয়েই ছিল। হঠাৎ কি হলো, এহেন ভাল মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র রাতারাতি বদলে গেল। ওকে নিয়ে বাড়িতে অশান্তি সৃষ্টি হলো, বাড়ির সবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে থাকল ও। আজ আর বলতে দ্বিধা নেই, এ নিয়ে ফ্রেডার সঙ্গে আবার নিত্য ঝগড়া হতো। তারপর সেই চরম অশান্তির সৃষ্টি হলো একদিন, অনেক অশ্রাব্য কথা শুনিয়ে ফ্রেডা আমাদের ত্যাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তবে সে এই শহরেরই এক এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছে, এ খবর আমার কাছে এসেছে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ফ্রেডার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি কখনো আর। মিস্টার র‍্যাডনর আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন, ওকে এখন নিজের মতো করে কিছুদিন একা থাকতে দিন, মাথা ঠাণ্ডা হলেই ও নিজের ভুল নিজেই বুঝতে পারবে। তারপর না হয় ওকে নিয়ে কি করবেন তা স্থির করবেন।'

'মিস্টার র‍্যাডনর কে?'

এ কথায় মিসেস পেনগেলি গোড়ায় একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকলেও পরেই আবার নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠলেন, 'ওহো, উনি একজন বন্ধু, স্রেফ ওর বন্ধু। ভারি চমৎকার যুবক সে।'

'তার আর আপনার ভাগ্নীর মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে আপনার কি মনে হয়?'

'না, না, তেমন কিছু নয়', একটু জোর দিয়েই তিনি বললেন।

পোয়ারো প্রসঙ্গ পাল্টালো।

'আশাকরি আপনার আর আপনার স্বামীর মধ্যে এমনিতে সম্পর্ক বেশ ভালই আছে, অশান্তি বলতে কিছু নেই!'

'হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে সম্পর্ক বেশ ভাল, মোটামুটি আমরা শান্তিতেই আছি।'

'আপনাদের যে অর্থ সঞ্চিত আছে তার মালিক আপনি, নাকি আপনার স্বামী?'

'যা কিছু অর্থ সবই আমার স্বামী এডওয়ার্ডের, আমার নিজের বলতে কিছুই নেই।'

'দেখুন মাদাম, কাজের প্রসঙ্গে সময় সময় আমাদের একটু-আধটু নিষ্ঠুর হতে হয়,

অপ্রিয় ব্যাপার নিয়ে আলোচনাও করতে হয়। আর এ সবই করতে হয় কি উদ্দেশ্য নিয়ে অপরাধ করা হচ্ছে, সেটা ভাল করে জানার জন্য। অতএব অপরাধতত্ত্বের নিয়ম মেনেই বলছি আপনার স্বামী যে আপনাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করতে চাইছেন এর কি কোনো উদ্দেশ্য আপনার জানা আছে, কিংবা আপনি কোনোরকম সন্দেহ যদি করেন, তাহলে খোলাখুলিভাবেই আমাকে বলতে পারেন।'

'দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার স্বামী পেশায় একজন ডেন্টিস্ট। ওঁর সহকারিণী একজন স্বর্ণকেশী যুবতী। আমার স্বামীর ইচ্ছে, ওঁর কাছে যে মেয়ে কাজ করবে তাকে খুব চতুর ও চটপটে হতে হবে, তার পরনে থাকতে হবে সাদা পোশাক, আর মাথার চুল হবে বব করা। আমার কাছে খবর আছে, এই মেয়েটির সঙ্গে এডওয়ার্ডের একটা গোপন প্রণয়-পর্ব চলছে বেশ কিছুদিন ধরে, যদিও তিনি শপথ করে বলেছেন, না, ওঁদের মধ্যে সেরকম কোনো সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি।'

'ঠিক আছে, একটু আগে আপনি বলেছিলেন, আপনাদের বাগানে আগাছা সাফ করার জন্য বিষাক্ত অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। তা সেই অ্যাসিডের বোতল কে আনিয়েছিলেন?'

'আমার স্বামী, বছরখানেক আগে।'

'আচ্ছা আপনার ভাগ্নী ফ্রেডার নিজস্ব কোনো টাকার যোগান আছে?'

'অর্থের যোগান বলতে বছরে মাত্র পঞ্চাশ পাউন্ড আয় করে সে। আমি হলপ করে বলতে পারি, আমি এডওয়ার্ডের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে ফ্রেডা তখন হাসতে হাসতে ফিরে আসবে, আমার স্বামীর ঘরসংসার দেখাশোনার সব দায়িত্ব ও নিজের ঘাড়ে তুলে নেবে।'

'তাহলে আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছেন?'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার অবস্থার কথাটা একবার ভেবে দেখুন, আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবিনি, বরং বলবো আমার স্বামী আমাকে এই অপ্রিয় কাজটা আমাকে করতে বাধ্য করাচ্ছেন। আমার স্বামী আমার সর্বনাশ করে রেহাই পেয়ে যাবেন তা তো হতে দেওয়া যায় না কখনো। অতীতে মেয়েরা ছিল পুরুষদের অধীনে, স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করত আর অসহায়া স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যেত। কিন্তু এখন আর তা ঘটতে দেওয়া যায় না। যুগ পাল্টেছে, সেই সঙ্গে আগেকার যুগের হাওয়াও বদলেছে, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের অত্যাচার আর বরদাস্ত করতে চায় না, এখন ন্যায়বিচার দাবী করার দিন এসেছে তাদের।'

'মাদাম, আপনার এমন স্বাধীনচেতা মানসিকতার প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। তবে এবার কাজের কথায় ফিরে আসা যাক। আচ্ছা, আপনি কি আজই পোলগারউইথে ফিরে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, আমি এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম। আজ সকাল ছ'টায় ট্রেন ছেড়েছিল, আবার আজ বিকেল পাঁচটায় ফেরার ট্রেন ছাড়বে। আমার ব্যাপারটা আপনি ভেবে দেখবেন এই আশা পেলে আমি তাহলে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরতে পারি।'

'ঠিক আছে মাদাম, এই মুহূর্তে আমার হাতে কোনো কাজ নেই। তাই আপনার কেসটা আমি হাতে নিলাম। আগামীকাল আমি পোলগারউইথে যাচ্ছি। আপনার বাড়িতে গেলে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে মাদাম। আমার পরামর্শদাতা ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের পরিচয় হবে সেখানে আপনার দূরসম্পর্কের কোনো ভাইয়ের ছেলে। এই পরিচয়টা দিতে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না তো?'

'না, না, কোনো অসুবিধেই হবে না', মিসেস পেনগেলি মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'আর আমি হবো তার ছিটিয়াল বিদেশী বন্ধু। আর একটা কথা বলে রাখি, আজ থেকে আপনার খাবার আপনি নিজে তৈরি করে খাবেন, কিংবা রান্নাঘরে খাবার যখন তৈরি হবে তখন সেদিকে কড়া নজর রাখবেন, দেখবেন খাবারে যেন কোনো বিষ মেশানো না হয়। আপনার নিজস্ব কোনো বিশ্বস্ত পরিচারিকা আছে?'

'হ্যাঁ, বেশ বড় ভাল মেয়ে ও, তার ওপর আস্থা রাখা যায়। ওর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

'তাহলে মাদাম, কাল আমাদের না যাওয়া পর্যন্ত মনে ভরসা রাখুন, সাহস হারাবেন না।'

পোয়ারো ভদ্রমহিলাকে এগিয়ে দিতে গেল। এবং চিন্তিত মুখে ফিরে এসে চেয়ারে বসে পড়ে আরো গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। অনেকক্ষণ পরে চিন্তার সমুদ্র থেকে ভেসে উঠে মুখ খুলল সে :

'কি বন্ধু হেস্টিংস, এই কেসটার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা বলো।'

'এটা একটা খুবই নোংরা ব্যাপার বলেই আমি মনে করি।'

'হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। ভদ্রমহিলা তাঁর সন্দেহের ওপর খুব জোর দিলেন। যদি সেটা সত্যি হয় তাহলে ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তাই কি? মিসেস পেনগেলির অভিযোগ, তার স্বামী নিজে বাগানের আগাছা সাফ করার জন্যে বিষাক্ত অ্যাসিড কিনে এনেছিলেন। যদি তাঁর স্ত্রী চরম পেটের অসুখে ভুগতে থাকেন এবং সেই দুশ্চিন্তায় যদি তাঁর মধ্যে হিস্ট্রিয়া রোগ দেখা দেয় তাহলে তো আর বলার কিছু থাকতে পারে না, আগুনে চর্বি পড়লে যা হয় তাই হবে।'

'এতক্ষণ ভেবে শেষ পর্যন্ত তুমি এই সিদ্ধান্তে এলে?'

'জানি না হেস্টিংস, তবে কেসটা আমার মধ্যে দারুণ আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে, আমার কৌতূহল যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। দেখো, এ কেস গতানুগতিক বধূহত্যার কেসবই, নতুন কিছু নয়, যুগে যুগে পৃথিবীর নানান প্রান্তে প্রায়ই ঘটছে এরকম। তাই এ ধরনের কেসে হিস্ট্রিয়া রোগের সম্ভাবনা মেনে নেওয়া যায় না। তাছাড়া মিসেস পেনগেলির সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলছি, তখন একবারের জন্যেও তাঁকে হিস্ট্রিয়া রোগিণী

বলে মনে হয়নি আমার। হ্যাঁ, আমি যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে বলব, এখানে আমরা খোঁচা দেওয়া একটা তীব্র মানসিক নাটক দেখতে পাব। এখন বলো হেস্টিংস, স্বামীর প্রতি মিসেস পেনগেলির মনোভাব সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? তিনি তাঁর স্বামীকে কি চোখে দেখেন বলে তোমার মনে হয়?

'তাঁর মনে স্বামীর প্রতি আনুগত্যের লড়াই চলছে তাঁর ভয়ের সঙ্গে,' আমি আমার ধারণার কথা বললাম।

'তবুও সাধারণত একজন রমণী পৃথিবীতে যেকোনো লোককে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে, কিন্তু তার স্বামীকে নয়। স্বামীর প্রতি তার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় সে তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।'

'কিন্তু ''অন্য নারী'' ব্যাপারটাকে জটিল করে তোলে!'

'হ্যাঁ, এসবক্ষেত্রে কোনো বিবাহিতা নারীই তার স্বামীর প্রতি আনুগত্য বা ভালবাসা কিছুই বজায় রাখতে পারে না; তার সব ভাব-ভালবাসা তখন ঈর্ষায় পরিণত হয় আর আনুগত্য ঘৃণায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু তা হলেও ভেবে দেখো হেস্টিংস, ঘৃণা আর ঈর্ষার তাড়নায় মিসেস পেনগেলির পুলিশ স্টেশনে গিয়ে পুলিশের সাহায্য নেবার কথা। কোনোমতেই আমার কাছে তাঁর আসার কথা নয়। কারণ ভদ্রমহিলা যতই লজ্জা বা সংকোচের ভান করুন না কেন আমি বেশ বুঝে গেছি, আসলে তিনি মনে মনে চাইছিলেন তাঁর স্বামীর কুকীর্তি সবাই জানুক। ঠিক এই কারণেই আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না, কেনই বা তিনি আমাদের কাছে এলেন তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে। তাঁর মনে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে সেটা যে ভুল সেটা প্রমাণ করতে, নাকি সেটা ঠিক তা প্রমাণ করতে? আহ্, এখানে এমন কিছু তথ্য আছে যা আমার অজানা তথ্য? তবে কি মিসেস পেনগেলি একজন চমৎকার অভিনেত্রী? না, তা নয়, যা যা তিনি বলে গেলেন তার মধ্যে কোনো অভিনয় ছিল না। ধরে নেওয়া যায়, তিনি একেবারে খাঁটি সোনা! হ্যাঁ, আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি তিনি একজন সাচ্চা মহিলা, আর এই কারণেই এই কেসের ব্যাপারে আমার এতো আগ্রহ। যাইহোক, কথায় কথায় ইতিমধ্যেই অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে, দয়া করে তুমি একবার দেখবে পোলগারউইথে যাবার ট্রেন ঠিক ক'টায় ছাড়বে?'

প্যাডিংটন থেকে পোলগারউইথ যাবার সব থেকে ভাল ট্রেন ছাড়ে বেলা একটা পঞ্চাশে এবং সেখানে পৌঁছয় সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। আমাদের ভ্রমণ হলো এক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবিহীন। তবু অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম থেকে অনেক কৌতূহল নিয়ে বেরিয়ে এলাম। স্টেশন থেকে সোজা আমরা গিয়ে উঠলাম ডাচি হোটেলে। হাল্কা কিছু খাবার খাওয়ার পর পোয়ারো প্রস্তাব দিল, নৈশভোজের পর আমরা গিয়ে হাজির হব আমার পাতানো পিসী মিসেস পেনগেলির বাড়িতে। সেই মতো আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম অতঃপর।

বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে পেনগেলিদের বাড়িটা একটু সেকেলে ধরনের, বাড়ি

সংলগ্ন বাগানের তরুবীথির ফুরফুরে হাওয়া আমাদের গায়ে এসে লাগল, আবেশে চোখ বুজে এলো, আর সেই সঙ্গে নানান সুগন্ধি ফুলের মিষ্টি গন্ধ আমাদের নাকে এসে লাগল। এমন সাড়াজাগানো সুন্দর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিশ্বাসই হচ্ছিল না, এহেন বাড়ির বাসিন্দারা কোনোরকম অশান্তিতে ভুগছেন। পোয়ারোই এগিয়ে গিয়ে দরজার কলিংবেল টিপল, কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সে তখন আবার বেল টিপল। এবার সাড়া পাওয়া গেল। একটু পরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলো একজন আলুথালুবেশের পরিচারিকা, তার চোখ দুটো অসম্ভব লাল দেখাচ্ছিল। তার ঘন ঘন চোখ মোছা দেখে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল, একটু আগে পর্যন্ত তার দু'চোখে অশ্রুর বাদল নেমেছিল যার রেশ রয়ে গেছে এখনও।'

'আমরা মিসেস পেনগেলির সঙ্গে দেখা করব বলে এসেছি,' পোয়ারো অনুনয় করে বলল, 'ভেতরে যেতে পারি?'

যুবতী পরিচারিকাটি অবাক চোখে তাকাল পোয়ারোর দিকে। তারপর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল, 'সেকি আপনারা খবর পাননি তাহলে? উনি তো মারা গেছেন, আধ ঘণ্টা আগে সন্ধ্যায় উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।'

খবরটা শুনে আমরা তো স্তব্ধ, হতবাক, পরিচারিকার দিকে স্থির দৃষ্টিতে পলক-পতনহীন চোখে তাকিয়ে রইলাম আমরা।

অনেকক্ষণ পরে আমি মুখ খুললাম, 'তা উনি কিসে মারা গেলেন?'

'ঠিক সময়ে ঠিক প্রশ্নই আপনি করেছেন। আমি জানতাম আমার মনিবপত্নীর এই আকস্মিক মৃত্যুর পর এমনি একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে আমাকে, আর উত্তর দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মুখ আমাকে খুলতেই হবে,' এই বলে সে তার কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনের দিকে একপলক তাকিয়ে দেখে নিয়ে তার কথার জের টেনে আবার বলতে শুরু করল, 'আমি আজ এখনই আমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাব বলে সব ঠিক করে রেখেছিলাম, কিন্তু যাওয়া তো আমার হবে না। বাড়িতে এখন তেমন কেউ নেই, অথচ শুনেছি কবর দেওয়ার আগে মৃতদেহ ছেড়ে নড়তে নেই, তাই আমার এখন যাওয়া হবে না। তবে মুখ আমি নতুন করে খুলতে যাব না, আর নতুন করে মুখ খোলারই বা কি আছে বলুন? এ বাড়িতে এতদিন যা যা ঘটেছে তা কারও জানতে বাকি নেই। পাড়ায় সবাই গোপনে কুৎসা রটাতে শুরু করেছিল অনেক আগেই, আর এখন ওঁর এই মৃত্যুর পর তারা সবাই এ বাড়ির বদনাম করতে মুখর যে হয়ে উঠবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা এখন খুবই তৎপর তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। আমি জানি মিস্টার র‍্যাডনর যদি নিজে না লেখেন তাহলে কেউ না কেউ ঠিকই হোম সেক্রেটারিকে চিঠি লিখে এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহের কথা সব জানিয়ে দেবে। এ বাড়ির গৃহ-চিকিৎসক আমাদের মালিকের পক্ষ নিয়ে যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু আমি আমার নিজের চোখদুটোকে কি করেই বা অবিশ্বাস করি বলুন? তা করলে আমার আশঙ্কা, আমি মহাপাপের ভাগীদার হয়ে যাব, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা

করবেন না, যিনি এ জগতের ভাল-মন্দ সব কিছু দেখার জন্য আমাকে চোখদুটি দিয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার করতে না পারার জন্য প্রতিবাদস্বরূপ তিনি নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে নেবেন আমাকে অন্ধ করে দিয়ে। না, না আমি পাপের ভাগীদার হতে চাই না, সে জীবন বড় ঘৃণ্য, বড় বেদনার, বড় যন্ত্রণার। আর তাই তো আমি যা জানি অকপটে সব বলছি আপনাদের। বিশ্বাস করুন, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, যা নিজের চোখে দেখেছি, যা সত্য তাই বলছি আমি। হ্যাঁ, আজ সকালেই তো দেখলাম এ বাড়ির মনিব ডঃ পেনগেলি তাক থেকে আগাছা ধ্বংস করার বিষাক্ত অ্যাসিডের বোতলটা নিজের হাতে তুলে নিচ্ছেন, কিন্তু হঠাৎ আমার চোখে চোখ পড়তেই থেমে যান উনি, বোতলটা তাকের ওপর যেমন ছিল সেই অবস্থাতেই রেখে দিলেন। এর কিছু আগেই মনিবপত্নীর জন্য দইয়ের মন্ড তৈরি করে টেবিলের ওপর রেখে এসেছিলাম ওঁকে খাওয়াবো বলে। আর তার পরেই তো সেই খাবার খেয়েই এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল! না, এরপর আর এ বাড়ির কোনো খাবার খাওয়া দূরে থাক আমি জলস্পর্শ পর্যন্ত করব না, ভয় হয় মনিবপত্নীর মতো আমাকেও না এই একই দুর্ঘটনায় পড়তে হয়!'

পোয়ারোকে দেখলাম পরিচারিকার এই অদ্ভুত বিবৃতি শোনার পর সে কেমন গভীরভাবে কি যেন ভাবছে। একটু পরেই সে পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করল:

'তোমার মনিবপত্নীর চিকিৎসা যিনি করতেন সেই ডাক্তার কোথায় থাকেন বলতে পারো?'

'হ্যাঁ, ডঃ অ্যাডামস্ থাকেন হাই স্ট্রীটের মোড়ের মাথায়, বাড়ির নম্বর দুই।'

পোয়ারো চকিতে একবার আমার দিকে তাকাল। ওকে খুবই হতাশ দেখাচ্ছিল।

'মেয়েটি বড় ভাল, আমরা জিজ্ঞেস না করতেই অনেক কিছুই বলে ফেলল,' আমি শুকনো গলায় মন্তব্য করলাম, 'মনে হয় না ও আর কিছু বলবে, এর বেশি কি আর বলারই বা থাকতে পারে!'

পোয়ারো নিজেই নিজের একটা হাত অপর হাতের তালুতে চেপে ধরে কচলাতে থাকল। তারপরেই তার গলায় আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হতে শোনা গেল :

'হেস্টিংস, আমি কি মূর্খ, এক মূর্খ অপরাধী বলে মনে হচ্ছে নিজেকে আমার। এতদিন আমি শুধুই আমার মগজের ধূসর কোষগুলির গর্ব করে এসেছি, নিজের বুদ্ধির বড়াই করে এসেছি, অথচ এখন আমারই বোকামোর জন্য একজনকে তাঁর মূল্যবান জীবন অসময়ে হারাতে হলো, যিনি আজই সকালে আমার কাছে এসেছিলেন তাঁর জীবন রক্ষা করার আবেদন নিয়ে। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এত তাড়াতাড়ি এরকম ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটবে। মহান ঈশ্বর কি এর জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন? আমি একটা মারাত্মক ভুল করেছিলাম, গোড়ায় তাঁর বক্তব্য নেহাতই একটা বানানো গল্প বলে ধরে নিয়ে। যাইহোক, কথা বলতে বলতে আমরা ডঃ অ্যাডামসের বাড়িতে এসে গেছি দেখছি। দেখা যাক উনি এখন আমাদের কি বলেন!'

ডঃ অ্যাডামস্ গল্পের বইতে বর্ণিত ঠিক গ্রাম্য চিকিৎসকের মতো দেখতে, লাল মুখ। তিনি আমাদের যথেষ্ট আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু মিসেস পেনগেলির মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ হওয়ার কথা শোনামাত্র তাঁর লাল মুখ এবার আরও গাঢ় রক্তবর্ণের মতো হয়ে উঠল।

'কি যা তা বলছেন? ডাহা মিথ্যে সন্দেহ! ডাহা মিথ্যে সন্দেহ! আপনাদের সন্দেহের প্রতিটি কারণ মিথ্যে! আপনারা ভেবেছেন কি, আমি বুঝি মিসেস পেনগেলির চিকিৎসা করিনি!' ওঁর মৃত্যুর একমাত্র কারণ বদহজম, স্রেফ বদহজমের জন্য। এই শহরের মানুষগুলোর মুখে আজকাল আজগুবি গল্প ছাড়া ভাল কিছু কথা শোনা যায় না। পরচর্চাকারী বয়স্কা রমণীরা দুপুরের অলস মুহূর্তে এক সাথে মিলিত হয়ে এই ধরনের কেচ্ছাকাহিনী নিজেদের অনুর্বর মস্তিষ্ক থেকে বার করে, আর সেই মতো রটিয়ে দেয়। ঈশ্বর জানেন, কোথ্‌থেকে এই সব কল্প-কাহিনীর সূত্র খুঁজে পায়! আসলে এদের এইসব আজগুবি খবরের উৎস হলো খবরের কাগজে আর সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সত্য-মিথ্যা মেশানো কাহিনী। এরা নিজেদেরকে এক-একজন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ঠাওরে নেয়। এ কেসেও তারা তাকের ওপর আগাছা ধ্বংস করার অ্যাসিড দেখেই ধরে নিয়েছে, বাড়ির কর্তা বুঝি ওই বিষাক্ত অ্যাসিড প্রয়োগ করে তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন! আমি নিজে বেশ ভাল করেই এডওয়ার্ড পেনগেলিকে জানি, যিনি তাঁর ঠাকুমার প্রিয় কুকুরকে বিষ প্রয়োগ করতে পারেন না, কেনই বা তিনি তাঁর স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে যাবেন? আমার এ প্রশ্নের জবাব দিন?'

'মঁসিয়ে ডক্টর, আপনি বোধহয় একটা কথা জানেন না?' এই বলে পোয়ারো শান্তভাবে মিসেস পেনগেলি সেদিন সকালে তার সঙ্গে কি উদ্দেশ্যে দেখা করেছিলেন তার বিবরণ সংক্ষেপে দিল। সব শোনার পর ডঃ অ্যাডামসের চেয়ে বেশি বিস্মিত হতে বোধহয় অন্য আর কেউ পারেন না। তাঁর বিস্ময়ভরা চোখ দুটি এখন কপালে ওঠার উপক্রম হলো। তিনি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, 'ঈশ্বর আমাকে শক্তি দাও! মিসেস পেনগেলি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছলেন তখন। তাই যদি হয়, তাহলে তিনি তাঁর সন্দেহের কথা আমাকে জানালেন না কেন? জানালে সেটাই সত্যিকারের কাজের কাজ হতো তাহলে।'

'আপনি কি তাঁর সেই ভয়টা উপহাস করে উড়িয়ে দিতে চাইছেন?'

'না, না, আদৌ তা নয়। আমি আশা করি, খোলা মন নিয়েই সব সময় আলোচনা করতে পারব।'

পোয়ারো তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল, কোনো জবাব দিল না। ডঃ অ্যাডামস্‌কে খুবই বিব্রত দেখাচ্ছিল, পোয়ারোর অভিযোগ তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর পোয়ারো হাসিতে ফেটে পড়ল।

'শূকরের মতো উনি বড় একগুঁয়ে। এই সব জেদী লোকে যা বলে, অনেকক্ষেত্রে সেটা সত্যে পরিণত হতে দেখা গেছে। তাই সেই সূত্র ধরেই বলতে হয়, উনি যখন

বলেছেন যে মিসেস পেনগেলি চরম বদহজমজনিত রোগে মারা গেছেন তখন তাঁর ধারণাটাই সত্য বলে ধরে নিতে হয়। তবে ওঁর মনে বড় অশান্তি দেখে এলাম। এটাই আমাকে ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। ওঁর মনটা কেনই বা অশান্ত হতে যাবে? ধরে নেওয়া যায় যে উনি মিসেস পেনগেলিকে হত্যা করেননি। তাহলে?' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে চুপ করে গেল পোয়ারো।

আমি পোয়ারোর স্বভাব জানি, নিজের থেকে না বললে তার মুখ থেকে একটা শব্দও বার করা যাবে না। তাই আমি বুদ্ধিমানের মতো কথা না বাড়িয়ে একটা তাৎক্ষণিক প্রসঙ্গে চলে এলাম।

'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি?'

'আপাতত সরাইখানায় ফিরে যাব। তারপর বিছানায় ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিয়ে লম্বা একটা ঘুম দেব, একেবারে কাল সকালে ঘুম থেকে উঠতে চাই। কিন্তু তোমাদের ইংরেজদের শহরতলী এলাকায় সরাইখানায় বিছানায় শুয়ে রাত কাটানো তো রীতিমতো একটা আতঙ্কের ব্যাপার। সস্তা হলেও সেগুলো এমনি জঘন্য যা ভাষায় বর্ণনা দেওয়ার অযোগ্য।'

'আর আগামীকাল কি করছ?'

'আমাদের অবশ্যই টাউনে ফিরতে হবে। এবং এ কেসের পরবর্তী অগ্রগতি দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

'সে বড় নীরস ব্যাপার', আমি অসন্তুষ্ট হয়ে বললাম। 'ধরো সেখানে আর কোনো ঘটনাই ঘটতে দেখা গেল না, তখন?'

'হ্যাঁ, ঘটবেই! আমি এ ব্যাপারে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমাদের বয়স্ক ডাক্তার তাঁর খুশিমতো যত সার্টিফিকেটই দিন না কেন, তিনি শত শত মানুষের জিভকে সত্য প্রকাশ করার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না। এবং তারা একটা বিশেষ প্রয়োজনে সোচ্চার হতেই থাকবেন। এ আমি তোমাকে বলে রাখলাম।'

পরের দিন সকাল এগারোটা নাগাদ আমাদের ট্রেন শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা। স্টেশনের উদ্দেশ্যে আমরা রওনা হওয়ার আগে মিস ফ্রেডা স্ট্যানটনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করল পোয়ারো। মৃত মিসেস পেনগেলি কথায় কথায় বলেছিলেন এই ফ্রেডা মেয়েটি তাঁর ভাগ্নী। ফ্রেডা যে বাড়িতে থাকত সেটা বেশ সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। ওর সঙ্গে ছিল লম্বাটে, কালো রঙের এক যুবক। ফ্রেডাই যুবকটির পরিচয় দিল, মিস্টার জ্যাকব র‍্যাডনর। তবে মিস্টার র‍্যাডনরের পরিচয় দিতে গিয়ে মাঝে মাঝেই ইতস্তত করছিল সে।

মিস ফ্রেডা অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে, অনেকটা পুরনো কর্ণওয়াল দেশীয় বাসিন্দাদের মতো। তার গাঢ় চোখদুটির দিকে আমার চোখ পড়তেই আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। মেয়েটির দীপ্ত চোখের চাহনি, তার তেজস্বীতার পরিচয় পেয়ে আমার কেন জানি না মনে বলে, এ মেয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করা খুব একটা সহজ হবে না।

'বেচারী মামীমা', পোয়ারোর মুখ থেকে তার সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে ফ্রেডা দুঃখ করে বলল, 'এ খুবই দুঃখের কথা। খবর পাওয়ার পর গতকাল রাতে আমি ঘুমতে পারিনি। আর আজ সারা সকালটা আমার কেবলি মনে হচ্ছিল ওঁর সঙ্গে ওভাবে ঝগড়াঝাটি করে চলে না এলেই বোধহয় ভাল করতাম, একটু ধৈর্য-ধরে ওঁর প্রতি একটু নরম মনোভাব দেখালেই বোধহয় ভাল হতো। আমার যে সেদিন কেন অত রাগ হলো! চন্ডালের রাগ—'

'তুমি যা করেছো ঠিকই করেছ', পিছন থেকে র‍্যাডনর তাকে সমর্থন করে বলে উঠল।

'হ্যাঁ জ্যাকব, কিন্তু আমি তো জানি আমি বড় বদরাগী, রেগে গেলে আমার মাথার ঠিক থাকে না, যা মুখে আসে তাই বলে ফেলি, ভাল কি মন্দ একবার ভেবেও দেখি না। তাছাড়া আমার মামীমা যে মাথামোটা মহিলা ছিলেন, বুদ্ধি-শুদ্ধি বলে কিছু ছিল না, এ সব কথা আমার অজানা ছিল না। তাই ওঁর এই দুর্বলতার কথা বিবেচনা করে আমার উচিত ছিল ওর কথায় কান না দিয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়া। দিনরাত উনি কেবলি আমার মামাকে সন্দেহ করে গেছেন, উনি নাকি ওঁর খাবারে বিষ মেশাচ্ছেন, শ্লো-পয়জন যাকে বলে। ওঁর অভিযোগ ছিল, মামার দেওয়া কোনো খাবার খেলেই উনি নাকি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম, মামা অমন নিখুঁত কাজ কখনোই করতে পারেন না। এ সবই মামীমার মিথ্যে সন্দেহের কারণ। তিনি ধরে নেন যে, এ ভাবে চললে তিনি নাকি একদিন ঠিকই মারা যাবেন, আর হলোও তাই শেষ পর্যন্ত।'

'আচ্ছা মাদামোয়াজেল', পোয়ারো জানতে চাইল, 'আসলে কি ব্যাপারে মামীমার সঙ্গে আপনার মতবিরোধ হয়েছিল জানতে পারি?'

মিস স্ট্যান্টন র‍্যাডনরের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করল। যুবক র‍্যাডনর তার ইঙ্গিতটা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল। তাই সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমাকে এখনি একবার একটা জরুরী কাজে চলে যেতে হচ্ছে ফ্রেডা, আজ রাত্রে আমি তোমার সঙ্গে আবার দেখা করব।' তারপর সে আমাদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'আপনাদের কাছ থেকেও এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি। আমার মনে হয় আপনারাও তো স্টেশনের দিকে যাচ্ছেন, তাই না?'

পোয়ারো উত্তরে জানিয়ে দিল, হ্যাঁ তাদের স্টেশনে যাওয়ার কথা ছিল বটে, তবে এখন তারা তাদের পরিকল্পনার কিছু রদ-বদল করেছে। সে কথা শুনে র‍্যাডনর সেখান থেকে বিদায় নিল অতঃপর।

পোয়ারো এবার মিস স্ট্যান্টনের দিকে ফিরে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি মিস্টার র‍্যাডনরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য কি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ?' পোয়ারো ধূর্ত হাসি হেসে ফ্রেডার দিকে তাকাল।

ফ্রেডার মুখে রক্তিমাভা ফুটে ওঠে এবং অকপটে সে পোয়ারোর অনুমানে সায়

দিল মাথা নেড়ে। 'হ্যাঁ, আমার মামীমার সঙ্গে এ ব্যাপারেই তো যত অশান্তি, ঝগড়াঝাটি।'

'তার মানে আপনাদের মিলনের ব্যাপারে আপনার মামীমার সম্মতি ছিল না?'

'না, ঠিক তা নয়। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, উনি—' এখানে এসে মেয়েটি একেবারে নীরব হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন! চুপ করলেন কেন?' পোয়ারো তাকে উৎসাহ দিল।

'আমি যে কথাটা আপনাকে মামীমার সম্পর্কে বলতে যাচ্ছিলাম, সেটা খুবই ভয়ঙ্কর শুধু নয় একটা বিশ্রী নোংরা ব্যাপারও বটে। এখন তিনি মৃত। তাই সেই অপ্রিয় কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি না বললে ব্যাপারটা আপনার একেবারে অজানাই থেকে যাবে। তাই এখন আমার আর বলতে কোনো বাধা নেই মঁসিয়ে পোয়ারো। শুনুন তাহলে, আমার মামীমা সম্পূর্ণভাবে জ্যাকবের মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ, খাঁটি সত্য। কিন্তু এটা আপনার কাছে খুবই অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, মনে হওয়ারই তো কথা। বিশেষ করে মামীমার বয়স যেখানে পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে, আর জ্যাকবের এখনও তিরিশও পেরোয়নি, সেখানে এটা বিশ্বাস করতে না পারাটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এটাই সত্য, দুই-এর মধ্যে মিথ্যার কোনো অবকাশ নেই। জ্যাকবের ব্যাপারে উনি যেরকম পাগলামি শুরু করেছিলেন তা কল্পনা করা যায় না, মেনে নেওয়া যায় না। তাই আমি একদিন ওঁকে বলতে বাধ্য হই, তুমি মিথ্যে জ্যাকবের দিকে হাত বাড়াচ্ছো, ও আমার, শুধু আমারই, কেবল আমাকেই চায় ও! আর আমিও জ্যাকবকে ভালবাসি। কথাটা শুনেই রাগে ওঁর মাথাটা জ্বলে উঠল, ওঁর সেই হিংসার আগুনে পারলে যেন আমাকে তিনি পুড়িয়ে ফেলেন। তারপর থেকেই উনি আমার সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করতে শুরু করলেন এবং সময়ে অসময়ে এমন সব অকথ্য-ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকলেন যা কোনো সভ্য মানুষ সহ্য করতে পারে না। আমার পক্ষেও চুপ করে থাকা আর সম্ভব হলো না। তাই আমিও ওঁকে যা তা বলে অপমান করে বসলাম একদিন। শুধু তাই নয়, এ নিয়ে জ্যাকবের সঙ্গেও আলোচনা করলাম। আমরা দু'জনে তখন এক গোপন আলোচনায় বসলাম, এবং এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলাম। আমার পক্ষে সবচাইতে ভাল হবে মামীমার সঙ্গ ত্যাগ করে ওই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া। অন্তত মামীমার মাথা যতদিন না ঠাণ্ডা হয় ততদিন পর্যন্ত। বেচারী মামীমা! তিনি কি করতে যাচ্ছেন তা বোধহয় মামীমা জীবিত অবস্থায় একবারও বোঝবার চেষ্টা করেননি।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই সেরকমই হতে পারে! গোটা ব্যাপারটা আমার সামনে তুলে ধরার জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাদামোয়াজেল।'

ফ্রেডার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে একটু অবাকই হতে হলো আমাকে, আশ্চর্য র‍্যাডনর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সেখানে।

নিজের থেকেই র‍্যাডনর এগিয়ে এসে বলল, 'ফ্রেডা এতক্ষণ আপনাদের কি বলল আমি আন্দাজ করতে পারি। আপনারা অনুমান করে নিতে পারেন, গোটা ব্যাপারটা যেমন দুর্ভাগ্যজনক তেমনি অস্বস্তিকর ছিল আমার কাছে। আমার এখন একটা কথাই আপনাদের বোঝানো দরকার, এর পিছনে আমার নিজের কোনো হাত ছিল না। আমার আর ফ্রেডার অন্তরঙ্গতার প্রসঙ্গে বলতে চাই, গোড়ায় আমি ধরে নিয়েছিলাম ফ্রেডা আর আমার মধ্যে যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠছে, মিসেস পেনগেলি তাতে সমর্থন জানিয়ে সেটা সুদৃঢ় করতে আমাদের সাহায্য করতে চান। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আমি যখন তাঁর আসল মনোভাব টের পেলাম, অর্থাৎ তিনি আমার প্রতি আসক্ত জানতে পারলাম, তখন সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল এবং আমি তখন একেবারে ভেঙে পড়ি আর ভাবি, ওঁর এই পাগলামি আমি কি করে বন্ধ করব?'

'তা আপনি মিস স্ট্যান্টনকে কবে বিয়ে করছেন?' পোয়ারো কোনো ভূমিকা না করেই সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল।

'আশা করছি খুব শীগগির। মঁসিয়ে পোয়ারো আমি এখন আপনার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে চাই। অনেক ব্যাপারে ফ্রেডার চেয়ে আমি বেশি কিছু জানি। ফ্রেডার বিশ্বাস ওর মামী নির্দোষ, কিন্তু ওর মতো আমি অতটা নিশ্চিত নই। কিন্তু একটা কথা আমি আপনাকে বলতে চাই : আমি যা জানি সে ব্যাপারে আমি আমার মুখ বন্ধ করে থাকব। ঘুমন্ত কুকুরদের শুয়ে থাকতে দিন। আমি চাই না আমার ভাবী স্ত্রীর মামা তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করার দায়ে ফাঁসি যান।'

'এসব কথা আমাকে বলছেন কেন?'

'কারণ আমি আপনার নাম অনেক শুনেছি, আর আমি এও জানি যে, আপনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তদন্ত করে আপনি হয়তো তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার কোনো সূত্র খুঁজে বার করতে পারেন, এর মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, ব্যাপারটা আপনি নিজেই একবার ভেবে দেখুন না, এখন এসব করার কি কোনো প্রয়োজন আছে? এই কেসের যিনি কেন্দ্রবিন্দু, ফ্রেডারের সেই মামীমা তো মৃত, এখন তিনি সব ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। তাছাড়া জীবিত থাকাকালীন সময়ে যে জিনিসটা উনি সব সময় এড়িয়ে চলতেন তা হলো কেচ্ছা, এখন যদি সত্যি সত্যি সেরকম কিছু শুরু হয় তাহলে ওঁর আত্মা কখনোই শান্তি পাবে না!'

'সম্ভবত আপনার কথাই ঠিক। তার মানে আপনি চান, এ কেসটা আমি পুরোপুরি চাপা দিয়ে দিই, এই তো?'

'হ্যাঁ, এটাই আমার মতলব। আমি অকপটে স্বীকার করছি যে, হয়তো এ ব্যাপারে আমি স্বার্থপরের মতো কথা বলছি, আমার এ দোষ আমি মাথায় পেতে নিচ্ছি এই কারণে যে, আমাকে এখন আমার নিজের ভবিষ্যৎ নিজেকেই গড়ে তুলতে হবে।

জানেন মঁসিয়ে, ইতিমধ্যেই আমি পোশাক তৈরি করার একটা টেলারিং শপ গড়ে তুলেছি।'

'কেনই বা করবেন না? এ তো বেশ ভাল কথা!' পোয়ারো এখানে একটু থেমে র‍্যাডনরের শেষ কথার জের টেনে বলতে শুরু করল, 'দেখুন মিস্টার র‍্যাডনর, শুধু আপনি একা নন, আমরা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর স্বার্থপর। তবে সবার থেকে আপনাকে একটু আলাদা করে রাখছি এই কারণে যে, সবাই আপনার মতো অকপটে সে কথা মুখ ফুটে বলে না। ঠিক আছে, আমি আপনার ইচ্ছে মতো ব্যাপারটা চেপে যাব, আমি আর আপনি ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না। তবে একটা কথা স্পষ্ট বলে রাখছি, এ এমনি এক স্পর্শকাতর ব্যাপার যে, এটা শেষ পর্যন্ত চাপা থাকতে পারে না। প্রকাশ একদিন পাবে ঠিকই!'

'কেন চাপা থাকবে না?'

'মানুষের কণ্ঠস্বর, এক কান থেকে পাঁচ কান হয়ে যাবে। এই কারণেই বলছি মিস্টার র‍্যাডনর। আর কোনো কথা নয়। আমাদের এখন অবশ্যই ছুটতে হবে, তা না হলে হয়তো ট্রেন ধরতে পারবো না।'

'কেসটা সত্যি সত্যিই খুব আকর্ষণীয়, তাই না হেস্টিংস?' ট্রেনটা স্টেশন ছাড়তেই পোয়ারো বলে উঠল।

'বেশ তো, ও কথা তুমি যত খুশি ভাবতে পার', উত্তরে আমি বললাম, 'কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি জানো পোয়ারো, আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা নোংরার স্তূপ ছাড়া কিছু নয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এর মধ্যে রহস্যের কোনো নামগন্ধ নেই। এ কেস কোনো গোয়েন্দারই হতে পারে না।'

'হ্যাঁ, তা যা বলেছ, এই একটা ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। সত্যি কথা বলতে কি আমি নিজেও এ কেসের মধ্যে কোনো রহস্য খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আমার মনে হয় মেয়েটি তার মামীমার সঙ্গে মিস্টার র‍্যাডনরের যে অস্বাভাবিক প্রেমোপাখ্যান শোনালো, সেটা আমরা বিশ্বাস করে নিতে পারি। আর আমার কাছে এটাই একমাত্র সন্দেহজনক ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। এমন একজন চমৎকার আর সম্মানিত মহিলা যে কি করে এই নোংরা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে পারেন, আমি আবার বলছি সেটা খুবই অস্বাভাবিক!'

'এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক বলে কিছুই নেই। আমার শেষ মন্তব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে পোয়ারো বলে উঠল, এটা সম্পূর্ণ অতি সাধারণ ব্যাপার আর এটাই স্বাভাবিক কেন বলছি জানো হেস্টিংস?' তুমি যদি নিয়মিতভাবে এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিদিনের খবরের কাগজ পড় তাহলে দেখতে পাবে মাঝে মাঝেই এ ধরনের অনেক ঘটনার কথা জানতে পারবে, দেখতে পাবে ওঁর মতোই পঞ্চাশ বছর বয়সী কোনো মহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে একটানা কুড়ি বছর বিবাহিত জীবন কাটানোর পরে নিজের বয়সের থেকে অনেক কম বয়সী কোনো যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর স্বামী, সংসার

এমন কি ছেলেমেয়েদের ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সেই তরুণ প্রেমিকটির হাত ধরে। মেয়েরা যখন তাদের যৌবনের প্রান্তভাগে এসে দাঁড়ায়, যখন তাঁদের যৌবন প্রায় অস্তমিত, বসন্ত একেবারে বিদায়, সে জায়গায় গ্রীষ্মের রুক্ষতা ছাপিয়ে বসেছে তাঁদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, শরৎ ও হেমন্ত ঋতুও প্রায় যায়-যায়, আগামী শীতের রুক্ষতা ঠেকাতে গিয়ে মেয়েরা সাধারণত খুবই অসহায় বোধ করে তখন। স্বভাবতই তখন তারা কোনো যুবকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চায় একটুকু প্রেম-ভালবাসা, রোমাঞ্চ, এসবের স্বাদ শেষবারের মতো পাবার জন্য। আর তার জন্য যদি তাদের পাগলও হয়ে যেতে হয়, তাতেও পিছপা নয় তারা। কারণ এসব তারা তাদের প্রৌঢ় স্বামীর কাছ থেকে পাওয়ার জন্য আশা করতে পারে না। তাই সেখানে ডঃ পেনগেলির মতো মফঃস্বল শহরের এক নামী দাঁতের ডাক্তারের স্ত্রীকে যে ওই একই রোগে ধরেনি সে সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত হবে কিকরে বলো?'

'আর তুমি তাই মনে করো—'

'হ্যাঁ, আমি এটাই বলতে চাই যে, একজন ধূর্ত লোকের পক্ষে ওইরকম একটা মুহূর্তের সুযোগ নেওয়াটা কোনো অস্বাভাবিকই নয়।'

'ডঃ পেনগোলিকে আমি অত চতুর বা ধূর্ত লোক বলে ধরে নিতে পারি না', একটু সময় মনে মনে ভেবে নিয়ে বললাম, তার বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা নিয়ে সারা শহরের কানাকানি, ফিস্‌ফিসানির কথা তার অজানা নয়। তবু তা সত্ত্বেও আমি মনে করি তুমি ঠিকই বলেছ। এখন এই দু'জন সব কিছুই জানেন, র‍্যাডনর এবং ডঃ পেনগেলি, আর ওঁরা দু'জনেই সমস্ত ব্যাপারটা চাপা দিতে চান। র‍্যাডনর যেভাবেই হোক তার মনের ইচ্ছেটা বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছে, আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছে ব্যাপারটা যেন পাঁচ কান না হয়। এখন বাকি রইল অন্য এক পুরুষ। আমার এখন খুব ইচ্ছে হচ্ছে এই লোকটিকে একবার চোখের দেখা দেখি।'

'বেশ তো তোমার মনের সাধ অপূর্ণই বা থাকে কেন? কোনো ইচ্ছা বা সাধ মনের মধ্যে পুষে রাখতে নেই, তাতে মনের ওপর চাপ পড়তে পারে, তোমার মনের অসুখ হতে পারে, হয়তো সে অসুখ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। না, না, তা হতে দিও না। এত কাছে এসেও তোমার মনের সাধ অপূর্ণ রেখেই ফিরে যাবে? না,' পোয়ারো মুচকি হেসে বলল, 'তুমি এক কাজ করো, পরের কোনো ট্রেন ধরে আবার ফিরে যাও ওখানে, ডঃ পেনগেলির সঙ্গে দেখা করে বলো তোমার দাঁতের ভীষণ যন্ত্রণা, তাই তাঁর পরামর্শ নিতে এসেছ, এ কথা বললেই হবে।'

আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে পোয়ারোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম।

'আমি জানি, এ কেসে তোমার এত আগ্রহ কেন?'

'তোমার ভাষাতেই বলি, এ কেসে আমার আগ্রহ তোমার একটা মন্তব্যে যথাযথভাবেই যোগান দিয়েছে। তোমার মনে আছে হেস্টিংস, মিসেস পেনগেলির পরিচারিকার সাক্ষাৎকার নেবার পর তুমি আমাকে বলেছিলে, তুমি লক্ষ্য করেছ,

পরিচারিকাটি অনেক কিছুই বলে ফেলেছে, কিন্তু কোনো একজনের কথা সে বলতে চাইছে না, গোপন রাখতে চাইছে, কিন্তু কেন?'

'ওহো, আমি এসব কথা বলেছিলাম নাকি?' হ্যাঁ, হতে পারে মনে মনে ভাবলাম, আমার নিজেরই কেমন যেন সন্দেহ হলো। তারপর আমি অনেক ভাবনা-চিন্তা করে আমার মূল সমালোচনায় ফিরে এলাম : 'কিন্তু আমি ভেবে অবাক হচ্ছি পোয়ারো, কেনই বা তুমি ডঃ পেনগেলির সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছ না?'

'ধীরে বন্ধু ধীরে, একটু ধৈর্য ধরো', পোয়ারো আমাকে আশ্বস্ত করে বলল, 'আমি ওঁকে ঠিক তিনটি মাস সময় দিতে চাই, তারপর আমি আমার খুশিমতো যতদিন ইচ্ছে তাঁকে দেখব প্রাণ ভরে আসামীর কাঠগড়ায়।'

আমি একবার ভেবেছিলাম, পোয়ারোর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে বলেই প্রমাণিত হবে। এদিকে সময় বয়ে যায়, টেমস নদীর জল অনেক গড়িয়ে যায়, কিন্তু তবুও আমাদের কর্নিশ কেসের কোনো সমাধানের লক্ষণ দেখতে পেলাম না। অন্য আরও নতুন নতুন কেসের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে পড়েছি, পেনগেলি বিপর্যয়ের ঘটনার কথা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম, মনে হয় পোয়ারোও র‍্যাডনরের অনুরোধ মতো কেসটা চিরদিনের মতো চাপা দেবার কথা ভাবছিল, ঠিক এই সময় হঠাৎ খবরের কাগজে একটা চমকপ্রদ খবর বেরোতে দেখে নড়েচড়ে বসলাম, আমার টনক নড়ল, পোয়ারো সম্পর্কে আমার ভুল ভাঙল, তার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমাকে নতুন করে আবার ভাবিয়ে তুলল। খবরটা ছিল এই রকম : কবর খুঁড়ে মিসেস পেনগেলির মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করার নির্দেশ পুলিশকে দিয়েছেন আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচীব।

কয়েক দিন পরে কর্নিশ রহস্যের খবর প্রতিটি সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে দাঁড়াল। এবং আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। এর থেকেই জানা গেল, মিসেস পেনগেলির রহস্যজনক মৃত্যুর তিন মাস পরেও গ্রাম্য মহিলাদের খোসগল্পের রেশ তখনো শেষ হয়ে যায়নি। বরং খবরের কাগজে কবর খুঁড়ে মিসেস পেনগেলির মৃতদেহ তোলার খবরটা প্রকাশিত হওয়ার পর তারা আরও বেশি মুখর হয়ে উঠল। খবরের কাগজ থেকেই জানতে পারলাম, বিপত্নীক ডঃ পেনগেলি এবং তাঁর যুবতী সেক্রেটারি মিস মার্কসের বাগদানের খবরটা জানাজানি হতেই গোলমাল বেঁধে গেল। এর থেকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, মিস মার্কসকে বিয়ে করার পথ পরিষ্কার করার জন্যই ডঃ পেনগেলি তাঁর স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছেন। এ জাতীয় গুজব পৃথিবীর যেকোনো মফঃস্বল শহরে রটানোর লোকের ঘাটতি হয় না; এদেরই মধ্যে থেকে হয়তো কেউ একজন প্রতিকার চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচীবের কাছে। তাদের সন্দেহ অমূলক নয়। যাইহোক, পোস্টমর্টেম করতে গিয়ে মিসেস পেনগেলির গলিত মৃতদেহের তলপেট থেকে প্রচুর পরিমাণ আর্সেনিক পাওয়া গেল এবং তারই ভিত্তিতে পুলিশ তাঁর স্বামী ডঃ পেনগেলিকে গ্রেপ্তার করল এবং তাঁর বিরুদ্ধে স্ত্রী হত্যার মামলা দায়ের করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ফৌজদারী আদালতের কাঠগড়ায় এনে হাজির করলো।

মামলার শুরুতে আমি আর পোয়ারো পরপর কয়েকদিন আদালতে গিয়ে হাজির হলাম প্রাথমিক শুনানীর কার্যধারা প্রত্যক্ষ করার জন্য। সাক্ষ্যপ্রমাণের তালিকা প্রত্যাশা মতো বেশ দীর্ঘই হলো। মৃত মিসেস পেনগেলির চিকিৎসক ডঃ অ্যাডমস সাক্ষ্য দিতে গিয়ে স্বীকার করলেন, রোগিনীর প্রচণ্ড বদহজমজনিত পাকস্থলী অপরিষ্কার থাকার দরুন আর্সেনিক বিষের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে ভুল করা হয়ে থাকবে, কিংবা বলা যায় যে, কঠিন বদহজমজাতীয় কোনো পেটের রোগে দীর্ঘদিন ধরে ভুগে যারা মারা যায় তাদের তলপেটে যেসব লক্ষণ পাওয়া যায় আর্সেনিক বিষের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকে। সরকারী ডাক্তার যিনি পোস্টমর্টেম করেছেন তাঁকেও তলব করা হলো আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। মিসেস পেনগেলির বহুদিনের পুরনো পরিচারিকা জেসিও এলো সাক্ষ্য দিতে। জেসি অনেক উল্টোপাল্টা আর অবান্তর সাক্ষ্য দিল যার মধ্যে অধিকাংশই বাতিল করে দিল আদালত। কিন্তু এখন দেখতে হবে, কার কোন্ সাক্ষ্য এ কেসে খুবই মূল্যবান, এবং তার ভিত্তিতে অপরাধীকে বন্দী করে রাখা যায়, তারপর চিরদিনের জন্য জেলখানায় পাঠান যায়। ফ্রেডা স্ট্যানটন তাঁর সাক্ষ্য দিতে এসে কোনোরকম রাগ না করে বলল, তার মামা ডঃ পেনগেলির নিজের হাতে তৈরি খাবার খেলেই তার মামীমার পেটে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়ে যেত। জ্যাকব র‍্যাডনর জানালেন, মিসেস পেনগেনি যেদিন মারা যান সেদিন ঘটনাচক্রে সে ওই বাড়িতে গেছল। ডঃ পেনগেলি আগাছা সাফ করার অ্যাসিডের বোতল রান্নাঘরের তাকে রাখতেন নিজের হাতে, এ দৃশ্য জ্যাকব নিজের চোখে দেখেছে। মিসেস পেনগেলির খাবার সামনে টেবিলের ওপরেই রাখা থাকত। ডঃ পেনগেলির যুবতী সেক্রেটারি মিস মার্কসেরও ডাক পড়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সে শুধু কেঁদে গেল এবং সরকার পক্ষের প্রসিকিউটারের ডাকে চোখের জল মুছে তারই ফাঁকে স্বীকার করল, তার নিয়োগকর্তার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং এ ওকে ভালওবাসত। ডঃ পেনগেলি তাকে বিয়ে করার জন্য প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু মাঝখান থেকে এ তার কি সর্বনাশ হলো! এই বলে সে আবার ভেউ ভেউ করে একটু সময় কেঁদে চোখের জল মুছে আবার বলল, মিথ্যে সন্দেহ করে ডঃ পেনগেলিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তিনি নির্দোষ, তাঁর স্ত্রীর সন্দেহজনক মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে।

শুনানী চলতে থাকে।

সেদিনের মতো আদালত থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামতে জ্যাকব র‍্যাডনরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে সে-ও আমাদের লজিং-এ হাঁটাপথে এগিয়ে চলল। কারো মুখে কথা নেই, আমরা সবাই যেন শপথ নিয়েছি কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলব না। শেষ পর্যন্ত পোয়ারোই সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে প্রথম মুখ খুলল :

'দেখলেন তো মিস্টার র‍্যাডনর, শেষ পর্যন্ত আমার কথাই কেমন ঠিক হলো? চলার পথ আর মানুষের মুখ কখনো চাপা দিয়ে রাখা যায় না। একদিন না একদিন ঠিক জানাজানি হয়ে যাবেই, যেমন এ কেসের ক্ষেত্রে হলো, কি, ঠিক কিনা?'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছিলেন', একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল র‍্যাডনর, 'আচ্ছা মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার কি মনে হয় উনি খালাস পাবেন?'

'সেটা সময়ই বলে দেবে।' পোয়ারো সরাসরি র‍্যাডনরের কথায় সায় না দিয়ে শুধু ইঙ্গিতে বলল, 'ওঁর নিজের পক্ষ সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম তথ্য-প্রমাণ ওঁর নিজের হাতেই মজুত আছে। ওঁর হাতের আস্তিনের নিচে এমন কিছু লুকনো আছে, আপনারা ইংরাজরা যাকে তুরুপের তাস বলে থাকেন, যা তিনি যথাসময়ে ঠিক বার করবেন, দেখবেন। তখন ওঁর নির্দোষিতা প্রমাণের বিরোধিতা কেউই করতে পারবে না। আসুন না আমাদের সঙ্গে, আসবেন না?'

র‍্যাডনর পোয়ারোর আহ্বান গ্রহণ করল। আদালতের কাছেই একটা হোটেলে আমরা উঠেছি। সেখানকার রেস্তোরাঁয় গিয়ে আমি দুটো হুইস্কি-সোডা আর এক কাপ চকোলেটের ফরমাস দিলাম। ফরমাসটা আতঙ্কের আর আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে সেটা কখনো গ্রহণের যোগ্য হবে কিনা, যার জন্যে ফরমাস করা সেকি খোলা মনে গলাধঃকরণ করবে? পোয়ারোকে আমার এই সন্দেহের কথা কানে কানে বললে তার উত্তর হলো এই রকম :

'অবশ্যই!' পোয়ারো বলতে থাকে, 'এ ধরনের ব্যাপারে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। আর আমাদের বন্ধুটিকে বাঁচানোর কেবল একটাই পথ আমি দেখতে পাচ্ছি মিস্টার র‍্যাডনর!'

'সেটা কি?'

'এই যে, এই কাগজটা আপনাকে সই করে দিতে হবে।' এই বলে পোয়ারো তার পকেট থেকে একটা কাগজের শীট বার করল, তাতে অনেক কিছুই লেখা ছিল। কিন্তু র‍্যাডনরের তা জানা ছিল না। তাই সে আবার জিজ্ঞেস করল :

'এটা আবার কি?'

'একটা স্বীকারোক্তি, আপনিই যে মিসেস পেনগেলিকে খুন করেছেন, তারই স্বীকারোক্তি।'

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে র‍্যাডনর শব্দ করে হেসে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন। তাছাড়া আমার মোটিভই বা কি?'

'না, না বন্ধু, আমি পাগল হইনি, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক আছি। আপনি বরং আমাকে বুঝতে ভুল করেছেন। হয়তো আপনি নিজেও নিজেকে ঠিকমতো বুঝতে পারেননি এখনও পর্যন্ত। আর মোটিভের কথা বলছেন? ঠিক আছে, সেই মোটিভ আপনার কাজের আর পরবর্তীকালে আপনার গতিবিধির মধ্যে থেকে খুঁজে নিতে হবে। এবার আসুন, সেসবের বর্ণনা দেওয়া যাক। একেবারে প্রথম থেকে শুরু করি, তখন আপনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করবেন বলে এখানে এসেছিলেন। ব্যবসা করতে হলে হাতে মোটা টাকার পুঁজি চাই, কিন্তু অত টাকা আপনার কোথায় তখন? এদিকে ডঃ

পেনগেলির আর্থিক স্বচ্ছলতার খবর পৌছে গেছল আপনার কাছে। আপনার তখন মতলব কি করে পেনগেলি পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়। কয়েকদিন পরে ঘটনাচক্রে ডঃ পেনগেলির ভাগ্নী মিস ফ্রেডা ট্যানটনের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল আপনার। সৌভাগ্যলক্ষ্মী তখন আপনার ওপর বেশ ভালভাবেই ভর করে বসেছিলেন, তা না হলে দু'-একদিনের আলাপেই আপনাকে ফ্রেডার ভাল লেগেই বা যাবে কেন? আর আপনিও তাকে ভালবেসে ফেললেন। আপনি তখন আপনার পরিকল্পনা মাফিক সব কাজই দ্রুত সারতে চাইলেন। দু'দিনের আলাপ ও প্রেম-ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মিস ফ্রেডাকে আপনি কথাই দিয়ে ফেললেন তাকে বিয়ে করবেন বলে। তখন একটা মুশকিল হলো কি, ফ্রেডা মামার কাছ থেকে হাতখরচ বাবদ যে টাকা পেত তা এতই অল্প ছিল যে, তার ওপর ভরসা করে আপনাকে বিয়ে করে সংসার পাতা যায় না। আপনি আপনার ব্যবসাও তখনও পর্যন্ত দাঁড় করাতে পারেননি। তাই তখন আপনার প্রচুর টাকার দরকার। সোজাপথে টাকা পাওয়ার কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে আপনার মাথায় তখন একটা বদ মতলব খেলে গেল। একটা অপরাধবোধ জন্ম নিল আপনার মাথায়। আপনি ভেবে দেখলেন পেনগেলি দম্পতিকে পৃথিবী থেকে সরাতে পারলে আপনার পায়ের তলার মাটি অনেক শক্ত হয়ে যাবে। আপনি জানতেন ওঁদের উত্তরাধিকারিণী হিসেবে সব বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হবে মিস ফ্রেডা স্ট্যানটন। একা পেনগেলি দম্পতিকে একসঙ্গে সরানো অসম্ভব। তাই আপনি ঠিক করলেন, প্রথমে মিসেস পেনগেলিকে হত্যা করবেন, তারপর সেই হত্যার দায় সুকৌশলে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন তাঁর স্বামী ডঃ পেনগেলির ওপর। খাসা মতলব আপনার! এক ঢিলে দুই পাখি বধ! এমন একটা বদ মতলব আপনার মাথায় আসতেই আপনি তৎপর হয়ে উঠলেন, পরিকল্পনা মাফিক মিসেস পেনগেলির সঙ্গে এমন প্রেমের অভিনয় করলেন যার ফলে তিনি আপনার একান্ত অনুগত, অর্থাৎ আপনার হাতের পুতুল বনে গেলেন। কথায় কথায় মিসেস পেনগেলির কাছ থেকে আপনি জানতে পেরেছিলেন, ওঁদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। ব্যাস, এতেই আপনার সেই নিষ্ঠুর কাজের অর্ধেকটা এগিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাঁকে আপনার ক্রীতদাসীতে পরিণত করতে খুব বেশি সময় লাগল না। আপনি আপনার নকল প্রেমের শেষ খেলাটাও চটপট সেরে ফেললেন। আপনি অত্যন্ত কৌশলে মিসেস পেনগেলির মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুললেন যে, তাঁর স্বামী তাঁর খাবারে ধীরে ধীরে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হত্যা করতে চাইছেন, কিন্তু ওঁর খাবারে বিষ মেশাবেনই বা কি করে? আপনার মতো চতুর সুযোগ-সন্ধানী লোকের কোনো সুযোগ করে নিতে খুব একটা অসুবিধেয় পড়তে হয় না। আর সেই সুযোগটা এসে গেল আপনার প্রেমিকা মিস স্ট্যানটনের মারফতই। আপনি ফ্রেডার সঙ্গে মেলামেশা করার সূত্রে প্রায়শই ওদের বাড়িতে যেতেন, সুযোগ পেলেই আপনি মিসেস পেনগেলির খাবারে আর্সেনিক বিষ মিশিয়ে দিতেন, যা তাঁর শরীরে স্লো-

পয়জনের কাজ করেছে। কিন্তু ডঃ পেনগেলি উইক এন্ডে বাইরে কোথাও গেলে আপনি এই কাজটা করতেন না। বিষ মেশানো খাবার খাওয়ার পর থেকেই মিসেস পেনগেলি ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকলেন। আপনি আগেই তাঁর কানে কুমন্ত্রণা দিয়েছিলেন, ওঁর স্বামী ওঁর খাবারে বিষ মেশাচ্ছেন। এতে মিস পেনগেলির মনে ভয়ঙ্কর সন্দেহ দেখা দিল ওঁর স্বামীর সম্পর্কে। উনি তখন ওঁর ভাগ্নী ফ্রেডার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। উনি যে প্রতিবেশিনী মহিলাদের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনার নিজের তখন কেবল একটাই অসুবিধে ছিল, একদিকে যুবতী প্রেমিকা ফ্রেডা, অপর দিকে বিগত-যৌবনা মিসেস পেনগেলি, একই সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে দু'টি নারীর সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু আপনি অতি ধুরন্ধর লোক, তাই এমনভাবে মিসেস পেনগেলির সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতেন যাতে করে ফ্রেডার মনে সন্দেহ না জাগে যে, আপনি ভালবাসার নামে তাকে ঠকাচ্ছেন। আসলে আপনি ঘায়েল করতে চেয়েছিলেন তার মামীকে। ফ্রেডাকে এমনভাবে আপনি হাত করলেন এবং তার মগজ ধোলাই করলেন যে, এর ফলে সে একবারের জন্যেও তার মামীকে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবতেই পারল না।'

'কিন্তু মিসেস পেনগেলির মধ্যে হঠাৎ খটকা লাগল, তিনি বোধহয় এই বিষ প্রয়োগের ব্যাপার একা মোকাবিলা করতে পারবেন না, এর ফলে মৃত্যু ওঁর অনিবার্য। তাই তিনি নিজেই মনস্থির করে ফেলেন আপনাকে কিছু না বলেই আমার কাছে আসতেন পরামর্শ করার জন্য। তিনি এতটুকুও লজ্জিত না হয়ে আমাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, স্বামী তাঁকে খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর খাবারে বিষ মেশাচ্ছেন। এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলে তিনি তাঁর স্বামী সংসার সব ত্যাগ করে আপনার হাত ধরে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন, এরকম একটা সিদ্ধান্ত তিনি আগেই নিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু ওঁর এই সিদ্ধান্ত আপনার কাছে আশীর্বাদ না হয়ে বরং অভিশাপ বলে মনে হলো। তাই আপনার কাছে একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, কারণ সত্যিই তো আপনি ওঁকে ভালবাসেননি। তাছাড়া হয়তো কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে মিসেস পেনগেলি মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন আপনাকে, তিনি আমার সাহায্য নিতে যাচ্ছেন। আপনি চাইলেন না আপনাদের মধ্যে একজন গোয়েন্দা নাক গলাক। আপনি সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, আর দেরি করা চলবে না, এখনি মিসেস পেনগেলিকে সরাতে হবে। তখনি একটা সুবর্ণ সুযোগও এসে গেল আপনার সামনে। ডঃ পেনগেলি যখন তাঁর স্ত্রীর জন্য খাবার তৈরি করছিলেন আপনি তখন ওঁদের বাড়িতেই হাজির ছিলেন। ডঃ পেনগেলি খাবারের পাত্রটা টেবিলের ওপর রেখে রান্নাঘরে ফিরে গেলে পর আপনি তাড়াতাড়ি ত্রস্ত হাতে সবার অলক্ষ্যে সেই খাবারের সঙ্গে এত বেশি পরিমাণ আর্সেনিক বিষ মিশিয়ে দিলেন যে, এর ফলে মিসেস পেনগেলি আপনার বাসনা মতো সেদিনই

মারা গেলেন। আপনি ভাবলেন, আপনার খেলা বুঝি শেষ! কিন্তু আমার খেলা ঠিক তখন থেকেই শুরু, যাকে বলে খেলা শেষের খেলা! আমি যে কত বড় গোয়েন্দা, আমার হাত যে কত লম্বা, আমি যে আপনার থেকেও চতুর, এসব খবর বোধহয় আপনার জানা ছিল না। যাইহোক, তার প্রমাণ তো এখন পেলেন। এবার বলুন মিস্টার র‍্যাডনর, এতক্ষণ আমি যা যা বলে গেলাম, সেগুলো মিসেস পেনগেলিকে আর্সেনিক বিষ খাইয়ে হত্যা করার পিছনে আপনার মোটিভ হিসেবে কাজ করছে কিনা?'

র‍্যাডনরের মুখটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কে সাদা কাগজের মতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, দেখে মনে হবে এই মুহূর্তে কেউ যেন তার সারা দেহ থেকে রক্ত শুষে বার করে নিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ব্যাপারটা শক্ত হাতে মোকাবিলা করার জন্য শেষবারের মতো চেষ্টার ক্রুটি রাখল না সে।

'আপনার কথাগুলোর মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল আছে আর উদ্ভাবনী দক্ষতাও আছে। কিন্তু এতোসব কথা আপনি আমাকে বলতে গেলেন কেন?'

'কারণ শুনুন তাহলে মঁসিয়ে, এখানে আমি আইনের প্রতিনিধিত্ব করছি না, করছি মিসেস পেনগেলির। তাঁর দোহাই দিয়ে আমি আপনাকে পালাবার একটা সুযোগ দিচ্ছি। এই কাগজটা সই করার পর আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেব, এই সময়ের মধ্যে পুলিশের নজর এড়িয়ে যে কোনো নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারেন। এখন থেকে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে আপনার সই করা কাগজটা পুলিশের হাতে তুলে দেব, বুঝলেন?'

এর পরেও র‍্যাডনর একটু ইতস্তত করে জোর গলায় প্রতিবাদ করে উঠল, 'আপনি আমার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না।'

'পারব না আমি, বলছেন? আমি এরকুল পোয়ারো। জানালার বাইরে একবার তাকিয়ে দেখুন মঁসিয়ে। রাস্তায় দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হুকুম করা হয়েছে, কোনোভাবেই যেন তারা আপনাকে তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে না দেয়।'

র‍্যাডনর উঠে গিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শুধু মুখটা একবার চকিতের জন্য জানালার সামনে বাড়িয়ে কি দেখে কে জানে সঙ্গে সঙ্গে জানালার পাশে সরে গেল। তারপর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ফিরে এলো।

'আর দেরী করবেন না মঁসিয়ে, চটপট সই করে ফেলুন। এ আপনার সবচেয়ে ভাল একটা সুযোগ। এরকম সুযোগ মানুষের দুঃসময়ে মাত্র একবারই আসে। তাই হেলায় সেটা হারাবেন না।

'এই কাগজটা সই করে দেবার পর কি নিশ্চয়তা আছে যে, আপনি—'

'সেটা বিশ্বাসের ব্যাপার। এরকুল পোয়ারোর কথার দাম অনেক, কোনো প্রতিশ্রুতির দরকার হয় না। তা কি ঠিক করলেন, সই করবেন? করবেন বলছেন। এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কাজ করলেন।' কাগজটা তাকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়ার

পর পোয়ারো আমার দিকে তাকাল। 'হেস্টিংস, দয়া করে জানালার বাঁদিকের খড়খড়িটা অর্ধেক টেনে দাঁড়িয়ে থাকো। মিস্টার র‍্যাডনরকে উত্যক্ত না করে ছেড়ে দেবার এটা একটা সংকেত।'

ফ্যাকাশে মুখে বিড়বিড় করতে করতে র‍্যাডনর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পোয়ারো ধীর শান্তভাবে মাথা নেড়ে তাকে বিদায় জানাল।

'ভীরু কাপুরুষ! এটা আমি সব সময়েই মনে করি। এই সব ভীরু লোকেদের অবস্থা এরকমই হয়ে থাকে, পালাবার পথ পায় না তারা।'

অপরাধীর প্রতি এমন করুণা দেখানো, পোয়ারোর এ কাজটা আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারছিলাম না। ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম, 'পোয়ারো, আমার কি মনে হচ্ছে জানো, তুমি যেন অপরাধীর ভঙ্গিমায় অভিনয় করলে। তুমি সব সময় ভাব-প্রবণতার বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়ে থাকো। কিন্তু এখানে তুমি কি করলে? একজন বিপজ্জনক অপরাধীকে স্রেফ ভাবপ্রবণতাবশত পালিয়ে যেতে সাহায্য করলে?'

'না বন্ধু, এটা কোনো ভাবাবেগের ব্যাপার নয়, এটা আমার কাজেরই একটা অঙ্গ বিশেষ', উত্তরে পোয়ারো বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না কেন, ওর বিরুদ্ধে আমরা এখনও কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারিনি। তুমি কি চাও, আমি উঠে দাঁড়িয়ে বারোজন অবিচলিত কর্নিশ সম্প্রদায়ের লোককে চিৎকার করে বলি, আমি এরকুল পোয়ারো, সব জানি? আর তারা আমার এই পাগলের প্রলাপ শুনে হাসবে। আমি যা করেছি তা ঠিক, কেবল ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তিতে সই করিয়ে নেওয়াটাই একটা বড় সুযোগ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই দু'জন লোফার এক্ষেত্রে খুবই কাজে দিয়েছে। হেস্টিংস জানালার খড়খড়ি আবার নামিয়ে দেবে? তুমি যেন মনে করো না, ওটা তুলেছি সংকেত চিহ্ন হিসেবে। আরে এটাও র‍্যাডনরকে ভয় দেখানোর একটা ছুতো মাত্র, এও আমার কাজের একটা অঙ্গ। সত্যি সত্যিই বাইরে আমাদের কেউ দাঁড়িয়ে আছে বলে তুমি হয়তো ভাবছো। না, ওরা আমাদের পরিচিত কেউ নয়!

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমাদের এখন কথা রাখতেই হবে। আমি তাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছি, তাই না? বেচারা ডঃ পেনগেলি, বড় বেশি সময় ধরে তাঁকে দুর্ভোগ পোয়াতে হলো। এ কষ্টটুকু ওঁর প্রাপ্য ছিল। মনে রেখো, উনি ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। তুমি তো জানো বন্ধু, পারিবারিক জীবনে আমি খুবই কঠোর, কাউকে একটুও বাচাল হতে দিই না। এখন চব্বিশ ঘণ্টার অপেক্ষা, আর তারপর? স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। তারা ওর নাগাল ঠিক পাবে, দেখে নিও বন্ধু। হ্যাঁ, তারা ওর নাগাল ঠিক পাবেই!

জোড়া সূত্র

THE DOUBLE CLUE

'দ্য ডাবল ক্লু' ১৯২৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায়।'

'কিন্তু সবকিছুর আগে জেনে রাখুন, কোনোরকম প্রচার চলবে না', কথাটা বোধহয় মার্কাস হার্ডম্যান এই নিয়ে চোদ্দবার বললেন।

এই 'প্রচার' কথাটা তাঁর কথাবার্তার মধ্যে নিয়মিতভাবে প্রায় সর্বক্ষণই ঘুরে ফিরে এসে যাচ্ছিল। মিস্টার হার্ডম্যান মানুষটি ছোটখাটো চেহারার, তবে বেশ গোলগাল নাদুস-নুদুস, হাতের নখগুলো চমৎকারভাবে কাটা। জোরে জোরে কথা বলার অভ্যাস তাঁর। নিজের জগতে তাঁর খ্যাতি অনস্বীকার্য আর বিলাসবহুল জীবন কাটাতে অভ্যস্ত তিনি। তিনি বিত্তবান হলেও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নন। তিনি তাঁর টাকা খরচ করেন ঈর্ষান্বিত হয়ে অন্যদের থেকে বেশি করে সামাজিক আনন্দ উপভোগ করার জন্য। শখ বলতে তাঁর নানান জিনিস সংগ্রহ করা, যেমন প্রাচীন কারুকার্যময় বস্ত্রবিশেষ, পুরনো ফ্যান, প্রাচীনকালের গহনা; তবে আধুনিক ও সস্তা দামের জিনিসে কোনো রুচি নেই তাঁর।

মিস্টার মার্কাস হার্ডম্যানের কাছ থেকে জরুরী তলব পেয়ে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে পোয়ারো আর আমি হন্তদন্ত হয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। ছোটখাটো চেহারার মানুষটিকে দেখামাত্র চিনতে পারলাম কে উনি? হ্যাঁ, মিস্টার মার্কাস হার্ডম্যান খুবই অস্থির, মনস্থির করতে না পারার যন্ত্রণায় টানাপোড়েনে পড়ে অবশেষে যেন কিছু লেখার চেষ্টা করছেন। এখন যা পরিস্থিতি তাতে পুলিশকে ডাকা একটা জঘন্য ব্যাপার অন্তত তাঁর কাছে তো বটেই। আবার পুলিশকে খবর না দেওয়ার অর্থই হলো তাঁর সংগ্রহশালা থেকে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু ধনরত্ন চিরদিনের জন্য হারানো। তবে এ দুইয়ের মাঝখানে একটা সম্ভাব্য সুস্থ রফা হলো এরকুল পোয়ারোকেই ডেকে পাঠানো এবং তার শরণাপন্ন হয়ে তার হাতে কেসটা তুলে দেওয়া।

আর সেই মতো পোয়ারোকে ডেকে আনা হয়েছে। সেই পোয়ারোকে হাতের মুঠোয় পেতে দেখে খুশিতে ফেটে পড়লেন মিস্টার হার্ডম্যান। তারপর তিনি আবেগ-কম্পিত গলায় বলে উঠলেন : 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার এইসব পদ্মরাগমণি আর পান্নার নেকলেস কার অধিকারে ছিল জানেন? শোনা যায় যে, কোনো এককালে ক্যাথরিন দ্য মেদিচির ছিল। পরে এই মহামূল্যবান পান্নার নেকলেস আমারই অধিকারে

আসে। ভাবতে কতই না আনন্দ হচ্ছে আমার। আবার এই পান্নার নেকলেস এখন আমার কাছে নেই। এ কথা আমি যে ভুলতে পারছি না মঁসিয়ে। এ আমার কি হলো, এ সর্বনাশ আমার কে করল?'

'আপনি শান্ত হোন মঁসিয়ে হার্ডম্যান!' পোয়ারো ধীরে ধীরে বলল, 'এ ভাবে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? এই তো আমি এসে গেছি, আপনাকে আর কোনো চিন্তা করতে হবে না মঁসিয়ে। এবার আপনার রত্নভাণ্ডার থেকে রত্ন উধাও হওয়ার ঘটনাটা খুলে বলুন আমাকে।'

'আমি তো সেই চেষ্টাই করছি। গতকাল অপরাহ্নে আমার বাড়িতে একটা ছোটখাটো চায়ের আসর বসিয়েছিলাম। আয়োজন যৎসামান্য। প্রয়োজন মনের তাগিদ। তাতে উপস্থিত ছিলেন জনাছয়েক অভ্যাগত। এ ধরনের চায়ের আসর কালই প্রথম নয়, এর আগেও দু'-একটা ব্যবস্থা করেছিলাম। গর্ব করার জন্য বলছি না, আসরগুলো বেশ সফলই হয়েছিল বলা যায়। এই আসরে উপস্থিত ছিলেন পিয়ানো-বাদক নাকোরা আর অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞা ক্যাথরিন বার্ড। সাধারণত ওঁর গানের আসর বসে থাকে বড় স্টুডিওতে। তাই জোর গলায় বলতে পারি যে, গানের ব্যবস্থা বেশ ভালই ছিল। যাইহোক, বিকেলের দিকে আমি আমার সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন অতিথিদের মধ্যযুগের অতি দুষ্প্রাপ্য সব অলঙ্কার দেখাচ্ছিলাম। ওই যে ওখানে সিন্দুকটা দেখতে পাচ্ছেন, ওর ভেতরেই অলঙ্কারগুলো রেখে থাকি। সিন্দুকের ভেতরের ব্যবস্থাটা অনেকটাই ক্যাবিনেটের মতো। ওটার পিছন দিকে ভেলভেটের রঙীন অংশ আছে যাতে করে রত্নগুলো দর্শকদের দেখানো যায়। এরপর আমি ওঁদের পুরনো পাখাগুলো দেখাই, সেগুলো থাকে ওপাশের দেওয়াল আলমারিতে। পুরনো সব জিনিস দেখানো হলে পর আমরা সবাই স্টুডিওয় গিয়ে হাজির হই গান শোনার জন্য। তারপর একে একে সবাই বিদায় নেওয়ার পরেই আবিষ্কার করলাম আমার সিন্দুক লুঠ হয়ে গেছে। আমার যতদূর মনে হয়, তাড়াতাড়ির মাথায় সিন্দুকটা ঠিকমতো বন্ধ করতে ভুলে গেছলাম, আর এই সুযোগে কেউ হয়তো সিন্দুকের সব মূল্যবান জিনিস হাপিজ করে দিয়েছে। জানেন মঁসিয়ে, অন্যসব জিনিসের জন্য আমি যত না দুঃখ পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছি ওই পদ্মরাগমণিগুলো আর পান্নার নেকলেস, এ দু'টি আমার সারা জীবনের সংগ্রহ, এই সংগ্রহের পিছনে সময় পরিশ্রম আর অর্থ যে কত খরচ হয়েছে তার হিসেব আমি এখন করতে চাই না, আমি জানি দশগুণ টাকা দিলেও এইসব মূল্যবান সম্পদের দ্বিতীয়টি আর কখনো পাব না। তাই আপনিই বলুন, এই হারানোর ব্যথা কত না যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে! তাই ওই সব মহামূল্যবান সম্পদ ফিরে পাওয়ার জন্য আমি আমার সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এর জন্য কোনোরকম লোক জানাজানি কিংবা প্রচার, কোনো কিছুই আমি চাই না। মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি কি বলতে চাইছি আপনি নিশ্চয়ই সেটা উপলব্ধি করতে পারছেন, পারছেন না? আমার সেদিনের চায়ের আসরে উপস্থিত বন্ধুদের মধ্যে থেকেই কেউ এই জঘন্য কাজ করেছে,

আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, এ কথা কি ভাবা যায়? তাই আমার ধারণা, জিনিসগুলোর সন্ধান-কার্য প্রকাশ পেয়ে গেলে কেলেঙ্কারীর একশেষ হয়ে যাবে। লজ্জায় তখন আমি বন্ধুদের সামনে মুখ দেখাতে পারব না। তাই দেখবেন কোনোভাবেই যেন জানাজানি না হয়।'

'না, না, আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, ব্যাপারটা গোপনই থাকবে', পোয়ারো বলল। 'এখন বলুন, আপনারা যখন স্টুডিওয় যান তখন সবার শেষে এই ঘর ছেড়ে কে গেছলেন?'

'মিস্টার জনস্টন। আপনি হয়তো তাঁকে চিনলেও চিনতে পারেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা উনি, মিলোনিয়ার। সম্প্রতি তিনি পার্ক লেনের অ্যাবটবারির বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন। এখন আমার মনে পড়ছে, তিনি যেন এই ঘরে কিছুক্ষণ ছিলেন অন্য সবাই চলে আসার পরেও। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগছে, ওঁর মতো অমন সম্ভ্রান্ত বিত্তবান মানুষের পক্ষে এমন একটা জঘন্য কাজ করা কি করে সম্ভব? না, না—'

'আচ্ছা, আপনার অতিথিদের মধ্যে কেউ কোনো অছিলায় বিকেলের দিকে এই ঘরে আর একবার এসেছিল বলে কি মনে হয়?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' কি বললেন, 'আর একজন কেউ....হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার আমার মনে পড়েছে। আমি জানতাম মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার কাছ থেকে এরকমই একটা প্রশ্ন আমি আশা করছিলাম। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, একজন কেন অতিথিদের মধ্যে কম করেও তিনজন দ্বিতীয়বার এই ঘরে ফিরে এসেছিলেন। তাঁরা হলেন কাউন্টেস ভেরারসকফ্, মিস্টার বার্নার্ড পার্কার এবং লেডি রানকর্ন।'

'ঠিক আছে, এবার ওঁদের কথা বলুন।'

'হ্যাঁ শুনুন। প্রথমেই কাউন্টেস রসকফের প্রসঙ্গে বলি, ইনি খুবই আকর্ষণীয়া রুশ মহিলা। রাশিয়ার অভিজাত পুরনো বনেদি বংশের মেয়ে। সম্প্রতি তিনি এদেশে এসেছেন। ভদ্রমহিলা অনেক আগেই চায়ের আসর থেকে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে এসেছিলেন। তাই যখন ফিরে আবার ওঁকে এই ঘরে আমার সংগৃহীত পাখার ক্যাবিনেটের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম, আমি তখন খুবই আশ্চর্য হয়ে যাই। এ প্রসঙ্গে আপনি যদি আমার মতামত জানতে চান তাহলে বলি শুনুন, এ ব্যাপারটার কথা যতই ভাবছি ততই একটা সন্দেহ জাগছে আমার মনে। কেন, আপনি আমার সঙ্গে একমত নন?'

'হ্যাঁ, অত্যন্ত সন্দেহজনক। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করা যাবেখন। এবার অন্যদের কথা শুনতে চাই', পোয়ারো উদগ্রীব হয়ে রইল অন্যদের সম্পর্কে কিছু তথ্য জানবার জন্য।

'ঠিক আছে, তাহলে শুনুন এবার। পার্কার এ ঘরে আবার ফিরে এসেছিল কেবল ছোট একটা বাক্স নিয়ে যেতে। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন মঁসিয়ে, এই বাক্সটাই আমি আবার লেডি রানকর্নকে দেখাবার জন্য অত্যন্ত ব্যাগ্র হয়ে বসেছিলাম।'

'তা এই লেডি রানকর্ন মহিলাটি কে জানতে পারি?'

'আমার বিশ্বাস ওঁর নাম আপনি শুনে থাকবেন। লেডি রানকর্ন মধ্য বয়স্কা একজন ভদ্রমহিলা, উনি বেশ বলিষ্ঠ চরিত্রের মহিলা ধরে নিতে পারেন। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নানান ধরনের দাতব্য সমিতির কাজকর্মে নিজেকে জড়িয়ে রেখে, যে কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে রাখতে পারলে নিজের জীবনটাকে ধন্য বলে মনে করেন। সেই তিনিই এই ঘরে আবার ফিরে এসেছিলেন তাঁর ভুল করে ফেলে যাওয়া হাত ব্যাগের খোঁজে।'

'সবই বুঝলাম মঁসিয়ে। অতএব দেখা যাচ্ছে, আমরা চারজন সম্ভাব্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পাচ্ছি। রুশ কাউন্টেস, ওই ইংরেজ লেডি, দক্ষিণ আফ্রিকার মিনোলিয়ার আর বার্নার্ড পার্কার। ভাল কথা, কে এই মিঃ পার্কার?'

মিস্টার হার্ডম্যানের মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে উঠতে দেখে মনে হলো পোয়ারোর প্রশ্নে বিব্রতবোধ করছেন তিনি।

'উনি, উনি মানে একজন যুবক', আমতা আমতা করে তিনি বললেন, 'ইয়ে মানে আমার পরিচিত একজন যুবক সে।'

'আমিও এরকম ভেবে রেখেছি', পোয়ারো গম্ভীর গলায় জবাব দিল, 'এই মিস্টার পার্কার লোকটির কি কাজ জানেন?'

'ওই যে বললাম, বয়সে তরুণ, সম্ভবত কোনো কাজকর্ম করে না। ওই ভেসে ভেসে বেড়ানো আর কি। এর বেশি কিছু আমি বলতে পারব না।'

'এমন একজন যুবক আপনার বন্ধু হয়ে উঠল কি করে জানতে পারি? অবশ্য আপনার বলতে যদি আপত্তি না থাকে।'

'ইয়ে, মানে কি জানেন আমার হয়ে সে দু'-একবার কিছু কাজ করে দিয়েছে, এই রকম আর কি।' দ্বিধাগ্রস্তভাবে কোনো রকমে বলে তিনি চুপ করে গেলেন।

পোয়ারোর দৃষ্টি এড়ালো না।

'চুপ করে গেলেন কেন মঁসিয়ে, বলে যান!' পোয়ারো তাড়া দিল।

হার্ডম্যান বেশ ক্লান্ত হয়েই পোয়ারোর দিকে তাকালেন। পোয়ারো পার্কারের প্রসঙ্গ তুলে এমনিতেই শুরুতে তাঁকে একটু বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন যুবকটির সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তাতেই পোয়ারো সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং তিনিও এর থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারলাম, ওঁর এখন চলে যাওয়ার অবস্থা একেবারেই ছিল না। তার ওপর ওঁর কাজে বাধ সাধল পোয়ারোই। সে নীরব হয়ে তাঁর বলার অপেক্ষায় থাকাতেই মিস্টার হার্ডম্যান শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে পার্কার সম্পর্কে মুখ খুলতে বাধ্য হলেন :

'দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি যে প্রাচীন কালের অলঙ্কার সংগ্রহ করতে ভালবাসি, এ কথা সবার জানা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কারোর বা পারিবারিক স্মৃতিচিহ্নও বিক্রি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এখানে একটা কথা বলে রাখি, এসব কাজ আবার খোলা

বাজারের কোনো ক্রেতাকে দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু গোপনে আমার কাছে সেরকম কোনো জিনিস বিক্রি করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। পার্কার আবার এসব কাজে খুবই পারদর্শী। এর খুঁটিনাটি ব্যাপারটার ওপর সে-ই নজর রাখে। তার কাজই হলো দু'তরফের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে একটা সমন্বয়সাধন করা; এর ফলে কোনো দিকেই অস্বস্তির ব্যাপারটা আর থাকে না, থাকলেও অনায়াসেই এড়ানো যায়। আর এই পার্কারই একদিন এ ধরনের জিনিসের সন্ধান নিয়ে আসে আমার কাছে। এই যেমন ধরুন, কাউন্টেস রসকফ রাশিয়া থেকে তাঁর পারিবারিক কিছু ধনরত্ন নিয়ে এসেছেন। তিনি সেগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিক্রি করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আর এই লেনদেনের কাজটা সম্পন্ন করার দায়িত্ব সঁপে দেওয়া হয় বার্নার্ড পার্কারের ওপর।

'তাই বুঝি!' পোয়ারো চিন্তিতভাবে বলল, 'আর তার ওপর আপনার পূর্ণ আস্থা আছে।'

'বিশ্বাস না করার মতো কোনো কারণও তো এখনও পর্যন্ত দেখতে পাইনি।'

'মিস্টার হার্ডম্যান, এবার বলুন, এই চারজনের মধ্যে আপনি ঠিক কাকে সন্দেহ করেন?'

'ওঁহো মঁসিয়ে পোয়ারো, কি প্রশ্নই না করেছেন আপনি! আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, ওঁরা সবাই আমার বন্ধু। তাই আমি ওঁদের কাউকেই সন্দেহ করি না, আর করতেই যদি হয় তাহলে সবাইকেই করতে হয়, কথাটা আপনি যে কোনোভাবেই ধরতে পারেন।'

'না, আমি আপনার সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারলাম না। সবাই নয়, এই চারজনের মধ্যে মাত্র একজনকেই আপনি সন্দেহ করেন। তবে কাউন্টেস রসকফ নন। মিস্টার পার্কারও নন। এবার বলুন লেডি রানকর্ন, নাকি মিস্টার জনস্টন?'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, দেখছি আপনি আমাকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছেন, সত্যিই তাই, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না', হার্ডম্যান বললেন, 'তবে একটা কথা আপনাকে বলে রাখি, এ ব্যাপারে কোনোরকম কেলেঙ্কারী ঘটুক সে আমি একেবারেই চাই না। লেডি রানকর্ন ইংল্যান্ডের খুবই প্রাচীন এক বংশের সন্তান। তবে একটা ব্যাপার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, ওঁর ঠাকুমা লেডি ক্যারোলিন একবার একটা খুবই দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ঘটনাটা যৎসামান্যই কিন্তু বেদনা অনেক। যাইহোক, ব্যাপারটা তাঁর বন্ধু-স্থানীয়রা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পরিচারিকা চায়ের চামচগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যথাস্থানে ফেরত দিয়ে এসেছিল। ওঁর যন্ত্রণাটা ছিল এখানেই। এখন আপনি আমার ভবিষ্যদ্বাণী কি রকম দেখুন!'

'তার মানে আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, লেডি রানকর্নের একজন পিসীমা ছিলেন স্বভাবচোর নয় উন্মাদগ্রস্তচোর। ব্যাপারটা মনে হচ্ছে খুবই আগ্রহের। আপনি অনুমতি দিলে আপনার সিন্দুকটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারি?'

মিস্টার হার্ডম্যান হাসিমুখে সম্মতি জানাতেই পোয়ারো ঝুঁকে পড়ে সিন্দুকের পাল্লাটা খুলে ফেলল ত্রস্ত হাতে। তারপর সিন্দুকের ভেতরটা পরীক্ষা করতে উদ্যত হলো। শূন্য ভেলভেটের আস্তরণ অবাক চোখে যেন আমাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

সব দেখে শুনে পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল, 'সিন্দুকের পাল্লাটা দেখছি এখনো ঠিকমতো বন্ধ করা যাচ্ছে না, কোথায় যেন আটকে যাচ্ছে। পাল্লাটা বারদু'য়েক নাড়াচাড়া করে সে আবার বলল, 'আশ্চর্য, এরকম হওয়ার কারণ কি হতে পারে? আহ্, বুঝেছি, ওটা কি দেখা যাচ্ছে? একটা দস্তানা না, হ্যাঁ কব্জায় আটকে গেছে ওটা, তাই পাল্লাটা ঠিকমতো বন্ধ হচ্ছে না। এটা কোনো পুরুষের দস্তানা বলেই তো মনে হচ্ছে।'

পোয়ারো দস্তানাটা টেনে বার করে মিস্টার হার্ডম্যানের সামনে মেলে ধরল।

'এটা আমারই একটা দস্তানা না?' মিস্টার হার্ডম্যান নড়ে চড়ে উঠলেন।

'আহ! আরও কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে!' পোয়ারো হেঁট হয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে সিন্দুকের মেঝে থেকে একটা ছোট মতো জিনিস তুলে ধরল। সেটা কালো চামড়ার একটা সিগারেট কেস।'

'আরে ওটা তো আমারই সিগারেট কেস!' মিস্টার হার্ডম্যান চিৎকার করে উঠলেন।

'আপনার? না মঁসিয়ে, এটা আপনার হতেই পারে না। ওগুলো আপনার নামের আদ্যাক্ষর নয়। বিশ্বাস হচ্ছে না, ঠিক আছে নিজের চোখেই না হয় দেখুন না।' এই বলে পোয়ারো সিগারেট কেসটা তুলে ধরে তাতে দুটি মনোগ্রাম করা অঙ্কিত প্ল্যাটিনামে মিনে করা অক্ষরের প্রতি মিস্টার হার্ডম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

হার্ডম্যান সিগারেট কেসটা হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করতে থাকলেন।

'আপনি ঠিকই বলেছেন মঁসিয়ে।' শেষ পর্যন্ত পোয়ারোর কথায় সায় দিয়ে মিস্টার হার্ডম্যান বললেন, 'এটা অনেকটাই আমার মতো, কিন্তু আদ্যাক্ষর দুটি একেবারে অন্যরকম। একটা ইংরাজী 'বি' এবং আর একটা 'পি'। হায় ঈশ্বর, এ যে দেখছি পার্কারের!'

'হ্যাঁ, সেরকমই মনে হওয়া সম্ভব', পোয়ারো বলল। 'ওকে বেশ অসতর্ক যুবকই বলা চলে, বিশেষ করে দস্তানাটা যদি তার হয় তো কথাই নেই। এক্ষেত্রে তাহলে ধরে নিতে হবে ডাবল ক্লু, দু'টি সূত্র! তাই নয় কি?'

'বার্নার্ড পার্কার!' হার্ডম্যান বিড়বিড় করে বললেন। 'ওঃ কি স্বস্তিই না পাওয়া গেল। ভাল কথা মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার রত্নালঙ্কারগুলো উদ্ধার করার জন্য সব ভার আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম। আপনি যদি মনে করেন পার্কারই প্রকৃত অপরাধী, তাহলে আপনি ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারেন, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

আমরা একসঙ্গে মিস্টার হার্ডম্যানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামলে পোয়ারো আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'দেখো বন্ধু, প্রথমে হার্ডম্যানের কথাই ধরা যাক, ভদ্রলোকের কাছে উপাধিওয়ালাদের জন্য এক আইন আর সাধারণ মানুষের জন্য আর এক আইন। আমি কিন্তু এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি বন্ধু। তাই আমি সাধারণেরই দলে। আর এই তরুণটি সাধারণের পর্যায়ে পড়ে বলেই তার জন্যে আমার সহানুভূতি রয়েছে পুরোপুরি। সমস্ত ব্যাপারটাই বড় অদ্ভুত ঠেকছে, তাই না? এই যেমন ধরো, মিস্টার হার্ডম্যান সন্দেহ করছেন লেডি বানকর্নকে, আবার আমি সন্দেহ করছি রুশ কাউন্টেস আর মিস্টার জনস্টনকে, আবার মজার ব্যাপার হলো যাকে সব সন্দেহের বাইরে রাখা হয়েছিল সেই সাধারণ মানুষ পার্কারই হলো এখন আমাদের প্রধান অপরাধী।'

'তা অন্য দু'জনকে তুমি সন্দেহ করছিলে কেন?' আমি জানতে চাইলাম।'

'বুঝলে না বন্ধু! ব্যাপারটা এতই সহজ সরল যে, ভেবে দেখো একবার, একজন রুশ বাস্তুহারা কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার মিলোনিয়ার, যে কেউ একজন সন্দেহজনক হতে পারে। যে কোনো মহিলাই নিজেকে রুশ কাউন্টেস বলে পরিচয় দিতে পারেন, আবার যে কেউ পার্ক লেনে বিলাসবহুল একটা বাড়ি ভাড়া করে নিজেকে দক্ষিণ আফ্রিকার মিলোনিয়ার হিসাবে জানাতেও পারেন। কেই বা তাদের এই পরিচয়ের চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছে? কিন্তু মনে হচ্ছে আমরা এখন বোধহয় বারি স্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলেছি। আমাদের সম্ভাব্য অভিযুক্ত ও অসতর্ক বন্ধু বার্নার্ড পার্কারের বাড়ি এখানেই। চলো, তোমার ভাষায় আগের কাজ আগে করা যাক।'

মিস্টার বার্নার্ড পার্কার বাড়িতেই ছিল। সে একটা কুশনের ওপর বসেছিল, পরনে তার ভারি অদ্ভুত রক্তগোলাপী আর কমলা রঙের ড্রেসিং গাউন। এখন তার আরাম করার সময়। লোকটাকে দেখা মাত্র আমার মেজাজটা কেমন বিগড়ে গেল, ঘৃণা হলো, ভাবলাম, এ লোক কখনোই ভাল কাজ করতে পারে না, ভাল হতে পারে না। কোনো অচেনা অজানা লোককে প্রথম দেখামাত্র এরকম একটা বিরূপ মনোভাব আমার অনেকবার জেগে উঠেছে এর আগে। কিন্তু লোকটার ফ্যাকাশে সাদা মেয়েলি ধরনের মুখ আর নাকি মুখে ন্যাকা-ন্যাকা কথা বলার ধরনটাই আমাকে তার সম্পর্কে এইরকম একটা বাজে ধারণা পোষণ করতে বাধ্য করল।

'সুপ্রভাত মঁসিয়ে', তার প্রতি আমার বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করেই বোধহয় পোয়ারো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'প্রথমেই বলে রাখি, আমি মিস্টার হার্ডম্যানের কাছ থেকে আসছি। আমি তাঁর কাছ থেকে জেনেছি, গতকাল তাঁর দেওয়া এক টি-পার্টির অনুষ্ঠানের সময় তাঁর অজান্তে কেউ তাঁর সংগ্রহ থেকে বহু মূল্যবান সব রত্নালঙ্কার চুরি করে পালিয়েছে। মঁসিয়ে আপনাকে একটা প্রশ্ন করার অনুমতি চাইছি।' এই বলে পোয়ারো একটা দস্তানা তার চোখের সামনে মেলে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'দেখুন তো এই দস্তানাটা চিনতে পারেন কিনা, এটা কি আপনার বলে মনে হয়?'

মিস্টার পার্কারের মানসিক প্রক্রিয়া প্রয়োগের গতি খুব একটা দ্রুত নয় বলেই আমার মনে হলো। পোয়ারোর প্রসারিত দস্তানাটার ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে সে যেন তার বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হলো।

'এটা আপনি কোথায় পেলেন?' অবশেষে সে মুখ খুলল।

'সে কথায় পরে আসছি, আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনো পাইনি মঁসিয়ে। আমি আবার বলছি, বলুন এটা কি আপনার দস্তানা?'

'না, এটা আদৌ আমার নয়', এবার সে সরাসরি অস্বীকার করল।

'আর এই সিগারেট কেসটা, এটা কি আপনার?'

'অবশ্যই নয়। আমি সব সময় রূপোর সিগারেট কেস সঙ্গে রাখি।'

'সে তো খুব ভাল কথা মঁসিয়ে, আমি তাহলে গোটা ব্যাপারটা এবার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া বিকল্প কিছুই ভাবতে পারছি না।'

'ওহো, আমি কি বলি জানেন, আপনি কোন্ পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা পুলিশের গোচরে আনতে চাইছেন জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি যে, আপনার অবস্থায় পড়লে আমি কিন্তু এ কাজ করতাম না,' মিস্টার পার্কার একটু উদ্বিগ্ন হয়েই বলে উঠলেন, 'ওদের কাছ থেকে কখনো সহানুভূতি আশা করা যায় না, ওরা বড় নিষ্ঠুর, পুলিশ মাত্রেই অত্যাচারী। একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনি মিস্টার হার্ডম্যানের সঙ্গে দেখা করে আসতে চাই। না, দয়া করে চলে যাবেন না। কিছুক্ষণের জন্যে থাকুন!'

কিন্তু পোয়ারো তার সব অনুনয়, আকুতি-মিনতি অগ্রাহ্য করে দ্রুত তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

'আমরা পার্কারকে আজ সারা দিন, সারা রাত ধরে চিন্তার সাগরে ডুবিয়ে রেখে এলাম। সে এখন ভাবুক, যত খুশি ভাবুক, কি বলো হেস্টিংস?' মুখে একটা অদ্ভুত তৃপ্তির শব্দ করে পোয়ারো বলে উঠল, 'এরপর কি ঘটে আগামীকালই দেখা যাবে, কি বলো?'

কিন্তু আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা আমাদের করতে হলো না, তার আগেই যেন একটা আভাস পাওয়া গেল হার্ডম্যানের ওই মামলার ব্যাপারে বিকেলের দিকে, বোঝা গেল ভয়ঙ্কর একটা ঝড় উঠতে যাচ্ছে। আগে থেকে কোনো খবর না দিয়েই আমাদের ঘরের দরজার ওপর যেন প্রবল একটা ঝড় আছড়ে পড়ল, সে ঝড় সামলাতে না পেরে দরজার পাল্লাটা দড়াম করে খুলে গেল। আর সেই মনুষ্যসৃষ্ট ঝড়ের বেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রচণ্ডবেগে মানুষের আকৃতির মতো একটা রণবিধ্বস্ত ছায়ামূর্তি আমাদের দুই বন্ধুর একান্তে নির্জনে বিশ্রামালাপে জোর একটা ধাক্কা দিল। আঁধার-ঘেরা যে ছায়ামূর্তিটি ঘরে প্রবেশ করেছিলেন সে এক মহিলার, যিনি মুঠোমুঠো অন্ধকার গায়ে মেখে ঘরে ঢুকলেন। ইংল্যান্ডের জুন মাসে যতটা ঠাণ্ডা পরার কথা ঠিক ততটা ঠাণ্ডাই অনুভূত হচ্ছিল। তার মাথার টুপিতে শোভা পাচ্ছিল একগোছা সামুদ্রিক ঈগল পাখির পালক। এতসব তাণ্ডবলীলার ফলে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, কাউন্টেস ভেরা রসকফের

গতিবিধির মূল লক্ষ্যই হলো নেহাতই কোনো ঝামেলা পাকানো, যাকে বলা যায় ভ্রাম্যমান প্রলয়!

'আপনিই কি মঁসিয়ে পোয়ারো? এ আপনি কি করেছেন? আপনি বেচারা ওই দুধের শিশুটিকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন? এ অন্যায়, এটা কলঙ্কয় ভরা। ওর মতো সৎ ছেলের গায়ে অযথা কলঙ্কের কাদা ছিটনো। আমি ওকে বেশ ভাল করেই জানি। এটা অত্যন্ত অপমানকর। ও নেহাতই একটা মুরগীর ছানা, আবার একেবারে মেষশাবকও বলতে পারেন। এ হেন ছেলের পক্ষে কোনো কিছু চুরি করা অসম্ভব। ও যদি কিছু করেও থাকে তা আমার জন্যেই করেছে। আপনি কি ভেবেছেন, আমি স্রেফ স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে ওকে নৃশংসভাবে জবাই হতে দেখব, ওকে শহীদ হতে দেখব?'

'ঠিক আছে মাদাম, বলুন এটা ওর সিগারেট কেস কিনা?' পোয়ারো কালো চামড়ার কেসটা মেলে ধরল ভদ্রমহিলার চোখের সামনে।

'হ্যাঁ, আমি বেশ ভাল করেই জানি যে ওটা ওরই। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আপনি কি ওটা ওই ঘরে পেয়েছেন? আমরা সবাই ওই ঘরে ছিলাম। হয়তো তখনি ওর পকেট থেকে অসাবধানতাবশত ওটা পড়ে গিয়ে থাকবে। আমার অন্তত এরকমই ধারণা। মুশকিল হচ্ছে কি জানেন, আপনারা পুলিশের লোকেরা লালরক্ষীদের চেয়েও খারাপ!'

'আর এই দস্তানাটা?'

'আমি কি করে জানব? একটা দস্তানা অন্য আর একটা দস্তানার মতো দেখতে, তফাত কোথায় বলুন? তাই এটা যে ওরই বুঝব কি করে? আমাকে থামাবার চেষ্টা করবেন না, ওকে রেহাই দিতেই হবে। ওর চরিত্র ওর ভাবমূর্তি পরিষ্কার করে দেখাতেই হবে। আর এ সব কাজ আপনাকেই করতে হবে। আমি আমার সব অলঙ্কার বিক্রি করে আপনার পারিশ্রমিক বাবদ প্রচুর টাকা দেব আপনাকে।'

'মাদাম,—'

পোয়ারোকে বাধা দিয়ে কাউন্টেস রসকফ বলে উঠলেন, 'তাহলে যা যা বললাম ওই কথাই রইল? না, না, আর কোনো তর্ক নয়। বেচারা! চোখভর্তি জল নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। ''আমি তোমাকে রক্ষা করব,'' আমি ওকে কথা দিয়েছি, আমি এই লোকটির কাছে যাব,—এই রাক্ষস, এই দানবটার কাছে! ব্যাপারটা ভেরার ওপর ছেড়ে দাও।'' এখন সব রফা হয়ে গেল, আমি যাই।'

যেরকম ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকেছিলেন কাউন্টেস রসকফ, ঠিক তেমনিভাবে তিনি ঝড়ের গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং রেখে গেলেন দামী তীব্র প্রসাধনের গন্ধ।

'কিরকম মহিলা উনি?' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'আর ওঁর পরনের ফারের কোটটাই বা কিরকম?'

'আহ, হ্যাঁ, ওগুলো শুধু আসল বললেই বোধহয় অনেক বলা হয়ে যাবে। কোনো

নকল কাউন্টেসের পক্ষে আসল ফারের কোট পড়া কি সম্ভব হেস্টিংস? ভুল বুঝো না, এ নেহাতই একটা ঠাট্টা মাত্র...না, উনি সত্যি সত্যিই একজন রুশ মহিলা বলেই মনে হয়। তাই কি এই বার্নার্ড মেষপালকের মতো ওঁর কাছে গিয়ে ব্যা ব্যা করেছে আর তাই কি উনি ছুটে এসেছেন আমাদের কাছে?'

'সিগারেট কেসটা ওরই। আমার আশঙ্কা দস্তানাটা ওর হতে পারে।'

পোয়ারো মৃদু হেসে পকেট থেকে আর একটা দস্তানা বার করে প্রথমটার পাশে রাখতেই দেখলাম, ওটা যে একই জোড়ার তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'তা তুমি এই দ্বিতীয় দস্তানাটা কোথায় পেলে পোয়ারো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'এটা বারি স্ট্রীটের হলঘরে একটা টেবিলের নিচে লাঠির মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল। আমাদের এই ছোকরা পার্কার যে সত্যিই অসতর্ক আর একবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল, নিজের চোখেই আমরা দেখলাম। যাইহোক বন্ধু, এখন থেকে আমাদের সব কাজেই কোনো খুঁত রাখা চলবে না। আর এই নিখুঁত কাজের অঙ্গ হিসেবে আমাদের যে কিছুক্ষণের জন্যে একবার পার্ক লেনে যেতে হচ্ছে!'

'বেশ তো, আমি যাবার জন্যে একপায়ে খাড়া, হুকুম করো,' পোয়ারোর একান্ত অনুগত পরামর্শদাতা হিসেবে বললাম। তাই বলাবাহুল্য পোয়ারোর সঙ্গে পার্ক লেনে আমিও আমার বন্ধুর সাথী হলাম। জনস্টন ছিলেন না, তবে তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। তার মুখ থেকে জানা গেল জনস্টন সম্প্রতি ইংলন্ডে এসেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। এই প্রথম, এর আগে তিনি কখনো ইংলন্ডে আসেননি।'

'আচ্ছা, উনি তো দামী পাথর সম্পর্কে খুব আগ্রহী, তাই না?' বেশ ঝুঁকি নিয়েই প্রশ্নটা করল পোয়ারো।

'আমার তো মনে হয় সোনার খনিতেই ওঁর আগ্রহ বেশি', সেক্রেটারি হেসে ফেললেন।

জিজ্ঞাসাবাদের পর পোয়ারো যখন বারি স্ট্রীটের জনস্টনের আস্তানা থেকে বেরিয়ে এলো তখন তাকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। সেদিনই সন্ধ্যায় পোয়ারোর গতিবিধি দেখে একটু অবাক না হয়ে থাকতে পারলাম না। দেখলাম, ও অত্যন্ত মনোযোগসহকারে রুশ ভাষার একটা ব্যাকরণ পড়ে যাচ্ছে।

'হায় ঈশ্বর! এ তুমি কি করলে পোয়ারো?' আমি অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কাউন্টেসের সঙ্গে তাঁর নিজের ভাষায় কথা বলেছো বলেই কি তুমি এখন মন দিয়ে রুশ ভাষাটা শিখতে শুরু করেছো?'

'হ্যাঁ বন্ধু, আমি বেশ ভাল করেই জানি যে, উনি কিছুতেই আমার ইংরাজী কথায় কান দেবেন না, তাই—'

'কিন্তু পোয়ারো, আমি তো জানি, অভিজাত রুশেরা অবশ্যই ফরাসী ভাষায় কথাবার্তা শোনেন আর বলেন, তাই না?'

নাটকীয় ভঙ্গিতেই পোয়ারো আচমকা বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার এই ভাবভঙ্গি

আমাকে খুশি করতে পারল না, আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগল। পরক্ষণেই আবার পোয়ারোর চোখে হাসির ঝিলিক লক্ষ্য করতে ভুল হলো না আমার। আমি জানি ওর এই চোখের ঝিলিকের কি অর্থ হতে পারে। একটাই উত্তর, এরকুল পোয়ারো এই মুহূর্তে নিজের ওপর অত্যন্ত খুশি।'

'আচ্ছা, ব্যাপার কি বলো তো পোয়ারো, তোমার মনে কি অন্য কোনো মতলব কাজ করছে?' থাকতে না পেরে এবার জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'সম্ভবত কাউন্টেস রুশ কিনা, এ ব্যাপারে তোমার মনে এখনও একটু সন্দেহ রয়ে গেছে। আর তাই কি তুমি যাচাই করে নিতে চাও?'

'আরে না, না, উনি যে একেবারে একজন খাঁটি রুশ, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

'বেশ, তাহলে এটা কি?'

'এই মামলায় যদি তুমি নিজেকে জড়াতে ইচ্ছুক থাকো, তাহলে আমি তোমাকে উপদেশ দেবো, ''রুশ ব্যাকরণের প্রথম পাঠ'' থেকেই শুরু করো হেস্টিংস। এর থেকে তুমি অভূতপূর্ব সাহায্য পাবে।' এই বলে সে শব্দ করে হেসে উঠল, তারপর আর একটা কথাও বলল না।

মেঝের ওপর থেকে বইটা তুলে নিয়ে আমি একটু অবাক হয়েই পাতা ওল্টাতে থাকলাম। কিন্তু হায় কপাল, পোয়ারোর মন্তব্যের মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

পরের দিন সকালেও কোনো খবর এলো না। তবে তার জন্য বন্ধুকে কোনোভাবেই চিন্তিত হতে দেখলাম না। প্রাতঃরাশের সময় সে কেবল বলল, সকালে ও একবার মিস্টার হার্ডম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। ওর সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে। সেখানে গিয়ে আমরা বরং সামাজিক প্রজাপতিটিকে তাঁর বাড়িতেই পেয়ে গেলাম। আগের দিনের চেয়ে আজ সকালে তাঁকে বেশ শান্ত মেজাজেই দেখতে পেলাম।

আমাদের দেখেই তিনি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো খবর আছে মঁসিয়ে পোয়ারো?'

পোয়ারো তাঁর হাতে একটা কাগজের টুকরো ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এই কাগজে যার নাম লেখা আছে, সে-ই আপনার রত্নালঙ্কার হাপিজ করেছে মঁসিয়ে। কেসটা কি এখন পুলিশের হাতে তুলে দেব? নাকি এ ব্যাপারে পুলিশকে না জানিয়ে আপনি আমাকে দিয়ে ওগুলো উদ্ধার করতে চান?'

মিস্টার হার্ডম্যান কাগজটার ওপর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে ঘটনার আকস্মিকতায় বাক্যহারা হয়ে পড়েন। অবশ্য একটু পরেই সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি।

'এটা খুবই অবাক করে দেওয়ার ব্যাপার। হ্যাঁ, আমি অবশ্যই চাইব, কোনোরকম কেলেঙ্কারী যেন এর সঙ্গে না জড়ায়। আমি আপনাকে এ কেসের তদন্তের সব ভার

আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি মঁসিয়ে পোয়ারো। আমার বিশ্বাস আপনি আপনার বুদ্ধি-বিবেচনায় কাজটা খুব সুষ্ঠুভাবেই করবেন। আর আমার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবেন।'

মিস্টার হার্ডম্যানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাদের প্রথম কাজ হলো একটা ট্যাক্সি ধরা। একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে পোয়ারো কার্লটনে যাবার জন্যে হুকুম করল। সেখানে পৌঁছে সে কাউন্টেস রসকফ-এর খোঁজ-খবর নিতে থাকল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের লেডির সুইটে পৌঁছে দেওয়া হলো। তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে এলেন। তাঁর শরীর থেকে চমৎকার ঝলমলে পোশাকের যে ঝিলিক দিচ্ছিল তাতে আমার চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম হলো।

'মঁসিয়ে পোয়ারো!' তিনি চিৎকার করে উঠলেন। 'আপনি তাহলে সফল হয়েছেন? বেচারা ওই দুধের খোকাকে আপনি তাহলে শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারলেন মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'মাদাম লা কমতিসি, আপনার প্রিয় বন্ধু মিস্টার পার্কার সম্পূর্ণ নিরাপদ। তার গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা যেমন আগে ছিল না, এখনো নেই।'

'আহ! সত্যিই আপনি ভয়ঙ্কর চালাক মঁসিয়ে পোয়ারো! শুনেছি, বেঁটেদের নাকি গাঁটে-গাঁটে বুদ্ধি লুকিয়ে থাকে, আপনি তার সত্যি উদাহরণ। তারপর এত তাড়াতাড়ি কাজটা যেভাবে শেষ করলেন, তা ভাবা যায় না। অপূর্ব!' কাউন্টেস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

'অপর পক্ষে আমি যে মিস্টার হার্ডম্যানকে কথা দিয়ে এসেছি তাঁর সমস্ত রত্নালঙ্কার আজই উদ্ধার করে নিয়ে এসে তাঁর হাতে তুলে দেব!'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ, তাই মাদাম, আমি অত্যন্ত বাধিত হবো যদি আপনি আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ওগুলো আমার হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেন। এই যে আমি আপনাকে কাজটা সারবার জন্যে তাড়া দিচ্ছি তার জন্যে খুবই দুঃখিত। কিন্তু তাড়া না দিয়েও থাকতে পারলাম না, কারণ আমি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে এসেছি। ট্যাক্সিটা ছেড়েই দিতাম, কিন্তু না, ভাবলাম সোজা আঙুলে যদি ঘি না ওঠে, আঙুল তো বাঁকাতেই হবে, অর্থাৎ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যেতে হবে? আর মাদাম, আমরা বেলজিয়াম মানুষরা আবার একটু মিতব্যয়িতা অভ্যাস করে থাকি।'

ওদিকে কাউন্টেস একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ তিনি নীরবে বসে ধোঁয়ার রিং করতেই ব্যস্ত রইলেন। তাঁর দৃষ্টি সরাসরি পোয়ারোর চোখের দিকে। এরপর হাসিতে ফেটে পড়লেন কাউন্টেস। তারপর তিনি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, গুটি গুটি পায়ে একটা দেওয়াল আলমারির সামনে গিয়ে একটা ড্রয়ার টেনে তার ভেতর থেকে একটা কালো সিল্কের হাতব্যাগ তুলে নিলেন। তিনি সেটা আলতো করে পোয়ারোর দিকে ছুঁড়েও দিলেন। ওঁর কণ্ঠস্বর এবার কথা বলার সময়েও একেবারে হাল্কা আর অকম্পিতই শোনালো।

'আমরা রুশেরা কিন্তু অপরদিকে ভীষণ অপচয়ী,' কাউন্টেস বলল। 'আর সেটা করতে গেলে দুর্ভাগ্যবশত অনেক টাকার দরকার, ষ্যালের ভেতরটা আপনার দেখার প্রয়োজন নেই। সবই ঠিক আছে ওটার মধ্যে।'

উঠে দাঁড়াল পোয়ারো।

'আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি মাদাম, এতো দ্রুত ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে কাজ করার জন্য।'

'আহ্। কিন্তু আপনি যে ওদিকে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছেন, তাই তাড়াতাড়ি না করে আমার করারই বা কি আছে?'

'আপনি খুবই মনোরম, আপনি খুবই সুন্দর ও সৌহার্দপূর্ণ মাদাম। তা লন্ডনে এখন বেশ কিছুদিন থাকবেন তো?' পোয়ারো জানতে চাইল।

'না, তা মনে হয় না, আর আমার এখানে না থাকার কারণ আপনি, হ্যাঁ, আপনিই!'

'আমি দুঃখিত', পোয়ারো অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'এর জন্য আমি আপনার কাছ থেকে ক্ষমা চাইছি মাদাম।'

'সম্ভবত আবার আমাদের কোথাও না কোথাও দেখা হতে পারে।'

'আমিও তাই আশা করি।'

'কিন্তু আমি চাই না!' কাউন্টেস হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি আপনাকে ভয় করি। আমার এ কথায় আপনি যেন ভুল বুঝবেন না মঁসিয়ে পোয়ারো। এ কথা বলে আমি বরং আপনাকে খুবই সম্মান জানালাম। জানেন তো কেউ যদি কাউকে ভয় করে, তার অর্থ তাকে শ্রদ্ধা করা। তাই তো ভয়ের আর এক নাম শ্রদ্ধা। এই দুনিয়ায় খুব কম লোক আছে যাদেরকে আমি ভয় করি! বিদায়, তাহলে বিদায় মঁসিয়ে পোয়ারো!' শেষ দিকে কথা বলতে গিয়ে কাউন্টেসের গলার স্বর কেমন ভারি হয়ে উঠল, কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকল।

'বিদায় মাদাম, না,—মাপ করবেন, একটু দাঁড়ান,' পোয়ারো পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বার করে তার কথার জের টেনে বলতে থাকল, 'কথায় কথায় আমি বলতে ভুলেই গেছলাম, এই নিন আপনার সিগারেট কেসটা।'

মাথা হেঁট করে পোয়ারো এবার কাউন্টেসকে সেই চামড়ার কালো কেসটা ফিরিয়ে দিতে গেল যেটা আমরা সিন্দুকের ভেতর থেকে পেয়েছিলাম। সেটা ফেরত নিতে গিয়ে কাউন্টেসের মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না, কেবল একটু ভ্রূ যা কেঁপে উঠতে দেখা গেল এবং বিড়বিড় করে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'ও হ্যাঁ, বুঝেছি!'

'সত্যি কি ভয়ঙ্কর মহিলা!' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পোয়ারো সাগ্রহে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মহিলার মতই মহিলা বটে! কেমন নির্বিকার, নিরুত্তাপ, কোনো তর্ক করা নয়, কোনোরকম বাধা দেওয়া নয়। এমন কি কোনোভাবে ধাপ্পা দেওয়ারও চেষ্টা করা নয়। মাত্র একবার কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েই সমস্ত ব্যাপারটা যেন হৃদয়ঙ্গম করে নিলেন। ওঁর এই সুন্দর ভাব-ভঙ্গিমা দেখে আমার কি মনে হয়েছে জানো হেস্টিংস,

যে মহিলা পরাজয়কে এভাবে সামান্য হাসির মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন, তিনি অনেক, অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবেন। আমি আবার বলছি, মহিলাটি ভয়ঙ্কর, দেখে নিও, ওঁর স্নায়ু ইস্পাতের মতো কঠিন, উনি—' হঠাৎই নীরব হয়ে গেল পোয়ারো।

'তুমি যদি তোমার যাতায়াতের ব্যাপারে একটু রাশ টানতে পার আর কোথায় যাচ্ছো সেদিকে নজর দিতে পার, তাহলে সেটা খুবই ভাল হয়', আমি বলে উঠলাম, 'যাইহোক, এখন বলো, তুমি কখন প্রথম সন্দেহ করলে কাউন্টেসকে।'

'বন্ধু, ওই দস্তানা আর সিগারেট কেসটা দেখেই, ডাবল ক্লু। এই দুটি সূত্রই আমার চোখ খুলে দিয়েছে বলা যায়, আর সেই সঙ্গে ব্যাপারটা আমাকে দারুণ চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। বার্নার্ড পার্কারের পক্ষে দুটি প্রমাণের একটা সহজেই ফেলে যাওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু দুটিই কষ্ট-কল্পনা বলা যায়। এটা হতে পারে চরম অসতর্কতার দরুণ। আবার দেখো, ওইভাবেই অন্য কেউ যদি ওকে জড়াতে চাইত, তাহলে আমি বলতে পারি একটা প্রমাণই যথেষ্ট, হয় সিগারেট কেস নয়তো দস্তানা। আমি আবার বলছি, একসঙ্গে দুটি সূত্র কখনোই নয়। তাই এর থেকে আমার মনে একটা বদ্ধমূল ধারণার জন্ম হয়েছে, ও দুটি সূত্রের একটা কখনোই পার্কারের হতে পারে না। প্রথমে আমার ধারণা হয়েছিল, সিগারেট কেসটাই ওর, দস্তানাটা নয়, পরে অনেক ভেবে দেখতে গিয়ে দেখলাম ঠিক উল্টোটাই। তাহলে প্রশ্ন হলো, সিগারেট কেসটা কার? প্রথমেই লেডি রানকার্নের নাম ধরা যাক, সব দিক বিবেচনা করে দেখলাম, উনি যে নন, এটা খুবই পরিষ্কার। তবে কি মিস্টার জনস্টন? তা হওয়া সম্ভব যদি তিনি মিথ্যে পরিচয় দিয়ে থাকেন। আমি তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলাম সব ব্যাপারটাই কাচের মতো স্বচ্ছ, পরিষ্কার। মিস্টার জনস্টনের অতীতও খুব পরিষ্কার, তার মধ্যে আড়াল করার কিছু ছিল না। তবে, তবে কি কাউন্টেসই! আমার কাছে খবর ছিল, রাশিয়া থেকে তিনি কিছু দামী পাথর ও রত্ন এনেছিলেন, সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে, দরকার ছিল শুধু অন্য পাথরগুলো সেট থেকে খুলে মিশিয়ে ফেলা। এর ফলে সেগুলো সনাক্ত করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ত। ধরা যাক একটা সূত্র দস্তানা, পার্কারের একটা দস্তানা ওইদিন বিকেলে নেওয়া তাঁর পক্ষে খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না, এবং পরে সেটা সিন্দুকের ভেতরে চালান করে দেওয়াটাও খুব একটা কঠিন ছিল না। কিন্তু অপর দিকে তিনি নিজের সিগারেট কেস নিশ্চয়ই ওখানে ফেলে রাখতে চাইবেন না।'

'কিন্তু', আমি প্রশ্ন করলাম, 'ওটা যদি কাউন্টেসেরই সিগারেট কেস হয় তাহলে 'বি' আর 'পি' আদ্যাক্ষর ছিল কেন? অথচ কাউন্টেসের আদ্যাক্ষর হলো 'ভি' এবং 'আর'।'

পোয়ারো আমার দিকে তাকাল, তার মুখে একটা মিষ্টি হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'তোমার প্রশ্নটা যথার্থই হয়েছে বন্ধু, কিন্তু তোমাকে বলে রাখি, রুশ ভাষায় 'বি' অক্ষর হচ্ছে 'ভি' এবং 'পি' হলো 'আর'।'

'ভাল কথা, যেহেতু আমি রুশ ভাষা জানি না, তাই সেটা যে আমি আন্দাজ করতে পারব তুমি তা আশা করতে পার না।'

'আমিও কি জানতাম হেস্টিংস? আর সেই কারণেই তো ওই ছোট্ট রুশ ভাষায় ব্যাকরণ বইটা কিনে এনেছিলাম আর সেটার প্রতি তোমারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম।' এই বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল পোয়ারো।

'এবার বোঝা যাচ্ছে, সত্যি সত্যিই উনি এক উল্লেখযোগ্য মহিলা বটে। অনুভবে আমি এখন কি বুঝছি জান হেস্টিংস, ওঁর সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হবে এর জন্যে ভেতরে ভেতরে আমার মনটা ভীষণ ছটফট করে উঠছে। দেখা নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু ভাবছি কোথায় কি ভাবেই বা হবে?'

খ্রিস্টমাস পুডিংয়ের অভিযান

THE ADVENTURE OF THE CHRISTMAS PUDDING

'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য খ্রিস্টমাস পুডিং' ১৯২৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় "দ্য স্কেচ" পত্রিকায়। এটি মূল গল্পের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি,—' সব শোনার পর মঁসিয়ে পোয়ারো বলে উঠল।

তার কথার মাঝে বাধা দেওয়া হলো, তবে রূঢ়ভাবে নয়। আর ঠিক প্রতিবাদ করাও নয়, বরং নম্রভাবে, কৌশলে এবং বিশ্বাস জন্মানোর জন্যই এই বাধাদান।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, দয়া করে আমার বক্তব্য ভাল করে অনুধাবন না করেই একেবারে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবেন না। দেশের পক্ষে এসব বড় গুরুতর ব্যাপার। তাই আপনার সহযোগিতা উঁচু মহলে যথেষ্ট প্রশংসা পাবে।'

'এ আপনার অসীম দয়া,' এরকুল পোয়ারো হাত নেড়ে বলে উঠল, 'কিন্তু আপনার চাহিদা মতো এ কাজ আমি কিছুতেই নিতে পারি না। বিশেষভাবে বছরের এই মরসুমে—'

মিস্টার জেসমন্ড পোয়ারোর কথার মাঝে আবার বাধা দিয়ে উঠলেন। মানে এই খ্রিস্টমাসের সময় পোয়ারোর মনে প্রত্যয় জন্মানোর জন্য তিনি আবার বললেন, 'ইংলন্ডের গ্রামাঞ্চলে এটা এখন একটা সাবেকি ফ্যাশানের খ্রিস্টমাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

কথাটা শুনে এরকুল পোয়ারো শিহরিত হলো। বছরের এই মরসুমে ইংলন্ডের গ্রামাঞ্চলের চিন্তা আদৌ তার মনে আসে না কিংবা আকর্ষণবোধ করে না।

'এ একটা ভাল সাবেকি ফ্যাশানের খ্রিস্টমাস!' মিস্টার জেসমন্ড তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

'দেখুন মিস্টার জেসমন্ড, সত্যি কথা বলতে কি আমি তো আর ইংরাজ নই', বলল এরকুল পোয়ারো। 'আমাদের দেশের খ্রিস্টমাস শিশুদের একটা উৎসব মাত্র। তবে নববর্ষের দিনে আমরা অবশ্যই উৎসবে মেতে উঠি।'

'আহ্!' মিস্টার জেসমন্ড বলে উঠলেন, 'কিন্তু ইংলন্ডে খ্রিস্টমাস একটা বিরাট উৎসব। আর আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, কিংস লেসিতে আপনি সেটা সব চেয়ে ভালভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। জানেন, সে এক চমৎকার প্রাচীনকালের বাড়ি, চতুর্দশ শতাব্দীর।'

পোয়ারো আবার কেঁপে উঠল। একটু নড়েচড়ে বসল। চতুর্দশ শতাব্দীর ইংরাজ জমিদারের বাড়ি, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত চেতনা এনে দিল যেন। ইংলন্ডের গ্রামাঞ্চলের ঐতিহাসিক বাড়িগুলো তাকে যেন ভীষণভাবে পীড়া দেয়। সে তখন আরামদায়ক আধুনিক ডিজাইনের ফ্ল্যাটগুলোর প্রতি ভীষণভাবে আকর্ষণবোধ করে। তাই শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার কথা সে ভাবতেই পারে না।

'শীতকালে', পোয়ারো দৃঢ়স্বরে বলল, 'আমি তাই লন্ডন শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাই না।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, এটা যে কতো বড় একটা গুরুতর ঘটনা, আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে আপনি ঠিকমতো তার গুরুত্ব দিতে চাইছেন না।' মিস্টার জেসমন্ড চকিতে একবার তাঁর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই আবার দৃষ্টি ফেললেন পোয়ারোর দিকে।

পোয়ারোর দ্বিতীয় দর্শনার্থী এখনো পর্যন্ত একটা কথাও বলেননি, তবে তাঁকে খুবই নম্র এবং নিয়মনিষ্ঠ মানুষ বলে মনে হলো। 'কেমন আছেন?' এতক্ষণে তিনি একটা চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন এবং নিচের দিকে তাকিয়ে সদ্য-পালিশ করা তাঁর জুতোজোড়ার দিকে দৃষ্টি ফেললেন, সেদিকে তাকাতে গিয়ে তাঁর কফি-রঙের মুখের ওপর একটা কিসের যেন প্রতিফলন পড়তে দেখা গেল। বয়সে তরুণ তিনি, তেইশের বেশি বয়স নয়, এবং তাঁর মুখটা সম্পূর্ণ এক বিষাদে ভরা ছিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', পোয়ারো উত্তরে বলে উঠল, 'অবশ্যই আমি মনে করি ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর আমি সেটা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করছি। হার হাইনেসের প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে।'

'ব্যাপারটা একটা অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত, চোখে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না মঁসিয়ে', মিস্টার জেসমন্ড বললেন।

পোয়ারো এবার তার দৃষ্টি যুবকটির দিক থেকে ফিরিয়ে তার বয়স্ক সঙ্গীর দিকে

ঘোরালো। যদি কেউ মিস্টার জেসমন্ডকে এক কথায় বিচার করতে চায়, কথাটা খুবই সতর্কতার সঙ্গে বলতে হবে। মিস্টার জেসমন্ডের ব্যাপারে সব কিছুর মধ্যে কেমন যেন একটা সতর্ক ভাব লক্ষণীয়। তাঁর সুন্দর ডিজাইনের পোশাক যা অবশ্য খুব একটা লক্ষণীয় নয়, তাঁর মার্জিত ব্যবহার, তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, তাঁর হাল্কা-বাদামি রঙের চুল একটু কালো হয়ে এলেও কপালে হাওয়ায় উড়তে দেখা গেলো যেন একটা অদ্ভুত ব্যাঞ্জনা এনে দেয়। তাঁর মুখটা এখন যেন একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে। মনে হলো, এরকুল পোয়ারো যেন কেবল একজন মিস্টার জেসমন্ডকেই জানে না, তার মতো ওরকম ডজনখানেক মিস্টার জেসমন্ডকে জানে সে, তারা সবাই এই একই প্রবাদবাক্য তাদের মুখে আওড়ায় : 'ব্যাপারটা একটা অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত...'

'জানেন, পুলিশ খুবই বিচক্ষণ হতে পারে', এরকুল পোয়ারো মন্তব্য করল।

মিস্টার জেসমন্ড দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা নাড়লেন। 'না, পুলিশ নয়,' তিনি পোয়ারোর কথার বিরোধিতা করে বললেন, 'উদ্ধার করার জন্য, হ্যাঁ সেটা উদ্ধার করার জন্য আমরা যা করতে চাই তা প্রায় অপরিহার্যভাবেই আদালতে শুনানীর সময় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির সাহায্য, যিনি আইন সম্পর্কে বিশেষ করে অপরাধমূলক আইন সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। আমরা সন্দেহ করতে পারি, কিন্তু সন্দেহের সঠিক কারণটা আমরা জানি না।'

'আপনার জন্য আমার সহানুভূতি রইল', এরকুল পোয়ারো আবার বলল।

পোয়ারো যদি মনে করে থাকে তার দু'জন দর্শনার্থীর কাছে তার সহানুভূতির অর্থ যে কোনো কিছু হতে পারে, তাহলে বলব সে ভুল করবে। ওঁরা কোনো সহানুভূতি চায় না, ওঁরা বাস্তবোচিত সাহায্য চান। মিস্টার জেসমন্ড আর একবার ইংলিশ খ্রিস্টমাসের আনন্দের কথা তুলে কিছু যেন বলতে শুরু করতে গেলেন।

'দুঃখের কথা কি বলব জানেন, একদিন এই খ্রিস্টমাস আমাদের কাছে কত সুখের, কত আনন্দেরই না ছিল। কিন্তু আজ, ওই যে দুঃখের কথা বললাম, হ্যাঁ, সে সব সুখের এখন ঘুষঘুষে জ্বর হতে শুরু করেছে, সে সুখ এখন প্রায় মৃতপ্রায়,' বললেন মিস্টার জেসমন্ড। 'সত্যিকারের সাবেকি-ফ্যাশানের খ্রিস্টমাসের রূপরেখা এখন বদলে ফেলা হচ্ছে, খ্রিস্টমাসের আনন্দ এখন আর ঘরমুখী নয়, বহির্মুখী হয়ে গেছে। লোকে এখন এই দিনটি হোটেল-রেস্তোরাঁয় আনন্দ স্ফূর্তি করে কাটায়। কিন্তু সত্যিকারের খাঁটি ইংলিশ খ্রিস্টমাসের বৈশিষ্ট্য হলো, সমস্ত পরিবার একটা বিরাট জায়গায় মিলিত হয়, খ্রিস্টমাসের কেক কাটে, ছেলে-মেয়েরা যে যার সাথী যোগাড় করে নিয়ে খ্রিস্টমাস মিউজিকের তালে তাল দিয়ে নাচ-গান করে, খ্রিস্টমাস ট্রীকে আলো দিয়ে সাজায়, শুকনো ফল ও মশলা দিয়ে পুডিং তৈরি করে, বাজী পোড়ায়, বোমা ফাটায়। জানালার বাইরে তুষার মানবের আবির্ভাব ঘটতে দেখা যায়—'

যথার্থতার স্বার্থে এরকুল পোয়ারো তাঁর কথার মাঝে বাধা দিল।

'একটা তুষারমানব তৈরি করার জন্য যথেষ্ট তুষারের প্রয়োজন হয়,' কঠোরভাবে

মন্তব্য করল পোয়ারো। 'আর কেউ তার পছন্দ মতো চটজলদি তুষার হাতের কাছে পায় না, এমন কি ইংলিশ খ্রিস্টমাসের জন্যে তো বটেই!'

'আজই মেট্রোলজিক্যাল অফিসে আমি আমার একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম', মিস্টার জেসমন্ড বললেন, 'আর সে আমাকে বলেছে, এই খ্রিস্টমাসে খুব ভারি তুষারপাত হবে।'

'এ একেবারে ভুল। খুব ভুল ধারণা, আবহাওয়ার হুকুমে তুষারপাত হয় না, বরং আবহাওয়ার পূর্বাভাস বদল করে দিয়ে তুষার তার খুশিমতো মুখ লুকিয়ে ফেলতে পারে মেঘের আড়ালে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস যে সব সময় আবহাওয়া অফিসের ঘোষণামতো মিলে যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।' পোয়ারো কথাগুলো প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল। এরকম খোলামেলা কথা এর আগে কখনো বলতে শোনা যায়নি তাকে।

'দেশে তুষারপাত!' সে বলল, 'সেটা অনেক বেশি জঘন্য হয়ে উঠতে পারে, বিশেষকরে বিরাট পাথরের রাজপ্রাসাদে তুষারপাত কি সহ্য করা যাবে?'

'না, না, আদৌ অসহনীয় বলে মনেই হবে না', মিস্টার জেসমন্ড তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। 'গত দশ বছরে সব কিছুর অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ঘর গরম করার মতো অয়েল-ফায়ার্ড মেশিন আছে।'

'তাহলে আপনি বলছেন, কিংস লেসিতে ওইরকম ব্যবস্থা বলবত আছে?' পোয়ারো জানতে চাইল। এই প্রথম পোয়ারোকে বুঝি বা একটু বিচলিত হতে দেখা গেল।

এই সুযোগটাই খুঁজছিলেন মিস্টার জেসমন্ড। তাই তিনি সেটা হেলায় হারাতে চাইলেন না। 'হ্যাঁ, আছে বৈকি!' তিনি বললেন। 'শুধু কি তাই, চমৎকার গরম জলের ব্যবস্থাও আছে। প্রচণ্ড তুষারপাতের সময়েও ঘর যথেষ্ট গরম থাকে। প্রিয় মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, শীতকালে কিংস লেসি খুবই আরামদায়ক। এমন কি আপনি দেখবেন বাড়িটা কতই না গরম।'

'অসম্ভব কিছু নয়', এরকুল পোয়ারো বলল।

এখানে আসা পর্যন্ত পোয়ারোকে বুঝিয়েও কোনো ফল হয়নি, মিস্টার জেসমন্ডের এক-এক সময় মনে হয়েছে, তাঁর পায়ের তলাকার মাটি বুঝি বা সরে যাচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে পোয়ারোর কথায় তিনি যেন তাঁর পায়ের তলার জমি আবার একটু-একটু করে ফিরে পাচ্ছেন।

'এ যে কি ভয়ঙ্কর উভয়সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিন কাটছে, আশা করি আপনি সেটা উপলব্ধি করতে পারছেন', অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গেই তিনি বললেন।

এরকুল পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দিল। সমস্যাটা অবশ্যই খুব একটা সুখকর নয়। কয়েক সপ্তাহ আগে বিত্তবান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী রাজ্যের শাসকের একমাত্র পুত্র তরুণ ভাবী শাসক লন্ডনে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর দেশ এখন ভয়ঙ্কর এক অস্থিরতা ও অসন্তুষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। যদিও যুবকটি তাঁর বাবার একান্ত অনুগত, কিন্তু

তিনি তাঁর জীবনধারা প্রাচ্যের ভাবধারায় চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তরুণ প্রজন্মের জনপ্রিয় মতবাদ কিছুটা সন্দেহজনক বলেই মনে হয়। পাশ্চাত্যের ঘরানায় তাঁর এই কাজ মূর্খতারই সামিল, তাই এটাকে মেনে নেওয়া যায় না।

যাইহোক, সম্প্রতি ওঁর বাগদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ওঁর বিয়ে করার কথা একই রক্তের এক খুড়তুতো যুবতী বোনকে। যদিও মেয়েটি কেমব্রিজে পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর নিজের দেশে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব যাতে না পড়ে সে দিকে তিনি খুবই সতর্ক। বিয়ের দিন ইতিমধ্যেই ঘোষিত এবং তরুণ রাজকুমার ইংলন্ড ভ্রমণে এসেছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে; তিনি তাঁর প্রাসাদের বিখ্যাত সব অলঙ্কার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, সেগুলো আধুনিক ডিজাইনে নতুন করে সেটিং করানোর জন্য। এই সব অলঙ্কারের মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত পদ্মরাগমণি, সেটা পুরনো ফ্যাশানের নেকলেস থেকে সরানো হয়েছে, এখন একজন বিখ্যাত জহুরি সেটার একটা সুন্দর নতুন রূপ দিয়েছে। এত সব ভাল কাজের পর এখন একটা অপ্রত্যাশিত বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। তবে তাই বলে ধরে নেওয়া যায় না যে, একজন যুবক প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়ে দলবদ্ধভাবে পান ও ভোজনে মত্ত হওয়ার অভ্যাস করলে তার পক্ষে লম্পটগিরি করতে গিয়ে মূর্খের মতো কোনো কাজ সে করে বসবে না। সেক্ষেত্রে ভর্ৎসনা কিংবা নিন্দা করার ব্যবস্থা থাকার কথা নয় কারণ সে তখন সাবালক, তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। ওদিকে তরুণী রাজকুমারী এই রকম কায়দাতেই নিজেদের মধ্যে যে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হতে পারেন তা ধরে নেওয়া যায়। আবার রাজকুমার যদি কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর মেয়েবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বন্ড স্ট্রীটে বেড়াতে বেরিয়ে তার সঙ্গসুখ উপভোগ করতে গিয়ে খুশি হয়ে তাকে একটা পান্নার ব্রেসলেট কিংবা একটা হীরের ক্লিপ উপহার দেন পুরস্কার স্বরূপ, সেটা খুবই স্বাভাবিক ও উপযুক্ত বলেই বিবেচিত হওয়া উচিত, যেমন তাঁর বাবা তাঁর প্রিয় নাচের মেয়েকে ক্যাডিল্যাক গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন।

কিন্তু রাজকুমার তার চেয়েও অনেক বেশি অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মেয়েটি নিজের স্বার্থে তাঁকে এমনভাবে প্রলোভিত করে যে, তিনি তখন তার মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তাঁর সেই বিখ্যাত নতুন সেটিং করা পদ্মরাগমণিটা তাকে দেখান, এবং অবশেষে তিনি এমনি এক অবিবেচকের মতো কাজ করেন যা অত্যন্ত অমার্জনীয়। মেয়েটির অনুরোধে এক সন্ধ্যার জন্য তাকে সেটা পরতে দেন!

এ আর এক অবাঞ্ছিত পরিণতি! খুবই দুঃখজনক, তবে এরকমই ভবিতব্য ছিল, এসব ক্ষেত্রে এমনি ঘটে থাকে, মেয়েটি তাদের নৈশভোজের টেবিল থেকে সবার আগে উঠে গেল তার প্রসাধন কাজ সমাধা করার জন্য। কথা ছিল, মেক-আপ নিয়েই ফিরে আসবে সে। রাজকুমার অপেক্ষা করতে থাকেন মেয়েটির জন্য। কিন্তু সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে না। সময় বয়ে যায়, সেকেন্ড, মিনিট এমন কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যেতে থাকে, কিন্তু মেয়েটি আর ফিরে এলো না। অন্য একটা দরজা

দিয়ে সে চলে যায়, যে দরজা রাজকুমারের চোখে পড়ার কথা নয়। তারপর থেকে তার আর দেখাই পাওয়া গেল না, কর্পূরের মতো হাওয়ায় সে যেন মিশে গেল। গুরুতর এবং খুবই বেদনার কথা হলো, পদ্মরাগমণির নতুন সেটিংটা উধাও হয়ে যায় মেয়েটির সঙ্গে।

এই হলো আকস্মিক ঘটনা, খুব একটা প্রয়োজন না হলে সেটা জনসমক্ষে তোলা যায় না। এই পদ্মরাগমণি শুধুই পদ্মরাগমণি নয়, এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বও আছে, এবং এটার উধাও হওয়ার পরিস্থিতি এমনি যে, এক্ষেত্রে যেকোনো অযৌক্তিক প্রচার বা বিজ্ঞাপনের ফলে প্রচণ্ডভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

এই সব ঘটনাগুলো সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করার মতো লোক নন মিস্টার জেসমন্ড। তিনি তো কথাগুলো সব একসঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন, আর সেটা তখন শব্দবাহুল্যে পরিণত হতে দেখা যায়। তাহলে? এর মধ্যে একটা প্রশ্ন থেকে যায়, কে সত্যিকারের মিস্টার জেসমন্ড, এরকুল পোয়ারো জানতেন না। সে তার জীবনে আরও অনেক মিস্টার জেসমন্ডদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অফিস, বিদেশ সচিব কিংবা পাবলিক সার্ভিসেসের সদাসতর্ক শাখার সঙ্গে জড়িত কিনা সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। কমনওয়েলথের স্বার্থে তিনি কাজ করছেন। পদ্মরাগমণি অবশ্যই উদ্ধার করতে হবে।

এ কাজে একমাত্র মঁসিয়ে পোয়ারোই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, মিস্টার জেসমন্ড ভয়ঙ্কর ভাবে জোর দিতে থাকলেন, আমি যেন সেটা উদ্ধার করার ব্যবস্থা করি। তিনি আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিতে চাইলেন।

'সম্ভবত এ কেসের তদন্তের ভার আমি নেব', শেষ পর্যন্ত এরকুল পোয়ারো সায় দিল। 'কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি এখনো পর্যন্ত যা বলেছেন সে খুবই অল্প, আপনাদের উদ্দেশ্য, আমার পরামর্শ চাওয়া, ব্যাস এই পর্যন্তই, এর বেশি কিছু আপনি আমাকে বলেননি, জানি না এতে এই জটিল কেসের তদন্তের কাজে কতদূর এগোনো যাবে।'

'আপনার মতো একজন ঝানু গোয়েন্দার কাছে এটাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি, তবুও যদি আরো কিছু জানতে চান আমি তো আছিই। তাই আমি বলি কি, মনে আর কোনো দ্বিধা না রেখে আসুন, কাজে লেগে পড়ুন। আমি মনে করি অবশ্যই এটা আপনার ক্ষমতার বাইরে নয়। আহ্, আসুন এখন।'

'একটা কথা বলে রাখি মঁসিয়ে, আমি সব সময় সব কাজে সফল হই না!

পোয়ারো নেতিবাচক কথা বলল বটে, আমি ওকে শুরু থেকে দেখে আসছি, ওর ওই এক স্বভাব, সব কাজেই কৃত্রিম বিনয় বা লজ্জা সে দেখাবেই। পোয়ারোর কথার ধরন দেখে ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, একবার সে যখন কোনো কেস হাতে নেয় তখন ধরে নেওয়া যায় যে, সৌভাগ্যলক্ষ্মী ওর সহায় না হয়ে যেতে পারে না। এই ধ্রুবসত্যটা আমি যেমন জানি, পোয়ারোও বেশ ভাল করেই তা জানে। অতএব, মনে মনে ভাবলাম মিস্টার জেসমন্ডকে কানে কানে বলি, 'অত চিন্তা করবেন না, ধরে নিন, কাজ আপনার ঠিক হাসিল হয়ে গেছে।'

'হিস হাইনেস রাজকুমারের বয়স খুবই কম,' মিস্টার জেসমন্ড বললেন। 'যৌবনের হঠকারিতার জন্য যদি ওঁর জীবনটা বরবাদ হয়ে যায়, তাহলে সেটা খুবই খারাপ হবে। তাই ওঁর এমন পরিণতি হোক আমরা কেউ তা চাই না।'

পোয়ারো মনমরা যুবকটির দিকে সহানুভূতির চোখে তাকাল। 'এটা বোকামি করারই বয়স, তারুণ্যের অবুঝপনা কাটিয়ে ওঠা খুবই কষ্টকর, মনের স্থিরতা এবং জোর দুটোরই দরকার' পোয়ারো তাকে উৎসাহিত করে তুলতে বলল, 'সাধারণ যুবকরা এ নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামায় না। ভাল বাবা হলে তার দাম দিয়ে দেন, পারিবারিক উকিল এ ধরনের ঝামেলা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে; অভিজ্ঞতা থেকে যুবক শিক্ষা নেয় এবং সব শেষেই ভালর রেশ থেকে যায়, তাই যার শেষ ভাল তার সব ভাল, বুঝলে বৎস। তবে বর্তমানে আপনার যা দুরবস্থা, এটা কাটিয়ে ওঠা খুবই কঠিন। তার ওপর আপনার বিবাহ আসন্ন—'

'হ্যাঁ, তার জন্যেই তো আমার যত দুশ্চিন্তা, আপনি ঠিকই বলেছেন মঁসিয়ে।' এই প্রথম তরুণ রাজকুমার মুখ খুললেন। 'দেখুন, আমার ভাবী স্ত্রী খুবই রাশভারী মেয়ে। জীবনটাকে ও খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকে; ও ভাবে জীবনের সঙ্গে মনের একটা আত্মিক যোগাযোগ আছে, সেই যোগাযোগটা কখনোই বিচ্ছিন্ন হতে দিতে নেই, তা হলে মনের শান্তি বিঘ্নিত হয়। তাই আমার এখন মনের শান্তি একান্ত প্রয়োজন। আমার এখন সব চিন্তা আমার ভাবী স্ত্রীকে ঘিরে। কেমব্রিজে পড়ার সময়েই আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারণার কথা জেনে গেছে ও। আমার দেশে শিক্ষার প্রসারতা দরকার। সেখানে আরও স্কুল খুলতে হবে। আরও অনেক কিছুই করার আছে সেখানে। গণতান্ত্রিক পথে, বুঝলেন সব কিছুরই প্রগতি হওয়া দরকার। কিন্তু তা হবে না, ও বলে, আমার বাবার সময়ের মতোই সবকিছু অধরাই থেকে যাবে। স্বভাবতই ও জানে আমি আমার বাবার ভাবধারার পরিবর্তন আনতে, একটু আমোদ-প্রমোদ করতে লন্ডনে চলে এসেছি, কিন্তু তাই বলে কোনো কলঙ্কের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাই না। না, কখ্খনো না। অথচ দেখুন, ব্যাপারটা সেই কলঙ্ককে কেন্দ্র করেই। পদ্মরাগমণি ছেড়ে দিতেও পারি না। এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। আবার এর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, এর পিছনে অনেক রক্তক্ষয় হয়েছে, অনেক মৃত্যু হয়েছে!'

'মৃত্যু!' পোয়ারো চিন্তিতভাবে বলল। তারপর সে মিস্টার জেসমন্ডের দিকেও তাকাল। 'যে কেউ আশা করে', পোয়ারো বলে উঠল, 'সে রকম যেন আর না হয়।'

মিস্টার জেসমন্ড একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন, অনেকটা মুরগীর মতো, যে কিনা ডিম পাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে একটু ইতস্তত করে, আর তারপরেই ভাবে পাড়লেই ভাল। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন, 'না, না, অবশ্যই না!' তাঁর কথাগুলো যথাযথ বলেই মনে হলো। 'আমি নিশ্চিত, ওরকম কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।'

'না, আপনি কখনোই এতটা নিশ্চিত হতে পারেন না', পোয়ারো বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ওই পদ্মরাগমণিটা যার কাছেই থাকুক না কেন, আরও অনেকেই আছে যারা সেটা নিজের কাছে পেতে চায়। এবং এটাকে আদৌ তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না।'

'সত্যি আমি তা মনে করি না,' আগের চেয়েও বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে মিস্টার জেসমন্ড বললেন, 'ওই ধরনের অনুমান আমাদের না করাই উচিত। এতে কোনো লাভ হয় না।'

'আমি', হঠাৎ এরকুল পোয়ারো যেন অন্য এক মানুষ বনে গেল, 'আমি রাজনীতিবিদদের মতো সমস্ত প্রবেশপথগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখেছি।'

মিস্টার জেসমন্ড তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকালেন। তাঁর সন্দেহটা যে নেহাতই অমূলক, এটা একবার যাচাই করে নেবার জন্য তিনি পোয়ারোকে একবার বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। 'তাহলে আমি কি ধরে নিতে পারি মঁসিয়ে পোয়ারো, সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল? তার মানে আপনি কিংস লেসিতে যাচ্ছেন?'

'আর আমি সেখানে নিজেকে কি ভাবে উপস্থাপন করব?' এরকুল পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।

মিস্টার জেসমন্ড নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে হাসলেন।

'সেটা খুব সহজেই ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি,' তিনি বললেন। 'আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি, সব কিছুই স্বাভাবিক বলে মনে হবে। আপনি লেসিদের সঙ্গে মিলিত হলে দেখবেন কি চমৎকার মানুষ ওঁরা।'

'আর অয়েল-ফায়ার্ড সেন্ট্রাল হিটিং মেসিনের ব্যাপারে আপনি আমাকে প্রতারণা করবেন না তো? ওই মেসিনের অভাবে অত্যন্ত ঠাণ্ডায় আমাকে কষ্ট পেতে হবে না তো?'

'না, না, অবশ্যই না!' মিস্টার জেসমন্ডের কথায় দৃঢ়তা প্রকাশ পেল। 'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার কোনো কষ্ট হবে না। আপনি খুব আরামে থাকবেন।'

'আধুনিক যন্ত্রের সুখ শেষ পর্যন্ত না যন্ত্রণায় পর্যবসিত হয়', নিজের মনেই স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল। 'ঠিক আছে,' উত্তরে সে বলল, 'আমি আপনাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।'

কিংস লেসিতে বিরাট লম্বা ড্রইংরুমের তাপমাত্রা যথেষ্ট সহনীয়, আরামদায়ক, আটষট্টি ডিগ্রী ফারেনহাইট। এরকুল পোয়ারো এ ব্যবস্থায় খুবই খুশি। তাই বেশ ঠাণ্ডা মেজাজেই একটা বড় জানালার সামনে বসে সে কথা বলছিল মিসেস লেসির সঙ্গে। ওদিকে মিসেস লেসি তখন সূচের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তবে এমব্রয়ডারির কাজে সিল্কের কাপড়ে ফুল তোলা নয়। তার বদলে একটা গাউনের নিচে মুড়ি-সেলাই দেওয়ার কাজ করছেন তিনি। তবে সেলাই-এর কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি ধীর-স্থির নরম গলায় যেভাবে কথা বলছিলেন তাতে পোয়ারো বেশ মুগ্ধ হলো। প্রথম সাক্ষাতেই তার ভাল লাগল মিসেস লেসিকে।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আশা করি এখানে আপনি আমাদের খ্রিস্টমাস পার্টি খুব ভালভাবে উপভোগ করতে পারবেন। জানেন, এ আমাদের পরিবারের খ্রিস্টমাস

মিলনোৎসব যাকে বলে আর কি। আমার নাতনী, নাতি আর তার এক বন্ধু, আমার ভাইঝি ব্রিজিট, খুড়তুতো বোন ডায়না, এবং আমাদের খুব পুরনো বন্ধু ডেভিড ওয়েলউইল থাকছে এই উৎসবে। এই নামের তালিকা থেকেই বুঝতে পারছেন এটা স্রেফ আমাদের একটা ফ্যামিলি পার্টি। কিন্তু এডউইনা মোরকোম্বির কাছ থেকে শুনলাম, আপনি নাকি সত্যি সত্যিই এরকম একটা কিছু দেখতে চেয়েছেন। এ এক পুরনো ফ্যাশানের খ্রিস্টমাস। আমাদের চেয়ে পুরনো ফ্যাশানের খ্রিস্টমাস আর কিছু হতে পারে না। জানেন, আমার স্বামী পুরোপুরি সেকেলে মানুষ। মনে মনে তিনি আজও যেন সেই সুদূর অতীতে বাস করছেন। তাঁর বারো বছর বয়সে তিনি যা দেখেছেন, যা পেয়েছেন, আজও তিনি সেসবই আকাঙ্ক্ষা করেন। সেই সময় খ্রিস্টমাস ছুটিতে এখানে এসে যেভাবে খ্রিস্টমাস উপভোগ করতেন আজও ঠিক সেভাবেই তিনি খ্রিস্টমাসের ছুটিটা কাটাতে চান।' নিজের মনেই হাসলেন তিনি। 'সেই সব পুরনো জিনিস, খ্রিস্টমাস ট্রী, খাটের ছতরিতে মোজায় ঝোলানো সান্টাক্লজের উপহার-সামগ্রী, শুক্তির স্যুপ, টারকি, দুটি টারকি পাখি, একটা সিদ্ধ এবং অপরটির রোস্ট। এ সবই ওঁর পুরনো দিনের চাহিদা, আজও তা জেগে আছে তাঁর মনের মধ্যে। ছয় পেনি এখন আর আমরা পাই না, কারণ সেগুলো এখন আর খাঁটি রূপো দিয়ে তৈরি হয় না। কিন্তু সেই পুরনো ফল, কেক ওঁর চাই আজও। এতো সব নামের তালিকা আপনাকে শোনালাম, আপনার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, আমি যেন ফোর্টনাম ও ম্যাসনের একটা ক্যাটালগ, তাই না?'

'মাদাম, আপনার মুখ থেকে ভাল ভাল সব খাবারের নাম শুনে আমার লোভ বেড়ে গেছে।'

'আগামীকাল সন্ধ্যায় আশা করি বললে একটু ভুল হবে, বরং বলতে পারি আমার আশঙ্কা আমরা সবাই ভয়ঙ্কর বদহজমে ভুগবো', বললেন মিসেস লেসি। 'আজকের দিনে কেউ বোধহয় এতো সব খাবার খায় না, খায় কেউ!'

জানালার ওপার থেকে চিৎকার আর অট্টহাসিতে মিসেস লেসির কথায় বাধা পড়ল। তিনি চকিতে একবার বাইরের দিকে তাকালেন।

'জানি না বাইরে ওরা কি করছে। মনে হয় কোনো খেলা কিংবা ওইরকম কিছু একটা করছে হয়তো। জানেন মঁসিয়ে, এখন আমার সব সময় ভয় ছিল, এই সব যুবক-যুবতীরা না এখানে আমাদের খ্রিস্টমাস এভাবে বিরক্তিকর করে তোলে। কিন্তু আদৌ তা হবে বলে মনে হয় না, বরং এর ঠিক উল্টোটাই হবে। এখন আমার ছেলে-মেয়েদের আর তাদের বন্ধুদের খ্রিস্টমাস সম্পর্কে ভাবধারা অন্যরকম, এ ব্যাপারে তাদের আগ্রহটা কেমন যেন কৃত্রিম। এই দিনটিতে তারা আমাদের মতো ঘরে বসে উৎসব পালন করতে চায় না। তারা বলে, এ সবের নাকি কোনো মানে হয় না। তার থেকে বরং কোনো হোটেলে গিয়ে নাচ করা ভাল। আমাদের প্রজন্মের তরুণদের কাছে এ সব খুবই আকর্ষণীয়। তাছাড়া, মিসেস লেসি বাস্তবের কথা ভেবে আরও বললেন, 'এখনকার

স্কুলের ছেলেমেয়েরা সব সময়েই ক্ষুধার্ত, তাই নয় কি? আমার মনে হয় তারা তাদের স্কুলে নিশ্চয়ই উপবাসে থাকে। আমরা সবাই জানি যে, এই বয়সের স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা তিনজন বলিষ্ঠ পুরুষের খাবার একাই খেয়ে নিতে পারে।'

পোয়ারো একগাল হেসে বলল, 'আপনি আর আপনার স্বামী দয়া করে আপনাদের এই পারিবারিক মিলনোৎসবে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।'

'ওহো, আপনার আগমনে আমরা দু'জনেই খুব আনন্দিত' মিসেস লেসি বললেন, 'আপনি যদি হোরেসের আচরণের মধ্যে তেমন অশালীন কিছু দেখতে পান, তাতে কিছু মনে করবেন না। জানেন, এরকমই স্বভাব তার।'

তাঁর স্বামী কর্নেল লেসি আসলে যা বলেছিলেন তা এই রকম : 'এই খ্রিস্টমাসের সময়ে কেন যে তুমি এমন একজন বিদেশী তথা বাইরের লোককে পেতে চাও বুঝতে পারি না। কেন, আমরা তাঁকে অন্য কোনো একসময় তো আনতে পারতাম। আমি এই সব বাইরের লোকজনদের একেবারেই সহ্য করতে পারি না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এডউইনা মোরকোম্বির ইচ্ছে ছিল ওঁকে এ সময়ে আমাদের মধ্যে পায়। আমি জানতে চাই ওঁর এখানে আসার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আছে? আর খ্রিস্টমাসের সময় এডউইনা ওঁর সঙ্গে মিলিত হতে এলই বা না কেন?'

'কারণ তুমি বেশ ভাল করেই জানো যে, মিসেস লেসি বলেছিলেন, 'এডউইনা সব সময়েই ক্লারিজে যায়।'

তাঁর স্বামী তাঁর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'অন্য কোনো ব্যাপারে নয় তো, তা তুমি নিজেই কি এম?'

'অন্য কোনো কিছু ব্যাপারে মানে?' এম তাঁর নীল দু'টি চোখ বিস্ফারিত করে বলেছিলেন। 'অবশ্যই নয়। আর কেনই বা আমি সে কথা ভাবতে যাব?'

বৃদ্ধ কর্নেল লেসি হাসলেন, উদাত্ত সে হাসি। 'এম, আমি তোমার কথা ঠিক মেনে নিতে পারছি না।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'তোমাকে যখন খুব নিরীহগোছের দেখায় তখন দেখা যায় যে, তুমি কোনো কিছুর ব্যাপারে ভাবছ। আসলে তোমার ওই নিরীহ ব্যাপারের পিছনে লুকিয়ে থাকে মনের একটা গোপন ইচ্ছে বা আকাঙ্ক্ষাও বলতে পার।'

সেদিনের সেই সব কথা আজ মিসেস লেসির সারা মন জুড়ে বুঝি একটা কথামালা হয়ে যেন জপমালা হয়ে উঠেছে। আর সেই সব কথাই মনে মনে জপ করতে করতে মিসেস লেসি বলতে থাকেন : 'এডউইনা বলেছিল, তার ধারণা আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। তার কথায় আমিও একরকম নিশ্চিত, কিন্তু কেন এত নিশ্চিত হলাম ঠিক জানি না। তবে এডউইনা আরও বলেছিল, আপনার বন্ধুরা নাকি একবার আপনার দ্বারা খুবই উপকৃত হয়েছিল,—অনেকটা আমাদের এই কেসের মতো। ভাল কথা, সম্ভবত আপনি হয়তো জানেন না কি ব্যাপারে আমি কথা বলছি?'

পোয়ারো তাঁর দিকে তাকাতে গিয়ে ভয়ঙ্করভাবে উৎসাহবোধ করল। মিসেস লেসির বয়স প্রায় সত্তর ছুঁই ছুঁই, তবু বয়সের ভারটা তাঁর দেহ-মনে যেন একটুও ছায়াপাত করতে পারেনি, এখনো যথেষ্ট সতেজ ও তরতাজা, অন্য বয়স্কদের কাছে তিনি হিংসার পাত্রী হয়ে উঠতে পারেন। তুষার-শুভ্র চুল কাঁধ ছুঁই ছুঁই, গালে এখনো লাল আভার আভাস, নীল দুটি চোখ, হাস্যকর নাক এবং চিবুকে একটা দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট।

'যদি আমি কিছু করতে পারি, সেটা করতে গিয়ে আমি খুবই খুশি হবো,' পোয়ারো বলল। 'আমি জেনেছি এ এক যুবতী মেয়ের নেহাতই মোহাচ্ছন্নতার ব্যাপার। এমনি একটা কিছু ঘটা মানে খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার সেটা।'

মিসেস লেসি মাথা নেড়ে সায় দেন। 'হ্যাঁ, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, তাই আমি মনে করি এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলা উচিত। হাজারহোক, আপনি একজন নিখুঁত আগন্তুক...'

'এবং একজন বিদেশী বহিরাগত', একটা বোঝাপড়ার মনোভাব নিয়ে পোয়ারো বলল।

'হ্যাঁ,' মিসেস লেসি বললেন, 'তবে মনে হয় এটা আমাদের ক্ষেত্রে একটা আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ একদিক দিয়ে এটা অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। যাইহোক, এডউইনার ধারণা এই যে, সম্ভবত আপনি হয়তো কিছু জানেন। এখন বলুন প্রসঙ্গটা কি ভাবে আপনার কাছে তুলে ধরব, এই তরুণ ডেসমন্ড লী-ওয়ার্টলির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য কি তুলে ধরব?'

পোয়ারো এখানে একটু থেমে মনে মনে মিস্টার জেসমন্ডের উদ্ভাবনী দক্ষতার প্রশংসা করল। তিনি তাঁর নিজের প্রয়োজনে লেডি মোরকেম্বিকে কি সুন্দরভাবেই না ব্যবহার করেছেন এই কেসে।

'আমি যতদূর জেনেছি, এই যুবকটির তেমন সুনাম ছিল না।' মার্জিতভাবেই পোয়ারো বলল।

'হ্যাঁ মঁসিয়ে, আপনি ঠিকই শুনেছেন, তার সুনাম ছিল না! খুবই দুর্নাম তার। কিন্তু সারার কাছে এ খবরটা কোনো কাজেই লাগল না। কোনো পুরুষের বদনাম আছে, এ খবরটা মেয়েদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। বরং এতে মেয়েরা আরো বেশি করে প্রেরণাবোধ করে। পুরুষদের একটু-আধটু বদনাম থাকাটা সৌভাগ্যের, তাতে সে একেবারে খারাপ হয়ে যায় না। যেমন চাঁদের একটু কলঙ্ক আছে বলে কি সম্পূর্ণ চাঁদটাই কলঙ্কমণ্ডিত হয়ে যায়?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন', পোয়ারো বলল।

'আমার যৌবন-বেলায়', মিসেস লেসি বলতে থাকেন। (ওহো, সে অনেক, অনেক দিন আগেকার কথা!) 'জানেন, তখন আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হতো; কয়েকজন বিশেষ যুবককে চিহ্নিত করে আমাদের অভিভাবকরা বলতেন, ওই সব ছেলেদের সঙ্গে

কখনো ঘনিষ্ঠ হয়ে মেলামেশা করবে না। এই যে নিষেধাজ্ঞা, এতে আমাদের মতো মেয়েদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, সেই সব যুবকদের সঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া দূরে থাক, বরং তাদের কাছে যাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা আরও বেশি করে তীব্রতর হয়ে ওঠে, আর যদি কেউ তাদের সঙ্গে নাচ করতে সমর্থ হয়, কিংবা একটা অন্ধকার জায়গায় কেউ একা তাদের মধ্যে থেকে একজনের সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়, বুঝতেই পারছেন,—' এই বলে তিনি হাসলেন। 'আর সেই কারণেই হোরেসকে তার ইচ্ছেমতো এরকম কোনো কাজই আমি করতে দেব না।'

'ঠিক করে বলুন তো,' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'আপনার অসুবিধে হওয়ার কারণটা কি?'

'জানেন, আমাদের ছেলে যুদ্ধে নিহত হয়', মিসেস লেসি বললেন। 'সারার জন্মের পরেই আমার পুত্রবধূর মৃত্যু হয়, তাই তো সে সব সময়েই আমাদের কাছে থাকে। এবং আমরাই তাকে বড় করে তুলেছি। তবে করতে পেরেছি কিনা জানি না। কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম আমরা তাকে সব সময় যতটা সম্ভব মুক্ত করে রাখব, অর্থাৎ তার স্বাধীন গতিবিধির ওপর হস্তক্ষেপ করব না।'

'আমার মনে হয়, এটাই কাম্য', পোয়ারো বলল। 'কিন্তু সময়ের স্রোতের বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে না।'

'না', মিসেস লেসি বললেন, 'এ ব্যাপারে আমি ঠিক এরকমই ভেবে রেখেছি। আর আজকের মেয়েরা ঠিক এরকমটিই করে থাকে।'

পোয়ারো তাঁর দিকে সপ্রশ্নচোখে তাকাল।

'আমার মনে হয়, কেউ একজন যেভাবে এর বর্ণনা দেন', মিসেস লেসি বললেন, 'যেমন সারা কখনো কারোর সঙ্গে নাচ করতে যাবে না, কিংবা ওই ধরনের অশালীন কোনো কাজ করবে না, তার পরিবর্তে চেলসীতে নদীর ধারে তার দুটি অপ্রীতিকর ঘর আছে এবং তাদের পছন্দমতো পোশাকই সে পরে থাকে, আর গা না ধুয়ে কিংবা মাথায় চিরুনি না বুলিয়েই সে বেরিয়ে পড়ে তখন আমার খুবই খারাপ লাগে।'

'এখনকার ফ্যাশানই এই রকম', পোয়ারো সায় দিয়ে বলল, 'এই রকম একটা পরিবেশেই তো সে বড় হয়ে উঠেছে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি', মিসেস লেসি বললেন। 'তাই ও ব্যাপারে আমি চিন্তিত নই। কিন্তু দেখুন মঁসিয়ে, সে এই ডেসমন্ড লী-ওয়ার্টলির সঙ্গে মিশে গেছে, যার পরিচয় খুব একটা সুখের নয়, প্রীতিকর নয়। অথচ বিত্তবান পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে তার যত মেলামেশা, তাকে কাছে পাওয়ার জন্য তারা পাগল। হোপ নামে একটি মেয়েকে সে প্রায় বিয়ে করেই ফেলেছিল। কিন্তু মেয়েটির পরিবারের লোকজন জানতে পেরে আদালত কিংবা ওইরকম, কিছু একটার শরণাপন্ন হয় যার ফলে তাদের বিয়ে কেঁচিয়ে যায়। আর হোরেস ঠিক একই ভুল করতে যাচ্ছে। ডেসমন্ড তাকে বুঝিয়েছে, তার নিরাপত্তার জন্যেই সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সত্যি সত্যিই যে এটা একটা ভাল

পদক্ষেপ আমার তা মনে হয় না মঁসিয়ে পোয়ারো। মানে আমার মনে হয়, ওরা এখান থেকে পালিয়ে স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, আর্জেন্টিনা কিংবা অন্য কোথাও গিয়ে হয় বিয়ে করবে কিংবা বিয়ে না করেও একসাথে থাকবে স্বামী-স্ত্রীর মতো। আর যদিও এর জন্যে আদালত অবমাননার দায়ে দোষী ওরা, কিন্তু এটা একটা উত্তর হলো না, হলো কি? বিশেষ করে ওদের এই লাগাম-ছাড়া মিলনের ফলে যদি হোরেসের পেটে বাচ্চা আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই তখন ওদের আইন মাফিক বিয়েতে আবদ্ধ হতেই হবে। আর তারপর সব সময় আমার যা মনে হয়ে থাকে কিংবা সমাজে যা আমি ঘটতে দেখি তা হলো দু'-এক বছর পরেই তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। আর তারপর মেয়েটি ঘরে ফিরে আসে এবং দু'-এক বছরের মধ্যে আবার বিয়ে করে এমন এক পুরুষকে, যার মধ্যে চেতনাবোধ বলতে কিছুই থাকে না। কলের পুতুল আর কি। কিন্তু বিশেষভাবে এটা একটা দুঃখের কারণ বটে, কারণ আমার মনে হয়েছে, যদি আগের বিয়ের সূত্রে মেয়েটির সন্তান থাকে এবং সৎবাবা যদি শিশুটিকে সঙ্গে করে নিয়ে বাড়িতে ঢোকে, মন্দ লাগে না। না, আমার মনে হয় আমরা আমাদের যৌবনকালে যা করেছি এখনও ঠিক সেরকমই করা উচিত। মানে যে যুবক প্রথম কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ে সব সময় কারোর কাছে সে গ্রহণযোগ্য নয়। স্বভাবতই প্রথম প্রেম বাতিল হয়ে যায়, আমি আমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, প্রায় সব নারী-পুরুষের প্রথম প্রেম বিয়ে পর্যন্ত গড়ায় না। যেমন আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে প্রচণ্ড এক আবেগের তাড়নায় আমি এক যুবককে মনে মনে কামনা করি, কি যেন নাম ছিল তার, কিন্তু এখন মনে পড়ছে না। কেমন আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন, যাকে আমি গভীরভাবে একদিন ভালবাসলাম, তার খ্রিস্টান নাম আজ আর খেয়াল করতে পারছি না। টিবিট, সেটা তার পদবী। তরুণ টিবিট। আমার বাবা তাকে বহুবার আমাদের বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু বার বার সে আমাকে একই নাচ করতে বলতো, আর তার কথায় নেচে উঠে আমরা একসঙ্গে নাচ করতাম। এক-এক সময় বাবার দৃষ্টি এড়িয়ে কখনো বা বন্ধুরা পিকনিকের ব্যবস্থা করে আমাদের দু'জনকে একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দিত। আর গোপনে সেই মিলিত হওয়ার মধ্যে একটা আলাদা রোমাঞ্চ ছিল, আকর্ষণ ছিল। কিন্তু বেশিদিন এভাবে চলতে পারে না, যেমন এখনকার মেয়েরা করে থাকে। তার সঙ্গে আমার মেলামেশাতেও একটু একটু করে ভাঁটা পড়তে থাকে। তাই কিছুদিন পরেই আমার প্রতি মিস্টার টিবেটির আকর্ষণ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসতে থাকে। জানেন মঁসিয়ে, চার বছর পরে আমি যখন তাকে দেখলাম খুব অবাক হয়ে গেলাম, ভাবতেই পারিনি ওভাবে তাকে দেখব। কেমন যেন বোকা বোকা দেখতে হয়ে গেছে, অসার ও নিস্তেজ। তার কথাবার্তায় আকর্ষণীয় কিছু ছিল না।'

'জানেন মাদামোয়াজেল, প্রত্যেকেই ভেবে থাকে, তাদের নিজেদের যৌবনকালের দিনগুলি সবচেয়ে ভাল ছিল।' সংক্ষিপ্ত হলেও পোয়ারোর কথাটা যথেষ্ট অর্থপূর্ণ বলেই মনে হলো।

'আমি জানি', মিসেস লেসি বললেন, 'এ বড় ক্লান্তিকর, তাই না? আমি অবশ্যই ক্লান্ত হতে চাই না। সে যাইহোক, ডেসমন্ড লী-ওয়ার্টলির সঙ্গে আমি আমার প্রিয় সারার বিয়ে দিতে চাই না। বরং ও আর ডেভিড ওয়েলউইন দু'জনেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি এমনি বন্ধুভাবাপন্ন এবং একে অপরকে এমন গভীরভাবে ভালবাসে যে, তা দেখে হোরেস আর আমি আশাকরি, ওদের এই মেলামেশা, ভালবাসা একদিন বিবাহে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু সারা এখন আর তাকে পছন্দ করে না। তাকে সে এখন নিস্তেজ একটা জড়পদার্থ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। সে এখন সম্পূর্ণভাবেই ডেসমন্ডের প্রতি ভীষণভাবে অনুরক্ত হয়ে উঠেছে।

'মাদাম, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না', পোয়ারো বলল, 'আপনি বলেছেন, এই ডেসমন্ড লী-ওয়ার্টলি এখন আপনাদের সঙ্গেই এখানে থাকে। আপনারা যখন তাকে পছন্দই করেন না, তাহলে কেনই বা তাকে এখানে থাকতে দিলেন?'

'সেটা আমি পরে ভেবে দেখব', মিসেস লেসি বললেন। 'হোরেসের কড়া হুকুম সারা যেন ছেলেটির সঙ্গে দেখা না করে। অবশ্য হোরেসের সময়ে বাবা কিংবা অভিভাবক ঘোড়ার চাবুক হাতে নিয়ে যুবকটির ঘরে ছুটে যেত! হোরেস ছেলেটিকে আমাদের বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিয়েছে। আমি ওকে সাফ জানিয়ে দিয়েছি, ওর এই মনোভাব ভুল। 'না', আমি ওকে বাধা দিয়ে বলি, "ছেলেটিকে এখানে আসতে বলে দাও। খ্রিস্টমাসের সময়ে আমি তাকে আমাদের পার্টিতে দেখতে চাই।" আমার কথা শুনে আমার স্বামী রেগে গিয়ে বলে, আমি নাকি পাগল হয়ে গেছি! কিন্তু আমি তখন ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি, "যেভাবেই হোক, ওকে আসতে বলে দাও। আমাদের বাড়িতে ঘরোয়া পরিবেশে সারা তাকে দেখুক। আমরা তার প্রতি ভাল ব্যবহার করব। এবং তারপর সম্ভবত সারার প্রতি তার আগ্রহ কমে যেতে পারে।'

'ওরা যেমন বলে, আমার মনে হয়, আপনি ছেলেটির মধ্যে কিছু একটা দেখতে পেয়েছেন মাদাম,' পোয়ারো বলল। 'আমার মনে হয় আপনি খুবই জ্ঞানী ও বিচক্ষণ মহিলা, আপনার স্বামীর থেকেও!'

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি', মিসেস লেসি এমন ইতস্তত করে বললেন যেন তাঁর মনের মধ্যে একটা সন্দেহ রয়ে গেছে। 'এখনও পর্যন্ত আমার অনুমানটা কার্যকর হয়নি। তবে এ কথাও ঠিক যে, ডেসমন্ড এখানে মাত্র কয়েক দিন এসেছে, হঠাৎ তাঁর লাল গালে টোল পড়তে দেখা গেল। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনার কাছে কিছু স্বীকারোক্তি দিতে চাই। আমি নিজেই তাকে পছন্দ করে ফেলেছি। তবে তাই বলে এই নয় যে, আমি আমার মন থেকে তাকে পছন্দ করেছি, আসলে তার পুরুষোচিত বলিষ্ঠ চেহারা আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করে ফেলেছে। হ্যাঁ, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সারা তাকে যে চোখে দেখে আমিও তাকে ঠিক সেই চোখেই দেখি। কিন্তু আমার এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আর আমার অনেক অনেক অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, কোনো দিক থেকেই সে ভাল নয়। এমন কি তার সঙ্গ আমি উপভোগ করলেও তাকে

গ্রহণ করা যায় না। যদিও আমি মনে করি', নেহাতই চিন্তিত হয়ে মিসেস লেসি আরও বললেন, 'তার কয়েকটা ভাল দিকও আছে। সে কি বলছিল জানেন, সে তার বোনকে এখানে নিয়ে আসতে পারে কিনা। মেয়েটির একটা অপারেশন হয়েছিল, কিছুদিন হসপিটালেও থাকতে হয়েছিল তাকে। দুঃখ করে সে আরও বলে, খ্রিস্টমাসের সময়ে সে একা থাকলে তার খুবই কষ্ট হবে। তাই যদি সে তাকে এই সময়ে এখানে আনতে পারত ভাল হতো। তবে সে তার বোনের আহারের সব ব্যবস্থা নিজেই করবে বলেছিল। এর থেকেই বেশ বোঝা যায় যে, ছেলেটি বেশ বিবেচক, তার বোনকে আমাদের ঘাড়ে ফেলতে চায় না। এ তার উদারতার পরিচয়, তাই না মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'হ্যাঁ, এ একটা বিবেচনার ব্যাপারই বটে', পোয়ারো চিন্তিতভাবে বলল, 'তবু এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে, এ তার স্বভাববিরুদ্ধ এবং চরিত্রবিরোধী কাজ, তাই না?'

'ওহো, আমি জানি, আমি এসব কিছুই বুঝি না। আমি এখন শুধু আপনাকেই জানি মঁসিয়ে। আপনি আপনার পরিবারের স্নেহ-ভালবাসা পেতে পারেন, আবার একই সময়ে এক ধনী যুবতী মেয়ের জীবন রক্ষা করতেও আগ্রহী। জানেন, সারা খুবই বিত্তবতী হবে, আমরা তার জন্যে কিছু ধন-সম্পদ রেখে যাব ঠিকই, কিন্তু সেটা খুব বেশি হবে না, আমাদের বেশির ভাগ অর্থ পাবে আমাদের নাতি কলিন। কিন্তু সারার মা ছিলেন খুবই ধনী মহিলা। আর সারার বয়স যখন একুশ হবে, সে তখন তাঁর সব বিষয়-সম্পত্তির অধিকারিণী হবে। তার বয়স এখন মাত্র কুড়ি। হ্যাঁ, ডেসমন্ড যে তার বোনের জন্যে চিন্তা-ভাবনা করে তাতে আমি মনে করি তার মতো ভাল ছেলে আর হয় না। আর তার বোন যে খুব চমৎকার মেয়ে সেরকম কোনো ভানই সে করেনি। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সে একজন শর্টহ্যান্ড-টাইপিস্ট, লন্ডনে সেক্রেটারিয়েটে কাজ কিছু করেছে। আর ডেসমন্ড তার কথামতো ভালই সে এবং বোনের ভাল-মন্দের দিকে তার দৃষ্টি পড়ে থাকে সব সময়। অবশ্য সব সময়ে নয়, কখনো কখনো প্রয়োজনের সময় আর কি। তাই আমি মনে করি তার কতকগুলো ভাল দিকও আছে। কিন্তু সে যাইহোক,' মিসেস লেসি চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন, 'আমি চাই না সারা তাকে বিয়ে করুক।'

'এ পর্যন্ত আমি যা শুনেছি আর আমাকে যা বলা হলো', পোয়ারো বলল, 'অবশ্যই তা থেকে ভয়ঙ্কর একটা বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।'

'যে কোনোভাবেই হোক আপনি কি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারেন? মিসেস লেসি জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় সেটা সম্ভব', উত্তরে এরকুল পোয়ারো বলল, 'তবে খুব বেশি প্রতিশ্রুতি আমি দিতে চাই না। আপনাকে প্রথমেই বলে রাখি মাদাম, এই পৃথিবীতে মিস্টার ডেসমন্ড লী-ওয়ার্টলিরা খুবই চতুর। কিন্তু হতাশ হবেন না। সম্ভবত কেউ কিছু না কিছু করে থাকে। এই যে আপনি আমাকে খ্রিস্টমাস উৎসবে এখানে আমন্ত্রণ

জানিয়ে এনেছেন তারই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, যে ভাবেই হোক এ ব্যাপারে আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাব।' এই বলে পোয়ারো নিজের চারদিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিল। 'এখনকার দিনে খ্রিস্টমাস উৎসবের আয়োজন করা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।'

'না, অবশ্যই নয়!' মিসেস লেসি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, জানেন আমি সত্যিকারের কি স্বপ্ন দেখতে চাই, কি পেতে আমি ভালবাসি?'

'কিন্তু মাদাম, আপনি না বললে আমি কি করেই বা জানবো বলুন। তাই আমাকে বলুন—'

'আমি স্রেফ একটা ছোটখাটো আধুনিক বাংলো পেতে চাই। না, ঠিক বাংলো নয়, ছোটখাটো একটা আধুনিক ডিজাইনের বাড়ি, সামনে একটা পার্ক থাকবে, বাড়ির ভেতরে রান্নাঘরটা আধুনিক সরঞ্জামে ভর্তি থাকবে আর বারান্দা খুব একটা বড় হবে না। সব কিছুই সহজ ও সাধারণ হবে।'

'মাদাম, এ তো খুব বাস্তব ধারণা।'

'আমার কাছে এটা বাস্তব কিছু নয়', মিসেস লেসি বললেন। 'আমার স্বামী এই জায়গাটাকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে। এখানে বসবাস করতে ভালবাসে সে। একটু আরাম কম হলে সে কিছু মনে করে না, কোনো অসুবিধেই গ্রাহ্য করে না। তাই সে পার্কের সামনে ছোট বাড়ি যতই আধুনিক ডিজাইনের হোক না কেন ঘৃণা করে!'

'তাই কি আপনি আপনার স্বামীর ইচ্ছার কাছে নিজের সব ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন? এ আপনার একরকম আত্মত্যাগ বলা যায়।'

মিসেস লেসি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে ধীরে বেশ শান্ত অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, এটাকে আমি আমার আত্মত্যাগ বলব না, আমি আমার স্বামীকে সুখী করার জন্যই বিয়ে করেছি তাকে। আমার কাছে সে একজন ভাল স্বামী। এ ক'বছর সে আমাকে খুবই সুখ দিয়েছে, আর তাই তো আমিও তাকে চিরদিন সুখী করে যেতে চাই।'

'তাহলে আপনি এখানেই থেকে যেতে চান?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।

'সত্যি কথা বলতে কি আমি একটুও অসুবিধা বোধ করছি না,' মিসেস লেসি হাসতে হাসতে বললেন।

'না, না', পোয়ারো তাড়াতাড়ি বললেন। 'অপরপক্ষে এ জায়গাটা অত্যন্ত আরামদায়কই বটে! আপনাদের সারা বাড়িটা গরম রাখা আর স্নানের জন্য গরম জলের ব্যবস্থা খুবই সুন্দর।'

'এখানে আরাম করে থাকার জন্যে অনেক টাকা আমরা খরচ করেছি', মিসেস লেসি গদগদ হয়ে বললেন। এখানে আমাদের কিছু বাড়তি জমি অযথা পড়ে আছে।

এই বাড়িটা এবং বাড়ি সংলগ্ন জমি ও বাগানের উন্নতির জন্য সেই জমিটা আমরা বিক্রি করতে চাই। সৌভাগ্যবশত আমাদের বাড়ির দৃষ্টির বাইরে পার্কের ওপারে সেই জমিটা, সেখান থেকে প্রকৃত দৃশ্য তেমন ভাল করে দেখা যায় না। কিন্তু তার জন্যে আমরা বেশ ভাল দাম পেয়েছি।'

'কিন্তু মাদাম, এখানকার পরিষেবার কাজের কি হবে?' পোয়ারো জানতে চাইল, 'যেমন অতিথিদের দেখাশোনা করা...'

'ওহো, তার জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না, আপনি এ ব্যাপারে যত অসুবিধের কথা ভাবছেন কার্যত ঠিক ততখানি নয়। অবশ্য একসঙ্গে সবার পরিষেবা করা সম্ভব নয়, একটু অপেক্ষা তো করতেই হবে। গ্রাম থেকে বিভিন্ন ধরনের লোক এসেছে এখানে কাজ করতে। সকালে দু'জন কাজের মেয়ে, আরও দু'জন মধ্যাহ্নভোজের রান্নার কাজ করার জন্য, এবং একইভাবে সন্ধ্যাবেলায়ও কাজের লোকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও বহু কাজের লোক দিনে কয়েক ঘণ্টা কাজ করার জন্য আসতে চায়। অবশ্যই খ্রিস্টমাসে আমরা খুবই সৌভাগ্যবান বলতে হয়। মিসেস রস প্রতি খ্রিস্টমাসের সময় এসে থাকে, চমৎকার রান্না করতে পারে সে। বলতে দ্বিধা নেই তার রান্নার খাবার প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে। বছর দশেক আগে অবসর নিয়েছে সে। কিন্তু জরুরী সময়ে সে আমাদের সাহায্য করতে আসে। তারপর আছে প্রিয় পেভেরেল।

'আপনাদের বাবুর্চি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবসরকালীন ভাতা নিয়ে সে এখন লজের কাছে একটা ছোট্ট বাড়িতে থাকে। কিন্তু আমাদের প্রতি সে এতোই অনুগত যে, এই খ্রিস্টমাসের সময় এখানে আসার জন্য মুখিয়ে থাকে। সত্যি আমি খুবই আতঙ্কিত মঁসিয়ে পোয়ারো, কারণ তার এতোই বয়স হয়েছে আর বার্দ্ধক্যজনিত অক্ষমতার দরুন তার হাত-পা সব সময় এতো বেশি কাঁপে যে, আমার আশঙ্কা ভারি কিছু জিনিস বহন করতে গেলে তার হাত থেকে সেটা পড়ে যাবেই। তাই তার দিকে সব সময় নজর রাখাটা নিদারুণ যন্ত্রণা বই কিছু নয়। আর তার হৃদ্‌যন্ত্রটাও খুব একটা ভাল নয়। তাই তাকে দিয়ে কাজ করাতে গিয়ে আমি ভীষণ ভয় পাই, যদি কোনো অঘটন ঘটে যায়! কিন্তু আমি যদি তাকে এখানে আসতে নিষেধ করি, তাহলে মনের দিক থেকে ভয়ঙ্করভাবে আঘাত পাবে সে। হ্যাঁ এমনি বন্ধুভাবাপন্ন সে আমাদের পরিবারের প্রতি।' পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলেন। 'তাহলে বুঝতেই পারছেন, আনন্দময় খ্রিস্টমাসের দিকে আমরা সবাই কেমন তাকিয়ে রয়েছি! শ্বেতশুভ্র খ্রিস্টমাস!' জানালার দিকে তাকিয়ে তিনি আরও বললেন, 'দেখুন, ঠিক এই সময়েই তুষার ঝরতে শুরু করে। ওই যে বাচ্চারা সব আসছে। মঁসিয়ে পোয়ারো, অবশ্যই ওদের সঙ্গে আপনার মিলিত হওয়া উচিত।'

পোয়ারোকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় একে-একে। প্রথমে মিসেস লেসির স্কুল-পড়ুয়া নাতি কলিন আর তার সহপাঠী মাইকেলের সঙ্গে। বছর পনেরো বয়সের ভারি চমৎকার এই দুই কিশোর। একজনের গায়ের রঙ কালো, আর একজনের

ফর্সা। তারপর পোয়ারো পরিচিত হলো তাদের খুড়তুতো বোন ব্রিজিটের সঙ্গে, একরাশ কালো চুল মাথায়, প্রায় সমবয়সী, এবং ঝলমলে প্রচণ্ড প্রাণবন্ততায় পরিপূর্ণ সে।

'আর এ হলো আমার নাতনী সারা,' মিসেস লেসি বললেন।

পোয়ারো আগ্রহ নিয়ে সারার দিকে তাকাল, মাথায় ঘন লাল চুল, তার হাবভাবে একটা আত্মবিশ্বাসের এবং অবজ্ঞার ভাব স্পষ্ট। কিন্তু ঠাকুমার প্রতি তার স্নেহ, আবেগ ও অনুরাগে যেন কানায় কানায় ভরে আছে তার মন।

'আর ইনি হলেন মিস্টার লী-ওয়ার্টলি।'

মিস্টার লী-ওয়ার্টলির পরনে জেলের জার্সি এবং আঁটো কালো জিনস্। তার মাথার চুল অস্বাভাবিক লম্বা এবং সন্দেহ হয়, সেদিন সকালে সে দাড়ি কামিয়েছিল কিনা। পরে মিসেস লেসি ডেভিড ওয়েলউইনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তাঁকে দেখে মনে হলো যুবকটি মিস্টার ওয়ার্টলির ঠিক উল্টো, বলিষ্ঠ চেহারা, স্বভাব শান্তশিষ্ট, মুখে সব সময় হাসি যেন লেগেই আছে এবং সে যেন সাবান ও জলে আসক্ত, দেখতে না দেখতে, টয়লেটে গিয়ে ঢুকছে। খ্রিস্টমাস পার্টির একজন সদস্যা হলেন সুশ্রী যুবতী মেয়ে, তার চোখের দৃষ্টি গভীর আবেগপূর্ণ। ডায়না মিডলটন নামে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো।

এই সময় চা পরিবেশন করা হলো। সঙ্গে প্রচুর খাবার, স্যান্ডুইচ, ডিমের পোচ, তিন রকমের কেক এবং আরও অনেক কিছু। তরুণ সদস্যরা টি-পার্টির খুব প্রশংসা করল। সবার শেষে এলেন কর্নেল লেসি।

'হে, হে চা বুঝি! ও হ্যাঁ তাই তো চাই তো বটে!' তাঁর এই মন্তব্যের মধ্যে কোনোরকম বাঁধন ছিল না। কেমন যেন একটু অগোছালো ভাব। তিনি তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে চায়ের কাপটা গ্রহণ করলেন, এবং একটা ডিমের পোচ নিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে ডেসমন্ড লী-ওয়ার্টলির দিকে তাকালেন। তারপর ডেসমন্ডের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে একটা চেয়ারে বসলেন। অনুভবে তাঁকে এক বিরাট পুরুষ বলে মনে হয়, লাল চোখের আড়ালে তাঁর মনের একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে দেখা যায়। বহু অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া এক মানুষ তিনি এখন। এখন তাঁকে একজন ইংলন্ডের খাস জমিদারের বদলে নেহাতই খামারের একজন সাধারণ কর্মী হিসেবেই তিনি নিজেকে জাহির করতে চান।

'এখন তুষারপাত শুরু হয়েছে', তিনি বললেন, এটা একটা সাদা তুষারাচ্ছন্ন খ্রিস্টমাস হিসেবে দেখা দিতে পারে।'

চায়ের পর আসর প্রায় ভেঙে যায়।

'আমি আশাকরি ওরা এখন ওদের টেপ রেকর্ডার চালিয়ে ওদের মনের মতো খেলায় মেতে উঠবে,' পোয়ারোকে উদ্দেশ্য করে মিসেস লেসি বললেন। তিনি তাঁর অপসৃয়মান নাতির দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্রয়ের ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল। তাঁর কণ্ঠস্বরে তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল!'

'বাচ্চারা তাদের খেলনা সৈনিকদের সঙ্গে নকল লড়াই করতে চলে গেল। বেচারারা, এতে যদি আনন্দ পায় তো পাক না।'

'এ সবের কারিগরির ব্যাপারে অবশ্যই তারা ভয়ঙ্কর একনিষ্ঠ, লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থামতে জানে না', মিসেস লেসি তাঁর কথার জের টেনে বললেন, 'আর এ ব্যাপারে তারা এক-একজন মহান!'

'যাইহোক, ব্রিজিট আর ছেলেরা ঠিক করল তারা হ্রদের দিকেই যাবে এবং দেখবে সেখানকার জলে জমা বরফে স্কেটিং করা যায় কিনা।'

'আমি তো ভেবেছিলাম, আজ সকালে এখানে আমরা স্কেটিং করতে পারব,' কলিন বলল। কিন্তু বয়স্ক হজকিনস্ তার কথার বিরোধিতা করে বলে, 'না, এ ব্যাপারে সবসময়েই সে অত্যন্ত সতর্ক।'

'এসো ডেভিড, একটু বেড়ানো যাক', ডায়না মিডলটন নরম গলায় বলে উঠল।

মুহূর্তের জন্য ডেভিড একটু ইতস্তত করল, তার দৃষ্টি তখন পড়েছিল সারার লাল চুলের মাথায়। সে তখন দাঁড়িয়েছিল ডেসমন্ড ওয়ার্টলির পাশে, তার একটা হাত ডেসমন্ডের হাতের ওপর রাখা ছিল, এবং দৃষ্টি পড়েছিল তার মুখের ওপরে।

'ঠিক আছে', অবশেষে ডেভিড ওয়েলউইন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, চলো একটু বেড়ানো যাক।'

ডায়না দ্রুত হাত বদল করে ডেভিডের হাতে হাত রেখে বাগানের দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলল।

সারা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল : 'ডেসমন্ড, আমি কি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি? এ বাড়ির বদ্ধ আবহাওয়ায় আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।'

'পায়ে হেঁটে কেই বা বেড়াতে চায়?' ডেসমন্ড বলে উঠল। 'আমি আমার গাড়ি নিয়ে বেরুব। আমরা এখন স্পেকল্ড বোরে গিয়ে ড্রিঙ্ক করতে চাই।'

কিছু বলার আগে সারা একটু ইতস্তত করে বলল : 'না, বরং হোয়াইট হার্টে মার্কেট লেডবারিতে যাওয়া যাক। সেখানে অনেক মজা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।'

স্থানীয় পানশালায় যেতে ইচ্ছে হলো না, বিশেষ করে ডেসমন্ডের সঙ্গে, তাই তার সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে হঠাৎ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। সে যাইহোক, এটা তার কিংস লেসির ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনো মিল নেই। কিংস লেসির কোনো মহিলা কখনো স্পেকল্ড বোরে যায়নি। তার এই দুর্বোধ্য মনোভাবে বৃদ্ধ কর্নেল লেসি এবং তাঁর স্ত্রীর সুনাম ক্ষুণ্ণ হতে পারে। আর কেনই বা নয়? ডেসমন্ড লী-ওয়ার্টলি সে কথাই বলতে পারত। মুহূর্তের জন্য ক্রুদ্ধ সারা মনে করল, কেন নয়, এর উত্তরটা তাকে জানতে হবে। খুব একটা প্রয়োজন না হলে প্রিয় বৃদ্ধ ঠাকুর্দা এবং বৃদ্ধা এমকে কখনোই কারোর এভাবে হতাশ করা উচিত নয়। সত্যি ওঁরা খুবই ভাল। ওঁরা তাকে নিজের ইচ্ছেমতো জীবন-যাপনই করার অনুমতি দিয়েছেন, কেন যে সে চেলসীতে থাকতে চায় বোঝবার চেষ্টা তিনি একবারের জন্যেও করেননি, নাকি করতে চাননি নাতনীর স্বাধীনতায়

হস্তক্ষেপ না করার জন্য। তাই তিনি তার সব আবদার ও চাহিদা মেনে নিয়েছেন। অবশ্যই সব কিছু সম্ভব হয়েছে এম-এর জন্য। ঠাকুর্দা একা হলে কখনোই তা মেনে নিতেন না।

ঠাকুর্দার আচরণের প্রতি সারার কোনো মোহ নেই। কিংস লেসিতে ডেসমন্ডের থাকার পক্ষে কর্নেল লেসির কোনো সায় ছিল না। কেবল এম-এর জন্যই থাকার অনুমতি সে পেয়েছে। আর তাই তো ঠাকুর্মা তার খুবই প্রিয়, সব সময়েই তাঁকে তার অতি আপনজন বলেই মনে করে সারা।

ওদিকে ডেসমন্ড গ্যারাজ থেকে তার গাড়িটা আনতে গেলে সারা আর একবার তার মাথাটা ঘুরিয়ে ড্রইংরুমের দিকে দৃষ্টি ফেলল।

'আমরা এখন মার্কেট লেডবারিতে যাচ্ছি', সারা বলল, 'আমরা ভেবেছি হোয়াইট হার্টে গিয়ে ড্রিঙ্ক করব।'

তার কণ্ঠস্বরে একটু তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পেতে দেখা গেল, কিন্তু মনে হলো না মিসেস লেসি সেটা লক্ষ্য করেছেন।

'সে তো খুব ভাল কথা প্রিয় সারা', মিসেস লেসি বললেন, 'সেটা যে খুব ভাল হবে আমি নিশ্চিত। দেখছি ডেভিড আর ডায়না বেড়াতে চলে গেল, আমি তাতে খুব খুশি। এখন আমি ভাবছি ডায়নাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসে আমি ভালই করেছি। এই অল্প বয়সে, মাত্র বাইশ বছর বয়সে বৈধব্য জীবন-যাপন করাটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। আশাকরি খুব শীগগীর সে আবার বিয়ে করবে।'

সারা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল তাঁর দিকে। 'এম, আপনার কি মতলব বলুন তো?'

'এ আমার ছোটখাটো একটা পরিকল্পনা,' মিসেস লেসি উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন। 'আমার মনে হয় ডেভিড তার উপযুক্ত পাত্রই হবে। অবশ্য আমি আবার এও জানি যে, ডেভিড তোমাকে ভীষণভাবে ভালবাসে প্রিয় সারা। কিন্তু তুমি তার কোনো কাজেই লাগবে না। আমি বুঝতে পেরেছি, সে তোমার উপযুক্ত নয়। কিন্তু আমি এও চাই না, সে অসুখী হোক। তাই আমি মনে করি ডায়না সত্যি সত্যিই তার উপযুক্ত হবে।

'সত্যি এম, আপনি জুড়ি তৈরি করতে কি সুন্দর পারদর্শী', সারা বলল।

'আমি জানি', মিসেস লেসি বললেন, 'বৃদ্ধারা সব সময় এরকমই হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, ডেভিডের প্রতি ডায়না খুবই আগ্রহী। এবার তুমিই বলো, ডেভিড ডায়নার উপযুক্ত বলে তুমি মনে করো না?'

'আমি সেরকম কিছু বলব না,' সারা উত্তরে বলল, 'আমার মনে হয় ডেভিডের চেয়ে ডায়নার হাবভাব, গতিবিধি সহস্র-যোজন দূরে। ডায়না অত্যন্ত আবেগময়ী, এবং অত্যন্ত রাশভারি মেয়ে। তাই আমি মনে করি, ডায়নাকে বিয়ে করলে ভয়ঙ্করভাবে একঘেয়ে মনে হবে ডেভিডের।'

'ঠিক আছে, পরে ওদের ব্যাপারটা ভেবে দেখবো', মিসেস লেসি বললেন, 'সে যাইহোক, তুমি নিশ্চয়ই তাকে চাও না, চাও কি প্রিয় সারা আমার?'

'না, অবশ্যই নয়', সঙ্গে সঙ্গে সাফ জানিয়ে দিল সারা। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার এও বলল, 'এম, আপনি ডেসমন্ডকে পছন্দ করেন, করেন না?'

'খুব চমৎকার ছেলে সে, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, সে তোমার উপযুক্তই হবে', মিসেস লেসি আন্তরিকভাবেই বললেন।

'কিন্তু আমার মনে হয় ঠাকুর্দা বোধহয় তাকে পছন্দ করেন না', সারা ক্ষুণ্ণমনে বলল।

'হ্যাঁ, তা ঠিক। আবার এও ঠিক যে, তুমি ওঁর কাছ থেকে সেরকম কিছু আশা করতেই পার না, অন্তত প্রথম আবেদনে তো বটেই। বলো, তুমিই বলো, এক কথায় তিনি কি ডেসমন্ডকে গ্রহণ করবেন বলে মনে করো?' মিসেস লেসি অযৌক্তিক কিছু বললেন না। 'কিন্তু আমি তোমাকে এও বলে রাখছি, উনি যখন তোমাদের ব্যাপারটা খুব ভাল করে অনুধাবন করবেন, তখন দেখবে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন, তখন উনি তোমার কথায় সায় না দিয়ে আর থাকতে পারবেন না। তাই বলি কি বাছা, তাড়াহুড়ো করো না। জানো তো বৃদ্ধ মানুষরা বড়ই মন্থর, তাই তাদের পুরনো ভাবধারা পাল্টাতে সময় একটু বেশি লাগবেই তো। তার ওপর তুমি তো জানো, তোমার ঠাকুর্দা একটু একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ। যখন একবার 'না' বলে দেবেন তখন তাঁকে 'হ্যাঁ' করানো খুবই কষ্টসাধ্য!'

'ঠাকুর্দা কি ভাবলেন কিংবা কি বললেন তার তোয়াক্কা আমি করি না,' সারা জোর দিয়ে বলে, 'আমি ওঁর সম্মতির জন্য থোরাই অপেক্ষা করব, আমার যখনই ইচ্ছে তখনি ডেসমন্ডকে বিয়ে করে ফেলব।'

'আমি জানি প্রিয়, আমি জানি। কিন্তু এ ব্যাপারে একটু বাস্তববাদী হওয়ার চেষ্টা করো। জানো তো, তোমার ঠাকুর্দা অনেক ঝামেলায় ফেলতে পারেন তোমাকে। আইনতো তোমার বিয়ের বয়স এখনো হয়নি। তার জন্যে তোমাকে এখনো একটা বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে। আশাকরি তার আগেই হোয়েসের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আর তোমাদের ব্যাপারটা উপলব্ধি করে সায় দেবেন তোমার প্রস্তাবে।'

'তা আপনি তো আমার পক্ষেই আছেন তাই না ঠাম্মা?' এই বলে সারা তার দু'হাত দিয়ে ঠাম্মার গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে একটা স্নেহচুম্বন দিল।

'আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই দিদুভাই', মিসেস লেসি গদগদ হয়ে বললেন। 'আহা, ওই তো তোমার প্রেমিকপ্রবর তার গাড়ি নিয়ে আসছে। জানো, আজকাল সব তরুণরা খুবই আঁটো ট্রাউজার পড়ছে, এটা আমার খুবই পছন্দ। এই পোশাকে তাদের খুবই স্মার্ট দেখায়। তবে হাঁটুর কোনো আঘাত থাকলে সেটা প্রকট হয়ে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, সারা কথাটা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখল। হ্যাঁ, তার মনে পড়ল, ডেসমন্ডের হাঁটুতে আঘাতের চিহ্ন আছে, বুঝি বা আঘাতের জায়গাটা একটু ফোলাও আছে। ঠাম্মা উল্লেখ করল বলেই এখন তার খেয়াল হলো, আগে কখনো সেটা তার নজরে পড়েনি, যদিও সে জানে ডেসমন্ডের হাঁটুতে চোট আছে।

'এগিয়ে যাও বাছা', মিসেস লেসি তাঁর নাতনীকে উৎসাহিত করে তোলেন, 'উপভোগ করো, জীবনটা উপভোগ করার জন্য, তাই জীবনের ধর্মপালন করে যাও।'

সারা ডেসমন্ডের গাড়ির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে। মিসেস লেসি তার গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। তারপর তাঁর বহিরাগত অতিথির কথা মনে পড়ে যেতেই তিনি লাইব্রেরির দিকে এগিয়ে গেলেন। যাইহোক, তিনি সেখানে চকিতে একবার দৃষ্টি ফেলতেই দেখলেন এরকুল পোয়ারো যেন একটু ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, দৃশ্যটা দেখে মনে মনে তিনি হাসলেন। তারপর একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি হলঘর পেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন মিসেস রোজের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য।

'এসো, এসো হে সুন্দরী', ওদিকে ডেসমন্ড সারাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে উঠল, 'তুমি পানশালায় যাচ্ছ শুনে তোমার পরিবারের লোকজন হয়তো তোমার সঙ্গে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছে, তাই না? ওঁরা এখনো বহু বছর পিছিয়ে আছেন, সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেননি, তাই না?'

'অবশ্যই এ নিয়ে তাঁরা খুব যে একটা হৈচৈ করেছে তা নয়, এটাই স্বাভাবিক,' সারা গাড়িতে উঠে বসে তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'পরিবারের একটা সমস্যার স্বার্থ তো তাঁদের দেখতেই হবে।'

ডেসমন্ড প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওই যে একজন বহিরাগত বিদেশী ভদ্রলোক এসেছেন, ওঁর সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? উনি একজন গোয়েন্দা, তাই না? কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না এখানে একজন গোয়েন্দার এমন কি প্রয়োজন হয়ে পড়ল?'

'ওহো, প্রশ্নটা তুমি যখন তুললেই তাহলে বলে রাখি, পেশাগত ব্যাপারে উনি এখানে আসেননি।' সারা বলল, 'আমার ঠাম্মা এডউইনা মোরকম্বির নির্দেশেই আমরা ওঁকে এখানে আসতে বলেছি। তাছাড়া আমি যতদূর জানি, অনেক দিন আগেই তিনি তাঁর পেশার জগত থেকে অবসর নিয়েছেন।'

'কথাটা ঘোড়ার-গাড়ির বৃদ্ধ খোঁড়া ঘোড়ার মতো শোনাচ্ছে না?' ডেসমন্ড বলল।

'আমার বিশ্বাস আসলে উনি পুরনো দিনের ইংলিশ খ্রিস্টমাসের ফ্যাশান দেখতে চান', আন্দাজে বলল সারা।

ডেসমন্ড ঘৃণাভরে হাসল। 'এমন একটা সুন্দর উৎসবের মাঝে এ যেন একটা জঞ্জাল', বলল সে। 'তুমি কি করে যে এটা সহ্য করো আমি বুঝতে পারি না।'

সারা তার লাল চুলে আচমকা ঝাঁকুনি দিয়ে ডেসমন্ডের কথাটা অবজ্ঞাভরে উড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'আমি এটা খুবই উপভোগ করি।'

'তুমি তা করতে পারো না বেবি। কালই আমরা এখানকার সব সঙ্গ ত্যাগ করে চলো চলে যাই স্কারবরো কিংবা অন্য কোথাও।'

'সম্ভবত আমি তা করতে পারি না।'

'কেন পারো না।'

'ওহো, ওঁরা যে আঘাত পাবেন।'

'ছাড়ো তো ওসব ছেঁদো কথা!' ডেসমন্ড মুখঝামটা দিয়ে উঠল। 'এসব ছেলেমানুষি ভাবপ্রবণতার কথাবার্তা অর্থহীন, তুমি বেশ ভাল করেই জানো যে, এটা তুমি কখনোই উপভোগ করো না।'

'বেশ মেনে নিলাম, সম্ভবত আমি সেটা উপভোগ করতে চাই না। কিন্তু—' সারা ভেঙে পড়ল। সে যে খ্রিস্টমাস উৎসবের দিকে মুখিয়ে আছে, ডেসমন্ডের ভাষায় সেটা যে একটা অপরাধ এখন সে বেশ বুঝতে পারছে। সমস্ত ব্যাপারটাই সে উপভোগ করেছে, কিন্তু ডেসমন্ডের কাছে সেটা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করছে। খ্রিস্টমাস এবং পারিবারিক জীবন উপভোগ করার এটা কোনো জিনিস নয়, এটা মন দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। এই মুহূর্তে সারার ভাবতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, খ্রিস্টমাসের সময়ে ডেসমন্ড না এলেই বোধহয় ভাল ছিল। এ তার শুধুই কল্পনা নয়, বাস্তবিক সে প্রায় ইচ্ছাই প্রকাশ করেছিল ডেসমন্ড আদৌ কখনো এখানে যেন না আসে। এখানে এই বাড়ির থেকে বরং লন্ডনে তাকে দেখতে পাওয়াটা অনেক বেশি মজাদার হতো।

ইতিমধ্যে ছেলেরা আর ব্রিজিট হ্রদ থেকে বেরিয়ে ফিরে আসছিল এবং তখনও তারা স্কেটিং-এর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিল। ওদিকে তুষারকণা ঝরে পড়ার ঘাটতি ছিল না এতটুকু। আবার আকাশের দিকে তাকালে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, অচিরেই ভারি তুষারপাত হতে চলেছে।

'মনে হচ্ছে সারা রাত ধরে এভাবেই তুষারপাত হবে,' কলিন বলল। 'আমি বাজী ধরে বলতে পারি, খ্রিস্টমাসের সকালে আমরা কয়েক ফুট তুষার দেখতে পেতাম।'

'তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ খুবই আরামপ্রদ হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'এসো, একটা তুষারমানব তৈরি করা যাক', মাইকেল বলে উঠলো।

'হায় ঈশ্বর,' কলিন বলল, 'আমার চার বছর বয়সের পর থেকে আমি আর একটাও তুষারমানব তৈরি করিনি।'

'এটা যে খুব সহজে তৈরি করা যায় আমি বিশ্বাস করি না,' বলল ব্রিজিট। 'মানে আমি বলতে চাই, কি করে তৈরি করতে হয় আগে সেটা জানতে হবে তোমাকে।'

'আমরা মঁসিয়ে পোয়ারোর প্রতিকৃতি তৈরি করতে পারি।' কলিন বলল, 'তাতে মস্তবড় একটা কালো গোঁফ যোগ করে দিতে হবে। ড্রেসিং বাক্সে ওই রকম একটা গোঁফ আছে।'

'জানো, আমার তো মনে হয় না', মাইকেল চিন্তিতভাবে বলল, 'মঁসিয়ে পোয়ারো কি করে একজন গোয়েন্দা হতে পারেন। বুঝতে পারছি না একসময় কি করেই বা উনি ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন?'

'আমি আবার এও বলতে পারি', ব্রিজিট বলল, 'একটা মাইক্রোস্কোপ হাতে নিয়ে ক্লু কিংবা পায়ের ছাপের সন্ধানে ওঁকে ছোটাছুটি করতে দেখেছে বলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।'

'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে', কলিন বলল। 'এসো, একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যাক।'

'প্রদর্শনী বলতে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?' ব্রিজিট জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, আমি বলছি, ওঁর জন্যে একটা খুনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'সত্যি, কি চমৎকার জাঁকাল মতলব।' ব্রিজিট বলল, 'তা তুমি কি তুষারস্তূপের ওপর একটা মৃতদেহ রেখে দেওয়ার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, এতে উনি মনে করতে পারেন যেন উনি নিজের জায়গাতেই আছেন, নিজের পেশাতেই আছেন, তাই নয় কি?'

ব্রিজিটের ঠোঁটে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'আমি জানি না অতদূর পর্যন্ত যেতে পারব কিনা।'

'যদি সেটা তুষারের হয়', কলিন বলল, 'তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা একটা নিখুঁত প্রদর্শনের সন্ধান পাব। একটি মৃতদেহ, পায়ের ছাপ, এসব আমাদের খুব সতর্কতার সঙ্গে দেখতে হবে। এবং রক্তমাখা ঠাকুর্দার একটা ছোরার মোচড় দিতে হবে তাতে।'

একটা জায়গায় এসে তারা একেবারে থেমে পড়ল। এবং দ্রুত তুষারপাতের দৃশ্য দেখে সেই মুহূর্তে তারা যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলল। তবে তারই মাঝে তারা এক উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলো।

'পুরনো স্কুলরুমে একটা রঙের বাক্স আছে। আমরা কিছু রক্ত মিশিয়ে ফেলতে পারি, মানে রক্তের রঙ সৃষ্টি করতে পারি, যেমন টকটকে লাল রঙটা ব্যবহার করলে আমি মনে করি উপযুক্ত হবে।

'কিন্তু আমার মনে হয় লাল রঙটা মানুষের রক্তের সঙ্গে ঠিক খাপ খাবে না', ব্রিজিট বলল, 'ওটা একটু বাদামি রঙের হলে উপযুক্ত হবে।'

'তা মৃতদেহের ভূমিকায় কে অভিনয় করবে?' মাইকেল জিজ্ঞেস করল।

'আমি মৃতদেহ হবো', উত্তরে ব্রিজিট বলল।

'ওহো দেখো,' কলিন তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'এটা তো আমি নিজেকে ভেবে রেখেছিলাম।'

'ওহো না, না', ব্রিজিট সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'মৃতদেহের ভূমিকায় আমাকেই ঠিক মানাবে, কারণ সেটা একটি মেয়েরই হওয়া উচিত। এতে খুবই উত্তেজনা সৃষ্টি হবে। সুন্দরী একটি মেয়ের প্রাণহীন দেহ তুষারের ওপর পড়ে রয়েছে, ফ্যান্টাস্টিক!'

'সুন্দরী মেয়ে! আহ্‌হা,' উপহাসের ভঙ্গিমায় বলল মাইকেল।

'আমার চুল কালো', নিজের পক্ষ সমর্থনে বলল ব্রিজিট।

'এর সঙ্গে কালো চুলের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?'

'আছে আছে, আছে বলেই তো বলছি। ভেবে দেখো, শ্বেতশুভ্র তুষারের ওপর এলায়িত একরাশ কালো চুলের মেয়ের পড়ে থাকা যে কোনো লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া আমি লাল রঙের পায়জামা পরব, তাতে আকর্ষণশক্তি আরো বাড়বে।'

'বেশ তো, তুমি যদি লাল পায়জামাই পরো, তাহলে তাতে রক্তের দাগ প্রত্যক্ষই করা যাবে না', মাইকেল বাস্তব ভঙ্গিমায় বলল।

'কিন্তু সেটা তুষারের বিরুদ্ধে এমনি একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে যে,' ব্রিজিট বলল, 'শ্বেতশুভ্র তুষারের মধ্যে রক্তের দাগ খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ওহো, এর পরেও কি বলবে, এটা খুবই জাঁকালো হবে না? তোমার কি মনে হয়, উনি সত্যি সত্যিই এ ব্যাপারে মাথা গলাবেন?'

'আমরা যদি নিখুঁতভাবে কেসটাকে সাজাতে পারি' মাইকেল বলল, 'তাহলে উনি এতে নাক গলাতে বাধ্য হবেন। আমরা তুষারের ওপর স্রেফ তোমার পায়ের ছাপ দেখতে চাই, আর একজনের পায়ের ছাপ মৃতদেহ পর্যন্ত এগিয়ে যাবে এবং ফিরে আসবে সেখান থেকে, অবশ্যই সেটা একজন পুরুষের হতেই হবে। উনি সেই পায়ের ছাপগুলো নষ্ট করবেন না, তাই উনি জানতেও পারবেন না, সত্যি সত্যি তুমি মৃত নও। তোমার কি মনে হয় না, হঠাৎ মাথায় একটা মতলব এসে যাওয়াতে মাইকেল এমন চুপ করে গেল। অন্যেরা তার দিকে তাকাল। 'তোমার কি মনে হয় না, এ ব্যাপারে উনি বিরক্ত হবেন?'

'ওহো, না, না, আমি সেরকম কিছু মনে করি না', আশাবাদীর মতো সহজ সাবলীল ভাবে বলল ব্রিজিট। 'আমরা যে তাঁকে আনন্দ দেওয়ার জন্যেই এরকম করেছি, আমি নিশ্চিত তিনি সেটা ঠিক বুঝতে পারবেন। এক ধরনের খ্রিস্টমাস উপহার বলেই ধরে নেবেন তিনি।'

'কিন্তু খ্রিস্টমাসের দিনে আমি মনে করি না এরকম কিছু করা উচিত', কলিন কটাক্ষ করে বলল। 'আর ঠাকুর্দাও যে এটা পছন্দ করবেন, আমার তা মনে হয় না।'

'তাহলে বক্সিং দিবসে,' ব্রিজিট বলল।

'হ্যাঁ, বক্সিং দিবসেই ঠিক হবে', মাইকেল তাকে সমর্থন করে বলল।

'আর তাতে আমরা অনেক সময় পেয়ে যাব', ব্রিজিট এ ব্যাপারে আরো যুক্তি দেখিয়ে বলল, 'এ ব্যাপারের প্রস্তুতি হিসেবে অনেকরকম ব্যবস্থা করতে হবে। চলো, বাড়ির ভেতরে গিয়ে এ ব্যাপারে আরও ভাবনা-চিন্তা করা যাক।'

ওরা দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল অতঃপর।

এ এক ব্যস্ত সন্ধ্যা যেন। জামের মতো লাল রঙের ফলের এবং অন্য আরো অনেক পাতা-বাহারি গাছের সমাবেশ ঘটেছে সেখানে। খ্রিস্টমাস ট্রীটা ডাইনিংরুমের একেবারে শেষ প্রান্তে রাখা হয়েছে। সেটা সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে সবাই ব্যস্ত।

'আমি বুঝতে পারি না, এই সব সেকেলে উৎসব এখনো চলছে কি করে?' অবজ্ঞাভরে সারাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলল ডেসমন্ড।

'আমরা সব সময়েই এরকম করে আসছি', সারা জোর দিয়ে বলল।

'আহা, কি যুক্তি!'

'ওহো ডেসমন্ড, অমন বিরক্ত হওয়া ঠিক নয়। আমি মনে করি, এটা নেহাতই একটা মজার ব্যাপার, ভাল লাগা উচিত সবার।'

'প্রিয়তমা সারা, তুমি তা পারো না!'

'ঠিক আছে, সম্ভবত সত্যিই পারি না, কিন্তু আমাকে করতে হয়।'

'মাঝরাতে সাহস করে কে তুষারস্তূপের দিকে এগিয়ে যাবে? বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট আগে মিসেস লেসি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি অন্তত নয়', ডেসমন্ডই প্রথমে বলে উঠল। তারপর সারাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'এসো সারা।'

সারার হাতের ওপর একটা হাত রেখে ডেসমন্ড তাকে লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়ে খ্রিস্টমাসের ওপর পুরনো নথীপত্র ঘেঁটে দেখতে থাকল।

'প্রিয়তমা, খুবই সীমিত নথীপত্র', ডেসমন্ড বলল। 'মাঝরাত্রে খ্রিস্টের নৈশভোজৎসব পর্ব!'

'হ্যাঁ', সারা বলল, 'ও হ্যাঁ।'

আনন্দে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে গায়ে কোট চাপিয়ে প্রায় সবাই উঠে দাঁড়াল। দুটি ছেলে, ব্রিজিট, ডেভিড এবং ডায়না তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে চার্চের দিকে হেঁটে বেড়াল। অদূরে তাদের হাসির শব্দ মিলিয়ে গেল।

'মধ্যরাত্রের খ্রিস্টের নৈশভোজোৎসব!' একটা অদ্ভুত শব্দ করে কর্নেল লেসি বললেন। 'আমার তরুণ বয়সে কখনো মধ্যরাতের খ্রিস্টের নৈশভোজোৎসবে যাইনি। হ্যাঁ, খ্রিস্টের নৈশভোজোৎসব বৈকি! যথা পোপসংক্রান্ত! ওহো মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

পোয়ারো হাত নাড়ল। 'ঠিক আছে। আমি এতে কিছু মনে করিনি।'

'আমি বলব যেকোনো মানুষের কাছে প্রভাত-সংগীত যথেষ্ট ভাল', কর্নেল আরও বললেন, 'রবিবারের সকালের উপযুক্ত কাজ। ঈশ্বরের প্রতিনিধি দেবদূতের গান শোনা', এবং প্রাচীন খ্রিস্টমাসের ভাল ভাল স্তোত্র শোনা। তারপর খ্রিস্টমাস নৈশভোজে ফিরে আসা। ঠিক তাই না এডউইন?'

'হ্যাঁ প্রিয়,' উত্তরে মিসেস লেসি বললেন। 'আমরা ঠিক এরকমই করি। কিন্তু আজকের প্রজন্মের যুবক যুবতীরা মাঝরাতটা হৈ-হুল্লোড় করে কাটিয়ে দেয়। আর এটা খুবই ভাল। ওদের এই খোলা-মেলায় ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাসটা আমার খুব ভাল লাগে। এই যে ওরা বেড়াতে বেরুল, এটা তো স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ।'

'কিন্তু সারা আর ওর সাথী ওই ছেলেটি যেতে চায় না।'

'দেখো প্রিয়, আমার মনে হয়, তুমি বোধহয় ভুল করছ,' মিসেস লেসি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন। 'সারাকে তুমি তো জানো, যেতে সে চেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মুখে সে প্রকাশ করতে চায়নি।'

'ওই ছেলেটির মতামতকে কেন যে সারা পাত্তা দেয় আমি বুঝতে পারি না, এই জন্যেই আমি বারবার আঘাত পাই।'

সত্যি সারা এখনো সেই আগের মতো ছেলেমানুষই রয়ে গেছে।' মিসেস লেসি নরম গলায় বললেন। পোয়ারোর দিকে ফিরে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি এখন শুতে যাবেন? শুভ রাত্রি। আশাকরি ঘুম আপনার ভালই হবে।'

'আর আপনি ম্যাডাম? আপনি শোবেন না?'

'ঠিক এখনি নয়', মিসেস লেসি বললেন। 'আমার এখন অনেক কাজ, মোজাগুলোয় বাচ্চাদের প্রিয় উপহার-সামগ্রীতে ভর্তি করতে হবে। তাহা দেখুন, বাস্তবে ওরা এখন বড় হয়ে গেলেও, ওরা কিন্তু এখনো সেই আগের মতোই যীশুখ্রিস্টের জন্মদিনে সান্তাক্লজের দেওয়া মোজাভর্তি উপহার আজও পেতে চায়। কেউ কেউ এটাকে ঠাট্টা বলে মনে করে। একটা সামান্য ব্যাপারকে নিয়ে তারা কি করে যে এমন ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলে! কিন্তু এ সব শুধু একটা মজার খেলা। ওরাও জানে সান্তাক্লজ বলে কেউ নেই, আসলে তারা এইদিনে উপহার পেলে অভূতপূর্ব একটা আনন্দ উপভোগ করে, তাই অভিভাবকরা তাদের সেই আনন্দটাকে জীইয়ে রাখতে চায় প্রতিটি বছরের এমনি এই দিনটিতে।'

'দেখছি খ্রিস্টমাসের সময় এটাকে একটা মুখ বাড়ি গড়ে তুলতে আপনি খুবই পরিশ্রম করে থাকেন', বলল পোয়ারো। 'এর জন্যে আমি আপনাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা না জানিয়ে থাকতে পারছি না।'

কর্নেল লেসি মিসেস লেসির একটা হাত তুলে তাঁর ঠোঁটে ঠেকালেন অতি বিনয়ের সঙ্গে।

'হুম', পোয়ারো চলে যাওয়ার পর কর্নেল লেসি ঘোঁতঘোঁত করে বলে উঠলেন, 'উনি যেন পুষ্পশোভিত কেউ একজন। উনি আবার তোমার খুব প্রশংসা করলেন, দেখলে তো?'

কর্নেল লেসির কথায় মিসেস লেসির দু'গালে টোল পড়তে দেখা গেল। 'তুমি লক্ষ্য করেছ কি হোরেস, আমি চিরহরিৎ পরাশ্রয়ী লতাগুল্মের মতো পুরুষের প্রশংসাতেই আমাদের যা কিছু সৌন্দর্য, গর্ব সব কিছুই?' উনিশ বছরের যুবতী মেয়ের গাম্ভীর্য নিয়ে তিনি বললেন। ওদিকে এরকুল তাঁর শয়নকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলো। ঘরটা বিরাট, শীতের সময় ঘর গরম রাখার বৈদ্যুতিক সরাঞ্জামের ব্যবস্থা আছে। বিছানায় উঠতেই সে একটা বালিশের নিচে একটা খাম পড়ে থাকতে দেখল। খামটা খুলে তার ভেতর থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করল। বড় বড় অক্ষরে তাতে লেখা ছিল :

কিশ্‌মিশ্‌ ও ফলের তৈরি পুডিং খাবেন না। আমি আপনার
একজন শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনার ভালর জন্যই বললাম।

এরকুল পোয়ারো স্থির চোখে কাগজের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে রইল। তার ভুরু খাড়া হয়ে গেল। 'বড় রহস্যময়', বিড়বিড় করে আপন মনে বলল সে', 'আর এটা খুবই অভাবনীয়ও বটে!'

খ্রিস্টমাস নৈশভোজ শুরু হলো রাত দুটোর সময়। আর বলাবাহুল্য সেটা যেন চড়ুইভাতিরই সামিল। নানান ধরনের খাদ্য পরিবেশিত হলো এক-এক করে। অবশেষে এক চরম মুহূর্তে খ্রিস্টমাস পুডিং আনা হলো। অশীতিপর বৃদ্ধ পেভেরেলের হাত আর তার হাঁটু কাঁপছে, বার্দ্ধক্যের দুর্বলতা তার কর্মক্ষমতাকে গ্রাস করলেও সে হার স্বীকার করতে নারাজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার রোজকার কাজে অন্য কাউকে অংশ নিতে দেবে না, সে নিজেই সেই পুডিং-এর ভারি পাত্রটা বহন করে নিয়ে এলো। মিসেস লেসি বসে আছেন, স্নায়ু দুর্বলতায় তিনি তাঁর হাতদুটো এক জায়গায় জড়ো করে রেখেছেন সেই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য। তিনি একেবারে নিশ্চিত, কোনো এক খ্রিস্টমাসের সময় পেভেরেল হঠাৎ মাটিতে পড়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হবে। হয় তাকে মাটিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে দেওয়া হবে কিংবা তার আবেগ বা ভাবপ্রবণতায় প্রবলভাবে আঘাত হানলে সম্ভবত বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই বরণ করে নেবে সে। যাইহোক, প্রথমটাই সে পছন্দ করল। একটা রূপোর ডিশে খ্রিস্টমাস পুডিং তার মহিমা জাহির করছে। একটা বিরাট আকারের ফুটবলের মতো পুডিং, সেটার ওপর একটা বিজয় পতাকা আঁকা রয়েছে এবং লাল ও নীল রঙের মহিমান্বিত অগ্নিশিখার আভাস তার চারপাশে ছড়িয়ে আছে, আর তারই ঠিক মধ্যমণি হয়ে জামের মতো লাল রসালো ফলের লতাগুল্ম প্রথিত রয়েছে। 'ওহো-আহা' সম্মিলিত এক আনন্দোচ্ছ্বাস ও চিৎকারে ডাইনিংরুম মুখরিত।

একটা জিনিস মিসেস লেসি করতে পেরেছেন : পেভেরেল ঠিকমতো পুডিং তাঁর সামনেই রাখল, এটা তাঁর বড় সাফল্য, এর ফলে তিনি প্রয়োজনে নিজের হাতে অতিথিদের পুডিং পরিবেশন করতে পারবেন। কোনো অঘটন না ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত পেভেরেল পুডিং তাঁর সামনে রাখাতে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। দ্রুত পুডিংয়ের প্লেট এগিয়ে দেওয়া হলো অতিথিদের উদ্দেশ্যে। গরম পুডিং-এর ওপর থেকে তখনো লাল অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ছিল।

'কামনা করুন মঁসিয়ে পোয়ারো', ব্রিজিট চিৎকার করে বলে উঠল, 'অগ্নিশিখা মিলিয়ে যাওয়ার আগে কামনা করুন। তাড়াতাড়ি, মহান প্রিয়তমা, তাড়াতাড়ি।'

মিসেস লেসি একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। অপারেশন পুডিং দারুণ সাফল্য এনে দিয়েছে। প্রত্যেকের সামনে পুডিং-এর ওপর লাল অগ্নিশিখা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছিল তখনো। সবাই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে খ্রিস্টমাসের

শুভকামনা করাতে মুহূর্তের জন্য সেখানে একটা অদ্ভুত নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা নেমে এলো।

মঁসিয়ে পোয়ারোর সামনে তার পুডিং-এর প্লেট অভুক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেদিকে তাকাতে গিয়ে তার মুখের ওপর যে কৌতূহলের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে সেটা কেউই লক্ষ্য করেনি। 'কিশ্‌মিশ্‌ ও ফলের তৈরি পুডিং খাবেন না।' কে জানে সেই অশুভ সংকেতের অর্থ কি? তার পুডিং-য়ের সঙ্গে অন্যদের পুডিং-এর মধ্যে কোনো তফাতই থাকতে পারে না। সে যে ব্যর্থ নিজেই স্বীকার করে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল পোয়ারো। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজের মনে বলল, এরকুল পোয়ারো কখনো নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিতে জানে না। তাই কথাটা ভাবামাত্র সে তার চামচ ও কাঁটা-চামচ নিজের হাতে তুলে নিল।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, একটু ঘন স্যস্‌ দেবো?'

'ধন্যবাদ' পোয়ারো নিজেই হাত বাড়াল সেদিকে।

'এডউইন, অনেকদিন পরে আবার আমি আমার সবচেয়ে ভাল ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিলাম।' টেবিলের অপরপ্রান্ত থেকে কর্নেল শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। মিসেস লেসি পিটপিট করে তাকালেন তাঁর স্বামীর দিকে।

'মিসেস রোজ ভাল ব্র্যান্ডির ওপর জোর দিচ্ছিলেন', মিসেস লেসি বললেন। 'তিনি বলেন, সেটা নাকি অনেক পার্থক্য তৈরি করে দেয়।'

'বেশ, বেশ', কর্নেল লেসি বাহবা জানিয়ে বললেন, 'খ্রিস্টমাস কিন্তু বছরে মাত্র একবারই আসে আর মিসেস রোজ একজন মহান মহিলা। হ্যাঁ, একজন মহান মহিলা এবং একজন মহান রাধুনীও বটে।'

'অবশ্যই উনি তাই', কলিন বলে উঠল। তারপর মুখভর্তি করে পুডিং খেতে থাকল সে।

ধীরে ধীরে এবং প্রায় নিঃশব্দে এরকুল পোয়ারো তার পুডিংয়ে কাঁটাচামচ বসাল। মুখভর্তি করে সেটা খেল। চমৎকার সুস্বাদু পুডিং। আবার খেলো। এই সময় তার প্লেটে মৃদু টুং-টাং একটা শব্দ হলো। বস্তুটার সন্ধানে প্লেটের ওপর কাঁটাচামচ চালালো সে। তার বাঁদিক থেকে ব্রিজিট এগিয়ে এল তাকে সাহায্য করার জন্যে।

'মনে হচ্ছে আপনি কিছু একটা পেয়েছেন মঁসিয়ে পোয়ারো', বলল সে। 'ভীষণ জানতে ইচ্ছে হচ্ছে সেটা কি?'

পোয়ারো ছোট্ট একটা রূপোর টুকরো আলাদা করে ফেলল প্লেট থেকে, সেটার গায়ে একগাদা কিশ্‌মিশ্‌ লেগে ছিল, সেগুলো কাঁটাচামচ দিয়ে সরিয়ে ফেলল।

'উঃ', ব্রিজিট বলে উঠল, 'এটা কোনো অবিবাহিত পুরুষের বোতাম! মঁসিয়ে পোয়ারো অবিবাহিতের বোতাম পেয়েছেন।'

এরকুল পোয়ারো রূপোর বোতামটা তার জলের গ্লাসে ফেলে দিল এবং ভাল করে ধুয়ে সেটা পুডিংমুক্ত করে ফেলল।

'এটা খুবই সুন্দর', ভাল করে বোতামটা নিরীক্ষণ করে পোয়ারো বলল।

'তার মানে মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি একজন অবিবাহিত পুরুষ হতে যাচ্ছেন', কলিন সেটার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলল।

'এরকমই একটা কিছু আশা করা গেছলো', গম্ভীরভাবে বলে উঠল পোয়ারো। বহু বছর ধরে আমি অবিবাহিত আছি, আর এমনও হতে পারে, আমি আমার এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবো। হয়তো তাতে আমার মৃত্যুও হতে পারে।'

'ওহো মঁসিয়ে, মরার কথা কখনো বলবেন না', মাইকেল তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'এই তো সেদিনের কাগজে দেখলাম পঁচানব্বই বছরের এক বৃদ্ধ বাইশ বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে করল।'

'আপনি আমাকে উৎসাহ দিচ্ছেন?' পোয়ারো বলল।

ওদিকে কর্নেল লেসি হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠেছে এবং হাতটা তাঁর মুখের ওপর উঠে এলো।

'এটা খুবই বিস্ময়কর এমেলিন', তিনি গর্জে উঠলেন, 'রাঁধুনীকে পুডিংয়ের মধ্যে কাচ দিতে দিলে কেন?'

'কাচ!' অবাক হয়ে পাল্টা চিৎকার করে উঠলেন মিসেস লেসি।

কর্নেল লেসি তাঁর মুখের ভেতর থেকে সেই ক্ষতিকারক বস্তুটি বার করে বললেন, 'হয়তো এটা আমার একটা দাঁত ভেঙে থাকবে। তা না হলে পেটের ভেতরে সেটা চলে গেলে কেলেঙ্কারীর একশেষ হয়ে যেত।'

কাচের টুকরোটা জল দিয়ে ধুয়ে তিনি সেটা এক হাতে তুলে ধরলেন।

'ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন', হঠাৎ তিনি বলে ফেললেন, 'এটা দেখছি একটা লাল পাথর, সেফটিপিন জাতীয় অলঙ্কার থেকে খসে পড়ে থাকবে।' এই বলে তিনি সেটা সবার দৃষ্টিগোচর করার জন্য আরও উঁচু করে তুলে ধরলেন।

'যদি আপনি অনুমতি দেন—!'

পোয়ারো তার অভাবনীয় উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে হাতটা বাড়িয়ে দিল তার পাশের ভদ্রলোক কর্নেল লেসির দিকে, এবং তাঁর কাছ থেকে সেটা নিয়ে সে গভীর মনোযোগসহকারে নিরীক্ষণ করতে থাকল। ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন, এই লাল পাথরটি দামী একটা পদ্মরাগমণি। পাথরের চারপাশ থেকে রক্তিমাভ আলোর ঝলকানি সুন্দর একটা বাহার যেন এনে দিয়েছিল। এই সময় ডাইনিং টেবিলটার কোনো এক জায়গায় একটা চেয়ার পিছনে ঠেলার একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা গেল এবং পরক্ষণেই সেটা আবার সামনে এগিয়ে আনার শব্দ হলো।

'ফুঃ!' মাইকেল মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল। 'এটা যদি সত্যি আসল পদ্মরাগমণি হয় তাহলে কি বিস্ময়কর ঘটনাই না হবে!'

'সম্ভবত এটা আসলই', ব্রিজিট আশা প্রকাশ করল।

'ওহো ব্রিজিট, বোকার মতো কথা বলো না। হাজার হাজার পাউন্ড দামের

পদ্মরাগমণি পুডিংয়ের ভেতরে থাকবে কি করে। তা আপনি কি বলেন মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'অবশ্যই তাই!' পোয়ারো উত্তরে বলল।

'কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না', মিসেস লেসি প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'পুডিংয়ের ভেতরে এটা এলো কি করে?'

'উঃ!' কলিন তার শেষ পুডিংয়ের গ্রাস মুখ থেকে বার করে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি শূকরের মাংস পেয়েছি, এটা ভাল নয়।'

ব্রিজিটও সঙ্গে সঙ্গে কলিনের সুরে সুর মিলিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কলিন শূকরের মাংস পেয়েছে। কলিন শূকরের মাংস পেয়েছে! শূকরের মাংসের ওপর খুব লোভ ওর!'

'আর আমি একটা আংটি পেয়েছি', ডায়না জোর গলায় স্পষ্ট করে বলল।

'এ তো তোমার সৌভাগ্য ডায়না। আমাদের মধ্যে তোমারই প্রথমে বিয়ে হবে।'

'আমি আঙুলের ঘেরাটোপ পেয়েছি', আর্তনাদ করে উঠল ব্রিজিট।

'ব্রিজিট তাহলে একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা হতে যাচ্ছে', দু'টি ছেলে উল্লসিত হয়ে বলে উঠল। 'হ্যাঁ, ব্রিজিট একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা হতে যাচ্ছে।'

'কে টাকা পেয়েছে?' ডেভিড জানতে চাইল। 'পুডিংয়ের মধ্যে সত্যিকারের দশ শিলিংয়ের একটুকরো সোনা আছে। মিসেস রোজ আমাকে এরকমই বলেছেন।'

'আমার মনে হয় আমি সেই ভাগ্যবান পুরুষ', ডেসমন্ড লী-ওয়ার্টলি বলল।

কর্নেল লেসির পাশের বাড়ির দুটি প্রতিবেশি বিড়বিড় করে বলতে শুনেছে, 'হ্যাঁ, তুমি সেই ভাগ্যবান পুরুষ হতে পার।'

'এদিকে আমিও একটা আংটি পেয়েছি', ডেভিড বলে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে ডায়নার দিকে ফিরে তাকাল সে। 'এ যেন একটা কাকতালীয় ব্যাপার, তাই না?'

তার কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। সেই হাসির রেশ অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকল। আর সেই হাসিতে সবাই তখন এমনি মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল যে, মঁসিয়ে পোয়ারো অসতর্কভাবে হলেও কিছু একটা চিন্তায় মগ্ন হয়ে লাল পাথরটা নিজের পকেটে চালান করে দিল, সেটা কেউ লক্ষ্যই করল না।

খ্রিস্টমাস পুডিং পর্ব শেষ হতেই বয়স্ক সদস্যরা অবসর নেবার জন্য প্রস্তুত হলো। তবে তার আগে খ্রিস্টমাস ট্রীতে আলো জ্বালানোর পর চায়ের আসর বসল। তারপর যে যার শয়নকক্ষে চলে গেল নিদ্রাদেবীর আরাধনা করার জন্য। এরকুল পোয়ারো অবশ্য ঘুমতে গেল না। তার বদলে সে পুরনো ফ্যাশানের বিরাট রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

'অনুমতি পেলে', চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পোয়ারো বলে উঠল, 'এই মাত্র যে চমৎকার সুস্বাদু খাবার আমি খেলাম তার জন্যে আমি রাঁধুনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

মুহূর্তের একটু বিরতি, তারপর মিসেস রোজ় তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় এগিয়ে এলেন পোয়ারোর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। ভদ্রমহিলার চেহারা বিশাল, সুন্দর সুঠাম দেহ যেমন সব ডাচেসের হয়ে থাকে। ধূসর-চুলের দু'জন কাজের মেয়ে রান্নাঘরের একপ্রান্তে বাসন মাজার কাজে ব্যস্ত, এবং একটি মেয়ে রান্নাঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল। কিন্তু তারা নেহাতই তাদের মনিবের হুকুম মতো আজ্ঞা পালন করে যাচ্ছিল, যেখানে মিসেস রোজ রানীর মতো স্বমহিমায় বিরাজ করছিলেন।

'মঁসিয়ে, আপনি যে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করেছেন শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি', তাঁর কথায় পোয়ারোর প্রতি প্রশংসার ভাব প্রকাশ পেল।

'সেটা উপভোগ করেছি!' এরকুল পোয়ারো প্রায় চিৎকার করে উঠে বলল। অতিউৎসাহী বিদেশীর ভঙ্গিমায় সে হাতটা তুলে তার নিজের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল। চুমু খেল, এবং চুম্বনটা ছাদের দিকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল। 'কিন্তু মিসেস রোজ, আপনি একজন প্রতিভাময়ী, সত্যি একজন প্রতিভাময়ী মহিলা! আগে কখনো আমি এমন সুস্বাদু খাবারের আস্বাদ গ্রহণ করিনি। বিশেষ করে ওই শুক্তির সুপ—' সে তার ওষ্ঠদ্বয় দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। 'আর সেই বাদামের পুরের চপ, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি সে এক অপূর্ব খাবার!'

'মঁসিয়ে, আপনিই প্রথম এমন একটা মজার কথা বললেন,' মিসেস লেসি আর একবার পোয়ারোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। এ একটা বিশেষ খাবার। বহু বছর আগে একজন অস্ট্রীয় সেফ-এর সঙ্গে কাজ করার সময় সে আমাকে এই খাবারটা তৈরি করতে শিখিয়েছিল। তবে অবশিষ্ট খাবারগুলোও মন্দ নয় বলা যায়, সাধারণ ইংলিশ রান্নার মতোই।'

'অন্য আর কোনো ভাল কিছু আছে নাকি?' পোয়ারো জানতে চাইল।

'খুব ভাল লাগল আপনার কথা শুনে। অবশ্যই, আপনি একজন বিদেশী ভদ্রলোক বলেই বলছি, আপনি নিশ্চয়ই কন্টিনেন্টাল স্টাইল বেশি পছন্দ করবেন। কিন্তু দুঃখের কথা কি জানেন স্যার, এই কন্টিনেন্টাল ডিশ তৈরি করতে আমি পারি না।'

'কিন্তু আমি নিশ্চিত মিসেস রোজ, আপনি যেকোনো খাবার তৈরি করতে সক্ষম। কিন্তু অবশ্যই আপনার জানা উচিত, ইংলিশ রান্না, ভাল ইংলিশ রান্না, দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল কিংবা রেস্তোরাঁয় যে খাবার পাওয়া যায় তা নয়, কন্টিনেন্টে ভোজনবিলাসীরা খুবই প্রশংসা করে থাকে। আমার বিশ্বাস আর বলতে দ্বিধা নেই যে, আমি ঠিকই বলছি, ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখতে পাই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্স থেকে লন্ডনে একটা বিশেষ অভিযান চালিয়েছিল কয়েকজন ভোজনবিলাসী ফরাসী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এবং তাঁরা তাঁদের দেশে ফিরে গিয়ে ইংলিশ পুডিং সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা আজও অবিস্মরণীয়। ''ওরকম পুডিং আমরা ফ্রান্সের কোথাও পাইনি, এরকমই লিখেছিলেন তাঁরা তাঁদের রিপোর্টে। নানান ধরনের চমৎকার সব ইংলিশ পুডিংয়ের স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে আমাদের লন্ডন ভ্রমণ খুবই

সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।'' আর সমস্ত পুডিংয়ের ঊর্ধ্বে,' পোয়ারো বলতে থাকে, 'এই যে আজ আমরা কিশ্‌মিশ্‌ আর নানান মিষ্টি ফল দিয়ে তৈরি এই খ্রিস্টমাস পুডিং, এর সঙ্গে অন্য আর কোনো পুডিংয়ের যেন তুলনাই হয় না। আর বলাবাহুল্য সেটা বাড়ির তৈরি, তাই নয় কি? বাজার থেকে কেনা নয় সেটা।'

'হ্যাঁ স্যার তা তো ঠিকই। আমারই আবিষ্কার আর আমারই ব্যবস্থাপনায় তৈরি, বহু বছর ধরে এরকম পুডিং তৈরি করে আসছি। আমি যখন এখানে আসি মিসেস লেসি বলেন, আমার কষ্ট লাঘব করার জন্য লন্ডন স্টোরে পুডিংয়ের অর্ডার দিয়েছেন। আমি তখন বলি, না মাদাম তা হবে না, দোকান থেকে কেনা পুডিং আর বাড়িতে তৈরি খ্রিস্টমাস পুডিং এক হতে পারে না। মনে রাখবেন, মিসেস রোজ তাঁর পুডিং তৈরির দক্ষতার গর্ব করে বলেন, 'খ্রিস্টমাসের দিনের আগেই সেটা তৈরি হয়ে গেল। ভাল খ্রিস্টমাস পুডিং কয়েক সপ্তাহ আগেই তৈরি হয়ে যায় এবং সেটা পরিবেশন করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। যত বেশি সময় রাখা যায়, অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই, ততো ভাল সুস্বাদু হবে। এখন আমার বেশ মনে পড়ছে মেয়েবেলায় আমি যখন প্রতি রোববার চার্চে যেতাম তখন সেখানকার প্রার্থনা সভায় আমি শুনতাম, 'ঈশ্বর, আপনি জেগে উঠুন, আমরা আপনাকে প্রার্থনা জানাতে চাই।' উত্তরে দয়াময় ঈশ্বর যা বলেন তা হলো, আসন্ন খ্রিস্টমাসের ইঙ্গিত দেওয়া। এবং সেই মতো সেই সপ্তাহেই পুডিং তৈরি করতে হবে। আর প্রতি বছরেই এ রকম হয়ে থাকে। রোববার আমাদের চার্চে গিয়ে ঈশ্বরের আদেশ শুনতে হয়, আর সেই সপ্তাহে আমার মা খ্রিস্টমাস পুডিং তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। আর এ ভাবেই এ বছরেও খ্রিস্টমাস পুডিং তৈরি হয়েছে। আগের বছরগুলোর মতো এ বছরেও খ্রিস্টমাসের তিন দিন আগে পুডিং তৈরি হয়েছে, ঠিক যেদিন আপনি এখানে এসে পৌঁছেছিলেন। যাইহোক, আমি সেই পুরনো রীতিই আঁকড়ে ধরে রাখতে চাই। এ বাড়ির সবাই রান্নাঘরে এসে জড়ো হয় এবং আলোড়িত হয়ে দয়াময় ঈশ্বরের জন্য শুভকামনা করে। এ হলো আমাদের পুরনো রীতি স্যার। আর আমি সব সময় এটাই মেনে চলি।''

'এ তো খুবই আকর্ষণীয়', এরকুল পোয়ারো বলল। অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আর তাই তো প্রত্যেকেই রান্নাঘরে এসে ঢোকে এই দিনটিতে?'

'হ্যাঁ স্যার। যুবকরা, মিস ব্রিজিট, লন্ডনের সেই ভদ্রলোক যিনি এখানে এসে রয়েছেন, আর তাঁর বোন মিস্টার ডেভিড, মিস ডায়না, মিসেস মিডলটন, আমি বলি কি সবাই এই উৎসবে মাতোয়ারা।'

'তা আপনি কতগুলো পুডিং তৈরি করেছেন, ওই একটাই কি?'

'না স্যার, চারটে পুডিং তৈরি করেছি। দুটি বড় আর দুটি ছোট। অপর বড় পুডিংটা আমি ঠিক করেছি নিউ ইয়ার্সে পরিবেশন করবো, আর ছোট দুটি কর্নেল এবং মিসেস লেসির জন্য। ওঁরা দু'জন যখন পরিবারের অন্যদের থেকে একটু আলাদা হবেন তখনি ওঁদের হাতে সেই পুডিং তুলে দেব।'

'তাই বুঝি!' পোয়ারো বলল।

'স্যার, সত্যি কথা বলতে কি', মিসেস রোজ বললেন, 'আজকের ভোজসভায় আপনাদের ভুল পুডিং পরিবেশন করা হয়েছে।'

'ভুল পুডিং?' পোয়ারো ভুরু কোঁচকালো।

'হ্যাঁ স্যার, আমাদের একটা বড় খ্রিস্টমাস গামলা ছিল, একটা চায়না গামলা। প্রতি বছর খ্রিস্টমাসের দিনে ওই গামলায় পুডিং সিদ্ধ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। আজ সকালে অ্যানি যখন মই বেয়ে ওপরে উঠে দেওয়াল-সেলফ্ থেকে গামলাটা নামাবার সময় পা ফসকে পড়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে সেটা মাটিতে পড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তাই স্যার, স্বভাবতই সেই খ্রিস্টমাসের গামলাটা আর ব্যবহার করতে পারিনি, পারতাম কি? গামলাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছল। তাই আমরা অন্যটি ব্যবহার করি, নিউ ইয়ার্সডের গামলা। সেটা ভাল হলেও খ্রিস্টমাসের মতো তেমন সজ্জিত নয়। জানি না খ্রিস্টমাসের গামলার অনুরূপ আর একটা গামলা কোথাও পাবো কিনা। এখন এত বড় গামলা কেউ আর তৈরি করে না।'

'না, তবু তা সত্ত্বেও,' পোয়ারো বলল, 'এই খ্রিস্টমাসডে পুরনো দিনের খ্রিস্টমাসডের মতোই, কথাটা সত্যি নয় কি?'

মিসেস রোজ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'ভাল কথা, সেরকম কিছু বলতে পারলে আমি খুশিই হতাম স্যার। কিন্তু আগের মতো এ কাজে আমি এখন আর তেমন সাহায্য পাই না। এই যেমন দক্ষ কর্ত্রীর সাহায্য নেই। এখনকার দিনে,' গলার স্বর একটু নামিয়ে তিনি বললেন, 'তাঁরা খুবই ভাল এবং তাঁদের ইচ্ছাশক্তি খুবই প্রবল, কিন্তু তাঁরা তেমন শিক্ষণপ্রাপ্ত নন স্যার। বুঝতেই পারছেন আমি কি বলতে চাইছি।'

'সময়ই সব কিছু বদলে দেয়', বলল পোয়ারো। 'এক-এক সময় আমিও সেটা অনুভব করি, সত্যিই বড় দুঃখের ব্যাপার।'

'জানেন স্যার, এই বাড়িটা', মিসেস রোজ বললেন, 'খুবই বড়। এতো বড় বাড়িতে মাত্র দু'জন প্রাণী থাকেন, মিস্ট্রেস এবং কর্নেল। মিসেস লেসি সে কথা জানেন। ওঁদের সারা বছরের নিঃসঙ্গতা কেটে গিয়ে এতোবড় বাড়িটা আবার লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে, আর এ ভাবেই ওঁদের দু'জনের নিঃসঙ্গতা কিছুদিনের জন্যে হলেও কেটে যায়।'

'আমার মনে হয়, মিস্টার লী ওয়ার্টলি আর ওঁর বোন এই প্রথম এখানে এসেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার।' মিসেস রোজের কণ্ঠস্বর কেমন যেন একটু চাপা বলে মনে হলো। উনি অত্যন্ত ভদ্রলোক, কিন্তু আমাদের ধারণা মতো উনি মিস সারার একজন মজাদার বন্ধু, যা ওঁর স্বভাবের সঙ্গে কোনো মিল নেই। তবে তারপরেও একটা কথা থেকে যায়, লন্ডনের জীবনযাত্রা অন্যরকম। বড় দুঃখের কথা হলো ওঁর বোন খুবই গরীব। ওঁর একটা বড় ধরনের অপারেশনও হয়ে গেছে। উনি প্রথম দিন যখন আসেন বেশ

ভালই ছিলেন। কিন্তু তারপর দেখি, আমরা পুডিং তৈরি করার সময় থেকে উনি আবার কেমন যেন অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমার ধারণা ওঁর এই অসুস্থতার কারণ ওঁর অপারেশন। এখনকার দিনে আপনি আপনার পায়ের ওপর ভর দিয়ে ঠিকমতো দাঁড়াবার আগেই চিকিৎসকরা আপনাকে হাসপাতাল থেকে বার করে দিতে চায়। কিন্তু কেন, আমার নিজের ভাইপো-বউ...' এরপর মিসেস রোজ আগের প্রসঙ্গের জের টেনে হাসপাতালের চিকিৎসার ব্যাপারে অব্যবস্থার প্রসঙ্গে, যেমন ওঁর এক আত্মীয়ের ক্ষেত্রে ঘটেছে, দীর্ঘ অসন্তোষের কথা বলে গেলেন।

পোয়ারো ওঁকে সমবেদনা জ্ঞাপন করল। 'স্বভাবতই এর থেকে,' বলল সে, 'এমন সুন্দর সুস্বাদু খাবারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকা যায় না। আমাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমাকে অনুমতি দিন।' এরপর পাঁচ পাউন্ডের নোটগুলো তার হাত থেকে মিসেস রোজের হাতে হস্তান্তর হয়ে গেল, যন্ত্রবৎ যিনি বলে উঠলেন :

'স্যার, সত্যি আপনার এরকম করা উচিত নয়।'

'আমি জোর করছি। স্বীকার করছি, আমি জোর করছি।'

'ঠিক আছে স্যার, অবশ্যই এ আপনার মহানুভবতার পরিচয়,' মিসেস রোজ তার বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। আর কামনা করি, আপনার খ্রিস্টমাস যেন সুখের হয় এবং আগামী নববর্ষ শুভ হোক।'

খ্রিস্টমাসডের শেষটা বেশির ভাগ খ্রিস্টমাস দিনগুলির মতোই। খ্রিস্টমাস ট্রীতে আলো জ্বালানো হলো। চমৎকার একটা খ্রিস্টমাস কেক কাটা হলো চায়ের আসরে। সব শেষে শীতল নৈশভোজ।

গৃহকর্তা এবং গৃহকর্ত্রী সবার আগে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে চলে গেলেন। তবে যাওয়ার আগে সবাইকে বিদায় জানিয়ে যেতে ভুললেন না।

'শুভরাত্রি মঁসিয়ে পোয়ারো,' মিসেস লেসি বললেন। 'আশাকরি আজকের এই শুভদিনটি আপনি বেশ ভালভাবেই উপভোগ করেছেন।'

'এ এক অপূর্ব দিন মাদাম, অপূর্ব!'

'কিন্তু আপনাকে ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছে', মিসেস লেসি বললেন।

ইংলিশ পুডিংয়ের কথাই ভাবছি।'

'সম্ভবত সেটা একটু ভারি বলেই মনে হয়েছে আপনার তাই না।'

'না, না, আমি সে কথা ভাবছি না, আমি সেটার গুরুত্বের কথা ভাবছি।'

'অবশ্যই এটা ঐতিহ্যগত', মিসেস লেসি বললেন। 'যাইহোক, মঁসিয়ে পোয়ারো আপনাকে আর একবার শুভরাত্রি জানিয়ে যাচ্ছি। আর একটা কথা, খ্রিস্টমাস আর মাংসের চপের স্বপ্ন যেন খুব বেশি দেখবেন না।'

'হ্যাঁ', পোশাক বদলাতে গিয়ে পোয়ারো আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, 'অবশ্যই এটা একটা সমস্যা, আর সেটা হলো খ্রিস্টমাস পুডিং। এখানে এমন একটা কিছু আছে, যা আমি আদৌ বুঝতে পারছি না।' বিভ্রান্ত হওয়ার মতো করে মাথা নাড়ল সে। 'ঠিক আছে, এদিকটা আমরা দেখব।'

কিছু প্রস্তুতিপর্বের পর পোয়ারো বিছানায় গিয়ে ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিল, কিন্তু ঘুমলো না। নানান চিন্তা তখন তার মগজে ঘুরপাক খাচ্ছিল, কোনো চিন্তাতেই সে ঠিকমতো মনোনিবেশ করতে পারছিল না। তবে সে এখন বেশ বুঝে গেছে যে, ধৈর্যের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া তার আর কোনো গত্যন্তর নেই।

প্রায় ঘণ্টাদু'য়েক পরে সে তার ধৈর্যের পুরস্কার পেল। তার ঘরের দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। নিজের মনেই হাসল সে। সে যাকে আশা করেছিল সে-ই এলো। এই মুহূর্তে সেই দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে গেল তার, ডেসমন্ড লী-ওয়ার্টলি তার হাতে কফির কাপটা তুলে দিচ্ছে। ডেসমন্ড পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল, একটু পরে সে ঘুরে দাঁড়াতেই কফির কাপটা সে টেবিলের ওপর রেখে দেয়। বস্তুত একটু পরেই সে আবার কফির কাপটা হাতে তুলে নেয়, ডেসমন্ডকে বেশ খুশির মেজাজে দেখা যায়, পোয়ারোকে কফির শেষ বিন্দুটায় চুমুক দিতে দেখেই যদি তার মধ্যে খুশির ভাব জেগে উঠে থাকে তাতে বলার কিছু নেই। কিন্তু তার গোঁফের ফাঁকে মাত্র এক চিলতে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। এর কারণ সে যাকে আশা করেছিল আসলে সে নয়, অন্য কেউ একজন, আজ রাতে যার ঘুমটা বেশ ভালই হয়েছিল। 'সেই চমৎকার তরতাজা যুবক ডেভিড, নিজের মনে বলল পোয়ারো, 'সে খুবই চিন্তিত এবং অখুশি। রাতে সত্যিকারের গভীর ঘুম হলে তার কোনো ক্ষতি হবে না। আর এখন, দেখা যাক কি ঘটে এরপর?'

তখনও সে ঠায় দাঁড়িয়েই ছিল, কি যেন বলতে গেল, কিন্তু বলা তার আর হলো না। হঠাৎ তার মনে হলো কেউ যেন ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। একটা ছোট্ট টর্চের আলোয় সে চোখ পিট্‌পিট্ করে দেখল, আগন্তুক তার জিনিসগুলো পরীক্ষা করে দেখছে, ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে আর তার মুখে একটা হতাশার ছাপ পড়তে দেখা গেলো। এমন কি পোয়ারোর ওয়ালেটের ভেতরেও সে দক্ষ পকেটমারের মতো অভ্যস্ত দু'টো আঙুল ঢোকাল, কিন্তু এবারেও তাকে নিরাশ হতে হলো, অর্থাৎ সে তার আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটার সন্ধান পাচ্ছে না কিছুতেই। অবশেষে আগন্তুক তার বিছানার দিকে এগিয়ে এলো এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে বালিশের নিচে হাত চালালো। একটু পরেই হাতটা সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে মিনিট কয়েকের জন্য, এরপর সে কি করবে জানে না। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে গিয়ে সম্ভাব্য জায়গাগুলোয় খোঁজ করল, কিন্তু এবারেও সফল হলো না সে। তারপর তার মুখ দিয়ে একটা বিরক্তির শব্দ উচ্চারিত হলো এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে অতঃপর।

'আহা', পোয়ারো যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। 'তুমি খুব নিরাশ হয়েছ। 'হ্যাঁ,.হ্যাঁ, ভয়ঙ্করভাবে নিরাশ হয়েছ। বাঃ, খুব ভাল কথা। ভেবে দেখো তো, তোমার সেই আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটা এরকুল পোয়ারো কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে?' তারপর সে ওপাশে ফিরে এবার শান্তিতে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে পারে, পোয়ারো একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল।

পরের দিন দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দে পোয়ারোর ঘুম ভেঙে গেল।

'সাত সকালে কার এতো তাড়া পড়ল? দরজা খোলা আছে, ভেতরে আসুন!'

ভেজানো দরজার পাল্লাদুটো সশব্দে খুলে গেল। রুদ্ধশ্বাসে লাল-মুখের কলিন দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। আর তার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছিল মাইকেল।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, শুনছেন মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনছি বৈকি!' পোয়ারো এবার বিছানায় উঠে বসল। 'এতো সকালে চায়ের সময় হয়ে গেল নাকি? কিন্তু এমন তো হয় না।' কলিনকে দেখতে পেয়ে পোয়ারো প্রসঙ্গ বদল করে বলল, 'ওহো কলিন, আপনি? কি হয়েছে?'

মুহূর্তের জন্যে কলিন বাক্যহারা হয়ে গেল। এই মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হবে, একটা ভয়ঙ্কর ভাবাবেগে আচ্ছন্ন সে। আসলে তার এ অবস্থার জন্যে দায়ী পোয়ারোর মাথার নাইট ক্যাপ। যাইহোক, কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে এবার মুখ খুলল :

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার মনে হয় আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন। তার আগে আপনাকে বলে রাখি, এখানে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে।' কলিনের চোখে-মুখে একটা আতঙ্কের ছায়া ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেল।

'ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে, মানে?' পোয়ারো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কি ঘটেছে?'

'ঘটনাটা হলো ব্রিজিটকে নিয়ে। তুষারাঞ্চলে বেরিয়েছিল সে। আমার মনে হয়, সে না পারছে নড়তে চড়তে কিংবা কথা বলতে। ওহো, বরং আপনি নিজেই সেখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখুন। আমার আশঙ্কা, হয়তো সে মৃত।'

'কি বললেন?' পোয়ারো তার বেডকভারটা একপাশে সরিয়ে রেখে দিয়ে বলল, 'মাদামোয়াজেল ব্রিজিট মৃত!'

'হ্যাঁ, আমি সেরকমই মনে করি, আমি মনে করি কেউ হয়তো তাকে খুন করে থাকবে। কারণ তার শরীরে রক্তের দাগ, যাইহোক, আপনি চলুন!'

'হ্যাঁ যাব, নিশ্চয়ই যাব। এখনি যাচ্ছি।'

দ্রুত হাতে পোয়ারো ফারের কোটটা গায়ে চাপিয়ে তেমনি দ্রুত হাতে জুতো পরে নিলো।

প্রস্তুত হয়ে পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ির সবাইকে জাগিয়ে তুলেছেন?'

'না, না, এখনো পর্যন্ত আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে খবরটা দিইনি। ভাবলাম, না জানানোই ভাল। তাছাড়া ঠাকুর্দা আর ঠাম্মা এখনো ঘুম থেকে জেগে ওঠেননি। পেভেরেলকেও বলিনি।'

'ব্রিজিটকে কোথায় পড়ে থাকতে দেখেছেন?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।'

'বাড়ির অপর দিকে, টেরেস এবং লাইব্রেরির জানালার কাছে।'

'তাই বুঝি। চলুন, এগিয়ে চলুন, আমি আপনাদের অনুসরণ করছি।'

কলিন তার খুশিতে ভরা হাসি লুকোবার জন্য পোয়ারোর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চলল। পাশের দরজা দিয়ে তারা বেরিয়ে এলো। সূর্যস্নাত পরিষ্কার আকাশ। এখন তুষারপাত হচ্ছে না। কিন্তু সারা রাত ধরে প্রচুর তুষারপাত হচ্ছে। চারদিকে পুরু তুষার থিক্‌থিক্ করছে।

'ওই যে ওখানে!' রুদ্ধশ্বাসে বলল কলিন। 'হ্যাঁ, ওই তো ওখানে!' নাটকীয়ভাবে আঙুল তুলে জায়গাটা দেখাল সে।

দৃশ্যটার মধ্যে অবশ্যই যথেষ্ট নাটকীয় উত্তেজনা রয়েছে। কয়েক গজ দূরে শ্বেতশুভ্র তুষারের ওপর ব্রিজিট পড়ে রয়েছে। তার পরনে ছিল লাল টকটকে পায়জামা এবং সাদা উলের শাল তার কাঁধ পর্যন্ত মোড়ানো। সাদা উলের শালে রক্তের ফোঁটা ফোঁটা দানা লেগে রয়েছে। তার মাথাটা একপাশে কাত হয়ে আছে এবং মুখের সেই অংশটা কালো চুলে ঢাকা পড়ে রয়েছে। একটা হাত তার শরীরের নিচে এবং অপরটি তুষারের ওপর ছড়ানো। আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ এবং বুকে লাল রক্তের দাগের ঠিক মাঝখানে বড় আকারের কুরদিশ ছুরির হাতলের ওপরের অংশটা বেরিয়ে থাকতে দেখা গেল। গতকাল সন্ধ্যায় এই ছুরিটাই কর্নেল লেসি তাঁর অতিথিদের দেখিয়েছিলেন।

'আশ্চর্য!' মঁসিয়ে পোয়ারো চিৎকার করে বলে উঠল, 'এ যেন মঞ্চে অভিনীত কোনো দৃশ্যের মতো।'

দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এলো মাইকেলের মুখ থেকে। সে যেন কিছু বলতে চায়। একটা বিরোধ সৃষ্টির আঁচ পেয়ে কলিন তাড়াতাড়ি বলে উঠল : 'যাইহোক, আমি জানি, এটা সত্যি বলে মনে হয় না, হয় কি?' মঁসিয়ে, আপনি তুষারের ওপর পায়ের ছাপগুলো লক্ষ্য করেছেন? আমার মনে হয়, ওই ছাপগুলো আমাদের নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো। না, ওই পায়ের ছাপগুলো যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যে অবশ্যই আমাদের সতর্ক হতে হবে।'

'আমিও সেই কথাই ভেবেছি', কলিন পোয়ারোর কথায় সায় দিয়ে বলল, 'আর সেই কারণেই আপনাকে এখানে ডেকে আনার আগে পর্যন্ত আমি কাউকে ব্রিজিটের ধারে-কাছে যেতে দিইনি। ভাবলাম, একমাত্র আপনিই জানেন এ কেসে কি করতে হয়।'

'এই কথা', এরকুল পোয়ারো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'প্রথম আমাদের দেখতে হবে উনি এখনও বেঁচে আছেন কিনা? তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা তো বটেই', দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল মাইকেল, 'কিন্তু দেখুন, আমরা ভেবেছিলাম, মানে আমরা চাইনি—'

'আহা, সত্যি আপনার দূরদর্শিতা আছে বলতে হয়! মনে হয় আপনি গোয়েন্দা গল্প পড়েন। কোনো কিছু স্পর্শ না করা আর দেহটা যেখানে পড়ে থাকে সেখানেই থাকতে দেওয়াটা খুবই জরুরী ব্যাপার। এটা যে একটা মৃতদেহ আমরা নিশ্চিত হতে পারি না, পারি কি? যদিও আপনাদের দূরদর্শিতার প্রশংসা করতে হয়, তবুও বলব সাধারণ

মানবিকতার প্রশ্নটার অগ্রাধিকার প্রথমে দিতে হয়। তাই সবার আগে পুলিশে খবর দেবার আগে আমাদের একজন চিকিৎসকের খুব প্রয়োজন।'

'ও হ্যাঁ, অবশ্যই', কলিন বলল বটে, তবে একটু যেন পিছিয়ে গেল, কারণ ডাক্তার ডাকার জন্যে তাকে তেমন তৎপর হতে দেখা গেল না।

'আমরা কেবল ভেবেছিলাম, মানে আমরা ভেবেছিলাম আমরা কিছু করার আগে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করব', মাইকেল তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

'তাহলে আপনারা দু'জনেই এখানে থাকুন', পোয়ারো বলল। 'আমি অন্য দিক দিয়ে যাচ্ছি যাতে করে পায়ের ছাপগুলোর কোনো ক্ষতি না হয়। কি চমৎকার পায়ের ছাপগুলো, আর কতই না স্পষ্ট, তাই না? পায়ের ছাপগুলো একটি ছেলে আর একটি মেয়ের, তারা দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়েছিল মেয়েটি যেখানে পড়েছিল সেই জায়গা পর্যন্ত। তারপর সেখানে ফিরে আসে কেবল ছেলেটিই, এটা বোঝা যাচ্ছে এই কারণে যে, ফিরতি পায়ের ছাপগুলো কেবল একটি পুরুষেরই, মেয়েটার পায়ের ছাপ সেখানে অনুপস্থিত।'

'তাহলে ফিরতি ওই পায়ের ছাপগুলো খুনীরই!' কলিন এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলে গেল।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই', পোয়ারো বলল, 'পায়ের ছাপগুলো খুনীরই। সরু লম্বা এবং অদ্ভুত ধরনের জুতোর ছাপ। খুবই আকর্ষণীয়। আমার মনে হয়, বেশ সহজেই সেটা চেনা যায়। হ্যাঁ, ওই পায়ের ছাপগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

সেই মুহূর্তে ডেসমন্ড লী-ওয়ার্টলি সারাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

'কি ব্যাপার, সাত সকালে আপনারা এখানে কি করছেন?' ডেসমন্ড নেহাতই নাটকীয় ভঙ্গিমায় জানতে চাইলেন। 'আমার শোবার ঘরের জানালা থেকে আপনাদের এখানে দেখতে পেয়ে চলে এসেছি। কি ব্যাপার? হায় ঈশ্বর, ওটা কি? ওটা, ওটা দেখতে অনেকটা—'

'ঠিক তাই', এরকুল পোয়ারো বলল। 'ওটা ঠিক খুনের মতো দেখাচ্ছে, তাই না?'

সারা কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে রইল সেদিকে। তারপর চকিতে একবার ছেলে দু'টির দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাল।

'আপনি তাহলে মনে করেন কেউ একজন মেয়েটিকে খুন করেছে, কি যেন নাম ওঁর, ব্রিজিট?' ডেসমন্ড জানতে চাইল। 'এই পৃথিবীতে কে ওকে খুন করতে চাইবে? এটা অবিশ্বাস্য!'

'এ জগতে এমন অনেক কিছু আছে যা অবিশ্বাস্য', পোয়ারো বলল। 'বিশেষ করে প্রাতঃরাশের আগে, তাই না?' আরও বলল, 'দয়া করে আপনারা সবাই এখানে অপেক্ষা করুন।'

সতর্কভাবে ব্রিজিটের চারপাশে একবার প্রদক্ষিণ করে পোয়ারো নিচু হয়ে তার

মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ল তার তদন্তের কাজের জন্যে। কলিন এবং মাইকেল দু'জনেই এখন তাদের হাসি চাপতে গিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তাদের সঙ্গে সারা যোগ দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'তোমাদের দু'জনের মতলব কি বলো তো?'

'কি ভাল মেয়ে এই ব্রিজিট', কলিন ফিস্‌ফিসিয়ে বলল। 'চমৎকার সে' তাই না? একবারের জন্যেও ঝাঁকি দিল না? লোকে প্রচণ্ড শীতেও তো দু'-একবার কেঁপে কেঁপে ওঠে! সত্যি, কি অদ্ভুত তার সহ্য ক্ষমতা, কি অদ্ভুত তার অভিনয়?'

'ব্রিজিট যে ভাবে একজন মরামানুষের ভূমিকায় নিখুঁতভাবে অভিনয় করে গেল, এরকম অদ্ভুত দৃশ্য এর আগে আমি কখনো দেখিনি', মাইকেল ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল।

পোয়ারো আবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

'এ এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার', পোয়ারো বলল। এমন আবেগের সঙ্গে কথাটা সে বলল যে, আগে কখনো তাকে এমন আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতে দেখা যায়নি।

খুশির ভাবটা কাটিয়ে উঠে মাইকেল ও কলিন দু'জনেই ঘুরে দাঁড়াল। রুদ্ধ গলায় মাইকেল বলে উঠল, 'আমরা, আমরা এখন কি করব?'

'এখন কেবল একটা কাজই করা যায়', পোয়ারো বলল, 'পুলিশের কাছে অবশ্যই এখনি আমাদের একজনকে পাঠাতে হবে। তবে তার আগে এখান থেকে টেলিফোন করলেও চলবে, ফোনের লাইন পেলে ভাল, তা না হলে অন্য ব্যবস্থার কথা তো আগেই বলেছি। আপনাদের মধ্যে কেউ যাবেন, নাকি আপনারা আমাকেই কাজটা সারতে বলবেন?'

'আমি মনে করি,' কলিন বলে উঠল, 'আমি মনে করি, এ ব্যাপারে তোমার কি মতামত মাইকেল?'

'হ্যাঁ,' উত্তরে মাইকেল বলল, 'আমি মনে করি, খেলা এখন শেষ।' এই বলে সে এক কদম এগিয়ে গেল। এই প্রথম তাকে নিজের সম্পর্কে একটু আস্থাহীন বলে মনে হলো। 'আমি ভয়ঙ্কর দুঃখিত', সে বলল, 'আমি আশাকরি মঁসিয়ে আপনি কিছু মনে করবেন না, আমাদের এই রঙ্গমঞ্চের খেলা এখানেই শেষ। বলাবাহুল্য, খ্রিস্টমাসের দিনে এ একটা স্রেফ কৌতুক, বলতে পারেন কৌতুক-নাট্য, আপনি সবই বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। আমরা ভেবেছিলাম এই কৌতুক নাটকের মাধ্যমে আপনাকে একটা নকল খুনের কেস উপহার দেব। আপনি একজন বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা, এমন একটা কেস পেলে আপনি নিশ্চয়ই হাতছাড়া করবেন না।'

'আপনারা ভেবেছিলেন আমার জন্যে একটা খুনের কেসের নাটক সৃষ্টি করবেন, এই তো? তারপর এই, তারপর এই—'

'বললাম তো এটা একটা নকল খুনের নাট্য প্রদর্শন মাত্র', কলিন তাদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে, 'আপনাকে, হ্যাঁ আপনি যে আপনার পেশার জগতেই আছেন, আর এটা যে আপনার ঘরবাড়ি, সেটাই আপনাকে বোঝাতে চাইছিলাম, বুঝলেন!'

'আহা', পোয়ারো বলল। 'আপনাদের কথা শুনে বুঝলাম, আপনারা আমাকে এপ্রিলফুল করতে চেয়েছিলেন, তাই কি? কিন্তু আজ তো আর পয়লা এপ্রিল নয়, আজ ডিসেম্বরের ছাব্বিশ তারিখ।'

'আমি মনে করি, সত্যি আমাদের এরকম করা উচিত হয়নি,' কলিন বলল, 'কিন্তু, কিন্তু আপনি কিছু মনে করেননি তো মঁসিয়ে পোয়ারো? এবার সব ঠিক করে দিচ্ছি, আপনি আমাদের সাজানো নাটকের মধ্যে অন্য আর এক বাস্তব নাটক নিজের চোখেই না হয় দেখুন।' ব্রিজিট, ঠাণ্ডায় আর তোমাকে অভিনয় করতে হবে না, উঠে এসো,' ব্রিজিটের উদ্দেশ্যে সে বলে উঠল, 'উঠে পড়ো। তুষারের মধ্যে পড়ে থাকতে থাকতে হয়তো ইতিমধ্যেই তোমার অর্ধেক রক্ত জমে বরফ হয়ে গেছে। এর পরেও ও ভাবে পড়ে থাকলে মৃত্যু তোমার অনিবার্য!'

তুষারাবৃত ব্রিজিটের দেহটা এক চুলও নড়ল না, তেমনি নিশ্চুপ, নিশ্চল থেকে গেল।

'ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো', পোয়ারো বলল, 'মনে হচ্ছে উনি বোধহয় আপনার কথা শুনতে পাচ্ছেন না।' চিন্তিতভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল সে। 'আপনি বললেন এটা একটা কৌতুক, তাই না মঁসিয়ে কলিন? আপনি কি নিশ্চিত, এটা একটা কৌতুক?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু এ কথা বলছেন কেন?' কলিন অস্বস্তির সঙ্গে বলল। 'আমরা, আমরা ওর কোনো ক্ষতির কথা ভাবিনি।'

'নাই যদি ভেবে থাকবেন, তাহলে মাদামোয়াজেল ব্রিজিট আপনার ডাক শুনেও কেন উঠে এলেন না?'

'এ আমি কল্পনাও করতে পারি না', কলিন প্রতিবাদ করে উঠল।

'ব্রিজিট, উঠে এসো ব্রিজিট', এবার সারা অধৈর্য হয়ে বলে উঠল। 'বোকার মতো অত ঠাণ্ডায় ওখানে পড়ে থেকো না।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমরা সত্যিই খুবই দুঃখিত, কলিন আশঙ্কান্বিত হয়ে বলে উঠল, 'আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

'ক্ষমা আর চাইতে হবে না', পোয়ারো অদ্ভুত গলায় বলল।

'কি বলতে চান আপনি?' কলিন অবাক চোখে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইল। সে আবার ব্রিজিটের দিকে ফিরে তাকাল। 'ব্রিজিট, ব্রিজিট! কি ব্যাপার বলুন তো মঁসিয়ে, কেন সে উঠছে না? কেনই বা ও ওখানে পড়ে রয়েছে, বিশেষ করে আমাদের খেলা যখন শেষ!'

'জানেন তো সব খেলার শেষেই নতুন করে আবার একটা খেলা শেষ হয়? তাই এখানে আপনাদের খেলা শেষ হলেও এবার আমার খেলা।' এখানে একটু থেমে পোয়ারো ডেসমন্ডকে ইশারা করে বলল, 'মিস্টার লী-ওয়ার্টলি, হ্যাঁ আপনি আমার সঙ্গে একবার আসুন তো!'

ডেসমন্ড তার সঙ্গে মিলিত হলো।

'ওঁর নাড়ির স্পন্দন ঠিক আছে কিনা দেখুন তো,' পোয়ারো বলল।

ডেসমন্ড হাঁটু মুড়ে বসে ব্রিজিটের একটা হাত স্পর্শ করে নাড়ি দেখল। একটু পরেই মুখ কালো করে বলল, 'নাড়ির স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে না।' এই বলে ভয়ার্ত চোখে পোয়ারোর দিকে তাকাল সে। 'হায় ঈশ্বর, এখন মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি ও মৃত!'

পোয়ারো মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিলো। 'হ্যাঁ, উনি মৃত,' সে আরও বলল, 'কেউ হয়তো হাস্যরসাত্মক নাটক করতে গিয়ে সেটা বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত করে ফেলেছে।'

'কেউ বলতে কে, কে সে?'

'এখানে যাওয়া-আসার এক জোড়া পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। অবশ্যই সেগুলো সম্ভাব্য খুনীর। পায়ের ছাপগুলো দেখে বোঝা যায় যে, সেগুলো একজন বলিষ্ঠ চেহারার পুরুষের, যেমন এই মাত্র পায়ের ছাপ আপনি এখানে রাখলেন মিস্টার লী-ওয়ার্টলি।'

ডেসমন্ড লী-ওয়ার্টলি রুখে দাঁড়াল।

'কি কারণে আপনি আমাকে অভিযুক্ত করছেন? আমি খুনী? আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন। আর কেনই বা আমি এই মেয়েটিকে খুন করতে যাব? এ খুনের পিছনে আমার কি এমন মোটিভ দেখলেন?'

'আহা...উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? এ আমার আশঙ্কা...আসুন, আমাদের দেখতে দিন...' এই বলে পোয়ারো নিচু হয়ে মেয়েটির শক্ত হয়ে ওঠা আঙুলগুলো আলতো করে নড়াচাড়া করল। মেয়েটির হাতের তালুতে একটা বড় আকারের পদ্মরাগমণি পড়ে থাকতে দেখা গেল।

'আরে এটাই তো গতকাল খ্রিস্টমাস পুডিংয়ের ভেতর থেকে পাওয়া গেছল!' ডেসমন্ড উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

'তাই কি?' পোয়ারো বলল, 'এ ব্যাপারে আপনি কি নিশ্চিত?'

'অবশ্যই এটা সেই বহুমূল্যবান পদ্মরাগমণি।' এই বলে ডেসমন্ড দ্রুত হাঁটু মুড়ে বসে মেয়েটির হাতের তালু থেকে সেই লাল পাথরটা ততোধিক ত্রস্ত হাতে তুলে নিল।

'আপনি এরকম করতে পারেন না', পোয়ারো ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল। 'কোনো কিছুরই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা উচিত নয়, বিশেষ করে মৃতদেহের!'

'আমি তো মৃতদেহের কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটাইনি, ঘটিয়েছি কি? কিন্তু এই জিনিসটা আমি কিছুতেই হারাতে চাই না, আর এটা একটা প্রমাণ হিসেবে সংগ্রহ করে রাখা উচিত। এখন সব থেকে বড় কাজ হলো যত শীগ্‌গীর সম্ভব পুলিশকে খবর দেওয়া। আমি এখনি বাড়ির ভেতরে যাচ্ছি পুলিশকে ফোন করার জন্যে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ডেসমন্ড একরকম ছুটেই বাড়ির ভিতরে চলে গেল। ওদিকে সারা দ্রুত পোয়ারোর পাশে এসে দাঁড়াল।

'আমি বুঝতে পারছি না', সারা ফিস্‌ফিসিয়ে বলল। তার মুখখানি মৃত ব্যক্তির মতো

ফ্যাকাশে সাদা মুখ। 'আমি বুঝতে পারছি না।' পোয়ারোর হাত ধরে সে আরও বলল, 'পায়ের ছাপের ব্যাপারে আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'মাদামোয়াজেল, আপনি নিজেই দেখুন না কেন?'

পায়ের যে ছাপগুলো মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেছে এবং আবার ফিরে এসেছে, সেগুলোর মধ্যে একটার সঙ্গে আর একটার হুবহু মিল রয়েছে পোয়ারোর সঙ্গীর, যে একটু আগে মেয়েটিকে পরীক্ষা করতে গেছল এবং একটু পরেই ফিরে এসেছে।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, ওই ছাপগুলো ডেসমন্ডের পায়ের? ননসেন্স!'

হঠাৎ এই সময় গাড়ির যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে এলো বাতাসে। সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল যেদিক থেকে আওয়াজটা এসেছিল সেদিকে। তারা দেখল একটা গাড়ি দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল, সারা ঠিক চিনতে পারল গাড়িটা কার!

'ডেসমন্ড', সারা বলল, 'ডেসমন্ডের গাড়ি। টেলিফোন না করে সে নিজেই বোধহয় পুলিশকে খবর দিতে গেল।'

ওদিকে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ডায়না মিডলটন বাড়ি থেকে ছুটে এলো।

'কি হয়েছে?' রুদ্ধশ্বাসে কথাটা বলল ডায়না। 'একটু আগে ডেসমন্ড হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ছুটে এসে ব্রিজিট খুন হওয়ার কথা বলে। তারপর সে রিসিভারটা তুলে নেয়, কিন্তু ফোন বিকল হয়ে আছে। ফোনে কোনো সাড়া না পেয়ে সে বলে, এখনি গাড়ি চালিয়ে পুলিশ স্টেশনে না গিয়ে উপায় নেই। কিন্তু পুলিশ কেন?'

পোয়ারোর চোখে-মুখে একটা বিষণ্ণতার ছায়া পড়তে দেখা গেল।

ব্যাপারটা অনুধাবন করে ডায়না তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল : 'ব্রিজিট, আপনি কি ব্রিজিটের মৃত্যুর কথা ভাবছেন? কিন্তু আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি এটা সত্যিকারের মৃত্যুর ঘটনা নয়, এটা নেহাতই হাস্যরসাত্মক নাটকের একটা অংশ মাত্র। গতকাল রাত্রে আমি ঠিক এই রকমই একটা পরিকল্পনার কথা শুনেছিলাম। আমার মনে হয় মঁসিয়ে পোয়ারো, ওরা আপনার সঙ্গে কৌতুক করার জন্যেই এমন একটা মিথ্যে খুনের নাটকের অবতারণা করেছে।'

'হ্যাঁ', পোয়ারো সায় দিয়ে বলল, 'শুরুতে আমার সঙ্গে কৌতুক করার জন্যই এই পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু সেই কৌতুক নাটক এখন একটা বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হয়ে গেছে। ব্যাপারটা এখন আর আপনাদের মতো তরুণ-তরুণীদের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নেই, এতে এখন এ বাড়ির প্রায় সবাই জড়িয়ে পড়েছেন। মিস্টার লী-ওয়ার্টলি যতক্ষণ না পুলিশসহ ফিরে আসছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না।'

'কিন্তু দেখুন,' কলিন বলে উঠল, 'আমরা এখানে ব্রিজিটকে একা ফেলে রেখে যেতে পারি না।'

'এখানে থেকে আপনি ওঁর ভাল কিছুই আর করতে পারবেন না এখন', পোয়ারো শান্ত সংযত গলায় বলল। 'আমি আপনাদের মানসিকতার কথা বেশ বুঝতে পারছি,

এটা একটা দুঃখের ব্যাপার, খুবই বেদনাময় বিয়োগান্তের ব্যাপার, কিন্তু মাদামোয়াজেল ব্রিজিটকে এখন আমরা কোনোভাবেই আর সাহায্য করতে পারি না। তাই বরং আসুন, বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া আমাদের শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করতে চা কিংবা কফি পান করা যাক।'

বাধ্য ছেলে মেয়ের মতো তারা পোয়ারোকে অনুসরণ করে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পেভেরেল ঠিক সেই সময়েই প্রাতঃরাশের ঘণ্টা বাজাতে যাচ্ছিল। সে যদি ভেবে থাকে যে, বাড়ির সবাই এই অসময়ে বাইরে থাকাটা অভূতপূর্ব আর পোয়ারোর পক্ষে পায়জামার ওপর ওভারকোট চাপিয়ে আসাটা কেমন যেন বেমানান, তবুও পেভেরেল তার আচরণে সেরকম কিছুই প্রকাশ করল না, কিংবা একটুও অবাক হলো না। এই বয়সেও পেভেরেল একজন নিখুঁত বাবুর্চি। কিছুই সে লক্ষ্য করল না কিংবা লক্ষ্য করার জন্য তাকে বলাও হলো না। তারা ডাইনিংরুমে গিয়ে বসল। সবাই যখন যে যার কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিল পোয়ারো তখন বলে উঠল :

'আমি আপনাদের মনে করার জন্য চেষ্টা করতে বলব, একটা ছোট্ট ইতিহাস। আমি আপনাদের এই ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ দিতে বলব না, না তা সম্ভব নয় এখন। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে তার সারাংশ উল্লেখ করতে পারি। এই দেশে একজন ছোট তরুণ রাজা এসেছেন, তাঁকে নিয়েই আমার যত চিন্তা-ভাবনা। তিনি সঙ্গে করে একটা বিখ্যাত অলঙ্কার এনেছেন, সেটা উনি নতুন করে সেট করতে চান তাঁর ভাবী স্ত্রীর জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁকে বিয়ে করার আগেই তিনি একটি পরমাসুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বসেন। এই সুন্দরী লেডি তাঁকে খুব একটা পাত্তা দিতে চান না, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হলো সেই তরুণ রাজার মহামূল্যবান অলঙ্কারটির দিকে। সেটার প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, একদিন তিনি এই ঐতিহাসিক ধনরত্নটি নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন, সেটি ছিল তাঁর রাজবাড়ির অধিকারে বহু যুগ থেকে। বেচারা সেই রাজা তখন বুঝতেই পারছেন, ভয়ঙ্কর উভয়সঙ্কটে পড়লেন। কিন্তু ব্যাপারটা একটা কেলেঙ্কারীতে পৌঁছোক তা তিনি চান না, তাই তাঁর পক্ষে এ ব্যাপারে পুলিশের শরণাপন্ন হওয়াও সম্ভব ছিল না। অতএব নিরুপায় হয়ে তিনি আমার কাছে আসেন। সে বলে, ''আমাদের বংশের ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ পদ্মরাগমণিটা আমার বংশের মানমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে খুঁজে বার করে দিন।'' জানেন বন্ধুগণ, এই তরুণীর একজন বন্ধু আছে। এই বন্ধুটি অনেক বিতর্কিত লেনদেনের সঙ্গে জড়িত। অন্যকে ব্ল্যাকমেল করা এবং বিদেশে চোরাই অলঙ্কার পাচার করার কাজের সঙ্গে জড়িত। সব সময়েই সে চালাক-চতুর। সে একজন সন্দেহজনক ব্যক্তি, হ্যাঁ ঠিক তাই, কিন্তু কোনো কিছুই প্রমাণ করা যাবে না। আমি জেনেছি, এই চতুর ভদ্রলোকটি এ বাড়িতে খ্রিস্টমাসের সময় থাকছেন। এই সুন্দরী মেয়েটি একবার সেই জুয়েলটি হাতে পেলে এক মুহূর্তের জন্যে এখানে থাকবেন না, উধাও হয়ে যাবেন কিছু সময়ের জন্য, যাতে করে তাঁর ওপর কোনো চাপ না পড়ে, তাঁকে কোনো প্রশ্ন করা হয়; তাই এটাই এখন মেয়েটির

কাছে অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব এসবই বন্দোবস্ত করে তিনি কিংস লেসিতে এসেছেন ওই চতুর ভদ্রলোকের বোন সেজে।'

সারা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'ওহো না, ওহো না, এখানে নয়! এখানে আমার সঙ্গে নয়!'

'কিন্তু ঘটনা এইরকমই!' পোয়ারো বলল। 'আর একটু কায়দা করে আমিও এখানে এই বাড়িতে খ্রিস্টমাস উৎসবে একজন অতিথি হিসেবে এসে হাজির হয়েছি। এই যুবতী মেয়েটি যেন সদ্য হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার ভান করতে এসেছে এখানে। উনি যখন এখানে আসেন তখন উনি যেন অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু খবর ছড়িয়ে পরে, আমার মতো একজন গোয়েন্দাও এখানে এসে হাজির, একজন প্রখ্যাত গোয়েন্দা। সেই মেয়েটির কানেও কথাটা পৌঁছে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখান থেকে সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। প্রথমেই তিনি যেমন ভাল মনে করেন সেই লাল পাথরটা লুকিয়ে ফেলেন এবং তেমনি দ্রুত বিছানায় আশ্রয় নিয়ে ভান করেন, তাঁর আগের অসুখটার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। মেয়েটি চাননি আমি তাঁকে দেখে ফেলি কিংবা তাঁর স্বরূপ জানতে পারি। নিঃসন্দেহে আমার কাছে মেয়েটির একটা ফটো আছে, আর আমি তাঁকে ঠিক চিনতে পারব। এটা তাঁর কাছে খুবই একঘেয়েমি লাগছিল, হ্যাঁ বড়ই একঘেয়েমি। কিন্তু তাঁকে তাঁর ঘরে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে তো হবেই।'

'আর সেই লাল পাথর অর্থাৎ পদ্মরাগমণিটা?' মাইকেল জানতে চাইল।

'আমার মনে হয়,' পোয়ারো বলল, 'ঠিক সেই সময় আমি গিয়ে পৌঁছই সেখানে। সেই সুন্দরী মেয়েটিকে আপনাদের সবার সঙ্গে রান্নাঘরে দেখতে পাই, সবাই তখন খুব হাসাহাসি করছিল, কথা বলছিল আর খ্রিস্টমাস পুডিং নাড়াচাড়া করছিল। খ্রিস্টমাস পুডিং গামলায় ফেলা হচ্ছিল আর সেই সময়েই সুন্দরী মেয়েটি পদ্মরাগমণিটা পুডিংয়ের একটা গামলার মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। তবে যে খ্রিস্টমাস পুডিং আমাদের পরিবেশন করার কথা ছিল সেই গামলার নয়। ওহো না, সেটা ছিল একটা বিশেষ গামলা, সে কথা মেয়েটি জানতেন। তাই তিনি খ্রিস্টমাসের পুডিংয়ের গামলায় না রেখে অন্য একটা পুডিংয়ের গামলায় রাখেন, আর সেই গামলার পুডিং নিউ ইয়ার্স ডেতে পরিবেশন করার কথা। তবে তার আগেই তিনি এখান থেকে সরে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবেন, আর নিঃসন্দেহে সেই পুডিং তাঁর সঙ্গেই যাবে। কিন্তু দেখুন, ভাগ্যের কি নিদারুণ ভূমিকাই না হয়ে থাকে। খ্রিস্টমাস ডের সকালে হঠাৎ আকস্মিকভাবে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। খ্রিস্টমাস পুডিং তৈরির গামলাটা একজনের হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তাই কি আর করা যায়? মিসেস রোজ তখন বিকল্প হিসেবে নিউ ইয়ার্স ডের জন্য তৈরি পুডিং অতিথিদের পরিবেশন করার ব্যবস্থা করেন।'

'হায় ঈশ্বর', কলিন চমকে উঠে বলল, 'তার মানে আপনি বলতে চান, খ্রিস্টমাসের

দিন ঠাকুর্দা তাঁর পুডিং খেতে গিয়ে যে পদ্মরাগমণিটা তাঁর মুখের ভেতরে পেয়েছিলেন সেটাই আসল?'

'হ্যাঁ ঠিক তাই', পোয়ারো বলল, 'আর আপনারা সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন, মিস্টার ডেসমন্ড লী-ওয়ার্টলি যখন সেটা দেখলেন তখন তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে! বন্ধুগণ, তারপর কি হলো জানেন? সেই পদ্মরাগমণিটা সবার হাত ঘুরে আমার হাতে এলো একসময়, সে তো আপনারা গতকাল নিজের চোখেই দেখেছেন। আমি সেটা পরীক্ষা করে দেখার অছিলায় সবার নজর এড়িয়ে আমার পকেটে চালান করে দিই। এবং এমনি অন্যমনস্কভাব দেখাই তখন যে, যেন ওটার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহই নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার সেই গোপন কার্যকলাপ একজন ঠিক দেখে ফেলেন। রাতে আমি যখন বিছানায় শুয়ে পড়ি তখন সেই লোকটি আমার ঘরে ঢোকেন সেই পদ্মরাগমণির খোঁজে। তিনি আমার দেহেও তল্লাসী চালান। পদ্মরাগমণির সন্ধান তিনি পাননি। কিন্তু কেন?'

'কারণ', রুদ্ধশ্বাসে বলল মাইকেল, 'আপনি সেটা ব্রিজিটকে দিয়েছিলেন, আপনি সেটাই তো বলতে চান। আর সেই কারণেই,—কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মানে, দেখুন এখানে, কি ঘটেছে?'

পোয়ারো তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'এখন চলুন লাইব্রেরিতে যাওয়া যাক,' বলল সে, 'আর জানালার দিকে তাকান, আমি এমন কিছু দেখাব যা এই রহস্যের ব্যাখ্যা করতে পারে।'

পোয়ারো এগিয়ে চলল লাইব্রেরি ঘরের দিকে, আর অন্যেরা তাকে অনুসরণ করল।

'আর একবার ভেবে দেখুন' পোয়ারো বলল, 'অপরাধের দৃশ্যপট তথা নাট্যমঞ্চটার কথা ভেবে দেখুন।' এই বলে সে জানালার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। একই সঙ্গে তারা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল পোয়ারোর দিকে। কি আশ্চর্য, সবাই সেই জানালাপথে তাদের দৃষ্টি ফেলে দেখল, সেই নির্দিষ্ট জায়গায় কারোর দেহ পড়ে নেই, সেই বিয়োগান্ত নাটকের কোনো চিহ্নই দেখতে পাওয়া গেল না সেখানে। তার বদলে সেখানে রাশি রাশি তুষার পড়ে থাকতে দেখা গেল।

'এটা আদৌ কোনো স্বপ্ন নয়, তাই কি?' কলিন অস্পষ্ট ভাষায় বলে উঠল, 'আমি কি মনে করি জানেন মঁসিয়ে, মনে হয় কেউ বোধহয় ব্রিজিটের মৃতদেহটা ওখান থেকে সরিয়ে ফেলে থাকবে।'

'আহা', উত্তরে পোয়ারো বলল, 'দেখুন, এ আর এক রহস্য। রহস্যের পর রহস্য, ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। ব্রিজিটের মৃতদের উধাও হয়ে যাওয়ার রহস্য।' মাথা নাড়ল পোয়ারো আর তাদের দিকে পিটপিট করে তাকাল সে।

'হায় ঈশ্বর,' মাইকেল মৃদু চিৎকার করে উঠল। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি, আপনি সব জেনেশুনেও তাকে ছেড়ে দিলেন? ওহো দেখুন, ও আমাদের সঙ্গে সব সময় ছিল!'

পোয়ারো আবার পিটপিট করে তাকাল।

'দেখো বৎস, এ কথাও সত্যি যে, আপনারা যে আমার সঙ্গে একটু কৌতুক করতে চেয়েছিলেন, সে আমি আগেভাগেই জেনে যাই। আমি আপনাদের পরিকল্পনার কথাও জানতে পারি, বুঝলেন। আর তাই আমি একটা পাল্টা নাটক মঞ্চস্থ করার আয়োজন করি, এ আমার নিজস্ব পরিকল্পনা। আহা বেচারী মাদামোয়াজেল ব্রিজিট! আমি আশা করি, এর থেকে খারাপ কিছু আর হতে পারে না, তুষারের ওপর ওঁর মৃতদেহ ফেলে রাখা! আপনারা যদি এই কৌতুক নাটক করতে গিয়ে সেটা বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত করেন, আমি সেটা কখনোই ক্ষমার চোখে দেখতে পারি না। তাই আমিও পাল্টা একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে বাধ্য হই। তবে আমার এই নাটক আপনাদের বিয়োগান্ত নাটকের ঠিক উল্টো, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা কৌতুক নাটক, অবশ্যই এর মধ্যে দুঃখের কোনো নাম-গন্ধ নেই, বরং এ নাটকের শেষ দৃশ্যে আপনারা অবশ্যই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন। আর সেটা আপনারা নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করুন!'

আর ঠিক সেই সময়ে সবাইকে চমকে দিয়ে ব্রিজিট ঘরে এসে ঢুকল সশরীরে। মৃত নয় একেবারে জীবন্ত চেহারায়। তার পরনে ছিল একটা পুরু স্কার্ট এবং পশমের সোয়েটার। হাসছিল সে।

পোয়ারোও তেমনি হাসিমুখে ব্রিজিটের উদ্দেশ্যে বলল, 'মাদামোয়াজেল, আপনার ঘরে আমি কড়া ব্রান্ডি পাঠিয়েছিলাম, আপনি সবটা পান করেছেন তো?'

'না, না, এক চুমুকই যথেষ্ট', তেমনি হাসতে হাসতে বলল ব্রিজিট, 'এক চুমুকই যথেষ্ট! চিন্তা করবেন না, আমি ঠিক আছি। মঁসিয়ে পোয়ারো, হাতটায় এখনো যন্ত্রণা অনুভব করছি এই কারণে, ওই যে আপনি আমার রক্তের শিরা চেপে রাখার যন্ত্র বসিয়েছিলেন, যাতে করে নাড়ির স্পন্দন স্থির হয়ে যায়, সেটা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার দরুণই এই যন্ত্রণা ভোগ করা। তবে এখন ধীরে ধীরে আমার শরীরের রক্ত চলাচল যথেষ্ট স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে, চিন্তার কিছু নেই।'

'দারুণ অভিনয় করেছেন, আপনার এ কাজের কোনো তুলনা নেই', পোয়ারো উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল। 'অপূর্ব। কিন্তু দেখুন, অন্য সবাই এখনো কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তাই এ ব্যাপারে আরও একটু খোলসা করা দরকার। হ্যাঁ, গতকাল রাত্রে আমি মাদামোয়াজেল ব্রিজিটের কাছে গেছলাম। আমি ওঁকে বলেছিলাম, আমি আপনার অভিনয়ের কথা জানি এবং ওঁকে বলি, যদি তিনি আমার হয়ে একটু বাড়তি অভিনয় করেন তাহলে আমি বাধিত হবো। যাইহোক, আমার খাতিরেই হোক উনি অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে খুব সুন্দর অভিনয় করলেন। উনি মিস্টার লী-ওয়ার্টলির জুতোর ছাপ তুষারের ওপর নিখুঁতভাবে ফেলে ওঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।'

সারা অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, এ সবের সূত্র কি বলবেন? পুলিশকে ডেকে আনার জন্যে ডেসমন্ডকে পাঠানোর উদ্দেশ্য কি? পুলিশ যখন তদন্ত করতে এসে জানবে যে, এ সবই মিথ্যে, খুনের অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়, তখন ওঁরা কি ক্রুদ্ধ হবেন না?

পোয়ারো শান্তভাবে বলল :

'কিন্তু মাদামোয়াজেল, আমি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও সে কথা ভাবি না এই কারণে যে, মিস্টার লী-ওয়ার্টলি আদপে পুলিশকে ডেকে আনতে যায়নি, পোয়ারো বলল, 'খুন এমনি একটা জিনিস যার সঙ্গে মিস্টার লী-ওয়ার্টলি নিজেকে একেবারেই মিশিয়ে ফেলতে চান না। সে তার স্নায়ুতন্ত্রী একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। সে কেবলি দেখতে পাচ্ছে, সেই পদ্মরাগমণিটা ফিরে পাওয়ার সুযোগ কেমন সহজেই না পেয়ে গেছে। সেটা সে ছিনিয়ে নিয়েছে ব্রিজিটের হাত থেকে। বাড়িতে ফোনটা বিকল হওয়ার ভান করে সে নিজেই পুলিশ স্টেশনে ছুটে গেছে, এটাও একটা তাঁর ভান বই কিছুই নয়। আমি মনে করি, আপাতত বেশ কিছুদিন আপনারা তাঁকে দেখতে পাবেন না। আমি জেনেছি, তিনি এখন তাঁর নিজস্ব পথে ইংলন্ডের বাইরে চলে যাচ্ছেন। ওঁর নিজস্ব একটা বিমান আছে, তাই না মাদামোয়াজেল?'

সারা মাথা নেড়ে সায় দেয়। 'হ্যাঁ', সে আরও বলল, 'আমরা এখন ভাবছি—' এখানে সে নীরব হলো।

'উনি আপনাকে ইলোপ করতে চেয়েছিলেন ওই পথে, তাই চাননি উনি? বন্ধুগণ, দেশ থেকে ওই রকম মূল্যবান রত্নটি স্মাগল করা অত্যন্ত ভাল পথ। আপনি যখন কোনো মেয়েকে ইলোপ করছেন, আর সেই ঘটনাটা প্রচারিত হচ্ছে, তখন সেই ঐতিহাসিক রত্নটিও নিয়ে যে আপনি পালাচ্ছেন কেউ আপনাকে সন্দেহ করবে না। ও হ্যাঁ, সেটা আপনাকে ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রতারিত করার পক্ষে যথেষ্ট।'

'আমি সেটা বিশ্বাস করি না।' সারা প্রতিবাদ করে উঠল, 'আমি এর এক বর্ণও বিশ্বাস করি না।'

'ঠিক আছে, আমার কথা বিশ্বাস না করেন তো ওঁর বোনকেই জিজ্ঞেস করুন না কেন', পোয়ারো শান্তভাবে মাথা নাড়ল। সারা তার মাথাটা দ্রুত ঘোরাল।

সোনালী চুলের একটি মেয়ে দরজাপথে দাঁড়িয়েছিল। তার পরনে ছিল ফারের কোট এবং চোখে অমঙ্গলের ভ্রূকুটি। তাকে খুবই বিক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল, যেকোনো মুহূর্তে রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়তে পারে সে।

'শোনো বোন, আমি নিজে ...ায়ে দাঁড়িয়ে আছি এখন,' বলল সে রাগতস্বরে। 'ওই শুয়োরের বাচ্চাটা কখনোই ...ার ভাই নয়! ও ঠগ, প্রতারক, তা না হলে আমাকে ফেলে পদ্মরাগমণি নিয়ে পাল... সমস্ত ব্যাপ...াই তার মস্তিষ্কপ্রসূত পরিকল্পনা। আমাকে সে তার কাজে লাগায় ...েক টাকার লেনদেন, আমি দুঃখিত। কেলেঙ্কারির ভয়ে তারা কখনোই তার বির ...ভিযোগ আনবে না। কথা ছিল প্যারিসে গিয়ে ডেসমন্ড আর আমি ওই চুরির ...িসটা ভাগ করে নেব। অথচ ওই শুয়োরের বাচ্চাটা আমাকে ফেলে পালিয়ে গেল! ...ামি তাকে খুন করতে চাই। এখন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এখান থেকে বেরি... যেতে চাই। আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন ট্যাক্সির জন্য ফোন করবেন?'

'সদর দরজায় একটা গাড়ি আপনাকে স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে মাদামোয়াজেল', পোয়ারো বলল।

'আপনি সব কিছুর জন্যেই চিন্তা করেন, করেন না?'

'সব না হলেও অনেক ব্যাপারেই আমাকে মাথা ঘামাতে হয় বৈকি,' আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলল পোয়ারো।

কিন্তু পোয়ারো অত সহজে ব্যাপারটা ছাড়তে চাইল না। নকল মিস লী-ওয়ার্টলিকে গাড়িতে চড়িয়ে দিয়ে পোয়ারো ফিরে এসে দেখল কলিন তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

কলিনের বালকসুলভ চোখে ভ্রূকুটি।

'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি জানতে চাই পদ্মরাগমণিটার ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য? আপনি কি বলতে চান সেটা নিয়ে আপনি ডেসমন্ডকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন?'

পোয়ারোর মুখ ঝুলে পড়ল। সে তার প্রিয় গোঁফে মোচড় দিতে থাকল। এই মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হবে সে যেন অসুস্থ।

'আমি সেটা পুনরুদ্ধার করব', দুর্বলভাবে বলল সে। 'অন্য আরও উপায় আছে। আমি এখনো—'

'ঠিক আছে, আমি কি মনে করি জানেন', মাইকেল বলল। ওই শুয়োরের বাচ্চাটাকে পদ্মরাগমণিটা নিয়ে পালাতে দিন!

ব্রিজিট তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠল,' সে আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসবে, আপনিও তো তাই মনে করেন মঁসিয়ে পোয়ারো, করেন না?'

'মাদামোয়াজেল, শেষবারের মতো একবার ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করা যাক, কি বলেন! আমার বাঁদিকের পকেটের মধ্যে কোনো কিছু অনুভব করেন কিনা দেখুন তো!'

ব্রিজিট তার একটা হাত পোয়ারোর বাঁদিকের ট্রাউজারের পকেটে ঢোকায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিজয়িনীর হাসি হেসে দ্রুত হাতটা বার করে আনলো। সেই তথাকথিত লাল পাথরটা তখন তার হাতের তালুতে জ্বলজ্বল করছিল, লাল দ্যুতি ঠিকরে পড়ছিল সেটা থেকে।

'এবার বুঝতে পারছেন তো', পোয়ারো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলল, 'আপনার হাতের তালুবন্দী হয়ে যে লাল পাথরটা ছিল সেটা নকল, আসলটার অনুরূপ। যদি বিকল্প একটার প্রয়োজন হয়, সে কথা মাথায় রেখেই লন্ডন থেকে সেই নকল লাল পাথরটা সঙ্গে করে এনেছিলাম। বুঝেছেন? আমরা কোনো কেলেঙ্কারী চাই না। মঁসিয়ে ডেসমন্ড ওই লাল পাথরটা প্যারিস, বেলজিয়াম কিংবা অন্য যেখানেই তাঁর সহযোগীদের কাছে বিক্রী করতে যাবেন, তখনই তিনি বুঝতে পারবেন ওটা আসল নয় নকল! কি মজা বলুন তো? আমাদের তরফে এর থেকে বেশি আনন্দ আর কি হতে পারে বলুন? যার শেষ ভাল তার সব ভাল। আমাদের ক্ষেত্রেও সব কিছুই শেষ হলো

এক অনাস্বাদিত সুখের মধ্যে দিয়ে। কলঙ্ক এড়ানো গেল, আবার সেই সঙ্গে আমার মক্কেল ছোট রাজাও তাঁদের বংশের ঐতিহাসিক রত্নটিও ফিরে পেলেন। আশাকরি তিনি তাঁর দেশে ফিরে গিয়ে এবার তাঁর মনোনীত মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারবেন। দেখলেন তো সব শেষেরই ভাল ফল কেমন পাওয়া যায়।'

'কেবল আমার ছাড়া', সারা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বলল।

এতো নিচু গলায় সে বলল যে পোয়ারো ছাড়া অন্য আর কেউ শুনতেই পেলো না। পোয়ারো ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

'মাদামোয়াজেল, আপনি ভুল করছেন। আপনারও ভাল হয়েছে বৈকি! আপনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সব অভিজ্ঞতাই মূল্যবান। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, আপনার সামনে ভয়ঙ্কর সুখ অপেক্ষা করছে।'

'এ কথা শুধু আপনিই বলেন,' সারা বলল।

'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো দেখুন', কলিন ভ্রূকুটি করে বলল, 'আমরা যে আপনার জন্য একটা কৌতুক নাটকের অবতারণা করতে যাচ্ছি আপনি জানলেন কি করে?'

'সব কিছু জানাই তো আমার পেশা', পোয়ারো হাসতে হাসতে বলে তার গোঁফে তা দিল খুশির মেজাজে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা তো বটেই। কিন্তু আপনি কি করে যে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন বুঝতে পারছি না। আমাদের দল থেকে ভাগ হয়ে গিয়ে কেউ আপনার কাছে আমাদের পরিকল্পনার কথা কি বলে দিয়েছে?'

'না, না, তা নয়।'

'তাহলে কি ভাবে? বলুন আমাদের কি ভাবেই বা আপনি আমাদের পরিকল্পনার কথা জানতে পারলেন?'

এরপরেই সমবেতভাবে সবাই একই সুরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, বলুন আমাদের কি ভাবে—'

'কিন্তু না, আমি বলতে পারব না', পোয়ারো প্রতিবাদ করে উঠল। 'আমি যদি আপনাদের বলে দিই কি ভাবে আমি অনুমান করলাম, তাহলে আপনারা তখন হয়তো ভাববেন, আরে এ তো কিছুই নয়। যে কেউ পারে, অতি সহজ ব্যাপার। আরও কত কি বলতে পারেন আপনারা তখন। এটা অনেকটা ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করার মতো, যে তার যাদুর খেলা অত্যন্ত সুচারুরূপে দেখিয়ে থাকে।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, দয়া করে আমাদের বলুন! বলুন আমাদের!'

'আপনারা কি সত্যি সত্যি চান, আপনাদের জন্যে শেষ রহস্যটার সমাধান করি?'

'হ্যাঁ, বলুন আমাদের বলুন।'

'আহা, আমি মনে করি আমি বোধহয় বলতে পারব না। তাতে আপনারা এতই নিরাশ হবেন যে,—

'তবু তা সত্ত্বেও বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমরা আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারছি না। বলুন, আপনি জানলেন কি করে?'

'বেশ, আপনারা যখন এতই নাছোড়াবান্দা, তাহলে বলছি শুনুন। গতকাল চায়ের আসর শেষ হওয়ার পর আমি লাইব্রেরিতে জানালার ধারে একটা চেয়ারে বসেছিলাম একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। জানালার ওপারে আপনারা আপনাদের সেই পরিকল্পনার ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন তখন, আপনাদের এক উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে চিৎকারের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। জানালা খোলাই ছিল, তাই আপনাদের গোপন পরামর্শের কথা আমি কান পেতে শুনে ফেললাম।'

'এই কি সব?' কলিন একটু বিরক্ত হয়েই বলল, 'সত্যি, কি সহজ ব্যাপার!'

'তাই নয় কি?' পোয়ারো হাসতে হাসতে বলল, 'আপনাদের মুখের অভিব্যক্তি দেখে বেশ বুঝতে পারছি আপনারা বিরক্তবোধ করছেন। এ কথা আমি আগেই আপনাদের বলেছিলাম, মনে আছে তো?'

'ওহো, খুব মনে আছে', মাইকেল বলল, 'সে যাইহোক, আমরা এখন সব কিছুই জেনে গেছি।'

'জেনেছেন নাকি?' পোয়ারো নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে উঠল। 'আমি কিন্তু জানতে পারিনি। আমি, যার পেশাই হলো সব কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা।'

এরপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘরে গিয়ে হাজির হলো, মাথাটা একটু দোলালো। কারণ প্রায় কুড়িবার সে তার পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে পড়েছে। সেই সতর্কবাণী : 'কিশ্‌মিশ্ আর ফলের তৈরি পুডিং খাবেন না। আমি আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনার ভালর জন্যেই বললাম।...'

পোয়ারো আপন মনে মাথা নাড়ল। সে সব কিছুরই ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু এর ব্যাখ্যা সে করতে পারে না। অপমানকর। কে এটা লিখেছে? আর কেনই বা লেখা হয়েছে? সেটা না জানা পর্যন্ত তার মনে মুহূর্তের জন্যেও শান্তি আসছিল না। হঠাৎ সে তার ভাবাচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতেই এক অদ্ভুত শব্দ তার কানে ভেসে এলো, মনে হলো সে যেন হাঁপাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে নিচের দিকে তাকাল। তখন মেঝে ধোয়া-মোছার কাজে ব্যস্ত ছিল একটি পরিচারিকা। বড় বড় চোখ করে সে পোয়ারোর হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়েছিল।

'ওহো স্যার', মেয়েটি বলে উঠল, 'ওহো স্যার, দয়া করে আমার কথা শুনুন স্যার—'

'কে, কে তুমি বাছা?' পোয়ারো নরম গলায় জিজ্ঞেস করল।

'অ্যানি বেটিস স্যার। আমি এখানে এসেছিলাম মিসেস রোজকে সাহায্য করার জন্য। আমার কি করা উচিত নয় আমি একেবারেই জানতাম না স্যার। আমি খারাপ কিছু ভেবে এ কাজ করিনি, বিশ্বাস করুন স্যার, আমি যা করেছি সে সবই আপনার ভালর জন্যই।'

পোয়ারো যেন এই রহস্য সমাধানের ক্ষীণ একটা আশার আলো দেখতে পেল। সেই নোংরা কাগজের টুকরোটা সে তেমনি তার হাতে ধরে রাখল।

'এটা কি তোমার লেখা অ্যানি?'

'হ্যাঁ স্যার, কিন্তু আমি খারাপ ভেবে বা আপনার কোনো ক্ষতি করব বলে লিখিনি স্যার। বিশ্বাস করুন স্যার, সত্যি আমার মনে কোনো পাপ ছিল না তখন।'

'অবশ্যই খারাপ কিছু ভেবে তুমি করোনি অ্যানি।' তার দিকে তাকিয়ে হাসল পোয়ারো। 'কিন্তু এ ব্যাপারে তোমাকে বলতে হবে, কেন তুমি এটা লিখেছো?'

'বেশ তাহলে শুনুন স্যার। ওঁদের দু'জনের জন্যে আমি লিখতে বাধ্য হয়েছি স্যার, মানে মিস্টার লী-ওয়ার্টলি আর তাঁর বোন। তবে তাই বলে এই নয় যে, উনি মিস্টার লী-ওয়ার্টলির বোন। আমরা কেউই সে কথা কখনো ভেবে দেখিনি, ওঁদের সত্যিকারের সম্পর্কই বা কি? আর ভদ্রমহিলা সত্যি সত্যি অসুস্থও নন। আমরা এ সবই বলতে পারি এখন। আমরা ভেবেছিলাম, আমরা সবাই ভেবেছিলাম, একটা সন্দেহজনক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। স্যার, আমি আপনাকে সোজাসুজিই বলছি, আমি ওই মহিলার বাথরুমে গেছলাম ওঁর একটা তোয়ালে কাচার জন্যে, আর তিনি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওঁদের দু'জনের কথায় আড়ি পেতে শুনতে গিয়ে শিউরে উঠি। আমি ওঁদের এক জঘন্য পরিকল্পনার কথা শুনতে পাই। "এই গোয়েন্দা", মিস্টার লী-ওয়ার্টলি তখন বলছিলেন, "এই পোয়ারো ভদ্রলোক, যিনি এখানে এসেছেন, আমাদের কাছে বিপজ্জনক। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই লোকটিকে সরিয়ে ফেলতে হবে।" তারপর তিনি মেয়েটিকে একটা খুব খারাপ কথা বলেন, আতঙ্ক জাগানোর মতো কথা : "তা তুমি সেটা কোথায় রেখেছ?" মেয়েটি উত্তরে বলে, "পুডিংয়ের ভেতরে।" ওহো স্যার, এমন একটা ভয়ঙ্কর কথা শোনার পর আমার বুকের কাঁপন বেড়ে যায়, আমার তখন মনে হয়েছিল, আমার নাড়ির স্পন্দন বুঝি স্তব্ধ হয়ে যাবে। আমি ওঁদের ওই সব গোপন আলোচনা থেকে বুঝে যাই যে, ওঁরা খ্রিস্টমাস পুডিংয়ে বিষ মিশিয়ে আপনাকে সরাতে চাইছেন। কি করব আমি তখন বুঝতে পারিনি, ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। মিসেস রোজকে কথাটা বললে আমার মতো করে তিনি বুঝতে চাইবেন না, এক কথায় আমার আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দেবেন। আর তারপরেই আমার মাথায় একটা মতলব এসে যায়, ভাবলাম আপনাকে একটা চিঠি লিখে আপনাকে সতর্ক করে দেব। কথাটা ভাবা মাত্র সেটা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য চিরকুটটা আপনার বালিশের নিচে রেখে আসি তখনি এই ভেবে যে, বিছানায় শুতে এলে সেটা আপনার নজরে পড়বেই।' রুদ্ধশ্বাসে এত সব কথা বলে অ্যানি এখানে এসে থামল।

বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে অ্যানির দিকে তাকিয়ে থেকে তাকে নিরীক্ষণ করতে থাকল পোয়ারো।

'অ্যানি, আমার মনে হয় তুমি উত্তেজনাপূর্ণ ছবি খুব বেশি দেখে থাকো,' পোয়ারো বলল অবশেষে, 'কিংবা সম্ভবত অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখার প্রতিক্রিয়া এটা! কিন্তু

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই যে, তোমার হৃদয়টা খুবই কোমল আর তোমার মধ্যে একটা উদ্ভাবনী দক্ষতা আছে। আমি যখন লন্ডনে ফিরে যাব তখন আমি তোমাকে একটা উপহার পাঠিয়ে দেব।'

'ওহো ধন্যবাদ স্যার। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ স্যার।'

'তা অ্যানি, তুমি কিরকম উপহার পছন্দ করো?'

'যে কোনো জিনিসই আমার পছন্দ হবে। তবে আমার একটা পছন্দের কথা বলব স্যার?'

'অবশ্যই!' পোয়ারো অমায়িক গলায় বলল, 'বলে ফেলো কি তোমার পছন্দ?'

'ওহো স্যার, একটা ভ্যানিটি ব্যাগ কি পেতে পারি? মিস্টার লী-ওয়ার্টলির বোনের ভ্যানিটি ব্যাগের মতো।'

'হ্যাঁ', পোয়ারো তার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ আমার মনে হয় আমি সেটার ব্যবস্থা করতে পারি।' এখানে একটু থেমে পোয়ারো আবার বলল, 'এটা খুবই আগ্রহের ব্যাপার। একদিন আমি একটা মিউজিয়ামে গেছলাম, সেখানে ব্যাবিলন কিংবা অন্য কোনো জায়গার কিছু প্রাচীন নিদর্শন দেখেছিলাম, হাজার হাজার বছরের প্রাচীন, আর সেগুলোর মধ্যে ছিল কতকগুলো কসমেটিক বাক্স। এ সবের পছন্দের পিছনে নারী হৃদয়ের কোনো পরিবর্তনই হয় না, সবার একই পছন্দ...' পোয়ারো এ সব কথা নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে গেল।

'মাপ করবেন স্যার', অ্যানি অনুরোধ করল, 'কি যেন বললেন। দয়া করে আর একবার বলবেন স্যার?'

'না, কিছু না,' পোয়ারো বলল। 'বাছা, তুমি তোমার পছন্দের ভ্যানিটি ব্যাগ ঠিক পাবেই।'

'ওহো ধন্যবাদ স্যার। সহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে স্যার।'

পরমানন্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অ্যানি। পোয়ারো অপসৃয়মান অ্যানির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর একসময় সন্তুষ্ট হয়ে নিজের মাথা নাড়ল।

'আহা', পোয়ারো নিজের মনেই বলে উঠল। 'আর এখন আমি যেতে পারি। এখানে আমার আর কোনো কাজ রইল না।'

এই সময় হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে একজোড়া হাত তার কাঁধটা আঁকড়ে ধরল।

'আপনি যদি একবার চিরহরিৎ গাছের নিচে এসে দাঁড়ান,' ব্রিজিট বলে উঠল।

কথাটা বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করল এরকুল পোয়ারো। নিজের মনে সে বলে উঠল, 'খুব ভাল একটা খ্রিস্টমাস পেয়েছে সে।'

এই গল্পের মূল অনুবাদ, 'খ্রিস্টমাস অ্যাডভেঞ্চার' পাওয়া যাবে 'হোয়াইল দ্য লাইট লস্টস অ্যান্ড আদার স্টোরিস' ভলিউমে।

লেমিসুরিয়ারের উত্তরাধিকার

THE LEMESURIER INHERITANCE

'দ্য লেমিসুরিয়ার ইনহেরিট্যান্স' ১৯২৩ সালের খ্রিস্টমাসে প্রথম প্রকাশিত হয় "দ্য ম্যাগপি" পত্রিকায়।'

পোয়ারোর অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কেসের তদন্ত আমি করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় সেই সব অভূতপূর্ব ধারাবাহিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে অন্য কোনো কেসের তুলনাই হয় না। এই কেসের প্রতি আমাদের আগ্রহ ছিল অপরিসীম, তাই বছরের পর বছর ধরে এই কেসের দিকে মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়েছিল আমাদের এবং শেষ পর্যন্ত এই জটিল কেসের সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিল পোয়ারো। আমরা প্রথম মনোযোগ দিই এক সন্ধ্যায় লেমিসুরিয়ারের পারিবারিক ইতিহাসের ওপর তখন যুদ্ধ চলছে। বেলজিয়ামে থাকার সময় আমার আর এরকুল পোয়ারোর মধ্যে পরিচয়ের পর যে বন্ধুত্বের বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হয়েছিলাম সেটা পুনঃনবীকরণের জন্য সম্প্রতি আবার আমরা একত্রে মিলিত হই। পোয়ারো ওয়্যার অফিসে কিছু ছোট ছোট কাজের ভার নিয়েছিল এবং কাজটা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করে কাজটা শেষ করেছিল সে। এরপর আমরা কার্লটনে ব্রাস হ্যাটের সঙ্গে আহার সারলাম। খাবার মাঝখানে ব্রাস হ্যাট পোয়ারোর কাজের খুব প্রশংসা করলো। অন্য এক জায়গায় কারোর সঙ্গে দেখা করতে হবে বলে ব্রাস তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গ ছেড়ে চলে গেল। এবং কফির পেয়ালায় কিছুক্ষণ চুমুক দিয়ে আমরাও তার মতো চলে আসার জন্য উদ্যোগী হলাম।

আমরা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে যাবো ঠিক সেই সময়ে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখলাম, তরুণ ক্যাপ্টেন ভিনসেন্ট লেমিসুরিয়ার ডাকছে, তার সঙ্গে পরিচয় আমার ফ্রান্সে। তার সঙ্গে একজন বয়স্ক লোক, তাদের দু'জনের মুখের আদল একই রকম হওয়াতে বোঝা যায় যে, তারা সেই পরিবারের সদস্য। ক্যাপ্টেন ভিনসেন্ট তার সঙ্গী বয়স্ক লোকটিকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো মিস্টার হুগো লেমিসুরিয়ার হিসেবে, আমার বন্ধুর কাকা তিনি।

সত্যি কথা বলতে কি ক্যাপ্টেন লেমিসুরিয়ারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আদৌ তেমন অন্তরঙ্গ ছিল না, আর আমি তাকে খুব ভাল একটা জানি না। তবে সামান্য আলাপেই বুঝেছি, চমৎকার হাসিখুশিতে ভরা যুবক সে। তবে একটু যেন স্বপ্নবিলাসী, তার

আচরণে এমনটিই প্রকাশ পেতে দেখা যায়। আমার মনে আছে আমি যেন শুনেছিলাম, ভিনসেন্ট এক প্রাচীন অভিজাত পরিবারের ছেলে, নর্দামবার্ল্যান্ডে তাদের প্রচুর ধন-সম্পত্তি আছে। পোয়ারো আর আমার কোনো তাড়া ছিল না। তরুণ ভিনসেন্টের আহ্বানে আমরা আমাদের দু'জন নতুন বন্ধুর সঙ্গে একটা টেবিলের সামনে গিয়ে বসলাম এবং খোশমেজাজে আমরা নানান বিষয়ে আলোচনা করতে থাকলাম। বয়স্ক লেমিসুরিয়ারের বয়স প্রায় চল্লিশ। তিনি এখন সরকারের হয়ে কেমিক্যাল রিসার্চের কাজে নিযুক্ত আছেন।

আমাদের সেই আলোচনায় বাধা পড়লো এক দীর্ঘদেহী যুবকের আবির্ভাবে, আমাদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে সে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাদের দু'জনকেই একসঙ্গে পেয়ে গেলাম!' চিৎকার করে উঠলো সে।

'কি ব্যাপার রজার?'

'ভিনসেন্ট, তোমার বাবা একটা দুর্ঘটনায় পড়েছেন। একটা কমবয়সী ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেছেন।'

এরপরের কথা শোনার কোনো আগ্রহ দেখা গেলো না ভিনসেন্টের। মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমাদের দুই বন্ধু আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ভিনসেন্টের বাবা যখন ঘোড়ায় চড়ার চেষ্টা করছিলেন তখনি দুর্ঘটনাটা ঘটে। ওঁর জীবন এতই বিপন্ন যে, কাল সকাল পর্যন্ত ওঁর পরমায়ুর কোনো প্রতিশ্রুতিই দিতে পারেনি চিকিৎসকরা। বাবার এমন খারাপ অবস্থা শুনে স্বভাবতই ভিনসেন্ট অত্যন্ত বিচলিত, তার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেছে। একটা ব্যাপারে আমি খুবই বিস্মিত। আগে ফ্রান্সে প্রথম আলাপের সময় তার সঙ্গে কথা বলার সময় আমার ধারণা হয়েছিল, সে ও তার বাবার মধ্যে বন্ধুত্বের ভাব নেই, দু'জনের সম্পর্কটা যেন অনেকটা সাপে-নেউলের মতো। তাই এখন তার বাবার প্রতি ভাল টানের লক্ষণ নেহাতই চমক দেবার মতোই মনে হয়েছে আমার কাছে।

দীর্ঘদেহী যুবকটি, যাকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভিনসেন্টের খুড়তুতো ভাই মিস্টার রজার লেমিসুরিয়ার হিসেবে আমাদের পিছনে পিছনে আসছিল সে। তাই আমরা তিনজন একসঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

'নেহাতই এ এক রহস্যজনক ব্যাপার, এ হলো তরুণ রজারের পর্যবেক্ষণ। মঁসিয়ে পোয়ারো সম্ভবত এটা আপনাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করতে পারে। জানেন মঁসিয়ে, আমি আপনার নাম অনেক আগেই শুনেছি, কার কাছ থেকে জানেন? হিগিনসনের কাছ থেকে (হিগিনসন আমাদের ব্রাস হ্যাটের বন্ধু।) সে বলেছে, আপনি নাকি মনস্তত্ত্বের পোকা, এ ব্যাপারে আপনার জ্ঞান অনেক।'

'আমার জ্ঞানের দৌড় কতোদূর জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি যে, আমি মনস্তত্ত্বের পাঠ নিয়েছি,' হ্যাঁ ঠিক তাই, আমার বন্ধু সতর্কতার সঙ্গে স্বীকার করলো।

'আপনি আমার এই খুড়তুতো ভাইয়ের মুখটা কি দেখেছেন? সে যেন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, তাই নয় কি? এ আর কিছুই নয় মঁসিয়ে, এ হলো প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন পরিবারের অভিশাপ! একটু সময় করে আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু শুনতে চান?'

'অবশ্যই! আপনি যদি মনে করেন সেটা আমাকে শোনান আমি বাধিত হবো।'

রজার লেমিসুরিয়ার চকিতে একবার তার কব্জিঘড়ির দিকে তাকালো। নিজের মনেই মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমার হাতে এখন অনেক সময় আছে। আমি ওদের সঙ্গে মিলিত হবো কিংস ক্রসে, দেরী আছে অবশ্য। অতএব শুরু করছি, হ্যাঁ মঁসিয়ে পোয়ারো, প্রথমেই আপনাকে বলে রাখি, লেমিসুরিয়াররা এক অতি প্রাচীন পরিবার। মধ্যযুগীয় এক সময়ে ফিরে যাচ্ছি, লেমিসুরিয়ার এক পুরুষ তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। তিনি সেই মহিলাটিকে একদিন সন্দেহজনক অবস্থায় দেখতে পান। মহিলাটি তখন তাঁর স্বামীর কাছে শপথ নিয়ে বলেন তিনি নিরপরাধ এবং অসহায়, কিন্তু বৃদ্ধ ব্যারন হুগো তাঁর কোনো কথা শুনতে চাননি। ভদ্রমহিলার একমাত্র সন্তান, পুত্র-সন্তান। কিন্তু মিস্টার লেমিসুরিয়ার শপথ নিয়ে বলেছিলেন, সেটি তাঁর সন্তান নয়, তাই তার পিতৃত্ব তিনি অস্বীকার করেন, এবং ঘোষণা করেন, ওই অবৈধ সন্তান তাঁর উত্তরাধিকারী হতে পারে না কখনো। তারপর তিনি কি করলেন বলতে ভুলে গেছি, ব্যবসায়িক লোকের মতো তিনি কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে মা ও ছেলের দিকে এগিয়ে যান। মা ও ছেলে দু'জনকেই হত্যা করেন, স্ত্রীর মৃত্যুর আগে নিজের সততাকে সমর্থন করে প্রতিবাদ করে বলে যান, তিনি নির্দোষ এবং লেমিসুরিয়ারের বংশের উদ্দেশ্যে অভিশাপ দিয়ে যান, আর তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে যান, সেই অভিশাপের প্রতিক্রিয়া তাঁদের বংশপরম্পরার ওপর বর্তাবে, শান্তির মুখ তাঁদের বংশের কেউ আর দেখতে পাবে না তারপর থেকে। লেমিসুরিয়ারের বংশের কোনো পুরুষের প্রথম সন্তান তাঁদের ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না, আর এভাবেই সেই শতাব্দী প্রাচীন অভিশাপের জের চলতে থাকে, আজও তার জের টেনে চলেছে লেমিসুরিয়ারদের পরবর্তী বংশধররা। এই সুদীর্ঘ সময়ে ভদ্রমহিলার নির্দোষিতা নিঃসন্দেহে প্রভাবিত হয়েছে তাঁর পরিবারে। আমার বিশ্বাস, পরবর্তীকালে হুগো তাঁর ভুল সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত হয়ে থাকবেন। কিন্তু রহস্যময় ব্যাপার হলো, সেদিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রথম সন্তান কখনো এই পরিবারের ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেনি। তার বদলে উত্তরাধিকারী হয়েছেন দ্বিতীয় পুত্র কিংবা তাঁর অন্য ভাইয়েরা অথবা ভাইপোরা।

ভিনসেন্টের বাবা পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র, বড় ছেলে ছেলেবেলাতেই মারা যায়। অবশ্যই সারাটা যুদ্ধের সময় ভিনসেন্টকে বোঝানো হয়েছে, আগে বংশের অভিশাপে যারাই প্রতারিত হোক না কেন তিনিও তার ব্যতিক্রম হবেন না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, তাঁর দুই ছোট ভাই যুদ্ধে নিহত আর তিনি নিজে অক্ষত রয়ে গেছেন।'

'এই পারিবারিক ইতিহাস দারুন আগ্রহ জাগায়,' পোয়ারো চিন্তিতভাবে বলল। কিন্তু

এখন ওর বাবা প্রায় মৃত্যুশয্যায়, আর উনি বড় ছেলে হিসেবে তাঁর বাবার উত্তরাধিকার হতে পারবেন?'

'ঠিক তাই, আপনার মতো আমিও ঠিক এটাই ভাবছি। সেই কোন মানধাতা আমলের বস্তাপচা অভিশাপে এখন মরচে ধরে গেছে এবং আজকের আধুনিক জীবনে সেটা কখনোই কার্যকর হতে পারে না।'

পোয়ারো মাথা নাড়লো।

এ নিয়ে তাদের পরিবারে কতোই না ঠাট্টা তামাশা হয়েছে, তার জন্যে যদিও সে দুঃখপ্রকাশ করলো, সঙ্গে সঙ্গে রজার আবার তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জানিয়ে দিলো, তাকে এখনি চলে যেতে হচ্ছে।

এই অভিশপ্ত কাহিনীর পরিণতি প্রকাশ হলো পরের দিন। ক্যাপ্টেন ভিনসেন্ট লেমিসুরিয়ারের হঠাৎ দুঃখজনক মৃত্যুর খবর শুনে আমরা বিস্মিত হয়ে গেলাম। তিনি স্কচ মেল-ট্রেনে চেপে উত্তর দিকে ভ্রমণ করছিলেন এবং রাতে কামরার দরজা খুলে নিশ্চয়ই রেললাইনে ঝাঁপিয়ে পরে থাকবেন। মনে হয় হঠাৎ তাঁর বাবার দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে থাকবেন। নতুন উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে লেমিসুরিয়ার পরিবারে প্রচলিত রহস্যময় কুসংস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়, আর তারই জের টেনে তাঁর বাবার ভাই রোনাল্ড লেমিসুরিয়ারকে সেই নতুন উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচিত করা হয়, যার একমাত্র পুত্র মৃত।

আমার ধারণা গত সন্ধ্যায় হঠাৎ আকস্মিকভাবে তরুণ ভিনসেন্টের সঙ্গে তাঁর জীবিত অবস্থায় আমাদের দেখা হয়ে যাওয়াতে আমাদের আগ্রহ দ্রুত বেড়ে গেলো, বিশেষ করে লেমিসুরিয়ার পরিবার সম্পর্কে। দু'বছর পরে রোনাল্ড লেমিসুরিয়ারের মৃত্যুটা আরও আগ্রহের সঙ্গে নোট করলাম। এখানে বলে রাখি, পারিবারিক এস্টেটের উত্তরাধিকার হওয়ার সময় থেকেই রোনাল্ড স্থায়ীভাবে পঙ্গু ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই জন উত্তরাধিকার হন। স্বাস্থ্যবান এবং হৃদয়বান পুরুষ, তাঁর একটি মাত্র পুত্র ইটনে থাকতেন।

লেমিসুরিয়ারদের ওপর নিশ্চয়ই একটা অশুভ নিয়তির ছায়া পড়ে থাকবে। ঠিক পরবর্তী ছুটির দিনেই ছেলেটি নিজেই নিজেকে মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। তাঁর বাবার মৃত্যুটা হঠাৎই কেমন অস্বাভাবিকভাবে যেন ঘটে গেলো ভয়ঙ্কর বিষাক্ত ভিমরুলের কামরে, এর ফলে সেই এস্টেটের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হলো পাঁচ ভাইয়ের কনিষ্ঠ হুগো লেমিসুরিয়ার। হুগোর প্রসঙ্গ উঠতেই আমাদের মনে পড়ে যায় অনেক বছর আগে কার্লটনে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাত্রে আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম।

লেমিসুরিয়ারদের ওপর অভূতপূর্ব দুর্ভাগ্য যেভাবে ধারাবাহিকভাবে নেমে এসেছিল, একটা অশুভ ছায়া বারবার গ্রাস করছিল তাঁদের, তার ওপর কোনোরকম মন্তব্য করতে চাইনি প্রথমে এই কারণে যে, এ ব্যাপারে আমরা কোনো আগ্রহই দেখাইনি। কিন্তু সময়

পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনেরও অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে ইতিমধ্যে, যার ফলে লেমিসুরিয়াদের ব্যাপারে এখন যেন বেশি করে সক্রিয় অংশ নিতে হচ্ছে।

একদিন সকালে মিসেস লেমিসুরিয়ার এসে হাজির হলেন আমাদের কাছে। দীর্ঘাঙ্গী মহিলার দৃঢ়তা, হাব-ভাব, চালচলন দেখে মনে হলো, তিনি খুবই সক্রিয়। বয়স সম্ভবত তিরিশের কাছাকাছি হবে। তাঁর কথায় অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারের বাসিন্দার কথার সুর যেন প্রতিধ্বনিত হতে শোনা গেলো।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আমার স্বামী হুগো লেমিসুরিয়ার বেশ কয়েক বছর আগে আপনার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সে অনেকদিন আগের কথা, তাই আমার আশঙ্কা, সেদিনের ঘটনার কথা হয়তো আপনার মনে নাও থাকতে পারে।'

'আমার খুব ভালভাবেই মনে আছে মাদাম। আমাদের দেখা হয়েছিল কার্লটনে।'

'বাঃ, অদ্ভুত আপনার স্মরণশক্তি তো। মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি খুবই চিন্তিত।'

'কি ব্যাপারে মাদাম?'

'আমার বড় ছেলের ব্যাপারে। জানেন আমার দুই ছেলে। বড় ছেলে রোনাল্ডের বয়স আট আর ছোট ছেলে জেরাল্ডের বয়স ছয়।'

'বলে যান মাদাম। বাচ্চাছেলে রোনাল্ডের ব্যাপারে যেন আপনি চিন্তিত?'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে কি বলবো, গত ছ'মাসের মধ্যে একটুর জন্যে তিন তিনবার মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছে সে। একবার এই গ্রীষ্মে আমরা যখন কর্নওয়ালে ছিলাম সেখানে সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছিল। দ্বিতীয়বার শিশুদের থাকার ঘরের জানালা থেকে পড়ে গিয়ে এবং তৃতীয়বার বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে সে।'

সম্ভবত পোয়ারো যা ভেবে রেখেছিল মিসেস লেমিসুরিয়ারের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যাওয়াতে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া তাঁর মুখে ফুটে উঠে থাকবে, আর তা দেখে তিনি হয়তো নিজেকে অপরাধী ভেবে থাকবেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিমায় বলে উঠলেন, আমি অবশ্য জানি, আপনি হয়তো ভাবছেন এ এক মূর্খ মহিলার প্রলাপ বই কিছু নয়।

'না, না তা হতে পারে না মাদাম। এমন এক ভয়ঙ্কর ঘটনায় যে কোনো মা ঘাবড়ে গেলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি এখন ভাবছি কি ভাবে আমি আপনার সাহায্যে আসতে পারি? আমি খুব একটা ভাল সাঁতারু নই যে ডুবন্ত ছেলেকে বাঁচাতে পারবো। তবে শিশুদের থাকার ঘরের জানালার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারি জানালায় কিছু লোহার রড বসিয়ে নিন। আর খাবারের ব্যাপারে মায়ের যত্ন আর সতর্কতাই হলো শেষ কথা!'

'তা না হয় হলো, কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, এসব দুর্ঘটনা বারবার কেবল রোনাল্ডের কেন হচ্ছে, জেরাল্ডের ক্ষেত্রেই বা কেন নয়?'

'এ হলো ভাগ্য মাদাম, ভাগ্য!'

'আপনি কি তাই মনে করেন?'

'তা মাদাম আপনি আর আপনার স্বামীই বা কি মনে করেন?'

মিসেস লেমিসুরিয়ারের মুখের ওপর চিন্তার একটা ছায়া পড়তে দেখা গেলো।

'হুগোকে বলে কোনো লাভ নেই, সে কোনো কথাই শুনবে না। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, আমাদের পরিবারে একটা অভিশাপ আছে, বংশের কোনো প্রথম পুত্র বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না। হুগো সেটা বিশ্বাস করে। পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গে ও একেবারে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আর সে এইসব কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমি যখন তার কাছে গিয়ে আমার এইসব ভয়ের কথা বলি সে তখন কি বলে জানেন? এ হলো আমাদের বংশের অভিশাপ, আমরা কেউই তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারি না। কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি স্টেটস্ থেকে আসছি, সেখানে এইসব কুসংস্কার কেউ বিশ্বাস করে না। এসব হলো পুরনো সব পরিবারের গল্পকথা। এসব আজগুবি গল্প বরং শীতের সন্ধ্যায় ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে রসিয়ে রসিয়ে বলতে ভালই লাগে, কিন্তু বাস্তবে কল্পনাও করা যায় না। আমি ছিলাম স্রেফ মিউজিক্যাল কৌতুক নাটকের অভিনেত্রী, সেই সময় হুগো আমার সঙ্গে মিলিত হয় আর আমি তখন ভেবেছিলাম, তার পরিবারের সেই অভিশাপ শুধুই কথার কথা, বাস্তবে যার কোনো স্থান নেই। কিন্তু সেই অভিশাপ যখন কারোর ছেলের ওপর নেমে আসে, আমি তখন চুপ করে আর বসে থাকতে পারি না, আমি তখন তাকে আমার বুকে আঁকড়ে ধরে রেখে আদর করি, তার মঙ্গল কামনা করি মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি তাদের জন্যে যে কোনো কাজ করতে পারি।'

'তাহলে আপনি আপনাদের পরিবারের সেই রূপকথা বিশ্বাস করেন মাদাম?'

'রূপকথার কাণ্ডকারখানা কি গাছপালার মধ্যে দিয়ে দেখা যায়?'

'মাদাম, আপনি কি বলতে চাইছেন ঠিক করে বলুন তো?' পোয়ারো মৃদু চিৎকার করে বলে উঠলো। তার মুখে একটা ভয়ঙ্কর বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

'আমি বলতে চাই, রূপকথার দৃশ্য কিংবা ভূত, আপনি যদি এই নামে অভিহিত করতে চান আমার আপত্তি নেই, হ্যাঁ যা বলছিলাম, সেটা কি এই গাছপালার মধ্যে দিয়ে দেখা যায়? আমি অবশ্য কর্নওয়ালের ব্যাপারে কিছু বলছি না। যে কোনো ছেলে বাইরে অনেক দূরে চলে যেতে পারে, আর সেখানে অসুবিধায় পড়তে পারে, যদিও রোনাল্ড চার বছর বয়স থেকেই সাঁতার কাটছে, কিন্তু গাছপালা অন্যরকম। আমাদের দুটি ছেলেই বড় দুষ্টু। ওরা আবিষ্কার করেছে, ওরা গাছ থেকে বেশ সহজেই ওঠা-নামা করতে পারে। আর ওরা সব সময়েই তা করে থাকে। একদিন জেরাল্ড তখন বাড়ির বাইরে কোথাও গিয়েছিল, রোনাল্ড একাই গাছে ওঠে এবং গাছ থেকে পড়ে যায়।

সৌভাগ্যবশত তার আঘাতটা তেমন গুরুতর হয়নি। তবে আমি বাইরে গিয়ে সেই আইভি গাছটা পরীক্ষা করে কি দেখি জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, ইচ্ছাকৃতভাবে গাছের ডালটা কাটা হয়েছিল। এর পিছনে কার হাত থাকতে পারে?'

'মাদাম, আপনি যা বলছেন সে তো ভয়ানক ব্যাপার। একটু আগে আপনি বললেন, আপনার ছোট ছেলেটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছলো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আর খাবারে বিষক্রিয়ার সময়, তখনো কি সে বাড়ির বাইরে ছিল?'

'না, ওরা দু'জনেই তখন সেখানে ছিল।'

'বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো,' পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠলো। 'মাদাম, এখন বলুন আপনার বাড়ির অন্য সব বাসিন্দারা কারা কারা?'

'ছেলেদের গভর্নেস মিস সন্ডার্শ, মালী, জন আর আমার স্বামীর সেক্রেটারি।'

এখানে মিসেস লেমিসুরিয়ার একটু সময়ের জন্যে থামলেন, এই সময় ওঁকে একটু যেন বিব্রত দেখাচ্ছিল।

'আর কারা মাদাম?'

'মেজর রজার লেমিসুরিয়ার, আমার বিশ্বাস, সে রাত্রে তার সঙ্গেও আপনি মিলিত হয়েছিলেন, আমাদের সঙ্গে থাকে সে।'

'আহা, হ্যাঁ, আপনার স্বামীর খুড়তুতো ভাই তিনি, তাই না?'

'দূর সম্পর্কের এক খুড়তুতো ভাই। আমাদের পরিবারের শাখা-প্রশাখা বলতে কেউ নয় সে। তবুও আমি মনে করি, সে আমার স্বামীর একজন নিকট আত্মীয়। দারুণ মজাদার লোক সে আর আমরা সবাই তার অত্যন্ত অনুরাগী। ছেলেরা তো তার খুবই অনুরক্ত।'

'আচ্ছা, ইনিই আপনার ছেলেদের আইভি গাছে উঠতে শেখাননি তো?'

'হতে পারে। হ্যাঁ সে-ই ছেলেদের প্রায়ই দুষ্টুমি করতে উদ্দীপ্ত করে তোলে।'

'মাদাম, আগে আমি যা বলেছিলাম তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সত্যি আপনার খুবই বিপদ। আমার বিশ্বাস আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারি। এখন আমার প্রস্তাব হলো, আপনি আমাদের দু'জনকেই আপনাদের বাড়িতে গিয়ে থাকার জন্য আহ্বান করুন। কিন্তু এতে আপনার স্বামী আপত্তি করবেন না তো?'

'ওহো না, না। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, ওর বিশ্বাস এসবের কিছু হবে না। তার এই উদাসীনতা, চুপচাপ বসে থাকা আর ছেলেরা তার মরে যাক এই আশা নিয়ে তার নির্লিপ্তভাবে বসে থাকাটা আমার কাছে ভীষণ অসহ্য ঠেকে। আমার তখন ইচ্ছে হয়—'

'মাদাম, শান্ত হোন! আসুন, আমাদের ব্যবস্থাটা নিয়মানুযায়ী করা যাক।'

আমাদের সব ব্যবস্থাই পাকা হয়ে গেলো, কথা হলো পরের দিন আমরা উত্তরদিকে

উড়ে যাবো।' পোয়ারো ভাবাবেগে ডুবে ছিল। সেই ভাবাচ্ছন্ন থেকে নিজেকে মুক্ত করে হঠাৎই সে বলে উঠলো, 'এই রকম একটা ট্রেন থেকেই ভিনসেন্ট লেমিসুরিয়ার পড়ে গেছলেন!'

'পড়ে গেছলেন?' কথাটায় একটু জোর দিলো পোয়ারো।

'তুমি এর মধ্যে কোনো অন্যায় খেলা থাকতে পারে বলে সন্দেহ করো না নিশ্চয়ই?' আমি জানতে চাইলাম।

'তা হেস্টিংস, এ কথাটা কি তোমার মনেও উদয় হয়েছিল, লেমিসুরিয়ারের মৃত্যুটা আকস্মিক নয়, সেটা পূর্বপরিকল্পিত? উদাহরণস্বরূপ ভিনসেন্টের ব্যাপারটাই ধরো না কেন। তারপর সেই ইটন বয়ের কথা, বন্দুক নিয়ে দুর্ঘটনা সব সময়েই সন্দেহজনক। ধরো, এই ছেলেটি যদি জানালা গলিয়ে পড়ে গিয়ে মারাই যেতো, তাহলে সেই আকস্মিক মৃত্যু কতোই না স্বাভাবিক হতো, সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতো না। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, কেবল একটি ছেলেই বা কেন হেস্টিংস? এখন দেখতে হবে, এই প্রথম পুত্রের মৃত্যুতে কে বেশি লাভবান হবে? তার সাত বছরের ছোট ভাই? অসম্ভব!'

'যারা এর পিছনে আছে, হয়তো পরে তারা তার ছোট ভাইকে সরিয়ে দেবার কথা ভেবে রেখেছিল, আমি আন্দাজে আমার অনুমানের কথা বলতে গিয়ে "তারা" কথাটা একটু জোর দিয়ে বললাম।

পোয়ারো মাথা নাড়লো বটে তবে তাকে কেমন যেন একটু অসন্তুষ্টই দেখালো।

'খাবারে বিষক্রিয়া,' গম্ভীরভাবে চিন্তা করে সে বলল, 'অ্যাট্রোপিনেও এই একই লক্ষণ দেখা দিতে পারে। হ্যাঁ, এইসব কারণেই আমাদের সেখানে উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।'

মিসেস লেমিসুরিয়ার খুব উৎসাহের সঙ্গেই আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর তিনি তাঁর স্বামীর স্টাডিতে আমাদের নিয়ে গেলেন এবং তাঁর কাছে আমাদের ছেড়ে রেখে চলে গেলেন। ওঁকে শেষবার দেখার পর এখন আমার মনে হচ্ছে, ওঁর মধ্যে বেশ ভাল রকমেরই পরিবর্তন হয়েছে। ওঁর কাঁধ সামনের দিকে ঈষৎ ঝুলে পড়েছে, ওঁর মুখে অদ্ভুত এক ধূসর রঙের আভা ফুটে উঠেছে। ওঁর বাড়িতে আমাদের উপস্থিতির কারণ পোয়ারো যখন ব্যাখ্যা করে বলছিল তখন উনি মনোযোগসহকারে ভাবছিলেন।

'এখানে বাস্তব জ্ঞানটা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে!' অবশেষে তিনি মুখ খুললেন। 'যেভাবেই হোক আপনারা এখানে থেকে যান মঁসিয়ে পোয়ারো। আর এই আপনারা আমার বাড়িতে এসেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমাদের কপালে যা লেখা আছে তা লেখা থাকবেই। প্রবাদ আছে ললাটের লিখন কখনোই বদলানো যায় না। সেটা ভঙ্গ করা খুবই কঠিন। আমরা লেমিসুরিয়াররা বেশ ভাল করেই জানি যে, আমরা কেউই আমাদের সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পেতে পারি না।'

পোয়ারো করাত দিয়ে আইভি গাছের ডাল কেটে রাখার কথা উল্লেখ করলো, কিন্তু তাতে হুগো খুব একটা প্রভাবিত হলেন বলে মনে হলো না।

'নিঃসন্দেহে কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন মালীরা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা যন্ত্র তাদের মধ্যে কেউ ফেলে রাখতে পারে যা দিয়ে গাছের ডাল কাটা যেতে পারে, তবে তার পিছনে প্রয়োজনটা খুবই স্বাভাবিক, আর আমি সেটাই আপনাকে বলব মঁসিয়ে, সেটা খুব বেশি দেরী হতে পারে না।'

পোয়ারো তাঁর দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালো। 'এ কথা আপনি বললেন কেন মঁসিয়ে?'

'কারণ আমি নিজেই সর্বশ্রান্ত। গত বছর আমি একজন চিকিৎসকের কাছে গেছলাম। আমি এক দুরারোগ্য রোগে ভুগছি। আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে আর খুব বেশি দেরী হবে না, মৃত্যু শিয়রে প্রতীক্ষারত। কিন্তু মৃত্যুর আগে রোনাল্ডকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এর অর্থ হলো জেরাল্ড আমার উত্তরাধিকারী হবে।'

'আর ধরুন আপনার দ্বিতীয় পুত্রের ক্ষেত্রেও যদি সেরকম কিছু ঘটে যায়?'

'না, তার জীবনে সেরকম কিছুই ঘটবে না, তাকে হুমকি দেওয়া হয়নি।'

'কিন্তু যদি তা করা হয়?' পোয়ারো জোর দিয়ে বলল।

'সেক্ষেত্রে আমার খুড়তুতো ভাই রজার পরবর্তী উত্তরাধিকারী হবে।'

এই সময় আমরা আমাদের আলোচনায় বাধা পেলাম। একজন দীর্ঘদেহী কোঁকড়ানো সোনালী চুলের এবং সুঠাম দেহের অধিকারী একটি লোক একগাদা কাগজ হাতে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হলো।

'এখন ওসব নিয়ে তুমি কোনো চিন্তা করো না গার্ডিনার, হুগো লেমিসুরিয়ার বললেন। এখানে একটু থেমে তিনি আরও বললেন, 'আমার সেক্রেটারি সিস্টার গার্ডিনার।'

সেক্রেটারি মাথা নুইয়ে কিছু ভাল ভাল কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। দেখতে বেশ ভাল হলেও লোকটার মধ্যে কেমন যেন একটা বিরক্তি উদ্রেক করা ভাব লক্ষ্য করলাম। পরে আমরা যখন লেমিসুরিয়ারদের বাড়ি সংলগ্ন পুরনো মাঠে হাঁটছিলাম আমি তখন এই লোকটি সম্পর্কে আমার এই মনোভাবের কথা পোয়ারোকে বলতে ভুললাম না। আর আমাকে অবাক করে দিয়ে সে কেমন সায় দিয়ে বসলো আমার কথায়।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ হেস্টিংস, তুমি ঠিকই বলছো। লোকটাকে আমার আদৌ পছন্দ হয়নি। তবে লোকটি যে সুন্দর দেখতে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এইসব কাজে সব সময়েই উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে সে। তার ওপর নজর রাখতে হবে আমাদের। আহা, ওই যে বাচ্চারা এসে গেছে।'

মিসেস লেমিসুরিয়ার আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিলেন, তাঁর দু'পাশে দুই ছেলে। তারা খুব সুন্দর দেখতে, ঠিক পুতুলের মতো। গাঢ় রঙের ছোট ছেলেটি ঠিক তার

মায়ের মতো দেখতে হয়েছে। আর বড় ছেলেটির মাথার চুল সোনালী, কোঁকড়ানো। ছেলে দুটি যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করলো এবং অচিরেই পোয়ারোর খুব ভক্ত হয়ে উঠলো। এরপর মিস স্যান্ডার্সের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো, সাদামাটা চেহারা, বর্ননা দেওয়ার মতো কিছু নেই তার চেহারায়। বলাবাহুল্য, এবাড়ির শেষ বাসিন্দা সে-ই।

কয়েকদিন আমরা সহজে, বিনা বাধায় আমাদের খুশি মতো বাড়ির যত্রতত্র নজরদারি করে গেলাম বটে, কিন্তু আকাঙ্খিত ফল কিছু পেলাম না। ছেলেরা স্বাভাবিক সুখের জীবন কাটালো, বিপথে চলার মতো সেরকম কিছুই চোখে পড়লো না। আমাদের এখানে আসার চতুর্থ দিনে মেজর রজার লেমিসুরিয়ার এখানে থাকার জন্যে এসে হাজির হলেন। ওঁর মধ্যে সামান্য একটু পরিবর্তন হয়েছে। উনি আগের মতোই নিশ্চিন্ত, ভাবনাহীন এবং এই বয়সেও দেখতে তেমনি সুন্দর আছেন আজও। আগের মতো সবকিছুই হাল্কাভাবে নেওয়ার অভ্যাসটাও রয়ে গেছে ওঁর। আর একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, ছেলেদের কাছে উনি খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছেন। ওঁর এখানে আসা মাত্র ওরা সম্ভাষণ জানিয়ে ওঁকে টানতে টানতে খেলার মাঠে নিয়ে গেলো বন্য ইন্ডিয়ান খেলা খেলার জন্যে। লক্ষ্য করলাম পোয়ারো অশোভনভাবে দূর থেকে অনুসরণ করলো তাদের।

পরের দিন আমরা সবাই চায়ের আসরে আমন্ত্রিত হলাম। সেই আসরে উপস্থিতিদের মধ্যে ছেলে দুটির সঙ্গে লেডি ক্লেগেট ছিলেন, যার আসন ছিল লেমিসুরিয়ারের মাঝখানে। মিসেস লেমিসুরিয়ার চান আমরাও যেন চায়ের আসরে যোগদান করি। যাবো কি যাবো না, আমি তখন দোটানায় পড়ে গেছি। তবে পোয়ারো যখন চায়ের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বলে সে ঘরে থাকতেই বেশি পছন্দ করবে, তখন আমি যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

সবাই যখন যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত, পোয়ারোও তখন তার কাজে লিপ্ত হলো। সে আমাকে একটা বুদ্ধিমান শিকারী কুকুরের কথা মনে করিয়ে দিলো। আমার বিশ্বাস, বাড়ির এমন আনাচে-কানাচে নেই যেখানে পোয়ারো অনুসন্ধান চালায়নি। তবু সব কিছু সে এমন নিঃশব্দে এবং নিয়মানুযায়ী করেছে যে, তার গতিবিধির দিকে এবাড়ির কারোরই নজরে পড়েনি। কিন্তু শেষে একটা ব্যাপার খুবই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আগের মতোই অসন্তুষ্ট রয়ে গেছে সে। মিস স্যান্ডার্সের সঙ্গে টেরেসে আমরা চা পান করলাম, যাঁকে চায়ের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

'ছেলেরা এটা উপভোগ করবে,' মিস স্যান্ডার্স বিড়বিড় করে বললেন, 'আমি আশাকরি ওরা বেশ ভাল ব্যবহারই করবে, ফুলের কেয়ারি নষ্ট করবে না, কিংবা মৌমাছিদের কাছেও যাবে না।'

চা পানের ফাঁকে পোয়ারো গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছিল। এই মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন ভূত দেখেছে। কিন্তু হঠাৎ মৌমাছির প্রসঙ্গ উঠতেই সে নড়েচড়ে বসে বজ্রগম্ভীরস্বরে বলে উঠলো, 'মৌমাছি?'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে পোয়ারো, মৌমাছিই বটে! তিন-তিনটে মৌমাছির বাসা আছে সেখানে, যাকে বলে মৌচাক! লেডি ক্লেগেট আবার মৌমাছিদের ব্যাপারে অত্যন্ত গর্বিত!'

'মৌমাছি?' পোয়ারো চিৎকার করে উঠলো। তারপর সে টেবিলের সামনে থেকে উঠে টেরেসের ভেতরে মাথায় হাত দিয়ে ঘন ঘন পায়চারি করতে থাকলো। আমি ভেবে পেলাম না, কেনই বা এই ছোটখাটো বেঁটে মানুষটি সামান্য মৌমাছির কথা শুনে এমন ভয়ঙ্করভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

এই সময় আমরা গাড়ি ফিরে আসার যান্ত্রিক আওয়াজ শুনতে পেলাম। পোয়ারো দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, পার্টির সদস্যরা তখন নিচে নেমে আসছিল।

'আরে, দেখো, দেখো, রোনাল্ডো কাঁটাবিদ্ধ হয়েছে,' জেরাল্ড উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলো।

'ও কিছু নয়,' মিসেস লেমিসুরিয়ার কেমন নির্লিপ্তভাবে বলে উঠলেন। এমন কি ওটা খুব একটা মারাত্মক আঘাত কিছু হয়নি। তাছাড়া আমরা ওটার ওপর অ্যামোনিয়া ছড়িয়ে দিয়েছি।'

'দেখি বৎস, আমাকে দেখতে দাও,' পোয়ারো ছেলেটির কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো রোনাল্ডকে, 'কোথায় লেগেছে?'

'এই যে এখানে, আমার গলার এপাশে,' কথায় বেশ গুরুত্ব দিয়েই বলল রোনাল্ড, 'তবে এটা আমাকে তেমন আঘাত করেনি। বাবা বলেন, 'শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, একটা মৌমাছি তোমার মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে। আর তাই আমি শান্ত হয়েই দাঁড়িয়ে থাকি, মৌমাছিটা উড়ে চলে যায়, কিন্তু যাওয়ার আগে হুল ফুটিয়ে যায় আমাকে। কিন্তু যদিও ওটা সত্যি সত্যি আমাকে তেমন আঘাত করেনি, কেবল পিন ফোটার মতো সামান্য একটু যন্ত্রণা অনুভব করেছিলাম। তবে আমি চিৎকার করিনি, কারণ আমি এখন যথেষ্ট বড় হয়ে গেছি, আর সামনের বছরেই তো স্কুলে যাবো।'

পোয়ারো এবার ছেলেটির গলা পরীক্ষা করে দেখতে থাকলো। তারপর আবার চলতে শুরু করলো। সে আমার হাত ধরে আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'বন্ধু, আজ রাত্রে আমাদের কিছু ব্যাপার আছে, অর্থাৎ কিছু কাজ আছে। ভাল কথা, এ কথা কাউকে বলবে না, বুঝলে?'

'কিছু কাজ মানে তুমি কি বোঝাতে চাইছ একটু খুলে বলবে দয়া করে?'

কিন্তু পোয়ারো বিস্তারিতভাবে এর বেশি কিছু আর বলতে চাইলো না তখনকার মতো। তাই সারাটা সন্ধ্যা আমাকে এক অদ্ভুত রহস্যের মধ্যে ডুবে থাকতে হলো। আজ বেশ সকাল সকাল সে অবসর নিলো আর আমিও তার পথ অনুসরণ করলাম।

আমরা ওপরতলায় উঠতেই পোয়ারো আমার একটা হাত চেপে ধরলো এবং কিছু উপদেশ দিলো আমাকে :

'পোশাক বদল করো না। বেশ কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করে থাকো। তোমার আলোগুলো নিভিয়ে রেখো আর পরে আমার সঙ্গে মিলিত হয়ো।'

আমি তার কথামতো বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করার পর সময় যখন এলো আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম। ইশারায় সে আমাকে নীরবতা অবলম্বন করতে বলল এবং আমরা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম বাচ্চা ছেলেদের থাকার জায়গায়। রোনাল্ড তার নিজস্ব একটা ঘরে ছিল। আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করে ঘরের এক কোণায় সবচেয়ে অন্ধকার একটা যায়গায় যে যার পজিশন নিয়ে নিলাম। ছেলেটি গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল এবং কোনো গোলমালই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

'সে নিশ্চয়ই গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে তাই না?' আমি ফিস্‌ফিসিয়ে বললাম।

পোয়ারো মাথা নাড়লো।

'মাদকদ্রব্যে প্রভাবিত,' সেও ফিস্‌ফিসিয়ে বলল।

'কিন্তু কেন?'

'যাতে করে ঘুম ভেঙে উঠে সে চিৎকার করতে না পারে, বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে পারে।'

'বেহুঁশ মানে?' পোয়ারো আমার প্রশ্নের উত্তরে বলল।

'হাইপোডারমিক সূচ বিদ্ধ করে বন্ধু! না, আর একটা কথাও নয়, তবে তাই বলে এই নয় যে, কিছুক্ষণের মতো আমি যে কোনো ঘটনা ঘটার জন্য আশা করছি।'

'কিন্তু এক্ষেত্রে পোয়ারো ভুল, একেবারে ভুল। মাত্র দশ মিনিট অতিবাহিত তখন, দরজাটা প্রায় নিঃশব্দে আস্তে আস্তে খুলে গেলো, এবং তারপরেই মনে হলো কে যেন ঘরের ভেতরে ঢুকলো। দ্রুত নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। বিছানার দিকে একজোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে যেতে থাকলো। আর তারপরেই হঠাৎ একটা ক্লিক করার শব্দ হলো। ছোট্ট বিদ্যুতের লণ্ঠনের আলো পড়লো বাচ্চা ছেলেটির ওপর, সেই আলোর বাহক তখনো ছায়ার আড়ালে অদৃশ্যই রয়ে গেলো। ডান হাতে তার একটা সিরিঞ্জ, ইনজেকশন দেওয়ার। বাঁহাত দিয়ে সে রোনাল্ডের গলা স্পর্শ করলো।

পোয়ারো আর আমি সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। লণ্ঠনটা ঘরের মেঝের ওপর ঘুরপাক খেতে থাকলো। আর আমরা ঘরের ভেতরে অনুপ্রবেশকারীর সঙ্গে লড়াই করতে থাকলাম সেই অন্ধকারে। তার শক্তি অভূতপূর্ব। অবশেষে আমরা তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলাম।

'আলো, আলো দেখাও হেস্টিংস, আমি ওর মুখ দেখতে চাই, জানতে চাই কে এই জঘন্য চরিত্রের লোক? তবে আমার আশঙ্কা কেবল আমিই ভাল করে জানি এ মুখ কার হতে পারে!'

পোয়ারোর ইচ্ছে মতো আমি এবার লণ্ঠনটার দিকে হাত বাড়ালাম, একবারের চেষ্টাতেই সেটা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরতে পারলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমার সন্দেহ হলো হুগোর সেক্রেটারির ওপর, ডিম্বাকৃতি মুখ, সন্দেহজনক মুখ, যে মুখ পোয়ারো আর আমার দু'জনেরই খুব অপছন্দ। কিন্তু পরক্ষণেই আমি কেমন নিশ্চিত হয়ে গেলাম এ আর কেউ নয়, নিশ্চয়ই হুগোর সেই খুড়তুতো ভাই রজার, দুই শিশু ভাইয়ের মৃত্যু হলে যিনি সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন, আর এই ভয়ঙ্কর যমদূতকেই আমরা বুঝি খুঁজছি।

প্রথমে আমার পায়ে লণ্ঠনটা ঠেকেছিল। আমি সেটা হাতে তুলে নিয়ে সুইচ টিপলাম, উদ্ভাসিত আলোয় যে মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেটা অভাবনীয়, তাই চমকে উঠলাম। সেই ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, স্বয়ং ছেলেটির বাবা, হুগো লেমিসুরিয়ার!

ঘটনার আকস্মিকতায় আমার কাঁপা কাঁপা হাত থেকে লণ্ঠনটা খসে পড়ে গেলো।

'অসম্ভব!' ভয়ার্ত কণ্ঠে আমি বিড়বিড় করে বলে উঠলাম, 'অসম্ভব, এ হতে পারে না!'

লেমিসুরিয়ার তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। পোয়ারো আর আমি ধরাধরি করে তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। পোয়ারো নিচু হয়ে তাঁর মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটা খুলে কিছু একটা বার করল। সে আমাকে সেটা দেখাল। সেটা একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। সেটা চাক্ষুস করা মাত্র আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম।

'এটা কি? বিষ?'

'আমার ধারণা, ওটা ফরমিক অ্যাসিড।'

'ফরমিক অ্যাসিড?' আর এক প্রস্ত চমকে উঠলাম।

'হ্যাঁ, সম্ভবত মৌমাছির লালা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে যা অত্যন্ত বিষাক্ত। মনে পড়ে উনি একজন কেমিস্ট। মৌমাছির হুল ফুটিয়েও আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর ঠিকানা পাওয়া যেত।'

'হায় ঈশ্বর!' আমি বিড়বিড় করে বলে উঠলাম, 'তাই বলে নিজের ছেলেকে এ ভাবে...। আর এটা তুমি আশা করেছিলে?'

পোয়ারো দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়তে বাধ্য হলো।

'হ্যাঁ, অবশ্যই উনি একজন বিকৃত মস্তিষ্কের লোক।' আমার মনে হয় ওঁর পারিবারিক ইতিহাসই ওঁকে উন্মাদ করে তুলেছে। ওঁর বহুদিনের ঐকান্তিক ইচ্ছে ছিল ধারাবাহিকভাবে প্রচুর অপরাধ করে লেমিসুরিয়ারের এস্টেটের উত্তরাধিকার হওয়া। সম্ভবত সেদিন রাত্রে ভিনসেন্টের সঙ্গে উত্তরে ট্রেন ভ্রমণের সময় এই মতলবটা ওঁর মাথায় এসেছিল। ওঁদের পরিবারের অভিশাপ যে মিথ্যে হতে পারে তা তিনি বিশ্বাস করতেন না কিংবা সহ্য করতে পারতেন না। রোনাল্ডের ছেলে তখন মৃত আর রোনাল্ড

নিজেই তখন মৃত্যুপথযাত্রী। উনি তখন বন্দুকের গুলিতে দুর্ঘটনা ঘটানোর ব্যবস্থা করেন। যতক্ষণ না ওঁর ভাই জনকে একই পদ্ধতিতে অর্থাৎ ফরমিক অ্যাসিড ইনজেকসন দিয়ে খুন করার আগে পর্যন্ত আমি ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারিনি। ওঁর আকাঙ্ক্ষার কথা তখন আমি উপলব্ধি করতে পারি। আর উনি তখন ওঁর পরিবারের বিশাল ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তবে ওঁর সেই বিজয়োল্লাস ক্ষণস্থায়ী ছিল। পরে উনি দেখলেন, এক দুরারোগ্য রোগে উনি ভুগছেন। আর তখন ওঁর মাথায় এই পাগলামি বাসা বাঁধে, লেমিসুরিয়ারের বড় ছেলে কখনো ওঁদের পরিবারের ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। আমার সন্দেহ, স্নান করতে গিয়ে যে দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল রোনাল্ডকে তার জন্যে দায়ী এই হুগো, কারণ উনি ওঁর ছেলেকে সাঁতার কাটতে কাটতে অনেক দূরে চলে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। তারপর আইভি গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারেও ওঁর হাত ছিল, যেমন সেই গাছের একটা ডাল উনি করাত দিয়ে আগেই অর্ধেক কেটে রেখেছিলেন। এরপর উনি ওঁর ছেলের খাবারে বিষ মিশিয়ে রাখেন।'

'শয়তানসুলভ মনোবৃত্তি!' কাঁপা কাঁপা গলায় আমি বলে উঠলাম, 'আর এসব যেমন ধূর্ততার সঙ্গে পরিকল্পনা করা হয়েছিল।'

'হ্যাঁ বন্ধু, এসবই অভূতপূর্ব পাগলামিরই লক্ষণ, যা মানুষকে বিস্মিত না করে থাকতে পারে না। আমার ধারণা, শেষ দিকে উনি একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছলেন, যার পরিণতি নিজের হাতে নিজের ছেলেকে বিষ ইনজেকসন দিতে উদ্যত হওয়া।'

'আর এসব চিন্তা করতে গিয়ে স্বভাবতই আমি রজারকে সন্দেহ করেছিলাম, সেই চমৎকার লোকটিকে।'

'বন্ধু, এরকম সন্দেহ করাটা খুবই স্বাভাবিক। আমরা জানি সেদিন রাত্রে সে-ও ভিনসেন্টের সঙ্গে উত্তরে ট্রেন ভ্রমণ করেছিল। আর আমরা এও জানি যে, হুগো আর হুগোর ছেলেদের পরে কে এই এস্টেটের একমাত্র উত্তরাধিকারী হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমাদের অনুমান এই সব তথ্য অনুযায়ী বাস্তবে পরিণত হয়নি। আইভি গাছের ডাল করাত দিয়ে কাটা হয়েছিল রোনাল্ড বাড়ি ফিরে যাবার পর। কিন্তু রজারের স্বার্থে হুগোর দুটি ছেলেরই জীবনহানি হওয়া দরকার ছিল। ওই একই পথে রোনাল্ডের খাবারের সঙ্গে বিষ মেশানো হয়েছিল। আর আজ দুই ভাই যখন বাড়ি ফিরে আসে, তখন আমি কেবল রোনাল্ডের বাবাকেই বলতে শুনেছিলাম, তাকে নাকি মৌমাছি হুল ফুটিয়েছে। আমার তখনি মনে পড়ে যায় মৌমাছির কামরে আর একটা হত্যা সংগঠিত হতে চলেছে।'

কয়েক মাস পরে একটা বেসরকারী পাগলাগারদে হুগো লেমিসুরিয়ারের মৃত্যু হয়। ওঁর বিধবা স্ত্রী এক বছর পরে আবার বিয়ে করেন হুগোর সোনালী চুলের সেক্রেটারি মিস্টার জন গার্ডিনারকে। এবং রোনাল্ড তার বাবার বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে জীবনটা উপভোগ করতে থাকে।

'বেশ, বেশ,' আমি পোয়ারোর উদ্দেশ্যে মন্তব্য করলাম, 'আর এক মোহ, তথা অলীক বিশ্বাসের অবসান হয়ে গেলো। তুমি লেমিসুরিয়ারদের অভিশাপ অত্যন্ত সরলতার সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পারলে। সেই প্রাচীন অভিশাপ যে কতো বড় মিথ্যে তা তুমি প্রমাণ করে দিলে বন্ধু।'

'আমি অবাক হয়ে ভাবি,' পোয়ারো খুবই চিন্তিতভাবে বলল, 'অবশ্যই আমি খুবই অবাক হয়ে ভাবি—'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'বন্ধু, তোমার এ প্রশ্নের উত্তরে আমি একটা উল্লেখযোগ্য শব্দ ব্যবহার করবো, "লাল"!'

'রক্ত?' আমি আমার কণ্ঠস্বর একেবারে খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'হেস্টিংস, তুমি তোমার সেই পুরনো একঘেয়ে অভ্যাসকে এখনও পর্যন্ত ছাড়তে পারলে না। সব সময়েই তোমার ধারণাটা বড় বেশি অতিনাটকীয় যেন! আমি এমন কিছু উল্লেখ করতে চাইছি যা অনেক বেশি গদ্যময় আর সেটা হলো বালক রোনাল্ড লেমিসুরিয়ারের চুলের রঙটা!'

জোড়া পাপ
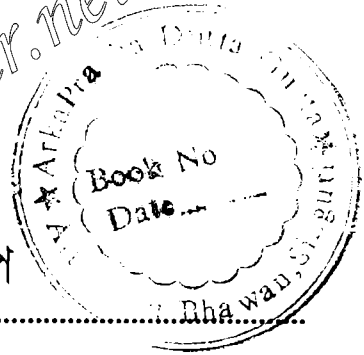
DOUBLE SIN

'ডবল সিন' ১৯২৮ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় "বাই রোড অব রেল" নামে 'সানডে ডেসপ্যাচ' পত্রিকায়।'

আমার বন্ধু পোয়ারোর ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতেই বেশ বুঝতে পারলাম অত্যধিক কাজের চাপে সে ভারাক্রান্ত, বিষণ্ণ ও ক্লান্ত। আর হবেই বা না কেন, এরকুল পোয়ারো এখন এতই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে যে, তার সুনাম ও কর্মদক্ষতার সদ্ব্যবহার করার জন্য শহর ও শহরতলীর সমস্ত ধনী মহিলাদের নজর এখন তার ওপরেই, তাদের অসাবধানতাবশত দামী ব্রেসলেট হারানো থেকে শুরু করে মায় পোষা বিড়ালছানা হারানোর কেসে তার ওপরেই অনুসন্ধানের ভার দিতে চান তাঁরা। মানুষ একটা, কিন্তু কাজ অনেক মানুষের। আমার এই ছোটখাটো চেহারার ও অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত বন্ধুটি

ফ্লেমিশ মিতব্যয়িতা এবং শৈল্পিক ঝোঁকের এক আশ্চর্য মিশ্রণ বলা যায়! আগ্রহ না থাকুক, নিছক প্রথমটির আকর্ষণেই একসঙ্গে অনেক কেসই হাতে নিতো সে।

আবার এমনও দেখা গেছে যে, সামান্য আর্থিক পুরস্কারের সম্ভাবনা থাকলে কিংবা এক পেনিরও হাতছানি না থাকলে অতিরিক্ত কেস হাতে নিতে সেটা কোনো বাধা হয়ে উঠত না তার, কারণ সে একজন কাজ-পাগল মানুষ, অর্থের চেয়ে কাজের আকর্ষণই তার কাছে সবচেয়ে বেশি। এর পরিণাম এক-এক সময় ভয়াবহ হয়ে উঠতো তার কাছে, তার খাটুনির মাত্রা পাহাড়-সমান জমে উঠত। একদিন সে নিজের মুখেই তার এই কঠোর পরিশ্রমের কথা আমাকে বলেই ফেললো; এর ফলে কাজের ক্লান্তি কাটাতে এক সপ্তাহ ছুটি কাটানোর জন্য দক্ষিণ উপকূলের বিখ্যাত জায়গা এবারমাউথে বেড়াতে যাওয়ার জন্য তাকে রাজী করাতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি আমাকে।

সেখানে প্রথম চারটি দিন বেশ হৈ-চৈ আর আমোদ-প্রমোদে কাটানোর পর একদিন পোয়ারো একখানা খোলা চিঠি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে।

'বন্ধু, আমার বন্ধু যোশেফ অ্যারনসকে তোমার মনে আছে?' আরে ওই যে থিয়েটারের এজেন্ট?'

পোয়ারোর বন্ধুভাগ্য তো কম নয়, ধূলোঝাড়াওয়ালা থেকে শুরু করে ডিউক পর্যন্ত; এক কথায় তার বন্ধুর সংখ্যার আদি আছে কিন্তু অন্ত নেই। যাইহোক, অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর বললাম, 'হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি। না জানলেও বন্ধুবরকে খুশি করতে তার মনরাখা কথা হয়তো আমাকে বলতেই হতো। ঈশ্বরকে অজস্র ধন্যবাদ, আমাকে খুব বেশি ঝামেলায় পড়তে হয়নি। একবারের চেষ্টাতেই তার সেই বন্ধুটিকে আমার মনে পড়ে গেছলো।

'এখন ব্যাপার কি জানো হেস্টিংস, এই যোশেফ অ্যারনস এখন রয়েছে শার্লোক বে'তে। একে তার শরীর খুব একটা ভাল নয়, তার ওপর একটা ছোটখাটো ব্যাপারে তাকে উটকো ঝামেলায় পড়তে হয়েছে, তার জন্যে খুবই চিন্তিত সে। তাই সে আমাকে ওখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ করেছে। অতএব আমার কি মনে হয় জানো বন্ধু, তার অনুরোধ আমার রক্ষা করা উচিত। সে আমার বড় বিশ্বস্ত বন্ধু, অতীতে অনেক ব্যাপারে সে আমাকে সাহায্য করেছে।'

'তুমি যদি তাই মনে করে থাকো তো, তাহলে নিশ্চয়ই যাবে বৈকি,' আমি বললাম, 'আমার মনে হয়, শার্লোক বে নিশ্চয়ই একটা চমৎকার জায়গা হবে। তবে আগে তো কখনো যাইনি সেখানে।'

'তাহলে কাজের সঙ্গে নতুন একটা জায়গা ভ্রমণের আনন্দও উপভোগ করা যাবেখন', পোয়ারো বলল, 'ট্রেনের সময়টা জেনে নাও তো?'

'সম্ভবত দু'বার ট্রেন বদল করতে হবে,' আমি আন্দাজে ঢিল মারলাম। 'তুমি কি জানো, রাস্তার বদলে মাঠের মধ্যে দিয়ে এই সব রেল-লাইনগুলো কোথা দিয়ে যায়?' এখানে একটু থেমে আমি আবার বললাম, 'দক্ষিণ ডেভন উপকূল থেকে উত্তর ডেভন উপকূল পর্যন্ত যেতে হলে অন্তত পুরো একটা দিনের ভ্রমণ-যাত্রা।'

যাইহোক, খোঁজ নিয়ে জানলাম, মাত্র একবারই ট্রেন বদল করতে হবে এক্সটারে, আর সেই ট্রেনটা বেশ ভালই। তাড়াতাড়ি পোয়ারোকে খবরটা জানানোর জন্য ফিরে আসার মুখে দ্রুতগামী বাসের একটা অফিসের সামনে একটা লেখার ওপর আমার চোখে পড়ে গেল 'আগামীকাল শার্লোক বে অভিমুখে সারাদিনের ভ্রমণযাত্রা। যাত্রা সকাল সাড়ে-আটটায়। ডেভনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো অনেক জায়গা আছে।'

আরও কিছু আনুসঙ্গিক খোঁজখবর নিয়ে পুরো মাত্রায় উৎসাহ নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পোয়ারোকে আমার মনোভাবের সামিল করাতে পারলাম না।

'আচ্ছা বন্ধু, মোটর-গাড়ির ওপর তোমার এতো ঝোঁক কেন? দেখো ট্রেন-যাত্রায় কত সুবিধে! টায়ার ফাটার কোনো সম্ভাবনা নেই; দুর্ঘটনা কখনো বড় একটা ঘটতে দেখা যায় না। তীব্র বাতাসের দাপট নেই, জানালা বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে, আর ধূলো ঢোকারও কোনো সম্ভাবনা নেই।'

ওর সব যুক্তি মেনে নিয়েও আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, প্রকৃতিপ্রদত্ত টাটকা বাতাস গায়ে লাগানোই আমার কাম্য, তাই মোটর-কার কিংবা বাসই বেশি করে আমাকে আকর্ষণ করে দূরপাল্লার যাত্রায়।

'তা না হয় হলো, কিন্তু বৃষ্টি পড়লে?' পোয়ারো যুক্তি দেখায়। 'তোমাদের ইংরেজদের দেশের আবহাওয়া খুবই অনিশ্চিত, এ কথা ভুললে চলবে না।'

'গাড়ি ঢাকার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া বেশি ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে ভ্রমণ-যাত্রা বাতিল করে দেওয়া হয়।'

'আহা!' পোয়ারো আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'তাহলে আশা করা যাক যে, বৃষ্টি হচ্ছেই।'

'অবশ্য, তুমি যদি সেরকম মনে করো আর...'

'আরে না, না বন্ধু, এটাই আমার শেষ কথা ভেবো না। কারণ তুমি যখন মনস্থির করেই ফেলেছ তখন বাসেই যাব, এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হয়? সৌভাগ্যবশত, আমার একটা বিশাল কোট আর দুটো মাফলার আছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পোয়ারো বলল, 'কিন্তু শার্লোক বে তে আমার বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করার মতো যথেষ্ট সময় পাবো তো?'

'ওহো, আমার আশঙ্কা তুমি বোধহয় সেখানে রাত কাটানোর মতলব করছ। দেখো, বাস যাবে ডার্টমুর পর্যন্ত। আমরা মধ্যাহ্নভোজ সারব মঙ্কহ্যাম্পটনে। আমরা শার্লোক বে'তে পৌছব বিকেল চারটেয়, আর বাস ফিরতি পথে রওনা দেবে বিকেল পাঁচটায়। এখানে এসে পৌছবে রাত দশটায়।'

'তাহলে!' পোয়ারো বলল, 'যারা রিটার্ন-জার্নি করতে চায় তাদের কথা আলাদা। কিন্তু আমরা যখন আর সেই বাসে এখানে ফিরে আসছি না, তখন ভাড়া কিছু কম হওয়া উচিত, তাই নয় কি?'

'না, আমার তা মনে হয় না।'

'তোমার একটু জোর করা উচিত।'

'ওসব কথা ছাড়ো তো পোয়ারো, এতটা হীনমন্য হওয়া উচিত নয় তোমার, বিশেষ করে তুমি এখন বেশ ভালই রোজগার করছ।'

'শোনো বন্ধু, এটা হীনমন্যের পরিচয় দেওয়া নয়। এ হলো ব্যবসায়িক ধারণার কথা। আমি যদি লক্ষপতিও হতাম, সেক্ষেত্রে আমি সঠিক ভাড়াই দিতাম।'

যাইহোক, আমি যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, এ ব্যাপারে পোয়ারোরই হার হলো। ট্রাভেল অফিসের টিকিট বুকিং ক্লার্ক ভদ্রলোক শান্ত প্রকৃতির মানুষ হলেও অত্যন্ত জেদী, কিছুতেই আমাদের প্রস্তাবে রাজী হলো না। তার যুক্তি হলো, অন্য সব যাত্রীদের সঙ্গে আমাদেরও ফিরে আসতে হবে। এমন কি আমরা যেহেতু শার্লোক বে'তে নেমে যাচ্ছি তাই আমাদের বাড়তি কিছু অর্থ দিতে হবে।

কি আর করা যাবে, পোয়ারো সেই জেদী বুকিং ক্লার্কের কাছে পরাজয় বরণ করে শেষ পর্যন্ত তার দাবীমতো বাড়তি কিছু অর্থ গচ্চা দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো।

'ইংরেজদের অর্থকরী বুদ্ধি বলতে কিছু নেই', পোয়ারো রাগে অসন্তোষভরে বিড়বিড় করে বলে উঠল। 'হেস্টিংস, একজন তরুণকে লক্ষ্য করেছ? সে পুরো ভাড়া দিয়ে মঙ্কহ্যাম্পটনে নেমে যাওয়ার কথা বলেছিল।'

'আমার মনে হয় না আমি লক্ষ্য করেছি। বাস্তবিক....'

'তা কেন দেখবে?' পোয়ারো রসিকতা করে বলে উঠল, 'তুমি তো তখন সেই সুন্দরী যুবতীটিকে দেখছিলে, যে আমাদের পাশের পাঁচ নম্বর আসনটার দখল পেয়েছে। আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। কি করে বুঝলাম জানো বন্ধু, আমি যখন তেরো আর চৌদ্দ নম্বর আসন দুটো নিতে চাইছিলাম, তুমি তখন আমাকে সুকৌশলে ধাক্কা মেরে এগিয়ে গিয়ে তিন আর চার নম্বর আসনদুটো বুক করলে। আর বললে এ দুটোই ভাল হবে।'

'সত্যিই পোয়ারো তোমার দৃষ্টি ঠিক শ্যেনপাখির মতো?' লজ্জায় আমার মুখটা কেমন লাল হয়ে গেল।

'লালচে চুল, সব সময়েই লালচে চুল।'

'সে যাইহোক, আমার কাছে সেই অদ্ভুত যুবকের থেকে সুন্দরী যুবতীটির দিকে তাকিয়ে থাকাটা অনেক বেশি কাজের বলে মনে হয়েছিল তখন।'

'সেটা তোমার মতলবের ওপর নির্ভর করে। তবে আমার কাছে ওই তরুণটিই অনেক বেশি আগ্রহের।'

পোয়ারোর কণ্ঠস্বরে এমন উল্লেখযোগ্য কিছু একটা ছিল, যার জন্যে আমি সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ফিরে তাকালাম। এবং অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন? কি বলতে চাইছ তুমি?'

'ওহো, অত উত্তেজিত হয়োনা। যদি আমি বলি তার সদ্য গজিয়ে ওঠা গোঁফ আমাকে আকর্ষণ করেছে, কারণ সে যত চেষ্টাই করুক না কেন তার গোঁফের বৃদ্ধি

খুবই কম। আমার মতো গোঁফে তা দেওয়ার অবস্থা এখনও হয়নি তার।' এই বলে পোয়ারো নিজেই নিজের গোঁফে মৌজ করে তা দিতে শুরু করল আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে। বিড়বিড় করে বলল সে,—'গোঁফের শ্রীবৃদ্ধিটা একটা শিল্প, শিল্পীকে যেমন ছবি আঁকতে গেলে ভাল করে রঙ-তুলি বোলাতে হয় ক্যানভাসের ওপর, গোঁফের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। এখানে তুলি হচ্ছে আমার হাত।' এই বলে সে তার গোঁফের ওপর হাত দুটো রেখে দু'দিক থেকে তা দিতে শুরু করল আবার। 'যারা গোঁফ রাখার জন্য চেষ্টা করে, তাদের ওপর আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে।'

পোয়ারো যে কখন গম্ভীর হয়, গুরুত্ব দিয়ে কথা বলে, আবার কখন যে হাল্কা মেজাজে রসিকতা করে, হাল্কা চটুল সব কথা বলে, বোঝা মুশকিল। তাই আমি ভাবলাম, চুপ করে থাকাটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

পরদিন সকালে যেন সূর্যের আঙ্গিনায় ঝলমলে আলোর হাট বসে গেল। সত্যি এ যেন এক চমৎকার উপভোগ করার দিন! যাইহোক, পোয়ারো কোনো ঝুঁকি নিল না। সে পরল পশমের নরম ওয়েস্টকোট, একটা ম্যাকিন্টোশ, একটা বিশাল ওভারকোট, দু'টো মাফলার এবং বাড়তি হিসেবে একটা মোটা কাপড়ের স্যুট এবং দুটো অ্যান্টি গ্রিপের ট্যাবলেটও খেয়ে নিল।

আমরা বেশ কয়েকটা ছোট ছোট সুটকেশ সঙ্গে নিলাম। আগের দিন বাসের টিকিট কাটতে এসে যে সুন্দরী যুবতীকে দেখেছিলাম তার সঙ্গে মাত্র একটা ছোট সুটকেশ দেখলাম। আর সেই যুবকটি, যার প্রতি পোয়ারো সহানুভূতিশীল হয়েছিল, তার হাতেও একটা মাত্র সুটকেশ। বাসের চালক যাত্রীদের সুটকেশ ও অন্যান্য লাগেজপত্তর অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করল। আর আমরা যে যার আসন গ্রহণ করলাম।

গতকাল ওই যে সুন্দরী মেয়েটির প্রতি আমি একটু নজর দিয়েছিলাম, তারই বিদ্বেষে কিনা কে জানে পোয়ারো আমাকে জানালার ধারের আসনে বসতে দিল এই অজুহাতে, 'বিশুদ্ধ হাওয়ার প্রতি আমার ঝোঁক আছে', আর নিজে আমার পাশের আসনটা দখল করল, অর্থাৎ তার পাশের আসনটিই হলো সেই সুন্দরী মেয়েটির। তবে বাসে উঠে সে তার আসন বদলা-বদলি করার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। মেয়েটির ওপাশের আসনে (ছয় নম্বর) যে লোকটি বসেছিল, বড় হৈচৈ করছিল সে, সেই সঙ্গে কুরুচিপূর্ণ ইয়ার্কি-ফাজলামিও চালাচ্ছিল। এ হেন লোকের পাশে যে কোনো ভদ্রমহিলার বসাটা শালীনতায় বাধে। তাই পোয়ারো নিচু গলায় মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, আসনটা সে তার সঙ্গে বদলা-বদলি করতে চায় কিনা। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে রাজী হয়ে গেল। পরিবর্তনটা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি মুখর হয়ে উঠলো এবং অচিরেই আমরা তিনজন নানান আলোচনায় মেতে উঠলাম।

মেয়েটি সত্যি সত্যিই খুবই অল্পবয়স্কা, মাত্র বছর উনিশ বয়স হবে, কৈশোর পেরিয়ে সবে যৌবনে পা দিয়েছে। এখনও সে টিনেজার পর্যায়েই পড়ে। কথা প্রসঙ্গে প্রথমেই সে তার এই ভ্রমণযাত্রার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলল, ও ওর পিসীর ব্যবসায়িক

কাজে যোগ দিতে যাচ্ছে। এবারমাউথে ওর পিসীর সুন্দর একটা পুরনো জিনিসের দোকান আছে। ওর সেই পিসী তাঁর বাবার মৃত্যুর পর খুব কম সময়ের মধ্যেই বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, আর নাম-ডাকও বেশ হয়েছে। মেয়েটির নাম মেরি ডুরান্ট, আগেই মেয়েটি ওর পিসীর ব্যবসায় যোগ দিয়েছিল, এখন পাকাপাকিভাবে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছে। ওর ধারণা বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে নার্সারি গভরনেস কিংবা ওই রকম কোনো কাজের চেয়ে এ ধরনের ব্যবসা চালানো অনেক ভাল।

সব শুনে পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'মাদামোয়াজেল, মনে হচ্ছে আপনি এই ব্যবসায়ে সফল হবেন। তবে যদি কিছু মনে না করেন উপযাচক হয়েই একটা ছোট্ট উপদেশ দিচ্ছি, সেটা মান্য করা বা না করা আপনার মর্জির ওপর নির্ভর করছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কারোর ওপর খুব বেশি আস্থাজ্ঞাপন করবেন না মাদামোয়াজেল। জানেন তো সারা দেশময় ছড়িয়ে আছে বদমাইশ আর ভবঘুরের দল। এমন কি সেরকম লোক আমাদের এই বাসের মধ্যেও থাকতে পারে, কিছুই বলা যায় না। তাই বলছি, ভাল লোক কিংবা মন্দ লোকই হোক সব সময় তাকে সন্দেহের চোখে দেখে সতর্ক থাকবেন।'

মেয়েটি সব শুনে পোয়ারোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো এবং পোয়ারো বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ, আমি যা বললাম সবই সত্য। কে বলতে পারে কার মনে কি আছে? এই যে আমি আপনার সঙ্গে ভাল ভাল কথা বলছি, কিন্তু আমার মনে কোনো বদ অভিসন্ধি থাকলেও তো থাকতে পারে যা তুমি ঘূণাক্ষরেও টের পাবে না, আমিও যে তোমার পক্ষে খুব ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারি, বিশ্বাস করতে পার না বোধ হয়।'

মেয়েটিকে অবাক হতে দেখে পোয়ারোর চোখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

আমরা মধ্যাহ্নভোজের জন্য মঙ্কহ্যাম্পটনে আমাদের যাত্রা বিরতি ঘটালাম। পোয়ারো রেস্তোরাঁর ওয়েটারের সঙ্গে কথা বলে জানালার পাশে আমাদের তিনজনের বসার মতো একটা টেবিলের ব্যবস্থা করল। বাইরে বিরাট কোর্টইয়ার্ড অন্য সব বাসযাত্রীদের ভিড়ে ঠাসা তখন। সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাদবিহীন ভ্রমণার্থীদের উপযোগী কুড়িটি মোটরযান রাস্তায় পার্ক করা ছিল। বাইরে থেকে উপচে পড়া যাত্রীদের হৈ-চৈ চিৎকারের আওয়াজ ভেসে আসছিল রেস্তোরাঁর ভেতরেও।

'এখানে এসে সবাই একসঙ্গে দারুণভাবে ছুটির আমেজ উপভোগ করতে পারে', আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলাম।

মেরি ডুরান্ট আমার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল, 'আজকাল গ্রীষ্মে এবারমাউথে ভ্রমণার্থীদের প্রচুর ভীড় হয়। পিসী বলেন, আগে ঠিক এমনটি দেখা যেত না। এখন উপচেপড়া পথ-চলতি মানুষের ভিড়ে ভালভাবে পথ চলা দায়, গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা প্রতিপদে থেকে যায় যেন।

'কিন্তু সে যাইহোক মাদামোয়াজেল, ব্যবসার পক্ষে এটা খুবই ভাল লক্ষণ, কি বলেন?'

'না, আপনার কথা ঠিক মেনে নিতে পারলাম না মঁসিয়ে। আমাদের ক্ষেত্রে এটা খুব একটা শুভ লক্ষণ বলে মেনে নিতে পারছি না। আমাদের ব্যবসা হলো শুধু দুষ্প্রাপ্য আর মূল্যবান জিনিস বিক্রি করা। আমরা সস্তায় জিনিসের কারবার করি না। সারা ইংলন্ডে আমার পিসীর মক্কেল ছড়িয়ে আছে। কারোর কখনো যদি কোনো বিশেষ ধরনের টেবিল-চেয়ার কিংবা কোনো চীনা জিনিসপত্তরের দরকার হয় আমার পিসীকে চিঠি লিখলেই তিনি তখনই তা পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেন। এ কেসেও ঠিক তাই ঘটেছে।'

আমাদের শুনতে বেশ আগ্রহ লাগায় মেরি ডুরান্ট ব্যাখ্যা করে বলতে থাকেন। 'জানেন, এক জনৈক আমেরিকান ভদ্রলোক মিস্টার জে বেকার উড ছোট ছোট জিনিসের বড় সমঝদার।' এ রকম অত্যন্ত দামী একটা সেট বাজারে আসে, মেরির বুদ্ধিমতী পিসী মিস এলিজাবেথ পেন সেটা কিনে রাখেন। তারপর তিনি সেই সেটটার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এবং দাম উল্লেখ করে মিস্টার উডকে একটা চিঠি লেখেন। মিস্টার উড সঙ্গে সঙ্গেই সেটা কিনতে রাজী হয়ে যান, তবে একটা শর্তে, কেনার আগে জিনিসটা তিনি একবার নিজের চোখে দেখতে চান। মিস্টার উড বর্তমানে শার্লোক বে'তেই রয়েছেন, আর মেরি ডুরান্ট ওঁদের প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে ব্যবসায়িক লেন-দেনের কাজটা সারার জন্যেই সেখানে যাচ্ছেন।

'অবশ্যই জিনিসগুলো খুবই সুন্দর দেখতে', মেরি বললেন। 'কিন্তু তবুও না বলে থাকতে পারছি না, এর জন্য কেউ যে এত টাকা খরচ করতে পারে ভাবাই যায় না। পাঁচশ' পাউন্ড, কম নাকি, ভাবুন তো একবার। জিনিসটা কসওয়ের তৈরি। এই সব জিনিসগুলোর সঙ্গে আমি এমনভাবে মিশে গেছি যে, এক-এক সময় কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ি, নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে করি। কি যে করব, কিংবা কি আমার করা উচিত ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

পোয়ারো হাসল। 'মাদামোয়াজেল, আপনি এখনও অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি বলেই আপনার এমন মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, সে কথা ঠিক, সে ভাবে আমার তেমন ট্রেনিংও হয়নি,' মেরি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসগুলো চেনার জন্য আমার মতো এই লাইনে নবাগতা মেয়েকে বোঝানোও হয়নি। আমি মনে করি, আমার এখনও অনেক কিছু শেখার আছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মেরি। তারপর হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম, বিস্ময়ে ওঁর চোখদুটি কেমন বিস্ফারিত হয়ে উঠল। মেয়েটি জানালার ধারেই বসেছিল এবং ওঁর দৃষ্টি জানালার বাইরে চত্বরের দিকেই ছিল তখন। হঠাৎ মেরি উঠে দাঁড়িয়েই দ্রুত পায়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

'ওভাবে ছুটে যাওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু কি করব বলুন, মনে হলো

কেউ যেন আমার সুটকেশটা নামিয়ে নিচ্ছে। লোকটার কাছে ছুটে গিয়ে দেখলাম ওটা তারই। একেবারে আমার সুটকেশটার মতোই দেখতে। নিজেকে তখন বড্ড বোকা বলে মনে হচ্ছিল আমার। আমি তখন তাকে চোর হিসেবে প্রায় অভিযুক্ত করেই ফেলছিলাম।' এই বলে মেরি শব্দ করে হেসে উঠলেন।

পোয়ারো কিন্তু হাসল না। বরং গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কিরকম দেখতে মাদামোয়াজেল? তার চেহারার বর্ণনা আমাকে দিন তো।'

'পরনে বাদামি স্যুট। রোগাটে চেহারা, ঠোঁটের ওপর অদ্ভুত ধরনের একটা গোঁফ।'

'আহা', পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'হেস্টিংস, মনে পড়ে তোমার আমাদের গতকালের সেই বন্ধু না হয়ে যায় না তো। না, আমার অনুমানে কোনো ভুল নেই, একবার দেখলে আর তার চেহারার বিবরণ শুনলেই আমি ঠিক বলে দিতে পারি আমি তাকে দেখেছি বটে, কিন্তু চিনি না। তা মাদামোয়াজেল, আপনি লোকটাকে চেনেন নাকি? কিংবা আগে কখনো তাকে দেখেছেন?'

'না, আমি তাকে চিনি না, আর আগে কখনো দেখিওনি। কিন্তু এ কথা আপনি জানতে চাইছেন কেন?'

'না, তেমন কিছু না, এমনিই। স্রেফ কৌতূহল, এর বেশি কিছু নয়।'

এরপর পোয়ারো যেন একেবারে বোবা বনে গেল, আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করল না, যতক্ষণ না মেরি ডুরান্ট তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিছু যেন বলতে চাইল।

'এঁহে মাদামোয়াজেল, আপনি কি কিছু বললেন আমাকে?'

'না, হ্যাঁ বলছিলাম কি ফেরার সময় এরকম অমঙ্গলে লোকের সম্পর্কে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে আপনি একটু আগে যা বললেন, তাতে ভয় পাওয়ারই কথা। আমার বিশ্বাস, মিস্টার উড যেমন সব সময় নগদ অর্থে জিনিস কেনেন, এবারেও নিশ্চয়ই তাই করবেন, নগদে প্রায় পাঁচশো পাউন্ড হবে আর সেটা যদি পাই তাহলে স্বভাবতই আমার ওপর ওই ধরনের লোকের নজর পড়তেই পারে। আর আমার ভয় এখানেই, তবে মনে হচ্ছে খেলাটা বেশ জমবে, আমিও ছাড়বার পাত্রী নই, হুঁ!'

কথ'টা বলে নিজের বীরত্ব দেখাতে গিয়ে মেরি নিজেই হেসে উঠল। কিন্তু পোয়ারো তার সেই হাসিতে যোগ দিতে পারল না। বরং তার বদলে সে মেয়েটির কাছে জানতে চাইল, শার্লোক বে'তে কোন্ হোটেলে ওঠবার জন্য মনস্থ করেছে সে!

'অ্যাঙ্কর হোটেল। হোটেলটা ছোট, খুব একটা ব্যয়বহুল নয়, আবার বেশ ভালও বটে।'

'তাহলে আপনি ওই অ্যাঙ্কর হোটেলেই উঠছেন!' পোয়ারো বলল। 'বস্তুত হেস্টিংস তো ওই হোটেলেই উঠবে বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। আশ্চর্য, এ এক অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপার তো!'

পোয়ারো আমার দিকে তাকাতে গিয়ে ওর চোখে এক রহস্যময় ঝিলিক যেন দেখতে পেলাম।

'আপনারা শার্লোক বে'তে বেশিদিন থাকবেন?' মেরি জানতে চাইলেন।

'মাত্র একটি রাতের জন্য। আমার সেখানে কাজ আছে। আমি নিশ্চিত, আপনি আমার পেশা যে কি তা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারেননি মাদামোয়াজেল?'

ওঁর মুখের ভাষা দেখে বুঝলাম উনি নানান সম্ভাবনার কথা ভাবলেন একটার পর একটা, কিন্তু কোনো ব্যাপারেই ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না, সম্ভবত সতর্কতা অবলম্বনের জন্যই। আগের সব সম্ভাবনাই বাতিল করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত আন্দাজে ঢিল ফেলার মতো তিনি বলেই ফেললেন, পোয়ারো একজন জাদুকর। কথাটা শুনে পোয়ারো দারুণ মজা পেল।

'আহা! আপনার ধারণাটা দারুণ তো? তার মানে মাদামোয়াজেল আমার কাজ হলো আমার টুপির ভেতর থেকে খরগোস বার করে দর্শকদের দেখানো? না, আমি তা নই, আমি জাদুকরের ঠিক উল্টো। জাদুকরের কাজ হলো কোনো জিনিস অদৃশ্য করে ফেলা, আর আমার কাজ হলো হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে বার করা। কথাটার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতেই আরও নাটকীয় ভঙ্গিতে মেয়েটির দিকে ঝুঁকে পড়ে পোয়ারো বলল, 'কথাটা অত্যন্ত গোপনীয় মাদামোয়াজেল, আমার পেশার কথা সাধারণত অপরিচিত বা অপরিচিতা কাউকে বলি না, তবু আপনাকে বলা একান্ত দরকার বলেই বলছি, আমি একজন গোয়েন্দা!'

পোয়ারো চেয়ারে হেলান দিয়ে নিজের কথার প্রতিক্রিয়া নিজেই উপভোগ করতে চাইল। মেরি ডুরান্ট জাদুমুগ্ধের মতো স্থির চোখে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তবে এরপর তাদের আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ আর হলো না, কারণ সেইমাত্র ঘোষণা করা হলো রাস্তার যন্ত্রদানব এখনি আবার যাত্রা শুরু করতে চলেছে।

পোয়ারো আর আমি দু'জনে একসঙ্গে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমি আমাদের মধ্যাহ্নভোজের সঙ্গিনীর আকর্ষণের ওপর মন্তব্য করলাম। পোয়ারো আমার কথায় সায় দিল।

'হ্যাঁ, উনি আকর্ষণীয়া বটে, তবে কেমন যেন একটু বোকা বলে মনে হলো।'

'বোকা, এ তুমি কি বলছ বন্ধু?'

'নিশ্চয়ই! রাগ করো না, একটা মেয়ে সুন্দরী হতে পারে আর তার চুলের রঙ লালও হতে পারে, তবু তা সত্ত্বেও সে বোকাও হতে পারে। আর উনি বোকা না হলে আমাদের মতো দু'জন অপরিচিত পুরুষকে বিশ্বাস করেন?'

'এমনও তো হতে পারে' উনি বুদ্ধিমতী, তাই হয়তো উনি ধরে নিয়েছেন, আমরা সৎ মানুষ, ওঁর ভাল চাই।'

'দেখো বন্ধু, তুমি যা বললে মূর্খেরা এরকম কথাই বলে থাকে। নিজের কাজ সম্পর্কে যে ওয়াকিবহাল, স্বভাবতই তাকে ঠিক বলে মনে হবে। উনি বললেন, ওঁর কাছে একশো পাউন্ড আনতে পারে তাই তাঁর কষ্ট হওয়া উচিৎ। কিন্তু ওঁর আসল ভাব দেখে আমার মনে হয়েছে। আসলে ওঁর কাছে এখনই পাঁচশো পাউন্ড রয়েছে।'

'তার মানে তুমি সেই দামী জিনিসটার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। নগদ অর্থ আর মূল্যবান জিনিসের মধ্যে কোনো তফাত নেই বন্ধু।'

'কিন্তু আমরা দু'জন ছাড়া অন্য কারোর তো এ কথাটা জানার কথা নয়!'

'জানে, হ্যাঁ জানে বৈকি। ওয়েটার, আর আমাদের পাশের টেবিলের লোকেরা জানে। আর নিঃসন্দেহে এবারমাউথের অনেকেই হয়তো জানে! মাদামোয়াজেল সুন্দরী রমণী, কিন্তু আমি যদি মিস এলিজাবেথ পেন হতাম তাহলে আমি আমার সহকারীকে প্রথমেই সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে কিছু নির্দেশ দিতাম।' এখানে একটু থেমে সে এবার সম্পূর্ণ অন্য গলায় বলল, 'বন্ধু তুমি তো জানো, আমরা যখন মধ্যাহ্নভোজ সারছিলাম তখন ওই ছাদবিহীন বাস থেকে একটা সুটকেশ সরিয়ে ফেলার মতো সহজ কাজ আর কিছু হতে পারে না।'

'ওহো পোয়ারো, একটু বোঝবার চেষ্টা করো, কেউ না কেউ সেই দৃশ্যটা নিশ্চয়ই যে দেখে ফেলতে পারে এটা তুমি ভাবছ না কেন?'

'বেশ তো, অন্যেরা কি দেখবে? কেউ তার নিজের সুটকেশই সরাচ্ছে, এই তো! এ কাজ প্রকাশ্যে যে কেউ করতে পারে, এতে তার ওপর কারোর সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না। তাই কেউ বাধা দিতেও আসবে না।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও পোয়ারো, ওই বাদামি রঙের স্যুট পরিহিত লোকটা তার নিজের সুটকেশই সরাচ্ছিল?'

পোয়ারো ভুরু কোঁচকালো। 'হ্যাঁ সেরকমই তো মনে হয়। তবে ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন রহস্যজনক বলেই মনে হয়। শুধু তাই নয় হেস্টিংস, আমার আশ্চর্য লাগছে, আমাদের বাস মঙ্কহ্যাম্পটন পৌঁছনোর পরে পরেই সুটকেশটা সে সরালো না কেন? তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে, সে কিন্তু মধ্যাহ্নভোজ সারতে আসেনি। তার মানে সবাই যখন মধ্যাহ্নভোজ সারতে ব্যস্ত থাকবে তখনি সে সুটকেশটা অপসারণের কাজ সেরে ফেলতে চেয়েছিল।

'মিস ডুরান্ট যদি জানালার ধারে না বসতেন তাহলে তিনি তাকে দেখতেই পেতেন না,' আমি বললাম।

'আর যেহেতু সুটকেশটা তার নিজেরই, তাই তাতে কিছু এসে যেত না,' পোয়ারো বলল, 'অতএব বন্ধু, ব্যাপারটা আপাতত ভুলে যাওয়া যাক।'

বলাবাহুল্য, আমরা আবার যে যার আসন গ্রহণ করার পর বাস আবার চলতে শুরু করলে পর পোয়ারো মেরি ডুরান্টকে আরও একদফা হঠকারিতার জন্য বিপদের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে গিয়ে অজানা-অচেনা মানুষের পরিচয় না জেনে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হতেই বলল, কারণ তাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু তার সব উপদেশ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, মিস ডুরান্ট ব্যাপারটা নেহাতই ঠাট্টা বলে মনে করলেন।

আমরা শার্লোক বে'তে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় চারটে বাজে। এবং

সৌভাগ্যবশত অ্যাঙ্কর হোটেলে থাকার ঘরও আমরা পেয়ে গেলাম। একটা বড় রাস্তার ধারে বেশ পুরনো বনেদী একটা আকর্ষণীয় হোটেল।

পোয়ারো ঘরে ঢুকে সবেমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর সুটকেশ থেকে বার করার পর যোশেফ অ্যারনের সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে গোঁফে একটু প্রসাধন লাগাচ্ছিল, ঠিক তখনি দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা পড়তে দেখা গেল। আমি নিজের থেকেই বলে উঠলাম 'দরজা খোলাই আছে, ভেতরে আসুন।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের গতিতে মিস ডুরান্টকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মুখটা ফ্যাকাশে, চোখভর্তি জল টলটল করছিল ওঁর।

'আমি আপনার কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি অসময়ে বিরক্ত করার জন্য। কিন্তু না করেও যে থাকতে পারলাম না, কারণ এদিন একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে।' পোয়ারোকে উদ্দেশ্য করে তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মঁসিয়ে, আপনি তখন বলেছিলেন, আপনি একজন গোয়েন্দা, তাই না?'

'তা কি হয়েছে মাদামোয়াজেল?'

'আমি সুটকেশটা খুলেছিলাম। দামী সেই মূর্তিগুলো একটা কুমীরের চামড়ার ব্যাগে রাখা ছিল, তালা দেওয়া। আর এখন দেখুন—'

মেরি একটা চারচৌকো কুমীরের চামড়ার ব্যাগ পোয়ারোর সামনে এগিয়ে ধরল। ঢাকনাটা খোলা। পোয়ারো ওটা তার হাতে তুলে নিল। আপাতদৃষ্টিতে দেখে তার মনে হলো, তালাটা জোর করেই খোলা হয়েছে। তালা ভাঙার পরিষ্কার দাগ ফুটে উঠেছিল তাতে। ভাল করে পরীক্ষা করে মাথা নাড়ল পোয়ারো।

'মূর্তিগুলো?' পোয়ারো জানতে চাইল, যদিও এর উত্তর যে কি আমরা দু'জনেই তা জানতাম।'

'উধাও! চুরি হয়ে গেছে। ওহো, আমি এখন কি করব?'

'কোনো চিন্তা করবেন না', আমি ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'আমার বন্ধু এরকুল পোয়ারো যখন এখানে রয়েছে তখন আপনার ভাবনার কিছু নেই। ওঁর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন? পারলে আমার এই বন্ধুটিই ওই জিনিসগুলো উদ্ধার করতে পারবে।'

'কি বললেন, উনিই সেই বিখ্যাত মঁসিয়ে পোয়ারো?'

পোয়ারো মেরির গলায় শ্রদ্ধার সঙ্গে তার নাম উচ্চারিত হতে শুনে খুব খুশি, সে তার এই খুশির আবেগ চেপে রাখতে পারল না। সরাসরি সে বলেই ফেলল, 'হ্যাঁ, আমিই এরকুল পোয়ারো।' বিনয়ের সঙ্গে সে আরও বলল, 'বিখ্যাত কিনা জানি না, তবে আমি একজন গোয়েন্দা, আপনি বিশ্বাস করে আপনার এই কেসটা আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে যা করার আমি নিশ্চয়ই তা করব, কিন্তু আমার আশঙ্কা কি জানেন মাদামোয়াজেল, বড় দেরী হয়ে গেছে। এখন বলুন, আপনার সুটকেশের তালা কি জোর করে ভাঙা হয়েছে?'

মেরি মাথা নাড়ল।

'দয়া করে আমাকে সেটা দেখাবেন?'

আমরা মিস ডুরান্টের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম অতঃপর। আর পোয়ারো কালবিলম্ব না করে সুটকেশটা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিল। একটা চাবি দিয়েই যে তালাটা খোলা হয়েছে বেশ বোঝা গেল।

'একটা চাবি মানে?' আমি একটু অবাক হয়েই এর ব্যাখ্যা চাইলাম পোয়ারোর কাছ থেকে।

'মানে খুবই সহজ, কেন জানো হেস্টিংস?' পোয়ারো বলল, 'এ ধরনের সব সুটকেশের চাবিই প্রায় একই রকমের হয়ে থাকে, বুঝলে বন্ধু। সে যাইহোক, পুলিশকে খবরটা এখনি জানাতে হবে; আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিস্টার বেকার উডের সঙ্গেও দেখা করতে হবে। ও কাজটা না হয় আমিই করব।'

আমি পোয়ারোর সঙ্গে মিস ডুরান্টের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বড় দেরী হয়ে গেছে বলতে তুমি কি বোঝাতে চেয়েছিলে পোয়ারো?'

'দেখো বন্ধু, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, মঙ্কহ্যাম্পটনের সেই রেস্তোরায় আমি মিস ডুরান্টকে বলেছিলাম, আমি জাদুকরের ঠিক উল্টো। আমি হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফিরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু ধরো কেউ যদি আমার আগেই কাজটা সেরে ফেলে থাকে? কি এখনো বুঝতে পারলে না তো? ঠিক আছে, মিনিট খানেকের মধ্যেই বুঝতে পারবে।'

আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে পোয়ারো একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে বেশ গম্ভীর মুখেই সে টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে এলো। 'আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হয়েছে। একজন মহিলা আধঘণ্টা আগে মিস্টার বেকার উডের কাছে মূর্তিগুলো নিয়ে হাজির হয়। মিস্টার উডকে সে বলে, মিস এলিজাবেথ পেন-এর কাছ থেকে আসছে। মূর্তিগুলো দেখে খুবই উল্লসিত হয়ে ওঠেন মিস্টার উড এবং এতই খুশি হন যে, তিনি সেগুলোর মূল্য বাবদ পাঁচশো পাউন্ড তার হাতে তুলে দেন।'

'আধঘণ্টা আগে, মানে আমাদের এখানে পৌছনোর আগেই?'

পোয়ারোর ঠোঁটে হেঁয়ালির হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। 'জানো বন্ধু, এটা হলো গতির যুগ। দ্রুতগামী মোটরের গতি আরো অনেক বেশি। মঙ্কহ্যাম্পটন থেকে একঘণ্টার মধ্যেই এখানে এসে পৌছে যায় সে।'

'আর আমরা এখন কি করব?'

'আমার প্রিয় হেস্টিংস, সব সময়েই বাস্তববাদী হওয়ার চেষ্টা করো। আমরা পুলিশকে জানাব, মিস ডুরান্টের জন্য যা করার আমি তাই করব। আর আমি এই রকম করব বলেই সব ঠিক করে ফেলেছি। এরপর মিস্টার বেকার উডের সঙ্গে দেখা করার কাজটা সেরে ফেলতে হবে।'

আমরা পোয়ারোর পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে উদ্যত হলাম। 'বেচারী মেরি ডুরান্ট তাঁর পিসীর রাগের ভয়ে খুবই মুষড়ে পড়েছেন।'

'রাগ হওয়ারই তো কথা', সীসাইড হোটেলের দিকে যেতে গিয়ে মিস্টার উডের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রওনা হওয়ার পর পোয়ারো বলল, 'আর সেটাই তো স্বাভাবিক। পাঁচশো পাউন্ডের দামী জিনিসভরা সুটকেশ ফেলে রেখে মধ্যাহ্নভোজ সারতে যাওয়াটা কি উচিত হয়েছে মিস ডুরান্টের? সে যাইহোক বন্ধু, এ কেসের দু'-একটা অদ্ভুত সূত্র আমার হাতে এসেছে। যেমন ধরো, ওই কুমীরের চামরার ব্যাগটা, ওটা কেন জোর করে খোলা হলো, আর তালাই বা ভাঙা হলো কেন?'

'মূর্তিগুলো সরানোর জন্য।'

'কিন্তু সেটা কি বোকামি নয়? ধরা যাক আমাদের মহামান্য চোর মহাশয় মধ্যাহ্নভোজের সময় নিজের সুটকেশ বার করার ভান করে মিস ডুরান্টের সুটকেশ থেকে সেই দামী জিনিসগুলো সরাতে চায়। তার পক্ষে মিস ডুরান্টের সুটকেশ খুলে মূর্তিভর্তি কুমীরের চামড়ার ব্যাগটা তার নিজের সুটকেশে চালান করে দিলেই তো ভাল ছিল। তা না করে জোর করে ব্যাগটা খুলতে চেয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করা কেন?'

'হয়তো ব্যাগের মধ্যে মূর্তিগুলো আছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যেই ব্যাগটা খুলতে বাধ্য হয়েছিল সে,' আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু পোয়ারো আমার কোনো যুক্তিই মানতে চাইল না। এই সময় আমরা মিস্টার উডের সুইটে পৌঁছে গেছলাম বলে আমাদের আলোচনা এর বেশিদূর আর এগোল না।

মিস্টার উডকে দেখামাত্র আমার মধ্যে একটা বিরক্তির উদ্রেক হলো। আসলে লোকটাকে আমার আদৌ পছন্দ হলো না। বিশাল কদাকার চেহারার লোক এই মিস্টার উড। পরনে চকর-বকর পোশাক, আঙুলে দামী হীরের আংটি। আমাদের উপস্থিতিতে তিনি ক্রুদ্ধ এবং হৈচৈ বাধিয়ে বসলেন।

খুবই স্বাভাবিক। পোয়ারোর প্রশ্নের উত্তরে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, সন্দেহ করার মতো কোনো কিছু তিনি দেখেননি। আর কেনই বা দেখবেন তিনি? মহিলাটি বললেন, তিনি তাঁর সঙ্গে দামী কয়েকটা দুষ্প্রাপ্য মূর্তি এনেছেন। দারুণ সুন্দর দেখতে সেই মূর্তিগুলো, দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো খুব পছন্দ হয়ে গেল তাঁর। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশো পাউন্ড দিয়ে সেগুলো কিনে নিলেন।

'নোটগুলোর নম্বর লিখে রেখেছেন মঁসিয়ে উড?' পোয়ারো জানতে চাইল।

'না, লিখে রাখিনি, কারণ প্রয়োজন মনে করিনি। কিন্তু আপনি আমাকে এতো সব প্রশ্ন করছেন কেন মঁসিয়ে?'

'ঠিক আছে, আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করব না মঁসিয়ে। শুধু জানতে চাই মহিলাটি দেখতে কি রকম ছিলেন? তিনি কি অল্পবয়স্কা আর সুন্দরী মহিলা ছিলেন?'

'না স্যার, সেরকম মোটেই না। দীর্ঘাঙ্গী, মাঝবয়সী, মাথায় পাকা চুল, ঠোঁটের ওপর হাল্কা গোঁফের রেখা। মোহিনীশক্তির অধিকারিণী কোনো মহিলা তিনি নন, আপনার জীবনে তাঁর প্রভাব খাটানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

'পোয়ারো!' মিস্টার উডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার পর তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'একটা গোঁফ! গোঁফের কথাটা শুনেছ?'

'আমার কান খোলাই ছিল হেস্টিংস, সব কিছুই শুনেছি। ধন্যবাদ।'

'কিন্তু কি বেরসিক লোক উনি?'

'তাঁর মধ্যে আকর্ষণ করার কিছু নেই, তাই না?'

'এখনি সেই চোরকে ধরতেই হবে।' আমি আমার মন্তব্যের কথা জানিয়ে দিলাম। 'আমরা তাকে সনাক্ত করতে পারব।'

'হেস্টিংস, তুমি বড়ই সরল। এতো সরল হলে মানুষ চেনা সহজ নয়। তুমি তো জান সব কেসেই অ্যালিবাই বলে একটা কথা আছে?'

'তার মানে তুমি মনে করো, ওই লোকটার অ্যালিবাই আছে?'

পোয়ারো অভাবনীয়ভাবে উত্তর দিল : 'আমি আন্তরিকভাবেই সেরকম কিছু আশা করছি।'

'তোমাকে নিয়ে অসুবিধেটা কি জানো?' আমি রাগতস্বরে বলে উঠলাম, 'তুমি সব জিনিসেই গোলমাল পাকিয়ে দাও।

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ বন্ধু। তোমরা যেমন বলে থাকো, গাছে বসে থাকা পাখি আমার পছন্দ নয়!'

পোয়ারোর ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে ঠিক। বাদামি পোশাকের আমাদের সেই সহযাত্রীর নাম জানা গেল মিস্টার নর্টন কেন। তিনি সোজা মঙ্কহ্যাম্পটনের জর্জ হোটেলে চলে যান। সেখানে তিনি বিকেল পর্যন্ত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে একমাত্র সাক্ষ্য হতে পারেন মিস ডুরান্ট। কারণ একমাত্র তিনিই মধ্যাহ্নভোজের সময় তাঁকে তাঁর সুটকেশ বার করতে দেখেছিলেন।

'আর ব্যাপারটা অবশ্যই সন্দেহজনক নয়', ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো চিন্তায় ডুবে গেল পোয়ারো অতঃপর। এরপর সে আর কোনো আলোচনায় রাজী হলো না, নীরব হয়ে থাকতে চাইল। তবে তাকে অনেক করে চাপ দিতেই সে শুধু বলল, সে এখন গোঁফ সম্পর্কে চিন্তা করছে, আর আমাকেও তাই করতে বলল।

যাইহোক, পরে আমি আবিষ্কার করলাম, যোশেফ অ্যারনসের সঙ্গে সেদিন সন্ধেটা সে কাটিয়েছিল। তাকে সে বলেছিল, মিস্টার বোকার উড সম্পর্কে সম্ভাব্য প্রতিটি বিস্তারিত খবর তাকে জানানোর জন্য। যেহেতু ওঁরা দু'জনে একই হোটেলে উঠেছিলেন, তাই মিস্টার অ্যারনসের কাছ থেকে মিস্টার উড সম্পর্কে কিছু অজানা তথ্য জানা যেতে পারে। যাইহোক, পোয়ারো যা কিছুই জানুক না কেন আমার কাছে গোপন করে গেল আপাতত।

ওদিকে মেরি ডুরান্ট পুলিশের সঙ্গে নানান সাক্ষাৎকারের পর পরের দিন ভোর সকালের ট্রেনে এবারমাউথে ফিরে যান। আর আমরা যোশেফ অ্যারনসের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারলাম। এরপরেই পোয়ারো জানাল, নাটকীয়ভাবে যোশেফ অ্যারনসের

সমস্যারও সমাধান করে ফেলেছে, আর এখন আমরা এবারমাউথে ফিরে যেতে পারি।

'কিন্তু বন্ধু, এবার আর মোটরযানে নয়,' পোয়ারো বলল, 'ট্রেনেই ভ্রমণ করব।'

'তুমি কি তোমার পকেটমার হওয়ার কথা ভাবছ, নাকি কোনো সুন্দরী রমণীর বিপদের আশঙ্কা করছ?'

'দুটি ব্যাপারের কথাই আমি ভাবছি হেস্টিংস, আমার ক্ষেত্রে তা ট্রেনে ঘটতেই পারে। না, তাড়াতাড়ি এবারমাউথে ফিরে যাবার জন্যে আমি এখন খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, কারণ সেখানে ফিরে গিয়ে আমি আমাদের এই মামলার নিষ্পত্তি করতে চাই।'

'আমাদের মামলা?'

'হ্যাঁ বন্ধু, মাদামোয়াজেল ডুরান্ট ওঁকে সাহায্য করতে বলেছেন। ব্যাপারটা পুলিশ হাতে নিয়েছে, তাই বলে এই নয় যে, আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব। আমি এখানে এসেছি এক পুরনো বন্ধুকে সাহায্য করতে, কিন্তু এরকুল পোয়ারো কোনো অপরিচিতাকে সাহায্য না করে তার প্রয়োজনের সময়ে তাকে একা ফেলে রেখে চলে গেছে, এ কথা কেউ বলতেও পারবে না।' কথাটা পোয়ারো দম্ভের সঙ্গেই বলল।

'আমার কি মনে হয় জানো পোয়ারো, আগেই তোমার আগ্রহ জেগেছিল।' আমি ওকে ঠেসিয়ে কথাটা বললাম, 'ট্রাভেল অফিসে ওই তরুণটিকে দেখার পর থেকেই। কারণটা যে কি তা অবশ্য আমার জানা নেই।'

'সে কি, তুমি জানো না হেস্টিংস? তোমার অবশ্যই জানা উচিত ছিল। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই রহস্যটা না হয় আমার কাছেই গোপন থাক।'

এ কেসের তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আমাদের কিছু আলোচনা হলো। ইন্সপেক্টর জানালেন, তিনি সেই যুবক নর্টন কেনকে জেরা করেছেন। তিনি পোয়ারোকে গোপনে বলেন, এই যুবকটির স্বভাব-চরিত্র ও হাবভাব তাঁর একেবারেই ভাল লাগেনি। প্রথমেই সে রেগে যায়, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে আর এমন উল্টোপাল্টা কথা বলে যে, তার একটা কথার সঙ্গে আর একটা কথার কোনো সঙ্গতি নেই।'

'কিন্তু এই চালাকিটা কিভাবে করা যায় আমি জানি না।' ইন্সপেক্টরও স্বীকার করলেন। 'হয়তো সে মূর্তিগুলো তার কোনো বিশ্বস্ত সঙ্গীর হাতে তুলে দিয়ে থাকবে, যে অতি দ্রুতগামী একটা মোটরযানে চড়ে সেখান থেকে উধাও হয়ে গিয়ে থাকবে। তবে এটাই হচ্ছে এই ঘটনার প্রকৃত ব্যাখ্যা। এখন আমাদের কাজ হবে সেই গাড়ি আর যুবকটির সঙ্গীকে খুঁজে বার করা।'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল।

'চুরিটা কি ওইভাবেই হয় বলে তোমার মনে হয়?' ট্রেনে চেপে বসে আমি জিজ্ঞেস করলাম পোয়ারোকে।

'না বন্ধু, আদৌ ও ভাবে চুরিটা হয়নি। এটা তার চেয়েও কৌশলী ব্যাপার।'

'তা কি রকম কৌশল আমাকে বলবে না?'

'এখন নয়। তুমি তো আমার দুর্বলতার কথা জানো, শেষ পর্যন্ত রহস্যটা আমি জিইয়ে রাখতে চাই।'

'তা সেই শেষ মুহূর্তের খুব বেশি দেরী নেই নিশ্চয়ই!'

'না, খুব শীগ্‌গীরই হবে।'

ছ'টার কিছু পরে আমরা এবারমাউথে এসে পৌঁছলাম। পোয়ারো স্টেশন থেকে সোজা 'এলিজাবেথ পেন' নামাঙ্কিত দোকানে গিয়ে হাজির হলো। দোকান বন্ধ ছিল। কিন্তু তা দেখেও কি ভেবে কে জানে পোয়ারো বেল টিপল। মেরি ডুরান্ট নিজেই দরজা খুলে দিলেন। আমাদের দেখে প্রাথমিকভাবে উনি অবাক হলেও পরে খুব খুশি হলেন।

মেরি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'আসুন, ভেতরে আসুন আর পিসীকে দেখুন।'

মেরি আমাদের পিছনের একটা ঘরে নিয়ে গেল। একজন বয়স্কা মহিলা এগিয়ে এলেন আমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। মাথার চুল প্রায় সব ক'টিই সাদা হয়ে গেছে, গায়ের রঙও ধবধবে সাদা, চোখ দুটি অদ্ভুত নীল। সব মিলিয়ে তিনি নিজেই যেন একটা প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন। পরনে খুব দামী লেস বসানো পোশাক।

'ওহো, আপনিই সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো?' তিনি মিষ্টি হেসে বললেন, 'মেরি আমাকে আপনার ব্যাপারে অনেক কথাই বলেছে। আমি বিশ্বাস করতেই পারিনি যে, সত্যি সত্যি আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন, আমাদের উপদেশ দিতে পারেন।'

পোয়ারো মুহূর্তের জন্য ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে রইল, তাঁর মাথা নিচু করে তাঁকে অভিবাদন জানালেন।

পোয়ারো কোনো ভূমিকা না করেই এবার সরাসরি মন্তব্য করল : 'মাদামোয়াজেল পেন, আপনার ছদ্মবেশটা খুব চমৎকার হয়েছে। তবে সত্যি সত্যি গোঁফ রেখে দেখতে পারেন, আপনাকে আরও সুন্দর মানাবে।'

মিস পেন পোয়ারোর হঠাৎ এ ধরনের কথা শুনে থতমত খেয়ে গিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলেন।

'গতকাল আপনি দোকানে ছিলেন না', পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'তাই না?'

'কেন, সকালে তো ছিলাম,' মিস পেন মৃদু প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'তবে মাথার যন্ত্রণা হওয়ায় পরে বাড়ি চলে যাই।'

'বাড়িতে নয় মাদামোয়াজেল,' পোয়ারো একটু সংশোধন করে দিয়ে বলল, 'মাথা ধরার জন্য একটু হাওয়া খেতে বাইরে বেরিয়েছিলেন, তাই নয় কি? আমার বিশ্বাস, শার্লোক বে'র জল-আবহাওয়া আপনার খুব উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল, আপনি তা অস্বীকার করতে পারেন না।

তারপর পোয়ারো আমার হাত ধরে আমাকে দরজার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে মিস পেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পেরেছেন, আমি সব কিছুই জানি। এখন এই চালাকি আপনাকে বন্ধ করতেই হবে।'

পোয়ারোর কণ্ঠস্বরে এমন আতঙ্কের কিছু ছিল যে, তিনি তাঁর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া সাদা মুখটা নামিয়ে নিলেন লজ্জায়, অপমানে। পোয়ারো এবার মিস মেরির দিকে ফিরে তাকাল।

'মাদামোয়াজেল', নরম গলায় পোয়ারো বলল। 'আপনার বয়স কম, যুবতী ও সুন্দরীও বটে। কিন্তু এ ধরনের জঘন্য কাজ করে আপনি তো রেহাই পেতে পারেন না, নির্ঘাৎ আপনার জেল হয়ে যাবে। তখন দেখবেন জেলের মধ্যে থেকেই আপনার সব রূপ ও সৌন্দর্য ঝরে যাবে একদিন, বয়সের ভারে নুইয়ে পড়বেন। যখন জেল থেকে খালাস পাবেন, তখন দেখবেন কেউ আর আপনার দিকে তাকাচ্ছে না, বিগত-যৌবনাকে কেই বা পছন্দ করে বলুন? আমি এরকুল পোয়ারো বলছি, সেটা বড়ই দুঃখের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।'

তারপর পোয়ারো আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামল, আমি বিহ্বল হয়ে তাকে অনুসরণ করলাম।

রাস্তায় নেমে পোয়ারো এবার এ কেসে তার গোপন রহস্য প্রকাশ করতে গিয়ে শুরু করল এইভাবে :

'শুরু থেকেই কেন জানি না এই কেসের প্রতি আমি ভীষণ আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ি বন্ধু,' পোয়ারো বলে চলে, 'ওই তরুণটি যখন কেবল মাত্র মঙ্কহ্যাম্পটনের টিকিট কাটল তখন আমি মেয়েটির দিকে নজর ফেলতেই দেখি উনি সেই তরুণটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। কিন্তু কেন? মেয়েদের তাকিয়ে থাকার মতো তরুণটির চেহারা তেমন আকর্ষণীয় নয়। আমরা যখন বাসে উঠতে যাই এর থেকে আমার কেন জানি না মনে হয় পথে একটা কিছু অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে, সেই তরুণটিকে লাগেজপত্তর হাতরাতে কে দেখেছিল? একমাত্র মাদামোয়াজেল মেরি, অন্য আর কেউ নয়! তাছাড়া উনি শুরু থেকেই রেস্তোরাঁর জানালার ধারে বসতেই বা গেলেন কেন? সাধারণত মেয়েরা এমনটি করে না।'

এখানে একটু থেমে পোয়ারো আবার বলতে শুরু করল, 'আর তারপর মেয়েটি আমাদের কাছে এসে ডাকাতি হওয়ার কথা জানালেন, কুমীরের চামড়ার ব্যাগটা জোর করে খোলার কথা বললেন, যার সাধারণ বুদ্ধিতে কোনো ব্যাখ্যা মেলে না।'

'আর এসবের ফলাফল কি হতে পারে? মিস্টার বেকার উড এই চোরাই জিনিস কেনার জন্য অনেক টাকা দিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি চোরাই জিনিস কিনেছেন, তাই সেগুলো তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে মিস পেনকে। মিস পেন ওগুলো দ্বিতীয়বার আবার পাঁচশো পাউন্ডে বিক্রি করবেন। তাহলে এর থেকে দেখা যাচ্ছে, একই জিনিস দু'বার বিক্রি করে তিনি মোট এক হাজার পাউন্ড পেতে যাচ্ছেন। আমি সেখানে খবর নিয়ে জেনেছি, সম্প্রতি ওঁর ব্যবসা ভাল যাচ্ছিল না, প্রায় ডুবে যাবার উপক্রম, তাই বুঝলাম, পিসী আর ভাইঝি দু'জনে মিলে এই রকম একটা জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন।'

'তাহলে তুমি নর্টন কেনকে কখনোই সন্দেহ করোনি?'

'কি আশ্চর্য বন্ধু, এ তুমি কি বলছ? ওই গোঁফওয়ালা লোককে আমি সন্দেহ করব? অপরাধবিজ্ঞান বলছে, প্রকৃত অপরাধীরা হয় পরিষ্কার করে দাড়ি-গোঁফ কামাবো কিংবা সত্যিকারের গোঁফের মালিক হবে, যা সে নিজের ইচ্ছেমতো যখন খুশি কামিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু এই চতুরা মিস পেনের কাছে কি চমৎকার সুযোগই না এসে যায় ভাবো একবার, ওই সোনালী-লাল-সাদা ত্বক, যেমন আমরা দেখলাম ওঁকে। কিন্তু তার বদলে তিনি যদি সোজা দাঁড়িয়ে পায়ে বড় মাপের বুট পরে, গায়ে কিছু প্রসাধনী লাগিয়ে এবং ঠোঁটের ওপর সামান্য কৃত্রিম চুল লাগিয়ে নেন, কিরকম দেখাবে তাঁকে বলো তো? ঠিক যেন পুরুষালি কোনো মহিলা, যেমন মিস্টার উডের কথার আভাসে সেরকমই প্রকাশ পেয়েছিল, আর আমরা তাঁকে দেখামাত্র ধরে নিয়েছিলাম,—'ছদ্মবেশে কোনো পুরুষ, এই তো?'

'তাহলে সত্যি সত্যিই উনি গতকাল শার্লোক বে'তে গেছলেন?'

'অবশ্যই! মনে আছে তুমি আমা'কে বলেছিলে, ট্রেন এখান থেকে এগারোটায় ছেড়ে বেলা দু'টোয় শার্লোক বে'তে পৌছয়। আর আমরা যে ট্রেনে এলাম সেটা আরও তাড়াতাড়ি পৌছয়। চারটে-পাঁচে ছেড়ে এখানে এসে পৌছয় সওয়া-ছ'টায়। তাই স্বভাবতই এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, মূর্তিগুলো কখনোই সেই কুমীরের চামড়ার ব্যাগে ছিল না। ওটা সুটকেশে ভরার আগেই কৃত্রিমভাবে ভাঙা হয়েছিল। মাদামোয়াজেল মেরির একমাত্র কাজ ছিল তাঁর বাস-যাত্রার পথে দু'জন হাঁদা-বোকা লোককে খুঁজে বার করে বিপদগ্রস্তা সুন্দরী মেয়ের ভূমিকা অভিনয় করে তাদের সহানুভূতি আদায় করা। তবে সেই দু'জনের মধ্যে একজন একেবারেই হাঁদা-বোকা ছিল না, কারণ সে হলো তাঁর চেয়েও বুদ্ধিমান পুরুষ এরকুল পোয়ারো!'

অন্য আর একজন হাঁদা-বোকা বলতে পোয়ারো কাকে বোঝাতে চাইল ও আমাকে যাই ভাবুক না কেন, বোঝার মতো আমার বুদ্ধি একটু-আধটু আছে বৈকি! তাই ওর এই সূক্ষ্ম মন্তব্যটা আমার গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিল। তাই আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম : 'তার মানে তুমি যখন বললে কোনো অপরিচিতাকে সাহায্য করছ, আসলে তুমি তখন ইচ্ছাকৃতভাবেই আমাকে ঠকিয়েছিলে, তাই না?'

'শোনো হেস্টিংস, আমি তোমাকে কখনোই ঠকাই না। আমি কেবল সুযোগ করে দিই যাতে করে তুমি নিজেই নিজেকে ঠকাতে পার। আসলে আমি এখানে অপরিচিত বলতে একমাত্র মিস্টার বেকার উডকেই বোঝাতে চেয়েছি।' তার মুখটা কেমন কালো হয়ে উঠল। 'আহা, যখনই আমি এই সব অন্যায়-অবিচার, প্রতারণার কথা ভাবি তখন আমার রাগে রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে থাকে পর্যটকদের রক্ষা করার জন্য। মিস্টার বেকার উড তোমার ভাষায় হয়তো তিনি একজন চমৎকার নিপাট ভালমানুষ না হতে পারেন, কিন্তু মনে রেখো তিনি একজন পর্যটক। আর এ কথাও মনে রেখো হেস্টিংস, আমরাও পর্যটক! আর এই কারণেই দুনিয়ার সমস্ত পর্যটকদের একটা সংগঠন করা উচিত। সব শেষে বলে রাখি, আমি সব সময়েই পর্যটকদের পাশে দাঁড়াতে চাই!'

ভিমরুলের বাসা

WASP'S NEST

'ওয়াস্‌প'স নেস্ট' ১৯২৮ সালের ২০ শে নভেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় "ডেইলি মেল" পত্রিকায় "দ্য ওয়াস্‌প'স নেস্ট" নামে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক মুহূর্তের জন্য টেরেসের ওপর দাঁড়িয়ে জন হ্যারিসন বাগানের দিকে তাকালেন। বিরাট ব্যক্তিত্বের মানুষ তিনি, রোগাটে বিশীর্ণ মুখ। তাঁর মুখাবয়ব সাধারণত কঠোর দেখায়। কিন্তু যখন, যেমন ধরা যাক এখন, ওঁর এবড়ো-খেবড়ো কঠোর মুখটা নরম হয়ে সেখানে একটু হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়, তখন তাঁর মধ্যে যেন খুব একটা আকর্ষণ অনুভব করা যায়।

জন হ্যারিসন তাঁর বাগানকে ভালবাসেন। আগস্টের সন্ধ্যায় বাগানের রূপ যত বেশি সৌন্দর্যময় হয় অন্য কোনো সময়ে সেরকম বড় একটা দেখা যায় না। লতানে গোলাপ তখনো চমৎকার দেখায়, তার মিষ্টি গন্ধ মম করে বাতাসে।

একটা বহু পরিচিত ক্যাচক্যাচ শব্দে হ্যারিসন তাঁর মাথাটা দ্রুত ঘোরালেন সেদিকে। বাগানের গেট পেরিয়ে কে ওই আসে? পরের মিনিটেই একটা বিস্ময়কর অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখা গেল তাঁর মুখে। পরিপাটি করে পোশাক পরিহিত একটি ছায়ামূর্তিকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তাঁর মনে হলো এ হেন মানুষকে এখানে আশাই করতে পারেননি তিনি।

'সব দিক দিয়েই চমৎকার', হ্যারিসন চিৎকার করে উঠলেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, তাই না!'

হ্যাঁ, অবশ্যই সে সেই বিখ্যাত এরকুল পোয়ারো, গোয়েন্দা হিসাবে যার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

'হ্যাঁ', অবশেষে সে সাড়া দিল, 'আমিই সেই এরকুল পোয়ারো। মনে আছে হ্যারিসন, তুমি একবার আমাকে বলেছিলে, "যদি তুমি কখনো এদিকে আসো, আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।" তাই আমি তোমার কথা রাখতেই এখানে এসে হাজির হয়েছি বন্ধু।'

'আর তুমি আসাতে আমি কৃতজ্ঞ', হ্যারিসন আন্তরিকভাবে বললেন। 'বসো, একটু পান করা যাক।' আতিথেয়তা দেখাতে বারান্দায় একটা টেবিলের প্রতি পোয়ারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন হ্যারিসন।

'ধন্যবাদ', একটা বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পোয়ারো বলল। 'আমার মনে হয় তোমার কাছে সিরাপ আছে, নেই? না, না, তার জন্যে কিছু নয়। স্রেফ প্লেন সোডার জল হলেও চলবে, তবে হুইস্কি নয়। তুমি তো জানো বন্ধু, আমি আমার প্রিয় গোঁফের কতই না যত্ন নিয়ে থাকি। কিন্তু হুইস্কির তীব্র ঝাঁঝে আমার গোঁফ কেমন যেন একটু নিস্তেজ হয়ে যায়। তাই গোঁফের সৌজন্যে আমি ওই রস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছি।'

'আর এই নির্জন নির্বান্ধবপুরীতে কিসের প্রয়োজনে তোমার আসা হলো?' আর একটা চেয়ারে বসে হ্যারিসন জিজ্ঞেস করলেন। 'আনন্দলাভের জন্য?'

'না বন্ধু, আমার পেশার কাজে।'

'তোমার পেশার কাজে? এখানে এই নির্জন জায়গায় তুমি তোমার পেশার কাজ খুঁজতে এসেছ? হাসালে, তুমি আমাকে হাসালে বন্ধু!'

পোয়ারো গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল। 'কিন্তু বন্ধু, হ্যাঁ যা বলছিলাম, সমস্ত অপরাধ ভিড়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় না, জানো তো?'

হ্যারিসন হাসলেন। 'ভুল হয়ে গেছে আমার। আমার ওই মূর্খের মতো মন্তব্য করাটা ঠিক হয়নি। হ্যাঁ, সত্যিই তো, অপরাধ আবার জায়গা বিশেষে হয় নাকি? তার বিচরণ সর্বত্র, এমন কি শান্তির জায়গাতেও হতে পারে, যেমন চার্চে ইত্যাদি—' এখানে একটু থেমে হ্যারিসন আবার বললেন, 'তা বন্ধু বিশেষ কোন অপরাধের তদন্তে তুমি এখানে এসেছ, নাকি অন্য কারণে, অবশ্যই এ প্রশ্ন আমার করা উচিত নয়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি প্রশ্ন করতে পার, যত খুশি প্রশ্ন, পোয়ারো বলল, 'অবশ্যই! তুমি প্রশ্ন করলে আমি খুশি হবো, কে জানে হয়তো আমার পেশার কাজের সন্ধান পেয়ে যেতে পারি আমাদের এই প্রশ্নোত্তরের আসরে।'

হ্যারিসন কৌতূহলী হয়ে তাকালেন পোয়ারোর দিকে। পোয়ারোর হাবভাবে একটা অস্বাভাবিক কিছুর গন্ধ যেন পেলেন তিনি। 'তুমি বললে, তুমি একটা অপরাধের তদন্ত করছ এই তো?' নেহাতই একটু ইতস্ততের সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি কোনো ভয়ঙ্কর অপরাধ?'

'হ্যাঁ, সে এক ভয়ঙ্কর অপরাধের ঘটনা।'

'মানে তুমি বলতে চাইছ...'

'খুন!'

এমন গম্ভীরভাবে কথাটা এরকুল পোয়ারো বলল যে, তা শুনেই হ্যারিসন স্তব্ধ, হতবাক। গোয়েন্দাপ্রবর পোয়ারো সরাসরি তাঁর দিকে এমন করে তাকাল এবং তার চাহনিতে এমন অস্বাভাবিক কিছু ছিল যে তিনি বুঝতেই পারলেন এরপর তিনি কি ভাবে এগোবেন। অবশেষে তিনি বললেন, 'কিন্তু আমি তো কোনো খুনের ঘটনার কথা শুনিনি এখানে।'

'শোনোনি,' পোয়ারো বলল, 'ঠিক আছে তোমাকে সেটা জানাতেও হবে না।'

'তা কে খুন হয়েছে জানতে পারি?'

'এখনও', এরকুল পোয়ারো উত্তরে বলল, 'কেউ খুন হয়নি।'

'কি বললে?'

'আর তাই তো বললাম, তুমি এ খবর শোনোনি। আমি এমন এক অপরাধের তদন্ত করছি যা এখনও অনুষ্ঠিত হয়নি।'

'কিন্তু দেখো, এর কোনো মানে হয় না, যতো সব ননসেন্স।'

'না, আদৌ তা নয়। কেউ যদি খুন হওয়ার আগে তদন্তের কাজ সারতে পারে, তাহলে খুন হওয়ার পরের ঘটনার চেয়ে অনেক ভাল। আর এ ভাবে হয়তো কেউ সামান্য একটু আভাসে-ইঙ্গিতে সেই খুন রুখে দিতে পারে।'

হ্যারিসন স্থির চোখে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, এ ব্যাপারে তুমি কিন্তু তেমন গুরুত্ব দিচ্ছো না।'

'হ্যাঁ, আমি অবশ্যই গুরুত্ব দিচ্ছি।'

'এখানে যে একজন খুন হতে যাচ্ছে তুমি সত্যিই তা বিশ্বাস করো? না, না, এ একেবারে অবাস্তব!'

কোনোরকম হৈচৈ না করেই এরকুল পোয়ারো কথাটার প্রথম অংশ শেষ করল।

'যদি আমরা খুন রুখে না দিতে পারি, একজন মানুষকে অসময়ে প্রাণ হারাতে হবে। হ্যাঁ বন্ধু, আমি তাই বোঝাতে চেয়েছি।'

'আমরা মানে?'

'হ্যাঁ আমরা, আমি ঠিকই বলেছি। আমি তোমার সহযোগিতা পেতে চাই।'

'আর এই কারণেই কি তুমি এখানে এসেছ?

পোয়ারো আবার তাঁর দিকে তাকাল এবং তার চোখে এমন এক অবর্ণনীয় কিছু ছিল যা হ্যারিসনকে অদ্ভুত এক অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল।

'মঁসিয়ে হ্যারিসন, আমি এখানে এসেছিলাম, কারণ আমি তোমাকে পছন্দ করি।' তারপরেই সে একেবারে অন্য সুরে কথা বলল, দেখো মঁসিয়ে হ্যারিসন, আমি জেনেছি তোমার এখানে একটা ভিমরুলের বাসা আছে। সেটা তোমার ভেঙে দেওয়া উচিত।'

প্রসঙ্গ বদল হওয়ায় হ্যারিসন হতভম্ব হয়ে ভুরু কোঁচকালো। পোয়ারোর চকিত দৃষ্টি অনুসরণ করে ভয়ার্ত কণ্ঠে সে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি আমি ওটা ভাঙতেই যাচ্ছিলাম। কিংবা ধরে নিতে পারো আমার বদলে তরুণ ল্যাংটন সে কাজটা সারবার জন্য তৈরী। ক্লড ল্যাংটনকে তোমার মনে পড়ে? যে ডিনার পার্টিতে তোমার সঙ্গে দেখা হয় তাতে ল্যাংটনও হাজির ছিল। আজ সন্ধ্যায় সে আসছে ওই বাসাটা নেবার জন্য। এ কাজে তার যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা আছে।'

'আহা', পোয়ারো জানতে চাইল, 'কাজটা সে কিভাবে করতে যাচ্ছে বলো তো?'

'পেট্রল আর গার্ডেন সিরিঞ্জ দিয়ে। সে তার নিজস্ব সিরিঞ্জ সঙ্গে করে নিয়ে আসছে। আমার চেয়ে তার সিরিঞ্জের সাইজটা অনেক বেশি উপযোগী।

'এ ছাড়াও আরও একটা পথ আছে, তাই না?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল। 'পটাসিয়াম সায়েনাইড দিয়ে।'

এই সময় হ্যারিসনকে একটু বিস্মিত হতে দেখা গেলো। 'হ্যাঁ, সেটা তো ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জিনিস। এ ব্যাপারে সব সময়েই একটা মারাত্মক ঝুঁকি থেকে যায় বৈকি।'

পোয়ারো গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, সেটা একটা মারাত্মক বিষ।' মিনিট খানেক অপেক্ষা করে সে আবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করল আগের মতোই গম্ভীর গলায়, 'মারাত্মক বিষ!'

'তুমি যদি তোমার শাশুড়ির ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করো তাহলে খুবই ব্যবহারযোগ্য হবে, কি বলো?' এই বলে হাসলেন হ্যারিসন।

কিন্তু এরকুল পোয়ারো আগের মতোই তেমনি গম্ভীর রয়ে গেল। এবং একটু জোর দিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'মঁসিয়ে হ্যারিসন, তুমি কি একেবারে নিশ্চিত যে মঁসিয়ে ল্যাংটন পেট্রল দিয়েই ভিমরুলের বাসা নষ্ট করতে যাচ্ছে?'

'একেবারে নিশ্চিত, কিন্তু এ প্রশ্ন কেন তুমি করছ বলো তো?'

'একটা ঘটনায় আমি বিস্মিত। আজ অপরাহ্নে বার্কেস্টারে কেমিস্টের কাছে গেছলাম। আমার একটা জিনিস কেনার ব্যাপারে আমাকে পয়জন বুকে সই করতে হয়। ওই বইয়ের শেষ লিপিভুক্ত বিষয়টা আমার চোখে পড়ে যায় তখন। বিষয় পটাসিয়াম সায়েনাইড, আর সেখানে ক্লড ল্যাংটনের সই দেখতে পাই।'

হ্যারিসন স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে পোয়ারোর দিকে। 'অদ্ভুত ব্যাপার তো', তিনি বললেন, 'অথচ সেদিন ল্যাংটন আমাকে বলে, ওই মারাত্মক বিষ ব্যবহার করার কথা সে স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারে না। তাছাড়া সে আমাকে আবার এ কথাও বলে যে, ভিমরুলের বাসা নষ্ট করার জন্য ওই মারাত্মক বিষ বিক্রি করা হয় না।'

পোয়ারো বাগানের দিকে তাকাল। এরপর একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বর খুবই শান্ত শোনাল : 'আচ্ছা, ল্যাংটনকে তুমি পছন্দ করো?'

হ্যারিসন উত্তর দিতে গিয়ে একটু বুঝি বা ইতস্তত করলেন। পোয়ারোর এ ধরনের প্রশ্নের ব্যাপারে তিনি ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। আমতা আমতা করে তিনি বললেন, 'আ-আমি, হ্যাঁ আমি, অবশ্যই আমি ওকে পছন্দ করি। আর করবোই বা না কেন?'

'আমি কেবল বিস্মিত এই কারণে যে, 'পোয়ারো শান্ত গলায় বলল, 'তুমি তাকে সত্যি সত্যি পছন্দ করো কিনা!'

হ্যারিসন জবাব না দেওয়াতে পোয়ারো নিজের থেকেই আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমি আবার অবাক হয়ে ভাবছি, সে তোমাকে পছন্দ করে তো?'

'তুমি কি ভাবছ বলো তো মঁসিয়ে পোয়ারো? তোমার মনে যে একটা কিছু আছে, এ আমি স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারছি এখন।'

'দেখো হ্যারিসন, আমার মনের কথাটা তুলে ব্যাপারটা তুমি অনেকটা সহজ করে দিয়েছ, ভালই করেছ, তাতে আমার কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। আর তাই আমি

এখন খোলাখুলিভাবেই বলছি, আমি জানি তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আমি মিস মলি ডিনকেও জানি। অত্যন্ত আকর্ষণীয়া আর সুন্দরী মেয়ে ও। তোমার সঙ্গে বাগদত্তা হওয়ার আগে ও ক্লড ল্যাংটনের বাগদত্তা ছিল। তবে যে কোনো কারণেই হোক তোমার জন্য, শুধু তোমারি জন্য ল্যাংটনকে ও ওর জীবন থেকে সরিয়ে দেয়।'

হ্যারিসন মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মালির এই মত পরিবর্তনের কারণ আমি জানতে চাইবো না; হয়তো সে ঠিকই করেছে। কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি বন্ধু, মলির সঙ্গে তার পুরনো সম্পর্কের কথা ল্যাংটন ভোলেনি কিংবা মলিকে ক্ষমা করেনি, এরকম ধারণা করে নেওয়াটা অযৌক্তিক নয়।'

'এ তোমার ভুল ধারণা মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি শপথ নিয়ে বলছি এ তোমার ভুল ধারণা। ল্যাংটন একজন স্পোর্টসম্যান। ব্যাপারটা সে স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে। তাছাড়া ও আমার সঙ্গে খুব সুন্দর ব্যবহার করে, যা আমাকে বিহ্বল করে তোলে এক-এক সময়। আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ঠিক বন্ধুর মতো।'

'আর তাই তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাওনি, এই তো? তুমি 'বিহ্বল' কথাটা ব্যবহার করেছ, কিন্তু তোমাকে বিহ্বল বলে মনেই হচ্ছে না।'

'তুমি কি মনে করো মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'আমি মনে করি,' উত্তরে পোয়ারো বলল, আর তার এখনকার কণ্ঠস্বরে এক নতুন সুর যেন ধ্বনিত হতে দেখা গেলো, 'একজন লোক সঠিক সময় না আসা পর্যন্ত তার সব ঘৃণা বিদ্বেষ চাপা দিয়েই রাখে।'

'ঘৃণা, বিদ্বেষ?' হ্যারিসন ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে হেসে উঠল।

'কিছু মনে করো না হ্যারিসন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ইংরাজরা অত্যন্ত বোকা।' পোয়ারো কোনোরকম দ্বিধা না করেই বলল। 'তারা মনে করে, তারা যেকোনো লোককে প্রতারণা করতে পারে, আর কেউ তাদের প্রতারণা করতে পারে না। স্পোর্টসম্যান, ভাল মানুষ, তারা কখনোই তাদের অশুভ লোক বলে বিশ্বাস করে না। আর যেহেতু তারা সাহসী, কিন্তু বোকা, এক-এক সময় তারা মারা যায় যখন তাদের মরবার কথা নয়!'

'তুমি কি আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছো?' নিচু গলায় বললেন হ্যারিসন। 'আমি এখন বেশ দেখতে পাচ্ছি, সারাক্ষণ আমাকে কিরকম ধাঁধায় ফেলে রেখেছে। তুমি আমাকে ক্লড ল্যাংটনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিচ্ছো। আর আজ তুমি এখানে এসেছ আমাকে সতর্ক করে দেবার জন্য।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দিল। হঠাৎ হ্যারিসন লাফিয়ে উঠল। 'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, তুমি পাগল হয়ে গেছ। মনে রেখো, এটা ইংলন্ড। ওরকম ঘটনা এখানে ঘটবে না। বিয়েতে ব্যর্থ হবু বর কখনো তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছন থেকে ছুরি মারে না কিংবা বিষ খাওয়ায় না। তাই তুমি ল্যাংটন সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেছ। ওর মতো ভাল ছেলে কখনোই একটা ভিমরুলকে আঘাত করবে না।

'ভিমরুল বা মৌমাছির জীবন নিয়ে আমি চিন্তিত নই, পোয়ারো শান্ত গলায় ধীরে ধীরে বলল। 'আর এই যে তুমি বললে, মঁসিয়ে ল্যাংটন একটা ভিমরুলেরও প্রাণ নেবে না, অথচ তুমি বোধহয় ভুলে গেছো হাজার হাজার ভিমরুলের প্রাণনাশের জন্যে তৈরি হচ্ছে সে।'

হ্যারিসন তখনি উত্তর দিল না। ছোটখাটো চেহারার গোয়েন্দাপ্রবর কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে পারল না। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। দ্রুত পায়ে সে তার বন্ধুর দিকে এগিয়ে গেল। এবং তাঁর কাঁধের ওপর সে তার একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিল। পোয়ারো তখন এতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, হ্যারিসনের কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল 'নিজের থেকে জাগো, জাগো বন্ধু। আর আমি যেমন আঙুল দেখাচ্ছি সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখো। ওই যে ওই গাছটা দেখতে পাচ্ছো, গাছের গুঁড়ির ঠিক ওপরের অংশটার দিকে তাকাও, যেখানে ভিমরুলরা তাদের বাসা বেঁধেছে অনেক দিন ধরে, ওই বাসাটা বাঁধার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাদের সুখে-শান্তিতে থাকার জন্য। আর ওই বাসাতেই তারা দিনের শেষে ফিরে আসতে শুরু করেছে যেমন আমাদের খেটে-খাওয়া পরিশ্রমী মানুষজন করে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ওই বাসা ভেঙে তছনছ করে ফেলবে ক্লড, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর দুঃখের খবর তাদের জানা নেই। আর বলার মতো কোনো বন্ধুও তাদের নেই। একমাত্র আমি এরকুল পোয়ারো ছাড়া তাদের কাছের লোক বলতে কেউ নেই। আমি তোমাকে বলে রাখছি বন্ধু, আমি এখানে এসেছি আমার পেশাগত কাজে। খুন হচ্ছে আমার কাজের উৎস। আর এই খুন হওয়ার আগে ও পরে, উভয়ক্ষেত্রেই আমাকে তৎপর হয়ে উঠতে হয়। তা মঁসিয়ে ল্যাংটন কখন ওই ভিমরুলের বাসাটা নিতে আসবে জানো?'

'ল্যাংটন কখনো...'

'সে তো পরের কথা। আগের কথা আগে বলো,' কখন সে আসবে এখানে?'

'ন'টার সময়। কিন্তু আমি তোমাকে বলে রাখছি পোয়ারো, তুমি একেবারে শুরু থেকেই ভুল করছো, আমি তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। ল্যাংটন কখনো ওদের অনিষ্ট করবে না।'

'এই সব ইংরেজদের বিশ্বাস নেই!' পোয়ারো আবেগ-কম্পিত গলায় বলল। তারপর সে তার টুপিটা আর ছড়িটা হাতে নিয়ে পথের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে একটু সময়ের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার বলল, 'তোমার সঙ্গে অযথা তর্ক করার জন্য আমি এখানে আর থাকছি না। এখানে থাকলে আমার ক্রোধ শুধুই বেড়ে যাবে। তবে তোমাকে বলে যাচ্ছি, আমি ন'টার সময় আবার এখানে ফিরে আসব।'

হ্যারিসন কথা বলার জন্য মুখ খুললেন, কিন্তু পোয়ারো তাঁকে সেই সুযোগ দিল না। বরং সে নিজের থেকেই আবার বলে উঠল, 'আমি জানি তুমি কি বলবে। ''ল্যাংটন কখনো...'' ইত্যাদি, ইত্যাদি। আহা, ল্যাংটন কখনো! কিন্তু সে যাইহোক, আমি

ন'টার সময় আবার এখানে ফিরে আসছি। তবে হ্যাঁ, সেটা আমাকে খুবই আনন্দ দেবে, ওটা ওভাবেই থাকতে দিও, ভিমরুলের বাসাটা সরানোর দৃশ্য দেখতে আমার খুব ভাল লাগবে। তোমার এ আর এক ইংরাজ খেলা!'

এরপর উত্তর শোনার জন্য আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সে, দ্রুত রাস্তায় নামার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে গেল, দরজায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ উঠল। রাস্তায় একবার নামা মাত্র তার ব্যস্ততা উধাও হয়ে গেল, চলার গতি শ্লথ হয়ে গেল। তার হাসিখুশি ভাবটাও উধাও এখন, তার মুখটা এখন খুবই গম্ভীর হয়ে উঠল, ভয়ার্ত দেখাল। এর মধ্যে একবার সে তার পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে সময় দেখল, আটটা দশ। 'প্রায় তিন কোয়ার্টার সময় হাতে আছে এখনো', নিজের মনেই সে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'ভাবছি, অপেক্ষা করা কি ঠিক হবে!'

তার চলার গতি আগের চেয়ে আরও বেশি শ্লথ হয়ে গেল। এখন সে প্রায় গ্রামে ফেরার পথে। কিছু অনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী মনে হলো তার মনে জেগে উঠল। সে তার ভাবনায় স্থির অটল থেকে গ্রামের পথে আবার চলতে শুরু করল। কিন্তু তার মুখে এখনও চিন্তার ভাব লেগে রয়েছে। মানুষ যেমন আংশিকভাবে সন্তুষ্ট হলে মাথা থেকে তার সেই সুখানুভূতির আভাস পাওয়া যায়, পোয়ারোও সেরকম করল।

গ্রামের পথে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পরেও ন'টা বাজতে তখনো বেশ কয়েক মিনিট বাকি ছিল, পোয়ারো বাগানের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পরিষ্কার রাতের আকাশ। বাতাসে তেমন জোর নেই, গাছের পাতাগুলো অকম্পন। চারদিকে একটা অদ্ভুত নিরবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। কে জানে, এই নিস্তব্ধতা কোনো অশুভ বার্তা বহন করে নিয়ে আসছে কিনা, যেমন ঝড় ওঠার আগে চারদিকে একটা থমথমে আবহাওয়া বিরাজ করে!

পোয়ারো এবার তার চলার গতি একটু বাড়িয়ে দিল। হঠাৎ সে সতর্ক হয়ে গেল, এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কি যে ঘটতে চলেছে জানে না সে, তার ভয় এখানেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাগানের দরজা খুলে গেল এবং ক্লড ল্যাংটন দ্রুত পায়ে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। এখানে একটু থেমে একবার চারদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে সে যখন আবার চলতে শুরু করবে ঠিক তখনি তার দেখা হয়ে গেল পোয়ারোর।

'ওহো আপনি, শুভসন্ধ্যা।'

'শুভসন্ধ্যা মঁসিয়ে ল্যাংটন। দেখছি আপনি একটু আগেই এসে গেছেন!'

ল্যাংটন অবাক চোখে তাকিয়ে রইল পোয়ারোর দিকে। তারপর সেই অবাক ভাবটা কাটিয়ে উঠে সে বলল, 'জানি না আপনি কি বলতে চাইছেন।'

'কেন, ভিমরুলের বাসা আপনি নেননি?'

'ওহো তাই বলুন,' ল্যাংটন যেন একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল এমন করে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, আমি ওটা নিইনি।'

'ওহো তাই বুঝি!' পোয়ারো নরম গলায় বলল, 'আপনি ভিমরুলের বাসা নেননি বলছেন। তাহলে আপনি এখানে এসে কি করলেন?'

'স্রেফ বসে বসে বৃদ্ধ হ্যারিসনের সঙ্গে একটু খোশগল্প করলাম, এই আর কি! মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার খুব তাড়া আছে, তাই এখনি চলে যেতে হচ্ছে এখান থেকে। আপনি যে এখানে আছেন, এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।'

'দেখুন, আমার এখানে একটা কাজ ছিল।'

'ওহো তাই বুঝি! বেশ তো ভেতরে যান, আপনি টেরেসে মঁসিয়ে হ্যারিসনকে দেখতে পাবেন। আপনাকে সঙ্গ দিতে না পারার জন্য আমি দুঃখিত।'

কথা শেষ করেই দ্রুত পায়ে পথ চলতে শুরু করল ল্যাংটন। অপসৃয়মান ল্যাংটনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পোয়ারো। বেচারা নার্ভাস হয়ে গেছে, ভাল দেখতে, তবে মুখে কেমন যেন একটা দুর্বলতার ছাপ।

'তাহলে টেরেসে আমি হ্যারিসনের দেখা পাব', পোয়ারো আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, 'আমি বিস্মিত।' পোয়ারো এবার বাগানের দরজা পেরিয়ে টেরেসের পথে এগিয়ে চলল। টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন হ্যারিসন। কোনো সাড়া-শব্দ নেই, একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছেন। এমন কি পোয়ারোর পায়ের শব্দ শুনেও তার দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন মনে করলেন না তিনি। তাহলে? পোয়ারো চমকে উঠল।

'আহা, বন্ধু আমার!' পোয়ারো কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যারিসন, তুমি ঠিক আছো তো?'

উত্তরটা পাওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হলো পোয়ারোকে। তারপর একসময় হ্যারিসন অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বললে তুমি?'

'আমি বলেছি, তুমি ঠিক আছো তো?'

'ঠিক আছি কিনা জানতে চাইছো? হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। আর থাকবই বা না কেন বলো?'

'তুমি কোনো অশুভ প্রতিক্রিয়া অনুভব করছ না তো? ঠিক আছে, না করলেই ভাল।'

'অশুভ প্রতিক্রিয়া? কিসের?'

'কাপড়-কাচার সোডা থেকে।'

হঠাৎ হ্যারিসন সোজা হয়ে উঠে বসলেন। 'কাপড়-কাচার সোডা? কি বলতে চাইছ তুমি?'

পোয়ারো ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি একটা বিশেষ প্রয়োজনে তোমার পকেটে কিছু একটা রেখে দিয়েছিলাম।'

'তুমি বলছ, আমার পকেটে কিছু একটা রেখে দিয়েছিলে? কিসের জন্যে?'

হ্যারিসন স্থির চোখে তাকিয়ে রইল পোয়ারোর দিকে। পোয়ারো শান্তভাবে বলল :

'দেখো একজন গোয়েন্দা হিসেবে তোমাকে কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার সুবিধা কিংবা অসুবিধা দুইই আছে আমার। আর অপরাধীদের কাজ হলো তারা

তোমাকে ভয়ঙ্কর আগ্রহ ও কৌতূহল জাগানোর ব্যাপারে শিক্ষা প্রদান করতে পারে। একবার একজনের পিকপকেট হয়ে যায়। জনতা একজনকে পকেটমার হিসেবে সাব্যস্ত করে। আমি নিজে তার প্রতি আগ্রহী এই কারণে যে একটা ক্ষেত্রে তারা যেমন বলে সেই পকেট মেরেছে, আসলে সে কিন্তু পকেট মারেনি, আর তাই আমি তাকে আমার সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিই। আর একটা কারণ হলো, কৃতজ্ঞ সে, সে যা ভাবে সেই মতো সে আমাকে আমার পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়, যা আমাকে তার জাদুকরী চালাকির খুঁটিনাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।'

'আর এভাবেই আমি একজন মানুষের পকেট থেকে এমন নিঃসাড়ে তার অগোচরে যে কোনো জিনিস তুলে নিতে পারি, তাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহও হবে না। যেমন বন্ধু, আমি তোমার ক্ষেত্রে করেছি। মনে আছে এখান থেকে চলে যাবার আগে তোমার কাঁধে একটা হাত রাখি, আমি তখন খুব উত্তেজিত, আমার হাত কাঁপছিল, তুমি কিন্তু কিছুই টের পাওনি। যাইহোক, তোমার পকেটে যা ছিল সেটা আমার পকেটে, আর আমার পকেট থেকে তোমার পকেটে কাপড়কাচার সোডার প্যাকেটটা চালান করে দিই।'

'দেখো', স্বপ্নের ঘোরের মতো পোয়ারো বলে চলে, 'যদি কেউ তাড়াতাড়ি কিছু বিষ গ্লাসে ফেলতে চায়, সে তখন কোনো কিছু না দেখেই তার কোটের ডানদিকের পকেটে হাত ঢোকাবে অন্য কোথাও নয়, আর আমিও জানতাম পটাসিয়াম সায়েনাইডের প্যাকেটটা কোথায় থাকতে পারে!'

পোয়ারো এবার তার হাতটা তার কোটের ডান পকেটে ঢোকায় এবং কিছু ডেলা পাকানো সাদা ক্রিস্টাল জাতীয় জিনিস বার করে আনে। তারপর সে তার অন্য পকেট থেকে বড় মুখওয়ালা একটা বোতল বার করে। সাদা ক্রিস্টালের ডেলাগুলো সেই বোতলে ফেলে টেবিলের সামনে এগিয়ে যায় এবং জগ থেকে জল ঢেলে নেয় সেই বোতলে। বোতলে কর্ক এঁটে সাবধানে ঝাঁকুনি দেয় যতক্ষণ না ক্রিস্টালগুলো গলে যায়। হ্যারিসন শ্যেন দৃষ্টিতে তার সব কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে থাকে।

ক্রিস্টালগুলো সম্পূর্ণভাবে গলে যাওয়াতে সন্তুষ্ট হয়ে পোয়ারো এবার গুটি গুটি পায়ে ভিমরুলের বাসার দিকে এগিয়ে যায়। বোতলের কর্ক খুলে ক্রিস্টাল মেশানো সমস্ত সলিউসন ভিমরুলের বাসার ওপর ঢেলে দিল, তারপর দু'পা পিছিয়ে গিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকলো।

কিন্তু ভিমরুলগুলো সবেমাত্র বাসায় ফিরে বেচারারা বিশ্রাম নিচ্ছিল, তারা দু'-একবার নড়ে উঠেই একেবারে স্থির হয়ে গেল। অন্য সব ভিমরুল তাদের বাসা থেকে বেরিয়ে এলো এক-এক করে স্রেফ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার জন্য। পোয়ারো সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দু'-এক মিনিট লক্ষ্য করে এবং তারপর মাথা নেড়ে ফিরে এলো বারান্দায়।

'চটজলদি মৃত্যু', পোয়ারো বলল, 'একেবারে নিমেষে মৃত্যু যাকে বলে, যাকে বলে চোখের পলক না পড়তেই মৃত্যু।'

এতক্ষণে হ্যারিসন কথা বললেন, 'তুমি কতখানিই বা জানো?'

পোয়ারো সরাসরি হ্যারিসনের চোখে চোখ রেখে বলল, 'যেমন আগেই তোমাকে বলেছি, কেমিস্টের দোকানে বিষ বিক্রির রেকর্ড বুকে ক্লড ল্যাংটনের নাম আমি দেখতে পাই। তবে তখন আমি যে কথা বলিনি তা হলো, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে আসি এবং খুব বেশি দূরে আমাকে যেতে হয়নি, ল্যাংটনের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। সে আমাকে বলে, তোমার অনুরোধেই পটাসিয়াম সায়েনাইড কিনে নিয়ে যাচ্ছে, এই বিষ নাকি ভিমরুলের বাসা নিয়ে আসার কাজে লাগবে। বন্ধু, এই কথাটা আমার কানে অদ্ভুতভাবে বাজল, কারণ ডিনারে তুমি বলেছিলে, ওসব সায়েনাইড বিষ ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক আর অপ্রয়োজনীয়, তাই সেটা বাতিল করে দিয়ে বরং পেট্রল ব্যবহার করাটাই ভাল।'

'বলে যাও।'

'আমি আরও কিছু জানি বন্ধু, ক্লড ল্যাংটন আর মলি ডিনকে আমি একসঙ্গে মিলিত হতে দেখেছি, ওরা কিন্তু তখন ভেবেছিল কেউ তাদের দেখছে না। আমি জানি না, দুই প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে কি এমন ঝগড়া হয়েছিল যে, মলি তার প্রথম প্রেমিককে ছেড়ে তোমার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছিল? কিন্তু আমি উপলব্ধি করলাম, ওদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি শেষ আর মিস ডিন ওর প্রথম প্রেমিকের কাছে ফিরে এসেছে।'

'বলে যাও।'

'বন্ধু, আমি আরও কিছু জানি। অন্য একদিন আমি হারলে স্ট্রীটে গেছলাম, আর দেখলাম তুমি এক ডাক্তারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছো। ওই ডাক্তারকে আমি জানি, আর সে কোন অসুখের চিকিৎসা করে তাও আমি জানি। এ রোগ যে সারবার নয় তাও আমি জানি। সব রুগীরাই এই ডাক্তারের কাছে অনেক আশা নিয়ে আসে, কিন্তু ফিরে যায় বিষণ্ণ মুখে, কারণ ডাক্তার তাদের জবাব দিয়ে দেন, বেঁচে থাকার কোনো প্রতিশ্রুতিই দেন না। তাই তোমার মুখে ওই একই ধরনের অভিব্যক্তি আমি লক্ষ্য করেছিলাম। আমার জীবনে এরকমটি একবার কি দু'বার দেখেছি, কিন্তু সহজে সেটা ভুল করার নয়। এ সেই এমন এক মানুষের মুখ, যে কিনা মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়ে গেছে। আমি ঠিক বলেছি, নাকি ভুল বলছি?'

'একেবারে ঠিক বলেছ। ওই ডাক্তার আমাকে মাত্র দু'মাস সময় দিয়েছেন।'

'বন্ধু, তুমি আমাকে তখন দেখছিলে না, আসলে তখন তোমার আরও কিছু চিন্তার ছিল। আমি তোমার মুখে কিছু একটা দেখেছিলাম আজ বিকেলে। মানুষ যে জিনিস গোপন করতে পারে বলে আমি তখন তোমাকে বলেছিলাম, সেটা কি জানো? বন্ধু, আমি তোমার চোখে মুখে ঘৃণা দেখতে পেয়েছিলাম। তুমি সেটা গোপন করার কষ্ট স্বীকার করোনি, কারণ তুমি ভেবেছিলে সেখানে তোমাকে দেখার কেউ নেই।'

'বলে যাও', হ্যারিসন বললেন।

'এরপর বেশি কিছু বলার আর নেই। আমি এখানে চলে আসি, যেমন তোমাকে আগেই বলেছি যে, আচমকা ল্যাংটনের নাম পয়জন বুকে যখন দেখলাম, তখনি দেখা করলাম তার সঙ্গে, তারপর এখানে তোমার কাছে চলে এলাম। আমি তোমার জন্যে ফাঁদ পাতলাম। ল্যাংটনকে সায়েনাইড বিষ এনে দিতে তুমি যে অনুরোধ করেছিলে সে কথা আমি বলতেই তুমি অস্বীকার করলে। উল্টে খুবই অবাক হয়ে যাও। আর মনে আছে, এখানে আমার প্রথম আবির্ভাবের সময় আমাকে দেখে তুমি চমকে উঠেছিলে? কিন্তু পরে তুমি দেখতে পাও সেটা কেমন ভালভাবে খেটে যেতে পারে, আর তুমি আমার সন্দেহকে উৎসাহ দিয়েছিলে। আমি ল্যাংটনের কাছ থেকে জানতে পারি, রাত সাড়ে-আটটার সময় এখানে তার আসার কথা। অথচ তুমি আমাকে বলেছিলে তার আসার কথা ছিল রাত ন'টায় এই ভেবে যে, আমি যখন এখানে আবার ফিরে আসব তখন সব শেষ হয়ে যাবে। আর তাই তো আমি সব কিছুই জানি।'

'কেন তুমি এলে?' চিৎকার করে উঠলেন হ্যারিসন। 'তুমি যদি ফিরে না আসতে...'

পোয়ারো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি বন্ধু, খুন আমার কাজ, মানে আমার পেশার একটা অঙ্গ।'

'মানে খুন, আত্মহত্যা, এই সব বলতে চাইছ তুমি?'

'না!' পোয়ারো তার কণ্ঠস্বর আরো চড়িয়ে এবং স্পষ্ট করে বলল, 'আমি বোঝাতে চাইছি খুন। তোমার মৃত্যু তাড়াতাড়ি আর সহজ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ল্যাংটনের মৃত্যুর যে পরিকল্পনা তুমি করেছিলে, তা যদি সফল হতো তাহলে তার মৃত্যুটা খুবই জঘণ্য হতো। বিষ সঙ্গে করে সে এসেছিল, সে এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে, আর সে তখন একাই ছিল তোমার সঙ্গে। তুমি হঠাৎ মারা গেলে, আর সায়েনাইড বিষ তোমার গ্লাসে পাওয়া গেল, ব্যাস এই যথেষ্ট, ক্লড ল্যাংটনের ফাঁসি তখন কে আটকায়! এটাই ছিল তোমার পরিকল্পনা বন্ধু।'

হ্যারিসন আবার চিৎকার করে উঠল। 'কেন, কেন তুমি এসেছিলে?'

'কেন এসেছি, আমি তো তোমায় আগেই বলেছি। কিন্তু আরও একটা কারণ আছে। আমি তোমাকে পছন্দ করি। শোনো বন্ধু, তুমি একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ। তুমি যে মেয়েটিকে ভালবেসেছিলে, তাকে তুমি হারিয়েছ। কিন্তু এর পরেও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা থেকে যায়। আর সেটা হলো, তুমি খুনী নও। এখন বলো, আমি আসাতে তুমি আনন্দিত নাকি দুঃখিত?'

এক মুহূর্তের বিরতি, তারপর হ্যারিসন নিজের থেকেই উঠে দাঁড়াল। তাঁর মুখে যেন এক নতুন দিগন্তের আলো ফুটে উঠতে দেখা গেল, তাঁর মুখের যে আলো এখন নিঃসন্দেহে বলে দেয় যে, তিনি তাঁর সব রোগ, দুঃখ-কষ্ট জয় করে ফেলেছেন। তিনি তাঁর হাতটা টেবিলের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

'বন্ধু, এখন বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই, তুমি এসে ভালই করেছ। ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে মঁসিয়ে পোয়ারো,' চিৎকার করে বলে উঠলেন হ্যারিসন।

একই ছাদের নিচে প্রতিদ্বন্দ্বী

THE THIRD FLOOR FLAT

'দ্য থার্ড ফ্লোর ফ্ল্যাট' ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় ''হাচিনসন'স'' স্টোরি ম্যাগাজিনে।'

সময় যেন কারোর জন্যে অপেক্ষা করে না। একটা প্রচণ্ড ব্যস্ততা ও তৎপরতা লক্ষ্য করা গেল ওদের চারজনের মধ্যে। সবার দৃষ্টি তখন স্থিরনিবদ্ধ প্যাটের ওপর। একটা ভয়ঙ্কর ভয় আর তার অসহায় চাহনি দেখে অন্যেরা বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন। প্যাট যেন অন্য দিনের থেকে আজ সম্পূর্ণ আলাদা, তার উদ্বেগের ছায়া কাঁপে তার চোখের তারায়—ভিরু চাহনি, কৈফিয়তের সুরে সে যেন কিছু একটা বলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। বারবার তার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসছিল, এই মুহূর্তে তার অনেক কিছুই বলার ছিল, অনেক কিছু দেখার ছিল, কিন্তু তা হলো না। বাধ সাধল তার চাবিটা।

'শোনো ভাই!' চাপা উদ্বেগটা এবার তার মুখের ভাষায় প্রকাশ পেল। চোখে একটা ভ্রূকুটি ফুটিয়ে সে তখন উন্মত্তের মতো তন্ন তন্ন করে খুঁজছে তার হাতের অতি তুচ্ছ সিল্কের বস্তুটার মধ্যে, সে বলে সেটা নাকি তার ইভিনিং ব্যাগ। দুটি যুবক এবং একটি যুবতী চিন্তিত হয়ে নিরীক্ষণ করছিল তাকে। তারা সবাই তখন প্যাট্রিসিয়া গারনেটের ফ্ল্যাটের সামনে অপেক্ষা করছিল।

'এতে কোনো লাভ নেই', হতাশ সুরে বলল প্যাট, 'ব্যাগের মধ্যে সেটা নেই। তাহলে এখন আমরা কি করব?'

'ল্যাচ-কী ছাড়া জীবনের কি অর্থ হতে পারে?' বিড়বিড় করে বলল জিমি ফকনার।

ছোট বেঁটেখাটো সে, চওড়া কাঁধের যুবক। তার নীল দুটি চোখ ঠাণ্ডা মেজাজের স্বাক্ষর যেন বহন করছিল।

প্যাট কিন্তু রাগত চোখে তার দিকে তাকাল। 'ঠাট্টা করো না জিমি, এখন ঠাট্টা-ইয়ার্কির সময় নয়। ব্যাপারটা সাংঘাতিক।'

'ভাল করে আবার দেখো প্যাট', এবার বলল ডোনোভান বেইলি। 'আমার তো মনে হয় তোমার ব্যাগের মধ্যেই কোথাও সেটা লুকিয়ে আছে।'

খুব আস্তে আস্তে কথা বলে থাকে ডেনোভান, যেন কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই, তার রোগাটে চেহারার সঙ্গে তার সেই মিহি কণ্ঠস্বর বেশ খাপ খেয়ে যায়।

'আচ্ছা, তুমি চাবিটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলে তো?' এবার অপর যুবতী মিলড্রেড হোপ মুখ খুলল।

'নিশ্চয়ই আমি সেটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে আছে, বাইরে বেরোবার সময় চাবিটা আমি আমার এই ব্যাগে রেখেছিলাম', বলল প্যাট দৃঢ়স্বরে। 'আমার বিশ্বাস, সেটা আমি তোমাদের দু'জনের মধ্যে কাউকে হয়তো দিয়ে থাকব।' এই বলে সে পালা করে যুবক দু'টির দিকে তাকাল। সে যেন তাদের দোষী সাব্যস্ত করতে চাইছে। 'আর হ্যাঁ, আমার এও মনে আছে, ডেভোভাএকে আমি তখন বলেছিলাম, চাবিটা এখন তোমার কাছে রাখো, পরে আমি চেয়ে নেব।'

কিন্তু এতো সহজে কাউকে বলির পাঁঠা সাব্যস্ত করতে পারল না সে। প্যাটের দোষারোপ মানতে রাজী নয় সে, আর জিমিও তাকে এ ব্যাপারে সমর্থন করল।

'আমি নিজের চোখে চাবিটা তোমাকে তোমার ব্যাগে রাখতে দেখেছি', কোনো রকম ইতস্তত না করেই সোজা বলে দিল জিমি।

'তাহলে আমার মনে হয়, তোমরা যখন আমার ব্যাগটা তোমাদের হাতে তুলে নাও তখন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন সেটা হয়তো আমার ব্যাগ থেকে তুলে নিয়ে থাকবে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি সেটা একবার নয়, দু'-দুবার ব্যাগের মধ্যে রেখেছিলাম।'

'একবার কিংবা দু'বার যাইহোক না কেন,' বলল ডোনোভান, 'আমার তো মনে হয় তুমি কম করেও অন্তত বারোবার ফেলে থাকবে সেটা সম্ভবত প্রতি ক্ষেত্রেই সেটা তোমার ব্যাগের বাইরে ফেলে থাকবে, আমরা তোমাকে মনে করিয়ে না দিলে চাবিটা তুমি পেতেই না। আর এখন এই যে একেবারেই সেটা পাচ্ছ না, হয় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, কিংবা এর মধ্যে কোনো রহস্য হয়তো লুকিয়ে থাকলেও থাকতে পারে।'

'পৃথিবীতে সব কিছু কেন যে সব সময় ও ভাবে স্থানচ্যুত হয়, তার কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি', বলল, জিমি, 'এক্ষেত্রেও প্যাট, আমার তো মনে হয়, ওই একই কারণে তোমার ফ্ল্যাটের চাবিটা কোথাও পড়ে গিয়ে থাকার সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি।'

অপর তিনজন যখন চাবি হারানো, কিংবা ফিরে পাওয়ার আলোচনায় মশগুল, মিলড্রেডের চিন্তা তখন বইছিল অন্য খাতে। সে তখন রীতিমতো চিন্তিত, এবং অন্যদের মতো ব্যাপারটা সে অত হাল্কাভাবে ঠিক নিতে পারছিল না। তার সেই ভাবনা প্রকাশ পায় তার পরবর্তী কথায়।

'কিন্তু কথা হচ্ছে এখন আমরা প্যাটের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করবই বা কি করে', বলল মিলড্রেড।

বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, তাই এই প্রশ্নটা তুলল সে। তবে প্যাটের মতো আবেগপ্রবণ ও ঝামেলা পাকানোর মতো মানসিকতা তার নয়।

তাদের চারজনই বন্ধ দরজার দিকে শূন্য দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। আর

তাদের মধ্যে জিমিই প্রথম দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্য তিনজনের দিকে পালা করে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা পোর্টার আমাদের সাহায্য করতে পারে না?' তারপরেই সে আবার এর সমাধান হিসেবে একটা সূত্র যোগ করে বলল, 'তার কাছে মাষ্টার-কী কিংবা ওই রকম কিছু নেই? যাইহোক, তাকে একবার বাজিয়ে দেখলে কেমন হয়।'

জোরে জোরে মাথা দোলায় প্যাট। 'তাতে কোনো লাভ হবে না ভাই। একটা চাবি ফ্ল্যাটের কিচেনে ঝোলানো আছে, আর অপর চাবিটা থাকা উচিত এমন একটা ব্যাগে যা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর, অন্তত এই মুহূর্তে।'

'ক্ষতিকর ব্যাগ বলতে এখানে তুমি কি বোঝাতে চাইছ প্যাট?' কৈফিয়ত চাইল জিমি।

'ক্ষতিকর মানে ক্ষতিকর। সেই ব্যাগের যে অধিকারী এখন, সে নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধু নয়। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই?'

'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু এখন উপায়? এখন আমরা যাই কোথায় বলো তো।' মিলড্রেড অসহায়ভাবে তাকাল, 'একটা কোনো উপায় তো বার করবে তোমরা?'

'উপায়? হ্যাঁ, ফ্ল্যাটটা যদি গ্রাউন্ড ফ্লোরে হতো তাহলে একটা উপায়ের সম্ভাবনা অবশ্য থাকত,' প্যাট এমনভাবে কথাটা বলে যেন সে বুঝি একটা আশার বাণী শোনাতে যাচ্ছে তাদের। 'সেক্ষেত্রে আমরা জানালা কিংবা ওই রকম একটা কিছু ভেঙ্গে ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারতাম।' তারপর ডোনোভানের দিকে ফিরে বলল সে, 'ডোনোভান, তোমার বেড়াল চোর হওয়ার ইচ্ছে হয় না, হবে তুমি?'

দৃঢ়তার সঙ্গে তবে যথেষ্ট নম্রভাবে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল ডোনোভান।

'ওভাবে ফোর্থ ফ্লোরে যাওয়ার মধ্যে অনেক ঝুঁকি আছে', ডোনোভানের হয়ে বলল জিমি।

'আচ্ছা এখানে ফায়ারএস্কেপের ব্যবস্থা নেই?' জিজ্ঞেস করল ডোনোভান।

'না, একটাও নেই।'

'সেকি?' বিস্ময় ভরা চোখে তাকায় জিমি। 'নিশ্চয়ই থাকা উচিত। এতো উচ্চ ফাইভ-স্টোরিড বিলডিং, অথচ ফায়ারএস্কেপ একটাও থাকবে না, তাই কখনো হয় নাকি? তাহলে,' আশঙ্কা প্রকাশ করে জিমি আবার বলে, 'এখানে আগুন লাগলে এখানকার বাসিন্দারা বেরুবে কি করে?'

'বলতে পারব না', উত্তরে বলল প্যাট। তবে নেই যখন, এখন আর ওটা নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। এখন কথা হচ্ছে, আমি কি করে আমার ফ্ল্যাটে ঢুকব? সেটাই এখন আমার একমাত্র চিন্তা।'

প্যাটের ভাবনা সংক্রামিত হলো অপর তিনজনের মধ্যেও। তারা সবাই এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। প্যাটকে তারা এ ব্যাপারে কি ভাবে সাহায্য করতে পারে, সবাই ভাবতে থাকে।

'আচ্ছা, ওই কি যেন নাম...' জিজ্ঞেস করল ডোনোভান, 'আরে ওই যে, কথাটা

পেটে আসছে, কিন্তু মুখে আসছে না। হ্যাঁ, ওই যে ব্যবসায়ীরা যাতে করে তাদের পণ্য সামগ্রী ওঠায় আর নিচে নামায় আর কি।'

'ওহো, তুমি সার্ভিস লিফ্‌টএর কথা বলছ?' হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যাওয়ার মতো করে বলল প্যাট। 'ও হ্যাঁ, এবার আমার মনে পড়ছে। কিন্তু সে তো তারের বাক্সের মতো জিনিস। ওহো এক মিনিট, আমি জানি, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ধরো এখানে কয়লা পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত, লিফ্‌টএর কথাই না হয় ধরা যাক না কেন, ধরে নেওয়া যায় না?'

ডেনোভানের চোখ দুটো এতক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা গেল।

'হ্যাঁ এতক্ষণে', বলল ডোনোভান, 'একটা উপায় বার করা গেল।' খুশিতে উপচে পড়ল সে।

কিন্তু তার সেই খুশির রঙটা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না সে। মিলড্রেডের পরামর্শ ভীষণভাবে নিরুৎসাহ করল তাকে।

'সেটা হয়তো ভেতর থেকে বদ্ধ থাকতে পারে।' বলল সে, 'মানে আমি প্যাটের কিচেনের কথা বলছি, ভেতর থেকে বন্ধ থাকতে পারে।'

তবে মিলড্রেডের পরামর্শটা সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দেয় ডোনোভান।

'তুমি ওটা বিশ্বাস করো না', বলল ডোনোভান।

'প্যাটের কিচেনের কথা আমি বলছি না', বলল জিমি। 'আমরা ওর স্বভাব তো জানি, প্যাট কখনো তালা লাগায় না, আর ঘরে খিলও দেয় না।'

'আর আমারও মনে হয় না ঘরে খিল দেওয়া আছে।' বলল প্যাট।

'আজ সকালেই আমি ডাস্টবিনের ময়লা সাফ করেছি। আর আমি এখন একেবারে নিশ্চিত, তারপর আমি আর দরজায় খিল দিইনি। তাছাড়া তারপর থেকে আমি সেখানে কখনো গেছি বলে তো আমার মনে হয় না।'

তারা চারজন আবার চিন্তায় পড়ল, আর তাদের সেই মুশকিল আসানের কোনো উপায় খুঁজে বার করার পথ এখন তাদের কাছে দূর অস্ত যেন। প্রায় সবাই তখন ভেঙে পড়েছে, একটা হতাশা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তবু তাদের মধ্যে ডোনোভান যেন একটু ব্যতিক্রম, একেবারে ভেঙে পড়ার শেষ মুহূর্তে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় সে, একটা প্রয়াস তার মধ্যে কার্যকর হতে থাকে, এর আগে তাদের অনেক ঝামেলার মধ্যে থেকে সে ঠিক পথ করে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, এমন নজির দেখা গেছে অতীতে, আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

'ঠিক আছে', বলল ডোনোভান', আজ রাতে আমাদের কাছে ওই ঘটনাটা খুবই কার্যকর হতে যাচ্ছে বলে আমার মনে হয়। তবে সেই একই কথা, শোনো, আমাদের সাথী তরুণী প্যাট, তোমাকে আমি না বলেও থাকতে পারছি না, তোমার এই বাজে অভ্যাস, মানে আমি বলতে চাইছি, তোমার এই শিথিলতা, অবহেলা তোমার অনেক বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে তোমার ভাগ্য অনেক ভাল যে, তোমার এখানে চুরি

হয় না, বেড়ালের উপদ্রব হয় না, তারা তোমাকে দয়া করে, তোমার প্রতিদিনের রাতের ঘুম কেড়ে নেয় না।'

এই সব নীতিকথাগুলো কিন্তু বরদাস্ত করতে পারে না প্যাট। তার সেই নীতিকথায় তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বলল সে, 'এসো তোমরা আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?' সমবেত কণ্ঠস্বর রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে রেণু রেণু করে গুঁড়িয়ে দিল।

'একটু আস্তে', মুখে আঙুল দিয়ে সে তাদের সঙ্গীদের সতর্ক করে দেয়, 'অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা বিরক্ত হবে, বেশি চেঁচিও না। 'তারপর প্যাট প্রসঙ্গান্তরে গেল,' আমরা এখন লিফ্‌ট-এর খোঁজে চলেছি।'

'কিন্তু এত রাত্রে লিফ্‌ট কি চালু আছে?' জিজ্ঞেস করল ডোনোভান।

'নেই জানি', প্যাট মাথা নেড়ে জবাব দেয়, 'ফ্ল্যাটে কয়লা তোলার একটা লিফ্‌ট আছে, চব্বিশ ঘণ্টার সার্ভিস। কার কখন কয়লা দরকার হবে কে বলতে পারে?'

একরকম ছুটেই প্যাট এগিয়ে চলে, তাকে অনুসরণ করে অন্যেরা। নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে প্যাট তাদের নেতৃত্ব দেয়। বস্তুত জায়গাটা প্যারামবুলেটরে ভর্তি ছিল, এবং ডানদিকের লিফ্‌ট-এর দিকে নিয়ে যেতে থাকল সে তাদের। সেই সময় পথে একটা ডাস্টবিন দেখা গেল। সেটা সরিয়ে দিল ডোনোভান। তার নাকে কুঞ্চন দেখা দিল।

'একটু দুর্গন্ধ', মন্তব্য করল সে। 'কিন্তু ব্যাপার কি? এই অভিযানে আমি কি একাই যাব? নাকি তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আমার সাথী হবে?'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব,' বলল জিমি।

ডেনোভানের পাশে পাশে হাঁটতে শুরু করল সে।

'আমার মনে হয়, এই ছোট্ট লিফ্‌ট আমার ভার বহন করতে পারবে', বলল বটে সে, তবে তার কথার মধ্যে একটু সন্দেহ ছিল।

'এক টন কয়লা থেকে তোমার ওজন নিশ্চয়ই তার থেকে বেশি হতে পারে না,' বলল প্যাট।

'সে যাইহোক, আশাকরি খুব শীগ্‌গীরই আমরা ঠিক একটা পথ খুঁজে বার করব', লিফ্‌ট এ পা দিয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলল ডোনোভান।

লিফ্‌ট-এর যান্ত্রিক আওয়াজ উঠল। একটু পরেই তারা তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেও সেই শব্দের রেশ থেকে গেল।

'কান ঝালাপালা করা শব্দটা ভয়ঙ্কর', অন্ধকারের বুক চিরে তারা যখন ওপরে উঠছিল মন্তব্য করল ডোনোভান, 'অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা কি ভাববে বলো তো?'

'আমার মনে হয় ভূত কিংবা চোর, এরকম একটা কিছু আর কি', বলল ডোনোভান। লিফ্‌ট-এর দড়ি টানার কাজটা খুবই কঠিন ব্যাপার। ফ্রায়ারস ম্যানসনের পোর্টাররা এই মাল বওয়ার কাজটা যে কি ভাবে করে ধারণা করা যায় না। ভাল কথা জিমি, ফ্লোরগুলো তুমি গুণছ তো?'

'হায় ভগবান! গুণতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি।'

মৃদু হাসল ডোনোভান। 'ঠিক আছে, তুমি ভুলে গেলেও আমি কিন্তু ভুলিনি, আমি ঠিক গুণে যাচ্ছি। এখন আমরা থার্ড ফ্লোর অতিক্রম করছি। পরবর্তী ফ্লোরই আমাদের।'

'আর তারপরেই, আমার ধারণা', জিমির মুখে অসন্তোষের ছায়া পড়তে দেখা যায়, বিড়বিড় করে সে তার বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'দেখব, শেষ পর্যন্ত দরজায় তালা দিয়ে রেখে গেছে প্যাট।'

কিন্তু এসব ভয় অমূলক প্রতিপন্ন হলো। সামান্য একটু ঠেলতেই কাঠের দরজা খুলে গেল। আর তারপরেই কালো শ্লেটের মতো অন্ধকার কিচেনে প্রবেশ করল ডোনোভান ও জিমি।

সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়ছিল না তাদের, এক পা নড়তে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছিল তাদের। সুইচবোর্ডটা যে কোথায় তা দেখারও উপায় নেই।

'এই বন্য রাত্রির অভিযানে সঙ্গে একটা টর্চ আনা উচিত ছিল আমাদের', মৃদু চিৎকার করে বলল ডোনোভান। 'এখন এই অন্ধকারে এক পা চলাও বিপজ্জনক। এই ফ্ল্যাটের কোনো কিছুই আমার জানা নেই, কোথায় কি রাখা আছে জানিনা! বিশেষ করে কিচেনে একটু অসাবধান হলেই রান্নার সরঞ্জাম ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আলো জ্বালার আগেই এখানকার সব জিনিসপত্র ফর্সা হয়ে যাবে।' তাকে সতর্ক করে দিয়ে ডোনোভান আরো বলল, 'তুমি যেখানে আছ, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, আলো না জ্বালা পর্যন্ত একটুও নড়ো না, বুঝলে?'

মেঝের ওপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে সে তার পথ করে নিতে থাকে। আর মুখে সে একটা কথাই বার বার বলতে থাকে—'ড্যাম!' পথ চলতে গিয়ে একটু বুঝি বা অসাবধান হয়ে গিয়েছিল সে, বুক সমান কিচেন টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই তার বুকের পাঁজরায় ধাক্কা লাগল। যন্ত্রণায় কাতরে উঠে কোনো রকমে সামলে নেয় সে। তারপর সামলে নিয়ে কোনো রকমে একটা সুইচবোর্ডের সামনে গিয়ে পৌঁছল, আর পরমুহূর্তেই আর একটা সুইচ। 'ড্যাম!' তার মুখ থেকে সেই বিরক্তিকর শব্দটা আবার বেরিয়ে এলো।

'কি ব্যাপার?' জিমি বলল, 'তোমার কথা শুনে খুব হতাশ বলে মনে হচ্ছে তোমাকে।'

'আলো আর আসবে না। মনে হয় বাল্বগুলো ফিউজ হয়ে গেছে। এক মিনিট, বসবার ঘরের আলো জ্বেলে দেখি।'

ঠিক প্যাসেজ পেরিয়েই বসবার ঘর। তার পায়ের শব্দ অনুসরণ করে জিমি, দরজা পার হওয়ার পদধ্বনি শুনতে পায় সে, এবার বসবার ঘর থেকে ডোনোভানের পায়ের শব্দ শুনতে পায় সে। পায়ের শব্দটা বসবার ঘরের সুইচবোর্ড পর্যন্ত এগিয়ে একসময় নীরব হলো। এবার আর পায়ের শব্দ নয়, নতুন করে তার মুখে আবার একটা ব্যর্থতার হিসহিস শব্দ বেরিয়ে এলো, চমকে উঠল জিমি, তবে কি শূন্য হাতে ফিরে যেতে হবে

তাদের? কথাটা মনে হতেই তার মুখ কঠিন হয়ে উঠল। এবার সে নিজেই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলল বসবার ঘরের দিকে, এখানে অন্ধকার আরও বেশি জমাট, আরও বেশি কালো বলে মনে হলো যেন। সামনে এক মিটার দূরত্বের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না।

এখন এখানে অনুভূতিটা কাজ করল, আর আন্দাজে ঢিল ফেলার মতো পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল ডোনোভান তার সঙ্গীর উদ্দেশ্যে। ডোনোভানকে দেখতে পাচ্ছিল না সে। তবে তার উষ্ণ নিঃশ্বাস তার গায়ে লাগতেই সে বুঝতে পারল, ডোনোভান তার খুব কাছেই কোথাও রয়েছে। হয়তো ঘাড় ফেরালেই সে তার সাথীর স্পর্শ পেতে পারে। কিন্তু তার আর সাড়াশব্দ নেই। তবে কি সে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে? কিন্তু তা হবে কেন? একটা নির্দিষ্ট উত্তর তো দিতে হবে ফিরে গিয়ে প্যাটকে। প্যাটের বড় ভাবনা, সে তার ফ্ল্যাটে প্রবেশ করতে পারবে কিনা! বড় অসাবধানী মেয়ে সে। তবু তার এমন অসহায় অবস্থায় তাকে মদত দেওয়া তাদের প্রধান কর্তব্য এখন।

এই সব কথা ভেবেই জিজ্ঞেস করল জিমি, 'কি ব্যাপার? আবার কি হলো ডোনোভান?'

'জানি না। তবে আমার বিশ্বাস, মনে হয় রাত নামলেই ঘরগুলো যাদু করে দেওয়া হয়। এখানকার সব কিছুই যেন মনে হচ্ছে অন্য জায়গায়। চেয়ার টেবিলগুলো যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। ওহে, এখানে আর একটা ব্যতিক্রম!'

কিন্তু সেই মুহূর্তে সৌভাগ্যবশত আর একটা ইলেকট্রিক সুইচের সন্ধান পেয়ে গেল সে এবং সুইচ টিপতেই আলোয় ভরে উঠল ঘরটা। আর পরমুহূর্তেই এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ভরা চোখে তাকাল দুটি যুবক পরস্পরের দিকে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! এত ভুল? এ কি করে সম্ভব! একটা প্রচণ্ড ব্যস্ততা বুঝি তাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে একটা ভুল জায়গায়। এ এক ভুল পদক্ষেপ।

ঘরটা প্যাটের বসবার ঘর নয়। একটা ভুল ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছে তারা।

ফ্ল্যাটটা যারই হোক না কেন, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের সঙ্গে। কে জানে, তাদের এই ভুলের মাসুল কত দিতে হবে!

তারা দু'জনে এবার ঘরটা জরিপ করতে বসল। শুরু করতে গিয়ে তারা দেখল, ঘরটা প্যাটের ঘরের তুলনায় দশগুণ জিনিসে ঠাসাঠাসি, ঘরের মধ্যে স্বচ্ছন্দে পা ফেলা দুষ্কর। একটু অসাবধান হতেই হোঁচট খেতে হয়েছে অন্ধকারে। তবে আলোটা তাদের বড় রকমের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে। ডোনোভানের তখন সে কি দুরবস্থা, চেয়ার টেবিলগুলো যেন বারবার তাকে বিদ্রূপ করছিল, তাদের সেই দুরবস্থাটা দেখে মজা পাচ্ছিল। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট গোল টেবিল, টেবিল ক্লথের আবরণে ঢাকা! বস্তুত এই ঘরের মালিক কেমন, কেমন তার আচার ব্যবহার, এই মুহূর্তে সে সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন। নীরবে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তারা এবার টেবিলের ওপর দৃষ্টি ফেলল, একগুচ্ছ চিঠি পড়ে রয়েছে সেখানে।

'সেই চিঠির গুচ্ছ হাতে তুলে নিয়ে প্রাপকের নামটা পড়তে গিয়ে এক বুক নিঃশ্বাস ফেলল ডোনোভান—মিসেস আর্নেস্টান গ্রান্ট।' তারপরেই তার চোখে একটা আশঙ্কা ফুটে উঠতে দেখা গেল, 'সর্বনাশ জিমি। তোমার কি মনে হয়, ভদ্রমহিলা আমাদের এখানে আগমনের খবর জেনে গেছেন?'

'জানাটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কি আশ্চর্য, এত সব শব্দ হওয়া সত্ত্বেও যতই তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকুন না কেন, তাঁর কোনো সাড়া শব্দ নেই কেন? চোর ডাকাতের কথা ভেবেও তো তাঁর ছুটে আসা উচিত ছিল।' উত্তরে বলল জিমি। ব্যাপারটা আমার ঠিক ভাল ঠেকছে না ডোনোভান, ঈশ্বরের দোহাই, চলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে এসো। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকাটা নিরাপদ নয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশী ঝামেলায় না জড়িয়ে পড়তে হয়। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলো।'

দ্রুত হাতে ঘরের আলো নিভিয়ে দেয় তারা। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লিফ্‌ট-এ পা রেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জিমি। নতুন কোনো ঝামেলায় যে তাদের জড়িয়ে পড়তে হলো না, তার জন্য ধন্যবাদ জানাল সে ঈশ্বরকে!

'এ রকম গাঢ় ঘুমের মহিলাদের আমি পছন্দ করি,' জিমি তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলল, 'হয়তো মিসেস আর্নেস্টাইনের এমন গাঢ় ঘুমের অভ্যাস থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু আমি আবার এ কথাও ভাবছি যে, এমন মরার মতো ঘুম হলে সমূহ বিপদও আছে, কোনো চোর ডাকাত যদি নিঃশব্দে তাঁর ঘরের সব কিছু চুরি করে নিয়েও যায় তিনি জানতে পারবেন না। সকালে ঘুম ভাঙলে তিনি তখন দেখতে পাবেন, তিনি নিঃস্ব, সব কিছু হারিয়ে বসে আছেন তিনি। তাই বলছি, এমন কাল ঘুম ভাল নয় বন্ধু।'

ডোনোভানের চিন্তা তখন অন্যরকম, সে তখন ভাবছিল, এমন একটা মারাত্মক ভুল তাদের হলোই বা কি করে? প্যাটের ফোর্থ ফ্লোরে না এসে তারা থার্ড ফ্লোরে মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ল কি করে? হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গেল তার। আর সেই সম্ভাবনার কথাটা মনে হতেই সে বলে উঠল, 'এখন আমি বুঝতে পারছি, কি করে ফ্লোর গুণতে ভুল করলাম আমরা।'

'সে কিরকম?' কৌতূহল প্রকাশ করল জিমি।

'কি করে জানো?' মৃদু হেসে বলল ডোনোভান, 'তোমার মনে পড়ে জিমি, আমরা লিফ্‌ট চালু করি কোথ্‌থেকে?'

'কেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে?' নিশ্চিতভাবে উত্তর দিল জিমি।

'না!'

'তাহলে?'

'এখন আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, আমাদের অভিযান শুরু বেসমেন্ট থেকে আর সেই কারণেই ফ্লোর গুণতে আমাদের ভুল হয়ে যায়।'

'তাই বুঝি?'

ডোনোভান সুইচ টিপতেই লিফ্‌টটা উপরে উঠতে শুরু করল।

'এবার আমরা সঠিক ফ্ল্যাটেই যাচ্ছি।'

'আমি সেটা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি।' বলল জিমি। ইতিমধ্যে ফোর্থ ফ্লোরে এসে লিফ্‌টটা থেমেছিল। তারপর তারা প্যাটের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল জিমি, 'এ রকম বিস্ময়কর ঘটনা আবার ঘটলে আমার দুর্বল নার্ভ সহ্য করতে পারবে না।'

কিন্তু এবার জিমির আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণিত হলো? তাকে আর নার্ভাস হতে হলো না। প্রথম সুইচ টিপতেই তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্যাটের কিচেন। পরমুহূর্তেই কিচেন পেরিয়ে তারা সামনের ঘরে এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে! আর মিনিটখানেক পরেই ফ্ল্যাটের প্রবেশ পথের দরজা খুলতেই তারা দেখল, বাইরে দরজার সামনে অপেক্ষা করছে দুটি তরুণী।

'তোমরা অনেক সময় নিয়েছ', বিরক্তি প্রকাশ করল প্যাট।' মিলড্রেড আর আমি এখানে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছি।'

'আমরা দুঃখিত', বলল ডোনোভান। তোমাদের একটা খুশির খবর শোনাই, আমরা দারুণ একটা মজার অভিযানে গিয়েছিলাম। তবে সেই অভিযানে ভয়ঙ্কর একটা ঝুঁকিও ছিল—অনধিকার প্রবেশের অপরাধে ধরা পড়লে তোমরা হয়তো এতক্ষণে আমাদের পুলিশ স্টেশনে দেখতে পেতে। একটা দুঃসংবাদ তোমরা পেতে পুলিশের কাছ থেকে—আমরা অপরাধী—'

'মজাদার অভিযান। পুলিশ স্টেশন। তোমরা অপরাধী হতে পারতে। এ সব কি বলছ ডোনোভান?' বিস্ময়ে আবিষ্ট প্যাট তার ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল। বসবার ঘরে প্রবেশ করে আলো জ্বালল প্যাট, তবে তার দৃষ্টি স্থির তখনো ডোনোভানের দিকে, তার ভাবখানা এমনি যে, দুটি যুবকের সেই রোমাঞ্চকর অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ না শোনা পর্যন্ত তার প্রতীক্ষা শেষ হবে না। প্যাট তার গায়ের আলোয়ানটা সোফায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বসল। এবং যুবক দু'জনকে বসতে বলল সামনের দুটি কৌচে। আর মিলড্রেড বসল তার পাশে।

'তারপর?' যুতসইভাবে বসে প্যাট আবার জিজ্ঞেস করল, 'থামলে কেন ডোনোভান? তাড়াতাড়ি তোমাদের অভিযানের গল্প বলো। আমি যে আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছি না।'

তুমি হয়তো মনে মনে খুব মজা পাচ্ছ, রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী শুনবে বলে। হ্যাঁ, অবশ্যই এর মধ্যে রোমাঞ্চ ছিল। তবে ওই যে একটু আগে তোমাদের বললাম, এতক্ষণে তোমরা হয়তো আমাদের পুলিশ স্টেশনে হাজির হওয়ার খবর শুনতে পেতে—' এরপর আর কোনো ভূমিকা না করে ডোনোভান তাদের সেই অভিযানের কাহিনীর বর্ণনা দিল সবিস্তারে।

তাদের সেই অভিযানের কাহিনী শুনতে গিয়ে মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিল প্যাট ও

মিলড্রেড, তাদের আশঙ্কার ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল তাদের টুকরো টুকরো মন্তব্যে—'উঃ কি ভয়ঙ্কর ভুল। এই ভুলের মাশুল গুণতে হতো তোমাদের ঠিকই।'

'এ রকম মারাত্মক ভুল এর আগে কখনো আমার হয়নি। বিশ্বাস করো প্যাট, কি ভাবে যে এটা ঘটল, প্রথমে বুঝতেই পারিনি। অনেক ভেবে চিন্তে এই ভুলের একটা সূত্র আমি খুঁজে বার করেছি শেষ পর্যন্ত। আসলে আমরা বেসমেন্ট থেকে যাত্রা শুরু করি। তাই ওপরে লিফটে ওঠার সময় ফ্লোর গুণতে আমরা ভুল করি। থার্ড ফ্লোর আসতেই ফোর্থ ফ্লোর ভেবে আমরা লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে আসি, আর তোমার ফ্ল্যাটের বদলে ঢুকে পড়ি মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটে।' কৈফিয়ত দেয় ডোনোভান।

'ভদ্রমহিলা যে হাতে নাতে তোমাদের ধরে ফেলেননি, তার জন্য আমি খুবই আনন্দিত।' মন্তব্য করল প্যাট। 'এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, ঘুমুলে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার জ্ঞান থাকে না। তবে আমি যতদূর জানি, মানে আমার অনুমান, বয়স হলে যা যা হয়ে থাকে, পরশ্রীকাতর তিনি। আমার এই উপলব্ধির বড় কারণ আজ সকালে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, যে কোনো সময়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি। মনে হয়, কোনো অভিযোগ তিনি জানাতে চান আমাকে। আমার যতদূর ধারণা, তাঁর অভিযোগ আমার পিয়ানোর বিরুদ্ধে! আমার মতে যে সব লোক পিয়ানো বাদন সহ্য করতে পারে না, এই সব ফ্ল্যাটে তাদের বাস করা উচিত নয়।' হঠাৎ ডোনোভানের হাতের দিকে তাকাতে গিয়ে প্রসঙ্গ বদল করে প্যাট বলে উঠল, 'ডোনোভান, তোমার হাতে কোনো চোট লাগেনি তো?'

'কেন বলো তো?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ডোনোভান!

'তোমার হাত ভর্তি রক্ত। যাও টয়লেটে গিয়ে হাতটা ধুয়ে এসো।'

এই প্রথম ডোনোভান নিজের হাতের দিকে তাকাতে গিয়ে বিস্মিত হলো। একি, তার হাতে রক্ত এলো কি করে? আশ্চর্য! নিজেকে প্রশ্ন করল সে, তার হাতে তো কোনো চোট আঘাত নেই, কোনো ব্যথা নেই অথচ হাত ভর্তি রক্ত। একি তাহলে ভৌতিক কাণ্ড? নাকি, মরুভূমির মরীচিকা। এ সব প্রশ্নের কোনো উত্তর তার জানা নেই। বাধ্য ছেলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে। বাইরে বেরুতেই জিমির কথায় আর এক প্রস্থ অবাক হলো সে।

'হ্যালো।' বলল জিমি। 'তোমার কি ব্যাপার বলো তো? তোমার হাতে যে পরিমাণ রক্ত দেখছি, তাতে তুমি খুব চোট আঘাত পেয়ে থাকারই কথা। কিন্তু তোমার তো চোট আঘাত পাওয়ার কথা নয়, পেয়েছ নাকি?'

'না, আদৌ আমার আঘাত লাগেনি।'

ডোনোভানের কথার মধ্যে এমন একটা সন্দেহের অবকাশ ছিল, যা শুনে অবাক চোখে তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল সে অনেকক্ষণ। ইতিমধ্যে টয়লেট থেকে হাত ধুয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ডোনোভান। জিমি দেখল, তার হাতে কোনো কাটার দাগ কিংবা সেই রকম কিছু ছিল না। তার হাত অক্ষত। অথচ কি আশ্চর্য, তার অক্ষত হাতে রক্তের দাগ এলো কি করে?

'এ বড় অদ্ভুত! বড় অবিশ্বাস্য! বড় রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়া', ভ্রূকুটি করে বলল সে। রক্তের পরিমাণটা যথেষ্ট। কিন্তু এলো কোথ্থেকে এই রক্ত? এই প্রথম সে তার অক্ষত হাতটা দেখে ফেলেছে এবং ব্যাপারটার মধ্যে যে একটা গূঢ় রহস্য আছে, এখন সেটা তার কাছে আর অজানা নয়, মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটে কি ঘটতে পারে, আর কেনই বা তিনি নীরব ছিলেন; তাদের দাপাদাপি, তাদের পায়ের শব্দ ও টেবিল চেয়ারে ধাক্কা লাগার শব্দ হতেও কেনই বা তাঁর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি। তাদের প্রাথমিক অনুমান, তিনি হয়তো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন, সেটা এখন আর ঠিক বলে মনে হচ্ছে না জিমির, এবং তারও!

এতগুলো প্রশ্নের একটাই সম্ভাব্য উত্তরের কথা ভেবে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল জিমি। 'ঈশ্বরের দিব্যি', বলল সে, 'রক্তটা নিশ্চয়ই সেই ফ্ল্যাট থেকেই এসেছে। তাছাড়া এর বিকল্প অন্য আর কিছু ভাবা যায় না।' এখানে একটু থেমে তার এই মন্তব্যের সম্ভাব্য উত্তরের জন্য সে এবার নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'রক্তটা যে সেই ভদ্রমহিলার, তুমি কি নিশ্চিত? অন্য কোনো রঙ নয়তো?'

ধীর, শান্ত ও অতি নিশ্চয়তার ভাব প্রকাশ করার জন্য ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ডোনোভান এবং কথাটা বলতে গিয়ে তার গলা একটু বুঝি বা কেঁপে উঠল।

তারপর আর কোনো কথা নয়, নীরবে পরস্পর পরস্পরের মুখ পানে তাকিয়ে রইল। তখন তাদের দু'জনের মনের মধ্যে কেবল একটাই চিন্তা বার বার ঘুরপাক খেতে থাকে—রক্ত, এ রক্ত কার হতে পারে? মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাট থেকে লাগা রক্ত, তার না হয়ে অন্য আর কারই বা হতে পারে? অন্য কারোর রক্তের সম্ভাবনার কথা উভয়েই নাকচ করে দেয়—এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বই থাকা উচিত নয়। একজন ভদ্রমহিলার ফ্ল্যাটে এত রাত্রে অন্য কারোর অবস্থানের কথা শুধু চিন্তাই করা যায় না, শোভনও নয়! তাই জিমিই প্রথমে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপের প্রসঙ্গ তুলে আবার সরব হলো।

'তাই আমি বলি কি', দ্বিধাগ্রস্থভাবে বলল সে, 'তোমার কি মনে হয়, এখনি আমাদের আবার নিচে নেমে গিয়ে তাঁর ফ্ল্যাটে যাওয়া উচিত—আর একবার ভাল করে তার ফ্ল্যাটটা পর্যবেক্ষণ করে দেখা দরকার? তাঁর ফ্ল্যাটে সব কিছুই ঠিকঠাক আছে নাকি অন্য কিছু, সেটা জানা আমাদের একান্ত কর্তব্য, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই, সহ-টেনান্ট হিসেবে এর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না', তার কথায় সায় দিয়ে বলল ডোনোভান। তারপর একটু ইতস্তত করে সে আবার বলে উঠল, 'কিন্তু মেয়ে দুটির কি হবে?'

'ওদের আমরা কিছুই বলব না।'

'কিন্তু হঠাৎ আমরা আবার এখান থেকে চলে গেলে ওরা সন্দেহ করবে না?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক', মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিয়ে জিমি বলে, 'তার বিকল্প একটা সমাধানের পথও আমি ভেবে রেখেছি। ওদের আমরা কাজের মধ্যে ব্যস্ত রেখে

যাব, আর সেই ফাঁকে আমরা অনায়াসে আমাদের দ্বিতীয়বারের অভিযানের কাজটা সেরে আসতে পারব বলে আমার মনে হয়।'

এই সময় প্যাট এসে ঢুকল বসবার ঘরে।

প্যাটকে দেখেই জিমি বলে উঠল বাচ্চা ছেলের মতো, 'ভীষণ খিদে পেয়েছে প্যাট। খাবার-দাবারের ব্যবস্থা কিছু করবে না?'

'নিশ্চয়ই!' মৃদু হেসে বলল প্যাট, 'তুমি তো ওমলেট খেতে খুব ভালবাস, চলবে?'

'চমৎকার হয় তাহলে।' লাফিয়ে উঠল জিমি। তার এই উচ্ছ্বাস তার প্রিয় ওমলেটের নাম শুনে নয়, মেয়ে দুটিকে সেই কাজে ব্যস্ত রেখে তাদের কাজ হাসিল করার একটা সুবর্ণ সুযোগ পাওয়ার জন্যই লাফিয়ে উঠেছিল জিমি। তাই প্যাটের কথায় সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে উঠল সে, 'হ্যাঁ তাই করো।'

ডোনোভানও তার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'অমলেট আর পাউরুটি, দারুণ জুটি!' জিমির মতো ডোনোভানেরও সেই একই চিন্তা—যে ভাবেই হোক, মেয়ে দুটিকে মেয়েলি কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে হবে।

প্যাট আর দাঁড়াল না, এ্যাপ্রন পড়ে কিচেনের দিকে পা বাড়াল অতঃপর। মিলড্রেডও তাকে অনুসরণ করল। অপসৃয়মান দুটি যুবতীর দিকে তাকিয়ে জিমি উঠে দাঁড়াল, 'চলো বন্ধু, তাড়াতাড়ি আমাদের দ্বিতীয় অভিযানে এবার নেমে পড়া যাক। ওরা এখন ওদের কাজে ব্যস্ত থাকবে বেশ কিছুক্ষণ। এই সুযোগ। তারপর তাদের যখন খেয়াল হবে আমরা কোথায়, ততক্ষণে আশা করি আমরা আমাদের কাজ সেরে অনায়াসে এখানে আবার ফিরে আসতে পারব।'

'ওহো ঠিক আছে। এখন আর কোনো কথা নয়, শুধু কাজ। চলো, এবার যাওয়া যাক' বলল ডোনোভান। 'আমার মনে হয়, আগের পথেই আমাদের যাওয়া উচিত। বলতে বাধা নেই, আমাদের আগের বারের যাওয়ার পদ্ধতিগত কোনো ভুল ছিল না, যা ভুল তা ওই ফ্লোর গণনায়। এবার সে ভুলের কোনো সম্ভাবনা আর নেই।'

কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে বড় অভাব ছিল প্রত্যয়ের এবং দৃঢ়তার। অস্থির মন নিয়ে লিফ্ট-এ উঠে বসল তারা, এবং তারপরেই নিচের দিকে অবতরণ করতে শুরু করল লিফ্টটা। একসময় তারা থার্ড ফ্লোরে নেমে আসতেই বেরিয়ে এলো লিফ্ট থেকে।

এরপর আবার সেই আগের অভিযানের মতো মিসেস গ্রান্টের কিচেনের দিকে এগিয়ে যায় প্রথমে ডোনোভান, তাকে অনুসরণ করতে থাকে জিমি। এবার সেটা খুঁজে বার করতে খুব একটা অসুবিধায় পড়তে হলো না তাকে। কিচেনের মধ্যে দিয়ে তারা বসবার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। আর একবার আলোর সুইচটা টিপতেই সারা ঘরে আলোর বন্যা বয়ে গেল যেন। সেই আলোয় দু'জোড়া চোখ তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিল ঘরের ভেতরে।

জায়গাটা কেমন যেন সব ওলট পালট হয়ে গেছে। একটা বিশৃঙ্খলার ভাব যেন ছড়িয়ে রয়েছে কিচেনের প্রতিটি সরঞ্জামে এবং চেয়ার টেবিলে। তবু এরই মধ্যে খেয়াল করতে শুরু করল ডোনোভান। সম্ভাব্য রক্তের উৎস কোথা থেকে আসতে পারে?

'হ্যাঁ, পেরেছি, জায়গাটা আমি চিনতে পেরেছি,' জয়ের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল ডোনোভানের মুখে। 'এখানেই রক্ত জমাট বেঁধে থাকবে', দৃঢ়স্বরে বলল ডোনোভান, 'হ্যাঁ, এখান থেকেই রক্তের দাগ লেগে থাকবে আমার হাতে। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, কিচেনের কোনো কিছুই আমি স্পর্শ করিনি।'

'তবু তোমার হাতে রক্তের দাগ!' জিমি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'অথচ তোমার হাত কাটেনি কিংবা চোট, আঘাতও কিছু লাগেনি—'

জিমিকে পর্যবেক্ষণ করে সে। এবং জিমিও তাই করে। তাদের দু'জনের চোখেই ভ্রূকুটি। দু'জনের চোখেই একই সন্দেহ। কিন্তু সব কিছুই আপাতদৃষ্টিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অস্বাভাবিকতার অবকাশ নেই একটুও, এবং কোনো সংঘর্ষের কিংবা কিচেনের কোথাও রক্তের ধারা বা দাগের চিহ্ন দেখা গেল না। এমনটি হওয়ার কথা নয়।

হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখা গেল জিমিকে, সে তখন কাঁপছিল থরথর করে, তার মুখ থেকে কথা বেরুচ্ছে না, কেবল তাকিয়েছিল সামনের ঘরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে, ভয়ার্ত চোখ। এরকম ভয় পেতে এর আগে তাকে কখনো দেখেনি ডোনোভান। তার সেই ভয়ের উৎস সন্ধানে ব্রতী হলো ডোনোভান। অবশ্য বেশিক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হলো না। জিমিই, হ্যাঁ জিমিই তার সঙ্গীর একটা হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সামনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

'দেখো, সামনের দিকে তাকিয়ে দেখো বন্ধু।'

চকিতে তার নির্দেশে আঙুল বরাবর তাকাল ডোনোভান এবং এবার তার প্রতিক্রিয়া জিমির থেকেও আরো বেশি ভয়ঙ্কর হলো, আরো বেশি বিস্মিত হওয়ার উপক্রম হলো তার। কিচেন সংলগ্ন ঘরের দরজায় টাঙানো ভারি পর্দার নিচ থেকে স্পষ্ট দেখতে পেল সে একটি পা একটি মহিলার পা, পায়ে এক বিশেষ চামড়ার জুতো।

সেই দৃশ্যটা অনুসরণ করে পর্দার দিকে ছুটে গেল জিমি, এবং তেমনি দ্রুত হাতে পর্দাটা সরিয়ে দেয় সে। জানালার নিচে এক নির্জন জায়গায় মেঝের ওপর একজন মহিলার দেহ বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখল! জায়গাটার চারপাশে গাঢ় অন্ধকার। তবু সেই অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে অসুবিধে হলো না তার, ভদ্রমহিলার দেহে প্রাণ নেই, তিনি যে মৃত তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও হাত বাড়িয়ে তাঁকে সে তুলতে যেতেই ডোনোভান হৈ হৈ করে চিৎকার করে উঠে বাধা দিল তাকে।

'ও কাজটি তোমার না করতে যাওয়াই ভাল।' বলল ডোনোভান, 'পুলিশ না আসা পর্যন্ত ওঁকে স্পর্শ না করাই উচিত।'

'পুলিশ? ও হ্যাঁ, তাই তো। কথাটা আমার একেবারেই মনে ছিল না। ডোনোভান, আমাকে বলতেই হচ্ছে, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। মৃত্যু যে এত ভয়ঙ্কর হতে পারে আগে জানতাম না। সব যেন কেমন ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে আমার। বোধশক্তি যেন হারিয়ে ফেলছি। যাইহোক, উনি কে বলে তোমার মনে হয়? মিসেস আর্নেস্টাইন গ্রান্ট কি?'

ভদ্রমহিলার মুখের দিকে ভাল করে তাকাল ডোনোভান, এই প্রথম। তাদের কেউই এর আগে তাঁকে কখনো দেখেনি! তবু আন্দাজে ঢিল ফেলার মতো বলল সে 'হ্যাঁ সেরকমই দেখতে মনে হচ্ছে। ফ্ল্যাটে কারোর সাড়া শব্দও নেই। সে যাইহোক, যদি বা অন্য কেউ থেকে থাকে, তারা নিশ্চয়ই বেশ হাসি খুশিতেই মৌজ করছে।'

মাথা নেড়ে সায় দেয় জিমি। তার চঞ্চল দৃষ্টি ফ্ল্যাটের চারপাশে ঘোরাফেরা করে কিছু সময়। কিন্তু তাদের একটু আগের আলোচনার উত্তর পায় না সে। একটা নিঃসীম নীরব—তার চাদরে ঢাকা ছিল সারা ফ্ল্যাটটা। এই যে তারা এই ফ্ল্যাটে অনধিকার প্রবেশ করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো কেউ নেই যেন। ব্যাপারটা তার কাছে খুবই আশ্চর্য লাগল।

ডোনোভানের মনেও তখন একই চিন্তা, তারা কি ভূতুড়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছে? ওই ভদ্রমহিলা কি সত্যি সত্যিই একসময় রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন? এই যে তারা একজন মৃত মহিলাকে তাদের চোখের সামনে মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখছে, এটা অলৌকিক ঘটনা নয় তো? এমনও তো হতে পারে, তারা এখান থেকে সরে গেলে আবার ফিরে এসে হয়তো দেখবে, উনি আর ওখানে পড়ে নেই। মৃতদেহ উধাও। অবশ্য এর আর একটা ব্যাখ্যাও হতে পারে, আততায়ী বা আততায়ীরা তাঁকে খুন করার পর তাঁর মৃতদেহ অপসারণ করার অবসর পায়নি, তাদের উপস্থিতিতে তারা হয়তো এই ফ্ল্যাটেই অন্য কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তারা এখান থেকে চলে গেলেই তারা তাদের পরবর্তী করণীয় কাজটা সেরে ফেলবে চট জলদি। অর্থাৎ সরিয়ে ফেলবে। এরকম অনেক ঘটনা তারা বাস্তবে খবরের কাগজে পড়েছে, এবং ক্রাইম স্টোরিতেও লেখক-লেখিকাদের কলমে গোয়েন্দাদের এ ভাবে বিশ্লেষণ করতে দেখছে। আর সেরকম যদি কিছু ঘটে, সেই আশঙ্কায় তৎপর হয়ে উঠল তারা।

'এরপর আমরা কি করব? আমাদের করণীয় কি কাজ হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল জিমি। 'এখান থেকে ছুটে পালাব! তারপর প্যাটের ফ্ল্যাটে গিয়ে সেখান থেকে পুলিশ স্টেশনে ফোন করব, নাকি রাস্তায় গিয়ে পুলিশ প্যাট্রলম্যানকে ডেকে আনব?'

'না, প্যাট্রলম্যানের পিছনে ছোটাছুটি না করে আমার মনে হয় প্যাটের ফ্ল্যাটে থেকেই ফোন করা ভাল, তাতে অনেক সুবিধে আছে, সংবাদদাতার নাম ধাম গোপন করা যেতে পারে, সেই সঙ্গে দ্রুত পুলিশী ব্যবস্থাও করা যেতে পারে, যাতে করে আততায়ী ওঁর মৃতদেহ সরিয়ে ফেলতে না পারে। এসো, এখান থেকে ফিরে যাওয়া যাক এবার।'

ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল জিমি। কিচেনের পথে পা বাড়াতে যেতেই বাধা পেল সে ডোনোভানের কাছ থেকে।

'উঁহু, ও পথে আর নয় বন্ধু। আমরা এখন মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটের সামনের দরজা দিয়েই বেরিয়ে যেতে চাই, চোরের মতো পিছনের দরজা দিয়ে নয়, বুক ফুলিয়ে সামনের দরজা দিয়ে আমরা যাব। তাছাড়া সারা রাত ধরে ওই নোংরা লিফ্‌ট আমরা ব্যবহার করতেও চাই না।'

তার কথায় সায় দিল জিমি। তারপর তারা সামনের ঘরের ভেতর দিয়ে মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটের বাইরে বেরোতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু ইতস্ততঃ করল সে।

'কি হলো জিমি, আবার থামলে কেন?' তাড়া দিল ডোনোভান।

'দেখো ডোনোভান, আমাদের দু'জনেরই এখান থেকে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? তোমার কি মনে হয় না, আমাদের মধ্যে কেউ একজনের এখানে থাকা উচিত? মানে পুলিশ না আসা পর্যন্ত এখানকার সব কিছুর ওপর নজর রাখা আর কি!'

কথাটা মন্দ বলেনি জিমি, ভাবল ডোনোভান। বুদ্ধিমানের মতোই কথাটা বলেছে সে। মনে মনে তার বুদ্ধির তারিফ করল ডোনোভান।

'হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে, তুমি ঠিকই বলেছ বন্ধু', উত্তরে বলল ডোনোভান। 'এক কাজ করা যাক, তুমি এখানে থাকো, আমি ততক্ষণে প্যাটের ফ্ল্যাটে ছুটে গিয়ে পুলিশ স্টেশনে ফোন করে আসি। যাব আর আসব।' চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় ডোনোভান। মৃদু হেসে সে বলে, 'ফ্ল্যাটে একজন মহিলার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সেই মৃতদেহ আগলে বসে থাকতে তোমার হয়তো ভয় করতে পারে, পারে না?'

'মরা মানুষকে আমার ভয় হয় না, যত ভয় জীবন্ত মানুষকে।' উত্তেজিত কণ্ঠস্বর জিমির। 'যে কোনো জীবন্ত মানুষ যে কোনো মুহূর্তে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, মানুষ খুন করতে পারে। ঘাতক কখনোই তার শিকারের বাছ বিচার করে না, কখনোই চিন্তা করে না, তার শিকারের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক! যেমন আমি শুনেছি, অতি প্রিয় বন্ধুকেও সময় সময় কেউ হত্যা করে থাকে। সব মানুষের মধ্যেই একটা পশু লুকিয়ে থাকে, যে সেই পশুটাকে দমন করতে পারে, সেই শুধু প্রকৃত মানুষ; আর যারা পারে না, তারাই হয়ে ওঠে মানুষ নামক এক পশু, দানব, নিষ্ঠুর ঘাতক। অতএব বন্ধু, তুমি নিশ্চিন্তে আমাকে এখানে একা রেখে যেতে পার। ওই মৃতদেহ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আমার মনে ভয়ের উদ্রেক করতে পারবে না। যাও আর দেরী করো না, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে এসো!'

তারপর আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না ডোনোভান। একরকম দু'-দুটো সিঁড়ির ধাপ একসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে এলো সে ফোর্থ ফ্লোরে প্যাটের ফ্ল্যাটের সামনে। এবং তেমনি দ্রুত হাতে বেল টিপল সে জোরে জোরে। এরকম ঘন ঘন বেল সে এর আগে কখনো টেপেনি।

প্যাট বিস্মিত। তাড়াতাড়ি কিচেন থেকে ছুটে আসে সে দরজা খোলার জন্য। দরজা খুলতেই ডোনোভানকে এত উত্তেজিত অবস্থায় দেখে প্যাটের সুন্দর মুখে একটা কালো ছায়া নেমে আসতে দেখা যায়। তার সমস্ত সৌন্দর্য রূপ নিমেষে বুঝি বা উধাও হয়ে যায়। প্যাট তার এ্যাপ্রনে নোংরা হাতটা মুছে নিয়ে গালে হাত রাখে। তার মুখটা তখন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, তার মুখের সব রক্ত কে যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে বুঝি বা শুষে নিয়েছে। বিস্ময়ে তার চোখ দুটি বিস্ফারিত।

'তুমি, তুমি একা ফিরে এলে ডোনোভান, জিমিই বা কোথায়?'

ডোনোভান নীরবে তার ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে মাথা নিচু করে। ঠিক এই মুহূর্তে তাকে যেন এক রহস্যময় পুরুষ বলে মনে হলো প্যাটের। এর আগে তাকে এমন সিরিয়াস হতে কখনো দেখেনি সে।

'তুমি চুপ করে আছ কেন ডোনোভান?' প্যাটের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবার। 'কি ব্যাপার ডোনোভান? কোনো গণ্ডগোল!'

প্যাটের দুটি হাত নিজের দু'হাতের মুঠোয় চেপে ধরে ডোনোভান বলল, 'না, না জিমির কিছু হয়নি প্যাট—কেবল নিচের ফ্ল্যাটে নেহাতই একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য আবিষ্কার করেছি আমরা।'

'আমরা মানে জিমিও তাহলে তোমার সঙ্গেই ছিল?'

'হ্যাঁ, ছিল বৈকি!' মাথা নেড়ে সায় দিল ডোনোভান।

'তা তোমাদের আবিষ্কারটা কি জানতে পারি?'

'এক মৃত মহিলা!'

'মৃত মহিলা? আমার নিচের ফ্ল্যাটে?' চমকে উঠল প্যাট। 'ওহো!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল প্যাট। 'কি ভয়ঙ্কর! ফিট বা অজ্ঞান হয়ে যাননি তো?'

'না। তাঁর সেই প্রাণহীন দেহটা দেখে আমার কেন জানি না সন্দেহ হলো, তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়!'

'স্বাভাবিক নয়?' প্যাটের চোখ আরো বিস্ফারিত হলো। 'তবে কি উনি আত্মহত্যা করেছেন? এ কেস অফ সুইসাইড?'

'না, তাও নয়।'

'তাহলে?'

'ওঁকে হত্যা করা হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে।'

'ওহো ডোনোভান, এ তুমি কি বলছ?' ভয়ার্ত চোখে তাকায় প্যাট। ভয়ে আমার হাত পা যে অবশ হয়ে আসছে!'

'আমি জানি, এমন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার খবর তুমি সহ্য করতে পারবে না, কোনো মেয়েই তা পারে না। এটা একটা জঘন্য, নৃশংস ব্যাপার।'

প্যাটের হাত তখনো তার হাতের মুঠোয় ধরা। স্বেচ্ছায় প্যাট তার হাত দুটো তার হাতের মুঠোয় ছেড়ে রেখেছিল, এমন কি সে তার হাত দুটি শক্ত করে জড়িয়েও ধরেছিল তখনও। ডার্লিং, প্যাট—কি রকম ভালই না বাসতো সে প্যাটকে। কিন্তু প্যাট কি তাকে তোয়াক্কা করতো? তার ভালবাসার কদর করতো? কখনো কখনো সে মনে করতো, প্যাট তার ভালবাসার মর্যাদা দিতো। আবার পরক্ষণেই ডোনোভানের চিন্তাধারা বদলে যায়। এখন তার সব ভাবনা জিমি ফকনারকে ঘিরে—জিমির কথা তার মনে পড়ে যায়, সে এখন নিচের ফ্ল্যাটে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে, এ বোধটা তাকে অপরাধী করে তুলল। ছিঃ ছিঃ, একজন মৃতদেহ আগলাচ্ছে, আর সে কিনা এখানে তাদেরই এক বান্ধবীর সঙ্গে রোমান্স করছে?

বাস্তবে ফিরে এলো ডোনোভান। প্যাটের আবদ্ধ হাত থেকে সে তার হাতটা শিথিল করে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'প্রিয়তমা প্যাট, আমাদের এখনি পুলিশে একবার ফোন করা একান্ত দরকার।'

তারা কথা বলছিল প্যাটের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে, ডোনোভান তখনো প্যাটের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেনি, আর প্যাটও তাকে আহ্বান করেনি তখনো।

প্যাট পথ করে দিতে যাবে তার ফ্ল্যাটে ডোনোভানকে প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য, ঠিক সেই সময় পিছন থেকে এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে শুনল তারা— 'মঁসিয়ে ঠিকই বলেছেন মাদামোয়াজেল। ওঁকে পুলিশে খবর দিতে দিন। আপনারা যখন পুলিশের এখানে আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবেন, সেই ফাঁকে সম্ভবত সামান্য একটু সহযোগিতা আমি করতে পারব।'

ফ্ল্যাটে প্রবেশ করার দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তারা। তারপর তারা দু'জনেই পিটপিট করে পিছন দিকে তাকাল, অজানা কণ্ঠস্বর কোথা থেকে আসছে সেটা ঠাওর করার জন্য। আর তখনি তাদের নজর পড়ল উপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে— ফিফথ্ ফ্লোরে ওঠার প্রথম ধাপে একটা ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল তারা। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। সে এবার নিচে নেমে এলো— তাদের দৃষ্টির আওতায় আনার জন্য।

প্রকাণ্ড পুরু গোঁফ, ডিম্বাকৃতি মুখ, ছোটখাটো মাপের লোকটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তারা। তাঁর পরনে উজ্জ্বল ড্রেসিং গাউন, পায়ে এমব্রয়ডারি করা শ্লিপার। অতি বিনীতভাবে প্যাট্রিসিয়ার দিকে মাথা নত করে বলল সে, মাদামোয়াজেল! সম্ভবত আপনি জানেন, এর ওপরের ফ্ল্যাটে আমি একজন ভাড়াটিয়া। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে গিয়ে দিনান্তে একবার না একবার আমাদের দেখা হয়েছে, তবে এর আগে আমরা কেউই আলাপিত হইনি। হয়তো সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্যও হতে পারে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে প্যাট বলে উঠল, 'আলাপ না হওয়াটা দুর্ভাগ্য হতে পারে, কিন্তু সৌভাগ্য কেন হতে যাবে, তা তো বুঝলাম না মঁসিয়ে!'

'পরে আমার পরিচয় পেলেই বুঝতে পারবেন, আমার সঙ্গে আলাপ না হওয়াটা কেন আপনাদের সৌভাগ্যের কারণ?' ভদ্রলোক তার কথার জের টেনে বলতে শুরু করলেন আবার, 'হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, আমি উঁচুতে উঠতে চাই, অনেক, অনেক উঁচুতে, একেবারে শূন্যে, যেখান থেকে লন্ডনের যে কোনো বড় রাস্তা, অলি গলি, বিরাট বিরাট এ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি ফ্ল্যাটের মানুষের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়—' তিনি তাঁর কথাটা অসমাপ্ত রেখে এবার নিজের থেকে নীরব হয়ে তাকালেন ডোনোভানের দিকে। সে কি অন্তর্ভেদি দৃষ্টি! তিনি যেন তাঁর সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তার মনের হাঁড়ির খবর টেনে বার করতে চান।

কে, কে এই ভদ্রলোক? ডোনোভান নিজেকে প্রশ্ন করতে গিয়ে অজান্তে কখন যে

নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছিল খেয়াল নেই তার। খেয়াল নেই পুলিশকে ফোন করারও। ভদ্রলোক তাঁর পরিচয় এখনো পর্যন্ত না দিলেও তাঁর কথাবার্তা, তার চেহারা, তাঁর ব্যক্তিত্ব যে তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। ভদ্রলোক কি তাহলে পুলিশের লোক? ইন্সপেক্টার, সুপারিনটেন্ডেন্ট, সেরকম কিছু? তার চিন্তায় বাধা পড়ল আগন্তুক নতুন করে আবার তার কথা শুরু করাতে।

'জানেন মাদামোয়াজেল, এই এ্যাপার্টমেন্টে আমি একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি—মিঃ ও'কোনোর-এর নামে। কিন্তু আমি আইরিশম্যান নই। আমার একটা অন্য নাম আছে, আর আমার পেশাটাও প্রাসঙ্গিক বটে! আর সেইজন্যই নিজেকে আমি আপনাদের কাজে নিয়োজিত করতে চাই, অবশ্য আপনারা যদি আমাকে অনুমতি দেন!' বেশ দম্ভের সঙ্গে তিনি তাঁর ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে প্যাটের হাতে তুলে দিলেন। সেটা পড়ল প্যাট।

'এরকুল পোয়ারো। ওহো!' বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল সে, 'আপনিই মঁসিয়ে পোয়ারো? তার মানে সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা? আর আপনি আমাদের সাহায্য করতে চান? এ আমাদের কি সৌভাগ্য মঁসিয়ে পোয়ারো!'

'হ্যাঁ, সেটাই আমার একান্ত ইচ্ছে মায়ামোয়াজেল।' ভাবাবেগে গদগদ হয়ে বললেন এরকুল পোয়ারো, 'শুনলে আশ্চর্য হবেন, আজ সন্ধ্যায় আমি তো প্রায় যেচেই আপনাদের সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম।'

'আজ সন্ধ্যায় আপনি আমাদের সাহায্য করার কথা ভেবেছিলেন?' প্যাটকে কি রকম হতবুদ্ধির মতো দেখায়। 'সে কি রকম?'

'আপনার ফ্ল্যাটে আপনারা কি করে প্রবেশ করবেন, এ নিয়ে আপনাদের আলোচনা করতে শুনি। যে কোনো তালা, সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, খুলতে আমি ওস্তাদ। নিঃসন্দেহে আপনার জন্য আমি আপনার ফ্ল্যাটের দরজা ঠিকই খুলে দিতে পারতাম। কিন্তু একটা কথা ভেবে আমি একটু ইতস্তত করি, পিছিয়ে আসি।'

'তা আপনার এই পরিবর্তনের হেতু?' জিজ্ঞেস করল প্যাট।

'তা করলে আমার ওপর আপনাদের ভয়ঙ্কর সন্দেহ হতো।'

'ওহো এই কথা?' হো-হো করে হেসে উঠল প্যাট। 'একেবারে বিখ্যাত গোয়েন্দা থেকে কুখ্যাত চোর!'

'হ্যাঁ, ঠিক সেই ভয়েই তো আমি আমার ইচ্ছের হাতটা গুটিয়ে ফেলি।'

'আপনার আশঙ্কা অমূলক মঁসিয়ে পোয়ারো', গম্ভীর স্বরে বলল প্যাট, কয়লার রঙ যেমন ধুলেও যায় না, ঠিক তেমনি আবার প্রয়োজনে চোরের কাজ করলেও গোয়েন্দাকে চিনতে ভুল হয় না, বিশেষ করে তিনি যদি বিখ্যাত হন। গোয়েন্দা গোয়েন্দাই থেকে যায়!'

আপনার এই সুন্দর কমপ্লিমেন্টের জন্য ধন্যবাদ মাদামোয়াজেল।' এরপর ডোনোভানের দিকে ফিরে বললেন পোয়ারো, 'মঁসিয়ে, আপনি এখন ভেতরে যেতে

পারেন। এ আমার একান্ত অনুরোধও বটে? যান ভেতরে গিয়ে পুলিশকে ফোন করুন। আমি এখন নিচের ফ্ল্যাটে চললাম।'

চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন এরকুল পোয়ারো। ডোনোভানের গমন পথের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তিনি। 'বেচারা', নিজের মনে বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

নিচু গলায় বললেও প্যাট ঠিক তার কথা শুনতে পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল সে, 'ওকে আপনি বেচারা বললেন কেন?'

'এখন ওর ওপর দিয়ে কত ঝড়ই না বয়ে যাবে দেখবেন', উত্তরে বললেন পোয়ারো, 'এহেন লোককে বেচারা বলব না?' পোয়ারোর কথাটা কেমন যেন রহস্যময়।

'তা না হয় মানলাম', তাঁর কথায় সায় দিয়ে প্যাট একটু আগের একটা প্রসঙ্গের জের টেনে বলল, 'শুরুতে আপনি বলেছিলেন, আগে আমাদের সঙ্গে আপনার আলাপ না হওয়ার জন্য দুর্ভাগ্য বটে, আবার সৌভাগ্যও হতে পারে। হ্যাঁ, দুর্ভাগ্য অবশ্যই, আর সেটা আমারই। কিন্তু সৌভাগ্য কেন হতে যাবে, আর সেই সৌভাগ্য কার? আপনার না আমাদের?'

'আপনাদের মাদামোয়াজেল!'

'আমাদের?' বিস্মিত হলো প্যাট।

'বাঃ সৌভাগ্য নয়?' রসিকতা করলেন পোয়ারো, 'কথায় আছে কুকুরে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে একশো ঘা, আর আমাদের মতো গোয়েন্দারা ছুঁলে হাজার রকমের ঝামেলা।' শব্দ করে হাসলেন তিনি।

প্যাটও তাঁর সঙ্গে তাল দিয়ে হাসল। হাসতে হাসতে হঠাৎ চুপ করে গেল সে। '...আমাদের মতো গোয়েন্দায় ছুঁলে হাজার রকমের ঝামেলা', একথা কেনই বা তিনি বললেন? কথাটা দারুণ ভাবিয়ে তুলল প্যাটকে। তবে কি মঁসিয়ে পোয়ারো তাদের সন্দেহ করছেন? মিসেস গ্রান্ট-এর খুন হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কাউকে একজন সম্ভাব্য খুনী হিসেবে তিনি চিহ্নিত করে ফেলেছেন? না, না, এ সবই তার বোঝার ভুল, প্যাট আবার এ কথা ভেবে নিজের মনকে প্রবোধ দেয়। আর কেনই বা তিনি তাদের সন্দেহ করতে যাবেন? নিচের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা মিসেস আর্নেস্টাইন গ্রান্ট কিংবা যেই হোন না কেন, তাঁর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা কেউই তাঁকে চেনে না। আর তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার, সে তো একটা দুর্ঘটনা মাত্র! তার জন্য জিমি কিংবা ডোনোভানকে খুনী সাব্যস্ত করা অন্যায়, আর আইনের দিক থেকেও সেটা ঘোরতর অপরাধ বই কিছু নয়!

সিঁড়ি বেয়ে পোয়ারোর সঙ্গে নিচে থার্ড ফ্লোরে নেমে এলো প্যাট।

জিমিকে মিসেস আর্নেস্টাইন গ্রান্টের ফ্ল্যাটের প্রহরারত অবস্থায় দেখতে পেল

তারা। পোয়ারোর সঙ্গে জিমির পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে প্যাট তাঁর উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করে বলল তাকে।

'ধন্যবাদ মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনার অনেক খ্যাতির কথা শুনেছি। আমার মনে হয় আপনার সাহায্য এ ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করবে পুলিশকে।'

'আর আপনাদের নয়?' জিমির চোখে সরাসরি দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

তাঁর সেই অন্তর্ভেদি দৃষ্টি দেখে ঘাবড়ে গেল জিমি। বিখ্যাত গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো বলেন কি? তিনি কি ধরে নিয়েছেন আমরা মিসেস গ্রান্টের খুনের ব্যাপারে কোনো না কোনোভাবে জড়িত? আর সেই কারণেই আমরা তাঁর মতো একজন বিশ্ববিখ্যাত প্রাইভেট গোয়েন্দার শরণাপন্ন! তিনি যদি এ কথা ধরে নিয়ে থাকেন, তাহলে স্পষ্টতই তাঁকে জানিয়ে দিতে হয় যে, তিনি একটা মস্ত বড় ভুল করেছেন। আমরা কেউই তাঁর সাহায্যপ্রার্থী নই। বরং প্যাট তাঁর সম্পর্কে যা বলল, তাতে তো মনে হলো, তিনি নিজেই উপযাজক হয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করেছেন। কিন্তু জিমি আবার একথাও ভাবল, সে শুনেছে, প্রাইভেট গোয়েন্দারা যেচে কখনো কারোর সঙ্গে আলাপ করতে আসে না, আর তাদের সময়ই বা কোথায়? তাই কারোর সঙ্গে যেচে আলাপ বা কথা বললেই ধরে নিতে হয় যে, নিশ্চয়ই কোথাও গোলমাল আছে। কিন্তু সেকি ভয়ঙ্কর কথা? কথাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে সত্যিই ভাববার কথা! মঁসিয়ে পোয়ারোর মনে কি আছে কে জানে। হয়তো এমনও তো হতে পারে যে, আদৌ তিনি তাদের কাউকেই সন্দেহ করেন না। কিংবা পুলিশী রীতি অনুযায়ী এ কেসে হয়তো সবাইকে সন্দেহ করাটা তাঁদের রুটিন মাফিক একটা কাজ মাত্র। তাই যদি হয় তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জিমি। তবু তার কথায় জড়তা গেল না এখনো।

'আমাদের সাহায্য করতে হবে কেন আপনাকে?' ভয়ে ভয়ে কোনোরকমে বলল জিমি। 'না, আপাতত আপনার সাহায্যের কোনো প্রয়োজন আমি দেখতে পাচ্ছি না আপাতত।

'পরেও তো প্রয়োজন হতে পারে', মৃদু হেসে পোয়ারো বলেন, 'ঠিক আছে, তখনি না হয় ডাকবেন আমাকে। মাদামোয়াজেল আমাকে আপনাদের দু'জনের অভিযানের কথা বলেছেন,' প্যাটের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে পোয়ারো আবার বললেন, 'মনে হয় আপনার নিজের মুখ থেকে শুনলে আরো ভাল হয়। সংক্ষেপেই বলুন না হয়।'

উত্তরে জিমি তার ও ডোনোভানের অভিযানের বর্ণনা দিল সংক্ষেপে পোয়ারোকে। মনোযোগ সহকারে শুনলেন এরকুল পোয়ারো। জিমির বর্ণনা দেওয়ার সময় একটা কথাও তিনি বলেননি, তাঁর মনঃসংযোগ এতই গভীর ছিল যে, নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গিয়েছিলেন বুঝি বা তিনি। শোনার শেষে তাঁকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখা গেল, সেটা তাঁর শারীরিক নাকি ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা শুনে তিনি তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া

প্রকাশ করার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোঝাতে চাইলেন তিনি অনুতপ্ত, তিনি খুনের কারণ বুঝে গেছেন, এবং চিনেও গেছেন সম্ভাব্য খুনীকে! জিমি ভয় পেল। সে জানে, পোয়ারোর খ্যাতি তর্কাতীত। তিনি যাকে সন্দেহ করবেন, তার আর নিস্তার নেই, প্রশ্নবাণে তাকে জর্জরিত করে শেষ পর্যন্ত তার মুখ দিয়েই তাকে তার অপরাধ কবুল করিয়ে ছাড়বেন। অবশ্য তিনি যাই করুন না কেন, তাঁর প্রবর্তিত অপরাধী ধরার পন্থা যত কঠোরই হোক না কেন, তাতে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ কিংবা আশঙ্কা থাকার কথা নয়। নিজের জন্য সে ভাবে না, তার ভাবনা তার অন্য পরিচিত মানুষজনকে নিয়ে। তার বন্ধু বান্ধবদের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস আছে এখনো পর্যন্ত। তারা আর যাই করুক না কেন, মিসেস আর্নেস্টাইন গ্রান্টকে তাদের মধ্যে কেউ কখনো খুন করতে পারে না, এ বিশ্বাস তার আছে অবশ্যই। এবং সেই মতো পোয়ারোকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে সে, তার সেই বোঝাবার মধ্যে তার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। এখন সব কিছু নির্ভর করছে পরবর্তী কিছু সময়ের ওপর। এমনি অস্থিরভাবে ঘরে পায়চারী করা ছাড়া তার বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই তার সামনে। আর সেই মতো নিজেকে প্রস্তুত করল সে এরকুল পোয়ারোর মুখোমুখি হওয়ার জন্য।

'মিঃ জিমি।' পোয়ারোর কথায় সম্বিৎ ফিরে পেল জিমি।

'হ্যাঁ, বলুন স্যার।'

'লিফট্-এর দরজা খোলা ছিল, আপনি বলেছেন, বলেছেন না? আর আপনি এও বলেছেন যে, আপনারা দু'জনে মিসেস গ্রান্টের কিচেনে ভুল করে ঢুকে পড়েন, কিন্তু সেখানকার সুইচগুলো কাজ করেনি। তাই স্বভাবতই ভদ্রমহিলার সারা ফ্ল্যাট প্রায় অন্ধকারে ডুবে ছিল, এ কথাও কি ঠিক?'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখেছিলাম স্যার।'

'দেখেছিলেন, নাকি অন্য কেউ আপনাকে দেখিয়েছিল? আর এর অর্থ হলো, অন্যের মুখে ঝাল খাওয়া, অর্থাৎ অপরের চোখ দিয়ে নিজের চোখকে দেখানো। নিজের চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করা আর অপরের চোখে দেখার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত থেকে যায়, এ কথা নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন?'

তাঁর কথায় মাথা নেড়ে সায় দেয় জিমি, আর ভাবে, পোয়ারোর এই মন্তব্যের মানে কি দাঁড়াতে পারে? আজ সে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে নিজে মিসেস আর্নেস্টাইনের কিচেনের সুইচ না টিপে ডোনোভানের কথাটাই শিরোধার্য করে নেওয়াটা কি তার মস্ত ভুল হয়ে গেছে? এটাই কি এই কেসের টার্নিং পয়েন্ট? ডোনোভান বলল মিসেস আর্নেস্টাইন গ্রান্টের ফ্ল্যাটের বাল্বগুলো কাজ করছিল না, অর্থাৎ জ্বলছিল না, নিজের চোখে দেখেননি তিনি, এই হলো ঘটনার পরিবেশ, এই হলো ঘটনার বিশ্লেষণ! না জানি, তার এই ভুলের মাসুল তাকে কি ভাবে গুণতে হবে?

জিমি যখন আত্মবিশ্লেষণে ব্যস্ত, ওদিকে পোয়ারোকে এই কেসের সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করার পরেই মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটে পদক্ষেপ করতে দেখা গেল।

কিচেনে ঢুকেই তাঁর প্রথম কাজ হলো একটু আগে তাঁর বাস্তবোচিত মন্তব্যের যথার্থতা নির্ণয় করা। প্রথমেই তিনি কিচেনের আলোর সুইচবোর্ডে আঙুল রেখে টিপলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কিচেন আলোয় আলোকিত হয়ে গেল।

'আমি আপনাকে বলেছিলাম না মিঃ জিমি, আপনি অন্যের চোখ দিয়ে দেখেছিলেন কিচেনের আলো জ্বলছে না। এখন আপনি নিজের চোখেই দেখলেন তো সুইচ আর বাল্ব দুটোই কেমন বেশ কার্যকর রয়েছে? কিন্তু আমার আশঙ্কা—'

'কি আপনার আশঙ্কা?' উদ্বেগে ভরা কণ্ঠস্বর জিমির।

'আপনি সত্যি কথা বলেননি। আপনার বন্ধু ডোনোভানের সঙ্গে দু'-দু'বার এখানে এসে এখনকার মতোই আপনি নিজের হাতেই সুইচ টিপেছিলেন, আর নিজের চোখেই ঘরটা আলোয় ভরে যেতে দেখেছিলেন অন্ধকারকে পিছনে ফেলে রেখে।'

'তার মানে আপনি আমাকে এখন আর এক অন্ধকার জগতে ঠেলে দিতে চাইছেন?' প্রতিবাদ করে উঠল জিমি, 'তার মানে আপনি আমাকে সন্দেহ করেছেন?'

'প্রত্যেককে সন্দেহ করাটাই আমাদের রীতি। আমাদের যা পেশা, তাতে কাউকেই রেহাই দিই না। এমন কি মিস প্যাট্রিসিয়া গারনেট আমার সহ ভাড়াটিয়া হলেও, ওঁর গতিবিধি আমার ভালভাবে জানা থাকলেও ওঁকেও যদি সন্দেহের চোখে দেখতে হয় আমাকে, তাতে ওঁর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।' এবার তিনি প্যাটের দিকে ফিরে বললেন, 'মিস গারনেট, আমি ঠিক বলিনি?'

'আ—আমাকেও আপনি—?'

'না না, এখনো পর্যন্ত সেরকম কোনো কারণ হয়নি।' তাকে আশ্বস্ত করে পোয়ারো বলে ওঠেন, 'এখনি আপনার বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। তবে প্রসঙ্গ উঠল বলেই আগেভাগে আপনাকেও জানিয়ে রাখলাম, গোয়েন্দা পুলিশের চোখে সবাই অপরাধী, আবার সবাই নির্দোষ হতে পারে। এখন থেকে আমরা সবাই আপনাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারি। মাদামোয়াজেল আপনার, মিঃ জিমি আপনার, আপনাদের বন্ধু মিঃ ডোনোভান বেইলি, এমনকি মাদামোয়াজেল মিলড্রেডেরও। আমি অবাক হচ্ছি—' হঠাৎ পোয়ারো তাঁর বক্তব্যের ইতি টেনে মুখে আঙুল দিয়ে উপস্থিত সবাইকে বোঝাতে চাইলেন কথা না বলে কান পেতে শোনার জন্য।

ঘরের মধ্যে একটা জমাট নীরবতা নেমে এলো। আর সেই জমাট নীরবতা ভঙ্গ করে একটা ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এলো বাতাসে। সেটা যে ঘুমন্ত মানুষের নাক ডাকার আওয়াজ তাতে কোনো ভুলচুক নেই।

'আহ।' অস্ফুটে বললেন পোয়ারো। 'এতক্ষণে একটা ঘরোয়া পরিবেশের আমেজ দেখা গেল!'

কিচেন পেরিয়ে তিনি এবার একটা ছোট্ট প্যান্ট্রির সামনে গিয়ে হাজির হলেন। ততোধিক ছোট্ট একটা দরজা। দরজা খুলে প্রথমেই তিনি সুইচ টিপলেন। আলো জ্বলে

উঠতেই সবাই দেখল ঘরটা যেন একটা কুকুরের বাসার ডিজাইনে তৈরি করেছে ফ্ল্যাট প্রস্তুতকারক। এ রকম ঘরে মাত্র একজন মানুষেরই থাকার উপযুক্ত। ঘরের মেঝের প্রায় সমস্ত জায়গাটা জুড়ে রয়েছে একটি খাট। বিছানায় শুয়ে রয়েছে সুন্দর চিবুকের একটি মেয়ে পিছন ফিরে, তার মুখটা খোলা, শান্তভাবে নাক ডেকে যাচ্ছে সে।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন পোয়ারো। তাঁকে অনুসরণ করল অন্যেরা।

'ও এখন জাগবে না।' বললেন তিনি। 'পুলিশ এখানে না আসা পর্যন্ত ওকে আমরা ঘুমতে দিতে চাই।'

এরপর তিনি বসবার ঘরে ফিরে এলেন। তাদের সঙ্গে মিলিত হলো ডোনোভান।

'পুলিশ এখনি আসছে এখানে', এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলল ডোনোভান, 'আমরা যেন কোনো কিছু স্পর্শ না করি।'

'না, আমরা কিছুই স্পর্শ করব না', মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন পোয়ারো, 'আমরা কেবল পর্যবেক্ষণ করব, ব্যাস এই পর্যন্ত।'

ঘরের চারপাশ ঘুরে ফিরে দেখতে থাকেন তিনি অতঃপর।

মিলড্রেডও এসে হাজির হয়েছিল ডোনোভানের সঙ্গে। চারজন যুবক-যুবতী দরজাপথে দাঁড়িয়ে থেকে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে, তাদের আগ্রহ এতোই গভীর যে, নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেল তারা। কারোর মুখে কথা নেই। একসময় মনে হলো তারা যেন পোয়ারোর কর্মপদ্ধতি, তাঁর ব্যক্তিত্বে সম্মোহিত, আবিষ্ট! তাঁর কাজের প্রতিবাদ কিংবা আপত্তি জানানোর কিছু নেই তাদের। কেবল—

প্রত্যেকেরই সেই একটাই চিন্তা কেবল। 'আমাদের কাছে আপনারা সবাই অপরাধী, আবার সবাই নির্দোষীও হতে পারেন—' পোয়ারোর এই মন্তব্যটা সত্যি সত্যি তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার কারণ হয়ে উঠতে পারে। সবাই যেন সেই দুশ্চিন্তায় বিভোর, তাঁর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পথ খুঁজতে ব্যস্ত, ঠিক তখনি ডোনোভানকে মুখ খুলতে দেখা গেল।

'স্যার, আমার একটা ব্যাপার কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না', ক্লান্ত গলায় বলল ডোনোভান, 'ওই যে জানালাটা দেখছেন, ওই যেখানে মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে, আমি সেটার ধারে কাছে কখনো যাইনি! ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, তবু কেন আমার হাতে রক্তের দাগ লাগল?'

'প্রিয় তরুণ বন্ধু আমার, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই আপনি দেখতে পাবেন,' বললেন পোয়ারো, 'এর উত্তরটা রয়েছে আপনার মুখে, আপনি যে ওই বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছেন, ওটার কি রঙ বলুন তো? আর উনি খুন হওয়ার আগে ওই টেবিলক্লথটার রঙ আর যাই থাকুক না কেন, লাল যে অন্তত ছিল না, এ আমি জোর গলায় বলতে পারি। এবং নিঃসন্দেহে এ কথাও বলতে পারি যে, ওই টেবিলটার ওপর আপনি হাত রেখেছিলেন, ভাল করে খেয়াল করে দেখুন তো!'

'হ্যাঁ, আমি ঠিক তাই করেছিলাম', কিছু না ভেবেই ডোনোভান এমন করে বলল যেন উত্তরটা তার মুখের ডগায় লেগেছিল। 'সত্যি তাই কি—?' নীরব হলো সে।

মাথা নাড়লেন পোয়ারো! তিনি তখন টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছিলেন। হাত দিয়ে টেবিলক্লথের ওপর একটা গভীর লাল দাগ চিহ্নিত করলেন তিনি।

'এখানে, হ্যাঁ এখানেই অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়', দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বললেন, 'পরে মৃতদেহটা সরিয়ে ফেলা হয়।'

তারপর উঠে দাঁড়ালেন তিনি এবং ধীরে ধীরে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে দেখতে থাকলেন। চলাফেরা করলেন না তিনি, এমন কি একপাও নড়লেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও চারজন যুবক-যুবতীর ধারণা, তার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে ঘরের অদেখা কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না।

তাদের সেই অনুমান প্রকাশ পেল এরকুল পোয়ারোর হাবভাবে। একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে মাথা দোলালেন তিনি। তবে তার মধ্যেও একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখা গেল তাঁকে। 'আমি দেখতে পাচ্ছি—' বলতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি।

'আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন স্যার?' কৌতূহল চাপতে পারল না ডোনোভান।

'আমি দেখতে পাচ্ছি', পোয়ারো তাঁর কথায় জোর টেনে বললেন, 'যা আপনারা নিঃসন্দেহে অনুভব করেছেন—ঘরটা ফার্নিচারে ঠাসা।'

দুঃখের হাসি হাসল ডোনোভান। 'এ বিষয়ে তর্কের খাতিরে আমি একটু দরকষাকষি করছিলাম, মানতে প্রথমে রাজী হইনি', স্বীকার করল সে। 'হ্যাঁ, প্যাটের ঘরের তুলনায় এ ঘরের সব কিছুই উল্টো, ভিন্ন ধরনের—এটা প্রথমে বুঝতে আমার একটু অসুবিধে হয়েছিল। এখন বেশ বুঝতে পারছি সত্যি সব কিছুই ভিন্ন ধরনের—'

'না, একেবারে সব কিছুই নয়', বাধা দিয়ে বললেন পোয়ারো।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে তাকাল ডোনোভান, তার চোখে অনেক প্রশ্ন।

'মানে আমি বলতে চাইছি', কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিমায় বললেন পোয়ারো, 'কিছু কিছু জিনিস সব সময়ে একই থাকে। ফ্ল্যাট বাড়ির দরজা, জানালা, অগ্নিচুল্লি এই ঘরে এইসব যেখানে যেখানে আছে, এর ঠিক নিচের ফ্ল্যাটেও সেই একই জায়গাতেই রয়েছে।'

'এটা কি একেবারে চুলচেরা হিসেব হয়ে গেল না?' প্রশ্ন তুলল মিলড্রেড। পোয়ারোর কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না সে, তার কথায় সেটাই প্রকাশ পেল।

'হ্যাঁ, কোনো কিছুর পরিসংখ্যান দিতে গেলে প্রত্যেকেরই পুরোপুরি সঠিক তথ্য দেওয়া উচিত—এটা তারই একটা ছোট্ট উদাহরণ। এর পরেও আপনি কি বলবেন এ কি আমার খ্যাপামি?'

মিলড্রেড কি যেন বলতে যায়, কিন্তু বলা তার আর হলো না। চুপ করে রইল সে। কান খাড়া করে রইল। তার মতো ঘরের উপস্থিত সবাই উৎকর্ণ হলো।

সিঁড়িতে বেশ কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই তিনজন লোক

ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। তাদের মধ্যে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টার, একজন কনস্টেবল এবং অপরজন ডিভিসনাল সার্জেন।

পোয়ারোকে চিনতে পারলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার। এগিয়ে এসে তাঁকে প্রায় সশ্রদ্ধ ভঙ্গিমায় অভিবাদন জানালেন তিনি। তারপর অন্যদের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি এক-এক করে।

পুলিশ ইন্সপেক্টারের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন এরকুল পোয়ারো।

পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর একে-একে সবার দিকে ফিরে বললেন পুলিশ ইন্সপেক্টার, 'আপনাদের প্রত্যেকের জবানবন্দী নিতে চাই আমি, কিন্তু প্রথমে—'

তাঁর কথায় বাধা দিলেন পোয়ারো। 'মাফ করবেন, আমার একটা ছোট্ট পরামর্শ ছিল—'

'বেশতো বলুন কি বলতে চান?'

'আপনার এখানকার কাজ শেষ হলে পর আমরা ফোর্থ ফ্লোরে মাদামোয়াজেল প্যাট্রিসিয়ার ফ্ল্যাটে ফিরে যাব।' প্যাটের দিকে ফিরে পোয়ারো বলেন, 'ওই যে ভদ্রমহিলাকে দেখছেন, একটু আগে উনি যে কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তারই জের টেনে ওঁকে আমি অনুরোধ করছি, উনি যেন আমাদের জন্য একটা করে ওমলেট তৈরি করেন। আমি ওমলেটের দারুণ ভক্ত। তাই বলি কি মঁসিয়ে ইন্সপেক্টার আপনার এখানকার কাজ শেষ হলে আপনি বরং ওপর তলায় গিয়ে যাকে যা প্রশ্ন করার সেখানেই না হয় করবেন, কি বলেন?'

পুলিশ ইন্সপেক্টার তার কথায় রাজী হয়ে গেলেন। এবার পোয়ারো চারজন যুবক যুবতীদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে চললেন প্যাটের ফ্ল্যাটে।

ওরা চলে যাওয়ার পর পুলিশ ইন্সপেক্টার তাঁর দুই সঙ্গী কনস্টেবল এবং ডিভিসনাল সার্জেনকে নিয়ে এবার তদন্তের কাজে মনোনিবেশ করলেন।

ডিভিসনাল সার্জেনকে নির্দেশ দিলেন তিনি, ভদ্রমহিলার মৃত্যুর কারণ ও মৃত্যুর সঠিক সময় নির্ণয় করার জন্য। সে তখন হাঁটু মুড়ে মৃতদেহের পাশে উপবিষ্ট হয়ে মৃতার একটা হাত টেনে নিয়ে নাড়ী দেখলেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে তিনি মৃত, তবু চিকিৎসা শাস্ত্রে, বিশেষ করে পুলিশী নিয়ম-কানুন অনুযায়ী এটাই রীতি, মৃত ব্যক্তির নাড়ী টিপে দেখতেই হয়, সত্যি সে মৃত কিনা। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, চিকিৎসক রোগী কিংবা নিহত ব্যক্তির ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার পর ঘণ্টা তিনেক পরে তার প্রাণ আবার ফিরে এসেছে! আর সেই কারণেই এই তৎপরতা।

হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই ভদ্রমহিলা যে মৃত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই আর তাঁর মৃত্যুর কারণ হলো পিস্তলের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হওয়া। গুলিটা তাঁর ফুসফুস বিদ্ধ করেছে। খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলিবিদ্ধ করা হয়।

ডিভিশনাল সার্জেন তাঁর পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট লিখে দিলেন।

এবার পুলিশ ইন্সপেক্টার নিজে ভদ্রমহিলার মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখতে ব্যস্ত হলেন। কয়েকটা ছবিও তুললেন তিনি মৃতদেহের এবং ঘরের আসবাবপত্রের। বিশেষ জোর দিলেন তিনি সেন্টার টেবিলের ওপর। সেন্টার টেবিলের ওপর পাতা রক্তমাখা টেবিলক্লথটা তিনি চালান করে দিলেন তাঁর ব্রীফকেসে—ফরেনসিক বিভাগে পাঠাতে হবে সেটার ওপর আততায়ীর হাতের ছাপ যদি পাওয়া যায় এই আশায়। তাঁর অনুমান, খুন করতে গিয়ে হয়তো আততায়ীর হাতে রক্ত লেগে থাকবে, আর সেই রক্ত মোছার জন্য সে হয়তো এই টেবিলক্লথটা ব্যবহার করে থাকবে। তাঁর ধারণা ওই টেবিলের কাছেই তাঁকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়ে থাকবে। তারপর তাঁর মৃতদেহ জানালার ধারে স্থানান্তরিত করে থাকবে সে।

ওদিকে প্যাটের ফ্ল্যাটে তখন জোর আলোচনা চলছিল চার যুবক যুবতীর সঙ্গে এরকুল পোয়ারোর। পোয়ারো তাদের একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনো বিরক্তি কিংবা ক্লান্তির ভাব দেখা গেল না। বরং নিজের স্বার্থেই দ্বিগুণ উৎসাহে কখনো তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, আবার কখনো বা নিজেই তিনি বাড়তি প্রশ্ন করছিলেন তাদের। আর তারা তাদের সাধ্যমতো উত্তর দিতে দেরী করছিল না।

'মঁসিয়ে পোয়ারো', বলল প্যাট, 'আমার কি মনে হয় জানেন? আপনি একজন নিখাদ ভালমানুষ, অতি আপনজন। আপনার মধ্যে কোনো ভড়ং নেই, নেই কোনো কারচুপি কিংবা শঠতা। আপনার মনে যা আসে, সঙ্গে সঙ্গে সরল মনে বলে ফেলেন। ঠিক এই রকম একজন মানুষকেই আমার বেশি পছন্দ। আপনার মতো একজন প্রিয় মানুষের জন্য সব কিছু করা যায়। তাই আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, একটা চমৎকার ওমলেট আপনি উপহার পাবেন আমার কাছ থেকে। সত্যি সত্যি আমি ভয়ঙ্কর ভাল ওমলেট তৈরি করতে পারি।'

প্যাটের মুখপানে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন পোয়ারো। বুঝিবা চোখের পলক ফেলতে ভুলে যান তিনি! লজ্জা পায় প্যাট, চোখ নামিয়ে নেয় সে।

তার লজ্জাবনত মুখ দেখে মনে মনে হাসেন তিনি। সব মেয়েরই একই রূপ। পুরুষদের দৃষ্টি সামনে পড়লে সে যত আধুনিকা হোক না কেন, যত স্মার্ট হোক না কেন, মেয়েদের চিরন্তন লজ্জাটা ঢেকে রাখতে পারবে না। প্যাটের ঠিক এই মুহূর্তের অবস্থাটাও সেই রকম।

'সেই ভাল।' তাকে আরো বেশি লজ্জায় ফেলার জন্য পোয়ারো একটা গল্প ফেঁদে বসলেন। 'জানেন মাদামোয়াজেল, একবার হলো কি, ঠিক আপনার মতোই এক সুন্দরী ইংরাজ তরুণীকে আমি ভালবেসে ফেলি। কিন্তু হায় আমার দুর্ভাগ্য! আপনার মতো সুন্দর সুন্দর রান্না সে করতে জানত না। তাই মনে হয়, সম্ভবত সব কিছু যা ঘটছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তা ভালর জন্যই।'

তাঁর কথার মধ্যে একটা অস্পষ্ট দুঃখবোধ জড়িয়েছিল, আর সেটা উপস্থিত প্রত্যেকের হৃদয় বুঝি স্পর্শ করে গেল।

কৌতূহলী চোখে তাঁর দিকে তাকাল জিমি ফকনার। হাসি আর ঠাট্টার মাধ্যমে পোয়ারোর জীবনের দুঃখজনক ট্রাজেডি হাল্কা করে দেয় সে। একটু পরে তাঁর সেই দুঃখের কথা সবাই ভুলে গেল।

প্যাটের পরিবেশিত ওমলেট খেয়ে সবাই যখন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সেই সময় পুলিশ ইন্সপেক্টার রাইসের পায়ের শব্দ শোনা গেল। কনস্টেবলকে মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটের সামনে বসিয়ে রেখে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে এলো ইন্সপেক্টার।

'আসুন মঁসিয়ে রাইস', তাঁকে স্বাগত জানালেন পোয়ারো।

ইন্সপেক্টার রাইস এসে বসল পোয়ারোর পাশের চেয়ারে, আর ডাক্তার বসল তাঁর পাশে।

'তারপর মঁসিয়ে রাইস', পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম বুঝলেন কেসটা?'

'ভাল কথা মঁসিয়ে পোয়ারো', উত্তরে বলল সে, 'খুব পরিষ্কার কেস বলেই তো আমার মনে হলো। তদন্ত করতে গিয়ে খুব যে একটা আপনার কষ্ট হবে বলে মনে হয় না আমার। অবশ্য খুনীকে ধরতে আমাদের খুব বেগ পেতে হবে বলেই মনে হয়। এখন সবার আগে আমাকে জানতে হবে, ভদ্রমহিলার মৃতদেহ কি ভাবেই বা আবিষ্কৃত হলো!'

ভদ্রমহিলার মৃতদেহ আবিষ্কারের ঘটনার কথা জানতে চাইছে ইন্সপেক্টার রাইস। ডোনোভান ও জিমি পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। আজ সন্ধ্যায় তাদের সেই অভিযানের কথা মনে করার চেষ্টা করল দু'জনেই। একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার নয় দু'বার অভিযানের ঘটনার কথা তাদের মনে করতে হচ্ছে। পুলিশের কাছে কিছুই গোপন করা যাবে না, সেটা না জানার বয়স তাদের নয়। আবার বিক্ষিপ্ত আলোচনাও করা যাবে না, তাতে বেঁফাস কিছু বলার সম্ভাবনা থেকে যায়, যা তাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে। তাই এ ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট সংযত হতে হবে, সংগঠিত হতে হবে। নিচু গলায় তারা নিজেদের মধ্যে ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা নিজেদের মধ্যে ঝালিয়ে নেয়।

ওদিকে ইন্সপেক্টার তখন ভর্ৎসনার চোখে তাকাল প্যাটের দিকে।

'মিস, আপনার লিফট্-এর দরজা খুলে রাখা উচিত হয়নি। সত্যি আপনার এমন একটা ভুল কাজ করা কখনোই উচিত হয়নি।'

'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি মিঃ রাইস, ভবিষ্যতে আমার এই ভুলের পুনরাবৃত্তি আর ঘটবে না', কাঁপা কাঁপা গলায় বলল প্যাট। 'নিচের ফ্ল্যাটে ওই ভদ্রমহিলার মতো কেউ হয়তো আমার ফ্ল্যাটে ঢুকে আমাকে খুন করে যেতে পারে।'

'আহ! কিন্তু তারা ওই পথে আসেনি', বললেন ইন্সপেক্টার রাইস!

'তাই নাকি?' প্যাটের হয়ে বললেন পোয়ারো, 'এটা কি আপনার আবিষ্কার মঁসিয়ে

রাইস? তাহলে আপনি যদি আপনার এই মূল্যবান আবিষ্কারের কথা আমাদের সবিস্তারে বলেন, খুব ভাল হয়।'

'আমার যতটুকু জানা উচিত ছিল, বলতে দ্বিধা নেই, আমি ব্যর্থ। কিন্তু আপনাকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো? হয়তো আপনি এ ব্যাপারে আমাকে আলোকপাত করতে পারেন।

'হ্যাঁ, সেটাই হবে যথাযথ', বললেন পোয়ারো। 'আর এই সব যুবক-যুবতীদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে বৈকি। আমার সংগৃহীত সব তথ্যের যোগান এসেছে ওঁদের কাছ থেকেই।'

'যাইহোক, যত শীগগীর সম্ভব সংবাদপত্রগুলো এই হত্যাকাণ্ডের খবর ঠিক পেয়ে যাবে', বলল ইন্সপেক্টার। 'এ কেসের ব্যাপারে সত্যিকারের গোপনীয়তা বলতে কিছু নেই। মৃত ভদ্রমহিলা যে মিসেস গ্রান্ট, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি তাঁর ফ্ল্যাটে পোর্টারকে নিয়ে যাই। মিসেস গ্রান্টকে সনাক্ত করেছে সে। ভদ্রমহিলার বয়স প্রায় পঁয়তিরিশ হবে।'

'ওঁকে কিভাবে কোথায় খুন করা হয়, সে ব্যাপারে কোনো হদিশ পেলেন মঁসিয়ে রাইস?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা সরলীকরণ করতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি আমাকে', সহজ ভঙ্গিমায় বললেন ইন্সপেক্টার রাইস। 'ঘটনাটা এই রকম : টেবিলের সামনে বসেছিলেন ভদ্রমহিলা। একটা ছোট ক্যালিবারের স্বয়ংক্রিয় পিস্তল দিয়ে তাঁকে গুলিবিদ্ধ করা হয়। সম্ভবত তাঁর বিপরীত দিকে উপবিষ্ট কেউ বসে থাকবে—টেবিলের এপার আর ওপার, যার দূরত্ব অতি সামান্য, তাই পিস্তলের নিশানা একেবারে অব্যর্থ ছিল! গুলিবিদ্ধ হওয়া মাত্র টেবিলের ওপর ঢলে পড়ে থাকবেন তিনি। আর সেই কারণেই টেবিলক্লথের ওপর রক্তের দাগ আমরা দেখতে পাই।'

'কিন্তু তাই যদি হয়েও থাকে, কেন গুলির আওয়াজ কেউ শুনতে পেল না?' জিজ্ঞেস করল মিলড্রেড।

'সেই পিস্তলে একটা সাইলেন্সার লাগানো ছিল নিশ্চয়ই। না, এর ফলে আপনার গুলির আওয়াজ শুনতে পাননি। ভাল কথা, আমরা যখন তাঁর পরিচারিকাকে বললাম যে, তার গৃহকর্ত্রী মারা গেছেন, সে তখন বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েই ছিল। পরিচারিকা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আপনার কি দরজা খোলার একটা কর্কশ শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন? পাননি তো? তাহলে ঠিক আছে, এবার বলুন, পিস্তলের গুলির আওয়াজ যদি কেউ শুনতে না পায়, তাহলে ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করার কর্কশ আওয়াজ শোনা কি সম্ভব?'

পরিচারিকার কথা উঠতেই পোয়ারোর মনে পড়ে যায় প্যান্ট্রিতে শুয়ে থাকা সেই মেয়েটির কথা, যাকে তিনি ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে চাননি তখন। পুলিশের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন চার যুবক যুবতীকে। সেই মেয়েটি পুলিশ ইন্সপেক্টারকে কি বলে থাকতে পারে? একটা সম্ভাব্য উত্তর মনে মনে ঠিক করে রাখলেন তিনি।

তাঁর মনের কথারই প্রতিধ্বনি ঘটালেন তিনি, 'আচ্ছা মঁসিয়ে রাইস, পরিচারিকা তার কোনো বক্তব্য রাখেনি আপনার কাছে?'

'সন্ধ্যায় তার বাইরে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল, সেই মতো মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েও যায় সে। তার কাছে নিজস্ব একটা চাবিও ছিল। রাত প্রায় দশটার সময় ফিরে আসে সে। ফিরে এসে সে দেখে তার গৃহকর্ত্রীর ফ্ল্যাট শান্ত নিঝুম। তাই সে ভাবল, হয়তো তার গৃহকর্ত্রী শুয়ে পড়েছেন।'

'তাহলে বসবার ঘরে তাকিয়ে দেখেনি সে?'

'হ্যাঁ, দেখেছিল বৈকি। সান্ধ্য ডাকে আসা চিঠিগুলো সংগ্রহ করে সে সেখান থেকে। কিন্তু কোনো অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পায়নি সে তখন। বলতে পারেন মিঃ ফকনার আর মিঃ বেইলিরা যা দেখেছিলেন তার বেশি কিছু নজরে পড়েনি তার। দেখুন, আমার কি মনে হয় জানেন, খুনী অত্যন্ত চতুর, পর্দার আড়ালে মৃতদেহ লুকিয়ে রাখে সে, কোনো খুঁত রাখেনি।'

'কিন্তু আপনার কি মনে হয় না, এ কাজ খুবই রহস্যজনক? এ কাজের পিছনে খুনীর সেই নৃশংস কাজ গোপন করার মধ্যে একটা গূঢ় অভিসন্ধি থাকলেও থাকতে পারে? আর তার সেই অভিসন্ধির কথাটা জানতে পারলেই মনে হয় তাকে ধরা খুবই সহজ হতে পারে আমাদের পক্ষে।'

শান্ত, সংযত ও মার্জিত কণ্ঠস্বর পোয়ারোর। তবু তার সেই কথার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা ইন্সপেক্টারকে ভাবিয়ে তুলল। তা না হলে তিনি অমন চকিতে তাঁর দিকে তাকাতে যাবেনই বা কেন?

'সে তার পালাবার পথ করে না নেওয়া পর্যন্ত তার অপরাধ আবিষ্কৃত হোক, সেটা সে চায়নি বলেই হয়তো সাময়িকভাবে মৃতদেহ পর্দার আড়ালে ঢেকে রেখে থাকবে।'

'সম্ভবত, হ্যাঁ সম্ভবত তাই হবে। হ্যাঁ, এবার আপনার বক্তব্য চালিয়ে যান।'

'তাহলে পরিচারিকার জবানীতেই শুনুন বিকেল পাঁচটায় মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যায় সে। ডাক্তার এখানে মৃত্যুর সময় নির্ধারিত করেছেন প্রায় চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা আগে।' ডিভিসনাল সার্জেনের সমর্থন পাওয়ার জন্য তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন ইন্সপেক্টার রাইস, 'ঠিক তাই না ডাক্তার?'

কম কথার মানুষ এই ডাক্তার। সে তার মাথা ঘন ঘন দুলিয়ে তাঁকে সমর্থন করল।

তারপর তিনি তাঁর কব্জিঘড়ির দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, 'এখন পৌনে বারোটা বাজে। সঠিক সময়, আমার মনে হয়, হিসেব করে দেখলে ওই রকমই হবে!'

এবার তিনি তাঁর পকেট থেকে একটা ছোট চিরকুট বার করলেন।

'মৃত ভদ্রমহিলার পোশাকের পকেট থেকে এটা আমরা পেয়েছি! এটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আপনার কোনো বাধা নেই মঁসিয়ে পোয়ারো। ওটার ওপর হাতের কোনো ছাপ নেই।'

চিরকুটটা হাতে নিয়ে মেলে ধরলেন পোয়ারো। ছোট ছোট গোটা গোটা অক্ষরে ছাপানো ছিল তাতে :

...আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব। জে এফ।

বেশ কয়েকবার চিরকুটের লেখাটা পড়লেন পোয়ারো। চিরকুটের নিচে প্রেরকের নামের আদ্যাক্ষর জে এফ 'এই চিরকুটটা তাহলে পাঠিয়েছে জে এফ ?' বেশ জোরে জোরেই বললেন পোয়ারো, যাতে করে উপস্থিত চার যুবক যুবতী শুনতে পায়। 'কে, কে এই জে. এফ ?'

এক-এক করে চার যুবক যুবতীর মুখের দিকে তাকালেন পোয়ারো। সব শেষে তাঁর দৃষ্টি থমকে দাঁড়াল জিমি ফকনারের মুখের ওপর। জে. এফ —অর্থাৎ জিমি ফকনারই কি তাহলে এই চিরকুটটার প্রেরক?

হঠাৎ জিমের মুখটা কেমন কালো পাংশু হয়ে যেতে দেখা গেল। এবার অপর তিন যুবক যুবতী স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। তাদের দু'চোখ দিয়ে মুঠো মুঠো ঘৃণা আর সন্দেহ ঝরে পড়ছিল তখন। আর জিমির অবস্থা তখন ফাঁসি কাঠে লটকানো আসামীর মতো। আরো তদন্ত কিংবা বিচারের আগেই সে যেন তাদের চোখে মিসেস গ্রান্টের খুনী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

'ছিঃ ছিঃ জিমি, মনে মনে তোমার এই ছিল?' সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়ে উঠল ডোনোভান। 'তুমি খুনী, তুমি আমাদের সমাজের কলঙ্ক, তুমি আমাদের বন্ধু হওয়ার আর যোগ্য নও!'

'কেন, কেন তুমি মিসেস গ্রান্টকে খুন করতে গেলে?' ফুঁসে উঠল প্যাট। 'উনি তোমার কি ক্ষতি করেছিলেন?'

'তোমার সঙ্গে তো ওঁর পরিচয়ও ছিল না', কৈফিয়ত চাইলো মিলড্রেড, 'তবু তুমি এক অপরিচিতাকে খুন করলে কেন, বলো বলো জিমি?'

তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে মনে হাসলেন পোয়ারো। সব থেকে বেশি আশ্চর্য লাগল তাদের বন্ধুত্বের নমুনা দেখে। তাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘ দিনের হওয়া সত্ত্বেও কেউ ভালভাবে কাউকে চিনতে পারেনি। আর আজ খুনের একটা সূত্র হাতে পেয়েই তারা কেমন সোচ্চার হয়ে উঠেছে এ ওর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করতে। আশ্চর্য!

তার চেয়ে আশ্চর্য চিরকুটের ওই ছোট্ট দুটি অক্ষর—'জে. এফ.'। জিমি ফকনার, নাকি অন্য কিছু? অনুমান করার চেষ্টা করেন এরকুল পোয়ারো। কিন্তু এ কি করে সম্ভব? তাঁর অনুমানও তো মিথ্যে হওয়ার কথা নয়? তাহলে?

চার যুবক যুবতীর ঘরোয়া কোন্দলে মাথা ঘামিয়ে বেশি সময় নষ্ট করার পাত্র নন ব্যস্ত এরকুল পোয়ারো। মনে মনে তাদের রকম-সকম দেখে হাসলেন তিনি। বেচারা জিমি ফকনার। নাকি ভাবাবে জে. এফ '? নিজের মনে বললেন পোয়ারো।

'এটা একটা উল্লেখযোগ্য নথীপত্র, যার মধ্যে খুনীর আদ্যাক্ষর লেখা রয়েছে,' এইরকম একটা মন্তব্য করে পোয়ারো চিরকুটটা ইন্সপেক্টারের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

'ভাল কথা, এই চিরকুটের প্রেরক জানত না, মিসেস গ্রান্ট তাঁর পোশাকের পকেটে এটা রেখে দিতে পারেন।' বলল ইন্সপেক্টার। 'সম্ভবত সে হয়তো ভেবে থাকবে, সেটা তিনি নষ্ট করে ফেলবেন। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে, লোকটা দারুণ সাবধানী, আর তার কাজের নমুনা পাই পিস্তলটা মৃতদেহের নিচে রেখে দেওয়া থেকে। তাঁর মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্য সরানোর ব্যবস্থা করার সময় সেই পিস্তলটা আবিষ্কার করা হয়।— আর এক্ষেত্রেও আবার দেখা যায় যে, সেই পিস্তলের ওপরেও কারোর হাতের ছাপ নেই। একটা সিল্কের রুমাল দিয়ে সেটার ওপর থেকে হাতের সব ছাপ মুছে ফেলা হয়। তাহলেই বুঝতে পারছেন মঁসিয়ে পোয়ারো, খুনী কত সাবধানী, কতই না বুদ্ধিমান। দেখলেন তো, পুলিশী ঝামেলা এড়াতে সম্ভাব্য সমস্ত ক্লুই সরিয়ে ফেলেছে আগেভাগে সে। হয়তো মিসেস গ্রান্টের মৃতদেহটাও ম্যাজিকের মতো উধাও করে দিতো সে। কিন্তু এ কাজটা সে করতে পারেনি মিঃ বেইলি ও মিঃ ফকনারের ঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে হাজির হওয়ার দরুন। ওঁরা ভুল করে যদি মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটে ঢুকে না পড়তেন তাহলে আমরা এখানে আসার অনেক আগেই তাঁর মৃতদেহ সরিয়ে ফেলত খুনী।'

'তা না হয় মানলাম মঁসিয়ে রাইস', বললেন পোয়ারো, 'কিন্তু আপনি জানলেন কি করে, খুনী তার সিল্কের রুমাল দিয়ে পিস্তলের ওপর থেকে তার হাতের ছাপ মুছে ফেলেছে?'

'কারণ সেই রুমালটার সন্ধান আমরা পেয়েছি।' বিজয় গর্বে উদ্ভাসিত হয়ে বললেন ইন্সপেক্টার। 'একেবারে শেষ পর্যায়ে খুনী যখন পর্দার আড়ালে মৃতদেহ ঢাকার চেষ্টা করছিল, মনে হয় তখনি অন্যমনস্কভাবে রুমালটা ফেলে যায় সে, তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।'

একটা বড় আকারের সিল্কের রুমাল। দামী রুমাল, পোয়ারোর হাতে সেটা তুলে দেন ইন্সপেক্টার। রুমালের মাঝখানের চিহ্নটার প্রতি পোয়ারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন ছিল না ইন্সপেক্টার রাইসের। চিহ্নটা যথেষ্ট পরিষ্কার এবং বেশ স্পষ্ট ও পঠনযোগ্য। রুমালের ঠিক মাঝখানে লেখা একটি নাম, সেই নামটা পড়লেন পোয়ারো।

'জন ফ্রেজার।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই', বললেন ইন্সপেক্টার। 'জন ফ্রেজার চিরকুটে লেখা আদ্যাক্ষর জে. এফ.। আমরা জানি এখন এই নামের লোকটিকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। আর আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, মৃত মহিলার সম্পর্কে আমরা যখন জানতে পারব, সব না হলেও কিছু অন্তত এবং খুনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা জানতে পারলেই আশাকরি তাকে ধরাটা সহজ হয়ে যাবে।'

'তাই কি?' পোয়ারোর চোখে একটা সন্দেহের ছায়া পড়তে দেখা যায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর মনের সেই ভাবটা প্রকাশ করেও ফেললেন, 'আমার আশঙ্কা, আপনি

যা আশা করছেন তা বোধহয় সম্ভব নয়। আবার দেখুন, জন ফ্রেজারকে অদ্ভুত সাবধানী লোক বলে মনে হলেও তাকে আপাতদৃষ্টিতে ঠিক অতোটা সাবধানী বলে আদৌ মনে হয় না কারণ যে রুমালে সে তার নাম লিখে রেখেছে, সেটা দিয়ে পিস্তলের ওপর সে তার হাতের ছাপ মুছে দেয় তার সব অপরাধের চিহ্ন অপসারণ করার জন্য, এই পর্যন্ত তার চাতুর্যের নমুনা আমরা পাই অক্ষরে অক্ষরে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও আমি বলবো তার মতো অসতর্ক মানুষ কেউ হয় না, অন্তত কোনো খুনীর হওয়া উচিত নয়—যেহেতু সে তার নাম লেখা রুমালটা হারিয়েছে, এবং সেই চিরকুটটা পরবর্তীকালে খুঁজে দেখার প্রয়োজন বলে মনে করেনি, তার একবারও খেয়াল হয়নি যে, সেই চিরকুটটা পুলিশের হাতে পড়লে সে তার অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হতে পারে। এর পরেও কি আপনি তাকে একজন চতুর সতর্ক ব্যক্তি বলে সার্টিফিকেট দেবেন মঁসিয়ে রাইস?'

'তালগোল পাকানো লোক, হ্যাঁ, ঠিক এই ধরনেরই লোক সে', বললেন ইন্সপেক্টার, 'এখন খুনীর সম্পর্কে আমাকে মত পাল্টাতে হচ্ছে। এর জন্য আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।'

'এখনো পুরোপুরি চোখ খুলতে পারিনি, কেবল চোখের পাতাটা উল্টিয়ে দিয়েছি', হাসতে হাসতে বললেন পোয়ারো, 'তাহলে বুঝতেই পারছেন মঁসিয়ে রাইস, আপনার কাছ থেকে আমার আর এক প্রস্থ ধন্যবাদ পাওনা রইল, কি বলেন?'

'আপনার প্রতিটি কাজেই তো ধন্যবাদ প্রাপ্য আপনার।' এখানে একটু থেমে ইন্সপেক্টার আবার বলতে থাকেন, 'হ্যাঁ যা বলছিলাম, সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে—'

'তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, নাকি তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে এই খুনে লোকটা?'

'আমি আর ভাবতে পারছি না', হতাশ সুরে ইন্সপেক্টার বলে উঠলেন, 'এখন থেকে আপনি যা বললেন, সেটাই আমি শিরোধার্য করে নেব।'

'হ্যাঁ, আমি বলি কি সেটা সম্ভব', বললেন পোয়ারো, 'অবশ্যই সেটা সম্ভব। আরো আশ্চর্য ব্যাপার হলো, এই বিল্ডিং-এ প্রবেশ করতে কেউ তাকে দেখেনি, কিংবা তাকে কেউ এখান থেকে বেরিয়ে যেতেও দেখেনি। তবে কি সে হাওয়ায় উড়ে এসেছিল, আবার সেই হাওয়াতেই মিশে গেছে?'

'এই বিল্ডিং-এ এত বড় বড় সব ব্লক। কত লোকই না আসছে যাচ্ছে। আমার ধারণা আপনারা কেউ—' চার যুবক যুবতীকে আলাদা আলাদাভাবে প্রশ্ন করল সে, 'কি তাকে মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছেন? আপনি মিস গারনেট, মিস মিলড্রেড, মিঃ ফকনার, মিঃ বেইলি, আপনারা কেউ তাকে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেননি? আশ্চর্য—'

'এর মধ্যে অবাক হওয়ার কি আছে মিঃ রাইস?' কৈফিয়ত দিতে গিয়ে প্যাট বলে, 'আজ আমরা একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই এখান থেকে, তা তখন সন্ধ্যা সাতটা হবে।'

'তাই বুঝি?' উঠে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টার! দরজা পর্যন্ত তাঁকে সঙ্গ দিলেন পোয়ারো।

ওদিকে জিমি ফকনারকে তখন বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। একটু আগে পর্যন্ত একটা বিরাট দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল। তার সেই মানসিক দ্বন্দ্ব মিসেস গ্রান্টকে লেখা চিরকুট থেকে পাওয়া আদ্যাক্ষর জে. এফ.' এই শব্দ দুটির জন্য। তার বন্ধুদের সন্দেহ এসে পড়ে তার ওপর, যেহেতু তার নামের আদ্যাক্ষর দুটিও জে. এফ. জিমি ফকনার।' এই আদ্যাক্ষর দুটিই তার বন্ধুদের ভাবিয়ে তুলেছিল, তার প্রতি তাদের সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল। তাদের সেই সন্দেহ একেবারে মিথ্যে বলে উড়িয়েও দিতে পারেনি সে তখন। কিন্তু এখন তো পারে—খুনীর ব্যবহৃত সিল্কের রুমালে তার পুরো নাম লেখা থাকতে দেখা গেছে, জন ফ্রেজার। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, পুলিশ এখন তার খোঁজ করবে না, খোঁজ করবে জন ফ্রেজারের। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জিমি ফকনার। এবার বন্ধুরা তাকে আর খুনী বলে চিহ্নিত করবে না, আগের মতো তারা আবার এ ওর গলা জড়িয়ে ধরে মনের আনন্দে গান গেয়ে বেড়াবে শুধু। তাদের ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে, মিসেস গ্রান্টের খুনী জিমি ফকনার নয়, জন ফ্রেজার। মোটামুটি তাঁর খুনী হিসেবে জন ফ্রেজারই এখন চিহ্নিত। পুলিশ এখন তাকেই খুঁজবে।

প্যাটের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন পোয়ারো, 'একটা ছোট্ট অনুগ্রহ হিসেবে নিচের ফ্ল্যাটটা আমি একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারি?'

'কেন পারবেন না, নিশ্চয়ই পারবেন মঁসিয়ে পোয়ারো। আর আপনি এটাকে অনুগ্রহ বলছেনই বা কেন? আপনি কিছু করতে চাইলে আমরাই তো বরং ধন্য বলে মনে করব আমাদের।' গদগদ হয়ে বললেন ইন্সপেক্টার! হেডকোয়ার্টারে আপনার সম্পর্কে তাদের কি ধারণা আমার থেকে ভাল আর কেই বা জানে বলুন! আপনার প্রতিটি কেসের কর্মধারা, বিশ্লেষণ আমরা আমাদের আদর্শ বলে গণ্য করে থাকি, আপনার প্রতিটি কাজই আমাদের প্রেরণা দেয়। এ হেন মঁসিয়ে পোয়ারো যদি কিছু চেয়ে সেটা অনুগ্রহ বলে মনে করেন, তাতে আমরা নিজেদেরকে ছোট বলে মনে করব স্যার।'

'এ আপনার বদান্যতা, মহানুভবতার পরিচয়।'

'তা নয় মঁসিয়ে পোয়ারো, বরং আমরা আপনার সাহায্য প্রার্থী। আমাদের হয়ে আপনি কাজ করতে চাইছেন তাতে তো আমরাই উপকৃত হবো বেশি,' ইন্সপেক্টার বলেন, 'আলোচনার শুরুতে আমি বলেছিলাম আপনাকে, এ কেস খুব যে আপনার লাইনে হবে বলে আমার মনে হয় না— কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এই জটিল কেসের ভার আপনার হাতেই শোভা পায়, এর সমাধানের পথ একমাত্র আপনিই খুঁজে বার করতে পারেন, আমি নই। আপনাকে ফ্ল্যাটের একটা চাবি দিচ্ছি, আমার কাছে দুটো চাবি আছে। দেখবেন ফ্ল্যাট একেবারে ফাঁকা।'

'কেন, পরিচারিকার তো থাকবার কথা।' বললেন পোয়ারো।

'সে চলে গেছে তার কোনো এক আত্মীয়ের কাছে। এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল—তাই সেখানে একা থাকতে তার ভয়।'

'অজস্র ধন্যবাদ', চাবিটা হাতে নিয়ে বললেন মঁসিয়ে পোয়ারো।

চোরের মতো কিচেনের দরজা দিয়ে মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটে প্রবেশ নয়, এ রীতিমতো বুক ফুলিয়ে ফ্ল্যাটের সামনের দরজার তালা খুলে প্রকাশ্যে প্রবেশ। অবশ্য প্রকাশ্যে বললে একটু ভুল হয়ে যায়, কারণ এত রাত্রে বিল্ডিং-এর সব বাসিন্দারাই এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এই বিল্ডিং-এর একজন বাসিন্দা যে খুন হয়েছে অন্য বাসিন্দারা জানতেও পারলো না। আর যে সময় পুলিশ ইন্সপেক্টার তাঁর দলবল নিয়ে এসেছিলেন এখানে, তখন সবাই যে যার ফ্ল্যাটে হয় কেউ বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে, কিংবা কেউ হয়তো বিছানায় দেহটা এলিয়ে দেওয়ার জন্য তোড়জোড় করছিল। এই বিল্ডিং-এর একমাত্র কেয়ার টেকার তখনো জেগেছিল। পুলিশ ইন্সপেক্টারের সঙ্গে তার দেখাও হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ ইন্সপেক্টার তাকে সতর্ক করে দেয়, এখানে পুলিশের উপস্থিতি কেউ যেন টের না পায়। এর অন্যথা হলে সমূহ বিপদ হতে পারে তার এবং তার বিল্ডিং-এর মালিকের। কেয়ারটেকার ভদ্রলোক ভীতু সম্প্রদায়ের লোক। তাই সে পুলিশ ইন্সপেক্টার রাইসের হুকুমে মুখ খোলেনি। তাছাড়া এ ব্যাপারে তার ও তার মালিকের স্বার্থও বিশেষভাবে জড়িত ছিল। এই বিল্ডিং-এ কেউ খুন হয়েছে খবরটা প্রচার হয়ে গেলে এখানে ভবিষ্যতে কেউ আর ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে আসবে না, এখন যারা আছে, হয়তো তারাও তখন এ বিল্ডিং ছেড়ে অন্য কোনো নিরাপদ ফ্ল্যাটে চলে যেতে পারে! এই বিল্ডিং যদি ভাড়াটে শূন্যই হয়ে যায়, তখন মালিক তাকে এখানকার কেয়ার টেকারের পদে বহাল রাখবেনই বা কেন? তাই বুদ্ধিমান কেয়ারটেকার মিসেস গ্রান্টের খুন হওয়ার খবরটা বেমালুম চেপে যায়।

তাই পোয়ারো এক রকম নিঃশব্দেই মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটে এসে প্রবেশ করলেন। এদিক ওদিক তাকাতে হলো না তাঁকে। ফ্ল্যাটে তাঁর প্রবেশের কেউ সাক্ষী রইল না, কেবল পুলিশ কনস্টেবল ছাড়া। পুলিশ ইন্সপেক্টার রাইসের নির্দেশে ডিউটি দিচ্ছিল সে সেখানে। পোয়ারোকেও চিনতো সে। তাই বিনা বাধায় তাঁকে পথ ছেড়ে দিয়েছিল সে।

ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেন পোয়ারো। ঢুকেই বসবার ঘর। ঘরের ঠিক মাঝখানে সেই ভাবেই পড়েছিল বিরাট টেবিলটা, আর ঘরের অন্য সব আসবাবপত্রও যেখানে ছিল ঠিক সেই সব জায়গায় পড়ে থাকতে দেখলেন পোয়ারো। নেই কেবল মিসেস গ্রান্ট, এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা, বেচারী. মুহূর্তের জন্য বুঝি বা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে আবার ভাবলেন, মিসেস গ্রান্টের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এখানে, এখন তাঁর মর্গেই তো স্থান হওয়া উচিত। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাঁদের ভাসা ভাসা অনুমান, ডিভিসনাল সার্জেনের ডেথ সার্টিফিকেট কিংবা মিসেস গ্রান্টের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে ডাক্তারের রিপোর্ট, এসবই যথেষ্ট নয় করোনারের কাছে। আর করোনারের কাছে তাঁর মৃত্যুর কারণটা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে না পারলে আদালতে কেস টিকবে না, এর ফলে আসামী বেকসুর খালাস পেয়ে যেতে পারে। এই সব কারণেই পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অত্যন্ত জরুরী।

পোয়ারো সেই টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। একগুচ্ছ চিঠি পড়ে রয়েছে সেখানে। মিসেস গ্রান্টের পরিচারিকা বলেছে, সেদিনের সান্ধ্য ডাকের সব চিঠি সে সেই টেবিলের ওপর রেখে গিয়েছিল আন্দাজে আলো না জ্বালিয়েই। এ অভ্যাস তার বহুদিনের, আজও ভুল হওয়ার কোনো কারণ তিনি দেখতে পেলেন না। কিন্তু এখন ঘরের আলোয় চিঠির গুচ্ছগুলো দেখতে গিয়ে নিরাশ হতে হলো তাঁকে, যে চিঠির খোঁজে তিনি এসেছিলেন, সেটা এখন আর এখানে নেই। অথচ প্রথমবার এখানে এসে চিঠিগুলো গুণে রেখেছিলেন তিনি, পুলিশ না আসা পর্যন্ত চিঠিগুলো নিতে পারেননি তিনি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, একটা চিঠি কম। কে, কে সেই চিঠিটা সরাতে পারে? মিসেস গ্রান্টের পরিচারিকা? এখান থেকে সে তার আত্মীয়ার কাছে চলে যাওয়ার সময় সে কি সেই চিঠিটা তার সঙ্গে নিয়ে গেছে? কিন্তু তাই বা করতে যাবে কেন সে? সেই চিঠিটা যদি তার নেওয়ার দরকারই ছিল, সে তো সেটা আগেই সরিয়ে ফেলতে পারতো। সান্ধ্য ডাকের চিঠির গুচ্ছ রাখার সময় এখানে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না। তাই সে যদি তখন তার প্রয়োজন মতো চিঠিটা সরিয়ে ফেলতো কেউ জানতেও পারত না, আজকের সান্ধ্য ডাকে সেই চিঠিটা এসেছিল। তাছাড়া মিসেস গ্রান্টের চিঠি তার কি প্রয়োজন হতে পারে? এর উত্তর একটাই—অপ্রয়োজন। অতএব অনায়াসে তাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, সেই চিঠির বিষয়বস্তু কি এমন ছিল যে, কারোর কাছে সেটা সরানো জরুরী হয়ে পড়ল? তাও আবার আজ রাতের মধ্যেই। অতএব এখন দেখতে হবে মিসেস গ্রান্টের চিঠির সঙ্গে কার স্বার্থ সব থেকে বেশি থাকতে পারে। স্বভাবতই তাঁর স্বামীর কথা মনে পড়ে যায় এক্ষেত্রে। ভদ্রমহিলা যে বিবাহিতা ছিলেন, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকার কথা নয়। প্যাটও স্বীকার করেছে সে কথা। কিন্তু কে যে তাঁর স্বামী, তা সে জানে না। এমন কি তাঁর ফ্ল্যাটে কয়েকজন পুরুষের যাতায়াত থাকলেও কেউ কখনো স্থায়ীভাবে তাঁর সঙ্গে বসবাস করতে আসেনি কখনো। সেরকম কিছু চোখে পড়লে প্যাট ধরে নিতে পারত, সেই ভদ্রলোকই মিঃ গ্রান্ট, মিসেস গ্রান্টের স্বামী। নারী পুরুষ একসঙ্গে একটা ফ্ল্যাটে থাকলে সেটা ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক। এছাড়া অন্য কোনো সম্পর্কের কথা ভাবা অশোভন।

তবে কি ভদ্রমহিলা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা ছিলেন? তাদের কি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছিল? আর তাই যদি হয়—সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে, তাঁর স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদে রাজী থাকলেও তিনি হয়তো মনস্থির করতে পারেননি, স্বামীকে তিনি ত্যাগ করবেন কিনা। এ ধরনের কেসে দেখা গেছে, স্বামী অন্য কোনো নারীর প্রতি আসক্ত হলে সে তখন প্রথমে চাইবে তার বর্তমান স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে। কিন্তু স্ত্রী যদি তাতে রাজী না হয় তখন তার স্বামী তাকে তার পথ থেকে সরানোর জন্য বাধ্য হয়ে অন্যায় পথ অবলম্বন করবে। এক্ষেত্রেও কি সেরকম ঘটনা ঘটেছে?

খুন হয়েছেন মিসেস গ্রান্ট। তাঁর স্বামী এখনো জীবিত যদিও কেউ জানে না, কে

তাঁর স্বামী, কি তার পরিচয়। তাঁর স্বামী যদি তাঁকে খুন করে পলাতক হয়, পুলিশের সাধ্য নেই তাঁকে খুঁজে বার করা। এমন কি অতি ধুরন্ধর গোয়েন্দারাও সেখানে অসহায়, মনে হলো এরকুল পোয়ারোর।

অবশ্য সেই সঙ্গে একটা সূত্রের কথাও মনে পড়ে যায় পোয়ারোর—সেই বেপাত্তা হওয়া চিঠিটা এক্ষেত্রে মূল সূত্র এখন। আর তার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই চিঠিটার মধ্যে মিসেস গ্রান্টের বিবাহিত জীবনের কোনো জরুরী নথীপত্র থাকতে পারে, যা সরানো একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে খুনীর কাছে, সে তাঁর স্বামীই হোক, কিংবা অন্য যে কেউ হোক না কেন!

এখন তাঁর প্রথম কাজ হলো সেই নিখোঁজ চিঠির খোঁজ করা, তারপর মিসেস গ্রান্টের স্বামীর সন্ধান করা? তবে সেই সঙ্গে আর একটা জিনিসের সন্ধান করাটাও অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করলেন এরকুল পোয়ারো। গোয়েন্দা লাইনে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। তাঁর মতে কোনো সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। যেমন উচিত নয় প্যাটের ফ্ল্যাটের চাবি উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা। প্যাট বলেছে, সে তার হাতব্যাগ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে, তার মধ্যে তার ফ্ল্যাটের চাবি নেই। অথচ তার স্পষ্ট মনে আছে, বিকেলে ফ্ল্যাট থেকে বেরুবার সময়, ফ্ল্যাটে প্রবেশ পথের দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা সে তার ব্যাগে রেখে দিয়েছিল।

আপাত দৃষ্টিতে প্যাটের ফোর্থ ফ্লোরের ফ্ল্যাটের চাবি হারানোর সঙ্গে নিচে থার্ড ফ্লোরে মিসেস গ্রান্টের খুন হওয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকারই কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন জানি না পোয়ারোর মনে হলো, প্যাটের ফ্ল্যাটের চাবি চুরি করা মিসেস গ্রান্টের হত্যাকারীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। খুনী অত্যন্ত চতুর এবং সচেতন। প্যাটের চাবি চুরিটাও তার চাতুর্যের একটা নিদর্শন হতে পারে। সেটা মনে হতেই একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গেল পোয়ারোর হঠাৎ। আর সেই সম্ভাবনার কথাটা মাথায় রেখেই মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। চিঠিটা না পাওয়ার ব্যর্থতা ভুলে গেলেন তিনি সেই সম্ভাবনার কথাটা মনে করে।

ফোর্থ ফ্লোরে প্যাটের ফ্ল্যাটে ফিরে যাওয়ার আগে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এলেন পোয়ারো। তারপর রাস্তায় নেমে ডে-এন্ড-নাইট সার্ভিসের একটা ওষুধের দোকানে ঢুকলেন। সেখান থেকে একটা এথিল ক্লোরাইডের বোতল কিনলেন। তারপর সেখান থেকে ফিরে এলেন তিনি প্যাটের ফ্ল্যাটে মুখ কালো করে।

জিমি লক্ষ্য করল, সে যেন অন্য এক পোয়ারোকে দেখছে। এ এক অন্য পোয়ারো যেন তিনি। একটু আগে তিনি যখন এই ফ্ল্যাট থেকে নিচের ফ্ল্যাটে নেমে যান, তখন তাঁর মুখটা কেমন উজ্জ্বল ছিল, তাঁকে কতই না আশাবাদী বলে মনে হয়েছিল। অথচ এখন তিনি ফিরে এলেন মুখ কালো করে, একটা হতাশার চিহ্ন যেন ফুটে উঠেছিল তাঁর চোখে মুখে।

'আপনি কি সন্তুষ্ট হতে পারেননি মঁসিয়ে পোয়ারো?' জিজ্ঞেস করল জিমি।

'না', উত্তরে বললেন পোয়ারো, 'আমি সন্তুষ্ট নই।'

তাঁর দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল ডোনোভান। 'সেটা কি জন্যে—কিসের এই দুশ্চিন্তা আপনার মঁসিয়ে পোয়ারো?'

তার কথার উত্তর দিলেন না পোয়ারো। এক কি দু'মিনিট নীরব রইলেন তিনি। তাঁর চোখে ভ্রূকুটি, যেন কিছু ভাবছেন। তারপর হঠাৎ অধৈর্যভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি।

প্যাটের দিকে ফিরে তিনি এবার মুখ খুললেন, 'মাদামোয়াজেল, আপনাকে শুভরাত্রি জানাচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই খুবই ক্লান্ত। আপনাকে অনেক রান্না-বান্না করতে হয়েছে—ওঃ?'

হাসল প্যাট। 'রান্না বলতে তো কেবল ওমলেট। নৈশভোজের রান্না আমি করিনি। ডোনোভান আর জিমি আমাদের খোঁজে আগে, আর আমরা তারপর সোহোয় একটা ছোট্ট জায়গায় যাই।'

'আর নিঃসন্দেহে তারপর থিয়েটারে যান?'

'হ্যাঁ। দি ব্রাউন আইজ অব ক্যারোলিন।'

'আহ!' বললেন পোয়ারো। 'নীল চোখ হওয়া উচিত ছিল সেই মাদামোয়াজেলের নীল চোখ।'

একটা অনুভূতিপ্রবণ ভঙ্গিমা করলেন তিনি। তারপর আর একবার শুভরাত্রি জানালেন প্যাটকে, সেই সঙ্গে মিলড্রেডকেও। বিশেষ অনুরোধে আজকের রাতটা সে প্যাটের ফ্ল্যাটে থেকে যাচ্ছে। প্যাট স্বীকার করল অকপটে, সে যদি তার ফ্ল্যাটে একা থাকে, বিশেষ করে আজকের রাতে, ভয়ঙ্কর ভয় পাবে সে।

সিঁড়ির মুখে দুটি যুবক পোয়ারোর সঙ্গী হলো। প্যাটের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আর তারা যখন সিঁড়ির মুখে পোয়ারোকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যাবে, তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেন তিনি।

'আমার তরুণ বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে বলতে শুনেছেন, আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাট থেকে ব্যর্থ হয়েই ফিরে আসতে হয়েছে আমাকে। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, এটা খুবই সত্য—আমি সন্তুষ্ট নই। এখন আমি আবার সেখানে ফিরে গিয়ে নিজের মতো করে তদন্ত করে দেখতে চাই। আপনারা আমার সঙ্গী হতে চান—বলুন হ্যাঁ?'

তাঁর সেই আন্তরিক প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল দুটি যুবক।

আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে পোয়ারো নিচের ফ্ল্যাটে নেমে এলেন তারপর। ইন্সপেক্টারের দেওয়া চাবি দিয়ে মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটের তালা খুললেন তিনি। ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে যুবক দু'জনের প্রত্যাশা মতো সোজা বসবার ঘরে না গিয়ে প্রবেশ করলেন কিচেনে।

একটা ছোট্ট লোহার কুলুঙ্গির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কভারটা সরিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে লোহার ডালাটা খুললেন।

জিমি ও ডোনোভান দু'জনেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। পোয়ারোর ভাব-ভঙ্গিমা ক্রমশই অবাক করে তুলছিল তাদের, বিশেষ করে ডোনোভানকে। তাঁর মতিগতি বোঝা ভার।

হঠাৎ জয়ের আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। আর তারপরেই দেখা গেল, তাঁর হাতের মধ্যে একটা ছোট্ট ছিপি-আঁটা বোতল।

'ইউরেকা!' আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'আমি যা চেয়েছিলাম তার সন্ধান আমি পেয়ে গেছি।' ভয়ঙ্কর উচ্ছ্বাসে বোতলের ছিপির ওপর নাক রেখে শুঁকলেন তিনি। 'হায় আমার দুর্ভাগ্য, মাথায় আমার ঠাণ্ডা লেগে গেছে।'

তাঁর হাত থেকে সেই বোতলটা একরকম ছিনিয়ে নিল ডোনোভান। পোয়ারোর মতো সেও সেই বোতলের ছিপির ওপর নাক ঠেকাল, কিন্তু কোনো গন্ধই তার নাকে লাগল না। তারপরেই হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাজ করে বসল সে। চিৎকার করে পোয়ারো তাকে সতর্ক করে দেওয়ার আগেই ততক্ষণে সে দ্রুত হাতে ছিপি খুলে তার নাকে লাগাল বোতলটা।

সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি উপড়ে যাওয়া গাছের মতো পড়ে যাচ্ছিল সে—লাফিয়ে সামনের দিকে ছুটে এসে আংশিকভাবে তার পতন রোধ করতে সমর্থ হলেন পোয়ারো।

'মূর্খ!' চিৎকার করে উঠলেন পোয়ারো। 'ছিঃ ছিঃ, ওই রকম বোকার মতো তাড়াহুড়ো করে কেউ কখনো বোতলের ছিপি খোলে! উনি কি দেখেননি, কি রকম সাবধানতার সঙ্গে বোতলটা আমি হাতে ধরেছিলাম? আমি ঠিক বলিনি মঁসিয়ে ফকনার? দয়া করে যদি আপনি এখন একটু ব্রাণ্ডির ব্যবস্থা করেন, খুব ভাল হয়। আপনাকে অন্য কোথাও যেতে হবে না। এই ফ্ল্যাটেরই বসবার ঘরে একটা কারুকার্য করা সুরাপাত্র আমি দেখে এসেছি।'

এ আর এমন কি কঠিন কাজ, মনে মনে ভাবল জিমি। বন্ধুর জন্য দূরে হলেও ছুটে যেতে পারত সে। এত হাতের কাছেই, হাত বাড়ালেই সুরাপাত্র। বসবার ঘরে ছুটে গেল সে। কিন্তু ফিরে এসে অবাক হয়ে যায় সে। ডোনোভান তখন উঠে বসেছে।

উদ্বিগ্নস্বরে জিমি জিজ্ঞেস করল, 'ডোনোভান, তোমার কষ্ট হয়নি তো? তুমি এখন কেমন আছ বন্ধু?'

'কৈ কিছু তো হয়নি আমার।' সে জানায়, সে আবার আগের মতো সুস্থ হয়ে উঠেছে। পোয়ারোর বক্তৃতা শুনতে হলো তাকে, সেই সঙ্গে উপদেশও—সম্ভাব্য বিষাক্ত জিনিস শুঁকতে গেলে প্রয়োজনীয় সাবধানতা নিতে হয়, এটা তার খেয়াল রাখা উচিত ছিল।

লজ্জায় মাথা নিচু করে ক্লান্ত গলায় ডোনোভান বলল, 'আমার মনে হয়, এখনি আমার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।' কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে।

অবশ্য মঁসিয়ে পোয়ারো যদি আমাকে যেতে অনুমতি দেন, যদি তিনি মনে করেন, এখানে আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই। আমার শরীরটা এখনো কেমন যেন দুলছে, দুর্বল বোধ করছি।' অসহায় দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকাল সে তাঁর অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায়।

'হ্যাঁ, আপনি এখন নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন', বললেন পোয়ারো। বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই এখন আপনার সব থেকে ভাল কাজ হবে।'

তারপর জিমির দিকে ফিরে পোয়ারো তাকে বললেন, 'মঁসিয়ে ফকনার, আপনি কিন্তু এখনি যাবেন না। কিছুক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করুন এখানে। আপনার বন্ধুকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে একটু পরেই আমি ফিরে আসছি, কেমন?'

সুবোধ বালকের মতো ঘাড় নেড়ে সায় দেয় জিমি।

ডোনোভানের সঙ্গে দরজা শুধু নয়, দরজার বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে যান পোয়ারো। সিঁড়ির মুখে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল তারা। অবশেষে ফ্ল্যাটে পুনঃপ্রবেশ করে পোয়ারো দেখলেন, বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিমি। তাঁকে ফিরে আসতে দেখে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে সে। সে তখন স্তব্ধ, বিমূঢ়, হতবাক। তার মুখে কথা নেই, তার চোখে এক রাশ ধাঁধা, যেন চোখে সরষের ফুল দেখছে সে।

অনেকক্ষণ পরে কোনো রকমে অস্ফুটে বলল জিমি, 'এখন আমি যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই! চলুন আপনাকেও একটু এগিয়ে দিয়ে আসি!'

তার সঙ্গী হলেন পোয়ারো গ্রাউন্ড ফ্লোর পর্যন্ত। রাত তখন গভীর। বিল্ডিং-এর প্রধান ফটক তখন বন্ধ। তার অনুরোধে একটু আগে ডোনোভানের যাওয়ার জন্য ফটক খুলে দিয়েছিল কেয়ারটেকার। এবার পোয়ারো নিজেই নেমে এসেছিলেন একতলায়। কেয়ারটেকার তখনো অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য।

'আপনারা এসে গেছেন স্যার?' পোয়ারোর উদ্দেশ্যে বলল সে, 'আপনিও কি বাইরে যাবেন মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'না, আমার বন্ধু মঁসিয়ে ফকনার যাবেন। ফটক খুলে দিন, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

'ও কে, স্যার।'

ফটক খুলে দেয় কেয়ারটেকার।

ফটক পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিতে এলেন পোয়ারো।

'মঁসিয়ে ফকনার, এক মিনিট', তাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি এবার তাঁর কাজের কথাটা বলে ফেললেন এক নিঃশ্বাসে, 'আপনাকে তো কাজের কথাটাই আমার বলা হয়নি এখনো পর্যন্ত। কাল সন্ধ্যায় একবার পুলিশ স্টেশনে আসবেন। ওই সময় আশাকরি মিসেস গ্রান্টের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটাও পুলিশ ইন্সপেক্টার মঁসিয়ে রাইসের হাতে এসে যাবে। তারপর যা করণীয় করা যাবে।'

'আমাকে আপনাদের আর কোনো প্রয়োজন আছে বলে কি আপনার মনে হয় মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'হ্যাঁ, আপনাকে আমার প্রয়োজন আছে বলেই তো বলছি। অবশ্যই আসবেন আপনি!' পোয়ারো তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, ভুলে যাবেন না মঁসিয়ে ফকনার, মিসেস গ্রান্টের খুনী এখনো ধরা পড়েনি—'

মিসেস গ্রান্টের খুনী এখনো ধরা পড়েনি! তবে কি পোয়ারো তাকেই তাঁর খুনী বলে সন্দেহ করছেন? তাই কি তিনি তাকে চাপ দিচ্ছেন পুলিশ স্টেশনে আসবার জন্য! ডোনোভানকে আসতে বলেননি তিনি। আর প্যাট ও মিলড্রেডের সঙ্গে তিনি যে মধুর ব্যবহার করলেন একটু আগে, তাতে মনে হয় না, তারা তাঁর সন্দেহের তালিকায় স্থান পেয়েছে। সে যাইহোক, জিমি বেশ ভাল করেই জানে, এই মুহূর্তে পোয়ারোর কথার অবাধ্য হলে পুলিশ ইন্সপেক্টার রাইস তাঁর নির্দেশে ঠিক হাজির হয়ে যাবে তার ফ্ল্যাটে। আর তারপর—আর ভাবতে পারে না জিমি। ভয়ে, ভাবনায় তার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে ওঠে।

আর কথা না বাড়িয়ে অনুগত ছাত্রের মতো মাথা নেড়ে, তাঁর কথায় সায় দিয়ে জিমি তাঁকে কথা দেয়, কাল সন্ধ্যায় পুলিশ স্টেশনে অবশ্যই যাবে সে।

'এই তো ভাল ছেলের মতো কথা বলেছেন!' হাসতে হাসতে পোয়ারো তাকে বিদায় জানান।

তাঁকে শুভরাত্রি জানিয়ে ব্যস্ত পায়ে পথে নামল জিমি অতঃপর।

পরদিন সন্ধ্যায় পুলিশ স্টেশনে গিয়ে হাজির হলো জিমি ভয়ে ভয়ে। কি হয় কে জানে। বাড়িতে সে বলে এসেছে, আজ রাতে ফিরতে নাও পারে সে। কে জানে, মিসেস গ্রান্ট হত্যার অপরাধে আজই যদি তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ, তার বাড়ি ফেরা হবে না। পুলিশ স্টেশন থেকে প্যাটকে ফোন করতে হবে তখন তার জামিনের ব্যবস্থা করার জন্য। সে বেশ ভাল করেই জানে যে, মিথ্যে অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে পোয়ারোর নির্দেশে। কিন্তু প্যাট কি অত তলিয়ে দেখবে ব্যাপারটা? সে হয়তো তার বিরুদ্ধে পুলিশের মিথ্যে অভিযোগটাই সত্য বলে ধরে নেবে। কিন্তু তাদের এতদিনের বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালবাসা সব কি মিথ্যে হয়ে যাবে?

এই ভাবে আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে পুলিশ স্টেশনে এসে ঢুকল জিমি।

তার আগেই সেখানে এসে হাজির হয়েছিলেন এরকুল পোয়ারো। পুলিশ ইন্সপেক্টার রাইসের ডেস্কের সামনে ঝুঁকে পড়ে তার সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন তখন।

তাকে দেখে গম্ভীর স্বরে বললেন পোয়ারো, 'আসুন মঁসিয়ে ফকনার! আপনি না এলে হয়তো পুলিশ পাঠিয়ে আপনাকে ডেকে আনতে হতো। এখন চলুন মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটে যাওয়া যাক।'

পুলিশ পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনা হতো? মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটে বসবার ঘরে পোয়ারোর পাশের খালি চেয়ারে বসতে গিয়ে জিমির বুক কেঁপে উঠল ভয়ে। তবে কি তাঁরা তাকে সত্যি সত্যি মিসেস গ্রান্টের খুনী হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলেছেন?

ভয়ে ভয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টারের হাতের দিকে তাকায় জিমি। মিসেস গ্রান্টের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা তার হাতে দেখতে পেলো সে।

স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন পোয়ারো। জিমি যে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা দেখছে নজর এড়াল না তাঁর।

একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো সেখানে। কারোর মুখে কথা নেই। পুলিশ ইন্সপেক্টার রাইসের দৃষ্টি তখন পোয়ারোর ওপর, আর পোয়ারোর দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ জিমির ওপর। তিনি তার মনের প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করতে চাইছিলেন। এবং সফলও হলেন তিনি একসময়।

তারপর হঠাৎ পোয়ারোই সেই নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

'মঁসিয়ে ফাকনার, মিসেস গ্রান্টের পোস্টমের্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেছে। মৃত্যুর কারণ—খুব কাছ থেকে তাকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।'

'তা তো জানতাম—'

'আপনি জানতেন?' তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'হ্যাঁ, না মানে, গতকালই ঘটনাস্থলে এ নিয়ে আপনাকে আলোচনা করতে শুনেছি ইন্সপেক্টার মিঃ রাইসের সঙ্গে।' একটু ইতস্তত করে জিমি এবার ইন্সপেক্টার রাইসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তাঁর সমর্থন পাওয়ার জন্য। তাই না মিঃ রাইস?'

'হুঁ!' মাথা নেড়ে দায়সাড়া গোছের সায় দেয় পুলিশ ইন্সপেক্টার।

'তা হবে', পোয়ারোর উত্তরটাও কেমন যেন অস্পষ্ট বলেই মনে হলো।

তবু জিমি জিজ্ঞেস করতে পারল না মিসেস গ্রান্টের হত্যাকারী কে? তার আশঙ্কা, যদি তাঁরা বলে বসেন, সে, হ্যাঁ সেই হত্যাকারী!

সে পথে না গিয়ে জিমি একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, তাহলে এরপর কি হতে পারে?

'এরপর আর কিছু নেই। কেস খতম।'

'কি বললেন? কেস খতম!'

'হ্যাঁ, আমি এখন সব কিছু জেনে গেছি!'

'কি জেনেছেন? আর কি ভাবেই বা জেনেছেন?' স্থির চোখে তার দিকে তাকাল জিমি। 'সেই ছোট্ট বোতলটার মাধ্যমেই কি আপনি সব জেনে গেছেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। সেই ছোট্ট বোতলটাই সব খবর সংগ্রহ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে আমাকে।'

জিমি ঘন ঘন মাথা নাড়ল।

'আপনি কি সব বলছেন, তার মাথা মুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। গতকাল যে কারণেই হোক জন ফ্রেজারের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও আপনাকে আমি অসন্তুষ্ট হতে দেখেছিলাম', জিমি বলে, 'এই জন ফ্রেজার লোকটি যেই হোক না কেন, কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল, ওই লোকটির অস্তিত্ব আপনি স্বীকার করেন না।'

'হ্যাঁ, সে যাই হোক না কেন', নরম সুরে তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন পোয়ারো। 'আদৌ যদি সে কেউ হয়—ভাল কথা, আমি খুবই বিস্মিত হবো তাহলে।'

'আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'সে একটা নাম—ব্যাস ওই পর্যন্ত, এর বেশি কিছু নয়—সে একটা নাম, সতর্কতার সঙ্গে রুমালের ওপর চিহ্নিত করা সেই নাম!'

'আর সেই চিঠিটা?'

'আপনি কি লক্ষ্য করেছিলেন সেটা ছাপানো ছিল? এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? উত্তরটা আমিই দিচ্ছি। হাতের লেখা হলে সনাক্ত করা যেত। আর টাইপ করা চিঠি, আপনি হয়তো চিন্তাও করতে পারবেন না, কত সহজেই না তার হদিশ পাওয়া যায়, মানে কার টাইপ করা চিঠি অতি সহজেই নির্ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু যদি সত্যিকারের জন ফ্রেজার সেই চিঠিটা লিখত, সেক্ষেত্রে ওই দুটি বিষয় তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতো না। না, বিশেষ প্রয়োজনে চিঠিটা বেনামে লেখা হয়েছিল। তারপর সেটা এমনভাবে মৃত মহিলার পোশাকের পকেটে রাখা হয় যাতে করে আমাদের নজরে পড়ে। আসলে জন ফ্রেজার নামে কোনো ব্যক্তির অস্তিত্বই নেই।'

সপ্রশ্ন চোখে তাঁর দিকে তাকাল জিমি।

'অতএব', পোয়ারো বলে চলেন, 'প্রথম যে পয়েন্টটা আমার মনে দাগ কাটে, আমি তাতে ফিরে যাই। আপনি হয়তো আমাকে বলতে শুনে থাকবেন, ফ্ল্যাট বাড়িতে কতকগুলো জিনিস আছে, যা প্রত্যেক ফ্ল্যাটে একই জায়গায় থেকে থাকে। এ ব্যাপারে তিনটি উদাহরণ আমি দিয়েছিলাম। আমি হয়তো চতুর্থ উদাহরণটা উল্লেখ করতে পারতাম—সেটা ইলেকট্রিক লাইট সুইচ, বুঝলেন বন্ধু।'

তখনো জিমি তাকিয়ে থাকে না বোঝার ভঙ্গিমায়।

'আপনার বন্ধু ডোনোভান জানালার ধারে কাছে যায়নি—তার বদলে সেই টেবিলটার ওপর হাত রেখেছিল, আর তখনি তার হাত রক্তে ভরে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকে প্রশ্ন করি—কেনই বা সে সেই টেবিলের ওপর হাত রাখতে গেল? অন্ধকারে কি খুঁজছিল সে? আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই বন্ধু, দরজার পাশে একই জায়গায় ইলেকট্রিক লাইটের সুইচ থাকে। তাহলে কেনই বা এই ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার আলোর কথা মনে হলো না, অন্ধকারে আলো জ্বালাবার তাগিদ অনুভব করল না সে? আর সেটাই তো স্বাভাবিক, অন্ধকারে কোনো স্বাভাবিক কাজ করা যায় না। আর অন্ধকারে যারা কাজ সারে, তারা অন্ধকার জগতের মানুষ, আলোয় আসতে তাদের ভয় হয়। আপনার বন্ধু ডোনোভানের কথা অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে, কিচেনের আলো জ্বালার চেষ্টা সে করেছিল, কিন্তু সে নাকি ব্যর্থ হয়। কিন্তু আমি যখন সেখানে গিয়ে সুইচ টিপি, সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে ওঠে, সুইচটা ঠিকই ছিল, আর বাল্বও ফিউজ হয়নি। তাহলে কি এর থেকে ধরে নিতে হবে, সেই সময় সে চায়নি আলো জ্বলে উঠুক? আর যদি আলো জ্বলে উঠতো তাহলে আপনারা দু'জনেই তখন

বুঝতে পারতেন, ভুল ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছিলেন আপনারা। তখন এ ঘরে আসার কোনো কারণ থাকতে পারে না।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো আপনি তাহলে কোন্ পথে যেতে চাইছেন? আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'সত্যি আপনি এখনো কিছুই বুঝতে পারেননি?'

'না, আপনি যদি আর একটু খোলসা করে বলেন—'

'ঠিক আছে, আমি কি বোঝাতে চাইছি জানেন?' এই বলে পোয়ারো তাঁর ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা ইয়েল ডোর-কী বার করে জিমির চোখের সামনে মেলে ধরলেন পোয়ারো। 'বলুন তো মঁসিয়ে ফকনার! এটা কোথাকার চাবি?'

'এই ফ্ল্যাটের চাবি।'

'না, এর ওপরের ফ্ল্যাটের চাবি! মাদামোয়াজেল প্যাট্রিসিয়ার ফ্ল্যাটের চাবি। এই চাবিটা মঁসিয়ে ডোনোভান বেইলি গতকাল সন্ধ্যায় তার হাতব্যাগ থেকে তুলে নেয়।'

'কেন, কিন্তু কেনই বা প্যাটের ফ্ল্যাটের চাবি সরাতে গেল সে?'

'এর কারণ সেই একটাই—যাতে করে সে যা চায় তাই করতে পারে অর্থাৎ এই ফ্ল্যাটে অবাধ প্রবেশের সুযোগ পায় সে। আর তার সেই প্রবেশ যেন সন্দেহাতীত হয়। সেই দিনই সন্ধ্যা থেকে লিফ্ট-এর দরজা যে খোলা ছিল, এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত ছিল সে।

'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু আমরা তো জানতাম, প্যাটের ফ্ল্যাটের চাবিটা হারিয়ে যায়। তা আপনি সেটা পেলেন কি ভাবে?'

এক গাল হাসি হেসে বললেন পোয়ারো, 'সেটা আমি পাই গতকাল গভীর রাত্রে, আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার ঠিক আগে। আর এই চাবিটার খোঁজ আমি কোথায় করছিলাম জানেন মঁসিয়ে ফকনার?'

জোরে জোরে মাথা দোলাল জিমি, এই ভাবে সে জানিয়ে দিল, এ ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই, সে অপারগ পোয়ারোর প্রশ্নের উত্তর দিতে।

'বেশ, আমিই বলছি', পোয়ারো নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, 'সেটা যেমন চমকপ্রদ, তেমনি আবার বিশ্বাস করতেও জ্বালা। চাবিটার খোঁজ আমি করছিলাম আপনার অতি বিশ্বস্ত বন্ধু মঁসিয়ে ডোনোভানের পকেটে! মনে আছে আপনার সেই ছোট্ট বোতলটার কথা? ওটার অবতারণা করাটা ছিল আমার ভান, আবার একটা কৌশলও ভাবতে পারেন। এ লাইনে কাজ করতে করতে মানুষের চরিত্র সম্পর্কে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। আমি জানতাম এ জাতীয় কোনো বোতল দেখলে কেউ না কেউ তার ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করবে, দেখতে চাইবে বোতলের ভেতরের পদার্থটা কি বস্তু! মঁসিয়ে ডোনোভানের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। একরকম বিনা নোটিশেই আমার হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নেয় সে, সে তো আপনি নিজের চোখে দেখেছেন। আমার চালে ভুল হয়নি, আমি জানতাম এক্ষেত্রে সে কি

করবে, কি করতে পারে সে, আমার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলল সে, আমি যা চেয়েছিলাম তাই করল সে—প্রথমে ছিপি সমেত বোতলের মুখটা সে তার নাকের সামনে মেলে ধরে, কিন্তু তাতে বোতলবন্দী পদার্থের ঘ্রাণ পাওয়া যায় না। তাই পরক্ষণেই বোতলের ছিপিটা খুলে ফেলে ঘ্রাণ নেয় সে। তারপরের ঘটনা তো আপনি জানেন, তার সব চালাকি, তার সব দৃঢ়তার ছন্দপতন ঘটল। আর তার পতন রোধ করতে এগিয়ে গেলাম আমি। তার সাময়িক চেতনাহীন দেহটা আমি ধরে ফেললাম। সেই বোতলের ভেতরে কি ছিল জানেন? এথিল ক্লোরাইড, অত্যন্ত শক্তিশালী এ্যানেসথেটিক, শুঁকলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে যায়। এবং হলোও তাই মঁসিয়ে ডোনোভানের। এই সুযোগ! এই সুযোগটা পাওয়ার জন্যই গভীর রাতে একটা ওষুধের দোকান থেকে সেটা আমি কিনে আনি।' এখানে একটু থেমে পোয়ারো আবার বলতে থাকেন, 'সেই এ্যানেসথেটিকের প্রতিক্রিয়া স্থায়ী হয় এক কি দু'মিনিট—ডোনোভান অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল—এই সামান্য সময়টুকুর জন্যই আমি প্রতীক্ষা করছিলাম অনেকক্ষণ থেকে। সেই অবসরে আমি তার পকেট থেকে দু'টি মূল্যবান জিনিস সংগ্রহ করি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সেগুলো তার পকেটে থাকতে বাধ্য! এই চাবিটা সেই দু'টি জিনিসের একটি—আর অপরটি—'

এখানে আবার একটু সময়ের জন্য থামলেন পোয়ারো, বোধহয় ঘটনাটা মনে মনে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন তিনি।

'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে মঁসিয়ে ফকনার, গতকাল ইন্সপেক্টার রাইস মিসেস গ্রান্টের মৃতদেহ পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখার কারণ দেখিয়েছিলেন—হাতে সময় পাওয়ার জন্যই খুনী এই পন্থা অবলম্বন করে থাকবে। তখন তাঁর এই ব্যাখ্যাটা কিন্তু আমি মেনে নিতে পারিনি। না, তার থেকেও আরো জোড়ালো ব্যাখ্যা আছে মৃতদেহ লুকিয়ে রাখার পেছনে। আর সেকথা ভেবেই আমি স্রেফ একটা জিনিসের কথা ভেবেছি বন্ধু, সেটা হলো কালকের সান্ধ্য ডাকের কথা। সান্ধ্য ডাক আসে সাড়ে ন'টা কিম্বা তার কিছু পরে। ধরা যাক, খুনী যা আশা করেছিল তা পায়নি প্রথমে, কিন্তু তার সেই না পাওয়া জিনিসটা পরে ডাকযোগে আসতে পারে। তাহলে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, তাকে ফিরে আসতেই হয়। কিন্তু মিসেস গ্রান্টকে খুন করা, তাঁর মৃতদেহ যেন পরিচারিকা ফিরে এসে আবিষ্কার করতে না পারে, কিম্বা সান্ধ্য ডাক না আসা পর্যন্ত পুলিশ যেন ফ্ল্যাটের দখল নিতে না পারে, তার জন্যই পর্দার আড়ালে মৃতদেহ লুকিয়ে রেখেছিল সে। পরিচারিকা বাড়ি ফিরে তার গৃহকর্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে ভাবল, তিনি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন, তার সন্দেহই হলো না, তিনি খুন হয়েছেন, এবং রোজকার অভ্যাসমতো সেদিনের সান্ধ্য ডাকে আসা চিঠিগুলো যথারীতি টেবিলের ওপর রেখে যায়!'

'চিঠিগুলো?'

'হ্যাঁ, চিঠিগুলো', পোয়ারো তাঁর পকেট থেকে কিছু জিনিস যেন বার করলেন।

'মঁসিয়ে ডোনোভান গতকাল সাময়িকভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়লে এই জিনিসটা আমি তার পকেট থেকে গোপনে সংগ্রহ করি।'

টাইপ করা মিসেস আর্নেস্টাইন গ্রান্টের ঠিকানার একটা খাম তিনি মেলে ধরলেন জিমির সামনে।

'কিন্তু মঁসিয়ে ফকনার, আমি প্রথমেই আপনাকে একটা প্রশ্ন করব। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এই খামের ভেতরের চিঠিটা পড়ার জন্য আপনার খুবই আগ্রহ হচ্ছে, সেটাই স্বাভাবিক। তবু আপনাকে একটু ধৈর্য ধরতেই হবে। কারণ আমার প্রশ্নের উত্তরটা আপনার কাছ থেকে পাওয়াটা খুবই জরুরী শুধু নয় আমি মনে করি, এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব তথা সামাজিক দায়িত্বও বটে!'

'মঁসিয়ে পোয়ারো', হাসতে হাসতে জিমি বলল, 'আমি তো জানতাম, আপনি একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন গোয়েন্দা, যাঁর মাথাটা হলো একটা ভ্রাম্যমান কম্পিউটার, যার মগজে খুন খারাপি আর অপরাধীকে ধরার কৌশল, ফন্দি আঁটা, ফাঁদ পাতা এসব ছাড়া অন্য আর কিছু স্থান পায় না। অথচ সেই এরকুল পোয়ারোর মুখ থেকে নৈতিক দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, এসব গুরুগম্ভীর কথাগুলো বেরোয় কি করে? আপনি আবার সামাজিক কাজ কবে থেকে করতে শুরু করলেন?'

'তবে কি আপনি বলতে চান, আমার সব কাজই অসামাজিক?' বলে হেসে ফেললেন এরকুল পোয়ারো।

'না, না, আমার কথাটা ওভাবে নেবেন না মঁসিয়ে পোয়ারো', বিনীত সুরে বলল জিমি,'আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি—'

'জানি বন্ধু, আমি জানি। ঠাট্টা-ইয়ার্কিও বোঝেন না?' কপট তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেন পোয়ারো, 'হ্যাঁ এবার কাজের কথায় আসা যাক—'

'আপনার সেই প্রশ্নটা করতে চান এই তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' জোর দিয়ে বলে জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো, 'মাদামোয়াজেল প্যাট্রিসিয়াকে আপনি ভালবাসেন, নাকি ভালবাসেন না, ঠিক করে বলুন?'

'প্যাটের জন্য আমি দারুণ চিন্তা করি, বলতে পারেন দিনে-রাত্রে, এমন কি শয়নে-স্বপনে সব সময়—কিন্তু আমি কখনো ভাবিনি যে, আমি সুযোগ পাব ওকে ভালবাসার!'

'আপনি ভেবেছিলেন, উনি ভালবাসেন মঁসিয়ে ডোনোভানকে? হয়তো গোড়ায় উনি তাকে ভালবাসতে শুরু করেন—কিন্তু সেটা ছিল শুধুই শুরু বন্ধু, স্রেফ শুরু, আর তার তাল কেটে যায় শুরুতেই। এখন আপনার কর্তব্য হলো ওঁর জীবনের সেই অনুচ্ছেদটা ভুলিয়ে দেওয়া—তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, তাঁর বিপদের সময় আপনার মদত দেওয়া।'

'বিপদ?' তীক্ষ্ণস্বরে বলল জিমি, 'প্যাটের বিপদ? এ আপনি কি বলছেন মঁসিয়ে পোয়ারো?' একটু থেমে জিমি আরো বলল, 'আপনাদের পুলিশী তদন্ত অনুযায়ী ধরে

নিলাম, মিসেস গ্রান্টকে খুন করেছে ডোনোভান—কিন্তু তার জন্য প্যাটের বিপদ হতে যাবে কেন?'

'হ্যাঁ, ওঁর খুবই বিপদ!' পোয়ারো বলেন, 'এই মাত্র প্রশ্ন তুললেন, মিসেস গ্রান্টের খুনী আপনার বন্ধু ডোনোভানের জন্য প্যাট্রিসিয়ার বিপদ কেন হতে যাবে, এই তো? হ্যাঁ, যদি বলি আপনার বন্ধু ডোনোভানের জন্যই ওঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে? হ্যাঁ, ঠিক তাই মঁসিয়ে ফকনার। এই খুনের কেস থেকে ওঁর নাম বাইরে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করব, কিন্তু সার্বিকভাবে সেটা করা অসম্ভব। জানেন, এই খুনের মোটিভ হলেন মাদামোয়াজেল প্যাট্রিসিয়া?'

'সেকি?' চমকে উঠল জিমি।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই!'

পোয়ারো এবার তাঁর হাতের খামটা খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি ও তার সঙ্গে একটা সার্টিফিকেট জাতীয় কাগজ বেরিয়ে এলো। চিঠিটা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং সেটা এসেছে সলিসিটর ফার্ম থেকে। সেই চিঠির বিষয়বস্তু এই রকম :

প্রিয় মাদাম,

আপনার চিঠির সঙ্গে গাঁথা নথীপত্রটি পুরোপুরি সঠিক এবং বিবাহের ঘটনা বিদেশে ঘটলেও কোনো কারণেই সেই বিয়ে কখনোই বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

আপনার বিশ্বস্ত—

সেই নথীপত্রটা টেবিলের ওপর মেলে ধরলেন পোয়ারো। সেটা একটা সার্টিফিকেট—ডোনোভান বেইলি এবং আর্নেস্টাইন গ্রান্টের বিয়ের সার্টিফিকেট। তাদের বিয়েটা অনুষ্ঠিত হয় আট বছর আগে।

'হায় ঈশ্বর!' হতাশ সুরে বলল জিমি। 'ওদিকে প্যাট বলেছিল, ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ও একটা চিঠি পায়, চিঠিতে তিনি ওকে লিখেছিলেন গতকাল সন্ধ্যায় ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। কিন্তু সেটা যে এমন জরুরী ছিল, স্বপ্নেও ভাবেনি ও।'

মাথা নাড়লেন পোয়ারো।

কিন্তু পোয়ারো জানতেন। ওপরে মাদামোয়াজেল প্যাট্রিসিয়ার ফ্ল্যাটে যাওয়ার আগে আজ সন্ধ্যায় সে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। মিসেস গ্রান্ট প্যাট্রিসিয়াকে তাঁদের দু'জনের সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দেওয়ার আগেই তাঁকে সরিয়ে ফেলে ডোনোভান। একদিক থেকে এ এক বিচিত্র ঘটনা—হতভাগ্য মহিলা এমনি এক বিল্ডিং-এ বসবাস করতে এসেছিলেন, যেখানে কিনা তাঁরই প্রতিদ্বন্দ্বীও বসবাস করত। ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকে খুন করে সে। তারপর সে তার সান্ধ্য আমোদপ্রমোদ অনুষ্ঠানে গিয়ে যোগ দেয়। তার স্ত্রী নিশ্চয়ই তাকে বলে থাকবেন, তিনি তাঁর সলিসিটরের কাছে তাঁদের বিবাহের সার্টিফিকেট পাঠিয়েছেন এবং তাদের কাছ থেকে উত্তরের অপেক্ষা করছিলেন তিনি

গত সন্ধ্যায়। সে নিজেই তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করেছিল এই বলে যে, তাদের বিয়ের মধ্যে ত্রুটি আছে, বিয়েটা আইনসিদ্ধ নয়।'

'গতকাল সারাটা সন্ধ্যা আমি দেখেছি, দারুণ মেজাজে ছিল ডোনোভান, বোঝাই যায়নি, সে তার স্ত্রীকে খুন করতে পারে। কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনিও তো এই বিল্ডিং-এ থাকেন, তাকে পালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত হয়নি আপনার!' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল জিমি।

'এখন তার পালাবার পথ আর নেই', গম্ভীর স্বরে বললেন পোয়ারো। 'আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'না, আমি এখন প্যাটের কথাই বেশি করে চিন্তা করছি', বলল জিমি। আপনার কি মনে হয় না, সত্যি সত্যি ও কি ভালবাসত ডোনোভানকে?'

'আমি ওদিকটার কথা আদৌ ভাবছি না, আমি আপনাকে শুধু বলতে পারি, 'এখন আপনার কাজ হলো', নম্র ও সংযতভাবে বললেন পোয়ারো, 'আপনার দিকে ওঁকে ফেরানো, আর ডোনোভানের সঙ্গে যাই ঘটুক না কেন, ওঁকে সব কিছু ভুলিয়ে দেওয়া।'

'সে কি আর সম্ভব?' পাল্টা প্রশ্ন করল জিমি, 'এত সব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও?'

'আমার তো মনে হয় না, কাজটা খুব দুরূহ, সেটা করতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না আপনাকে!'

স্প্যানিশ সিন্দুকের রহস্য

THE MYSTERY OF THE SPANISH CHEST

'দ্য মিস্ট্রি অফ দ্য স্প্যানিশ চেস্ট' ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে 'দ্য স্ট্র্যান্ড' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য মিস্ট্রি অফ দ্য বাগদাদ চেস্ট' নামে, এবং এটি তারই বিস্তারিত তথা সম্প্রসারিত সংস্করণ।'

এরকুল পোয়ারোর সময় জ্ঞান সব সময়েই মনে রাখার মতো; এমন কি সময় সময় ঘড়ির কাঁটাও বুঝি তার কাছে হার মেনে যায়। এরকুল পোয়ারো ছোট্ট একটা ঘরে প্রবেশ করল, সেখানে তার অভিজ্ঞ সেক্রেটারি মিস লেমন তার সেদিনের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল।

প্রথম দর্শনেই মিস লেমনকে দেখে মনে হয় তার ভাব-ভঙ্গিমা পোয়ারোর কাজের উপযোগী এবং তার কর্মক্ষেত্রে চাহিদার মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে। পোয়ারোর পছন্দ নর-নারীর মধ্যেই থাকা উচিত। রূপে, রসে ও বর্ণে নারী সৌন্দর্যময়ী হয়ে উঠুক, এরকমই চায় পোয়ারো। একসময় একজন জনৈকা রুশীয় কাউন্টেস ছিলেন, কিন্তু সে তো বহু যুগ আগে। আর সেও তো প্রাচীনকালের একটা বোকামি বই কিছু নয়!

কিন্তু মিস লেমনকে সে কখনোই একজন নারী হিসেবে বিবেচনা করেনি। তার মতে সে যেন এক মানবসুলভ মেসিন। এক নির্ভুল যন্ত্র। তার দক্ষতা ভয়ঙ্কর। তার বয়স আটচল্লিশ। আর তার কোনোরকম কল্পনাবোধ নেই, একদিক দিয়ে এটা যথেষ্ট সৌভাগ্য বলা যায়।

'সুপ্রভাত মিস লেমন।'

'সুপ্রভাত মঁসিয়ে পোয়ারো।'

পোয়ারো তার চেয়ারে আসন গ্রহণ করতেই মিস লেমন তার সামনে সকালের ডাকে আসা চিঠিগুলো মেলে ধরল এবং একটা চেয়ারে বসে খাতা পেন্সিল নিয়ে তৈরি হলো পোয়ারোর কাছ থেকে নোট নেওয়ার জন্য।

কিন্তু আজ সকালে পোয়ারোর রোজকার রুটিন মাফিক কাজের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল পোয়ারো এবং অত্যন্ত আগ্রহসহকারে সেটার ওপর দৃষ্টি ফেলে রেখেছিল সে। খবরের শিরোনাম বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল! স্প্যানিশ চেস্ট রহস্য। ঘটনার সর্বশেষ অবস্থা।

'মিস লেমন, আমার অনুমান আপনি আজকের প্রভাতী খবরের কাগজ পড়েছেন।'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে পোয়ারো। জেনেভার খবর খুব একটা ভাল হয় না।'

তবুও খবরটা বেশ মন দিয়েই পড়ল পোয়ারো।

'একটা স্প্যানিশ চেস্ট', গভীরভাবে চিন্তা করে পোয়ারো বলল, 'মিস লেমন, স্প্যানিশ চেস্ট ঠিক কি রকম, আমাকে বলতে পারেন?'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার কি মনে হয় জানেন, এই চেস্টের উৎসস্থল হলো স্পেন।

'সঙ্গত কারণেই যে কেউ সে রকমই ভাববে। তার মানে এ ব্যাপারে আপনার কোনো অভিজ্ঞতা নেই!'

'আমার বিশ্বাস, সাধারণত সেগুলো এলিজাবেথের যুগের চেস্ট।' বিরাট আকারের এবং তার ওপর বেশ ভাল রকমভাবে পিতলের কারুকার্য করা আছে। যখন পালিশ করে ভালভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয় সেগুলো, দেখতে খুব ভাল লাগে। আমার বোন একটা 'সেল' থেকে এই রকম একটা চেস্ট কিনেছিল। সেটা দেখতে বেশ সুন্দর।'

'আপনার মতো যে কোনো মেয়ের বোনের বাড়িতে সমস্ত আসবাবপত্র যে ভালভাবে রাখা হবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত', পোয়ারো মাধুর্যে ভরা গলায় বলল।

উত্তরে মিস লেমন দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'আজকাল এলবো গ্রিস যে কি, বাড়ির

চাকর-বাকরেরা জানে না।' পোয়ারোকে কেমন যেন হতবাকের মতো দেখালো, কিন্তু সে ঠিক করল, রহস্যময় এই প্রবাদ বাক্য 'এলবো গ্রিস'-এর অর্ন্তনিহিত অর্থ কি তা সে জানতে চাইবে না তার কাছ থেকে।

সে আবার খবরের কাগজের পাতার ওপর চোখ রাখতে গিয়ে নামগুলো পড়ল : মেজর রিচ, মিস্টার এবং মিসেস ক্লেটন, কম্যান্ডার ম্যাকলার্ন, মিস্টার এবং মিসেস স্পেন্স। নামগুলো কিছুই নয় বলে মনে হলেও তার কাছে নামগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। সবারই মানবিক ব্যক্তিত্ব আছে; ঘৃণা, ভালবাসা ও ভয় এসবেরই একটা সংমিশ্রণ যাকে বলে। এ এক নাটক, যাতে এরকুল পোয়ারোর কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু তাতে সে অংশগ্রহণ করতে চায়। এক সান্ধ্য পার্টিতে ছ'জন লোকের জমায়েত হয়েছে একটা ঘরে, যেখানে দেওয়াল ঘেঁষে একটা বিরাট স্প্যানিশ সিন্দুক রয়েছে। ছ'জনের মধ্যে পাঁচজন নৈশভোজ সারছিল। গ্রামোফোন চালিয়ে নাচছিল, আর ষষ্ঠ ব্যক্তি সেই স্প্যানিশ সিন্দুকের ভেতরে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে...

আহা, পোয়ারো ভাবল, আমার বন্ধু থাকলে এটা কতই না উপভোগ করতো সে! কত না রোমান্টিক কল্পনার বেলুনে উড়ে বেড়াত তার মনে। কত না অবান্তর কথা সে উচ্চারণ করতো! আহা, আমার বন্ধু হেস্টিংস, আজ এই মুহূর্তে তুমি কোথায়, আমি তোমার অভাব বড় অনুভব করছি... তুমি বিনা...

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিস লেমনের দিকে তাকাল সে। মিস লেমন বুদ্ধিমতী, সে বেশ বুঝতে পারে, চিঠি লিখতে দেওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই পোয়ারোর। অগত্যা সে তখন তার টাইপরাইটারের ঢাকনা খুলে আগের দিনের জমা চিঠি টাইপ করার জন্যে তৈরি হলো। কিন্তু কোনো কিছুই তার মধ্যে আগ্রহ জাগাতে পারল না। তার মনে তখন সেই স্প্যানিশ সিন্দুকে মৃতদেহের দৃশ্যটা কেবলি মনে পড়ে যাচ্ছিল।

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা ফটোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। খবরের কাগজে পুনঃমুদ্রণ কখনোই ভাল হয় না, প্রচুর দাগ রয়েছে ফটোতে, কিন্তু আহা কি মুখ! মিসেস ক্লেটন, নিহত লোকটির স্ত্রী...

এবার সে খবরের কাগজটা মিস লেমনের দিকে ঠেলে দিল।

'দেখুন', মিস লেমনের উদ্দেশ্যে বলল সে, 'ভদ্রমহিলার মুখটা দেখুন!'

কোনোরকম ভাবাবেগ প্রকাশ না করেই মিস লেমন বাধ্য মেয়ের মতো ফটোটার ওপর চোখ রাখল।

'মিস লেমন, ওঁর সম্পর্কে কি ভাবছেন আপনি? মানে ওই মিসেস ক্লেটন সম্পর্কে?'

মিস লেমন কাগজটা হাতে নিয়ে ছবিটার দিকে দায়সারা গোছের দৃষ্টি ফেলল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করল :

'ক্রয়ডন হীথে আমরা যখন থাকতাম, সেখানে আমাদের ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের স্ত্রীর মতো অনেকটা দেখতে এই ফটোর মহিলাটি।'

'মজার ব্যাপার তো', পোয়ারো বলল। 'আপনার ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের স্ত্রীর ইতিহাস যদি আপনি খুলে বলেন তাহলে খুব ভাল হয়।'

'ভাল কথা মঁসিয়ে পোয়ারো, গল্পটা কিন্তু খুব একটা সুখকর হবে না।'

'হ্যাঁ, সেটা যে সুখকর হবে না সে আমি মনে মনে ভেবে রেখেছি। তবু বলে যান।'

'বেশ বলছি শুনুন তাহলে। মিসেস অ্যাডামস এবং এক তরুণ শিল্পীকে নিয়ে অনেক রসালো গল্প দানা বেঁধে উঠেছিল তখন। আর তারপরেই মিস্টার অ্যাডামস নিজেই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করে আত্মঘাতী হন। কিন্তু মিসেস অ্যাডামস সেই তরুণ শিল্পীকে বিয়ে করলেন না, এর ফলে তরুণটি রাগে দুঃখে বিষ খায়, তবে ডাক্তাররা পাম্প করে তার পেট থেকে সব বিষ বার করে দিতে সে যাত্রায় সে রক্ষা পায়। শেষ পর্যন্ত মিসেস অ্যাডামস এক তরুণ সলিসিটরকে বিয়ে করেন। আমার বিশ্বাস তারপর আরও অনেক গোলমাল হয় সেখানে। তবে তারপরেই আমরা ক্রয়ডন হীথ ছেড়ে চলে আসি। তাই এ ব্যাপারে আমি খুব বেশি কিছু আর শুনিনি।'

এরকুল পোয়ারো গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'মিসেস অ্যাডামস কি খুব সুন্দরী ছিলেন?' পোয়ারো জানতে চাইল।

'খুব সুন্দরী বলতে আপনি যা জানতে চাইছেন, সেই অর্থে ঠিক ততোটা সুন্দরী নয়। তবে ওঁর সম্পর্কে সেরকম একটা কিছু ধরে নেওয়া যায়।'

'ঠিক তাই। ওই যে আপনি বললেন, সেরকম একটা কিছুর অধিকারিণী হয়ে থাকে এই সব মেয়েরা,—এই পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর মোহিনীশক্তিসম্পন্না নারী যাকে বলে আর কি! যেমন ধরুন হেলেন অফ ট্রয়, ক্লিওপেট্রা—?'

মিস লেমন সবলে একটা কাগজ টাইপরাইটারে স্থাপন করলেন।

'সত্যি মঁসিয়ে পোয়ারো, এ ব্যাপারে আমি কখনো ভেবে দেখিনি তো? এটা আমার কাছে কেমন যেন বোকা বোকা বলে মনে হয়। যদি লোকজন তাদের কাজকর্ম ঠিকমতো করে যায় আর সে ব্যাপারে কোনো চিন্তা না করে তাহলে সেটা খুব ভাল হয়।'

এই ভাবে মানুষের দুর্বলতা এবং আবেগ সম্পর্কে আলোচনা করার পর মিস লেমন এবার টাইপরাইটারের কী-বোর্ডে আঙুল চালাতে গিয়ে চকিতে একবার পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে থাকল তাকে তার কাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়ার জন্য।

'ওটা আপনার মতবাদ', পোয়ারো বলল। 'আর এই মুহূর্তে আপনার ইচ্ছে হলো কাজ শুরু করার জন্য আপনাকে অনুমতি দেওয়া। কিন্তু মিস লেমন, আপনার কাজ শুধু চিঠি টাইপ করা নয়, আরও কাজ আছে, যেমন ধরুন কাগজপত্র ফাইল করা, আমার টেলিফোন কল এ্যাটেন্ড করা, এ সব কাজই আপনি করে থাকেন যা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু আমার কাজ শুধু নথীপত্র নিয়েই নয়, মানুষকেও নিয়ে, বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মানসিকতা, তাদের নানান চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ করা। আর সেক্ষেত্রেও অন্যের সাহায্য তথা সহযোগিতা আমার দরকার।

'নিশ্চয়ই মঁসিয়ে পোয়ারো', ধৈর্যের সঙ্গে মিস লেমন বললেন। 'এখন বলুন কি আমাকে করতে হবে?'

'আজকের কাগজের এই কেসটা সম্পর্কে আমি খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছি। তাই যদি আপনি আজকের সমস্ত প্রভাতী সংবাদপত্র আর সান্ধ্য পত্রিকাগুলোর সব রিপোর্ট অনুধাবন করে আমার জন্যে ঘটনার একটা সারাংশ তৈরি করে দেন তাহলে আমি খুশি হবো।'

এরপর পোয়ারো তার বসার ঘরে চলে গেল, তার ঠোঁটে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'অবশ্যই এটা একটা পরিহাস', নিজের মনেই সে বলে উঠল, 'আমার প্রিয় বন্ধু হেস্টিংস-এর পর আমাকে মিস লেমনের সাহায্য নিতে হচ্ছে। এ যেন বিরাট একটা তুলনামূলক বৈষম্য! হেস্টিংস যদি আমার পাশে থাকত, না জানি কত লাফালাফিই না সে করতো, নিজে সে কত আনন্দ উপভোগই না করতো। উঠতে-বসতে এ ব্যাপারে অনর্গল কথা বলে যেত সে, প্রতিটি ঘটনার ওপর রোমান্টিক গল্প ফেঁদে বসত, কাগজের প্রতিটি ছাপানো অক্ষর পরম সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়ে সত্য-মিথ্যা মেশানো নিজের মন্তব্য জাহির করতে চাইত আমার কাছে। এক-এক সময় হেস্টিংস-এর উপদেশ আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও বিরোধিতা করতাম না এই কারণে যে, এতে ও যদি একটু আনন্দ পায় ওর স্বঘোষিত কৃতিত্বের জন্য, পাক না, ক্ষতি কি! আর এদিকে বেচারী আমার মিস লেমন, আমি ওকে যে কাজ করতে বলেছি তাতে সে আদৌ আনন্দ উপভোগ করতে পারবে না।'

বেশ কিছু সময় পরে মিস লেমন টাইপ-করা একটা কাগজের শীট হাতে নিয়ে এসে হাজির হলো পোয়ারোর সামনে।

'মঁসিয়ে পোয়ারো আপনার চাওয়া মতো আমি এ কেসের সব খবর প্রায় মোটামুটি সংগ্রহ করতে পেরেছি। তবুও আমার আশঙ্কা, এ সব খবর বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। এক-একটা কাগজের খবর এক-এক রকম, একটার সঙ্গে আর একটার কোনো মিল নেই, আকাশ-পাতাল তফাত। এই ঘটনার শতকরা ষাট ভাগের বেশি খাঁটি হিসেবে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না।'

'সম্ভবত এটা একটা মধ্যমপন্থা বা মাঝামাঝি অবস্থা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে,' পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল, 'মিস লেমন, এ কাজের জন্য আপনি যা কষ্ট করলেন তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে।'

সারা জাগানো ঘটনা, এবং যথেষ্ট পরিষ্কার। মেজর চার্লস রিচ তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে এক সান্ধ্য পার্টিতে আমন্ত্রণ জানান। আর এই সব বন্ধু-বান্ধবরা হলেন মিস্টার ও মিসেস ক্লেটন, মিস্টার ও মিসেস স্পেন্স এবং কম্যান্ডার ম্যাকলারেন। কম্যান্ডার ম্যাকলারেন, রিচ এবং ক্লেটন উভয়ের পুরনো বন্ধু; এক তরুণ দম্পতি মিস্টার ও মিসেস স্পেন্সেরের সঙ্গে পরিচয় হয় সম্প্রতি। আর্নল্ড ক্লেটন

ট্রেজারিতে ছিলেন, জেরেমি স্পেন্স একজন জুনিয়র সিভিল সার্জেন্ট। ওঁদের বয়স যথাক্রমে : মেজর রিচের আটচল্লিশ, আর্নলন্ড ক্লেটনের পঞ্চান্ন, কম্যান্ডার ম্যাকলারেনের ছেচল্লিশ আর জেরেমি স্পেন্সের সাঁইত্রিশ। মিসেস ক্লেটন তাঁর স্বামীর থেকে বেশ কয়েক বছরের ছোট। ওঁদের মধ্যে একজন সেই পার্টিতে হাজির হতে পারেননি। শেষ মুহূর্তে একটা জরুরী কাজে মিস্টার ক্লেটনকে স্কটল্যান্ডে চলে যেতে হয় এবং আটটা পনেরোর ট্রেনে তাঁর কিংস ক্রস ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা।

অন্য সব পার্টি যেমন চলে, সেদিনের সেই পার্টিও শুরু হয়ে যায় যথাসময়ে। প্রত্যেকেই আনন্দ উপভোগ করতে থাকে। সেটা না একটা বন্য পার্টি কিংবা মদের পার্টিও নয়। পার্টির সমাপ্তি ঘটে এগারোটা-পঁয়তাল্লিশে। চারজন অতিথি একসঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে একটা শেয়ার ট্যাক্সিতে উঠে বসে। কম্যান্ডার ম্যাকলারেনকে সর্বপ্রথম তাঁর ক্লাবে নামিয়ে দেওয়া হয়, তারপর স্পেন্সের মারগারিটা ক্লেটনকে স্লোয়েন স্ট্রীটের কাছে ক্রার্ডিনান গার্ডেন্সে নামিয়ে দিলেন। তারপর তাঁরা তাঁদের চেলসীর বাড়িতে চলে গেলেন।

পরের দিন সকালে মেজর রিচের পরিচালক উইলিয়াম বার্জেস সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা আবিষ্কার করে। পরিচারক উইলিয়াম তার মনিবের বাড়িতে থাকত না। সেদিন সে খুব সকাল সকাল সেখানে চলে আসে মেজর রিচ সাতসকালের চা চাইবার আগে বসার ঘরটা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে রাখার জন্য। ঘর পরিষ্কার করার সময় স্প্যানিশ সিন্দুকের নিচে হাল্কা-রঙের কার্পেটের ওপর শুকিয়ে যাওয়া বিবর্ণ দাগ দেখে চমকে উঠেছিল সে। সব দেখেশুনে মনে হয় যে, সেই সিন্দুক থেকে তরল কিছু চুঁইয়ে পড়ে থাকবে। সেই সময় মেজর রিচের সাজভৃত্য তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখামাত্র সে সিন্দুকের ডালা খুলে ফেলে ভেতরে দৃষ্টি ফেলল। সেখানে মিস্টার ক্লেটনের মৃতদেহ দেখামাত্র ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, তাঁর গলায় ধারাল ছুরি বা ছোরা জাতীয় কোনো অস্ত্র বেঁধানো হয়ে থাকবে।

ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠে প্রথমেই সে রাস্তায় নেমে কাছাকাছি পুলিশম্যানকে ডেকে আনার উদ্দেশ্যে ছুটল।

এই হলো এ কেসের প্রকৃত ঘটনা। কিন্তু পরবর্তী আরও বিস্তারিত খবর আছে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে এই দুঃসংবাদটা মিসেস ক্লেটনের কাছে প্রকাশ করে দেয়। তিনি তখন সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত এবং অসহায়বোধ করছিলেন। গতকাল সন্ধ্যা ছ'টার সময় তিনি তাঁর স্বামীকে শেষবারের মতো দেখেন। খুবই বিরক্ত হয়ে তিনি বাড়ি ফেরেন, এর কারণ তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে জরুরী তলব পেয়ে তাঁকে স্কটল্যান্ডে যেতে হচ্ছে বলে। তিনি তখন তাঁর স্ত্রীকে তাঁকে ছাড়াই পার্টিতে যেতে বলেন। তারপর মিস্টার ক্লেটন তাঁর এবং কম্যান্ডার ম্যাকলারেনের ক্লাবে যান, তাঁর সেই বন্ধুটির সঙ্গে মদ খান এবং তাঁকে তাঁর অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করে বলেন, আর এও বলেন কেন তিনি সেদিনের পার্টিতে যেতে পারছেন না। তারপর তিনি তাঁর কব্জি ঘড়ির দিকে

চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলেন কিংস ক্রসে যাওয়ার আগে মেজর রিচের কাছে গিয়ে আজকের পার্টিতে তাঁর অনুপস্থিতির ব্যাপারে ব্যাখ্যা করার যথেষ্ট সময় আছে। ইতিমধ্যে তিনি টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মনে হয় টেলিফোন বিকল।

উইলিয়াম বারজেসের জবানবন্দী অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, মিস্টার ক্লেটন মেজর রিচের ফ্ল্যাটে আসেন সাতটা-পঞ্চান্নয়। মেজর রিচ তখন বাইরে ছিলেন এবং যেকোনো মুহূর্তে তাঁর ফিরে আসার কথা ছিল। তাই উইলিয়াম মিস্টার ক্লেটনকে ফ্ল্যাটের ভেতরে এসে অপেক্ষা করতে পরামর্শ দেয়। কিন্তু ক্লেটন বলেন, তাঁর হাতে সময় নেই, তবে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে মেজর রিচের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখে রেখে যেতে চান। তিনি তাকে আরও বলেন, তাঁকে কিংস ক্রসে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। সাজভৃত্য তাঁকে বসার ঘরটা দেখিয়ে দেয় এবং সে নিজে রান্নাঘরে ফিরে যায় অতঃপর। সাজভৃত্য তার মনিবের ফিরে আসার শব্দ না শুনলেও প্রায় মিনিট কয়েক পরে মেজর রিচ রান্নাঘরে এসে উঁকি-ঝুঁকি মারেন এবং বারজেসকে বলেন মিসেস স্পেন্সের প্রিয় টার্কিশ সিগারেট আনার জন্য। সাজভৃত্য সঙ্গে-সঙ্গে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যায় এবং বেশ কিছুক্ষণ পরে সিগারেট কিনে এনে বসার ঘরে তার মনিবের হাতে তুলে দেয়। তখন কিন্তু সে মিস্টার ক্লেটনকে সেখানে দেখতে পায়নি। স্বভাবতই সে তখন ভাবল যে, তিনি হয়তো ট্রেন ধরতে কিংস ক্রসে চলে গেছেন।

এদিকে মেজর রিচের কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত এবং খুবই সহজ ও সরল। এর কারণ তিনি যখন সেদিনের সেই সান্ধ্য পার্টিতে যোগ দিতে আসেন তখন মিস্টার ক্লেটন ফ্ল্যাটে ছিলেন না। তাই তিনি যে আদৌ সেখানে ছিলেন এ ব্যাপারে তাঁর কোনো ধারণা থাকারই কথা নয়। তাই এ ব্যাপারে তাঁর এই বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য বলেই মনে হয়। আর তাঁর জন্য কোনো নোটও রেখে যাননি মিস্টার ক্লেটন। মিসেস ক্লেটন এবং অন্যেরা যখন সান্ধ্য পার্টিতে এসে পৌঁছন তখনি তিনি প্রথম জানতে পারেন, মিস্টার ক্লেটনকে হঠাৎ স্কটল্যান্ডে চলে যেতে হয়েছে।

তারপর সান্ধ্য পত্রিকায় দু'টি অতিরিক্ত খবর সংযোজন করা হয়, মিসেস ক্লেটন, যিনি ঘটনার আকস্মিকতায় বিধ্বস্ত এবং মর্মাহত হয়ে পড়েন, তিনি তাঁর কার্ডিগান গার্ডেন্সের ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যান এবং শোনা যায় যে, তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে থাকছেন।

দ্বিতীয় চাঞ্চল্যকর খবর হলো, আর্নল্ড ক্লেটনকে খুনের দায়ে মেজর চার্লস রিচকে অভিযুক্ত করে পুলিশ কাস্টোডিতে রাখা হয়েছে।

'অতএব এই হলো ঘটনা', মিস লেমনের দিকে তাকিয়ে পোয়ারো বলল। 'মেজর রিচের গ্রেপ্তার প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু এ একটা উল্লেখযোগ্য কেস, অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কেস বলে যে ধরে নেওয়া হয়েছে, আপনি কি তা মনে করেন না?'

'এরকম ঘটনাই ঘটে থাকে বলে আমি মনে করি মঁসিয়ে পোয়ারো', কোনোরকম বাড়তি আগ্রহ না দেখিয়েই মিস লেমন বললেন।

'ওহো, তা তো নিশ্চয়ই, তা তো নিশ্চয়ই! প্রতিদিনই এ রকম কত ঘটনাই না ঘটছে, হ্যাঁ প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে যায় কোনো কোনো উল্লেখযোগ্য কেস! যদিও নিদারুণ বেদনাময় এবং যন্ত্রণাদায়ক, তবুও এই সব খুন খুবই বোধগম্য।'

'আর এক দিকে এই বিশেষ কেসটার ক্ষেত্রে অবশ্যই অপ্রিয় ঘটনা।'

'ছোরা দিয়ে বিদ্ধ করে হত্যা এবং তারপর তাঁর মৃতদেহ স্প্যানিশ সিন্দুকের মধ্যে চালান করে গায়েব করা, যিনি শিকার হন তাঁর পক্ষে অবশ্যই এটা একটা অপ্রিয় ঘটনা, অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমি যখন এটাকে একটা উল্লেখযোগ্য কেস বলছি, তখন এরই সঙ্গে আমি আবার এও বলব যে, মেজর রিচের ব্যবহারও যে বেশ উল্লেখযোগ্য, তা না বললে এই কেসের এ দিকটা অজানাই থেকে যাবে।'

এ প্রসঙ্গে মিস লেমন যে মন্তব্য করলেন তা বোধহয় একটু অরুচিকর বললে অত্যুক্তি হবে না।

'এই ঘটনা থেকে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মেজর রিচ এবং মিসেস ক্লেটন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন...তবে এ কথাও আবার ঠিক, এটা শুধুই ইঙ্গিত কিংবা অনুমান কিন্তু প্রমাণিত সত্য ঘটনা নয়, তাই আমি আমার নোটে এটা সংযোজন করিনি।'

'হ্যাঁ, আপনার কাজটা অত্যন্ত সঠিক হয়েছে। কিন্তু এটা এমনি একটা সিদ্ধান্ত যে, যা আমাদের চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। আপনি কি এ কথাই বলতে চাইছেন?'

মিস লেমন শূন্যে দৃষ্টি মেলে তাকালেন। পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলল এই ভেবে যে, এমন এক সংকটময় মুহূর্তে সে তার প্রিয় বন্ধু হেস্টিংসের অভাব এবং তার মূল্যবান পরামর্শ না পাওয়ার যন্ত্রণা বড় বেশি করে অনুভব করছে। অপরদিকে মিস লেমনের সঙ্গে আলোচনা করাটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ।

'আপাতদৃষ্টিতে এই নিপাট ভালমানুষ বলে নিজেকে জাহির করা মেজর রিচের কথাই এক মুহূর্তের জন্য বিবেচনা করা যাক না কেন! ধরে নিলাম মিসেস ক্লেটনের সঙ্গে মেজর রিচের ভাব-ভালবাসা আছে, হয়তো স্বীকৃত। তাই এ হেন পরিস্থিতিতে মেজর রিচ তাঁর স্বামীকে সরাতে চান, সেটাও আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি; কিন্তু যদি মিসেস ক্লেটন তাঁকে ভালবাসেন, আর তাঁরা দু'জনে প্রেমের অভিসারে দিব্বি ভেসে থাকেন, বলার কিছু নেই; আর এ ভাবে বেশ তো ছিলেন দু'জনে, তাঁদের এই অনৈতিক কার্যকলাপে মেজর রিচ বাধা দিতেও আসেননি, তাহলে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া কি এমন জরুরী ছিল? এর কারণ হয়তো আছে, যেমন সম্ভবত মিস্টার ক্লেটন তাঁর স্ত্রীকে ডিভোর্স দেবেন না, তাই কি? তবে এর পরেও একটা 'কিন্তু' থেকে যায়, ওঁদের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে যত সব কথা বলা হলো, সে সবই হয়তো শেষ কথা নয়, আরও কিছু বলার আছে। মেজর রিচ একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক এবং কথিত আছে এক-এক সময় সৈনিকরা খুব একটা বুদ্ধিমান হয় না। 'বুদ্ধিমান নয়', শুধু এই একটা কথাতেই

আমাদের থেমে থাকা হয়তো ঠিক হবে না, তাই আমাদের আর একটা দিকের কথা ভাবতে হবে। মেজর রিচ সম্পূর্ণভাবে একজন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ লোক নন তো?'

মিস লেমন কোনো উত্তর দিল না। এটাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে অসার বাগাড়ম্বরে ভরা প্রশ্ন বলে মনে করলেন।

'ঠিক আছে', পোয়ারো জানতে চাইল, 'এই কেসের সার্বিক ব্যাপারে আপনার কি ধারণা বলুন!'

'তা আমি কি ভাবতে পারি বলুন, আর ধারণা করার মতো আমার কি ক্ষমতাই বা আছে বলুন?' অবাক হয়ে কথাগুলো বললেন মিস লেমন।

'আপনি, হ্যাঁ আপনি অনেক কিছুই ভাবতে পারেন', পোয়ারো তাঁকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলল, 'আপনি অনেক কিছুই ধারণা করে নিতে পারেন, কিন্তু বলছেন না কেন জানতে পারি?'

মিস লেমন এবার তাঁর মনের সঙ্গে নিজেই বোঝাপড়া করতে বসলেন, এই ঘটনার ওপর তিনি তাঁর মনটাকে টানটান করে প্রসারিত করে দিলেন। যতক্ষণ না তাঁর কাছ থেকে জানতে চাওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যাপারে তিনি মাথা ঘামাতে চান না, অনুমান করার মতো মনটা নিয়োজিত করতে চান না। তবে এই অবসর মুহূর্তে তাঁর মন এখন এই কেসের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের সন্ধানে ভরে গেল কানায় কানায়। এটা তাঁর একমাত্র অবসরকালীন মানসিক আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করা।

'ঠিক আছে', এই ভাবে শুরু করে আবার একটু সময়ের জন্য থামলেন মিস লেমন।

'ঠিক কি ঘটেছিল আগে আমাকে বলুন, হ্যাঁ সেদিন সন্ধ্যায় কি ঘটেছিল বলে আপনার মনে হয়? মনে পড়ছে না, ঠিক আছে, আমি খেই ধরিয়ে দিচ্ছি তাতে হয়তো আপনার সুবিধে হবে। ধরুন মিস্টার ক্লেটন বসার ঘরে বসে একটা নোট লিখছেন, এমন সময় মেজর রিচ আবার ফিরে এলেন, তারপর, তারপর কি ঘটল?'

'তিনি মিস্টার ক্লেটনকে সেখানে দেখতে পেলেন। তাঁরা, আমার মনে হয়, তাঁরা দু'জনে তখন ঝগড়ায় লিপ্ত ছিলেন। আর সেই ঝগড়ার মাঝেই হঠাৎ রিচ তাঁর বুকে ছুরি বসিয়ে দেন। উত্তেজনা মুহূর্তে এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কাজটা করে ফেলার পরেই হুঁস হয়, কিন্তু তখন তাঁর কিছু আর করার ছিল না। মিস্টার ক্লেটনের জীবন আর তিনি ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। তিনি তখন নিজের কৃতকর্মের কি পরিণাম হতে পারে সে কথা ভেবে আঁতকে ওঠেন, এবং তিনি তাঁর অপরাধ ঢাকতে দ্রুত হাতে মিস্টার ক্লেটনের মৃতদেহটা সেই স্প্যানিশ সিন্দুকের ভেতরে চালান করে দেন। কাজটা করতে গিয়ে তিনি সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে চারদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিতে ভুললেন না, কারণ আমার মনে হয় তখন সান্ধ্য পার্টি শুরু হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, যে কোনো মুহূর্তে তাঁরা সেখানে এসে হাজির হতে পারেন, বুঝলেন তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি বৈকি! অতিথিরা সবাই এসে গেছেন। মৃতদেহ সিন্দুকে পড়ে

রয়েছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে চলেছে। তারপর একসময় পার্টির সমাপ্তি ঘটে। অতিথিরা সবাই এক-এক করে যে যার বাড়িতে ফিরে গেলেন। আর তারপর—'

'তারপর, আমার মনে হয়, মেজর রিচ তাঁর বিছানায় ফিরে যান। আর তারপর—ওহো!'

'আহা', পোয়ারো বলল, 'তাহলে আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন, আপনি একজনকে খুন করেছেন। আপনি মৃতদেহ সিন্দুকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আর তারপর আপনি শান্তিতে বিছানায় শুতে গেছলেন। আপনি আপনার বিশ্বাসে অবিচলিত ছিলেন এই ভেবে যে, সাজভৃত্য কেন আপনার বাড়ির অন্য কেউও পরের দিন সকালে মিস্টার ক্লেটনের মৃতদেহ আবিষ্কার করতে পারবে।'

'আমার মনে হয় সাজভৃত্য কখনোই সিন্দুক খুলে মৃতদেহটা দেখতে যেত না যদি না—'

'প্রচুর রক্ত সিন্দুকের নিচে কার্পেটের ওপর দেখা যেত, এই তো?'

'সম্ভবত মেজর রিচ বুঝতেই পারেননি যে, সিন্দুক থেকে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে বাইরে ঝরে পড়বে।'

'সিন্দুকের দিকে তাকিয়ে রক্ত-ঝরাটা না দেখাটা কি তাঁর তরফে অসতর্কতা নয়?'

'আমি জোর গলায় বলতে পারি এতে তিনি মুষড়ে পড়েন,' মিস লেমন বলেন।

পোয়ারো হতাশায় এবং উত্তেজনায় তার হাতদুটো শূন্যে ছুঁড়ে দিল।

এই সুযোগে মিস লেমন ঘর থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলো না।

কঠোরভাবে বলতে গেলে স্প্যানিশ সিন্দুকের রহস্যটা পোয়ারোর বর্তমান কাজের আওতায় পড়ে না। এই মুহূর্তে সে একটা জটিল কেসের কাজের সঙ্গে জড়িত, বড় বড় তেল কোম্পানিগুলোর মধ্যে একটির একজন উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত অফিসার সম্ভবত সন্দেহজনক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত, এমনি এক কেসের তদন্তের কাজ করছে সে। এ কাজে যথেষ্ট গোপনীয়তা আছে, গুরুত্ব আছে, আর আছে যথেষ্ট আর্থিক লাভ। এতে পোয়ারোকে মনোযোগ দিতে হবে অনেক বেশি করে। আর সবচেয়ে বড় সুবিধে হলো এই যে, এ কাজে কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। এ কাজ বাস্তবধর্মী এবং এতে রক্তপাতের কোনো প্রশ্ন নেই। যাকে বলে একেবারে উঁচুতলার অপরাধ।

স্প্যানিশ সিন্দুকের রহস্যটা নাটকীয় এবং আবেগপ্রবণ; দুটি গুণাগুণ সম্পর্কে পোয়ারো হেস্টিংসকে প্রায়ই বলে থাকে তাতে দেখা যায় যে, বড় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে যাচ্ছে, এবং অবশ্যই হেস্টিংসও প্রায়ই সেরকম মনোভাব পোষণ করে থাকে। এই সূত্রে হেস্টিংসের প্রতি খুবই কঠোর হয়ে উঠেছিল পোয়ারো। আর এখন এখানে তার বন্ধু যা করতো তার চেয়ে তার আচরণ অনেক বেশি আবেগপ্রবণ হতো, বিশেষ করে সুন্দরী মহিলাকে দেখে আচ্ছন্ন হওয়া, আবেগজনিত অপরাধ, ঈর্ষা, ঘৃণা, এবং খুনের অন্য আরো কারণে হেস্টিংস যেভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতো তাতে

পোয়ারোর লাভ যে হতো না তা নয়, কারণ হেস্টিংস আবেগতাড়িত হয়ে সত্য ও কল্পনাশ্রিত যে সব কথা তাকে বলতো তার মধ্যে থেকে কল্পনার অংশটুকু বাদ দিলে অবশিষ্ট যে অংশটা সে পেত তাতে তার সংশ্লিষ্ট কেসে যথেষ্ট সাহায্য করতো। কিন্তু হেস্টিংস এখন কোথায়? তার অভাব সে এখন প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছে। কে তাকে এ কেসে পরামর্শ দেবে? অথচ এ কেসের ব্যাপারে সে বিস্তারিত সব কিছুই জানতে চায়। এখন সে অনেক কিছুই জানতে চায়, এ কেসে মেজর রিচ কিরকম মানানসই, আর তাঁর পরিচারক উইলিয়ামই বা কিরকম উপযুক্ত, আর মারগারিটা ক্লেটনই বা কিরকম মহিলা (যদিও সে মনে করে যে, সে তাঁকে জানে), আর প্রয়াত আর্নল্ড ক্লেটনই বা এ কেসে কিরকম মানানসই ছিলেন (যেহেতু সে তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে, খুনের কেসে যে খুন হয় তার চরিত্রের ওপরেই সর্বপ্রথম বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত)। এ সব ছাড়াও এমন কি তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু কম্যান্ডার ম্যাকলারেন, এবং সম্প্রতি পরিচিত মিস্টার ও মিসেস স্পেন্সের সম্পর্ক নিহত ক্লেটনের সঙ্গে কি রকম ছিল সেটাও জানা দরকার।

আর এই মুহূর্তে সে তার কৌতূহল মেটানোর ব্যাপারে কতটুকু সন্তুষ্ট হতে পারে সে সম্পর্কে তেমন কোনো আশার আলো সে দেখতে পাচ্ছে না!

সেদিন পরে সে আবার ফিরে এ ব্যাপারে নিজের মনে আলোচনা করতে বসল। সমস্ত ব্যাপারটা কেন তাকে এত বেশি করে কৌতূহলী করে তুলছে? ফিরে আবার মনে পড়াতে সে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল যে, এর কারণ ঘটনা যেহেতু বর্ণিত, তাই সমস্ত ব্যাপারটাই কম-বেশি অসম্ভব! হ্যাঁ, এর মধ্যে জ্যোতির্বিদ ইউক্লিড মতাদর্শের একটা স্বাদ যেন পাওয়া যায়।

ঘটনার একেবারে শুরুতেই যদি কেউ তার প্রত্যাশামতো আলোচনা শুরু করতে চায়, তাহলে ওঁদের দু'জনের মধ্যে ঝগড়ার কথাই বলবে প্রথমে। ওঁদের ঝগড়ার কারণ সেই চিরন্তন ব্যাপার, দু'টি পুরুষের মাঝে একটি নারী। রাগের মাথায় একজন পুরুষ অপর পুরুষকে হত্যা করে বসে। হ্যাঁ, ঠিক তাই ঘটেছিল। তবে স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীর প্রেমিকটিকে খুন করতেন সেটা আরো বেশি গ্রহণীয় হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রেমিক তাঁর প্রেমিকার স্বামীকে খুন করেছেন, একটা ছুরি বা ছোরা জাতীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর বুক ঝাঁঝরা করে দিয়েছেন (?) যাইহোক, সেটা একটা অবাঞ্ছিত অস্ত্র। যতদূর জানা যায়, সম্ভবত মেজর রিচের মা একজন ইতালীয় মহিলা। অস্ত্র হিসাবে ছোরাটা পছন্দ করার ব্যাপারে কিছু ব্যাখ্যা থেকে যায়। যাইহোক, অস্ত্র হিসাবে ছোরাটাকে মেনে নিতেই হবে (কোনো কোনো পত্রিকা আবার সেটাকে 'স্টিলেটো' বলে চিহ্নিত করেছে!) তবে অস্ত্র অস্ত্রই, এখানে কথা হলো যে, একজন খুন হয়েছেন, এখানে অস্ত্রর প্রসঙ্গ পরে আসবে। তারপর খবরে প্রকাশ, মৃতদেহ সিন্দুকের মধ্যে রেখে সেটা গোপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে এরকমই আশা করা যায়, যা কিনা অপরিহার্য। তবে একটা কথা ঠিক যে, ঘটনার গতিপ্রকৃতি যা তাতে

মনে হয় এই খুন পূর্বপরিকল্পিত নয়, ওদিকে সাজভৃত্যের সিগারেট নিয়ে যে কোনো মুহূর্তে ফিরে আসার কথা, আর চারজন অতিথির অনেক আগেই এসে পৌছনোর কথা। তাই এসব থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, খুন করার সিদ্ধান্তটা হঠাৎই নেওয়া হয়ে থাকবে।

তারপরের ঘটনা এই রকম : সান্ধ্য পার্টি শেষে অতিথিরা যে যার বাড়ি ফিরে গেছে, পরিচারক ইতিমধ্যেই চলে গেছে এবং মেজর রিচ বিছানায় শুতে চলে গেছেন!

কি করে এমন একটা ভয়ঙ্কর বীভৎস ঘটনা ঘটল জানতে যে কেউ মেজর রিচের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে এবং কি ধরনের লোক এ কাজ করতে পারে সেটারও খোঁজ নিতে পারে যে কেউ। যে কোনো খুনের কেসে প্রাথমিক তদন্তে সর্বপ্রথম এ দু'টি প্রশ্নের উত্তর জানা একান্ত প্রয়োজন।

অপর দিকে হঠাৎ এ ধরনের একটা নির্মম নিষ্ঠুর কাজ করার পর স্বভাবতই মেজর রিচের বিচলিত হয়ে পড়ার কথা, তাই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য স্বভাবতই তাঁর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল তখন। তাই হয়তো তিনি ঘুমের পিল কিংবা ওই জাতীয় কোনো ওষুধ খেয়ে থাকবেন। আর এর ফলে পরের দিন যে সময় প্রতিদিন তাঁর ঘুম ভাঙার কথা তার অনেক পরে তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। হ্যাঁ, এটা সম্ভব! কিংবা এমনও কি হতে পারে যে, মেজর রিচ চেয়েছিলেন, কোনো সাইকোলজিস্ট তাঁকে পরীক্ষা করে আবিষ্কার করুক অবচেতন মনে তিনি খুন করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে যদি বা তিনি ধরা পড়ে যান, সাইকোলজিস্টের ভাষায় তাঁর সেই অপরাধ অনেকটা হাল্কা হয়ে যেতে পারে। যাইহোক, এই সূত্র ধরে যে কেউ মনস্থির করতে চাইলে মেজর রিচের সঙ্গে তাকে একবার দেখা করতেই হবে। এ সব চিন্তা করার পর পোয়ারো আবার তার স্বাভাবিক কাজে ফিরে এলো।

ঠিক এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। পোয়ারো ইচ্ছে করেই রিসিভারটা তুলল না, বেজে যাক। মিস লেমন তাকে দিয়ে চিঠি সই করিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে গেছেন কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্যই তাঁর এই অপেক্ষা করা, আর জর্জ সম্ভবত আগেই চলে গেছে।

মিস লেমন আর ফিরে আসবেন না, নিশ্চিত হয়ে পোয়ারো রিসিভারটা তুলে নিল অতঃপর।

'মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'হ্যাঁ, বলছি!'

'ওহো কি চমৎকার।' দূরভাষে সুন্দরী রমণীর মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনে পিটপিট করে পোয়ারো তাকাল। 'আমি অ্যাবি চ্যাটারটন কথা বলছি।'

'আহ্! লেডি চ্যাটারটন! আমার কি সৌভাগ্য আপনি আমাকে ফোন করছেন। যাইহোক, এখন বলুন আমি কি ভাবে আপনার সেবা করতে পারি?'

'আমি যে একটা ভয়ঙ্কর ককটেল পার্টি দিচ্ছি তাতে যোগ দেওয়ার জন্য যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এলে আমি বাধিত হবো। কেবল ককটেল পার্টির জন্যেই নয়, সত্যি কথা বলতে কি এটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। আর এই কারণেই আপনাকে আমার ভীষণ দরকার। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দয়া করে, আমি আবার বলছি, দয়া করে চলে আসুন, আমাকে নিরাশ করবেন না! বলবেন না যেন আপনার আসার সুযোগ নেই।'

ও ধরনের কোনো কথা পোয়ারো বলতে যাচ্ছে না। লর্ড চ্যাটারটন, সহকর্মী ছাড়াও মাঝে মাঝে হাউস অব লর্ডসে নীরস বক্তৃতা দিলেও তিনি বিশেষ কেউ নন। কিন্তু লেডি চ্যাটারটন একেবারে অন্য জগতের মানুষ যেন। তিনি উজ্জ্বল অনেক জুয়েলের মধ্যে যেন একটি, পোয়ারো কি যেন বলে তাঁকে,—

'হীরের টুকরো যেন। তিনি সবকিছু যা করেন বা বলেন সে সবই খবর হয়ে যায়। ওঁর বুদ্ধি আছে, সৌন্দর্য আছে, চাঁদে রকেট পাঠাবার মতো যথেষ্ট জ্ঞান, ক্ষমতা ও দক্ষতা ওঁর আছে।

লেডি চ্যাটারটন আবার বললেন :

'আপনাকে আমার দরকার। আপনার ওই সুন্দর গোঁফে আরও সুন্দর করে এক পাক দিয়ে চলে আসুন এখানে।'

লেডি চ্যাটারটন মুখে যত তাড়াতাড়ি করতে বলুন না কেন বাস্তবে পোয়ারো অত তাড়াতাড়ি সব কাজ করে উঠতে পারল না। প্রথমে পোয়ারোকে টয়লেটে ঢুকে স্নান সারতে হবে, তারপর গোঁফের যত্ন নিতে হবে, সে তার গোঁফের খুঁটিনাটি ব্যাপারে খুবই সতর্ক, বিশেষ করে আজ তো তাকে একটু অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে, কারণ লেডি চ্যাটারটনের ফরমাস হয়েছে গোঁফে মোচড় দিয়ে আসতে হবে, পাক যেন ঠিক ঠিক হয়।

সেরিটন স্ট্রীটে লেডি চ্যাটারটনের বাড়ির দরজা আধ-ভেজানো ছিল, চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ার বিদ্রোহ করলে যেমন সম্মিলিত কোলাহল হয় ঠিক সেরকমই একটা শব্দ ভেসে এলো বাড়ির ভেতর থেকে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন লেডি চ্যাটারটন। তাঁর মুখে একটা খুশির হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে দেখে আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে আমি তা ভাষায় বোঝাতে পারব না! না, ওই বিশ্রী মারটিনি আপনি পাবেন না। আজ আমি আপনার জন্যে একটা বিশেষ কিছুর ব্যবস্থা করেছি, এক ধরনের সিরাপ যা মরোক্কোর শেখেরা পান করে থাকে। আর সেটা রয়েছে ওপরতলায় আমার সেই ছোট্ট ঘরখানায়।'

এই বলে তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠতে থাকেন, পোয়ারো তাঁকে অনুসরণ করে। মাঝপথে একটু সময়ের জন্য তিনি থামলেন কিছু বলবেন বলে।

'বাড়ির সব লোকজনদের আমি বিদায় করে দিইনি, কারণ তাদের এখন চলে যেতে বললে তারা ব্যাপারটা হয়তো অন্যভাবে নিতো। তাই আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি, এখানে যে একটা বিশেষ কিছু ঘটতে যাচ্ছে, সে খবর বাইরের কোনো কাক-পক্ষীও

যাতে জানতে না পারে সেটা খুবই প্রয়োজন। আমি আমার বাড়ির চাকর-বাকরদের প্রচুর বোনাস দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছি, ভাল করে তাদের নজর রাখতে হবে বাড়ির ওপর। বস্তুত কেউ চায় না, তার বাড়ি সাংবাদিকরা ঘেরাও করে রাখে। আর বেচারী যে মহিলাকে কেন্দ্র করে আজ এই ককটেল পার্টি তথা গোপন আলোচনার আয়োজন, তিনি অনেক আগেই এসে হাজির হয়েছেন এখানে।

লেডি চ্যাটারটন এরপর ওপরতলায় উঠতে থাকেন। কিছুটা হতভম্ব হয়ে এরকুল পোয়ারো হাঁ করে নিঃশ্বাস নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে।

ওপরতলায় উঠে এসে লেডি চ্যাটারটন একটু থেমে সিঁড়ির শেষ ধাপের রেলিংয়ে হাতের ভর রেখে চকিতে একবার নিচুতলার দিকে তাকালেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর সেই ছোট্ট ঘরের দরজা ঠেলে মৃদু চিৎকার করে উঠলেন :

'মারগারিটা, আমি ওঁকে পেয়েছি! আমি ওঁকে ডেকে এনেছি! এই যে উনি এখানে।'

জয়ের গর্বে তিনি এক পাশে সরে গেলেন যাতে করে পোয়ারো ঘরে ঢুকতে পারে। তারপর পোয়ারো ঘরে ঢুকলে পর তিনি দ্রুত পরিচয়ের পালা সারলেন।

'ইনি হলেন মারগারিটা ক্লেটন। উনি হলেন আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু। মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি ওঁকে সাহায্য করবেন, তাই না? তারপর লেডি চ্যাটারটন মারগারিটা ক্লেটনের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, মারগারিটা, ইনি হলেন সেই অত্যাশ্চর্য পুরুষ এরকুল পোয়ারো। তুমি যা চাও উনি সব কিছু করবেন তোমার জন্য। মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি, আপনি ওঁর প্রত্যাশা মতো কাজ করবেন না?

এবং পোয়ারোর উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি অবশ্যই স্বীকার করে নিতেন, মানে পোয়ারো যাই বলুন না কেন তিনি বেশ ভাল করেই জেনে গেছলেন যে, সে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনোই যেতে পারে না। আর এই রকম একটা মনোভাব নিয়েই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং নিচতলায় থেকে গিয়ে তিনি নেহাতই অসমীচীন ভাবে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমাকে ওইসব ভয়ঙ্কর লোকগুলোর কাছে ফিরে যেতেই হবে...'

এদিকে যে মহিলা জানালার ধারে একটা চেয়ারে বসেছিলেন তিনি এবার উঠে দাঁড়ালেন এবং পোয়ারোর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। লেডি চ্যাটারটন তাঁর নাম উল্লেখ না করলেও পোয়ারো তাঁকে ঠিকই চিনতে পারতো। তাঁর প্রশস্ত, অত্যন্ত প্রশস্ত ভুরু, গাঢ় চুল যা পাখির ডানার মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল, ধূসর রঙের চোখ। এ সবই যেন পোয়ারোকে মনে করিয়ে দেয় তিনি কে হতে পারেন! তাঁর পরনে ছিল কালো রঙের আঁটো গলা-উঁচু গাউন, তাঁর দেহের সৌন্দর্য এবং তাঁর ম্যাগনোলিয়ার মতো স্বেতশুভ্র চামড়া, এ সবই পরিচয় করিয়ে দেয় তিনি কে, কে হতে পারেন? আর তাঁর মুখটা যেন অস্বাভাবিক ধরনের, অবশ্যই যেন সৌন্দর্যের এক প্রতীক, সেই সব অদ্ভুত ধরনের মুখের এ যেন এমনি এক মুখ যা কিনা এক-এক সময় আদিম ইতালীয়দের

মধ্যে দেখা যেত। ওঁর সম্পর্কে বলা যায় যে, সে এক মধ্যযুগীয় সরলতা, সে এক অদ্ভুত নির্দোষিতার পরিচয় যা এক্ষেত্রে আশা করা যায়। এই সব নানান কথা ভাবল পোয়ারো। মিসেস মারগারিটা ক্লেটন কথা বললেন, তখন মনে হলো এ যেন শিশুসুলভ অকপটতা।

'অ্যানি বলছিল, আপনি নাকি আমাকে সাহায্য করতে পারেন...' এই বলে তিনি পোয়ারোর দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'বলুন মঁসিয়ে, আপনি কি করবেন?'

মুহূর্তের জন্য পোয়ারো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে থাকল। তাঁর মধ্যে এমন খারাপ কিছু সে দেখতে পেল না যাতে করে মনে হতে পারে যে, তাঁর স্বামীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তিনিও জড়িত। তবুও পোয়ারো এমনভাবে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকল যে, যেন কোনো বিখ্যাত চিকিৎসক রোগিনীর মধ্যে থেকে কোনো জটিল রোগের সন্ধান করে ফিরছে।

অনেকক্ষণ পরে কি ভেবে পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'আমি যে আপনাকে সাহায্য করতে পারি এ ব্যাপারে আপনি কি নিশ্চিত মাদাম?'

তার গায়ে রক্তিমাভা ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'আমি জানি না আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'তা মাদাম, আপনি আমাকে দিয়ে কি করাতে চান জানতে পারি?'

'ওহো', মনে হলো পোয়ারোর কথা শুনে ভদ্রমহিলা বোধহয় একটু অবাক হয়েছেন। 'আমি ভেবেছিলাম আমি কে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

'হ্যাঁ আমি জানি বৈকি, কে আপনি। আপনার স্বামী ছোরাবিদ্ধ হয়ে খুন হয়েছেন। এবং এই খুনের অভিযোগে মেজর রিচকে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সে খবরও আমার অজানা নয়।'

হঠাৎ ভদ্রমহিলার মুখের রঙ বদলে গেল।

'মেজর রিচ কিন্তু আমার স্বামীকে খুন করেননি।' পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'কেন নয়?' হতবাক হয়ে মিসেস ক্লেটন পোয়ারোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে অবশেষে বললেন, 'আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আমি আপনাকে বিভ্রান্ত করেছি, কারণ অন্য সবাই যেমন পুলিশ, উকিল এরা যে ভাবে বেশ গুছিয়ে জিজ্ঞেস করে থাকে আমি ঠিক সেভাবে আপনাকে প্রশ্ন করিনি... 'মেজর রিচ কেনই বা আর্নল্ড ক্লেটনকে খুন করতে গেলেন?' কিন্তু আমি এই সঠিক প্রশ্নটা করিনি, বরং ঠিক তার উল্টো প্রশ্নটাই করেছি। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি, 'কেন নয়? আমি বলতে চেয়েছিলাম, মেজর রিচ যে তাঁকে খুন করেননি, আপনি এতো নিশ্চিত হলেন কি করে?'

'কারণ', এখানে একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'কারণ মেজর রিচকে আমি খুব ভাল করেই জানি।'

'মেজর রিচকে আপনি ভাল করেই জানেন বলছেন?' পোয়ারো তাঁর কথারই পুনরাবৃত্তি করলো নীরসভাবে। একটু থেমে সে এবার তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'কেমন করে?'

এ কথার অর্থ তিনি ঠিক অনুধাবন করতে পারলেন কিনা পোয়ারো আন্দাজ করতে পারল না। নিজের মনে সে ভাবল : হয় তিনি একজন সহজ সরল মনের মহিলা, কিংবা সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার ফন্দি করছেন তিনি...সে আরও ভাবল, মারগারিটা ক্লেটন সম্পর্কে অনেকেই অবাক হবে।

'কেমন করে?' পোয়ারোর দিকে সন্দেহের চোখে তাকালেন মিসেস ক্লেটন। 'এই ধরুন পাঁচ বছরে, না প্রায় দু' বছর ধরে ওকে আমি দেখছি...'

'আমি ঠিক ওরকম মনে করতে চাইনি মাদাম। অবশ্যই আপনাকে বুঝতে হবে, আমি আপনাকে অপ্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন করতে পারি। সম্ভবত আপনি সত্যি কথাই বলবেন। আবার এও হতে পারে, আপনি মিথ্যেও বলতে পারেন। এক-এক সময় প্রয়োজনে মেয়েদের মিথ্যে কথা বলতে হয়। মেয়েদের অবশ্যই আত্মরক্ষা করতে হবে, আর এর জন্যে মিথ্যে বলাটা তাদের একটা প্রধান অস্ত্র। কিন্তু পৃথিবীতে তিনজন মানুষের কাছে মেয়েদের সত্যি কথা না বলে উপায় নেই। যেমন প্রথমেই ধরা যাক অপরাধ-স্বীকার শ্রবণকারী যাজক, তার কেশবিন্যাশকারী এবং তার প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে, অবশ্য যদি সে তাঁদেরকে বিশ্বাস করে। মাদাম, আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেন?'

মারগারিটা ক্লেটন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে।'

'সে তো খুব ভাল কথা। যাইহোক, এখন বলুন, আমাকে কি করতে হবে, আপনার স্বামীকে কে হত্যা করল জানতে হবে, এই তো?'

'হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়।'

'কিন্তু এটা জানা কি আপনার খুব প্রয়োজন? আমার তো তা মনে হয় না। তার মানে আপনি চান মেজর রিজ সন্দেহমুক্ত হন!'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাথা নেড়ে সায় দিলেন, কৃতজ্ঞতায় তাঁর মাথা নুইয়ে পড়ল।

'ঠিক তাই, কেবল এটুকুই আমি চাই।'

পোয়ারো দেখল, এটা একটা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন। মারগারিটা এমনি একজন মহিলা যিনি একসঙ্গে কেবল একটা জিনিসই দেখেন, অন্য কিছু নয়।

'আর এখন', পোয়ারো বলল, 'হয়তো এটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে, তবু বলতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই যে, আপনি এবং মেজর রিচ পরস্পর পরস্পরের প্রেমিক প্রেমিকা, তাই না?'

'আপনি কি মনে করেন, প্রেমের ব্যাপারে আমরা দু'জনেই জড়িত? না কখনোই নয়। তবে তাগিদটা বেশি ওঁর তরফেই।'

'হ্যাঁ, উনি তো আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে।

'আর আপনি, একটু আগে আপনি বললেন, মেজর রিচের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহলে এক্ষেত্রে প্রেম তো এক তরফা নয়, তাহলে কি ধরে নিতে হয় যে, ওঁর সঙ্গে আপনারও ভালবাসার একটা সম্পর্ক আছে?'

'আমি তাই মনে করি।'

'আপনি কি একেবারে নিশ্চিত নন বলে মনে করেন?'

'এখন আমি একেবারে নিশ্চিত।'

'আহ্! তাহলে কি ধরে নেব, আপনি আপনার স্বামীকে ভালবাসতেন না?'

মিসেস ক্লেটন চুপ করে রইলেন।

'আপনার এই অকপট স্বীকারোক্তি যেমনি সংক্ষিপ্ত তেমনি বিস্ময়কর এবং প্রশংসনীয়। বেশিরভাগ মেয়েরা এ ব্যাপারে তাদের মনোভাব ইনিয়ে-বিনিয়ে এতো কথা বলে যে, কিছুই স্পষ্ট নয়, সেদিক থেকে আপনার বক্তব্য অতি স্বচ্ছ, সরল এবং প্রাঞ্জল। এবার বলুন কত দিন আপনাদের বিয়ে হয়েছে?'

'এগারো বছর।'

'আপনার স্বামীর সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু বলবেন, মানে উনি ঠিক কি ধরনের লোক ছিলেন?'

মিসেস ক্লেটন ভুরু কোঁচকালেন।

'বলা শক্ত। সত্যি কথা বলতে কি আর্নলড ঠিক কি ধরনের লোক ছিল আমি নিজেই তা জানি না। অত্যন্ত শান্ত এবং চাপা স্বভাবের মানুষ ছিল সে। সে যে কখন কি ভাবতো কেউ জানতেও পারতো না। অবশ্যই সে অত্যন্ত চতুর ছিল, প্রত্যেকেরই ধারণা, তার কাজে সে একজন মেধাবী লোক ছিল। তবে তার কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে আমার কিছুই জ্ঞান নেই, সে কখনো আমাকে বলেওনি, তাই আমি কি করে বলব কেমন মেধাবী ছিল সে।'

'উনি আপনাকে ভালবাসতেন?'

'ওহো নিশ্চয়ই। ও আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসত, তা না হলে ও অত বেশি মন খারাপ করতো না—' হঠাৎ এখানে নীরব হয়ে গেলেন মিসেস ক্লেটন।

'অপর পুরুষের ব্যাপারে? এ কথাই তো আপনি বলতে যাচ্ছিলেন? উনি কি ঈর্ষাকাতর ছিলেন?'

মিসেস ক্লেটন আবার বললেন : 'নিশ্চয়ই ছিলেন।' তারপর তিনি আরও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, 'কিছুদিন ধরে ও বড় একটা কথা বলতো না...'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লো।

'এই হিংস্রতা, যা ওঁর জীবনে এসেছে, আপনি কি সেই প্রথম জানতে পারেন?'

'হিংস্রতা?' ভুরু কোঁচকালেন তিনি, তারপর চমকে উঠলেন। 'তার মানে আপনি কি বলতে চান, বেচারা নিজেই নিজেকে....?'

'হ্যাঁ', পোয়ারো বলল। 'আমি এরকমই একটা কিছু বলব বলে আশা করেছিলাম।'

'ও যে এরকম একটা কিছু ভাবতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। ওর জন্যে আমার এখন খুব দুঃখ হচ্ছে, একটু লাজুক আর ভিরু প্রকৃতির ছিল, নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ বলে মনে করতো। আমার মনে হয়, স্নায়বিক রোগাক্রান্ত ছিল। আর যেখানে দু'জন ইতালীয় লোকের দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রশ্ন, বড় হাস্যকর সেটা! সে যাইহোক, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কেউই খুন হয়নি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আর সততার সঙ্গে বলছি, তাদের দু'জনের মধ্যে কারোর ব্যাপারেই আমি তোয়াক্কা করি না। এমন কি আমি কখনো তোয়াক্কা করার ভানও করিনি।'

'না। আপনি যেখানে থাকতে ভালবাসেন সেখানেই আছেন। এর কারণ ওই দু'জন লোক পাগল হয়ে গেলেও আপনি তোয়াক্কা করেন না। কিন্তু মেজর রিচের ব্যাপারে আপনি যথেষ্ট যত্ন নিয়ে থাকেন। তাই এখন দেখতে হবে আমরা কি করতে পারি—

কয়েক মুহূর্তের জন্য পোয়ারো নীরব হলো।

ওদিকে মিসেস ক্লেটন গম্ভীর হয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করতে থাকল।

'আমরা ব্যক্তিত্বের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে (যা প্রায়ই সত্যি সত্যি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়) চলে যাব সাধারণ ঘটনায়। খবরের কাগজগুলোয় যা লিখেছে আমি কেবল সেটুকুই জেনেছি। কাগজে যে সব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, আপনার স্বামীকে হত্যা করার সুযোগ ছিল কেবল মাত্র দু'জন লোকের, কেবলমাত্র দু'জন লোক তাঁকে হত্যা করতে পারে, আর সেই দুই ব্যক্তি হলেন মেজর রিচ এবং মেজর রিচের পরিচারক।'

মিসেস ক্লেটন তাঁর অনমনীয় মনোভাব দেখিয়ে আবার বললেন : 'আমি বেশ ভালকরেই জানি যে, চার্লস তাকে খুন করেনি, খুন সে কখনোই করতে পারে না।'

'তাহলে এ কাজ নিশ্চয়ই সেই সাজভৃত্যের কাজ। বলুন, আমার সঙ্গে একমত?'

তাঁর উত্তরে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় : 'আপনি এর কি মানে করতে চান আমি বোধহয় একটু-আধটু জানি।'

'কিন্তু এ ব্যাপারে তো আবার আপনার একটু সন্দেহ আছে, তাই না?'

'এটা মনে করা যেন উদ্ভট।'

'তবুও সম্ভাবনা একটা থেকে যায়। নিঃসন্দেহে আপনার স্বামী সেদিন সন্ধ্যাবেলায় মেজর রিচের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন, যেহেতু তাঁর মৃতদেহ সেখানেই পাওয়া গেছে। যদি সাজভৃত্যের গল্প সত্যি হয়, তাহলে অবশ্যই ধরে নিতে হয় যে, এক্ষেত্রে মেজর রিচই খুনী। কিন্তু সাজভৃত্যের গল্প যদি মিথ্যে হয়? তাহলে ধরে নিতে হবে, সাজভৃত্যই আপনার স্বামীকে খুন করেছে। এবং তার মনিব ফিরে আসার আগেই মৃতদেহটা সিন্দুকের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল। তার তরফে মৃতদেহ লুকিয়ে রাখা এ এক সুন্দর উপায় বটে। তার পরবর্তী কাজ ছিল, পরের দিন সকালে সিন্দুকের নিচে কার্পেটের

ওপর রক্তের দাগ লক্ষ্য করা এবং পরে সিন্দুকের ভেতরে আপনার স্বামীর মৃতদেহ আবিষ্কার করা। এর ফলে সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়বে মেজর রিচের ওপরে।'

'কিন্তু কেনই বা সে আর্নল্ডকে খুন করতে চাইবে?'

'আহ্ কেন? মোটিভ কখনোই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না কোথাও, সে পুলিশ যত নিখুঁতভাবেই তদন্ত করুক না কেন। সাজভৃত্যের সুনামহানি হওয়ার মতো এমন কোনো খবর আপনার স্বামী জানতেন এবং তথ্যসহ সেই কথা তিনি হয়তো মেজর রিচকে অবগত করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই...' এখানে একটু থেমে পোয়ারো এবার জিজ্ঞেস করল, 'এই সাজভৃত্য বারজেস সম্পর্কে আপনার স্বামী কি কখনো আপনাকে কিছু বলেছিলেন?'

তিনি তাঁর মাথা নাড়লেন।

'এই যদি কেস হয়, তাহলে আপনার কি মনে হয়, এ কাজ সে কি করতে পারে?'

মিসেস ক্লেটন ভুরু কোঁচকালেন।

'বলা খুবই শক্ত। সম্ভবত নয়। লোকেদের সম্পর্কে আর্নল্ড কখনো বেশি কথা বলতো না। আমি আপনাকে আগেই বলেছি, অত্যন্ত চাপা স্বভাবের মানুষ ছিল সে। কারোর সঙ্গে একটা জায়গায় বসে দু'দণ্ড গল্প করার মতো লোক সে ছিল না।'

'তিনি ছিলেন নিজেই নিজের পরামর্শদাতা...হ্যাঁ, এখন বারজেস সম্পর্কে আপনার অভিমত কি বলুন?'

'আপনি তাকে যে চোখে দেখেছেন সে ঠিক সেরকম নয়। যথেষ্ট ভাল চাকর সে। যথেষ্ট জ্ঞান-গরিমা আছে, কিন্তু চাকচিক্য নেই।'

'তার বয়স কত?'

'প্রায় সাঁইত্রিশ কিংবা বড়জোর আটত্রিশ হবে। আমার অন্তত তাই মনে হয়। যুদ্ধের সময় এক সেনাপতির পরিচারক ছিল সে, কিন্তু সে নিয়মিত সৈনিক ছিল না।'

'মেজর রিচের সঙ্গে কত দিন ছিল সে?'

'খুব বেশিদিন নয়। আমার মনে হয় বছর দেড়েক হবে।'

'আপনার স্বামীর প্রতি তার কোনো অস্বাভাবিক ব্যবহার আপনি লক্ষ্য করেননি?'

'আমি ওদের কথাবার্তার মধ্যে খুব বড় একটা যেতাম না। তবে আদৌ আমি কখনো বিসদৃশ কিছু লক্ষ্য করিনি।'

'বেশ, এখন সেদিনকার সেই সান্ধ্য পার্টির ব্যাপারে কিছু বলুন। কখন আপনারা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন?'

'আটটা-পনেরো থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত।'

'আমার আর একটা প্রশ্ন হলো, সেই পার্টি ঠিক কি ধরনের ছিল বলে আপনার মনে হয়?'

'বেশ তাহলে শুনুন, ড্রিঙ্কস-এর ব্যবস্থা তো ছিলই, সেই সঙ্গে এক ধরনের বাফেট সুপারেরও ব্যবস্থা ছিল, সাধারণত খুব ভাল সেটা। আর ছিল গরম গরম টোস্ট।

রোহিত জাতীয় আগুনে স্যাকা মাছ। এক-এক সময় গরম-গরম ভাতের ডিশও পাওয়া যায়। চার্লস একটা স্পেশ্যাল খাবার তৈরি করতে পারতো, কিন্তু সেটা কেবল শীতকালেরই উপযোগী। তারপর আমরা কিছু সময় নাচে-গানে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। চার্লসের খুব ভাল একটা স্টিরিওফোনিক গ্রামোফোন আছে। আমার স্বামী এবং জ্যাক ম্যাকলারেন উভয়েই ক্লাসিক্যাল রেকর্ডের খুব ভক্ত ছিল। স্পেন্সেসরা নাচে খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। মোটামুটিভাবে একটা শান্ত রীতিবহির্ভূত সন্ধ্যা উপভোগ করা গেছল। চার্লস যে একজন ভাল হোস্ট, আর একবার সেটা প্রমাণিত হয়।'

'আর এই বিশেষ সন্ধ্যা, সেখানে অন্য আরও সব সন্ধ্যার মতোই কি মনে হয়েছিল? কোনো অস্বাভাবিক কিংবা অপ্রাসঙ্গিক কিছুই কি আপনার চোখে পড়েনি?'

'অস্বাভাবিক কিছু?' ভ্রূকুটি করলেন মিসেস ক্লেটন। 'আপনি যখন বললেন যে, আমি—না, সেসব উধাও। তবে কিছু একটা—' তিনি আবার মাথা নাড়লেন। 'না। আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে, সেদিন সন্ধ্যায় অস্বাভাবিক কিছুই ঘটতে দেখা যায়নি। আমরা সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। প্রত্যেকেই মনে হয়েছিল আরামে আর সুখে ছিল।' এতে শিহরিত তিনি। 'আর সব সময়েই সেটা ভাবতে গিয়ে—'

পোয়ারো তাড়াতাড়ি হাত তুলে তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠল : 'ওসব কথা এখন আর ভাববেন না, এখন আপনাকে যা ভাবতে বলছি তাই শুনুন। আপনার স্বামীর সেদিন বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে জরুরী তলব পেয়ে স্কটল্যান্ডে যাওয়ার কথা ছিল, সে ব্যাপারে আপনি কতটুকু জানেন বলুন?'

'খুব বেশি নয়। শুনেছি আমার স্বামীর একটা জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে জমিটা বিক্রি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে আর তারপরেই হঠাৎ কিছু অপ্রত্যাশিত বাধা এসে পড়ে।'

'আপনার স্বামী এ ব্যাপারে ঠিক কি বলেছিলেন বলুন তো?'

'হাতে একটা তারবার্তা নিয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে। আমার যতদূর মনে পড়ে সে বলেছিল : 'এটা খুবই বিরক্তিকর। এডিনবার্গ যাওয়ার রাতের মেলট্রেন আমাকে আজ ধরতেই হবে। আর কাল সকালে সর্বপ্রথম জনস্টনের সঙ্গে দেখা করতে হবে...। কোনো কাজ বেশ ভালভাবেই চলছে জানার পর যদি কাউকে এই রকম একটা বাধার মুখোমুখি হতে হয়, সেটা খুবই খারাপ বলে মনে হয়।' তারপর সে বলে : 'ফোন করে ওদের বলে দেব তোমার কাছে আসার জন্যে?' আমি তখন তাকে বলি, 'ননসেন্স, আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারব।' তারপর সে আমাকে বলে, জোক ম্যাকলারেন কিংবা স্পেন্সেসরা বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করি, তার জিনিসপত্তর গোছগাছ করে দিতে হবে কিনা, সে তখন বলে সে নিজেই কিছু পোশাক একটা ব্যাগে পুরে নিয়ে ক্লাবে চলে যাচ্ছে, সেখানে তাড়াতাড়ি দু'-একটা স্ন্যাক খেয়ে নেবে ট্রেন ধরার আগে। তারপর সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আর জীবিত অবস্থায় তাকে সেই শেষবারের মতো দেখি।'

তাঁর শেষ কথাটা উচ্চারিত হওয়ার পর তাঁর কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ার মতো শোনালো।

পোয়ারো কিন্তু তাঁর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল।

'আচ্ছা, আপনার স্বামী কি সেই তারবার্তাটা দেখিয়েছিলেন?'

'না।'

'এ এক বড় দুঃখের বিষয়।'

'আপনি এরকম কথা বললেন কেন?'

পোয়ারো এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। বরং পরিবর্তে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল : 'এখন কাজের কথায় আসা যাক। মেজর রিচের সলিসিটরের পদে কে কাজ করছেন?'

সলিসিটরের নাম ও ঠিকানা নোট করিয়ে দিলেন মিসেস ক্লেটন।

'আপনি সেই সলিসিটরের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখে আমাকে দেবেন? তারপর আমি মেজর রিচের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করব।'

'জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে এক সপ্তাহ পুলিশ কাস্টোডিতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'স্বাভাবিক। পুলিশী ব্যবস্থা এরকমই হয়ে থাকে। কম্যান্ডার ম্যাকলারেন আর আপনার বন্ধু স্পেন্সেসদের উদ্দেশ্যেও চিঠি লিখে দেবেন? আপনার চিঠি নিয়ে ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। এটা খুবই জরুরী এই কারণে যে, খালি হাতে গেলে ওঁরা থোরাই দরজা খুলে দিয়ে আমাকে আহ্বান জানাবেন!'

তিনি যখন রাইটিং-ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো বলে উঠল :

'আর একটা ব্যাপার, আমি আমার নিজস্ব প্রভাব খাটাব, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি আপনার সহযোগিতাও চাই, বিশেষ করে কম্যান্ডার ম্যাকলারেন এবং স্পেন্স দম্পতিদের ওপর আপনাকে প্রভাব খাটাতে হবে।'

'জোক আমাদের পুরনো বন্ধুদের মধ্যে একজন। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম যাকে বলে শিশুর পর্যায়ে তখন থেকেই আমি তাকে জানি। হয়তো সে একটু রুক্ষ স্বভাবের লোক, কিন্তু সত্যি সত্যি সে একজন প্রিয় লোক। সব সময়েই এরকমই থাকে সে, এবং সব সময়েই তাকে বিশ্বাস করা যায়। হয়তো তাকে ঠিক স্বাভাবিক মানুষের পর্যায়ে ফেলা যায় না, তবে খুবই মজাদার লোক, কিন্তু শক্তির উৎস সে, আর্নল্ড আর আমি দু'জনেই বহুবার তার বিচারের ওপর আস্থা রাখতে পেরেছি।'

'আর তিনিও নিঃসন্দেহে আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, এই তো?' পোয়ারোর চোখে যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'ওহো হ্যাঁ,' খুশি হয়ে মারগারিটা বললেন, 'সব সময়েই সে আমাকে ভালবাসত, কিন্তু এখন সেটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।'

'আর স্পেন্সেরা?'

'ওরাও খুব মজাদার আর সঙ্গী হিসেবে খুবই ভাল। লিন্ডা স্পেন্স সত্যিই অত্যন্ত

চতুরা মেয়ে। তার সঙ্গে কথা বলে আর্নল্ড বেশ আনন্দ উপভোগ করতো। আর খুব আকর্ষণীয়া মেয়ে সে।'

'আপনারা বন্ধু?'

'লিন্ডা আর আমি? একদিক দিয়ে তা বলতে পারেন। তবে আমি তাকে সত্যি সত্যিই পছন্দ করি কিনা আমি নিজেই তা জানি না। জানেন মঁসিয়ে, সে খুবই বিদ্বেষপরায়ণ।'

'আর তাঁর স্বামী?'

'ওহো জেরেনির কথা বলছেন? ভারি চমৎকার মানুষ উনি। গান-বাজনায় খুবই অনুরাগী তিনি, আর ছবিতেও কম অনুরাগী নন তিনি। উনি আর আমি দু'জনে একসঙ্গে ছবির শো দেখতে যাই।'

'আহ্, খুব ভাল কথা, এরপর আমি না হয় নিজের চোখেই দেখব।' এরপর পোয়ারো তাঁর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে উঠল, 'মাদাম, আশাকরি আমার সাহায্য চাইতে আপনি দুঃখ প্রকাশ করবেন না।'

'কেন আমি দুঃখ প্রকাশ করতে যাব?' তাঁর চোখদুটি বিস্ফারিত হলো।

'কেউ কখনো আগে থেকে জানতেও পারে না, কিসে তার দুঃখ আর কিসেই বা তার সুখ হয়।' পোয়ারোর কথাটা কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হলো।

'আর আমি, আমি নিজেই তো জানি না', সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গিয়ে পোয়ারো নিজের মনেই কথাটা বলে উঠল। ককটেল পার্টি তখনো পূর্ণ উদ্দমেই চলছিল। কিন্তু পোয়ারো সেটা এড়িয়ে রাস্তায় এসে নামল।

'না,' সে আবার নিজের কথারই পুনরাবৃত্তি করল।

মারগারিটা ক্লেটনের কথাই চিন্তা করছিল সে।

সেটা স্পষ্টতই শিশুসুলভ সারল্য, সেটা নির্দোষিতা প্রমাণের অকপট স্বীকারোক্তি, সেটাই কি সব কিছু? নাকি ওটা মুখোস, আর মুখোসের আড়ালে অন্য কিছু লুকিয়ে আছে নাকি? মধ্যযুগীয় সময়ে এ ধরনের মহিলা অনেক দেখা যেত। এই সব মেয়েদের ইতিহাস কখনো ক্ষমা করতে পারেনি, তাদের কাজকর্মে সায় দিতে পারেনি। স্কটিশ রাণী মেরি স্টুয়ার্টের কথা ভাবল সে। তিনি কি জানতেন, কিরক্ ও' ফিল্ডসে সেদিন রাত্রে অমন একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে? নাকি তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ ছিলেন? ষড়যন্ত্রকারীরা কি তাঁকে কিছুই বলেনি? তিনি কি সেই সব শিশুদের মতো সারল্যে ভরা মহিলাদের মধ্যে একজন, যিনি বলেন, ''আমি জানি না'', আর সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য? পোয়ারো মারগারিটা ক্লেটনের কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু ওঁর সম্পর্কে সে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়।

এই সব মেয়েরা যদিও হাবভাবে নিজেদেরকে নির্দোষ হিসাবে জাহির করে থাকে, এরাই কিন্তু আবার অপরাধের কারণ হয়ে থাকে। এ ধরনের মেয়েরা অভিপ্রায় এবং পরিকল্পনায় নিজেদেরকে অপরাধী করে তুলতে পারে, যদিও কার্যক্ষেত্রে তারা তা করে না।

এক্ষেত্রে কারোর কোনো হাত ছিল না, যে হাতে ছুরি ধরা ছিল—
আর মারগারিটা ক্লেটনের প্রসঙ্গে, না, পোয়ারো কিছুই জানে না।

মেজর রিচের সলিসিটর খুব যে কাজে লাগবে সেরকম মনে হলো না এরকুল পোয়ারোর। আর তেমনটি আশাও করেনি সে।

যদিও তারা মুখে কিছু বলেনি, তবে আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, মিসেস ক্লেটন যদি তাঁদের মক্কেল মেজর রিচির পক্ষে কোনোরকম তৎপরতা না দেখান তাহলে খুবই ভাল হয়, তাঁদের মক্কেলের ভালর জন্যে এবং তাঁর স্বার্থে এটা অবশ্যই করা উচিত ওঁর।

এ কেসের যথার্থতা নিরুপণ করতেই পোয়ারোর যাওয়া মেজর রিচির সলিসিটরদের কাছে। স্বরাষ্ট্র অফিস এবং সি. আই. ডি'র সঙ্গে যথেষ্ট ভাল সম্পর্ক পোয়ারোর, তাই বন্দীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা তারা অনায়াসেই করে দিতে পারে।

ক্লেটন কেসের ইনচার্য ইন্সপেক্টার মিলার পোয়ারোকে ঠিক পছন্দ করে না। যাইহোক, এক্ষেত্রে সে কোনোরকমভাবেই তার বিরুদ্ধাচরণ করেনি কিংবা শত্রুতার মনোভাব প্রকাশ করেনি; কেবল সময়-সময় অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তার দিক থেকে।

'ওই বুড়ো লোকটার পিছনে অযথা সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই।' পোয়ারো তার মুখটা দেখাবার আগেই ইন্সপেক্টার মিলার তার সহকারী সার্জেন্টকে বলল।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, প্রথমেই আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, যদি আপনি এই কেসের জন্যে কিছু করতে চান, তাহলে সত্যি সত্যি আপনাকে আপনার টুপির ভেতর থেকে কিছু খরগোস টেনে বার করতেই হবে। হাসতে হাসতে বলল ইন্সপেক্টার মিলার। 'আপনাকে জানানোর জন্য আর একটা কথা বলে রাখি, রিচ ছাড়া মিস্টার আর্নল্ড ক্লেটনকে অন্য আর কেউই খুন করতে পারে না।'

'সাজভৃত্য ছাড়া।'

'ওহো, সাজভৃত্যের কথাই যখন তুললেন তখন তার প্রসঙ্গে আসছি। সম্ভাব্য সন্দেহের তালিকায় তার নামটাও উঠে আসে বৈকি! কিন্তু তার বিরুদ্ধে জোরালো তথ্য প্রমাণ কিছু পাবেন না সেখানে। তাছাড়া তার খুনের মোটিভই বা কোথায়?'

'আপনি এতো নিশ্চিত হতে পারেন না। তাছাড়া জানেন তো মোটিভ বড় কৌতূহলের ব্যাপার।'

'বেশ, তাহলে বলি শুনুন, ক্লেটনের সঙ্গে তার কোনো পরিচয় ছিল না। অতীতে সে যে কারোর কোনো ক্ষতি করেছে সেরকম কোনো রেকর্ডও নেই। আর তার মাথারও কোনো গোলমাল নেই, এদিক থেকে সে একেবারে সুস্থ, স্বাভাবিক। জানি না, আরও কি আপনি জানতে চান?'

'রিচ যে এই অপরাধ করেননি, আমার এই যুক্তির সূত্র আমি খুঁজে বার করতে চাই।'

'ওই ভদ্রমহিলাকে খুশি করার জন্য?' একটু দুষ্টুমি করার জন্যই বোধ হয় মিলার দাঁত বার করে হাসল। আমার মনে হয়, উনি আপনাকে প্রভাবিত করেছেন, অনেকটা সেই রকম, তাই নয় কি? আমি যতদূর বুঝেছি, ভদ্রমহিলার মধ্যে প্রতিহিংসা নেওয়ার একটা তাগিদ ছিল। জানেন, যদি ওঁর সুযোগ থাকতো তাহলে তিনি নিজেই এই অপরাধটা করে বসতেন।'

'না, না, তা কখনোই হতে পারে না!'

'আপনি শুনলে হয়তো অবাক হবেন, আমি একসময় এমনি এক মহিলাকে জানতাম। সে তার নিরপরাধ ছলাকলাহীন নীল দুটি চোখের চাহনি ব্যতিরেকেই বেশ কয়েকজন স্বামীকে তাঁদের স্ত্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে তাদের সম্মোহিত করতে পেরেছিল। প্রত্যেক স্বামীই ভগ্ন-হৃদয় হয়ে পড়ে সেই মহিলার সংস্পর্শে এসে। এর ফলে তাদের স্ত্রীরা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে পড়ে। এটা কি সেই মহিলার পক্ষে ঘোরতর অপরাধ নয়, অন্যায় নয়? কিন্তু মুশকিল কি জানেন মঁসিয়ে, এই সব অপরাধীদের হাতে-নাতে ধরা খুবই কঠিন কাজ। জুরিরা যদি হাফ-চান্সও পেতো তাহলে তারা তাকে অভিযুক্ত করে ছাড়ত, যা তাদের ছিল না, লক্ষ্য-প্রমাণ কার্যত লৌহ-যবনিকার আড়ালে চলে গেছল।'

এখানে একটু থেমে ইন্সপেক্টার মিলারের প্রতিক্রিয়া বুঝতে তার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে পোয়ারো এবার কাজের প্রসঙ্গে এলো। 'ভাল কথা বন্ধু, আমার একান্ত অনুরোধ আর কোনো তর্ক-বিতর্ক নয়, এখন একটু কাজের প্রসঙ্গে আসা যাক। মেজর রিচি সম্পর্কে একটু আগে আমার বলিষ্ঠ মতবাদের জের টেনে আমি এখন কিছু বিশ্বাসযোগ্য বিস্তারিত ঘটনা জানতে চাই। খবরের কাগজে যা ছাপানো হয় সে সবই খবর, কিন্তু সব সময়ে সেগুলো সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় না!'

'সত্য-মিথ্যা মেশানো খবর ছাপিয়ে তারা বাজার গরম করে নিজেরা আনন্দ উপভোগ করতে চায়, এছাড়াও তাদের একটা ব্যবসায়িক দিকের একটা ব্যাপার থেকে যায়। যাইহোক, আপনি কি জানতে চান বলুন?'

'মৃত্যুর একেবারে সঠিক সময়। অর্থাৎ আর্নল্ড ক্লেটন ঠিক ক'টার সময় মারা যান?'

'একেবারে সঠিক সময় রক্ষা সম্ভব নয়, কারণ পরের দিন সকালের আগে মৃতদেহ পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তবে আন্দাজ মতো বলা যায়, ওঁর মৃত্যু হয় আগের দিন সন্ধে সাতটা থেকে রাত দশটার মধ্যে। ঘাড় বা গলার শিরায় ছুরি জাতীয় অস্ত্র দিয়ে বিদ্ধ করা হয়েছে তাঁকে। এ অবস্থায় তাঁর কাছে মৃত্যু একটা মুহূর্ত মাত্র।'

'আর অস্ত্রটা? কি ধরনের ছিল?'

'ইতালীয় স্টিলেটো ধরনের অস্ত্র, খুবই ছোট, তবে সেটা ক্ষুরধার বলা যায়। এটা যে কোথ্থেকে এসেছে কেউ জানে না, আগে কখনো সেটা দেখেওনি কেউ। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত আমরা ঠিকই জানতে পারব। এখন শুধু একটু ধৈর্য ধরে সময়ের অপেক্ষা করতে হবে।'

'ঝগড়ার সময় এটা খুনী তার হাতে তুলে নেয়নি তো?'

'সাজভৃত্য বলেছে, ওরকম কোনো অস্ত্র ফ্ল্যাটে ছিল না।'

এখন সেই তারবার্তার ব্যাপারে আমার খুবই আগ্রহ রয়েছে', পোয়ারো বলল। 'সেই তারবার্তায় আর্নল্ড ক্লেটনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্কটল্যান্ডে যেতে বলা হয়েছে...সেই জরুরী পরোয়ানাটা কি খাঁটি সত্য?'

'না। সেখানে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনোরকম শরিকী ঝামেলা নেই। জমি হস্তান্তর কিংবা অন্য যা কিছুই হোক না কেন সে সবই আইন মাফিক স্বাভাবিকভাবেই এগোচ্ছে, ব্যস্ততার কোনো কারণ নেই।'

'তাই যদি হয়, তাহলে সেই তারবার্তাটা কেই বা পাঠাল? ধরে নিলাম সেদিন একটা তারবার্তা সত্যি সত্যিই এসেছিল। কিন্তু প্রেরক কে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই একটা তারবার্তা এসেছিল...তবে তাই বলে এই নয় যে, মিসেস ক্লেটনকে আমাদের বিশ্বাস করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু ক্লেটন আবার মেজর রিচের সাজভৃত্যকে বলেছিলেন, তারবার্তা মারফত তাঁকে স্কটল্যান্ডে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তিনি আবার কম্যান্ডার ম্যাকলারেনকেও ওই একই কথা বলেছিলেন।'

'কখন তিনি কম্যান্ডার ম্যাকলারেনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?'

'তা প্রায় সোয়া-সাতটা নাগাদ ওঁরা ওঁদের ক্লাব কমবাইন্ড সার্ভিসেসে দু'জনে একসঙ্গে কিছু স্ন্যাক্স খেয়েছিলেন। তারপর রিচের ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্য ক্লেটন একটা ট্যাক্সি ভাড়া করেন এবং ঠিক আটটায় সেখানে পৌঁছে যান।' তারপর মিলার তার ট্রাউজারের পকেট থেকে হাত বার করে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'সেদিন সন্ধ্যায় রিচের আচরণে অস্বাভাবিক কিছু কেউ কি দেখেছিল?'

'ওহো ভাল কথা, এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত লোকেরা কেমন হয় জানেন তো। যখন কোনো ঘটনা ঘটে, লোকেরা তখন মনে করে তারা অনেক কিছুই দেখেছে। কিন্তু আমি বাজী ধরে বলতে পারি, তারা আদৌ কিছুই দেখেনি। এবার মিসেস স্পেন্সের কথা ধরা যাক, তিনি তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন, কি কারণে কে জানে তিনি নাকি সারাটা সন্ধ্যা আনমনা ছিলেন। আসল প্রসঙ্গে তিনি কোনো উত্তরই দিলেন না। মেজর রিচের যদিও কিছু বলার ছিল, যা আমি বাজী ধরে বলতে পারি, অবশ্য যদি উনি মৃতদেহটা সেই সিন্দুকের ভেতরে রেখে থাকেন, তিনি তখন হয়তো অবাক হয়ে ভাবছিলেন, কি করে মৃতদেহের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।'

'মৃতদেহের হাত থেকে রেহাই পাওয়া মানে সেটা সরিয়ে ফেলা। তা তিনি সেটা সরিয়ে ফেললেন না কেন?'

'এ ব্যাপারে আমিও খুব বিস্মিত। তবে আমার অনুমান উনি সম্ভবত নার্ভাস হয়ে পড়েন। তবু আমি বলব, পরের দিন পর্যন্ত মৃতদেহ ফেলে রাখা পাগলামো ছাড়া আর

কি হতে পারে? মৃতদেহ হাফিজ করার পক্ষে সেই রাত্রিটাই ছিল সবচেয়ে ভাল সুযোগ। নাইট পোর্টারের আনাগোনার বালাই ছিল না। গাড়ি তাঁর গ্যারেজেই ছিল, কেবল প্রয়োজন ছিল আর্নল্ড ক্লেটনের মৃতদেহ প্যাক করে গাড়ির বুটে তোলা। তারপর গাড়ি চালিয়ে শহরের বাইরে কোথাও গাড়ি থামিয়ে কাজ হাঁসিল করা। মৃতদেহ গাড়িতে তোলার সময় তাঁকে হয়তো কেউ দেখে ফেলতে পারে বলে তাঁর মনে হয়ে থাকবে। কিন্তু আবার এও মনে রাখতে হবে, তাঁর ফ্ল্যাটটা একেবারে রাস্তার ধারে, আর ফাঁকা কোর্টইয়ার্ড দিয়ে গাড়ি চালিয়ে তিনি বেরিয়ে যেতে পারতেন ধরুন মাঝ রাত তিনটের সময়। তখন অন্য সব ফ্ল্যাটের কারোর জেগে থাকার কথা নয়, তাই তাঁকে দেখে ফেলার সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দেওয়া যায়। তাই বলছি, একটা খুব ভাল সুযোগ ছিল তাঁর। আর তাঁকে কি করতে হতো দেখুন? ফিরে এসে সোজা বিছানায় শুয়ে পড়তেন, পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমতেন। ঘুম ভেঙে গেলে দেখতেন ফ্ল্যাটে পুলিশের আগমন ঘটেছে!'

'তিনি বিছানায় গেলেন এবং নিরীহ মানুষের মতো হয়তো ভালভাবে ঘুমিয়েও ছিলেন, এই হলো আমার বিশ্লেষণ।'

'আপনি ব্যাপারটা এইভাবে দেখতে চান? কিন্তু সত্যি সত্যি আপনি কি নিজে তা বিশ্বাস করেন?'

'আমি যতক্ষণ না নিজের চোখে সেই মানুষটিকে দেখছি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশ্নটা না হয় মুলতুবিই রাখছি।'

'ধরুন সেই মানুষটির সঙ্গে আপনার দেখা হলো তখন কি তাঁকে আপনার নিরীহ নির্দোষ বলেই মনে হবে? মানুষ চেনা অত সহজ নয়।'

'আমি জানি সেটা সহজ নয়, আর আমি যে সেটা পারি বলে জাহির করার মতো তেমন দুঃসাহসও আমার নেই। আমি এ ব্যাপারে মনঃস্থির করতে চাই, এই লোকটিকে যেমন মনে হয়, তিনি কি তেমনি মূর্খ, বোকা?'

সেদিন সেই সান্ধ্য পার্টিতে হাজির থাকা প্রতিটি লোকের সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত চার্লস রিচের সঙ্গে দেখা করার কোনো ইচ্ছেই নেই পোয়ারোর।

অতএব কম্যান্ডার ম্যাকলারেনকে দিয়েই প্রথম শুরু করল সে।

ম্যাকলারেন দীর্ঘদেহী, গায়ের রঙ কালো, এবং একটু চাপা স্বভাবের লোক। মুখটা অমসৃণ হলেও দেখতে বেশ ভালই। একটু লাজুক প্রকৃতিরও বটে, সহজে তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায় না। কিন্তু পোয়ারো যেভাবেই হোক তাদের আলোচনা চালু রাখল।

তাছাড়া মারগারিটার চিঠিটা দেখার পর তিনি প্রায় সহজভাবেই কথা বলতে শুরু করলেন :

'ঠিক আছে, মারগারিটা যদি আপনাকে বলার জন্য আমাকে বলে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার সাধ্যমতো সব বলব। যদিও আমি জানি না ঠিক কি বলতে হবে আমাকে। যাইহোক, আমার মনে হয় আপনি ইতিমধ্যে কিছু জেনে গেছেন। কিন্তু

মারগারিটা যখনই চেয়েছেন আমি সব সময়েই তাঁর ইচ্ছেমতো কাজ করেছি। ওঁর ষোলো বছর বয়স থেকেই আমি ওঁর আজ্ঞাবাহক হয়ে আছি। জানেন, ওঁর একটা নিজস্ব পথ আছে, যে পথ দিয়ে উনি নিজের খুশিমতো চলতে পারেন।'

'জানি', উত্তরে বলল পোয়ারো। 'প্রথমেই আমি আমার একটা প্রশ্নের অকপট উত্তর জানতে চাই আপনার কাছ থেকে। মেজর রিচ দোষী বলে আপনি কি মনে করেন?'

'হ্যাঁ, আমি মনে করি। মেজর রিচ নির্দোষ এই মর্মে যদি মারগারিটা মনে করে থাকেন, তাহলে আমি আগ বাড়িয়ে আমার এই ব্যক্তিগত মতামত তাঁকে অবশ্যই জানাতে যাব না। কিন্তু এ ছাড়া আমি এর বিকল্প কিছু তো আর ভাবতেই পারি না। যাকগে ছেড়ে দিন অন্যের ধারণার কথা, কে কি মনে করল তা নিয়ে ভাবলে চলবে না। আমার মতে, আমি আবার বলছি, এই লোকটি দোষী বলে অবশ্যই সাব্যস্ত হওয়া উচিত।

'আমার আর একটা প্রশ্ন হলো, মেজর রিচ এবং মিস্টার ক্লেটনের মধ্যে কোনো খারাপ মনোভাব ছিল কি?'

'না, কোনোভাবেই নয়। কারণ আমি যতদূর জেনেছি এবং দেখেছি, ওঁরা দু'জন সবচেয়ে ভাল বন্ধু। আর এই কারণেই সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অভূতপূর্ব বলে মনে হয়েছে আমার।'

'সম্ভবত মেজর রিচের সঙ্গে মিসেস ক্লেটনের অন্তরঙ্গতা আর বন্ধুত্ব পাতানোর জন্য আজ ব্যাপারটা শুধুই অভূতপূর্বই নয়, ঈর্ষা প্রকাশ করার মতোই। তাছাড়া—'

পোয়ারোর কথায় বাধা দিয়ে মিস্টার ম্যাকলারেন বলে উঠলেন, 'ফুঃ! সব বাজে কথা। সমস্ত খবরের কাগজগুলো অত্যন্ত চতুরভাবে এ ধরনের মিথ্যে ইঙ্গিত দিয়ে গেছে...চুলোয় যাক এ সব কটাক্ষ! মিস্টার ক্লেটন এবং রিচ দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, আর এ সবই যথেষ্ট। মারগারিটার অনেক বন্ধু, মানে পুরুষ বন্ধু আছে। আমিও তো ওঁর এক বন্ধু, বহু বছর ধরে আমাদের এই বন্ধুত্বের জের চলে আসছে। আর এ সম্পর্কে সারা পৃথিবীকে হৈ চৈ করে জানাবার কিছু নেই। চার্লস এবং মারগারিটা সম্পর্কেও আমার এই একই বক্তব্য।

'তাহলে ওঁদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিল বলে আপনি মনে করেন না?'

'অবশ্যই নয়!' ম্যাকলারেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন। 'তাই আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ওই হিংসুটে বিড়াল স্পেন্স মহিলার কোনো কথা শুনবেন না। উনি যা খুশি বলতে পারেন।'

'কিন্তু আমার মনে হয় সম্ভবত মিস্টার ক্লেটন তাঁর স্ত্রী এবং মেজর রিচের মধ্যে সম্পর্কটা সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন।'

'আপনি কার কাছ থেকে কি শুনেছেন জানি না, তবে আমার কাছ থেকে আপনি জানতে পারেন, না, উনি সেরকম কোনো সন্দেহই প্রকাশ করেননি। সেরকম কিছু থাকলে আমি অবশ্যই জানতে পারতাম। আর্নল্ড আর আমরা খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম।'

'তাহলে উনি কি ধরনের লোক ছিলেন আপনি তো ভালই বলতে পারবেন।'

'খুবই শান্ত প্রকৃতির লোক ছিল সে। আমার বিশ্বাস কিন্তু সে খুবই চালাক আর অসাধারণ মেধাবী ছিল। ওরা বলতো, তার আর্থিক চিন্তা-ভাবনা ছিল প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে। জানেন, ট্রেজারিতে উচ্চপদে কাজ করতো সে।

'আমিও তাই শুনেছি।'

'তার পড়াশোনাও যথেষ্ট ছিল। তার সংগ্রহশালায় অনেক নামী-দামী ডাক-টিকিট ছিল। গান-বাজনা ছিল তার খুবই প্রিয়। নাচ সে করতো না, আর বাইরে কোথাও যাওয়া সে পছন্দ করতো না।'

'ওঁর বিবাহিত জীবন সুখের ছিল বলে কি আপনার মনে হয়?'

উত্তরটা ম্যাকলারেনের মুখ থেকে খুব একটা তাড়াতাড়ি এলো না। ওঁর মুখের ভাব দেখে মনে হলো, এ ব্যাপারে উনি যেন ধাঁধায় পড়ে গেছেন। অবশেষে উনি বললেন, 'আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন।...হ্যাঁ ঠিক তাই। তবু আপাতদৃষ্টিতে আমার মনে হয় ওরা সুখীই ছিল। সে তার স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট অনুগত ছিল। আর সে তার স্ত্রীর খুবই প্রিয় ছিল। আপনি হয়তো ভাবছেন, আজ সে জীবিত থাকলে ওদের মধ্যে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী ছিল, না, মোটেই তা নয়। সম্ভবত অনেক ব্যাপারে তাদের মধ্যে তেমন মিল ছিল না, কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, সেই কারণে তারা পরস্পর পরস্পরকে ছেড়ে যাবার মতলব করছিল।'

পোয়ারো মাথা নাড়ল। তার মুখের হাবভাব দেখে মনে হলো, তার যা জানার ছিল তা জানা হয়ে গেছে। এবার সে বলল, 'এখন আপনাদের সেই সান্ধ্য বৈঠকের কথা বলুন। মিস্টার ক্লেটন তো আপনার সঙ্গে নৈশভোজ সেরেছিলেন। তখন তিনি আপনাকে কি বলেছিলেন?'

'তাকে যে স্কটল্যান্ডে যেতে হবে, কথাটা সে প্রথমে আমাকেই বলেছিল। এ ব্যাপারে তাকে খুবই বিরক্ত দেখাচ্ছিল। ভাল কথা, আমরা কিন্তু প্রকৃত নৈশভোজ যাকে বলে সেরকম কিছু সারিনি। কারণ সেই রকম সময় তখন হাতে ছিল না তার। স্রেফ কিছু স্যান্ডুইচ আর ড্রিঙ্ক। তবে আমি কেবল জলপথে গেছলাম, অর্থাৎ স্রেফ ড্রিঙ্ক। মনে রাখবেন, মেজর রিচের ফ্ল্যাটে আমাদের সান্ধ্য-নৈশভোজের আমন্ত্রণ ছিল।'

'জানি।' এখানে একটু থেমে পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, মিস্টার ক্লেটন কি কোনো তারবার্তার কথা উল্লেখ করেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আসলে উনি আপনাকে সেই তারবার্তাটা দেখাননি, এই তো?'

'না, দেখাননি।'

'উনি যে মেজর রিচের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, সে কথা কি মিস্টার ক্লেটন আপনাকে বলেছিলেন?'

'না, অবশ্যই নয়। বস্তুত তার হাতে যে সময় ছিল না স্পষ্ট করেই সে কথা বলেছিল

সে আমাকে। সে আরও বলেছিল, ''মারগারিটা এ ব্যাপারে তোমাকে সব খুলে বলবে।'' তারপর সে বলেছিল, ''দেখো, সে যেন পার্টি থেকে ঠিকমতো বাড়ি ফিরে যায়, দেখবে না?'' তারপর সে চলে যায়। এ সবই প্রায় স্বাভাবিক আর সহজ ব্যাপার।'

'সেই তারবার্তাটা যে আসল ছিল না এ ব্যাপারে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না তো?'

'তাই কি?' কম্যান্ডার ম্যাকলারেনকে বিস্ময়ে চমকে উঠতে দেখা গেল।

'আপাতদৃষ্টিতে তাই।'

'খুবই অদ্ভুত...' কম্যান্ডার ম্যাকলারেন এখানে একটু নীরব থেকে হঠাৎ আবার বলে উঠল : 'কিন্তু সত্যি সত্যিই সেটা বড় অদ্ভুত। মানে আমি বলতে চাইছি যে, কোন সূত্রে কেউ তাকে স্কটল্যান্ডে পেতে চায়?'

'অবশ্যই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দরকার।'

এরপর এরকুল পোয়ারো চলে এলো সেখান থেকে। কম্যান্ডার ম্যাকলারেনকে তখনও বিহ্বল হয়ে বসে থাকতে দেখা গেল।

স্পেন্সেস দম্পতি থাকেন চেলসীতে।

লিন্ডা স্পেন্স খুব খুশি হয়ে পোয়ারোকে অভ্যর্থনা জানালো।

'বলুন, আমাকে বলুন', লিন্ডা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বললেন, 'মারগারিটার ব্যাপারে সব কিছু খুলে বলুন আমাকে! ও এখন কোথায়?'

'দুঃখিত মাদাম, সেটা বলার মতো স্বাধীনতা আমার নেই।'

'ঠিক আছে, ও তাহলে নিজেই আত্মগোপন করে আছে! এই সব ব্যাপারে মারগারিটা খুবই চালাক। তবে আমি আপনাকে এও বলে রাখছি মঁসিয়ে, আমার ধারণা ও যতই লুকিয়ে থাকুক না কেন, একদিন বিচারের সময় সাক্ষ্য দেবার জন্য ডাক ওর ঠিক পরবেই। ও কখনোই চিরদিনের মতো নিজেকে এ কেসের বাইরে রেখে দিতে পারবে না।'

লিন্ডার দিকে পোয়ারো গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকাল, ওঁকে ভাল করে যাচাই করে দেখার জন্য। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত একটু বুঝি বা অসন্তুষ্ট হয়েই বিড়বিড় করে নিজের মনেই বলে উঠল সে, আধুনিক স্টাইলে মেয়েটি রীতিমতো আকর্ষণীয়া। (এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, পেট ভরে বুঝি খেতেও পান না উনি)। সে যে ওঁর প্রশংসা করছে তা নয়। শিল্পীসুলভ মনোভাব নিয়ে লিন্ডা এমনভাবে চুলগুলো এলোমেলো করে রেখেছিলেন যে, ওঁর মুখের খুচরো চুলগুলো একটা অদ্ভুত ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছিল। একটা আলাদা শ্রী এনে দিয়েছিল। চোরা-চোখের একজোড়া চাহনি দিয়ে পোয়ারোকে লক্ষ্য করছিলেন তিনি। ওঁর পরনে ফিকে-হলুদ রঙের বেঢপ একটা সোয়েটার, যা কিনা হাঁটুর নিচে পর্যন্ত নেমে গেছে। এবং কোমরের নিচে কালো রঙের আঁটো ট্রাউজার।

'এ সবের মধ্যে আপনার ভূমিকা কি?' মিসেস স্পেন্স জানতে চাইলেন : 'যে ভাবেই হোক এই গোলমেলে কেস থেকে ওঁর বয়-ফ্রেন্ডকে উদ্ধার করা, খুনের অভিযোগ থেকে ওঁকে মুক্ত করা, এই তো? আহা, কি উচ্চাশা?'

'তাহলে আপনি কি মনে করেন মেজর রিচ অপরাধী?'

'অবশ্যই। উনি ছাড়া আর কেই বা হতে পারে?'

পোয়ারো ভাবল, এটা একটা বড় প্রশ্ন। যাইহোক, সেটা এড়িয়ে সে অন্য আর একটা প্রশ্ন করল।

'সেই অভিশপ্ত সন্ধ্যায় মেজর রিচকে আপনার কিরকম মনে হয়েছিল? স্বাভাবিক? কিংবা স্বাভাবিক নয়, অর্থাৎ অস্বাভাবিক?'

লিন্ডা স্পেন্স পোয়ারোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

'না, উনি নিজে নন। উনি একটু আলাদা—'

'কিভাবে, আলাদা মানে?'

'এই ধরুন যদি আপনি ঠাণ্ডা মাথায় সবেমাত্র কাউকে ছুরিবিদ্ধ করে আসেন তখন আপনাকে যেরকম দেখাবে—'

'কিন্তু তিনি যে সবেমাত্র ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকে ছুরিবিদ্ধ করে এসেছিলেন জানলেন কি করে, আপনি কি ঠিক তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন?'

'না, অবশ্যই না।'

'তাহলে আপনি কিভাবেই বা "একটু আলাদা" বলে মনে করলেন? সব কিছু ভাবার পিছনে একটা না একটা যুক্তি তো থাকেই। তাই কোন্ যুক্তিতে আপনি—'

'বেশ তাহলে শুনুন, আমি ওঁকে কেমন যেন একটু আনমনা দেখেছিলাম তখন। তবে আমি জানি না, ওটা আমার দেখার ভুল কিনা। কিন্তু পরে ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখে আমি একটা স্থির সিদ্ধান্তে এলাম, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু একটা আছে।'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর স্বাভাবিক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে প্রথম মেজর রিচের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন?

'আমরা, জিম আর আমি। তারপর জোক, আর সব শেষে এলেন মারগারিটা।'

'মিস্টার ক্লেটনের স্কটল্যান্ডে যাওয়ার খবরটা প্রথম কখন উল্লেখ করা হয়?'

'মারগারিটা যখন আসেন। তিনি চার্লসকে বলেন, "আর্নল্ড ভয়ঙ্করভাবে দুঃখিত। আজ রাতের ট্রেনে তাকে এডিনবার্গে যেতে হচ্ছে। আর চার্লস বলে : ওহো, সেটা খুবই খারাপ।" আর তারপর জোক বলে : 'দুঃখিত। ভাবলাম, আপনি বুঝি ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন।' আর তারপর আমরা সবাই সুরাপান করি।'

'সেদিন সন্ধ্যায় মিস্টার ক্লেটনকে যে মেজর রিচ সেখানে দেখেছিলেন, তিনি কিন্তু কখনোই সেটা উল্লেখ করেননি। আর মিস্টার ক্লেটন যে স্টেশনে যাওয়ার পথে সেখানে গেছলেন, তিনি নিজেও কখনো বলেননি।'

'আমিও শুনিনি।'

'এটা খুবই অদ্ভুত তাই না', পোয়ারো বলল, 'মানে আমি সেই তারবার্তার কথা বলছি!'

'অদ্ভুত কিসের?'

'আসলে সেটা একটা নকল। এডিনবার্গের কেউই এ ব্যাপারে কিছুই জানে না।

'তাহলে এই! আমি অবাক হয়েছিলাম সেই সময়।'

'তারবার্তাটার ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণা হয়েছিল?'

'আমি বলব, নেহাতই এটা চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া।'

'আপনি ঠিক কি বলতে চান বলুন তো?'

'প্রিয় মঁসিয়ে,' লিন্ডা বলল, 'ভালমানুষের ভান করবেন না। অপরিচিত ধোঁকাবাজ কেউ ভদ্রমহিলার স্বামীকে তাঁর পথ থেকে সরিয়ে দেয়! যেভাবেই হোক, সেই রাত্রিটা তার পথ যেন পরিষ্কার থাকে, প্রয়োজনে পথে কাঁটা থাকলে সেটা সরিয়ে দিতে হবে!'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, মেজর রিচ আর মিসেস ক্লেটন সেই রাতটা একসঙ্গে কাটানোর পরিকল্পনা করেছিলেন?'

'আপনি সেরকম কিছু শোনেননি, শোনেননি আপনি?' লিন্ডা এমনভাবে পোয়ারোর দিকে তাকাল, দেখে মনে হলো সে যেন ব্যাপারটা বেশ মজা করে উপভোগ করছে?'

'আর তারবার্তাটা পাঠিয়েছিল তাদের মধ্যেই কেউ একজন।'

'হলেও সেটা আমাকে বিস্মিত করবে না।'

'আপনি কি মনে করেন, মেজর রিচ আর মিসেস ক্লেটনের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল?'

'তাহলে আমিও বলব, ওঁদের মধ্যে যদি এরকম একটা সম্পর্ক থেকেও থাকে আমি কিন্তু তাতে একটুও বিস্মিত হব না। তবে সত্যি কথা বলতে কি আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

'মিস্টার ক্লেটন কি সন্দেহ করেছিলেন?

'আর্নল্ড একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বতোভাবে বোতলবন্দী হয়ে গেছলেন, আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলব, আমার মনে হয় যে, তিনি জানতেন। কিন্তু তিনি এমনি ধরনের মানুষ ছিলেন, যিনি কখনো কোনো গোপন কথা ফাঁস করে দিতেন না। ওঁর এমন ভাবভঙ্গি দেখে অনেকেই ধরে নিতে পারতেন যে, উনি একজন রসকসহীন একটি মানুষ। কিন্তু আমি একেবারে নিশ্চিত, ওঁকে অতটা ছোট করে ভাবা ঠিক নয়, বরং ওঁর জ্ঞান খুব টনটনে, ওঁর সেই ভালমানুষির পিছনে কোনো রূঢ় ভাব ছিল না তো? আতঙ্কের ব্যাপার কি জানেন, আর্নল্ড যদি উল্টে চার্লসকে ছুরিবিদ্ধ করতো তাহলে আমি কম বিস্মিত হতাম। আমার কি ধারণা জানেন, আর্নল্ড সত্যি সত্যি একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন।'

'তাই নাকি? ব্যাপারটা তাহলে খুবই আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে!'

'যদিও এরকম একটা সম্ভাবনা ছিল, এটাও আবার সত্যি যে, মারগারিটাকেও সেরকমই তিনি করতে পারতেন। ওথেলোর মতো আর কি। আপনি কি জানেন, পুরুষদের ওপর ওঁর এক অভূতপূর্ব প্রভাব খাটাবার ক্ষমতা আছে?'

'উনি দেখতে খুবই সুন্দরী', পোয়ারো যেন একটু বাড়িয়েই তাঁর রূপের প্রশংসা করে বসল।

'তার থেকেও বেশি কিছু হবে। তার মধ্যে বিশেষ কিছু একটা ছিল যা অন্য মেয়েদের মধ্যে নেই। তার রূপ ও যৌবন দিয়ে পুরুষদের এমনি সে উত্তেজিত করে তোলে যে, তারা সবাই তার জন্য পাগল হয়ে যায়, তাকে একা পাওয়ার জন্য বুঝি বা সে তার অন্য সব প্রতিদ্বন্দ্বীদের তার পথ থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করতো। এবং তাদের বিস্মিত করে দিয়ে এমন বিস্ফারিত চোখে তাকাত যে, তারা অস্থিরমতি এবং বুদ্ধিহীন হয়ে পড়তো অচিরেই।

'নারীঘটিত বিপদ...'

'সম্ভবত সেটা বিদেশী কোনো শব্দ, 'নারীঘটিত....'

'আপনি তাঁকে বেশ ভাল করেই জানেন, তাই না?'

'প্রিয় মঁসিয়ে, ভুলে যাবেন না সে আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু, তবুও আমি তাকে একটুও বিশ্বাস করি না।'

'আহ্!' এই বলে পোয়ারো কম্যান্ডার ম্যাকলারেনের প্রসঙ্গে চলে এলো। বিষয়টা কম্যান্ডার ম্যাকলারেন পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে যায় পোয়ারো।

'জোক? সে খুবই পুরনো ও বিশ্বাসী বন্ধু। সে একজন প্রিয়পাত্র। এই পরিবারের বন্ধু হওয়ার জন্যেই যেন তার জন্ম। সে আর আর্নল্ড সত্যিই খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার মনে হয় অন্যদের থেকেও তার সঙ্গে তিনি অনেক বেশি অমায়িক ব্যবহার করতেন। আবার সে যে মারগারিটার পোষা বিড়ালের মতো, তা অস্বীকার করা যায় না। বেশ কয়েক বছর ধরে সে তাঁর প্রতি অনুরক্ত।'

'আর মিস্টার ক্লেটন জোকের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাকাতর, তাই তো?'

'জোকের জন্য ঈর্ষাকাতর? কি অদ্ভুত ধারণা! হয়তো মারগারিটা সত্যি সত্যি স্নেহ করে, তাকে ভালবাসে, কিন্তু কখনোই তাকে অন্যভাবে প্রশ্রয় দেয়নি। সেরকম বদ মতলব কখনো সে তার মনেই আনেনি। আমি মনে করি না সত্যি সত্যি কখনো কেউ সে রকম উদ্ভট চিন্তা মাথায় আনতে পারে। এটা যে একটা নির্লজ্জ মনোভাব, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জোক যে কত ভাল তা ভাবা যায় না।'

পোয়ারো এবার তার চিন্তাধারা সাজভৃত্যের খাতে বইতে দিল। কিন্তু পোয়ারো প্রথমে অস্পষ্টভাবে সাজভৃত্যের কথা বলার আগে পর্যন্ত মনে হয় লিন্ডার বারজেস সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণাই ছিল না, নেহাতই তাকে দু'-একবার চোখের দেখা দেখা ছাড়া।

কিন্তু তার নাম শোনামাত্র লিন্ডার মনের আকাশে দ্রুত একটা অস্পষ্ট কালো মেঘের ছায়া পড়তে দেখা গেল।

'আমার মনে হয়, হয়তো আপনি এখন ভাবছেন, চার্লসের মতো সেও অতি সহজেই আর্নল্ডকে হত্যা করতে পারে? কিন্তু আমার কাছে এটা পাগলামো ছাড়া আর কিছু নয় বলেই মনে হয়।'

'মাদাম, আপনার এই মন্তব্য আমাকে হতাশায় ফেলে দিল। কিন্তু এরপর এর থেকে

আমার মনে হচ্ছে (যদিও সম্ভবত আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন না), এটা আপনার ভাষায় পাগলামো বলে মনে হলেও তাই বলে এই নয় যে, মেজর রিচই আর্নল্ড ক্লেটনকে হত্যা করেছেন। তাই এর বিকল্প হিসেবে আমি আবার বলছি, মেজর রিচ যে ভাবে তাকে খুন করেছেন বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, ঠিক সেই ভাবেই বারজেসও তাঁকে খুন করতে পারে।'

'স্টিলেটো দিয়ে? হ্যাঁ, হত্যার ধরণ দেখে মনে হয় এর সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। বরং কোনো ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে হত্যা করার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিংবা গলা টিপে শ্বাসরোধ করেও তাঁকে হত্যা করা হতে পারে, আর সে সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আমরা এখন ওথেলোর প্রসঙ্গে ফিরে আসি। হ্যাঁ ওথেলো...এই ওথেলোর প্রসঙ্গ তুলে আপনি আমাকে একটা ধারণার আভাস দিয়ে রেখেছেন।'

'কি বললেন? আমি, আমি দিয়েছি নাকি?'

এই সময় ল্যাচ-কীর একটা শব্দ শোনা গেল। আর তারপরেই দরজা খুলে গেল। এবং জেরেসিকে ঘরে ঢুকতে দেখা গেল। আর তাকে দেখেই লিন্ডা বলে উঠল, 'ওহো, এই তো জেরেসি এসে গেছে। তা তুমিও কি মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারোর সঙ্গে কথা বলতে চাও?'

জেরেসি স্পেন্স দেখতে বেশ সুপুরুষ। বয়স আনুমানিক তিরিশ বছর হবে, চটপটে ছিমছাম চেহারা, পরনে কালো পোশাক। মিসেস স্পেন্স এই সময় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এখন তাঁকে রান্নাঘরে গিয়ে রান্নার তদারকি করতে হবে। এই বলে তিনি তার স্বামী ও পোয়ারোকে রেখে দিয়ে চলে গেলেন সেখান থেকে।

মিসেস স্পেন্স যেভাবে পোয়ারোর কাছে অকপট স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন জেরেসি স্পেন্স তার ধারে কাছে গেলেন না। এই কেসে লিন্ডা স্পেন্স-এর জড়িয়ে পড়াটা তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়, এবং মন্তব্যগুলো তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গেই করলেন যা কিনা মোটেই তথ্যপূর্ণ নয়। কিছুদিন থেকে তাঁরা ক্লেটনদের জানলেও রিচ পরিবারদের সঙ্গে খুব একটা ভাল পরিচয় ছিল না তাঁদের। তাঁর যতদূর মনে পড়ে সেদিন সন্ধ্যায় মেজর রিচকে সম্পূর্ণভাবেই স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। ক্লেটন এবং রিচের মধ্যে সব সময়েই একটা ভাল সম্পর্ক ছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই এ কেসের পরিপন্থী, অকারণ, কাউকেই দায়ী করা যায় না।'

পোয়ারোর সঙ্গে সারাক্ষণ আলোচনায় জেরেসি ভদ্রভাবে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে ভুলছিলেন না, উনি চান পোয়ারো সেখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাক। জেরেসি আবার এ কথা বলতেও ভুললেন না, তিনি একজন ভদ্র নাগরিক, এর বেশি কিছু না, আর তাঁকে কাজ করে খেতে হয়, তাঁর কাছে সময়ের দাম অনেক।'

জেরেসির মনোভাব বুঝতে বেশি দেরী হয় না, পোয়ারোর মতো বুদ্ধিমান গোয়েন্দা

বেশ বুঝে গেছে, তিনি এখন কি চান? 'আমার আশঙ্কা,' পোয়ারো বলে উঠল, 'আপনি এ সব প্রশ্ন পছন্দ করেন না।'

'ভাল কথা, এ ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে আমাদের দফায় দফায় অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। তাই আমি মনে করি, এটাই যথেষ্ট। আমাদের যা বলার ছিল সবই বলে দিয়েছি তাদের, এরপর আমাদের বলার আর কিছুই থাকতে পারে না। এখন আমি এটা ভুলে যেতে চাই, এই অপ্রিয় অধ্যায়টা বন্ধ করে দিতে চাই।

'আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। এ কেসের সঙ্গে কারোর জড়িয়ে পড়াটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর। এ ব্যাপারে আপনি কি জানেন কিংবা নিজের চোখে কি দেখেছেন, এ সব প্রশ্ন না করে আমার মনে হয় আপনি কি ভাবেন সম্ভবত সেটা জিজ্ঞেস করলেই ভাল হবে। এ ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে বলুন, মানে আপনি কি ভাবেন?'

'কিছু না ভাবাটাই ভাল বলে আমি মনে করি।'

'কিন্তু আপনি কি মনে করেন, কেউ কি সেটা এড়িয়ে যেতে পারে? যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মিসেস ক্লেটনও এর সঙ্গে জড়িত। মেজর রিচের সঙ্গে যোগসাজস করে তিনি কি তাঁর স্বামীকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে আপনার মনে হয়?'

'হায় ঈশ্বর! না, না, তা কখনোই হতে পারে না।' এ কথায় জেরেসি খুবই আঘাত পেয়েছে বলে মনে হলো, আর সেই সঙ্গে বিরক্তও। 'এরকম একটা প্রশ্ন যে দেখা দিতে পারে আমার কোনো ধারণাই নেই।'

'আপনার স্ত্রী আপনাকে সেরকম সম্ভাবনার কথা বলেননি?'

'ওহো লিন্ডা? আপনি তো জানেন মঁসিয়ে মেয়েরা কিরকম? তারা সব সময়েই তাদের ছুরিটা অন্য মেয়ের বুকে বিদ্ধ করতে চায়। কিন্তু তাই বলে মিস্টার ক্লেটনকে হত্যা করার জন্য মিসেস ক্লেটন এবং মেজর রিচ যে পরিকল্পনা করতে পারে, সে কথা ভাবা যায় না, অবিশ্বাস্য, ফ্যান্টাস্টিক!'

'কিন্তু সেটা জানা হয়ে গেছে, একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যেমন ধরুন অস্ত্রের ব্যাপারটা, যা দিয়ে মিস্টার ক্লেটনকে হত্যা করা হয়েছিল! এটা এমনি এক ধরনের অস্ত্র, যা কিনা কাপুরুষরা নয় মেয়েরাই তাদের কাছে রাখতে পারে।'

'তার মানে আপনি কি বলতে চান, পুলিশ সেই অস্ত্রটা মিসেস ক্লেটনের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে? কিন্তু আমি জোর গলায় বলছি, তারা কখনোই সেটা তাঁর হেপাজত থেকে উদ্ধার করতে পারে না।'

'এ ব্যাপারে সত্যি কথা বলতে কি আমি কিছুই জানি না', পোয়ারো অকপটে স্বীকার করে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে এলো।

জেরেসির মুখে আতঙ্কের ভাব দেখে পোয়ারো বুঝে গেছে, ভদ্রলোককে সে চিন্তায় ফেলে রেখে এসেছে।

'ক্ষমা করবেন মঁসিয়ে পোয়ারো, কোনোভাবেই আপনি যে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন আমার তা মনে হয় না।'

পোয়ারো কোনো উত্তর দিল না। আর্নল্ড ক্লেটনকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু মেজর রিচকে। সেই রিচের সাক্ষাৎকার নিতে গেছল পোয়ারো। তাঁর হতাশাভরা কথা শুনে পোয়ারো তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল চিন্তিতভাবে।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে শক্ত চোয়ালের একটা মুখ, বেদনা আর হতাশায় নুইয়ে পড়া ছোট্ট একটা মুখ। বাদামি রঙের রোগাটে চেহারা, দেহের গড়ণ দেখে মনে হলো, এককালে শরীরচর্চার অভ্যাস ছিল তাঁর। এখন তাঁর মুখটা অনেকটা শিকারী কুকুরের মতো দেখতে। দুর্ঘটনার দিন অতিথিরা যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, তাঁর মধ্যে কেমন যেন আন্তরিকতার অভাব ছিল।

'আমি বেশ বুঝতে পারছি, একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই মিসেস ক্লেটন আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমি খোলাখুলিভাবেই আপনাকে বলছি, আমার মনে হয় এটা তাঁর অবিবেচকের মতো কাজ হয়েছে। ওঁর নিজের আর আমার উভয়ের স্বার্থেই বলবো এটা মস্ত বড় বোকামো হয়েছে।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

রিচকে কেমন একটু নার্ভাস দেখালো। ভাসা ভাসা চোখের দৃষ্টি ঝাঁপসা। তবু এরই মাঝে রিচ যেন কিছু বলতে চান, কিন্তু পুলিশের ভয়ে মুখ খুলতে পারছেন না। চকিতে একবার চারদিক দেখে নিলেন তিনি, প্রহরী বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, স্বাভাবিকভাবে কথা বললেও তার শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তবু সাবধানের মার নেই, এই আপ্তবাক্যটা মনে রেখেই মেজর রিচ তাঁর কণ্ঠস্বর একেবারে খাদে নামিয়ে এনে প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন :

'এই ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস্য অভিযোগের পক্ষে খুন করার মোটিভ ওদের খুঁজে বার করতেই হবে। মোটিভ হিসাবে ওরা যে যুক্তি খাড়া করছে তা হলো, মিসেস ক্লেটন আর আমার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আর সেই সম্পর্কটা পাকা করতেই আমি নাকি মিস্টার ক্লেটনকে সরিয়ে দিয়েছি। আমি জানি, মিসেস ক্লেটন আপনাকে এমনি বলেছেন, কিন্তু এ সবই অসত্য। আমরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু একটা উপদেশ অবশ্যই দিতে হয়, আমার পক্ষ নিয়ে ওঁর আর না এগোনোই ভাল। এ কথা কেন বলছি বুঝতেই পারছেন।'

এরকুল পোয়ারো এই সূত্রটা অস্বীকার করল। বরং তার বদলে সে বলল :

'আপনি বলেছেন এটা একটা ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস্য অভিযোগ। কিন্তু জানেন, ব্যাপারটা আসলে তা নয়।'

'তাহলেও আমি আর্নল্ড ক্লেটনকে খুন করিনি?'

'তাই এটাকে মিথ্যে অভিযোগ বলে ধরে নিচ্ছেন। বলতে চাইছেন এ অভিযোগ সত্যি নয়। কিন্তু এটা আবার অবিশ্বাস্যও নয়। অপরপক্ষে আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গতও বটে। অবশ্যই আপনার সেটা ভাল করে জানা দরকার।'

'আমি আপনাকে কেবল বলতে পারি, সেটা আমার কাছে উদ্ভট বলে মনে হয়।'

'সেকথা বললে আপনার খুব কমই কাজে লাগবে। তাই তার থেকে অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা নেবার কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে।'

'সলিসিটররা আমার প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁরা আমার মকদ্দমার নথীপত্র সব তৈরি করে ফেলেছেন। আমি জেনেছি, একজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ আমার মামলা লড়বেন। তাই আপনার 'আমরা' কথার ব্যবহারটা গ্রহণ করতে পারছি না।'

অভাবনীয়ভাবে পোয়ারো হাসল।

'আহ্!' পোয়ারো তার নিজস্ব ঢঙে বলল, 'আপনি আমার কানে যে মূলমন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছেন এতেই যথেষ্ট। খুব ভাল হলো। আমি তাহলে এবার যাই। আমি আপনাকে দেখতে চেয়েছিলাম, তা আমি আপনাকে যা দেখলাম, সব না হলেও আপনাকে কিছু অন্তত জানলাম। আমি আগেই আপনার জীবনধারার ওপর আলোকপাত করেছি। আপনি সানড্রাস্টে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আপনি স্টাফ কলেজেও কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। এমনি আরও কত। আজ আমি আপনার সম্পর্কে আমার নিজস্ব বিচার স্থির করে ফেলেছি। এক কথায় বলতে হয়, আপনি কখনোই বোকা লোক নন।'

'আর আমার সম্পর্কে আপনি যা যা জেনেছেন, তা দিয়ে এর পরিণতি কি হতে পারে বলতে পারেন?'

'সব কিছুই! আপনার মতো একজন দক্ষ লোক যে এভাবে কাউকে খুন করতে পারে সেটা আমার একেবারে অসম্ভব বলেই মনে হয়েছে। তবে খুব ভাল কথা এই যে, আমার ব্যক্তিগত বিচারে আপনি নির্দোষ। যাইহোক, এখন বলুন আপনার পরিচারক বারজেস সম্পর্কে।'

'বারজেস?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বারজেস। আপনি যদি ক্লেটনকে খুন করে না থাকেন, তাহলে ধরে নিতে হয় যে, এ কাজ বারজেসেরই! আমার মনে হয়, এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য। কিন্তু কেন? এখানে একটা কিন্তু অবশ্যই থেকে যায়, 'কেন'? একমাত্র আপনিই বারজেসকে বেশ ভালভাবেই জানেন এবং অনুমান করতে পারেন এ কাজ সে করতে পারে কিনা। কিন্তু কেন সে তাঁকে খুন করতে গেল মেজর রিচ, বলুন কেন?'

'এ আমি কল্পনাও করতে পারি না। আর আমি এটা ভাবতেও পারি না। তবুও বলব, আপনার মতো আমিও এই একই কারণেই তাকে সন্দেহ করেছিলাম। হ্যাঁ, বারজেসের সে সুযোগ ছিল, আমি ছাড়া একমাত্র এই লোকটাকেই সন্দেহভাজন বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু গোলমালটা কোথায় জানেন, তবে আমি সেটা আদৌ বিশ্বাস করি না। কারণ কাউকে খুন করার মতো অমন নিষ্ঠুর লোক বারজেস নয়।'

'আপনার আইনি পরামর্শদাতারা কি ভাবছেন?'

রিচের ওষ্ঠদ্বয়ে একটা কাঠিন্যের রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'আমার আইনি পরামর্শদাতারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমাকে নানান প্রশ্ন করে

গেছেন, প্ররোচিত করেছেন সত্যি কথাটা জানবার জন্য। যদি আমার বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণিত না হয় তাহলে আমি জানি, আমাকে সারাটা জীবন কারাগারের অন্ধকারে কাটাতে হবে। আমি আমার বক্তব্য রাখার সময় আমি নিজেই জানতাম না আমি কি বলছি কিংবা আমি কি করতে যাচ্ছি।

'এ আপনার খুবই দুঃসময়। যাইহোক, আমার বিশ্বাস আপনার এই দুঃসময়ের অবসান হবে একদিন না একদিন, আর আগের মতো আপনার জীবনে আবার সুসময় ঠিক ফিরে আসবেই', পোয়ারো তাঁকে আশ্বাস দিয়ে আরও বলল, 'সম্ভবত বারজেসকে কঠোরভাবে জেরা করতে পারলে আশাকরি আমরা তার জীবনেই অন্ধকার নামিয়ে আনতে পারব। এরকম ধারণা আমি প্রথম থেকেই করে আসছি। যাইহোক, এখন সেই অস্ত্রের প্রসঙ্গে আসা যাক। পুলিশ নিশ্চয়ই আপনাকে সেই অস্ত্রটা দেখিয়েছে এবং আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে সেটা আপনার কিনা।'

'না, সেটা আমার নয়। আমি সেটা আগে কখনো দেখিনি।'

'আপনি বলেছেন, সেটা আপনার নয়, তাই না? আর সেটা যে আপনি আগে কখনো দেখেননি, এ ব্যাপারে আপনি কি পুরোপুরি নিশ্চিত?'

'না, আমি দেখিনি।' একটু ইতস্তত করতে দেখা গেল রিচকে। 'সেটা এক ধরনের অলঙ্কৃত খেলনার মতো, কারোর বাড়িতে যে কেউ সেটা পড়ে থাকতে দেখতে পারে।'

'সম্ভবত মেয়েদের ড্রইংরুমে? সম্ভবত মিসেস ক্লেটনের ড্রইংরুমে, তাই কি?'

'অবশ্যই নয়!' হঠাৎ রিচ কথাটা জোর দিয়ে বলে উঠলেন। শেষ কথাটা তিনি এত জোরে বললেন যে, পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে ফিরে তাকাল।

'অবশ্যই নয়!' পোয়ারো তাঁকে সমর্থন করে বলে উঠল। 'তবে এ ভাবে আপনার চিৎকার করার দরকার ছিল না। কিন্তু হয়তো কোথাও কখনো ঠিক এই ধরনের অস্ত্র আপনি দেখে থাকবেন, আমি ঠিক বলেছি, তাই না?'

'না, আমার তা মনে হয় না। তবে সম্ভবত কোনো কিউরিও শপে...'

'আহা, তা হতে পারে।' পোয়ারো এবার উঠে দাঁড়ালো। 'আমার কাজ শেষ। এবার তাহলে যাই।'

'আর এখন', নিজের মনেই সে বলল, 'লক্ষ্য আমার বারজেস। হ্যাঁ, শেষ জবানবন্দী নিতে হবে বারজেসের কাছ থেকে। সে যে কি ধরনের লোক, এ ব্যাপারে কোনো ক্লু নেই, নেই কোনো আভাস বা ইঙ্গিত।'

সে যখন বারজেসকে দেখল, তখন সে উপলব্ধি করল, কেন বারজেস সম্পর্কে কেউ কোনো খবর দিতে পারেনি তাঁকে!

মেজর রিচের ফ্ল্যাটে সাজভৃত্য অপেক্ষা করছিল। কম্যান্ডার ম্যাকলারেন আগেই তাকে ফোনে খবর দিয়েছিল পোয়ারো তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে।

'আমি এরকুল পোয়ারো।'

'হ্যাঁ স্যার, আমি আপনাকেই আশা করছিলাম।'

সাজভৃত্যের আহ্বানে পোয়ারো ভেতরে ঢুকল। ছোটখাটো চারচৌকো একটা হলঘর, বাঁদিকে দরজা দিয়ে বসার ঘরে প্রবেশ করতে হলো। তার আগে বারজেস তার কাছ থেকে তার টুপি আর কোটটা চেয়ে নিয়ে হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রেখেছিল।

'আহ্!' পোয়ারো চারদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'তাহলে এখানেই সেটা ঘটেছিল?'

'হ্যাঁ স্যার।'

বারজেস লোকটা বেশ শান্ত, মুখটা ধবধবে সাদা, তবে একটু অকর্মন্য ধরনের। কাঁধ আর কনুইদুটো একটু অদ্ভুত ধরনের। দরাজ গলা, সেই সঙ্গে একটা আঞ্চলিক ভাষার টান তার কথায় যা পোয়ারোর জানা নেই। সম্ভবত পূর্ব উপকূলের কেউ হবে সে। সম্ভবত একটু স্নায়ু দুর্বলতা আছে। এসব ছাড়া নির্দিষ্ট কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নেই। যেকোনো ব্যাপারে স্পষ্ট করে তার সঙ্গে মিলেমিশে কোনো কাজ করা খুবই শক্ত। খুনী বলে মেনে নেওয়া যায় না এমন একজন কাউকে কি অপরাধী ঠাওর করা যায়?

তার নীল চঞ্চল চোখদুটি দেখে যে কোনো অজানা-অচেনা লোক খারাপ কিছু ভাবতে পারে, তাকে অসৎ লোকের পর্যায়ে ফেলতে পারে। তবুও একজন মিথ্যাবাদী আপনার দিকে এমনভাবে তাকাতে পারে দেখে আপনার মনে হবে তার চোখে কি ভয়ঙ্কর আত্মপ্রত্যয় এবং দৃঢ় বিশ্বাসের ছবি ফুটে উঠেছে। এ হেন লোককে কি মিথ্যাবাদী ভাবা যায়?

'এখন এই ফ্ল্যাটের অবস্থা কি রকম?' পোয়ারো খবর নিল।

'আমি এখনো এই ফ্ল্যাটের দেখাশোনা করে যাচ্ছি স্যার। মেজর রিচ আমার বেতনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনি চান তাঁর এই ফ্ল্যাটটা সুন্দরভাবে যেন গোছগাছ করে রাখা হয় যতদিন না, যতদিন না—'

তার চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'হ্যাঁ, যতদিন না—' বারজেসের কথায় সায় দিল পোয়ারো।

প্রকৃত বিচারের নিরীখেই পোয়ারো আরও বলল, 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মেজর রিচের বিচার হবেই। সম্ভবত মাস তিনেকের মধ্যেই মামলা রুজু হবে তাঁর বিরুদ্ধে।'

বারজেস মাথা নাড়ল, অস্বীকার করার ভঙ্গিমায় নয়, স্রেফ বিহ্বলতার জন্য।

'সত্যি এটা সম্ভব নয় বলেই মনে হচ্ছে', বারজেস বলল।

'মেজর রিচকে একজন খুনী হিসেবে ভাবাটা, এই তো?'

'শুধু তাই নয়, সমস্ত ব্যাপারটাই। যেমন সেই সিন্দুকটা—'

পোয়ারোর চোখদুটি এবার পরিক্রমা শুরু করল ঘরের চারদিকে।'

'অহ্, ওই যে সেই বিখ্যাত সিন্দুকটা, তাই?'

সেটা একটা অতিকায় আসবাবপত্র, গাঢ় রঙে পালিশ করা কাঠ, চারদিকে পিতলের বেড় দেওয়া। তালা আটকাবার পিতলের বিরাট আংটাসহ একটা অ্যান্টিক তালা।

'বেশ ভালরকমের ব্যাপার।' এই বলে পোয়ারো সেই সিন্দুকটার দিকে এগিয়ে গেল।

জানালার কাছে দেওয়াল ঘেঁষে সিন্দুকটা দাঁড়করানো ছিল, সেটার কাছেই ছিল একটা আধুনিক ক্যাবিনেট, যার মধ্যে নথীপত্র রাখা আছে। অপর দিকে একটা দরজা, আধ-ভেজানো। দরজাটা আংশিকভাবে একটা বিরাট রঙকরা চামড়ার পর্দায় ঢাকা।

'ওই দরজাপথেই মেজর রিচের শয়নকক্ষে যাওয়া যায়,' বারজেস বলল।

পোয়ারো মাথা নাড়ল। তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ঘরের অপর দিকে। সেখানে দু'টো স্টিরিওফোনিক রেকর্ডপ্লেয়ার একটা নিচু টেবিলের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেল। রেকর্ডপ্লেয়ার দুটো থেকে সাপের মতো একটা তার ঝুলে থাকতে দেখা গেল। অন্য সব আসবাবপত্রের মধ্যে কয়েকটি আরামকেদারা, একটা বড় টেবিল। দেওয়ালগুলোয় বেশ কয়েকটা জাপানিজ ছবি টাঙানো রয়েছে। ঘরটা মোটামুটি ভাল, আরামদায়ক, তবে বিলাসবহুল নয়।

ঘর দেখা শেষ। পোয়ারো এবার ঘরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উইলিয়াম বারজেসের দিকে তাকাল।

'একটা অনভিপ্রেত আবিষ্কার', পোয়ারো নরম গলায় বলল, 'তোমার কাছে নিশ্চয়ই সেটা একটা বিরাট আঘাত তথা শক্ বলা যায়, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার, ঠিক তাই। আমি সেটা কোনোদিনও ভুলতে পারব না।' সাজভৃত্য এবার মুখর হয়ে উঠল। সম্ভবত সে ভাবল, ঘটনাটা খুলে বলতে পারলে মনের দিক থেকে অনেকটা হাল্কা হওয়া যায়। তাই সে বলে চলে : 'স্যার, সাফসুফ ও পরিষ্কার করার জন্য আমি ঘরে গেছলাম। মেঝের ওপর জলপাই ছড়িয়েছিল, সবেমাত্র সেগুলো কুড়োতে যাব, ঠিক তখনি আমি সেটা দেখতে পাই, সিন্দুকের নিচে কম্বলের ওপর চাপ চাপ রক্ত, না, সেই রক্তমাখা কম্বল এখন লন্ড্রিতে কাচতে গেছে, পুলিশই পাঠিয়েছে। লাল রঙের ওটা কি? নিজের কথা নিজের কানেই প্রায় ঠাট্টার মতো শোনালো : 'সত্যি ওটা রক্তই হবে! কিন্তু কোথ্থেকে এলো ওই রক্ত। আর তারপরেই দেখলাম, সেই রক্তের ধারা নেমেছে সিন্দুকের ভেতর থেকে ডালার ফাঁক দিয়ে। তখনো কোনো কিছু না ভেবেই আমি নিজের মনেই বলে উঠি, 'ঠিক আছে, যাইহোক না কেন—?' এ কথা ভেবেই আমি সিন্দুকের ডালাটা এই ভাবে খুলে ফেলি (বাস্তবে সিন্দুকের ডালাটা খুলে দেখালো সে)। 'আর তখনি দেখি সিন্দুকের ভেতরে হাত-পা মোড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে একটি লোকের মৃতদেহ, যেন সে ঘুমিয়ে আছে। আর সেই নোংরা ছুরি বা ছোরা জাতীয় অস্ত্রটা তার গলায় বিদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। আমি সেই দৃশ্যটা কখনো ভুলতে পারব না, না কখখনো না! অন্তত যতদিন আমি বেঁচে থাকব! এ আমি আশা করিনি, বুঝলেন স্যার, তাই হঠাৎ সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখে আমি ভীষণ শক্ পাই।' এই বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আমি তখন সিন্দুকের ডালাটা ঠেলে দিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ছুটে আসি,

উদ্দেশ্য পুলিশের খোঁজ করা। সৌভাগ্যবশত রাস্তার ধারে একজন পুলিশের দেখা পেয়ে যাই।'

পোয়ারো তার কাজের তারিফ করল। এ ব্যাপারে তার কার্যধারা খুবই ভাল, যদি সেই কাজে তার আন্তরিকতা থেকে থাকে। তার আশঙ্কা এটা তার কাজের ধারা নয়, এটা স্রেফ একটা ঘটনামাত্র। তার কাজের মধ্যে কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি থেকে যায়। তাই তার মনে প্রথম যে প্রশ্নটা জাগল তাই সে করে বসলো, 'প্রথমেই মেজর রিচকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার কথা তুমি ভাবনি কেন?'

'হ্যাঁ স্যার, সত্যি কথা বলতে কি, এ কথাটা তখন আমার একেবারেই মনে হয়নি। কারণ আমি সেই দৃশ্যটা দেখে এতই ভয় পেয়েছিলাম যে, আমি তখন ভাবছিলাম কতক্ষণে এই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারব,' ঢোক গিলে সে আরো বলল, 'আর আমি তখন অন্যের সাহায্য কামনা করছিলাম, হ্যাঁ, বিশেষ করে পুলিশের সাহায্য তখন আমার খুবই দরকার ছিল।'

পোয়ারো মাথা নাড়ল।

'সেই মৃতদেহ যে মিস্টার ক্লেটনের ছিল তুমি তা বুঝতে পেরেছিলে?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ স্যার, আমাকে বুঝতে তো হবেই। কিন্তু জানেন, আমি যে সেই মৃতদেহ মিস্টার ক্লেটনের বলে বুঝেছিলাম, সেটা আমি আজও বিশ্বাস করতে পারি না। এখন মনে হচ্ছে, না বুঝলেই বোধহয় ভাল ছিল, তাহলে অতো কষ্ট পেতে হতো না আমাকে। অবশ্য পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেই আমি বলে উঠি : 'এ তো মিস্টার ক্লেটনেরই মৃতদেহ।' পুলিশ অফিসার তখন জানতে চান, ''কে এই মিস্টার ক্লেটন?'' উত্তরে আমি বলি : 'গতরাত্রে উনি এখানেই ছিলেন।'

'আহ্', পোয়ারো বলল, 'গতরাত্রে...মিস্টার ক্লেটন ঠিক কখন এখানে এসে পৌঁছেছিলেন বলে মনে আছে তোমার?'

'মিনিটের হিসেব আমি ঠিক করতে পারব না, তবে যতদূর মনে হয়, আটটা বাজতে প্রায় পনের মিনিট আগে হবে।'

'তুমি ওঁকে বেশ ভালভাবেই জানো, তাই না?'

'উনি এবং মিসেস ক্লেটন গত দেড় বছর ধরে এখানে প্রায়ই আসতেন, আর আমি এখনকার একজন বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে ওঁদের দেখছি।'

'ওঁকে কি প্রায় স্বাভাবিক বলেই মনে হতো?'

'আমার তাই মনে হয়। তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়। এখানে এসেই মেজর রিচকে তিনি বলেছিলেন, তাঁকে ট্রেন ধরতে হবে।'

'যেহেতু তিনি স্কটল্যান্ডে যাচ্ছিলেন, আমার ধারণা, ওঁর সঙ্গে একটা ব্যাগ ছিল, ছিল না?'

'না স্যার। আমার মনে হয়, উনি নিচে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে এসেছিলেন।'

'মেজর রিচকে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখে ওঁকে কি বিরক্ত হতে দেখেছিলে?'

'না, সেরকম কিছু লক্ষ্য করিনি। উনি শুধু বলেছিলেন, দেখাই যখন পেলাম না, তখন রিচকে দু'লাইনের একটা চিরকুট লিখে যাব। তারপর তিনি এ ঘরে এসে ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ান চিরকুট লেখার জন্য, আর আমি রান্নাঘরে ফিরে যাই রান্নার কাজে মনোযোগ দিতে। বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে রান্নাঘর, সেখান থেকে এ ঘরের কিছুই শুনতে পাবেন না। তাই আমি তাঁর চলে যাওয়া কিংবা আমার মনিবের ফিরে আসার কোনো শব্দই শুনতে পাইনি, তবে আমি তা আশাও করিনি।'

'আর তারপরের ঘটনা?'

'মেজর রিচ আমাকে ডেকে পাঠান। উনি তখন এখানে ওই দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাকে দেখামাত্র বলে ওঠেন, মিসেস স্পেন্সের টার্কিশ সিগারেটের কথা একেবারেই ভুলে গেছেন। তাই আমাকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হয় সিগারেট আনার জন্য। বেশ কিছুক্ষণ পরে সিগারেট এনে এখানে ওই টেবিলের ওপর রেখে দিই। ফিরে এসে অবশ্য মিস্টার ক্লেটনকে আর দেখতে পাইনি। ভাবলাম, তিনি ট্রেন ধরতে খুব ব্যস্ত ছিলেন, তাই আমি ফিরে আসার আগেই তিনি চলে গেছেন।

'তাই বুঝি! আচ্ছা, মেজর রিচ যখন বাইরে ছিলেন তখন অন্য কেউ এখানে আসেনি?'

'না স্যার, কেউ আসেনি।'

'এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত তো?'

'হ্যাঁ, কি করেই বা কেউ আসবে বলুন? ফ্ল্যাটে প্রবেশ করতে হলে তাকে বেল বাজাতে হবে, কারণ প্রবেশপথের দরজা সব সময় বন্ধই থাকে।'

পোয়ারো মাথা নাড়ল। কি করেই বা কেউ আসবে? আমার তালিকায় ছিলেন স্পেন্সেস দম্পতি, ম্যাকলারেন এবং মিসেস ক্লেটন, বারজেস জানতো এবং প্রতিমুহূর্তে তাঁদের আসার অপেক্ষায় ছিল সে। ক্লাবে ক্লেটনের সঙ্গে আগেই দেখা হয়ে গেছল ম্যাকলারনের। এখানে আসার আগে স্পেন্সেস দম্পতির বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধব এসে পড়ে, তাঁদের খাতিরে ওঁদের মদ খেতে হয়। আর ঠিক সেই সময়ে মারগারিটা ক্লেটন ফোনে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে কারোর সম্ভাবনা থাকার কথা পোয়ারো ভাবেনি। বরং সব থেকে ভাল উপায় ছিল মেজর রিচের ফ্ল্যাট পর্যন্ত ক্লেটনকে অনুসরণ না করে তার আগেই মাঝপথে কোথাও খতম করে ফেলা। কারণ মেজর রিচের ফ্ল্যাটে তাঁর তো থাকার কথাই। সেই সঙ্গে সাজভৃত্যেরও থাকার কথা। তাঁদের উপস্থিতিতে ক্লেটনকে হত্যা করে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা বিরাট ঝুঁকি থেকে যায়। তাছাড়া মেজর রিচ তাঁর ফ্ল্যাটে তখন ছিলেন না, কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে তিনি ফিরে আসতে পারতেন। না, সেই "রহস্যময় আগন্তুকের" ব্যাপারে পোয়ারোর শেষ মুহূর্তের আশা হলো এই রকম : আপাতদৃষ্টিতে ক্লেটনের অতীত নিষ্পাপ ও কলঙ্কমুক্ত মনে হলেও কে জানে কোনো অজ্ঞাত কারণে কেউ হয়তো তাঁকে

রাস্তায় দেখেই চিনে ফেলে থাকবে এবং মেজর রিচের ফ্ল্যাট পর্যন্ত অনুসরণ করে থাকবে। তারপর স্টিলেটো দিয়ে তাঁকে হত্যা করে এখানে ওই সিন্দুকের ভেতরে নিক্ষেপ করে থাকবে। তারপর সবার অজান্তে দ্রুত এখান থেকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। এ একেবারে খাঁটি মেলোড্রামা, সমস্ত কারণ কিংবা সম্ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কহীন। যাইহোক, এর মধ্যে কেবল স্প্যানিশ সিন্দুকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটা রোমান্টিক ঐতিহাসিক অলীক কাহিনী রচনা করা যেতে পারে, তার বেশি কিছু নয়।

পোয়ারো এবার সেই সিন্দুকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঢাকনাটা সহজেই তুলে ফেলল, একটুও শব্দ হলো না।

বারজাস ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠল : 'ওটা কড়া বুরুশ দিয়ে ঘসে ঘসে ধোয়া-মোছা হয়ে গেছে স্যার, আমি নিজের চোখে সেই কাজটা দেখেছি।'

পোয়ারো সেটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। সিন্দুকের ওপর হাত বোলাল সে।

এই সব গর্তগুলো, সিন্দুকের পিছনে এবং এক পাশে, দেখে মনে হয় খুব সম্প্রতি ওগুলো করা হয়েছে।'

'কি বললেন স্যার। গর্ত?' সাজভৃত্য হাঁটু মুড়ে সিন্দুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'সত্যি আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। ওগুলো আমি বিশেষভাবে লক্ষ্যই করিনি।'

'ওগুলো যদিও স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না, তবু ওই গর্তগুলো রয়েছে। ওগুলো কিসের প্রয়োজনে লাগে বলবে আমাকে?'

'বললাম তো স্যার, সত্যি আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। সম্ভবত কিছু জন্তু-জানোয়ার, মানে আমি বলতে চাই গুবরে-পোকা। ওই ধরনের কিছু হবে, যা কাঠ কেটে গর্ত করতে পারে।'

'তাই বলে তুমি সেগুলোকে জন্তু-জানোয়ার বলবে?' পোয়ারো বলে, 'আমি অবাক না হয়ে থাকতে পারছি না।'

পোয়ারো আবার তার আগের জায়গায় ফিরে এলো।

'আচ্ছা বারজেস, তুমি যখন সিগারেট কিনে এখানে ফিরে এলে, তখন এই ঘরের মধ্যে অন্যরকম কিছু দেখতে পেয়েছিলে কি যা তুমি যাওয়ার আগে দেখে যাওনি? কোনো কিছুর পরিবর্তন! যেমন ধরো চেয়ারগুলোর স্থান এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরিয়ে রাখা, টেবিলগুলো উল্টোপাল্টা করে রাখা, এই রকম আর কি!'

'স্যার, সে বড় অদ্ভুত ব্যাপার, আপনি যখন জানতেই চাইছেন তখন না বলে থাকি কি করে? হ্যাঁ, এখন সেই পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলি, শয়নকক্ষের দরজার সামনে যে পর্দাটা টাঙানো ছিল, সেটা ঈষৎ বাঁদিকে সরানো, দেখে মনে হবে শয়নকক্ষে যাওয়ার সময় কিংবা সেখান থেকে এ ঘরে আসার সময়ে অসাবধানতাবশতঃ সেটা বাঁদিকে সরে গেছে।'

'এই রকম কি?' পোয়ারো দ্রুত হাতে পর্দাটা সরালো।

'এখনও আরও একটু সরাতে হবে।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ওই পর্যন্ত।'

পর্দাটা আগে থেকেই সেই সিন্দুকের প্রায় অর্ধেক ঢাকা পড়ে গেছল। পরে সেটা এমনভাবে টাঙানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে, সিন্দুকের প্রায় সমস্তটাই ঢাকা পড়ে যায়।'

'ওটা যে সরানো হয়েছে, এ কথা তোমার কেনই বা মনে হলো?'

'আমি মনে করিনি স্যার।'

'তবে কে মনে করেছিল?'

'আরও একজন মনে করেন, তিনি হলেন মিস লেমন!' বারজেস সন্দেহের সঙ্গে এই কথাটা যোগ করল।

'আমার মনে হয় সেটা শয়নকক্ষে যাওয়ার দরজাটা পরিষ্কারভাবে ঢাকা পড়ে যায়। কোনো মহিলা যদি শয়নকক্ষে গিয়ে সেখানে নিজের অবস্থান ঢাকতে চান, তিনি ওই পর্দাটা টেনে দিতে পারেন।'

'সম্ভবত তাই। কিন্তু এর পিছনে আর একটা কারণও হতে পারে।' পোয়ারো বলে উঠল। বারজেস সপ্রশ্নচোখে পোয়ারোর দিকে তাকাল। 'পর্দাটা এখন সিন্দুকটাকে ঢেকে দিয়েছে, আর সেটা সিন্দুকের নিচে পাতা কম্বলটাও ঢেকে দেয়। মেজর রিচ মিস্টার ক্লেটনকে যদি হত্যাই করে থাকেন, তাহলে সিন্দুকের নিচে ফুটো দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ে থাকবে। কেউ হয়তো সেটা লক্ষ্য করে থাকবে, যেমন পরের দিন তুমি দেখতে পেয়েছিলে। তাই দেখে সে হয়তো পর্দাটা সরিয়ে দিয়েছিল।'

'স্যার, আমি কিন্তু এ কথা কখনো ভাবিনি।'

'আচ্ছা বারজেস, এখানকার আলো কিরকম, খুব জোরালো, নাকি অনুজ্জ্বল, অস্পষ্ট?'

'আমি আপনাকে দেখাব স্যার। আপনি নিজের চোখেই দেখুন না কেন?'

সাজভৃত্য দ্রুত হাতে পর্দাটা টেনে দিয়ে কয়েকটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিল। সেগুলো ক্ষীণ আলো দিল। আর এমনি ক্ষীণ যে, সে আলোয় কিছু পড়া খুবই কঠিন। পোয়ারো চকিতে একবার ছাদের আলোর দিকে তাকাল।

'ওটা জ্বালানো হয় না স্যার। ওটা খুব কমই ব্যবহার করা হয়।'

পোয়ারো সেই অস্পষ্ট আলোয় ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল।

সাজভৃত্য বলল : 'আমার বিশ্বাস, এই স্বল্পালোকে আপনি রক্তের দাগ পাবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে স্যার।'

'আমার মনে হয়, তুমি ঠিকই বলেছ। তাই এখন বোঝা যাচ্ছে কেন পর্দাটা সরানো হয়েছিল?'

বারজেস ভয়ে কেঁপে উঠল।

'মেজর রিচের মতো একজন চমৎকার ভদ্রলোক যে এমন ভয়ঙ্কর নৃশংসভাবে তাঁর বন্ধুকে খুন করতে পারেন, এটা ভাবা যায় না।'

'তিনিই যে এ কাজ করেছেন এতে তোমার কোনো সন্দেহ নেই তো? আর তাই যদি হয়ে থাকে, কেন তিনি এমন অমানবিক কাজ করতে গেলেন বলো তো বারজেস?

'বেশ তাহলে শুনুন স্যার, চাকরী জীবনে তিনি তাঁর সারাটা জীবন যুদ্ধেই কাটিয়েছিলেন। হয়তো তিনি মাথায় আঘাত পেয়ে থাকতে পারেন। আবার তা নাও হতে পারে। যুদ্ধ করতে করতে, শত্রুদের নিধন করতে করতে সৈনিকদের মন-মেজাজ এমনি হয়ে যায় যে পরবর্তীকালে তারা কোনো অন্যায় বা অবিচার দেখলে স্থির থাকতে পারে না, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের মতো সামাজিক জীবনেও যারা অন্যায় বা অবিচার করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহাটা কাজ করে বসে। তাদের মানসিক অবস্থা তখন এমনি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যে, তাদের তখন হিতাহিত জ্ঞান বলতে কিছুই থাকে না, তারা জানতেও পারে না, অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তারা আরও কি ভয়ানক অন্যায়ই না করতে যাচ্ছে। আপনি কি মনে করেন এটা সেরকমই কিছু?'

পোয়ারো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। বারজেসের যুক্তিটা উড়িয়ে দিতে গিয়ে সে বলল : 'না, এটা সেরকম নয়।'

জাদুকরের ছোঁয়ার মতো একটা দোমড়ানো-মোচড়ানো কাগজের টুকরো বারজেসের হাতে এসে গেল, যা কিনা অনেক ইঙ্গিত বহন করছিল।

'ওহো, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ স্যার, কিন্তু সত্যি আমি এই প্রশংসার যোগ্য কিনা জানি না...'

'তুমি আমাকে এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছ', পোয়ারো বলল, 'যেমন এই ঘরটা দেখিয়েছ। এই ঘরে কি আছে সেটা দেখিয়েছ। সেদিন সন্ধ্যায় কি ঘটেছিল তাও তুমি দেখিয়েছ। অসম্ভব কখনোই যে অসম্ভব নয়, এ কথা মনে রেখো! আমি মাত্র দু'টি সম্ভাবনার কথা বলেছিলাম, কিন্তু আমি তখন ভুল বলেছিলাম। এতে তৃতীয় সম্ভাবনাও আছে।' এই বলে পোয়ারো ঘরের চারদিক আর একবার তাকিয়ে দেখে নিল। এবং একটু কেঁপে উঠে বলল, 'পর্দাটা সরিয়ে দাও। একটু আলো বাতাস ঢুকতে দাও। এখন ঘরের মধ্যে এর বড়ই অভাব। ঘরটা পরিষ্কার করাও দরকার। ঘরের মধ্যে যে ঘৃণা আর নোংরা জমে আছে সে সব থেকে ঘরটা মুক্ত হতে অনেক সময় লাগবে।'

বারজেস পোয়ারো তার হাতে টুপি আর কোটটা তুলে দিল। তাকে কেমন যেন একটু বিহ্বল দেখাচ্ছিল। ধারণাতীতভাবে এ কেসের ব্যাখ্যা করতে পেরে পোয়ারো খুব খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় এসে নামল।

পোয়ারো বাড়িতে ফিরে এসে প্রথমেই টেলিফোন করল ইন্সপেক্টার মিলারকে।

'আচ্ছা ইন্সপেক্টার, ক্লেটনের ব্যাগটার কোনো হদিশ করতে পারলেন? ওঁর স্ত্রী বলেছে, উনি নাকি একটা ব্যাগ হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ মঁসিয়ে, সেটার হদিশ পেয়েছি, সেটা ক্লাবেই পড়েছিল। তিনি সেটা পোর্টারের জিম্মায় রেখেছিলেন, পরে তিনি সেটা তার কাছ থেকে নিতে ভুলে গিয়ে থাকবেন হয়তো এবং সেটা না নিয়েই মেজর রিচের ফ্ল্যাটে চলে যান।'

'তা সেই ব্যাগের মধ্যে কি ছিল?'

'আপনি যা আশা করেন। যেমন পায়জামা, বাড়তি শার্ট, কাপড়কাচার সরঞ্জাম, ইত্যাদি।'

'খুব ভাল করে দেখেছেন তো?'

'কেন, আপনি আর কি আশা করেন?'

পোয়ারো তার এই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলল : 'ভাল কথা, স্টিলেটোর কোনো হদিশ পেলেন? পাননি তো! ঠিক আছে আমি বলি কি, মিসেস স্পেন্সের বাড়ির যে পরিচারিকা ঘরদোর পরিষ্কার করে তার কাছে খোঁজ নিন সেরকম কিছু সেখানে পড়ে থাকতে দেখেছে কিনা।'

'মিসেস স্পেন্সেস?' মিলার শিস দিয়ে উঠল। 'আপনার মনটা কি এখন এ ভাবে কাজ করছে? সেই স্টিলেটোটা স্পেন্সেসদের গোচরে আনা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সেটা চিনতে পারেননি।'

'তাঁদের আবার জিজ্ঞেস করুন।'

'আপনি কি মনে করেন—'

'এখন কোনো প্রশ্ন নয়, যা বললাম তাই করুন। তারপর তাঁরা কি বলেন আমাকে জানান।'

'আপনি কি চাইছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মঁসিয়ে পোয়ারো।'

'মঁসিয়ে মিলার, আর একবার ওথেলো পড়ে দেখুন। ওথেলোর চরিত্রটা বিবেচনা করে দেখুন। তাদের মধ্যে একজনকে আমরা হারিয়েছি।' এই পর্যন্ত বলে পোয়ারো লাইনটা কেটে দিল। এরপর সে ডায়াল করল লেডি চ্যাটারটনের লাইন। নম্বরটা ব্যস্ত। একটু পরে সে আবার চেষ্টা করল। এবারেও সফল হলো না। সে তখন তার সাজভৃত্য জর্জকে ডেকে উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত ডায়াল করে যেতে বলল। সে জানে লেডি চ্যাটারটন একনাগাড়ে টেলিফোন করে যান, বেশিরভাগ অকারণেই। ওঁর এই বদ-অভ্যাস কিছুতেই শোধরানো গেল না।

ব্যর্থ হয়ে অবশেষে একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সে তার আরামকেদারায় বসে ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিল।

'আমি বুড়ো হয়ে গেছি,' নিজের মনেই সে বলে উঠল। 'একটুতেই কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ি।' তারপরেই তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা যায়। 'কিন্তু আমার স্নায়ুকোষগুলো, সেগুলো এখনো সক্রিয়। ধীরে হলেও সেগুলো ঠিকমতো কাজ করে যাচ্ছে।... ওথেলো, হ্যাঁ...সেই কথাটা কে যেন আমাকে বলেছিল? আহ্ হ্যাঁ, মিসেস স্পেন্স। ব্যাগ...পর্দা...মৃতদেহ পড়েছিল সেখানে, ঠিক যেমন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। খুনটা খুব কৌশলে করা হয়েছে, পূর্বপরিকল্পিত...আমি মনে করি খুনী সেটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে থাকবে।'

এই সময় জর্জ ঘোষণা করল : 'স্যার, লেডি চ্যাটারটনের লাইন পেয়েছি।'

পোয়ারো তার হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে বলে উঠল, 'আমি এরকুল পোয়ারো কথা বলছি। মাদাম, আপনার অতিথির সঙ্গে একবার কথা বলতে পারি?'

'অবশ্যই, কেন নয়?' উত্তরে তিনি কৌতূহলী হয়ে বললেন, 'ওহো মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার চমৎকারিত্বের কিছু নমুনা জানতে পারি।'

'এখন নয়', পোয়ারো বলল, 'তবে সম্ভবত আমি আমার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি।'

এরপরেই মারগারিটার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দূরভাষে, শান্ত, নম্র।

'মাদাম, সেদিনকার পার্টিতে আপনি অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জিজ্ঞেস করাতে আপনি ভ্রূকুটি করেছিলেন, যদিও আপনার মুখ দেখে মনে হয়েছিল আপনি কিছু জানতেন, কিন্তু এড়িয়ে গেছলেন। ঠিক আছে, আমি এখন আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। সেদিন রাত্রে ঘরের পর্দাটা ঠিক জায়গায় ছিল তো?'

'পর্দাটা? হ্যাঁ, অবশ্যই বলতে হয়, সেটা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না।'

'সেদিন রাত্রে আপনি নাচ করেছিলেন?'

'আংশিকভাবে।'

'বেশিরভাগ নাচ আপনি কার সঙ্গে করেছিলেন?'

'জেরেসি স্পেন্সেস। চমৎকার নাচিয়ে সে। চার্লসও ভাল নাচে, কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। সে আর লিন্ডা নাচ শুরু করে, তবে যখন তখন আমরা আমাদের নাচের পার্টনার বদল করেছিলাম। জোক ম্যাকলারেন নাচ করে না। তার কাজ ছিল তদারকি করা।'

'পরে আপনি গান-বাজনায় মেতে ওঠেন, এই তো?'

'হ্যাঁ।

এখানে একটু থেমে মারগারিটা আবার বলল, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, এ সব কি? তবে কি আপনি,...মানে কোনো আশা-ভরসা আছে?'

'মাদাম, আপনি কি কখনো জানার চেষ্টা করেছেন, আপনার চারপাশের লোকেরা কি অনুভব করে?'

তাঁর কণ্ঠস্বরে একটা অস্পষ্ট বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠতে দেখা যায় : 'অ্যাঁ—আমি সেরকমই মনে করি।'

'কিন্তু আমি মনে করি তা নয়। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণাই নেই। আমি আবার এও মনে করি, আপনার জীবনে এটাই দুঃখদায়ক ঘটনা। কিন্তু দুঃখদায়ক ঘটনা অন্য লোকেদের জন্যে, আপনার জন্যে নয়!' এখানে একটু থেমে পোয়ারো আবার বলতে শুরু করল : 'আজ কেউ একজন আমাকে ওথেলোর কথা উল্লেখ করল। তাই আমি আপনাকে সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনার স্বামী কি ঈর্ষাকাতর ছিলেন? উত্তরে আপনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, আপনি সেরকমই মনে করেন। কিন্তু কথাটা আপনি খুব হাল্কাভাবেই বলেছিলেন। আপনি এমনভাবে বলেছিলেন,

যেমন কোনো বিপদের আঁচ না করেই ডেসডিমোনা বলেছিল। সেও ঈর্ষার কথাটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল, কিন্তু সে সেটা বুঝতে পারেনি। কারণ তার নিজেরই কখনো ঈর্ষার অভিজ্ঞতা হয়নি। আমার মনে হয়, তীব্র শারীরিক আবেগ সম্পর্কে সে একেবারে অজ্ঞ ছিল। সে তার স্বামীকে গভীরভাবে ভালবাসতো তার জীবনের নায়কের মতো পূজো করত তাকে। সে তার বন্ধু ক্যাসিওকেও ভালবাসতো বটে, তবে তার সেই ভালবাসা ছিল নিষ্কাম অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো...আমার অনুমান তার এই দায়মুক্ত আবেগের জন্য সে নিজেই পুরুষদের পাগল করে তুলত...মাদাম, আমি আপনাকে ঠিক ঠিক ভাবে বোঝাতে পারছি তো?'

একটা নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতার পর মারগারিটা শান্ত, শীতল এবং একটু বুঝি বা বিহ্বলতায় আবিষ্ট হয়ে উত্তর দিলেন : 'আমি, আমি সত্যি সত্যি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর সে কাজের কথায় এলো। 'আজ সন্ধ্যায়,' সে বলল, 'আমি আবার আসব আপনার কাছে।'

ইন্সপেক্টার মিলারকে বোঝানো খুব একটা সহজ কাজ নয়। তবে এরকুল পোয়ারো সহজে হার মানার পাত্র নয়, যতক্ষণ না তার ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে হাল ছাড়বে না, এমনি নাছোড়বান্দা সে। ইন্সপেক্টার মিলার মুখে অসন্তোষভরে বিড়বিড় করলেও শেষ পর্যন্ত সর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করল তার কাছে।

'—এ ব্যাপারে লেডি চ্যাটারটনের কি করারই বা আছে?'

'সত্যি কথা বলতে কি কিছুই নয়। উনি একজন বন্ধুকে আশ্রয় দিয়েছেন, ব্যাস এই পর্যন্তই।'

'ওই স্পেন্সেস দম্পতিকে আপনি জানলেন কি করে?'

'ওই স্টিলেটোটা কি সেখান থেকেই এসেছে?' পোয়ারো তাঁর প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলো। অবশ্য এটা আমার নেহাতই অনুমান। আমি আমার ধারণার কথা বলেছি, স্টিলেটোটা মারগারিটা ক্লেটনের। কিন্তু তাঁর বক্তব্য, তিনি নিশ্চিত জানেন, সেটা মিসেস ক্লেটনের নয়।' এখানে একটু থেমে পোয়ারো এবার মিলারকে প্রশ্ন করল, তা ওঁরা কি বলেন?' তার এই প্রশ্নের মধ্যে একটা চাপা কৌতূহল ছিল।

'এরকম একটা খেলনা ছোরা যে তাদের ছিল তা তাঁরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ আগে সেটা হারিয়ে যায়, আর সত্যি তাঁরা সেটার কথা একেবারে ভুলে গেছলেন। আমার মনে হয় রিচ সেটা সেখান থেকে চুরি করে থাকবেন।'

'এই রক্তের হোলি খেলা যে লোকটি নিরাপদে খেলতে চান, কে, কে সে?' এরকুল পোয়ারো নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, 'মিস্টার জেরেসি স্পেন্স।' তারপর ইন্সপেক্টার মিলারের উদ্দেশ্যে সে এবার সরাসরি বলল, 'কয়েক সপ্তাহ আগে...ওহো হ্যাঁ, অনেকদিন আগে থেকেই এই পরিকল্পনা শুরু...'

'কি বললেন?'

পোয়ারো তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আমরা এসে গেছি।' স্পেরিটন স্ট্রীটে লেডি চ্যাটারটনের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি এসে থামল। পোয়ারোই ট্যাক্সির ভাড়া মেটাল।

ওপরতলার একটা ঘরে মারগারিটা তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মিলারকে দেখামাত্র তাঁর মুখটা হঠাৎ কেমন কঠিন হয়ে উঠল।

'আমি জানতাম না উনি—'

'আমি যে বন্ধুটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব বলেছিলাম আপনি জানতেন না?'

'কিন্তু ইন্সপেক্টার মিলার আমার বন্ধু নন।'

'আপনি সুবিচার চান কি চান না তার ওপরেই সেটা নির্ভর করছে মিসেস ক্লেটন। আপনাকে আবার জানিয়ে রাখি, আপনার স্বামী সত্যি যে,' একটু থেমে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পোয়ারো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এখন কে তাঁকে খুন করতে পারে এ ব্যাপারেই আমরা আলোচনা করব। আমরা বসতে পারি মাদাম?'

মাথা নেড়ে মারগারিটা তাদের মুখোমুখি একটা উঁচু চেয়ারে বসলেন।

'আমি বলছি', পোয়ারো উভয় শ্রোতার উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনারা ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন। আমি জানি সেদিন সেই ভয়ঙ্কর অভিশপ্ত রাতে মেজর রিচের বাড়িতে কি ঘটেছিল।...আমরা সবাই শুরুতে যে অনুমান করেছিলাম তা সত্য নয়, আমাদের অনুমান ছিল মৃতদেহটা সিন্দুকের মধ্যে রাখার সুযোগ মাত্র দু'জন লোকের, যেমন বলা যায়, মেজর রিচ কিংবা উইলিয়াম বারজেসের। কিন্তু আমাদের ভুল হয়ে গেছে, সেদিন সন্ধ্যায় সেই ফ্ল্যাটে তৃতীয় একজন ব্যক্তি ছিল, যার পক্ষে সেই কাজ করার সমান সুযোগ ছিল।'

'কিন্তু কে, কে সেই তৃতীয় ব্যক্তি?' মিলার সন্দেহের চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। 'তবে কি সেই লিফ্‌টবয়?'

'না।'

'তাহলে কে?'

'আর্নল্ড ক্লেটন।'

'কি বললেন? কেউ কি নিজেই নিজের মৃতদেহ সিন্দুকের মধ্যে রাখতে পারে? আপনি কি পাষাণ হয়ে গেলেন?'

'স্বভাবতই মৃতদেহ নয়, জীবন্ত অবস্থায়। এই সহজ মানেটা বুঝতে পারলেন না? ঠিক আছে, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, তিনি নিজেই নিজেকে সেই সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখবেন এরকম ঘটনা কতই না ঘটেছে। সিন্দুকে অতি সম্প্রতি কয়েকটা নতুন গর্ত দেখামাত্র এই সম্ভাবনার কথাটা আমার মনে উদয় হয়। কেন জানেন? গর্তগুলো করা হয়েছিল যাতে করে সিন্দুকের ভেতরে যথেষ্ট আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে। আরও আছে, সেদিন সন্ধ্যায় পর্দাটা সেটার নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে সরানো হলো কেন? খুব সহজ উত্তর, ঘরে উপস্থিত

অতিথিদের দৃষ্টি থেকে সিন্দুকটা আড়াল করার জন্য, যাতে করে সিন্দুকের ভেতরে লুকিয়ে থাকা লোকটি সময় সময় সিন্দুকের ঢাকনা তুলতে পারে এবং হাত-পায়ের খিল ধরা থেকে রেহাই পেতে পারে এবং ঘরের লোকজনের কথা শুনতে পারে।'

'কিন্তু কেন?' বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে মারগারিটা জানতে চাইলেন। 'আর্নল্ড সেই সিন্দুকের ভেতরে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই বা চাইলেন কেন?'

'মাদাম, আপনি এ প্রশ্ন করছেন? আপনার স্বামী ঈর্ষাপরায়ণ লোক ছিলেন। তাছাড়া আপনার স্বামী সেই সময় সুস্থ-স্বাভাবিক ছিলেন না, অসংলগ্ন অবস্থায় ছিলেন। তিনি বোতলবন্দী অবস্থায় ছিলেন, তাঁর ঈর্ষা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে একেবারে পর্বতসমান হয়ে যায়। সেটা তাঁকে ভয়ঙ্করভাবে পীড়া দেয়। আপনি রিচের মিস্ট্রেস ছিলেন কি ছিলেন না, তিনি জানতেন না। কিন্তু জানার জন্য তিনি খুবই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন সেদিন। কিন্তু জানবেনই বা কি করে? আর তাই তো স্কটল্যান্ড থেকে একটা তারবার্তার আশ্রয় নিতে হয়, যে তারবার্তা আদৌ পাঠানোই হয়নি আর কেউ সেটা দেখেওনি! বাড়ি থেকে তিনি তাঁর পোশাক একটা ব্যাগে নিয়ে বেরোলেও সেটা তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ক্লাবে ফেলে রেখে আসেন। তিনি মেজর রিচের ফ্ল্যাটে এমন সময় যান যখন সম্ভবত রিচ বাইরে বেরিয়েছিলেন। তিনি তখন সাজভৃত্যকে বলেন, তিনি একটা নোট লিখে রেখে যেতে চান। সাজভৃত্য বারজেস রান্নাঘরে চলে যাওয়া মাত্র আপনার স্বামী তখন একা হয়ে যান সেখানে, আর সেই সুযোগে তিনি সিন্দুকে কয়েকটা গর্ত করেন, পর্দাটা সরিয়ে সিন্দুকটা ঢেকে দেন এবং সিন্দুকের ডালা তুলে তিনি সেটার ভেতরে ঢুকে ডালাটা আবার যথারীতি নামিয়ে দেন। সেদিন রাত্রে তিনি সত্যকে জানার জন্য এই অভিনব ব্যবস্থা করেন। সম্ভবত তাঁর স্ত্রী অন্যদের পিছনে ছিলেন, এবং তিনি অন্যদের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যান, কিন্তু পরে আবার ফিরে আসেন। সেদিন রাতে বেপরোয়া ঈর্ষাপরায়ণ লোকটি জানলেন...'

'তিনি নিজেই যে নিজেকে ছুরিবিদ্ধ করেছিলেন এ কথা আপনি বলছেন না তো?' মিলারের কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হতে দেখা যায়। ''ননসেন্স!''

'ওহো না, অন্য কেউ তাঁকে ছুরিবিদ্ধ করে থাকবে। কেউ হয়তো জানতো তিনি সেখানে রয়েছেন। এটা যেন একটা খুনের ঘটনা, ঠিক আছে। সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করা এবং পূর্বপরিকল্পিত খুন। ওথেলোর অন্য সব চরিত্রগুলোর কথা ভাবুন। ইয়াগোকে আমাদের মনে রাখা উচিত। আর্নল্ড ক্লেটনের মন অস্পষ্টভাবে বিষিয়ে ওঠা; আভাস, অবিশ্বাস। সৎ ইয়াগো, বিশ্বস্ত বন্ধু, যে মানুষকে আপনি সব সময় বিশ্বাস করেন। আর্নল্ড ক্লেটন তাকে বিশ্বাস করেন। আর্নল্ড ক্লেটন তাঁর ঈর্ষার কারণটা নিজেই যাচাই করে নিতে উদ্যত হন এভাবে, সেদিন তাঁর ঈর্ষা চরমে পৌঁছে যায়। সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকাটা কি আর্নল্ডের নিজস্ব মতলব? হয়তো তিনি নিজেই এরকম কিছু ভেবে থাকবেন। আর তাই তো দৃশ্যটা ওইভাবে সাজানো হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ আগে চুরি যাওয়া স্টিলেটোটা তখন তাঁর হাতের মুঠোয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আলো কমে

আসছিল। গ্রামোফোন বাজছিল চড়া সুরে, দুটি দম্পতি নাচছিল, অদ্ভুত লোকটি রেকর্ড ক্যাবিনেটের কাছে ব্যস্ত, সেটা সেই স্প্যানিশ সিন্দুকের কাছেই ছিল, পর্দাটা নড়ে ওঠে। তবে পর্দার পিছনে চলে যাওয়ার আগে সেই অদ্ভুত ধরনের আগন্তুক সিন্দুকের ঢাকনা তুলে ছুরি দিয়ে আর্নল্ডকে আঘাত করে বসে,—কাজটা খুবই দুঃসাহসের কিন্তু খুবই সহজ!'

'ক্লেটন চিৎকার করে উঠতে পারতেন না।'

'না, তিনি যদি অতিরিক্ত মদ খেয়ে থাকেন,' পোয়ারো বলল, 'তাহলে তখন ওঁর হুঁস থাকার কথা নয়। সাজভৃত্যের কথামতো মৃতদেহ এমনভাবে পড়েছিল যেন একজন মানুষ ঘুমিয়ে আছে। ক্লেটন গভীর ঘুমে ঘুমিয়েছিলেন, তাঁকে কেউ হয়তো প্রচুর মদ খাইয়ে থাকবে, যে তাঁকে মদ খাইয়েছিলেন, তিনি আর কেউ নন, সেই ক্লাবেরই একজন সদস্য।'

'তার আগে বলুন আপনি কে?' পাল্টা প্রশ্ন করলো হুগো।

'জোক?' মারগারিটার কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠল, ছেলেমানুষের মতো বিস্মিত হলেন তিনি। 'জোক? আমার প্রিয় জোক নয়। কেন জানেন, আমি আমার সারা জীবন ধরে তাঁকে দেখে আসছি। আর জোক কেনই বা আমার স্বামীকে খুন করতে যাবে?'

পোয়ারো এবার মিসেস ক্লেটনের দিকে ফিরে তাকাল।

'কেন দু'জন ইতালীয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়াই করে? কেন একজন যুবক নিজেই নিজেকে গুলি করে? জোক ম্যাকলারেন একজন মাতাল, তার কথাবার্তা অসংলগ্ন। তিনি নিজেই সমর্পণ করেন, সম্ভবত সেটা তিনি করেন আপনার এবং আপনার স্বামীর বন্ধু হিসেবে বিশ্বস্ততা অর্জন করার জন্য। কিন্তু তারপরেই মেজর রিচও ওঁদের দু'জনের মধ্যে এসে হাজির হন। এটা বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হয়নি? ঘৃণা আর কামনা-বাসনার অন্ধকারের আবর্তে পড়ে তিনি যে পরিকল্পনা করেন, সেটা একটা নিখুঁত খুন,—জোড়া খুন, কারণ আর্নল্ড ক্লেটন আগেই মৃত, এবং মেজর রিচ যে অপরাধী সাব্যস্ত হবেন সেটা একেবারে নিশ্চিত। আর এভাবেই মেজর রিচ এবং আপনার স্বামী দু'জনেই অপসারিত হলে, তিনি মনে করেন অবশেষে আপনি তাঁর দিকে ফিরে তাকাবেন। আর সম্ভবত মাদাম, আপনি ঠিক তাই করেছেন, তাই না?'

মিসেস ক্লেটন স্থির চোখে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর বিস্ফারিত চোখে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক...'

প্রায় অবচেতন অবস্থায় তিনি নিঃশ্বাস নিলেন।

'সম্ভবত...আমি জানি না...'

ইন্সপেক্টার মিলার বিজ্ঞের মতো বলল : 'এ সবই খুব ভাল পোয়ারো। এটা একটা সিদ্ধান্ত মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। এটা তথ্য-প্রমাণের একটা অংশ মাত্র। সম্ভবত এর একটা শব্দও সত্য নয়।'

'কিন্তু আমি বলছি, সব সত্য।'

'কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই। এখানে এমন কিছু নেই যার ওপর ভিত্তি করে আমরা এর পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারি।'

'আপনি আবার ভুল করছেন। আমার মনে হয়, ম্যাকলারেনের বিরুদ্ধে ক্রেটন হত্যার চার্জ আনলেই উনি সব স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। এখন আমার প্রধান কাজ হবে, মারগারিটা ক্রেটনও যে ব্যাপারটা জানেন এই খবরটা তাঁর কাছে পরিষ্কার করে দিতে হবে...'

এখানে একটু থেমে পোয়ারো আরও বলল : 'কারণ এ কথাটা ম্যাকলারেন একবার জানলেই তিনি তখন একেবারে ভেঙে পড়বেন...অতি চৌখোস খুনীও শেষ পর্যন্ত এ ভাবেই ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়, বুঝলেন?'

মৃত্যু ভাসে আয়নায়

DEAD MEN'S MIRROR

'ডেড মেনস্ মিরর' মূল গল্প 'দ্য সেকেন্ড গঙ' গল্পের পরিবর্দ্ধিত অবস্থায় প্রকাশিত হয় আমেরিকার "হোম জার্নালে" ১৯৩২ সালের জুন মাসে। তারপর প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে 'দ্য স্ট্রান্ড' পত্রিকায়।

আধুনিক ফ্ল্যাট। ততোধিক আধুনিক ফ্যাশানে সাজানো-গোছানো ঘর।

হাতলওয়ালা চেয়ারগুলো চার-চৌকো। আধুনিক লেখার টেবিলটাও জানালার সামনে চতুর্ভূজাকার জায়গা নিয়ে বসানো রয়েছে। আর সেই টেবিলটার সামনে বসে আছে ছোটোখাটো চেহারার একজন বয়স্ক পুরুষ। বাস্তবিক ঘরের মধ্যে তার মাথাটাই কেবল চৌকো নয়। সেটা ডিম্বাকৃতি।

মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো একটি চিঠি পড়ছিল :

স্টেশন : হুইমপারলে — হ্যামবরো ক্লোজ,

টেলিগ্রাম : হ্যামবরো সেন্ট জন। — হ্যামবরো সেন্ট মেরী, ওয়েস্টশায়ার।

সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৩৬

মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো।

প্রিয় মহাশয়,

এখানে একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, মার্জিতভাবে এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে সেটা

তদারকি করতে হবে। আমি আপনার সুখ্যাতির কথা অনেক শুনেছি। তাই ঠিক করেছি এ কাজের ভার আপনার হাতে তুলে দেব। আমি যে প্রতারণার শিকার হয়েছি এ কথাটা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি। কিন্তু পারিবারিক কারণে আমি পুলিশ ডাকতে চাই না। এ ঘটনার মোকাবিলা করার জন্যে আমি নিজেই কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করছি, তবে একটা টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসার জন্যে আপনি নিজেকে তৈরি রাখবেন। এই চিঠির উত্তর না দিলে আমি বাধিত হবো।

আপনার বিশ্বস্ত,

গারভেজ সেভেনিক্স-গোরে।

এরকুল পোয়ারোর চোখের ভ্রূ দুটি ধীরে ধীরে কপালের ওপর উঠতে থাকল যতক্ষণ না সেগুলো তার মাথার চুলে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

'আর তা হলে কে উনি', নিজের মনে প্রশ্ন করল সে, 'কে এই গারভেজ সেভেনিক্স-গোরে?'

এগিয়ে গিয়ে বুক-কেস থেকে একটা মোটা বই টেনে বার করল সে। যা চাইছিল সহজেই পেয়ে গেল সে।

সেভেনিক্স-গোরে, স্যার গারভেজ ফ্রান্সিস জেভিয়ার, প্রাক্তন অধিনায়ক ১৭তম ল্যাঙ্কাসায়ার্স, জন্ম ১৮ই মে, ১৮৭৮, স্যার সেভেনিক্স-গোরে এবং লেডি ক্লডিয়া ব্রেথারটনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ওয়ালিংফোর্ড-এর অষ্টম আর্লের দ্বিতীয় কন্যা। ভান্ডা এলিজাবেথ, কর্নেল ফ্রেডারিক আরবাথনটের কনিষ্ঠা কন্যা। শিক্ষা ইটনে, ১৯১৪-১৮ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। বিনোদন : ভ্রমণ, বড় খেলা : শিকার। ঠিকানা : হ্যামবরো সেন্ট মেরী, ওয়েস্টশায়ার, এবং ২১৮ লাওন্ডেস স্কোয়ার, এস. ডব্লু ১, ক্লাব : ক্যাভালরি ভ্রমণকারী।

পোয়ারো যেন একটু অসন্তুষ্ট হয়ে জোরে জোরে মাথা নাড়লো। মুহূর্তের জন্য চিন্তায় ডুবে রইলো সে। পরমুহূর্তেই ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একগুচ্ছ নিমন্ত্রণ কার্ড বার করল। তার মুখ উজ্জ্বল হলো। ঠিক আমার ব্যাপার! তিনি নিশ্চিতই সেখানে আছেন।

ডাবেস গদগদ হয়ে এরকুল পোয়ারোকে অভিবাদন জানালেন। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি তাহলে শেষ পর্যন্ত এলেন। চমৎকার!'

'আনন্দটা আমার মাডাম', মাথা নিচু করে বিড়বিড় করলো পোয়ারো।

অনেক জরুরী এবং চমৎকার সব অনুষ্ঠান এড়িয়ে গেছে সে, যেমন একজন বিখ্যাত কূটনীতিবিদ্ একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী। অবশেষে সেই লোকটিকে দেখতে পেলো সে, যাকে সে চাইছিল, অবশ্যই সে একজন অতিথি, মঁসিয়ে স্যাটারথওয়েট।

মঁসিয়ে স্যাটারথওয়েটের গলা কাঁপছিল—

'প্রিয় ডাচেস, সব সময়েই তাঁর পার্টি আমার খুব উপভোগ্য হয়...কি অদ্ভুত তাঁর ব্যক্তিত্ব, আমি কি বোঝাতে চাই যদি আপনি জানতেন। কয়েক বছর আগে কোরসিকায় আমি তাঁর অনেক কিছুই দেখেছিলাম...

মঁসিয়ে স্যাটারথওয়েটের কথাবার্তা অহেতুক বোঝাস্বরূপ, নিজের গুণকীর্তন আর পরিচিতি ফিরিস্তিতে ভরা। সম্ভবত কোনো কোনো সময়ে সর্বশ্রী জোন্স, ব্রাউন কিংবা রবিনসনের সঙ্গ তাঁর ভাল লেগে থাকবে। কিন্তু নিছক তিনি একজন হীন মর্যাদাসম্পন্ন লোক, পয়সাওয়ালা লোকেদের পা-চাটা স্বভাব তাঁর. আর কথার মারপ্যাঁচে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ওস্তাদ। তবু বলবো মনুষ্য প্রকৃতির ওপর তাঁর নজরদারী প্রখর।

'আমার প্রিয় অনুগামীরা, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, দীর্ঘদিন ধরে আমি আপনাদের দেখে আসছি। খুব কাছ থেকে আপনাদের কাকের বাসার কারবার করতে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। লেডি মেরীকে মাত্র গত সপ্তাহে আমি দেখেছি। দারুণ সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া তিনি!'

হাল্কাভাবে দু'-একটি স্ক্যান্ডাল ছড়ানোর পর—আর্ল কন্যার অদূরদর্শিতার নমুনা দেখাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত গারভেজ সেভেনিক্স-গোরের নামটা জাহির করতে সফল হলো পোয়ারো।

মঁসিয়ে স্যাটারথওয়েট সাড়া দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'আঃ, কি চরিত্র, অবশ্য আপনারা যদি পছন্দ করেন। শেষ ব্যারন—এটা তাঁর ছদ্মনাম।'

'ক্ষমা করবেন, আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'এটা একটা ঠাট্টা, বুঝলেন। স্বভাবতই, সত্যিকারের ইংল্যান্ডের শেষ ব্যারন সে নয়। মানে গত শতাব্দীতে যে ব্যারনদের ইতিহাস নিয়ে বহু গল্প, উপন্যাস রচিত হয়েছে আমি তাদের কথা বলছি।'

বিস্তারিতভাবে বোঝাতে যান তিনি। ছেলেবেলায় গারভেজ সেভেনিক্স-গোরে বাণিজ্যতরীতে চড়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। মেরু অভিযানও করে এসেছেন তিনি। একবার তিনি থিয়েটারের বক্স থেকে স্টেজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অভিনয়রত এক সুপরিচিত নায়িকাকে বহন করে আনেন। তাঁর বংশধররা অসংখ্য।

'প্রাচীন পরিবার,' মঁসিয়ে স্যাটারথওয়েট বলে চলেন, 'স্যার গাই দ্য সেভেনিক্স প্রথম ধর্মযুদ্ধে যান। হায়, এখন মনে হচ্ছে সব শেষ হতে চলেছে। বৃদ্ধ গারভেজ হলেন শেষ সেভেনিক্স-গোরে।'

'আচ্ছা এস্টেটের অবস্থা কি পড়ে আসছে?'

'না, মোটেই তা নয়। গারভেজ খুবই ধনবান। দামী বাড়ি, সম্পত্তি, কয়লাখনি, এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে কিছু খনির অধিকারী তিনি। যৌবনেই ভাগ্য ফিরে যায় তাঁর। ভাগ্যবান পুরুষ। যাতে হাত দিতেন, সেটাই সোনা হয়ে যেতো।'

'এখন নিশ্চয়ই বয়স হয়ে গেছে তাঁর?'

'বেচারা গারভেজ', দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, বেশিরভাগ লোকই তাঁকে এখন পাগলা বলে সম্বোধন করে থাকে। তবে তাঁকে ঠিক পাগল বলা যায় না, একটু অস্বাভাবিক, খেয়ালি প্রকৃতির লোক বলতে পারেন।'

'আর যত দিন যাবে তাঁর খামখেয়ালীপনা ততই বেড়ে যাবে।' মন্তব্য করল পোয়ারো, 'মনে হয় নিজেকে খুব গুরুত্ব দিতে চান তিনি।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। খুবই সত্য। আমার ধারণা, গারভেজ মনে করে থাকেন, পৃথিবীটা সব সময় দু'ভাগে বিভক্ত—একদিকে সেভেনিক্স-গোরে. অপর দিকে বিশ্বের বাকী অধিবাসীরা।'

সুচিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো পোয়ারো। 'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। জানেন, তাঁর কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পাই। অস্বাভাবিক চিঠি। দাবী নয়, একেবারে শমন!'

'রাজকীয় আদেশ', চাপা হাসি হেসে বললেন স্যাটারথওয়েট।

'কিন্তু আমি, এরকুল পোয়ারো যে একজন ব্যস্ত কাজের মানুষ, স্যার গারভেজের কাছে সেটা যেন একটা তুচ্ছ ব্যাপার, পাত্তাই দিতে চান না তিনি। আমার সব জরুরী কাজ মুলতুবি রেখে তাঁর অনুগত কুকুরের মতো এক ডাকে তাঁর কাছে ছুটে যাই, এটাই তিনি চান।'

মঁসিয়ে স্যাটারথওয়েট ঠোঁট টিপে হাসি চাপলেন কোনোরকমে। তিনি বুঝলেন, সম্মানের প্রশ্নে আমরা কেউই এক পাও নড়তে চাই না। তবু বিড়বিড় করে তিনি বললেন, 'অবশ্যই, কারণটা যদি খুব জরুরী হয়—?'

'না, তা নয়!' শূন্যে হাত ছুঁড়ে বলল পোয়ারো, 'তাঁর প্রয়োজন হলেই তাঁর হুকুম তামিল করার জন্যে আমাকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে, এটাই মোদ্দা কথা।'

'তাহলে', মঁসিয়ে স্যাটারথওয়েট, বললেন 'আপনি কি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করছেন?'

'না, সে সুযোগ এখনো আমার হয়নি', ধীরে ধীরে বলল পোয়ারো।

'কিন্তু পরে কি আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন?'

ছোটোখাটো লোকটার মুখের চেহারার পরিবর্তন হতে দেখা গেল এবার। পোয়ারো বলল, 'কি করে নিজে আমি সেটা প্রকাশ করি বলুন? প্রত্যাখ্যান—হ্যাঁ, সেটাই হবে আমার প্রথম সহজাত ধারণা। কিন্তু আমি জানি না...কখনো কখনো এরকম সবার মনে হয়ে থাকে কিনা। তবে সেই রকম একটা আভাষ আমি যেন পাচ্ছি।'

'ওঃ?' মঁসিয়ে স্যাটারথওয়েট গম্ভীর স্বরে বললেন, 'দারুণ আগ্রহের ব্যাপার তো...'

'আমার কাছে তাই মনে হয়', পোয়ারো বলতে থাকে, 'মনে হচ্ছে আপনার বর্ণনা মতো লোকটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক।'

'ক্ষতিকারক?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন স্যাটারথওয়েট। পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। খুব তাড়াতাড়ি মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা তাঁর

আছে। তাই ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, মনে হয় আমি বুঝেছি—'

'এরকম লোককে বাক্সবন্দী করে রাখা উচিত। মনে হয় তিনি বর্মের আড়ালে নেই—এ সব ধর্মযোদ্ধাদের ধর্ম হলো অযথা গর্ব, অহঙ্কার, অহমিকা প্রকাশ করা। কিন্তু এঁরা জানেন না, এতে বিপদ আছে। এ ধরনের ঠুনকো প্রতিরোধ যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে, আক্রান্ত হতে পারেন তাঁরা।' একটু থেমে পোয়ারো আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'স্যার গারভেজের পরিবারের লোকজন কারা?'

'ভান্ডা—তাঁর স্ত্রী। তিনি একজন আরবাথনট পরিবারের মেয়ে, দারুণ সুন্দরী। বয়স হলেও এখনো রীতিমতো রূপসী মহিলা তিনি। স্বামীর প্রতি অনুগত। তিনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী, তাঁর ধারণা—পূর্ব জন্মে মিশরের রানী ছিলেন তিনি। আর আছে রুথ—তাঁদের দত্তক কন্যা। তাঁদের নিজেদের কোনো সন্তান নেই। মেয়েটি আধুনিকা এবং আকর্ষণীয়া। এরাই হলো পরিবারের লোকজন। তাছাড়া গারভেজের ভাগ্নে হুগো ট্রেন্ট তো আছেই। রেনি ট্রেন্টের সঙ্গে তাঁর বোন পামেলা সেভেনিক্স-গোরের সঙ্গে বিয়ে হয়। হুগো হলো তাদের সন্তান। অনাথ সে। মামার সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে না সে, তবে আমার ধারণা, শেষ পর্যন্ত গারভেজের অধিকাংশ টাকা সেই পাবে। সুপুরুষ ছোকরা।'

চিন্তামগ্ন যোগীর মতো মাথা নাড়লো পোয়ারো। তারপর বলল 'স্যার গারভেজের এটা একটা বিরাট দুঃখ যে, তাঁর সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার জন্যে তাঁর কোনো পুত্র নেই। বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না। বেচারা!'

মঁসিয়ে স্যাটারথওয়েট কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। শেষ পর্যন্ত আবার মুখ খুললেন, 'হ্যামবারাতে যাওয়ার একটা নির্দিষ্ট কারণ এখন আপনি দেখতে পেয়েছেন নিশ্চয়ই?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো পোয়ারো। 'না', উত্তরে সে আরো বললেন, 'আমি তো কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যাতে আমার মত বদল হতে পারে। তবে বলা যেতে পারে আমার ইচ্ছে, আমি সেখানে যাই।

প্রথম শ্রেণীর কামরায় এক কোণায় বসেছিল এরকুল পোয়ারো। ট্রেনটা শহরতলীর ভেতর দিয়ে ছুটছিল। মাঝে মাঝে ভাঁজ করা টেলিগ্রামটা পকেট থেকে বার করে দেখছিল। সেই টেলিগ্রামের বক্তব্য এই রকম :

সেন্ট প্যানক্রাস স্টেশন থেকে সাড়ে চারটের এক্সপ্রেস ট্রেনটা ধরবেন। গার্ডকে বলে রাখবেন হুইমপারলে স্টেশনে ট্রেনটা যেন দাঁড় করায়।

টেলিগ্রামটা যথারীতি ভাঁজ করে রেখে সে আবার পকেটে পুরে রেখে দিল।

ট্রেনের গার্ডকে বলতেই গদগদ হয়ে বলেছিল সে, ''আপনি হ্যামবরো ক্লোজে যাচ্ছেন? ও হ্যাঁ, স্যার গারভেজ সেভেনিক্স—গোরের অতিথিদের জন্যে সব সময়েই

হুইমাপারলে স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হয়। স্যার, আমি মনে করি, এটা একটা বিশেষ ব্যক্তিগত সুবিধে।'

ট্রেনটা লেটে রান করছিল। ৭টা বেজে ৫০ মিনিটে পৌঁছানোর কথা ছিল, কিন্তু এরকুল পোয়ারো ট্রেন থেকে নামলো আটটা বেজে দু' মিনিটের সময়। একটু পরেই ইঞ্জিনের হুইসেল বেজে উঠল। নর্দার্ন এক্সপ্রেস আবার চলতে শুরু করল। গাঢ় সবুজ পোশাক পরিহিত সোফার এগিয়ে এলো পোয়ারোর কাছে।

'মঁসিয়ে পোয়ারো? হ্যামবরো ক্লোজে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন তো?'

মাথা নেড়ে সায় দিতেই পোয়ারোর জিনিসপত্র হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল সে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুবার গেটের দিকে। একটা বড় ভূমিকা যেন অপেক্ষা করছিল তার জন্য। সোফার দরজা খুলে দিল পোয়ারোর জন্য।

দশ মিনিট ধরে মফঃস্বল গ্রামের অলি-গলি দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসে একসময় স্যার গারভেজ সেভেনিক্স-গোরের বাড়ির সামনে এসে থামল গাড়িটা।

দরজা খুলে যেতেই একজন খানসামা এগিয়ে এলো। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, এই পথ দিয়ে আসুন স্যার।'

হলঘর পেরিয়ে একটা দরজার প্রায় অর্ধেক খুলে খানসামা ঘোষণা করল, 'মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো এসে গেছেন।'

সান্ধ্য পোশাকে ঢাকা ছিল ঘরের প্রায় প্রতিটি মানুষের। সবাই তার দিকে কেমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিল। তাদের চাহনির ভঙ্গিমা দেখে মনে হলো, এ সময় তারা তাকে আশা করেনি।

তারপর একজন লম্বাটে লোক তার দিকে এগিয়ে এলো। তার পরনে ছিল ধূসর রঙের পোশাক।

'ক্ষমা করবেন মাদাম।' পোয়ারো লেডি সেভনিক্স-গোরের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, 'ট্রেনটা লেট ছিল, তাই দেরী হয়ে গেলো।

তখনো তিনি হতভম্বের মতো তাকিয়েছিলেন পোয়ারোর দিকে, 'একেবারেই নয় মঁসিয়ে—'

'এরকুল পোয়ারো।' তার নামটা মনে করিয়ে দিলো পোয়ারো তাঁকে। তারপর একটু থেমে নিজের থেকেই সে এবার জিজ্ঞেস করলো, 'মাদাম, আপনি কি জানতেন, আমি আসছি?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই তবে আজই যে আসছেন, একথা জানা ছিল না। তাঁর ভাবভঙ্গি আচরণ ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। 'আমি মনে করি এটা আমার জানার কথা। কিন্তু কি জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি ঠিক বাস্তববাদী নই। সব কিছু আমি ভুলে যাই। ভোলা মন যাকে বলে—' এখানে একটু থেমে উদ্দেশ্যহীনভাবে চারদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে তিনি আবার বললেন, 'আগে এখানকার প্রত্যেকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।'

ভদ্রমহিলাকে যত সে দেখছে ততই যেন অবাক হচ্ছে। পোয়ারোর ক্ষেত্রে বিস্ময়ের সীমা নেই। যাইহোক, বিস্ময়ের ঘোরটা আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠে তিনি আবার বললেন, 'আমার মেয়ে—রুথ।'

পোয়ারোর সামনে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। সে-ও বেশ লম্বা। কিন্তু সে যেন একটু অন্য প্রকৃতির। টিকোল নাক, স্বচ্ছ দৃষ্টি। ঘন কালো চুলগুলো তার সারা কাঁধের ওপর ছড়িয়েছিল।

'কি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা', ভদ্রমহিলা বললেন। 'মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারোকে খাতির করা, সে এক এলাহি ব্যাপার! আমার মনে হয়, স্যার গারভেজ আমাদের চমকে দেবার জন্যেই এরকম একটা ব্যবস্থা করেছেন।'

'মাদামোয়াজেল, আমি যে আসছি আপনি কি তাহলে সত্যিই জানতেন না?'

মাথা নাড়লেন লেডি সেভেনিক্স-গোরে।

'রাতের নৈশভোজ দেওয়া হয়েছে।' এই সময় খানসামা জানিয়ে দিল।

'দেওয়া হয়েছে?' কথাটা উচ্চারিত হওয়া মাত্রই একটা কি যেন ঘটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ির একজন প্রধান কর্মচারী এক মুহূর্তের জন্যে এক ভয়ঙ্কর আশ্চর্যজনক মানুষে পরিণত হয়ে গেল।

দরজা-পথের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে খানসামা কেমন যেন একটু ইতস্ততঃ করতে থাকে। তার মুখটা আগের মতো সঠিকভাবে ভাবলেশহীন হলেও একটু আগের উত্তেজনার রেশ যেন কাটেনি তার চোখ-মুখ থেকে।

অনিশ্চিতভাবে লেডি সেভেনিক্স-গোরে বলে উঠলেন, 'ওঃ, প্রিয়—এটা একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঘটনা। সত্যি, আমি যে কি করব ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এ এক আতঙ্কের ব্যাপার মঁসিয়ে পোয়ারো', পোয়ারোর উদ্দেশে বলল রুথ, 'গত কুড়ি বছরের মধ্যে আমার বাবা নৈশভোজের টেবিলে আসতে দেরী করেননি।

'এটা একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঘটনা', লেডি সেভেনিক্সও মন্তব্য করলেন। তাঁকে খুব চিন্তিত বলে মনে হলো, 'গারভেজ কখনো এরকম—'

একটা সাধারণ অশুভ ঘটনায় এমনভাবে আতঙ্ক ছড়ানোটা হাস্যকর ব্যাপার। তবু এরকুল পোয়ারোর কাছে এটা মোটেই হাস্যকর বলে মনে হলো না। এই আতঙ্কের পিছনে অস্বস্তি বোধ করল সে। আরো অবাক হলো এই কারণে যে, অমন রহস্যজনকভাবে তিনি তাঁর অতিথিকে শমন পাঠিয়েও এখনো পর্যন্ত তাকে সম্বর্ধনা জানাতে এলেন না।

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কি যে করতে হবে কেউ বুঝতে পারে না। শেষ পর্যন্ত লেডি সেভেনিক্স-গোরে নিজে তৎপর হয়ে উঠলেন। তবে তাঁর আচরণটা অস্পষ্ট বলে মনে হলো।

'তোমার মনিবকে শেষ কখন কোথায় তুমি দেখেছিলে?' জানতে চাইলেন লেডি সেভেনিক্স-গোরে তাঁর খানসামার কাছ থেকে।

'আটটা বাজতে তখনো পাঁচ মিনিট বাকী ছিল, স্যার গারভেজ নিচে নেমে আসেন। আর সোজা স্টাডিরুমে চলে যান তিনি।'

'ওঃ, তাই বুঝি—' তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠল, 'তোমার কি মনে হয় না, মানে আমি বলতে চাইছি, ঘণ্টার শব্দটা তিনি নাও শুনে থাকতে পারেন?'

'আমার মনে হয় তিনি শুনতে পেয়েছেন', খানসামা উত্তরে বলল, 'কারণ স্টাডিরুমের পাশেই ঘণ্টাটা রয়েছে! তবে জানি না স্যার গারভেজ এখনো স্টাডিরুমে আছেন কিনা, তা না হলে—আমি নিজে গিয়ে তাঁকে নৈশভোজের খবরটা দিয়ে আসতাম। মাদাম, এখন বলে আসব?'

লেডি সেভেনিক্স-গোরে এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যেন। 'ধন্যবাদ স্নেল। হ্যাঁ, দয়া করে তাই করে এসো।'

'স্নেল খুব বিশ্বাসী। ওর ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। জানি না ওকে ছাড়া আমার কাজ কি করে চলবে!'

কেউ কেউ তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। এরকুল পোয়ারো ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলো, উপস্থিত সবার চোখে-মুখে উত্তেজনা, আতঙ্ক কখন কি হয়, কি শুনতে হয় কে জানে, এমনি ভাব যেন। দ্রুত তাদের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে চলল সে। দু'জন বয়স্ক পুরুষ আতঙ্কিত, তাদের মধ্যে একজন এই মাত্র মুখ খুললেন। ওদিকে দু'টি যুবক—দু'জন ভিন্ন আকৃতির, ভিন্ন স্বভাবের। তাদের মধ্যে একজনের ঠোঁটে পুরু গোঁফ, এবং ফাঁকা গর্ববোধের চাহনি তার চোখে। সম্ভবত স্যার গারভেজের ভাগ্নে হবে সে। অপরজন দেখতে শুনতে ভাল, তবে সামাজিক কাজকর্মের অনুপযুক্ত বলে মনে হলো। আর ছিল একজন মধ্যবয়স্কা বেঁটে ছোটখাটো মহিলা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। এবং একটি মেয়ে, আগুনের শিখার মতো লাল চুল তার।

একটু পরেই ফিরে এলো স্নেল। আগের মতোই তার মুখে চিন্তার ছাপ পড়ে থাকতে দেখা গেলো।

'মাপ করবেন, মাদাম, স্টাডিরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ রয়েছে।'

'বন্ধ?' সেই সুন্দর যুবকটির কণ্ঠস্বর শোনা গেলো এই প্রথম। তাড়াতাড়ি স্টাডিরুমের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে সে বলে উঠল, 'আমি গিয়ে দেখব?'

কিন্তু ওদিকে এরকুল পোয়ারোকে ধীর স্থিরভাবে একটু তৎপর হয়ে উঠতে দেখা গেলো। এমন স্বাভাবিক ভাব দেখালো যে, বুঝি সবেমাত্র সে সেখানে এসে পৌঁছেছিল। এসেই ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ ভেবে নিয়ে তার তৎপর হয়ে ওঠাটা কারোর কাছে বেসুরো ঠেকল না। 'আসুন', বলল সে, 'স্টাডিরুমে যাওয়া যাক!' তারপর স্নেলের উদ্দেশে বললো সে. 'আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।'

স্নেল তার কথা শুনল। পোয়ারো তাকে অনুসরণ করলো। তার দেখাদেখি উপস্থিত সবাই স্টাডিরুমের দিকে এগিয়ে চলল। বড় হলঘরের মধ্যে দিয়ে স্নেল তাদের নিয়ে যাচ্ছিল। হলঘরের গ্রান্ডফাদার ক্লকের ঘণ্টার শব্দ না শুনতে পাওয়ার কারণ দেখতে

পেলো না পোয়ারো। সেখান থেকে স্টাডিরুম কাছেই ছিল। হলঘর পেরিয়ে একটা সরু প্যাসেজ, শেষ হয়েছে একটা দরজার কাছে গিয়ে।

এখানে এসে স্নেলকে টপকে এগিয়ে গেলো পোয়ারো। কিন্তু দরজা তখনো খোলেনি। আস্তে করে দরজায় ধাক্কা দিলো পোয়ারো। তারপর সে প্রথম মৃদু চিৎকার করলো, তারপর জোরে। তবু দরজা খোলার নাম নেই। তখন সে নিচু হয়ে কী-হোলে চোখ রাখলো। পরক্ষণেই ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তার মুখটা থমথমে, চোখে উদভ্রান্ত চাহনি।

'ভদ্রমহোদয়গণ!' পোয়ারো বলল 'এই দরজাটা এখুনি ভেঙে ফেলতে হবে।'

তার নির্দেশে সেই বলিষ্ঠ দু'টি যুবক দরজায় আঘাত করতে শুরু করল। ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। হ্যামবরো ক্লোজের দলজাগুলো বেশ শক্ত করে তৈরি করা হয়েছিল। যাইহোক, অবশেষে দরজার ভেতরের আগল ভেঙে পড়ল, একটা বিকট শব্দ তুলে দরজাটা খুলে গেলো। তারপর কয়েক মুহূর্ত ঘরের ভেতরের দৃশ্যটা দেখার জন্যে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দরজার সামনে। ঘরের আলোগুলো জ্বলছিল। ঘরের বাঁদিকে দেওয়াল ঘেঁষে বড় সাইজের রাইটিং টেবিল মেহগনি কাঠের। দরজার দিকে পিছন করে বসেছিলেন তিনি। ভারিক্কি চেহারা। চেয়ারের ডানদিকে তাঁর দেহের ওপরের অংশটা ঝুলে পড়েছিল। ডান হাতটা ঝুলে আছে চেয়ারের হাতল ছাপিয়ে। ঠিক তাঁর পায়ের নিচে কারপেটের ওপর একটা ছোট্ট পিস্তল পড়ে থাকতে দেখা গেল।

কয়েক মুহূর্ত স্টাডিরুমের সেই বীভৎস দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই ভয়ঙ্কর বিস্ময়ের সঙ্গে। তারপর একসময় এগিয়ে গেলো পোয়ারো। ঠিক সেই মুহূর্তে হুগো ট্রেন্ট মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল, 'হায় ঈশ্বর, শেষ পর্যন্ত মামা আত্মহত্যা করলেন?'

ওদিকে লেডি সেভেনিক্স-গোরে তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিলেন, 'ওঃ গারভেজ, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে...?'

'ওঁকে এখান থেকে নিয়ে যান।' লেডি সেভেনিক্স-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে পোয়ারো বলল, 'এখানে ওঁর কোনো প্রয়োজন নেই এখন।'

সেই বয়স্ক ভদ্রলোক পোয়ারোর উপদেশ মতো ভদ্রমহিলাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো।

'চলো ভান্ডা, তোমার এখানে কোনো কাজ নেই।' তারপর রুথের দিকে ফিরে সে তাকে বলল, 'তুমিও চলো রুথ, তোমার মা'র দেখাশোনা করার জন্য।'

কিন্তু রুথ সেভেনিক্স-গোরে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে পোয়ারোর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। পোয়ারো তখন স্যার গারভেজের মৃতদেহের দিকে স্থির চোখে তাকিয়েছিল। হারকিউলিসের মতো বিরাট চেহারা। এ যেন বিরাট একটা বটবৃক্ষের পতন।

রুথ তার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওঁর মৃত্যু সম্পর্কে আপনি কি একেবারে নিশ্চিত?'

পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তাকাল মেয়েটির দিকে। তার মুখটা থমথমে। বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে ঠিক দুঃখ পাওয়ার জন্যে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। যা কিছু পরিবর্তন সে যেন ভয় পাওয়ার মতো। সে কিসের ভয়? মনে মনে ভাবল পোয়ারো।

'তোমার মা'র কথা একবারও ভাবলে না...?' পোয়ারো তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলো।

'তাহলে সেটা গাড়ি কিংবা স্যাম্পেনের কর্ক খোলার শব্দ ছিল না, গুলির আওয়াজ!'

পোয়ারো এবার ফিরে তাকালো সবার দিকে। 'আপনাদের মধ্যে কেউ একজন দয়া করে পুলিশকে খবর দিতে পারেন না?'

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠল রুথ, 'না!'

বয়স্ক লোকটি আইন বোঝে। গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, 'এটা এড়ানো যায় না। আপনি হুগোর সঙ্গে কথা বলুন।'

হুগোর দিকে ফিরল পোয়ারো। 'আপনিই মঁসিয়ে হুগো ট্রেন্ট?' গোঁফওয়ালা, লম্বাটে সুপুরুষ চেহারার যুবকটির উদ্দেশে বলল সে, 'আপনি আর আমি ছাড়া আপাততঃ এ ঘর ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হবে মঁসিয়ে হুগো।'

এবারেও তার হুকুমের চ্যালেঞ্জ কেউ করল না। একটু পরে দেখা গেল সে ও হুগো ছাড়া স্টাডিরুমে কেউ নেই।

'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হচ্ছি, কে আপনি?' এই প্রথম মুখ খুলল হুগো। 'এখানে আপনি কি করছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারো তার পরিচয়সূচক কার্ডটা পকেট থেকে বার করে হুগোর সামনে মেলে ধরল।

কার্ডটির ওপর চোখ মেলে তাকিয়ে হুগো স্বগোক্তি করল, 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ? আপনার নাম আমি অবশ্যই শুনেছি। কিন্তু এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না, এখানে আপনি কি করতে এসেছেন?'

'আপনি জানেন না, আপনার মামা, হ্যাঁ, উনি তো আপনার মামা ছিলেন তাই না?'

স্যার গারভেজের মৃতদেহের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে পোয়ারোর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল হুগো, 'হ্যাঁ উনি আমার মামাই বটে।'

'আপনি কি জানতেন না, তিনি আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?'

'না, আমার কোনো ধারণা নেই এ ব্যাপারে', ধীরে ধীরে বলল হুগো।

হুগো তার মুখের ভাবটা এমন করল যে, তার মনের খবর বোঝা মুশকিল। মুখটা কঠিন এবং বোকা বোকা ধরনের। পোয়ারো ভাবল, হয়তো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা তার একটা মুখোশ আর সেই মুখোশের আড়ালে অন্য কিছু থাকলেও থাকতে পারে।

'আমরা এখন ওয়েস্টশায়ারে, তাই না?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো, 'আমি আপনাদের এখানকার চীফ কনস্টেবল মেজর রিডলকে বেশ ভালভাবেই চিনি।'

'এখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে থাকেন মেজর রিডল', উত্তরে বলল হুগো, 'সম্ভবত তিনিই এখানে আসবেন।'

'তাহলে তো', খুশি হয়ে বলল পোয়ারো, 'খুবই ভাল হয়।'

পোয়ারো এবার তার কাজে মন দিল। ঘরের চারপাশে ঘুরে বেরিয়ে খুঁটিয়ে নীরিক্ষণ করতে লাগলো। ঘরের জানালাগুলো দেখতে ভুললো না। তবে প্রতিটি জানালা ভেতর থেকে বন্ধ।

ডেস্কের পিছনের দেওয়ালে একটা আয়না ঝুলে থাকতে দেখা গেল। আয়নাটা বিধ্বস্ত। সেই আয়নার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি একটা জিনিস সংগ্রহ করে নিল সে।

'ওটা কি?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল হুগো।

'বুলেট!'

'বুলেটটা সোজা তাঁর মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে আয়নার ওপর গিয়ে বিঁধেছিল।'

'হুঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।'

বুলেটটা রেখে দিল যথাস্থানে পোয়ারো, তারপর ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রচুর কাগজপত্র স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেখানে। ব্লটিং পেপারের ওপর একটা চিরকুটে লেখা ছিল—'দুঃখিত,' কাঁপা কাঁপা হস্তাক্ষর।

'আত্মহত্যা করার আগে', হুগো সেই লেখাটার ওপরে চোখ রেখে মন্তব্য করল, 'এটাই ওঁর শেষ লেখা!'

পোয়ারো মাথা নেড়ে কি যেন চিন্তা করল। তারপর আয়নার সেই চিড় খাওয়া অংশটার দিকে তাকাল। সেখান থেকে মৃত স্যার গারভেজের দিকে আবার ফিরে তাকাল। তারপর কি ভেবে প্রবেশপথের দরজার সামনে গিয়ে হাজির হলো।

'দরজার চাবি ঝুলে থাকতে দেখলাম না। চাবি যে থাকবে না, তা আমি জানতাম। কারণ চাবি ঝুলে থাকলে কী-হোলে চোখ রেখে ঘরের ভেতরে স্যার গারভেজের বীভৎস মৃত্যুর দৃশ্যটা দেখতে পেতাম না ঠিকই।'

'হ্যাঁ', বলল সে, 'পেয়েছি, চাবিটা ওঁর পকেটেই রয়েছে।'

হুগো ভয়ার্ত চোখে তাকাল, 'তাহলে এখন সব কিছু পরিষ্কার কি বলেন? আমার মামা এখানে এসে দরজা বন্ধ করে দেন, চিরকুটে ঐ ছোট্ট জবানবন্দীটা লেখেন, এবং তারপর নিজেই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেন।'

পোয়ারো দায়সারা গোছের মাথা নাড়লো। ওদিকে হুগো বলে চলে :

'কিন্তু বুঝতে পারছি না। কেন তিনি আপনাকে এখানে ডেকে পাঠালেন? এর কি কারণই বা থাকতে পারে?'

'সেটা এখনি বলা মুশকিল। আমরা এখন পুলিশ আসার অপেক্ষায় রয়েছি। এরই মধ্যে আমাকে একটা সঠিক খবর দেবেন? আজ রাত্রে এখানে আসার পর যাঁদের আমি দেখেছি তাঁরা কারা?'

'তাঁরা কারা? অন্যমনস্কভাবে পোয়ারোর কথার পুনরাবৃত্তি করে হুগো বলে উঠল,

'ও হ্যাঁ, অবশ্যই বলব। আমরা এখন বসতে পারি?' ঘরের এক কোণায় একটা সোফা দেখিয়ে ইঙ্গিত করল সে। সেখানে গিয়ে যুতসইভাবে বসে অতঃপর সে বলতে শুরু করল : 'হ্যাঁ, ভান্ডা যে আমার মামীমা, জানেন তো! আর ছিল আমার মামাতো বোন রুথ। তারপর অপর একটি মেয়ে সুসান কার্ডওয়েল। সে কেবল এখানে থাকে। আর আছে কর্নেল বারি, তিনি এ পরিবারের পুরনো বন্ধু। আর মঁসিয়ে ফরবস, তিনিও একজন পুরনো বন্ধু আর পারিবারিক উকিলও বটে। এই দু'জন বৃদ্ধ যৌবনে ভান্ডার প্রতি দারুণ অনুরক্ত ছিলো। এবং তাঁরা এখনো তাঁর প্রতি অনুগত। অদ্ভুত হলেও মনে দাগ কাটার মতো। তারপর মামার সেক্রেটারি গডফ্রে বারোসের কথা উল্লেখ করতে হয়। আর মিস লিঙ্গার্ড, সেভেনিক্স-গোরেদের ইতিহাস লেখার কাজে এই মেয়েটি মামাকে সাহায্য করতো। ব্যাস, এরাই হলো এখানকার বাসিন্দা।'

মাথা নেড়ে পোয়ারো বলল, 'আর আমি জানতে পারলাম, আপনার মামা যে গুলিতে নিহত হন তার আওয়াজ আপনি শুনতে পেয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, আমরা শুনেছিলাম বৈকি! আমি তো ভাবলাম, কেউ বুঝি স্যাম্পেনের কর্ক খুলল। সুসান আর মিস লিঙ্গার্ড ভেবেছিল, সামনেই রাস্তা, কোনো গাড়ি হয়তো ব্যাক-ফায়ার করে থাকবে।'

'তা শব্দটা কখন হয়?'

'তা প্রায় আটটা বেজে দশ হবে তখন। স্নেল সবে মাত্র সেই সময় প্রথম খাবার ঘণ্টা বাজিয়েছিল।'

'আর আপনারা তখন কোথায় ছিলেন?'

'হলে। আমরা তখন নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু করে দিই। শব্দটা কোথ্থেকে আসতে পারে। আমি বলি, শব্দটা রান্নাঘর থেকে এসেছে, সুসান বলে ড্রয়িংরুম থেকে। আর লিঙ্গার্ডের ধারণা, ওপরতলা থেকে। তবে স্নেল বলে, শব্দটা বাইরে রাস্তা থেকে এসে থাকবে। আমি সবার শেষে হেসে উঠি, বলি আমরা সব সময় অশুভ কথা চিন্তা করি খুনেরও অনুমান করতে পারি। এখন সেটা ছেঁদো বলেই মনে হচ্ছে...'

'কিন্তু আপনাদের কারোর কি একবারও মনে হয়নি, স্যার গারভেজ আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন?'

'না, অবশ্যই না।'

'আর আপনারও ধারণা নেই, আপনার মামা কেনই বা আত্মহত্যা করতে গেলেন?'

'না, আমি তা বলতে পারি না।'

'তার মানে আপনি অনুমান করতে পারেন?'

'সেটা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। আমি ভাবতেই পারিনি, তিনি সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করবেন। তবে আমি খুব একটা বিস্মিতও নই। আসলে কথা কি জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার মামা ছিলেন টুপি বিক্রেতার মতো পাগল। সে কথা সবাই জানত।'

'আপনি কি মনে করেন, এর ব্যাখ্যা করার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট?'

'হ্যাঁ, মানুষ যখন নিজেকে গুলি করে, তখন তাকে এছাড়া আর কি ভাবা যেতে পারে বলুন?'

পোয়ারো ঘরের মধ্যে আবার তার সন্ধানী দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো। ঘরের মধ্যে প্রচুর আসবাবপত্র থাকলেও সোনার গহনা চোখে পড়ল না। তবে মেন্টেলপীসের ওপর কিছু ব্রোঞ্জের গহনা চোখে পড়ল। পোয়ারোর দৃষ্টি স্থির হলো একটা ছোট্ট রূপোর আয়নার ওপর। সেটা আলাদা করে সরিয়ে রাখলো পোয়ারো।

'কি ওটা?' খুব বেশি আগ্রহ না দিয়ে হুগো স্রেফ জানতে চাইল, 'ওটা নিয়ে কি করতে চান আপনি।'

'বেশি কিছু নয়। একটা ছোট্ট রূপোর আয়না।'

'আশ্চর্যের কথা, যে ভাবে একটা আয়না গুলির আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, একটা ভাঙা আয়না মানেই খারাপ ভাগ্য। বেচারা বৃদ্ধ গারভেজ...'

'তা আপনার মামা তো শুনেছি তিনি একজন ভাগ্যবান পুরুষ?'

মৃদু হাসল হুগো। 'কেন, সত্যিই তো তাঁর ভাগ্য আজও প্রবাদ হয়ে রয়েছে। তিনি যাতেই হাত ঠেকাতেন, সেটাই সোনা হয়ে যেত।'

'মঁসিয়ে ট্রেন্ট, আপনি কি আপনার মামার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?'

আচমকা প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে গেল হুগো। 'ও, হ্যাঁ, অবশ্যই।' বলল সে অস্পষ্টভাবে। 'আপনি যা দেখছেন ঠিক অতটা নয়। বরং আমার এখানে থাকাটা তিনি পছন্দ করতেন না।'

'কি রকম মঁসিয়ে ট্রেন্ট?'

'তাহলে শুনুন, তাঁর নিজের কোনো ছেলে ছিল না। তার জন্যে তিনি ছিলেন পাগল—বংশ রক্ষা আর হলো না। এ চিন্তা তাঁকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করে তুলতো।'

'এর জন্যে আপনার দুঃখ হয় না?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করল হুগো! 'এ সব সেকেলে হয়ে গেছে।'

'এখন এস্টেটের কি হবে?'

'আমি ঠিক জানি না। আমি পেতে পারি। কিংবা তিনি রুথের জন্যে রেখে গিয়ে থাকবেন। সম্ভবত ভান্ডা মাসিমা তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত এস্টেটের অধিকারিণী হয়ে থাকবেন।'

'আপনার মামা তাঁর ইচ্ছের কথা কখনো প্রকাশ করেননি?'

'হ্যাঁ, তার ইচ্ছে ছিল রুথ আর আমি লাইফ-পার্টনার হই।'

'হলে তো সুন্দর মানাতো।'

'কিন্তু রুথ তার জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। মনে রাখবেন, মেয়েটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়া, যুবতী। এখনই বিয়ে করতে ও ঠিক প্রস্তুতও নয়।'

এই সময় দরজা খুলে যেতেই দেখা গেল ফোরবস একজন দীর্ঘদেহী পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

ফোরবস-এর সঙ্গী হুগোর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই সে বলল, 'হ্যালো, হুগো! আজকের এই ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত। তিনি তোমাদের সবার সঙ্গে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছেন, তাই না?'

এরকুল পোয়ারো এগিয়ে এলো। 'কেমন আছেন মঁসিয়ে রিডল? আমাকে আপনার মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি।' চীফ কনস্টেবল তার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনিও এখানে আছেন?'

'তাহলে, কি বুঝলেন?' আধঘণ্টা পরে পুলিশ কনস্টেবল প্রশ্ন করলেন তাঁর থেকে বয়সে বড় পুলিশ সার্জেনকে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন সার্জেন, 'আধঘণ্টার ওপর হলো মারা গেছেন তিনি। তবে কোনোমতেই এক ঘণ্টার বেশি নয়। মাথায় গুলি লেগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কয়েক ইঞ্চি দূর থেকে বুলেট এসে লাগে তাঁর ব্রেনে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা মাথা ভেদ করে বেরিয়ে যায়।'

'ঠিক আত্মহত্যা করার মতো নয় কি?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তারপর দেহটা চেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়ে এবং রিভলবারটা হাত থেকে পড়ে যায়।'

'বুলেটটা আপনি পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ', হাত তুলে বুলেটটা দেখাল পুলিশ সার্জেন।

'ভাল', বলল মেজর রিডল, 'পিস্তলের অন্য সব বুলেটের সঙ্গে মিলিয়ে করে দেখব। সহজ কেস, কোনো ঝামেলা নেই।'

এবার নম্রভাবে জিজ্ঞেস করল পোয়ারো, 'ডক্টর, আপনি ঠিক নিশ্চিত, এ কেসে কোনো ঝামেলা নেই?'

ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন ডক্টর : 'হ্যাঁ, আমার ধারণা একটা ব্যাপারে আপনার নিশ্চয়ই খটকা লেগেছে। তিনি যখন নিজেকে গুলি করেন নিশ্চয়ই ডানদিকে সামান্য একটু ঝুলে থাকবেন। তা না করলে বুলেটটা আয়নায় না লেগে নিচে দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেত।'

'স্বীকার করতে হবে, অস্বচ্ছন্দ অবস্থায় তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয়।' বলল, পোয়ারো।

'আহা, মরবার সময় আবার অস্বচ্ছন্দের চিন্তা? আত্মহত্যা করার সময়—' কথাটা অসম্পূর্ণ রাখল সে।

মেজর রিডল জিজ্ঞেস করলেন, 'মৃতদেহ এখন সরানো যায় তো?'

'হ্যাঁ, পোস্টমর্টেমের আগে পর্যন্ত যা করার দরকার আমি সব করে নিয়েছি।'

মেজর রিডল এবার ইন্সপেক্টারের দিকে ফিরে তাকালেন। দীর্ঘ চেহারা তাঁর। মুখের ওপর একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, সাদামাটা পোশাক।

'ওকে স্যার। আমরা যা চেয়েছিলাম সব পেয়েছি। কেবল পিস্তলের ওপর মৃতের হাতের ছাপ ছাড়া—'

তারপরেই স্যার গারভেজের মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থা হলো। ঘরে তখন মেজর রিডল এবং পোয়ারো ছাড়া আর কেউ ছিল না।

'সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে', বললেন রিডল, 'এটা একটা আত্মহত্যা করারই ঘটনা। অত্যন্ত স্পষ্ট। ভেতর থেকে দরজা জানালা বন্ধ। দরজার চাবি মৃত লোকের পকেটে। সব কিছুই বাঁধা ছকের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, কিন্তু একটা ব্যাপারে—'

'সেটা কি বন্ধু?' পোয়ারো জানতে চাইলো।

'আপনি', রিডল এবার খোলাখুলিভাবেই বললেন, 'আপনি এখানে কি করছিলেন?'

উত্তরে মৃত ব্যক্তিটির কাছ থেকে এক সপ্তাহ আগে পাওয়া চিঠিটা তাঁর হাতে তুলে দিলো পোয়ারো, সেই সঙ্গে তাঁর টেলিগ্রামটাও, সেটাই শেষ পর্যন্ত তাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছিল।

'হুঁ', বললেন চীফ কনস্টেবল, 'রহস্যজনক ব্যাপার তো। তাহলে দেখছি খুব গভীরে যেতে হবে আমাদের। বলা যেতে পারে তাঁর আত্মহত্যার ওপর এর একটা সরাসরি প্রভাব আছে।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত।'

'তাহলে আমাদের অবশ্যই দেখা উচিত এ বাড়িতে কারা কারা আছে।'

'আমি তাদের নাম বলতে পারি।' এই বলে সে তাদের নামগুলোর পুনরাবৃত্তি করে বলল, 'মেজর রিডল, সম্ভবত এদের সম্পর্কে আপনি কিছু কি জানেন?'

'স্বাভাবিকভাবে কিছু জানি বৈকি। লেডি সেভেনিক্স-গোরে ও স্যার গারভেজ এ ওঁর প্রতি দারুণ অনুরক্ত ছিলেন। বলতে গেলে একরকম পাগল বলা যেতে পারে। কেউ এ ব্যাপারে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করলেও লেডি সেভেনিক্স পরোয়াই করতেন না।'

'মিস সেভেনিক্স-গোরে তাঁদের একমাত্র দত্তক কন্যা', বললেন পোয়ারো, 'অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী।'

'এবং আকর্ষণীয়াও বলা যেতে পারে। সে তার রূপের আগুনে বহু যুবককে পুড়িয়ে মারতে কসুর করে না। এ নিয়ে তাদের মধ্যে কম হাসি-ঠাট্টা হয় না।'

'এই মুহূর্তে সেটা আমাদের কোনো চিন্তার কারণ নয়।'

'হ্যাঁ, তা নয় বটে—ঠিক আছে, এবার বাড়ির অন্য লোকেদের কথা ধরা যাক। বৃদ্ধ বারিকে আমি অবশ্যই জানি। বেশির ভাগ সময় এখানেই থাকেন তিনি। লেডি সেভেনিক্স-এর পুরনো বন্ধু। আমার ধারণা, বারি এবং স্যার গারভেজ উভয়েই উভয়ের সঙ্গ কামনা করতেন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে।'

'অসওয়াল্ড ফরবস-এর সম্পর্কে আপনি কি জানেন?' জানতে চাইলো পোয়ারো।

'মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে।'

'মিস লিঙ্গার্ড?'

'তার নাম কখনো শুনিনি।'

'মিস সুসান কার্ডওয়েল?'

'ভাল দেখতে, লাল চুল। গত কয়েকদিন রুথ সেভেনিক্স-গোরের সঙ্গে তাকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।'

'মঁসিয়ে গডফ্রে বারোস?'

'হ্যাঁ, আমি তাকে জানি। সেভেনিক্স-গোরের সেক্রেটারি। আমার মতো আপনি নিশ্চয়ই তাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চাইবেন না।'

'স্যার গারভেজের সঙ্গে তিনি কি খুব বেশিদিন ছিলেন?'

'প্রায় দু' বছর হবে।'

'আর কেউ নেই?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো।

ঠিক সেই সময় এক দীর্ঘদেহী পুরুষ ঘরে এসে ঢুকল। সযত্নে চুল আঁচড়ানো, পরনে লাউঞ্জ স্যুট। তাকে খুব চিন্তিত বলে মনে হলো।

'শুভ-সন্ধ্যা মেজর রিডল। শুনলাম, স্যার গারভেজ নাকি নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেছেন? স্নেল বলছিল? খবরটা কি সত্যি, অবিশ্বাস্য! আমি কিন্তু এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'বিশ্বাস করার পক্ষে এটা যথেষ্ট। পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন ক্যাপ্টেন লেক, স্যার গারভেজের এস্টেট এজেন্ট।' আর পোয়ারোর দিকে ফিরে বলল, তিনি মঁসিয়ে 'মিঃ এরকুল পোয়ারো, যাঁর নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন।'

লেকের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার দেখা পেয়ে খুব খুশি হলাম। কিন্তু—' চকিতে তার মুখে একটা কালো ছায়া পড়তে দেখা গেল, 'ওঁর আত্মহত্যার পিছনে কোনো রহস্য কিংবা ষড়যন্ত্র লুকিয়ে নেই তো স্যার?'

'ষড়যন্ত্র? কেন, কেন আপনি এ কথা বলছেন?' সঙ্গে সঙ্গে চীফ কনস্টেবল তাদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠল।

'এই কারণে যে, আমি বলতে চাইছি মঁসিয়ে পোয়ারো আপনি এখানে আছেন বলে। ওঃ, সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য।'

'না, না', সঙ্গে সঙ্গে বলল পোয়ারো, 'স্যার গারভেজের মৃত্যুর ব্যাপারে আমি এখানে আসিনি। আমি আগেই এখানে তাঁর একজন অতিথি হিসেবে এসেছিলাম।'

'আশ্চর্য, আজ দুপুরে স্যার গারভেজের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় তিনি কিন্তু একবারও বললেন না, আপনি এখানে আসছেন।'

শান্তভাবে বলল পোয়ারো, 'ক্যাপ্টেন লেক, আপনি দু'দু'বার 'অবিশ্বাস্য' কথাটা ব্যবহার করলেন। তবে কি স্যার গারভেজের আত্মহত্যা করার ব্যাপারটা আপনার কাছে খুব আশ্চর্য বলে মনে হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই! তিনি একটু ক্ষ্যাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন বটে, তবে আমি বিশ্বাস করতে পারি না, তাঁকে ছাড়া পৃথিবী যে চলতে পারে, তার চিন্তা তিনি করতে পারেন কখনো।'

'হ্যাঁ', পোয়ারো স্বীকার করল, 'এটা একটা সূত্র বটে।' ক্যাপ্টেন লেকের সততা এবং স্পষ্টবাদিতার জন্যে তার দিকে প্রশংসার চোখে তাকাল সে।

'ক্যাপ্টেন লেক আপনি যখন এসেই পড়েছেন', মেজর রিডল বলল, 'আপনি বসুন কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে।'

'অবশ্যই স্যার।'

তাদের বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে লেক বসতেই মেজর রিডল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার গারভেজকে আপনি শেষ জীবিত অবস্থায় কখন দেখেছিলেন?'

'আজ দুপুরে, ঠিক তিনটের আগে। কিছু হিসেবপত্র পরীক্ষা করার দরকার ছিল। আর ওঁর একটা ফার্মের নতুন ভাড়াটের প্রশ্নটাও ছিল।'

'একটু ভেবে বলুন তো, তখন ওঁর হাবভাবে কোনো অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কিনা!'

যুবকটি একটু চিন্তা করে জবাব দিল, 'না, আমার তা মনে হয়নি। তবে একটু উত্তেজিত হয়ে কথাবার্তা বললেও, সেটা তেমন অস্বাভাবিক বলে আমার মনে হয়নি।'

'কেন, তাঁকে কি একটুও বিষণ্ণ মনে হয়নি?'

'না। আগের মতোই তাঁকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। তাঁদের পরিবারের ইতিহাস লেখার কাজ করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে একটা খুশি খুশি ভাব লক্ষ্য করেছিলাম। মাস ছয় হলো সেই ইতিহাস লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি।'

'তার মানে মিস লিঙ্গার্ড আসার পর থেকে?'

'না। মাস দুই আগে সে এখানে আসে। তখন স্যার গারভেজের মনে হয়, এ গবেষণার কাজ তিনি নিজে একা সামলাতে পারবেন না।'

'বেশ, তাহলে আপনি মনে করেন, স্যার গারভেজের মনে আদৌ কোনো চিন্তাই ছিল না?'

একটু থেমে মনে হয় কি যেন চিন্তা করে জবাব দিল ক্যাপ্টেন লেক, 'না।'

হঠাৎ পোয়ারো তাদের আলোচনার মধ্যে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'আপনার কি কখনো মনে হয়নি, স্যার গারভেজ তাঁর মেয়ের ব্যাপারে একটু চিন্তিত ছিলেন?'

'তাঁর মেয়ে?'

'হ্যাঁ, আমি তো তাই জিজ্ঞেস করেছি।'

'আমার জানা নেই।' যুবকটি দৃঢ়স্বরে বলল।

এরপর পোয়ারো আর কিছু বলল না। মেজর রিডল বলল, 'ধন্যবাদ লেক। তবে আপনি কাছাকাছি থাকবেন, দরকার হতে পারে।'

'অবশ্যই স্যার।' উঠে দাঁড়াল সে চলে যাবার জন্য।

'আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব', মন্তব্য করলো এরকুল পোয়ারো।

'হ্যাঁ, চমৎকার ছেলে, আর কথায় ও কাজে ও চমৎকার। সবাই তাকে পছন্দ করে থাকে।'

'বসো স্নেল', বন্ধুর মতো করে বলল মেজর রিডল, 'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। আমার ধারণা, এ ব্যাপারে আপনি খুব আঘাত পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, তাতো পেয়েছি স্যার, ধন্যবাদ স্যার', থমকে গিয়ে বলল স্নেল, 'ষোলো বছর ধরে তাঁর কাছে আছি, এখানে এসে তিনি স্থিতি হওয়ার পর থেকেই আমি তাঁর সঙ্গে আছি, ভাবতেই পারিনি তিনি—'

'স্নেল, এখন বলতো, আজ সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রভুকে শেষ কখন দেখেছিলে?'

'আমি স্যার রান্নাঘরে ছিলাম। ডিনার-টেবিল সাজানোর কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হলের দরজা খোলা ছিল, দেখলাম স্যার গারভেজ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন, হল পেরিয়ে করিডরে পথ দিয়ে সোজা স্টাডিরুমে গিয়ে ঢুকলেন।'

'সেটা ঠিক কখন?'

'আটটা বাজার ঠিক আগে। এই মিনিট পাঁচেক আগে হবে। সেই আমার শেষ দেখা।'

'গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলে?'

'ও হ্যাঁ স্যার, শুনেছিলাম বৈকি। তবে সময় সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই, আর থাকবেই বা কি করে বলুন, শব্দটা ঠিক কি ধরনের বুঝলে তবে তো?'

'তা অবশ্য ঠিক। শব্দটার ব্যাপারে তোমার কি ধারণা?'

'প্রথমে ভেবেছিলাম গাড়ির আওয়াজ, সামনেই তো রাস্তা। তারপর আবার এও ভাবলাম, কাছে জঙ্গলে সম্ভবত কোনো শিকারী গুলি ছুঁড়ে থাকবে। স্বপ্নেও ভাবিনি—'

মেজর রিডল তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তখন সময় কত ছিল? আন্দাজ করো তো!'

'প্রায় আটটা বেজে আট মিনিট হবে স্যার।'

সঙ্গে সঙ্গে বললেন চীফ কনস্টেবল, 'সময়টা একেবারে মিনিট ধরে বললে কি করে?'

'এতো খুবই সহজ ব্যাপার স্যার। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি প্রথম নৈশভোজের ঘণ্টাটা বাজিয়েছিলাম। স্যার গারভেজের হুকুম ছিল। নৈশভোজের ঠিক সাত মিনিট আগে প্রথম খাবার ঘণ্টা বাজাতে হবে। তারপর দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁর হুকুম মতো ড্রয়িংরুমে যাই ওঁদের নৈশভোজের আয়োজন হয়ে গেছে, খবরটা দেবার জন্যে। আর সবাই তখন ডাইনিংরুমে চলে আসে।'

'এখন বুঝতে পারছি', পোয়ারো মন্তব্য করলো, 'কেন তুমি ড্রইংরুমে ঢুকেই অমন চমকে উঠেছিলে। অন্য দিনের মতো ঐ সময় স্যার গারভেজের ড্রইংরুমেই তো থাকার কথা ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, তিনি যে সেখানে থাকতে পারেন না, আমি ভাবতেই পারিনি। তাই তাঁকে দেখতে না পেয়ে আমার কেমন আশঙ্কা হলো—'

এবারও মেজর রিডল তাদের কথার মাঝে বাধা দিলেন, 'আর অন্যান্যরা সবাই অন্যদিনের মতো সেখানে ছিল তো?'

'সত্যি কথা বলতে কি অন্যরা নৈশভোজে দেরী করলেও, তাদের কোনো খোঁজ করা হয় না।'

'হুম, অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা তো!'

'হ্যাঁ স্যার তাঁর এই হুকুম, লেডি সেভেনিক্স-গোরে, এমন কি মিস রুথও তাঁর কথার অবাধ্য হওয়ার সাহস পেতেন না।'

'তাই বুঝি? বললেন রিডল, 'তাহলে নৈশভোজের সময় রাত সোওয়া-আটটায়?'

'হ্যাঁ, স্যার এটাই রোজকার স্বাভাবিক সময়।' স্নেল বলে, 'স্যার গারভেজ নৈশভোজের সময় বেঁধে দিয়েছিলেন রাত আটটায়। তবে আজ তিনি পনেরো মিনিট পিছিয়ে দিতে বলেছিলেন। আজ তাঁর একজন অতিথি আসার কথা তাই এই সময়ের পরিবর্তন।' এই বলে পোয়ারোর দিকে তাকাল সে।

'তা তোমার প্রভুকে স্টাডিরুমে যাওয়ার সময় কি চিন্তিত অবস্থায় দেখেছিলে?'

'তা বলব না স্যার। আমার কাছ থেকে অনেক দূরে ছিলেন বলে তাঁর মুখের ভাব ঠিক কি রকম ছিল বলা মুশকিল।'

'স্টাডিরুমে যাওয়ার সময় তিনি কি একা ছিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'পরে আর সেই স্টাডিরুমে গিয়েছিলে?'

'না স্যার। কারণ তারপরেই আমি রান্নাঘরে চলে যাই। প্রথম ঘণ্টা বাজানোর আগে পর্যন্ত আমি সেখানেই থেকে যাই। রাত আটটা বেজে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত—'

'আর তখনি তুমি গুলির আওয়াজ শুনতে পাও?'

'হ্যাঁ স্যার।'

পোয়ারো তাদের কথার মাঝখানে বলে উঠলো, 'অন্যেরাও নিশ্চয়ই গুলির শব্দ শুনে থাকবে?'

'হ্যাঁ স্যার, মিঃ হুগো, মিস কার্ডওয়াল এবং মিস লিঙ্গগার্ড।' মিস লিঙ্গগার্ড ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে আসেন আর মিস কার্ডওয়াল ও মিস হুগো ঠিক সেই সময় সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছিলেন।'

'বাড়ির আর সব লোক কোথায় ছিলেন তখন?'

'তা আমি বলতে পারব না স্যার।'

এবার মেজর রিডল জিজ্ঞেস করলেন, 'এই পিস্তলটার ব্যাপারে আপনি কি কিছু জানেন?'

'ও হ্যাঁ স্যার। ওটা স্যার গারভেজের। তিনি সব সময় ওটা এখানকার ডেস্কের ড্রয়ারে রাখতেন।'

'এর মধ্যে সচরাচর গুলি ভরা থাকত?'

'আমি তা বলতে পারব না স্যার।'

মেজর রিডল এবার গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'দেখো স্নেল, এবার আমি তোমাকে একটা খুব জরুরী প্রশ্ন করব, আশাকরি খুব ভেবে চিন্তে উত্তর দেবে। তোমার প্রভু কেন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলেন, তার কারণ কি তুমি বলতে পার?'

'না স্যার। আমি এ সবের কিছুই জানি না।'

'আত্মহত্যা করার আগে স্যার গারভেজের মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি? বিষণ্ণ হতে দেখা যায়নি? কিংবা চিন্তিত? এই রকম কিছু?'

'মাফ করবেন স্যার।' একটু ইতস্ততঃ করে খানসামা স্নেল আবার বলল, 'আমার ধারণা, কোনো একটা ব্যাপারে স্যার গারভেজ চিন্তিত ছিলেন।'

'তাঁর চিন্তার কারণ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে?' মেজর রিডল জানতে চাইলেন। 'মানে বিশেষ কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে?'

'না স্যার, বলতে পারবো না। যাইহোক, এটা আমার ব্যক্তিগত অনুমান।'

পোয়ারো আবার তাদের কথার মাঝে জিজ্ঞেস করলো 'উনি আত্মহত্যা করায় তুমি খুব আশ্চর্য হয়েছ, তাই না?'

'হ্যাঁ, খুব আশ্চর্য হয়েছি। স্বপ্নেও ভাবিনি, তিনি কখনো আত্মহত্যা করতে পারেন।'

এবার মেজর রিডল তার দিকে তাকালেন, 'ঠিক আছে স্নেল, এর বেশি কিছু তুমি যখন আর বলতে পার না, তখন তুমি এখান থেকে যেতে পার এবার।'

'ধন্যবাদ স্যার।' দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল স্নেল, পরনে ওরিয়েন্টাল স্টাইলের পোশাক। তাঁর মুখটা থমথমে।

'লেডি সেভেনিক্স-গোরে, আপনি এখানে?' চকিতে তাঁর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল মেজর রিডল।

'ওরা বলল, আমাকে নাকি আপনাদের প্রয়োজন', উত্তরে বললেন লেডি সেভেনিক্স-গোরে, 'তাই এলাম।'

'আমরা কি অন্য ঘরে যাবো?' এ ঘরটা আপনার কাছে খুবই বেদনাদায়ক বলে মনে হতে পারে, তাই না মিসেস গারভেজ?'

'না, না। প্রথমে একটু আঘাত পেলেও', স্বীকার করে নিলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠস্বর সহজ, স্বচ্ছ এবং পরক্ষণেই আবার মুখর হয়ে উঠলেন, 'মৃত্যু বলে কোনো কিছু নেই এ জগতে। ওটা একটা খোলস বদলানো মাত্র। সত্যি কথা বলতে কি জানেন, আমি মনে করি, আপনার বাঁ-কাঁধের পিছনে আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

ঈষৎ বাঁদিকে ফিরে আবার মুখ ঘুরিয়ে তাঁর দিকে সন্দেহের চোখে তাকালেন মেজর রিডল।

হাসিমুখে তাঁর দিকে তাকালেন মিসেস গারভেজ, সে হাসি সুখের।

'আপনি অবশ্য বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি করি, মানুষের আত্মার অস্তিত্ব আছে বলে আমার ধারণা। সে যাইহোক, স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে আমি একটুও ভেঙে

পড়িনি। আপনি আমাকে যা খুশি প্রশ্ন করতে পারেন। সবই ভাগ্যের ব্যাপার, বুঝলেন। কোনো মানুষ তার কর্মকে এড়াতে পারে না। আয়নায় তার প্রতিবিম্বের ছাপ পড়বেই!'

'মাদাম, আয়না মানে?' পোয়ারো এই প্রথম প্রশ্ন করলো তাঁকে।

ভাষা ভাষা চোখে তার দিকে ফিরে তাকালেন লেডি সেভেনিক্স-গোরে। 'হ্যাঁ, এটা একটা প্রতীক! টেনিসনের কবিতা পড়েছেন? খুব ছেলেবেলায় আমি পড়েছিলাম। তখন তাঁর রহস্যময় দিকটার অর্থ উপলব্ধি করতে পারিনি। 'দ্য মিরর ক্রাকড ফ্রম সাইড বাই সাইড।' 'দ্য কার্স ইজ কাম আপন মি' স্যালটের লেডির চিৎকার করে ওঠেন। গারভেজের জীবনেও তাই ঘটেছে। হঠাৎ তার ওপর অভিশাপ নেমে আসে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অধিকাংশ প্রাচীন পরিবারের ওপর অভিশাপ নেমে থাকে।...ঐ আয়নাটা চিড় খায়। তখনি তিনি জেনে যান, তিনি শেষ হয়ে গেছেন! ওঁর ওপর অভিশাপ নেমে আসে!'

'কিন্তু মাদাম, আয়নার ওপর চিড় খাওয়ার দাগ নয়—ওটা বুলেটের দাগ।'

তা সত্ত্বেও লেডি সেভেনিক্স বললেন, 'ওই একই কথা হলো...সত্যি এটা ভাগ্য।'

'কিন্তু আপনার স্বামী নিজেই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেছেন।'

লেডি সেভেনিক্স-এর ঠোঁটে আগের মতোই তেমনি তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'অবশ্য ওরকম ওঁর করা উচিত হয়নি। কিন্তু গারভেজ সব সময়ই একটু অধৈর্য ছিলেন। কখনো অপেক্ষা করতে পারতেন না। ওঁর সময় হয়ে এসেছিল—তার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে তিনি এগিয়ে যান। সত্যি এটা একটা খুবই সহজ ব্যাপার।'

সঙ্গে সঙ্গে মেজর রিডল তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলেন, 'তাহলে আপনার স্বামী আত্মহত্যা করার ব্যাপারে আপনি বিস্মিত হননি? এরকম যে একটা ঘটতে যাচ্ছে, আপনি আন্দাজ করেছিলেন?'

'না, না', চোখ বড় বড় করে তাকালেন তিনি, 'সব সময় কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। গারভেজ ছিল অদ্ভুত মানুষ। অদ্ভুত নয়, অস্বাভাবিকই বলা যায়। আমি তো ওকে বহুদিন থেকে দেখছি, ওই দেখুন, এখন ও হাসছে কেমন। ও এখন ভাবছে, আমরা সবাই কত বোকা, ঠিক বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মতো। বেঁচে থাকাটা একটা অলৌকিক ঘটনা মাত্র।'

হারা-যুদ্ধে লড়াই করছিলেন স্যার গারভেজ। মনে মনে ভাবলেন মেজর রিডল।

'আপনার স্বামী কেন যে আত্মহত্যা করলেন, এ ব্যাপারে আপনি কি আমাদের কোনোভাবেই সাহায্য করতে পারেন না?'

মাথা নাড়লেন তিনি। 'একটা ইচ্ছাশক্তি আমাদের চালিত করে! আপনি তা বুঝতে পারবেন না।'

'আচ্ছা মাদাম, বলতে পারেন আপনার স্বামী কত টাকা রেখে গেছেন?'

'টাকা?' অবাক চোখে মেজর রিডলের দিকে তাকালেন তিনি। 'টাকার কথা আমি কোনোদিন চিন্তা করিনি।' তাঁর কথায় অবজ্ঞার সুর ধ্বনিত হলো।

এবার অন্য আর এক প্রসঙ্গ তুললো পোয়ারো। 'আজ রাতে ওই সময় আপনি রাতের খাবার খেতে নিচে এসেছিলেন?'

'সময়? কিসের সময়? সময় অসীম। সেটাই আপনার প্রশ্নের সঠিক উত্তর।'

বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো, 'কিন্তু মাদাম, আপনার স্বামীর সময়ের খুব জ্ঞান ছিল। বিশেষ করে নৈশভোজের সময়ের ব্যাপারে উনি ভীষণ কঠোর ছিলেন।'

'হ্যাঁ, প্রিয় গারভেজ বোকা ছিল বলে আমরা তার কথার অবাধ্য হইনি। তাই আমরা কখনো দেরী করতাম না।'

'প্রথম খাবার ঘণ্টাটা বাজার সময় আপনি কি ড্রইংরুমে ছিলেন মাদাম?'

'না, আমি আমার ঘরে ছিলাম।'

'ড্রইংরুমে ঢুকে কাকে কাকে দেখেছিলেন মনে আছে আপনার?'

'আমার মনে হয় প্রায় সবাই উপস্থিত ছিল সেখানে', অস্পষ্টভাবে বললেন লেডি সেভেনিক্স-গোরে।

'আপনার স্বামী কখনো কি বলেছিলেন, তাঁর অর্থ ছিনতাই হতে পারে?'

'ছিনতাই?' তেমন আগ্রহ দেখালেন না তিনি, 'না, আমি তা মনে করি না। সেরকম কিছু হলে গারভেজ খুব রেগে যেতেন।'

'আচ্ছা লেডি সেভেনিক্স, আপনি আপনার স্বামীকে শেষ কখন দেখেছিলেন?'

'নৈশভোজের আগে নিচে নামবার পথে অন্য দিনের মতো চারদিকে তাকিয়েছিলেন। আমার পরিচারিকা সেখানে ছিল। উনি বলেছিলেন, নিচে যাচ্ছেন।'

'গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আপনার সঙ্গে তাঁর কি কি কথা হয়েছিল, বলবেন?'

'ওঃ, সে তো পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে। ইদানিং তিনি ওঁর পারিবারিক ইতিহাস রচনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এ কাজে মিস লিঙ্গার্ড তাঁর কাছে অপরিহার্য ছিল। আর সেই মেয়েটি লর্ড মুলকাস্টের সঙ্গে কাজ করেছিল একসময়। সে কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না। গারভেজ ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শকাতর। মেয়েটি আমাকে সাহায্য করে। হ্যাটসেপসাটের পুনরবতার আমি।' কথাগুলো বলতে গিয়ে গর্ববোধ করেন লেডি সেভেনিক্স, 'তার আগে আমি এ্যাটলান্টিসের যাজিকা ছিলাম।'

চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলেন মেজর রিডল।'

'দারুণ আকর্ষণীয় তো', বলল মেজর রিডল, 'সত্যি লেডি সেভেনিক্স, আশা করি এ সবই যথেষ্ট। আপনার এই সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ।'

লেডি সেভেনিক্স উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুভ-রাত্রি।' তারপর মৃত স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, 'শুভ-রাত্রি প্রিয় গারভেজ। আশা করি তুমিও আসতে পার, কিন্তু আমি জানি এখন তোমাকে এখানেই থাকতে হবে। অন্তত চব্বিশ ঘণ্টাতো বটেই। তারপর তুমি মুক্ত, স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারবে।'

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মেজর রিডল অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'এরকম পাগল আমি এর আগে কখনো দেখিনি। এই সব বাজে কুসংস্কার তিনি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন?'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লো পোয়ারো। 'হয়তো এরই মধ্যে তিনি সান্ত্বনা পেয়ে থাকেন। এই মুহূর্তে এটা তাঁর একান্ত দরকার। এই রকম একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটাতে পারলে, তিনি হয়তো ভেবে থাকবেন, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর দায় থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন তিনি।'

'ওঁকে আমার ভয়ঙ্কর আহাম্মক বলে মনে হয়', বললেন মেজর রিডল, 'বিবেকহীন নির্বোধ।'

'না বন্ধু তা নয়। মিঃ হুগো ট্রেন্ট একসময় আমাকে বলেছিল, লেডি সেভেনিক্স কথায় কথায় মিস লিঙ্গগার্ড সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। স্যার গারভেজ তাঁদের পরিবারের ইতিহাস লিখছিলেন, আর মিস লিঙ্গগার্ড সেই কাজে তাঁকে সাহায্য করছিল, এটা লেডি সেভেনিক্স-এর পছন্দ ছিল না। তাহলে এর থেকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, তিনি আদৌ বোকা নন!'

'এ ব্যাপারে অনেক কিছু ঘটনা আছে যা আমার পছন্দ নয়। না, আদৌ আমি সে সব পছন্দ করি না।'

কৌতূহলী চোখ নিয়ে পোয়ারোর দিকে তাকালেন রিডল।

'আপনি কি মনে করেন, এই আত্মহত্যার পিছনে কোনো মোটিভ আছে?'

'আত্মহত্যা—আত্মহত্যা? এ সবই ভুল, ভ্রান্ত ধারণা। আমি আপনাদের বলছি, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটা ভুল। সেভেনিক্স-গোরের মতো একজন সম্মানিত ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আত্মহত্যার কথা চিন্তা করবেন কি করে? নিশ্চয়ই নয়! বরং যারা তাঁর ক্ষতির কারণ হতে পারে, তিনি তাদেরই খতম করতে পারতেন। তাই বলে নিজের ক্ষতি? না কখনোই নয়!'

'খুব ভাল কথা পোয়ারো। কিন্তু প্রমাণ তো স্পষ্ট। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। চাবি তাঁর পকেটে। জানালাও বন্ধ। গল্প-উপন্যাসে এরকম ঘটনা ঘটতে শুনেছি—কিন্তু বাস্তব জীবনে এরকম ঘটনা ঘটতে কখনো দেখিনি। আর কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ', পোয়ারো চেয়ারে বসে আবার বলতে শুরু করল, 'আমি এখানে। আমি এখন সেভেনিক্স-গোরে। আমি আমার ডেস্কে বসে আছি। আমি নিজেকে খতম করতে বদ্ধপরিকর কারণ—কারণ, বলা যাক, পরিবারের নামে একটা ভয়ঙ্কর অসম্মানের কথা আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি। খুন একটা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও, কিন্তু দুর্নাম রটনার পক্ষে সেটা যথেষ্ট। হায়, এখন আমি কি করি? একটা ছোট্ট চিরকুটে 'দুঃখিত' শব্দটা লিখে ফেলি। হ্যাঁ, সেটা খুবই সম্ভব। তারপর আমি ডেস্কের ড্রয়ার খুলে পিস্তল বার করি, গুলি না থাকলে পিস্তলে গুলি ভরে নিই—আমি নিজেকে গুলিবিদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হই। না, এখুনি নয়। আমি প্রথমে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিই, তারপর বাঁদিকে একটু ঝুঁকে পড়ি—আর তারপর—তারপর আমি পিস্তলের নলটা কপালে ঠেকিয়ে গুলি করি।'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পোয়ারো জানতে চাইলো, 'এখন আমি আপনাকে

জিজ্ঞেস করি, এর কোনো অর্থ আছে? চেয়ারটা ঘোরানোর কি দরকার ছিল? মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শেষ মুহূর্তে ভাল ছবি দেখে যাওয়ার বাসনা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তার পরিবর্তে জানালার পর্দা—আঃ এর কোনো অর্থই হয় না।'

'তিনি হয়তো জানালা-পথে বাইরের প্রকৃতির ছবিটা দেখতে চেয়েছিলেন। নিচের এস্টেটটা শেষবারের মতো নিজের চোখে দেখে যাওয়া আর কি।'

'প্রিয় বন্ধু, আপনার এই যুক্তি আদৌ ধোপে যে টিঁকবে না, সে আপনি বেশ ভাল করেই জানেন। রাত আটটা আট মিনিটের সময় বাইরেটা অবশ্যই তখন অন্ধকারে ঢাকা ছিল। তাছাড়া জানালার পর্দাটা ফেলা ছিল। না, না, এর পিছনে অবশ্যই অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে!'

'একটাই ব্যাখ্যা আমি দেখতে পাচ্ছি,—গারভেজ সেভেনিক্স পাগল ছিলেন।'

পোয়ারো ঘন ঘন মাথা নেড়ে তার অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করলো। মেজর রিডল উঠে দাঁড়ালেন। 'চলুন', তারপর তিনি বললেন, 'যাওয়া যাক, বাকি সবার জবানবন্দী নিতে হবে। সেই সময় হয়তো কোনো একটা সূত্র পেয়ে যেতে পারি।'

লেডি সেভেনিক্স-গোরের কাছে সরাসরি সঠিক জবাব না পেলেও ধুরন্ধর উকিল ফরবেসের সঙ্গে আলোচনা করে একটু স্বস্তি পেলেন মেজর রিডল। মিঃ ফরবস জবানবন্দী দিতে গিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কথা বলছিলেন যাতে বেফাঁস কিছু বলে না ফেলেন। তবে তাঁর উত্তরগুলো একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

স্বীকার করলেন তিনি, গারভেজের আত্মহত্যা বেদনাদায়ক, এবং তিনি যে এ কাজ করতে পারেন ভাবা যায় না, সে রকম লোকই ছিলেন না তিনি। 'স্যার গারভেজ কেবল আমার মক্কেলই ছিলেন না', ভারাক্রান্ত গলায় বললেন ফরবেস। 'তিনি ছিলেন আমার ছোটবেলার পুরোন বন্ধু। বলতে পারি, জীবনকে তিনি সব সময় উপভোগ করে গেছেন। সেই মানুষ কি করে নিজের জীবন খতম করতে পারে বলুন?'

'এই পরিস্থিতিতে আপনাকে আমি খোলাখুলিভাবেই জিজ্ঞেস করছি মিঃ ফরবস, স্যার গারভেজের জীবনে কোনো গোপন দুশ্চিন্তা কিংবা দুঃখ ছিল কিনা আপনার জানা আছে?'

'কিছু না কিছু ছোটখাটো দুঃখ ছিল বটে, তবে সব মানুষের জীবনই সেরকমই থেকে থাকে।'

'অসুখ কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য?'

'না। আর স্যার গারভেজ ও লেডি সেভেনিক্স-গোরে উভয়ে উভয়ের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।'

মেজর রিডল এবার সতর্কতার সঙ্গে বললেন, 'লেডি সেভেনিক্স-গোরের সঙ্গে আলোচনা করে মনে হলো, তাঁর কথাগুলো কেমন যেন রহস্যময়!'

হাসল ফরবস। 'মেয়েদের', বললেন, 'ব্যক্তিগত খেয়াল খুশির ব্যাপারে আমাদের মাথা না ঘামানোই ভাল।'

প্রসঙ্গ পাল্টালো চীফ কনস্টেবল, 'স্যার গারভেজের আইন সংক্রান্ত সমস্ত কাজইতো আপনি দেখেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমার প্রতিষ্ঠান—"ফর্বস, অগিলভি এ্যান্ড স্পেন্স" আর প্রায় একশো বছরেরও বেশি পুরনো, সেভেনিক্স পরিবারের কোনো স্ক্যান্ডাল আছে বলে আপনার কি মনে হয়?'

'সত্যি, আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পারলাম না?'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, যে চিঠিটা আপনি আমাকে দেখিয়েছিলেন, সেটা মিঃ ফরবসকে দেখান না!'

নিঃশব্দে সেই চিঠিটা ফরবসের হাতে তুলে দিলো পোয়ারো।

'এটা একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য চিঠি বটে, বলল ফর্বস, 'এখন আমি আপনার প্রশ্নের প্রশংসা করছি। তবে আমার যতদূর ধারণা, এ চিঠি লেখার কোনো যুক্তি নেই।'

'সে যাইহোক, এ চিঠিতে তিনি কি ইঙ্গিত করেছেন, সে ব্যাপারে আপনার কি কিছুই জানা নেই?'

'আন্দাজে একটা বাজে মন্তব্য আমি করতে চাই না।'

মেজর রিডল তার নির্ভিক উত্তরের প্রশংসা করলেন।

'তাহলে মিঃ ফরবস, এখন আপনি কি আমাদের বলবেন, স্যার গারভেজ তাঁর সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা কি ভাবে করে গেছেন?'

'নিশ্চয়। এতে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বাৎসরিক ছ'হাজার পর্যন্ত দিয়ে গেছেন, সেই সঙ্গে লেডি সেভেনিক্স-গোরে তাঁর পছন্দ মতো ডোভার হাউস কিংবা লাউন্ডন স্কোয়ারের টাউন হাউসে বসবাস করতে পারেন। তাঁর সম্পত্তির বাকি অংশ তিনি তাঁর কন্যা রুথকে দিয়ে গেছেন, তবে একটা শর্তে, রুথ যদি বিয়ে করে তাহলে তার স্বামীকে সেভেনিক্স-গোরে পদবী গ্রহণ করতে হবে।'

'তিনি তার ভাগ্নে হুগো ট্রেন্টকে কিছু দিয়ে যাননি?'

'হ্যাঁ, এককালিন পাঁচ হাজার পাউন্ড।'

'আমার অনুমান, স্যার গারভেজ অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তিনি খুবই বিত্তবান ছিলেন। তাঁর এস্টেটের আয় প্রচুর। তবে আগের মতো অত আয় আর এখন নেই। বস্তুতঃ তাঁর লগ্নী করার অর্থ খুব কমই ফেরত আসছে এখন। তাছাড়া প্যারাগন সিনথেটিক রাবার সাবসিচুট কোম্পানিতে স্যার গারভেজ অনেক টাকা খাটান—কর্নেল বারির পরামর্শেই তিনি তা করেন, যে কোম্পানির ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

'পরামর্শটা ভাল নয়, তাই নয় কি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিঃ ফরবস। 'অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকরা অর্থনৈতিক ব্যাপারে মাথা ঘামালে এই রকম বাজে ফলই ফলতে দেখা যায়।'

'কিন্তু এই দুঃখজনক লগ্নী আশাকরি স্যার গারভেজের মোট আয়ের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।'

'না, না তেমন কিছু নয়। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অত্যন্ত বিত্তবান পুরুষ ছিলেন তিনি।'

'এ উইল কবে তৈরি হয়?'

'বছর দুই আগে।'

'এই ব্যবস্থাটা স্যার গারভেজের ভাগ্নে হুগো ট্রেন্টের প্রতি অবিচার নয় কি?' বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো, 'হাজার হোক স্যার গারভেজের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক রয়েছে।'

'পারিবারিক ইতিহাস কেউ অস্বীকার করতে পারে না।'

'যেমন—?'

মিঃ ফরবসের মুখের চেহারা দেখে মনে হলো, এর বেশি তিনি আর এগুতে চান না।

'আপনি ভাববেন না, পুরনো স্ক্যান্ডাল কিংবা ওই ধরনের ব্যাপারে আমরা অযথা মাথা ঘামাচ্ছি।' মেজর রিডল বলতে থাকেন, 'তাই মঁসিয়ে পোয়ারোকে লেখা স্যার গারভেজের ওই চিঠির ব্যাখ্যা করতেই হবে!'

'স্যার গারভেজের ভাগ্নের প্রতি তাঁর আচরণ কিংবা মনোভাবের পিছনে কোনো স্ক্যান্ডাল জড়িয়ে নেই।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ফরবস, 'ব্যাপারটা খুবই সরল, স্যার গারভেজ সব সময় মনে করতেন তাঁর পরিবারের তিনিই প্রধান। তাঁর এক ছোট ভাই ও একটি বোন ছিল। ছোট ভাই এ্যান্থনি সেভেনিক্স-গোরে যুদ্ধে মারা যায়। বোন পামেলা তার পছন্দমতো একজন পুরুষকে বিয়ে করেছিল। যে বিয়ে স্যার গারভেজ কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। তাঁর দাবী ছিল, পামেলা বিয়ে করার আগে স্যার গারভেজের অনুমতি অবশ্যই নেওয়া উচিত ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, ক্যাপ্টেন ট্রেন্ট কোনো রকমভাবেই সেভেনিক্স-গোরে পরিবারের উপযুক্ত নয়। এর ফলে স্যার গারভেজ সব সময় তাকে এড়িয়ে যেতে চাইতেন। আমার মনে হয়, তাঁর সেই মনোভাব শেষ পর্যন্ত রুথকে দত্তক কন্যা হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল।'

'আচ্ছা, তাঁর নিজের সন্তান হওয়ার কি কোনো সম্ভাবনাই ছিল না?'

'না। সেটা তাঁর দুর্ভাগ্য। তাঁদের বিয়ের এক বছরের মধ্যে একটি মৃত পুত্র সন্তান প্রসব করেন। লেডি সেভেনিক্স-গোরে। সেই ঘটনার পর চিকিৎসকরা ভবিষ্যদ্বাণী করে, লেডি সেভেনিক্স-গোরে জীবনে কখনো আর মা হতে পারবেন না। তারপর বছর দুই পরে রুথকে দত্তক নেন স্যার গারভেজ।'

'কে এই রুথ?' পোয়ারো জানতে চাইলেন, 'ওরা তাঁকে নির্বাচন করলই বা কি করে?'

'আমার ধারণা, মেয়েটি তাদের দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়া হবে।'

'আমারও তাই অনুমান', বলল পোয়ারো, দেওয়ালে টাঙ্গানো পারিবারিক ছবিটার দিকে তাকিয়ে সে আবার বলল, 'যে কেউ মেয়েটির নাক, চিবুক ইত্যাদি দেখলে বলে দেবে, সেভেনিক্স-গোরে পরিবারের সঙ্গে তার রক্তের মিল আছে যথেষ্ট।'

'মেয়েটি আবার এই পরিবারের মেজাজটিও পেয়েছিল', শুকনো গলায় বলল ফরবস।

'তাহলে সহজে অনুমান করে নেওয়া যায়, স্যার গারভেজ ও তাঁর দত্তক কন্যা কি ভাবে দিন কাটাতেন, বিশেষ করে দু'জনেই যখন মেজাজী ছিলেন।'

'আপনার অনুমান থেকেও অনেক বেশি কিছু। সব সময়েই দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকত। তবে অত সব ঝগড়া বিবাদ থাকা সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে একটা গোপন সমঝোতাও ছিল বৈকি।'

'তবে সে যাই হোক, মেয়েটি তাঁকে বেশ ভালরকমভাবেই দুশ্চিন্তায় ফেলে রেখেছিল?'

'হ্যাঁ তা ঠিক। তবে এও ঠিক যে, তিনি নিজের জীবন খতম করার পক্ষে সেই দুশ্চিন্তাটা কোনো কাজের নয়!'

'না, আমি তা ভাবি না', তার সঙ্গে একমত হয়ে বলল পোয়ারো, 'তাহলে বাকী সম্পত্তি রুথই পাবে। আচ্ছা মঁসিয়ে ফরবস', পোয়ারো তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'উইল পরিবর্তনের কথা স্যার গারভেজ কখনো চিন্তা করেননি?'

'হ্যাঁ, মানে', আমতা আমতা করে জবাব দিল ফরবস, 'আমি এখানে এসেছি দু' দিন হলো। তারপর থেকেই তিনি তাঁর হাবভাব বুঝিয়ে দেন যে তিনি আর একটা নতুন উইল করতে চান।'

'সে আবার কি?' চমকে উঠে ফরবসের দিকে চেয়ারটা ঘুরিয়ে মেজর রিডল বললেন, 'কিন্তু একথা আপনি তো আগে আমাদের বলেননি?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল ফরবস, 'কিন্তু আপনারা শুনতে চাইলেন, স্যার গারভেজের উইলের শর্ত কি? আপনারা যতটুকু জানতে চেয়েছেন, আমি ততটুকুই বলেছি। তাছাড়া উইলটা ঠিকমতো এখনো তৈরিও হয়নি—উইল হস্তগত হওয়ার আগেই—'

'তা সেই নতুন উইলের বন্দোবস্ত কি রকম ছিল? কোনো আমূল পরিবর্তন?'

'না, ঠিক তা নয়। বন্দোবস্ত আগের উইলের মতোই ছিল, তবে নতুন শর্ত হলো, মিঃ হুগো ট্রেন্টকে মিস সেভেনিক্স-গোরে বিয়ে করলে তবেই সে স্যার গারভেজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হবে। অবশ্য এ শর্ত আমি অনুমোদন করিনি।' বললেন ফরবস, 'আদালতও মনে হয় না এ ধরনের শর্ত মেনে নেবে। যাই হোক, স্যার গারভেজ একেবারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন।'

'আর যদি মিস সেভেনিক্স-গোরে (কিংবা প্রসঙ্গত মিঃ ট্রেন্ট) সেটা কার্যকর করতে অস্বীকার করে?'

'মিঃ ট্রেন্ট যদি মিস সেভেনিক্স-গোরেকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে তাহলে সব টাকা নিঃশর্তভাবে চলে যাবে মেয়েটির কাছে। আর মিঃ ট্রেন্ট যদি তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়, কিন্তু মিস সেভেনিক্স অস্বীকার করে, সেক্ষেত্রে স্যার গারভেজের সমস্ত সম্পত্তি মিঃ ট্রেন্ট পাবে।'

'এ একেবারে অবাস্তব বন্দোবস্ত!' মন্তব্য করল মেজর রিডল!

পোয়ারো এবার ঝুঁকে পড়ে ফরবসকে জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু এর পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এই ধরনের শর্ত আরোপ করার সময় স্যার গারভেজের মনে কি ছিল অনুমান করতে পারেন? নিশ্চয়ই একটা সঠিক কিছু ছিল...আমার অনুমান, অন্য এক ব্যক্তির প্রভাব...যাকে তিনি পছন্দ করতেন না। মিঃ ফরবস, আমার ধারণা, কে সেই ব্যক্তি, আপনি নিশ্চয় জানেন?'

'সত্যি বলছি মঁসিয়ে পোয়ারো, বিশ্বাস করুন, এসবের কিছুই আমি জানি না।'

'কিন্তু আপনি কি আন্দাজ করতে পারেন না?'

'আমি এখনো অনুমান করতে পারি না,' ফরবসের গলার স্বরটা কেমন কাঁপা কাঁপা যেন। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে জিজ্ঞেস করল সে, 'আপনারা আর কিছু জানতে চান?'

'এই মুহূর্তে শোনালে নয়', উত্তরে বললেন পোয়ারো, 'আমার অন্তত কিছু জানার নেই আপাতত।'

ফরবস এবার চীফ কনস্টেবল মেজর রিডলের দিকে ফিরে তাকাল তাঁর মতামত জানার জন্যে।

'ধন্যবাদ মিঃ ফরবস, মনে হয় এই যথেষ্ট। আমি এখন মিস সেভেনিক্স-গোরের সঙ্গে কথা বলতে চাই—'

'নিশ্চয়ই। মনে হয় সে এখন ওপরতলার লেডি সেভেনিক্স-গোরের কাছে আছে।'

'ও হো, তাই বুঝি' তাহলে ঐ যে লোকটি কি যেন নাম তার? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বারোসকে প্রথমে, তারপর পারিবারিক-ইতিহাস রচয়িতা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'ওরা দু'জনেই এখন লাইব্রেরীতে রয়েছে! আমি ওদের বলে দেবো।'

'খুবই কঠিন কাজ', উকিল ভদ্রলোক ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেই বললেন মেজর রিডল, 'এই সব সাবেকী আমলের উকিলদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করা মুশকিলের ব্যাপার। তবে এ সবের মূলে রয়েছে ওই মেয়েটি।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।'

'ওই যে বারোস আসছে।'

গডফ্রে বারোস-এর হাসিটা যতটা না স্বতঃস্ফূর্ত তার থেকেও বেশি যান্ত্রিক।

'মিঃ বারোস, আমরা আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'অবশ্যই মেজর রিডল। যে কোনো প্রশ্ন আপনি করতে পারেন।'

'তাহলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, স্যার গারভেজের আত্মহত্যার ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত মতামত কি বলবেন?'

'কিছুই নয়। তবে এটা আমার কাছে খুবই দুঃখজনক ঘটনা।'

'গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন?'

'না। আমি তখন লাইব্রেরীতে ছিলাম। জানেন তো লাইব্রেরী ঘর স্টাডিরুমের ঠিক উল্টোদিকে। তাই কোনো শব্দই আমার শোনার কথা নয়।'

'ড্রইংরুমে আপনি কখন আসেন?'

'মঁসিয়ে পোয়ারো এখানে এসে পৌঁছনোর ঠিক একটু আগে। সেখানে তখন সবাই ছিল, কেবল অনুপস্থিত ছিলেন স্যার গারভেজ।'

'তাঁর অনুপস্থিতিটা আপনার মনে দাগ কাটেনি?'

'হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে কি নৈশভোজের প্রথম ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ড্রইংরুমে চলে আসতেন।'

'স্যার গারভেজের আচরণে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন? এই যেমন চিন্তা, আশঙ্কা কিংবা বিমর্ষ হতে দেখেছিলেন তাঁকে?'

'না, সেরকম কিছু আমার চোখে পড়েনি।'

'কোনো আর্থিক চিন্তা?'

'হ্যাঁ, ইদানীং একটা কোম্পানির ব্যাপারে তাঁকে খুব চিন্তিত থাকতে দেখতাম। সিন্থেটিক প্যারাগন রাবার কোম্পানি। তাঁকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, বৃদ্ধ বারি হয় নিশ্চয়ই বোকা কিংবা প্রতারক। বোকাই হবে হয়তো। তবে ভান্ডার স্বার্থে এটা সহজ ভাবেই নিতে হচ্ছে আমাকে।'

'ভান্ডার স্বার্থে—এ কথা কেন, কেন তিনি বলতে গেলেন?' পোয়ারো জানতে চাইলো।

'দেখুন, কর্নেল বারি লেডি সেভেনিক্স-গোরের অত্যন্ত প্রিয়, আর বারি তাঁকে পূজো করতেন। পোষা কুকুরের মতো লেডি সেভেনিক্স-গোরেকে অনুসরণ করতেন তিনি।'

'স্যার গারভেজের হিংসে হতো না?'

'হিংসে? অবাক চোখে একটু সময় তাকিয়ে বারোস হেসে উঠল, 'স্যার গারভেজ হিংসে করবেন? হিংসের উদ্রেক কি করে হয় তিনি জানতেনই না, বুঝলেন?'

'বুঝেছি', শান্তভাবে বলল পোয়ারো। 'কিন্তু আপনি বোঝেননি স্যার গারভেজ মনে মনে ভীষণ ঈর্ষা পোষণ করতেন, আর সেটাই স্বাভাবিক।'

'ও হ্যাঁ, এতক্ষণে আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, এ সব জিনিস আজকাল কারোর মনকে অস্বাভাবিকভাবে নাড়া দেয়।'

'এ সব জিনিস মানে?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো।

'সামন্ত্রতান্ত্রিক মোটিভ যাকে বলে। এ ধরনের উপাসনা ব্যক্তিগত গৌরব। স্যার গারভেজ ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী ব্যক্তি, তাঁর জীবনটা ছিল খুবই আকর্ষণীয়। তবে তাঁর জীবনটা আরো রোমাঞ্চকর হয়ে উঠতে পারত যদি তিনি নিজেই নিজের অহমিকায় না আঘাত করতেন।'

'ওঁর মেয়ে আপনার সঙ্গে একমত?'

'আমার ধারণা মিস সেভেনিক্স-গোরে যথেষ্ট আধুনিকা! স্বভাবতই ওঁর সঙ্গে ওঁর বাবার প্রসঙ্গ নিয়ে আমি কখনো আলোচনা করিনি।'

'কিন্তু আধুনিকারাই তাদের অভিভাবকদের ব্যাপারে বেশি কৌতূহলী। সে যাইহোক,' বলল পোয়ারো, 'আপনি বলছেন, তাঁর কোনো আর্থিক চিন্তা ছিল এই তো? তা না হয় হলো, স্যার গারভেজ কখনো কারোর শিকার হয়েছিলেন কিনা, সে ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি আপনাকে?'

'শিকার? গভীর বিস্ময় প্রকাশ করে বারোস বলল, 'ওহো, না, না—'

'ঠিক আছে মিঃ বারোস। শুনেছি আপনার সঙ্গে স্যার গারভেজের বেশ হৃদ্যতা ছিল। তিনি আপনাকে খুব পছন্দ করতেন। আপনি কি জানেন মঁসিয়ে পোয়ারোকে স্যার গারভেজ একটা চিঠি লেখেন এখানে চলে আসতে বলে?'

'না।'

'স্যার গারভেজ কি সাধারণতঃ নিজের হাতে চিঠি লিখতেন?'

'না, তিনি প্রায়ই মুখে বলে দিতেন, আমি তাঁর জবানীতে চিঠি লিখে দিতাম।'

'কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি তা করেননি; বলতে পারেন কেন তিনি এই বিশেষ চিঠিটা নিজের হাতে লিখতে গেলেন?'

'না স্যার, আমার জানা নেই।'

'আঃ! একটু বিরক্ত হয়েই মেজর রিডল এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি শেষ কখন স্যার গারভেজকে দেখেন?'

'নৈশভোজের জন্যে পোশাক বদলাতে যাওয়ার ঠিক আগে। আমি তাঁর কাছে যাই কয়েকটা চিঠি সই করানোর জন্য, তখন তাঁকে বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, কোনো একটা ব্যাপারে তাঁকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল।'

'তাহলে এটাই হলো আপনার অনুভূতি, তাই না?' এবার পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'কিছু একটা ব্যাপারে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন, এই তো। তবু বলব, সেই খুশির আমেজটা বেশিক্ষণ ছিল না, একটু পরেই তিনি নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেন। এটা খুব অস্বাভাবিক নয় কি?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল গডফ্রে বারোস, 'আমার অনুভূতির কথাই আপনাকে বলছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা খুবই মূল্যবান। হাজার হোক, একমাত্র আপনিই তো তাঁকে শেষ জীবিত অবস্থায় দেখেছিলেন?'

'না, স্নেলই তাঁকে শেষ বারের মতো দেখেছিল।' শুধরে দিল বারোস।

'তাঁকে সে দেখেছিল বটে, তবে কথা বলেননি, তাই না?' বারোস কোনো উত্তর দিল না।

মেজর রিডল জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার গারভেজ নৈশভোজের পোশাক পড়তে কত সময় নিতেন?'

'তা প্রায় তিন কোয়ার্টার তো বটেই।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, নৈশভোজের সময় যদি সওয়া-আটটায় নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই পোশাক বদলাতে যান সাড়ে-সাতটার সময়।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই তাই।'

'আর আপনিও তো একটু তাড়াতাড়ি পোশাক বদল করতে যান, ঠিক তাই না?'

'হ্যাঁ, ভাবলাম আগেভাগে পোশাক বদল করে ডিনার-টেবিলে যাওয়ার আগে একটু লাইব্রেরী ঘুরে যাব, কয়েকটা রেফারেন্স সংগ্রহ করার জন্যে।'

তার শেষ কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার পর পোয়ারো নিজের মনে মাথা নাড়লো।

'ঠিক আছে আমার মনে হয়, আজকের মতো এতেই যথেষ্ট।' মেজর রিডল তাকালেন গডফ্রে বারোসের দিকে, 'আপনি দয়া করে মিস—কি যেন নাম মেয়েটির?'

ঠিক সেই মুহূর্তে মিস লিঙ্গার্ড ঘরে এসে ঢুকল। একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ে উদাস কণ্ঠে বলল সে, 'এটা একটা খুবই দুঃখের ঘটনা!'

'এ বাড়িতে আপনি কখন আসেন?' মেজর রিডল জানতে চাইলেন।

'তা প্রায় মাস দু'য়েক আগে। স্যার গারভেজ মিউজিয়ামে তার এক বন্ধু কর্নেল ফোদারিঙ্গেকে চিঠি লেখেন। ওঁরা পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কর্নেল ফোদারিঙ্গে আমার নাম সুপারিশ করেন। ইতিহাসের গবেষণার কাজ আমি অনেক করেছি।'

'স্যার গারভেজের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আপনি কখনো অসুবিধে বোধ করেননি?'

'ওহো, একেবারেই না। তিনি ছিলেন দারুণ কৌতুকপ্রিয় মানুষ।'

'তাই বুঝি? আচ্ছা আপনার কাজ কি ছিল বলুন তো?'

মিস লিঙ্গার্ডের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। তারপর উত্তর দিতে গিয়ে সে বলল, 'জানেন আসলে আমার কাজ হলো লেখার খোরাক হিসেবে সেই নোটগুলো ব্যবহার করা। সব শেষে স্যার গারভেজ যা লিখতেন সেটা মিলিয়ে দেখতে হতো।'

'মিস লিঙ্গার্ড, পোয়ারো এবার জিজ্ঞেস করলো, 'এখন বলুন, এই দুঃখজনক ঘটনার ব্যাপারে আপনি কিছু আলোকপাত করতে পারেন?'

মিস লিঙ্গার্ড জোরে জোরে মাথা নাড়ল। 'আমার আশঙ্কা আমি জানি না। দেখুন, স্বাভাবিকভাবেই আমার ওপর আস্থা রাখতে পারতেন না তিনি। বস্তুত ওঁর কাছে আমি একজন আগন্তুক মাত্র। তাছাড়া পারিবারিক গণ্ডগোলের প্রসঙ্গে তিনি কারোর সঙ্গেই আলোচনা করতে চাইতেন না।'

'কিন্তু আপনার ধারণা নিশ্চয়ই সেই পারিবারিক ঝামেলাটাই তাঁকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই! আমি জানি তাঁর মনে একটা প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটেছিল।'

'ওহো, আপনি তা জানেন?'

'কেন, জানব না কেন?'

'তাহলে মাদামোয়াজেল, এ ব্যাপারে তিনি কি আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করেছিলেন?'

'খুব একটা বিস্তারিতভাবে নয়। ভাসা ভাসা।'

'বেশ তো, কি বলেছিলেন বলুন?'

'দাঁড়ান, মনে করতে দিন', একটু থেমে কি ভেবে মিস লিঙ্গার্ড আবার বলল, 'সাধারণত আমরা দুপুর তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করে থাকি। কিন্তু আজ দুপুরে স্যার গারভেজ ঠিক মন বসাতে পারছিলেন না তাঁর কাজে। তাঁর মনটা খুব চিন্তিত ছিল তখন। তিনি ঠিক কি বলেছিলেন এখন আর মনে নেই। তবে তিনি আমাকে বলেছিলেন, ''জানেন মিস লিঙ্গার্ড, পরিবারের গর্ব করার মতো কাজের মধ্যে অসত্য কোনো ঘটনা ঘটলে, ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।''

'আর আপনি তার উত্তরে কি বলেছিলেন?'

'বলেছিলাম, সব বংশেই থাকে সেটা বা তাদের মহানুভবতার জরিমানা স্বরূপ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তবে তাদের সেই পতন উত্তরপুরুষরা কদাচিৎ মনে রাখে।'

'আর আপনার এই মন্তব্যের কোনো প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন?'

'অল্প-বিস্তর। আমরা তখন স্যার রজার সেভেনিক্স-গোরের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। আমি তাঁর ইতিহাস লিখতে গিয়ে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। কিন্তু স্যার গারভেজের মন তখন বিক্ষিপ্ত। একসময় তিনি বললেন, তখনকার মতো তিনি আর আমাকে দিয়ে কাজ করাতে চান না। কেন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তিনি নাকি শক পেয়েছেন।'

'শক?'

'হ্যাঁ, তিনি তো সেরকমই বলেছিলেন। অবশ্য আমি কোনো প্রশ্ন করিনি। আমি কেবল বলেছিলাম, 'স্যার, কথাটা শুনে আমি খুব দুঃখ পেলাম।' আর তারপরেই তিনি বললেন আমি যেন স্নেলকে বলে দিই, মঁসিয়ে পোয়ারো আসবেন, নৈশভোজ যেন রাত সোয়া আটটা পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। সাড়ে সাতটার ট্রেনে তিনি আসছেন, তাঁকে আনবার জন্যে স্টেশনে গাড়ি পাঠাবার কথা বলেন।'

'তিনি সাধারণত এ সব কাজের ব্যবস্থা আপনাকেই করতে বলেন?'

'না, আসলে এসব কাজ মিঃ বারোসের। আমার কাজ লাইব্রেরীতে গবেষণা করার, তাঁর আমি সেক্রেটারি নই।'

'আপনার কি মনে হয়', পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো, 'মঁসিয়ে বারোসকে না বলে কাজটা আপনাকে করতে বলার পিছনে নির্দিষ্ট কোনো কারণ থাকতে পারে?'

মিস লিঙ্গার্ড একটু সময় কি যেন চিন্তা করে বলল, 'হ্যাঁ, তাঁর কোনো উদ্দেশ্য থাকলেও থাকতে পারে...তখন আমি এ ব্যাপারে চিন্তা করিনি। ভেবেছিলাম, হয়তো সুবিধার জন্যে এই ব্যবস্থা। তিনি আমাকে এও বলেছিলেন আগে থেকে মঁসিয়ে পোয়ারোর আসার খবরটা কাউকে দিতে চান না সবাইকে চমকে দেওয়ার জন্যে।'

'আঃ! তিনি এই কথা বলেছিলেন নাকি? দারুণ কৌতূহলের ব্যাপার তো! আর আপনি কাউকে এ কথা বলেছিলেন নাকি?'

'না, কখ্খনো বলিনি মঁসিয়ে পোয়ারো। কেবল স্নেলকে নৈশভোজের কথা বলি,

আর সেই সঙ্গে স্টেশনে সোফারকে পাঠাবার কথা বলি—একজন ভদ্রলোকের আসার কথা আছে। ব্যাস এই পর্যন্ত।’

‘স্যার গারভেজ আর কিছু বলেছিলেন?’

‘না। তবে ঘর ছেড়ে চলে আসার সময় তিনি বলেন, মঁসিয়ে পোয়ারো এখন যে এখানে আসছেন, তাতে ভাল কিছু হওয়ার আশা আর নেই। অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে।’

‘কেন, কেন তিনি এ কথা বললেন, কিছু কি অনুমান করতে পারেন?’

‘না, না—’

‘অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে’, স্যার গারভেজের কথাটার পুনরাবৃত্তি করলো পোয়ারো, নিজের মনে, ‘অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে...’

‘আচ্ছা মিস লিঙ্গার্ড, এবার মেজর রিডল প্রশ্ন করলেন, ‘স্যার গারভেজ হঠাৎ কেন ভেঙে পড়লেন, তার কারণ আপনি অনুমান করতে পারেন?’

‘আমার ধারণা, এর সঙ্গে মিঃ হুগো ট্রেন্টের কোনো সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে।’

‘হুগো ট্রেন্টের সঙ্গে? কেন, কেন আপনার একথা মনে হলো জানতে পারি?’

‘সঠিক করে কিছু বলতে পারি না, তবে গতকাল দুপুরে স্যার হুগো দ্য সেভেনিক্সের (আমার আশঙ্কা, এই ভদ্রলোক সততা রক্ষা করতে পারেননি) প্রসঙ্গ উঠলে স্যার গারভেজ বলেন, আমার বোন তার স্বামীর পরিবারের হুগো নামটাই ব্যবহার করতে পারে তার পুত্র সন্তানের ব্যাপারে। আমাদের পরিবারের সব সময়েই এ নামটা অসাফল্যের স্বাক্ষর বহন করেছে। আমার বোনও নিশ্চয়ই জানত, কোনো হুগোই ভাল হয়ে উঠতে পারে না।’

‘এ পর্যন্ত আপনি আমাদের যা বললেন সবই পরামর্শমূলক।’ পোয়ারো জোর দিয়ে আরো বলল, ‘এটা আমার কাছে একটা নতুন আলোর পথ দেখিয়ে দিল যেন।’ একটু থেমে সে আবার বলল, ‘মাদামোয়াজেল, আপনি তো এখানে একজন নবাগতা, মাত্র দু’মাস হলো এখানে এসেছেন। তবু আমি বলব, এটা অনুমানও ধরে নিতে পারেন, এ দু’মাসে এই পরিবার ও এ বাড়ির ব্যাপারে আপনার অভিমতটা জানালে আমাদের তদন্তের কাজে বিশেষ উপকার হতে পারে।’

‘আমি তাহলে খোলাখুলিভাবেই বলছি’, মিস লিঙ্গার্ড কোনো ভূমিকা না করেই বলল, ‘আমার কেন জানি না মনে হয়েছে, আমি বোধহয় একটা পাগলাগারদে প্রবেশ করেছি। যেমন ধরা যাক, লেডি সেভেনিক্স-গোরের অভিযোগ মতো এ বাড়িতে তিনি যে সব দৃশ্য লক্ষ্য করে থাকতেন তা আমাদের চোখে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত বটে! আর স্যার গারভেজ তো নিজেকে সব সময় সম্রাট বলে মনে করতেন। এমন মানুষের সংস্পর্শে এর আগে কখনো আসিনি। অবশ্য মিস সেভেনিক্স একজন সম্পূর্ণ সুস্থ মহিলা, অত্যন্ত দয়ালু এবং চমৎকার মহিলা। তাঁর মতো মেয়ে হয় না। অন্য দিকে স্যার গারভেজ ছিলেন পাগল। ইগোতে ভুগতে ভুগতে দিনকে দিন তাঁর অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে আসছিল ইদানিং।’

'আর অন্যেরা?'

'আমার ধারণা স্যার গারভেজের সঙ্গে থাকাকালীন মিঃ, বারোসের সময়টা ইদানীং খুবই খারাপ যাচ্ছিল। পারিবারিক ইতিহাস লেখার কাজ শুরু করার পর তিনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। যাক, স্যার গারভেজ ওকাজে ব্যস্ত থাকলে তার দিকে ফিরে তাকাবেন না। স্যার কর্নেল বারির মুখ সব সময়েই হাসিখুশিতে ভরা থাকত। লেডি সেভেনিক্স-গোরের প্রতি অনুগত সে, স্যার গারভেজের সঙ্গে তার একটা ভাল বোঝাপড়া ছিল। মিঃ টেন্ট, মিঃ ফরবস আর মিস কার্ডওয়েল খুব অল্পদিনই এখানে এসেছিলেন। তাই ওদের ব্যাপারে আমি খুব বেশি কিছু জানি না।'

'ধন্যবাদ মাদামোয়াজেল। আর এজেন্ট ক্যাপ্টেন লেক সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

'ওহো, তিনি খুব ভাল লোক। সবাই তাকে পছন্দ করে থাকে।'

'সেই সঙ্গে স্যার গারভেজও?'

'হ্যাঁ। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তাঁর মতো ভাল এজেন্ট তিনি নাকি এর আগে কখনো পাননি। অবশ্য স্যার গারভেজের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কোনো ব্যাপারে যেন অসুবিধে বোধ করছিল ক্যাপ্টেন লেক। তবে শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নেয় সে।'

পোয়ারো তার কথাগুলো শুনতে গিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে। তার কথা শেষ হতেই পোয়ারো বলে উঠল, 'একটা কথা আমি সেই থেকে জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম—কিন্তু এখন ঠিক মনে পড়ছে না। স্যার গারভেজকে আপনি শেষ কখন দেখেছিলেন?'

'তাঁর ঘরে চায়ের সময়। তখন তাঁকে বেশ স্বাভাবিক দেখেছিলাম।'

'চা পানের পর স্যার গারভেজ কোথায় যান?'

'রোজকার অভ্যাসমতো মিঃ বারোসকে নিয়ে তিনি স্টাডিরুমে যান। তাঁকে সেই শেষবারের মতো দেখি। তারপর আমি আমার ছোট ঘরে গিয়ে সাতটা পর্যন্ত স্যার গারভেজের দেওয়া নোট টাইপ করি। তারপর আমি ওপরতলায় উঠে যাই নৈশভোজের পোশাক বদল করার জন্যে।'

'শুনেছি, আপনি নাকি গুলির আওয়াজ শুনেছিলেন, তাই কি?'

'হ্যাঁ, আমি তখন ঘরে ছিলাম। গুলির আওয়াজের মতো একটা শব্দ শুনে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘরে ছুটে যাই। মিঃ ট্রেন্ট জিজ্ঞেস করছিল, নৈশভোজে স্যাম্পেনের ব্যবস্থা আছে কিনা। ব্যাপারটা গভীরভাবে চিন্তা করার কথা আমাদের কারোর মাথায় তখন আসেনি। আমরা ভাবলাম, সামনের রাস্তায় কোনো গাড়ি থেকে ব্যাকফায়ারের শব্দ হয়তো ভেসে এলো।'

'মিঃ ট্রেন্টকে আপনি বলতে শুনেছেন, খুনের সম্ভাবনা সব সময় লেগেই থাকে?'

'হ্যাঁ, সেই রকমই বলেছিল বটে সে—তবে অবশ্যই ঠাট্টা করে বলে থাকবে।'

'তারপর?'

'আমরা সবাই এখানে এসে হাজির হই। আমার ধারণা প্রথমে আসে মিস সেভেনিক্স-গোরে, তারপর মিঃ ফোরবস। আর তারপর কর্নেল বারি ও লেডি সেভেনিক্স-গোরে একসঙ্গে আসেন। তাঁরা আসার পরেই মিঃ বারোস আসেন।'

'প্রথম ঘণ্টা বাজার পরেই কি তাঁরা একসঙ্গে মিলিত হন?'

'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে স্যার গারভেজের সময় জ্ঞান ছিল প্রখর। আর তাঁর ভয়েই বাড়ির অন্য সবাই সময় মতো হলঘরে এসে প্রবেশ করত। এমন কি এক-এক সময় স্যার গারভেজ প্রথম ঘণ্টা পড়ার আগেই হলঘরে এসে হাজির হতেন।'

'কিন্তু আজ সেই গারভেজকে অনুপস্থিত দেখে আপনি আশ্চর্য হননি?'

'হ্যাঁ, খুবই অবাক হয়েছিলাম বৈকি!'

'হ্যাঁ, এবার সেই কথাটা আমার মনে পড়েছে।' হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পোয়ারো বলল, 'আজ সন্ধ্যায়, আমার এবার মনে পড়ছে, স্নেলের ডাক শুনে আমরা সবাই স্টাডিরুমের দিক দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ আপনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে একটা কিছু কুড়িয়ে নেন, কি সেটা?'

'আমি?' মিস লিঙ্গার্ডের দু'চোখে গভীর বিস্ময়।

'হ্যাঁ, ঠিক স্টাডিরুমের দিকে যাওয়ার করিডরটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে একটা ছোটো উজ্জ্বল জিনিস—'

'কি অদ্ভুত ব্যাপার—আমার ঠিক মনে পড়ছে না। এক মিনিট—হ্যাঁ, এবার আমার মনে পড়েছে। দেখি সেটা হয়তো আমার কাছেই আছে।' সাটিনের ব্যাগটা খুলে তার সংগ্রহ জিনিসগুলো বার করে টেবিলের ওপর রাখল সে।

পোয়ারো এবং মেজর রিডল কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকাল সেই জিনিসগুলোর ওপর। পাউডার মাখানো দু'টি রুমাল, একগুচ্ছ চাবি, চশমার একটা খাপ, আর একটা জিনিসের ওপর পোয়ারোর লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল একসময়।

'বুলেট!' বললেন মেজর রিডল।

জিনিসটা অবশ্যই বুলেটের মতো দেখতে, তবে আসলে সেটা একটা ছোট্ট পেন্সিল।

'এই হলো আমার সংগ্রহের জিনিস', বলল মিস লিঙ্গার্ড, 'কথাটা আপনাদের বলতে একদম ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'মিস লিঙ্গার্ড আপনি জানেন এগুলো কার?'

'ও হ্যাঁ, কর্নেল বারির। তাঁর ধারণা, এই রকম একটা বুলেট দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়, কিংবা কার্যক্ষেত্রে সেটা তাঁর গায়ে আদৌ লাগেনি। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন—দক্ষিণ আমেরিকার যুদ্ধে—'

'আপনি জানেন, তাঁর হাতে এটা কখন দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, জানি বৈকি, দুপুরে ব্রীজ খেলার সময়। ওই পেন্সিল দিয়েই তিনি ব্রীজ খেলার ফলাফল লিপিবদ্ধ করছিলেন।'

'কারা কারা ব্রীজ খেলছিল?'

'কর্নেল বারি, লেডি সেভেনিক্স-গোরে, মিঃ ট্রেন্ট আর মিস কার্ডওয়েল।'

'এটা আমরা আপাতত আমাদের কাছে রেখে দিচ্ছি', বলল পোয়ারো, 'আমরাই এটা কর্নেলকে ফিরিয়ে দেব।'

'হ্যাঁ, তাই করুন। আমার এমন ভুলো মন যে, ওটার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। ছিঃ ছিঃ—'

'মাদামোয়াজেল, এখন আপনি যদি ফিরে গিয়ে কর্নেল বারিকে এখানে একবার আসতে অনুরোধ করেন তো খুব ভাল হয়।'

'নিশ্চয়ই আমি এখুনি তাঁর খোঁজ করে দেখছি।'

মেয়েটি দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ওদিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে পোয়ারো।

'আজকের ঘটনাটা এইভাবে শুরু করা যাক,' দুপুরের ঘটনাগুলো এক-এক করে সাজিয়ে নিয়ে বলতে থাকে সে, 'আড়াইটের সময় ক্যাপ্টেন লেকের সঙ্গে হিসাবপত্র নিয়ে আলোচনায় বসেন স্যার গারভেজ। ব্যবস্থাটা আগে থেকেই করা ছিল হয়তো। তিনটের সময় মিস লিঙ্গার্ডের সঙ্গে তিনি ইতিহাস লেখার ব্যাপারে আলোচনা করেন। তখন তাঁর মনটা খুব বিক্ষিপ্ত ছিল। মিস লিঙ্গার্ডের ধারণা হলো ট্রেন্টের ব্যাপারে কয়েকদিন থেকেই তিনি বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। আবার চায়ের সময় তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়। গডফ্রে বারোস বলেছে, চায়ের পর তাঁকে আরো স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। তারপর আটটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় তিনি নিচে এসে স্টাডিরুমে গিয়ে একটা চিরকুটে ছোট একটা শব্দ লেখেন—'দুঃখিত।' আর তারপরেই তিনি নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেন।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি', ধীরে ধীরে বললেন রিডল। 'কিন্তু ঘটনার সঙ্গে এটা একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।'

'স্যার গারভেজের মনে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন ঘটাটা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখা নিয়মমাফিক কাজে যোগ দেওয়া—ভয়ঙ্করভাবে মানসিক বিপর্যয়—তারপরেই আবার স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া—খানিক পরেই আরো বেশি উজ্জীবিত হয়ে ওঠা! এ সবই অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। আর তারপরেই তিনি সেই প্রবাদ বাক্যটি উচ্চারণ করেন—অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে। তার মানে আমার এখানে আসাটা অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কথাটা খুবই খাঁটি। সত্যি আমি তো এখানে অনেক দেরীতে এসে হাজির হয়েছি—তাকে জীবিত অবস্থায় দেখা আমার আর হলো না।'

'তাই বুঝি। সত্যিই আপনি এ সব কথা চিন্তা করেন?'

'তিনি আমাকে কেন যে এখানে ডেকে আনলেন, সেই কারণটা যে কোনোদিন জানা যাবে না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

পোয়ারো তার বক্তব্য শেষ করার পরেও ঘরের মধ্যে আগের মতোই পায়চারি করতে থাকলো। মাঝে মাঝে ঘরের মেন্টলপীসের ওপর রাখা দু'-একটি জিনিসের দিকে তাকিয়ে দেখছিল স্থির চোখে। দেওয়ালে টাঙানো কার্ডটেবিলটা পরীক্ষা করে দেখল সে, যেটার ড্রয়ার খুলে তার ভেতর থেকে বিশেষভাবে চিহ্নিত একটা কার্ড বার করে নিল সে। তারপর সে লেখার টেবিলের ওপর চোখ রাখতে গিয়ে তার পাশে রাখা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটের ওপর ছোট-ছোট চোখ করে তাকাল। সেখানে একটা পেপার-ব্যাগ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। সেটা তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকলো পোয়ারো। নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, 'কমলালেবুর গন্ধ।' তারপর সে সেই পেপার ব্যাগের ওপর লেখাগুলো পড়তে শুরু করল—কার্পেন্টার অ্যান্ড সন্স, ফলবিক্রেতা, হ্যামবরেরা সেন্ট মেরী। সেটা কুড়ুতে যাবে ঠিক সেই সময় কর্নেল বারি ঘরে এসে ঢুকল।

চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন কর্নেল, 'এটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার রিডল। চমৎকার ভদ্রমহিলা লেডি সেভেনিক্স-গারে! সাহসের একটুও ঘাটতি নেই।'

পোয়ারো নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসলো, তারপর কর্নেলের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমার অনুমান, অনেক বছর থেকে আপনি ওঁকে চেনেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন উনি মাথায় গোলাপ ফুল গুঁজতেন, আমার বেশ মনে আছে, সাদা ফোলানো-ফাঁপানো পোশাকে চমৎকার মানাত ওঁকে। ওঁকে তখন কেউ স্পর্শ করতে পারত না।'

সেই ছোট্ট পেন্সিলটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল পোয়ারো, 'আমার অনুমান, এটা আপনারই!'

'কি এটা? ওঃ ধন্যবাদ।'

'জানতে পারলাম, চায়ের আগে আপনি ব্রীজ খেলছিলেন, বলল পোয়ারো, 'চা খেতে আসার সময় স্যার গারভেজের মনের অবস্থা কি রকম ছিল বলতে পারেন?'

'স্বাভাবিক—খুবই স্বাভাবিক। মনেই হয়নি যে ওই মানুষটিই খানিক পরে নিজেকে খতম করার স্বপ্ন দেখছিলেন তখন। তাছাড়া সম্ভবত স্বাভাবিক সময় থেকে সেই সময় ওঁকে দারুণ উজ্জীবিত দেখাচ্ছিল। এখন ভেবে দেখতে হচ্ছে, হঠাৎ ওঁর এই পরিবর্তনই বা কেন?'

'আপনি ওঁকে শেষ কখন দেখেছিলেন?'

'কেন চা খাওয়ার সময়!'

'নৈশভোজে যোগ দিতে আপনি কখন আসেন?'

'প্রথম ঘণ্টা বেজে যাওয়ার পর।'

'কর্নেল বারি, আশাকরি আপনি কিছু মনে করবেন না, মেজর রিডল এই প্রথম মুখ খুললেন, 'আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। সিনথেটিক প্যারাগন রাবার কোম্পানির ব্যাপারে স্যার গারভেজের সঙ্গে কি আপনার বচসা হয়েছিল?'

হঠাৎ কর্নেলের মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। যাইহোক, কোনো রকমে সামলে নিয়ে উত্তর দিল সে, 'মোটেই দ্বন্দ্ব নয়, সেটা কোনো বচসা নয়। জানেন, বৃদ্ধ গারভেজ ছিলেন একজন অবিবেচক লোক। ভীষণ অহঙ্কারও ছিল তাঁর। তিনি মনে করতেন কোনো কিছুতে তিনি হাত দিলেই সেটা সোনা হয়ে যাবে। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইতেন না, এখন সারা বিশ্বে ব্যবসায় অস্থিরতা চলছে। এর ফলে কোম্পানির শেয়ারে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।'

'তাহলে ধরে নিতে হয় যে, এ ব্যাপারে আপনাদের মধ্যে একটু মনকষাকষি চলছিল।'

'কোনো মনকষাকষির ব্যাপার নয়। আসলে অবিবেচক গারভেজ তেমন পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুতেই মোকাবিলা করতে চাইছিলেন না।'

'তাঁর এই লোকসানের জন্যে আপনার ওপর দোষারোপ করেছিলেন তিনি?'

'গারভেজ ঠিক সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন না। ভান্ডা সে কথা জানত। তবে সব সময় তিনি তাঁকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। তাই ব্যাপারটা আমি তাঁর স্ত্রীর ওপর ছেড়ে দিই।'

এই সময় পোয়ারো কেসে উঠল। মেজর রিডল চকিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে প্রসঙ্গ বদল করে বললেন, 'কর্নেল বারি, আমি জানি, গার্ভেজ পরিবারের সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ আপনার। স্যার গারভেজ তাঁর সঞ্চিত অর্থ কি ভাবে বন্টন করে গেছেন আপনি কি জানেন?'

'হ্যাঁ, আমি অনুমান করতে পারি, তাঁর অর্থের সিংহ ভাগ গেছে রুথের পক্ষে।'

'আপনার কি মনে হয় না, এর ফলে হুগো ট্রেন্টের ওপর অবিচার করা হয়েছে?'

'হুগোকে পছন্দ করতেন না গারভেজ। আর তাকে কখনো সহ্যও করতে পারতেন না তিনি।'

'কিন্তু তাঁর পারিবারিক জ্ঞান-বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল। হাজার হোক মিস সেভেনিক্স-গোরে তাঁর পালিতা-কন্যা।'

একটু ইতস্ততঃ করে বললেন কর্নেল বারি, 'দেখুন, এখানে আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। অত্যন্ত গোপনীয় খবর, বাইরে যেন প্রকাশ না পায়।'

'অবশ্যই—অবশ্যই!'

'রুথ হলো অবৈধ সন্তান, তবে সেভেনিক্স-গোরে পরিবারের রক্ত তার দেহে অবশ্যই আছে। স্যার গারভেজের ভাই এ্যান্থনির মেয়ে সে, যিনি যুদ্ধে নিহত হন। শোনা যায়, একজন টাইপিস্ট গার্লের সঙ্গে এ্যান্থনির অবৈধ সম্পর্ক ছিল। যুদ্ধে তিনি নিহত হওয়ার পর মেয়েটি ভান্ডাকে চিঠি লিখে খবরটা দেয়। ভান্ডা তাকে দেখতে যায়—মেয়েটি তখন সন্তান সম্ভবা ছিল। সঙ্গে স্যার গারভেজও গিয়েছিলেন। ভান্ডা তাঁকে বোঝায়, সে কোনোদিন আর মা হতে পারবে না। তাই অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওঁরা রুথকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করে তার জন্মের পর। মেয়েটিকে ওঁরা নিজেদের

মেয়ের মতো করে ঘরে এনে তোলেন। আপনাদের এখন তাকে সেভেনিক্স-গোরের মেয়ের চোখেই দেখতে হবে, বুঝলেন।'

'আঃ', বলল পোয়ারো, 'এখন স্যার গারভেজের মনোভাব অনেকটা স্পষ্ট। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, তিনি যদি মিঃ হুগোকে সহ্যই না করতেন, তাহলে কেনই বা তিনি মিস রুথের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে গেলেন?'

'পারিবারিক অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যে।'

'তা সত্ত্বেও তিনি সেই যুবকটিকে পছন্দ কিংবা বিশ্বাস করতে পারতেন না?'

কর্নেল বারি একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'আপনি ঠিক সেই বৃদ্ধ গারভেজকে বুঝতে পারছেন না। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবে জ্ঞান করতেন না। নিজের স্বার্থটাই বেশি ভাল বুঝতেন তিনি। তিনি চেয়েছিলেন রুথ ও হুগোর বিয়ে হোক। হুগোকে সেভেনিক্স-গোরের পদবী নিতে হবে। এ ব্যাপারে হুগো আর রুথ কি চিন্তা করল তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না।'

'তা মিস রুথ এ বিয়েতে রাজী ছিলেন?'

'না। সে একজন দুর্নীতিগ্রস্থ মহিলা।'

'আপনি কি জানেন স্যার গারভেজ তাঁর মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তাঁর আগের উইল বদলাতে যাচ্ছিলেন, তাঁর নতুন উইলে মিস সেভেনিক্স-গোরে তাঁর সম্পত্তির অধিকারিনী হবে একটা শর্তে যদি সে তাঁর মনোনীত মিঃ ট্রেন্টকে বিয়ে করে তবেই।'

কর্নেল বারি শিষ দিয়ে উঠলেন, 'তাহলে তিনি নিশ্চয়ই মিস রুথ ও বারোসের—'

কথাটা শেষ করার আগেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে গেলেন কর্নেল বারি।

'তবে কি মাদামোয়াজেল, রুথ আর যুবক মঁসিয়ে বারোসের সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটা ছিল?'

'সম্ভবতঃ কিছুই না—আদৌ কিছু না।'

মেজর রিডল একটু থেমে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'কর্নেল বারি, আমার মতে আপনি যা জানেন সব খুলে বলা উচিত। এতে স্যার গারভেজের মনের খবর আমরা পেতে পারি।'

'আমিও তাই মনে করি।' বললেন কর্নেল বারি, 'তাহলে সত্যি কথাই বলি শুনুন, যুবক বারোস খারাপ দেখতে নয়—অন্তত মেয়েরা সেইরকমই মনে করে থাকে। সে এবং রুথ একটু দেরীতে হলেও তারা এ ওকে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু ওদের সেই অন্তরঙ্গতা স্যার গারভেজ পছন্দ করতে পারেননি, একেবারেই না। আবার বারোসকে তিনি কাজ থেকে ছাড়িয়েও দিতে পারছিলেন না ভয়ে কিনা কে জানে। আর তিনি এও জানতেন, রুথ কাকে পছন্দ করে। জোর করে তার ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়াও যায় না। আবার প্রেমের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করার মেয়েও নয় সে। অর্থের প্রতি তার দারুণ লোভও ছিল।'

'তা আপনি নিজে মিঃ বারোসকে পছন্দ করেন?'

কর্নেল তাঁর মতামত জানাতে গিয়ে বললেন, 'গডফ্রে বারোসের পায়ের গোড়ালিতে সামান্য একটু চুল আছে। তাঁর এ ধরনের কথা পোয়ারোকে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দিল। কিন্তু মেজর রিডলের ঠোঁটের ফাঁকে একচিলতে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল।'

এরপর আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কর্নেল বারি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চিন্তামগ্ন পোয়ারোর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে মেজর রিডল জিজ্ঞেস করলেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, এর থেকে আপনার কি ধারণা জন্মালো?'

'আমি একটা প্যাটার্ন—একটা অতি প্রয়োজনীয় ছবি যেন দেখতে পাচ্ছি।'

'সেটা খুবই শক্ত ব্যাপার—' বললেন রিডল।

'হ্যাঁ, কাজটা খুবই শক্ত বটে। তবে যত ভাবছি, ততই যেন সেই শক্ত বাধাটা একটু একটু করে অতিক্রম করছি।'

'সে কি রকম?'

'হুগো, ট্রেন্টের সেই মন্তব্যটা—খুনের সম্ভাবনা সব সময় থেকেই থাকে...'

'হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি সেই থেকে কথাটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন।'

'প্রিয় বন্ধু, আমরা যত জানব, ততই আমরা এই আত্মহত্যার মোটিভ থেকে দূরে সরে যাব। এ ব্যাপারে আপনি কি আমার সঙ্গে একমত নন? তবে খুনের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিস্ময়কর মোটিভ সংগ্রহ করতে পেরেছি।'

'তবু আপনাকে মনে রাখতে হবে—ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, চাবিটা মৃত ব্যক্তির পকেটে ছিল। তবে হ্যাঁ, আমি জানি, পথ এবং জানার উপায় দুটোই এক্ষেত্রে বর্তমান। বাঁকানো পিন, দড়ি—এ ধরনের সব সরঞ্জাম। আমার মনে হয় এগুলোর সাহায্যে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব। কিন্তু ওগুলো সত্যি সত্যি কি কাজ করবে? আর সেই কারণেই আমার খুব সন্দেহ হয়...'

'সে যাইহোক, কেসটা আত্মহত্যা নয়, খুনের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

'ওহো ঠিক আছে। আপনি যখন এ দৃশ্যে রয়েছেন, সম্ভবত এটা খুনই হবে।'

এক মুহূর্তের জন্যে হাসল পোয়ারো। 'এ ধরনের মন্তব্য আমার খুব পছন্দ।'

তারপর সে আবার গম্ভীর হয়ে বলল, 'আসুন খুনের নিরীখে ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। গুলির শব্দ শোনা গেছে। ওদিকে হলের মধ্যে চার ব্যক্তি ছিল—মিস লিঙ্গার্ড, হুগো ট্রেন্ট, মিস কার্ডওয়েল এবং স্নেল। অন্যেরা সব কোথায় ছিল তখন?'

'বারোসের জবানবন্দী মতো লাইব্রেরীতে ছিল সে। তার কথার সত্যতা যাচাই করার মতো কেউ নেই। সম্ভবতঃ অন্যেরা যে যার ঘরে ছিল তখন, কিন্তু সত্যি যে যার ঘরে ছিল, জোর দিয়ে কে বলতে পারে? দেখা যাচ্ছে, সবাই আলদা আলাদাভাবে নিচে নেমে এসেছিল। এমন কি লেডি সেভেনিক্স-গোরে ও বারি দু'জনে মুখোমুখি হন

ডাইনিংরুমে। প্রশ্ন হলো বারি কোথা থেকে এসেছিলেন? এও তো হতে পারে, ওপরতলা থেকে না এসে তিনি এসেছিলেন স্টাডিরুম থেকে? সেই পেন্সিলটার কথা ভুলে গেলে চলবে না।'

'হ্যাঁ, সেই পেন্সিলটা বেশ রহস্যজনক। সেটা তাঁকে ফেরত দিতে গেলে কোনো রকম উচ্ছ্বাস দেখালেন না তিনি। কারণ তিনি জানেনই না, ওটা আমি কোথ্থেকে পেয়েছি, আর তিনি জানেন না, কোথায় তিনি ফেলে গিয়েছিলেন পেন্সিলটা। এখন দেখতে হবে পেন্সিলটা ব্যবহার করার সময় কে কে ব্রীজ খেলছিল? হুগো ট্রেন্ট ও মিস কার্ডওয়েল, এক্ষেত্রে তাদের দু'জনকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। মিস লিঙ্গার্ড এবং বাবুর্চি তাদের অ্যালিবাই প্রমাণ করতে পারবে। এখন চতুর্থজন হলেন লেডি সেভেনিক্স-গোরে।'

'আপনি তাঁকে সন্দেহ করতে পারেন না।'

'কেন নয় বন্ধু? আমি সবাইকে সন্দেহ করতে পারি। তার কারণ ধরুন না কেন, স্বামীর প্রতি গভীরভাবে অনুগত হয়েও লেডি সেভেনিক্স সত্যিকারের ভালবাসেন বারিকে। এটা কি তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতার পরিচয়? আর সেই কারণেই স্যার গারভেজ এবং কর্নেল বারির মধ্যে মনকষাকষি চলছিল।'

'এ কথা সত্যি যে, স্যার গারভেজ-এর মনোভাব একটা বিশ্রী দিকে মোড় নিতে যাচ্ছিল। তার থেকে কি করে বেরিয়ে আসা যায়, সে পথ আমাদের জানা নেই। আপনাকে ডেকে পাঠানোর মধ্যে তাঁর একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কোনো প্রচার চাননি, এই কারণে যে, তাঁর এও সন্দেহ ছিল, যদি তাঁর স্ত্রী এ ব্যাপারে জড়িত থাকেন? হ্যাঁ, সেটা সম্ভব। আর সেই কারণেই কি স্বামীর মৃত্যুর পর লেডি সেভেনিক্স-গোরে তাঁর মৃত্যুটা শান্তভাবে গ্রহণ করলেন? তাঁর চোখে-মুখে তার কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। যা কিছু পরিবর্তন, সে সব হয়তো তার অভিনয়ও হতে পারে!'

'তারপর আরো জটিলতা আছে', বলল পোয়ারো, 'মিস সেভেনিক্স-গোরে ও বারোস। তাদের স্বার্থ হলো, নতুন উইলে স্যার গারভেজ যাতে সই করতে না পারেন। কারণ এই নতুন উইলে লেখা থাকত, বিয়ের পর তার স্বামীকে সেভেনিক্স-গোরে পরিবারের পদবী গ্রহণ করতে হবে, এটা একটা প্রধান শর্ত স্যার সেভেনিক্স সম্পত্তির অধিকারিণী হতে গেলে।'

'হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যায় স্যার গারভেজের আচরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বারোস বলেছিল, তাঁকে নাকি খুব উৎফুল্ল এবং বেশ উজ্জীবিত দেখাচ্ছিল, যা অন্যদের বক্তব্যের সঙ্গে কোনো সঙ্গতি নেই।'

'আর মিঃ ফরবসকে নিয়ে কি করা যায়? তার আইন প্রতিষ্ঠানটি বহু বছরের পুরনো, আরো পুরনো তাঁর ক্লায়েন্ট স্যার সেভেনিক্স-গোরে। অথচ তাঁর আর্থিক দিকটার ব্যাপারে তিনি যেন একেবারে অনভিজ্ঞ। এটা কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়?'

'পোয়ারো, আপনার কথাগুলো অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ।'

'আমি যা বলি তাই চিন্তা করুন, ঘটনাটা ছবির মতো নয় কি? কিন্তু মেজর রিড়ল, কৌতুকের ব্যাপার হলো, জীবনটা এক-এক সময় ছবির মতো মনে হয়।'

'ওয়েস্টশায়েরে এরকম ছবি খুব একটা দুষ্প্রাপ্য নয় কি?' বললেন চীফ কনস্টেবল, 'বাকী লোকেদের সাক্ষাৎকার নিয়ে নেওয়া যাক। আপনার কি মনে হয়? এমনিতেই বেশ দেরী হয়ে গেছে। রুথ সেভেনিক্সকে আমরা কেউ এখনো দেখিনি। সম্ভবতঃ ওর জবানবন্দী এই কেসের ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা নিতে পারে।'

'আমি একমত। মিস কার্ডওয়েলও রয়েছে। সম্ভবত তার জবানবন্দীই আমাদের প্রথম নেওয়া উচিত। তাছাড়া আরো একটা কারণ আছে—মিস কার্ডওয়েলের জবানবন্দী নিতে খুব বেশি সময় লাগবে না। তারপরেই মিস সেভেনিক্স-গোরের জবানবন্দী নেওয়া যেতে পারে।'

'এটা একটা খুব ভাল মতলব!'

সেদিন সন্ধ্যায় সুসান কার্ডওয়েলকে ভাসা ভাসা চোখে দেখেছিল পোয়ারো। এখন সে তাকে খুব কাছ থেকে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছিল। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, ভাবল সে, খুব একটা ভাল দেখতে না হলেও মেয়েটির মুখে একটা আলগা শ্রী ছিল, যা যে কোনো সুন্দরী মেয়ের হিংসের কারণ হয়ে উঠতে পারে। তার কাঁধ ছুঁই-ছুঁই চুলগুলোর মধ্যে যাদু ছিল। তার চোখ দুটি, পোয়ারোর মনে হলো, সব সময় সজাগ যেন।

কয়েকটা প্রাথমিক প্রশ্নের পর মেজর রিডল বললেন, 'মিস কার্ডওয়েল, জানি না, এই পরিবারের সঙ্গে আপনি কতটা ঘনিষ্ঠ, তবু এঁদের সম্পর্কে যা জানেন বলুন?'

'আমি তাঁদের সবাইকে চিনিও না। হুগোই আমাকে এখানে নিয়ে আসে।' তাই ওদের সম্পর্কে বড় একটা জানি না।

'তাহলে আপনিই এখন হুগো ট্রেন্টের বন্ধু?'

'হ্যাঁ, এখানে আমার এটাই একমাত্র পরিচয়। আমি হুগোর মেয়ে বন্ধু।' বলেই হাসল সে।

'ওঁর সঙ্গে আপনার কি অনেক দিনের পরিচয়?'

'ওহো না, না—মাত্র এক মাসের মতো হবে।' একটু থেমে মেয়েটি আবার বলল, 'আমি এখন ওর বাগদত্তা।'

'আর সে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে তার লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে?'

'না, সেরকম কিছু নয়। বরং আমাদের ব্যাপারটা গোপন রাখার চেষ্টা করে আসছি। আমি এখানে এসেছি নজর রাখার জন্যে। হুগো আমাকে বলেছিল, এটা নাকি একটা পাগলখানা। তাই ভাবলাম নিজের চোখে জায়গাটা দেখে যাই। বেচারা হুগো ভাল প্রেমিক হলে হবে কি, তার মাথায় বুদ্ধি-সুদ্ধি বলতে কিছুই নেই বুঝলেন। এখন

আমাদের অবস্থা খুবই সাংঘাতিক। আমার কিংবা হুগোর কারোর হাতেই টাকা নেই। স্যার গারভেজই ছিলেন হুগোর প্রধান আশা-ভরসা, রুথের সঙ্গে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। জানেন হুগো একটু দুর্বলচিত্তের মানুষ। টাকার জন্যে সে হয়তো এই বিয়েতে রাজী হয়ে যেতে পারত।'

'তাই কি আপনি নিজের চোখে প্রেমিককে পাহারা দেবার জন্যে ছুটে এসেছিলেন এখানে?'

'হুঁ।'

'সাচ্চা প্রেমেও ভয় থাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই! হুগো ঠিকই বলেছিল। পরিবারের সবাই প্রায় পাগল কেবল রুথ ছাড়া যাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে আমার মনে হয়েছে। মেয়েটির নিজের এক বয়-ফ্রেন্ড আছে।'

'আপনি কি এ প্রসঙ্গে মিঃ বারোসের কথা উল্লেখ করছেন?'

'বারোস? অবশ্যই না। তার মতো একটা বাজে লোকের প্রেমে পড়ার মতো মেয়ে রুথ নয়।'

'তাহলে তাঁর সেই প্রেমিক প্রবরটি কে?'

'তা রুথকে জিজ্ঞেস করলেই ভাল হয়। হাজার হোক এ আমার ব্যাপার নয়।'

এবার মেজর রিডল জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার গারভেজকে আপনি শেষ কখন দেখেছিলেন?'

'চায়ের সময়।'

'তখন তাঁকে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়েছিল?'

কাঁধ-ঝাঁকিয়ে বলল কার্ডওয়েল, 'স্বাভাবিকের থেকে বেশি কিছু নয়।'

'চায়ের পর কি আপনি করেছিলেন?'

'হুগোর সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলি।'

'গুলির শব্দের ব্যাপারে আপনার কি অভিমত?'

'দেখুন, সেটা একটা কিরকম অদ্ভুত ব্যাপার যেন। প্রথমে ভেবেছিলাম, বুঝি নৈশভোজের প্রথম ঘণ্টা। তাই আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে চলে যাই পোশাক পাল্টানোর জন্যে। তারপর আর একটা ঘণ্টা বাজতেই নিচে চলে আসি। হুগো আমার আগেই চলে এসেছিল। ওর ধারণা ছিল, গুলির শব্দটা স্যাম্পেনের বোতলের ছিপি খোলার মতো! কিন্তু স্নেল বলে, আমার মনে হয় না, শব্দটা ডাইনিংরুম থেকে এসেছে। মিস লিঙ্গার্ডের ধারণা, শব্দটা ওপরতলা থেকে এসেছিল। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করলাম, শব্দটা রাস্তার কোনো গাড়ির ব্যাক-ফায়ার থেকে হবে হয়তো। এরপর আমরা সবাই কথাটা বেমালুম ভুলে যাই।'

'স্যার গারভেজ যে নিজেকে গুলিবিদ্ধ করতে পারেন, কথাটা একবারও কি আপনাদের কারোর মনে হয়নি?' জিজ্ঞেস করল পোয়ারো।

'আমি আপনাকে পাল্টা প্রশ্ন করছি, এরকম একটা অশুভ চিন্তা আমাদের মনে আসতে পারে কি কারণে? লোকটাকে আমরা সব সময় হাসি-খুশিতে ভরা থাকতে দেখেছি। আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি, বৃদ্ধ ভদ্রলোক এ কাজ করতে পারেন!'

'এ এক অশুভ ঘটনা বটে—'

'অত্যন্ত অশুভ—হুগো এবং আমার ক্ষেত্রে তো বটেই। আমি দেখেছি, হুগোর জন্যে বস্তুত তিনি কিছুই রেখে যাননি।'

'এ কথা কে আপনাকে বলেছে?'

'বৃদ্ধ ফরবস-এর কাছ থেকে হুগো জেনেছিল।

'ঠিক আছে মিস কার্ডওয়েল', একটু থেমে মেজর রিডল বললেন, 'আমার মনে হয়, এই যথেষ্ট। আপনার কি মনে হয় এখানে এসে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার মতো সুস্থ আছেন মিস সেভেনিক্স-গোরে?'

'হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়। ঠিক আছে ফিরে গিয়ে আমি ওকে বলব।'

পোয়ারো তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'এক মিনিট মাদামোয়াজেল, এটা আপনি এর আগে কখনো কি দেখেছেন?' এই বলে সেই বুলেট-পেন্সিলটা পকেট থেকে বার করে দেখাল সে তাকে।

'ও হ্যাঁ, ব্রীজ খেলার সময় কর্নেল বারিকে ওটা ব্যবহার করতে দেখেছিলাম স্কোর লেখার জন্যে।'

'রাবার জেতার পরেও কি তিনি এটা তাঁর কাছে রেখেছিলেন?'

'না, আমার ঠিক খেয়াল নেই।'

'ধন্যবাদ মাদামোয়াজেল, ব্যাস এই পর্যন্ত। আপনি এখন যেতে পারেন।'

'ঠিক আছে, রুথকে আমি বলব—'

রানীর মতো সেজেগুজে ঘরে এসে ঢুকল মিস সেভেনিক্স-গোরে। তবে তার চোখ দুটো সুসান কার্ডওয়েলের মতোই সজাগ, সতর্ক তার দৃষ্টি। কাঁধের ওপর গোলাপ, এক ঘণ্টা আগে ওটা টাটকা ছিল।

'ভাল কথা', রুথই নিজের থেকে প্রথমে মুখ খুলল, 'আপনারা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত', শুরু করলেন মেজর রিডল।

তার কথায় বাধা দিয়ে রুথ বলে উঠল 'অবশ্যই আপনি আমাকে বিরক্ত করবেনই তো। শুধু আমাকে কেন সবাইকে। তবে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক কেন যে আত্মহত্যা করতে গেলেন, বুঝতে পারছি না। শুধু এই কথাই বলব, তাঁর মনটা অত দুর্বল ছিল না।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ, সেরকম কিছু দেখিনি—'

'আপনি শেষ কখন দেখেছিলেন তাঁকে?'

'চায়ের সময়।'

এবার পোয়ারো প্রশ্ন করলো, 'পরে আপনি তাঁর স্টাডিরুমে যাননি?'

'না। তাঁকে আমি শেষবার দেখি এই ঘরে, ওই চেয়ারের ওপর বসে থাকতে।'

'তাই বুঝি? মাদামোয়াজেল, দেখুন তো এই পেন্সিলটা আপনি চিনতে পারেন কিনা?'

'কর্নেল বারির পেন্সিল।'

'স্যার গারভেজ ও কর্নেল বারির মধ্যে মতপার্থক্যের ব্যাপারে কিছু কি জানেন?'

'আপনি কি প্যারাগন রাবার কোম্পানির কথা বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমারাও তাই মনে হয়। স্যার গারভেজের আশঙ্কা ছিল ওই কোম্পানির পিছনে টাকা ঢেলে সবটাই লোকসানে গেছে।'

'খুব স্বাভাবিক', পোয়ারো এবার প্রসঙ্গ বদল করে বলল, 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করব—প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক বটে!'

'নিশ্চয়ই, যতো অপ্রাসঙ্গিকই হোক না কেন আপনি করতে পারেন—'

'প্রশ্নটা হলো এই রকম : আপনার বাবার মৃত্যুতে আপনি দুঃখিত?'

স্থির চোখে তার দিকে তাকাল রুথ। 'হ্যাঁ, দুঃখিত বৈকি। বৃদ্ধ পিতাকে হারিয়ে আমি এখন নিঃস্ব। জানেন, বাবাকে আমি খুব ভালবাসতাম! হুগো আর আমি তাঁর খুব ভক্ত ছিলাম। তবু সেই অপ্রিয় কথাটা না বলে থাকতে পারছি না। তিনি ছিলেন অপরিণত মস্তিষ্কের মানুষ। অসম্মান করা হবে, তবে বলতেই হচ্ছে, তার মাথা ছিল কাদামাটিতে ভরা, ওঁর মতো বৃদ্ধ গর্দভ কখনো দেখিনি।'

'মাদামোয়াজেল, আপনার কথাগুলো বেশ আকর্ষণীয়।'

'তাহলে আরো শুনুন, বলতে খুব খারাপ লাগছে, তাঁর ব্রেনটা ছিল কীটে ভর্তি, একথা খাঁটি সত্যি। মাথা খাটানোর যে কোনো কাজে তিনি ছিলেন অপদার্থ।'

পকেট থেকে সেই চিঠিটা বার করলো পোয়ারো।

'এটা পড়ুন মাদামোয়াজেল।'

চিঠিটা পড়ে নিয়ে আবার পোয়ারোর হাতে তুলে দিল রুথ। 'ওহো, এই কারণেই আপনি এখানে এসেছেন?'

'এই চিঠিটা থেকে কিছু অনুমান করতে পারেন?'

'না', মাথা নেড়ে বলল মেয়েটি, 'সম্ভবত এটা খাঁটি সত্যি। বৃদ্ধ মানুষটিকে যে কেউ প্রতারণা করতে পারে।'

'হ্যাঁ, জন বলেছিল—আগের এজেন্টও তাঁকে ঠকিয়েছিল। দেখুন, বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেমন ভাল লোকটি ছিলেন তেমনি আবার কম অহঙ্কারীও ছিলেন না।'

'কিন্তু মাদামোয়াজেল', পোয়ারো তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'আপনি আপনার একটু আগের ভাবধারা থেকে সরে আসছেন, আসছেন না? একটু আগে আপনি স্যার গারভেজকে মাথা-মোটা গর্দভ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, আর এখন—'

'ও হ্যাঁ, আমি আবার বলছি, ভান্ডা (মানে আমার মা) তাঁকে পরিচালনা না করলে কবেই তিনি তলিয়ে যেতেন। তিনি এতো সুখ-ভোগ এবং বিলাসে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন যে, মানুষকে মানুষ জ্ঞান করতেন না। শুধু তাই নয়, নিজেকে তিনি ঈশ্বরের দূত বলে মনে করতেন। এ ধরনের অহঙ্কারী লোকের মৃত্যু হওয়াতে আমি খুশি। এটাই তাঁর যোগ্য পুরস্কার।'

'আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না মাদামোয়াজেল।' পোয়ারো তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে একটু রুক্ষস্বরেই বলল, 'আপনি কি জানেন, স্যার গারভেজ তার আগের উইল বদল করতে চলেছিলেন? নতুন উইলের শর্ত ছিল, কেবলমাত্র মিঃ হুগোকে আপনি যদি বিয়ে করেন, তবেই তাঁর সম্পত্তির অধিকারী হবেন আপনি।'

'অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠল রুথ, 'যাইহোক, আইন অনুসারে বিতর্কিত জিনিসটা কেবল আইনের মাধ্যমেই সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, আপনি কাউকে হুকুম করতে পারেন না, অমুক লোককে তোমায় বিয়ে করতে হবে!'

'তিনি যদি সত্যি সত্যি তাঁর নতুন উইলে সই দিয়ে থাকেন, তাহলে মাদামোয়াজেল, সেই উইলের শর্তগুলো আপনি কি মানবেন?'

'আমি—আমি—' বেশ কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো রুথ। তারপর হঠাৎই সে তার কথার জের টেনে বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন!'

দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে এলো ক্যাপ্টেন লেককে সঙ্গে নিয়ে।

'এখন নিজেকে প্রকাশ করার সময় হয়ে গেছে', প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলে চলল মিস রুথ, 'আপনাদের এখন জানা দরকার। তিন সপ্তাহ আগে জন আর আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই।'

তাদের দু'জনের মধ্যে ক্যাপ্টেন লেককে এই আকস্মিক ঘটনাটা অনেক বেশি বিহ্বল করে তুলেছিল।

'এটা যে একটা বিরাট চমক মিস সেভেনিক্স-গোরে স্যরি মিসেস লেক, এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে', বললেন মেজর রিডল, 'আপনাদের এই বিয়ের খবর কেউ জানে না।'

'না, আমরা সবাইকে অন্ধকারে ফেলে রেখেছি। প্রচারে জনেরও আপত্তি আছে।'

'আ—আ—আমি', একটু তোতলামি করে লেক এবার সাফাই গায়, 'আমি জানি এ অন্যায়, এ অন্যায়, আসলে কি জানেন, আমি তো একবার ঠিকই করে ফেলেছিলাম, সোজা স্যার গারভেজের কাছে গিয়ে বলি—'

রুথ তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'যদি তাঁর কন্যাকে তুমি বিয়ে করতে চাও, কথাটা বলতে তাকে আর তার উত্তরে তিনি তোমার মাথায় বুটের ঠোক্কর দিয়ে

বাড়ি থেকে বার করে দিতেন, সেই সঙ্গে সম্ভবত তিনি আমাকে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতও করতেন। আমরা তখন দু'জনে বলাবলি করতাম—কি সুন্দর ব্যবহারই না আমরা করেছি। বিশ্বাস করুন আপনারা', রুথ এবার পোয়ারো এবং রিডলের দিকে ফিরে বলল, এক্ষেত্রে 'আমার পথই ভাল ছিল, তাই না?'

তখনো লেককে অখুশি দেখাচ্ছিল। পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কখন খবরটা স্যার গারভেজের কাছে প্রকাশ করলেন?'

উত্তরে রুথ বলল, করিনি, তবে বলার মতো জমি তৈরি করছিলাম। আমার বাবা জনের ওপর দিনকে দিন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছিলেন। তাই আমি গডফ্রের দিকে ফেরবার ভান করতে থাকি। তাতে কাজ হলো। আমি জানি, আমাদের বিয়ের খবরটা প্রকাশ হয়ে গেলে অনেকটা রেহাই পাওয়া যেতে পারে। সেই মতো খবরটা আমি ভান্ডাকে দিয়েওছিলাম একেবারে শেষ দিকে। আমি তাঁকে আমার দিকে টানতে চেয়েছিলাম।'

'সফল হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। দেখুন, হুগোর সঙ্গে আমার বিয়েতে তাঁর খুব একটা উৎসাহ ছিল না। কারণ সে আমার পিসতুতো ভাই বলে মনে হয়।'

'আপনি ঠিক জানেন, আপনাদের এই বিয়ের ব্যাপারে গারভেজ একটুও সন্দেহ প্রকাশ করেননি?'

'ওহো, না, একেবারেই না।'

'ক্যাপ্টেন লেক, এটা কি সত্যি', পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'আজ বিকেলে স্যার গারভেজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় আপনাদের বিয়ের প্রসঙ্গটা ওঠেছিল?'

'না স্যার, ওঠেনি।'

'দেখুন ক্যাপ্টেন লেক, আমাদের কাছে একটা প্রমাণ আছে। আপনার সঙ্গে সময় কাটানোর পর স্যার গারভেজকে উত্তেজিত বলে মনে হয়েছিল, এমন কি তখন তাঁকে পরিবারের অসম্মানের কথা দু'-একবার বলতেও শোনা গিয়েছিল।'

'বলছি তো ব্যাপারটা উল্লেখ করা হয়নি', লেক তার কথার পুনরাবৃত্তি করল বটে, তবে তার মুখটা যেন সাদা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছিল।

'আজ সন্ধ্যায় আটটা বেজে আট মিনিটের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

'কোথায় ছিলাম? কেন, আমার বাড়িতে! গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে এখান থেকে আধ মাইল দূরে হবে।'

পোয়ারো এবার মেয়েটির দিকে ফিরলো। 'মাদামোয়াজেল, আপনার বাবা আত্মহত্যা করার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

'বাগানে।'

'বাগানে? গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন?'

'ও, হ্যাঁ। কিন্তু ওভাবে আমি চিন্তা করিনি। ভাবলাম, ইঁদুর মারার জন্যে কেউ হয়তো ছোট গুলি ছুঁড়ে থাকবে। তবে এখন মনে হচ্ছে, শব্দটা আমার কাছ থেকেই এসেছিল।'

'কোন পথ দিয়ে আপনি বাড়ি ফিরেছিলেন?'

'ঐ জানালাটা পেরিয়ে।' রুথ পিছন ফিরে ঘরের জানালাটা দেখাল।

'তখন এখানে কেউ ছিল?'

'না। তবে ঠিক সেই সময় হুগো, সুসান আর মিস লিঙ্গার্ড হলঘর থেকে এ ঘরে এসে ঢুকেছিল। তারা শুটিং, খুন আর কি সব নিয়ে যেন আলোচনা করছিল।'

'তাই বুঝি!' পোয়ারো মন্তব্য করলো, 'হ্যাঁ, আমার ধারণা, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি...'

মেজর রিডল সন্দেহের চোখে তাকালেন।

'ঠিক আছে—ধন্যবাদ। আমার মনে হয় আপাতত এই যথেষ্ট।'

রুথ ও তার স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'কি শয়তান—' মেজর রিডল বলতে শুরু করলেন, 'কেসটা যেন ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে', রিডল তার কথাটা শেষ করলেন নিরাশ হয়ে।

মাথা নাড়লো পোয়ারো। মেঝের ওপর থেকে একটুকরো মাটি সে তাঁর হাতে তুলে নিল। সেটা রুথের জুতো থেকে পড়ে থাকবে। মাটির টুকরো হাতে নিয়ে সে ভাবতে থাকে।

'দেওয়ালে গুঁড়িয়ে যাওয়া আয়নার মতো এটা,' বলল সে, 'মৃত ব্যক্তির আয়না। প্রতিটি নতুন তথ্যের মুখোমুখি হলেই আমরা মৃত ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ যেন দেখতে পাই। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশিত হয়ে উঠছেন তিনি। খুব শীগ্‌গীর একটা সম্পূর্ণ ছবি আমরা দেখতে পাব।'

উঠে দাঁড়িয়ে সেই মাটির টুকরোটা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দিল সে।

'বন্ধু, আমি আপনাকে একটা কথা বলব। সমস্ত রহস্যের একমাত্র ক্লু হলো ওই আয়নাটা। আমাকে বিশ্বাস না করলে আয়নার কাছে গিয়ে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করুন, তাহলেই আমার কথার যথার্থতা ঠিক বুঝতে পারবেন।'

মেজর রিডল দৃঢ়স্বরে বললেন, 'এটা যদি খুন হতো, তার প্রমাণ করার দায়িত্ব আপনার। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমি বলব, এটা অবশ্যই আত্মহত্যার ঘটনা। আপনি লক্ষ্য করেছেন মেয়েটি কি বলে গেল, আগের এজেন্টও নাকি স্যার গারভেজের টাকা নিয়ে প্রতারণা করেছিল। আমি বাজী ধরে বলতে পারি, লেক তার নিজের প্রয়োজনে সেই কাহিনীটা শুনিয়েছিল। তার সন্দেহ ছিল স্যার গারভেজ নিশ্চয়ই তাকে সন্দেহ করেছিল, আর সেই কারণেই পোয়ারোকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কারণ স্যার গারভেজ তখনো জানতেন না, রুথ ও তাদের প্রেমের ব্যাপারটা ঠিক কতদূর এগিয়েছিল। তারপর আজ বিকেলে লেক তাঁকে খবর দেয়, তারা বিবাহিত। সেই খবর শুনে ভেঙ্গে পড়েন স্যার গারভেজ। অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে, এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, এরপর মানুষ এমন অবস্থায় পড়লে যে কোনো কাজ সে করতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর মাথায় সামান্য একটু বুদ্ধিও অবশিষ্ট

ছিল না তখন; এরপর আত্মহত্যা করা ছাড়া তাঁর সামনে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। এখন আপনি বলুন, আমার এই বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে আপনার কি অভিমত?'

পোয়ারো তখন ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

'আমাকে কি আর বলতে হবে? আপনার এই মতবাদের বিরুদ্ধে আমার বলার কিছুই নেই—কিন্তু এ নিয়ে বেশিদূর এগোনোও যায় না। সংসারে এমন কতকগুলো জিনিস আছে, যা হিসেবের বাইরে—

'যেমন?'

'আজ স্যার গারভেজের মানসিক বিপর্যয়, কর্নেল বারির পেন্সিলটা কুড়িয়ে পাওয়া, মিস কার্ডওয়েলের জবানবন্দী সেটা অত্যন্ত জরুরী ছিল। মিস লিঙ্গার্ডের স্বীকারোক্তি; এরপরেই আদেশ মতো সবাই ডিনারের জন্যে নিচে নেমে আসে। স্যার গারভেজকে দেখতে পাওয়ার সময় তাঁর চেয়ারের অবস্থান কিরকম ছিল সেটাও দেখতে হবে, সেই সঙ্গে ফলের প্যাকেটটা, এবং শেষ পর্যন্ত সব থেকে উল্লেখযোগ্য হলো ওই ভাঙা আয়নাটা।'

স্থির চোখে তাকাল মেজর রিডল। 'আপনি কি আমাকে বোঝাতে চাইছেন, আপনার এই দীর্ঘ অসংলগ্ন বক্তৃতার কোনো অর্থ আছে?'

সংক্ষেপে উত্তর দিলো এরকুল পোয়ারো, 'আশাকরি আগামীকাল আমি সেটা করে দেখাতে পারব।'

সবে তখন রাতের অন্ধকারটা সরে গিয়ে ধীরে ধীরে আলোর রেখা ফুটে উঠতে শুরু করেছিল। পরদিন খুব সকালে এরকুল পোয়ারোর ঘুম ভেঙে গেল। বাড়ির পূর্ব দিকের একটা ঘর তার জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

বিছানা থেকে নেমে জানালার পর্দা সরাতেই সন্তুষ্ট হলো সে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে সে তার প্রাতঃকালীন পোশাক গায়ে চাপিয়ে নিল নিঃশব্দে, গলায় একটা মাফলার লাগাতে ভুলল না সে। তারপর তেমনি নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ড্রইংরুমে এসে ঢুকলো। ড্রইংরুমের জানালা খুলে তেমনি নিঃশব্দে জানালা পেরিয়ে বাগানে নেমে পড়লো। হাঁটতে হাঁটতে স্যার গারভেজের স্টাডিরুমের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সে। দৃশ্যটা অনুধাবন করলো। বাড়ির দেওয়াল বরাবর ঘাসের কেয়ারি, সরু গালচের মতো বিছানো ছিল বাড়ির দেওয়াল বরাবর। আর তার ঠিক সামনেই লতাপাতার বর্ডার। সেই লতাপাতার বর্ডারের সামনেই দাঁড়িয়েছিল পোয়ারো। টেরেসের সীমানা পেরিয়ে সেই সরু ঘাসের কেয়ারি। কতকগুলো ছেঁড়া ঘাস মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল পোয়ারো। নিচু হয়ে ছেঁড়া ঘাসগুলো সতর্ক দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে দেখল। সেই বর্ডারের উভয় দিকেই দৃষ্টি ফেলল সে।

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল, ঘাসের গালিচার ডানদিকে কতকগুলো পায়ের ছাপ—খুবই স্পষ্ট। নিচু হয়ে সেই পায়ের ছাপগুলো দেখতে যাবে ঠিক সেই সময় একটা শব্দ

শুনে দ্রুত মাথা উঁচু করে ওপর দিকে তাকাল সে। তার মাথার ওপরের জানালাটা খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে একটা লাল চুলের মুখ ভেসে উঠতে দেখা গেল। সেই বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, সুসান কার্ডওয়েলের।

'এই সময় মাটির ওপর কি করছেন মিঃ পোয়ারো? পায়ের ছাপ খুঁজছেন নাকি?'

পোয়ারো মাথা নিচু করে শুধাল, 'সুপ্রভাত মাদামোয়াজেল। হ্যাঁ, আপনার অনুমানই ঠিক। আপনি তো দেখছি ঝানু গোয়েন্দা হয়ে উঠেছেন। আপনার বিশ্লেষণ অদ্ভুত তো!'

প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে জবাব দিল সুসান, 'আমার স্মৃতির পাতায় আপনার এই মন্তব্যটা সযত্নে লিখে রাখব। এখন বলুন, আপনাকে সাহায্য করার জন্যে নিচে নেমে আসব?'

'আপনি এলে আমি খুবই খুশি হবো।'

'তা কোন পথ দিয়ে আপনি ওখানে গেলেন?'

'ড্রইংরুমের জানালা টপকে।'

'ঠিক আছে, এক মিনিটের মধ্যেই আপনার সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।'

সুসান আসতেই পোয়ারো তাকে বলল, 'মাদামোয়াজেল, দেখুন দেখি পায়ের ছাপ চোখে পড়ে কিনা!'

বলতে বলতেই দু'জোড়া পায়ের ছাপ ভিজে মাটির ওপর দেখতে পেল তারা।

'তাহলে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল?'

'চারটে পায়ের ছাপের মধ্যে', পোয়ারো বলতে থাকে, 'আমি আপনাকে বিশ্লেষণ করে দিচ্ছি। দু'টি পায়ের ছাপ জানালামুখো এবং বাকী দু'টো জানালার দিক থেকে ফেরার পথে।'

'কার পায়ের ছাপ? বাগানের মালিকের?'

'মাদামোয়াজেল! এসব পায়ের ছাপ হাই-হীল পরা কোনো মহিলার। এই ছাপগুলোর ওপর আপনি পা রেখেই দেখান না।'

একটু ইতস্ততঃ করে পোয়ারোর নির্দিষ্ট এক জোড়া পায়ের ছাপের ওপর সুসান কার্ডওয়েল তার পা দুটো রাখল আড়াআড়িভাবে।

সব দেখেশুনে পোয়ারো বলল, 'দেখুন, আপনারটা প্রায় একই সাইজের। তবে একেবারে সঠিক মাপ নয়। আপনার থেকে একটু বড় সাইজের পা। সম্ভবত মিস সেভেনিক্স-গোরে—কিংবা মিস লিঙ্গার্ডের, তা না হলে এমন কি লেডি সেভেনিক্স-গোরেরও হতে পারে।'

'না, না লেডি সেভেনিক্স-গোরের নয়, ওঁর পা অনেক ছোটো।' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল সুসান, 'আর মিস লিঙ্গার্ডেরও নয়, কারণ চ্যাটালো হাই-হীলের জুতো পরে থাকে সে।'

'তাহলে কি এই ছাপগুলো মিস সেভেনিক্স-গোরের পায়ের? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে, তিনি বলেছিলেন, কাল সন্ধ্যায় বাগানে বেরিয়েছিলেন।'

বাড়ির দিকে পা বাড়াল সে অতঃপর।

'আমরা কি এখনো পায়ের ছাপ খুঁজবো?' জিজ্ঞেস করল সুসান।

'না, তবে এখুনি একবার স্যার গারভেজের স্টাডিরুমে আমাদের যেতে হবে।'

সুসান কার্ডওয়েল তাকে অনুসরণ করে চলে।

স্টাডিরুমের ভাঙ্গা দরজাটা তখনো ঝুলছিল। গতকাল যেখানে যেমনটি দেখে গিয়েছিল পোয়ারো ঠিক তেমনি সব কিছু পড়ে রয়েছে। পোয়ারো পর্দাগুলো সরাতেই ঘরের ভেতরটা রোদের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল। জানালাপথে বাগানে সেই লতাপাতার বর্ডারের দিকে চোখ রেখে পোয়ারো বলল, 'মাদামোয়াজেল, আমার ধারণা, চোরের সঙ্গে আপনি খুব একটা পরিচিত নন, তাই না?'

সুসান অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, এর জন্য আমি দুঃখিত—'

'চীফ কনস্টেবলেরও চোরেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ হয়নি কখনো। অপরাধীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগটা একেবারে সরকারীভাবে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা হয় না। একবার এক চোরের সঙ্গে আমি অনেকক্ষণ ধরে খোসগপ্প চালিয়েছিলাম। ফ্রেঞ্চ জানালার ব্যাপারে সে আমাকে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়েছিল। কখনো কখনো একটা চালাকি খাটানো যায়, তবে ছিটকিনিটা যদি অনেকটা আলগা থাকে তবেই।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ-হাতি জানালার হাতলটা ঘোরাল সে। 'মাঝের দণ্ডটা নিচের গর্ত থেকে কেমন উপরে উঠে এলো দেখলেন?' জানালার পাল্লা দুটো এবার নিজের দিকে টানতে সক্ষম হলো সে। পাল্লা দুটো সম্পূর্ণ খুলে আবার বন্ধ করে দিল। হাতলটা না ঘুরিয়েই জানালাটা বন্ধ করল, এমন কি সেই সঙ্গে সেই দণ্ডটাও নিচে তার সকেটের মধ্যেও পাঠাতে হলো না। তারপর সে হাতলটা ছেড়ে দিয়ে একমুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করল, তারপর সেই দণ্ডটির ঠিক মাঝখানে জোরে ধাক্কা দিতেই সেটা নিচে সকেটের মধ্যে এলো—হাতলটা তার নিজের খুশিমতো ঘুরে গেল।

'দেখলেন তো মাদামোয়াজেল?'

'হ্যাঁ দেখলাম তো', সুসানের মুখটা কেমন ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে উঠল হঠাৎ।

'জানালা এখন বন্ধ। জানালা বন্ধ থাকলে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করা অসম্ভব। তবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সেটা করা সম্ভব। বাইরে থেকে জানালার পাল্লা দুটো টানুন, তারপর ধাক্কা মারুন, আমি যেমনভাবে মারলাম। এর ফলে বল্টুটা নিচের দিকে নেমে যাবে হাতলটা ঘুরিয়ে দিয়ে। তখন যে কেউ দেখে বলবে, জানালাটা ভেতর থেকে বন্ধ।'

'তাই কি?' কাঁপা কাঁপা গলায় সুসান বলল, 'গতকাল রাতে ঠিক এমনি ঘটেছিল নাকি?'

'হ্যাঁ মাদামোয়াজেল, আমার তাই মনে হয়।'

সুসান এবার চিৎকার করে বলে উঠল, 'আমি এর এক বর্ণও বিশ্বাস করি না।'

পোয়ারো উত্তর দিল না। ম্যান্টলপীসের দিকে হেঁটে গেল সে।

'মাদামোয়াজেল, আমি আপনাকে একজন সাক্ষী হিসেবে ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি। গতকাল রাতে আয়নার এই ছোট্ট কাঠের ফালিটা আবিষ্কার করতে দেখেছিল সে আমাকে। এ ব্যাপারে আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। পুলিশের তদন্তের জন্যে আমি এটা যেখানে ছিল সেখানেই ফেলে রেখে দিই। চীফ কনস্টেবলকেও আমি বলেছিলাম, মূল্যবান ক্লু যদি কোথাও থেকে পাওয়া যায় তা ওই ভাঙা আয়না থেকেই পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনি আমার সেই ইঙ্গিতটা গ্রহণ করলেন না। এখন আপনাকে সাক্ষী রেখে (মিঃ ট্রেন্টকেও দেখিয়ে রেখেছি) এটা আমি একটা ছোট্ট খামের ভেতরে পুরে রাখছি। আর এই খামের ওপর লিখে রাখছি, সীলও করছি। মাদামোয়াজেল, আপনি আমার একজন সাক্ষী হিসেবে রইলেন, রইলেন তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু—কিন্তু আমি এ সবের অর্থ কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ঘরের অপরদিকে হেঁটে গেলো পোয়ারো। ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে সামনের সেই ভাঙ্গা আয়নার দিকে তাকাল সে স্থির চোখে।

'এর অর্থ কি আমি আপনাকে বলছি মাদামোয়াজেল। গতকাল রাত্রে আপনি যদি আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন সামনের ওই ভাঙ্গা আয়নাটার দিকে তাকিয়ে, তাহলে ওই আয়নায় আপনি খুন হওয়ার দৃশ্যটা দেখতে পেতেন...'

রুথ সেভেনিক্স-গোরে, বর্তমানে রুথ লেক—জীবনে এই প্রথম ঠিক সময়ে প্রাতঃরাশ সারতে নিচে নেমে এলো। এরকুল পোয়ারো তখন হলের মধ্যেই ছিল। রুথের সামনে এসে তার পথ আগলে বলল, 'মাদাম, আপনাকে একটা প্রশ্ন করার ছিল।'

'হ্যাঁ, বলুন!'

'গতকাল রাতে আপনি তো বাগানে গিয়েছিলেন। স্যার গারভেজের স্টাডিরুমের জানালার বাইরে ফুলের বাগানে আপনি কোনো সময়ে পা রেখেছিলেন কি?'

পোয়ারোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রুথ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, দু'বার।'

'আঃ! দু'বার? দু'বার কেমন করে?'

'প্রথমবার আমি ফুল তুলতে যাই তখন প্রায় সাতটা...'

'ফুল তোলার পক্ষে সময়টা একটু খাপছাড়া নয় কি?'

'হ্যাঁ, তা বৈকি। সত্যি কথা বলতে কি, গতকাল সকালেই আমি ফুলের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু চায়ের পর ভান্ডা বলেন ডিনার টেবিলের ফুলগুলো ভাল নয়। প্রথমে ভেবেছিলাম, ফুলগুলো তো বেশ ভালই রয়েছে, তাই আমি আর টাটকা ফুলের ব্যবস্থা করলাম না।'

'কিন্তু আপনার মা যে ফুলগুলো বদলাতে বলেছিলেন? কথাটা কি তাহলে ঠিক নয়?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেই তো শেষ পর্যন্ত সাতটার কিছু আগে আমি সেখানে ফুল তুলতে যাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা বেশ, কিন্তু দ্বিতীয়বার কখন যান? একটু আগে আপনি বললেন, দ্বিতীয়বার বাগানে গিয়েছিলেন। তা কখন?'

নৈশভোজের ঠিক একটু আগে। আমার পোশাকে কাঁধের ওপর কেশরাগ প্রসাধনী পরে দাগ হয়ে যায়। পোশাক পাল্টানোর ঝামেলা পোয়াতে চাইলাম না। কৃত্রিম ফুল দিয়ে যে সেই দাগটা ঢেকে দেব সেরকম ম্যাচ করা রঙের ফুলও ছিল না আমার সংগ্রহে। মনে আছে মিকল্‌ম্যাস্‌ ডেইসিস তোলবার সময় দেরীতে ফোটা একটা গোলাপ ফুল দেখে এসেছিলাম। তাই তাড়াতাড়ি দ্বিতীবার বাগানে ছুটে গিয়ে সেই গোলাপ ফুলটা তুলে কাঁধে পিন দিয়ে আটকে নিই।'

'হ্যাঁ', মাথা নেড়ে বলল পোয়ারো, 'আমার মনে পড়ছে, গতকাল রাতে আপনার কাঁধে একটা গোলাপ ফুল আটকানো থাকতে দেখেছিলাম। তা কখন সেই গোলাপ তুলতে গিয়েছিলাম মাদাম?'

'ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'কিন্তু সময়টা আমার জানা খুবই প্রয়োজন মাদাম। মনে করার চেষ্টা করুন—?'

ভ্রূ কুঁচকে বলল রুথ, 'সঠিক সময়টা আমি বলতে পারব না। সময়টা হয়তো আটটা বেজে পাঁচ মিনিট কিংবা ঐ রকম কিছু একটা হতে পারে। কারণ আমি তখন ফেরার জন্যে ব্যস্ত ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, ওটা বুঝি নৈশভোজের দ্বিতীয় ঘণ্টা, প্রথম ঘণ্টা নয়!'

'আঃ! আপনি তাহলে সেই কথাটা ভেবেছিলেন? ফুলের বাগানে থাকার সময় স্টাডিরুমের জানালা খুললেন না কেন?

'হ্যাঁ, সত্যি বলতে কি আমি চেষ্টা করে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, জানালাটা খোলা থাকলে সেটা টপকে তাড়াতাড়ি ডাইনিংরুমে গিয়ে হাজির হতে পারব। কিন্তু জানালা ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া ছিল।'

'তাহলে সব কিছুই আপনি ব্যাখ্যা করলেন। মাদাম, আমি আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

রুথ স্থির চোখে তাকাল তার দিকে, 'তার মানে কি বলতে চান আপনি?'

'মানে সব কিছুর জন্যে ব্যাখ্যা আছে আপনার কাছে—আপনার জুতোর কাদার দাগ, ফুলের বাগানে আপনার পায়ের ছাপ, স্টাডির জানালার ওপর আপনার হাতের ছাপ—এগুলো খুবই কার্যকরী হবে এক্ষেত্রে।'

রুথ উত্তর দেবার আগে মিস লিঙ্গার্ড দ্রুত ছুটে এলো পোয়ারোর কাছে। তার চোখেমুখে ভয়ের আর্তি, আতঙ্কের ছাপ। তার ওপর রুথ ও পোয়ারোকে একসঙ্গে দেখে আরো বেশি ভয় পেয়ে গেল সে।

'মাফ করবেন', পোয়ারোকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল মিস লিঙ্গার্ড, 'ব্যাপার কি বলুন তো? শুনলাম—'

রাগতস্বরে রুথ জবাব দিল, 'আমার মনে হয় মঁসিয়ে পোয়ারো পাগল হয়ে গেছেন।'

মিস লিঙ্গার্ড অবাক চোখে তাকিয়ে রইল পোয়ারোর দিকে, তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই পোয়ারোর। মাথা দুলিয়ে বলল সে, 'প্রাতঃরাশের পর আমি ব্যাখ্যা করে সব বলে দেব। আমি চাই স্টাডিরুমে আজ বেলা দশটার সময় সবাই হাজির থাকবেন।'

ডাইনিংরুমে ঢোকবার সময় সে তার এই অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করল।

সুসান কার্ডওয়েল চকিতে তার দিকে তাকাল। তারপর সে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে রুথের ওপর স্থির নিবদ্ধ করল। তখন হুগো বলল, 'এঃ, এ আবার কি মতলব?' রুথ তার দিকে তাকাতেই চুপ করে গেল সে, একান্ত অনুগতের মতো।

ব্রেকফাস্ট সেরে উঠে দাঁড়াতেই সাবেকি আমলের বড় ঘড়িটার ওপর দৃষ্টি পড়ল পোয়ারোর। দশটা বাজতে পাঁচ তখন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্টাডিরুমে গিয়ে হাজির হতে হবে তাকে।

স্টাডিরুমে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিল পোয়ারো। সবাই এসে গেছে, কিন্তু একজন ব্যতিক্রম। পরক্ষণেই সেই ব্যতিক্রমী মানুষটি ঘরে এসে ঢুকল। লেডি সেভেনিক্স-গোরে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন। তাঁকে কৃশ ও অসুস্থ দেখাচ্ছিল।

'গারভেজ এখনো আছে', মন্তব্য করলেন তিনি, 'বেচারা গারভেজ...খুব শীগ্‌গীর মুক্তি পেয়ে যাবে সে।'

গলা পরিষ্কার করে বলল পোয়ারো, 'আমি আপনাদের এখানে ডেকে নিয়ে এসেছি স্যার গারভেজের আত্মহত্যার ব্যাপারে সঠিক তথ্য প্রকাশ করার জন্যে।'

'সেটা ভাগ্য', বললেন লেডি গারভেজ, 'শক্ত সমর্থ লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাগ্যটা ছিল আরো বেশি শক্তিশালী।'

কর্নেল বারি এগিয়ে এসে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'ভান্ডা—প্রিয় ভান্ডা!'

হাসলেন লেডি গারভেজ, তারপর হাতটা টেবিলের ওপর রাখলেন। বারি তাঁর হাতটা নিজের হাতে টেনে নিলেন।

লেডি সেভেনিক্স-গোরে নরম গলায় বললেন, 'তোমার স্পর্শটা কত মোলায়েম।'

ওদিকে রুথ দ্রুত বলে গেল, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, তাহলে কি আমাদের ধরে নিতে হবে, আমার বাবার আত্মহত্যা করার কারণটা আপনি সঠিক জেনে গেছেন?'

পোয়ারো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না মাদাম।'

'তাহলে এতসব দীর্ঘ অসঙ্গত বক্তৃতা কেন?'

শান্তভাবে পোয়ারো বলল, 'স্যার গারভেজ সেভেনিক্স-গোরের আত্মহত্যা করার কারণ আমার জানা নেই। আসলে তিনি আত্মহত্যাই করেননি। তিনি নিজেকে খুনও করেননি। তিনি খুন হয়েছেন...'

'খুন? সমবেত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হলো। অনেকগুলি বিস্ময়ভরা মুখ ফিরে

তাকাল পোয়ারোর দিকে! লেডি সেভেনিক্স-গোরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'খুন? ওহো না না!' বিড়বিড় করে পাগলের প্রলাপ বকতে থাকলেন তিনি।

'আপনি বলছেন, এটা খুন?' এই প্রথম হুগো কথা বলল, 'অসম্ভব!' দরজা ভেঙ্গে স্টাডিরুমে ঢুকে আমরা অন্য আর কাউকে দেখতে পাইনি। জানালায় ছিটকিনি দেওয়া ছিল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল। আর চাবিটা আমার মামার পকেটেই ছিল। এর পরেও কি করে তিনি খুন হতে পারেন?'

'সে যাইহোক, তিনি অবশ্যই খুন হয়েছিলেন।'

'আর খুনী ওই চাবির গর্তের ভেতর দিয়ে উধাও হয়ে গেল?' কর্নেল বারি ব্যঙ্গ করে বলল, 'কিংবা আমার অনুমান, ঘরের ওই চিমনির ভেতর দিয়ে খুনী পালিয়েছে!'

'খুনী', বলল পোয়ারো, 'জানালা টপকে পালিয়েছে। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, কি করে পালাল সে!'

সে তখন জানালার সঙ্গে তার কলাকৌশল নিপুণভাবে প্রদর্শন করল।

'আপনারাই দেখুন', বলল সে, 'কি ভাবে সেই নিষ্ঠুর কাজটা করা হয়েছিল। প্রথম থেকেই আমি ধরে নিয়েছিলাম, স্যার গারভেজ কখনই আত্মহত্যা করতে পারেন না। তিনি ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক, এমন মানুষ কখনোই নিজেকে খুন করতে পারে না।' একটু থেমে সে আবার বলতে থাকে, 'তাছাড়া আরো কয়েকটা ব্যাপার আছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, মৃত্যুর আগে স্যার গারভেজ তাঁর ডেস্কের সামনে বসেছিলেন, একটা চিরকুটে 'দুঃখিত' কথাটা লেখার পর তিনি নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেন। কিন্তু শেষ কাজটা সম্পন্ন করার আগে যে কারণেই হোক, তিনি তাঁর চেয়ারের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটান অন্যদিকে ঘুরিয়ে যাতে করে সেটা ডেস্কের পাশে থাকে। কিন্তু কেন? এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল। ঘটনাস্থলে একটা বেঞ্চের টুকরো, আয়নার একটা ছোট্ট কাঠের ফালি চোখে পড়তেই আমি যেন আশার আলো দেখতে পাই। নিজেকে তখন প্রশ্ন করি, সেই কাঠের টুকরোটা সেখানে এলো কি করে? উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম। আয়নাটা ভেঙেছিল বুলেটের আঘাতে নয়, তবে ভারী ব্রোঞ্জের টুকরোর আঘাতে সেটা ভেঙে থাকবে হয়তো। আর ইচ্ছাকৃতভাবে আয়নাটা ভাঙ্গা হয়েছিল।'

'কিন্তু কেন? ডেস্কের কাছে ফিরে এসে নিচে চেয়ারের দিকে তাকাই। হ্যাঁ, এখন আমি দেখতে পাচ্ছি। সব মিথ্যে। আত্মহত্যা করতে পারে এমন কোনো ব্যক্তি এ ভাবে চেয়ার ঘুরিয়ে তারপর নিজেকে গুলিবিদ্ধ করে না। সমস্ত ব্যাপারটাই পূর্বপরিকল্পিত। আত্মহত্যার ব্যাপারটা সাজানো।'

'আর আমি এখন একটা খুব জরুরী তথ্য সংগ্রহ করেছি। মিস কার্ডওয়েলের স্বীকারোক্তি। মিস কার্ডওয়েল বলেছেন, গতকাল রাতে তিনি দ্রুত পায়ে নিচে নেমে আসছিলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন, দ্বিতীয় ঘণ্টা বেজে গেছে। তার মানে তিনি ভেবেছিলেন, প্রথম ঘণ্টা আগেই বেজে গেছে।'

'এখন প্রত্যক্ষ করুন, স্যার গারভেজ গুলিবিদ্ধ হওয়ার সময় যদি তাঁর স্বাভাবিক

ভঙ্গিমায় ডেস্কের সামনে বসে থাকতেন তাহলে বুলেটটা কোথায় যেত? সোজা পথে চলতে গিয়ে দরজা যদি খোলা থাকত, সেক্ষেত্রে বুলেটটা ঘণ্টায় গিয়ে আঘাত করত! এখন মিস কার্ডওয়েলের জবানবন্দীর গুরুত্বপূর্ণ দিকটা দেখুন। অন্য কেউ প্রথম ঘণ্টার শব্দ শুনতে পায়নি। কিন্তু যেহেতু মিস কার্ডওয়েলের ঘরটা ছিল ঘণ্টার ঠিক উপরে; তাই সেই অবস্থানটা শব্দ শোনার পক্ষে উপযুক্ত ছিল। তাহলে এর থেকে অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারে, স্যার গারভেজ কখনোই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেননি, কারণ একজন মৃতব্যক্তি ঘরের দরজা কখনোই বন্ধ করতে পারে না। আর করবেনই বা কেন? অন্য কেউ নিশ্চয়ই ঘরের ভেতরে ছিল। অতএব এটা আত্মহত্যার কেস নয়, খুনের। কেউ, যার উপস্থিতি সহজেই মেনে নেওয়ার মতো ছিল স্যার গারভেজের কাছে, তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল সে। স্যার গারভেজ লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন। খুনী পিস্তল উঁচিয়ে তাঁর মাথার ডানদিক লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। কাজ খতম। খুনী তাড়াতাড়ি তৎপর হয়ে ওঠে তারপর। হাতে তার গ্লাভস পড়া ছিল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে সে নিঃশব্দে। চাবিটা স্যার গারভেজের পকেটে চালান করে দেয় তেমনি নিঃশব্দে। ধরা যাক প্রথম ঘণ্টার শব্দ হওয়ার সময় স্টাডির দরজাটা খোলা ছিল। যে কারণে বুলেটটা ছুটে গিয়ে ঘণ্টায় আঘাত করার শব্দ উঠেছিল। পরে চেয়ারটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে মৃতদেহ নতুন করে সাজিয়ে রাখে সে। তারপর খুনী জানালা টপকে ফুলের বাগানে লাফ দেয়, পায়ের ছাপ মুছে ফেলে বাড়ির ভেতর চলে যায়, সেখান থেকে ড্রইংরুমে!

একটু থেমে পোয়ারো আবার বলল, 'গুলি ছোঁড়ার সময় মাত্র একজন মহিলাই বাগানে গিয়েছিলেন। আর সেই মহিলাই বাগানে ফুলের কেয়ারিতে তার পায়ের ছাপ ফেলে রেখে আসে, আর তার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে বাইরে জানালার ওপর।'

রুথের কাছে এসে সে তাকে বলল, 'আর সেখানে একটা মোটিভ ছিল, তাই না? আপনাদের গোপন বিবাহের খবরটা আপনার বাবা জেনে গিয়েছিলেন। আপনাকে তখনি তিনি তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন।'

'মিথ্যে কথা!' তীব্র গলায় প্রতিবাদ করে উঠল রুথ, 'আপনার কাহিনীতে একটা বর্ণও সত্যি নেই। একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধুই মিথ্যেয় ভরা!'

'মাদাম, আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো অত্যন্ত বলিষ্ঠ। একজন জুরি হয়তো আপনাকে বিশ্বাস করবে কিন্তু সেই প্রমাণগুলো করবে না।'

'ওকে জুরির মুখোমুখি হতে হবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই ফিরে তাকাল—ভয়ার্ত মুখ। মিস লিঙ্গার্ড দাঁড়িয়েছিল। তার মুখটা বদলে গেল। সারাক্ষণ কাঁপছিল সে।

'আমি স্বীকার করছি, আমি, হ্যাঁ আমিই তাঁকে গুলি করেছি। কারণ আছে। আমি কিছুদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। মঁসিয়ে পোয়ারো ঠিকই বলেছেন। আমি তাঁকে এখানে পর্যন্ত অনুসরণ করে এসেছি। আগেই তাঁর ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা বার করে

রেখেছিলাম। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আমি তাঁর বই-এর ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম—আর আমি তাঁকে গুলি করি—ঠিক আটটার পরে। বুলেটটা ঘণ্টায় গিয়ে লাগে। আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি, ওভাবে গুলিটা ঠিক তাঁর মাথার মধ্যে দিয়ে ছুটে যাবে। ঘরের বাইরে গিয়ে বুলেটটা খুঁজে দেখার মতো সময়ও ছিল না। দরজা বন্ধ করে চাবিটা তাঁর পকেটে ফেলে দিই। তারপর তাঁর চেয়ারটা ঘুরিয়ে রাখি, আয়না ভেঙে ফেলি। তারপর একটা চিরকুটে 'দুঃখিত' কথাটা লিখে রেখে জানালা টপকে ঘরের বাইরে বাগানে লাফিয়ে পড়লাম। যেমন করে মঁসিয়ে পোয়ারো আপনাদের দেখালেন। ফুলের কেয়ারিতে ফুল তোলায় আমার পায়ের ছাপ পড়েছিল, আঁকশি দিয়ে পায়ের ছাপগুলো মুছে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। তারপরেই আমি ড্রইংরুমে চলে যাই। জানালাটা খোলা রেখে এসেছিলাম। জানতাম না, রুথ ওটা টপকে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাড়ির সামনে সে যেতেই আমি পিছন দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। আঁকশিটা শেডের মধ্যে সরিয়ে রাখতে হবে। ওপরতলা থেকে একজনের নিচে নেমে আসার শব্দ না শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলাম। এবং গ্নেল ঘণ্টাটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরেই—'

পোয়ারোর দিকে তাকাল সে।

'জানেন, তারপর আমি কি করেছিলাম?'

'ও হ্যাঁ, জানি বৈকি। ওয়েস্টপেপার বাস্কেটের মধ্যে কাগজের ব্যাগটা আমি দেখতে পাই। ওইরকম একটা মতলব খাটানোর মধ্যে আপনার যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। আপনি যা করেছেন বাচ্চা ছেলেরা সেটা করতে ভালবাসে। ব্যাগে ফুঁ-দিয়ে সেটা ফুলিয়ে তারপর তাতে আঘাত করেন। ফলে শব্দটা বেশ জোরেই হয়। তারপর ব্যাগটা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করেই আপনি হলঘরে চলে যান। ইতিমধ্যে স্যার গারভেজের আত্মহত্যা করার সময়টা আপনি সবার মনে গেঁথে ফেলেছিলেন, আপনার পক্ষে সেটা একটা অ্যালিবাই। কিন্তু তখনো একটা ব্যাপারে আমি আপনাকে চিন্তায় ফেলে রেখেছিলাম। বুলেটটা কুড়িয়ে নেবার সময় আপনি পাননি। সেটা ঘণ্টাটার কাছাকাছি কোথাও পড়ে থাকবে। বুলেটটা স্টাডিরুমের আয়নার কাছাকাছি কোথাও পড়ে থাকাটা অত্যন্ত জরুরী ছিল। জানি না কর্নেল বারির বুলেট পেন্সিলটা নেওয়ার মতলব আপনার মাথায় কখন এসেছিল!'

'আমরা সবাই হল থেকে বেরিয়ে আসার পর—' উত্তরে মিস লিঙ্গার্ড বলল, 'ঘরের মধ্যে রুথকে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। বুঝতে পারলাম, বাগান থেকে আসছে সে। এবং বলাবাহুল্য জানালা টপকে ঘরে ঢুকে থাকবে। তারপর ব্রীজ টেবিলের কাছে কর্নেল বারির বুলেট পেন্সিলটা পড়ে থাকতে দেখলাম। পরে কেউ যদি বুলেটটা আমাকে কুড়োতে দেখে থাকে, তাহলে আমি তখন সেই বুলেট পেন্সিলটা কুড়োনোর ভান করব। তবে যাই হোক, আমার মনে হয় না বুলেটটা কুড়োতে কেউ আমাকে দেখেছে। আপনারা যখন ওঁর মৃতদেহ পরীক্ষা করতে ব্যস্ত আমি তখন বুলেটটা আয়নার নিচে ফেলে রেখে দিই। আপনারা যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। আমি তখন সেই পেন্সিলের প্রসঙ্গটা তুলি।'

'হ্যাঁ, খুব চালাকি করেছিলেন। ওটা আমাকে সম্পূর্ণভাবে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল।'

'আমার ভয় ছিল, কেউ নিশ্চয়ই সত্যিকারের গুলির আওয়াজ শুনে ধরে ফেলবে। তবে সবাই তখন নৈশভোজের পোশাক বদলাতে এমন ব্যস্ত ছিল যে, যে যার ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। চাকর-বাকররা যে যার কোয়ার্টারে ছিল তখন। একমাত্র মিস কার্ডওয়েলেরই শব্দটা শোনার কথা। সম্ভবত সে সেই শব্দটাকে গাড়ির ব্যাকফায়ার বলে ধরে নেবে। তবে সেই শব্দটা সে প্রথম ঘণ্টা হিসেবে ধরে নিয়েছিল। ভাবলাম, সব কিছু বেশ নির্বিবাদেই ঘটে গেল...'

মিঃ ফরবস তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় ধীরে ধীরে বললেন, 'এ এক অভূতপূর্ব গল্প। মনে হয় এর পিছনে কোনো মোটিভ নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে মিস লিঙ্গার্ড বলে উঠল, 'হ্যাঁ মোটিভ অবশ্যই আছে।' তারপর ভয়ে ভয়ে বলল সে, 'পুলিশকে ফোন করুন। এখনো কিসের জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

শান্তভাবে বলল পোয়ারো, 'দয়া করে আপনারা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন এখন? মিঃ ফরবস, মেজর রিডলকে ফোন করুন। তিনি এখানে না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।'

একে একে সবাই চলে যেতে থাকে। সবাই এ-ওর দিকে কেমন সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করল এই প্রথম। সবার শেষে রুথের গলা। দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পরে একটু ইতস্ততঃ করে সে। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' রাগতস্বরে পোয়ারোকে অভিযুক্ত করে ফোঁস করে উঠল সে, 'একটু আগে আপনিই তো ভাবছিলেন আমিই খুন করেছি।'

'না, না', মাথা নেড়ে পোয়ারো বলল, 'না, ও কথা আমি কখনো ভাবতেই পারি না।'

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রুথও।

পোয়ারোর সামনে তখন একজন মাঝবয়সী মহিলা, একটু আগে সে স্বীকার করেছিল, কিভাবে কৌশলে ঠাণ্ডা মাথায় স্যার গারভেজকে খুন করেছিল সে।

'না', বলল মিস লিঙ্গার্ড, 'ওই মেয়েটি খুন করেছে এ কথা আপনি আদৌ ভাবেননি। আসলে আমাকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করানোর জন্যেই আপনি ওকে অভিযুক্ত করেন। বলুন আমি ঠিক বলেছি কিনা?'

মাথা নিচু করে রইল পোয়ারো।

'আমরা যখন অপেক্ষা করছিলাম', আলোচনার ভঙ্গিমায় মিস লিঙ্গার্ড নিজের থেকেই আবার বলতে শুরু করল, 'আপনি আমাকে কেন সন্দেহ করলেন, সে কথা আপনি বলতে পারতেন।'

'সন্দেহ করার কারণ অনেক। প্রথম থেকেই ধরা যাক—স্যার গারভেজ সম্পর্কে আপনার বক্তব্যের কথা। স্যার গারভেজের মতো একজন অহঙ্কারী মানুষ তাঁর ভাগ্নের ব্যাপারে বাইরের লোকের সঙ্গে কখনোই খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে পারেন

না, বিশেষ করে আপনার মতো মহিলার কাছে। আত্মহত্যা করার ঘটনাটা আপনি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। আপনি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বোঝাতে চান, হুগো ট্রেন্টের সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্যেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন তিনি। এক্ষেত্রেও আমার মনে সন্দেহ জাগে, একজন আগন্তুকের কাছে স্যার গারভেজ তাঁর পারিবারিক সমস্যা নিয়ে কখনোই আলোচনা করতে পারেন না। তারপর হলঘর থেকে একটা জিনিস আপনি তুলে নেন যা আপনি রুথ কিংবা অন্য কাউকে উল্লেখ করেননি। তারপর এরকম এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাড়ির ড্রইংরুমের ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে হামবরো ক্লোজের কাগজের ব্যাগ পড়ে থাকাটা কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকছিল আমার চোখে। গুলির শব্দ হওয়ার সময় আপনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সেই সময় ড্রইংরুমে ছিলেন। কাগজের ব্যাগের চালাকি মেয়েদেরই একমাত্র ঘরোয়া খেলা। অতএব সব কিছুই উপযুক্ত আপনার ক্ষেত্রে। প্রথমে হুগো ট্রেন্টের ওপর সন্দেহ জাগানো, তারপর রুথের ওপর থেকে সব সন্দেহ অপসারণ করার প্রচেষ্টা, ইত্যাদি—অপরাধের ধরণ এবং মোটিভ সব কিছুই।'

ধূসর চুলের মহিলা বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল পোয়ারোর দিকে, 'মোটিভের কথা আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়। রুথের সুখে-আনন্দ—এ সবই মোটিভ! আমার ধারণা রুথকে জন লেকের সঙ্গে আপনিই দেখে থাকবেন হয়তো—আপনি তাদের সম্পর্কের কথা জানতেন কিংবা অনুমান করে নিয়েছিলেন। তারপর স্যার গারভেজের কাছে আপনার সহজ প্রবেশাধিকারের ফলে তাঁর শেষ উইলের খসরার কথা আপনি খুব সহজেই জেনে যান। সেই উইলের শর্ত ছিল—হুগো ট্রেন্টকে বিয়ে না করলে মিস রুথ তাঁর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। এর থেকেই আপনি তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, আপনার নিজের হাতে আইন তুলে নিতে হবে, এই রকমই একটা কিছু আন্দাজ করে স্যার গারভেজ আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তবে কোন্ সন্দেহের বশে তিনি আমাকে সেই চিঠিটা লেখেন তা আমার জানা নেই। তিনি হয়তো সন্দেহ করে থাকবেন—বারোস কিংবা লেক তাঁকে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতারণা করে চলেছিল। রুথের মনোভাব সম্পর্কে তাঁর অনিশ্চয়তাই বোধহয় তাঁকে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করেছিল। এসব তথ্য জেনে ইচ্ছাকৃতভাবে আত্মহত্যা করার নাটক তৈরি করেন আপনি। আমাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে স্যার গারভেজকে জানিয়ে দেন, আমার আসতে একটু দেরী হতে পারে।'

উত্তেজিত হয়ে মিস লিঙ্গার্ড বলল, 'গারভেজ সেভেনিক্স-গোরে ছিলেন কাপুরুষ, হীন স্বভাবের লোক। তিনি যে তাঁর নতুন উইলের বলে রুথের সুখ-শান্তি নষ্ট করে দেবেন, আমি তা চাইনি।'

ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল পোয়ারো, 'রুথ কি আপনার মেয়ে?'

'হ্যাঁ, সে আমার মেয়ে, ওর কথা আমি প্রায়ই ভেবে থাকি। যখন শুনলাম,

পারিবারিক ইতিহাস লেখার কাজে সাহায্য করার জন্য স্যার গারভেজ সেভেনিক্স-গোরে একজন সহকারী চান, আমি তখন এই সুযোগটা নেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলাম। আমি তখন আমার মেয়েকে দেখার জন্য লুকিয়ে ছিলাম, তাই এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলাম না। আমি জানতাম, লেডি সেভেনিক্স-গোরে আমাকে চিনতে পারবেন না। বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। তখন আমি পূর্ণ যুবতী আর রীতিমতো সুন্দরী ছিলাম। এবং তারপর আমি আমার নাম বদলে ফেলি। তাছাড়া, আমি জানতাম, লেডি সেভেনিক্স-গোরে কোনো কিছুই নির্দিষ্ট করে মনে রাখতে পারেন না, এটা আমার কাছে তখন একটা প্লাস পয়েন্ট বলে মনে হয়েছিল। আমি তাঁকে পছন্দ করি, কিন্তু সেভেনিক্স-গোরে পিরবারকে দারুণভাবে ঘৃণা করি। তারা আমাকে নোংরা আবর্জনার বলে মনে করত। আর এখানে এসে দেখলাম, স্যার গারভেজ রুথের জীবনটাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছেন; এ তাঁর অহঙ্কার, গরীবকে অবজ্ঞা করা এবং বিত্তবানদের পা-চাটা স্বভাবেরই প্রতিফলন! কিন্তু আমি আমার মেয়েকে সুখী-করে তুলতে বদ্ধপরিকর। যদি সে কখনো আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা আর আমার অতীতের কলঙ্কের কথা জানতে না পারে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও ঠিক সুখী হবেই হবে।'

এ যেন একটা আবেদন, অনুরোধ, কিন্তু কোনো প্রশ্ন নয়। পোয়ারো ধীরে ধীরে তার মাথাটা নত করল।

'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার তরফ থেকে সে সব কথা কেউই জানতে পারবে না মাদামোয়াজেল।'

'ধন্যবাদ', শান্তভাবে বলল মিস লিঙ্গার্ড।

পরে পুলিশ যখন এসে আবার ফিরে গেলো, বাগানে রুথ লেককে তার স্বামীর সঙ্গে বিচরণ করতে দেখল পোয়ারো।

দেখা হতেই পোয়ারোর উদ্দেশ্যে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলো :

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি সত্যি মনে করেন, আমি আমার বাবাকে খুন করেছি?'

'আপনি যে এ কাজ করতে পারেন না, আমি জানি মাদাম, এর কারণ সেই মিকিল্‌ম্যাস ডেইসিস!'

'মিকল্‌ম্যাস ডেইসিস? আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না মঁসিয়ে পোয়ারো।'

'তাহলে শুনুন মাদাম, আপনাকে সব খুলেই বলছি, বাগানে চারটি পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়, আর বর্ডারের কাছে ছিল মাত্র চারটি পায়ের ছাপ। কিন্তু যদি আপনি ফুল তুলতে গিয়ে থাকেন, তাহলে সেখানে আরও অনেক পায়ের ছাপ পড়ে থাকতে দেখা যেত। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, আপনার বাগানে প্রথম ও দ্বিতীয়বার যাওয়ার সময়ের মধ্যে কেউ একজন সেখানে গিয়ে থাকবে এবং সেই সব পায়ের

ছাপগুলো মুছে ফেলে থাকবে। আর সে কাজ করতে পারে কেবল একজন প্রকৃত অপরাধীই। তাই আপনার পায়ের ছাপ যেহেতু অপসারিত হয়নি, তাই আপনি অপরাধী হতে পারেন না। স্বভাবতই এদিক থেকে আপনি একেবারে পরিষ্কার, নির্দোষ!'

এ কথা শুনে রুথের মুখটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ওহো, তাই বুঝি! জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা না জানি কি ভয়ঙ্কর ভয়াবহ! তবে বেচারী ওই ভদ্রমহিলার জন্য আমার এখন খুব দুঃখ হচ্ছে এই কারণে যে, নেহাতই আমাকে গ্রেপ্তার বরণ করতে না দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর সব অপরাধ কেমন অকপটে স্বীকার করে নিলেন। হয়তো এটাই তাঁর কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। একদিক দিয়ে এটা তাঁর মহানুভবতারই পরিচয়। তাই আমি চাই না এই খুনের জন্য তাঁর বিচার হোক!'

পোয়ারো শান্ত সংযতভাবে বলল, 'তার জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। এ মামলা আদালত পর্যন্ত গড়াবে না। ডাক্তার আমাকে বলেছেন, উনি ভয়ঙ্কর হার্টের অসুখে ভুগছেন। খুব বেশিদিন উনি বাঁচবেন না, বড় জোর দু'-এক সপ্তাহ।'

'এর জন্য আমি খুব খুশি।' এই বলে শরতের একটা মরসুমি ফুল গাছ থেকে তুলে অলস ভঙ্গিমায় সে তার চিবুকের ওপর চেপে ধরল।

'বেচারী মহিলা, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, কেন তিনি এমনটি করতে গেলেন....'

গোলাপ বাগানে মৃত্যুর ছায়া

HOW DOES YOUR GARDEN GROW?

'হাউ ডাজ ইয়োর গার্ডেন গ্রো?' ১৯৩৫ সালের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় আমেরিকায় 'লেডিজ হোম জার্নাল'-এ। তারপর ১৯৩৫ সালের আগস্টে 'দ্য স্ট্র্যান্ড' পত্রিকায়।'

এরকুল পোয়ারো তার সামনে সেদিনের ডাকে আসা চিঠির একটা স্তূপাকার তৈরি করে রেখেছিল। তার ভেতর থেকে একেবারে ওপরে থাকা প্রথম চিঠিটা সে তুলে নিল। মুহূর্তের জন্য প্রেরকের ঠিকানাটা সে পড়ে নিল, তারপর ব্রেকফাস্ট টেবিলে ব্যবহার করা কাগজ-কাটা ছুরি দিয়ে খুব যত্নসহকারে খামের মুখটা কাটল এবং ভেতরের বস্তুটা টেনে বার করল। খামের ভেতরে আরও একটা খাম ছিল, আর অবশ্যই সেটা লাল রঙের মোম দিয়ে সীলমোহর করা ছিল। খামের ওপর গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা ছিল 'ব্যক্তিগত ও গোপনীয়।'

এরকুল পোয়ারোর ডিম্বাকৃতি মুখের ওপর চোখের ভ্রূ-দুটো ওপরে উঠে এলো। বিড়বিড় করে সে বলে উঠল : 'ধৈর্য ধরো! তোমার কাণ্ডজ্ঞান প্রমাণ করার সময় আগত!' সে আবার সেই ছুরিটা কাজে লাগাল, এবার দ্বিতীয় খামের ভেতর থেকে একটা চিঠি বেরিয়ে এলো, হাতের লেখা কাঁপা কাঁপা এবং সরু। অনেকগুলো শব্দের নিচে মোটা করে লাইন টানা রয়েছে।

এরকুল পোয়ারো চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল। চিঠিতেও আবার 'ব্যক্তিগত ও গোপনীয়' লেখা রয়েছে। ডানদিকে নাম ও ঠিকানা লেখা আছে,—রোজব্যাঙ্ক, চারম্যান'স গ্রীন, বাকস,—আর তারিখ হলো একুশে মার্চ।

প্রিয় মঁসিয়ে পোয়ারো,

আমার এক পুরনো এবং উপকারী বন্ধু আমার কাছে আপনার নাম সুপারিশ করেছে, সম্প্রতি আমার দুশ্চিন্তা আর নিদারুণ যন্ত্রণার কথা সে বেশ ভালভাবেই জানে। তবে তাই বলে এই নয় যে, আমার এই বন্ধুটি আসল পরিস্থিতির কথা জানে না, সেসব আমি পুরোপুরি আমার নিজের মধ্যেই গোপন করে রেখেছি, কারণ ব্যাপারটা কঠোরভাবে ব্যক্তিগত। আমার বন্ধুটি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, আপনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাই পুলিশি ঝামেলায় আমার জড়িয়ে পড়ার কোনো ভয় নেই। আমার ভয় হলো এই যে, আমার সন্দেহ যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে আমি খুবই অখুশি হবো। ভাবছেন, এ আবার কেমন কথা, সত্যকে জানার ভয় কেন আমার, এই তো? তাহলে শুনুন মঁসিয়ে, আমি হয়তো পুরোপুরি ভুল করতে পারি, অবশ্যই এই সম্ভাবনা থেকে যায়। ইদানিং আমি মনে করি না আমার মাথাটা ঠিক মতো কাজ করছে। এর কারণও অবশ্য আছে, যেমন গত শীতের মরসুম থেকে আমি ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়েছি, এর ফলে চিন্তা-ভাবনায় আমার রাত কাটে অনিদ্রায়। তাই আমার এই সব ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো নিজে তদন্ত করে দেখার ক্ষমতা আর নেই। আমার না আছে কোনো উপায় কিংবা দক্ষতা। অপরপক্ষে অবশ্যই আমি আর একবার আমার আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করছি, এটা একটা অত্যন্ত জটিল পারিবারিক ব্যাপার আর তাই নানান কারণে আমি চাই সমস্ত ব্যাপারটা যেন গোপন করা হয়, কোনোভাবেই যেন ফাঁস না হয়ে যায়। আমি একবার যদি প্রকৃত ঘটনাটা সম্পর্কে আশ্বস্ত হই তাহলে আমি নিজে তার মোকাবিলা করব আর আমি সেটাই করতে চাই। আশাকরি এই সূত্রে আমি নিজেকে পরিষ্কার করে তুলে ধরতে পেরেছি আপনার কাছে। আপনি যদি এই কাজের তদন্ত করার ভার নিতে চান তাহলে ওপরের ঠিকানায় আমাকে জানিয়ে দিলে আমি বাধিত হবো।

আপনার বিশ্বস্ত,—
অ্যামেলিয়া ব্যারোবাই

পোয়ারো চিঠিটা দু'দু'বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল। তার চোখের ভ্রূ আবার একটু

ওপরে উঠল। তারপর সে চিঠিটা একপাশে রেখে দিয়ে স্তূপিকৃত চিঠিগুলোর মধ্যে থেকে আর একটা খাম টেনে নিল।

ঠিক দশটার সময় রোজকার অভ্যাসমতো পোয়ারো তার কনফিডেনসিয়াল সেক্রেটারি মিস লেমনের ঘরে গিয়ে ঢুকল। মিস লেমন পোয়ারোর কাছ থেকে দিনের কাজের নির্দেশ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। বয়স তার আটচল্লিশ, চেহারার মধ্যে তেমন আকর্ষণীয় কিছু ছিল না। পোয়ারোর মতোই সে আবেগপ্রবণ এবং যদিও তার চিন্তাশক্তি প্রবল কিন্তু তাকে বলা না হলে নিজের থেকে কোনো ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য উদ্যোগী হতে দেখা যায় না তাকে।

পোয়ারো তার হাতে সকালের ডাকের কিছু চিঠি তুলে দিয়ে বলল, 'মাদামোয়াজেল, আমার অক্ষমতা জানিয়ে এই চিঠিগুলোর উত্তর দিয়ে দেবেন।'

চিঠিগুলোর ওপর চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিস লেমন চোখ তুলে পোয়ারোর দিকে তাকাল তার পরবর্তী নির্দেশের জন্য।

পোয়ারো এবার অ্যামেলিয়া ব্যারোবাইয়ের চিঠিটা তার হাতে তুলে দিল। চিঠিটা খুব ভাল করে একবার পড়ে নিয়ে নিজের চোখে পোয়ারোর দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ মঁসিয়ে পোয়ারো, বলুন কি জবাব দিতে হবে?' মিস লেমন তার শর্টহ্যান্ড প্যাড আর পেন্সিল নিয়ে তৈরি হয়ে গেল।

'ওই চিঠিটা সম্পর্কে আপনার আগে মতামত কি বলুন মিস লেমন?'

একটু ভ্রূকুটি করে পেন্সিলটা রেখে দিয়ে সে আবার চিঠিটা পড়তে শুরু করল। চিঠির বিষয়বস্তু তার কাছে কোনো মানেই হলো না, কেবল সেটার একটা যথাযথ উত্তর দেওয়া ছাড়া তার মাথায় এখন কিছুই আসছে না। প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই তার নিয়োগকর্তা তাকে অনুরোধ করে থাকে মানবিক কারণে সব কিছু বিচার করে দেখার জন্য। সেই কথাটা পোয়ারো আবার তাকে মনে করিয়ে দিতে মিস লেমন বিরক্ত হলো। সে এখন প্রায় যন্ত্রবত হয়ে গেছে, রক্ত-মাংসের মানুষের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবেই অনাগ্রহী। তার জীবনের সত্যিকারের আবেগ বলতে অফিসের ফাইলিং-এর ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত করা ছাড়াও অফিসের সবকিছুই ফিটফাট রাখা। অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়িতেও রাতে সে স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে, অফিসের সব কিছু ঠিকঠাক আছে, অফিস ব্যবস্থায় একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে চায় সে, যাতে করে আর পাঁচটা অফিসের থেকে তার অফিসটা চোখে পড়ার মতো হয়। কিন্তু ওই যে, মানুষের ব্যাপারে তার মধ্যে যে বিচক্ষণতার বড়ই অভাব, এরকুল পোয়ারো বেশ ভালভাবেই তা জানে।

আর সে কথা মাথায় রেখেই পোয়ারো জানতে চাইল, 'বেশ, আমি খোলাখুলিভাবেই জিজ্ঞেস করছি, ওই ভদ্রমহিলা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা বলুন?'

'ওই বৃদ্ধ মহিলা,' মিস লেমন বলল, 'তিনি তাঁর সমস্যার দ্রুত অবসান চান।'

'আহ্! আপনি কি মনে করেন যে কোনো ব্যাপারেই হোক, তাঁর মনে প্রবল একটা ঝড় উঠেছে?'

মিস লেমন পোয়ারোকে বেশ ভাল করেই জানে, পোয়ারো গ্রেট ব্রিটেনে বহুকাল যাবত রয়েছে, আর পেশাগত বুলির অর্থ সে যথেষ্ট ভালভাবেই বোঝে, তাই সে তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তার কাছ থেকে আরও বিস্তারিত কিছু বোধহয় জানতে চায়। তাই সে দ্বিতীয় খামটার দিকে চকিতে আর একবার দৃষ্টি ফেলে কি বুঝে কে জানে বলে উঠল, 'তিনি ব্যাপারটা খুবই গোপন রাখতে চাইছেন। আর তিনি আপনাকে ব্যাপারটা সম্পর্কে আদৌ খোলসা করে কিছুই বলেননি।'

'হ্যাঁ', তাকে সমর্থন করে পোয়ারো বলল, 'আমি সেটা লক্ষ্য করেছি বৈকি!'

মিস লেমন আবার তার শর্টহ্যান্ড প্যাড আর পেন্সিল হাতে নিয়ে প্রস্তুত হলো পোয়ারোর নির্দেশ পাওয়ার জন্য।

এবার পোয়ারো জবাব দিল।

'ভদ্রমহিলাকে লিখে দিন, তাঁর নির্দেশ মতো যে কোনো সময়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত। অবশ্য তিনি যদি নিজেই আমার এখানে আসতে ইচ্ছুক হন তাহলেও আমি তাঁকে আগাম স্বাগত জানিয়ে রাখছি, এ কথাটাও চিঠিতে লিখে দেবেন। তবে হ্যাঁ, চিঠিটা টাইপ করবেন না, হাতে লিখে দিন।'

'ঠিক আছে মঁসিয়ে পোয়ারো।'

পোয়ারো আরও কিছু কাগজ এগিয়ে দিল তার দিকে। 'এই বিলগুলো—'

মিস লেমনের অভিজ্ঞ হাতদুটো খুব দ্রুত সেগুলো বেছে রেখে বলল, 'আমি প্রায় সব বিলগুলোই মিটিয়ে দেব, কিন্তু এই দুটো—'

'কেন, ওগুলোর পেমেন্ট হবে না কেন? ওগুলোর হিসেবে কোনো ভুল-ত্রুটি তো নেই।'

'এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আপনি সবেমাত্র ব্যবসা শুরু করেছেন। সবেমাত্র লেন-দেন যখন শুরু হয়েছে, তাই এতো তড়িঘড়ি বিল পেমেন্ট করাটা খারাপ দেখায়। আপনার এই তৎপরতা দেখে মনে হচ্ছে আপনি পরে বোধহয় তাদের কাছ থেকে কিছু ক্রেডিট পাওয়ার আশা করেন।'

'আহ্!' পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে আপনার উপলব্ধ জ্ঞানের কাছে আমি নতি স্বীকার করছি।'

'না, না, তাদের সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু জানি না', মিস লেমন গম্ভীরভাবে বলল।

মিস অ্যামেলিয়া ব্যারোবাইকে চিঠি তো পাঠানো হলো, কিন্তু কোনো উত্তর এলো না। সম্ভবত, পোয়ারো ভাবল, হয়তো বৃদ্ধ মহিলা ইতিমধ্যে নিজেই নিজের রহস্যের সমাধান করে ফেলেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিস্মিত হলো সে এই ভেবে যে, সেক্ষেত্রে সৌজন্যের খাতিরে দু' লাইনের একটা চিঠি লিখে তাকে তিনি জানিয়ে দিতে পারতেন, ''আপনার সহযোগিতা আমার আর দরকার নেই।''

পাঁচদিন পরে মিস লেমন পোয়ারোর কাছ থেকে তার সকালের নির্দেশ পাওয়ার

পর বলল, 'জানেন মঁসিয়ে, মিস ব্যারোবাইকে লেখা আমাদের চিঠির উত্তর এখনো পর্যন্ত কেন পাইনি জানেন, তিনি মৃত বলে।'

পোয়ারো নরম ও ভারাক্রান্ত গলায় বলে উঠল, 'আহা, তিনি মৃত? আমাদের চিঠির উত্তরে এরকম আর একটা প্রশ্ন উঠে আসার লক্ষণটা অবশ্যই শুভ নয় বলেই আমার মনে হয়।'

মিস লেমন তার হাতব্যাগ থেকে একটা খবরের কাগজের কাটিং বার করে বলল, 'টিউবের মধ্যে এটা দেখেছিলাম, ছিঁড়ে এনেছি।'

ছিঁড়ে এনেছি বললেও আসলে মিস লেমন কাগজ থেকে সেটা সযত্নে কেটে রেখেছিল কাঁচি দিয়ে। পোয়ারো সেদিনের 'মর্নিং পোস্ট' পত্রিকার সেই কাটিংটা পড়তে শুরু করল : 'ছাব্বিশে মার্চ রোজব্যাঙ্ক, চারম্যান'স গ্রীণে তিয়াত্তর বছর বয়সে মারা যান, কোনো ফুল পাঠানো নয়, এটাই একান্ত অনুরোধ।'

পোয়ারো টুকরো খবরটা আর একবার পড়ল। একবুক নিঃশ্বাস নিয়ে সে বিড়বিড় করে বলল, 'হঠাৎ!' তারপর সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'মিস লেমন, আপনি দয়া করে একটা চিঠি লিখে দেবেন?'

মিস লেমন দ্রুত পেন্সিল আর শর্টহ্যান্ড প্যাড তার হাতে তুলে নেয়, তার মনটা তখনো ফাইলিং ব্যবস্থা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তবু তারই মাঝে সে তার নিপুণ হাতে পোয়ারোর দেওয়া চিঠির ডিকটেশন শ্রুতিলিখনে লিপিবদ্ধ করে নিল!

প্রিয় মিস ব্যারোবাই,

আপনার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাইনি এখনো পর্যন্ত। কিন্তু শুক্রবার চারম্যান'স গ্রীণের পাড়ায় যাচ্ছি। ওইদিন আমি নিজের থেকেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব, আর তখন আপনার চিঠিতে লেখা ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।'

আপনার বিশ্বস্ত,

'দয়া করে চিঠিটা টাইপ করে দিন; আর চিঠিটা যদি এখনি ডাকে দেওয়া যায় তাহলে সেটা চারম্যান'স গ্রীণে আজই রাতে পৌঁছে যাবে।'

পরের দিন সকালে একটা চিঠি এলো দ্বিতীয় ডাকে। সেই চিঠির বিষয়বস্তু এই রকম :

প্রিয় মহাশয়,

আপনার চিঠির উত্তরে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, গত ছাব্বিশে মার্চ আমার পিসীমা মিস ব্যারোবাই মারা গেছেন, তাই আপনি আপনার চিঠিতে যে ব্যাপারটার কথা বলেছেন, এখন সেটার আর কোনো গুরুত্ব নেই।

আপনার বিশ্বস্ত,
মেরি ডেলাফনটেইন

পোয়ারো নিজের মনেই হাসল। 'এখন সেটার আর কোনো গুরুত্ব নেই।...আহ্, আমরা সেটাই দেখব। এবার আমার যাত্রা শুরু চারম্যান'স গ্রীণে।'

এই সেই রোজব্যাঙ্ক বাড়ি, যার নামটাই মনে করিয়ে দেয় যে, সেখানে বেশ ভালভাবেই জীবন-যাপন করা যায়। সেই বাড়ির প্রবেশপথের দরজার দিকে যেতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য এরকুল পোয়ারো থামল এবং পাথরের নুড়ি বিছানো সরু পথের দু'পাশে গোলাপ বাগানের দিকে প্রশংসার চোখে তাকাল। গোলাপ গাছগুলোর বাড়বাড়ন্তের প্রতিশ্রুতি দেখে মনে হলো পরের বছর গাছগুলো ভাল ফুলের উপহার দেবে এ বাড়ির মালকিনকে। কিন্তু তিনি তো আর নেই, অসময়ে গোলাপ বাগানে ঝড় ওঠার একটা সম্ভাবনা যেন দেখতে পেল সে। বর্তমানে ড্যাফোডিলড, টুলিপ এবং নীল লিলি ফুলের বাহারও বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

পোয়ারো নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে উঠল : 'শিশুরা যে ইংরিজী কবিতা গানের সুরে গায় সেটা কি রকম? নিজের মনেই সেটা সে আওড়াল এই ভাবে :

> মিস্ট্রেস মেরি, এ যে দেখছি সম্পূর্ণভাবেই অসঙ্গত, আপনার
> বাগান কি ভাবে বেড়ে ওঠে? গেঁরি-শামুকের খোলার সঙ্গে
> রূপোর ঘণ্টা বাজে মাঠে, এবং সুন্দরী বালিকারা সবাই
> দাঁড়িয়ে একই সারিতে।

'না, সম্ভবত একটা সারি নয়', পোয়ারো ভেবে দেখল, 'এখন এখানে মাত্র একটি সুন্দরী বালিকাকেই দেখা গেল, যার কণ্ঠ থেকে ওই কবিতাটি গানের সুর হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে।'

সদর দরজা খুলে যায় এবং একটি সুন্দরী বালিকাকে দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, তার পরনে অ্যাপ্রন। চশমা চোখে একটা পেল্লাই গোঁফওয়ালা বিদেশী এক ভদ্রলোককে বাগানের সামনে আপন মনে চিৎকার করে কথা বলতে দেখে কেমন যেন একটু সন্দেহের চোখে তাকাল সে তার দিকে। পোয়ারো লক্ষ্য করল সত্যিই মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী, গোল গোল নীল দুটি চোখ এবং গোলাপের মতো লাল দুটি গাল।

সৌজন্য দেখাতে পোয়ারো তার মাথা থেকে টুপিটা একটু তুলে তাকে সম্বোধন করে বলল, 'ক্ষমা করো, আচ্ছা, এখানে কি মিস অ্যামেলিয়া ব্যারোবাই থাকেন?'

বাচ্চা মেয়েটি অবাক হয়ে হাঁ করে তাকায়, এবং চোখদুটো বড় বড় করে তাকিয়ে বলে উঠল : 'ওহো স্যার, উনি তো মারা গেছেন, আপনি জানেন না? হঠাৎই তিনি মারা যান গত মঙ্গলবার রাত্রে।'

মেয়েটি একটু ইতস্তত করল। দুটি বেশ জোড়াল সহজাত ধারণায় বিভক্ত তার মনটা তখন। এক : একজন বিদেশীর ওপর অবিশ্বাস; দুই : তার মতো সম্প্রদায়ের মেয়েদের অসুস্থতা এবং মৃত্যু এই দুই বিষয়ের মধ্যে বসবাস করার সে কি তৃপ্তিদায়ক আনন্দ।

'তুমি আমাকে বিস্ময়ে বিহ্বল করে দিয়েছ', পোয়ারো বলে উঠল। তবে তার এই

কথাটা খুব একটা সত্যাশ্রয়ী ছিল না, বরং তার কথার মধ্যে একটু মিথ্যের প্রশ্রয় ছিল। 'আজ মিস ব্যারোবাইয়ের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল আমার। যাইহোক, সম্ভবত অন্য যে মহিলা এখানে থাকেন আমি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

পোয়ারোর কথা শুনে মেয়েটির মধ্যে একটু বুঝি বা সন্দেহের উদ্রেক হলো। 'আপনি ওই মিস্ট্রেসের কথা বলছেন? সম্ভবত আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। কিন্তু জানি না, তিনি আপনার সঙ্গে আদৌ দেখা করতে চাইবেন কিনা!'

'অবশ্যই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন', পোয়ারো জোর দিয়ে বলল এবং মেয়েটির হাতে তার নামাঙ্কিত একটা কার্ড তুলে দিল।

জোর দিয়ে তার কথা বলার ভঙ্গিমার একটা সুফল পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। গোলাপ-রঙের গালের মেয়েটি এবার আর কোনো অজুহাত না দেখিয়ে পোয়ারোকে পথ করে দিয়ে বসার ঘরে নিয়ে বসালো, সেই ঘরের ডানদিকেই হলঘর। তারপর পোয়ারোর কার্ডটা হাতে নিয়ে সে ছুটল তার মিস্ট্রেসের কাছে।

এই ফাঁকে পোয়ারো ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকল। ঘরটা প্রচলিত রীতির মতোই ঠিক-ঠাক সাজানো-গোছানো। তবে ঘর সাজানোর মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটতে দেখা গেল না।

হঠাৎ পোয়ারো অনুভব করল একজোড়া মেয়েলি চোখ তাকে নিরীক্ষণ করছে। সে তখন ঘুরে দাঁড়াল সেই মেয়েটির দিকে। একটি মেয়ে প্রবেশপথের দরজার পাশে একটি জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিল, ছোটখাটো চেহারার মেয়েটি, তার চুলগুলো অত্যন্ত কালো এবং চোখে একরাশ সন্দেহ থিক্‌থিক্ করছিল। মেয়েটি এবার ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল এবং পোয়ারো মাথাটা একটু নিচু করতেই সে সঙ্গে সঙ্গে রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ল, 'কেন আপনি এখানে এসেছেন?'

পোয়ারো কোনো উত্তর দিল না। সে শুধু তার ভ্রূদুটো তুলে তাকাল মেয়েটির দিকে।

'আপনি তো আর উকিল নন, তাই না?' তার ইংরাজি ভাল, কিন্তু যেন অনেক কষ্ট করে মুখস্ত করা বুলি সে আওড়াল।

'আমি কেন উকিল হতে যাব মাদামোয়াজেল?'

মেয়েটি চাপা রাগে চোখ লাল করে পোয়ারোর দিকে তাকাল। 'আমি ভাবলাম আপনি একজন উকিল হতেও পারেন। আরও ভাবলাম সম্ভবত আপনি বলতে এসেছেন, মিস অ্যামেলিয়া ব্যারোবাই জানতেন না তিনি কি করতে যাচ্ছেন। সেরকম কথাই আমি শুনেছি, কোনো প্রভাবে নয়, যা ওরা এখন সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছে! কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। তিনি নিজের থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তাঁর সব অর্থ আমাকে দিতে চেয়েছিলেন, আর আমি তা পেয়েওছি। এ ব্যাপারে যদি তেমন কোনো প্রয়োজন হয় আমি আমার নিজস্ব উকিলের শরণাপন্ন হবো। টাকাটা আমারই। তিনি সেরকমই লিখে গেছেন আর সেরকমই হবে, এর কোনো নড়চড় হবে না।' এই সব কথা বলতে গিয়ে তাকে খুবই কুৎসিত দেখাচ্ছিল। তার চোয়াল ঝুলে পড়েছিল, তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছিল।

এই সময় দরজাটা খুলে যায় এবং একজন দীর্ঘাঙ্গী মহিলা ঘরে ঢুকেই বলে উঠল, 'ক্যাটরিনা।'

মেয়েটি কুঁকড়ে গেল, চমকে উঠল এবং নিজের মনে বিড়বিড় করে কিছু যেন বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পোয়ারো এবার অবাক চোখে আগন্তুকের দিকে তাকাল। আশ্চর্য, তার একটি মাত্র কথায় মেয়েটি কেমন চুপসে গেল এবং এক অকিঞ্চিৎকর পরিস্থিতির কি সুন্দরভাবেই না মোকাবিলা করল সে। তার কণ্ঠস্বরে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল যা মেয়েটি অমান্য করতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারো উপলব্ধি করল, এই মহিলাই এখন এই বাড়ির মালকিন, মেরি ডেলাফনটেইন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো? আমি তো আপনাকে আগেই চিঠি লিখেছিলাম, পাননি সেটা?'

'না, আমি লন্ডনের বাইরে ছিলাম, তাই হয়তো—'

'ওহো, তাই বুঝি, আর এই জন্যেই আপনি চলে এসেছেন এখানে, বুঝলাম। যাইহোক, আমার পরিচয় হলো আমি মেরি ডেলাফনটেইন। আর ইনি হলেন আমার স্বামী। মিস ব্যারোবাই হলেন আমার পিসীমা।'

মিস্টার ডেলাফনটেইন বেড়ালের মতো এমনি নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকেছিলেন যে, পোয়ারোর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছল। স্ত্রীর মতোই সে দীর্ঘদেহী, ধূসর চুল এবং একটু বুঝি বা অস্থির প্রকৃতির মানুষ। প্রায়ই সে তার স্ত্রীর দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। তার মুখের ভাব দেখে স্পষ্টতই মনে হলো, সে চায় তার স্ত্রী আলোচনা চালিয়ে যাক।

'আপনাদের এই শোকের সময় আমার অনধিকার প্রবেশের জন্য প্রথমেই আমি দুঃখ প্রকাশ করছি', পোয়ারো বলে উঠল।

'না, না, তাতে কি হয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি এতে আপনার কোনো দোষ নেই', উত্তরে মিসেস ডেলাফনটেইন বলল। 'আমার পিসীমা গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুটা খুবই অপ্রত্যাশিত।'

'অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত', মিস্টার ডেলাফনটেইন স্ত্রীকে সমর্থন করে বলল, 'এ যেন একটা ভয়ঙ্কর আঘাত।' এই বলে সে জানালার দিকে তাকাল যেখান থেকে বহিরাগত মেয়েটি উধাও হয়ে গেছল একটু আগে।

'আমি ক্ষমা চাইছি', পোয়ারো আরও বলল, 'আর সেই সঙ্গে আমি চলে যাচ্ছি।' এই বলে সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

'এক মিনিট', মিস্টার ডেলাফনটেইন বলে উঠল, 'আপনার তো অ্যামেলিয়া পিসীমার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, এরকমই তো আপনি বলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো এখানে আসা আমার।'

'সম্ভবত এ ব্যাপারে আপনি আমাদের কিছু বলবেন,' এবার তার স্ত্রী বলল, 'দেখি যদি আমরা কিছু করতে পারি—'

'এটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার', পোয়ারো বলল, 'আমি একজন গোয়েন্দা।'

মিস্টার ডেলাফনটেইন তার হাতের একটা ছোট চীনা মূর্তির ওপর টোকা মারল এবং তার স্ত্রীকে কেমন যেন হতবাক দেখাল।

'আপনি একজন গোয়েন্দা? আর আমার পিসীমার সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বলছেন? কিন্তু এ যেন এক অস্বাভাবিক ব্যাপার!' স্থির চোখে পোয়ারোর দিকে তাকাল সে। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি আমাদের আর একটু খোলসা করে বলতে পারেন না? এটা, মনে হচ্ছে কেমন যেন ফ্যান্টাস্টিক।'

মুহূর্তের জন্য পোয়ারো নীরব রইল এবং ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবল। তারপর মুখ খুলল : 'জানেন মাদাম, আমাকে এখন কি যে করতে হবে এটা জানা খুবই কঠিন ব্যাপার।'

'দেখুন মঁসিয়ে', এবার মিস্টার ডেলাফনটেইন সরব হলো, 'আচ্ছা উনি কোনো রুসীদের কথা বলেননি?'

'রুসীরা?'

'হ্যাঁ, জানেন, বেলিশীজ, রেডস, এই রকম নামের কেউ?'

'অবান্তর কথা বলো না হেনরি', তার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল।

মিস্টার ডেলাফনটেইন চুপসে গেল। 'দুঃখিত, আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু কি করব বলো, নামগুলো আমাকে একটু অবাক করে দিয়েছিল।'

মেরি ডেলাফনটেইন খোলা মন নিয়ে পোয়ারোর দিকে তাকাল। তার চোখদুটি অত্যন্ত গাঢ় নীল রঙের দেখাচ্ছিল, ঠিক যেন চোরকাঁটা জাতীয় গুল্মবিশেষ। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি যদি আমাদের কিছু অন্তত বলেন, আমি খুবই খুশি হবো। আমি আপনাকে এই বলে আশ্বাস দিতে পারি যে, আমার এই জিজ্ঞেস করার পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে।'

মিস্টার ডেলাফনটেইনকে এই সময় সংযত হয়ে উঠতে দেখা গেল। 'সতর্ক হও প্রিয়তমা। কি হবে জেনে, তুমি তো জানো এর মধ্যে তেমন অস্বাভাবিক কিছুই নেই।'

তার স্ত্রী আবার চোখ রাঙিয়ে তার দিকে তাকাল, যার অর্থ তাকে সে দাবাতে চাইল। 'বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো, বলুন!'

ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে পোয়ারো মাথা নাড়ল। তার এই মাথা নাড়াটা দুঃখ প্রকাশের ইঙ্গিত বহন করছিল, তবুও সে বলল, 'মাদাম, এখনি কিছু বলতে আমার ভয় হচ্ছে, তাই আমি মনে করি এখনি কিছু না বলাই উচিত।' এই বলে সে নতজানু হয়ে টুপিটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মেরি ডেলাফনটেইন হলঘর পর্যন্ত তার সঙ্গে এলো। দরজার সামনে এসে পোয়ারো তাকাল তার দিকে।

'মাদাম, আমার মনে হয়, বাগান আপনার খুব প্রিয়।'

'হ্যাঁ, বাগান পরিচর্যার জন্য দিনের অনেকটা সময় আমি খরচ করে থাকি।'

'এর জন্য আপনাকে কি বলে যে প্রশংসা জানাব!'

আর একবার সে মাথা নুইয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। গেট পেরিয়ে ডানদিকে

ঘুরে দাঁড়িয়ে চকিতে একবার ফিরে তাকাতেই দু'টি মুখ তার মনে দাগ কেটে গেল তখনি। দোতলার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে করুণ চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে, এবং রাস্তার উল্টোদিকে তার দিকে তাকিয়ে একজন লোককে পায়চারি করতে দেখা গেল। তাদের দু'জনের মধ্যে একটাই মিল, তাদের সেই তাকানোর উপলক্ষ্য একজনই, সে এরকুল পোয়ারো। কিন্তু কেন? কি বলতে চায় তারা? পোয়ারো ভাবল।

পোয়ারো নিজের মনেই মাথা নাড়ল। 'নিশ্চিতভাবেই তারা আমাকে কিছু হয়তো বলতে চায়, কিন্তু কোনো কারণে এখন বলতে পারছে না', নিজের মনে সে বলে উঠল। 'এই গর্তে একটা ইঁদুর আছে। এখন কথা হচ্ছে এই যে, বেড়াল কি ভাবে এগোবে ইঁদুরটাকে ধরার জন্য?'

এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই তাকে নিয়ে এলো কাছাকাছি একটা পোস্ট অফিসে। এখানে এসে বেশ কয়েকটা ফোন করল। তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো, সে বেশ সন্তুষ্ট। এরপর সে চারম্যান'স গ্রীণ পুলিশ স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল। সেখানে গিয়ে সে ইন্সপেক্টার সিমসের খোঁজ করল।

ইন্সপেক্টার সিমস বেশ লম্বা-চওড়া হৃষ্টপুষ্ট চেহারার লোক এবং বেশ হৃদয়বান পুরুষ বলা যায়। 'মঁসিয়ে পোয়ারো? আমি আপনাকেই আশা করছিলাম। মিনিট খানেক আগে আপনার সম্পর্কে চীফ কনস্টেবল ফোন করে আমাকে জানিয়ে দেয়। সে বলে, আপনি এখানেই আসছেন। আসুন, আমার অফিসের ভেতরে আসুন।'

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে ইন্সপেক্টার সিমস পোয়ারোকে একটা চেয়ারে বসতে বলল, এবং নিজে একটা চেয়ারে বসে তার দর্শনার্থীর দিকে নিজের চোখে তাকাল।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, এই দৌড়ে আপনি অত্যন্ত দ্রুত কাজ সারতে শুরু করেছেন দেখছি। এটা যে একটা তদন্ত-সাপেক্ষ কেস সেটা জানার আগেই আপনি এখানে এসে হাজির হয়েছেন এই রোজব্যাঙ্ক কেস সম্পর্কে জানার জন্য। আচ্ছা, এ কেসের সঙ্গে আপনি কি ভাবে জড়িয়ে পড়লেন বলুন তো?'

পোয়ারো মিস ব্যারোবাইয়ের চিঠিটা পকেট থেকে বার করে ইন্সপেক্টারের হাতে তুলে দিল। চিঠিটা সে গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ল।

'চিঠির বক্তব্য খুবই আগ্রহ জাগায়,' বলল ইন্সপেক্টার সিমস। 'অসুবিধে হচ্ছে, এই চিঠির বক্তব্য অনেক রকমের হতে পারে। দুঃখের কথা, ব্যাপারটা ওঁর আরও একটু পরিষ্কার করা উচিত ছিল। তা করলে এখন আমাদের বুঝতে অনেক সুবিধে হতো।'

'কিংবা আদৌ কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হতো না।'

'আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?'

'হয়তো তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন।'

'আপনি এতো দূর পর্যন্ত ভেবে রেখেছেন? হুম! আপনি যে ভুল, এ ব্যাপারে আমি আবার ঠিক অনিশ্চিতও নই।'

'ইন্সপেক্টার, আপনাকে আমার অনুরোধ, ঘটনাটা খুলে বলুন দয়া করে। আমি এর কিছুই জানি না।'

'সেটা খুব সহজেই করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাত্রে বৃদ্ধা নৈশভোজের পর খুবই অস্বস্তিবোধ করেন। তখন খুবই চিন্তার কারণ হয়ে ওঠেন তিনি। দেহে প্রবল আলোড়ন, মাংসপেশীতে টান, কি নয়? ওরা ডাক্তারকে কল দেন। কিন্তু ডাক্তার যখন এসে পৌঁছলেন তখন তিনি মৃত। ডাক্তার তাঁকে খুব বেশি পরীক্ষা করে দেখেননি, যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি হয়তো মারা গিয়ে থাকবেন, তাঁর এই অস্পষ্ট কথার মধ্যে কেন জানি না একটা সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। তবে একটা ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট করে দেন, তিনি ডেথ সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করেন। তখন তাঁর পরিবারের লোকজন বেশ চিন্তায় পড়ে যায়। তারা তখন পোস্টমর্টেম রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ডাক্তার আমাদের ঠিকই নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুটা একেবারে সন্দেহাতীত নয়। সেই ডাক্তার এবং পুলিশ সার্জন দু'জনে মিলে অটোপসি করেছিলেন। আর তার ফলাফল সন্দেহজনক। বৃদ্ধা মারা যান অতিমাত্রায় বিষাক্ত স্ট্রিকনীন প্রয়োগের জন্য।'

'আহা!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। এটা খুবই খারাপ কাজ হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে কে ওই বিষাক্ত স্ট্রিকনীন তাঁকে দিয়েছিলেন? তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগেই এই নিষ্ঠুর কাজটা করা হয়ে থাকবে। আমাদের প্রথম সন্দেহ, তাঁর নৈশভোজের খাবারের সঙ্গে সেই বিষ কি মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল? কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেটা মনে হয় ধুয়ে-মুছে গেছে। খাবারের মধ্যে ছিল ডাঁটাশাকের সুপ, যা ঝোল রাখা একটা গামলা থেকে পরিবেশন করা হয়েছিল, ফিস-ফ্রাই এবং আপেলের চাটনি।'

'নৈশভোজে উপস্থিত ছিলেন মিস ব্যারোবাই ছাড়া মিস্টার ডেলাফনটেইন এবং মিসেস ডেলাফনটেইন। এছাড়া মিস ব্যারোবাই-এ একজন নার্স এ্যাটেনডেন্টও ছিল, আধারুসী মেয়ে, কিন্তু তাদের পরিবারের সঙ্গে সে আহার সারত না। তবে একজন পরিচারিকাও ছিল, কিন্তু রাতে তার ডিউটি থাকত না। সে চলে যাওয়ার আগে স্টোভের ওপর সুপ, ওভেনের ওপর ফিস-ফ্রাই এবং ঠাণ্ডা আপেলের চাটনি টেবিলের ওপর রেখে গেছল। তারা তিনজনই একই খাবার খেয়েছিল। এ সব ছাড়া আমার মনে হয় না ওই ভাবে কারোর গলায় আপনি স্ট্রিকনীনের চিহ্ন দেখতে পাবেন, আর পেলেও তাদের অবস্থাও তো ওই বৃদ্ধার মতোই হতো। জিনিসটা পিত্তির মতোই তেতো। ডাক্তার আমাকে বলেছেন, আপনি সেটা হাজার ভাগের এক ভাগ তরল পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন পরীক্ষা করে দেখার জন্য। আর এভাবেই হয়তো বৃদ্ধাকে সেই বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। কফি জাতীয় তরল পানীয়ের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, কফি খুবই উপযুক্ত, কিন্তু বৃদ্ধা কখনো কফি পান করতেন না।'

'আমি আপনার বক্তব্য বেশ বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, এটা খুবই কঠিন কাজ। তা নৈশভোজের সময় তিনি কি পান করতেন?'

'স্রেফ জল।'

'খারাপ, খুবই খারাপ।'

'খুবই কঠিন প্রশ্ন, তাই নয় কি?'

'বৃদ্ধার অনেক টাকাকড়ি ছিল, তাই না?'

'আমার মনে হয় সুখে-স্বচ্ছন্দে চলার মতোই পর্যাপ্ত অর্থ ছিল তাঁর। অবশ্য ঠিক কি পরিমাণ অর্থ তিনি রেখে গেছেন তার বিস্তারিত হিসেব আমরা পাইনি। ডেলাফনটেইনরা খুবই অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন, এর থেকেই আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম, বৃদ্ধা তাদের অর্থ সাহায্য করে যেতেন। কিন্তু মনে হয়, তাঁরা পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চাননি। তাই—'

পোয়ারো একটু হাসল। সে বলল, 'তাই কি আপনি ডেলাফনটেইনদের সন্দেহ করেন? তা তাদের মধ্যে কোন জনকে?'

'তাঁদের মধ্যে বিশেষ কাউকে যে আমার সন্দেহ হয় তাও ঠিক এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। কিন্তু ব্যাপারটা এই রকমই, যেই এ কাজ করে থাকুন না কেন তাঁরা অবশ্যই বৃদ্ধার অতি কাছের লোক, তাঁর একান্ত আত্মীয় আত্মীয়া, আর তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁরা যে হঠাৎ মোটা টাকা পেয়ে গেছেন, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমরা সবাই জানি মানুষের স্বভাব-চরিত্র কি রকম হয়।'

'কোনো কোনো সময়ে মানুষ বড় অমানুষ হয়ে যায়, হ্যাঁ, সেটা খুবই সত্য। আর সেদিন রাত্রে সেই বিষ মিশ্রিত কোনো খাবার কিংবা পানীয় গলাধঃকরণ করেছিলেন।'

'বেশ তাহলে বলি, বাস্তবিকই—'

'আহা, থামলেন কেন, বলুন না! যেমন বললেন, আমার মনে হয় আপনার হাতের কাছেই তো অনেক কিছুই রয়েছে, যেমন সুপ, ফিশ-ফ্রাই, আপেলের চাটনি! তাই আমার মনে হয়, আমরা বোধহয় এখন এই কেসের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পৌঁছেছি।'

'এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। কিন্তু বাস্তবিকই বৃদ্ধা আহারের আগে চীন দেশে গাছের ছালের তৈরি এক ধরনের ছবি আঁকার কাগজের একটা টুকরো চিহ্নস্বরূপ হাতে তুলে নেন। এটা কোনো পিল বা ট্যাবলেট নয়। হজম হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ একটা নিরাপদ জিনিস।

'প্রশংসার যোগ্য বটে। এই কাগজ দিয়ে স্ট্রিকনীনের মোড়ক করে জলের সঙ্গে খেলে গলা দিয়ে অনায়াসেই নেমে যেতে পারে, আর যে খাবে তার স্বাদ কি বুঝতেও পারবে না সে।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তবে গোলমাল কি জানেন, মেয়েটিই সেটা তাঁকে দিয়েছিল।'

'মেয়েটি মানে ওই রুশী মেয়ে?'

'হ্যাঁ। কাটরিনা রিয়েজার। সে হলো মিস ব্যারোবাই-এর সাহায্যকারিণী এবং নার্স-কাম-সঙ্গিনী। বৃদ্ধা মহিলা তাকে দিয়ে হরেক রকমের কাজ করিয়ে নিতেন। শুনেছি ফাইফরমাস থেকে শুরু করে তিনি তাকে দিনে প্রায় সর্বক্ষণই হুকুম করতেন, এটা এনে দাও, ওটা এনে দাও, আমার পিঠে ভীষণ ব্যথা মালিশ করে দাও, আমাকে ওষুধ খাইয়ে

দাও, দোকান থেকে ওষুধ এনে দাও, এরকম কতো কাজই না করতে হতো তাকে। আপনি তো জানেন, এই সব বৃদ্ধাদের নিয়ে কত ঝামেলায় না পড়তে হয়, তাঁদের দেখলে মনে হয় খুব বুঝি দয়ালু, কিন্তু কার্যত ঠিক তার উল্টো। তাই এঁদের কি দরকার জানেন, কালো চামড়ার ক্রীতদাস!'

পোয়ারো হাসল।

'আর তারপরেই আপনি এলেন,' ইন্সপেক্টার সিমস বলতে থাকে, 'এখন কথা হচ্ছে, ওই মেয়েটি কেনই বা তাঁকে বিষ খাওয়াতে যাবে? আপনি নিশ্চয়ই বলবেন, তার ক্ষেত্রে এটা খাটে না। কেনই বা খাটবে বলুন? মিস ব্যারোবাই মৃত, এখন মেয়েটিকে তার চাকরীটা হারাতে হবে। আর এখনকার দিনে চাকরী পাওয়াটা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া মেয়েটি শিক্ষণপ্রাপ্ত বা সেরকম কিছুই নয়।'

'তবুও,' পোয়ারো বিধান দিল এই ভাবে, 'ধরুন যদি সেই কাগজের বাক্সটা তাঁর কাছে রাখা হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে এ বাড়ির যে কোনো লোকের পক্ষে সেই সুযোগটা গ্রহণ করা অসম্ভব কিছু নয়।'

'তাই স্বভাবতই আমরা তদন্ত করে দেখছি, বুঝলেন তো? শেষ কখন প্রেসক্রিপসন লেখা হয়েছিল, সাধারণত কোথায় সেটা রাখা হতো, এসব জানতে হলে একটু ধৈর্য ধরে থাকতে তো হবেই, তাছাড়া কিছু প্রারম্ভিক কাজ পরে রয়েছে। আর তাই তো খেলা শেষের শেষ খেলা শুরু হতে চলেছে। আর সব শেষে সেই চালাকির খেলাটাই খেলা হবে. আর তারপর মিসেস ব্যারোবাই-এর সলিসিটর রয়েছে। এখনও অনেক কিছুই করতে হবে।'

পোয়ারো উঠে দাঁড়াল। 'ইন্সপেক্টার সিমস, দয়া করে একটা ছোট্ট উপকার করবেন, এই কেসের পরবর্তী অগ্রগতির ব্যাপারে সময় সময় আমাকে খবর দিলে আমার খুব উপকার হবে। এই যে এখানে আমার টেলিফোন নম্বর,' এই বলে পোয়ারো তার কার্ডটা ইন্সপেক্টারের হাতে তুলে দিল।

'কেন পারব না মঁসিয়ে পোয়ারো, নিশ্চয়ই পারব। একটা মাথার চেয়ে দুটো অনেক ভাল। তাছাড়া, যেহেতু মৃত মিস ব্যারোবাই-এর চিঠিটা আপনিই পেয়েছিলেন, তাই এ কেসের নারী-নক্ষত্র সবকিছুই আপনার জানার অধিকার আছে বৈকি।'

'আপনি খুবই অমায়িক ইন্সপেক্টার', অতি বিনয়ের সঙ্গে বলে পোয়ারো তার সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিল সেখান থেকে।

পরের দিনই অপরাহ্নে ইন্সপেক্টার সিমসের কাছ থেকে ফোন পেল পোয়ারোরা। 'মঁসিয়ে পোয়ারো? আমি ইন্সপেক্টার সিমস কথা বলছি। আপনি আর আমি তথাকথিত যে ছোট্ট ব্যাপারটা জানি, সেটা এখন নড়েচড়ে উঠতে শুরু করেছে। গর্ত থেকে ইঁদুর বোধহয় যে কোনো সময়ে বেরিয়ে আসতে পারে। তবে ইঁদুর ধরার জন্য একটা ভাল অভিজ্ঞ বেড়ালের প্রয়োজন। আমি কি বলতে চাইছি, আপনি বুঝতে পারছেন তো মঁসিয়ে?'

'হ্যাঁ, খুব বুঝতে পারছি! এ পর্যন্ত যা বললেন সব সত্যি তো? তবু খুলে বলুন, প্লিজ—'

'ঠিক আছে, তালিকার এক নম্বরের কথা প্রথমেই বলি, তবে হ্যাঁ, তালিকা কিন্তু বিরাট বড়। মিস ব্যারোবাই তাঁর উইলে তাঁর অর্থ ও সম্পত্তির একটা ছোট্ট অংশ তাঁর ভাইঝি মিসেস ডেলাফনটেইনের জন্যে রেখে গেছেন, আর বাকি সব কিছুই তিনি দিয়ে গেছেন ক্যাটরিনাকে। এটা তাঁর মহানুভবতার জন্যই ঘটেছে। আর এই কারণেও চারম্যান'স গ্রীণের বাড়ির রঙ বদলে গেছল, সেখানকার গোলাপ বাগানে ঝড় উঠেছিল।'

প্রথম খবরটা শোনামাত্র পোয়ারোর মনে একটা ছবি ভেসে উঠল। একটা গোমড়া মুখের দীপ্ত কণ্ঠস্বর যেন সে শুনতে পাচ্ছে : 'টাকাটা আমার। তিনি তাঁর উইলে এরকমই লিখেছেন, অতএব সেটা আমারই হবে।' ক্যাটরিনার কাছে উইলের কথাটা তেমন বিস্ময়কর বলে মনেই হলো না, কারণ আগে থেকেই সেটা সে জানত।

'দু' নম্বর তালিকায় রয়েছে', ইন্সপেক্টার সিমস বলতে থাকে, 'ক্যাটরিনা ছাড়া অন্য কেউ সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেনি।'

'এ ব্যাপারে আপনি কি একেবারে নিশ্চিত?'

'মেয়েটি নিজেই তা অস্বীকার করেনি। তাই এ ব্যাপারে আমার নিশ্চিত হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি কি ভাবছেন বলুন তো মঁসিয়ে?'

'ভয়ঙ্করভাবে আগ্রহবোধ করছি।'

'এখন আমাদের কেবল আর একটা খবর জানতে হবে, কি করেই বা স্ট্রিকনীন বিষ মেয়েটির হাতে এলো, তার প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। অবশ্য সেটা পাওয়া খুব একটা কষ্টকর ব্যাপার হবে না।'

'কিন্তু এখনও পর্যন্ত আপনি সফল হননি, তাই না?'

'আমি তো সবেমাত্র তদন্ত শুরু করেছি, কেবল আজ সকাল থেকেই।'

'তা এই তদন্তের কাজ কিরকম চলছে?'

'সপ্তাহখানেকের জন্য মুলতুবি হয়ে গেছে।

'আর সেই তরুণী ক্যাটরিনা, তার খবর কি?'

'সন্দেহের অবকাশে আমি তাকে আটকে রেখেছি। কোনো ঝুঁকি নিতে চাইনি। এ দেশে তার কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত বন্ধু আছে, যারা তাকে এদেশ থেকে বার করে নিয়ে যেতে পারে।

'না,' পোয়ারো বলে উঠল, 'তার কোনো বন্ধু আছে বলে আমি মনে করি না।'

'সত্যি? মঁসিয়ে পোয়ারো, কি করে আপনি এতো নিশ্চিত হতে পারলেন?'

'এ আমার স্রেফ একটা ধারণা। যাইহোক, আপনি শুরুতে বলেছিলেন আপনার তালিকা অনেক বড়, তা আপনার আর কিছু বলার আছে নাকি?'

'এ কেসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে সেরকম কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না আপাতত, তবে মিস ব্যারোবাই সম্প্রতি তাঁর কিছু শেয়ারের ব্যাপারে বোকার মতো দরকষাকষি করে শেষ পর্যন্ত বেশ মোটা টাকার লেনদেন বাতিল করে দেন। এটা নেহাতই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু এ কেসের প্রধান ইসুর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে বলে তো আমার মনে হয় না, অন্তত এই মুহূর্তে তো নয়ই।'

'না, সম্ভবত আপনি ঠিকই বলেছেন। ঠিক আছে, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। আপনি যে আমাকে ফোন করলেন, এ আপনার বদান্যতারই পরিচয়।'

'না, আদৌ তা নয়। আমি কথা রাখার মানুষ। আমি দেখেছি, এ কেসের ব্যাপারে আপনি খুবই আগ্রহী। কে বলতে পারে এ কেসের যবনিকাপাতের আগে আপনি আপনার সাহায্যের হাত আমার দিকে বারিয়ে দেবেন না?'

'সেটা খুবই আনন্দের ব্যাপার হবে। সেটা আপনার সাহায্যে লাগতে পারে, যেমন উদাহরণ দেওয়া যাক, যদি আমি ক্যাটরিনার কোনো বন্ধুর নাগাল পাই!'

'কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন তার কোনো বন্ধু নেই?' ইন্সপেক্টার সিমস বিস্ময় প্রকাশ করলো।

'আমি তখন ভুল বলেছিলাম,' পোয়ারো তার ভুল স্বীকার করে বলল, 'তার একজন বন্ধু আছে।'

ইন্সপেক্টার আর কোনো প্রশ্ন করার আগেই পোয়ারো লাইনটা কেটে দিল।

পোয়ারোর মুখটা এই মুহূর্তে খুবই গম্ভীর দেখাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে সে, মাঝে মাঝে টাইপরাইটারের সামনে বসে থাকা মিস লেমনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিল সে। পোয়ারো তার কাছে এগিয়ে গেল। তাকে আসতে দেখে মিস লেমন টাইপরাইটারের কী-বোর্ডের ওপর থেকে হাত তুলে নিয়ে পোয়ারোর দিকে তাকাল, তার চোখে এখন অনেক প্রশ্ন।

'আপনাকে আমার দরকার', পোয়ারো বলল, 'আপনার সম্পর্কে আমি কিছু জানতে চাই।'

মিস লেমন সমর্পণের ঢঙে হাতদুটো নিজের কোলের ওপর রাখল। টাইপ করা, বিল পেমেন্ট করা, কাগজপত্র ফাইল করা, পোয়ারোর এনগেজমেন্টের রেকর্ড রাখা, ইত্যাদি এ সব কাজ করতেই তার ভাল লাগে। কিন্তু অতীতের সত্য-মিথ্যে মেশানো কোনো খবর বা ঘটনার কথার জের টেনে কেউ যদি তাকে মনে করার কথা বলে, তাতে সে খুব একঘেয়েমি বোধ করে। কিন্তু এটাও তার কাজের একটা অংশ হিসেবে ধরে নিয়ে রাজি হয়ে গেল সে।

'আপনি একজন রুশী মহিলা?' কোনো ভূমিকা না করেই পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ', মিস লেমন বলল, ঐকান্তিকভাবে একজন ব্রিটিশ মহিলার মতো তাকিয়ে রইল সে।

'এ দেশে আপনি কি একা, মানে আপনার দেশওয়ালি কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই? রাশিয়ায় ফিরে যাওয়ার মতো কোনো কারণ নেই তো? আপনি নীরস শ্রমসাধ্য আর হীন কাজে লিপ্ত, যেমন ধরুন একজন নার্স-এ্যাটেনডেন্ট ও একজন বৃদ্ধার সঙ্গিনী হিসেবে, এরকমই একটা খবর আছে আমার কাছে। আপনি নম্র, ভদ্র আর আপনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, এই তো?'

'হ্যাঁ', মিস লেমন বাধ্য কর্মিনীর মতো বলল, কিন্তু এই আকাশ আর চন্দ্র-সূর্যের নিচে কোনো বৃদ্ধা মহিলার কাছে নম্র ও ভদ্র হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ব্যাপারটা তার একেবারেই বোধগম্য হলো না।

'সেই বৃদ্ধা মহিলা আপনার প্রতি খুবই সদয় হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে গেছেন তাঁর ধন-সম্পত্তি আপনাকে দেওয়ার জন্য। তিনি তো আপনাকে এরকমই বলেছিলেন, তাই না?' এই পর্যন্ত বলে পোয়ারো থামল।

'হ্যাঁ', মিস লেমন আবার সুবোধ মেয়ের মতো বলল।

'আর তারপরেই সেই বৃদ্ধা মহিলা অন্য কিছু দেখতে পান আপনার মধ্যে। সম্ভবত এর সঙ্গে টাকার সম্পর্ক আছে। তিনি হয়তো দেখে থাকবেন, আপনি তাঁর সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করেছেন, আপনার মধ্যে সততার অভাব ছিল। কিংবা তার থেকেও অনেক বেশি গুরুতর কিছু, যেমন আপনার দেওয়া ওষুধ তাঁর মুখে বিস্বাদ ঠেকতো, কিছু খাবার মুখে দেওয়ার অযোগ্য ছিল। যাইহোক, তিনি আপনাকে কিছু একটা ব্যাপারে সন্দেহ করতে শুরু করেন এবং তিনি এক বিখ্যাত গোয়েন্দাকে চিঠি লেখেন, অত্যন্ত বিখ্যাত এক গোয়েন্দা, আর সেই গোয়েন্দাটি আর কেউ নয় স্বয়ং আমি! খুব শীগ্‌গীর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল। আর তারপর, আপনি যেমন মনে করেন, ঘি আর আগুন পাশাপাশি এলে আগুন জ্বলতে বাধ্য। তাই বড় কাজ দ্রুত সেরে ফেলাই ভাল। আর তাই, মহান গোয়েন্দা সেখানে পৌঁছনোর আগেই, বৃদ্ধা মহিলার মৃত্যু হয়। আর তাঁর অর্থ-সম্পত্তি আপনার কাছে আসে...এখন আমাকে বলুন, সেটা কি আপনার যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়?'

'খুবই যুক্তিযুক্ত,' মিস লেমন বলল। 'একজন রুশীর পক্ষে সেটা খুবই যুক্তিগ্রাহ্য। ব্যক্তিগতভাবে সঙ্গিনী হিসেবে কাজ করা আমি কখনোই গ্রহণ করব না। আমি আমার কাজের কথা যথাযথভাবে প্রকাশ করেছি। আর অবশ্যই আমি কাউকে খুন করা দূরে থাক স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি।'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিজের মনে সে বলল : 'আমি এখন আমার প্রিয় বন্ধু হেস্টিংসকে কাছে না পেয়ে কত অসুবিধেয়ই না পড়েছি। তার ওই ধরনের কল্পনাশক্তি ছিল। কি অদ্ভুত কল্পনাপ্রসূত মন! আবার এ কথাও সত্যি যে, সব সময়েই তার কল্পনা ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সেই কল্পনাশক্তি আমাকে পথ দেখাতে সময় সময় বেশ ভালভাবেই সাহায্য করে থাকে।'

মিস লেমন নীরব থেকে যায়। সে তার সামনে টাইপরাইটারে আটকানো কাগজের শীটের ওপর দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল।

'তাহলে আপনার কাছে মনে হচ্ছে, এটা যুক্তিসঙ্গত', গভীরভাবে চিন্তা করে পোয়ারো বলল।

'কেন, আপনার তা মনে হয় না?'

'আমি আশঙ্কিত, তবু বলব হ্যাঁ, তাই হয়', পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এই সময় টেলিফোন আবার বেজে উঠল। মিস লেমন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল টেলিফোনে উত্তর দেওয়ার জন্য। একটু পরেই সে ফিরে এসে পোয়ারোর উদ্দেশ্যে বলল, 'ইন্সপেক্টার সিমস আবার ফোন করেছেন।' পোয়ারো দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ফোন ধরার জন্য।

'হ্যালো, হ্যালো! আপনি কি বলতে চান বলুন?'

সিমস তার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করল। 'মেয়েটির শয়নকক্ষে আমরা স্ট্রিকনীনের একটা প্যাকেট পেয়েছি। সার্জেন্ট এইমাত্র খবরটা নিয়ে এসেছে। আমার মনে হয়, সেই চীনা-কাগজের মধ্যেই এই বিষ মুড়ে খাওয়ানো হয়েছিল।'

'হ্যাঁ', পোয়ারো বলল, 'আমিও মনে করি, সেটা ওই ভাবেই কাগজে মোড়ক করা হয়েছিল, তারপর।' তার কণ্ঠস্বর বদলে গেল। সেই কণ্ঠস্বরে হঠাৎ আত্মবিশ্বাসের সুর যেন ধ্বনিত হলো।

ফোনে কথা বলা শেষ হতেই পোয়ারো তার রাইটিং টেবিলের সামনে গিয়ে বসল এবং বিষয়বস্তুটা যান্ত্রিকভাবে সাজালো। নিজের মনে সে বিড়বিড় করে বলল, 'কোথায় যেন একটা গোলমাল রয়েছে। আমি সেটা অনুভব করি না, অনুভব করার নয়। আমি যেন কিছু একটা দেখেছি। ছোট ছোট ধূসর কোষগুলি। ফিরে আবার বিবেচনা করে দেখা! সব কিছুই কি যুক্তিযুক্ত এবং ঠিক ঠিক ছিল? সেই মেয়েটি,—টাকার ব্যাপারে তার চিন্তা। মাদাম ডেলাফনটেইন, তার স্বামী, তার পরামর্শমতো রুশীরা,—মূর্খ, কিন্তু সত্যি সে একজন মূর্খ; ঘর, বাগান—অহ্! হ্যাঁ, বাগান।'

পোয়ারো উঠে দাঁড়াল সহসা। তার দু'চোখে সবুজ আলোর সঙ্কেত। লাফিয়ে উঠে সংলগ্ন ঘরে ছুটে গেল।

'মিস লেমন, আপনি আপনার সব কাজ ছেড়ে দিয়ে আমার জন্যে একটা তদন্ত করবেন?'

'কি বললেন মঁসিয়ে পোয়ারো, তদন্ত? আমার আশঙ্কা, এ কাজে আমি খুব একটা পারদর্শী নই। আমি—'

পোয়ারো তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আপনি সেদিন বলেছিলেন, এখনকার সমস্ত ব্যবসায়ীদের চেনেন।'

'নিশ্চয়ই আমি চিনি', আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল মিস লেমন।

'তাহলে তো আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই সহজ হয়ে গেল। আপনাকে এখন চারম্যান'স গ্রীণে যেতে হবে, আর সেখানে আপনার কাজ হবে, একজন মাছ বিক্রেতাকে খুঁজে বার করা।'

'মাছ-বিক্রেতা?' প্রশ্নটা করে মিস লেমন অবাক চোখে তাকিয়ে রইল পোয়ারোর দিকে।

'হ্যাঁ মাছ-বিক্রেতা! যে কিনা রোজব্যাঙ্কে মাছ সরবরাহ করেছিল। তাকে যখন দেখতে পাবেন, তখন তাকে একটা প্রশ্ন করবেন' এই বলে পোয়ারো তার হাতে একটা কাগজের টুকরো তুলে দিল। মিস লেমন সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে বিষয়বস্তুটা দেখল বটে তবে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করল না। তারপর সে তার টাইপরাইটারের ওপরে ঢাকনাটা লাগিয়ে দিল।

'আমরা একসঙ্গে চারম্যান'স গ্রীণে যাব', পোয়ারো বলল। 'আপনি সেই মাছ বিক্রেতার কাছে যাবেন, আর আমি যাব পুলিশ স্টেশনে। বেকার স্ট্রীট থেকে সেখানে পৌঁছতে আমাদের বড়জোড় আধঘণ্টা সময় লাগবে।'

পোয়ারো তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতেই ইন্সপেক্টার সিমস বিস্ময়প্রকাশ করে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে বলে উঠল, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি খুবই তাড়াতাড়ি এসে গেছেন। আমি আপনার সঙ্গে ফোনে মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে কথা বলেছি। কি ব্যাপার, এত জলদি করার উদ্দেশ্য?'

'আপনাকে একটা অনুরোধ করব, এই মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করে দিন, ক্যাটরিনা, হ্যাঁ, তার পুরো নামটা কি যেন?'

'ক্যাটরিনা রিয়েজার। বেশ তো, আমার মনে হয় না, এতে কোনো আপত্তি থাকতে পারে।'

ক্যাটরিনা গোমড়া-মুখ করে এসে দাঁড়াল পোয়ারোর সামনে। পোয়ারো তার সঙ্গে অত্যন্ত নম্রভাবে কথা বলল, 'মাদামোয়াজেল, আমি প্রথমেই আপনার মনে বিশ্বাস জাগাতে চাই এই বলে যে, আমি আপনার শত্রু নই, বরং আপনার সঙ্গে বন্ধুর মতোই ব্যবহার করতে চাই। আর সেই সঙ্গে আমি চাই আপনি সত্যি কথা বলুন।'

ক্যাটরিনার চোখে অবজ্ঞার ছায়া। 'নতুন করে বলার আর কি আছে? আমি সত্যি কথাই বলে দিয়েছি, আমি প্রত্যেককে যা যা বলেছি সবই সত্যি। বৃদ্ধা মহিলাকে যদি বিষপ্রয়োগ করা হয়ে থাকে, আমি যে এই জঘন্য কাজ করিনি জোর গলায় বলছি। আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগই মিথ্যে। এর থেকে আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনাদের ইচ্ছে তাঁর দেওয়া টাকা আমাকে পেতে না দেওয়ার জন্যই আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছে।' তার কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনায়। ইঁদুরকে যেমন এক কোণায় ঠেলে দিলে তার অবস্থা হয় ঠিক তেমনি করুণ দেখাচ্ছিল মেয়েটিকে।

'ওই বিষ নিয়ে আপনি ছাড়া অন্য আর কেউ নাড়াচাড়া করেনি।'

'আমি সেরকমই বলেছি, বলিনি আমি? সেদিন অপরাহ্নে সেটা তৈরি করা হয় কেমিস্টের কাছে। আমি সেটা আমার ব্যাগে করে নিয়ে আসি নৈশভোজের একটু আগে। আমি বাক্স খুলে তার ভেতর থেকে একটা বার করে এক গ্লাস জলের সঙ্গে মিস ব্যারোবাইকে দিয়েছিলাম।

'আপনি ছাড়া অন্য কেউ আর সেটা স্পর্শ করেনি!'

'না।' কোনঠাসা ইঁদুর সাহসের সঙ্গে বলল।

'আর আমরা শুনেছি মিস ব্যারোবাইকে নৈশভোজে খেতে দেওয়া হয়েছিল সুপ, ফিশ-ফ্রাই এবং আপেলের চাটনি।'

'হ্যাঁ।' মেয়েটির কণ্ঠে নিরাশার সুর ধ্বনিত হতে শোনা যায়, 'হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন।' এই মুহূর্তে সে যেন তার চোখে কোনো আশার আলো দেখতে পেল না।

পোয়ারো তার পিঠ চাপড়ে বলল, 'মাদামোয়াজেল, আরও সাহসী হয়ে উঠুন। এখনো আপনার অভিযোগমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, আর হ্যাঁ আপনার প্রাপ্য টাকাও পেয়ে যেতে পারেন, সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের স্বপ্নও আপনি দেখতে পারেন।'

পোয়ারোর কাছ থেকে এতো আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও মেয়েটি সন্দেহের চোখে তাকাল তার দিকে।

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর সিমস পোয়ারোকে বলল, 'ফোনে আপনি কি যে বললেন আমি ঠিক বুঝতে পারিনি মঁসিয়ে, মনে হয় মেয়েটির একজন বন্ধু থাকার ব্যাপারে কিছু যেন বলেছিলেন আপনি।'

'হ্যাঁ, তার একজন বন্ধু আছে। সে আমি!' বলল এরকুল পোয়ারো। তারপর ইন্সপেক্টার ভাল করে সেটা বোঝার আগেই পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো সে।

গ্রীণ ক্যাট টিরুমে মিস লেমন তার নিয়োগকর্তাকে অপেক্ষায় না রেখে সোজা নির্দিষ্ট জায়গায় চলে এসেছিল।

'লোকটার নাম রুজ, হাই স্ট্রীটে থাকে। আর আপনার অনুমানই ঠিক, ঠিক দেড় ডজন। সে যা বলেছিল আমি নোট করে নিয়েছি।' এই বলে মিস লেমন নোটটা পোয়ারোর হাতে তুলে দিল।

'অ-অর-র!' শব্দটা যেন হৃষ্টপুষ্ট একটা বেড়ালের ক্রুদ্ধ গর্‌গর্‌ আওয়াজের মতো শোনাল।

এরকুল পোয়ারো নিজেই রোজব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির হলো। গোলাপ বাগানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে দেখল, পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, একটু পরেই অন্ধকার নেমে আসবে সেখানে, অন্ধকার নেমে আসবে এ বাড়ির অনেকের জীবনেও। এবং তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে উদ্যত হলো সে। মেরি ডেলাফনটেইন বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি?' তার কণ্ঠস্বরে গভীর বিস্ময়! 'আপনি ফিরে এলেন?'

'হ্যাঁ, আমি ফিরে এলাম।' এখানে একটু থেমে সে আবার বলল, 'মাদাম, আমি যখন প্রথম এখানে আসি, শিশুদের নার্সারি কবিতাটা আমার মাথায় এসেছিল :

> 'মিস্ট্রেস মেরি, এ যে দেখছি সম্পূর্ণভাবেই অসঙ্গত, আপনার
> বাগান কি ভেবে বেড়ে ওঠে? গেঁড়ি-শামুকের সঙ্গে রূপোর
> ঘণ্টা বাজে মাঠে, এবং সুন্দরী বালিকারা সবাই দাঁড়িয়ে একই
> সারিতে।

'সেগুলো কিন্তু গেঁড়ি-শামুকের খোলা নয় মাদাম! সেগুলো ঝিনুকের খোলা!' পোয়ারো হাত তুলে বাগানের ফুলের একটা কেয়ারির দিকে ইঙ্গিত করল। মেরির হৃৎকম্পন অনুভব করল সে, তারপর একেবারে শান্ত, স্তব্ধ হয়ে গেল। তার চোখে যেন হাজার প্রশ্ন এখন।

পোয়ারো মাথা নাড়ল। 'আমি জানি! পরিচারিকা নৈশভোজ প্রস্তুত করে রেখেছিল। সে আর ক্যাটরিনা শপথ নিয়ে বলবে এই যে, তারপর যা করার সব আপনারাই করেছিলেন। আপনি আর আপনার স্বামীই কেবল জানতেন, আপনি দেড় ডজন ঝিনুক কিনে এনেছিলেন, নিজের হাতেই সেগুলো নাড়াচাড়া করেছিলেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ঝিনুকের মধ্যে স্ট্রিকনীন মিশিয়ে দেওয়াটা খুবই সহজ ব্যাপার। আর এটা সহজেই গলাধঃকরণ করা যায়! তবে ঝিনুকের খোলাগুলো অবশিষ্ট থেকে যায়, কিন্তু খোলাগুলো বাস্কেটে ফেলা যাবে না, কারণ পরিচারিকা সেগুলো দেখে ফেলবে। আর তাই আপনি তখন ভেবে ঠিক করলেন সেগুলো বাগানে কোনো গাছের কেয়ারিতে ফেলে রাখলেই চলবে। কিন্তু লুকনোর পক্ষে সেটাই যথেষ্ট নয়, কারণ ফুলবাগিচার বেড়া দেওয়ার কাজ তখনো সম্পূর্ণ হয়নি। এর প্রতিক্রিয়া খুবই খারাপ, বাগানের সৌন্দর্যহানি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। কিছু ঝিনুকের খোলা এখানে আমার প্রথম আগমনের দিনেই চোখে পড়ে যায়, দৃশ্যটা আমার চোখকে পীড়া দেয়।'

মেরি ডেলাফনটেইন বলল, 'আমার মনে হয় আপনি আমার পিসীর চিঠি থেকে এরকম একটা কিছু আন্দাজ করে থাকবেন। আমি জানি তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু তিনি আপনাকে কতটুকু জানিয়েছিলেন তা জানি না।'

পোয়ারো উত্তরটা কৌশলে এড়িয়ে গেল। 'আমি কেবল জানি যে, এটা একটা পারিবারিক ব্যাপার। আর যদি এর সঙ্গে ক্যাটরিনার প্রশ্ন জড়িয়ে থাকত তাহলে আপনার পিসীর ইচ্ছেমতো ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার কথাটা তিনি কখনোই তুলতেন না। আমি জেনেছি, আপনি এবং আপনার স্বামী মিস ব্যারোবাই-এর নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিজেদের হাতে মোকাবিলা করতেন আপনাদের নিজেদের স্বার্থে, আর সেটা তিনি টের পেয়ে গেছলেন।'

মেরি ডেলাফনটেইন মাথা নাড়লো। 'বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা সেটা করেছি, কিন্তু তিনি যে টের পেয়ে যেতে পারেন আমাদের জানা ছিল না। আর তারপরেই আমি জানতে পারলাম যে, তিনি একজন গোয়েন্দার সাহায্য নিতে যাচ্ছেন; আর এও জানতে পারি, তিনি তাঁর অর্থ-সম্পত্তি দুর্দশাগ্রস্ত ওই ক্যাটরিনা মেয়েটিকে দিয়ে যাচ্ছেন।'

'আর সেই কারণেই তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য তার শয়নকক্ষে স্ট্রিকনাইনের প্যাকেটটা রেখে এসেছিলেন? আমি বুঝতে পেরেছি, আমি এখানে এসে সত্যকে আবিষ্কার করার আগেই আপনি নিজেকে এবং আপনার স্বামীকে বাঁচাবার জন্য এই জঘন্য কাজটা করেছিলেন এবং এই খুনের সব দোষ বেচারী ওই নিরীহ মেয়েটির ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিলেন। মাদাম, আপনার কি মায়া-দয়া বলতে কিছু নেই?'

মেরি ডেলাফনটেইন কাঁধ ঝাঁকালো, তার নীল চোর-কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পোয়ারোর দিকে তাকাল। পোয়ারোর মনে পড়ল, প্রথম দিন এখানে এসে তার নিখুঁত অভিনয় এবং তার আনাড়ী স্বামীকে বশে আনার প্রচেষ্টা তার দৃষ্টি এড়ায়নি। একজন মহিলা নিজেকে অন্যদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পোয়ারো লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু সে তো বড় অমানবিক!

'দয়া-মায়া?' উত্তরে মেরি বলল, 'ওই দুর্দশাগ্রস্ত ষড়যন্ত্রকারিণী মেয়েকে আমি কেন দয়া দেখাতে যাব?' রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ল সে।

এরকুল পোয়ারো ধীরে ধীরে বলল, 'মাদাম, আমার মন হয়, আপনি আপনার জীবনে দুটি ব্যাপারে খুবই সচেষ্ট। এক : আপনার স্বামী।'

পোয়ারো লক্ষ্য করল মেরির ঠোঁট কাঁপছে।

'আর অপরটি আপনার বাগান।'

এই বলে পোয়ারো তার চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখল। তার চকিত দৃষ্টি দেখে মনে হলো, গোলাপবাগানের ফুলগুলোর কাছে সে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে আগে-ভাগে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যাওয়ার জন্য। কারণ বিষাক্ত ঝিনুকের খোলাগুলো সরাতে গেলে দু'-একটা গোলাপ তো তাদের সৌন্দর্য হারাবেই। আর তাই হয়তো গোলাপ বাগানে ঝড় উঠতে চলেছে।

সমস্যার নিষ্ঠুর সমাধান

PROBLEM AT SEA

'প্রবলেম অ্যাট সী' প্রথম প্রকাশিত হয় আমেরিকায় ১৯৩৬ সালের ১২ই জানুয়ারী "দিস উইক" পত্রিকায়, তারপর "পোয়ারো অ্যান্ড দ্য ক্রাইম ইন কেবিন ৬৬" নামে ১৯৩৬ সালে 'দ্য স্ট্যান্ড' পত্রিকায়।'

'কর্নেল ক্ল্যাপারটন!' বললেন জেনারেল ফরবস।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল মিস এলি হেন্ডারসন। হাওয়ায় তার পশম-নরম ধূসর চুলগুলো বাচ্চা মেয়ের মতো লুটোপুটি খাচ্ছিল তার মুখের ওপর। তার গভীর কালো দুটি চোখ দুষ্টু হাসিতে দীপ্ত।

'লোকটিকে দেখতে ঠিক সৈনিকের মতো!' তার কথার মধ্যে ছিল একটা বিদ্বেষ

ভাব, যা ইচ্ছাকৃত বলেই মনে হয়। এলোমেলো চুলগুলো গুছিয়ে রাখতে গিয়ে অপেক্ষা করল সে তার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য।

'সৈনিক!' প্রতিবাদ করে উঠলেন জেনারেল ফর্বস। অভ্যাসবশতঃ তিনি তাঁর গোঁফে তা দিলেন। তাঁর মুখটা লাল থমথমে হয়ে উঠতে দেখা গেল।

'উনি প্রহরায় ছিলেন না?' মিস হেন্ডারসন তার বিদ্বেষের কাজটা শেষ করল এইভাবে।

'প্রহরায়? বাজে কথা বন্ধ করুন তো। ভদ্রলোক মিউজিক হল স্টেজে ছিলেন। এটাই ঘটনা! তারপর যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর ফ্রান্স থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। ফ্রান্স-এর বোমার আঘাতে তাঁর একটা হাত জখম হয়। যেভাবেই হোক, লেডি ক্যারিংটনের হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি।

'তার মানে এইভাবেই তাঁদের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল।'

'হ্যাঁ, এটাই ঘটনা! আহত নায়ক সে তখন। লেডি ক্যারিংটনের কোনো জ্ঞান গরিমা বলতে কিছু ছিল না, অথচ টাকার সমুদ্র তাঁর। ছ' মাস হলো বিধবা হয়েছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ কোনো সময়েই পাননি ভদ্রলোক।

লেডি ক্যারিংটন বিশেষ চাকুরির আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধের অফিসে তাঁর একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। এই সেই কর্নেল ক্ল্যাপারটন!

'আর যুদ্ধের আগে মিউজিক স্টেজের সঙ্গে ছিলেন তিনি', কথাগুলো বলতে গিয়ে মজা উপভোগ করল মিস হেন্ডারসন। ধূসর চুলের কর্নেল ক্ল্যাপারটনের সঙ্গে লাল নাকওয়ালা হাস্যকৌতুক অভিনেতা এবং হাসির খোরাক জোগানো গায়কের মিল খুঁজে বার করার চেষ্টা করল সে।

'এটাই ঘটনা!' বললেন জেনারেল ফর্বস। 'ব্যাসিংটন ফ্রেঞ্চ-এর কাছ থেকে শুনেছি। আর তিনি শুনেছিলেন বৃদ্ধ বেজার কোটেরিলের কাছ থেকে, এটা আবার স্নুকস পার্কারের কাছ থেকে শোনা কথা তাঁর।'

মাথা নাড়ল মিস হেন্ডারসন, তার মুখটা বেশ উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত। 'তার মানে দেখা যাচ্ছে, এইভাবে স্থিতি হন তিনি!' বলল সে।

তাদের কাছেই বসেছিল ছোট বেঁটে-খাটো চেহারার একটি লোক, মিনিট খানেকের জন্য তার মুখে স্বল্প হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল তাদের সেই আলোচনার কথা শুনে। সেই হাসিটা লক্ষ্য করল মিস হেন্ডারসন। পর্যবেক্ষক সে। ভদ্রলোকের হাসি দেখে তার মনে হলো তার শেষ মন্তব্যগুলোর প্রশংসা করলেন তিনি—এক মুহূর্তের জন্যও সেই কঠিন মন্তব্যে সন্দেহ প্রকাশ করলেন না জেনারেল। আর জেনারেল আদৌ সেই হাসিটা লক্ষ্য করেননি। চকিতে তিনি তাঁর ঘড়ির দিকে তাকালেন। উঠে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করলেন তিনি, 'ব্যায়াম। জাহাজে যে কেউ শরীরটাকে উপযুক্ত রাখতে ব্যায়াম করতে পারে।' তারপর তিনি আর দাঁড়ালেন না, খোলা দরজাপথে ডেকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

একটু আগে হাস্যরত সেই ভদ্রলোকটির দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিল মিস হেন্ডারসন। মার্জিত রুচিসম্পন্ন চাহনি, সঙ্গী যাত্রীদের সঙ্গে সে যে আলাপিত হওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুত, সেই ইঙ্গিত ছিল তার সেই দৃষ্টিতে।

'উনি বেশ উৎসাহী, তাই না?' ছোট-খাটো লোকটি নিজের থেকেই বলে উঠল।

'ঠিক আটচল্লিশবার ডেকের ওপর চক্কর দিয়ে বেড়ান উনি', বলল মিস হেন্ডারসন। 'কি সব সেকেলে গল্প! আর এরাই আবার বলে থাকে, আমরা নাকি স্ক্যান্ডাল প্রিয়।'

'এ কি ধরনের অভদ্রতা!'

'অথচ ফরাসী পুরুষরা সব সময়েই নম্র', বলল মিস হেন্ডারসন, তার কথায় একটা সূক্ষ্ম খোঁচার আঘাত ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মিস হেন্ডারসনের ভ্রান্ত অনুমানটা সংশোধন করতে গিয়ে উত্তর দিল সেই ছোট বেঁটে-খাটো মানুষটি। 'আমি একজন বেলজিয়ান মাদামোয়াজেল।'

'ওহো! আপনি বেলজিয়ান?'

'হ্যাঁ, আমি এরকুল পোয়ারো। বলুন, আপনার কি সেবা করতে পারি?'

নামটার সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে ছিল। নামটা যে আগে জেনে থাকবে সে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত সে। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি এই সমুদ্রযাত্রা উপভোগ করতে পারছেন?'

'সত্যি কথাই বলি তাহলে, মোটেই না। আমি মূর্খের মতো এখানে এসেছি। আমি খুবই ঘৃণা করি, এ ধরনের সমুদ্রযাত্রা আমার রুচিতে বাধে। মন স্থির থাকে না, না, কখনো-না, এমন কি এক মিনিটের জন্যও।'

'কিন্তু আপনাকে মানতেই হবে, এখন সব কিছুই বেশ শান্ত স্থির।'

অকপটে স্বীকার করল মঁসিয়ে পোয়ারো। 'হ্যাঁ, এক মুহূর্তের জন্য অবশ্যই। আর সেই জন্যই আমি আমার মন্তব্যের পুনর্বিবেচনা করছি। এখানে আমার চারপাশে যা ঘটে যাচ্ছে, তা দেখে আর একবার আগ্রহ বোধ করছি আমি। যেমন উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, জেনারেল ফর্বস-এর সঙ্গে আপনার মোকাবিলা করার ধরনটা।'

'মানে আপনি—' এখানে একটু থামল মিস হেন্ডারসন।

মাথা নোয়ালো এরকুল পোয়ারো। 'এই যে আপনার কলঙ্কিত ঘটনা থেকে নির্যাস বার করার পদ্ধতি আপনার সত্যি সত্যিই তা খুবই প্রশংসনীয়।'

নির্লজ্জের মতো হাসল মিস হেন্ডারসন। 'ওই প্রহরীর প্রসঙ্গে বলছেন তো? আমি জানি এতে ওই বয়স্ক মানুষটির গায়ে কাদা ছিটানো হবে।' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল সে, 'আমি স্বীকার করছি, স্ক্যান্ডাল আমি পছন্দ করি—যত খারাপ ধরনের হবে আমার কাছে ততই ভাল।'

মহিলাটির দিকে চিন্তিতভাবে তাকাল পোয়ারো, তার সযত্নে রক্ষিত স্লিম ফিগার, তার আকর্ষণীয় গভীর কালো দুটি চোখ, তার ধূসর চুল, পঁয়তাল্লিশ বছরের এ হেন মহিলার এখনো যা সৌন্দর্য যুবতী মেয়েদেরও বুঝি হার মানায়।

সহসা বলে উঠল এলি, 'আপনি তো একজন মহান গোয়েন্দা, তাই না?'

মাথা নত করে অভিবাদন জানাল পোয়ারো। 'আপনি দেখছি অত্যন্ত সহৃদয়া মাদামোয়াজেল।'

'ওঃ, কি রোমাঞ্চকর', বলল মিস হেন্ডারসন। 'আচ্ছা আপনি অপরাধীদের কাছে ভয়ঙ্কর আতঙ্কস্বরূপ, যেমন আপনার বইতে তারা বলে থাকে? আর আপনিই বলুন, আমাদের অবচেতন মনে কি কোনো অপরাধ প্রবণতা লুকিয়ে আছে গোপনে? কিংবা আমি কি হঠকারী?'

'না, একেবারেই না, না একেবারেই না আপনার প্রত্যাশা না মেটাতে পারার জন্য আমি বেদনাবোধ করছি। আর আমি আপনাকে এও বলে রাখছি, আর পাঁচজন যাত্রীদের মতোই আমি একজন যাত্রী এই জাহাজের, স্রেফ মজা লোটার জন্য এখানে এসেছি।'

এমন বিষণ্ণ গলায় কথাগুলো বলল সে, না হেসে থাকতে পারল না মিস হেন্ডারসন।

'ওহো! আপনি তো আবার আগামীকাল আলেকজেন্ড্রিয়ার উপকূলে যেতে পারেন। আচ্ছা, আগে কখনো আপনি ইজিপ্টে গেছেন?'

'না মাদামোয়াজেল, কখনো যাইনি, এই প্রথম।'

যে কোনো কারণেই হোক হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মিস হেন্ডারসন। 'আমার মনে হয় জেনারেলের স্বাস্থ্য ভ্রমণে তাঁর সাথী হওয়া উচিত আমার,' বলল সে।

বিনয়ের সঙ্গে পোয়ারোও উঠে দাঁড়াল। হাত নেড়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডেকের দিকে এগিয়ে গেল মিস হেন্ডারসন।

পোয়ারোর চোখে মুহূর্তের জন্য একটা ক্ষীণ বিহ্বল ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল। তারপর একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা জায়গা করে নিল তার ঠোঁটে। আর বসা নয়, সে এবার উঠে দাঁড়িয়ে ডেকের দিকে এগিয়ে যায়। চকিতে সেদিকে দৃষ্টি ফেলতে গিয়ে সে দেখল, একজন দীর্ঘদেহী সৈনিকসুলভ দেখতে লোকের সঙ্গে কথা বলছে মিস হেন্ডারসন রেলিং-এর ওপর তার দেহটা এলিয়ে দিয়ে।

পোয়ারোর সেই হাসিটা গভীর হলো। ধীরে ধীরে ধূমপান-ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল সে এমন করে যে, যেমন করে কচ্ছপ তার মাথাটা বাঁচানোর জন্য সময় সময় তার খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়ে সতর্ক হয়ে ঠিক সেই ভাবে। ওদিকে ধূমপান-ঘরে প্রবেশ করেই তার মনে হলো, অন্যদের থেকে তার এই যে নিজেকে আড়াল করা, বেশিক্ষণ হবে না।

হ্যাঁ, সত্যিই তা হয়নি। ঠিক সেই সময় দরজাপথে মিসেস ক্ল্যাপারটনকে বার থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। পরনে তাঁর স্মার্ট স্পোর্টস স্যুট, জালের আড়ালে ঢাকা তাঁর গায়ে দামি প্লাটিনামের অলঙ্কার। অত্যন্ত ফ্যাশানপ্রিয় মহিলা, তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য যে কোনো দাম দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন না।

মাতালের মতো মদের নেশাই হোক, কিংবা যে কোনো কারণেই হোক, পোয়ারোকে

প্রথমে তিনি চিনতে পারেননি। পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল পোয়ারো। মুখ আড়াল করে সে তার চেনা-জানা লোকেদের এড়িয়ে যেতে চাইছিল।

পেছন থেকে মিসেস ক্ল্যাপারটন তাকে তাঁর স্বামী ভেবে একবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে 'জন!' বলে চিৎকার করে পরমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার নরম গলায় বললেন, 'ওহো! আপনি! সুপ্রভাত মঁসিয়ে পোয়ারো, জনকে আপনি দেখেছেন?'

'উনি তো এখন স্টার বোর্ড ডেকে। আমি কি—'

'এখানে আমি একটু বসছি।' তার ঠিক উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসলেন তিনি রাজোচিত ফ্যাশানে। দূর থেকে দেখতে তাঁকে সম্ভবত আটাশ। আর এখন প্রসাধনে এবং দুর্দান্ত মেক-আপ দেওয়া সত্ত্বেও মনে হয়, তাঁর সত্যিকারের উনপঞ্চাশ বছর বয়স নয়, তারও বেশি, সম্ভবত পঞ্চান্ন। তাঁর নীল চোখের ছোট ছোট মণি দুটি এখনও শান্ত, স্থির।

'গতকাল রাতে নৈশভোজে আপনাকে দেখতে না পাওয়ায় আমি দুঃখিত' বললেন তিনি।'

'শরীরটা ভাল ছিল না, তাই—'

'সৌভাগ্যবশত আমি একজন চমৎকার নাবিক', বললেন মিসেস ক্ল্যাপারটন। 'সৌভাগ্যবশত বলছি এই কারণে যে, আমার দুর্বল হার্টে জাহাজের দোলানিতে সম্ভবত আমার মৃত্যু হতে পারত।'

'মাদাম, আপনার হার্ট কি খুবই দুর্বল?'

'হ্যাঁ, আমাকে সাবধান হতে হবে। পরিশ্রান্ত হওয়া চলবে না আমার! সব স্পেশালিস্টরাই এরকমই বলেছে আমাকে।' এরপর মিসেস ক্ল্যাপারটন তাঁর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিয়ে বললেন, 'বেচারা আমার প্রিয়তম জন, তার সব সময়েই লক্ষ্য থাকে আমার ওপর, কোনো ভারি কাজই সে করতে দেয় না আমাকে। এত বেশি কঠোর সংযমের মধ্যে আমাকে থাকতে হয়, আমি কি বোঝাতে চাইছি, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ বুঝতে পারছি।'

'আমার স্বামী সব সময়েই আমাকে উপদেশ দিয়ে থাকেন, "এডেলিন, আরো একটু সাবধানী হওয়ার চেষ্টা করো।" কিন্তু আমি পারি না। অত বাঁধা-ধরা নিয়মে আমি বাঁচতে চাইনা। জীবন হচ্ছে উপভোগ করা, খোলা-মেলায় থাকা, স্বাধীনভাবে ঘোরা-ফেরা করার জন্য। আমি অন্তত তাই মনে করি। সত্যি কথা বলতে কি, আমার পোশাক-আসাক, চলা-ফেরা যুদ্ধের সময় কর্মব্যস্ত মেয়েদের মতো। ওই যে আমার একটা হাসপাতাল, নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? অবশ্যই আমার হাসপাতালে নার্স, মেট্রন আছে কিন্তু আসলে আমি নিজেই হাসপাতালটা চালাই।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে।

'মাদাম, এই যে আপনার মনের জোর আর জীবনীশক্তি অপূর্ব', বলল পোয়ারো।

বাচ্চা মেয়ের মতো হাসলেন মিসেস ক্ল্যাপারটন। 'সবাই আমাকে বলে, দিনকে দিন আমার বয়স নাকি কমে যাচ্ছে। অবাস্তব। তেতাল্লিশের নিচে আমার বয়স, এরকম ভান আমি কখনো করি না। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করে না তারা। তারা বলে, "আপনি এতই জীবন্ত—"। কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, মানুষ যদি তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে, পঙ্গু জীবন নিয়ে কি লাভ তার বেঁচে থাকার?'

'সেক্ষেত্রে আমি বলব, মৃত্যুই তার শ্রেয়', স্পষ্ট কথাই বলল পোয়ারো।

এবার ভ্রূ কুঁচকে উঠল মিসেস ক্ল্যাপারটনের। উত্তরটা পছন্দ হলো না তাঁর। তাঁর মনে হলো, পোয়ারো বুঝি ঠাট্টা করছে তাঁর সঙ্গে। উঠে দাঁড়িয়ে নিষ্প্রভ নিরাসক্ত গলায় বললেন তিনি, 'যাই, জনকে খুঁজে বার করি।'

দরজার কাছে যেতেই তাঁর হাতব্যাগটা পড়ে গেল। বোধহয় জীপার খোলা থাকবে, তাই হাতব্যাগের জিনিসগুলো ছড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল পোয়ারো, মিনিট কয়েকের মধ্যেই লিপস্টিক, ভ্যানিটি ব্যাগ, সিগারেট কেস, লাইটার এবং আরো দু'-একটা টুকিটাকি জিনিস সংগ্রহ করা হয়ে গেল তার, তাকে নম্রভাবে ধন্যবাদ জানালেন মিসেস ক্ল্যাপারটন। তারপর নিচের ডেকে নেমে গিয়ে তিনি তাঁর স্বামীর নাম ধরে ডাকলেন, 'জন—'

ওদিকে মিস হেন্ডারসনের সঙ্গে তখনো গভীরভাবে আলোচনায় ব্যস্ত কর্নেল ক্ল্যাপারটন। স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন তিনি। স্ত্রীর প্রতি তাঁর বিনীত গদগদ ভাবটা লক্ষ্য করল এলি হেন্ডারসন। আর তখনি সে তার বিরক্তি কাটাতে নীল দিগন্তের দিকে তাকাল। ভাবলেশহীন আকাশের মতো হতে ইচ্ছে হলো তার।

ধূমপান-ঘরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে গিয়ে বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করতে থাকল পোয়ারো। অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না সেটা। পেছন থেকে কাঁপা কাঁপা কর্কশ কণ্ঠস্বরে তার সেই আমেজ ভাবটা উধাও হয়ে গেল নিমেষে। 'আমি ওঁর স্বামী হলে কবেই কুঠার দিয়ে আঘাত হানতাম ভদ্রমহিলার ওপর। 'উক্তিটি একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের—তরুণদের কাছে তিনি অসম্মানিত, সারা টি প্ল্যান্টারদের গ্র্যান্ডফাদার তিনি। 'বয়!' পরক্ষণেই তিনি আবার চিৎকার করে উঠলেন, 'এক পেগ হুইস্কি দাও আমাকে।'

মেঝের ওপর একটা কাগজের টুকরো পড়ে থাকতে দেখল পোয়ারো, হয়তো সেটা মিসেস ক্ল্যাপারটনের হাতব্যাগ থেকে পড়ে থাকবে, এবং সেটা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকবে। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নেয় সেটা পোয়ারো। ওষুধের প্রেসক্রিপসনের একটা টুকরোর অংশ সেটা। যত্নসহকারে পকেটে সেটা চালান করে দেয় সে, পরে মিসেস ক্ল্যাপারটনকে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে, ভাবলেন তিনি।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম', সেই বয়স্ক যাত্রীটি আবার বলতে শুরু করল, 'ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক মহিলা। এমনি এক মহিলাকে পুনায় দেখেছিলাম আমি, ১৮৮৭ সাল হবে তখন।'

'কেউ কি তাঁকে আঘাত করেছিল?' খবর নিল পোয়ারো। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়লেন।

'দেখবেন, বছর খানেকের মধ্যে তাঁর স্বামীকে কবরস্থ হওয়ার চিন্তায় তাঁকে ভুগতে হবে, আমার ধারণা, এখন থেকেই ভেবে দেখতে হবে ক্ল্যাপারটনকে। তিনি তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে বড্ড বেশি মাথা ঘামান, এটা কি বাড়াবাড়ি নয়?'

'তাঁর স্ত্রী যে সংসারে অর্থের ভান্ডারের দড়ি ধরে রেখেছেন', গম্ভীর গলায় বলল পোয়ারো।

'হাঃ, হাঃ!' মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করল বৃদ্ধ ভদ্রলোক। 'দেখছি, সমস্ত ব্যাপারটার একটা সারমর্ম আপনি ভেবে নিয়েছেন। অর্থের ভান্ডারের দড়ি ধরে রাখা...হাঃ, হাঃ!'

এই সময় ধূমপান-ঘরে দুটি মেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। একটা মেয়ের গোলগাল মুখে হলুদ দাগের ফুটকি, এবং হাওয়ায় উড়ছিল তার ঘন কালো চুলগুলো। আর অপর মেয়েটির মুখেও ছোট ছোট হলুদ দাগ এবং বাদামী রঙের কোঁকড়ানো চুল।

'উদ্ধার করতে হবে, উদ্ধার করতে হবে!' চিৎকার করে উঠল কিটি মুনি। 'পাম আর আমি উদ্ধার করতে যাচ্ছি কর্নেল ক্ল্যাপারটনকে।'

'তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে?' ঢোক গিলে বলল পামেলা ক্রেগান।

'আমার মনে হয়, তিনি যেন তাঁর স্ত্রীর পোষা...'

'আর তাঁর স্ত্রী হলেন ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক নারী—তিনি কিছুই করতে দেবেন না তাঁর স্বামীকে', মেয়ে দুটি একসঙ্গে বলে উঠল।

'আর তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে না থাকলে সহজেই তাঁকে হাত করে নিতে পারবে মিস হেন্ডারসন...'

'চমৎকার মহিলা তিনি। কিন্তু খুবই বয়স্ক...'

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে করতে চলে গেল তারা। 'উদ্ধার করতে হবে—উদ্ধার করতে হবে...'

কিন্তু কর্নেল ক্ল্যাপারটনকে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে উদ্ধার করা বোধহয় সম্ভব নয়। সেইদিনই সন্ধ্যায় এরকুল পোয়ারোর কাছে অষ্টাদশী পামেলা ক্রেগান এসে বলল, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমাদের লক্ষ্য রাখুন। মিসেস ক্ল্যাপারটনের নাকের ডগা দিয়ে কি করে তাঁর স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। তারপর জ্যোৎস্নার আলোয় জাহাজের ডেকে ওঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়াব, দেখবেন!'

আর ঠিক সেই সময় কর্নেল ক্ল্যাপারটনকে বলতে শোনা যায়, 'রোলসরয়েস কেনার টাকা আমি তোমাকে দেব। সারা জীবন ধরে ব্যবহার করার পক্ষে গাড়িটা ভাল। এখন আমার গাড়ি—'

'আমার গাড়ি, আমার মনে হয় জন—' খিঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ক্ল্যাপারটন।

তবে তাঁর এই বিশ্রী ব্যবহারে এতটুকু বিরক্ত হলেন না কর্নেল ক্ল্যাপারটন। হয় তিনি তাঁর স্ত্রীর এমন রূঢ় ব্যবহারে অভ্যস্ত, কিংবা—'

'কিংবা?' ভাবল পোয়ারো। এবং মনে মনে আন্দাজ করার চেষ্টা করল সে, বিকল্প কি হতে পারে।

'নিশ্চয়ই প্রিয়তমা, তোমার গাড়ি', কর্নেল ক্ল্যাপারটন মাথা নত করলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে এবং কোনোরকম ক্ষোভ প্রকাশ না করেই তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

'হয়তো তিনি ভদ্রভাবেই বললেন তাঁর স্ত্রীকে—চিন্তা করো না, কথা যখন তোমাকে দিয়েছি গাড়ি তুমি পাবেই—' ভাবল পোয়ারো। আবার পরক্ষণে তার মনে পড়ে গেল—'কিন্তু জেনারেল ফর্বস যে বলেন, একেবারেই ভদ্রলোক নন কর্নেল ক্ল্যাপারটন। আমি এখন অবাক হয়ে ভাবছি।'

ব্রীজ খেলার প্রস্তাব তোলা হয়। মিসেস ক্ল্যাপারটন, জেনারেল ফর্বস এবং শ্যেন দৃষ্টিতে তাকানো দম্পতি বসে পড়ল। একটা অজুহাত দেখিয়ে চলে গেল মিস হেন্ডারসন।

'আপনার স্বামীর কি খবর?' একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল ফর্বস।

'জন খেলবে না', বললেন মিসেস ক্ল্যাপারটন। 'ও বড্ড ক্লান্তিকর আমার কাছে।

তাসের কার্ডগুলো শাফ্‌ল করতে শুরু করল চারজন ব্রীজ খেলোয়াড়।

ওদিকে কর্নেল ক্ল্যাপারটনের দিকে এগিয়ে গেল পাম ও কিট্টি। তাঁর দুটো হাত দু'জনে ধরে নাছোড়বান্দা। 'আমাদের সঙ্গে আসছেন তো আপনি?' বলল পাম। 'বোট ডেকে! দেখছেন না কি সুন্দর জ্যোৎস্না?'

'বোকামো করো না জন', সতর্ক করে দেন মিসেস ক্ল্যাপারটন। ঠাণ্ডা লেগে যাবে তোমার।'

'আমাদের সঙ্গে থাকলে ওঁর ঠাণ্ডা লাগবে না', বলল কিট্টি। 'আমরা যা গরম!'

হাসতে হাসতে তাদের সঙ্গে চলে গেলেন তিনি।

পোয়ারো লক্ষ্য করল মিসেস ক্ল্যাপারটন তাঁর প্রারম্ভিক দুটি ক্লাবের কলের বদলে "নো বিড" ডাকলেন।

তারপর ডেকের ওপর ঘুরে বেড়ানোর জন্য বেরিয়ে পড়ল সে। রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়েছিল মিস হেন্ডারসন। চারদিক তাকিয়ে দেখছিল সে—তার চোখের চাহনি দেখে মনে হচ্ছিল, বোধহয় কর্নেলের জন্যই অপেক্ষা করছিল সে। যাইহোক, পোয়ারো তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই মিস হেন্ডারসনের মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করল তারা দু'জনে। তারপর তাকে নীরব দেখে জিজ্ঞেস করল মিস হেন্ডারসন, 'আচ্ছা, আপনি কি চিন্তা করছেন বলুন তো?'

উত্তরে বলল পোয়ারো, 'আমার ইংরিজি জ্ঞান সম্পর্কে আমি অবাক হচ্ছি। মিসেস ক্ল্যাপারটনকে বলতে শুনলাম "জন ব্রীজ খেলবে না।"

'তাই না? খেলতে পারবেন না, এই সহজ কথাটা বললেই তো পারতেন!'

'হয়তো তিনি সেটাকে তাঁর ব্যক্তিগত অপমান বলে ধরে নিয়ে থাকবেন, যা তাঁর

স্বামী উপলব্ধি করতে পারেননি বলেই আমার অনুমান', শুকনো গলায় বলল এলি।'ওঁকে বিয়ে করে ভদ্রলোক তাঁর জীবনে হয়তো সব থেকে বড় ভুল করে থাকবেন।'

অন্ধকারে সব কিছু অস্পষ্ট হলেও পোয়ারোর হাসিটা কিন্তু খুবই স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হলো। 'আপনার কি মনে হয় না, ওঁদের বিয়ে সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে?' তার কথার মধ্যে যেন একটা সংশয় ছিল।

'ওঁর মতো মহিলার সঙ্গে?'

কাঁধ ঝাঁকাল পোয়ারো। 'শুনেছি অনেক জঘন্য চরিত্রের নারীরাও তাদের স্বামীদের প্রতি অনুরক্ত হয়। এ এক প্রহেলিকা বা হেঁয়ালি বলা যেতে পারে। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, মিসেস ক্ল্যাপারটন এমন কিছু বলেননি বা করেননি যা শুনে মনে হবে তাঁর সেই উক্তি বা কার্যকলাপ তাঁর স্বামীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন।' মিস হেন্ডারসন তার উত্তরটা কি হবে যখন ভাবছিল, ঠিক তখনি ধূমপান-ঘরের জানালা দিয়ে মিসেস ক্ল্যাপারটনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'না, আর একটা রাবার খেলার কথা এখন আমি আর চিন্তা করতে পারি না। জায়গাটা বড় গুমোট হয়ে উঠেছে। ভাবছি ওপরে গিয়ে উন্মুক্ত ডেকে একটু হাওয়া খেয়ে আসব।'

'শুভরাত্রি', উত্তর না দিয়েই বলল মিস হেন্ডারসন। 'আমি শুতে চললাম।' তারপরেই সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

অলসভাবে ধীরে ধীরে লাউঞ্জের দিকে এগিয়ে গেল পোয়ারো। জায়গাটা নির্জন, মরুভূমি বললে বোধহয় একটুও অত্যুক্তি হবে না। তবে বিশেষ সুবিধে হলো কর্নেল ক্ল্যাপারটন ও মেয়ে দুটির। কর্নেল তার সঙ্গিনী মেয়ে দুটিকে তাঁর তাসের যাদুকরী খেলা দেখাচ্ছিলেন তখন। এ প্রসঙ্গে জেনারেলের কথা মনে পড়ে গেল পোয়ারোর—কর্নেল হওয়ার আগে ক্ল্যাপারটন মিউজিক হল স্টেজে কাজ করেছিলেন কিছুদিন।

'ওহো, তোমরা ব্রীজ না খেললেও দেখছি তাসের খেলা বেশ উপভোগ করো', মন্তব্য করলেন তিনি।

'আমার ব্রীজ না খেলার কারণ অবশ্য একটা আছে', বলে সুন্দর হাসি হাসলেন ক্ল্যাপারটন। 'ঠিক আছে, আমি তোমাদের দেখাব,—এসো আমরা এক-হাত খেলি।'

দ্রুত হাতে তাসের কার্ডগুলো বিতরণ করে দিলেন তিনি। 'তোমরা যে যার কার্ডগুলো তুলে নাও।' কিট্রির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। তারপর তিনি তাঁর নির্দিষ্ট কার্ডগুলো তুলে নিতেই অন্যেরা তাঁকে অনুসরণ করল। মঁসিয়ে পোয়ারোর হার্ট, পামেলার ডায়মন্ড, কিট্রির ক্লাব এবং কর্নেল ক্ল্যাপারটনের হাতে স্পেড।

'দেখ? বললেন তিনি। 'যে কেউ তার খুশিমতো তার পার্টনার আর বিপক্ষের তাস দেখতে পারে কিন্তু এই বন্ধুসুলভ খেলা থেকে তার দূরে থাকাই ভাল! তার ভাগ্য যদি খুব ভাল হয়, তাহলে অশুভ যাই হোক না কেন সেটা প্রকাশ পেয়ে যাবে।'

'ওহো!' ঢোক গিলে বলল কিট্টি।' সেটা আপনি কি করেই বা করবেন? সব তাসগুলোই তো দেখতে সাধারণ।'

'দ্রুত হাত সাফাই-এর কাজ হলে চোখকে ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে,' সাড়া জাগানো কথা বলল পোয়ারো। এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলের অভিব্যক্তিতে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন, হয়তো কোনো এক মুহূর্তের জন্য তাঁর সর্তকতায় ঢিলেমি পড়ে থাকবে।

হাসলো পোয়ারো। পাক্কা সাহেবের মুখোশের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছে যাদুকর।

পূব আকাশের ভোরের সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ এসে ভিড়ল আলেকজান্ড্রিয়ায়।

ব্রেকফাস্ট সেরে আসার পরেই দেখল পোয়ারো, সেই মেয়ে দুটি উপকূলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কর্নেল ক্ল্যাপারটনের সঙ্গে কথা বলছিল তারা।

'এখনি জাহাজ থেকে নামতে হবে আমাদের', তাড়া দিল কিট্টি। 'পাসপোর্টের লোকগুলো এখন তাদের ডিউটি থেকে সরে যাবে। আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন, আসবেন না? আর আমরা যদি নিজেরাই উপকূলে যাই, আপনি নিশ্চয়ই আমাদের যেতে দেবেন না? জানেন, আমাদের জীবনে যেকোনো সময়ে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে পারে।'

'তোমরা যে নিজেরা যেতে পার, এ আমি চিন্তাও করতে পারি না', বলে হাসলেন ক্ল্যাপারটন। 'কিন্তু আমার স্ত্রী এটা ভাবে কিনা জানি না।'

'খুবই খারাপ সেটা', বলল পাম। 'কিন্তু তিনি তো একটা সুন্দর টানা বিশ্রাম পেতে পারেন।'

কর্নেল ক্ল্যাপারটন কি করবেন মনস্থির করতে পারছিলেন না, তাঁর মুখ দেখে অন্তত তাই মনে হলো। প্রসঙ্গত তাঁর মধ্যে পলায়নের মনোভাব অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করছিল। পোয়ারোকে লক্ষ্য করেছিলেন তিনি।

'হ্যালো মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি উপকূলে যাচ্ছেন?'

'না', উত্তরে বলল পোয়ারো, 'যাব না ভাবছি।'

'আমি কিন্তু যাব—আমি যাবই যাব—তবে যাওয়ার আগে একবার এডেলিনের সঙ্গে কথা বলে আসব।'

'ঠিক আছে আসুন আমার সঙ্গে,' বলল পাম। তারপর পোয়ারোর দিকে চোখ পিটপিট করে বলল সে। 'সম্ভবত আমরা ওঁকে যাওয়ার জন্য বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করতে পারব।'

মনে হলো তার পরামর্শটা বেশ মনঃপূত হলো কর্নেল ক্ল্যাপারটনের। তাঁকে দেখে মনে হলো—তিনি যেন একটু স্বস্তি পেলেন।

'তাহলে তোমরা দুটি জুটি এসো,' হাল্কাভাবে বললেন তিনি। 'বি' ডেকের প্যাসেজ দিয়ে তাঁরা তিনজন এগিয়ে গেলেন অতঃপর।

ক্ল্যাপারটনের কেবিনের ঠিক উল্টো দিকেই ছিল পোয়ারোর কেবিন।

'এডেলিন!' কেবিনের দরজার সামনে থেকে কর্নেল ক্ল্যাপারটন তাঁর স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন, 'প্রিয়তমা, তুমি কি ঘুম থেকে উঠেছ?'

ঘুম জড়ানো স্বরে মিসেস ক্ল্যাপারটনের বিরক্তি ফুটে ওঠে, 'ওঃ, কে তুমি, আবার জ্বালাতন করতে এলে?'

'আমি জন। উপকূলে তোমার যাওয়ার কি হলো?'

'বলেছি তো, অবশ্যই আমি যাচ্ছি না।' তাঁর কণ্ঠস্বর ঝাঁঝালো এবং বিরক্তিতে ভরা! 'কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। তাই আজ সারাটা দিন বিছানা ছেড়ে আর উঠছি না।'

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল পাম, 'ওহো, মিসেস ক্ল্যাপারটন, আমি খুবই দুঃখিত। আপনাকে আমরা নিতে এলাম। আপনি কি একেবারেই ঠিক করে ফেলেছেন, আমাদের সঙ্গে যাবেনই না?'

'এককথা বারবার বলতে আমার ভাল লাগে না', তীক্ষ্নস্বরে বললেন তিনি, 'জেনে যাও, আমি অবশ্যই যাচ্ছি না, যাচ্ছি না!'

কেবিনের হাতল ঘোরাতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন কর্নেল।

'কি করছ জন? দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, কোনো লাভ হবে না। দরজা আমি ভেতর থেকে তালা দিয়ে রেখেছি। আমি চাই না, স্টুয়ার্ডরা আমাকে অযথা বিরক্ত করুক।'

'দুঃখিত প্রিয়তমা, আমি দুঃখিত। আমার মাফলারটা নিতে এসেছিলাম।'

'ওটা এখন তুমি পাবে না', সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন মিসেস ক্ল্যাপারটন। 'আমি এখন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছি না। জন তুমি চলে যাও। আমাকে একা একটু শান্তিতে থাকতে দাও দয়া করে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই প্রিয়তমা তুমি থাকো ঘুমের ঘোরে, আমি চলে যাচ্ছি।' দরজার সামনে থেকে ফিরে এলেন কর্নেল। আর তাঁর সাথী হলো পাম ও কিট্টি, তারা তাঁর গাঁ ঘেঁষে চলতে থাকে তাঁর সঙ্গে।

'চলুন, এখুনি যাওয়া যাক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনার টুপি আপনার মাথাতেই রয়েছে। কিন্তু আপনার পাসপোর্ট কেবিনে নেই তো?'

'না, সৌভাগ্যবশত পাসপোর্টটা আমার পকেটেই রয়েছে—' বললেন কর্নেল।

তাঁর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল কিট্টি, 'সে তো খুবই ভাল কথা, তাহলে এখন যাওয়া যাক।'

রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে তাদের তিনজনকে জাহাজ ছেড়ে চলে যেতে দেখল পোয়ারো। একসময় সে তার পাশে একজনকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনে ফিরে তাকাল সে, আর তখনি তার চোখের সামনে মিস হেন্ডারসনকে দেখতে পেল। তিন মূর্তির গমন পথের দিকে তাকিয়ে তার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছিল।

'তা হলে শেষ পর্যন্ত উপকূলে গেলো ওরা?' খোলাখুলিভাবেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল আবার মিস হেন্ডারসন।

'হ্যাঁ। তা আপনিও কি যাচ্ছেন?'

তার মাথার টুপি, তার হাতের ব্যাগ, তার পায়ের জুতোজোড়া দেখে পোয়ারোর মনে হলো, এসবই উপকূলে যাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর মিস হেন্ডারসন মাথা নেড়ে বলল, 'না, ভাবছি জাহাজেই থেকে যাব। অনেকগুলো চিঠি লিখতে হবে আমাকে।' বলেই সে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল পোয়ারোকে ছেড়ে।

সকালের আটচল্লিশ বার ডেকে চক্কর দেওয়ার পর মিস হেন্ডারসনের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে জেনারেল ফর্বস-এর মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো, 'আহ!' তারপর কর্নেল ও মেয়ে দুটির গমন পথের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'তার মানে এই হচ্ছে খেলা! মাদাম কোথায়?'

তাঁকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পোয়ারো বোঝায়, আজ সারাটা দিন তিনি তাঁর বিছানায় দিবানিদ্রায় কাটিয়ে দিতে চান।

'ওসব কথা বিশ্বাস করবেন না!' বৃদ্ধ যোদ্ধার একটি চোখ ছোট হতে দেখা গেল।' টিফিনের জন্য দেখবেন উনি ঠিক বিছানায় উঠে বসেছেন আর যদি দেখা যায়, সেই ভয়ঙ্কর মহিলাটি অনুপস্থিত, তাহলে তখন ব্যাপারটা নতুন করে ভাবতে হবে।'

কিন্তু জেনারেলের ভবিষ্যদ্বাণী ফলল না। মধ্যাহ্নভোজের সময় পর্যন্ত মিসেস ক্ল্যাপারটনকে তাঁর কেবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল না। ইতিমধ্যে উপকূলে বেড়িয়ে ফিরে এলেন ক্ল্যাপারটন তাঁর দু'জন সঙ্গিনী যুবতীর হাত ধরে। তখন বিকেল চারটে হবে। আর তখনো মিসেস ক্ল্যাপারটনের দেখা নেই।

পোয়ারো তখন তার কেবিনে। সেখান থেকে তাঁর কেবিনের দরজায় মৃদু শব্দ করতে শুনল সে। ভেতর থেকে তাঁর স্ত্রীর দরজা খোলার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। শেষ পর্যন্ত স্টুয়ার্ডের উদ্দেশে কর্নেলকে ডাকতে শুনল সে।

স্টুয়ার্ড ছুটে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

'দেখুন, অনেক ডাকাডাকির পরেও কেবিনের ভেতর থেকে আমার স্ত্রীর কোনো সাড়া-শব্দ পেলাম না। তা আপনার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে?'

পোয়ারো দ্রুত তার বাঙ্ক থেকে নেমে প্যাসেজে বেরিয়ে এলো। খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা জাহাজে। মিসেস ক্ল্যাপারটনকে তাঁর বাঙ্কে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে—স্থানীয় মানুষের ব্যবহৃত ড্যাগার দিয়ে তাঁর বুকে আঘাত করা হয়...একটা রুদ্রাক্ষের মালা পড়ে থাকতে দেখা যায় তাঁর কেবিনের মেঝেতে। সেই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর মৃত্যুর খবর শুনে জাহাজের প্রতিটি নিরীহ যাত্রী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। তাদের আশঙ্কা এভাবে চলতে থাকলে অন্য যে কোনো যাত্রী আবার সেই খুনীর শিকার হয়ে উঠতে পারে।

জাহাজে ছড়াতে থাকে একটার পর একটা রটনা। দুর্ঘটনার দিন ভেন্ডাররা, বিশেষ করে যারা রুদ্রাক্ষের মালা বিক্রী করার জন্য জাহাজে ওঠার অনুমতি পেয়েছিল, তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করল পোয়ারো। মিসেস ক্ল্যাপারটনের কেবিনের ড্রয়ার থেকে কিছু টাকা উধাও। কোনো অলঙ্কার বা দামী জিনিস চুরি যায়নি। এ ব্যাপারে একজন স্টুয়ার্ডকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, খুনের ব্যাপারটা স্বীকার করেছে সে।'

'এ সবের সত্যতাই বা কি?' গভীর আগ্রহ সহকারে পোয়ারোকে জিজ্ঞেস করল মিস এলি হেন্ডারসন। তার মুখটা কেমন যেন বিবর্ণ ও চিন্তায় জর্জরিত দেখাচ্ছিল।

'তা আমি কি করে জানব?'

'অবশ্যই আপনি জানেন'। বলল মিস এলি হেন্ডারসন।

সন্ধ্যা তখন রাত্রির দিকে গড়াচ্ছিল। বেশির ভাগ যাত্রীই যে যার কেবিনে আশ্রয় নিয়েছিল তখন। ডেক চেয়ারে বসেছিল মাত্র দু'জন যাত্রী তখন, পোয়ারো এবং মিস হেন্ডারসন। 'এখন আপনি আমাকে বলুন,' অনেকটাই আদেশের সুরেই বলল এলি।

চিন্তিতভাবে তাকে জরীপ করল পোয়ারো, 'কেসটা বেশ আগ্রহের', অবশেষে বলল পোয়ারো।

'বেশ কিছু দামী অলঙ্কার চুরি গেছে, এটা কি সত্য?'

মাথা নাড়ল পোয়ারো। 'না। কোনো অলঙ্কারই চুরি যায়নি। ড্রয়ারে কিছু খুচরো টাকা ছিল, কেবল সেগুলোই উধাও।'

'জাহাজে নিরাপদ ভ্রমণ আর কখনো ভাবতে পারব না আমি', কাঁপা কাঁপা গলায় বলল মিস হেন্ডারসন। 'সেই সব কফি-রঙের জানোয়ারদের মধ্যে কে খুন করতে পারে, এ ব্যাপারে কোনো ক্লু পেয়েছেন?'

'না' উত্তরে বলল এরকুল পোয়ারো। 'সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অদ্ভুত।'

'কি বোঝাতে চাইছেন?' তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল এলি।

হাত নেড়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে পোয়ারো। 'ঘটনাটা ভেবে দেখুন—মিসেস ক্ল্যাপারটনকে মৃত অবস্থায় দেখার সময় থেকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আগে মৃত্যু হয় তাঁর। কিছু নগদ অর্থ উধাও। একটা রুদ্রাক্ষের মালা পাওয়া যায় তাঁর কেবিনের মেঝে থেকে। কেবিনের দরজা বন্ধ ছিল ভেতর থেকে, আর চাবি উধাও। জানালা, পোর্ট-হোল নয়, ডেকের দিকের জানালা খোলা অবস্থায় ছিল।'

'তাহলে?' অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল এলি।

'তাহলে আপনি কি মনে করেন, এই পরিস্থিতিতে খুনী তাঁকে খুন করে থাকবে? মনে রাখবেন, পোস্টকার্ড বিক্রেতারা, টাকা বদলকারীরা, আর রুদ্রাক্ষের মালা বিক্রেতারা, যাদের জাহাজে ওঠার অনুমতি দেওয়া হয়, তারা সবাই পুলিশের পরিচিত।'

'সাধারণত স্টুয়ার্ডরা আপনার কেবিনের দরজায় তালা দিয়ে থাকে', উল্লেখ করল এলি।

'হ্যাঁ, যে কোনো চুরি-চামাড়ি এড়ানোর জন্য। কিন্তু মনে থাকে যেন এটা কোনো চুরি নয়—এটা একটা খুনের কেস!'

'তা না হয় হলো, এখন বলুন, আপনি ঠিক কি ভাবছেন মঁসিয়ে পোয়ারো?' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল যেন সে।

'তালা-বন্ধ দরজার কথা ভাবছি আমি।'

একটু সময় কি যেন ভাবল মিস হেন্ডারসন। 'এর মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য আমি দেখতে পাচ্ছি না। এমনও তো হতে পারে, খুনের কোনো চিহ্ন যাতে তাড়াতাড়ি আবিষ্কৃত না হয়, তার জন্য খুনী কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা সে তার সঙ্গে নিয়ে গেছে! দারুণ চতুর সে। কারণ বিকেল চারটের আগে পর্যন্ত মিস ক্ল্যাপারটনের মৃতদেহ আবিষ্কার করা যায়নি।'

'না, না মাদামোয়াজেল, আমার বক্তব্যের সঙ্গে আপনার এই ধারণাটা মিশিয়ে ফেলবেন না। খুনী যে কি করে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল, তার জন্য আমি মোটেই চিন্তিত নই। আমার একমাত্র চিন্তা হলো, কি করেই বা সেখানে ঢুকল সে!'

'অবশ্যই খোলা জানালাপথ ধরে।'

'কিন্তু সেই সম্ভাবনাটা খুবই অনিশ্চিত—মনে রাখবেন, ডেকে যাওয়ার জন্য ওই পথ দিয়ে প্রতি মুহূর্তে একজন না একজন কেউ যাতায়াত করে থাকে, অতএব ওই খোলা জানালা ব্যবহার করে থাকলে কেউ না কেউ খুনীকে ঠিকই দেখতে পেতো।'

'তাহলে সামনের দরজা দিয়ে', অধৈর্য হয়ে বলল এলি।

'কিন্তু মাদামোয়াজেল, আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন, ভেতর থেকে দরজা লক করে দিয়েছিলেন মিসেস ক্ল্যাপারটন। কর্নেল ক্ল্যাপারটন সকালে জাহাজ থেকে নামার আগেই সেই কাজটা সমাধা করেছিলেন তিনি। আর আমরা এও জানি যে, দরজা খোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন কর্নেল।'

'ননসেন্স। সম্ভবত ঠিক মতো দরজার হাতল ঘোরাননি তিনি।'

'কিন্তু আমরা যে শুধু তাঁর কথাতেই ব্যাপারটা অনুমান করেছি তা নয়, আসলে আমরা মিসেস ক্ল্যাপারটনকেও বলতে শুনেছি, কেবিনের ভেতর থেকে তাঁর দরজায় তালা লাগানোর কথা।'

'আমরা বলতে?'

মিস্ মুনি, মিস ক্রেগান, কর্নেল ক্ল্যাপারটন আর আমি নিজেও।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে অবশেষে অনেকটা বিরক্ত হয়ে বলল এলি, 'ঠিক আছে—এখন বলুন, এর থেকে কি ধারণা আপনি করেছেন? আর ধরুন, মিসেস ক্ল্যাপারটন যদি ভেতর থেকে দরজায় তালা দিয়েই থাকেন, আমার ধারণা, তালা খুলতেও পারেন তিনি।'

'অবশ্যই, অবশ্যই।' উজ্জ্বল মুখে এলির দিকে তাকাল পোয়ারো।

'তাহলে এখন দেখা যাক, সেক্ষেত্রে কি ঘটতে পারে। ধরুন মিসেস ক্ল্যাপারটন দরজা খুলে দিলেন এবং তিনি তাঁর খুনীকে কেবিনে প্রবেশ করতে দিলেন। এই ভাবেই কি রুদ্রাক্ষের মালা বিক্রেতাকে তিনি কেবিনে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল এলি, 'তার আসল পরিচয় হয়তো জানতেন না তিনি। হয়তো সে দরজায় নক্ করে থাকবে—বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে দেন তিনি এবং খুনী জোর করে কেবিনে ঢুকে হত্যা করে থাকবে তাঁকে।'

মাথা নাড়ল পোয়ারো। 'শান্তিতে বিছানায় শুয়ে থাকার সময় ছুরিকাহত হন তিনি।'

তার দিকে অবাক চোখে তাকাল মিস হেন্ডারসন। 'ওঃ, আপনার কি ধারণা?' হঠাৎ বলে উঠল সে।

হাসল পোয়ারো। মিসেস ক্ল্যাপারটন তাঁর খুনীকে আগে থেকেই চিনতেন, তাই তাঁর কেবিনে তাকে ঢুকতে দিতে আপত্তি করেননি তিনি, ঘটনাটা এইরকম দাঁড়াচ্ছে না?'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন', মিস হেন্ডারসনের কণ্ঠস্বর একটু কর্কশ শোনাল, 'খুনী এই জাহাজেরই একজন যাত্রী, বহিরাগত নয় সে?'

আবার মাথা নাড়ল পোয়ারো। 'ঘটনা থেকে তাইতো মনে হয়।'

'আর রুদ্রাক্ষের মালাটা ফেলে যাওয়ার সঙ্গে খুনের কোনো সম্পর্ক নেই বলছেন?'

'সম্ভবত।'

'টাকা চুরির ব্যাপারটাও কি তাই?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

তারপর খানিক নীরবতা নেমে আসে সেখানে। একসময় ধীরে ধীরে বলল মিস হেন্ডারসন, 'আমি ভেবেছিলাম, মিসেস ক্ল্যাপারটনের ব্যবহার মোটেই ভাল নয়, আর আমার এও মনে হয় যে, তাঁকে এভাবে খুন করার কোনো কারণ হয়তো থাকলেও থাকতে পারে।'

'সম্ভবত তাঁর স্বামী ছাড়া', বলল পোয়ারো।

'আমার মনে হয়, সত্যি সত্যি এধরনের চিন্তা আপনি করেন না।'

'এই জাহাজের প্রতিটি যাত্রীর মতামত হলো, তাঁকে কুঠারাঘাত করলে ঠিক কাজই করতেন কর্নেল ক্ল্যাপারটন। আমার ধারণা, এটাই প্রকৃত ব্যাখ্যা।'

পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল এলি হেন্ডারসন তার পরবর্তী বক্তব্য শোনার জন্য।

'কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি', পোয়ারো বলে চলে, আমার ব্যক্তিগত ধারণা হলো, ভাল মানুষ কর্নেলের মধ্যে তেমন কোনো ক্রোধের চিহ্ন আমি দেখতে পাইনি। তাছাড়া আরো একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, ওঁর একটা এ্যালিবাই ছিল। সারাটা দিন তিনি সেই মেয়ে দুটির সঙ্গে জাহাজের বাইরে কাটান, বিকেল চারটের আগে তাঁকে ফিরতে দেখা যায়নি। আর তার অনেক আগেই মিসেস ক্ল্যাপারটন নিহত হন।'

আবার একটা নীরবতা নেমে আসে সেখানে। এবার সেই নীরবতা ভঙ্গ করল এলি হেন্ডারসন নরম গলায়, 'কিন্তু তবু আপনি এখনো মনে করেন, এই জাহাজেরই কোনো এক যাত্রী তাঁর খুনী?'

পোয়ারো তার মাথা নত করল।

হঠাৎ হেসে উঠল হেন্ডারসন, অসংলগ্ন সেই হাসি। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার এই যুক্তি প্রমাণ করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই জাহাজে অনেক ভাল ভাল সব যাত্রী আছেন।'

পোয়ারো আবার মাথা নত করল তার উদ্দেশে। 'আপনার গোয়েন্দা কাহিনী থেকে একটা প্রবাদ আমি উল্লেখ করছি এখানে—''জানো ওয়াটসন, আমার একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে...'' বলল মিস হেন্ডারসন।

পরদিন সন্ধ্যায় নৈশভোজের টেবিলে প্রতিটি যাত্রী তার খাবারের প্লেটের পাশে একটা টাইপ করা স্লিপ পড়ে থাকতে দেখল—সেদিন রাত সাড়ে আটটার সময় মূল লাউঞ্জে মিলিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তাদের। সেই অনুরোধে সবাই জড়ো হলো সেখানে। সেই নির্দিষ্ট জমায়েতে উপস্থিত যাত্রীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন।

'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, গতকাল এই জাহাজে যে বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে গেছে, সে সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। আশাকরি এই অন্যায় অপরাধের জন্য যে দায়ী তার প্রকৃত বিচারের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং তাকে ধরার ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতা আপনারা করবেন।' এখানে একটু থেমে গলা পরিষ্কার করে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'সৌভাগ্যবশত এই জাহাজে মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারোকে আমরা পেয়েছি, সম্ভবত তাঁকে আপনারা সবাই চেনেন, নিহত মিসেস ক্ল্যাপারটনের পারিবারিক ব্যাপারে অনেক কিছুই জানা আছে তাঁর। এই কেসের প্রসঙ্গে তিনি আমাদের কাছে তাঁর কিছু বক্তব্য রাখতে চান। আশাকরি আপনারা তাঁর প্রতিটি কথা মনোযোগ সহকারে শুনবেন।'

কর্নেল ক্ল্যাপারটন নৈশভোজে উপস্থিত ছিলেন না। এই সময় সেখানে উপস্থিত হয়ে জেনারেল ফর্বসের পাসে এসে বসলেন তিনি। তাঁর মুখের ভাব দেখে মনে হলো, স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত, তবে একটা প্রবাদ আছে, ''ভাগ্যবানের বৌ মরে, আর অভাগার ঘোড়া মরে', সেই প্রবাদের মতো তাঁর মধ্যে স্বস্তির ভাব প্রকাশ পেতে দেখা গেল না। হয় তিনি একজন ভাল অভিনেতা, কিংবা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কখনো মতের মিল না হলেও তবু তাঁর সেই জেদী স্ত্রী খুবই প্রিয় ছিল তাঁর।

'মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো', ক্যাপ্টেন তাঁর আসন থেকে সরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন এখানে!' তাঁর আসনটা গ্রহণ করল পোয়ারো। উপস্থিত জনতাকে দেখে এই প্রথম নিজের গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করল সে।

'মঁসিয়ে ও মাদামোয়াজেলগণ', এই ভাবে শুরু করল পোয়ারো। 'আপনারা আমাকে আমার বক্তব্য রাখার জন্য যে প্রশ্রয় দিয়েছেন, আপনাদের এই মহানুভবতার জন্য আমি ধন্য। এ ধরনের কেসের ব্যাপারে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আর এ

কথাও সত্য যে, এ ধরনের বিশেষ বিশেষ কেসের একেবারে শুরুর ঘটনা কি করে জানতে হয়, সে সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে।' এখানে একটু থেমে সে ইঙ্গিত করতেই একজন স্টুয়ার্ড এগিয়ে এলো, এবং কাগজে মোড়া একটা ভারি আকারবিহীন জিনিস রাখল তার সামনে।

'আমি আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট চমক দিতে চাই', তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলল পোয়ারো। 'হয়তো তাতে আপনাদের মনে হতে পারে, আমি একজন অদ্ভুত ধরনের লোক, হয়তো বা পাগলও। তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি, আমার এই পাগলামির পেছনে—আপনারা ইংরাজরা যা বলে থাকেন—একটা পদ্ধতি, বিশেষ পদ্ধতি আছে।'

মিস হেন্ডারসনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো তার সেই সময়। সেই ভারি জিনিসটার ওপর থেকে মোড়ক খুলতে শুরু করল সে অতঃপর।

'আমি এখানে একটা সত্যের উল্লেখযোগ্য সাক্ষী হাজির করতে চাই, আর সেই সত্যটা হলো মিসেস ক্ল্যাপারটনের খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে।' মোড়কের শেষ কাগজটা টেনে খুলে ফেলতেই একটা প্রমাণ-সাইজের পুতুল বেরিয়ে এলো—ভেলভেটের পোশাক পড়ানো, এবং লেসের কলার।

'আর্থার এখন বলো', পোয়ারো স্পষ্ট গলায় বলল—তার কণ্ঠস্বর এখন আর কোনো বিদেশীর মতো নয়, একেবারে খাটি ইংরাজদের মতো, 'আমি আবার বলছি, তুমি আমাকে বলতে পার—মিসেস ক্ল্যাপারটনের মৃত্যু সম্পর্কে তুমি কি কিছু জানো?'

পুতুলটির গলা একটু বুঝি বা নড়েচড়ে উঠল, তার কাঠের চোয়াল রক্তমাংসের মানুষের মতো কঠিন হয়ে উঠল এবং পরক্ষণেই এক মহিলার কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো সেই কাঠের পুতুলের মুখ থেকে, 'কি করছ জন? দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কোনো লাভ হবে না। দরজা আমি ভেতর থেকে তালা দিয়ে রেখেছি—আমি চাই না, স্টুয়ার্ডরা অযথা আমাকে বিরক্ত করুক।...'

তারপরেই একটা চিৎকার—চেয়ার পড়ে যাওয়ার শব্দ—কাঁপা কাঁপা শরীর নিয়ে একজন লোককে উঠে দাঁড়াতে দেখা যায় সেই হট্টগোলের মধ্যে, তার একটা হাত তার কণ্ঠনালীর ওপর। কিছু যেন বলতে চায় সে—চেষ্টা করে সে। আর তারপরেই হঠাৎ তার শরীরে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি লক্ষ্য করা গেল। পরক্ষণেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মেঝের ওপর সে।

সেই লোকটি হলেন কর্নেল ক্ল্যাপারটন।

পোয়ারো এবং জাহাজের ডাক্তার হাঁটু মুড়ে তাকে পরীক্ষা করে দেখার পর উঠে দাঁড়াল।

'সব শেষ। আমার আশঙ্কা হার্টফেলের কেস...' সংক্ষেপে বলল ডাক্তার।

মাথা নাড়ল পোয়ারো। 'তাঁর চালাকির কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ার দরুন বোধহয় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে থাকবেন তিনি,' বলল সে।

তারপর জেনারেল ফর্বসের দিকে ফিরে বলল পোয়ারো, 'জেনারেল, মিউজিক হল স্টেজের উল্লেখটা করে আপনি তখন আমাকে একটা অতি মূল্যবান আভাস দিয়েছিলেন। প্রথমে কথাটা শুনে আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই—তারপর চিন্তা করি বারবার। চিন্তা করে আমি আমার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাই একসময়। ধরা যাক, যুদ্ধের আগে মিউজিক হল স্টেজে কাজ করার সময় অন্যের গলায়, স্টেজের কোনো অভিনেতার গলায় তার কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করার কাজ করতেন তিনি। স্টেজের পেছন থেকে তিনি তাঁর কাজ সারতেন। আর স্টেজের সেই অভিনেতা তার ঠোঁট নাড়ত এমন করে যে, দর্শকরা টেরই পেত না, কিন্তু কথাগুলো তার মুখ থেকে আদৌ বেরুচ্ছে না। এক্ষেত্রে কেবিনের ভেতরে তিনি যখন মৃত, সেই সময় সেখান থেকে ওই পুতুলের মুখ থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে স্বভাবতই তিনটি মানুষ ধরে নেয় যে, জীবিত অবস্থায় তিনি কথা বলে থাকবেন।...'

পোয়ারোর পাশেই দাঁড়িয়েছিল এলি হেন্ডারসন। তার গভীর কালো দুটি চোখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। 'আপনি কি জানতেন, ওঁর হার্ট দুর্বল ছিল?' জিজ্ঞেস করল এলি।

'আমার ধারণা তাই...মিসেস ক্ল্যাপারটন তাঁর হার্টের অসুখের কথা প্রায়ই বলতেন। তাঁর সেই কথাটা আমার মনে কেমন দাগ কেটে যায়। যে ধরনের মহিলা তিনি, নিজের স্বার্থটাকেই বড় করে তুলতেন সব সময়, এ হেন মহিলা যে অযথা নিজের অসুখটা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলতে পারেন, তাতে আশ্চর্যের কি আছে! তারপর একটা ছেঁড়া প্রেসক্রিপসন আমার হাতে আসে, হার্টের খুব কড়া ওষুধ ডিজিটালিন-এর প্রেসক্রিপসন। কিন্তু এই ওষুধ কখনোই মিসেস ক্ল্যাপারটনের হতে পারে না, কারণ এ ধরনের ওষুধ কোনো রোগী ব্যবহার করলে তার চোখে সেই ওষুধের প্রভাব পড়তে বাধ্য। অথচ তাঁর চোখে সেই প্রভাবটা আমি কখনো দেখতে পাইনি। তবে কর্নেলের চোখের দিকে একবারই তাকিয়ে আমি সেই ডিজিটালিন ওষুধের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করেছিলাম।'

বিড়বিড় করে বলল এলি, 'অতএব আপনি ভেবে নিলেন যে, এই ভাবেই তাঁর জীবনাবসান হয়ে থাকবে?'

'এটাই তো সব থেকে ভাল উপায়। কেন মাদামোয়াজেল, আপনি তা মনে করেন না?' নম্রভাবে বলল পোয়ারো।

এলির চোখ ভর্তি জল দেখতে পেল সে। এলি বলল, 'আপনি এত সব খবর জানতেন...একেবারে গোড়া থেকেই জানতেন বলে আমার ধারণা...কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি, এ খুন তিনি আমার জন্য করেননি...ওই দুটি যুবতী মেয়ের জন্য—তাঁর স্ত্রী তাঁকে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করতেন। তাই তিনি তাঁর হাত থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন—কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে—হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, এই ভাবেই ঘটনাটা ঘটেছিল...তা কর্নেলই যে খুনী, আপনি কখন জানতে পারলেন?'

'ওঁর আত্মসংযম ভাবটা ছিল অতি নিখুঁত', বলল পোয়ারো। 'ওঁর স্ত্রীর ব্যবহার

যত খারাপই হোক না কেন, তার জন্য কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি তাঁকে। এর থেকে বোঝা যায় যে, হয় তিনি তাঁর স্ত্রী কর্তৃক এত বেশি অত্যাচারিত হতেন যে, তাঁর কাছে সেটা ডাল-ভাতের মতো হয়ে যায়, তাই এ ব্যাপারে তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপই ছিল না; কিংবা ভেতরে ভেতরে তিনি তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, পরবর্তী এই বিকল্প পন্থাটাই আমি মেনে নিই...আর এখন দেখছি, আমার অনুমান ঠিক...'

'আর তারপর তাঁর সেই যাদুকরী ক্ষমতা তো ছিলই—অপরাধ অনুষ্ঠানের আগের দিন সন্ধ্যায় দূরে দূরে সরে থাকার ভান করলেন তিনি। কিন্তু ক্ল্যাপারটনের মতো মানুষ কখনোই দূরে সরে থাকতে পারেন না। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল। যারা তাঁকে জানত তাদের ধারণা, তিনি শুধু যাদুর খেলাই জানতেন না, কৌশলে কাজ হাঁসিল করতেও ওস্তাদ ছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি যে একজন অভিনেতা ছিলেন, অন্যের ভাব-ভঙ্গিমা, এমন কি তার কণ্ঠস্বরও যে তিনি নকল করতে পারতেন, এ খবর বোধহয় কারোর জানা ছিল না।'

'আর যে কণ্ঠস্বর আমরা শুনি—মিসেস ক্ল্যাপারটনের কণ্ঠস্বর?'

'একজন মহিলা স্টুয়ার্ডের কণ্ঠস্বর ছিল সেটা—একেবারে বেসুরো নয়। আমার ধারণা, তাকে স্টেজের পেছনে রাখা হয় এবং যা যা বলতে হবে তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়, যা টেপ করে পরে ওই কাঠের পুতুল থেকে টেপ বাজিয়ে শোনানো হয় আমাদের।'

'এ এক কৌশল—ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কৌশল,' চিৎকার করে উঠল এলি।

'খুনটা আমি সমর্থন করতে পারি না', বলল এরকুল পোয়ারো।

ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী

TRIANGLE AT RHODES

'ট্র্যাঙ্গল অ্যাট রোডস' ১৯৩৬ সালের সেকেন্ড ফেব্রুয়ারী আমেরিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় "দিস উইক" পত্রিকায়, তারপর প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালের মে মাসে "দ্য স্ট্র্যান্ড" পত্রিকায় 'পোয়ারো অ্যান্ড দ্য ট্র্যাঙ্গল অ্যাট রোডস' নামে।'

শ্বেত-শুভ্র বালুর ওপর বসে সূর্যস্নাত আলো ঝলমলে নীলাভ সমুদ্রের জলের দিকে তাকিয়েছিল এরকুল পোয়ারো। তার পরনে সাদা ফ্লানেলের পোশাকে একটা মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। একটা বিরাট আকারের পানামা টুপি প্রখর সূর্যের তাপ

থেকে তাকে বাঁচানোর পক্ষে যথেষ্ট। পোয়ারো সেই সব প্রাচীন-পন্থীদের একজন, যারা সাবেকী কায়দায় সূর্যতাপ থেকে নিজেদের দেহকে সযত্নে আড়াল করে রাখার জন্যে সচেষ্ট। ওদিকে তার পাশে বসে থাকা মিস পামেলা লায়ল, যে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল। তার হ্রস্ব পোশাকে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল

পাশের বোতল থেকে তেল নিয়ে মাখার ফাঁকে কখনো কখনো তার কথার বিরতি ঘটছিল।

মিস পামেলার অদূরে তার অতি ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মিস সারা ব্লেক জাঁকাল, তবে রুচিহীন ডোরাকাটা একটা তোয়ালের ওপর মুখ নিচু করে শুয়ে ছিল। মিস ব্লেকের দেহের চর্ম সংস্কার যতটা সম্ভব নিখুঁত এবং সেই দৃশ্য দেখে তার বন্ধু বার বার তার দিকে তাকাচ্ছিল ক্ষুব্ধ চোখে।

আমি এখনও এমন বেমানান,—পামেলা দুঃখ প্রকাশ করে বলল, মঁসিয়ে পোয়ারো, যদি আপনি কিছু না মনে করেন, তাহলে ডান কাঁধের ঠিক নিচে, ঠিকভাবে মালিশ করার জন্যে আমার হাত ওখানে পৌঁছুচ্ছে না, সেখানে একটু তেল মালিশ করে দেবেন?

পোয়ারো তার অনুরোধ রক্ষা করে তেল মাখা হাতটা রুমাল দিয়ে ভাল করে মুছে নিল। মিস লায়লের একমাত্র আকর্ষণ হলো, তার সংস্পর্শে যারা আসবে তাদের নিরীক্ষণ করা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং নিজের কথাই বেশি করে শোনাতে ভালবাসে সে। আর সেই কারণেই সে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল।

সেই সময় একজন ভদ্রমহিলাকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে পামেলা বলে উঠল,—আমি নিশ্চিত, ভ্যালেনটাইন ডেকার্স, মানে এখন ও চ্যান্ট্রি। দেখামাত্র আমি ওকে চিনে ফেলেছি। বাস্তবিক ওর চেহারাটা খুব সুন্দর, তাই নয় কি? হ্যাঁ, মানে এখন আমি বুঝতে পারছি, লোকে কেন ওর জন্যে এত পাগল। তবে ও—ও চায় যে, তারা এই রকমটাই হোক অর্থাৎ তাদের নিজেদের মধ্যে একটা ছোটখাটো যুদ্ধ বেধে যাক। কাল রাতে অন্য যারা এখানে এসেছে তারা হলো গোল্ড পরিবার। মিঃ গোল্ড দেখতে ভয়ঙ্কর সুন্দর।

সারা খুব নীচ গলায় বলল, মনে হয় ওরা মধুচন্দ্রিমা যাপনে এসেছে।

মিস লায়ল তার অভিজ্ঞতা দিয়ে মাথা নাড়ল—না, তা নয়, দেখছ না ওর পরনের পোশাক মোটেই নতুন নয়। সব সময় সব মেয়েদের দেখেই বিয়ের কনের কথা তুমি বলে থাকো। আচ্ছা মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার কি মনে হয় না যে, মানুষকে দেখা ও জানার মধ্যেও একটা আলাদা মজা আছে? এবং দেখতে হবে একবার তাকালেই তাদের সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হয়!

না ডার্লিং, কেবলমাত্র তাকিয়েই তুমি সন্তুষ্ট হওনা, সারা মিষ্টি হেসে বলল,—প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তবে তুমি ছাড়বে।

এখনও পর্যন্ত গোল্ড দম্পতির সঙ্গে একটা কথাও আমি তো বলিনি, মিস লায়ল সসম্ভ্রমে জবাব দিল,—সে যাই হোক, আমি ভাবতেই পারি না একজন অপরের প্রতি

কেন আগ্রহ প্রকাশ করবে না? মানুষের স্বভাবই হলো কেবল অপরকে মুগ্ধ করা। আপনার কি তা মনে হয় না মঁসিয়ে পোয়ারো?

সঙ্গীদের কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্যে বোধহয় ইচ্ছে করেই এবার সে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

সমুদ্রের নীল জলের ওপর থেকে চোখ না ফিরিয়েই পোয়ারো উত্তর দিল,—সবই ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করে।

তার কথায় যেন একটু আঘাত পেল পামেলা,—আমার মনে হয় না মানুষের মতো এমন মজার জীব ছাড়া অন্য আর কিছু আছে, যা ধারণাতীত।

ধারণাতীত? কথাটা ঠিক মানতে পারলাম না।

কিন্তু কথাটা তাই। ভাল করে আপনি ভেবে দেখুন, আপনার মনে হবে ঠিকমতো হয়তো আন্দাজ করতে পেরেছেন, কিন্তু পরক্ষণেই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার সব ধারণা পাল্টে যেতে পারে।

এরকুল পোয়ারো মাথা নাড়ল,—না, না সেটাও ঠিক নয়।

মানুষ খুব কমই বিপরীতধর্মী কাজ করে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সব কিছুই স্বভাবধর্ম।

আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। মিস পামেলা লায়ল বলল। মাঝে খানিক বিরতি। তারপর আবার সে নিজেকে প্রতিরোধ করতে উঠেপড়ে লাগল—অপরিচিত মানুষদের দেখা মাত্র আমি তাদের সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করে দিই, তারা কেমন মানুষ, একের অন্যের সঙ্গে কি সম্পর্ক, তারা কি ভাবে, কিই বা অনুভব করে। এ সব, সত্যিই এসব আমার কাছে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর বলে মনে হয় যেন।

কদাচিৎ। পোয়ারো বলল,—মানুষের প্রকৃতি প্রায়ই নিজের থেকে প্রকাশ পেয়ে থাকে যা কল্পনাতীত বলে মনে হতে পারে। ঐ যে সমুদ্র দেখছ, একটু চিন্তা করে সে আবার বলল,—তার রূপ সীমাহীন।

সারা একপাশে তার মাথাটা হেলিয়ে জিজ্ঞেস করল,—তাহলে আপনি কি মনে করেন, মানুষ গতানুগতিকের ছাপ মারা একই ধরনের কিছু পুনঃপ্রকাশ করে থাকে?

বালির ওপর আঙুলের টান দিয়ে কিছু একটা আঁকার চেষ্টা করতে করতে পোয়ারো বলল,—হ্যাঁ ঠিক তাই।

আচ্ছা আপনার ঐ আঁকার বিষয়বস্তুটা কি জানতে পারি? পামেলা হঠাৎ কৌতূহল প্রকাশ করল।

একটি ত্রিভুজ! পোয়ারো উত্তর দিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে পামেলার দৃষ্টি অন্যত্র পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে সে বলল,—ঐ যে চ্যান্ট্রি দম্পতিরা এদিকেই এগিয়ে আসছে।

সেই সময় বালুকা বেলার ওপর দিয়ে দীর্ঘাঙ্গী এক মহিলা হেঁটে আসছিল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে তার দেহ এবং রূপ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তাদের কাছাকাছি

এসে অভিবাদনের ভঙ্গিতে সে তার মাথাটা অর্ধনমিত করল এবং মৃদু হেসে সামান্য একটু ব্যবধান রেখে বালুর ওপর বসল। তার পরনে সাদা রঙের সাঁতারের পোশাক। তার ওপর একটা লাল ও সোনালী রঙের সিল্কের কাপড়, সেটা এবার কাঁধের ওপর থেকে খসে পড়ল।

প্যামেলা তার পানে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়েছিল। ভদ্রমহিলার দেহের গঠনটা ভারী সুন্দর নয় কি?

কিন্তু পোয়ারো তখন নীরবে উনচল্লিশ বছর বয়স্কা সুন্দরী মহিলার মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিল। হ্যাঁ, ষোল বছর বয়স থেকেই এর সৌন্দর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্য আর পাঁচজনের মতো ভ্যালেনটাইনের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে পোয়ারো। অনেক ব্যাপারেই সে বিখ্যাত, বিখ্যাত তার খামখেয়ালীপনার জন্যে, তার ঐশ্বর্যের জন্যে, বিখ্যাত তার নীল গভীর দুটি চোখের জন্যে। তাছাড়া বিবাহ সংক্রান্ত তার দুঃসাহসিক এবং রোমাঞ্চকর কার্যকলাপের জন্যেও বিশেষভাবে পরিচিতা সে। বিবাহ সূত্রে তার স্বামীর সংখ্যা পাঁচ এবং অসংখ্য প্রেমিক। একে একে সে বিয়ের গাঁটছাড়া বাঁধে, প্রথমে একজন ইটালিয়ান কাউন্টের সঙ্গে, তারপর একজন আমেরিকান লৌহ ব্যবসায়ী, একজন পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়, পরে একজন মোটর দৌড় প্রতিযোগীর সঙ্গে। এদের চারজনের মধ্যে একমাত্র আমেরিকান কাউন্টেরই মৃত্যু ঘটে, বাদবাকী তিনজনকে সে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ছাড়ে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায়। মাস ছয়েক আগে সে একজন নৌ বিভাগের কমান্ডারকে তার পঞ্চম স্বামী রূপে বরণ করে নেয়। সেই কমান্ডার ভদ্রলোক শান্ত পায়ে তাকে অনুসরণ করে এলো। তার গায়ের রঙ কালো, শক্ত চোয়াল, দেখতে শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোকের মতো তবে উগ্র স্বভাবের। খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয় তার মধ্যে বুঝি আদিম বনমানুষের ছাপ স্পষ্ট।

তাঁর দিকে তাকিয়ে ভ্যালেনটাইন বলল,—টনি ডার্লিং, আমার সিগারেট কেস—?

তার জন্যে সে যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। তার মুখের চেহারা দেখে অন্তত তাই মনে হলো। স্ত্রীর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিল সে। তারপর তার কাঁধ থেকে সাঁতারের পোশাকের ফিতেটা সরিয়ে দিতে সাহায্য করল। রোদ পোয়াতে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল ভ্যালেনটাইন। আর তার পাশে বসে থাকা লোকটির ধরন দেখে মনে হলো যেন সে বন্য জন্তুদের মতো সামনে শিকার রেখে পাহাড়া দিচ্ছে।

যতটা সম্ভব গলা নামিয়ে পামেলা বলল, জান এ ধরনের মানুষ আমাকে ভয়ঙ্কর কৌতূহলের মধ্যে টেনে আনে। লোকটি আস্ত একটি জানোয়ার। চুপচাপ অথচ কেমন কটমট করে তাকাচ্ছে, দেখছ না? মনে হয় এ ধরনের মেয়েরা এমন পুরুষ মানুষকেই পছন্দ করে থাকে। এ যেন হিংস্র বাঘকে পোষ মানানোর মতো। জানি না এভাবে কতদিন চলবে। এ ধরনের লোকদের নিয়ে খুব শীগ্‌গীরই হাঁপিয়ে উঠবে সে, আমার তাই ধারণা, বিশেষ করে আজকের দিনে। আবার এই মহিলাটি যদি তার হাত থেকে কখনো মুক্তি পেতে চায়, আমার মনে হয় তখন সে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

সেই সময় আর এক দম্পতি অত্যন্ত ভীরু পায়ে নেমে এলো সমুদ্রতীরে। তারা এখানে নবাগত, আগের দিন রাত্রে এসেছে। মিঃ এবং মিসেস ডগলাস গোল্ড, এ সব তথ্য হোটেলের ভিজিটার্স বুক থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিল মিস লায়ল। সে আরো জানে ইটালিয়ান আইন অনুযায়ী তাদের খ্রিস্টান নাম, বয়স সব লেখা থাকে তাদের পাসপোর্টে। মিঃ ডগলাস ক্যামেরন গোল্ডের বয়স একত্রিশ এবং মিসেস মার্জরী এম্মা গোল্ড পঁয়ত্রিশটা বসন্ত পেরিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে।

তার জবানবন্দী মতো লায়লের জীবনে প্রধান আকর্ষণ হলো, মানুষকে বিশ্লেষণ করা। ইংরিজীতে একটা প্রচলিত প্রবাদের মতো আগন্তুকদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে গেলে চার থেকে সাতদিনের জন্যে অপেক্ষা করে না বসে থেকে মিস পামেলার প্রথম আলাপেই অতি সহজভাবে তার সঙ্গে কথা বলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। অতএব মিসেস গোল্ডের মধ্যে একটু জড়তা দেখে সে নিজেই এগিয়ে গিয়ে তাকে সম্বোধন করল, সুপ্রভাত, আজকের দিনটি খুব চমৎকার, নয় কি?

মিসেস গোল্ডের চেহারা ছোটখাটো, অনেকটা ইঁদুরের মতো। তবে দেখতে খারাপ নয়, তার দেহের গড়ন স্বাভাবিক এবং দেখতে বেশ ভালই। কিন্তু তার আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং আড়ষ্টতার জন্যে স্বভাবতই উপেক্ষিতা সে। অপর দিকে তার স্বামীর চেহারা দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, চেহারায় একটা নাটুকে ভাব আছে। সুপুরুষ, মাথায় কোঁকড়ান চুল, নীল চোখ, চওড়া কাঁধ, সরু নিতম্ব। বাস্তব জীবনের যুবকের চেয়ে সে বেশ তরুণ বলেই মনে হয়, কতকটা মঞ্চের তরুণ নায়কের মতো। কিন্তু যে মুহূর্তে সে কথা বলতে আরম্ভ করে তখনই তার মুখের সেই তারুণ্যের ভাবটা কেমন যেন ফিকে হয়ে যায়। অবশ্য তখনও তাকে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়, এবং তখন তাকে একটু বোকা স্বভাবের বলে মনে হয়।

পামেলার প্রতি বিনয়ের ভঙ্গিতে তাকিয়ে মিসেস গোল্ড তার কাছে গিয়ে বসল।

কি সুন্দর তোমার গায়ের রঙ। তোমার কাছে আমি একেবারেই বেমানান।

পামেলার চোখে কৌতূহলদীপ্ত হাসি। এমন সুন্দর গায়ের রঙ পাওয়ার জন্যে আমাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। সামান্য একটু সময় থেমে সে আবার বলতে শুরু করল,—তোমরা তো সবে মাত্র এখানে এসেছ, তাই না?

হ্যাঁ কাল রাত্রে ভ্যাপো দ' ইটালিয়া নৌকোয় চড়ে এসেছি।

এর আগে এখানে কখনো এসেছিলে?

না। তবে জায়গাটা চমৎকার, নয় কি!

কিন্তু দুঃখের বিষয় জায়গাটা বড্ড দূরে। তার স্বামী জবাব দিল এবার।

হ্যাঁ, জায়গাটা যদি ইংলন্ডের কাছাকাছি হতো আরো ভাল হতো।

সারা এবার জড়ান গলায় বলল, হ্যাঁ তা ঠিক, কিন্তু তাহলে তখন আবার এখানে লোকের ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে যেত জায়গাটা।

কথাটা অবশ্যই সত্য। ডগলাস গোল্ড তাকে সমর্থন করে বলল এটা একটা বিশ্রী ব্যাপার যে, বর্তমানে ইতালীয় বিনিময় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংসের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

এতে কি একটা বিভেদের সৃষ্টি হয় না?

তাদের আলোচনা এখন গতানুগতিকতার পর্যায়ে নেমে এসেছিল। এখনকার এই আলোচনার বিষয়বস্তুটাকে কোনোমতেই বুদ্ধিদীপ্ত বলা চলে না।

তাদের এই আলোচনার ফাঁকে ভ্যালেনটাইন বুকের কাছে সাঁতারের পোশাকটা এক হাতে সামলাতে সামলাতে একটু দূরে গিয়ে বসল।

বেড়ালের চোখ দিয়ে সে দেখছিল সারা সমুদ্র-সৈকত। চকিতে মার্জরী গোল্ডের মুখের ওপর দিয়ে তার দৃষ্টি ঘুরে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার দৃষ্টি মিঃ ডগলাসের ওপর থমকে দাঁড়াল। সর্পিল গতিতে কাঁধে ঝাঁকুনি দিল সে। তারপর উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল,—টনি ডার্লিং—সূর্যের এই আলো ঈশ্বরের দান, তাই না? একসময় আমি যে সূর্যের উপাসক ছিলাম, তোমার কি তা মনে হয় না?

প্রত্যুত্তরে তার স্বামী নিচু গলায় হয়তো কিছু একটা বলল, কিন্তু তা কারও কানে পৌঁছল না। ভ্যালেনটাইন তেমনি আবার উচ্চ কণ্ঠে টেনে টেনে কথা বলল, ডার্লিং, তোয়ালেটা আর একটু চওড়া করে বিছিয়ে দেবে?

তার কথা শুনে মনে হলো, সুন্দর দেহটা নড়াচড়া করতে তার বোধহয় খুব কষ্ট হচ্ছিল। ডগলাস গোল্ড তাকিয়েছিল। স্পষ্টত তার চোখে অদম্য কৌতূহল?

মিসেস গোল্ড খুশি হয়ে পামেলার কাছে ভ্যালেনটাইনের প্রশংসা করল। সত্যি ঐ মহিলা কতই না সুন্দরী।

পামেলাও তেমনি উচ্ছ্বসিত হয়ে নিচু গলায় বলল,—তুমি জান, ও হচ্ছে এখন ভ্যালেনটাইন চ্যান্ট্রি, একসময় যে ছিল ভ্যালেনটাইন ডেকার্স। বাস্তবিক খুব সুন্দরী সে, তাই নয় কি? আর তার স্বামী ভদ্রলোক বৌ বলতে পাগল, দেখছ না তাকে একটুও চোখের আড়াল করতে চাইছে না সে।

মিসেস গোল্ড আর একবার সমুদ্র সৈকতের দিকে তাকাল তারপর সে বলল, সত্যি অপূর্ব সমুদ্র। দেখতে সুন্দর তার নীল জল। আমার মতে এখন আমাদের স্নানে যাওয়া উচিত। স্বামীর দিকে ফিরে সে বলল, ডগলাস, তুমি যাবে না?

তখনও সে ভ্যালেনটাইনকে পলক পতনহীন চোখে নিরীক্ষণ করছিল। তাই উত্তর দিতে এক মিনিট সময় নিল সে। তারপর একরকম অন্যমনস্কভাবেই জবাব দিল, চলো! তবে এক মিনিট সময় চাইছি।

মার্জরী গোল্ড উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে জলের দিকে এগোতে থাকল।

ভ্যালেনটাইন পাশ ফিরে একটু গড়িয়ে গেল। তার দৃষ্টি এখন মিঃ ডগলাসের দিকে। ডগলাসের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই তার মুখে একটা সুন্দর মিষ্টি হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেল।

এর ফলে ডগলাসের মুখ রক্তিম হয়ে উঠল।

সেই মুহূর্তে ভ্যালেন্টাইনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

টনি ডার্লিং, তুমি কিছু মনে করবে না তো? আমার একটু ফেসক্রীম দরকার।

ড্রেসিং টেবিলের ওপর সেটা পড়ে আছে। সেটা আমার এখনই চাই। সেটা আমার জন্য নিয়ে এসো।

কমান্ডার বেচারা আজ্ঞাবাহকের মতো উঠে দাঁড়াল। এবং তখুনি হোটেলের দিকে চলতে শুরু করল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মার্জরী গোল্ড জলে ঝাঁপ দিল, স্বামীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে করতে, কি সুন্দর, ডগলাস, জল বেশ গরম, চলে এসো।

পামেলা ডগলাসকে জিজ্ঞেস করল, আপনি জলে নামবেন না?

অস্পষ্টভাবে সে উত্তর দিল,—ও হ্যাঁ, তবে তার আগে রোদ্দুরে দেহটা আমি গরম করে নিতে চাই।

ওদিকে ভ্যালেনটাইন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার মাথাটা মুহূর্তের জন্যে শূন্যে একবার ভেসে উঠল, ভাবখানা এই যে, স্বামীকে ফিরে আসতে বলবে। কিন্তু সে ততক্ষণে হোটেলের বাগানের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল।

সবার শেষে জলে নামতে আমি পছন্দ করি। মিঃ ডগলাস কৈফিয়ত দেওয়া ভঙ্গিতে বলল।

ভ্যালেনটাইন ফিরে আবার বসে পড়ল। সূর্যস্নানের তেল ভর্তি ফ্লাস্কের ছিপি খুলতে গিয়ে সে একটু অসুবিধেয় পড়ল। অনেক চেষ্টা করেও শেষে ব্যর্থ হয়ে বিরক্তির সঙ্গে সে চিৎকার করে উঠল—ওগো প্রিয়, ছিপিটা আমি কিছুতেই খুলতে পারছি না। এই বলে সে অন্য আর পাঁচজনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল। আশ্চর্য।

সদা সর্বদা সাহসী পোয়ারো উঠে দাঁড়াল তাকে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু ডগলাস যেহেতু তার চেয়ে বয়সে তরুণ এবং চতুর স্বভাবের লোক, তাই পোয়ারো পৌছুবার আগেই সে তার কাছে উপস্থিত হয়ে শুধাল,—আমি কি আপনার কোনো সাহায্যে আসতে পারি?

ধন্যবাদ,—ভ্যালেনটাইনের চোখে-মুখে সেই স্বভাবসুলভ হাসিটা ফুটে উঠতে দেখা গেল,—আপনি খুব দয়ালু। ছিপি খোলার সময় প্রায়ই আমাকে বোকা বনে যেতে হয়, কারণ বন্ধ করার সময় ছিপিটা আমি উল্টো দিকে লাগিয়ে ফেলি। ওহো দেখছি ছিপিটা আপনি খুলে ফেলেছেন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ—

এরকুল পোয়ারো নিজের মনেই হাসল।

তারপর সে উঠে দাঁড়াল এবং বিপরীত দিকে সমুদ্র সৈকতের ওপর বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। অলসতার দরুণ বেশিদূর অগ্রসর হতে পারল না সে। ফিরে আসার সময় সে দেখল মিসেস গোল্ড জল থেকে উঠে আসছে। খানিক পরেই সে তার সঙ্গে মিলিত হলো। এতক্ষণ সে সাঁতার কাটছিল। তার মুখটা কেমন লালচে দেখাচ্ছিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল,—সমুদ্র আমি ভীষণ ভালবাসি। আর এখানকার সমুদ্রের জল বেশি ভাল লাগছে।

পোয়ারোর মনে হলো, সে বেশ উৎসাহী সাঁতারু।

সাঁতার কাটতে ডগলাস এবং আমি দু'জনেই ভীষণ পাগল। মিসেস ডগলাস আরো বলল,—ডগলাস ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ভেসে থাকতে পারে।

ডগলাসের প্রসঙ্গ উঠতেই পোয়ারো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, সেই উৎসাহী সাঁতারু মিঃ ডগলাস তখনও বসে আছে। ভ্যালেনটাইনের সঙ্গে গল্প করতে ব্যস্ত।

তার স্ত্রী একটু অবাক হয়ে বলল,—আমি ভেবেই পাচ্ছি না, কেন সে এখনও আসছে না। তার কণ্ঠস্বরে শিশুসুলভ ভাবের প্রকাশ।

পোয়ারোর দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিল ভ্যালেনটাইনের ওপর। সে ভাবল তাদের সময়েও অন্য মেয়েরা এ রকমই মন্তব্য করেছিল।

পাশে মিসেস গোল্ডের দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শুনতে পেল পোয়ারো। তার পরের কথাগুলো কেমন যেন নিস্তেজ এবং ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বলে মনে হলো।

আমার মতে মহিলাটি খুব আকর্ষণীয়া। কিন্তু ডগলাস ঠিক এই ধরনের মেয়েদের পছন্দ করে না।

এরকুল পোয়ারো কোনো উত্তর দিল না।

মিসেস গোল্ড ফিরে গিয়ে আবার জলে নামল। খুব ধীরে ধীরে সাঁতার কাটছিল সে। কিন্তু বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে। দেখে মনে হয় সাঁতার তার অত্যন্ত প্রিয়।

সমুদ্র সৈকতে উপবিষ্ট অন্য আর এক দলের দিকে পা চালিয়ে এগিয়ে গেল পোয়ারো। সে দেখল সেখানে বয়স্ক জেনারেল বারনেস বসে আছে। যদিও সে নবীন নয়, তবু নবীনদের সংস্পর্শই তার বেশি ভাল লাগে। পামেলা এবং সারার মাঝখানে বসেছিল সে। এবং পামেলা তার সঙ্গে নানান লোকের নানান কুৎসা রটাতে ব্যস্ত ছিল।

ইতিমধ্যে কমান্ডার হোটেল থেকে ফিরে এসেছিল। ভ্যালেনটাইনকে মাঝে রেখে সে এবং ডগলাস দু' পাশে বসেছিল। ভ্যালেনটাইন তাদের দু'জনের মাঝখানে বসে কেমন সহজ এবং মিষ্টি গলায় একবার পোয়ারোর সঙ্গে, ফিরে আবার ডগলাসের সঙ্গে সমান তালে গল্প চালিয়ে যাচ্ছিল।

একসময় ভ্যালেনটাইন তার শেষ করা গল্পের সূত্র ধরে ডগলাসকে জিজ্ঞেস করল,—তোমার কি মনে হয় সেই বোকা লোকটি কি বলতে পারে? ভ্যালেনটাইন পরক্ষণে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল,—লোকটি বলল,—তোমার সঙ্গে আমার মাত্র কয়েক মুহূর্তের আলাপ হলেও আমি কিন্তু চিরকাল তোমাকে মনে রাখব। তোমার কি মনে হয়, সেই লোকটি কি টনি নয়? এবং তুমি নিজেও জানো, আমার ধারণা, কি মিষ্টি তার স্বভাব। আমার আরো মনে হয়, সত্যি সত্যি পৃথিবীটা অত্যন্ত দয়াবানের জায়গা। মানে সবাই আমার উপকার করতে চায়। জানি না কেন, কেন তারা এত দয়া প্রদর্শন করে আমার ওপর। তাই তো আমি টনিকে বলে থাকি যদি তোমার হিংসা করতে হয় তাহলে ঐ কমিশনার ভদ্রলোকটির ওপর করতে পার। কারণ সত্যিই সে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তবে...

খানিক নীরবতা। তারপর ডগলাস গোল্ড বলল, কেন কমিশনারদের মধ্যে ভাল লোকও তো আছে!

হ্যাঁ, তা আছে বটে, কিন্তু আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে তাকে খুবই কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তবু আমাকে সাহায্য করতে পেরে সে বেশ খুশি হয়েছিল বলে মনে হয়।

অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমি নিশ্চিত যে কেউ আপনার উপকার করতে পেলে খুশি হবে। ডগলাস গোল্ড মন্তব্য করল।

ভ্যালেনটাইন উচ্ছ্বসিত হয়ে চিৎকার করে উঠল,—কি সুন্দর আপনার কথাগুলো। টনি, উনি কি বলছেন তুমি শুনেছ?

কমান্ডার গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল শুধু, কথা বলল না।

তার স্ত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

টনি বেশি কথা বলে না, তাই না টনি? বলে স্বামীর চুলের মধ্যে ভ্যালেন্টাইন তার সাদা হাতের লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলো চালাতে থাকল আদরের ভঙ্গিমায়।

টনি হঠাৎ তার দিকে বাঁকা চোখে তাকাল।

ভ্যালেনটাইন বিরক্তি প্রকাশ করে বলল,—সত্যি কথা বলতে কি আমি ঠিক বুঝতে পারি না এতদিন কি করে সে আমার সঙ্গে একত্রে বসবাস করেছে। সে শুধু ভয়ঙ্কর চতুর এবং চিন্তাশীল। অথচ আমি সব সময় অবান্তর বকবক করে চলেছি। কিন্তু তার জন্যে টনি কিছু মনে করে না। আমি কি করি কিংবা বলি তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। প্রতিবাদ করে না। এই ভাবেই সবাই আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি নিশ্চিত জানি এটা আমার পক্ষে ভয়ঙ্কর খারাপ লক্ষণ।

কমান্ডার তাকে বাধা দিয়ে এবার ডগলাসকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনার স্ত্রী কি এখনো সমুদ্রের জলেই পড়ে আছেন?

'হ্যাঁ, আমার অনুমান এখন তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় হয়ে গেছে।

ভ্যালেনটাইন কটাক্ষ করে বলল,—কিন্তু এখন এখানে সূর্যের আলোটা খুবই সুন্দর লাগছে। তাই এখনই আপনি সমুদ্রে যাবেন না কেন। টনি ডার্লিং, স্বামীর দিকে ফিরে সে বলল, আমি মনে করি না, আজ প্রথম দিনে আমার স্নান করা ঠিক হবে। ভয় হয় ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। কিন্তু তুমি এখনো যাচ্ছ না কেন, টনি ডার্লিং? তোমরা স্নান করে ফিরে না আসা পর্যন্ত মিঃ গোল্ড আমাকে সঙ্গ দেবেন। তাই তুমি অনায়াসে জলে নামতে পারো।

কমান্ডার অনিচ্ছা প্রকাশ করল,—ধন্যবাদ, কিন্তু এখনই আমি যেতে চাই না। তারপর ডগলাসের দিকে ফিরে বলল, মিঃ গোল্ড, মনে হয় আপনার স্ত্রী আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন।

ভ্যালেনটাইন ডগলাসের স্ত্রীর প্রশংসা করে বলল,—কেমন সুন্দর সাঁতার জানেন আপনার স্ত্রী। আমার নিশ্চিত ধারণা, উনি সেই সব মেয়েদের দলে যাদের সব কিছুই ভাল। তারা সব সময়ই আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দেয়, কারণ আমি তো মনে করি

আমার তো কোনো কিছুই ভাল নয়, তাই—তাদের সব গুণগুলো অকাজের মানুষ আমাকে ব্যথিত করে তোলে। টনি ডার্লিং, সব কিছুতেই আমি ভীষণ খারাপ, তোমার কাছে আমি একটা অকর্মণ্যের বোঝা, তাই না?

কিন্তু এবারও কমান্ডার কোনো কথা বলল না, শুধু মাথা নাড়ল।

তার স্ত্রী আক্ষেপ করে বলল, এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, তুমি খুব সুন্দর। পুরুষরা সত্যিই খুব উদার, আর সেই জন্যেই তাদেরকে আমি পছন্দ করি। আমার মনে হয় মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের মন অনেক বেশি উদার এবং তারা কখনও বাজে কথা বলে না। মেয়েদের মন যে অতি সংকীর্ণ, এ কথা আমি সব সময় মনে করি।

সারা ব্লেক ভ্যালেনটাইনের দিকে তাকিয়ে পোয়ারোকে উদ্দেশ্য করে কটাক্ষ করে বলল, ভদ্রমহিলাকে আমার মোটেই স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কি জাঁহাবাজ ঐ মেয়ে। এ ধরনের বাজে মেয়ের সঙ্গে এর আগে আমার কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। স্বামীর জন্যে যে কিছুই করতে পারে না, কিন্তু কথায় কথায় আব্দারের ভঙ্গিতে বলতে জানে,—টনি ডার্লিং। মিস ব্লেক ব্যঙ্গ করে আরও বলল, আমার মনে হয় ওর মগজ ঘিলুর বদলে বাজে কিছু জিনিসে ভর্তি আছে।

পোয়ারোর ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বমুখী হলো।

সত্যি অসহ্য।

যা বলেছেন। মিস ব্লেক আরো বিরক্ত হয়ে বলল,—একজন পুরুষ সঙ্গী নিয়ে তার মন ভরে না। অথচ তার স্বামীকে দেখে মনে হয়, তিনি ক্রোধে ফেটে পড়ছেন।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে পোয়ারো মন্তব্য করল,—মিসেস গোল্ড সাঁতারটা ভালই জানেন দেখছি।

হ্যাঁ, আমাদের মতো নয় যে, গা ভেজাতে ভয় পায়। আমার তো মনে হয় না যে, মিসেস ভ্যালেনটাইন আদৌ সমুদ্রে নামবেন।

না, জেনারেল বারনেস বিদ্রূপ করে বলল, প্রসাধন নষ্ট হয়ে যেতে পারে এমন কাজ সে বরদাস্ত করবে না। তাছাড়া ওঁকে দেখতে মোটেই সুন্দর নয়। দাঁতগুলো কেমন বড় বড়।

সে কিন্তু আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে জেনারেল। মিস ব্লেক দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে বলল, এবং প্রসাধন সম্বন্ধে আপনার ধারণা ভুল। আজকাল চুমু খেলে কিংবা জলে ভিজলে আমাদের প্রসাধন অটুটই থাকে।

ঐ যে মিসেস গোল্ড জল থেকে উঠে আসছেন। পামেলা ঘোষণা করল। এবার এখানকার আসর ভাঙল বলে। সারা গুনগুনিয়ে উঠল,—এবার মিসেস গোল্ড আসছেন তাঁর স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে,—ওঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও, ওঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও—

মিসেস গোল্ড সোজা সমুদ্র সৈকতের ওপর উঠে এলো। তার চেহারা ছোট-খাটো হলেও তার মাথার ওয়াটারপ্রুফ টুপিটা বেশ আকর্ষণীয় ছিল।

ডগলাস, তুমি আসবে না? সে বেশ অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল, কি সুন্দর সমুদ্র আর তার জল কি গরম।

নেহাত যেতেই হবে! একটু ইতস্ততঃ করে ডগলাস উঠে দাঁড়াল। এক মুহূর্তের জন্যে থামল। তারপর তাকে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে ভ্যালেনটাইন তার পানে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল।

বাঁচা গেল। ভ্যালেনটাইন বলল।

ডগলাস এবং তার স্বামী সমুদ্রে নেমে গেল।

তারা শ্রুতিগোচর হওয়ার সীমানা ছাড়িয়ে যেতেই পামেলা সমালোচনার ভঙ্গিতে বলল,—কাজটা যে সে ভাল করল না, আমার মনে হয় না তুমি তা জান। অন্য কোনো মহিলার কাছ থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়াটা অভদ্রতা। এতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়। আর সে কাজ স্বামীদের খুবই অপছন্দ।

মিস পামেলা, মনে হয় স্বামীদের সম্বন্ধে তোমার অনেক কিছুই জানা আছে। জেনারেল বারনেস মন্তব্য করল।

অন্যের স্বামীদের সম্বন্ধে, তবে আমার নিজের নয়।

বটে! সেইজন্যে আসল পার্থক্য তো এইখানেই।

হ্যাঁ, কিন্তু জেনারেল, কি করতে হয়, আর কিই বা করতে মানা, এমন অনেক কিছু শিখতে বাকী আছে আমার এখনও। সারা আরো বলল, বেশ ডার্লিং, একটি মাত্র কারণে আমি বিয়ে করব না।

তা তোমাকে খুব বুদ্ধিমতী বলে মনে হচ্ছে। জেনারেল মন্তব্য করল। ঐ ছোটখাটো ভদ্রমহিলাকেও তাই মনে হয়।

আপনি ঠিকই বলেছেন জেনারেল। সারা প্রত্যুত্তরে বলল, কিন্তু আপনি তো জানেন, বুদ্ধিমতী মহিলাদের বুদ্ধিমত্তারও একটা সীমা আছে। ভ্যালেনটাইনের বেলায় আমার তো মনেই হয় না, সে অত বুদ্ধিমতী হতে পারে।

মিস ব্লেক অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে নিচু গলায় অথচ উত্তেজিত হয়ে বলল,—কমান্ডারের দিকে একবার তাকিয়েই দেখুন না। তার মুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এ যেন ঝড়ের পূর্বাভাস, ঝড় উঠল বলে।

কমান্ডার তখন অপসৃয়মান গোল্ড দম্পতিদের দিকে তাকিয়ে নিজের খেয়ালে একা একাই রাগে বিড়বিড় করে বকছিল।

এবার পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে মিস ব্লেক শুধালো,—আচ্ছা, এ সব দেখে শুনে আপনার কি মনে হয়?

পোয়ারো মুখে কিছু বলল না, কিন্তু পুনরায় তার হাতের আঙুলগুলো বালির ওপর একটা কিছু যেন আঁকল। সেই একই অঙ্কন, একটি ত্রিভুজ।

শাশ্বত ত্রিভুজ। সেদিকে তাকিয়ে মিস ব্লেক বলল,—হয়তো আপনার ধারণাই ঠিক। আর তাই যদি হয় তাহলে আগামী কয়েক সপ্তাহে এখানে বেশ কিছু উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে আমাদের।

এখানে এসে এরকুল পোয়ারোকে নিরাশ হতে হলো। ছুটির অবকাশে সে এখানে বিশ্রাম নিতে এসেছিল। ছুটি, বিশেষ করে রহস্যময় জগৎ থেকে। অক্টোবরের শেষাশেষি, সুতরাং তার জানা ছিল, এ সময়টা এখানে বেশ ফাঁকাই থাকে। অতএব বেশ কয়েকটা দিন এখানে নিরালায় শান্তিতে কাটান যেতে পারে।

বাস্তবের দিক থেকে সেটা যথেষ্ট সত্য ছিল। এখন এখানে বাহিরের অতিথি বলতে কেবল চ্যান্ট্রি দম্পতি, গোল্ড দম্পতি, পামেলা এবং সারা জেনারেল বারনেস, দুটি ইতালীয় দম্পতি এবং সে নিজে। কিন্তু ঐ সীমাবদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে একটা কোনো অঘটন ঘটতে চলেছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এরকুল পোয়ারোর সেটা অনুমান করে নিতে একটুও অসুবিধে হয় না।

হয়তো আমার মনটা অপরাধপ্রবণ বলেই কি না কে জানে, পোয়ারো নিজের মনেই নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল, তাই এমন অনাবশ্যক দুশ্চিন্তা।

কিন্তু এর পরেও তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ বলে মনে হলো।

একদিন সকালে সে দেখল মিসেস গোল্ড সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। তার কাছাকাছি আসামাত্র পোয়ারো বুঝতে পারল, চকিতে একখানা কেমব্রিকের রুমাল তার চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিসেস গোল্ডের চোখ দুটি শুকনো ছিল, কিন্তু কেমন যেন সন্দেহজনক। তার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত প্রফুল্ল ভাব দেখে পোয়ারোর সন্দেহটা আরো বেশি ঘনীভূত হলো। তার ব্যবহারটা কেমন যেন কৃত্রিম কৃত্রিম বলে মনে হলো।

অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে মিসেস গোল্ড সম্ভাষণ জানাল,—সুপ্রভাত মঁসিয়ে পোয়ারো।

পোয়ারোর কেমন সন্দেহ হলো, মিসেস গোল্ড এমন ভাব দেখাতে চাইছে যেন সেখানে তার আগমনে সে খুশির আতিশয্যে নীরব থাকতে পারছে না। আসলে মিসেস গোল্ড তাকে আদৌ চিনত না। এবং যদিও পেশাগত কার্যক্ষেত্রে পোয়ারো একটু দাম্ভিক, তবে স্বভাবে সে খুবই বিনয়ী।

সুপ্রভাত ম্যাডাম, প্রতি-সম্ভাষণ জানিয়ে পোয়ারো বলল, আর একটি সুন্দর দিন।

হ্যাঁ, আমাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে আবহাওয়ার ব্যাপারে ডগলাস এবং আমার বরাবরই ভাগ্য যেন সুপ্রসন্ন।

সত্যি কি তাই?

হ্যাঁ, সত্যি এ ব্যাপারে আমরা দু'জনেই খুব ভাগ্যবান। জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, অন্যেরা যেখানে এত কষ্ট ভোগ করছে, অসুখী থাকছে, এবং বহু দম্পতি পরস্পর পরস্পরের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে, এবং এ ধরনের আরো কত সব অঘটন ঘটছে আজকাল, সেখানে আমাদের দাম্পত্য জীবনের এ সুখ প্রাপ্তির জন্যে সত্যিই আমরা উভয়ে উভয়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

আপনার কাছ থেকে এমন সুখবর শুনে খুব খুশি হলাম ম্যাডাম।

হ্যাঁ, ডগলাস এবং আমি দু'জনেই খুব সুখে আছি। জানেন, আমাদের বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর। যাইহোক, আজকের দিনে এই পাঁচটা বছর বেশ দীর্ঘ বলেই মনে হয়।

পোয়ারো শুকনো গলায় বলল,—কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পাঁচটা বছর অনন্তকাল বলে মনে হতে পারে, এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই ম্যাডাম।

কিন্তু আমি সত্যি বিশ্বাস করি প্রথম যখন আমাদের বিয়ে হয় তখনকার সময় থেকে আমরা এখন অনেক বেশি সুখী। জানেন, আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা নিটোল বোঝাপড়া আছে।

নিশ্চয়ই, সব দাম্পত্য সুখের মূল কথাটা হলো বোঝাপড়া।

আর সেই জন্যেই বোধহয় দাম্পত্য জীবনে যারা সুখী নয় তাদের জন্যে আমার ভীষণ দুঃখ হয়, করুণা হয়।

তার মানে আপনি বলতে চান—

ও হো, সাধারণভাবে কথাটা আমি বলছিলাম মঁসিয়ে পোয়ারো।

তাই বলুন! পোয়ারো আশ্বস্ত হলো তার কথায়।

এই ধরুন না, মিসেস ভ্যালেনটাইনের কথাই ধরুন না,—মিসেস ভ্যালেনটাইন? আমি মনে করি না আদৌ সে ভাল মহিলা।

না, না ঠিক তা নয়।

সত্যি কথা বলতে কি জানেন, ভদ্রমহিলাকে আমার মোটেই ভাল বলে মনে হয় না। সে যাই হোক, তার জন্যে সবার দুঃখ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, তার ঐশ্বর্য, তার অমন সৌন্দর্য এত সব থাকা সত্ত্বেও—কথা বলতে বলতে মিসেস গোল্ড ছুঁচে সুতো পরাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার হাত কাঁপছিল বলে পারল না। আমার মতে এ ধরনের মেয়েদের সঙ্গে থাকতে গিয়ে খুব সহজেই পুরুষরা হাঁপিয়ে ওঠে। আপনার কি তা মনে হয় না?

আমি নিজেই তার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি। পোয়ারো সতর্কতার সঙ্গে কথাটা বলল।

হ্যাঁ, আমি সে কথাই বলতে চাইছিলাম। মানুষের করুণা পাওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার,—মিসেস গোল্ড বলতে গিয়ে কেমন ইতস্তত করছিল, তার ঠোঁট কাঁপছিল, হাতের কাজে মন বসাতে পারছিল না.। তার এমন দুরবস্থার কারণ বুঝতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন এরকুল পোয়ারোর তেমন কোনো অসুবিধে হলো না।

মিসেস গোল্ড বিক্ষিপ্তভাবে বলতে থাকে,—পুরুষরা ঠিক শিশুদের মতো সরল। তারা সব কিছু সরল মনে বিশ্বাস করে নেয়।

মিসেস গোল্ড তার কাজের ওপর ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু কেমব্রিকের কাজে আবার সে অমনোযোগী হয়ে পড়ল।

পোয়ারো প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল,—আজ সকালে আপনি সমুদ্রে স্নান করতে গেলেন না? এবং মঁসিয়ে, মানে আপনার স্বামী কি সমুদ্রের ধারে ভ্রমণে বেরিয়েছেন?

মিসেস গোল্ড পোয়ারোর দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার চোখ দুটি বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। অমনি উৎফুল্লভাবে সে উত্তর দিল,—না, আজ সকালে আর যাওয়া হয়নি। আমরা ঠিক করেছিলাম পুরনো শহর দেখতে বেরোব। কিন্তু যে কারণেই হোক আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বাদ পড়ে গেছি। তারা আমাকে বাদ দিয়েই চলে গেছে।

সকলের নাম ব্যবহার করার দরুন কিছু একটা আন্দাজ করা যাচ্ছিল, কিন্তু পোয়ারো তার অনুমানের কথাটা বলার আগেই জেনারেল বারনেস সমুদ্র তীর থেকে উঠে তাদের পাশে এসে বসল একটা চেয়ার টেনে।

সুপ্রভাত মিসেস গোল্ড, সুপ্রভাত মঁসিয়ে পোয়ারো। সাত সকালে এখানে আপনারা দু'জন ছাড়া তো দেখছি ধূ ধূ মরুভূমি। অনেকেই অনুপস্থিত দেখছি। মিসেস গোল্ডের দিকে ফিরে সে এবার জিজ্ঞেস করল,—তা আপনার স্বামী আর মিসেস ভ্যালেনটাইন কোথায় গেলেন? তাদের দেখছি না তো!

আর কমান্ডার ভদ্রলোক? সেই সঙ্গে তার নামটাও জুড়ে দেয় পোয়ারো।

আরে না, না, তাকে আমি দেখে এসেছি। সে বেচারা মিস পামেলার খপ্পরে পড়েছে। জেনারেল মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে বলল,—কমান্ডারের মতো অমন স্বল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষের কথা বইতেই পড়েছি কেবল। তাকে নিয়ে পামেলা রীতিমতো ঝামেলায় পড়েছে।

কমান্ডারের প্রসঙ্গ উঠতেই মার্জরী গোল্ডের মুখের ওপর একটা আতঙ্কের ছায়া পড়তে দেখা গেল। ঐ লোকটি আমাকে যেন একটু ভয় পাইয়ে দেয়। সময় সময় তাকে এত কঠিন দেখায় যে, মনে হয় তখন সে সব কিছুই করতে পারে। আমার ধারণা এটা বদহজমেরই লক্ষণ। জেনারেল হাসতে হাসতে বলল, দেখা গেছে ডিসপেপসিয়া প্রেমের ক্ষেত্রে অনেক অঘটন ঘটিয়েছে।

মার্জরী গোল্ড মৃদু শান্ত হাসি হাসল।

তা তোমার সেই ভালমানুষটি কোথায়? জেনারেল জানতে চাইল।

কোনো রকম দ্বিধা না করে সহজভাবে হাসতে হাসতে মিসেস ডগলাস পাল্টা প্রশ্ন করল,—আপনি ডগলাসের কথা বলছেন? ও হো, সে আর মিসেস ভ্যালেনটাইন শহর দেখতে বেরিয়েছে।

তাই না কি! ব্যাপারটা খুব মজার বলে মনে হচ্ছে। তা তোমারও যাওয়া উচিত ছিল তাদের সঙ্গে।

মনে হয় আসতে আমার একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। কথাটা বলেই হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। এবং তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল।

জেনারেল বারনেস তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল অত্যন্ত চিন্তিতভাবে। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলতে থাকল,—চমৎকার ঐ ভদ্রমহিলা। অথচ কত অসৎ চরিত্রের স্ত্রীলোক না আছে, তাদের নাম আমি করতে চাই না। কিন্তু ভদ্রমহিলার গবেট স্বামীটা এখনও জানে না যে, কি জিনিস সে হারাতে যাচ্ছে।

সে আবার তার মাথাটা নাড়ল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হোটেলের ভিতরে চলে গেল সে।

সেইমাত্র সারা ব্লেক সমুদ্রতীর থেকে উঠে এলো সেখানে। জেনারেলের শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল সে।

অপসৃয়মান জেনারেলের দিকে দৃষ্টি রেখে সারা একটা চেয়ার টেনে বসতে গিয়ে তার দিকে একটা বিদ্রূপের তীর ছুঁড়ে দিল,—চমৎকার মেয়ে, চমৎকার মেয়ে। পুরুষদের স্বভাবই এই রকম। সব সময় কুৎসিত মেয়েদের প্রশংসা করে সস্তা দরের বাহাদুরি পেতে চায় এরা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো বরের বেশে এসব মেয়েদের হাত ধরতে বললে তখন এরাই আবার হাত গুটিয়ে নেয়। শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা খুবই সত্যি।

পোয়ারো অসংলগ্নভাবে বলল,—কিন্তু সারা, ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না।

আপনার ভাল ঠেকছে না? এবং আমারও! না, এখন আমাদের কিছু করা দরকার। আমার মতে চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থেকে কোনো অঘটন ঘটতে দেখা খুবই মর্মান্তিক। তাছাড়া যখন এ ব্যাপারে আমাদের কোনো বন্ধু স্থানীয় জড়িত।

কমান্ডার কোথায়? পোয়ারো জানতে চাইল।

সমুদ্র সৈকতের ওপর তাকে নিয়ে পামেলা এখন জোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। আসার সময় দেখলাম তার সারা চোখেমুখে প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস। বিশ্বাস করুন ঝড় উঠল বলে।

তাহলে বলতে হয়, নিশ্চয়ই কিছু একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা বোঝা খুবই সহজ। সারা বলল, কিন্তু কি যে ঘটতে যাচ্ছে সেটাই এখন প্রশ্ন।

পোয়ারো মাথা নেড়ে আক্ষেপ করে বলল, তোমার কথাই ঠিক। ভবিষ্যৎ চিন্তাই মানুষের চিন্তার বিষয়।

আশ্চর্য, কি অদ্ভুত চিন্তা। কথাটা শেষ করে সুশান হোটেলের ভিতরে চলে গেল।

হোটেলের প্রবেশপথে ডগলাস গোল্ডের সঙ্গে তার প্রায় ধাক্কা লেগে গিয়েছিল। জোয়ান লোকটি বেশ খুশি মনে বেরিয়ে এলো। সেই সঙ্গে তার চোখে-মুখে অপরাধী ভাবটাও ফুটে উঠতে দেখা গেল।

হ্যালো মঁসিয়ে পোয়ারো, পোয়ারোকে দেখে কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গিতে সে বলল,—এতক্ষণ মিসেস ভ্যালেনটাইনকে শহর ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলাম। কি করব মার্জরী যে যেতে চাইল না।

পোয়ারোর ভ্রূ সামান্য একটু ওপরে উঠল। কিছু একটা বলার ইচ্ছে থাকলেও বলা তার হলো না। কারণ সেই মুহূর্তে ভ্যালেনটাইন সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে আব্দারের ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল,—ডগলাস, এখুনি আমার পিঙ্ক জিন চাই।

ডগলাস গোল্ড পানীয়ের অর্ডার দিতে হোটেলের ভিতরে চলে গেল। ভ্যালেনটাইন পোয়ারোর পাশের চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিল ক্লান্ত হয়ে। আজ সকালে তার মুখটা অসম্ভব লালচে দেখাচ্ছিল।

একটু পরেই তার স্বামী এবং পামেলাকে সেদিকে এগিয়ে আসতে দেখে ভ্যালেনটাইন দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল,—টনি ডার্লিং, আরাম করে স্নান করেছ তো? আজকের সকালটা খুব মনোরম, তাই না?

কমান্ডার তার কথার কোনো জবাব দিল না। তেমনি চলতে চলতে এগিয়ে গেল সে। এমন কি তার দিকে ফিরেও তাকাল না। তারপর বারের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার হাত দুটি দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ ছিল। ঠিক যেন গোড়িলাদের মতো। তার চেহারার বন্য ভাবটা আরো বেশি প্রকট হয়ে উঠল।

ভ্যালেনটাইনকে স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছিল, কিন্তু তার মুখে হতাশার ছাপ।

পামেলা লায়লের মুখ দেখে মনে হলো, তার অমন দুরবস্থা দেখে সে বেশ কৌতুক বোধ করছে। তার অসহায়তার সুযোগ নিতে চাইছে। ভ্যালেনটাইনের পাশে বসে সে জিজ্ঞেস করল,—সকালটা তোমার বেশ ভালভাবেই কেটেছে, তাই না?

হ্যাঁ, অপূর্ব। আমার—ভ্যালেনটাইন কথা বলতে শুরু করতেই পোয়ারো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে বারের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে সে দেখল তরুণ ডগলাস পিঙ্ক জিনের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাকে কেমন রাগী মনে হলো। তাকে খুব বিচলিত এবং ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল।

কমান্ডার চ্যান্ট্রির দিকে পোয়ারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলল, জান, ঐ লোকটি একটি পশু।

তা হতে পারে, পোয়ারো তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বলল, —হ্যাঁ খুব সম্ভব তাই। কিন্তু এ কথাও আবার মনে রেখো, মেয়েরা ওর মতো বুনো মানুষদেরই বেশি পছন্দ করে থাকে।

ডগলাস আক্ষেপ করে বলল,—আমি আশ্চর্য হবো না যদি কোনোদিন শুনি যে, সে তার স্ত্রীর প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছে।

হয়তো ওর স্ত্রীও সেইরকমটিই চায়।

ডগলাস গোল্ড তার দিকে তাকাল হতভম্ব হয়ে। তারপর পিঙ্ক জিন সংগ্রহ করে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এরকুল পোয়ারো একটা টুলের ওপর বসে পানীয়ের অর্ডার দিল। যখন সে পানীয়ের গ্লাসে তৃপ্তি সহকারে চুমুক দিচ্ছিল তখন ভ্যালেনটাইন বারে ঢুকে উপর্যুপরি কয়েকবার পিঙ্ক জিন পান করল।

হঠাৎ কমান্ডার যেন পৃথিবীর সবাইকে শোনাবার জন্যে চিৎকার করে বলে উঠল,—যদি ভ্যালেনটাইন মনে করে থাকে কতকগুলো বোকা লোকের কাছ থেকে যেমন খুব সহজেই মুক্তি পেয়েছে, তেমনি আমার হাত থেকেও সে মুক্তি পাবে, তার

এরকম ধারণা করাটাই মস্ত বড় ভুল। আমি তাকে পেয়েছি, এবং সে আমারই থাকবে। আমার লাশ না ফেলা পর্যন্ত কেউ তাকে পেতে পারে না। কথাগুলো বলেই সে অনেকগুলো টাকা মাটির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো।

তিন দিন পরের ঘটনা। ধর্মস্থান বলে খ্যাত একটি পাহাড়ের ওপর উঠে এলো এরকুল পোয়ারো। সুন্দর শান্ত মনোরম জায়গা। সোনালী সুবজ ফার গাছের অরণ্যে ঘেরা পাহাড়। ওপরে উঠতে উঠতে অনেক উঁচুতে উঠে এলো সে। লোকালয় থেকে অনেক দূরে জায়গাটা। একটা রেস্টুরেন্টের সামনে সে তার গাড়ি দাঁড় করালো। নিচে, অনেক নিচে, গভীর উজ্জ্বল নীল সমুদ্র। পোয়ারোর দৃষ্টি থমকে দাঁড়াল সেদিকে।

অবশেষে এখানে সে শান্তির ঠিকানা খুঁজে পেল। সতর্কতার সঙ্গে সে তার ওভারকোটটা গা থেকে খুলে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর রেখে দিল। তারপর মাটির ওপর বসে পড়ল।

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সে এখানে কি করতে এসেছে। হঠাৎ তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো সামনের দিকে। সে দেখল একটি ছোট বেঁটেখাটো ভদ্রমহিলা তার কাছেই দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। পরনে তার বাদামী রঙের কোট এবং স্কার্ট। কাছে আসতে তাকে চেনা গেল, মার্জরী গোল্ড। ঠিক এই মুহূর্তে তার আগের সব ছলাকলা অনুপস্থিত বলে মনে হলো। তার চোখে জল, মুখটা থমথমে, চোখের জলে ভিজে ভিজে বলে মনে হলো।

পোয়ারো তাকে এড়াতে পারল না। সে তখন তার একেবারে সান্নিধ্যে এসে গিয়েছিল।

মঁসিয়ে পোয়ারো আমাকে আপনার সাহায্য করতে হবে। আমি ভীষণ দুরবস্থায় পড়েছি। জানি না এখন আমাকে কি করতে হবে! কিই বা আমার করা উচিত?

শঙ্কিত মুখ নিয়ে সে তাকাল তার দিকে। কোটের হাতায় তার হাতের আঙুলগুলো দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ। তারপর মিসেস গোল্ড যেন তার মুখের ওপর এমন কোনো ভয়াবহ চিহ্ন দেখতে পেয়ে দু' পা পিছিয়ে গেল।

ওকি, ও কি—আতঙ্কের ছায়া পড়ে তার মুখের ওপর।

ম্যাডাম, আপনি আমার কাছ থেকে উপদেশ চাইতে এসেছেন? খানিক আগে তাই না বলছিলেন!

হ্যাঁ, হ্যাঁ,—ভয়ে ভয়ে কোনোরকমে সে বলল।

তাহলে অতি সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে সে বলল,—দেরী হয়ে যাওয়ার আগে এই মুহূর্তে এই স্থান আপনি ত্যাগ করে চলে যান।

কি বললেন? অবাক চোখে সে তাকিয়ে রইল পোয়ারোর দিকে।

আমি জানি, আমার কথা আপনি ঠিকই শুনতে পেয়েছেন, আমি বলতে চাই এই দ্বীপ ছেড়ে আপনি এখনি চলে যান।

দ্বীপ ছেড়ে চলে যাব? বোকার মতো সে তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

হ্যাঁ, আমি সেই কথাই বলতে চাইছি।

কিন্তু কেন?

আপনার প্রতি এটা আমার উপদেশ। অবশ্য আপনার যদি প্রাণের মায়া থাকে তবেই।

ককিয়ে ওঠার মতো করে মার্জরী গোল্ড বলে উঠল—আপনি কি বলতে চান? তার মানে আপনি, আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

হ্যাঁ, পোয়ারো কঠিন সুরে বলল, আমার উদ্দেশ্য ঠিক তাই।

সে এবার ভেঙে পড়ল। দু'হাতে মুখ ঢেকে বলতে থাকল,—কিন্তু আমি পারব না। সে তাহলে আসবে না। মানে আমি বলতে চাই, যে ডগলাস আসবে না। ভ্যালেনটাইন তাকে বাধা দেবে আসতে। সে তার দেহ এবং মন সব ছিনিয়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। তার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিই ডগলাস মানতে চাইবে না এখন। তার জন্যে সে এখন পাগল। সে যা ডগলাসকে বলে সব সে বিশ্বাস করে নেয়। যেমন সে বলে যে, তার স্বামী তার প্রতি দুর্ব্যবহার করে। সে নির্দোষ, আজ পর্যন্ত কেউই তাকে ভাল করে বুঝতে চায়নি। এমন কি ডগলাস এখন আর আমার সম্বন্ধে কিছুই ভাবতে চায় না। আমি যেন এখন আর তার কেউ নই। সে এখন আমার কাছ থেকে মুক্তি পেতে চায়, সে চায় আমি তাকে ডিভোর্স করি। সে বিশ্বাস করে, ভ্যালেনটাইন তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করবে এবং তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু আমার ভয় হয়, কমান্ডার কখনই তাকে ছেড়ে দেবে না। সে ধরনের লোকই নয় সে। গতকাল রাত্রে ডগলাসকে সে তার হাতে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়েছে। বলেছে তার স্বামীই সেই আঘাত হেনেছে। এই ঘটনাটা ডগলাসকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। সে এত মরীয়া হয়ে উঠেছে, উঃ আমার ভীষণ ভয় করছে। শেষ পর্যন্ত এর পরিণতি কি যে হবে জানি না। এখন বলুন, কি আমি করব?

পোয়ারো উঠে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাল। সমুদ্রের নীল জলে পাহাড়ের ছায়া পড়েছিল সরল রেখার মতো। সেদিকে তাকিয়ে সে বলল,—আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি, এখুনি এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যান বেশি দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই।

সে তার মাথা নেড়ে বলতে থাকল,—আমি পারব না, আমি পারব না, যদি না ডগলাস—

পোয়ারো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। সে তার কাঁধ ঝাঁকুনি দিলো অজানা কোনো ভয়ে।

পোয়ারো এবং পামেলা লায়ল সমুদ্র সৈকতে বালুর ওপর বসেছিল।

পামেলা কৌতূহল প্রকাশ করল, মনে হচ্ছে ত্রিভুজ প্রেম বেশ জমে উঠেছে। কাল রাত্রে কমান্ডার এবং মিঃ ডগলাসের মাঝখানে নায়িকা অর্থাৎ মিসেস ভ্যালেনটাইন বসে আলোচনা করছিল। ভ্যালেনটাইনকে অতি মাত্রায় মদ গিলতে হয়েছিল। কমান্ডার

সরাসরি ডগলাসকে অপমান করছিল। ডগলাস অবশ্য ভাল ব্যবহারই করছিল। সে তার ধৈর্য রেখে চলছিল। ভ্যালেনটাইন মজা উপভোগ করছিল। তাকে তখন নরখাদক বাহিনীর মতো দেখাচ্ছিল। এর পরণিতি কি দাঁড়াতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

পোয়ারো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আমিও ভয় পাচ্ছি, আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি।

উঃ, আমরা সকলেই তো ভয় পাচ্ছি! মিস লায়ল বলল। সে আরো বলল, এটা আপনার পেশার আওতায় পড়ে, অথবা পড়তেও পারে। আপনি কি কিছুই করতে পারেন না?

সাধ্যমতো যা করার আমি করেছি।

মিস লায়ল আগ্রহ সহকারে তার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

আপনি কি করেছেন?

আমি মিসেস গোল্ডকে বলেছি বেশি দেরী না করে এখুনি এই দ্বীপ ছেড়ে যেন ওঁরা চলে যান।

তাহলে আপনি কি মনে করছেন—কথার মাঝখানে সে থেমে গেল।

হ্যাঁ, তোমার অনুমানই ঠিক।

অতএব আপনি যেটা ভেবেছেন সেটা ঘটতে যাচ্ছে! পামেলা ধীরে ধীরে বলল, কিন্তু সে পারবে না, এরকম কাজ এর আগে কখনো সে করেনি। সত্যি লোকটি খুবই ভাল। সবার মূলে ঐ ভ্যালেনটাইন। সে পারবে না, এ কাজ সে করতে পারবে না!

খানিক থেমে পামেলা নরম গলায় বলল,—খুন? আপনি কি সত্যি সত্যি সেই কথা চিন্তা করছেন।

কোনো একজনের মনে সেই চিন্তাটা আছে। সে কথা আমি তোমাকে পরে বলব।

পামেলা হঠাৎ কেঁপে উঠল ভয় পাওয়ায়।

আমি এটা বিশ্বাস করি না। পামেলা ঘোষণা করল।

উনত্রিশে অক্টোবরের রাত্রে যে রকম আশঙ্কা করা হচ্ছিল তা বেশ পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেল।

দৃশ্যের শুরু দুটি মানুষ গোল্ড এবং কমান্ডারকে নিয়ে। কমান্ডারের গলার আওয়াজ ক্রমশ চড়তে থাকল এবং তার শেষ কথাগুলো তারা চারজন, ডেস্কে অবস্থানরত কেশিয়ার, হোটেলের ম্যানেজার, জেনারেল বারনেস এবং পামেলা লায়ল শুনতে পেল স্পষ্ট করে।

লম্পট, যদি তুমি এবং আমার স্ত্রী ভেবে থাকো তোমরা আমার চোখ এড়িয়ে স্ফুর্তি করবে, প্রেম করবে, ভ্যালেনটাইনকে তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে, তাহলে তুমি ভুল করছ। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ভ্যালেনটাইন আমারই স্ত্রী হয়ে থাকবে।

তারপর কমান্ডার হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল। তার মুখটা রাগে উত্তেজনায় থমথম করছিল।

এসব ঘটনা হলো গিয়ে রাত্রে খাওয়ার আগে। খাওয়া-দাওয়ার পর (কি ভাবে সে আয়োজন হলো তা কেউ জানে না) তাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ভাব দেখা গেল। জ্যোৎস্নার আলোয় মোটরে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে মার্জরী গোল্ডকে আমন্ত্রণ জানাল ভ্যালেনটাইন। পামেলা এবং সারা তাদের সঙ্গে গেল। ওদিকে মিঃ গোল্ড এবং কমান্ডার দু'জনে বিলিয়ার্ড খেলল। তারপর খেলা শেষে তারা লাউঞ্জে পোয়ারো এবং জেনারেল বারনেসের সঙ্গে মিলিত হলো।

বলতে গেলে একরকম এই প্রথম কমান্ডারের হাসি মুখ দেখা গেল এবং তাকে ভাল ব্যবহার প্রকাশ করতে দেখা গেল।

কি, খেলা ভাল হলো তো? জেনারেল জিজ্ঞেস করল।

কমান্ডার বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিল,—উনি আমার চেয়ে অনেক ভাল খেলোয়াড়।

ডগলাস গোল্ড তার কথা মেনে নিতে পারল না। না, না আমি তেমন ভাল খেলতেই পারিনি। যাইহোক, এখন আপনারা কি খাবেন বলুন? ওয়েটারকে ডেকে আনছি।

ধন্যবাদ, আমার জন্যে পিঙ্ক জিন। কমান্ডার বলল।

ঠিক আছে। জেনারেল আপনার?

ধন্যবাদ। আমার জন্যে সোডা আর হুইস্কি।

আমার জন্যেও তাই। এবার পোয়ারোর দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল,

মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার জন্য কি বলব?

আপনি দেখছি ভীষণ অমায়িক। আমার পছন্দ সিরাপ কি ক্যাসিয়াস।

ক্ষমা করবেন, আপনি কি বললেন, সিরাপ?

সিরাপ কি ক্যাসিয়াস। পোয়ারো আবার বলল, ব্ল্যাককারান্টের সিরাপ।

এটা কি কোন পানীয়? আমার মনে হয় না এখানে ওটা পাওয়া যাবে। এ ধরনের নাম আমি আগে কখনও শুনিনি।

হ্যাঁ, পাওয়া যেতে পারে। তবে ওটা কোনো মদ জাতীয় পানীয় নয়।

ডগলাস গোল্ড হাসতে হাসতে বলল,—আপনার পছন্দটা আমার কাছে বড় অদ্ভুত লাগছে। তবে একথাও ঠিক যে, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটা পছন্দ বলে কথা আছে। সে যাই হোক, আমি গিয়ে অর্ডার দিচ্ছি।

কমান্ডার বসে পড়ল। স্বভাবের দিক দিয়ে তাকে বাচাল বলা চলে না আবার ভদ্রও বলা যায় না। তবে যতটা সম্ভব ভদ্রতা রক্ষা করার চেষ্টা করতে থাকল সে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, খবরাখবর না পেয়ে মানুষ কি করে চুপচাপ বসে থাকতে পারে। মন্তব্য করল সে।

জেনারেলের গলার ভেতর থেকে গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

বলতে পারি না। তবে 'কন্টিনেন্টাল ডেলি মেল' চারদিনের পুরনো হলেও আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। অবশ্য 'দি টাইমস' পত্রিকা প্রতি সপ্তাহেই

আমাকে পাঠানো হয়। কিন্তু সেগুলো আমার কাছে পৌঁছুতে অনেক দেরী হয়ে যায় এখনও।

কে জানে প্যালেস্টাইনের ব্যাপার নিয়ে আবার সাধারণ নির্বাচন হবে কি না!

সমস্ত জিনিসগুলো বাজেভাবে পরিচালিত হচ্ছে, জেনারেল তার এই মন্তব্যটা প্রকাশ করা মাত্র ডগলাস গোল্ড ফিরে এলো। সঙ্গে বেয়ারা। তার হাতে পানীয়।

জেনারেল সেই মাত্র উনিশশো পাঁচ সালে যখন সে ভারতবর্ষে ছিল সেই সময়কার মিলিটারী জীবনের কাহিনী শুরু করল। ইংলন্ডবাসী দু'জনের আগ্রহ না থাকলেও ধৈর্যের সঙ্গে তারা তার কথা শুনছিল। পোয়ারো মাঝে মাঝে পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

জেনারেলের গল্প বলার মাঝে প্রচণ্ড হাসির রোল উঠল।

তারপরেই লাউঞ্জের দরজাপথে মহিলাদের ফিরে আসতে দেখা গেল। ওদের চারজনকেই বেশ হাসিখুশিতে ভরা দেখাচ্ছিল, প্রাণখুলে হাসছিল, কথা বলছিল।

টনি ডার্লিং, আমাদের ভ্রমণ কি অপূর্বই না লাগল। ভ্যালেনটাইন তার স্বামী কমান্ডারের পাশের চেয়ারে বসে উচ্ছ্বসিত হয়ে আরো বলল, মিসেস গোল্ডের পরিকল্পনাটা চমৎকার। তোমাদেরও বেরিয়ে আসা উচিত।

আপনাদের জন্যে পানীয়ের ব্যবস্থা করব? কথাটা বলে কমান্ডার তাদের দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু নেত্রে।

ডার্লিং, আমার জন্যে পিঙ্ক জিন। ভ্যালেনটাইন বলল।

জিন আর জিঞ্জার বিয়ার আমার জন্যে, পামেলা তার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

ড্রাই মারটিনি, সুশান বলল।

ঠিক আছে। কমান্ডার উঠে দাঁড়াল। সে তখনও তার নিজের হাতের পিঙ্ক জিনের গ্লাসে চুমুক দেয়নি। সেই গ্লাসটা সে তার স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলল,—তুমি এটা নাও। আমি আমার জন্যে নিয়ে আসছি। তারপর মিসেস গোল্ডের দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল,—মিসেস গোল্ড, আপনার জন্যে কি আনব?

মিসেস গোল্ড তখন তার স্বামীর সাহায্যে গায়ের কোটটা খোলার চেষ্টা করছিল। তারপর কমান্ডারের দিকে ফিরে মৃদু হেসে বলল,—অরেঞ্জ পাওয়া যেতে পারে?

নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এই বলে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মিসেস গোল্ড তার স্বামীর পানে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

জানো ডগলাস, বাইরে বেরিয়ে কি ভাল যে লাগল। আমার ইচ্ছে ছিল তুমি আমার সঙ্গে যাও।

আমারও খুব যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ডগলাস বলল,—আর একদিন রাত্রে আমরা যাব, কেমন?

তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

মিসেস ভ্যালেনটাইন পিঙ্ক জিনের গ্লাসটা হাতে তুলে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গলাধঃকরণ করে ফেলল।

আঃ—একটা তৃপ্তির আমেজ তার কথায় প্রকাশ পেল,—এটা আমার ভীষণ প্রয়োজন ছিল।

ডগলাস গোল্ড মার্জরী গোল্ডের গা থেকে কোটটা খুলে নিয়ে সোফার ওপর রেখে দিল। তারপর উপস্থিত অন্যদের দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে চমকে উঠল সে। সবার চোখে একটা আতঙ্কের ছায়া। সঙ্গে সঙ্গে ডগলাস জিজ্ঞেস করল,—হ্যালো, কি হলো?

সবার দৃষ্টি তখন ভ্যালেনটাইনের দিকে। ভ্যালেনটাইন তখন ধীরে ধীরে তার চেয়ারের ওপর ঢলে পড়ছিল। তার ঠোঁট-যুগল নীল হয়ে গিয়েছিল এবং বুকের ওপর সে তার হাতটা বোলাতে থাকে। মনে হয় ভ্যালেনটাইন তার বুকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করছিল। ধীরে ধীরে বলল সে—আমার শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে। নিঃশ্বাস নিতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

সেই সময় কমান্ডার আবার ঘরের ভিতরে ফিরে এলো। সেই দৃশ্য দেখে সে তাড়াতাড়ি ভ্যালেনটাইনের সামনে ছুটে এলো।

হ্যালো ভ্যাল, কি হয়েছে তোমার?

আমি, আমি ঠিক জানি না। তবে ঐ পানীয়টা কেমন বিস্বাদ—ঐ পিঙ্ক জিন?

কমান্ডার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চারদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিল। অবশেষে ডগলাসের কাঁধ চেপে ধরল।

সেই পানীয়ের গ্লাসটা তুমিই আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে গোল্ড, বলো তাতে কি তুমি মিশিয়েছ?

ডগলাস গোল্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভ্যালেনটাইনের দিকে তাকিয়েছিল। সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে বলে মনে হলো। তার মুখটা ফ্যাকাশে সাদা দেখাচ্ছিল।

আ—আমি কখনো—

ভ্যালেনটাইনের দেহটা চেয়ারের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

তাড়াতাড়ি আপনারা কেউ একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসুন! জেনারেল বারনেস চিৎকার করে উঠল।

পাঁচ মিনিট পরেই ভ্যালেনটাইন মারা গেল।

পরের দিন সকালে কেউ আর সমুদ্রস্নানে গেল না।

পামেলা লায়লের পরনে কালো পোশাক। সাদা ফ্যাকাশে বিবর্ণ শোকাতুর মুখ। হলঘরে প্রবেশ করে পোয়ারোকে দেখতে পেয়ে পামেলা তার হাত ধরে তাকে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

কি ভয়ঙ্কর! পামেলা বলল, ভয়ঙ্কর এই সত্য কথাটা আপনি আগেই আমাকে বলেছিলেন। আপনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। এটা তাহলে সত্যি সত্যি খুন!

পোয়ারো গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল।

উঃ! পামেলা ককিয়ে কেঁদে উঠল। মেঝের ওপর সে তার পা ঠুকতে থাকল। এটা আপনার থামান উচিৎ ছিল। যে ভাবেই হোক, আমার বিশ্বাস আপনি তা পারতেন।

কি ভাবে? পোয়ারো প্রশ্ন করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে পামেলার পক্ষে তার প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হলো না। একটু সময় ভেবে নিয়ে পামেলা জবাব দিল,—আপনি অন্তত পুলিশেও খবর দিতে পারতেন?

তা পুলিশের কাছে গিয়ে আমি কি বলতাম? কোনো কিছু ঘটার আগে কিই বা বলা যেতে পারে! খুন? তাহলে আমি তোমাকে বলি শোনো পামেলা, যদি কেউ সংকল্প নেয় কাউকে খুন করবে তাহলে—

যে খুন হতে যাচ্ছে অন্তত তাকেও তো আপনি সাবধান করে দিতে পারতেন। পামেলা তাকে থামিয়ে দিয়ে কৈফিয়ত চাইল।

কখনো, কখনো, পোয়ারো বলল, সতর্ক করে দেওয়াটা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

তবু খুনীকে আপনি একটু সতর্ক করে দিতে পারতেন, পামেলা আস্তে আস্তে বলল, তাকে বলতে পারতেন যে, আপনি তার উদ্দেশ্যের কথা জেনে গেছেন।

পোয়ারো তার যুক্তির প্রশংসা করে মাথা নাড়ল।

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও অপরাধীর সঠিক উদ্দেশ্য কি সেটা আগে বিশ্লেষণ করা দরকার।

সেটা কি?

মিথ্যে অহঙ্কার। দুষ্কৃতকারী কখনও বিশ্বাস করে না যে, তার খারাপ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে।

কিন্তু এ অসম্ভব, বোকামো, পামেলা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল,—তাহলে গোড়া থেকে এরকম ছেলেমানুষের মতো কাজ সে করতো না। তাছাড়া গতকাল রাত্রে তখুনি পুলিশই বা কেন ডগলাস গোল্ডকে গ্রেপ্তার করে ধরে নিয়ে গেল?

হ্যাঁ, চিন্তা করে পোয়ারো বলল, ডগলাস গোল্ড আসলে অত্যন্ত বোকা লোক।

হ্যাঁ, গবেট বোকাই বটে! পামেলা বলল, আমি শুনেছি বাকী বিষটুকু নাকি তার কাছ থেকে পাওয়া গেছে। কি ছিল—?

এক ধরনের স্ট্রপানথিন। হার্টের পক্ষে মারাত্মক।

সেই বিষের বাকী অংশটুকু আসলে তারা তার জ্যাকেটের পকেট থেকে পেয়েছে।

খাঁটি সত্য।

গবেট বোকাই বটে! পামেলা তার আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল,—আমার মনে হয় ঐ বাকী বিষটুকু সে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভুল করে অন্য একজনকে খুন করে ফেলায় তার মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল। কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখুন। প্রেমিক প্রেমিকাকে পাবার জন্যে তার স্বামীর গ্লাসে স্ট্রপানথিন মিশিয়ে দিল। এবং

তারপর যখনই তার মনোযোগ অন্যত্র আকৃষ্ট হয়েছে তখনই তার প্রেমিকা বিষমিশ্রিত পানীয়টুকু গলাধঃকরণ করে ফেলে তার স্বামীর পরিবর্তে। সেই অস্বাভাবিক মুহূর্তের কথা চিন্তা করে দেখুন। ডগলাস গোল্ড ফিরে তাকাল এবং বুঝতে পারল যে, সে তার প্রেমিকাকেই খুন করে ফেলল শেষ পর্যন্ত। তখন তার মনের অবস্থা কি হতে পারে আন্দাজ করে দেখুন। পামেলা আক্ষেপ করে বলল,—এখন আমার মনে পড়ছে বালুকাবেলায় আপনার আঁকা সেই ত্রিভুজটির কথা। শাশ্বত ত্রিভুজ। কে ভেবেছিল তার শেষ পরিণতি শেষ পর্যন্ত ঠিক এই রকমটিই হবে?

আমি অবশ্য এই রকম ভয়ই করছিলাম, পোয়ারো বলল।

পামেলা তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। আবার অভিযোগ জানাল,—মিসেস গোল্ডকে আপনি সাবধান করে দিয়েছিলেন। তবে আপনি তাকেই বা সতর্ক করে দিলেন না কেন?

তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, কেন আমি ডগলাস গোল্ডকে সাবধান করে দিইনি?

না। আমি বলতে চাইছি কমান্ডারকে কেন আপনি সাবধান করে দিলেন না। তার বিপদের কথা তাকে আপনি স্মরণ করিয়ে দিতে পারতেন। আসলে সেই তো লক্ষ্য ছিল। আমার কোনো সন্দেহ নেই, ডগলাস গোল্ড জানত যে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে সে তার স্ত্রীকে ডিভোর্সের কথায় রাজী করাতে পারবে, কারণ মহিলাটি অত্যন্ত সাধাসিধে ধরনের মেয়ে। তাছাড়া সে তার স্বামীকে ভীষণ ভালবাসতো। কিন্তু কমান্ডার সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক। সে একেবারে স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, তার স্ত্রীকে কখনই সে তার হাত থেকে মুক্তি দেবে না।

পোয়ারো তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, কমান্ডারকে সাবধান করে দেওয়া মোটেই ভাল হতো না।

হয়তো হতো না। পামেলা তার কথা মেনে নিয়ে বলল,—জানি। আর এও জানি যে, সে যেরকম বদমেজাজী লোক সে হয়তো বলতো যে নিজেরটা সে নিজেই সামলাতে পারবে। এবং আপনাকে বলতো, জাহান্নামে যান। কিন্তু আমি মনে করি যে, কারোর দ্বারা কারোর উপকার করা হয়তো সম্ভব হতো।

আমিও তাই ভেবেছিলাম, পোয়ারো ধীরে ধীরে বলল, ভ্যালেনটাইনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলব এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু আমি যা বলতাম তা হয়তো সে বিশ্বাস করতো না। কিন্তু তার বুদ্ধি এতোই কম ছিল যে, কোনো কিছু ভাল বোঝার ক্ষমতা তার ছিল না। আর এই বোকামির জন্যেই তার মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, এ দ্বীপ ছেড়ে গেলে তার ভাল হতো। পামেলা সন্দেহ প্রকাশ করল,—কারণ তাকে ঠিকই অনুসরণ করতো সে।

সে মানে কে? পোয়ারো প্রশ্ন করল।

ডগলাস গোল্ড।

আপনি ভাবছেন ডগলাস গোল্ড তাকে অনুসরণ করতো ? না, না, ম্যাডাম, সেরকম কিছু নয়। আপনি ভুল করছেন, আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মনে হয় আসল ব্যাপারটাই আপনি এখনও বুঝতে পারেননি। যদি ভ্যালেনটাইন এই দ্বীপ ছেড়ে চলেও যেত তাহলে আমি বলতে পারি, তার স্বামীও তার সঙ্গে অবশ্যই যেত।

পামেলার চোখে গভীর বিস্ময়।

হ্যাঁ, এটাই তো স্বাভাবিক। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর তো যাওয়ারই কথা।

তাহলে এখন বুঝতে পারছেন, খুনটা এখানে না হয়ে তখন অন্য কোথাও হতো।

আমি আপনার কথার ঠিক মানে বুঝতে পারছি না। পোয়ারোর কথাগুলো পামেলার কাছে এখনও কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়।

এবার পোয়ারো কোনোরকম ভনিতা না করে সহজভাবেই বলল,—আমি বলতে চাইছি যে, খুন এখানে না হলেও অন্য কোথাও অবশ্যই হতো। আর ভ্যালেনটাইন তার স্বামীর দ্বারাই খুন হতো।

পামেলা চমকে উঠল। কি বলছে পোয়ারো?

তার মানে আপনি বলতে চাইছেন কমান্ডারই ভ্যালেনটাইনকে খুন করেছে?

হ্যাঁ। আপনারা সকলেই তাকে খুন করতে দেখেছেন। পোয়ারো বলতে থাকল, একটু ভাল করে চিন্তা করে দেখুন ঘটনাটা। ডগলাস গোল্ড কমান্ডারকে পানীয় এনে দিয়েছিল। পানীয়ের গ্লাসটা সে তার সামনে রেখে বসেছিল। মহিলারা যখন ফিরে এলো তখন আমরা সবাই তাদের দিকে তাকিয়েছিলাম। স্ট্রপানথিন কমান্ডারের সঙ্গেই ছিল। সবার অগোচরে পিঙ্ক জিনের সঙ্গে স্ট্রপানথিন মিশিয়ে দেয় এবং তারপর সৌজন্য দেখিয়ে পানীয়ের গ্লাসটা সে তার স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। তার স্ত্রী সেই পানীয় গলাধঃকরণ করে সঙ্গে সঙ্গে।

এখনও পামেলা বিশ্বাস করতে পারছে না। সে বলে,—কিন্তু স্ট্রপানথিনের প্যাকেট তো ডগলাসের কোটের পকেট থেকে পাওয়া গেছে।

এটা তো খুব সহজ ব্যাপার। পোয়ারো বলল,—আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, তখন আমরা সবাই মৃত্যুপথযাত্রী ভ্যালেনটাইনকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আর সেই সুযোগে ডগলাসের পকেটে স্ট্রপানথিনের প্যাকেটটা চালান করে দিয়েছিল সে।

মিনিট দুই সময় লাগল পামেলার স্বাভাবিক হতে।

কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। 'ত্রিভুজ' কথাটা আপনি বলেছিলেন সেদিন, মনে আছে?

পোয়ারো মাথা নাড়ল।—হ্যাঁ, ত্রিভুজের কথা আমি বলেছিলাম ঠিকই। কিন্তু আপনি ভুল বুঝেছেন। তবে অত্যন্ত চতুর অভিনয়ই আপনাকে ঠকিয়েছে। আপনি ভেবেছিলেন, যেমন আপনি ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, কমান্ডার এবং ডগলাস

গোল্ড দু'জনেই ভ্যালেনটাইনকে ভালবেসে ফেলে। আপনার বিশ্বাস ছিল, মানে আপনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন, ভ্যালেনটাইনের সঙ্গে ডগলাস গোল্ডের প্রেম হওয়াতে (তার স্বামী তাকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করতে পারে)। সে তখন মরীয়া হয়ে কমান্ডারকে বিষ প্রয়োগ করে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু একটা মারাত্মক ভুলের জন্যে কমান্ডারের পরিবর্তে ভ্যালেনটাইন সেই মারাত্মক বিষ পান করে। এ সবই অলৌকিক ঘটনা। কিছুদিন থেকে কমান্ডার তার স্ত্রীর কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল। ভ্যালেনটাইনের সঙ্গ তার কাছে ভীষণ বিরক্তিকর বলে মনে হচ্ছিল। এ কথা আমার প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল। টাকার লোভে কমান্ডার তাকে বিয়ে করেছিল। এখন সে আর এক নারীকে বিয়ে করতে চায়। তাই সে পরিকল্পনা করে ভ্যালেনটাইনকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে এবং তার ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করার জন্যে। এবং তার সেই পরিকল্পনার পরিণতি হলো ভ্যালেনটাইনকে খুন করা।

তা না হয় মানলাম, পামেলা জানতে চাইল,—কিন্তু সেই অপর নারীটি কে?

পোয়ারো আস্তে আস্তে বলল,—হ্যাঁ হ্যাঁ তার কথাও বলছি। সেই নারীটি হলো ছোটো খাটো মার্জরী গোল্ড। এটিই আসলে সেই শাশ্বত ত্রিভুজ প্রেম। কিন্তু আপনি আগাগোড়া ভুল বুঝেছেন। এই দু'জন পুরুষের মধ্যে কেউই ভ্যালেনটাইনের জন্যে বিন্দুমাত্র আকর্ষণবোধ করতো না। আসলে ভ্যালেনটাইনের অহঙ্কার এবং মার্জরী গোল্ডের সুচতুর অভিনয় আপনাকে ভুল বুঝতে বাধ্য করেছিল। ভীষণ চতুর মহিলা ঐ মিসেস গোল্ড এবং পুরুষদের আকর্ষণ করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার। এ ধরনের চারজন অপরাধী মহিলার সম্পর্কে আমার জানা আছে। একজন হলো মিসেস আদামস, সে তার স্বামীকে হত্যার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সবাই জানে সে নিজেই তার স্বামীকে খুন করেছিল। মেরী পারকার তার প্রেমিককে খুন করে এবং পরে নিজের দুই ভাইকে খুন করতে গিয়ে একটু অসাবধানতার জন্যে ধরা পড়ে যায়। তারপর মিসেস রাওডেন, খুনের অপরাধে যার ফাঁসি হয়ে যায়। সব শেষে মিসেস লেকরে, যে একটুর জন্যে খুনের অপরাধে ধরা পড়তে গিয়ে বেঁচে গিয়েছিল। মিসেস গোল্ড ঠিক এ ধরনের মেয়েদের মতোই। তাকে দেখামাত্র আমি চিনতে পেরেছিলাম। এ ধরনের মেয়েদের কাছে অপরাধ করাটা হলো জলের হাঁসের মতো। বর্তমান ঘটনাটি হলো সুপরিকল্পিত। এখন বলুন, ডগলাস গোল্ড যে ভ্যালেনটাইনের প্রেমে পড়েছিল তার প্রমাণ আপনি কি পেয়েছেন? ভাল করে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, মিসেস গোল্ডের দৃঢ় প্রত্যয় এবং কমান্ডারের হিংসার প্রকাশ ছাড়া আর তেমন কিছুই কারোর চোখে পড়েনি। হ্যাঁ তাই ভাল করে আপনি আবার ভেবে দেখুন!

সত্যি এটা খুবই ভয়ঙ্কর। ব্যাপারটা সব বুঝতে পেরে পামেলা এবার চিৎকার করে উঠল।

তারা ছিল চতুর জুটি। পোয়ারো তার অভিজ্ঞতা থেকে বলল,—এখানে এসে

মিলিত হওয়ার জন্যে তারা পরিকল্পনা করে এবং অভিনয় করে কাজ হাসিল করার মতলব করে। ঠাণ্ডা মাথার শয়তান, বিশেষ করে ঐ মার্জরী গোল্ড। আর একটু হলে সে তার নিরীহ নির্দোষ স্বামী বেচারাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দিত।

পামেলা মৃদু চিৎকার করে উঠল। কিন্তু গতকাল রাত্রে পুলিশ তো ডগলাসকে গ্রেপ্তার করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

তা ঠিক। পোয়ারো বলল, কিন্তু তারপর পুলিশের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। অবশ্য এ কথা সত্যি যে, আমি নিজের চোখে কমান্ডারকে গ্লাসে স্ট্রপানথিন মেশাতে দেখিনি। আর সকলের মতো আমি তখন মহিলাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম যে, ভ্যালেনটাইনকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে তখন থেকে আমি তার স্বামীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলাম। অতএব এবার বুঝতেই পারছেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি কমান্ডারকে ডগলাসের কোটের পকেটে স্ট্রাপনথিনের প্যাকেটটা চালান করে দিতে।

একটু থেমে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে আবার বলল,—আমি একজন ভাল সাক্ষী। আমার নামও সুপরিচিত। তাই আমার কাছ থেকে পুলিশ কাহিনীটা শোনা মাত্র বুঝতে পারল যে প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি ঠিক উল্টো।

তারপর?

তারপর পুলিশ কমান্ডারকে কয়েকটি প্রশ্ন করে। প্রথমে সে সব কিছু অস্বীকার করে। কিন্তু সে নিজেকে যতটা চালাক বলে মনে করে ঠিক ততটা নয়। একটু পরেই সে ভেঙে পড়ে।

আর সেই কারণেই বুঝি ডগলাস গোল্ডকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, ঠিক তাই!

আর মার্জরী গোল্ড?

পোয়ারোর মুখটা এবার বেশ কঠিন হয়ে উঠল। হ্যাঁ আমি তাকে সাবধান করে দিয়েছি। হ্যাঁ, সেই পাহাড়ের ওপর তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়ই আমি তাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। দুর্ঘটনা এড়াবার একটিমাত্র পথই ছিল। যতদূর সম্ভব আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, আমি তাকে সন্দেহ করি। আমার কথা সে বুঝতেও পেরেছিল। কিন্তু সে নিজেকে ভীষণ চতুর বলে মনে করত। আমি তাকে বলেছিলাম—যদি বাঁচতে চান তাহলে এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যান। কিন্তু এখানে থাকার মনস্থ করে নেয় সে...

মিলিত হওয়ার জন্যে তারা পরিকল্পনা করে এবং অভিনয় করে কাজ হাসিল করার মতলব করে। ঠাণ্ডা মাথার শয়তান, বিশেষ করে ঐ মার্জরী গোল্ড। আর একটু হলে সে তার নিরীহ নির্দোষ স্বামী বেচারাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দিত।

পামেলা মৃদু চিৎকার করে উঠল। কিন্তু গতকাল রাত্রে পুলিশ তো ডগলাসকে গ্রেপ্তার করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

তা ঠিক। পোয়ারো বলল, কিন্তু তারপর পুলিশের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। অবশ্য এ কথা সত্যি যে, আমি নিজের চোখে কমান্ডারকে গ্লাসে স্ট্রপানথিন মেশাতে দেখিনি। আর সকলের মতো আমি তখন মহিলাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম যে, ভ্যালেনটাইনকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে তখন থেকে আমি তাঁর স্বামীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলাম। অতএব এবার বুঝতেই পারছেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি কমান্ডারকে ডগলাসের কোটের পকেটে স্ট্রাপনথিনের প্যাকেটটা চালান করে দিতে।

একটু থেমে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে আবার বলল,—আমি একজন ভাল সাক্ষী। আমার নামও সুপরিচিত। তাই আমার কাছ থেকে পুলিশ কাহিনীটা শোনা মাত্র বুঝতে পারল যে প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি ঠিক উল্টো।

তারপর?

তারপর পুলিশ কমান্ডারকে কয়েকটি প্রশ্ন করে। প্রথমে সে সব কিছু অস্বীকার করে। কিন্তু সে নিজেকে যতটা চালাক বলে মনে করে ঠিক ততটা নয়। একটু পরেই সে ভেঙে পড়ে।

আর সেই কারণেই বুঝি ডগলাস গোল্ডকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, ঠিক তাই!

আর মার্জরী গোল্ড?

পোয়ারোর মুখটা এবার বেশ কঠিন হয়ে উঠল। হ্যাঁ আমি তাকে সাবধান করে দিয়েছি। হ্যাঁ, সেই পাহাড়ের ওপর তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়ই আমি তাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। দুর্ঘটনা এড়াবার একটিমাত্র পথই ছিল। যতদূর সম্ভব আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, আমি তাকে সন্দেহ করি। আমার কথা সে বুঝতেও পেরেছিল। কিন্তু সে নিজেকে ভীষণ চতুর বলে মনে করত। আমি তাকে বলেছিলাম—যদি বাঁচতে চান তাহলে এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যান। কিন্তু এখানে থাকার মনস্থ করে নেয় সে...

আস্তাবলে খুন

MURDER IN THE MUSE

'মার্ডার ইন দ্য মিইজ' ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় আমেরিকায় "রেডবুক ম্যাগাজিনে", তারপর ১৯৩৬ সালে ডিসেম্বর মাসে "ওম্যানস্ জার্নালে" 'মিস্ট্রি অব দ্য ড্রেসিং কেস' নামে প্রকাশিত হয়।'

'স্যার, লোকটার জন্য কিছুই কি খরচ করবেন না?' দাঁত বার করে হাসল বাচ্চা ছেলেটি।

'নিশ্চয়ই নয়?' চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন 'বৎস, এখানে দেখো এখানে—'

সংক্ষেপে ধর্ম প্রচার শুরু হলো এবার, তার মানে তার যুবক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে সেই সব ধর্মমূলক আলোচনার অবতারণা আর কি।

'ব্লিমে, পুলিশ যদি ফেউ-এর মতো লেগে না থাকতো!'

দল এখন তার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে জাদুমন্ত্রোচারণ করে :

মনে রেখো, মনে রেখো
পাঁচই নভেম্বর,
কামানের বারুদ নাকি চক্রান্ত, রাষ্ট্রদ্রোহিতা—
আমরা কোনো কারণ দেখি না
কেনই বা কামানের বারুদ হবে চক্রান্ত,
রাষ্ট্রদ্রোহিতা,
সে তো হবে ভীরুতা,
সে কি কখনো ভোলা যায়!

চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপের সঙ্গী, বয়স্ক, ছোটখাটো চেহারার মানুষ, ডিমের মতো মাথার আকৃতি, সৈনিকদের মতো ঠোঁটে পুরু গোঁফ, নীরবে নিজের মনে হাসছিল এতক্ষণ। এবার সে মুখ খুলল আস্তে আস্তে, 'ধন্য জ্যাপ, তুমি খুব সুন্দর উপদেশ দিতে পার তো! আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি!'

'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, এটা বোমা ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা ফাউকেস-এর দিন, কিরকম ভয়াবহ বলো তো?' বললেন জ্যাপ।

'সত্যি বেঁচে কি যাওয়াটা বড় অদ্ভুত', গভীরভাবে চিন্তা করে বলল এরকুল পোয়ারো, 'বোমাবর্ষণ, গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ, এত বড় একটা কীর্তি বা অপকীর্তিই বল, তার সেই কীর্তি আজ বিস্মৃতপ্রায়। দীর্ঘ দিন পরে তারা তার স্মৃতিরক্ষার জন্য উৎসব করছে।'

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপ তার কথায় সায় দিলেন।

'তোমার কি মনে হয় না অধিকাংশ ছেলেরাই জানে না ফাউকেস লোকটি কে ছিল?'

'খুব শীগ্‌গির এ ব্যাপারে একটা বিভ্রান্তি যে জাগবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা কি একটা সম্মান নাকি অতিরঞ্জিত যে, ৫ নভেম্বরে বোমাবর্ষণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল ইংলিশ পার্লামেন্ট উড়িয়ে দেবার জন্য, সেই কাজটার মধ্যে পাপ নাকি কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল?'

জ্যাপের মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এলো, 'নিঃসন্দেহে কিছু লোক শেষেরটাই উল্লেখ করবে।'

প্রধান রাস্তা ছেড়ে দুটি লোক অপেক্ষাকৃত শান্ত একটা আস্তাবলের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে থাকে। এরকুল পোয়ারোর ফ্ল্যাটে যাবার জন্য শর্টকাট রাস্তা ধরল তারা। আকাশে তখন একটি তারাও ছিল না, সব মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক, বৃষ্টির পূর্বাভাস। নিশুতি রাত, নিস্তব্ধ পাড়া।

'খুনের পক্ষে এটা একটা শুভরাত্রি?' পেশাদারী স্বার্থের সঙ্গে জ্যাপ মন্তব্য করলো, 'এই মুহূর্তে এমন এক রাত্রে এখানে গুলির আওয়াজ হলে কেউ শুনতেও পাবে না, কি বলো?'

'আমার ধারণা অন্য রকম, বলতে পারেন অদ্ভুত সেই ধারণা', পোয়ারো প্রত্যুত্তরে বলল, 'বেশির ভাগ অপরাধীরা এই রকম পরিবেশের সুযোগ নেয় না।'

'জানো পোয়ারো, এক-এক সময় আমার কি মনে হয় জানো? একদিন তুমি হয়তো কাউকে খুন করে বসবে।'

'খুন?'

'হ্যাঁ, আমি দেখতে চাই, সেই খুনের পরিবেশ তুমি কি ভাবে তৈরি করো!'

'প্রিয় জ্যাপ, আমি যদি একান্তই খুন করি, সেটা দেখার সৌভাগ্য আপনার হবে না। সম্ভবত আপনি জানতেও পারবেন না, একটা খুন হয়েছিল।'

জ্যাপ হাসলেন তার দিকে ফিরে, তাঁর সেই হাসিটা আন্তরিক স্নেহে ভরা।

'তুমি আমার খুদে শয়তান, তাই না?' পোয়ারোর পিঠ চাপড়ে আদর করে জ্যাপ বললেন, 'শুভরাত্রি, বাই—'

পরদিন সকাল সাড়ে-এগারোটায় এরকুল পোয়ারোর টেলিফোনটা ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল।

'হ্যালো? হ্যালো?'

'কে, পোয়ারো কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, আপনার অনুমানই ঠিক!

'আমি জ্যাপ কথা বলছি, মনে আছে তোমার, গতকাল রাত্রে বার্ডসলে গার্ডেন্স মিউজ-এর পথ ধরে আমরা হেঁটে আসছিলাম?'

'হুঁ!'

'আমরা তখন আলোচনা করছিলাম, অমন নিস্তব্ধ পাড়ায় জলঝড়ের রাতে কেউ কাউকে গুলি করলেও কারোর কানে সেই গুলির আওয়াজ পৌঁছতে পারে না, মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই! খুব মনে আছে।'

'ভাল কথা, সেই নিস্তব্ধ আস্তাবলের পাড়ায় একজন আত্মহত্যা করেছে। ১৪নং ফ্ল্যাট। যুবতী বিধবা—মিসেস এ্যালেন। আমি এখুনি সেখানে যাচ্ছি। আসতে চাও?'

'মাফ করবেন বন্ধু, এই সব আত্মহত্যার কেসে আমাকে আবার কেন? আপনার ছেলেদের মধ্যে থেকে কাউকে সঙ্গে নিন।'

'তারা হয়তো স্মার্ট বুদ্ধিমান হতে পারে। কিন্তু এ কাজের কেউই উপযুক্ত নয়। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের ডাক্তারের ধারণা, এর মধ্যে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে থাকলেও থাকতে পারে। আসবে তুমি? তুমি এলে আমি খুশি হবো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি নিশ্চয়ই যাব। ঠিকানা কি বললেন? ১৪নং...।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

১৪নং বার্ডসলে গার্ডেন্স মিউজে পোয়ারো পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে জ্যাপের গাড়ি এসে থামল সেখানে, জ্যাপের সঙ্গী আরো তিনজন। কৌতূহলী জনতার ভীড় চোখে পড়ার মতো—আশপাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা, সোফার, তাদের স্ত্রী, ভবঘুরে ছেলে ছোকরার দল, লোফার, ধোপদুরস্ত পোশাকে পথচারী এবং অসংখ্য বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়েছিল ১৪নং ফ্ল্যাটের দিকে।

একজন পুলিশ কনস্টেবল সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে তার সাধ্যমতো সেই ভীড় সামলাবার চেষ্টা করছিল। একদল যুবক, চোখে সতর্ক দৃষ্টি, হাতে ক্যামেরা, জ্যাপ গাড়ি থেকেই নামতেই তাঁর দিকে এগিয়ে এলো, তাদের অনেক জিজ্ঞাসা, পুলিশের কাছে অনেক প্রত্যাশা।

'তোমাদের এখন বলার কিছু নেই', চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপ কোনো ভূমিকা না করে তাদের একপাশে সরিয়ে দিয়ে সামনের দিকে তাকাতেই পোয়ারোর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল, 'ওঃ তুমি তাহলে এসে গেছ! চলো ভেতরে যাওয়া যাক।'

তারা দ্রুত এগিয়ে চলল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তখন তারা দেখল, একটা মই-এর মতো সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ওপরে সিঁড়ির শেষ ধাপে একজন লোক এসে দাঁড়াল, জ্যাপকে চিনতে পেরে বলে উঠল সে, 'ওপরে উঠে আসুন স্যার।'

জ্যাপ এবং পোয়ারো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকল অতঃপর।

বাঁ-দিকের একটা ঘরের দরজা খুলে দিল লোকটা, একটা ছোট শয়নকক্ষ।

'ভাবলাম, আপনি আসার আগেই ঘটনাস্থলটা ঘুরে দেখি, আপনারও তাই ইচ্ছে ছিল নিশ্চয়ই, তাই না স্যার?'

'হ্যাঁ, তোমার অনুমান ঠিক জেমসন', জ্যাপ তাকে সমর্থন করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি বলো তো?'

ডিভিশনাল ইন্সপেক্টার জেমসন সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করল, 'নিহত মহিলার নাম মিসেস এ্যালেন, স্যার। তিনি তাঁর বান্ধবী মিস প্লেন্ডারলিথের সঙ্গে থাকতেন এখানে। মিস প্লেন্ডারলিথ আজই সকালে মফঃস্বল থেকে ফিরে আসে। তার কাছে একটা আলাদা চাবি থাকত। ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে অবাক হয় সে। ন'টার সময় ঘরের কাজ করার জন্য একজন পরিচারিকার আসার কথা তাকেও দেখা গেল না। প্রথমে সে নিজের ঘরে যায় (এটা হলো তারই ঘর) তারপর বন্ধুকে দেখতে না পেয়ে সে তখন মিসেস এ্যালেনের ঘরে যায়। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল। দরজার হাতলে ঝাঁকুনি দিল প্রথমে সে, সাড়া না পেয়ে মৃদু চিৎকার করে দরজায় নক্ করল, কিন্তু তাতেও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না! শেষে দারুণ ভয় পেয়ে পুলিশ স্টেশনে ফোন করে সে। তখন সকাল দশটা-পঁয়তাল্লিশ। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে ছুটে আসি এবং দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে বাধ্য হই। মিসেস এ্যালেন মেঝের ওপর পড়েছিলেন, তাঁর মাথায় গুলির আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাঁর হাতে পয়েন্ট টোয়েন্টিফাইভ ওয়েবলি অটোমেটিক দেখে বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

'তা মিস প্লেন্ডারলিথ এখন কোথায়?'

'নিচে বসবার ঘরে। তাকে একবার দেখেই আমার মনে হয়েছে স্যার, মেয়েটি যেমন শান্ত, তেমনি বুদ্ধিমতী এবং করিৎকর্মা।'

'আমি তার সঙ্গে এখুনি একবার কথা বলতে চাই। ব্রেটের সঙ্গে দেখা হলেই ভাল হয়।'

পোয়ারোকে সঙ্গে নিয়ে বিপরীত দিকের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। একজন বয়স্ক লম্বাটে লোক তাঁর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

'হ্যালো জ্যাপ, আপনাকে এখানে দেখতে পেয়ে আমি খুশি। ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

জ্যাপ তার দিকে এগিয়ে যায়। ওদিকে পোয়ারো চকিতে একবার ঘরের চারদিকে দেখে নেয়।

আগের ঘরের তুলনায় সেই ঘরটা অনেক বড়। পর্যাপ্ত আলো, অথচ অন্য ঘরটা

যেন কেবল শয়নকক্ষ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, আর এই ঘরটা যেন বেডরুম-কাম সিটিংরুম।

রূপোলি রঙের দেওয়ালগুলো, শিলিং-এর রঙ পান্না-সবুজ। হ্যালফ্যাশানের রূপোলি এবং সবুজ পর্দা জানালায় ঝোলানো।

ঘরের একপাশে একটি ডিভান, ডিভানের ওপর পান্না-সবুজ রঙের সিল্কের চাদর এবং সোনালী ও রূপোলি রঙের বেশ কয়েকটি কুশন পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘরের আসবাবপত্র বলতে লম্বা এ্যান্টিক ধরনের আখরোট কাঠের টেবিল, অনেকগুলো আধুনিক ডিজাইনের চেয়ার। একটা কাঁচ-পাতা টেবিলের ওপর ছাইদান, ছাইদানে অনেকগুলো আধপোড়া সিগারেটের অংশ চোখে পড়ার মতো।

বাতাস সে ঘরে ছিল না বললেই চলে। পোয়ারো জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল। জ্যাপ তখন মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন নিরীক্ষণ করছিলেন, পোয়ারো এগিয়ে গেল সেদিকে জ্যাপের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য।

মেঝের স্তূপের ওপর মিসেস এ্যালেনের মৃতদেহটা যে অবস্থায় পড়েছিল, দেখে মনে হয় যে কোনো একটা চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে থাকবেন তিনি, এবং তিনি যুবতী, বয়স সাতাশের বেশি নয়। তাঁর মাথার চুলগুলো দেখতে বেশ সুন্দর বলা যেতে পারে। মুখে প্রসাধনের ছাপ যৎসামান্য। সুন্দর চিন্তিত মুখে সম্ভবত বিস্ময়ের ছাপ স্পষ্ট। মাথার বাঁদিকে জমাট রক্ত কালচে হয়ে গেছে। ডান হাতের মুঠোয় পিস্তল, মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পিস্তলটা তিনি জোরে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়ে থাকবেন, এখন সেই বন্ধন বুঝি বা একটু শিথিল। পরনে অতি সাধারণ ফ্রক।

'আচ্ছা ব্রেট, তোমার কি মনে হয় এর মধ্যে কোনো গণ্ডগোল আছে?' কথার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটির মৃতদেহের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন জ্যাপ।

'সব ঠিক আছে', বলল ডঃ ব্রেট, 'উনি যদি নিজে গুলি করে থাকেন, সম্ভবত চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে থাকবেন ঐ জায়গায়। দরজা, জানালা, ভেতর থেকে বন্ধ ছিল তখন।'

'তুমি যা বললে মেনে নিলাম সব ঠিক। তাহলে গণ্ডগোলটাই বা কোথায়?'

'পিস্তলটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। আমি ওটায় হাত দিইনি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞদের জন্য অপেক্ষা করছি। তবে আপনি দেখে বুঝতে পারবেন, আমি কি বলতে চাইছি।'

পোয়ারো এবং জ্যাপ দু'জনে একই সময় হাঁটু মুড়ে বসে খুব কাছ থেকে পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখল।

'হ্যাঁ, তুমি কি বলতে চাইছ এবার বুঝতে পারছি', উঠে দাঁড়িয়ে বললেন জ্যাপ, ওঁর হাতে ওটা বাঁকা অবস্থায় রয়েছে। আপাতঃদৃষ্টিতে দেখে মনে হচ্ছে যে, উনি ওটা ধরে আছেন, কিন্তু আসলে উনি ওটা ওঁর হাতের মুঠোয় ধরে রাখেননি। আর কিছু তোমার বলার আছে?'

'অনেক! পিস্তলটা ওঁর ডান হাতে দেখতে পাচ্ছেন। এখন মিসেস এ্যালেনের ক্ষতস্থান ভাল করে লক্ষ্য করে দেখুন। বাঁ-কানের ঠিক ওপরে পিস্তলের নলটা চেপে ধরা হয়েছিল। এবার বাঁ-কানের দিকে নজর দিন।'

'হুম', বললেন জ্যাপ অস্ফুটে, 'হ্যাঁ, তোমার অনুমানই ঠিক ব্রেট, তিনি তাঁর ডান-হাতে পিস্তল ধরে রেখে ঠিক ঐ জায়গায় কখনই গুলি করতে পারেন না!'

'হ্যাঁ, একেবারে অসম্ভব আমি বলব। ধরে নিলাম যে, আপনি আপনার হাতটা যে কোনো দিকে ঘোরাতে পারেন, কিন্তু তাই বলে আপনি ঐ মেয়েটির মতো ও ভাবে গুলি করতে পারবেন না।'

'তাহলে এটাই সুস্পষ্ট যে, অন্য কেউ তাঁকে গুলিবিদ্ধ করে এমনভাবে ব্যাপারটা সাজিয়ে রেখে যায় যে, দেখে-শুনে মনে হয়, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, ঘরের দরজা-জানালা সব তো বন্ধ ছিল, তাহলে?'

এবার ইন্সপেক্টার জেমসন উত্তর দিল, 'স্যার, জানালা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, আর দরজাও লক্ করা ছিল, কিন্তু চাবি আমরা খুঁজে পাইনি।'

জ্যাপ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'হ্যাঁ, এটা একটা মারাত্মক ভুল। চলে যাওয়ার সময় যেই দরজা লক্ করে যাক না কেন সে হয়তো ভেবে থাকবে চাবির অভাবটা নজরে পড়বে না।'

পোয়ারো আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, 'ব্যাপারটা কি এতই সহজ...'

'এসো পোয়ারো, তুমি তোমার অসাধারণ বুদ্ধি দিয়ে সবাইকে বিচার করতে যেও না। সত্যি কথা বলতে কি, ছোটখাটো কয়েকটা ব্যাপার এড়িয়ে যাওয়া উচিত, তা নিয়ে মাথা ঘামান ঠিক নয়। এখানকার চিত্রটা এই রকম, দরজা বন্ধ ছিল। পুলিশের লোকেরা দরজা ভেঙেছে। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেই দেখা গেছে, সেখানে একজন মহিলা মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন—তাঁর হাতে একটি পিস্তল—এটা একটা পরিষ্কার আত্মহত্যার কেস—আত্মহত্যা করবার জন্যই তিনি দরজা লক্ করে থাকবেন হয়তো। তারা চাবির খোঁজ বড় একটা করেনি। আসলে মিস প্লেন্ডারলিথ পুলিশে খবর দিয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি হয়তো একজন কিংবা দু'জন লোফারকে সঙ্গে নিয়ে দরজা ভাঙার ব্যবস্থা করেন, তখন চাবির প্রশ্নটা একেবারেই মনে হয়নি।'

'হ্যাঁ, আমার অনুমান, সেটা ঠিক', বলল এরকুল পোয়ারো, 'এ রকম প্রতিক্রিয়া বহু লোকেরই হয়ে থাকে। পুলিশই তাদের শেষ আশা-ভরসা, তাই নয় কি?'

তারপরেও মৃতদেহের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল পোয়ারো।

'তোমার মনে এখনো কি কোনো দ্বন্দ্ব আছে?' জিজ্ঞেস করলো পোয়ারো।'

অবান্তর প্রশ্ন, কিন্তু তাঁর চোখে কিসের যেন প্রত্যাশা।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল এরকুল পোয়ারো, 'আমি ওঁর হাতের কব্জি-ঘড়িটা দেখছিলাম।

নিচু হয়ে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল সেটা সে। দামী জুয়েল লাগানো কব্জিঘড়ি মেয়েটির হাতে, সেই হাতেই ধরা ছিল পিস্তলটা।

'ঘড়িটা কিনতে অনেক টাকা ব্যয় করতে হয়েছে নিশ্চয়ই', পোয়ারোর দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন জ্যাপ, 'এদিকটার কথাও তাহলে ভাবতে হয় বৈকি!'

'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে সেই সম্ভাবনার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

এবার পোয়ারো সেই লেখার টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে। টেবিলের সামনের দিকের ফ্ল্যাপটা নামানো ছিল। টেবিলের রঙের সঙ্গে সেটা সুন্দরভাবে ম্যাচ করা।

টেবিলের মাঝখানে একটা বড় আকারের কালির দোয়াত, কালি চোষার ব্লটিং-পেপার। ব্লটারের বাঁদিকে কাচের পেন-ট্রে, ট্রের ওপর একটি রূপোলি রঙের পেনহোল্ডার, সবুজ রঙের মোমের স্টিক, একটি পেন্সিল, দুটি স্ট্যাম্প। এবং ব্লটারের ডান দিকে ডেট ক্যালেন্ডার—সপ্তাহ, দিন, তারিখ এবং মাসের নির্দেশ ছিল তাতে। কাচের একটা পেন-স্ট্যান্ড চোখে পড়ে, আরো চোখে পড়ে সেখানে একটা সুদৃশ্য পাখির পালকের কলম। সেই কলমটার ব্যাপারে পোয়ারোকে খুব আগ্রহী বলে মনে হলো। কলমটা পেন-স্ট্যান্ড থেকে তুলে নিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকে সে, কালির কোনো দাগ নেই, তার মানে কলমটা তখনো অব্যবহৃত। তবে রূপোর পেনহোল্ডারে কালির দাগটা স্পষ্ট। অর্থাৎ সেটা ব্যবহৃত। হঠাৎ ডেট ক্যালেন্ডারের ওপর তার চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়, পলক পড়ে না।

'মঙ্গলবার, ৫ই নভেম্বর', জ্যাপ তার মনের কথাটা বোধহয় টের পেয়েই বললেন, 'তার মানে গতকাল।' ব্রেটের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কতক্ষণ হলো উনি মারা গেছেন ডক্টর?'

'গতকাল রাত এগারোটা বেজে তেত্রিশ মিনিটের সময় উনি খুন হন', সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ব্রেট। জ্যাপের বিস্মিত মুখ দেখে দাঁত বার করে হাসল সে।

'আমি দুঃখিত', বললেন জ্যাপ, 'তোমার যত সব ভ্রান্ত ধারণা। আসলে রাত এগারোটা হলো এমনি এক সন্ধিক্ষণ যে, সেটা যে কোনো দিন ধরা যেতে পারে, অর্থাৎ মঙ্গল কিংবা বুধবার যে কোনো দিন হতে পারে।'

'ওহো, আমি ভেবেছিলাম কব্জি-ঘড়িটা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, সেটা বন্ধ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা বন্ধ হয়েছিল চারটে পনেরোয়।'

'আর আমার ধারণা, সম্ভবত সোয়া চারটের সময় উনি খুন হতে পারেন না।'

'ও সব কথা মন থেকে ভুলে যাও।'

ওদিকে ব্লটারের কভারটা ওল্টালো পোয়ারো।

'ভাল মতলব', জ্যাপ বললেন, 'তবে, কোনো আশা নেই।'

উল্টোদিকটাও সাদা, ধবধবে সাদা, কালির কোনো চিহ্ন নেই। পরবর্তী ব্লটারটাও অব্যবহৃত।

অতঃপর তার সব দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটের ওপর। দুটি কি তিনটি ছেঁড়া চিঠি এবং সারকুলারের টুকরো পড়েছিল সেখানে। সেগুলো একবারই মাত্র ছেঁড়া

হয়েছিল, তাই সহজেই দুটি টুকরো জোড়া লাগিয়ে পড়ার যোগ্য করে তোলা যেতে পারে।...কোনো এক সোসাইটিতে প্রাক্তন কর্মচারীদের সাহায্যের জন্য একটি আবেদন পত্র, ৩রা নভেম্বর একটি ককটেল পার্টিতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পত্র, পোশাক প্রস্তুতকারকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এ্যাপয়েন্টমেন্ট। পশমি-পোশাক বিক্রির কয়েকটি সারকুলার এবং একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ক্যাটালগ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

'কিছুই নেই ওখানে', জ্যাপ মন্তব্য করলেন।

'না, এ এক বিচিত্র ঘটনা...' বলল পোয়ারো।

'সেই সঙ্গে তুমি কি মনে করো কেউ আত্মহত্যা করলেই সাধারণতঃ তার স্বীকারোক্তি লিখে রেখে থাকে?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই!'

'কেন, একটা প্রমাণই আত্মহত্যার যথেষ্ট কারণ হতে পারে না?' জ্যাপ এগিয়ে যেতে গিয়ে বললেন, 'আমি আমার লোকেদের কাজ চালিয়ে যেতে বলছি। চল নিচে গিয়ে মিস প্লেন্ডারলিথের ইন্টারভিউটা নেওয়া যাক। পোয়ারো, তুমি আসছ তো?'

পোয়ারোর নজর তখনো সেই লেখার টেবিলটার ওপর পড়েছিল, টেবিলের ওপর রাখা জিনিসগুলোর দিকে বারবার তাকিয়ে দেখছিল সে। ঘর ছেড়ে চলে আসবার সময় ও দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আর একবার সেই পাখির পালকের কলমের দিকে ফিরে তাকাল।

সরু সিঁড়ির শেষ ধাপের ঠিক উল্টো দিকে বড় সাইজের বসবার ঘরের দরজা চোখে পড়ল, আসলে সেটা আস্তাবল থেকে বসবার ঘরে রূপান্তরিত। দেওয়ালের প্লাস্টার অমসৃণ, সেই সব দেওয়ালে টাঙানো ছিল খোদাই করা ধাতুর কারুকার্য, কাঠের নকসা। দু'জন মানুষ বসেছিল সেই ঘরে।

একজন ফায়ার প্লেসের সামনে বসেছিল চেয়ারের ওপর। চোখ-মুখ দেখে মনে হয়, খুব বুদ্ধিমতী, স্মার্ট এবং দৃঢ়চেতা। বয়স সাতাশ-আটাশ হবে। অপরজন হলো একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা, হাতে একটি দড়ির ব্যাগ। জ্যাপ এবং পোয়ারো যখন ঘরে ঢুকল তারা তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল।

'—হ্যাঁ, আমি যা বললাম মিস, এমনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হলো যে, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আর একটু হলে আমি পড়েই যাচ্ছিলাম। চিন্তা করে দেখো, অন্য আরো সকালগুলো থেকে আজকের সকালটা—'

যুবতী তাকে বাধা দিয়ে আলোচনা সংক্ষেপ করতে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাই বটে মিসেস পিয়ার্স। ওই যে ওঁরা এসে গেছেন। আমার মনে হয় ওঁরা পুলিশ অফিসার।

'মিসেস প্লেন্ডারলিথ?' আগুয়ান জ্যাপ জিজ্ঞেস করলেন।

যুবতী মাথা নেড়ে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, এ নাম আমারই।' বয়স্কা মহিলার দিকে ফিরে সে বলল, 'আর উনি হলেন মিসেস পিয়ার্স, উনি প্রতিদিন আসেন আমাদের কাজ করার জন্য।'

বাক্যবাগিশ মিসেস পিয়ার্স কথা বলার সুযোগ যেন পেয়ে গেল আবার।

'মিস প্লেন্ডারলিথকে তাই বলছিলাম, অন্য দিনের সকাল থেকে আজকের সকালটার কথা একবার ভেবে দেখতে। আমার দিকেই তাকিয়ে দেখুন না, এই বয়সেও আমি কিরকম ফিট আছি। হাজার হোক আমরা রক্তমাংসের মানুষ! আমাদের চাহিদাগুলো তো মেটান উচিত! আমি কখনো ভাবিনি, মিসেস এ্যালেন কিছু মনে করবেন, যদিও আমি আমার মেয়েদের কখনো অখুশি করি না—'

'তা যা বলেছেন মিসেস পিয়ার্স', কৌশলে জ্যাপ তার অবান্তর কথার মাঝে ছেদ টেনে বললেন, 'এখন আপনাকে কিচেনে গিয়ে ইন্সপেক্টার জেমসনের কাছে আপনার জবানবন্দী দিতে হবে সংক্ষেপে।'

বাক্‌পটু মিসেস পিয়ার্স-এর হাত থেকে রেহাই পেয়ে জ্যাপ এবার যুবতীর দিকে মনোযোগ দিলেন।

'আমি চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপ। দেখুন মিস প্লেন্ডারলিথ, এখন আমি আপনাদের সবার সহযোগিতা চাই। আমি চাই, এ ব্যাপারে আপনারা যে যা জানেন আমাদের কাছে সব খুলে বলুন দয়া করে।'

'নিশ্চয়ই! বলুন কোথ্‌থেকে শুরু করব?'

মেয়েটির নিজস্ব ভঙ্গিমা প্রশংসনীয়। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বাড়িতে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, কিন্তু তার জন্য তাকে একটুও দুঃখ প্রকাশ কিংবা আঘাত পেতে দেখা গেল না, এক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা সবাই আশা করে থাকে।

'আজ সকালে এখানে আপনি কখন এসে পৌঁছন?'

'যতদূর মনে পড়ে, তখন সাড়ে-দশটা হবে। মিথ্যাভাষণে পটু মিসেস পিয়ার্স এখানে ছিল না তখন—'

'এটা কি প্রায় রোজের ব্যাপার?'

জেনি প্লেন্ডারলিথ শ্রাগ করল তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

'সপ্তাহে প্রায় দু'দিন বেলা বারোটায় আসে—কিংবা আদৌ আসেই না। ন'টায় তার আসার কথা। এক-একদিন এক-এক রকমের অজুহাত, হয়তো তার নিজের শরীর ভাল যাচ্ছে না, কিংবা তার পরিবারের কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রোজের কাজের মেয়েরা সবাই এই রকমই, একটু ঢিলে দিলেই মাথায় উঠে যায়। অবশ্য ঠিক তাদের মতো অতটা খারাপ নয় সে।'

'এখানে কি সে অনেক দিনের পুরনো?'

'মাত্র এক মাস হলো সে আমাদের কাজে যোগ দিয়েছে। আগের মেয়েটি চুরি করে পালিয়ে যায়। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—'

'থামলেন কেন মিস প্লেন্ডারলিথ, তারপর কি বলুন?'

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সুটকেস হাতে নিয়ে মিসেস পিয়ার্সের খোঁজ করি প্রথমে, কিন্তু তাকে দেখতে না পেয়ে তখন আমি ওপরতলায় আমার ঘরে চলে আসি। সেখানে

একটু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার পর বারবারা মানে মিসেস এ্যালেনের ঘরের সামনে এসে দেখতে পাই ঘর বন্ধ। দরজার হাতল ধরে ঝাঁকুনি দিই, নক্ করি, কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া-শব্দ পেলাম না। তখন আমি নিচে এসে পুলিশ স্টেশনে ফোন করি।'

'মাফ করবেন!' তাদের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে পোয়ারো এবার প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, পুলিশে খবর দেবার আগে আপনার মনে হয়নি অন্য ফ্ল্যাটগুলোর যে কোনো একজন সোফারের সাহায্যে মিসেস এ্যালেনের ঘরের দরজা ভাঙার কথা?'

মিস প্লেন্ডারলিথ চকিতে তার দিকে ফিরে তাকাল, শান্ত ধূসর-সবুজ চোখ, তার সেই শান্ত চোখের চাহনি প্রভাব ফেলল পোয়ারোর মনে।

'না, আমার মনে হয় না, সেরকম কোনো চিন্তা আমার মনে তখন জেগেছিল। তাছাড়া আমি নিজের থেকে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইনি এই ভেবে যে, যদি তার অস্বাভাবিক কিছু ঘটে থাকে, সেটা দেখার দায়িত্ব একমাত্র পুলিশেরই হওয়া উচিত।'

'তার মানে আপনি তখন ধরে নিয়েছিলেন, মাফ করবেন মাদামোয়াজেল, ব্যাপারটা গোলমেলে, এই তো?'

'স্বভাবতই!'

'নক্ করে কোনো সাড়া না পাওয়ার কারণেই কি? কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আপনার বন্ধু ঘুমের বড়ি কিংবা সেরকম কিছু খেয়ে থাকবেন—'

'না, ঘুমের বড়ি খাওয়ার অভ্যাস তার ছিল না।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো। 'কিংবা এও তো হতে পারতো, দরজা বন্ধ করে তিনি অন্য কোথাও গিয়ে থাকবেন।'

'দরজা কেন বন্ধ করতে যাবে? সে যাইহোক, সেক্ষেত্রে আমার জন্য অন্তত একটা চিঠি লিখে যেত সে তাহলে।'

'এবং তিনি তা রাখেননি অর্থাৎ আপনার জন্য চিঠি? আপনি ঠিক জানেন, সেরকম হলে তিনি আপনার উদ্দেশ্যে চিঠি কিংবা চিরকুট লিখে যেতেন?'

'নিশ্চয়ই! এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, লিখলে আমার ঠিকই নজরে পড়ত।' জোর দিয়ে বলল সে।

'মিস প্লেন্ডারলিথ,' জ্যাপ এবার জিজ্ঞেস করলেন, কী-হোলে চোখ রাখার কথা আপনার কি একবারও মনে হয়নি?'

'না', চিন্তিত সুরে বলল মিস প্লেন্ডারলিথ, 'সে রকম চিন্তা আমি কখনো করিনি। তাছাড়া সেই চিন্তাটা আমার মনেও আসেনি এই কারণে যে, আমার ধারণা ছিল সেরকম কিছু হলে চাবিটা তালাতেই ঝোলানো থাকতো।'

জ্যাপ তার সহজ-সরল কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। ওদিকে হঠাৎ পোয়ারো নিজের মনে হেসে উঠল।

'মিস প্লেন্ডারলিথ, অবশ্য আপনি ঠিকই করেছেন', বললেন জ্যাপ, 'আপনার কথা

শুনে মনে হলো, আপনার বন্ধু যে আত্মহত্যা করতে পারেন, সেটা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই চীফ—'

'আচ্ছা, ওঁকে কখনো চিন্তিত কিংবা বিমর্ষ বলে মনে হয়নি আপনার?'

উত্তর দিতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মেয়েটি, তার এই নীরব থাকাটা চোখে পড়ার মতো।

'না।'

'ওঁর যে একটা পিস্তল ছিল আপনি জানতেন?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল জিন প্লেন্ডারলিথ, 'হ্যাঁ, ভারতে থাকার সময় সেটা সংগ্রহ করেছিল সে। সে তার ঘরের ড্রয়ারে সেটা রেখে দিতো সব সময়।'

'হুম।' জ্যাপ জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই পিস্তলটার লাইসেন্স ছিল তো?'

'সেই রকমই তো আমার ধারণা। তবে নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।'

'ভাল কথা মিস প্লেন্ডারলিথ, এখন বলুন, মিসেস এ্যালিয়েন সম্পর্কে আপনি যা জানেন, কতদিন থেকে আপনি তাঁকে জানেন, তাঁর আত্মীয়স্বজনরা কে কোথায় থাকেন—সব কিছুই বলুন, কোনো কিছু যেন বাদ দেবেন না।'

জেনি মাথা নাড়ল। 'বছর পাঁচেক থেকে বারবারাকে আমি চিনি। তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বিদেশে—সম্ভবত ইজিপ্টে। সে তখন ভারতবর্ষ থেকে দেশে ফিরছিল। কিছুদিনের জন্য এথেন্সে ব্রিটিশ স্কুলে ছিলাম আমি, এবং ঘরে ফেরার আগে কয়েক সপ্তাহ ইজিপ্টে কাটিয়ে আসি। নীল নদীতে জাহাজে ভ্রমণ করার সময় আমরা দু'জনে একসঙ্গে মিলিত হই। সেই থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব এবং তারপর থেকে আমরা বুঝতে পারি, আমরা পরস্পরকে পছন্দ করি, আমরা একটা ফ্ল্যাট কিংবা ছোট বাড়ির খোঁজ করতে শুরু করি, যেখানে আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকতে পারি। বারবারার নিঃসঙ্গ জীবন দেখে আমি তাকে সঙ্গ দেবার কথা চিন্তা করি।'

'এবং আপনারা দু'জন একসঙ্গে বাস করতে থাকেন তারপর থেকে, কেমন?' এবার প্রশ্নটা করল পোয়ারো।

'হ্যাঁ, বেশ ভালভাবেই। আমাদের দু'জনেরই বন্ধু-বান্ধব ছিল—মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার ওপর খুব ঝোঁক ছিল বারবারার, দারুণ সামাজিক ছিল সে—আর আমার বন্ধুরা ছিল আরো বেশি অমায়িক এবং মিশুকে। সম্ভবত এই কারণেই বারবারার স্বভাবের সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল।'

পোয়ারো মাথা নাড়ল। জ্যাপ আবার শুরু করলেন :

'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে মিসেস এ্যালিয়েনের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন বলুন?'

জেনি শ্রাগ করল। 'সত্যি আমি খুব বেশি জানি না। তার ডাক নাম ছিল আরমিটেজ, আমার অন্তত সেই রকমই ধারণা।'

'ওঁর স্বামী?'

'তাঁর সম্পর্কে বলার বেশি কিছু নেই। যতদূর জানি, তিনি ছিলেন মদ্যপ। শুনেছি ওঁদের বিয়ের দু'-এক বছর পরেই ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়। ওঁদের একটি কন্যা সন্তান হয়, তবে মাত্র তিন বছর বয়সে মেয়েটিও মারা যায়। বারবারা তার স্বামীর কথা খুব বেশি বলতে চাইত না। আমার বিশ্বাস, ভারতে থাকার সময় তার বয়স যখন সতেরো তখন ওদের বিয়ে হয়। তারপর সেখান থেকে ওরা চলে যায় বোর্নিও।'

'মিসেস এ্যালিয়েনের আর্থিক অভাবের কথা আপনি জানতেন?'

'না, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, অর্থের অভাব ওর ছিল না।'

'কোনো ধারদেনা কিংবা সেরকম কিছু?

'না, বললাম তো, সে রকম কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার মতো মেয়ে সে ছিল না।'

'আর একটা প্রশ্ন আপনাকে করতেই হচ্ছে—আশা করি আমার এ প্রশ্নটা শোনার পর আপনি মুষড়ে পড়বেন না। আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারেন, মিসেস এ্যালিয়েনের কোনো পুরুষ বন্ধু ছিল কি না?'

ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দিল জেনি,'আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, দ্বিতীয়বার বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল এ্যালেন, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার এনগেজমেন্ট ছিল।'

'সেই ভদ্রলোকের নাম কি বলুন তো?'

'চার্লস ল্যাভারটন—ওয়েস্ট। হ্যাম্পশায়ারের কোনো এক জায়গার এম. পি. সে।'

'আপনার বন্ধু কি তাকে অনেকদিন থেকে জানতো?'

'না, এক বছরের কিছু বেশি।'

'আর তার সঙ্গে আপনার বন্ধুর বিয়ের পাকা কথাবার্তা কবে হয়েছিল জানেন?'

'দুই—না, না প্রায় মাস তিনেক হবে।'

'তাঁদের মধ্যে কোনো ঝগড়া-বিবাদ হয়নি তো?'

মিস প্লেন্ডারলিথ মাথা নাড়ল জোরে জোরে। 'না, সে ধরনের কিছু ঘটলে আমি আশ্চর্যই হতাম। কারণ বারবারা ঝগড়াটে স্বভাবের মেয়ে ছিল না।

'শেষ কবে আপনি মিসেস এ্যালেনকে দেখেছিলেন?'

'গত শুক্রবার, উইক-এন্ড-এর ছুটিতে যাওয়ার ঠিক আগে।'

'ওই সময় মিসেস এ্যালেন কি টাউনেই থাকতেন?'

'হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস, কেবল রবিবার সে তার প্রেমিকের সঙ্গে বাইরে বেরুত।'

'আর আপনি? উইক-এন্ড-এর ছুটি কোথায় কাটিয়ে আসেন?'

'লেইডেলস হলে, লেইডেলস, এসেক্স।'

'যাদের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছেন তাদের নামগুলো দয়া করে বলবেন?'

'মিঃ অ্যান্ড মিসেস বেন্টিঙ্ক।'

'কেবল আজ সকালেই আপনি কি তাদের ছেড়ে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি নিশ্চয়ই খুব সকালে বেরিয়ে পড়েন?'

'হ্যাঁ, মিঃ বেন্টিঙ্ক মোটরে আমাকে পৌঁছে দেন। খুব ভোরে তিনি গাড়ি স্টার্ট করেন, কারণ দশটার মধ্যে সিটিতে পৌঁছনোর কথা ছিল তাঁর।'

'তাই বুঝি?'

সন্তুষ্ট হওয়ার মতো খুশিতে মাথা নাড়লেন জ্যাপ। এ পর্যন্ত জেনির প্রতিটি উত্তর সন্তোষজনক বলেই তাঁর ধারণা।

ওদিকে পোয়ারো তখন তার প্রশ্নগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছিল নতুন করে আবার।

'মিঃ ল্যাভারটন-ওয়েস্ট সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা কি মিস প্লেন্ডারলিথ?'

শ্রাগ করল জেনি, 'এ ব্যাপারে তার কি কোনো সম্পর্ক আছে?'

'না, সম্পর্ক নেই বটে, তবে আপনার মতামতটা জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে আমার।'

'জানি না, তার সম্পর্কে তেমন করে আমি কোনোদিন ভেবেছি কিনা! তবে এটুকু বলতে পারি, যুবক সে—একত্রিশ কিংবা বত্রিশ বছর বয়স হবে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ভাল বক্তা—একজন ভাল নেতা হতে হলে যে সব গুণ থাকা দরকার, আমার মতে তা তার ছিল।'

'সে তো গেল ওঁর গুণের কথা, আর দোষের বলতে—'

'বেশ তাহলে বলছি শুনুন', মিস প্লেন্ডারলিথ বলতে থাকে, 'আমার মতে বড় দাম্ভিক সে, তার ধ্যান-ধারণা, কথাবার্তা কোনোটাই আসল নয়, মনে হয় সব কথায় একটা মিথ্যের আবরণ দিয়ে আসল সত্যটা আড়াল করে রাখতে চায় সে। নিজেকে সে যা নয় তাই ভেবে থাকে।'

'ওগুলো কোনো মারাত্মক দোষত্রুটি অবশ্য নয়', বলে হাসল পোয়ারো।

'কেন, আপনি তা মনে করেন না?' জেনির কথায় বিদ্রূপের সুর ধ্বনিত হয়।

'আপনার কাছে তা মনে হতে পারে।' পোয়ারো তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। জেনির মুখ দেখে মনে হলো বুঝি সে একটু বিভ্রান্ত, সেই সুযোগটা নেবার চেষ্টা করল পোয়ারো।

'কিন্তু মিসেস এ্যালেনের কাছে—না, তিনি নিশ্চয়ই সে সব লক্ষ্য করেননি।'

'হ্যাঁ, আপনার অনুমান ঠিক। বারবারা ভেবেছিল, চমৎকার লোক সে, তার বাইরেটা দেখে একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিল আমার বন্ধু।'

'আপনি দেখছি আপনার বন্ধুকে খুবই ভালবাসতেন।' শান্ত গলায় বলল পোয়ারো।

জেনি একটু ইতস্ততঃ করল, দৃষ্টি এড়াল না পোয়ারোর। তবে কোনো ভাবাবেগে নয়, স্বাভাবিক গলায় জেনি জবাব দিল, 'হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন, ও আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।'

এবার জ্যাপ জিজ্ঞেস করলেন, 'আর একটা কথা মিস প্লেন্ডারলিথ, আপনার এবং মিসেস এ্যালেনের মধ্যে কখনো ঝগড়া-ঝাঁটি হয়নি? আপনাদের মধ্যে মতান্তর কিংবা হতাশার ভাব কখনো দেখা দেয়নি?'

'না, সেরকম কিছুই হয়নি।'

'কেন, এই এনগেজমেন্টের ব্যাপারে?'

'নিশ্চয়ই নয়। ও সুখী হবে জেনে আমার তো আনন্দই হওয়া উচিত, নয় কি?'

একটু সময়ের জন্য চুপ করে যেতে জ্যাপ আবার বললেন, 'মিসেস এ্যালেনের কোনো শত্রু ছিল বলে কি আপনার মনে হয়?'

এবার মিস প্লেন্ডারলিথকে একটু বেশি সময় নিতে দেখা গেল উত্তর খোঁজার জন্য হয়তো। যখন সে আবার মুখ খুলল তখন তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনটা লক্ষণীয়।

'আপনি তার শত্রু বলতে কি বোঝাতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'যে কেউ, মানে তাঁর মৃত্যুতে যে কিনা লাভবান হতে পারে, সেরকম কেউ?'

'ওহো, না, সেটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার! তার আয় খুব সীমিত ছিল।'

'তার সেই সঞ্চিত আয়ের উত্তরাধিকারী কে হতে পারে?'

জেনি পেন্ডারলিথ এবার একটু বিস্মিত হয়েই বলল, 'সত্যি বলতে কি, এ সব ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। সে যদি কোনো উইল করে থাকে, শুনলে আমি আশ্চর্যই হব।'

'অন্য কোনো ব্যাপারে তাঁর কোনো শত্রু থাকতে পারে না?' জ্যাপ প্রসঙ্গ বদল করে বললেন, 'তাঁর বিরুদ্ধে কারোর হিংসেও তো থাকতে পারে?'

'আমার মনে হয় না, তাকে হিংসে করবার মতো কোনো লোক এ পৃথিবীতে আছে। বারবারা ছিল অত্যন্ত অমায়িক, মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে, সবার সাথেই তার হৃদ্যতা ছিল, সবাইকেই সে ভালবাসত, এবং সবাই তাকে শ্রদ্ধা জানাত, ভালবাসত তাকে। এ হেন মেয়ের কোনো শত্রু ছিল বলে আমার মনে হয় না।'

জ্যাপ এবার কাজের কথায় ফিরে এলেন। এই প্রথম তিনি দৃঢ়স্বরে বলতে শুরু করলেন। পোয়ারোর দৃষ্টি এড়ায় না।

'তার মানে আপনার কথা থেকে ধরে নিতে হয় যে, মিসেস এ্যালেনের শেষের দিনগুলি বেশ ভালভাবেই কেটেছিল, তাঁর কোনো আর্থিক অভাব ছিল না। বিয়ের জন্য এক যুবকের সঙ্গে তাঁর এনগেজমেন্ট হয়েছিল। তাঁর আত্মহত্যা করার মতো কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছিল না। এই তো?'

একটু সময় কি ভেবে নিয়ে জেনি জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

জ্যাপ এবার উঠে দাঁড়ালেন।

'মাফ করবেন, ইন্সপেক্টার জেমসনের সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি অতঃপর।

এরকুল পোয়ারো তেমনি অচঞ্চল অবস্থায় বসে রইল জেনি প্লেন্ডারলিথের সঙ্গে।

কয়েক মিনিটের জন্য একটা গভীর নীরবতা নেমে এলো সেখানে।

ছোটখাটো এই লোকটির দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে তার ব্যক্তিত্ব, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করে নিয়ে জেনি প্লেন্ডারলিথ সামনের দিকে তাকাল, একটা কথাও বলতে পারল না তখনকার মতো। তার সামনে তখন একবুক শূন্যতা শুধু। এবং সেই শূন্যতার মাঝে বিবেকের গভীরতা, যার দংশনে ক্ষতবিক্ষত বলে মনে হলো তাকে, পোয়ারোর উপলব্ধি অন্তত তাই। পোয়ারোর উপস্থিতিটাই বারবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, বুঝি একটা ঝড় উঠতে যাচ্ছে, সেই ঝড়ের সংকেত শোনার পর থেকেই একটা টেনসনে ভুগতে শুরু করেছিল জেনি, বুঝি বা একটু নার্ভাসও! দেহ তার অনড়, অকম্পিত, রক্ত-মাংসের পুতুলের মতো, হাত-পা নড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল সে তখন। পোয়ারো সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল তার সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে। যাইহোক, সেই কণ্ঠস্বর তাকে স্বস্তি দিল। মানানসই ভাষায় জিজ্ঞেস করল পোয়ারো,—'ম্যাডাম, কখন আপনি আগুন লাগালেন?'

'আগুন?' অন্যমনস্কভাবে বলল জেনি, 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আজ সকালে এখানে পৌঁছেই।'

'ওপরতলায় যাওয়ার আগে না পরে?'

'আগে।'

'তাই বুঝি? হ্যাঁ, স্বভাবতই...তাহলে ইতিমধ্যে সেটা সাজানো ছিল—নাকি আপনাকে সাজাতে হয়েছিল?'

'সাজানো ছিল। আমাকে কেবল তাতে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে দিতে হয়েছিল।'

তার কথায় একটু অধৈর্যের ভাব, পোয়ারো লক্ষ্য করল সেটা। পোয়ারোর কথায় সন্দেহ জাগল তার। সম্ভবত তাই সে করেছে। যাইহোক, স্বাভাবিক আলোচনার ভঙ্গিতেই পোয়ারো আবার বলল, 'কিন্তু আপনার বন্ধুর ঘরে আমি গ্যাসের আগুন দেখে এসেছি।'

যন্ত্রচালিতের মতো উত্তর দিল জেনি প্লেন্ডারলিথ।

'একমাত্র আমাদেরই কয়লার চুল্লি আছে, অন্যদের সবার গ্যাসে জ্বলে।'

'হ্যাঁ, আপনারাও গ্যাসেই রান্না করে থাকেন?'

আজকাল সবাই তাই করে থাকে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক, পরিশ্রমও কম হয় তাতে।'

তাদের আলোচনার প্রসঙ্গ বদলে যায়। হঠাৎ বলে উঠল জেনি, 'ঐ ভদ্রলোক, চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপ দারুণ বুদ্ধিমান লোক।'

'হ্যাঁ, ওঁর চিন্তাধারার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। উনি আজ যা ভাবেন, অন্যেরা সেটা কাল ভেবে থাকে। তাছাড়া উনি পরিশ্রমও করতে পারেন খুব, খুব কম অপরাধী তাঁর হাত থেকে রেহাই পায়।'

'আশ্চর্য—' আপন মনে বিড়বিড় করল মেয়েটি।

পোয়ারো লক্ষ্য করছিল তাকে। ফায়ারপ্লেসের আগুনে তার চোখ দুটো গাঢ় সবুজ

দেখাচ্ছিল। শান্তভাবে বলল পোয়ারো, 'আপনার বন্ধুর মৃত্যুতে আপনি নিশ্চয়ই খুব আঘাত পেয়েছেন।'

'ভয়ঙ্কর।' জেনির কথায় আন্তরিকতার সুর।

'এ রকম একটা কিছু যে ঘটবে আপনি আশঙ্কা করেননি, তাই না?'

'নিশ্চয়ই না।'

'অতএব প্রথমে আপনার বোধহয় মনে হয়ে থাকবে, এ অসম্ভব—এ হতে পারে না।'

পোয়ারোর শান্ত সহানুভূতিপূর্ণ কথা শুনে জেনি এবার আগের থেকে একটু সহজ হলো। কাঠিন্যের আবরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবার যেন একটু বাড়তি আগ্রহ নিয়ে বলল সে, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। এমন কি বারবারা যদি নিজেই নিজেকে খুন করতো তবু আমি আমার বিশ্বাস থেকে এক চুলও সরে আসতাম না, আমি এখনো মনে করি, আত্মহত্যা করতে পারে না সে।'

'তবু আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ম্যাডাম', পোয়ারো বলল, 'আপনার বন্ধুর একটি পিস্তল ছিল, তাই না?'

এ কথায় একটু যেন অধৈর্য হলো জেনি।

'হ্যাঁ, কিন্তু সেই পিস্তলটা—ও হো, ব্যবহারও করতো না সে। আমি যতদূর জানি, সে রকম কোনো পরিকল্পনাই ছিল না তার।'

'আপনি এতো নিশ্চিত হলেন কি করে?'

'কারণ সে একদিন বলেছিল—'

'যেমন—?' বন্ধুর মতো নম্রভাবে বলল পোয়ারো। ভরসা পেল জেনি।

'বলছি, যেমন একদিন আমরা আত্মহত্যার ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম। বারবারার ধারণা, আত্মহত্যা করার সব থেকে সহজ উপায় হলো দরজা-জানালা বন্ধ করে গ্যাসের সুইচটা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ো, কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যু এসে তোমায় বলবে হেসে, এবার তোমার বিদায়ের পালা। আমি তার উত্তরে বলেছিলাম, অসম্ভব! মৃত্যুর জন্য ওভাবে অপেক্ষা করা যায় না। বরং নিজেকে গুলি করে হত্যা করাটা অনেক সহজ। সে আমার কথায় প্রতিবাদ করে বলে উঠেছিল, সে কখনই নিজেকে গুলি করবে না। তার ভয়, যদি সেই গুলিটা ব্যর্থ হয়! সে যাইহোক, স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে তার ঘৃণা হয় বলে এ কথাও আমাকে জানিয়েছিল সে।'

'তাই নাকি?' বলল পোয়ারো, 'কিন্তু আপনার কথায় একটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে না?' কারণ এইমাত্র আপনি বললেন, ঘরের মধ্যে গ্যাস থেকে আগুন জ্বলে উঠেছিল।'

পোয়ারোর দিকে তাকাল জেনি, স্তব্ধ, হতভম্ব।

'হ্যাঁ, আমি ভুল বলিনি, ঠিক তাই ঘটেছিল। আমি বুঝতে পারি না, হ্যাঁ, এখনো বুঝতে পারি না, কেন সে মৃত্যুটাকে ঐ ভাবে বরণ করে নিল না?'

পোয়ারো তার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে, স্বাভাবিক নয়।'

'সমস্ত ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক। এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না নিজেকে হত্যা করল কি করে সে? তবু আমার ধারণা, এটা একটা আত্মহত্যারই কেস। নয় কি?'

'হ্যাঁ, তবে আর একটা সম্ভাবনাও আছে।'

'তার মানে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?'

পোয়ারো এবার সোজাসুজি তার দিকে তাকাল, 'খুনও হতে পারে।'

'না, না!' জেনি ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে বলল, 'এ হতে পারে না। এ আপনার কি ভয়ঙ্কর অনুমান মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'কি বললেন ভয়ঙ্কর? সম্ভবত তাই, কিন্তু আপনার কি একবারও মনে হয়েছে, এ অসম্ভব?'

'কিন্তু দরজা যে ভেতর থেকে বন্ধ ছিল', জেনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'এবং জানালাগুলোও।'

'হ্যাঁ, দরজা বন্ধ ছিল বটে, তবে ভেতর কিংবা বাইরে থেকে যে লক্ করা ছিল, সেটা বোঝা যায় না। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার, চাবি নিখোঁজ।'

'চাবি যদি পাওয়া না গিয়ে থাকে, 'মিনিট দু'-এক সময় নেয় জেন ভাববার জন্য, তারপর সে আবার বলল, 'তাহলে দরজা নিশ্চয়ই বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। তা না হলে চাবিটা ঘরের ভেতরেই থাকত।'

'হয়তো বা। তবে সেইসঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে, ঘরটা এখনো ভালভাবে সার্চ করে দেখা হয়নি। এমনও তো হতে পারে, চাবিটা জানালা গলিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এবং কেউ সেটা কুড়িয়ে নিয়ে থাকবে?'

'খুন!' বুদ্ধিমতী জেনি কি ভেবে পোয়ারোর অনুমানের বিরোধিতা করার মতো সাহস দেখাল না আর। এবার সে তাকে পুরোপুরিই সমর্থন করে বসল, 'আমার বিশ্বাস, আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'তবে খুন যদি হয়ে থাকে, তাহলে খুনের তো একটা উদ্দেশ্য থাকবেই। আপনি জানেন, সেই উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে?'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে এ ব্যাপারে জেনি তার অজ্ঞতা প্রকাশ করল। তবু তার অস্বীকার করা সত্ত্বেও পোয়ারোর কেন জানি না মনে হলো, ইচ্ছে করেই কিছু একটা ব্যাপার চেপে যাচ্ছে জেনি। সেই সময় ঘরের দরজা খুলে যেতে দেখা গেল, এবং জ্যাপের চেহারাটা ভেসে উঠল পোয়ারোর চোখের সামনে।

জ্যাপকে উদ্দেশ্য করে বলল সে, 'মিস জেনি প্লেন্ডারলিথকে আমি বলছিলাম, ওঁর বন্ধুর মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা নাও হতে পারে।'

চকিতে পোয়ারোর দিকে তাকালেন জ্যাপ, তাঁর চোখে অবাক বিস্ময়, 'এতো তাড়াতাড়ি এ সব ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না, এ অসম্ভবও হতে পারে।'

'অস্বাভাবিক মৃত্যুর কেসে সব কিছুই সম্ভব বলে ধরে নিয়ে তদন্তের কাজে এগোনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'তাই বুঝি!' শান্তভাবে বলল জেনি।

জেনির কাছে গিয়ে জ্যাপ জিজ্ঞেস করলেন, 'মিস প্লেন্ডারলিথ, ভাল করে তাকিয়ে দেখুন তো, আগে কখনো এটা দেখেছেন কিনা?'

গাঢ় নীল রঙের এনামেল করা ছোট ডিম্বাকৃতি একটা জিনিস হাতের তালুতে রেখে মিস জেনির চোখের সামনে মেলে ধরলেন জ্যাপ।

জেনি মাথা নাড়ল, 'না, এ আমি কখনো দেখিনি।'

'এটা আপনার কিংবা মিসেস এ্যালেন, কারোরই কি নয়?'

'না, এরকম জিনিস আমরা মেয়েরা ব্যবহার করি না।'

'ওঃ! তাহলে আপনি এটা চিনতে পেরেছেন?'

'চেনা স্বাভাবিক নয় কি? ওটা কোনো এক পুরুষের কাফ-লিঙ্ক-এর অর্ধাংশ।'

'ঐ যুবতীটি বোকা সেজে থাকলেও যথেষ্ট বুদ্ধি আছে বলে মনে হয়', জ্যাপ মন্তব্য করলেন।

তাদের দু'জনকে আর একবার মিসেস এ্যালেনের শয়নকক্ষে দেখা গেল। ইতিমধ্যে মৃতদেহের ফটো নেওয়া হয়ে গিয়েছিল এবং পোস্টমর্টেমের জন্য মর্গে চালান করা হয়েছিল। ফিঙ্গারপ্রিন্টের লোকেরা তাদের কাজ সেরে চলে গিয়েছিল।

'মেয়েটিকে বোকা বলে ধরে নেওয়াটা ভুল হবে', পোয়ারো একমত হলো জ্যাপের সঙ্গে। 'সত্যি কথা বলতে কি মেয়েটি অত্যন্ত চতুর এবং নির্ভরযোগ্য যুবতী।'

'এ কাজ সে করেছে বলে তোমার কি মনে হয়? ভাল করে চিন্তা করে দেখো সমস্ত ব্যাপারটা', একটা ক্ষীণ আশার ওপর ভরসা করে মন্তব্য করলেন জ্যাপ। 'বুঝলে পোয়ারো, এ কাজ নিশ্চয়ই তারই! যাইহোক, তার এ্যালিবাই খুঁজে বার করতে হবে। এই যুবকটি—মানে এই এম. পি. কে কেন্দ্র করে কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি কিংবা সেই রকম কিছু হয়েছিল কিনা তাদের মধ্যে সেটা জানতে হবে। আমার মনে হয় তার প্রতি এই মেয়েটির কোনো দুর্বলতা থাকলেও থাকতে পারে। ওদের মধ্যে আমি যেন একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। মনে হয় মেয়েটি তাকে তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করে থাকবে, কিন্তু যুবকটি হয়তো তাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকবে। মেয়েটি যে ধরনের তা থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সে যা মনে করবে সেটা করেই ছাড়বে, এবং সেই কাজ করার সময় সে বেশ মাথা ঘামিয়ে কাজ করে থাকে। হ্যাঁ, এই এ্যালিবাই এর ওপর তোমাকে বেশি করে নজর দিতে হবে। এসেক্স খুব বেশি দূরে নয়। বহু ট্রেন আছে। কিংবা দ্রুতগামী মোটর গাড়িতেও যাওয়া যেতে পারে। গতকাল রাতে ঘুমতে যাওয়ার আগে মাথা ধরার যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছিল কিনা, সে খবরটা জানতে পারলে ভাল হয়।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন', পোয়ারো তাঁর সঙ্গে একমত।

'সে যাইহোক', জ্যাপ বলতে থাকল, 'আমাদের কাছে কিছু একটা যে লুকোতে চাইছে জেনি, তোমার কি তাই মনে হয় না? ঐ মেয়েটি নিশ্চয়ই কিছু একটা জানে।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল পোয়ারো। 'হ্যাঁ, তদন্তের সময় সেটা পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।'

'এসব ক্ষেত্রে সব সময়েই সে সব কাজ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে', জ্যাপ অনুযোগ করে বললেন। 'লোকেরা মুখ খুলতে চায় না, এমন কি মোটিভের কথা জেনেও তারা চুপ করে থাকে।'

'এর জন্য তাদের কেউ দোষ দিতে পারে না।'

'না, তবে তার জন্য আমাদের কাজ খুব কঠিন হয়ে পড়ে,' অসন্তোষ প্রকাশ করলেন জ্যাপ।

'আপনার কাজে কোনো ত্রুটি থাকলে অসুবিধে তো হবেই', পোয়ারোর কথাগুলো বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, 'ভাল কথা, ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যাপারে কি হলো?'

'কেসটা খুনের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে পিস্তলের ওপর কারোর আঙুলের ছাপ নেই। মিসেস এ্যালেনের হাতে পিস্তলটা গুঁজে দেবার আগে সেটা বেশ ভাল করেই মুছে দেওয়া হয়ে থাকবে। এমন কি তিনি যদি বিশেষ কায়দায়, যা এক্ষেত্রে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, নিজের হাতে পিস্তলটা ধরে কুস্তির লড়াই-এর ফ্যাসানে নিজেকে গুলি করেও থাকেন, তাহলেও তাঁর পক্ষে পিস্তলের ওপর থেকে তাঁর আঙুলের ছাপ নিজের হাতে কখনই মুছে দিতে পারেন না, বিশেষ করে মৃত্যুর পরে। তাছাড়া তিনি যখন আত্মহত্যা করতেই যাচ্ছিলেন, তাহলে কেনই বা তাঁর হাতের ছাপ মুছতে যাবেন, তুমিই বলো?'

'না, না তা কি করে সম্ভব? অতএব এর থেকে এটা স্পষ্ট যে, এ কাজ বাইরের কোনো ব্যক্তির।'

'তা না হলে আঙুলের ছাপ উধাও হয়ে যায় এভাবে প্রতিটি দরজার হাতল থেকে, জানালা থেকে? বড় তাজ্জব ব্যাপার! মিসেস এ্যালিয়েনের ঘর, তাঁর হাতের ছাপ সর্বত্র থাকা উচিত ছিল।'

'জেমস কিছু হদিশ করতে পেরেছে?'

'কার কাছ থেকে করবে? সেই ঠিকে পরিচারিকার কাছ থেকে? না, অনেক কথাই বলেছে সে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে খুব বেশি সে জানে বলে মনে হয় না। তবে সে স্বীকার করেছে, এ্যালেন এবং জেনির মধ্যে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। জেমসনকে আমি বাইরে পাঠিয়েছি অন্য সব ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। মিঃ লেবারটন-ওয়েস্টের সঙ্গেও আলোচনা করে দেখতে হবে। গতকাল রাতে কোথায় সে ছিল এবং কিই বা করছিল, খবর নিয়ে দেখো। তার আগে এসো, মিসেস এ্যালেনের কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখা যাক, যদি কোনো ক্লু উদ্ধার করা যায়।'

এরপর কথা না বলে তিনি তাঁর কাজে মন দিলেন। মাঝে মাঝে দু'-একটা কাগজ পোয়ারোর হাতে তুলে দিয়ে তিনি অস্ফুট স্বরে বলতে থাকেন, 'দেখো তো এটা, কিংবা এর মধ্যে কিছু হদিশ পেলেও পেতে পারো', ইত্যাদি, ইত্যাদি। সার্চের কাজ দীর্ঘ হলো

না, কারণ খুব বেশি কাগজ-পত্র ছিল না ডেস্কে। শেষ পর্যন্ত চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জ্যাপ।

'খুব বেশি দরকারি কাগজ নেই।'

'ঠিকই বলেছো,' পোয়ারো সমর্থন করল তাঁকে।

'বেশির ভাগ কাগজ-পত্র অতি সাধারণ—টাকা মেটানো বিল, আর পেমেন্ট না করা কয়েকটি বিল, টাকার অঙ্ক খুব একটা বেশি নয়। এছাড়া সামাজিক ধরনের নিমন্ত্রণপত্র, বন্ধুদের কয়েকটি চিঠি, ব্যাস এই পর্যন্ত—' সাতটা কি আটটা চিঠির ওপর হাত রেখে জ্যাপ বললেন, 'তাঁর চেক-বই এবং পাশ-বই তোমার চোখে পড়ল?'

'হ্যাঁ, জমার থেকে বেশি অঙ্কের টাকা তিনি তুলেছেন ব্যাঙ্ক থেকে।'

'এ ছাড়া আর কিছু?'

হাসল পোয়ারো। 'আপনি যেন আমাকে পরীক্ষা করছেন। তবে হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করেছি, আপনি কি ভাবছেন? তিন মাস আগে নিজের নামে দু'শো পাউন্ড ব্যাঙ্ক থেকে তোলা, এবং তারপর গতকালই আবার আরো দু'শো পাউন্ড তুলেছিলেন মিসেস এ্যালেন।'

'আর চেক বই-এর কাউন্টারফয়েলে কিছুই লেখা নেই। নিজের নামে ভাঙানো চেক বলতে ছোট অঙ্কের সব—সব থেকে বেশি হচ্ছে পনের পাউন্ড। আমি তোমাকে বলতে পারি, ঐ সব অর্থ বাড়িতে নেই। চার পাউন্ডের দশটা নোট একটা হাতব্যাগে এবং অপর ব্যাগে দু'-এক শিলিং অবশিষ্ট আছে। এটাই একটা পরিষ্কার চিত্র আমি ধরে নিতে পারি।'

'তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে, গতকালই সব অর্থ তিনি কাউকে দিয়ে থাকবেন।'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, অত অর্থ কাকেই বা তিনি দিলেন?'

এই সময় দরজা খুলে ইন্সপেক্টার জেমসনকে প্রবেশ করতে দেখা গেল।

'ভাল কথা জেমসন, কিছু পেলে?'

'হ্যাঁ স্যার, অনেক কিছু। প্রথমটা শুনলেই মনে হবে কেউ বুঝি তা শোনেনি। দু'-তিনজন মহিলা বলল, হ্যাঁ, তারা গুলির আওয়াজ শুনেছে, কারণ তারা খেয়াল করার চেষ্টা করছিল গুলির আওয়াজ শুনেছে মনে করেই, কিন্তু এই পর্যন্তই। গুলির আওয়াজ বন্ধ হতেই সব স্তব্ধ, এমন কি কোনো কুকুরের ডাকও শোনা যায়নি সেই সময়।'

জ্যাপ মাথা নাড়লেন, 'মনে করো না, সেই সময় খুন বা আত্মহত্যা করার জন্য কেউ জেগে বসে থাকবে। যাইহোক, বলে যাও তুমি।'

'গতকাল প্রায় সারা দুপুর এবং সন্ধ্যায় বাড়িতেই ছিলেন মিসেস এ্যালেন। বিকেলের দিকে একটু সময়ের জন্য কোথাও হয়তো বেরিয়ে থাকবেন, পাঁচটার সময় বাড়ি ফিরে আসেন। তারপর আবার প্রায় ছ'টার সময় বেরিয়ে যান, তবে বেশি দূরে নয়, ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর একেবারে শেষ প্রান্তে পোস্ট-বক্স পর্যন্ত। রাত সাড়ে ন'টার সময় একটা স্ট্যান্ডার্ড সোয়ালো সেলুন গাড়ি তাঁর ফ্ল্যাটের সামনে এসে থামে এবং একজন

ভদ্রলোক সেই গাড়ি থেকে নেমে আসে। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, মিলিটারি চেহারা, ঠোঁটের ওপর টুথব্রাশের মতো গোঁফ, গায়ে নীল রঙের ওভারকোট, মাথায় বাওলার টুপি। ১৮ নম্বর ফ্ল্যাটের সোফার জেমস হগ-এর রিপোর্ট হলো, মিসেস এ্যালেনের নাম ধরে সেই ভদ্রলোককে ডাকতে শুনেছিল সে।'

'বয়স কত বললে? পঁয়তাল্লিশ?' জ্যাপ বিড়বিড় করে বললেন, 'লেভারটন ওয়েস্ট নয় তো সে?'

সেই ভদ্রলোক যেই হোন না কেন, এখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিলেন তিনি। দশটা কুড়ি নাগাদ এখান থেকে চলে যান। চলে যাওয়ার আগে দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মিসেস এ্যালেনের সঙ্গে কথা বলেন। বাচ্চা ছেলে ফ্রেডরিক হগ কাছেই ছিল তাদের, ভদ্রলোককে বলতে শুনেছে সে—'

'তা ভদ্রলোক কি বলেছিলেন? কথার মাঝে বাধা দিয়ে জ্যাপ জিজ্ঞেস করলেন।

'...ঠিক আছে, ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখে পরে আমাকে জানিয়ে দিও।' তারপর মিসেস এ্যালেন নিচু গলায় কি যেন বলেছিলেন এবং প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোক বলেন,...ঠিক আছে, শুভ রাত্রি।' এরপর সে তার গাড়িতে উঠে বসে এবং স্টার্ট দেয়।

'তখন দশটা-কুড়ি হবে, তাই না?' কি ভেবে যেন বলল পোয়ারো।

জ্যাপ তাঁর নাক ঘষে বললেন, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, দশটা কুড়ি পর্যন্ত মিসেস এ্যালেন বেঁচে ছিলেন। তারপর কি হলো?'

'আর বিশেষ কিছু নয় স্যার, এইটুকুই আমি জেনেছি। ২২ নম্বর ফ্ল্যাটের সোফার সাড়ে-দশটার সময় ফিরে আসে, সে তার ছেলেমেয়েদের কথা দিয়েছিল, তাদের জন্য বাজী নিয়ে আসবে। ছেলে-মেয়েরা তার জন্য অপেক্ষা করছিল এবং অন্য ফ্ল্যাটের বাচ্চারাও জেগেছিল। ফ্ল্যাটের সমস্ত বাচ্চারা বাজী পোড়ানোর দৃশ্য উপভোগ করে। তারপর সবাই যে যার ফ্ল্যাটে শুতে চলে যায়।'

'১৪ নম্বর ফ্ল্যাটে আর কাউকে ঢুকতে দেখা যায়নি?'

'না—কেউ যে ঢোকেনি ঠিক তা বলা যায় না। তবে কারোর চোখে পড়েনি, এটুকু বলা যেতে পারে আর কি।'

'হুম', বললেন জ্যাপ, 'তা অবশ্য ঠিক। ঠিক আছে, এই মিলিটারি চেহারার ভদ্রলোকের খোঁজ করতে হবে আমাদের। তার ঠোঁটের ওপর টুথব্রাশের মতো গোঁফ ছিল, তাই না? এখন এটা পরিষ্কার, সেই ভদ্রলোকই শেষবার মিসেস এ্যালেনের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেছিল, তাই তো? আশ্চর্য, কে, কে সেই লোকটা?

'মিস প্লেন্ডারলিথ বলতে পারে?' পোয়ারো আভাস দিল।

'হয়তো সে বলতে পারে', অন্ধকারে হাতড়ানোর মতো করে বললেন জ্যাপ, 'আবার নাও বলতে পারে। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে সে। তা পোয়ারো আমার বুড়ো খোকা, তোমার কি খবর? তুমি তো খানিক আগে পর্যন্ত ঐ মেয়েটির সঙ্গে আলোচনায় মেতে ছিলে, তা ওর

পেট থেকে কোনো কথা বার করতে পারলে? তুমি তো ভাল অভিনয় জানো, ওর মন ভোলাতে পারলে না?'

হাত নেড়ে পোয়ারো বলল, 'হায়! সে রকম সৌভাগ্য কি আমার কোনোদিন হয়েছে যে আজ হবে? আমি তার সঙ্গে গ্যাসের আগুন ছাড়া আর কোনো কথাই বলতে পারলাম না।'

'গ্যাসের আগুন?' বিরক্ত হয়ে বললেন জ্যাপ, 'বুড়ো খোকা, তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো? এখানে আসার পর থেকে দেখছি তুমি কেবল একটা পাখির পালকের কলম আর ওয়েস্টপেপার বাস্কেটের প্রতি বেশি করে নজর দিচ্ছো, ওতে তোমার কি যে আগ্রহ ঠিক বুঝতে পারছি না। ও হ্যাঁ, নিচের ঘরে তোমাকে এক মনে একদিকে তাকিয়ে থেকে দেখলাম। কি দেখলে সেখানে?'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'বাল্বের একটা ক্যাটালগ আর একটা পুরনো ম্যাগাজিন।'

'যাইহোক, তোমার কি মন্তব্য? কেউ যদি সন্দেহজনক কোনো নথিপত্র কিংবা তুমি যা ভাবছ সেরকম কিছু ফেলে দিতে চায়, অন্তত ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলতে যাবে না।

'হ্যাঁ, তুমি যা বলছো, খুব সত্যি কথা। কেবল অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্রই ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে মানুষ ফেলে থাকে।' শান্ত নম্রভাবে কথা বলল পোয়ারো। তা সত্ত্বেও সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকালেন জ্যাপ।

'ভাল কথা', বললেন তিনি, 'এরপর আমি কি করব সে আমি বেশ ভাল করেই জানি। এখন বলো, তুমি এবার কি করবে?'

'আমার যা কাজ!' পোয়ারো তেমনি শান্ত গলায় বলল, 'অপ্রয়োজনীয় কিছু সন্ধান করাই হলো আমার কাজ। ভুলে যেও না, এখনো ডাস্টবিন বাকী রয়েছে।'

কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পোয়ারো। বিরক্তিভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন জ্যাপ।

'বোকা', নিজের মনেই বললেন তিনি, 'একেবারে খ্যাপাটে।'

ইন্সপেক্টার জেমসন এতক্ষণ চুপ করে তাদের আলোচনার কথা শুনছিল। সর্বময় ব্রিটিশ কর্তৃত্বের মতো তার সারা মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠতে দেখা গেল, 'বাইরের কেউ!'

একটু থেমে মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল সে, 'এ হলো এরকুল পোয়ারো, এই তার পরিচয়! আমি ওঁকে চিনি।'

'আমাদের পুরনো বন্ধু', ব্যাখ্যা করে বললেন জ্যাপ, 'মনে রেখ, বাইরে থেকে ওকে ঠিক বোঝা যায় না। এখন ওর প্রয়োজনীয় কাজ সারতে গেল। বড় চাপা সে, নিজের থেকে প্রকাশ না করলে ওর মনের খবর কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না।'

'কোথায় আর যাবে, ভিমরতিগ্রস্ত হলে মানুষ যা করে থাকে, তাই করতে গেল সে, ওরা যা বলে থাকে স্যার', ইন্সপেক্টার জেমসন তার উপলব্ধির কথা বলল, 'ভাল কথা, মানুষের বয়সই বলে দেয় সব কিছু।'

'একই ব্যাপার', বললেন জ্যাপ, 'আমি জানি, এখন ও কি করতে চলল।'

লেখার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি, অবাক চোখে সেই পাখির পালকের কলমের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

তৃতীয় সোফারের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন জ্যাপ, সেই সময় নিঃশব্দে বেড়ালের মতো ধীর পায়ে হেঁটে এসে হঠাৎ তাঁর হাতের কনুই বরাবর থামল পোয়ারো।

'ওহো, তুমি দেখছি আমাকে টেক্কা দিতে যাচ্ছ', বললেন জ্যাপ, 'পেলে কিছু?'

'না, আমি যা খুঁজছি পাচ্ছি না।'

মিসেস জেমস হগের দিকে ফিরে তাকালেন জ্যাপ, 'তুমি বলছ তাহলে এই ভদ্রলোককে তুমি আগে এখানে দেখেছ?'

'ও হ্যাঁ স্যার। আর আমার স্বামীও দেখেছেন বৈকি। ওঁকে দেখা মাত্র আমরা চিনে ফেলি।'

'দেখো মিসেস হগ, আমি তোমার কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছি, তুমি খুবই বিচক্ষণ মহিলা। আমার সন্দেহ নেই, এখানকার সব ফ্ল্যাটের প্রত্যেককে তুমি বেশ ভাল করেই চেন। আর তোমার বিবেচনা শক্তি যে অত্যন্ত ভাল, তা আমি হলপ করে বলতে পারি।' মিসেস হগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ জ্যাপ। তোষামুদি ভাষায় বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন জ্যাপ। মিসেস হগ নিজেকে সংযত রেখে এমন ভাব দেখাল, যেন তার জুড়ি নেই। তার ভাব-ভঙ্গিমা বুদ্ধিমান সুপার হিউম্যানের মতো। 'মিসেস এ্যালেন এবং মিস প্লেন্ডারলিথ, এই দু'জন মহিলার ব্যাপারে এবার কিছু বলো। কি তাদের পছন্দ ছিল? সব সময় আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকতো কি না? পার্টি, ক্লাব, ইত্যাদির মধ্যে তারা কি ধরনের পৃষ্ঠপোষক ছিল?'

'না হুজুর, সে রকম কিছুই নয়। তাঁরা, বিশেষ করে মিসেস এ্যালেন ঘন ঘন বাইরে বেরলেও—তাঁরা কিন্তু অনেক ভাল প্রকৃতির নারী ছিলেন, আমি কি বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। অন্য ফ্ল্যাটের মেয়েদের সন্দেহজনক চরিত্রের উল্লেখ না হয় নাই করলাম। তবে তাদের তুলনায় ওঁরা ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং পবিত্র, কোনো পাপবোধ তাঁদের মনে জাগেনি কখনো। মিসেস স্টিভেন্স-এর মতো পুরুষ-ঘেঁষা মেয়ে ছিলেন না ওঁরা। এখানকার অন্য ফ্ল্যাটের মেয়েরা কে কি করে থাকে, তার উল্লেখ এখানে অবান্তর। তাই সে ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না—'

'খুব খাঁটি সত্য,' জ্যাপ তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে খুব জরুরী একটা খবর শোনালে। মিসেস এ্যালেন আর প্লেন্ডারলিথ পরস্পর পরস্পরকে খুবই পছন্দ করতো, তাই না?'

'হ্যাঁ হুজুর, ওঁরা দু'জনেই চমৎকার মহিলা, বিশেষ করে মিসেস এ্যালেন। বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের খুব ভালবাসতেন তিনি, ভাল ভাল কথা বলতেন তাদের। তাঁর একটা মেয়ে ছিল, সেই মেয়েকে তিনি হারান, মেয়েটির বয়স তখন খুবই কম ছিল, বেচারী। তাই আমি বলি কি জানেন—'

'জানি, খুবই দুঃখের ব্যাপার। আর মিস প্লেন্ডারলিথ?'

'হ্যাঁ, তিনিও খুব চমৎকার মহিলা, তবে এটা খুবই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত বটে, আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। একটু যা খেয়ালী মেয়ে, কোনো কাজে মন দিলে আর থামতে চান না যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে সেই কাজটা। ব্যাস, এছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আমার আর বলার কিছু নেই, না, আর কিছুই নয়—'

'তিনি এবং মিসেস এ্যালেন বরাবর একসঙ্গে থাকতেন?'

'ওহো, নিশ্চয়ই স্যার। শুধু একসঙ্গে মিলেমিশেই থাকা নয়, তাঁদের মধ্যে কোনোদিন ঝগড়া কিংবা মনোমালিন্য কোনো কিছুই হতে দেখিনি। অত্যন্ত সুখী ছিলেন তাঁরা দু'জনে। মেয়েদের কাছে ওঁদের জুটি আদর্শ হয়ে থাকা উচিত। মিসেস এ্যালেন বেঁচে থাকলে তিনিও হয়তো তাঁর বন্ধু-প্রীতির প্রশংসা করতেন নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ, মিস প্লেন্ডারলিথের সঙ্গে কথা বলে আমারও সেই কথা মনে হয়েছে। আচ্ছা মিসেস হগ, মিসেস এ্যালেনের ফিঁয়াসেকে তুমি নিজের চোখে কখনো দেখেছ?'

'যে ভদ্রলোককে তিনি বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন? ও হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি। তিনি এখানে প্রায়ই আসতেন। পার্লামেন্টের সদস্য তিনি, ওঁরা সেরকমই বলতেন।'

'গতকাল রাত্রে তিনি যে এখানে এসেছিলেন, এ কথা কি ঠিক?'

'না স্যার, খবরটা ঠিক নয়।' মিসেস হগ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল। তার কথায় উত্তেজনার সুর ধ্বনিত হতে শোনা যায়। 'হুজুর, যদি আপনি আমার মতামত জানতে চান তো বলি, আপনি যা ভাবছেন ভুল, সব ভুল। মিসেস এ্যালেন সেরকম মহিলা ছিলেন না, এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি! এ কথা ঠিক যে, সেই সময় বাড়িতে কেউ ছিল না, কিন্তু সেরকম কিছু যে ঘটতে পারে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আজ সকালে হগকেও আমি সেই কথাটাই বলেছি। "না হগ, মিসেস এ্যালেন ছিলেন খাঁটি মহিলা, তিনি কোনো অন্যায় কিংবা পাপ কাজ করতে পারেন না"। অতএব তাঁর সম্পর্কে ওরকম কোনো খারাপ ধারণা তোমরা করতে পার না,—পুরুষদের মন সম্পর্কে আমার মতামত যদি জানতে চান তো বলি, তাদের ধারণা সব সময়েই বাজে, অর্থহীন হয়ে থাকে বলেই আমার অনুমান।'

পুরুষদের সম্পর্কে মিসেস হগের এমন হীন মন্তব্যের অপমান হজম করে নিয়ে জ্যাপ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তাকে এখানে আসতে দেখেছ, আর চলে যেতেও দেখেছ, এই তো?'

'হ্যাঁ হুজুর, ঠিক তাই।'

'আর এছাড়া কোনোরকম ঝগড়া-ঝাঁটি কিংবা চেঁচামেচির আওয়াজ তুমি শোনোনি?'

'না হুজুর, সেরকম কোনো শব্দ আমার কানে তো আসেনি। আর সেরকম কোনো ঘটনা আমি আশাও করি না, কারণ তা হলে সেটা হতো তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। অন্য ফ্ল্যাটের মিসেস স্টিভেন্স-এর মতো নয়, তাঁর পরিচারিকা প্রায়ই আমাকে তার মনিবপত্নীর বদ স্বভাবের কাহিনী শোনায়, আমি তাকে বলি, ও চাকরি ছেড়ে দিতে, তবে অর্থপ্রাপ্তির লোভ কেউ কি সামলাতে পারে? সপ্তাহে তিরিশ শিলিং কম তো নয়—'

'সে যাইহোক', তাড়াতাড়ি বললেন জ্যাপ, '১৪ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে সেরকম কোনো আর্তনাদ তুমি সত্যি শুনতে পাওনি?'

'না হুজুর, বললাম তো আমি শুনতে পাইনি। তাছাড়া সেই সময় এখানে বাজী পোড়ানোর শব্দে অন্য কোনো আওয়াজই শোনার মতো ছিল না।'

'এই ভদ্রলোক রাত সাড়ে-দশটার সময় এখান থেকে চলে যায়, এই তো?'

'হ্যাঁ, হুজুর তা হতে পারে, সঠিক বলতে পারছি না, কেন না তাঁকে চলে যেতে তো দেখিনি। তবে হগ আমাকে বলেছে, বিশ্বাসযোগ্য লোক সে, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি।'

'যদি বলি তুমি তাকে এখান থেকে চলে যেতে দেখেছিলে। জান, সে কি বলেছে?'

'না হুজুর। যতটা কাছে থাকলে স্পষ্ট কিছু শোনা যায়, আমি ঠিক ততটা কাছে ছিলাম না। আমি কেবল আমার ঘরের জানালা থেকে দেখেছিলাম, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মিসেস এ্যালেনের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে।'

'মিসেস এ্যালেনকেও দেখেছিলে তাহলে।'

'হ্যাঁ হুজুর, তিনি ঠিক দরজার ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।'

'তাঁর পরনে কি ধরনের পোশাক ছিল দেখেছ?'

'না হুজুর, বলতে পারব না। অত খুঁটিয়ে দেখিনি তো।'

'এমন কি তিনি দিনের পোশাক না রাতের পোশাক পরেছিলেন কিনা,' বলল পোয়ারো, 'সেটাও তুমি লক্ষ্য করনি?'

'না হুজুর, আমি ঠিক মতো দেখেছি বলে দাবী করছি না।'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে সেই জানালার ওপর একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ১৪ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে তাকাল। হাসল সে নিজের মনে, জ্যাপের দৃষ্টি এড়াল না।

'আর সেই ভদ্রলোক?'

'তাঁর গায়ে ছিল একটা গাঢ় নীল রঙের ওভারকোট, মাথায় বাওলার টুপি। অত্যন্ত স্মার্ট এবং সেই পোশাকে তাঁকে মানিয়েওছিল বেশ।'

এরপর তাকে আরো কয়েকটা প্রশ্ন করার পর জ্যাপ তাঁর পরবর্তী সাক্ষাৎকারের জন্য এগোলেন। মাস্টার ফ্রেডরিক হগ তার জবানবন্দী দিতে এগিয়ে এলো অতঃপর। যেন একটা শয়তানের মুখের মুখোমুখি হলেন জ্যাপ, উজ্জ্বল চোখ, চঞ্চল, নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে তার চেহারায়।

'হ্যাঁ হুজুর', কোনো ভূমিকা না করেই নিজের থেকে বলতে শুরু করল সে, 'আমি তাঁদের কথা বলতে শুনেছি... ''ঠিক আছে, ব্যাপারটা চিন্তা করে পরে আমাকে জানিয়ে দিও।'' ভদ্রলোক বলেছিলেন। তারপর মিসেস এ্যালেন মেয়েলি মিহি গলায় কি যেন বলেছিলেন, আমি শুনতে পাইনি। ঠিক আছে। শুভরাত্রি। এই বলে ভদ্রলোক তাঁর গাড়িতে উঠে বসেন, আমি তাঁর গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিলাম নিজের হাতে, কিন্তু তিনি আমাকে সামান্য বখশিসও দেননি।' ছেলেটির কথায় একটা হতাশার সুর শোনা গেল। 'তারপর তিনি গাড়ি ছুটিয়ে চলে গেলেন।'

'মিসেস এ্যালেন জবাবে কি বলেছিলেন তুমি তা শুনতে পাওনি?'

'না হুজুর, আমি শুনেছি বলে জোরালো দাবী করতে পারি না।'

'আচ্ছা এবার বলো তো, মিসেস এ্যালেনের পরনে কি ধরনের পোশাক ছিল তখন? যেমন ধরো, কোন রঙের পোশাক?'

'বলতে পারব না হুজুর। সত্যি কথা বলতে কি আমি তাঁকে ভাল মতো দেখতে পাইনি। মনে হয় দরজার ওপারে তিনি কোথাও দাঁড়িয়েছিলেন।'

'তা হতে পারে', বললেন জ্যাপ, 'দেখো বৎস, এবার আমি তোমাকে যে প্রশ্নটা করব, খুব ভেবেচিন্তে তার উত্তর দেবে। তুমি যদি না জেনে থাক, কিংবা হয়তো খেয়াল করতে পারছ না, পরিষ্কার বলে দেবে, বুঝলে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

তার দিকে আগ্রহভরা চোখ নিয়ে তাকাল মাস্টার হগ।

'তাঁদের মধ্যে কে দরজা বন্ধ করে দেন, মিসেস এ্যালেন, নাকি সেই ভদ্রলোকটি?'

'সামনের দরজার কথা বলছেন তো?'

'স্বভাবতই সামনের দরজার কথাই আমি জিজ্ঞেস করছি।'

ছেলেটির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, স্মরণ করার চেষ্টা করে—

'ভেবে দেখলাম সম্ভবত ভদ্রমহিলাই ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন—না, না তিনি নন। সেই ভদ্রলোকই বাইরে থেকে দরজাটা সজোরে টেনে বন্ধ করে দিয়েই দ্রুত তাঁর গাড়িতে উঠে বসে থাকবেন। তাঁর মুখের ভাব তখন এমনি যে, অন্য কোথাও কাউকে তিনি কথা দিয়ে থাকবেন, এবং সেই মুহূর্তে সেখানে তাঁর উপস্থিতি একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল।'

'তুমি ঠিকই বলেছ বৎস্য, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে আমার কাছে ত্রাণকর্তা হিসেবে তোমার একটা বড় ভূমিকার নজির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। এটা নিশ্চয়ই তোমার কাছে একটা গভীর অভিজ্ঞতা, কি বলো?

মাস্টার হগকে বিদায় দিয়ে এবার দুই বন্ধু পরস্পরের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল।

'হতেও পারে!' জ্যাপের মন্তব্য।

'বিচিত্র কিছু নয়।' তার চোখে সবুজ আলোর সংকেত, অনেকটা বেড়ালের চোখের মতো।

১৪ নম্বর ফ্ল্যাটের বসবার ঘরে ফিরে এসে একটা মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে রুটিন মাফিক তিনি তাঁর তদন্তের কাজে এগিয়ে চললেন।

'দেখুন মিস প্লেন্ডারলিথ, আমরা এখন এ ঘটনার শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি, অতএব এই মুহূর্তে সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দিলেই ভাল হয়।'

জেনি প্লেন্ডারলিথের ভ্রূ উঁচু হলো। ম্যান্টেলপিসের সামনে দাঁড়িয়েছিল সে, আগুনে গা গরম করে নিচ্ছিল।

'আপনি কি বোঝাতে চাইছেন সত্যি বলছি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনি আমার এমন সহজ সরল কথাগুলো বুঝতে পারছেন না, এটা কি আমাকে সত্যি বলে মেনে নিতে হবে মিস প্লেন্ডারলিথ?'

শ্রাগ করল সে তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

'আমি আপনার সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছি। জানি না, আমি আর কি করতে পারি।'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা, আপনি মনে করলে অনেক কিছুই করতে পারেন।'

'চীফ ইন্সপেক্টার সাহেব, এ শুধুই আপনার অনুমান, বাস্তবে কিন্তু তা একেবারেই সত্য নয়।'

জ্যাপের মুখটা কেমন রক্তিম হয়ে উঠতে দেখা গেল।

'আমার মনে হয়,' পোয়ারো বলল, 'মাদামোয়াজেল আপনার প্রশ্নের কারণটা ঠিকই উপলব্ধি করতে পারতেন, যদি আপনি এই কেসের বর্তমান অবস্থাটা কি তা ওঁকে বুঝিয়ে বলতেন।'

'সে তো খুব সহজ ব্যাপার। দেখুন মিস প্লেন্ডারলিথ, ব্যাপারটা হলো এই রকম, আপনার বন্ধুকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁর বন্ধ ঘরের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা গেছে, তাঁর এক হাতে পিস্তল ছিল, ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ ছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এটা একটা সাধারণ আত্মহত্যার ঘটনা। কিন্তু আসলে এটা আত্মহত্যা নয়। মেডিক্যাল রিপোর্টে তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।'

'কেমন করে?'

জেনির মুখের ওপর থেকে সহজ-স্বাভাবিক ভাবটা নিমেষে উধাও হয়ে যেতে দেখা গেল। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে, উদ্দেশ্য জ্যাপের মুখটা খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করা।

'তাঁর হাতে পিস্তলটা থাকলেও তার ওপর আঙুলগুলো লাগা ছিল না। তাছাড়া পিস্তলের ওপর থেকে আঙুলের কোনো ছাপ পাওয়া যায়নি। আর তাঁর মাথায় আঘাতের চিহ্ন দেখে মনে হয়, তাঁর পক্ষে নিজের হাতে সেখানে গুলি করা অসম্ভব ব্যাপার। আরো আছে, জ্যাপ বলতে থাকেন, 'তিনি কোনো স্বীকারোক্তি লিখে যাননি, আত্মহত্যার ক্ষেত্রে যা সাধারণতঃ ঘটে থাকে। তার ওপর দরজা বন্ধ থাকলেও চাবিটা খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

জেনি এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, এবার সে ধীরে ধীরে তাদের মুখোমুখি একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল।

'তাহলে এই ব্যাপার!' বলল জেনি, 'সব সময় আমি ভেবে এসেছি, বারবারা নিজের হাতে নিজেকে খুন করবে, এটা অসম্ভব! আমি ঠিকই ভেবেছিলাম, তাহলে আত্মহত্যা করতে পারে না সে। কেউ নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করে থাকবে।'

দু'-এক মিনিটের জন্য চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল জেনি। তারপর হঠাৎ সে আবার মাথা তুলে ফিরে তাকাল তাদের দিকে।

'আপনারা আমাকে যা খুশি প্রশ্ন করতে পারেন, আমি আমার সাধ্যমতো উত্তর দেবার চেষ্টা করব।'

জ্যাপ শুরু করল এই ভাবে :

'গতকাল রাতে মিসেস এ্যালেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল একজন লোক। তার যা বর্ণনা আমরা পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে, লোকটার বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ। মিলিটারি চেহারা, টুথ ব্রাসের মতো গোঁফ, মার্জিত পোশাক, স্ট্যান্ডার্ড সোয়ালো সেলুন গাড়ি চালিয়ে এসেছিল সে। সেই লোকটি কে হতে পারে আপনি জানেন?'

'অবশ্য নিশ্চিত করে বলতে পারছি না, তবে চেহারার বিবরণ শুনে মনে হয়, লোকটি মেজর অস্টেস হতে পারে।'

'কে এই মেজর অস্টেস? তার সম্পর্কে আপনি যা যা জানেন বলুন দয়া করে।'

'ভারতে থাকার সময় এই লোকটির সঙ্গে বারবারার পরিচয় হয়েছিল বলে আমি শুনেছি। বছরখানেক হলো ফিরে এসেছে সে এখানে। তখন থেকে আমরা তাকে প্রায়ই দেখতে পাই।'

'সে কি মিসেস এ্যালেনের বন্ধু?'

'নিজেকে সে সেইভাবেই জাহির করে থাকে,' শুকনো গলায় বলল জেনি।

'তার প্রতি মিসেস এ্যালেনের মনোভাব কি রকম ছিল বলতে পারেন?'

'আমার মনে হয় না, সত্যি সত্যি সে তাকে পছন্দ করতো—সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিশ্চিত জানি, সে তাকে আদৌ পাত্তা দিত না।'

'কিন্তু বন্ধু ভেবে গ্রহণ না করলেও তিনি তাকে তাঁর পরিচিত একজন বলে মনে করতেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'আচ্ছা মিস প্লেন্ডারলিথ, ভাল করে ভেবে দেখে বলুন তো,' জ্যাপ বললেন, 'তিনি কি তাকে ভয় করতেন?'

দু'-এক মিনিট গভীরভাবে চিন্তা করে বলল সে, 'হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। লোকটি এলেই তাকে কেমন যেন একটু নার্ভাস দেখাত।'

'মিঃ লেভারটন-ওয়েস্টের সঙ্গে সেই লোকটার কোনোদিন দেখা হয়েছিল কি?'

'আমার যতদূর মনে পড়ে মাত্র একবারই। তারা পরস্পর কেউ কাউকে তেমন করে গ্রহণ করতে পারেনি। তবে এটুকু বলতে পারি যে, চার্লস-এর সঙ্গে যতটা সম্ভব মানিয়ে চলার চেষ্টা করেছিল মেজর অস্টেস, কিন্তু চার্লস-এর মধ্যে সে ভাবটা দেখা

যায়নি। চার্লস হচ্ছে নাক উঁচু স্বভাবের মানুষ, সব দিক থেকে কেউ ভাল না হলে, তার সমকক্ষ না হলে তাকে আমল দিতে চায় না সে।'

'আর এই মেজর অস্টেস লোকটি?' বলল পোয়ারো, 'একটু আগে কি যেন বললেন, সব দিক থেকে, হ্যাঁ সে বুঝি সব দিক থেকে ভাল ছিল না?'

শুকনো গলায় বলল জেনি, 'না, সেরকম ছিল না সে। লোম ভর্তি পা। অবশ্যই বনমানুষের পর্যায়ে পড়ে না।'

'হায়! এ দুটোর অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, লোকটা পাক্কা সাহেব ছিল না?'

জেনির ঠোঁটে মৃদু হাসির আভাষ দেখা গেল। তবে ঠোঁট টিপে গম্ভীর স্বরেই বলল সে, 'না।'

'মিস প্লেন্ডারলিথ, আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, যদি বলি সেই লোকটা ব্ল্যাকমেল করতো মিসেস এ্যালেনকে?'

জ্যাপ সামনের দিকে ঝুঁকে পরে জেনিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল পোয়ারোর কথার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় মেয়েটির মুখের ওপর তা দেখার জন্য।

'তাহলে এই ব্যাপার? সত্যি আমি কি বোকা, এটা আমি আগে অনুমান করতে পারিনি। ছিঃ, ছিঃ!'

'মাদামোয়াজেল, আমার এই ধারণাটা আপনার গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় তাহলে?' জিজ্ঞেস করল পোয়ারো।

'বললাম তো, এ কথাটা আগে না বোঝার জন্য কি ভুল না আমি করেছি। গত ছ'মাসে বারবারা প্রায়ই আমার কাছ থেকে ছোট অঙ্কের পাউন্ড ধার নিত সময় সময়। তাছাড়া ব্যাঙ্কের পাশ বই-এর পাতা খুলে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার ওপর তাকিয়ে থাকতে দেখতাম তাকে। আমি জানতাম, সে তার আয় অনুযায়ী খরচ করতো। তাই আমি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাইনি। অবশ্য সে তার ধার মিটিয়ে দিতে ভুলত না কখনো।'

'এবং সেটা ছিল তাঁর সাধারণ আচরণের পরিপন্থি, তাই তো?' জিজ্ঞেস করল পোয়ারো।

'সম্পূর্ণভাবে। এক-এক সময় তাকে ভীষণ নার্ভাস দেখাত। বিশেষ করে লোকটা চলে যাওয়ার পরেই। সে যে স্বভাবের মেয়ে, তাতে তাকে ঠিক এই ভাবে মানায় না।'

'কিন্তু মাদামোয়াজেল, এর আগে আপনি বলেছিলেন, আপনার বন্ধু সব সময় হাসি খুশিতে ভরে থাকত। মাফ করবেন', পোয়ারো বলল, 'নার্ভাস হওয়াটা কি তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ নয়?'

'সেটা আলাদা ব্যাপার।' অধৈর্য হয়ে হাত নেড়ে বাধা দেওয়ার মতো করে বলল জেনি, 'তাই বলে সে কখনো নিরুৎসাহ হয়নি। মানে আমি বলতে চাইছি, সেরকম কিছু ঘটেনি যাতে করে সে আত্মহত্যা করতে পারে, কিংবা সেরকম কিছু একটা করে

বসতে পারে। তবে ব্ল্যাকমেল—আমি মনে করি বারবারার আমাকে সে কথা বলা উচিত ছিল। বললে আমি হয়তো লোকটাকে জাহান্নামে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারতাম।'

'কিন্তু সে হয়তো গিয়ে থাকবে, তবে জাহান্নামে নয়, মিঃ চার্লস লেভারটন ওয়েস্টের কাছে!' মন্তব্যটা ছুঁড়ে দিল পোয়ারো।

'হ্যাঁ', ধীরে ধীরে বলল জেনি প্লেন্ডারলিথ, 'হ্যাঁ, সেটা খাঁটি সত্য।'

'আপনি হয়তো জানেন না', জ্যাপ এবার বললেন, 'এই লোকটি কি ভাবে আপনার বন্ধুর ওপর ভর করেছিল!'

'আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি, বারবারার জীবনে সত্যি সত্যি তেমন কোনো ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছিল কিনা। অপর পক্ষে—' একটু থেমে জেনি আবার বলে উঠল, 'মানে আমি বলতে চাইছি, বারবারা অত্যন্ত সরল স্বভাবের মেয়ে ছিল। একটুতেই সে ভীষণ ভয় পেত, আমি তা লক্ষ্য করেছি। সত্যি কথা বলতে কি তার মতো অমন নরম প্রকৃতির মেয়ে খুব সহজেই ব্ল্যাকমেলারের কাছে উপহার স্বরূপ হয়ে যেতে পারে! একটা নোংরা শয়তান!' শেষ তিনটি অক্ষর জোর দিয়ে উচ্চারণ করল সে।

'দুর্ভাগ্যবশতঃ', বলল পোয়ারো, 'এক্ষেত্রে অপরাধটা ঘটেছে ভুল পথে। যে শিকার হয়েছিল তাঁর উচিত ছিল ব্ল্যাকমেলারকে খুন করা কিন্তু ব্ল্যাকমেলারই তার শিকারকে হত্যা করে বসল শেষ পর্যন্ত।'

ভ্রূকুটি করল জেনি। 'না—সেটা সত্যি—কিন্তু আমি এক্ষেত্রে পরিবেশটা অনুমান করতে পারি—'

'যেমন?'

'ধরা যাক, বারবারা দারুণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। সে হয়তো ঐ পিস্তল দেখিয়ে তাকে হুমকি দিয়ে থাকবে। হয়তো সে তাকে বাধা দিয়ে থাকবে, এবং ধস্তাধস্তির সময় লোকটা গুলি করে থাকবে এবং এই ভাবেই বারবারাকে খুন করে ফেলে সে। হঠাৎ আকস্মিকভাবে বারবারাকে খুন করার পর লোকটা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে গিয়ে থাকবে এবং বারবারা যে আত্মহত্যা করেছে সে রকম একটা ভান করার জন্য ঘটনাটা ঐ ভাবে সাজিয়ে থাকবে সে।'

'হতে পারে', জ্যাপ বললেন, 'কিন্তু সে ক্ষেত্রে অনেক ঝামেলাও আছে।'

তাঁর দিকে কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকাল জেনি।

'মেজর অস্টেস (প্রকৃত সে যদি এসে থাকে) গতকাল রাত সাড়ে দশটার সময় এখান থেকে চলে যায় এবং মিসেস এ্যালেনকে "শুভ-রাত্রি" জানিয়ে বিদায় নেয় সামনের দরজা থেকে।'

জেনির মুখটা ঝুলে পড়ে। 'তাই বুঝি!' একটু থেমে জেনি আবার বলল, 'পরে সে হয়তো আবার ফিরে এসে থাকবে।'

'হ্যাঁ, তাও সম্ভব', বলল পোয়ারো।

'মিস প্লেন্ডারলিথ', জ্যাপ তাঁর কথার জের টেনে আবার বলতে শুরু করলেন, 'এখন বলুন তো, মিসেস এ্যালেন তাঁর অতিথিদের সঙ্গে কোথায় মিলিত হতেন? এখানে এই ঘরে, নাকি ওপরতলার ঘরে?'

'দু' জায়গাতেই। তবে এই ঘরটা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন পার্টির কাছে ব্যবহার করত, কিংবা আমার কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধু বাড়িতে এলে আমি তাদের এই ঘরেই বসিয়ে থাকি। আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিল—বারবারার শয়নকক্ষটা বড়, তাই সেটা সে তার বসবার ঘর হিসেবেও ব্যবহার করত। আর আমার শয়নকক্ষটা ছোট বলে এই ঘরটা আমি বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করি।'

'গতকাল রাত্রে কথামতো মেজর অস্টেস যদি এসেই থাকেন, মিসেস এ্যালেন তাকে কোন ঘরে আহ্বান করেছিলেন বলে আপনার মনে হয়?'

'মনে হয় সম্ভবত এই ঘরেই তাকে নিয়ে এসে বসিয়েছিল সে।' আন্দাজে বলল জেনি, 'অপরপক্ষে, বারবারা যদি চেক লিখতে চাইত কিংবা সেরকম কিছু একটা করতে চাইত, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে ওপরের ঘরে নিয়ে যেত। কিন্তু লেখার কোনো জিনিস এখানে পড়ে থাকতে দেখা যায়নি।'

জ্যাপ সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

'চেকের কোনো প্রশ্ন নেই। গতকাল ব্যাঙ্ক থেকে দুশো পাউন্ড তুলেছিলেন মিসেস এ্যালেন। সেই অর্থের কোনো হদিশ এ বাড়িতে পাওয়া যায়নি এখনো পর্যন্ত।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, দু'শো পাউন্ড সেই শয়তানটাকে দেয় সে? ওঃ বেচারী বারবারা? হতভাগ্য বারবারা!'

পোয়ারো একটু কাসল।

'আপনি না বললে এটা একটা দুর্ঘটনা বলে ধরে নেওয়া হতো। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিরাট বিস্ময় বলে মনে হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মিসেস এ্যালেন যখন লোকটার কাছে একটা নিয়মিত আয়ের যোগনদার, তখন কেন সে তাঁকে হত্যা করতে গেল?'

'দুর্ঘটনা? না, এটা দুর্ঘটনা নয়। লোকটা তার মেজাজ হারিয়ে ফেলে এবং হাতের সামনে পিস্তল দেখতে পেয়ে মিসেস এ্যালেনকে গুলি করে।'

'সে তো আপনি ভাবছেন, এরকম কিছু একটা ঘটে থাকবে।'

'হ্যাঁ। জোর দিয়ে বলল জেনি, 'এটা খুনেরই ঘটনা, হ্যাঁ খুনই বটে!'

পোয়ারো তাকে সমর্থন করে বলল, 'মাদামোয়াজেল, আপনি ভুল করছেন এ কথা আমি বলব না।'

জ্যাপ জিজ্ঞেস করলেন জেনিকে, 'আচ্ছা, মিসেস এ্যালেন কোন ব্র্যান্ডের সিগারেট খেতেন বলুন তো?'

'গ্যাসপারস। বাক্সয় এখনো বোধহয় কয়েকটা সিগারেট অবশিষ্ট আছে।'

বাক্সটা খুললেন জ্যাপ, একটা সিগারেট বার করে মাথা নাড়লেন। সেই সিগারেটটা পকেটে চালান করে দিলেন তিনি।

'আর আপনি মাদামোয়াজেল?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।

'একই ব্র্যান্ডের।'

'কেন, আপনি টার্কিশ ব্র্যান্ডের সিগারেট খান না?'

'কখ্‌খনো না।'

'মিসেস এ্যালেনও না?'

'না, ঐ সিগারেট সে পছন্দ করত না।'

পোয়ারোর পরবর্তী প্রশ্ন, 'আর মিঃ লেভারটন-ওয়েস্ট? তিনি কি সিগারেট খান?'

কঠিন চোখে তাকাল জেনি।

'চার্লস? সে কি সিগারেট খায় না খায় তার সঙ্গে এ ঘটনার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? বারবারার খুনী বলে কি আপনি তাকে সন্দেহ করেন?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করল পোয়ারো।

'যে পুরুষ একসময় তাঁকে ভালবাসত, সে-ই তাকে খুন করেছে মাদামোয়াজেল।'

অধৈর্য হয়ে জোরে জোরে মাথা নাড়ল জেনি।

'চার্লস! না, না সে কাউকে খুন করতে পারে না। অত্যন্ত সাবধানি লোক সে।'

'ঐ একই কথা হলো মাদামোয়াজেল। সতর্ক মানুষই সব থেকে চতুরতম খুন করে থাকে।'

জেনি অবাক চোখে তাকায় পোয়ারোর দিকে।

'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, এই মাত্র যে মোটিভের কথা আপনি বললেন, তার জন্য নয় অন্তত।'

'না, এটাই খাঁটি সত্য।'

এই সময় জ্যাপ উঠে দাঁড়ালেন।

'আমার মনে হয় না, এখানে আমার আর কোনো প্রয়োজন আছে। দেখি ও দিকটা আর একবার ঘুরে দেখে আসি।'

'সেই অর্থ যদি কোথাও লুকিয়ে রাখা থাকে, অবশ্যই দেখবেন।' জ্যাপের উদ্দেশ্যে বলল জেনি, 'যেখানে খুশি আপনি খুঁজে দেখতে পারেন। এমন কি আমার ঘরটাও দেখতে পারেন। তবে আমার মনে হয় না, বারবারা আমার ঘরে সেই টাকাটা লুকিয়ে রাখতে যাবে।'

জ্যাপের অনুসন্ধানের কাজ খুব দ্রুত হলেও অত্যন্ত নিখুঁত, কোনো ফাঁক-ফোকর রাখেন না তিনি তাঁর কাজের মধ্যে। বসবার ঘরের গোপন জায়গাগুলো সার্চ করতে মিনিট কয়েক লাগল মাত্র। তারপর তিনি ওপর তলায় চলে গেলেন। চেয়ারের

হাতলের ওপর বসেছিল জেনি। সিগারেট খাচ্ছিল সে, জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে বোধহয় কিছু ভাবছিল তখন। পোয়ারো আড়-চোখে তাকে লক্ষ্য করছিল।

কয়েক মিনিট পরে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল সে, 'আপনি কি জানেন, মিঃ লেভারটন-ওয়েস্ট এখন লন্ডনে আছেন?'

'না, আমি তার গতিবিধির ব্যাপারে আদৌ কিছু জানি না। সম্ভবত হ্যাম্পশায়ারে সে তার লোকজনদের সঙ্গে আছে। তাকে একটা টেলিগ্রাম করা উচিত ছিল। ছিঃ ছিঃ, কথাটা আমি একেবারেই ভুলে গেছি।'

'বিপর্যয় ঘটলে তখন কিছুই মনে রাখা সহজ নয় মাদামোয়াজেল। এমনি হয়! তাছাড়া অশুভ খবর ঠিক জায়গায় ঠিক মতো লোকের কাছে সময় মতো পৌঁছে যায়।'

'তা অবশ্য ঠিক', অন্যমনস্কভাবে বলল জেনি।

সিঁড়ি দিয়ে জ্যাপের নামার পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। জেনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

'কিছু হদিশ পেলেন?'

মাথা নাড়লেন জ্যাপ।

'কাজে লাগার মতো তেমন কিছু চোখে পড়ল না মিস প্লেন্ডারলিথের। সমস্ত ফ্ল্যাটটাই তো ঘুরে দেখে এলাম।' সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর ওপর একটা কাপবোর্ড চোখে পড়তেই তিনি কি ভেবে বলে উঠলেন, 'এই কাপবোর্ডটা খুলে দেখি, কিছু যদি পাওয়া যায়!' কথা বলতে বলতেই কাপবোর্ডের হাতল ধরে টান দিলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে জেনি প্লেন্ডারলিথ বলে উঠল, 'ওটা লক্ করা আছে।'

জেনির কথায় এমন একটা কিছু ছিল, যে কারণে তারা দু'জনেই মেয়েটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।'

'হ্যাঁ,' হাসি মুখে বললেন জ্যাপ, 'দেখতে পাচ্ছি এটা লক্ করা রয়েছে। সম্ভবত চাবিটা আপনি পেতে পারেন, পারেন না?'

পাথরের স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইল জেনি, নড়বার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না!

'আ-আমি', আমতা আমতা করে বলল সে, 'চাবিটা যে কোথায় ঠিক জানি না।'

চকিতে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জ্যাপ বলে উঠলেন অমায়িক হাসি হেসে, 'প্রিয় মাদামোয়াজেল, এটা অত্যন্ত খারাপ। জোর করে এই কাঠের কাপবোর্ডটা ভাঙ্গি এটা নিশ্চয়ই আপনি চান না। যাইহোক, জেমসনকে বাইরে পাঠিয়ে চাবির গোছা একটা আনতে পাঠাব যদি না আপনি—'

'ওঃ!' অনেকটা বিরক্তির ভাব দেখিয়ে অবশেষে বলল জেনি, এক মিনিট। হয়তো সেটা—'

বসবার ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ পরেই হাতে একটা মাঝারি সাইজের চাবি নিয়ে ফিরে এলো সে সেখানে।

'আমরা এটা চাবি দিয়ে রাখি', কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলল সে, 'কারণ আমরা দেখেছি, অনেকের ছাতা কিংবা ঐ জাতীয় জিনিস চুরি করার অভ্যাস আছে। সেই ভয়েই ঐ কাপবোর্ডে চাবি দিয়ে রাখা হয়।'

'এটা খুব বিজ্ঞতারই পরিচয় বটে!' চাবিটা হাতে নিয়ে জ্যাপ খুশি হয়ে বললেন, 'তার জন্য আপনাদের প্রশংসা করতে হয়।' তারপর তিনি কাপবোর্ডের তলায় চাবি লাগিয়ে পাল্লাটা খুলে ফেললেন। কাপবোর্ডের ভেতরটা অন্ধকার। পকেট থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা বার করে সুইচ টিপতেই কাপবোর্ডের ভেতরটা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল।

পোয়ারো অনুভব করল, তার পাশে দণ্ডায়মান জেনির শরীরটা ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে এবং কয়েক সেকেন্ডের জন্য তার নিঃশ্বাস নেওয়া বুঝি বন্ধ হয়ে গেল। একই সঙ্গে জ্যাপের হাতের ফ্ল্যাশলাইটের আলো অনুসরণ করতে ভুলল না সে।

কাপবোর্ডের ভেতরে খুব বেশি জিনিস ছিল না। তিনটি ছাতা, তার মধ্যে একটি ভাঙা, চারটি ছড়ি, এক সেট গলফ্ ক্লাব, দুটি টেনিস র‍্যাকেট, সুন্দর করে পাট করা একটি কম্বল, কয়েকটি সোফা-কুসন। এ সবের ওপরে সুদৃশ্য একটি ছোট এ্যাটাচি-কেস। সেই এ্যাটাচি-কেসের ওপর হাত রাখতে যাবেন জ্যাপ, সঙ্গে সঙ্গে জেনি প্লেন্ডারলিথ বলে উঠল, 'ওটা আমার। আজ সকালে ওটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। অতএব বুঝতেই পারছেন, ওটার ভেতরে কিছু থাকতে পারে না, যা আপনারা আশা করছেন।'

'ঠিক আছে, নিশ্চিত হওয়ার জন্য, ওটা খুলে দেখা একান্ত প্রয়োজন', বন্ধুর মতো শান্ত নম্রভাবেই বললেন জ্যাপ।

এ্যাটাচি-কেসটা তালা লাগানো ছিল না। জিনিসপত্র বলতে কয়েকটি টয়লেট সামগ্রী, এবং ছ'টি ম্যাগাজিন ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না।

খুব মনোযোগ সহকারে এ্যাটাচি-কেসটা দেখলেন জ্যাপ। একসময় ডালাটা বন্ধ করে সোফা-কুসনগুলোর ওপর সন্ধানী চোখ রাখতেই জেনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন। একটু পরেই জ্যাপের অনুসন্ধানের কাজ শেষ হয়ে গেল। কাপবোর্ডে তালা লাগিয়ে চাবিটা জেনি প্লেন্ডারলিথের হাতে তুলে দিলেন জ্যাপ।

'ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি এখানেই। আপনি আমাকে মিঃ লেভারটন-ওয়েস্টের ঠিকানাটা দিতে পারেন?'

'ফারলেস্কোম্ব হল, লিটল লেডবারি, হ্যাম্পশায়ার।'

'ধন্যবাদ মিস প্লেন্ডারলিথ। আপাততঃ এই যথেষ্ট। পরে আবার আমি এখানে আসতে পারি। হ্যাঁ, ভাল কথা, একটা কথা আপনাকে বলে যাচ্ছি, সাধারণ লোকেদের কাছে মিসেস এ্যালেনের এই আকস্মিক মৃত্যুটা আত্মহত্যা বলেই জাহির করবেন, বুঝলেন?'

'নিশ্চয়ই, সে আমি বেশ ভাল করেই জানি।'

তারপর তাদের দু'জনের সঙ্গে করমর্দন করল জেনি।

১৪ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে অন্য সব ফ্ল্যাট-বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে যাবার সময় জ্যাপ মুখ খুললেন, 'ঐ কাপবোর্ড খোলার ব্যাপারে মিস প্লেন্ডারলিথের ইতস্ততঃ ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ওর ভেতরে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা', প্রত্যুত্তরে বলল পোয়ারো।

'আর আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ঐ এ্যাটাচি-কেসটাও বিশেষ সন্দেহজনক! কিন্তু আমি বোকা, তাই আমি তেমন সন্দেহজনক কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না।

সমস্ত বোতলগুলোর মধ্যে আস্তরণ থাকতে দেখেছি। সেগুলো কি হতে পারে? চিন্তায় মগ্ন পোয়ারো মাথা নাড়ল।

'ঐ মেয়েটি কেমন যেন রহস্যময়ী', জ্যাপ বলতে থাকেন, 'ঐ এ্যাটাচি-কেসটা সত্যিই কি সকালবেলা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সে? মনে তো হয় না! লক্ষ্য করেছ ওটার মধ্যে দুটি ম্যাগাজিন ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল কথা, দুটির একটি গত জুলাই মাসের!'

পরদিন পোয়ারোর ফ্ল্যাটে গেলেন জ্যাপ। বিরক্ত হয়ে টুপিটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ারের ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন।

'ভাল কথা', গর্জে ওঠার মতো করে তিনি বলে উঠলেন, 'এ কেসের ব্যাপারে তাকে আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।' নাম বললেন না।

'কাকে বাদ দেওয়া যেতে পারে বলছেন?' পোয়ারো জানতে চাইল।

'প্লেন্ডারলিথ। ঘটনার দিন মাঝরাত পর্যন্ত তাস খেলেছিল সে, ব্রীজ। অতিথিসেবক, অতিথিসেবিকা, ন্যাভাল-কমান্ডার অতিথি এবং দু'জন পরিচারক, এরা সবাই সাক্ষী আছে। অতএব নিঃসন্দেহে আমরা তাকে এ কেসের ব্যাপারে জড়ানোর চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে পারি। তবে সেই এ্যাটাচি-কেসের ব্যাপারে কেন যে সে অমন উত্তেজিত হয়ে উঠল, তার কারণটা এখনো বুঝতে পারলাম না। পোয়ারো, এটা তোমার বিচার্য বিষয়। তুমি তো আবার এমন মামুলি ধরনের কেসের, যার কোনো আদি নেই, অন্ত নেই, সমাধান করতে পছন্দ করে থাকো। রহস্যজনক ছোট একটা এ্যাটাচি-কেস। তবু শুনতে খুব প্রতিশ্রুতিময়!'

'আমি আপনাকে আর একটা রহস্যের সন্ধান দিতে পারি। সেটা হলো, রহস্যময় সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ।'.

'সিগারেটের ধোঁয়ার মতো এটা ধোঁয়াশা হয়ে গেল না? গন্ধ—এঃ? তাই-কি আমরা মৃতদেহ প্রথম পরীক্ষা করার সময় তুমি নাক সিঁটকোচ্ছিলে? আমি তোমাকে দেখেছি শুধু নয় বলতেও শুনেছি—শুঁকুন—শুঁকুন—শুঁকুন। ভাবলাম তোমার মাথায় বুঝি ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'তুমি পুরোপুরি ভুল করছো।'

জ্যাপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি সময় সময় ভাবি, তোমার ব্রেনে একটু-আধটু ধূসর রঙের সেল আছে। তাই বলে যেন আমাকে বলো না, তোমার নাকের সেলগুলো অন্য যে কোনো লোকের ঘ্রাণশক্তির থেকে বেশি প্রবল।'

'তা, নয়, তুমি একটু শান্ত হও।'

'আমি কিন্তু কোনো সিগারেটের গন্ধ পাইনি', সন্দেহজনকভাবে কথাটা বললেন জ্যাপ।

'বন্ধু, আমিও পাইনি।'

সন্দেহের চোখে পোয়ারোর দিকে তাকালেন জ্যাপ। তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করলেন।

'গ্যাসপারস—মিসেস এ্যালেনের প্রিয় সিগারেট। তার মধ্যে ছ'টি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছিলেন মিসেস এ্যালেন। অপর তিনটি হলো ট্যার্কিশ ব্র্যান্ডের।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আমার ধারণা, না দেখেই তোমার চমৎকার নাক সে খবরটা তোমার মগজে চালান করে দিয়েছিল।'

'আমি তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি, এ ব্যাপারে আমার নাকের কোনো ভূমিকা নেই। আমার নাক কোনো খবরই দেয়নি।'

'কিন্তু তোমার ব্রেন-সেলগুলো অনেক খবর পাঠিয়েছে, এই তো?'

'কয়েকটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, কেন তুমি কি তা ভাবোনি?'

পাশ থেকে আড় চোখে তাকালেন জ্যাপ, 'যেমন—?'

'ঘরের ভেতর থেকে কোনো একটা জিনিস উধাও। এবং সেই সঙ্গে আমার মনে হয়েছে, আবার কিছু জিনিস যোগও হয়েছে। এবং এরপর হচ্ছে রাইটিং বুরো—'

'সেটা আমি জানি। সেই তুচ্ছ পাখির পালকের প্রসঙ্গে পরে আসছি।

'পাখির পালকের কলমের ভূমিকা এখানে সম্পূর্ণ নগণ্য।'

একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবার জন্য প্রসঙ্গ পাল্টালেন জ্যাপ, 'আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য চার্লস আসছে। আমার ধারণা, তুমিও নিশ্চয়ই সেখানে যেতে চাইবে।'

'হ্যাঁ, আমি খুবই খুশি হবো।'

'আর তুমিও শুনলে খুশি হবে, মেজর অস্টেসের আস্তানার খোঁজ আমরা করতে পেরেছি। ক্রোমওয়েল রোডে তার একটা সার্ভিস ফ্ল্যাট আছে।'

'অপূর্ব।'

'শুধু তাই নয়, সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। খুব একটা ভাল লোক নয় মেজর অস্টেস। লেভারটন-ওয়েস্টের সঙ্গে দেখা করে আমরা পরে তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। সময়টা তোমার উপযুক্ত হবে তো?'

'নিশ্চয়ই!'

'তাহলে এসো আমার সঙ্গে।'

সাড়ে এগারোটার সময় চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপের ঘরে এসে ঢুকল চার্লস লেভারটন-ওয়েস্ট। জ্যাপ উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

মাঝারি উচ্চতার এম. পি. চার্লস, চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট। পরিষ্কার শেভ করা মুখ। সুন্দর সুপুরুষ দেখতে, সিনেমার অভিনেতার মতো দর্শনীয় তার চোখ-মুখ।

তাকে একটু বিমর্ষ দেখাচ্ছিল বটে, তবে স্বাভাবিক তার স্বভাব এবং ব্যবহার। গ্লাভস্ এবং টুপিটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে চেয়ারে বসে জ্যাপের দিকে তাকাল সে।

'মিঃ লেভারটন-ওয়েস্ট, প্রথমে আমি আপনাকে বলতে চাই', বললেন জ্যাপ, 'মিসেস এ্যালেনের মৃত্যু সংবাদে আপনার আঘাতটা যে কতখানি, আমি সেটা অনুভব করতে পারি।'

নড়ে-চড়ে বসল লেভারটন-ওয়েস্ট।

'আমার মানসিক দুরবস্থা নিয়ে আমি কোনো আলোচনা করতে চাই না। তার থেকে আপনি বরং আমাকে বলুন, কি কারণে আমার মিসেস এ্যালেন আত্মহত্যা করতে গেল?'

'আপনি, আপনি নিজে আমাদের এ ব্যাপারে কি কিছুই সাহায্য করতে পারেন না।'

'না, একেবারেই পারি না।'

'কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি হয়নি? মানে কোনো কথাকাটাকাটি, মনোমালিন্য হয়নি আপনাদের মধ্যে?'

'না, সেরকম কিছু হয়নি। আর সেই জন্যই তো এটা আমার কাছে একটা বড় আঘাত যেন।'

'আরো একটু পরিষ্কার করে বললে হয়তো আপনার বোধগম্য হতে পারে, যদি বলি, এ ঘটনা আত্মহত্যাজনিত নয়, খুন!'

'খুন?' চমকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল চার্লস লেভারটন-ওয়েস্ট, 'আপনি বলছেন খুন?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। এখন বলুন মিঃ লেভারটন-ওয়েস্ট, মিসেস এ্যালেনের সঙ্গে কে এমন দুষমনি করতে পারে?'

'না, আমি এ সবের কিছুই জানি না', লেভারটন-ওয়েস্টের জিবের ডগায় কথাটা লেগে ছিল, তাড়াতাড়ি বলল সে, 'হয়তো কেবল অনুমান করা যেতে পারে, তাও সেটা হবে অকল্পনীয়!'

'তিনি তাঁর কোনো শত্রুর কথা উল্লেখ করতেন না? যেমন যে কোনো ব্যক্তি, তাঁর প্রতি যার ঈর্ষা, বিদ্বেষ ছিল?'

'কখনো না।'

'আপনি জানতেন, তাঁর একটা পিস্তল ছিল?'

'সে খবর আমার জানা নেই।'

তাকে একটু অবাক হতে দেখা গেল।

'মিস প্লেন্ডারলিথ বলেছেন, সেই পিস্তলটা মিসেস এ্যালেন বিদেশ থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন কয়েক বছর আগে।'

'সত্যি?'

'নিশ্চয়ই! আমরা কেবল মিস প্লেন্ডারলিথের মুখ থেকেই এই খবরটা শুনেছি। সম্ভবত মিসেস এ্যালেন নিজের জীবনহানির আশঙ্কা করতেন, তিনি মনে করতেন, কেউ তাঁকে খুন করতে পারে, তাই তিনি আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে ঐ পিস্তলটা রাখতেন।'

সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে মাথা নাড়লো চার্লস লেভারটন-ওয়েস্ট। স্তব্ধ, হতভম্ব। তার বিস্ময়াবিষ্ট মুখের ওপর একটা বিভ্রান্তিকর ছায়া নেমে আসতে দেখা যায়।

'মিস প্লেন্ডারলিথ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা মিঃ লেভারটন-ওয়েস্ট? মানে আমি জানতে চাইছি, আপনার কি মনে হয়, তিনি বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি?'

মিনিট খানেক কি যেন ভাবল সে, তারপর আবার মুখ খুলল, 'সেই রকমই তো আমার মনে হয়।'

'আপনি তাঁকে পছন্দ করেন না?' বললেন জ্যাপ, তবে সেই সঙ্গে তার ওপর থেকে সজাগ দৃষ্টিটা কিন্তু সরালেন না তিনি।

'সে কথা আমি বলব না। আমার প্রশংসা পাওয়ার মতো সে ধরনের মেয়ে নয় সে। অমন স্বাধীনচেতা, বিদ্রূপের পাত্রী আমাকে আকর্ষণ করতে পারে না। তবে আমি অবশ্যই বলব, মেয়েটি বিশ্বাসিনী।'

'হুম!' বললেন জ্যাপ, 'আচ্ছা আপনি মেজর অস্টেসকে জানেন?'

'অস্টেস? ও হ্যাঁ, নামটা আমার মনে পড়েছে। বারবারা—মিসেস এ্যালেনের ফ্ল্যাটে তার সঙ্গে একবার আমার দেখা হয়েছিল। আমার ধারণা, লোকটা কেমন যেন সন্দেহজনক। সেই কথাটা আমি মিসেস এ্যালেনকে বলেছিলাম একদিন। আমাদের বিয়ের পর এই ধরনের লোকের যাতায়াতে আমি কখনই উৎসাহ দেব না, বারবারাকে সে কথা আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলাম।'

'তা মিসেস এ্যালেন কি জবাব দিয়েছিলেন জানতে পারি?'

'ওহো, ও আমার সঙ্গে একমত হয়েছিল। আমার কথা ও বিশ্বাস করতো, আমার পরামর্শে অগাধ বিশ্বাস ছিল ওর। একজন পুরুষ অপর এক পুরুষকে মেয়েদের থেকে বেশি ভাল করে চিনতে পারে। ওর ব্যাখ্যা হলো যাকে ও অনেকদিন দেখেনি তার প্রতি কোনো রূঢ় ব্যবহার ও করতে পারে না, মনে হয় লোকটার প্রতি ওর একটা ভীতি ছিল। স্বভাবতই মনে হয়, বিয়ের পর বারবারা নিজেই নিজেকে শুধরে নিত। ওর পুরনো সঙ্গীদের মধ্যে কে সৎ, কে অসৎ সেটা ও সহজেই উপলব্ধি করতে পারত। এ কথা আমরা নিশ্চয় বলতে পারি, কি বলেন?'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে, বিয়ের পর তিনি তাঁর অবস্থা ভাল করার দিকে নজর দিতেন?' কোনো কিছু না ভেবেই সহজভাবে বললেন জ্যাপ।

'না, না সে কথা আমি বলছি না', তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বলল চার্লস, 'আসলে ব্যাপার হলো কি জানেন, আমাদের পরিবারের সঙ্গে মিসেস এ্যালেনের মা'র একটা দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। জন্মসূত্রে ওর সঙ্গে আমার যথেষ্ট মিল ছিল বৈকি। তাই আমি চাইতাম, আমি যেমন আমার বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকি, বারবারাও যেন তাই করে। হ্যাঁ, এমন বন্ধু-বান্ধব, যার পরিচয় দেওয়া যায় সবার কাছে।'

'তা ঠিক', শুকনো গলায় বললেন জ্যাপ, 'তাহলে আপনি কোনোভাবেই আমাদের সাহায্য করতে পারেন না?'

'না, অবশ্যই না। আমি যেন এখন সমুদ্রে ভাসছি। বারবারা, আমার প্রিয় বারবারা নিহত! আমার কাছে সেটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে মিঃ লেভারটন-ওয়েস্ট, এবার কাজের কথায় আসা যাক, পাঁচই নভেম্বর রাতে আপনার গতিবিধি কি রকম ছিল বলুন এখন!'

'আমার গতিবিধি? আমার গতিবিধি?' লেভারটন-ওয়েস্ট মুখর হয়ে উঠল প্রতিবাদে। 'এ আপনি কি বলছেন চীফ?'

'অন্য কিছু ভাববেন না, এটা আমাদের রুটিন মাফিক কাজ বলে মনে করবেন', কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললেন জ্যাপ, 'আমাদের সকলকেই এরকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়।'

চার্লস-এর কথায় আভিজাত্যের ছাপ, 'আশা করি আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করে আমাকে রেহাই দেওয়া হবে।'

জ্যাপ একটু সময় অপেক্ষা করলেন।

'আমি মনে করবার চেষ্টা করছি....ও, হ্যাঁ, মিসেস এ্যালেনের ফ্ল্যাটে আমি গিয়েছিলাম ঠিকই, তবে সাড়ে দশটার একটু আগে সেখান থেকে চলে আসি। ফ্ল্যাটবাড়িগুলো থেকে বেরিয়ে আসার সময় সেখানকার এক বাসিন্দার ফ্ল্যাটের সামনে বাজী পুড়তে দেখেছিলাম।'

'আজকাল বাজী পোড়ানোর রেওয়াজ নেই বললেই চলে, তাই কোথাও বাজী পোড়ানোর কথা শুনলে ভাবতে বেশ ভাল লাগেই', খুশি হয়ে মন্তব্য করলেন জ্যাপ।

মাছের মতো চোখ দিয়ে তাকাল চার্লস। 'তারপর আমি বাড়ি চলে আসি।'

'বাড়ি মানে আপনার লন্ডনের ঠিকানায়—অনপ্লো স্কোয়ারে, এই তো? তা কখন বাড়ি ফিরলেন?'

'সময়টা ঠিক মনে নেই।'

'এগারোটা? সাড়ে এগারোটা?'

'ঐ সময়ের মধ্যে কোনো একসময় হবে হয়তো।'

'কেউ আপনাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে থাকতে পারে?'

'না, কেউ দেখেনি। আমার নিজস্ব চাবি আছে।'

'রাস্তায় কারোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'না, সত্যি চীফ ইন্সপেক্টার, বড় বেশি এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাকে আজকাল।'

'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এ সবই রুটিন-মাফিক কাজের ব্যাপার মিঃ লেভারটন-ওয়েস্ট। ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, বুঝলেন!'

জ্যাপের উত্তরটা মনঃপুত হলো চার্লস-এর।

'তাই যদি হয় তাহলে ঠিক আছে।'

'এ সবই এখনকার মতো মিঃ লেভারটন-ওয়েস্ট। পরে প্রয়োজন হলে—'

'ঠিক আছে, আপনি আমাকে খবর দেবেন—'

'স্বভাবতই! ভাল কথা, আসুন এরকুল পোয়ারোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ওঁর নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন।'

বেলজিয়ামের অধিবাসীর দিকে আগ্রহভরা চোখে তাকাল লেভারটন-ওয়েস্ট। পরক্ষণেই বলল সে,'হ্যাঁ, হ্যাঁ নামটা আমি শুনেছি বৈকি।'

'মঁসিয়ে, হঠাৎ পোয়ারোর স্বভাবটা বিদেশীদের মতো হয়ে গেল, 'বিশ্বাস করুন, দুঃখে আমার বুকটা কেমন হাহাকার করে ওঠে এখন। এত বড় একটা ক্ষতি! আপনার নিশ্চয়ই এখন অনেক চিন্তা। তাই আমি আর কিছু বলব না। ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, ইংরাজরা কি করে তাদের ভাবাবেগ চেপে রাখে।' সিগারেট কেসের ঢাকনা খুলে বলল পোয়ারো, 'আমাকে অনুমতি দিন—আঃ এটা যে দেখছি একেবারে খালি জ্যাপ?'

জ্যাপ পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ তাঁর অবস্থাও পোয়ারোর মতো, খালি পকেট।

এবার লেভারটন-ওয়েস্ট তার নিজের সিগারেট কেস বার করে পোয়ারোর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার থেকে একটা নিন।'

'ধন্যবাদ!' ছোটোখাটো মানুষটা নিজেই নিজেকে সাহায্য করল।

'হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন মঁসিয়ে পোয়ারো', চার্লস তার কথার জের টেনে বলল, 'আমরা ইংরেজরা কোনো ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিতে চাই না। মুখ বন্ধ করে থাকাই হলো আমাদের উদ্দেশ্য'।

দু'জনের দিকে মাথা অবনত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'অর্থহীন কথাবার্তা', বিরক্ত হয়ে বললেন জ্যাপ, 'এই লোকটার সম্পর্কে প্লেন্ডারলিথ মেয়েটির ধারণা ঠিকই! যাইহোক, লোকটি সুপুরুষ, কোনো নারীর সঙ্গ পেলে তলিয়ে যেতে পারে। তা সেই সিগারেটের ব্যাপারে তোমার কি অভিমত?'

কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেটটা এগিয়ে দিল পোয়ারো জ্যাপের দিকে।

'ইজিপসিয়ান। দামী সিগারেট।'

'না। ওটা কোনো ভাল সিগারেট নয়। করুণা করতে ইচ্ছে হয়, এমন দুর্বল এ্যালিবাইয়ের কথা এর আগে কখনো শুনিনি। জানো পোয়ারো, এটা কতকটা অন্য পায়ে বুট না থাকার মতো। মেয়েটি যদি তাকে ব্ল্যাকমেল করে থাকে, তাহলে বলতে হয়, লোকটা ব্ল্যাকমেল হওয়ার মতো আদর্শই বটে, হ্যা ভেঁড়াই বটে সে। স্ক্যান্ডাল, এড়ানোর জন্য আর কি!'

'বন্ধু, আপনার এই ধারণার জন্য কেসটাকে নতুন করে সাজানো যেতে পারে হয়তো কিন্তু আমাদের সেটা প্রসঙ্গ নয়।'

'আমাদের প্রসঙ্গ কি তাহলে? অস্টেস! তার সম্পর্কে আমি কিছু খবর সংগ্রহ করেছি। লোকটা অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির হতে পারে, কিন্তু।

'ভাল কথা', প্রসঙ্গ বদল করার জন্য পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, মিস প্লেন্ডারলিথ সম্পর্কে আমি যা করতে বলেছিলাম করেছেন?'

'হ্যাঁ, একটু অপেক্ষা করো। এখুনি ফোন করে শেষ খবরটা আমি জেনে নিচ্ছি।' রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল করলেন জ্যাপ। কিছুক্ষণ নিচু গলায় কথাবার্তা হলো দু'জনের মধ্যে। একসময় রিসিভারটা নিচে নামিয়ে রেখে পোয়ারোর দিকে তাকালেন জ্যাপ।

'বিচিত্র মানুষের হৃদয়! গলফ্ খেলতে চলে গেছে। আগের দিন বন্ধু খুন হয়েছে, এখন তো তোমার গলফ্ খেলারই সময় জেনি! হা-হা-হাহা-'

পোয়ারোর ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'কি ব্যাপার? এর মধ্যে হাসির কি এমন খোরাক তুমি পেলে?' জ্যাপকে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গেল।

পোয়ারো তখনো নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছিল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই...তবে স্বভাবতই...ছিঃ ছিঃ আমি কি বোকা, আমি...কেন, সেটা কি করে আমার চোখকে ফাঁকি দিল?'

এবার জ্যাপ একটু রূঢ়স্বরেই বললেন, 'নিজের মনে অমন বকবক করা বন্ধ করো তো? চলো, অস্টেসকে বাগে আনা যাক।'

পোয়ারোর ঠোঁটে দীপ্ত হাসি দেখে বিস্মিত হলেন জ্যাপ।

'তবে...হ্যাঁ...অবশ্যই তাকে আগে বাগে আনা যাক। কিন্তু এখন বলতে পারি, আমি সব জানি, সব কিছু!'

মেজর অস্টেস তাদের দু'জনকে খুব সহজেই গ্রহণ করল। তার ফ্ল্যাটটা ছোটই বলতে হয়। মদ পান করতে দিল সে তাদের, তবে তারা পান করতে অনীহা প্রকাশ করলে সে তখন তার সিগারেট কেসটা বার করল।

জ্যাপ এবং পোয়ারো দু'জনেই তার সিগারেট গ্রহণ করল। চকিতে তাদের দু'জনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল।

'আপনি বুঝি টার্কিশ স্মোক করেন?' দু'টি আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেটটা গুঁজে বললেন জ্যাপ।

'হ্যাঁ, দুঃখিত, আপনি কি গ্যাসপার খান?' 'অস্টেস বলল, 'গ্যাসপারের একটা সিগারেট আমার কাছে ছিল, কিন্তু কোথায় যে সেটা রেখেছি ঠিক এই মুহূর্তে খেয়াল করতে পারছি না।'

'না, না, আপনাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না। টার্কিশ সিগারেট তো বেশ ভালই লাগছে, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি?'

মেজর অস্টেস মাথা নাড়ল। উদাসীন স্বভাবের অস্টেস দীর্ঘদেহী পুরুষ, দেখতে ভাল। চোখ দুটো ছোট ছোট হলেও বুদ্ধিদীপ্ত। তার চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ অনুভব করা যায়।

'না, চীফ ইন্সপেক্টারের মতো পুলিশের একজন বড় কর্তা কেন যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন জানি না। আমার গাড়ির কোনো ব্যাপারে কি?'

'না আপনার গাড়ির ব্যাপারে নয়। মেজর অস্টেস, আমার ধারণা আপনি নিশ্চয়ই মিসেস বারবারা এ্যালেনকে চেনেন?

চেয়ারে হেলান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে খুশির আবেগে বলল মেজর, 'ওহো, এই কারণে তাহলে! হ্যাঁ চিনি বৈকি। অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার।'

'আপনি তাহলে ব্যাপারটা জানেন?'

'গতকাল রাতে খবরের কাগজে দেখেছি। অত্যন্ত খারাপ খবর।'

'আমার ধারণা ভারতে থাকার সময় মিসেস এ্যালেনের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, সে তো আজ অনেক বছর আগের কথা।'

'তাঁর স্বামীকেও আপনি কি জানতেন?'

এখানে একটু সময়ের জন্য বিরতি—কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, কিন্তু সেই সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই তার খুদে খুদে চোখ দুটো দ্রুত ঝলসে উঠল। জ্যাপ এবং পোয়ারোর মুখের ওপর সেটা প্রতিফলিত হতে দেখা গেল। তারপর সে উত্তর দিল :

'না, আসলে মিঃ এ্যালেনের সংস্পর্শে আসিনি আমি কখনো।'

'কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন অন্তত।'

'শুনেছি, তিনি নাকি একটু নির্দয় প্রকৃতির লোক ছিলেন। অবশ্য সেটা কেবল রটনা মাত্র।'

'মিসেস এ্যালেন কিছু বলেননি?'

'তাঁর স্বামীর সম্পর্কে আলোচনা হয়নি কখনো।'

'কেন, মিসেস এ্যালেনের সঙ্গে তো আপনার খুব অন্তরঙ্গতা ছিল, ছিল না?'

মেজর অস্টেস কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করল।

'জানেন, আমরা ছিলাম পুরোনো বন্ধু। তবে আমাদের সঙ্গে খুব একটা ঘন ঘন সাক্ষাৎ হতো না।'

'কিন্তু গত পরশু সন্ধ্যায় তাঁকে আপনি দেখতে গিয়েছিলেন তাই না? ৫ই নভেম্বর সন্ধ্যায়।'

'হ্যাঁ, আমি দেখা করেছিলাম বৈকি।'

'তাঁর বাড়িতে নিশ্চয়ই!'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল অস্টেস। শান্ত গলায় বলল সে, 'হ্যাঁ, তিনি তাঁর অর্থ লগ্নির ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তবে আপনি নিশ্চয়ই তাঁর তখনকার মনের অবস্থা কিরকম ছিল, জানতে চাইছেন? এ ব্যাপারে কিছু বলা খুবই কঠিন। তাঁর হাবভাব স্বাভাবিকই ছিল বলে মনে হয়েছে আমার, তবে তাঁকে কেমন একটু চঞ্চল দেখাচ্ছিল সেই সময়।'

'কিন্তু তিনি কি করতে যাচ্ছেন, এ ব্যাপারে কোনো আভাষ আপনাকে দেননি তিনি?'

'না। চলে আসবার সময় আমি তাঁকে বলে আসি, খুব শীগগীর আমি তাঁকে ফোন করব। আর তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব।'

'আপনি তাঁকে ফোন করবেন, এটাই কি আপনার শেষ কথা তাঁর সঙ্গে?'

'হুঁ।'

'আশ্চর্য! আমার কাছে খবর আছে, আপনি অন্য ধরনের কথা বলেছিলেন?'

অস্টেসের মুখের রঙ বদলায়।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা ঠিক, তবে ঠিক কি যে বলেছিলাম, এখন আর খেয়াল করতে পারছি না।'

'বেশ তো আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। আমার খবর মতো আপনি তাঁকে বলেছিলেন,...ঠিক আছে, ভেবে দেখো, পরে আমাকে জানিও।'

'আমাকে একটু মনে করতে দিন। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে ঠিক ঐ রকম নয়, আমার ধারণা, আমি তাঁকে বলেছিলাম, ফুরসত পেলেই তিনি যেন আমাকে জানান।'

'না, ঠিক একই কথা হলো না, তাই নয় কি?' জ্যাপ প্রশ্ন করে তাকালেন তার দিকে।

মেজর অস্টেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'মশাই, প্রিয় চীফ ইন্সপেক্টার, কোনো আলোচনা ক্ষেত্রে কেউ কিছু বলে থাকলে পরে তার সেই বক্তব্যের প্রতিটি অক্ষর আগের মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে পারে না সে, আর সম্ভবও নয়।'

'আর মিসেস এ্যালেন উত্তরে কি বলেছিলেন?'

'পরে তিনি আমাকে ফোন করে জানাবেন বলেছিলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে এই রকমই কিছু একটা বলেছিলেন তিনি।'

'আর তারপর আপনি বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, শুভরাত্রি!'

'সম্ভবত, ঐ রকম একটা কিছু যাহোক বলেছিলেন হয়তো।'

'একটু আগে আপনি বলেছিলেন, মিসেস এ্যালেন আপনাকে তাঁর কিছু অর্থলগ্নি করার ব্যাপারে আপনাকে পরামর্শ দিতে বলেছিলেন। তাই যদি হয়, তাহলে জিজ্ঞেস করি, নগদ দু'শো পাউন্ড লগ্নি করার জন্য তিনি কি আপনার হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেদিন রাত্রে?'

চকিতে অস্টেসের মুখটা কালো হয়ে যেতে দেখা গেল। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রতিবাদ করে উঠল সে, 'এর মানে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?'

'আমার প্রশ্নের জবাব দিন', দৃঢ়স্বরে বললেন জ্যাপ, 'হ্যাঁ কি না?'

'মিঃ চীফ ইন্সপেক্টার, সেটা আমার ব্যাপার, আপনার না ভাবলেও চলবে।'

'জগতে এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে, যা কারোর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার বিষয় নয়, ঘরে-বাইরে সবাইকে সেটা ভাবিয়ে তুলে থাকে। এটাও সেই রকম।' জ্যাপ শান্ত গলায় বললেন, 'খুন হওয়ার দিন মিসেস এ্যালেন ব্যাঙ্ক থেকে নগদ দু'শো পাউন্ড তুলেছিলেন। পাঁচ-পাউন্ডের কয়েকটা বিল ছিল তার মধ্যে। ওগুলোর নম্বর সংগ্রহ করা যেতে পারে।'

'কি জন্যে অতগুলো পাউন্ড তিনি ব্যাঙ্ক থেকে তোলেন, সে খবর আমি কি করে জানব?'

'সেই অর্থ কি লগ্নি করার জন্য, নাকি তার ব্ল্যাকমেলারকে দেবার জন্য মেজর অস্টেস?'

'এ সব অযৌক্তিক ধারণা। তা আপনার পরবর্তী বক্তব্য কি শুনি?'

'মেজর অস্টেস, এই পরিস্থিতিতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়ে এ ব্যাপারে একটা স্বীকারোক্তি দেবার জন্য আমি আপনাকে উপদেশ দিতে বাধ্য হচ্ছি। তবে আপনার খুশি মতো আপনি আপনার সলিসিটারের উপস্থিতিতে পুলিশের সামনে স্বীকারোক্তি দিতে পারেন।'

'সলিসিটার? সলিসিটারের কি প্রয়োজন আছে? আর আপনি আমাকে এরকম অদ্ভুত আদেশই বা দিচ্ছেন কেন?'

'মিসেস এ্যালেনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োজন আছে বলেই আমি তদন্ত করছি।'

'হায় ঈশ্বর, আপনার কি মনে হয় না—এ ব্যাপারে আমাকে জড়ানো উচিত নয়, এটা বোকামোর পরিচয়! দেখুন, সত্যি কি ঘটেছিল সেদিন শুনুন তাহলে। আগে থেকে যোগাযোগ করেই বারবারার কাছে আমি গিয়েছিলাম।'

'তখন সময় কত ছিল?'

'রাত প্রায় সাড়ে ন'টা হবে বলেই আমার ধারণা। আমরা পাশাপাশি বসি এবং কথা বলি—'

'সেই সঙ্গে সিগারেটও খান, তাই না?'

'হ্যাঁ, বলাবাহুল্য। তাতে কি কোনো ক্ষতি হয়েছে?' জানতে চাইল মেজর অস্টেস।

'তা আপনাদের আলোচনার আসরটা কোথায় বসেছিল জানতে পারি?'

'মিসেস এ্যালেনের বসবার ঘরে। ফ্ল্যাটে ঢুকেই বাঁদিকে ঘরটা। আমাদের আলোচনা বেশ হৃদ্যতাপূর্ণই হয়েছিল বলতে পারি। রাত সাড়ে-দশটার কিছু আগে আমি সেখান থেকে চলে আসি। দরজার সামনে এক মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম শেষ কয়েকটা কথা বলবার জন্য...'

'শেষ কয়েকটা কথা...' এবার পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'কি সেই শেষ কথা হতে পারে?'

'কে আপনি? আমি জানতে চাই।' পোয়ারোর দিকে ফিরে অস্টেস বলল, 'যত সব ফোড়ের দল! এখানে আপনি কি করতে এসেছেন?'

'আমি এরকুল পোয়ারো,' ছোটখাটো মানুষটি দম্ভের সঙ্গে বলল।

'আপনি যদি এ্যাসিলিজ-এর স্ট্যাচু হতেন তাহলেও আপনাকে আমি তোয়াক্কা করতাম না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বারবারা আর আমার মধ্যে বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল। সেখান থেকে গাড়ি চালিয়ে সোজা ফার ইস্ট ক্লাবে চলে এসেছিলাম। তখন এগারোটা বাজতে মিনিট পঁচিশ বাকী ছিল। সেখান থেকে সোজা কার্ডরুমে চলে যাই। দেড়টা পর্যন্ত ব্রীজ খেলেছিলাম। শুনলেন তো, এবার মুখে পাইপ লাগিয়ে স্মোক করুন।'

'আমি পাইপ টানি না', বলল পোয়ারো, 'এক্ষেত্রে সেখানে আপনার যথেষ্ট এ্যালাবাই আছে।'

'যাইহোক, সেটা হবে লোহার বেড়ার মতো শক্ত এবং কঠিন। তারপর স্যার', জ্যাপের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'আপনি সন্তুষ্ট?'

'আপনি কি সব সময় বসবার ঘরেই বসেছিলেন?'

'হুঁ।'

'কেন, ওপরতলায় মিসেস এ্যালেনের ঘরে যাননি?'

'না, আপনাকে বললাম তো, বসবার ঘর ছাড়া অন্য কোথাও আমি যাইনি।'

মিনিট কয়েক অস্টেসের দিকে তাকিয়ে জ্যাপ বললেন, 'আপনার কতগুলো কাফ-লিঙ্কস্-এর সেট আছে মিঃ অস্টেস?'

'কাফ্-লিঙ্কস্? এর সঙ্গে ওটার কি সম্পর্ক আছে?'

'অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনি বাধ্য নন।'

'এর উত্তর? ঠিক আছে, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কারণ আমার লুকোবার কিছুই নেই। আর সেই সঙ্গে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' সে তার দু'হাত জড়ো করে মেলে ধরল জ্যাপের দিকে...'এই হলো আমার...'

সোনা এবং প্লাটিনামের তৈরি কাফ্-লিঙ্কস লক্ষ্য করে জ্যাপ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'আর...' এই যে সে উঠে গিয়ে ড্রয়ার খুলে একটা বাক্স বার করে সেটার ঢাকনা খুলে মেলে ধরল জ্যাপের নাকেরডগায়।

'খুব সুন্দর ডিজাইন তো', বললেন চীফ ইন্সপেক্টার। 'দেখছি একটা ভাঙা...এনামেল উঠে গেছে।'

'তার মানে?'

'কখন এমনটি ঘটল, খেয়াল করেননি?'

'দু'-একদিন আগে, তার বেশি নয়।'

'আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যদি বলি মিসেস এ্যালেনের বাড়িতে শেষ যেদিন যান, সেই দিনই আপনার ঐ কাফ্-লিঙ্কটা ভেঙে যায়!'

'তা কেন হবে না? আমি সেখানে যাইনি, এ কথা তো অস্বীকার করছি না।' প্রতিবাদ করে উঠল মেজর অস্টেস। আরো কিছু কঠিন কথা সে শোনাতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারল না, কারণ তখন তার হাত অসম্ভব কাঁপছিল।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জোর দিয়ে বললেন জ্যাপ,'হ্যাঁ, শুনলে হয়তো আপনি আরো অবাক হবেন, কাফ্-লিঙ্কের টুকরো বসবার ঘরে পাওয়া যায়নি। সেটা মিসেস এ্যালিয়েনের ঘরে পাওয়া যায়...যেখানে তিনি খুন হয়েছিলেন, এবং যেখানে বসে একটি লোক আপনারই প্রিয় ব্র্যান্ডের সিগারেট খেয়েছিল।'

এ কথায় দারুন ঘাবড়ে গেল অস্টেস, উঠতে গিয়েও ধপাস করে বসে পড়ল চেয়ারের ওপর। চঞ্চল হলো তার চোখের দৃষ্টি। তার হঠাৎ এই পরিবর্তন চোখে লাগার মতো।

'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো কিছুই নেই আপনাদের', বাচ্চা ছেলের মতো ছিঁচকাঁদুনির সুরে বলল অস্টেস, 'জোর করে আমাকে অভিযুক্ত করতে চাইছেন আপনি।...সেদিন রাত্রে ফিরে আমি আর সেখানে যাইনি।'

জ্যাপের হয়ে এবার পোয়ারো মুখ খুলল, 'না, ফিরে আপনি আর সেই বাড়িতে যাননি ঠিকই...আর আপনার যাবারও প্রয়োজন ছিল না...আপনি যখন সেখান থেকে চলে আসেন, সম্ভবতঃ তখন মিসেস এ্যালেন মারা গেছেন।'

'অসম্ভব...সেটা অসম্ভব, তিনি তখন দরজার ওপারে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি, শুধু তাই নয়, আমি নিজের কানে শুনেছি, আমার সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে। প্রতিবেশীরাও নিশ্চয়ই তাঁর গলার আওয়াজ শুনে থাকবে। তাঁকে দেখেও থাকবে হয়তো...'

নরম সুরে বলল পোয়ারো:

'তারা আপনাকে তাঁর প্রতি উদ্দেশ্য করে কথা বলতে শুনেছে।...তাঁর উত্তর শোনার ভান করে একটু পরে আবার আপনি কথা বলেছেন। এটা একটা সেই সাবেকী চাল...যাতে করে প্রতিবেশীরা বুঝে নিতে পারে যে, মিসেস এ্যালেন দরজার ওপারে দাঁড়িয়েছিলেন আর আপনি যেন তাঁর সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছিলেন। কারণ তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা জানতে পেরেছি, তারা জানে না ঐ দিন রাত্রে মিসেস এ্যালেন রাতের কি দিনের পোশাক পরেছিলেন সেই সময়...এমন কি তারা বলতেও পারেনি তাঁর পরনের পোশাকের কি রঙ ছিল?'

'হায় ঈশ্বর, এ কথা সত্যি নয়, এ কথা সত্যি নয়।'

অস্টেস তখন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। একসময় মনে হলো, এবার বুঝি সে ভেঙ্গে পড়বে।

বিরক্তিভরা চোখে তার দিকে তাকালেন জ্যাপ। কতকটা হুকুমের সুরে তিনি বললেন, 'স্যার, আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার সঙ্গে আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।'

'তার মানে আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করছেন?'

'তদন্তের জন্যে কিছু সময় আপনাকে থানায় রেখে দেওয়া হচ্ছে, এই আর কি...'

এর পরেই এক অস্বাভাবিক স্তব্ধতা নেমে এলো অস্টেসের চোখে-মুখে। তার পা দু'টো ভয়ঙ্কর কাঁপছিল, যেন সে টাল সামলাতে না পেরে তখুনি পড়ে যাবে। সেটা তার কথায় প্রকাশ পেল, 'আমি তলিয়ে যাচ্ছি...'

এরকুল পোয়ারো উঠে গিয়ে তার হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে মালিশ করতে শুরু করে দিল। তার ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেল। তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো, বুঝি সে আপন মনে মজা উপভোগ করছিল তার অমন দুরবস্থা দেখে।

'এই ভাবেই সে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। এছাড়া তার আর করারই বা কি ছিল?' পরদিন পেশাদারি ভঙ্গিমায় বললেন জ্যাপ।

তিনি এবং পোয়ারো গাড়ি চালিয়ে ক্রম্পটন রোড ধরে যাচ্ছিলেন তখন।

'আমাদের হাতে তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ আছে', বললেন জ্যাপ, 'দুটি কিংবা তিনটি ভিন্ন নামে সে পরিচিত। একটা চেকের ব্যাপারে তার চালাকি, তারপর রিজ-এ থাকার সময় পিকাডিলির প্রায় আধ ডজন ব্যবসায়ীদের কাছে নিজের পরিচয় দেয় সে কর্নেল দ্য বাথ বলে। পূর্ণ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত এই সব অভিযোগে তার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করতে পারছি না। তা আমরা এই যে শহরতলীর পথে ছুটে চলেছি, এর পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে পোয়ারো?'

'বন্ধু, যে কোনো উদ্দেশ্য ঠিকমতো খতিয়ে দেখা উচিত। সব কিছু অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে। তুমি যে রহস্যের কথা বলেছো, আমি তার সমাধানে ব্যস্ত এখন। হ্যাঁ, সেই এ্যাটাচি-কেস উধাও হওয়ার রহস্যের কথাই আমি বলছি।'

'ছোট সেই এ্যাটাচি-কেস-এর রহস্য। হ্যাঁ, আমি যা বলেছিলাম, আমি জানি, সেটা উধাও হয়নি।'

'একটু অপেক্ষা করো।'

গাড়িটা ততক্ষণে সারি সারি ফ্ল্যাটের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। ১৪ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজার সামনে ছোট অস্টিন সেভেন থেকে সবে মাত্র নেমে দাঁড়িয়েছিল জেনি প্লেন্ডারলিথ। তার পরনে ছিল গলফ্ খেলার পোশাক।

তাদের দু'জনকে মাছ-কাঁটা বাছার মতো চোখ নিয়ে দেখল জেনি। তারপর হাতব্যাগ থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল।

'ভেতরে আসুন, আসবেন না?'

পথ দেখিয়ে সে তাদের ফ্ল্যাটের ভিতরে নিয়ে চলল। জ্যাপ তাকে অনুসরণ করে বসবার ঘরে এসে দাঁড়াল। ওদিকে পোয়ারো মিনিট দুই হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, 'এখান থেকে বেরনো কতই না কঠিন, আশ্চর্য!'

একসময় সে-ও বসবার ঘরে এসে ঢুকল, তার গায়ে ওভারকোটটা ছিল না। জ্যাপের ঠোঁটের ওপর পুরু গোঁফটা নড়ে উঠল হঠাৎ, কাপবোর্ডের ডালা খোলার মৃদু আওয়াজ তার কানে ভেসে উঠল সেই মুহূর্তে।

জ্যাপ এবং পোয়ারো পরস্পরের দিকে তাকাল, তাদের চোখে এক অজানা প্রশ্ন।

'মিস প্লেন্ডারলিথ, আপনাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখব না,' জ্যাপ দ্রুত বললেন, 'আমরা এসেছিলাম আপনার কাছ থেকে মিসেস এ্যালেনের সলিসিটারের নাম জানতে।'

'তার সলিসিটার?' না জানার ভান করে বলল জেনি, 'তার যে কোনো সলিসিটার ছিল আমার তা জানা নেই।'

'বেশ তো, আপনার সঙ্গে তিনি যখন এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নেন, তখন নিশ্চয়ই কোনো সলিসিটার বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরি করে দিয়ে থাকবে।'

'না, সে রকম কিছু হয়েছিল বলে আমার মনে হয় না। দেখুন, ফ্ল্যাটটা আমি ভাড়া নিই, আমার নামেই লীজ নেওয়া হয়। বারবারা আমাকে অর্ধেক ভাড়া দিত, এই রকমই একটা ব্যবস্থা ছিল আমাদের মধ্যে।'

'তাই বুঝি? তাহলে তো কিছু করার নেই।'

'দুঃখিত আপনাদের সাহায্য করতে না পারার জন্য,' বলল জেনি নম্রভাবে।

'না, না সেটা কোনো ব্যাপার নয়,' 'দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বললেন জ্যাপ, গলফ্ খেলে আসছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, জেনির চোখদুটি ঝলসে উঠল, 'আপনার কাছে এটা নির্দয় বলে মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু কি করব বলুন, এ অবস্থায় বাড়িতে একা-একা বসে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তাই বন্ধু হারানোর দুঃখটা ভোলবার জন্য', একটু জোর দিয়েই বলল সে কথাগুলো।

তার কথা শেষ হতে না হতেই পোয়ারো শুরু করল :

'মাদামোয়াজেল, আমি আপনাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করছি। এটা খুবই স্বাভাবিক, এখানে একা-একা এ অবস্থায় চুপ করে বসে থেকে কোনো কিছু করা কিংবা ভাবা একেবারেই অসম্ভব।'

'যাই হোক, আপনি তবু আমার মনের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারলেন', জেনি শুকনো হাসি হেসে বলল, 'তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'আপনি কি কোনো ক্লাবের সদস্যা?'

'হুঁ, প্লেন্টওয়ার্থে আমি খেলি।'

'আজ দিনটা খুব চমৎকার, কি বলেন?' পোয়ারো বলল।

'দুঃখের কথা, গাছে এখন খুব কমই পাতা অবশিষ্ট আছে। এক সপ্তাহ আগে বন-জঙ্গল ছিল অত্যন্ত মনোরম এবং চিত্তাকর্ষক।'

'আজকের দিনটা সত্যিই কিন্তু খুব চমৎকার।'

'গুড-আফটারনুন মিস প্লেন্ডারলিথ,' আনুষ্ঠানিক ভদ্রতা বজায় রেখে জ্যাপ বললেন,' এ ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারলেই আপনার কাছে ছুটে আসব। সত্যি কথা বলতে কি একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আমরা আটক করেছি।'

'কে, কে সে?' জেনির চোখে অদম্য কৌতূহল।

'মেজর অস্টেস।'

মাথা নেড়ে ফায়ার প্লেসের দিকে এগিয়ে গেল জেনি তাতে আগুন ধরানোর জন্য।

গাড়িটা ফ্ল্যাট বাড়িগুলোকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগুতেই জ্যাপ বলে উঠলেন, 'তারপর?'

পোয়ারোর ঠোঁটে ধূর্ত হাসি, 'খুবই সহজ ব্যাপার। ঐ সময় দরজার তালায় চাবি লাগান ছিল।'

'আর—'

তেমনিভাবে হাসল পোয়ারো, 'গলফ্ ক্লাব উধাও—'

'খুবই স্বাভাবিক। আর যাই সে হোক না কেন মেয়েটি একেবারে বোকা নয়। আর কোনো কিছু খোয়া গেছে?'

মাথা নাড়ল পোয়ারো। 'হাঁ বন্ধু ছোট এ্যাটাচি কেসটা!'

এ্যাক্সিলেটারে চাপ দিয়ে বললেন জ্যাপ, 'এ যেন নরকযন্ত্রণা! আমি জানি, আরো কিছু বেপাত্তা হয়েছে, কিন্তু কি, কি সেটা হতে পারে? সেই এ্যাটাচি কেসটা আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলাম, কিন্তু ব্যর্থ হই।'

'প্রিয় জ্যাপ—বলো, এখন তুমি কি বলবে?'

জ্যাপ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো তার দিকে।

'আমরা এখন যাচ্ছি কোথায় শুনি?' তাঁর সেই ক্রোধের প্রকাশ ঘটল এবার ভাষায়।

ঘড়ি দেখল পোয়ারো। 'এখনো চারটে বাজেনি। অন্ধকার নামার আগেই আমরা ওয়েন্টওয়ার্থে পৌঁছে যেতে পারি।'

'তুমি কি মনে করো সত্যি সে সেখানে গেছে?'

'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। সে জানে আমরা হয়তো তদন্ত করতে সেখানে যেতে পারি। আমার বিশ্বাস, আমরা তাকে সেখানে অবশ্যই দেখতে পাবো।'

ফুঁসে উঠলেন জ্যাপ।

'ঠিক আছে যাচ্ছি।' মোটরযানের ভীড়ের মধ্যে ডান দিক ঘেঁষে এগিয়ে চললেন তিনি। 'এই এ্যাটাচি-কেসের সঙ্গে খুনের অপরাধের কি যে সম্পর্ক থাকতে পারে, আমি কল্পনাও করতে পারি না। আমার তো মনে হয় না, এই কেসের ব্যাপারে এ্যাটাচি-কেসটা কোনো সাহায্য করতে পারবে আমাদের।'

'প্রিয় বন্ধু—আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত—এই খুনের মামলার সঙ্গে এ্যাটাচি-কেসের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তাহলে কেন—না, আমাকে আর কিছু বলতে হবে না! তদন্তের পদ্ধতি শুধু নয়, সব কিছুই চমৎকার। আজকের দিনটিও চমৎকার।'

গাড়ির চলার গতি অত্যন্ত দ্রুত। সাড়ে চারটের কিছু পরে তারা ওয়েন্টওয়ার্থ গলফ্ ক্লাবে এসে পৌছল। পোয়ারো সোজা চলে এলো ক্যাডি-মাস্টারের কাছে। এবং কোনো ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করল সে মিস প্লেন্ডারলিথের গলফ্টা কোথায়। কাল মিস প্লেন্ডারলিথ বিভিন্ন কোর্সের খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। এই ভাবে ব্যাখ্যা করলো সে।

একটি বয়কে ডেকে ক্যাডি-মাস্টার নির্দেশ দিল মিস প্লেন্ডারলিথের গলফ্ ক্লাবটা কোথায় দেখিয়ে দেবার জন্য। এক কোণায় অনেকগুলো গলফ্ জড়ো করা ছিল। শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে থেকে 'জে. পি.' নামাঙ্কিত একটা ব্যাগ তাদের সামনে নিয়ে এসে হাজির করল সেই বয়টি।

'ধন্যবাদ', বলল পোয়ারো। একটু এগিয়ে গিয়ে তারপর তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল সে, 'একটা এ্যাটাচি কেস তোমার কাছে রেখে যাননি মিস প্লেন্ডারলিথ?'

'না স্যার আজ নয়। মনে হয় তিনি সেটা ক্লাব-হাউসে রেখে গেছেন।'

'আজ কি তিনি এখানে এসেছিলেন?'

'ও হ্যাঁ, এসেছিলেন বৈকি। আমি তাঁকে দেখেছি।'

'তুমি জান, গলফ্ খেলার সরঞ্জাম বহন করার জন্য কাকে নিয়েছিলেন ? তিনি একটা এ্যাটাচি-কেস হারিয়েছেন, কোথায় সেটা ফেলে এসেছেন, তা তিনি খেয়াল করতে পারেননি।'

'তিনি সেরকম কাউকে সঙ্গে নেননি। তিনি এখানে আসেন কয়েকটি বল সঙ্গে নিয়ে। লোহার বল সেগুলো। আমার মনে পড়ছে, হ্যাঁ, তাঁর হাতে একটা এ্যাটাচি-কেসজাতীয় কিছু ছিল।'

আর একবার ধন্যবাদ জানাতে ভুলল না সে। অতঃপর তারা দু'জন ক্লাব হাউসের দিকে এগিয়ে গেল। প্রকৃতিপ্রেমিক খর্বাকৃতি পোয়ারো এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এই অন্ধকারেও পাইন গাছগুলোর শোভা কি অপূর্ব—তারপর ঐ লেকটা, হ্যাঁ ঐ লেকে সাঁতার কাটতে ইচ্ছে হয়, এই মুহূর্তে আমাদের হাতে অনেক কাজ, তা না হলে—।'

চকিতে তার মুখের দিকে তাকালেন জ্যাপ।

'তা ঠিক!'

হাসলো পোয়ারো।

'আমার মনে হয় কেউ যেন কিছু একটা দেখে থাকবে। আমি যদি আপনার অবস্থায় পড়তাম তাহলে অবশ্যই এ ব্যাপারে আরো খোঁজ-খবর নেবার ব্যবস্থা করতাম।'

পোয়ারো পিছিয়ে এলো। মাথাটা একদিকে একটু ঝুঁকিয়ে ঘর সাজানোর ব্যবস্থাটা প্রত্যক্ষ করছিল সে তখন। চেয়ারগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো এদিক-ওদিক। তবু দেখতে ভালই লাগে। কলিংবেলের শব্দ হলো সেই সময়। হয়তো জ্যাপ এলেন।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সেই মানুষটি ঘরে এসে ঢুকলেন।

'ঝানু গোয়েন্দাই বটে তুমি, তুমি ঠিক বলেছ হে! এ একেবারে ঘোড়ার মুখের কথা। গতকাল ওয়েন্টওয়ার্থে সেই লেকে একজন যুবতীকে কিছু একটা জিনিস নিক্ষেপ করতে দেখা গেছে। চেহারার বিবরণ শুনে মনে হলো মেয়েটি যেন প্লেন্ডারলিথই বটে। লেকের জল থেকে সেটা তুলতে খুব একটা কষ্ট পেতে হয়নি।'

'আর সেটা?'

'সেটা একটা এ্যাটাচি-কেস! কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, ঐ এ্যাটাচি-কেসটা লেকের জলে নিক্ষেপ করা হলো কেন? এ প্রশ্নটা বারবার আমার মনে জাগছে। ওটার ভেতরে কিছুই নেই এমন কি সেই ম্যাগাজিনগুলোও। অমন সুস্থ-স্বাভাবিক একটি যুবতী একটা দামী এ্যাটাচি-কেস লেকের জলে ফেলতে গেলই বা কেন? জানো পোয়ারো, কাল সারা রাত ধরে চিন্তা করেও আমি আমার প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে না পাওয়ার জন্যই আরো বেশি চিন্তিত।'

'একটু শান্ত হোন চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপ। আপনাকে বেশিক্ষণ চিন্তায় মগ্ন থাকতে হবে না আর। উত্তরটা এলো বলে।' ঠিক সেই মুহূর্তে কলিংবেলটা বেজে উঠল।

জর্জ, পোয়ারোর অতি বিশ্বস্ত পরিচারক দরজাটা খুলেই ঘোষণা করল, 'মিস প্লেন্ডারলিথ এসেছেন।'

মেয়েটি ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে। তাদের দু'জনকে সম্ভাষণ জানাতে ভুলল না মেয়েটি।

'আমি আপনাকে আসব বলেছিলাম এখানে...,' পোয়ারো একটা চেয়ার দেখিয়ে তাকে বসতে বলে বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বসুন! জ্যাপও এখানে রয়েছেন...আমি আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিতে চাই।'

বসল মেয়েটি। দৃষ্টি তার চঞ্চল। কখনও পোয়ারোর মুখের ওপর, কখনো বা আবার জ্যাপের দিকে। অধৈর্য হয়ে টুপিটা মাথার ওপর থেকে খুলে চেয়ারের একপাশে গুঁজে রাখল সে।

'ভাল কথা', বলল জেনি প্লেন্ডারলিথ, 'মেজর অস্টেস গ্রেপ্তার হয়েছে।'

'আপনি খবরটা দেখেছেন তাহলে, আমার অনুমান আজ প্রভাতী সংবাদপত্রে খবরটা নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন?'

'হুঁ।'

'এই মুহূর্তে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সামান্যই', পোয়ারো বলতে থাকে, 'ইতিমধ্যে এই খুনের ব্যাপারে আমরা আরো প্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি।'

'এ্যালেন তাহলে সত্যি সত্যি খুন হয়েছে?' খবরটা জানার জন্য অদম্য আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা গেল জেনিকে।

মাথা নাড়ল পোয়ারো। 'হ্যাঁ, এটা একটা খুনেরই কেস। একজন লোককে দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আর একজনের ক্ষতিসাধন করা।'

একটু কেঁপে উঠল জেনি।

'ওভাবে বলবেন না,' বিড়বিড় করে বলল জেনি। 'আপনি ওভাবে বললে কথাটা ভয়ঙ্কর শোনায়।'

'হ্যাঁ, ঘটনাটা ভয়ঙ্করই বটে!' একটু থেমে পোয়ারো আবার বলল, 'মিস প্লেন্ডারলিথ, এ ব্যাপারে আমি এই খানিক আগে একটা সত্য আবিষ্কার করেছি, সেই কথাটাই আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছি।'

পোয়ারোর ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জ্যাপের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলল জেনি। জ্যাপ হাসছিল তখন।

'ওর একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে মিস প্লেন্ডারলিথ, নিজস্ব ভাবধারায় সব কিছু বিশ্লেষণ করে থাকে ও।' বললেন জ্যাপ, 'জানেন, ওঁকে আমি ঠাট্টা করে থাকি। সেটা যে কতো বড় ভুল এখন আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। যাইহোক, এখন আসুন, ও কি বলে আমরা শুনি।'

অতঃপর পোয়ারো বলতে শুরু করল :

'মাদামোয়াজেল, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। পাঁচই নভেম্বর সকালে আমি আমার বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছই। মিসেস এ্যালেনের মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল আমরা সেই ঘরে যাই। সেই ঘরে ঢোকামাত্র কতকগুলো অস্বাভাবিক জিনিস আমার নজরে পড়েছিল। তার মধ্যে একটা জিনিস খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল আমার।'

'থামলেন কেন, বলে যান!' কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে জেনি।

'তাহলে শুরুতেই বলি', পোয়ারো বলল, 'একটা অদ্ভুত সিগারেটের গন্ধ আমার নাকে লেগেছিল।'

'পোয়ারো, কিছু যদি মনে না করো তো বলি, এটা তোমার অতিরঞ্জিত,' জ্যাপ তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'আমি কিন্তু কোনো গন্ধ পাইনি।'

'হতে পারে, কারণ কোনো বাসী-গন্ধ তোমার নাকে লাগে না। আমিও হয়তো পেতাম না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কি হলো জানো? ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ

ছিল তখন, ছাইদানির মধ্যে পাওয়া সিগারেটের টুকরো, দশটার কম নয় অন্তত। স্বভাবতই সেটা অস্বাভাবিক, খুবই অস্বাভাবিক, সেই বন্ধ ঘরে অদ্ভুত সিগারেটের গন্ধটা সম্পূর্ণ টাটকা বলেই আমার মনে হয়েছিল।'

'তাহলে তুমি বলছ, সেই গন্ধটা একাই তুমি পেয়েছিলে,' জ্যাপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি দেখছি, তোমার সব কিছু আবিষ্কারই বাঁকা পথে আসে, সোজা পথে নয়।'

'তোমাদের শার্লক হোমসও এই রকম করেছিলেন। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন, মনে রাখবেন, রাতের বেলায় কুকুরের রহস্যজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে—আর তার উত্তর হলো, সেরকম কোনো রহস্যজনক ঘটনা আদৌ ঘটেনি। কুকুরটি রাতের বেলায় কিছুই করেনি। সে যাই হোক, আমাদের এই কেসের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।'

'পরবর্তী যে জিনিসটা আমাকে সব থেকে বেশি আকর্ষণ করেছিল, সেটা হলো, মৃত মহিলাটির হাতের কব্জিঘড়িটা।'

'সেটার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কি আবার থাকতে পারে শুনি?'

'তেমন বিশেষ কিছু নয়, তবে অস্বাভাবিক ঠেকেছিল, কব্জিঘড়িটা তাঁর ডান হাতের কব্জিতে লাগানো দেখে। স্বাভাবিক নিয়মে মেয়েদের বাঁ-হাতের কব্জিতেই ঘড়ি লাগানো থাকে।'

'কিন্তু একদিন আপনিই তো বলেছিলেন, এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই', জ্যাপ কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বলার সুযোগ না দিয়ে পোয়ারো নিজের থেকেই আবার বলতে থাকে, 'কেউ কেউ ডান হাতের কব্জিতে ঘড়ি বেঁধে থাকে। এবার সব থেকে আকর্ষণীয় বস্তুটির কথা উল্লেখ করা যাক বন্ধু, সেই লেখার টেবিলটার কথা।'

'হ্যাঁ, তুমি যে এবার সেই লেখার টেবিলটার কথা তুলবে আমি আন্দাজ করেছিলাম,' জ্যাপ হাসতে হাসতে বললেন।

'সত্যি সেটা খুবই অস্বাভাবিক—অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যও বটে, দুটি কারণে। প্রথম কারণ হলো—টেবিলের ওপর থেকে একটা কোনো জিনিস যেন নিখোঁজ বলে মনে হচ্ছিল।'

'কি, কি উধাও হতে পারে সেটা?' জেনি জানতে চাইল।

'মাদামোয়াজেল,' পোয়ারো তার দিকে ফিরে বলল, 'ব্লটিং-পেপারের একটা শীট। একগুচ্ছ ব্লটিং পেপারের ওপরটা ছিল পরিষ্কার এবং সেটা স্পর্শহীন ব্লটিং-পেপারের একটা শীট।'

'সত্যি কথা বলব মঁসিয়ে পোয়ারো', জেনি তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'বহুব্যবহৃত শীট লোকে সাধারণতঃ ছিড়ে ফেলে দিয়ে থাকে।'

'হ্যাঁ, তা করে বটে, কিন্তু সেটা নিয়ে তারা করে কি? ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়, দেয় কিনা? কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা বাস্কেটের মধ্যে ছিল না, আমি ভাল ভাবেই দেখেছি, সেটার কোনো অস্তিত্ব সেখানে দেখতে পাইনি।'

জেনিকে একটু উত্তেজিত বলে মনে হলো।

'তার কারণ সম্ভবতঃ আগের দিন বাস্কেট থেকে সেটা সরিয়ে ফেলা হয়ে থাকবে। ব্লটিং গুচ্ছর ওপরের শীটটা পরিষ্কার থাকার কারণ হলো, পরদিন কোনো চিঠি লেখেনি বারবারা।'

'কিন্তু মাদামোয়াজেল, আপনার যুক্তিটা ঠিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারছি না। কারণ সেদিন সন্ধ্যায় মিসেস এ্যালেনকে পোস্ট-বক্সের দিকে যেতে দেখা গেছে, এ খবর আমি পেয়েছি। অতএব ঐদিন তিনি চিঠি লিখেছিলেন নিশ্চয়ই। নিচের ঘরে বসে তিনি লিখতে পারেন না, কেননা সেখানে লেখার সামগ্রী বলতে কিছু ছিল না। আর আপনার ঘরে গিয়ে চিঠি লেখার সম্ভাবনাটা আমি শুরুতেই নাকচ করে দিচ্ছি। আপনি নিজেও জানেন, সেরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি আজ পর্যন্ত। তাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেদিন তিনি চিঠি লিখলেন, ব্লটিং পেপার ব্যবহার করলেন, অথচ সেই ব্যবহৃত ব্লটিং-পেপারটা উধাও হয়ে গেল। কোথায় কোথায় সেটা যেতে পারে? আবার এ কথাও ঠিক যে, এক-একজন মানুষ আছে যারা ভুল করে পরিত্যক্ত কাগজপত্র ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে না ফেলে ফায়ারপ্লেসে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কিন্তু মিসেস এ্যালেনের ঘরে গ্যাস-ফায়ার দেখেছি আর নিচের ঘরের ফায়ারপ্লেসও দেখেছি, সেখানে আগুন ছিল না আগের দিন। মনে আছে, আপনি আমাকে বলেছিলেন, ফায়ার-প্লেস তৈরি ছিল, পরের দিন আপনি তাতে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন।'

এখানে একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করল :

'একটা ছোট্ট কৌতূহল। আমি সব জায়গা খুঁজে দেখেছি, ওয়েস্টপেপার বাস্কেট, ডাস্টবিন, কিন্তু কোথাও আমি ব্যবহৃত ব্লটিং পেপারটা দেখতে পাইনি—আর তাতেই আমার মনে আরো কৌতূহল জেগেছে...সেটা আমার কাছে আরো বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। এর ফলে কেন জানি না আমার মনে হয়েছে, কেউ হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে সেই ব্লটিং-পেপারের শীটটা টেনে বার করে নিয়ে থাকবে। কিন্তু কেন? কারণ সেই ব্লটিং-পেপারের ওপর লেখার ছাপ আয়নার সামনে ধরলে সহজেই প্রতিবিম্বিত লেখাটা স্পষ্ট করে পড়া যেতে পারে।'

'এই শেষ নয় আরো আছে, আমার দ্বিতীয় কৌতূহল লেখার টেবিলটাকে কেন্দ্র করে। জ্যাপ, সম্ভবত তুমি লক্ষ্য করে থাকবে, সেই টেবিলের ওপর জিনিসপত্রগুলো কেমন এলোমেলোভাবে যত্রতত্র ছড়ানো ছিল। ব্লটার এবং কালির স্ট্যান্ড মাঝখানে। পেন-ট্রে বাঁদিকে, ক্যালেন্ডার এবং পাখির পালকের পেনটা ডানদিকে। কেন, তুমি দেখোনি? মনে আছে, পাখির পালকের কলমটা আমি পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে আমার অনুভূতির কথা তোমাকে বলেছিলাম? এটা কেবল লোক দেখানো—কারণ তখনো ওটা অব্যবহৃতই ছিল, কালির চিহ্ন ছিল না তাতে। এখনো তোমার মনে পড়ছে না? বেশ আমি আবার বলছি...টেবিলের ঠিক মাঝখানে ব্লটার, বাঁ-দিকে পেন ট্রে। কিন্তু জ্যাপ, স্বাভাবিক অবস্থায় বাঁদিকে কোনো ট্রে কেউ রাখতে যায় না। ডান-হাতে লোকের পক্ষে সেটা কি সুবিধাজনক?'

'এখন তোমার সব মনে পড়ছে, তাই না?' পোয়ারো বলল, 'বাঁ-দিকে পেন-ট্রে—ডান হাতের কব্জিতে কব্জি ঘড়ি—অপসারিত ব্লটিং-পেপার আর নতুন একটা জিনিস ঘরের মধ্যে নিয়ে আসা—সিগারেটের শেষাংশ সমেত সেই ছাইদানিটা।'

'ঘরের ভেতরে টাটকা হাওয়া, একটা মিষ্টি সুবাস, চিন্তা করে দেখুন জ্যাপ এমন একটা ঘর, যে ঘরের জানালাগুলো খোলা ছিল, সারা রাত বন্ধ ছিল না...এই রকম একটা ছবি আমি আমার মনের ক্যানভাসে এঁকেছি।'

তারপর জেনের দিকে ফিরে বলল পোয়ারো, 'আর মাদামোয়াজেল আপনার ছবিটা এই রকম—ট্যাক্সি চড়ে ছুটে এলেন, ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দিলেন, তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন, সম্ভবত 'বারবারা' বলে চিৎকার করলেন—আর দরজা খুলেই দেখতে পেলেন আপনার বন্ধু ঘরের মেঝের ওপর মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন, তাঁর বাঁ-হাতে পিস্তল—মিসেস এ্যালেন ছিলেন বাঁ-হাতি, সুতরাং বুলেটটা তাঁর মাথার বাঁ-দিকেই বিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। মিসেস এ্যালেন আপনাকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লিখে যান। কেন তিনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন, তার ব্যাখ্যা ছিল সেই চিঠিতে। আর সেই চিঠিটা ছিল অত্যন্ত জরুরী—একজন নম্র, ভদ্র, অসুখী মহিলা ব্ল্যাকমেলের শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন নিজেই খতম করে ফেললেন...'

'আমার মনে হয় সেই মুহূর্তে আপনার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। এ কাজ নিশ্চয়ই একজন পুরুষের। তার শাস্তি পাওয়া উচিত—পুরোপুরি শাস্তি এবং সেই শাস্তি যত কঠোর হয় ততোই ভাল। এই সব কথা ভেবে আপনি পিস্তলটা বার করে ভাল করে সেটা মুছে মিসেস এ্যালেনের ডান হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন। তারপর মিসেস এ্যালেনের লেখা সেই চিঠিটা এবং যে ব্লটিং-পেপারের শীটের ওপর চিঠির লিখিত অংশের ছাপ পড়েছিল, সেই দুটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নিচের ঘরে নেমে আসেন এবং ফায়ার-প্লেসের আগুন জ্বালিয়ে চিঠি ও ব্লটিং-পেপারের টুকরোগুলো নিক্ষেপ করেন, সেগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তারপর আপনি ছাইদানিটা মিসেস এ্যালেনের ঘরে নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রেখে দেন...আপাতঃদৃষ্টিতে দেখে যাতে মনে হয়, দু'জন মানুষ সেখানে বসে গল্পগুজব করছিলেন। শুধু তাই নয়, কাফ্-লিঙ্ক-এর একটা ভাঙা অংশ তাঁর ঘরের মেঝের ওপর ফেলে রাখেন। সেদিন রাত্রে তাঁর ঘরে যে এক পুরুষ এসেছিল, তার অকাঠ্য যুক্তি হিসেবে সেটা আপনি খাড়া করতে চেয়েছিলেন। তারপর আপনি জানালাগুলো বন্ধ করে দরজায় তালা লাগিয়ে দেন, কেউ যাতে সন্দেহ করতে না পারে, ঘরের মধ্যে আপনার প্রবেশ ঘটেছিল। এই অবস্থায় পুলিশ যাতে দেখতে পায় সেই জন্য আপনি ফ্ল্যাটের অন্য বাসিন্দাদের সাহায্য নেননি, সোজা পুলিশকে খবর দেন। এই ভাবেই আপনি আপনার চতুর ভূমিকা পালন করে যান ঠাণ্ডা মাথায়। প্রথমে আপনি মুখ খুলতে চাননি, তবে পরে বুদ্ধি করে আপনি পুলিশকে বলেন, আপনার সন্দেহ মিসেস এ্যালেন আত্মহত্যা করেছেন। পরে মেজর অস্টেস সম্পর্কে যে বিরুদ্ধ বিবৃতি দেন তার ফলে আমরা তার পিছু ধাওয়া করতে শুরু করি...'

'হ্যাঁ মাদামোয়াজেল, এটা একটা অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত...অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত খুন। সুপরিকল্পিতভাবে মেজর অস্টেসকে হত্যা করার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ এই পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার একটা ঘৃণ্য চক্রান্ত...'

জেনি প্লেন্ডারলিথ উঠে দাঁড়াল। 'না, এটা খুন নয়—এটা তার জঘন্য অপরাধের বিচারের সামিল। ঐ লোকটা বারবারাকে আত্মহত্যা করার জন্য প্ররোচিত করেছিল! আর বারবারা যেমন মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে ছিল তেমনি ছিল অসহায়া। দেশের বাইরে ভারতে যখন সে প্রথম যায়—সেখানে একটি পুরুষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে। তখন তার বয়স মাত্র সতেরো—আর সেই লোকটা ছিল বিবাহিত। বয়সে বারবারার থেকে অনেক বড়। তারপর সে একটি শিশুর জন্ম দেয়। সেই শিশুটিকে সে সেখানে রেখে আসতে পারত। কিন্তু সে কথা না শুনে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, এবং নিজেকে মিসেস এ্যালেন হিসেবে পরিচয় দেয় দেশে ফিরে এসে। পরে অবশ্য সেই শিশুটি মারা যায়। এখানে এসে চার্লস-এর প্রেমে পড়ে যায় বারবারা। তাকে সে শ্রদ্ধা করতো এবং বারবারার শ্রদ্ধা, ভক্তি সে খুব তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করতো। চার্লস যদি অন্য ধরনের পুরুষ হতো আমি তাহলে বন্ধুকে পরামর্শ দিতাম তাকে সব খুলে বলবার জন্য। কিন্তু চার্লসকে আমি ভালভাবেই জানতাম বলে বারবারাকে মুখ বন্ধ করে থাকবার জন্য নির্দেশ দিই। যাইহোক, আমি ছাড়া অন্য আর কেউ বারবারার অতীত কলঙ্কের কথা জানত না।'

'তারপর একদিন সেই শয়তান অস্টেসের আবির্ভাব ঘটল। তারপরের কথা তো আপনি জানেন। একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে লোকটা তার অতীত কলঙ্কময় অধ্যায়ের সুযোগ নিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে দেয়। তার সেই জঘন্য কাজের জের চলে সেইদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত। সেইদিনই সন্ধ্যায় বারবারা উপলব্ধি করলো এই ভাবে ঐ শয়তানটাকে তার খুশি মতো চলতে দিলে তার শয়তানি কোনো দিন শেষ হবে না। বরং চার্লসকে বিয়ে করার পর তার ব্ল্যাকমেল আরো বেড়ে যাবে। চার্লস-এর প্রচুর অর্থ আছে, সেই কথা স্মরণ করে অস্টেস তার ব্ল্যাকমেলের দাবীর অঙ্ক আরো বাড়িয়ে দেবে। আর অস্টেসও চাইছিল চার্লসকে বিয়ে করুক বারবারা। তাহলে তার ব্ল্যাকমেলের পরিধি বিস্তারিত হবে। সেদিন সেই সন্ধ্যায় অস্টেস তার দাবীর টাকা নিয়ে চলে যাবার পর বারবারা আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা চিন্তা করতে বসে। তারপর কি ভেবে সে আমাকে চিঠি লিখতে বসে। বারবারা আমাকে একদিন বলেছিল, চার্লসকে গভীরভাবে ভালবাসে সে, তাকে ছেড়ে সে বাঁচতে পারবে না। কিন্তু চার্লস-এর ভালর জন্যই তাকে বিয়ে করা উচিত নয়। তাই বোধহয় সে আত্মহত্যার পথটাই ভাল মনে করে বেছে নেয়—'

জেনি এবার পোয়ারোকে প্রশ্ন করল, 'আমি যা করেছি, সেটা কি অদ্ভুত বলে মনে হয় আপনার? আমার এই প্রশ্ন করার কারণ হলো, শুরু থেকেই লক্ষ্য করছি, আপনি এটাকে একটা খুনের ধাঁধা বলে চালিয়ে দিতে চাইছেন! কিন্তু কেন?'

'কারণ এটা খুন', দৃঢ়স্বরে বলল পোয়ারো, 'কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুন উপযুক্ত বলেই মনে হয়, তবে এক হিসাবে এটা খুনই। মাদামোয়াজেল, আপনি সত্যবাদী, আপনার মনটা খুবই পরিষ্কার—সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন। শেষ পর্যন্ত আপনার বন্ধুটি মারা গেলেন, কারণ বেঁচে থাকার মতো সাহস তাঁর ছিল না। আমরা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারি। তাঁর প্রতি দয়া দেখাতে পারি, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তো চাপা দেওয়া যায় না—তাঁর এই পরিণতির জন্য তিনি নিজেই দায়ী। তার জন্য অন্য কারোর ওপর দোষারোপ করা যায় না।'

একটু থেমে পোয়ারো আবার বলতে শুরু করল, 'আর আপনি? লোকটা এখন জেলে বন্দী, অন্য আরো ব্যাপারে তার হয়তো দীর্ঘ মেয়াদী জেল হতে পারে। এখন আপনিই বলুন, আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী একটি জীবন নষ্ট করে দেওয়া—সেই জীবন, রক্তমাংসের মানুষের জীবন?'

পোয়ারোর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল জেনি। তার চোখে অন্ধকারের ছায়া নেমে এলো। তারপরেই হঠাৎ সে বিড়বিড় করে বলে উঠল :

'না, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি তা করতে পারি না।'

এরপর জেনি ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ জ্যাপ নীরবে তাদের কথাবার্তা শুনছিলেন, জেনি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই তিনি লম্বা করে একটা শিষ দিয়ে উঠলেন। তাঁর চোখে-মুখে একটা খুশির আমেজ চোখে পড়ার মতো।

'এখন বুঝেছি আমি একটা জঘন্য, অপদার্থ!' স্বীকার করলেন জ্যাপ।

পোয়ারো তাঁর পাশের চেয়ারে বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে শান্ত নম্রভাবে হাসল। দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করলেন জ্যাপ নিজেই।

'আত্মহত্যা বলে কোনো খুনকে চালানো যায় না, সাজানোও যায় না, তবে কোনো কোনো আত্মহত্যা সত্যি খুনের মতোই মনে হয়!'

'হ্যাঁ, খুব চালাকির সঙ্গে সেটা করা হয়েছে। এতে কোনো অতিরঞ্জিত বলে কিছু নেই।'

হঠাৎ জ্যাপ বলে উঠলেন, 'কিন্তু সেই এ্যাটাচি-কেসটা? ওটা কি ভাবে এই কেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল?'

'প্রিয় বন্ধু, আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, এই কেসের সঙ্গে সেটার কোনো সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না।'

'তাহলে কেন—?'

'গলফ্ খেলার স্টিক, বুঝলেন জ্যাপ, গলফ্ খেলার স্টিক—গলফ্ খেলার সেই স্টিকগুলো বাঁ-হাতি খেলোয়াড়ের। সেগুলো ওয়েন্টওয়ার্থ ক্লাবে রেখে দেয় জেনি প্লেন্ডারলিথ। ঐ স্টিকগুলো ছিল বারবারার। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা যেমন

সেই কাপবোর্ড খুলে এ্যাটাচি-কেসটা দেখতে পাই, আমাদের আগেই সেগুলো জেনির চোখে পড়ে থাকবে। আর সেগুলো আমাদের নজরে পড়তেই জেনি ভেবে নিয়েছিল, তার সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেতে পারে। সেই মুহূর্তে সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলে। আমাদের ভুল পথে চালাবার জন্য সে আমাদের বলে, ''এই এ্যাটাচি-কেসটা আমার। আজ সকালেই এটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম।'' আর তার পরিকল্পনামতো, তুমি ভুল পথে চলেছিলে। ওই একই কারণে পরদিন সেই গলফ্ খেলার স্টিকগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সেই এ্যাটাচি-কেসটা ব্যবহার করেছিল সে—যেন তার মধ্যে সামুদ্রিক মাছ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে সে।'

'লাল সামুদ্রিক মাছ? তার মানে তুমি বলতে চাইছ এটাই তার আসল উদ্দেশ্য ছিল?'

'ভেবে দেখো, গলফ্ খেলার স্টিকের ব্যাগটা কোথায় ফেললে সহজে রেহাই পাওয়া যায়? সেগুলো কেউ পুড়িয়ে ফেলতে পারে না, কিংবা ডাস্টবিনেও ফেলতে পারে না। কেউ যদি সেগুলো কোথাও ফেলে আসে, পরে সেগুলো তার কাছেই আবার ফিরে আসতে বাধ্য। তাই মিস প্লেন্ডারলিথ সেগুলো গলফ্ ক্লাবে নিয়ে যায়। ক্লাব-হাউসে গিয়ে সেগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে দু'টুকরো করে যত্রতত্র ফেলে রাখে। ভাঙ্গা অবস্থায় স্টিকগুলো যেখানে-সেখানে পড়ে থাকতে দেখলে কেউ আশ্চর্য হবে না। কারণ খেলায় হেরে গিয়ে অনেকেই তাদের স্টিকগুলো ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, এটাও একটা খেলা বৈকি?'

'কিন্তু তারপরেই জেনি ভাবল, তার সেই কর্মপদ্ধতি। কিন্তু তারপরেও অনেকের চোখে সেটা সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। তাই সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেই এ্যাটাচি-কেসটা লেকের জলে নিক্ষেপ করে—বন্ধু, আর সেটাই হলো 'এ্যাটাচি-কেস রহস্যের' আসল সত্য ঘটনা।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন জ্যাপ। তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তার পিঠ চাপড়ে তার কাজের প্রশংসা করে হেসে উঠলেন।

'এই বয়সেও তোমার কাজের এই নমুনা মন্দ নয়। আমার কথা শোনো তো বলি, সাফল্যের কেকটা তুমিই গ্রহণ করো। তারপর চলো জমিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারা যাক!'

'প্রিয় বন্ধু, সে তো খুবই আনন্দের কথা। তবে কেক নয়, অমলেট আর স্যাম্পেন চাই।'

'বেশ তো চলো সেখানে যাই', হাসতে হাসতে বললেন জ্যাপ।

সেই কাপবোর্ড খুলে এ্যাটাচি-কেসটা দেখতে পাই, আমাদের আগেই সেগুলো জেনির চোখে পড়ে থাকবে। আর সেগুলো আমাদের নজরে পড়তেই জেনি ভেবে নিয়েছিল, তার সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেতে পারে। সেই মুহূর্তে সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলে। আমাদের ভুল পথে চালাবার জন্য সে আমাদের বলে, "এই এ্যাটাচি-কেসটা আমার। আজ সকালেই এটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম।" আর তার পরিকল্পনামতো, তুমি ভুল পথে চলেছিলে। ওই একই কারণে পরদিন সেই গলফ্ খেলার স্টিকগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সেই এ্যাটাচি-কেসটা ব্যবহার করেছিল সে—যেন তার মধ্যে সামুদ্রিক মাছ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে সে।'

'লাল সামুদ্রিক মাছ? তার মানে তুমি বলতে চাইছ এটাই তার আসল উদ্দেশ্য ছিল?'

'ভেবে দেখো, গলফ্ খেলার স্টিকের ব্যাগটা কোথায় ফেললে সহজে রেহাই পাওয়া যায়? সেগুলো কেউ পুড়িয়ে ফেলতে পারে না, কিংবা ডাস্টবিনেও ফেলতে পারে না। কেউ যদি সেগুলো কোথাও ফেলে আসে, পরে সেগুলো তার কাছেই আবার ফিরে আসতে বাধ্য। তাই মিস প্লেন্ডারলিথ সেগুলো গলফ্ ক্লাবে নিয়ে যায়। ক্লাব-হাউসে গিয়ে সেগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে দু'টুকরো করে যত্রতত্র ফেলে রাখে। ভাঙ্গা অবস্থায় স্টিকগুলো যেখানে-সেখানে পড়ে থাকতে দেখলে কেউ আশ্চর্য হবে না। কারণ খেলায় হেরে গিয়ে অনেকেই তাদের স্টিকগুলো ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, এটাও একটা খেলা বৈকি?'

'কিন্তু তারপরেই জেনি ভাবল, তার সেই কর্মপদ্ধতি। কিন্তু তারপরেও অনেকের চোখে সেটা সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। তাই সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেই এ্যাটাচি-কেসটা লেকের জলে নিক্ষেপ করে—বন্ধু, আর সেটাই হলো 'এ্যাটাচি-কেস রহস্যের' আসল সত্য ঘটনা।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন জ্যাপ। তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তার পিঠ চাপড়ে তার কাজের প্রশংসা করে হেসে উঠলেন।

'এই বয়সেও তোমার কাজের এই নমুনা মন্দ নয়। আমার কথা শোনো তো বলি, সাফল্যের কেকটা তুমিই গ্রহণ করো। তারপর চলো জমিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারা যাক!'

'প্রিয় বন্ধু, সে তো খুবই আনন্দের কথা। তবে কেক নয়, অমলেট আর স্যাম্পেন চাই।'

'বেশ তো চলো সেখানে যাই', হাসতে হাসতে বললেন জ্যাপ।

হলুদ আইরিস ফুল

YELLOW IRIS

'ইয়োলো আইরিস' ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় "দ্য স্ট্র্যান্ড" পত্রিকায়।'

এরকুল পোয়ারো দেওয়ালে টাঙানো বৈদ্যুতিক র‍্যাডিয়েটর যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেল গুটি-গুটি পায়ে। যন্ত্রটার নিখুঁত ব্যবস্থা দেখে তার মন খুশিতে ভরে উঠল।

'কয়লার আগুন সব সময়েই অনিশ্চিত', পোয়ারো নিজের মনে গভীরভাবে চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলো, 'কখনো গনগনে, আবার কখনো বা স্তিমিত। এ হেন আগুনের ওপর নির্ভর করা যায় না, ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে হয়।'

এই সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠতেই সে আবার সচল হলো, এবং অভ্যাস মতো চকিতে একবার নিজের কব্জিঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিল। প্রায় সাড়ে-এগারোটা বাজে। এরকম বেয়াড়া সময়ে কেই বা তাকে ফোন করতে পারে, ভেবে অবাক হলো সে। অবশ্যই ভুল নম্বর হতে পারে হয়তো, এ কথাও সে আবার ভাবল।

'আবার হয়তো এও হতে পারে, খেয়ালী হাসির সঙ্গে পোয়ারো বিড়বিড় করে নিজের মনেই বলল, 'হয়তো মিলেনিয়ার সংবাদপত্রের মালিককে তাঁর শহরতলীর বাড়ির লাইব্রেরী ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, বাঁ হাতে কিছু অর্কিড গোঁজা আর বুকে আঁটা রন্ধনপ্রণালীর কোনো বইয়ের ছেঁড়া পাতা।

কথাটা ভেবে তেমনি হাসতে হাসতেই সে এবার রিসিভার হাতে তুলে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রান্ত থেকে দূরভাষে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, একজন মহিলার নরম অথচ কর্কশ কণ্ঠস্বর, সেই সঙ্গে মরীয়া এবং একটা ভয়ঙ্কর ব্যস্ততার আভাষ।

'আপনি কি মঁসিয়ে পোয়ারো? আপনি কি মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'হ্যাঁ, আমি এরকুল পোয়ারোই কথা বলছি।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, এখনি আপনি একবার আসতে পারেন, এখনি, আমার ভীষণ বিপদ, আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার জীবনে ভয়ঙ্কর একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে।'

উত্তরে পোয়ারো তীক্ষ্নস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কে, কে আপনি? আর কোথ্‌থেকেই বা কথা বলছেন?

যেন বহুদূর থেকেই কণ্ঠস্বর আরও ক্ষীণ হয়ে ভেসে এলো, কিন্তু তাঁর কথায় আরও বেশি করে ব্যস্ততা প্রকাশ পেতে দেখা গেল।

'এখনি চলে আসুন... এর সঙ্গে আমার, জীবন-মরণ সমস্যা জড়িয়ে আছে দ্য জার্ডিন ডেস সিগনেস...এখনি চলে আসুন... টেবিলে হলুদ আইরিস থাকবে...'

এরপর একটু নীরবতা, দম ফুরিয়ে এলে কোনো রকমে শ্বাস নেওয়ার যেমন শব্দ হয় তেমনি একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এলো দূরভাষে। আর তারপরেই লাইনটা কেটে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা নেমে এলো সেখানে।

এরকুল পোয়ারো রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। তার মুখে একটা হতভম্ব ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল। নিজের মনেই বিড়বিড় করে কি যে বলল নিজেই হয়তো বুঝতে পারল না।

নিশ্চয়ই ওখানে কোনো রহস্যজনক ঘটনা কিছু ঘটেছে, পোয়ারো ভাবল।

দ্য জার্ডিন ডেস সিগনেসের প্রবেশ পথেই দাঁড়িয়েছিল মেদবহুল লুইগি, পোয়ারোকে সেখানে ঢুকতে দেখেই তাড়াতাড়ি ছুটে এলো তার কাছে সে।

'শুভ সন্ধ্যা মঁসিয়ে পোয়ারো। আপনার কি একটা টেবিল দরকার?'

'না, না, লুইগি। আমি আমার বন্ধুদের খোঁজে এসেছি। একটু ঘুরে দেখি, তারা হয়তো এসে পৌঁছয়নি এখনো।' এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে একটা টেবিলের ওপর তার দৃষ্টি আটকে গেল। আহ্, ওই টেবিলের এক কোণায় দেখছি হলুদ আইরিস রাখা হয়েছে। 'যদি অসমীচীন না হয় একটা প্রশ্ন করব লুইগি, অন্য সব টেবিলে টিউলিপ, ফ্যাকাশে লাল রঙের টিউলিপ রয়েছে, শুধু ওই টেবিলে হলুদ আইরিস কেন?'

লুইগি তার চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল :

'হুকুম মঁসিয়ে। এক বিশেষ হুকুমে এই রকম ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছেন। এটা যে কোনো মহিলার প্রিয় ফুল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর ওই টেবিলটা মিস্টার বার্টন রাসেলের জন্য সংরক্ষিত, তিনি একজন আমেরিকান, বিরাট ধনী লোক তিনি।'

'তা লুইগি, মহিলাদের খেয়াল-খুশির ওপর তোমাদের কড়া নজর রাখতে হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, যা বলেছেন মঁসিয়ে,' লুইগি মাথা নেড়ে বলল।

'টেবিলে আমার একজন পরিচিত লোককে দেখতে পাচ্ছি। অবশ্যই আমার ওখানে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলা উচিত।

পোয়ারো খুব সাবধানে অন্যের স্পর্শ বাঁচিয়ে দেহটাকে যতটা সম্ভব কুঁকড়িয়ে নৃত্যরত দম্পতিদের পাশ কাটিয়ে নাচের ফ্লোর পেরিয়ে এগিয়ে চলল টেবিলটার দিকে। টেবিলে ছ'জনের বসার জায়গা থাকা সত্ত্বেও মাত্র একজন যুবককে চিন্তিত ভঙ্গিমায় শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দেখা গেল। পোয়ারো যাকে আশা করছিল এ কিন্তু সে নয়। টনি চ্যাপেল যে দলের সদস্য সেই দলের একজন লোককে কোনো বিপদ কিংবা মেলোড্রমার সঙ্গে জড়িত থাকাটা কল্পনাতীত।

পোয়ারো ধীর পায়ে টেবিলের সামনে গিয়ে থামল।

'আহ্, অ্যান্থনি চ্যাপেল বলে মনে হচ্ছে, আমি কোনো ভুল করছি না তো?'

'ওহো, কি দারুণ ব্যাপার! পোয়ারো দ্য গ্রেট, পুলিশের হাউন্ড পোয়ারো!' মৃদু চিৎকার করে উঠল যুবকটি। 'উঁহু, প্রিয় বন্ধু, আমি অ্যান্থনি নই, বন্ধুদের কাছে আমি হলাম টনি!'

একটা চেয়ার টেনে পোয়ারোর উদ্দেশ্যে যুবকটি বলল, 'এসো, আমার সঙ্গে বসো, অপরাধ তথ্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য অপরাধের স্বাস্থ্য পান করা যাক।' একটা খালি গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল সে। তারপর গ্লাসটা পোয়ারোর দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বলল, 'কিন্তু প্রিয় পোয়ারো, তোমার ব্যাপার কি বলো, এই নাচগানের আনন্দময় আসরে তুমি কেন হানা দিতে এলে বলো তো? এখানে এমন কোনো মৃতদেহ নেই যে, আমরা তোমাকে উপহার দেবো!'

পোয়ারো শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়ে মুখ টিপে হাসল।

'তোমাকে খুব খুশি-খুশি দেখাচ্ছে বন্ধু!'

'খুশি? আমি দুর্ভাগ্যের শিকার, তাতে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গেছি। বলো তো, যে গানের সুর বাজানো হচ্ছে সেটা তোমার চেনা কিনা?'

পোয়ারো আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো বেশ সতর্কতার সঙ্গে বলল, 'তোমার বাচ্চা তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে, অনেকটা এই রকম দুঃখ-বেদনার সুর।'

'তোমার আন্দাজটা মন্দ নয়,' যুবকটি বলল। কিন্তু এক্ষেত্রে ভুল বলব এই কারণে যে, "তোমাকে দুঃখী করে তুলতে ভালবাসার মতো বিকল্প কিছুই নেই!" বিষয়টা ঠিক এরকমই বলা যায়।'

'আহা!'

'আমার প্রিয় সুর', টনি চ্যাপেলের কথায় বিষাদের সুর ধ্বনিত হলো। 'এ আমার প্রিয় রেস্তোরাঁ, আমার প্রিয় সুর, বড় ভাল লাগছে। কিন্তু আমার এই ভাললাগার মুহূর্তে আমার প্রিয় বান্ধবী কাছে নেই, দেখো গিয়ে সে হয়তো এখানেই অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে নাচছে।'

'আর সেই কারণেই কি তোমার মনটা এমন বিষাদে ভরে গেছে বন্ধু?' পোয়ারো বলল।

'তুমি ঠিকই বলেছ। পাওলিন আর আমার মধ্যে বাক্‌যুদ্ধের সময় আমরা দু'জনেই অনেক নরম-গরম কথা বলে ফেলেছি। অবশ্য পাওলিন যেখানে পঁচানব্বইটা খারাপ কথা বলেছে আমি সেখানে বলেছি মাত্র পাঁচটা। আর আমার সেই পাঁচটা কথা খুব একটা খারাপ নয়, শোনো : "প্রিয়তমা, আমার কথাটা একটু শোনো—" এরপরেই সে তার পচানব্বইভাগ চোখা-চোখা বুলি আওড়ে যায়, তাই তখন আমার মেজাজ ঠিক থাকবে কি করে বলো? মনে হচ্ছে তখন আমাদের সব সম্পর্কের ইতি বোধহয় এখানেই। টনি তার মনের সমস্ত ব্যথা-বেদনা উজাড় করে দিয়ে দুঃখের সঙ্গে বলে উঠল, 'এই ব্যর্থ-জীবনটাকে শুধু শুধু বয়ে নিয়ে বেড়াতে ইচ্ছে আর করে না আমার। তাই আমি নিজেই বিষ খেয়ে এ জীবনের ইতি টানতে চাই।'

'পাওলিন?' পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল।

'পাওলিন ওয়েদারবি। বার্টন রাসেলের তরুণী শ্যালিকা। একে তরুণী যুবতী তার ওপর অসাধারণ সুন্দরী, তবে বিরক্তিকর ধনী। আজ রাত্রে বার্টন রাসেল একটা পার্টি দিচ্ছেন। তুমি ওঁকে জানো নাকি? বিরাট ব্যবসা ওঁর। পরিষ্কার দাড়ি-গোঁফ কামানো আমেরিকান। বীর্যবান এবং ব্যক্তিত্বে মহান। ওঁর স্ত্রী হলেন পাওলিনের বোন।'

'তা পার্টিতে আর কে কে আসছেন?'

'বাজনা শেষ হলে মিনিটখানেকের মধ্যেই তুমি সবাইকে দেখতে পাবে। দক্ষিণ আমেরিকার নৃত্যশিল্পী লোলা ভ্যালডেজ, জানো সে আজকাল মেট্রোপোলে নতুন শো'তে অংশগ্রহণ করে থাকে। আর আসছেন স্টিফেন কার্টার। কার্টারকে তুমি চেনো? তিনি কূটনৈতিক সার্ভিসেসের সঙ্গে জড়িত। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়। নির্বাক স্টিফেন হিসেবে পরিচিত তিনি। তিনি সাফাই গেয়ে বলে থাকেন, ''আমার বাক্-স্বাধীনতা নেই, ইত্যাদি, ইত্যাদি।'' ওই যে ওঁরা সবাই এসে পড়েছেন।'

পোয়ারো উঠে দাঁড়াল। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো বার্টন রাসেলের, স্টিফেন কার্টার আর সেনোরা লোলা ভ্যালডেজের। লোলার গায়ের রঙ গাঢ় এবং বড় মিষ্টি মেয়ে। সেই সঙ্গে তার আলাপ হলো যুবতী, সুন্দরী আর নীল ঝুমকোফুলের মতো জ্বলজ্বলে চোখের পাওলিন ওয়েদারবির।

বার্টন রাসেলই প্রথমে মুখ খুললেন।

কি বললেন, ইনি কি সেই মহান মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো? স্যার, আপনার সঙ্গে আলাপিত হয়ে খুবই আনন্দ পেলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুধু কথা হবে, এখানে বসে আজকের এই পার্টিতে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন না? তবে আপনার যদি অন্য কোনো কাজ...'

এবার টনি চ্যাপেল বাধা দিয়ে বলে উঠল :

'আমার বিশ্বাস, কোনো মৃতদেহের সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে এসেছে ও এখানে, কিংবা নিরুদ্দিষ্ট কোনো ফাইনেন্সার অথবা বোরিবুলাগার বিখ্যাত পদ্মরাগমণি রাজহাসও হতে পারে।

'আহ্ বন্ধু!' পোয়ারো প্রতিবাদ করে উঠল, 'তুমি কি মনে করো আমার কাজে কখনো অবসর থাকতে পারে না? একবারের জন্যেও কি আমি আমোদ-আহ্লাদে মেতে উঠতে পারি না?'

'তাহলে সম্ভবত কার্টারের সঙ্গে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। শেষ খবর হলো, রাষ্ট্রসঙ্ঘের অবস্থা খুবই জটিল। চোরাই নক্সাটা আজই উদ্ধার করতে হবে, তা না হলে আগামীকালই যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।'

পাওলিন ওয়েদারবি বাধা দিয়ে বলে উঠল : 'টনি, সত্যি তোমার মাথার ঠিক নেই বোধহয়, তা না হলে এমন বোকা-বোকা কথা বলো?'

'দুঃখিত পাওলিন।' মুখর টনি চ্যাপেল এবার হতাশায় যেন একেবারে বোবা বনে গেল।

'মাদামোয়াজেল, আপনি এত কঠোর প্রকৃতির মেয়ে?' পোয়ারো মন্তব্য করল।

'যারা সব সময় বোকা বোকা কথা বলে আমি তাদের ঘৃণা করি।'

'তাহলে তো দেখছি আমাকেও সতর্ক হতে হবে। শুধু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই আমার কথা বলা উচিত।'

'ওহো না মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনাকে তা বোঝাতে চাইনি।' এই বলে পাওলিন তার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সত্যি সত্যিই শার্লক হোমসের মতো যত সব জটিল কেসের ততোধিক জটিল রহস্য অনেক সহজেই সমাধান করে দিতে পারেন?'

'আহ্, জটিল রহস্যের সমাধান? মাদামোয়াজেল, বাস্তবে জীবনে কিন্তু সব সময় সেটা সম্ভব নয়। তবে আমি কি একটু চেষ্টা করে দেখব? যেমন এখন আমার বিশ্লেষণ হলো, হলুদ আইরিস আপনার প্রিয় ফুল, তাই না?'

'না মঁসিয়ে পোয়ারো, এ আপনার একেবারেই ভুল ধারণা। আসলে আমার পছন্দ লিলি কিংবা গোলাপ।'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'প্রথমেই ব্যর্থ হলাম। ঠিক আছে, আমি আর একবার চেষ্টা করে দেখব। আজ সন্ধ্যায়, খুব বেশি আগে নয়, আপনি কাউকে ফোন করেছিলেন!'

পাওলিন হেসে হাততালি দিয়ে উঠল।

'এবার আপনি ঠিক বলেছেন মঁসিয়ে।'

'এখানে আপনার আসার এই কিছুক্ষণ আগেই, এই তো?'

'হ্যাঁ আবার ঠিক বলেছেন। এখানে ঢোকার মিনিটখানেক আগেই ফোন করেছিলাম।'

'আহ্, উত্তরটা খুব একটা ভাল হলো না। আসলে এই টেবিলে পৌঁছনোর ঠিক আগে আপনি ফোন করেছিলেন।'

'হ্যাঁ।'

নিশ্চিতভাবে খুবই খারাপ।

'ওহো না, দেখছি আপনি খুবই চতুর। আপনি কি করে জানলেন যে, আমি ঠিক কখন টেলিফোন করেছিলাম?'

'মাদামোয়াজেল, সেটা মহান গোয়েন্দার গোপন রহস্য। আর কাকে আপনি ফোন করেছিলেন তাও বলে দিচ্ছি। তার নামের আদ্যক্ষর 'পি' কিংবা সম্ভবত 'এইচ' হতে পারে।'

পাওলিন হাসল।

'এবার কিন্তু একেবারে ভুল। আমি আমার পরিচারিকাকে ফোন করেছিলাম, ভয়ঙ্কর জরুরী কয়েকটা চিঠি ডাকে দেবার জন্য বলেছিলাম, যা পাঠানো হয়নি, তার নাম লুইজি।'

'আমি বিভ্রান্ত, একেবারে বিভ্রান্ত।'

আবার বাজনা শুরু হলো।

'কি ব্যাপার পাওলিন, নাচবে নাকি?'

'না টনি, আমি এতো তাড়াতাড়ি নাচতে চাই না।'

'তোমার এ অজুহাত কি খুব বাজে নয়?' উপস্থিত সবাইকে শুনিয়ে টনি বলে উঠল।

পোয়ারো অপর দিকে দাঁড়িয়ে থাকা দক্ষিণ আমেরিকার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল :

'সেনোরা, আপনাকে আমার সঙ্গে নাচ করার কথা বলার সাহস আমার নেই। আমি আবার এ ব্যাপারে একেবারেই সেকেলে।'

লোলা ভ্যালডেজ উত্তরে বলল, 'আহ্, কি যে বাজে কথা বলেন আপনি। কে বলল আপনি সেকেলে? আপনি এখনো যুবক আছেন, দেহ না হলেও মনের দিক থেকে তো বটেই। তাছাড়া আপনার চুল তো এখনো বেশ কালোই রয়েছে।'

এতে পোয়ারো যেন একটু সংকুচিত হলো।

'পাওলিন আমি তোমার ভগ্নীপতি আর অভিভাবক হিসেবে বলছি', বার্টন রাসেল ভারি গলায় বলে উঠলেন, 'দেখো আমি জোর করে তোমাকে নাচের ফ্লোরে ঠিক টেনে নিয়ে যাব। এই ওয়ালস্ নাচ আমার খুব ভাল লাগে, কেমন চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নাচতে হয়।'

'কেন যাব না, নিশ্চয়ই যাব। তোমাকে জোর করতে হবে না বার্টন, আমি নিজের থেকেই যাব।'

'এই তো চাই, খুব ভাল মেয়ে তুমি আমার পাওলিন!'

ওরা দু'জনেই চলে গেল। টনি তার চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিল। তারপর সে স্টিফেন কার্টারের দিকে তাকাল।

'যে যাই বলুক, আমি কিন্তু বলব, তুমি অত্যন্ত বাক্যবাগিশ, তুমি তাই কি নও?' টনি মন্তব্য করল। 'তোমার বকবকানিতে আজকের পার্টিটা আনন্দময় করে তুলতে সাহায্য করবে না?'

'সত্যি চ্যাপেল, তুমি কি বলতে চাইছো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'ওহো, তুমি বুঝতে পারছো না, সত্যি তুমি বুঝতে পারছো না?' টনি ব্যঙ্গ করে বলল তাকে।

'প্রিয় বন্ধু আমার—'

'এসো একটু পান করা যাক, শ্যাম্পেনের স্বাস্থ্য কামনা করা যাক।'

'না, ধন্যবাদ।'

'তাহলে আমি পান করি, কেমন?'

স্টিফেন কার্টার কাঁধ ঝাঁকাল।

'আমাকে ক্ষমা করো, এই মুহূর্তে আমি বোধহয় তোমাকে সঙ্গ দিতে পারব না। ওই যে ওখানে', অদূরে একটা টেবিলের দিকে পোয়ারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্টিফেন বলল, 'আমার এক বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা দু'জন একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি ঈটনে।

স্টিফেন কার্টার উঠে দাঁড়াল এবং কয়েকটা টেবিল দূরে একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

টনি হতাশসুরে বলে উঠল, 'কাউকে না কাউকে উদ্যোগী হয়ে জন্মলগ্নেই পুরনো ঈটনীয়দের জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলতে হবে।'

ওদিকে এরকুল পোয়ারো তখনো বীরবিক্রমে সুন্দরী লোলার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল।

বিড়বিড় করে সে বলল : 'আচ্ছা মাদামোয়াজেল, আপনাকে কি আমি জিজ্ঞেস করতে পারি আপনার প্রিয় ফুল কি?'

'আহ্, এখন আপনি কেনই বা এ কথা জানতে চাইছেন বলুন তো?'

লোলার মধ্যে দুষ্টুমিবুদ্ধি প্রকাশ পেতে দেখা গেল।

'মাদামোয়াজেল, যদি কোনো ভদ্রমহিলাকে ফুল পাঠাতে হয় তাহলে তাঁকে তাঁর প্রিয় ফুলই পাঠানো উচিত, তাই না?'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, এ তো আপনার অত্যন্ত সুন্দর মনের পরিচয়, তোবা তোবা! আপনার এই নতুন পরিচয় যখন পেলাম তখন নিশ্চয়ই বলব, হ্যাঁ আমার প্রিয় ফুল হলো লাল গোলাপ।'

'চমৎকার, অত্যন্ত চমৎকার! তার মানে আপনি হলুদ আইরিস ফুল আদৌ পছন্দ করেন না, এই তো?'

'হলুদ ফুল! না, না ওই রঙটা আমার মেজাজের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।'

'আপনি কতই না জ্ঞানী...মাদামোয়াজেল, আজ রাতে আপনি আপনার কোনো বন্ধুকে কি ফোন করেছিলেন, মানে এখানে আসার আগে?'

'আমি? আমার বন্ধুকে ফোন করেছি কিনা জানতে চাইছেন? না তো! কি অদ্ভুত প্রশ্ন আপনার? কি অদ্ভুত কৌতূহল আপনার!'

'আহ্, আমি লোকটাই যে অদ্ভুত মাদামোয়াজেল!'

'হ্যাঁ, আমি এখন নিশ্চিত, সত্যিই আপনি সেরকমই।' লোলা বড় বড় চোখ করে তার দিকে তাকাল। আপনি তো তাহলে খুব বিপজ্জনক লোক মঁসিয়ে।'

'না, না, আমি বিপজ্জনক নই। তবে বলতে পারেন আমি এমন একজন লোক, যে বিপদে মানুষের সাহায্যে আসতে পারে। বুঝলেন?'

লোলা ফিস্‌ফিস্ করে চাপা হাসি হাসল। এমন কি হাসতে গিয়ে তার ধবধবে সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি বিপজ্জনক লোক।'

এরকুল পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তাই বুঝি! দেখতে পাচ্ছি, আপনি এখনো আমাকে ঠিক বুঝতে পারেননি। এ সবই বড় অদ্ভুত।'

টনি হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হলো এবং হঠাৎ বলে বসল, 'লোলা, এখান থেকে ছুটে কোথাও বেরিয়ে গেলে কিংবা কোথাও ডুব দিলে কেমন হয়? এসো, যাই কোথাও!'

'হ্যাঁ, আমি আসব বৈকি। মঁসিয়ে পোয়ারোর যখন সে সাহস নেই তখন তোমার সঙ্গে না গিয়ে কি উপায় আছে?'

লোলার হাত জড়িয়ে ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যেতে গিয়ে টনি পিছন ফিরে একবার পোয়ারোর উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'বুড়ো খোকা, অনাগত অপরাধের মধ্যস্থতা করার জন্য আপনি অপেক্ষা করতে থাকুন।'

পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে বলল, 'আপনি যা বলেছেন, সেটা খুবই জ্ঞানের কথা। হ্যাঁ, এটা জ্ঞানের কথাই বটে। এই বলে সে ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো মিনিট কয়েক চুপ করে বসে রইল, তারপর আঙুল তুলে লুইগির উদ্দেশ্যে ইশারা করতেই সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এলো। তার প্রশস্ত ইতালীয় মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'শোনো বন্ধু', পোয়ারো তাকে বলল, 'আমি কিছু খবর জানতে চাই।'

'মঁসিয়ে, আমি তো সব সময় আপনার সেবা করতে প্রস্তুত।'

'আজ রাত্রে এই টেবিলের কে কে ফোন করেছে!'

'হ্যাঁ মঁসিয়ে, আমি আপনাকে এখনি বলতে পারি। সাদা পোশাকের ওই তরুণী এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছিলেন। তারপর তিনি ক্লোকরুমে চলে যান তাঁর পোশাক পাল্টাতে, আর তিনি যখন সেই কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন আর একজন মহিলা ক্লোকরুম থেকে বেরিয়ে এসে টেলিফোন বক্সে চলে যান।'

'তাহলে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে সেনোরা ফোন করেছিলেন। তা তিনি কি রেস্তোরাঁয় আসার আগে ফোন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ মঁসিয়ে।'

'আর কেউ?'

'না মঁসিয়ে।'

'জানো লুইগি, আমার কি মনে হচ্ছে জানো, এ সবই আমাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছে!'

'হ্যাঁ অবশ্যই মঁসিয়ে।'

'হ্যাঁ লুইগি, আমি এখন কি ভাবছি জানো, আজ রাতটা অন্য সব রাতের থেকে একেবারে আলাদা। আজই আমার ক্ষমতা প্রদর্শনের রাত। আমার এখন কেবলি মনে হচ্ছে, কিছু একটা ঘটতে চলেছে, কিন্তু কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা আমি ঠিক ঠাওর করতে পারছি না।'

'আমি কি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি মঁসিয়ে?'

এই সময় স্টিফেন কার্টারকে ফিরে আসতে দেখে পোয়ারো ইশারা করতেই লুইগি সপ্রতিভ ভঙ্গিতে সরে পড়ল সেখান থেকে। আর তারপরেই স্টিফেন কার্টার এসে দাঁড়াল তার সামনে।

'আমরা এখনো একা, নিঃসঙ্গ মিস্টার কার্টার', পোয়ারো বলল।

'ও হ্যাঁ মানে ইয়ে, ঠিক তাই', স্টিফেন তাকে সমর্থন করল।

'আপনি তো দেখলাম মিস্টার বার্টন রাসেলকে বেশ ভালই জানেন?'

'হ্যাঁ, বেশ কিছুদিন থেকেই জানি।'

'ওঁর শ্যালিকা মিস ওয়েদারবি খুবই সুন্দরী।'

'হ্যাঁ, খুবই সুন্দরী। জহুরীর চোখ যেন আপনার।'

'আপনি ওঁকেও তো খুব ভাল চেনেন।'

'হ্যাঁ, যথেষ্ট', পোয়ারো বলল, 'বেশ ভাল করেই চিনি বৈকি।'

কার্টার স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

এই সময় বাজনা বন্ধ হয়ে গেল, আর তখনি সবাই ফিরে এলেন।

বার্টন রাসেল একজন ওয়েটারকে বললেন, 'আর এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে এসো, তাড়াতাড়ি।'

তারপর তিনি তাঁর গ্লাসটা তুলে ধরলেন।

'উপস্থিত সবাই শুনুন। আমি সবাইকে সুরা পান করতে অনুরোধ করছি। সত্যি কথা বলতে কি, আজ রাতের এই পার্টিতে একটা ধারণা আমার মাথায় এসেছে। আপনারা সবাই জানেন, আমি ছ'জনের একটা পার্টির জন্য এই টেবিলটা বুক করেছি। অথচ আমাদের একজন বাদে পাঁচজন হাজির হয়েছি। তাই একটা চেয়ার শূন্য। আর এ অবস্থায় ব্যাপারটা কিরকম কাকতালীয় দেখুন, ঠিক এই সময় মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি ওঁকে আমাদের পার্টিতে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করেছি এই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য।'

এখানে একটু থেমে বার্টন আবার তাঁর কথার জের টেনে বলতে শুরু করলেন, 'কাকতালীয় ব্যাপারটা যে কি অদ্ভুত তা আপনারা কেউ হয়তো জানেন না। আপনারা ওই যে আসনটি শূন্য দেখছেন, আজ রাতে ওটা এক মহিলারই পূরণ করার কথা, যাঁর স্মৃতিতে আজকের এই অনুষ্ঠান। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, এই পার্টির আয়োজন করা হয়েছে আমার প্রিয়তমা পত্নী আইরিসের স্মৃতিতে। আজ থেকে ঠিক চার বছর আগে এই দিনটিতেই তিনি মারা যান।

টেবিলের চারপাশে উপস্থিত সবাই বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে নড়ে চড়ে বসল। বার্টন রাসেল নির্বিকার ভঙ্গিতে তাঁর হাতের গ্লাসটা উঁচু করে শূন্যে তুলে ধরলেন।

'আমি সেই আইরিসের স্মৃতিতে আপনাদের সুরাপান করতে অনুরোধ করছি।

'আইরিস?' পোয়ারো তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল। ফুলগুলোর দিকে তাকাল সে, হলুদ আইরিস! বার্টন রাসেল তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন।

টেবিলের চারপাশে বিড়বিড় শব্দ উঠল, 'আইরিস, আইরিস...'

উপস্থিত সবাই চমকে উঠে অস্বস্তিবোধ করতে থাকল। আর বার্টন রাসেল মার্কিনী টানে কেমন একই কথার পুনরাবৃত্তি করে চললেন।

'হয়তো আপনাদের অদ্ভুত লাগতে পারে এই ভেবে যে, কেন আমি আমার স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকী এভাবে পালন করছি এমন একটা বিলাসবহুল রেস্তোরাঁয় আপনাদের নৈশভোজে আহ্বান করে। কিন্তু এর একটা কারণও আছে, মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারোর কাছে আমি তারই ব্যাখ্যা করতে চাই।' এই বলে তিনি এবার সরাসরি পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

'চার বছর আগে ঠিক আজকের দিনে নিউ ইয়র্কে একটা নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিতিদের মধ্যে ছিলাম আমি, আমার স্ত্রী, মিস্টার স্টিফেন কার্টার, যিনি ওয়াশিংটন দূতাবাসে কাজ করতেন; মিস্টার অ্যান্থনি চ্যাপেল, যিনি আমাদের বাড়িতে কয়েক সপ্তাহের জন্য অতিথি ছিলেন; আর ছিলেন সেনোরা ভ্যালডেজ, যিনি সেই সময়ে তাঁর চোখ ধাঁধানো নাচে সারা নিউ ইয়র্কের আপামর জনসাধারণকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। আর এই যে বাচ্চা মেয়ে পাওলিনও ছিল সেখানে, কতই বা বয়স তখন ওর, মাত্র ষোলো, বিশেষ অতিথি হিসেবেই ও এসেছিল। কি মনে আছে তোমার পাওলিন?'

'হ্যাঁ, এখনও বেশ স্পষ্টই মনে আছে আমার।' কথাটা বলতে গিয়ে পাওলিনের গলাটা কেঁপে উঠল।

'জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, সেদিন রাত্রে এখানে একটা বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে যায়। ড্রাম বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবারের নাচ শুরু হয়ে যায়। আলোগুলোও সব নিভে যায়, কেবল মেঝের বুকে একটা আলোর বিন্দু ছাড়া। তারপর আলো যখন আবার জ্বলে উঠল তখন কি দেখা গেল মঁসিয়ে পোয়ারো জানেন, আমার স্ত্রী টেবিলের ওপর উপুর হয়ে পড়ে আছেন। তিনি তখন মৃত, পাথরের মতো নিথর হয়ে গেছে তাঁর দেহ, বরফের মতো ঠাণ্ডা সেই দেহ। তাঁর গ্লাসে পটাসিয়াম সায়ানাইড পাওয়া যায়। এবং বাকি সেই বিষের একটা প্যাকেট তাঁর হাতব্যাগ থেকে পাওয়া যায়।'

'তবে কি তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।

'আদালতের বিচারে সেরকমই রায় দেওয়া হয়...আমি তাতে একেবারে ভেঙে পড়ি মঁসিয়ে পোয়ারো। সম্ভবত এই ঘটনার এমনি একটা গ্রহণযোগ্য কারণ ছিল, পুলিশ এরকমই ভেবেছিল। তাই আমি তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিই।'

হঠাৎ বার্টনকে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে দেখা গেল, টেবিলের ওপর প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মেরে বসলেন। তাঁর এই ক্ষোভের কথা প্রকাশ পেল তাঁর পরবর্তী কথায় :

'কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি...না, গত চার বছর ধরে আমি ভেবেছি, শুধুই ভেবেছি আসলে কি হতে পারে, আমার অসন্তুষ্টির কোনো কিনারা করতে পারিনি। আইরিস যে আত্মহত্যা করতে পারে আমি বিশ্বাস করি না। মঁসিয়ে পোয়ারো আমার

কি মনে হয় জানেন, আইরিস খুন হয়েছে। সেদিন ওই টেবিলে যারা ছিল হয়তো তাদের মধ্যে কেউ তাঁকে খুন করে থাকবে।

'দেখুন স্যার,—' টনি চ্যাপেল তার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

'টনি, শান্ত হও টনি,' রাসেল তাকে বাধা দিয়ে বসতে বললেন। 'আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। আমি আবার বলছি, ওদেরই কেউ খুন করে থাকবে। আর অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কেউ সায়ানাইডের অর্ধেক প্যাকেটটা আইরিসের হাতব্যাগে চালান করে দিয়ে থাকবে। আমি জানি, তাদের মধ্যে কে এই কাজ করে থাকতে পারে। তাই আমি সত্য আবিষ্কার করতে চাই।'

এবার লোলা তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল। 'আপনি পাগল হয়ে গেছেন, আপনি রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। অতীতের ঘটনার জের টেনে আপনি আমাদের মধ্যে অহেতুক তিক্ততা ছড়াচ্ছেন। কেই বা ওঁকে মারতে চাইবে? কেই বা ওঁর শত্রু হবে, আর কেনই বা হবে? না, আপনি সত্যি সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেছেন। তাই আমি আর একমুহূর্তও এখানে থাকতে চাই না।'

লোলা রাগে ফেটে পড়ল। ওদিকে আবার ড্রাম বেজে উঠল।

বার্টন রাসেল বললেন, 'ওই ক্যাবারে শুরু হলো। পরে এ নিয়ে আমি আবার আলোচনা শুরু করব। আপনারা যে যার জায়গায় থাকুন। আমাকে একটু সময়ের জন্য চলে যেতে হচ্ছে, ড্যান্স ব্যান্ডের সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার। ওদের সঙ্গে আমি ছোটখাটো একটা ব্যবস্থা করেছি।' এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি চলে গেলেন।

'অস্বাভাবিক কোনো ব্যবস্থা হবে হয়তো', কার্টার মন্তব্য করতে ছাড়ল না। 'লোকটা সত্যিই পাগল।'

'উনি জেদী, হ্যাঁ ভীষণ জেদীও বলা যায়', লোলা বলে উঠল।

আলোর তেজ কমে গেল।

'দুটো কাঁটা আমি সরাতে চাই,' টনি বলে উঠল।

'না!' পাওলিন তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল। তারপর সে বিড়বিড় করে বলল, 'ওহো, প্রিয়, ওহো প্রিয়—'

'মাদামোয়াজেল, কি ব্যাপার বলুন তো?' পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল।

উত্তরে সে প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'এ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ঠিক সেই রাতের মতো—'

'সেকি! সেকি!' সবাই একসঙ্গে বলে উঠল।

পোয়ারো নিচু গলায় বলে উঠল : 'আপনাকে কানে কানে একটা ছোট্ট কথা বলছি।' তারপর সে পাওলিনের পিঠ চাপড়ে তেমনি ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, একটু ধৈর্য ধরে থাকুন, দেখবেন সব ঝামেলা কেমন মিটে গেছে।'

'হায় ঈশ্বর, ওই শুনুন!' লোলা চিৎকার করে উঠল।

'কি ব্যাপার সেনোরা?'

'সেই একই সুর, সেই একই গান, সেদিন রাত্রে নিউ ইয়র্কে যা বেজেছিল, যা শোনানো হয়েছিল। নিশ্চয়ই বার্টন রাসেল এর ব্যবস্থা করেছেন। আমি এটা পছন্দ করি না।'

'সাহস, মনে সাহস আনুন—'

নতুন করে আবার একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো সেখানে।

একটি মেয়ে ফ্লোরের মাঝখানে এগিয়ে এলো, কয়লার মতো কালো তার গায়ের রঙ, চোখের তারা দুটো কাঁপছিল, সাদা দাঁতগুলো তার আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। গভীর কর্কশ গলায় সে গান গাইতে শুরু করল, তার সেই গানের সুর অদ্ভুতভাবে চারপাশে মম করতে থাকে।

আমি তোমায় ভুলে গেছি,
তোমার কথা কখনো ভাবি না,
যেভাবে তুমি পথ চলো,
যেভাবে তুমি কথা বলো,
সে নিয়ে আর ভাবি না,.....
আজ আমি আর নিশ্চিত করে বলতে পারব না তোমার চোখদুটো নীল নাকি ধূসর,
আমি তোমায় ভুলে গেছি
তোমার কথা কখনো ভাবি না....

না, ভুল সবই ভুল
সত্যি কথাটাই তোমায় বলি এবার
আমি তোমায় ভুলিনি, ভুলতে পারিনি,
ভাবি, শুধু ভাবি তোমার কথাই,
তুমি ছাড়া কে আর আছে আমার,
তুমি, শুধু তুমি, শুধু তুমি আমার.....

গানের সুরে বড় আক্ষেপের সুর, যেন কান্না ঝরে পড়ছে, এই স্বর্ণালী সন্ধ্যায় নিগ্রো কণ্ঠের সোনালী কণ্ঠস্বর যেন সবাইকে কেমন সম্মোহিত করে রাখল কিছুক্ষণ। সারা ঘরের উপস্থিত সবাই কেমন আবিষ্টের মতো সম্মোহিত হয়ে তাকে নিরীক্ষণ করে যাচ্ছিল।

একজন ওয়েটার টেবিলের সবার গ্লাস শ্যাম্পেনে ভর্তি করে যাচ্ছিল। কিন্তু তারা এমনি আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, শ্যাম্পেনের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে নিগ্রো গায়িকার মুখের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে শুনছিল তার মধুর কণ্ঠস্বরের গান। কালো মেয়ে যার পূর্বপুরুষরা এখানে এসেছিল বহু যুগ আগে, সে তখন গভীর আবেগে গেয়ে চলেছিল :

আমি তোমায় ভুলে গেছি
তোমার কথা কখনো ভাবি না...

ওহো, কি ভয়ঙ্কর মিথ্যেই না আমি বলছি
হ্যাঁ, আমি আজও তোমার কথা ভাবি,
ভবিষ্যতেও ভাবব, তোমার কথা, শুধু তোমারই কথা
যতদিন না আমার মৃত্যু হয়....

গান শেষ হতেই ঘন ঘন করতালিতে ঘরটা মুখর হয়ে উঠল। আলো আবার জ্বলে উঠল। ওদিকে বার্টন রাসেল ফিরে এসে নিজের আসনে বসে পড়লেন।

'মেয়েটি মহান, চমৎকার তার গান', টনি তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মেতে উঠল।

কিন্তু লোলার মৃদু চিৎকারে তার কথাগুলো চাপা পড়ে গেল।

'দেখুন, দেখুন...'

আর তারপরেই সবাই যা দেখল তার জন্য মোটেই কেউ প্রস্তুত ছিল না। পাওলিন ওয়েদারবি টেবিলের ওপর উপুর হয়ে পড়ে আছে।

লোলা আবার চিৎকার করে উঠল :

'সে মৃত, ঠিক আইরিসের মতো, নিউ ইয়র্কের আইরিসের মতো।'

পোয়ারো তার আসন থেকে লাফিয়ে উঠে সবাইকে সেখান থেকে সরে যেতে বলল। তারপর ঝুঁকে পড়ে পাওলিনের একটা হাত নিজের হাতে তুলে ধরে নাড়ী দেখার চেষ্টা করল। তার মুখ ফ্যাকাশে সাদা আর কঠিন হয়ে উঠল। অন্যেরা তাকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। তাদের তখন সব বোধশক্তি, চলচ্ছক্তি আর কর্মশক্তি যেন লোপ পেয়ে গেছে, তারা সবাই তখন ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

পোয়ারো ধীরে ধীরে তার মাথা ঝাঁকাল।

'হ্যাঁ, আপনাদের সবার অনুমানই সত্য, উনি মৃত, প্রাণের কোনো স্পন্দনই নেই ওঁর। আমি ওঁর পাশেই বসেছিলাম। আহ্! যাইহোক, এবার কিন্তু খুনী আমার দৃষ্টি এড়িয়ে পালাতে পারবে না।'

বার্টন রাসেলের মুখের রঙ এখন ধূসর, তিনি বিড়বিড় করে বললেন :

'ঠিক আইরিসের মতো...ও নিশ্চয়ই কিছু দেখে থাকবে, পাওলিন সে রাতে নিশ্চয়ই কিছু দেখে থাকবে,—কেবল ও নিশ্চিত হতে পারেনি, ও আমাকে পরে বলেছিল, ও নিশ্চিত নয়...যাইহোক, আমাদের এখনি পুলিশকে খবর দিতে হবে...হায় ঈশ্বর, বেচারী পাওলিন!'

পোয়ারো বলে উঠল, 'ওঁর গ্লাসটা কোথায়?' গ্লাসটা সংগ্রহ করে সেটা সে তার নাকের কাছে নিয়ে এসে গন্ধ শুঁকে বলে দিল, 'হ্যাঁ, আমি সায়ানাইডের গন্ধ পাচ্ছি। সেই একই পদ্ধতি, আর সেই একই বিষ...' এই বলে সে এবার পাওলিনের হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে বলল, 'ওঁর ব্যাগটা খুলে দেখা যাক।'

বার্টন রাসেল চিৎকার করে উঠলেন :

'এটা তো আপনি আত্মহত্যা বলে বিশ্বাস করেন না, জীবনেও কখনো বিশ্বাস করবেন না, তাই না?'

'একটু অপেক্ষা করুন', পোয়ারো তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'না, ব্যাগের মধ্যে কিছু নেই। দেখুন খুব তাড়াতাড়ি আলো জ্বলে ওঠার দরুণ, খুনী হয়তো কাজটা করার সুযোগ পায়নি। অতএব বিষটা কোনো খুনী পুরুষ কিংবা মহিলার কাছেই রয়েছে এখনো।'

মহিলার কথা উঠতেই কার্টার লোলা ভ্যালডেজের দিকে তাকাল।

লোলা খিঁচিয়ে উঠল : 'কি বোঝাতে চাইছেন আপনি? কি বলতে চান আপনি? আমি ওঁকে খুন করেছি, এটাই তো বলতে চান আপনি? না, এটা সত্য নয়, কখনোই সত্য হতে পারে না। আর কেনই বা আমি এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে যাব?'

'নিউ ইয়র্কে থাকার সময়েই বার্টন রাসেলের প্রতি আপনার দুর্বলতা ছিল। এই রকম একটা খোসগল্পই শুনেছি। তাছাড়া আর্জেন্টিনার সুন্দরী মেয়েরা খুবই ঈর্ষাপরায়ণ হয়।'

'এ একেবারে ডাহা মিথ্যে। আর আমি আর্জেন্টিনার মেয়েও নই। আমি পেরু থেকে আসছি। আপনার এই মিথ্যে ভাষণের জন্য আপনার মুখে থু থু দিচ্ছি', কথাগুলো সে স্পেনীয় ভাষায় বলল।

'থামুন, আমার হুকুম থামুন!' পোয়ারো চিৎকার করে উঠল। এখন আমার কথা বলার সময় অন্য কারোর নয়।'

বার্টন রাসেল তাকে সমর্থন করে তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন, 'প্রত্যেককে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

পোয়ারো কিন্তু শান্তভাবে তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, 'না, না, তার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'প্রয়োজন নেই মানে, কি বলতে চান আপনি?'

'আমি এরকুল পোয়ারো, এখন আমি সবই জেনে ফেলেছি। আমি আমার মনের চোখ দিয়ে সবই দেখতে পাচ্ছি। আর আমি এখন যার সঙ্গে কথা বলার দরকার কেবল তার সঙ্গেই বলব! মঁসিয়ে কার্টার, আপনার বুকপকেটের প্যাকেটটা একবার দেখবেন?

'আমার বুকপকেটে কিছুই নেই। এসব কি হচ্ছে?'

'টনি বন্ধু আমার, দয়া করে আপনি যদি একবার—'

কার্টার চিৎকার করে উঠল, 'জাহান্নামে যাও তুমি—'

কার্টার বাধা দেওয়ার আগেই টনি তার পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করে বলে উঠল, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার অনুমানই ঠিক! এই দেখুন সেই প্যাকেটটা!'

'মিথ্যে, এটা ডাহা মিথ্যে', এর পরেও কার্টার আবার চিৎকার করে উঠল।

পোয়ারো টনির হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে লেবেলের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, 'এই তো এতে পটাসিয়াম সায়ানাইড লেখা রয়েছে। কেস সম্পূর্ণ।'

বার্টন রাসেলের ভারি কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

'কার্টার, আমি সব সময় এরকমই ভেবে এসেছি। তোমার সঙ্গে আইরিসের প্রেম ছিল। সে তোমার সঙ্গে পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে তোমার মূল্যবান উন্নতি ব্যাহত হতে পারে। তুমি একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়তে পারো, এই ভেবে তুমি তার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে তুমি তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিলে! নোংরা কুত্তা, তোমার এই জঘন্য অপরাধের জন্য তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত।'

'চুপ করুন, দয়া করে চুপ করুন!' পোয়ারো তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য চিৎকার করে উঠল। 'এখনও সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি। আমি এরকুল পোয়ারো কিছু বলতে চাই। আমি যখন এখানে এসে পৌঁছই আমার বন্ধু টনি চ্যাপেল বলেছিল, আমি নাকি অপরাধের খোঁজে এসেছি। কথাটা আংশিক সত্য। আমার তখন মনে হয়েছিল, এখানে হয়তো কোনো অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তাই আমি অপরাধ রুখতেই এসেছিলাম। আর আমি তা রুখেওছি। খুনী তার পরিকল্পনা চমৎকারভাবেই করেছিল, কিন্তু সে জানত না, এরকুল পোয়ারো তার চেয়েও চতুর, তাই সে তার থেকে এক ধাপ এগিয়েই ছিল। এ কথা ভেবেই আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে আমি মাদামোয়াজেলের সম্বন্ধে কিছু বলি। মাদাম পাওলিন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং চতুর মেয়ে। আমার গোপন পরামর্শ মতো উনি কাজ করেন। ওঁর অভিনয় অপূর্ব হয়েছে। মাদামোয়াজেল, আপনি একবার সবাইকে দেখাবেন, আপনি আদৌ মারা যাননি?'

সঙ্গে সঙ্গে পাওলিন উঠে দাঁড়াল এবং অস্থিরভাবে হেসে উঠল।

'পাওলিনের পুনঃজন্মলাভ হলো,' বলল সে।

'প্রিয়তমা পাওলিন!'

'টনি!'

'মোনা আমার।'

'দেবদূত!'

বার্টন রাসেল থ হয়ে গেলেন।

'আ-আমি বুঝতে পারছি না...'

'ঠিক আছে, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি মিস্টার রাসেল। এক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'

'আমার পরিকল্পনা?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মিস্টার বার্টন রাসেল।

'হ্যাঁ, আপনার পরিকল্পনা। অন্ধকারে একমাত্র লোকের এ্যালিবাই থাকতে পারে কার? যে লোকটি টেবিল ছেড়ে চলে যায়, সে আর কেউ নয় আপনি, মিস্টার বার্টন রাসেল। কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেই আপনি আবার এখানে ফিরে আসেন, শ্যাম্পেনের বোতল হাতে চারদিকে ঘুরতে থাকেন, আপনার অতিথিদের খালি গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিতে থাকেন। এবং পাওলিনের গ্লাসে পটাশিয়াম সায়ানাইড ঢেলে দিয়ে সবার অলক্ষ্যে কার্টারের দিকে ঝুঁকে পড়ে অর্ধেক খালি প্যাকেটটা তাঁর পকেটে

চালান করে দেন। হ্যাঁ, সবার মনঃসংযোগ যখন অন্যদিকে ঘটে তখন সেই অন্ধকারে একজন ওয়েটারের পক্ষে এ কাজ করাটা খুবই সহজ আর অন্ধকারে আপনি এমন নিখুঁতভাবে ওয়েটারের ভূমিকা পালন করেছিলেন যা আমি একা ছাড়া কারোর বোঝাবার ক্ষমতা ছিল না তখন। আজ রাত্রে আপনার এই পার্টি দেওয়ার কারণটাও শুধু এই জন্য। ভীড়ের মাঝে খুন করার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো এটাই।

'কিন্তু কেন, কেন আমি অকারণ পাওলিনকে খুন করতে যাব?'

'হয়তো এর পিছনে অপ্রত্যাশিত অর্থ প্রাপ্তির কারণ থাকতে পারে। আপনার স্ত্রী আপনাকে ওঁর অভিভাবক হিসেবে নিয়োগ করে গেছেন, আজ রাত্রেই আপনি আমাকে সে কথাটা বলেছেন। পাওলিনের বয়স এখন কুড়ি। ওর বয়স যখন একুশ হবে কিংবা বিয়ে করলে আপনাকে ওঁর সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তির হিসেব দিতে হবে। আমার অনুমান সেটা আপনি পারতেন না। ওঁর গচ্ছিত টাকা নিয়ে আপনি শেয়ার-বাজারে ফাটকা খেলেছেন। আমি জানি না মিস্টার রাসেল, আপনি আপনার স্ত্রীকেও ঠিক এইভাবে হত্যা করেছিলেন কিনা, কিংবা ওঁকে আত্মহত্যা করতে দেখেই হয়তো এই পরিকল্পনাটা আপনার মাথায় এসে থাকবে। এখন অবশ্য মিস পাওলিনের ওপরেই নির্ভর করছে উনি আপনার বিরুদ্ধে ওঁকে হত্যা করতে যাওয়ার অপরাধ আনবেন কিনা!'

'না', পাওলিন ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, 'ও আমার সামনে থেকে এখনি দূর হয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যাক। আমি কোনো কেলেঙ্কারী চাই না।'

'শুনলেন তো মিস্টার রাসেল মিস পাওলিনের কথা? তাই যদি কেলেঙ্কারী এড়াতে চান তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যান। আর যাওয়ার আগে আমার পরামর্শ শুনে যান, ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবেন।'

মিস্টার বার্টন রাসেল রাগে গরগর করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন।

'জাহান্নামে যান আপনি। পরের ব্যাপারে নাকগলানো খুদে বেলজিয়ান শয়তান!' তারপর তেমনি ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পাওলিন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আপনি অসাধারণ মঁসিয়ে পোয়ারো।'

'তা আপনিও কি কম মাদামোয়াজেল, আপনার অভিনয়ও তো চমৎকার। শ্যাম্পেন পান করার ভঙ্গি করে সেটা ফেলে দেওয়া, তারপর মৃতের মতো টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়া, কম কি বলুন?'

'ওঃ!' শিউরে উঠে পাওলিন বলল, 'আপনিই তো কানে কানে আমাকে সেরকমই করতে বলেছিলেন। কি যে ভয় পেয়েছিলাম, সফল হতে পারব কিনা সন্দেহ ছিল। যাইহোক, আপনার শেখানোর গুণেই হয়তো উতরে গেলাম এ যাত্রায়।'

পোয়ারো এবার নম্র গলায় বলল, 'এবার সত্যি করে বলুন, আপনিই তো ফোন করেছিলেন তাই না?'

'হ্যাঁ', পাওলিন এবার আর অস্বীকার করল না।

'কিন্তু কেন?'

'আমি জানি না। আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম, ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেছলাম, কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। বার্টন বলেছিল, আইরিসের মৃত্যুর স্মৃতিচারণ করতে আজকের এই পার্টির আয়োজন করেছেন তিনি। আমার তখনি মনে হয়েছিল ওর কোনো বদ মতলব আছে, কিন্তু সেটা যে কি তা ও আমাকে বলবে না। ওকে তখন এমনি ভয়ঙ্কর আর উত্তেজিত দেখাচ্ছিল যে, আমার মনে হয়েছিল, একটা মারাত্মক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তবে ভাবতেই পারিনি ও আমাকে ওভাবে এই পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে দেবার কল্পনা করেছিল।'

'আর তাই মাদামোয়াজেল?'

'লোকের মুখে ঝানু গোয়েন্দা হিসেবে আপনার অনেক নাম-ডাক শুনেছি। তাই ভাবলাম, কোনোরকমে একবার যদি আপনাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি তাহলে যে অঘটনের কথা আমি আশঙ্কা করেছিলাম সেটা আর ঘটবে না। আমি ভেবেছিলাম, একজন বিদেশিনী হিসেবে আমি যদি ফোন করি, ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছি এরকম ভান করি তাহলে খুব রহস্যময় শোনাতো আর আপনিও তখন এখানে না এসে থাকতে পারতেন না।'

'আপনি মেলোড্রামার কথা ভেবেছিলেন, যেটা আমাকে আকর্ষণ করবে, সেটাই আমাকে ধাঁধায় ফেলে দেয়। আপনার সেই বক্তব্য, সত্যি কথা বলতে কি একেবারে বাজে বলে মনে হয়েছিল, আদৌ সেটা সত্যি বলে মনে হয়নি আমার। কিন্তু আপনার কণ্ঠস্বরের ভীতিটা সত্যি বলে মনে হয়েছিল আমার। তারপরেই আমি এখানে চলে আসি। কিন্তু এখানেও আপনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন আপনি ফোন করেননি।'

'বাধ্য হয়ে আমাকে অস্বীকার করতে হয়েছিল। তাছাড়া আমি চাইনি আমি যে ফোন করেছিলাম সেটা আপনি জানুন।'

'আহ্, কিন্তু ফোনটা আপনিই যে করেছিলেন, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। তবে একেবারে গোড়ায় নয়, কিন্তু অচিরেই আমি উপলব্ধি করি টেবিলের ওপর হলুদ আইরিস রাখার খবরটা মাত্র দু'জন লোক জানত, আপনি কিংবা মিস্টার বার্টন।'

পাওলিন মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'আমি তাকে ওগুলো টেবিলে রাখার কথা বলতে শুনেছিলাম।' পাওলিন ব্যাখ্যা করে বলল। 'আর যখন শুনলাম টেবিলে ছ'জন লোক বসার কথা বলছে সে, অথচ আমি জানি কেবল পাঁচজন লোকই আসছে, স্বভাবতই আমার মনে তখন সন্দেহ জাগে,' এখানে একটু থেমে ঠোঁট কামড়ালো পাওলিন।

'আপনার কি সন্দেহ হয় মাদামোয়াজেল?'

পাওলিন ধীরে ধীরে বলল, 'আমার ভয় ছিল মিস্টার কার্টারের কিছু না হয়।'

স্টিফেন কার্টার গলা পরিষ্কার করে অলস ভঙ্গিমায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, প্রথমেই আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার কাছে আমি অনেক ঋণী। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি এখনি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

আজ রাত্রে এখানে যা ঘটল তাতে আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেছি। তাই এখন আমার একটা পরিবর্তন দরকার। তা না হলে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব।

তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে পাওলিন রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। 'আমি ওকে ঘৃণা করি। আমার সব সময় মনে হয়েছে ওর জন্যই আইরিস আত্মহত্যা করেছে, কিংবা বার্টনই তাকে হত্যা করেছে। ওহো, এ সবই ঘৃণার যোগ্য।'

পোয়ারো শান্ত গলায় বলল, 'মাদামোয়াজেল, ভুলে যান, সব ভুলে যান, ভুলে যান অতীতকে। এখন কেবল বর্তমানের কথাই ভাবুন, তাহলেই দেখবেন আপনি শান্তি পাচ্ছেন।

পাওলিন বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক।

পোয়ারো এবার লোলা ভ্যালডেজের দিকে তাকাল। 'সেনেরো, রাত যত বাড়ছে আমি যেন ততই সাহসী হয়ে উঠছি। আর সেই সাহস দেখিয়েই বলছি, তুমি যদি এখন আমার সঙ্গে নাচ করো—'

'ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনি চমৎকার, আপনি অপূর্ব মঁসিয়ে পোয়ারো। আপনাকে বলতে হবে না, আমি বরং আপনাকে জোর করছি আমার সঙ্গে নাচ করার জন্য।'

'সেনেরো, সত্যি আপনার মনটা কতই না নরম। এ আপনার বদান্যতারই পরিচয়।'

ওদিকে টনি আর পাওলিনই শুধু রয়ে গেল, টেবিলের ওপারে এ ওর দিকে ঝুঁকে পড়ল।

'প্রিয়তমা পাওলিন।'

'ওহো টনি, সারাটা দিন আমি তোমার সঙ্গে কত খারাপ ব্যবহারই না করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করবে তো?'

'দেবদূত! ওই শোনো আবার আমাদের সুর কেমন বাজছে। এসো, নাচ করা যাক।'

তারা হাসতে হাসতে এগিয়ে চলল বাজনার সুরে সুর মিলিয়ে গুণগুণ করতে করতে নাচ করার জন্য :

ভালবাসা বড় বেদনার, বড় দুঃখের,
ভালবাসা তোমাকে দেউলিয়া করে ছাড়বে
আবার এই ভালবাসাই তোমার অধঃপতনের
কারণ হয়ে উঠবে।
ভালবাসা তোমাকে পাগল করে দেবে,
ভালবাসা তোমাকে অমানুষ করে ছাড়বে।
ভালবাসা তোমায় আত্মহননের পথে এগিয়ে দেবে,
ভালবাসা তোমাকে খুনী করে তুলবে...
আবার এই ভালবাসাই জীবনের সবকিছু,
ভালবাসাই জীবনের চলার সাথী...

স্বপ্ন সম্ভবা

THE DREAM

'দ্য ড্রীম' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালের ২৩ শে অক্টোবর আমেরিকার "সাটারডে ইভনিং পোস্ট" পত্রিকায়, তারপর পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে "দ্য স্ট্র্যান্ড" পত্রিকায়।'

এক পলকে বাড়িটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নিল এরকুল পোয়ারো। আশপাশের পরিবেশটাও ভাল করে নজর দিয়ে দেখে নিতে ভুলল না সে। চারধারে বেশ সাজনো-গোছানো নানান রকমের দোকান-পাট। আর ডানদিকে একটা বিরাট ফ্যাক্টরী বিল্ডিং। বিপরীত দিকে ছোট ব্লকে ভাগ করা সস্তা দামের ফ্ল্যাটবাড়ি।

তারপর আবার ঘুরে ফিরে তার দু'চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি সেই বিরাট নর্থওয়ে হাউসের দিকেই আকৃষ্ট হলো। বাড়িটা যেন কোনো প্রাচীন কালের বনেদী ঐতিহ্যের বাহক। এ যেন সেই সময়, যখন সারা পৃথিবীর বিস্তীর্ণ মাঠ ক্ষেত-খামার জুড়ে ছড়িয়ে থাকত শ্যামল সবুজের সমারোহে। তখন সময় যেন কাটতেই চাইত না, ধীর মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলত সময়। মানুষের হাতেও ছিল অপর্যাপ্ত অফুরন্ত অবকাশ, কাজ বলতে তেমন কিছুই ছিল না। কিন্তু এখন ঐশ্বর্যে ভরা সেই দিনগুলো আর নেই, সমস্ত চিত্রই যেন ধরিত্রীর বুক থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন বিজ্ঞানের যুগ, নিত্য নূতন আবিষ্কার আর যন্ত্র সভ্যতার সঙ্গে তাল দিয়ে ছুটে চলেছে সময়, স্পীডোমিটারের কাঁটা ক্রমশই যেন ঊর্ধ্বগতির দিকে। প্রত্যেকে এখন আপন চিন্তায় মগ্ন, নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, অপরের দিকে তাকিয়ে দেখার অবসর কোথায় তাদের আত্মকেন্দ্রিক মন? কথাটা হয়তো একটু খারাপ শোনায়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে আজকের মানুষ সেই রকমই হয়ে গেছে, কেউ কারোর খবর রাখার প্রয়োজন মনে করে না। এমন কি এই যে বাড়িটার সামনে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আসলে সেটা যে কার বাড়ি আজকের স্থানীয় বাসিন্দারা বলতে পারবে কিনা সন্দেহ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এ বাড়ির মালিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনীদেরই একজন। দুনিয়াটা টাকার বশ। তাই অর্থের আনুকূল্যে মানুষকে যেমন অনায়াসে নাম যশ প্রতিপত্তির শিখরে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি আবার এই অর্থের সুনিপুণ প্রয়োগে কেউ বা তার নিজের পরিচয় গোপন রাখতেও পারে।

বাতিকগ্রস্ত ক্রোড়পতি বেনেডিক্ট ফার্লের অবচেতন মনের অভিলাষও সেই রকম। জনসমক্ষে খুব কমই তাঁর আবির্ভাব ঘটতে দেখা যায়। মেলামেশা দূরে থাক, তিনি যে

ঠিক কি ধরনের মানুষ প্রতিবেশীদের এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান নেই বললেই হয়। ঐ দূর থেকে প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাতই থেকে গেছে আজও।

কিন্তু জনসমক্ষে অতি বিরল এই মানুষটি কদাচিৎ কখনো কৃশদেহ এবং খড়্গের মতো দীর্ঘ নাসিকা নিয়ে তাঁর কোম্পানির বোর্ড মিটিংয়ে গিয়ে হাজির হন তাঁর দাপট দেখে তাঁর চাল-চলন তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনলে কোম্পানির অন্য সব পরিচালকরা ভয়ে চুপ করে যায়, প্রয়োজন ছাড়া একটা কথাও কেউ বলার সাহস পায় না। এ তো তাঁর অফিসের রূপ। এছাড়া বাকি সময়টা সাধারণ মানুষজনের কাছে তিনি যেন এক গল্প কাহিনীর নায়ক, নায়কের মতোই আচরণ তাদের সঙ্গে। একদিকে তার হীনমন্যতা যেমন সীমাহীন, অন্যদিকে আবার তাঁর বিপুল বদান্যতা পরোপকারের আখ্যানও লোকের মুখে মুখে ঘোরাফেরা করে থাকে।

এ ছাড়া আর একটা মজার কথা প্রচলন আছে তাঁকে ঘিরে। তাঁর ব্যক্তিগত আচার আচরণ কিংবা পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারটাও লোকের কাছে তত মুখরোচক নয়। এই যে নানান রঙের বিভিন্ন কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি যে ড্রেসিংগাউনটা তিনি সচরাচর ব্যবহার করে থাকেন, লোক মুখে শোনা যায়, সেটার বয়স নাকি কম করেও আটাশ বছর।

বাঁধাকপির সুপ আর সুটকি মাছের ডিম দিয়ে তৈরি অল্পমধুর কাসুন্দি তাঁর অতি প্রিয় প্রাত্যহিক খাদ্য। জীবনে এমন কোনো দিন ঘটেনি যে, এর ব্যতিক্রম হতে দেখা গেছে।

তাঁর চরিত্রের আর একটা অদ্ভুত দিক না বলে বরং বিচিত্র দিক বললেই বোধহয় তাঁর বহুরূপী চরিত্রের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হবে, আর সেটা হলো মান-মর্যাদার প্রতি তাঁর একটা সহজাত অনাসক্তি এবং তীব্র ঘৃণাবোধ।

মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণে এরকুল পোয়ারো কোনো ব্যতিক্রম নয়। ব্যতিক্রম নয় অন্য সকলের থেকে। তাদের মতো সে-ও এই ভদ্রলোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বেশ ভাল করেই জানতেন। শুধু ভাল করে জানা নয়, মনে হয় এই মুহূর্তে সে হয়তো আর পাঁচজনের থেকে কিছুটা বেশিই জানে। তার এই জানাটা বলা যেতে পারে একটু অনায়াস-লভ্য, যেমন তার উদ্দেশ্যে প্রেরিত মঁসিয়ে ফার্লের চিঠিটাই যেন তাকে এই বাড়তি জানার সুযোগ করে দিয়েছে।

এই মুহূর্তে পোয়ারোকে দেখলে যারা তাকে ভাল করে চেনে, একবার দেখেই যে কেউ বলে দিতে পারবে, সে যেন এখন ঠিক এই মুহূর্তে এক অদ্ভুত ভাবাবেগে আবিষ্ট হয়ে আছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের এই অপসৃয়মান ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে গিয়ে বুঝি বা কিছুক্ষণ বিমর্ষ চিত্তে বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল পোয়ারো। তার মনটা ভীষণ ভারাক্রান্ত, তার দু'চোখের তারায় বেদনার ধূসর কুয়াশা, যেন সব কিছুই কেমন ঝাপসা, অস্পষ্ট।

আর সেই অস্পষ্টতা কোনো রকমে কাটিয়ে উঠে পায়ে পায়ে গেট পেরিয়ে

ভেতরের দিকে এগোতে থাকল এরকুল পোয়ারো। একসময় সে যে কখন বাড়ির প্রবেশ পথের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো খেয়াল ছিলো না তার।

যন্ত্রবতের মতো হাত বাড়িয়ে দিলো সে বন্ধ দরজা সংলগ্ন কলিংবেলের সাদা বোতামটা টিপবার জন্য। সেই ফাঁকে সাবেকী আমলের বড় হাতঘড়িটাও আড়-চোখে একবার দেখে নিতে ভুলল না সে।

এখন ন'টা বেজে তিরিশ।

একটু আগের সেই বিষাদ বিদূরভাব কোনোরকমে কাটিয়ে উঠে নিজেকে প্রসন্ন করে তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। তার সহজাত অভ্যাস অনুযায়ী এখানেও সে নিখুঁতভাবে সময়ানুবর্তিতার স্বাক্ষর রাখতে পারল।

কলিংবেল টিপে খুব বেশি সময় অপেক্ষা করে থাকতে হলো না তাকে! যেটুকু সময় লাগার প্রয়োজন তার মধ্যেই দরজাটা খুলে যেতে দেখা গেল। দরজার অপর প্রান্তে উর্দি পরিহিত লোকটিকে দেখে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, সে একজন সভ্যভব্য খানসামা। চোখে-মুখে তার কৃত্রিম বিনয় এবং সাবলীল অভিব্যক্তির ছাপ ফুটে উঠতে দেখা গেল।

লোকটি যেন ঠাট বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর, তাতে একটুও ঘাটতি নেই। মনে মনে লোকটির প্রশংসা না করে থাকতে পারল না পোয়ারো। লোকটার সবকিছুই নিখুঁত ও পরিপাটি যেন, যদিও তার বহু কষ্টকল্পিত নিজ স্বভাবের গুণে পোয়ারোর চোখে উতরে গেল সে তখনকার মতো।

'মিস্টার বেনেডিক্ট ফার্লে আছেন?' এরকুল পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো।

'কিছু মনে করবেন না স্যার', বিনীত কণ্ঠে জানতে চাইল খানসামা, 'আপনার এখানে আসার কথা কি আগে থেকেই ঠিক ছিল?'

মাথা নেড়ে সায় দিল পোয়ারো।

'আর একটা কথা স্যার, আপনার নামটা জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই', সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে বলল পোয়ারো, 'এই অধমের নাম মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো।'

তার কথায় সন্তুষ্ট হতে দেখা গেল খানসামাকে, তার পরবর্তী ব্যবহার দেখে অন্তত তাই মনে হলো পোয়ারোর।

অভিবাদনের ভঙ্গিমায় একপাশে সরে দাঁড়ায় খানসামা পোয়ারোকে পথ করে দেওয়ার জন্য। পোয়ারো বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করার পর সে আবার নিঃশব্দেই দরজাটা বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে।

অভিজ্ঞ খানসামা একটু সময়ের জন্য নিজের মনে কি যেন ভাবল পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে। ওদিকে পোয়ারোও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তার পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়। নিপুণ হাতে আগন্তুকের টুপি ছড়ি এবং গায়ের ওভারকোটটা গ্রহণ করবার সময় তার বোধহয় মনে পড়ে গিয়ে থাকবে আরো করণীয় কাজ তখনো বাকি ছিল, সেটা সেরে নেওয়ার জন্য সে এবার তৎপর হলো।

'মাপ করবেন স্যার আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হচ্ছি', খানসামা বলল, 'আপনি কি সঙ্গে করে কোনো চিঠি নিয়ে এসেছেন?'

যেখানে যেমন ভাব দেখাতে হয়, পোয়ারো তাই করলো, গম্ভীরভাবেই সে তার কোটের পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে খানসামার দিকে মেলে ধরল। তার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে একবার উল্টে-পাল্টে দেখে নিয়ে সেটা আবার পোয়ারোর হাতে ফিরিয়ে দিল। চিঠিটা ভাঁজ করে পোয়ারো তার নিজের পকেটে চালান করে দিল। চিঠির বক্তব্যও অতি স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল। চিঠির প্রতিটি ছন্দ প্রতিটি কথা যেন তার মুখস্ত, স্পষ্ট মনে আছে।

মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো,

প্রিয় মহাশয়,

মিঃ বেনেডিক্ট ফার্লে কোনো একটি বিষয়ে আপনার পরামর্শ নিতে চান। যদি আপনি কোনোরকম অসুবিধা বোধ না করেন, তাহলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটায় উপরোক্ত ঠিকানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি সবিশেষ বাধিত হবেন।

আপনার অনুগত
হুগো কর্নওয়ার্দি
(সেক্রেটারি)

পুনশ্চ : অনুগ্রহ করে সঙ্গে এই চিঠিটাও নিয়ে আসবেন।

পোয়ারোর হাত থেকে টুপি এবং ঘড়িটা হাতে নিতে গিয়ে তাকে আহ্বান জানালো খানসামা 'আসুন স্যার। মিঃ কর্নওয়ার্দির ঘরেই আপনাদের সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।'

খানসামা তাকে পথ দেখিয়ে আগে আগে চলল। তাকে অনুসরণ করে প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো পোয়ারো। ঘরের চারপাশ দেখতে দেখতে পোয়ারোর দু'চোখে প্রশংসায় উজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশ পেল। যত দেখে ততই যেন সে অবাক হয়ে যায়। তার অনুমান এমন সব মূল্যবান সামগ্রীর এত বিপুল সমাবেশ খুব কম বাড়িতে শোভা পায়। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক এই সব শিল্পসামগ্রী সম্পর্কে তার মনোভাব বড় বেশি সংরক্ষণশীল।

দোতলায় করিডর পথ দিয়ে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে সে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল খানসামার নির্দেশে। ঘরের দরজায় মৃদু শব্দে বারকয়েক টোকা দিল খানসামা।

পোয়ারোর ভ্রূ বুঝি বা একটু কম্পিত হলো। মনে হলো আবার বোধহয় একটা অঘটন ঘটতে চলেছে। আবার যেন কোথায় ছন্দপতন ঘটতে চলেছে। মনে মনে ধাক্কা খেল সে, অভিজ্ঞ কোনো খানসামা কখনো এভাবে দরজায় নক্ করে না। আর এই

লোকটি যে খানসামা কুলের অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত সে। পোয়ারো নিজের মনে বলে, তবে কি তার এই আচরণের পিছনে তার মনিবের নির্দেশ রয়েছে? এ সবই ক্রোড়পতি ফার্লের হরেক রকম খেয়ালীপনার নিদর্শন এটা, পোয়ারো আর একবার ভদ্রলোকের খামখেয়ালির পরিচয় পেল। সে এখন ভাবছে, তাহলে এখান থেকেই মিঃ ফার্লের খেয়ালীপনা শুরু হয়ে গেল?

ঠিক এই সময় ঘরের ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে। দরজা ভেজান ছিল, মৃদু ঠেলা দিতেই দরজা খুলে যায়, কয়েক পা ঘরের ভেতরে ঢুকে নিচু গলায় খানসামা তার সঙ্গীকে জানালো, 'স্যার, আপনি যে ভদ্রলোকটির খোঁজ করছেন—'

খানসামার চোখের ইশারায় এবার পোয়ারো ঘরের মধ্যে পা রাখল। ঘরটা যথেষ্ট বড় আকারের। তবে ঘরটা বেশ ফাঁকা বলা যায়, আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই। আসবাবপত্রের মধ্যে কেবল ঘরের একদিকে ফাইলপত্র রাখবার জন্য ছোট একটা আলমারি। তার পাশে সুদৃশ্য স্টীলের র‍্যাকে মোটা মোটা রেফারেন্স বই সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে। ঘরের মাঝখানে মসৃণ কাগজে মোড়া ভারি কাঠের একটা ডেস্ক। ডেস্কের চারপাশে কয়েকটা গদি আঁটা চেয়ার। ঘরের মধ্যে আলোর তেমন প্রাচুর্য ছিল না, এর ফলে ঘরের চারকোণায় আবছা আলো-আঁধারির খেলা লক্ষণীয়। ঘরটার যা আয়তন সে জায়গায় আলোর সংখ্যা অতি নগণ্য। একটা তেপায়া ছোট টেবিলের ওপর সবুজ ঘেরাটোপ দেওয়া মাত্র একটি টেবিল ল্যাম্পই শোভা পাচ্ছিল ঘরের ভেতরে। আর সেটা এমনভাবে দাঁড় করানো ছিল যে, দরজাপথে কেউ ঘরে ঢুকলেই সমস্ত আলো তার ওপর গিয়ে পড়ে। এর ফলে হলো কি, ঘরে ঢোকা মাত্র পোয়ারোর চোখও প্রথমে ধাঁধিয়ে গেল। ল্যাম্পটা যে দেড়শ' ওয়াটের কম নয় তাও উপলব্ধি করতে পেরেছিল বেশ সহজেই।

তার চোখের ধাঁধা কেটে যেতেই টেবিল ল্যাম্পের ঠিক পিছনে একটা আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত অবস্থায় বেনেডিক্ট ফার্লেকে এবার দেখতে পেল সে। রোগা ছিপছিপে দীঘল শরীর, লম্বা ধারাল নাক, পরনে সেই বহু বিখ্যাত রঙ-বেরঙের বিচিত্র ড্রেসিং গাউন। মাথাটা বিশেষ ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুলে রয়েছে। মাথায় কাকাতুয়ার ঝুঁটির মতো একমুঠো সাদা চুল। পুরু লেন্সের আড়াল থেকে একজোড়া জ্বলজ্বলে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে নবাগত আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি।

'হুম', আগন্তুককে বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর ধীরে ধীরে একটা মাত্র শব্দ তিনি প্রথমে উচ্চারণ করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ এবং খনখনে। কানে শুনতে রীতিমতো অস্বস্তিকর ঠেকে। 'আপনিই তাহলে এরকুল পোয়ারো?'

'হ্যাঁ, আমিই এরকুল পোয়ারো', উত্তরে বলল পোয়ারো। 'আপনার প্রয়োজনে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করব।' নম্র ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পোয়ারো। তারপর গুটি গুটি পায়ে একটা চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল সে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ চেয়ারেই বসুন!' ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর কেমন যেন রুক্ষ শোনালো।

সুবোধ বালকের মতো তাঁর নির্দেশ মান্য করে নিয়ে সেই চেয়ারে বসল পোয়ারো। টেবিল ল্যাম্পের সম্পূর্ণ আলো এখন তার উপরেই এসে পড়েছে। আলোর আড়ালে বসে প্রায়ান্ধকার থেকে ক্রোড়পতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক যে গভীরভাবে তাকেই নিরীক্ষণ করছিল, সেটা টের পেতে অসুবিধে হলো না তার।

'হুম!' আবার সেই রুক্ষ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো। 'আপনিই যে এরকুল পোয়ারো সেটা আমি কি করে বুঝব?' হঠাৎ এমন একটা অদ্ভুত ধরনের প্রশ্ন করতেই পোয়ারো বিস্মিত হলো। 'বলুন, আপনাকে চেনবার কি উপায় আছে?'

আর একবার কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চিঠিটা বার করে ফার্লের দিকে মেলে ধরল পোয়ারো।

বৃদ্ধ সেই চিঠিটার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই মাথা ঝাঁকালেন—'এতক্ষণে ঠিক হয়েছে। কর্নওয়ার্দিকে আমি এ ভাবেই চিঠি লিখতে বলেছিলাম।' চিঠিটা পুনরায় ভাঁজ করে পোয়ারোর হাতে ফেরত দিতে গিয়ে তিনি আবার বলে উঠলেন, 'তাহলে আপনিই সেই গোয়েন্দা ভদ্রলোক, তাই না?'

আচ্ছা ভদ্রলোক তো? বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে কোথায় তাকে তিনি কথা বলার সযোগ দেবেন, বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ করে দেবেন তিনি, তা নয়, তিনি যেন নিজেই একা বক্তা।

পোয়ারো হাত নেড়ে বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করতে চাইল। 'বিশ্বাস করুন, সত্যিই এখানে কোনো ছলচাতুরীর ব্যাপার নেই।'

বেনেডিক্ট ফার্লে মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে বললেন, 'তা যাদুকরেরা টুপির মধ্যে থেকে সোনালী মাছ বার করে দেখাবার আগে এ ধরনের আশ্বাসই দিয়ে থাকে।'

কি উত্তর দেবে পোয়ারো। বুদ্ধিমানের মতো চুপ করে থাকাটাই শ্রেয় বলে মনে করল সে।

বৃদ্ধ ফার্লে তখন নিজের থেকেই আবার বললেন, 'আমাকে একজন সন্দেহপ্রবণ বৃদ্ধ বলে মনে হচ্ছে, তাই না মঁসিয়ে পোয়ারো?' হ্যাঁ, সত্যিই তো...আমি তো ঠিক তাই। কখনো কাউকে বিশ্বাস করো না, এই হলো আমার চরিত্রের মূলমন্ত্র। আবার বৈশিষ্ট্যও বলতে পারেন। তাছাড়া জানেন তো, অগাধ বিত্তবান কোনো লোকের পক্ষে হুট করে একজন আগন্তুককে বিশ্বাস করা কোনো আদর্শেই যুক্তিযুক্ত নয়। এর কারণ কি জানেন? শেষে দেখা যাবে, এর ফলাফল অনেক গুরুতর হয়ে গেছে।'

ভদ্রলোক শুরু থেকেই কেবল তাঁর সন্দেহের কথাই বলে যাচ্ছেন, কখনো বা জ্ঞান বিতরণ করে যাচ্ছেন। ভাল লাগল না পোয়ারোর। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বলেই ফেলল সে, 'আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করতে চান? চিঠিতেও সেই রকম লিখেছিলেন! পোয়ারো এবার আসল প্রশ্নের অবতারণা করল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বটেই!' ভদ্রলোক ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকেই ঘাড় দোলালেন।

'আপনাকে বলে রাখি, আমি সব সময় সেরা জিনিসটাই পছন্দ করি। আমাকে কেউ খারাপ কিছু দিয়ে ঠকাতে পারবে না। আমি ঠিক ধরে ফেলব, কোনটা ভাল, আবার কোনটাই বা খারাপ। আমার জীবনে এটাই মূল আদর্শ, তাই প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের কাছেই যাবেন। খরচের জন্য কোনোরকম চিন্তা করবেন না। একটা ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন মঁসিয়ে পোয়ারো—আমি আপনার ফী-এর সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করিনি, করেছি নাকি? আর তা কখনো করবও না। পরে আমার কাছে আপনার বিলটা দেবেন, সেটা যত অঙ্কেরই হোক না কেন এই তুচ্ছ ব্যাপারে তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।'

'তাই বলে আমাকে সম্পূর্ণ নির্বোধ ভাবলেও মস্ত বড় ভুল হবে। ডেয়ারি প্রতিষ্ঠানের মালিক আমার কাছে দু' শিলিং নয় পেন্স হিসেবে ডিমের বিল পাঠিয়েছিল, কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, তখন ডিমের বাজার দর ছিল দু' শিলিং সাত পেন্স। তাই আমার ধারণা, এরা প্রত্যেকেই এক-একটি চোর, জোচ্চোর। আমাকে কেউ যে ঠকিয়ে নিয়ে যাবে, এটা কখনোই আমি বরদাস্ত করব না। তবে একেবারে মাথায় যারা বসে আছেন, তাঁদের কথা আলাদা। হ্যাঁ, তারা প্রত্যেকেই উপযুক্ত ব্যক্তি। যোগ্যতার জোরেই তাঁরা বেশি অর্থ দাবি করতে পারেন, আপনাকে বলি আমি নিজেও ঐ দলেরই একজন, আমি সব জানি...'

পোয়ারো কোনোরকম তর্কে যেতে চাইল না। সে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ঘাড়টা সামান্য একটু বাঁ দিকে হেলিয়ে নীরবে শ্রোতার ভূমিকা পালন করে গেল। কিন্তু তার এই দৃশ্য—নির্বিকল্প হৃদয়ের গভীরে ক্রমশই যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল তা হচ্ছে পাহাড় সমান হতাশা। তার মনে হলো, এখানে এসে ভুল করেছে সে। আজকের এই সাক্ষাৎকার তাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করেছে। তার জীবনে এ-রকম অদ্ভুত ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। তবে ঠিক কোথায় যে এর উৎস, তার কোনো হদিশই খুঁজে পাচ্ছিল না সে। এ পর্যন্ত ক্রোড়পতি বেনেডিক্ট ফার্লের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সে পেয়েছে তার সাহায্যে ভদ্রলোককে এই সময় কিংবদন্তির নায়ক হিসেবে চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। তবে এর পরেও কোথায় যেন একটা কিন্তু থেকে যায়, একটা দ্বন্দ্ব থেকে যায়। এককথায় সামগ্রিকভাবে পোয়ারো মনে মনে হতাশ হয়ে উঠল।

এই বৃদ্ধ লোকটি, নিজের মনে চিন্তা করল পোয়ারো, পাণ্ডিত্যের মুখোশ পড়া মুখ! এর শুধু বাগাড়ম্বরই সব।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে অনেক ছিটগ্রস্ত ক্রোড়পতির সংস্পর্শে তাকে আসতে হয়েছে, আর তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই এক-একটা তীব্র শক্তি অনুভব করেছিল সে। আর তার সেই সহজাত শক্তির সাহায্যেই অনায়াসে অপরের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পেরেছিল সে। তাঁদের কেউ যদি পোকায় কাটা শতছিদ্র কোনো ড্রেসিং গাউন পরে থাকেন, এর থেকে তখন বোঝা যায় যে, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, সেই বিশেষ

ড্রেসিং গাউনটা তিনি পরে থাকতে ভালবাসেন। সেটাই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতীক।

কিন্তু বেনেডিক্ট ফার্লের এই রঙ-বেরঙের ড্রেসিংগাউনটা পোয়ারোর অন্তত সেই রকমই মনে হলো, যেন কোনো যাত্রাদলের সম্পত্তি। ভদ্রলোক যেন কোনো নাটকের বা যাত্রার সাজ-পোশাক পরে স্টেজের ওপর ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর চালচলন, কথাবার্তার মধ্যেও নাটকীয় অভিব্যক্তির ছোঁয়া। তিনি খুব কম কথা বলেন—প্রতিটি শব্দই যেন মেপে মেপে উচ্চারণ করে চলেছেন। আর তাও যেন কোনো সুনির্দিষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই তাঁর সেই কথা বলা।

তবু পোয়ারো একেবারে হাল ছেড়ে দিল না। সে তার নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে আবার প্রশ্ন করল, 'আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করতে চান মিঃ ফার্লে; চিঠিতে আপনি অন্তত সেই রকমই লিখেছিলেন।'

হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই যেন ক্রোড়পতি ফার্লের হাবভাবের মধ্যে একটা অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি কথা বলছিলেনও অতি ধীরে ধীরে এবং চাপা স্বরে। এক সময় কিছুটা উত্তেজিত হয়েই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। তারপর তিনি আবার বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক; এ ব্যাপারে আমি আপনার বক্তব্যটাই শুনতে চাই। আপনি কি ভাবেন! সব ব্যাপারেই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিই। এই কি আমার নীতি? সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক কিংবা অতি ধুরন্ধর গোয়েন্দা—এই দুইয়ের মধ্যেই একজনকে আমাকে বেছে নিতে হবে, বিচার করতে হবে, এদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনে আসতে পারে আমার—'

'কিন্তু মঁসিয়ে', তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠল পোয়ারো, 'তবুও বিষয়টা যেন ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না আমার কাছে।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আর সেটাইতো স্বাভাবিক', ক্রোড়পতি ফার্লের কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ফুটে উঠতে দেখা গেল। 'কেন জানেন, কারণ এখনো পর্যন্ত কিছুই তো আপনাকে বলা হয়নি।'

এবার গদি-আঁটা চেয়ারের ওপর বসে তিনি বললেন, আগের মতো হঠাৎ আর একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলেন তিনি, 'আচ্ছা মঁসিয়ে পোয়ারো, স্বপ্ন সম্বন্ধে আপনার কোনো অভিজ্ঞতা আছে?'

স্বপ্ন! এ কি অদ্ভুত কথা শুনতে হচ্ছে ধুরন্ধর গোয়েন্দাপ্রবরকে। স্বপ্নের কাহিনী শোনাবার জন্যই কি বৃদ্ধ ফার্লে তাকে ডেকে এনেছেন? এ কি পাগলামো তাঁর। এ ভাবে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয়? যাইহোক, পোয়ারো তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত রাখার চেষ্টা করল। তার ভ্রূজোড়া আপনা থেকেই কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সে আর যাই ভাবুক না কেন, এমন ধরনের কোনো অদ্ভুত প্রশ্নের যে সম্মুখীন হতে হবে তাকে, তা সে স্বপ্নেও কখনো কল্পনা করতে পারেনি বোধহয়।

যাইহোক, তেমনি সংযত স্বরে বলল সে, 'শুনুন মঁসিয়ে ফার্লে, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে নেপোলিয়ানের "বুক অফ ড্রীমস" বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। কিংবা ফ্যাশনদুরস্ত হার্লে স্ট্রীটের কোনো আধুনিক মনোবিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন আপনি।'

তার কথাগুলো খুব মনোযোগ সহকারে শুনলেন ফার্লে। তারপর শান্তস্বরে উত্তর দিলেন, 'দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার বলার আগেই আমি এই দু'টি ব্যাপারেই চেষ্টা করে দেখেছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কোনো ফল পাইনি!' এখানে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার মুখ খুললেন। গোড়ার দিকে তাঁর কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট শোনাচ্ছিল। তবে একটু একটু করে তাঁর গলার স্বর উচ্চগ্রামে চড়তে শুরু করল।

'বারবার সেই একই স্বপ্নের ঘোরে আমাকে কাটাতে হয়। প্রতি রাত্রেই সেই একই স্বপ্নের জের ক্রমান্বয়ে টেনে যেতে হয় আমাকে। এর জন্য আমাকে কিরকম মানসিক উদ্বেগে যে কাটাতে হচ্ছে, তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। কেবল ভুক্তভোগী যারা তারাই বুঝতে পারবে। সত্যি আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। আমি আর পারছি না, এ অসহ্য! বিচিত্র সেই স্বপ্ন। আর সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, স্বপ্নের দৃশ্যগুলো প্রতিবারেই সেই একই থাকে, কোনো পরিবর্তন দেখতে পাই না। এই যে ঘরটা দেখছেন, এর ঠিক পাশের ঘরেই আমি আমার চেয়ারে যেন বসে আছি। আমার সামনে সাবেকী আমলের একটা টেবিল। টেবিলের ওপর সুদৃশ্য একটা টাইমপিস। আড়চোখে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে এবার দেখে নিই—কাঁটায় কাঁটায় ঠিক তিনটে বেজে তেইশ। আশ্চর্য, কোনো দিনও একচুল নড়চড় হয় না এই সময়ের। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি কি বলতে চাইছি।'

বেনেডিক্ট ফার্লের চোখে একটা ভয়ার্ত বিহ্বল ছায়া থিরথির করে কাঁপতে থাকে। যখন এই ঘড়িটার দিকে তাকাই, তখনই বুঝতে পারি সময় হয়ে গেছে সেই দুঃস্বপ্ন দেখার। আর তখনি আমার বুকটা ভয়ঙ্কর কেঁপে ওঠে। তখন ভাবি, আমার করণীয় কাজটা এবার আমাকে শেষ করে ফেলতে হবে। আমি কিন্তু কাজটা করতে চাইনি—এমন কি এ-ধরনের কাজ করাটা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ, আমি অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করি। কিন্তু কি করব, কাজটা যে আমাকে সারতেই হবে, যে ভাবেই হোক...'

তাঁর গলার আওয়াজটা ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

অবিচলিত পোয়ারো বলল, 'আর সেই কাজটা কি এমন যা আপনাকে করতেই হবে বলে মনে করছেন আপনি?'

'ঠিক তিনটে বেজে আটাশ মিনিটের সময়', ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন বেনেডিক্ট ফার্লে, 'আমার ডান দিকের ডেস্কের দ্বিতীয় ড্রয়ারটা খুললাম, সেখানে রাখা ছিল আমার রিভলবারটা। সেটা ড্রয়ার থেকে বার করে টেবিলের ওপর রাখলাম। রিভলবারে গুলি ভর্তি করে জানালার ধারে চলে এলাম। আর তারপর—আর তারপর—'

'হ্যাঁ, বলুন তারপর কি ঘটল সেখানে?'

বেনেডিক্ট ফার্লে ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন 'তারপর, হ্যাঁ তারপর আমি নিজেই নিজেকে গুলি করি...'

ঘরের মধ্যে তখন এক অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো।

আর তারপরেই সেই নিরবিচ্ছিন্নতা ভঙ্গ করল পোয়ারো। 'তাহলে এটাই আপনার সেই স্বপ্ন?'

'হ্যাঁ।'

'প্রতিটি রাতেই কি আপনি শুধু এই স্বপ্নটাই দেখেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি নিজেই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করার পর কি ঘটেছিল, বলতে পারেন?'

'আমার তখন আবার ঘুম ভেঙে যায়।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলায় পোয়ারো। 'আমার তখন মনের অবস্থা এমনি যে, কিছুই বলতে পারলাম না, অথচ তখন আমার অনেক কথাই বলার ছিল। কিন্তু বলা হলো না—' ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো নিজের মনেই আক্ষেপ করলো সে।

'আপনার প্রয়োজনের দিক থেকে আপনি কি সব সময় ডেস্কের সেই নির্দিষ্ট ড্রয়ারে রিভলবারটা রাখতেন?

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ সব সময় আমি ঠিক এই রকমই করে আসছি, এটা আমার অভ্যাসও বলে ধরে নিতে পারেন। তাছাড়া, সব সময় নিজেকে প্রস্তুত রাখাই ভাল।'

'তা এই প্রস্তুতিই বা কিসের জানতে পারি?'

ফার্লে এ ধরনের অবান্তর প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হলেন। 'আমার মতো অবস্থায় প্রত্যেকেরই সতর্ক হওয়া উচিত, দেহরক্ষী রাখা উচিত। জানেন তো প্রতিটি বিত্তবান মানুষের অনেক শত্রু থাকতে পারে।'

প্রসঙ্গটা দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন বোধ করল না পোয়ারো। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে। তারপর সে বলল, 'ঠিক কি কারণে আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন বলুন তো?'

'বলব, আমি আপনাকে সব বলব। কোনো কিছুই গোপন করব না। প্রথমে আমি তিনজন চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করি—তিন-তিনজন চিকিৎসক।'

'হুঁ! তারপর?'

'প্রথমজন বলেন, এ সবই প্রাত্যহিক খাদ্যের ব্যাপার। খাবারের অনিয়ম হলে এ রকম হতে পারে। তিনি একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। দ্বিতীয়জন আধুনিক চিকিৎসক, হাল আমলের চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী তিনি। তাঁর ধারণা ছেলেবেলায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনাই নাকি বর্তমানের এই দুঃস্বপ্নের উৎস। আর সেই বিশেষ ঘটনাটাও ঠিক তিনটে বেজে আটাশ মিনিটের সময় ঘটেছিল। তিনি বলেন, আমি তখন এমনই

বদ্ধপরিকর যে, আমি সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটা মনে রাখতে চাইলাম না, ভুলে যেতে চাইলাম। প্রয়োজনে নিজেকে ধ্বংস করতেও প্রস্তুত ছিলাম। এই হলো তার ব্যাখ্যা।'

'আর সেই তৃতীয় ডাক্তারের বক্তব্য কি ছিল?' প্রশ্ন করল পোয়ারো।

বেনেডিক্ট ফার্লে এবার রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তার আভাসও পাওয়া গেল তাঁর কণ্ঠস্বরে।

'এই ডাক্তারটি একজন যুবক। তার থিওরিটা ছিল বড় অদ্ভুত। তার বক্তব্য হলো এই রকম : আমি নাকি আমার জীবন সম্বন্ধে ক্রমে এতো ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, যা আমার কাছে একেবারেই অসহ্য হয়ে উঠছে, আর সেই কারণেই আমি নাকি আমার জীবনের ইতি টানতে চাইছি। কিন্তু সেটা মেনে নেওয়া মানেই তো আমার ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নেওয়া। তাই জ্ঞানত আমি কিছুতেই সেটা মেনে নিতে পারলাম না, মেনে নিতে পারলাম না সত্যের মুখোমুখী হতে। কিন্তু আমি যখন ঘুমোই তখন আমার যেন কোনো জ্ঞান বলতে কিছু থাকে না, চেতনে হোক কিংবা অবচেতনেই হোক তখন আমি যেন আমার মনের সব দৃঢ়তাটুকু হারিয়ে ফেলি। তখন আমার অবচেতন মনের সব কামনা-বাসনাগুলোই প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন আমি সত্যি সত্যি যা ইচ্ছা করি, সেটাই কাজে পরিণত করতে যাই, অর্থাৎ নিজেই নিজেকে হত্যা করার পথে পা বাড়াই।'

'আপনার যখন জ্ঞান থাকে না—অর্থাৎ আপনি আপনার অবচেতন মনে নিজের মৃত্যু-কামনা করে থাকেন, অথচ সজ্ঞানে তার কিছুই টের পান না। এটাই কি তার ধারণা?'

বেনেডিক্ট ফার্লে তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠলেন :

'আর সেটা অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব! আমি সর্বতোভাবে সুখী! এ জগতে আমার থেকে বেশি সুখী কে আর আছে? জীবনে আমি যা চেয়েছি তাই পেয়েছি—কি না পেয়েছি আমি! অর্থের বিনিময়ে যা যা পাওয়া যায়, সব কিছুই আমার করায়ত্ত। তাহলে বুঝতেই পারছেন, আমার সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা করা কতই না অবাস্তব, কতই না অবিশ্বাস্য!'

আগ্রহ সহকারে গভীর দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইল পোয়ারো। সম্ভবত তাঁর হাত নাড়ার ধরন বা বাচন ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা সুদৃঢ় প্রতিবাদের ভাব ছিল, যা সহজেই মনের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক করে থাকে। তাঁর এই স্বীকার না করার প্রবণতা, প্রতিবাদের ঝড় তোলার ঝোঁক সম্বন্ধে সতর্ক হলো সে। বুঝতে পারে না সে, এত প্রতিবাদের আবশ্যকতাই বা কি! তাই সে নম্রস্বরে বলল :

'আর আমার এখানে আসার কি প্রয়োজন মঁসিয়ে?'

হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলেন বেনেডিক্ট ফার্লে। পরক্ষণেই আবার অধৈর্য ভঙ্গিতে টেবিলের ওপর টোকা দিলেন কয়েকবার।

'আরো একটা সম্ভাবনা আছে। আর যদি সেটা সত্য হয়, একমাত্র আপনিই সেটা

জানতে পারেন! কারণ আপনি একজন বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা, সব জটিল কেস আপনি সমাধান করে দিয়েছেন অবিশ্বাস্য এবং অভূতপূর্বভাবে! আর কেউ না জানুক আপনি অবশ্যই দেখে থাকবেন কিসে কি হয়!'

'তা আপনি কি জানার কথা বলছেন বলুন তো!'

হঠাৎ ফার্লের কণ্ঠস্বর খাদে নেমে এলো, ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন তিনি :

'ধরুন কেউ আমাকে খুন করতে চায়...তার পক্ষে কি এভাবে কাজটা সমাধা করা সম্ভব হবে? সে কি আমাকে রাতের পর রাত এই একই স্বপ্ন দেখতে বাধ্য করাতে পারবে? তার ধারণা, এই ভাবে স্বপ্ন দেখতে দেখতে শেষে একদিন বিরক্ত হয়ে, জীবনের প্রতি ঘৃণাভরে আমি হয়তো সত্যি সত্যি মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাব। সেদিক থেকে আমাকে তার হত্যা করার অভিপ্রায়টা কাজে পরিণত হবে। নিজে সে আমাকে হত্যা করল না বটে, তবে আমি নিজেই নিজেকে হত্যা করলাম। অথচ সে যে আমাকে আত্মহত্যা করার জন্য প্ররোচিত করল রাতের পর রাত ধরে—সেটা কেউ জানতে পারল না, এমন কি পুলিশও না। এ যেন সেই প্রবাদ বাক্যটার মতো—'সাপও মরল না, আবার লাঠিও ভাঙ্গল না।'

'তা আপনি হিপনোটিজম-এর কথা বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ,' বললেন ফার্লে, 'কতকটা সেই রকমই বলতে পারেন।'

বিষয়টা নিয়ে নিজের মনে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করল পোয়ারো। কি উত্তর সে পেল কে জানে, তবে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে অবশেষে বলল সে, 'হ্যাঁ, আমার মনে হয়, সেটা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়াই শ্রেয় বলে আমি মনে করি।'

'আপনার জীবনের অভিজ্ঞতায় এ-ধরনের কোনো কেস দেখেননি?'

'না, ঠিক এ-ধরনের কোনো ঘটনার মুখোমুখী আমি হইনি।'

'দেখুন, আমার বক্তব্যটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন। মনে হয় আমাকে রাতের পর রাত সেই একই দুঃস্বপ্ন দেখতে বাধ্য করা হচ্ছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। আর সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটা হলো, পরিশেষে আমি আমার এই দুঃসহ মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে হয়তো সত্যি সত্যি একদিন নিজেকে আমি খতম করে ফেলব, আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হবো।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল পোয়ারো। তারপর গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলো সে।

বেনেডিক্ট ফার্লে অসহায়ের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন পোয়ারোর দিকে। তখন তাঁর মনে কেবল একটাই চিন্তা, সেই সম্ভাবনাটা কি সত্যি সত্যি বাস্তবে পরিণত হতে পারে বলে অনুমান করছে সে। তাকে তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলেই গণ্য করে থাকেন। আর সেই ধুরন্ধর গোয়েন্দা যদি তাঁর অনুমানের পক্ষে রায় দেয় শেষ পর্যন্ত? তাহলে কি আশা নিয়েই বা তিনি বেঁচে থাকবেন। সেক্ষেত্রে মনে হয়, রাতের সেই দুঃস্বপ্ন দেখার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে না। তার আগেই

ধুকফুকানির ভয়ে হয়তো হার্টফেল করেই মারা যাবেন তিনি। না, না, এতো তাড়াতাড়ি মরতে চান না তিনি। আরো, আরো কিছুদিন বাঁচতে চান তিনি, জীবনটাকে উপভোগ করতে চান। আর তাঁর জীবনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য এরকুল পোয়ারোর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। তাঁর বিশ্বাস, একমাত্র সে-ই তাঁকে বেঁচে থাকার পরামর্শ দিতে পারে। আর তিনি যদি একান্তই না পারেন, তাহলে পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নেই যে, তাঁর মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। তাই স্বভাবতই এখন সব কিছু নির্ভর করছে এরকুল পোয়ারোর মর্জির ওপর, তাঁকে আরো কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার ইচ্ছা অনিচ্ছাই কাজ করবে এখানে।'

তাই ভয়ে ভয়ে বেনেডিক্ট ফার্লে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই এটা সম্ভব বলে মনে করেন না?'

'সম্ভব? না, একেবারে অসম্ভবও বলতে চাই না।'

'কিন্তু সম্ভাবনা খুবই কম বলে মনে করেন আপনি, এই তো।'

'হ্যাঁ, সম্ভাবনা অত্যন্ত কম বলেই আমি মনে করি।'

বিড়বিড় করে বললেন ফার্লে, 'ডাক্তারদের অভিমতও সেই রকম...' তারপর তাঁর গলার স্বর আবার চড়ে গেল, চিৎকার করে বলে উঠলেন তিনি, 'কিন্তু রাতের পর রাত ধরে কেন এই একই দুঃস্বপ্ন আমাকে দেখতে বাধ্য করা হচ্ছে? কেন? কেন?'

এরকুল পোয়ারো মাথা নাড়ল শুধু।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বেনেডিক্ট ফার্লে আবার নিজের থেকেই হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে মঁসিয়ে পোয়ারো? আপনি কি একেবারে নিশ্চিত যে, এ ধরনের কেসের সম্মুখীন আপনি হননি এর আগে? মানে আমার কেসটা নতুন বলে মনে হচ্ছে আপনার কাছে?'

'না, কখনোই না।'

'হ্যাঁ, শুধু এই কথাটাই আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম।'

মৃদু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল পোয়ারো।

'যদি আপনি অনুমতি দেন,' বলল সে, 'একটা প্রশ্ন করব?'

'কি সে প্রশ্ন? বেশ তো জিজ্ঞেস করুন!'

'কার পক্ষে আপনাকে খুন করা সম্ভব বলে আপনি সন্দেহ করছেন মঁসিয়ে ফার্লে?'

বেশ জোর দিয়েই বললেন ফার্লে, 'কাউকে নয়, আদৌ কাউকেই আমি সন্দেহ করি না।'

'কিন্তু এমন একটা ধারণা তো আপনার মনের মধ্যে আগেই দানা বেধে উঠেছে?' বেশ জেদের সঙ্গেই বলল পোয়ারো।

'সত্যি সত্যি এমন কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা, সেটাই আমি শুধু যাচাই করে দেখতে চেয়েছিলাম।'

'আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে হলে বলব, না।' পোয়ারো ফিরে আবার

জিজ্ঞেস করল, 'ভাল কথা মঁসিয়ে ফার্লে, আপনাকে কি কেউ কোনোদিন হিপনোটাইজ করেছে?'

'না, অবশ্যই না। পাল্টা প্রশ্ন করলেন ফার্লে, 'আপনি কি মনে করেন, এ রকম বোকামোকে আমি প্রশ্রয় দেবো, কিন্তু কেন?'

'তাহলে আমি বলতে পারি, শুধু আমি কেন, যে কেউ বলতে পারে, আপনার এই সন্দেহের কোনো মানে হয় না। একেবারেই ভিত্তিহীন, অবাস্তব যাকে বলে।'

'কিন্তু, সেই স্বপ্নটা আপনি বোকামো বলছেন, তা সেই স্বপ্নটার ব্যাপারে আপনার কি অভিমত?' এর কি কোনো মানে নেই?'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি! স্বপ্নটা সত্যিই খুব চমৎকার। আর অভিনবও বলা যেতে পারে।' পোয়ারোর কপাল কুঁচকে ওঠে, চোখে-মুখে একটা চিন্তার ছাপ পড়তে দেখা যায়। একটু থেমে সে আবার বলে উঠল, 'বিশেষ করে এই অদ্ভুত নাটকের পার্থিব বস্তুগুলো আমি একবার নিজের চোখে দেখে যাচাই করে নিতে চাই। যেমন ধরুন, ডেস্ক, ডেস্কের ওপর রাখা সেই টাইমপিসটা...আর সেই রিভলবারটা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এখনি আমি সেই ঘরে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি, চলুন।'

লম্বা ঢিলেঢালা ড্রেসিং গাউনটা গোছগাছ করে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার হুকুম করলেন বেনেডিক্ট ফার্লে। কিন্তু তাঁর ক্রোড়পতি মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হঠাৎই কি ভেবে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে বসলেন। তাঁর মুখের ভাব দেখে মনে হলো, এই মুহূর্তে অন্য একটা চিন্তাই বুঝি তাঁর মগজের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই তিনি চেয়ার থেকে উঠতে গিয়েও পুনরায় নিজের চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন।

'না', বললেন তিনি, 'সেখানে দেখার কিছু নেই। যা বলার ছিল সে তো আমি আপনাকে সবই খুলে বলেছি।'

'কিন্তু আমি যে নিজের চোখে সেগুলো একবার দেখতে চাই—'

'তার আর দরকার নেই।' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ফার্লে, 'আপনি বরং আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। ব্যাস, এখানেই এর ইতি টানতে চাই আমি।'

পোয়ারো তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আপনি যা মনে করেন।' এবার সে উঠে দাঁড়াল। 'আপনাকে কোনোরকম সাহায্য করতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত মঁসিয়ে ফার্লে।'

তার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে ছিলেন বেনেডিক্ট ফার্লে।

'দেখবেন, এ নিয়ে যেন চারদিকে আবার গুজগুজ ফুসফুস করে বেড়াবেন না।' অনেকটা ধমকের সুরেই তিনি আবার বললেন, 'আমি আপনাকে সব কিছুই খুলে বলেছি। কিন্তু আপনি এর মধ্যে থেকে কোনো রহস্য উদ্ধার করতে পারলেন না। তার জন্য আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। তবে মনে রাখবেন, এখানেই সব চুকেবুকে গেল। এখন আপনি বলুন, এই যে আপনি আমার এখানে এসে আপনার মূল্যবান সময়ের অনেকটা ব্যয় করলেন, এরজন্য কত পারিশ্রমিক আপনাকে দিতে হবে? পরামর্শ দক্ষিণা হিসেবে আপনি আপনার একটা বিল পাঠিয়ে দিতে পারেন।'

'হ্যাঁ, সেটা করতে আমি ভুলে যাব না', শুকনো গলায় বলল গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো। তারপর ফিরে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে।

'একটু দাঁড়ান', ক্রোড়পতি তাকে পিছন থেকে ডেকে উঠলেন। 'চিঠি, সেই চিঠিটা আমি ফেরত পেতে চাই।'

'আপনার সেক্রেটারির লেখা সেই চিঠিটার কথা বলছেন তো?'

'হ্যাঁ, সেটাই আমি ফেরত চাই।'

পোয়ারোর ভ্রূ ওপরে উঠল। আর কোনো কথা না বাড়িয়ে পকেট থেকে সেই ভাঁজ করা চিঠিটা বার করে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিল সে।

ভদ্রলোক চিঠিটা হাতে নিয়ে একবার উল্টে-পাল্টে দেখলেন। তারপর সেটা বেশ যত্ন সহকারে রেখে দিলেন ডেস্কের ওপর।

ধীর শ্লথ গতিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল পোয়ারো। সত্যিই সে বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এই যে খানিক আগে যে কাহিনীটা সে শুনলো, সেটাই এখন তার মাথায় কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে। চিন্তা জুড়ে হয়েছে। সে যেন এখন সমস্ত দৃশ্যপটই চোখ বুজে কল্পনা করে নিতে পারে। কিন্তু এ সব কিছু ছাপিয়ে কেবল একটা অস্বস্তির ভাব তার মনে জেগে উঠলো। কিন্তু এই অস্বস্তির উৎস বেনেডিক্ট ফার্লে নন—সে নিজে। ভুলটা মনে হয় এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে, কোথায় যেন একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো এরকুল পোয়ারোর। দরজার হাতলে হাত দেবার পরেও দ্বিতীয় বারের জন্য আবার তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। এতক্ষণে সবকিছু স্পষ্ট মনে পড়ছে তার। সে, এরকুল পোয়ারো স্বয়ং একটা মারাত্মক ভুলের জন্য দায়ী। আর একবার ঘরের দিকে ফিরে গেল সে।

'একটা মারাত্মক ভুলের জন্য আমি আপনার কাছ থেকে সহস্রবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি', বিনীত স্বরে বলল পোয়ারো। 'আপনার এই সমস্যার কথা ভাবতে গিয়েই একটা বিশ্রী কাণ্ড আমি ঘটিয়ে বসেছি। আপনি চিঠিটা ফেরত চাইলেন, অন্যমনস্ক হয়ে ডান পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার চিঠিটা ছিল আমার বাঁ পকেটে।'

'এ সব কি, এ সব কি শুনছি?'

'যে চিঠিটা আমি আপনার হাতে তুলে দিয়েছি, সেটা অন্য আর একটা চিঠি। আমার টাই-এর রঙটা জ্বালিয়ে দেবার জন্য লন্ড্রী কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল।' বিব্রত পোয়ারো তার ডান কোটের ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে আসল চিঠিটা বার করে ফার্লের দিকে মেলে ধরল।

বৃদ্ধ ফার্লে প্রায় থাবা দিয়েই ছিনিয়ে নিলেন চিঠিটা। তাঁর চোখে-মুখে একরাশ বিরক্তি ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'যত সব অপদার্থের দল, আপনারা কি করছেন, কেন যে ঠিক বুঝতে পারেন না ভেবে পাই না।'

পোয়ারো লন্ড্রী মালিকের অনুশোচনা করে লেখা শেষ চিঠিটা পকেটস্থ করতে গিয়ে

বিনীত কণ্ঠে আর একবার মার্জনা চেয়ে নিল। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

সিঁড়ির মুখে এসে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল সে। মার্বেল পাথরের প্রশস্ত সিঁড়িটা সরাসরি নিচে হলঘরের দিকেই নেমে গেছে। হলঘরের মাঝ বরাবর ওক কাঠের ভারি টেবিল। টেবিলের ওপর পড়েছিল একগুচ্ছ মাসিক পত্র-পত্রিকা। টেবিলের পাশেই ছিল কুশন আঁটা দুটো সৌখীন চেয়ার। পাশেই ছিল আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট টেবিল, সেই টেবিলের ওপর গোটাকয়েক ফুলদানি সাজানো রয়েছে। সারা দৃশ্যটা ভাল করে খতিয়ে দেখলে মনে হবে, সেটা যেন কোনো বিলাসবহুল ডেন্টিস্টের চেম্বার।

হলঘরে নেমে এসে সেই খানসামাটিকে অপেক্ষা করে থাকতে দেখল পোয়ারো : সে বোধহয় তাকে বিদায় দেবার জন্যই দাঁড়িয়েছিল সেখানে।

'আপনার জন্য কি ট্যাক্সি ডেকে দেব স্যার?'

'না, ধন্যবাদ। রাতটা ভারি সুন্দর। এমন মনোরম রাতে হেঁটে যেতেই ভাল লাগবে।'

গেট পেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়েও বেশ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে হলো পোয়ারোকে। রাস্তায় গাড়ির ভিড়, এদিক-ওদিক দ্রুত ছুটে যাচ্ছে গাড়িগুলো। চারদিক ভাল করে দেখে-শুনে রাস্তা পার হওয়াটাই তার চিরদিনের অভ্যাস।

হাঁটতে হাঁটতে পথ চলতে থাকে পোয়ারো। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। 'না', নিজের মনেই বলে উঠল সে। 'আমি আদৌ এর এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না! আমার কাছে মনে হয়েছে, এর সবটাই যেন অবাস্তব, অর্থহীন! এটা খুবই আক্ষেপের ব্যাপার, তবু স্বীকার করতে বাধা নেই যে, আমি এরকুল পোয়ারোও এ-ব্যাপারে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি।'

এখানেই এই নাটকের প্রথম অঙ্কের পরিসমাপ্তি। আর দ্বিতীয় অঙ্কের সূত্রপাত সপ্তাহখানেক পরে। পোয়ারো তার সুসজ্জিত ড্রইংরুমে বসেছিল, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। ফোন করছিল সরকারী ডাক্তার জন স্টিলিংফ্লীট।

'আরে পোয়ারো নাকি? সেই পুরনো ঘোড়া! আমি ডঃ স্টিলিংফ্লীট কথা বলছি।'

'হ্যাঁ বন্ধু, কি ব্যাপার বলুন তো?'

'দেখুন' আমি নর্থওয়ে হাউস থেকে কথা বলছি—বেনেডিক্ট ফার্লের বাড়ি থেকে।'

'আহ্, হ্যাঁ?' পোয়ারোর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো রীতিমতো সচেতন সে। 'কি ব্যাপার মিঃ ফার্লের?'

'ফার্লে মারা গেছেন। আজ বিকেলে তিনি নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেছেন।'

তারপর খানিক নীরবতা। একসময় পোয়ারো মুখ খুলল।

'হুঁ...'

'আপনার ছোট্ট উত্তর শুনে মনে হচ্ছে, খুব একটা অবাক হননি আপনি। আপনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন নাকি?'

'এ কথা কেন আপনার মনে হলো বলুন তো?'

'দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি কোনো সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ কিংবা টেলিপ্যাথি, কিংবা অন্য কোনো কিছুর সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইনি। আসল ব্যাপার কি জানেন, সপ্তাহখানেক আগের তারিখের একটা চিঠি এখানে পাওয়া গেছে। সেই চিঠিতে মিঃ ফার্লে আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।'

'তাই বুঝি...'

'এখানে একজন শান্তশিষ্ট পুলিশ ইন্সপেক্টার উপস্থিত রয়েছেন। অতএব বুঝতেই পারছেন...কোনো ক্রোড়পতি হঠাৎ মারা গেলে আমাদের কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। তাই ভাবলাম, হয়তো আপনার পক্ষে এ ব্যাপারে নতুন কোনো আলোকপাত করা সম্ভব হলেও হতে পারে। যদি সম্ভব হয়, এদিকে একবার ঘুরে যান না কেন?'

'হ্যাঁ, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

'ভাল, ভাল। মনে হচ্ছে, আপনি আপনার শিকারের গন্ধ পেয়েছেন?'

'না, না, তেমন কিছু নয়।' বলল পোয়ারো। তারপরেই সে তাকে মনে করিয়ে দিল, এখুনি সে নর্থওয়ে হাউসে গিয়ে হাজির হচ্ছে।

'তার মানে টেলিফোনে এ সব কথা ভেঙে বলতে চান না, এই তো? ঠিক আছে, চলে আসুন!'

মিনিট পনেরো পরেই নর্থওয়ে হাউসের পিছন দিকে লম্বা ধাঁচের লাইব্রেরী ঘরে পোয়ারোকে বসে থাকতে দেখা গেল। ঘরের মধ্যে আরো পাঁচজন উপস্থিত ছিল। ইন্সপেক্টার বারনেট, ডঃ স্টিলিংফ্লীট, ক্রোড়পতি স্ত্রী মিসেস ফার্লে, তাঁর একমাত্র কন্যা জোয়ান ফার্লে এবং তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি হুগো কর্নওয়ার্দি।

তাদের মধ্যে ইন্সপেক্টার বারনেটকে বিচক্ষণ ও চতুর বলে মনে হলো। ডঃ স্টিলিংফ্লীটকে দেখে মনে হয়, সে এঁদের পেশাদার সরকারী ডাক্তার, দূরভাষে তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সামনা-সামনি চেহারার কোনো মিল নেই যেন, দীঘল চেহারা, লম্বাটে মুখ, তিরিশ বছরের যুবক সে। মিসেস ফার্লেকে তাঁর স্বামীর থেকে বয়সে অনেক ছোট বলেই মনে হলো। রীতিমতো সুন্দরী তিনি, মাথা ভর্তি কালো চুল। তাঁর মুখটা কঠিন, তাঁর চোখের ভাষায় তাঁর ভাবাবেগের কোনো ক্লু খুঁজে পাওয়া যায় না। সংযত তাঁর আবির্ভাব। জোয়ান ফার্লের একমাথা সোনালী চুল। মুখ কিছুটা পোড়খাওয়া হলেও তার চেহারাটা মোটামুটি আকর্ষণীয়। বিশেষ করে নাক আর চিবুকে তার বাবার আদলটুকু স্পষ্ট অনুভব করা যায়। তার চোখ দুটি বুদ্ধিদীপ্ত। হুগো কর্নওয়ার্দিকে দেখতে বেশ ভালই, পোশাকে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, নিখুঁত এবং পরিপাটি। চোখে-মুখে দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ।

প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পালা শেষ হবার পর পোয়ারো ধীরে ধীরে বেনেডিক্ট

ফার্লের সঙ্গে তার গত সপ্তাহে সাক্ষাৎকারের বিবরণ ব্যক্ত করল। সব কিছুই সে তাদের বলে গেল, কোনো কিছুই বাদ দিল না। স্বপ্নটার আদ্যোপ্রান্ত বলে গেল সে। দেখা গেল ঘরের প্রত্যেকেই বেশ কৌতূহলের সঙ্গে তার কথাগুলো শুনছিল।

'স্বপ্নটা দারুণ বিস্ময়কর তো! এমন অদ্ভুত কাহিনী আমি এর আগে কখনো শুনিনি।' অকপটে স্বীকার করল ইন্সপেক্টার বারনেট। তারপর সে মিসেস ফার্লের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস ফার্লে, আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন নাকি?'

ভদ্রমহিল মাথা হেলালেন।

'হ্যাঁ, আমার স্বামী স্বপ্নটার কথা আমার কাছে উল্লেখ করেছিলেন। ওঁর কথা শুনে মনে হয়েছিল, ঘটনাটা ওঁকে খুবই ভাবিয়ে তুলেছিল, ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন উনি। কিন্তু আমি ভাবলাম, স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই, বাস্তবে সেটার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ওঁকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। এত অল্পে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কি করে। ওঁকে বলেছিলাম, হয়তো দেখবে হজমের কোনো ব্যাঘাত ঘটার ফলেই এমন সব উদ্ভট চিন্তা তোমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশেষ করে ওর প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকাটাও ছিল খুব অদ্ভুত ধরনের। সেই কারণেই আমি ওকে কোনো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। ভারী আশ্চর্য চরিত্র তো!'

ডঃ স্টিলিংফ্লীট মাথা নাড়ল। 'তিনি এ বিষয়ে আদৌ আমার সঙ্গে কোনো পরামর্শ করেননি। স্বপ্নাবনষ্ট। মঁসিয়ে পোয়ারোর কথা শুনে মনে হচ্ছে মিঃ ফার্লে হার্লে স্ট্রীটের ফ্যাশানদুরস্ত আধুনিক মনোবিশেষজ্ঞদের কাছেই গিয়েছিলেন।'

'তার মানে আপনি কি বলতে চান যে, মিঃ ফার্লের বোধশক্তি লোপ পেয়েছিল? ডাক্তার হিসেবে এ বিষয়ে আমি আপনার অভিমত জানতে চাই ডঃ স্টিলিংফ্লীট, অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা যে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে আপনার কি ধারণা?'

স্টিলিংফ্লীটকে একটু বিব্রত বলে মনে হলো।

'বলা খুবই কঠিন। তবে একটা সম্ভাবনার কথা আপনাকে বিবেচনা করে দেখতে হবে মঁসিয়ে পোয়ারো, মিঃ ফার্লে আপনাকে যা যা বলেছিলেন, হয়তো দেখা যাবে যে, বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য তা নাও হতে পারে। যেমন দেখা যায়, অনেক সময় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনো কোনো কথার ভাল ব্যাখ্যা করে নিতে পারে।'

'তার মানে আপনি কি বলতে চান যে, তাঁদের আসল বক্তব্যটা মিঃ ফার্লে ঠিক অনুধাবন করতে পারেননি?'

'না ঠিক তা নয়। আমি বলতে চাইছি, বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সুনির্দিষ্ট পেশাদারী ভাষায় যে সব মন্তব্য করে থাকেন, সাধারণ লোকের পক্ষে তার সঠিক অর্থের হদিশ পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। তাই আমার কি মনে হয় জানেন, এক্ষেত্রেও সেইরকম কিছু ঘটে থাকবে। মিঃ ফার্লে যতটুকু বুঝেছিলেন সেটাকে নিজের ধারণামতো সাজিয়ে নিয়ে আপনার কাছে ব্যক্ত করেছেন।'

'তার মানে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন আসলে চিকিৎসকরা তা বলেননি?'

'হ্যাঁ, আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। তিনি হয়তো কোথাও একটু ভুল বুঝে থাকবেন। আমি কি বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল পোয়ারো।

'আচ্ছা মিঃ ফার্লে কোন্ কোন্ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন, আপনারা সে বিষয়ে কেউ কিছু জানেন নাকি?'

মিসেস ফার্লে শুধু মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ তিনি অবগত নন।

আর জোয়ানা ফার্লের মন্তব্য হলো এই রকম :

'ব্যাপারটা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা। আমরা কেউ জানি না, কোন্ কোন্ চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন তিনি।'

'এই অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যাপারে তিনি কি আপনাকেও বলেছিলেন?' জোয়ানাকে জিজ্ঞেস করল পোয়ারো।

মেয়েটি মাথা নাড়ল এবার।

'আর আপনি মিঃ কর্ণওয়ার্দি?'

'না, তিনি আমাকে কিছুই বলেননি। তাঁর নির্দেশমতো আমি আপনাকে সেই চিঠিটা পাঠিয়েছিলাম মাত্র। কিন্তু কেন যে তিনি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিলেন, এ বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই। আমি ভেবেছিলাম, তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো গোলমালের ফলেই তিনি হয়তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়ে থাকবেন।'

পোয়ারো বলল, 'এবার তাহলে মিঃ ফার্লের মৃত্যু প্রসঙ্গেই শুধু আলোচনা করা যাক, কি বলেন?'

উপস্থিত সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'তাহলে শুরু করা যাক,' পোয়ারো বলল, 'আপনাদের মধ্যে যে কেউ প্রথমে শুরু করতে পারেন।'

ইন্সপেক্টার বারনেট একবার জিজ্ঞাসুনেত্রে মিসেস ফার্লে এবং পরে ডঃ স্টিলিংফ্লীটের দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু তাদের দু'জনকে নীরব দেখে এবার সে নিজেই বক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো।

'প্রত্যেকদিন বিকেলে মিঃ ফার্লে দোতলায় নিজের ঘরে বসেই কাজকর্ম সারতেন। এটাই ছিল তাঁর প্রাত্যহিক রুটিন মাফিক কাজ। খবর নিয়ে জেনেছি, খুব শীগ্গীরই তিনি নাকি পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে অন্য একটা বড় কোম্পানির সঙ্গে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সমাধা করতে যাচ্ছিলেন।'

এখানে একটু থেমে সে এবার হুগো কর্ণওয়ার্দির দিকে ফিরে তাকাল।

সেক্রেটারি হুগো তার প্রশ্নটা আন্দাজ করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কনসোলিডেটেড কোচলাইন্স।'

'সেই সূত্রে,' ইন্সপেক্টার তার কথার জের টেনে আবার বলতে শুরু করল, 'মিঃ

ফার্লে খবরের কাগজের দু'জন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য রাজী হয়ে যান। অবশ্য কচ্চিৎ এ ধরনের কোনো সাক্ষাৎকার-এ সম্মতি দিয়ে থাকেন তিনি। পাঁচ বছরের মধ্যে একবারও মুখ খোলেন কিনা সন্দেহ। সাক্ষাৎকারের অনুমতি পেয়ে সেই দু'জন প্রতিনিধি নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই নর্থওয়ে হাউসে এসে উপস্থিত হয়। মিঃ ফার্লে তখন নিজের ঘরে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ওদিকে তারা দু'জন রীতি অনুযায়ী দোতলায় তাঁর ঘরের সামনে অপেক্ষা করছিল। তিনটে বেজে কুড়ি মিনিটের সময় কনসোলিডেটেড কোচলাইন্সের অফিস থেকে একজন দূত কিছু কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়, মনে হয় সেগুলো মিঃ ফার্লেকে দিয়ে সই করানোর জন্য। তাকে মিঃ ফার্লের ঘর দেখিয়ে দেওয়া হয়, সে ঢুকে যায় তাঁর ঘরে এবং কাগজগুলো তাঁর হাতে তুলে দেয়। মিঃ ফার্লে তাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরের দরজা পর্যন্ত এসেছিলেন এবং সেখান থেকেই প্রেসের সেই দুই প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায়। তিনি তখন তাদের বলেন :

'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের অপেক্ষা করে রাখার জন্য আমি দুঃখিত। আমার কিছু জরুরী কাজ সেরে নিতে হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের সঙ্গে দেখা করব।'

'ভদ্রলোক দু'জন—মিঃ এ্যাডাম আর মিঃ স্টোডার্ট মিঃ ফার্লেকে আশ্বস্ত করে বলে তাঁর সুবিধামতো তারা অপেক্ষা করে বসে থাকবে। মিঃ ফার্লে তাঁর ঘরে ঢুকে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা ভেজিয়ে দেন—তারপর তাকে আর জীবিত অবস্থায় দেখা যায়নি!'

'চালিয়ে যান', বলল পোয়ারো।

'চারটের কিছু পরে', ইন্সপেক্টার তার কথার জের টেনে আবার বলতে শুরু করল, 'মিঃ কর্নওয়ার্দি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে মিঃ ফার্লের ঘরের সামনে এসে প্রেসের দু'জন প্রতিনিধিকে তখনো সেখানে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হন। কর্নওয়ার্দি মিঃ ফার্লের ঘরের ভেতরেই যাচ্ছিলেন তাঁকে দিয়ে কতকগুলো চিঠি সই করিয়ে নেওয়ার জন্য। তিনি ভাবলেন, চিঠিগুলো সই করিয়ে নেওয়ার সময় প্রেসের দু'জন লোকের বসে থাকার কথাটা মিঃ ফার্লেকে স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেই মতো মিঃ ফার্লের ঘরে গিয়ে ঢোকেন তিনি। কিন্তু ঘরে ঢুকে প্রথমে মিঃ ফার্লেকে দেখতে পেলেন না, এবং তখন তাঁর মনে হয়েছিল ঘরটা বোধহয় ফাঁকা। মিঃ ফার্লের নির্দিষ্ট চেয়ারটাও খালি পড়েছিল। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ হলো, সচরাচর এই সময় তিনি তাঁর ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও যান না। আর তারপরেই চওড়া টেবিলটার পিছনে একটা বুটের ডগার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। টেবিলটা ছিল জানালার ঠিক পাশেই। ব্যাপারটা ভালভাবে বোঝবার জন্য ভদ্রলোক দ্রুতপায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর সেখান থেকেই তিনি দেখেন, মিঃ কার্লের রক্তাপ্লুত দেহটা লম্বা হয়ে মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে। তাঁর দেহের পাশেই পড়ে রয়েছে তাঁর রিভলবারটাও।'

'মিঃ কর্নওয়ার্দি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তখন। এবং খানসামাকে ডেকে

ডঃ স্টিলিংফ্লীটকে ফোন করতে নির্দেশ দেন। পরে ডঃ স্টিলিংফ্লীটের নির্দেশে পুলিশকেও খবর দেবার ব্যবস্থা করা হয়।'

'গুলির আওয়াজ কেউ শুনতে পায়নি?' পোয়ারো জানতে চাইল।

'না। এদিকটায় যানবাহন চলাচল খুব বেশি। তাছাড়া বাইরের দিকের জানালাটাও খোলা ছিল না তখন। লরি আর মোটরের অবিশ্রান্ত হর্নের শব্দ ভেদ করে গুলির আওয়াজ শুনতে পাওয়া প্রায় অসম্ভবই বলা যায়।'

চিন্তিত হয়ে মাথা দোলাল পোয়ারো।

'ক'টার সময় তিনি মারা গেছেন বলে মনে হয়?'

স্টিলিংফ্লীট বলল, 'এখানে আসা মাত্র আমি ওঁকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখি। তখন চারটে বেজে বত্রিশ। মিঃ ফার্লে অন্তত তার এক ঘণ্টা আগেই মারা গিয়ে থাকবেন।'

পোয়ারোর মুখটা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল।

'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, তিনি স্বপ্নে যে সময় এই ঘটনাটা ঘটতে দেখতেন বাস্তবের সঙ্গেও তার হুবহু মিল থাকাটা বিচিত্র নয়। তিনি আমাকে সময় বলেছিলেন, তিনটে বেজে আটাশ।'

'ঠিক তাই', বলল ডঃ স্টিলিংফ্লীট।

'রিভলবারের ওপর থেকে কোনো আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ, ওঁর নিজের হাতের ছাপ ছিল।'

'আর রিভলবারটাও নিশ্চয়ই ওঁর?'

এবার ইন্সপেক্টার বারনেটই পোয়ারোর প্রশ্নের জবাব দিল।

'রিভলবারটা সব সময় তাঁর ডেস্কের নিচের ড্রয়ারেই থাকত। স্বপ্নে তিনি যেমনটি দেখেছেন বলে আপনাকে জানিয়েছিলেন, দৃশ্যটা অবিকল সেই রকমই। আর জিনিসটা যে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই, মিসেস ফার্লে বেশ জোরের সঙ্গেই সে কথা স্বীকার করেছেন। তাছাড়া তাঁর ঘরে প্রবেশ করবার ঐ একটা মাত্রই দরজা। ভেতর থেকে বন্ধ দরজা সংলগ্ন প্রশস্ত বারান্দায় প্রেসের দু'জন প্রতিনিধি অপেক্ষা করছিলেন। কাউকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে হলে তাঁকে সামনে দিয়েই যেতে হবে। মিঃ কর্নওয়ার্দি চিঠির তাড়া নিয়ে ওঁর ঘরে প্রবেশের আগে অন্য কেউ যে ওঘরে ঢোকেনি সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।'

'তাহলে এ কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তাঁর মৃত্যুটা প্রকৃতই আত্মহত্যা?'

সামান্য একটু হাসল ইন্সপেক্টার বারনেট। তার সেই হাসিটা মনে হলো যেন স্বতঃস্ফূর্ত নয়। যেন জোর করে হাসতে হয় তাই হাসল। কিংবা এই মুহূর্তে সে যদি না হাসে কিংবা অন্য কাউকে হাসাতে না পারে তাহলে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার বুকটা ফেটে যাবে। কিন্তু এছাড়া কিই বা সে এখন করতে পারে।'

'হ্যাঁ, দেখুন, সত্যিই সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না, থাকার কথাও নয়, কারণ এতগুলো সাক্ষী যেখানে—'

তার কথার মাঝে বাধা দিল পোয়ারো, 'এতগুলো সাক্ষী যেখানে মানে?'

'কেন, প্রেসের দু'জন প্রতিনিধি—মিঃ এ্যাডাম ও মিঃ স্টোডার্ট, সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি মিঃ হুগো কর্নওয়ার্দি, এদের সাক্ষ্যই কি প্রমাণ করে না মিঃ ফার্লে আত্মহত্যা করেছেন?

'কেউ কিছু বললেই কি আপনি মেনে নেবেন?' পোয়ারো বলল, 'যাচাই করে দেখবেন না, তারা সত্যি কি মিথ্যে বলল?'

'আমি এর প্রতিবাদ করছি মঁসিয়ে পোয়ারো', সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হুগো কর্নওয়ার্দি। 'আমার কথায় যখন আপনার আস্থা নেই, তখন আমার মনে হয়, আপনাদের আলোচনার মাঝে আমার না থাকাই ভাল। কারণ আমি থাকলে হয়তো আপনাদের তদন্তের কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই—'

'আমাদের তদন্তের কাজে ব্যাঘাত ঘটল কি ঘটল না, সেটা দেখার ভার আপনার নয় মিঃ কর্নওয়ার্দি। আমরা আপনাকে এখানে যতক্ষণ থাকতে বলব যতক্ষণ আপনার উপস্থিতি আমাদের কাম্য বলে মনে হবে, আর ঠিক ততক্ষণ পর্যন্তই আপনাকে আমরা এখানে ধরে রাখব, তার থেকে এক সেকেন্ড কম বা বেশি সময় আপনাকে আমরা ধরে রাখতে যাব না। অতএব আপনি বসুন।'

পোয়ারোর আশ্বাসে হুগো কর্নওয়ার্দি ফিরে আবার তার চেয়ারে বসে পড়ল। তবে তার মুখটা আগের চেয়ে এখন যেন একটু বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছিল। মিস জোয়ানা ফার্লে তার দিকে কেমন সহানুভূতির চোখে তাকাল। মনে হলো, এক পলকে চোখে চোখে তাদের কি যেন কথা হয়ে গেল।

পোয়ারোর দৃষ্টি এড়াল না।

হুগো কর্নওয়ার্দি বয়সে তরুণ। তার ওপর দেখতে সুপুরুষ। স্বভাবতই জোয়ানার মতো সুন্দরী যুবতীর একটু দুর্বলতা থাকতেই পারে। তাই সেটা হয়তো কোনো কথার কথা নয়। যাইহোক, আপাতত হুগো জোয়ানার প্রসঙ্গ থাক। পরের কথা পড়ে ভাবা যাবেখন, ভাবল এরকুল পোয়ারো।

ইন্সপেক্টার বারনেটের দিকে ফিরে বলল পোয়ারো, 'হ্যাঁ, মিঃ বারনেট, আপনি যেন কি বলছিলেন? এতগুলো সাক্ষী যেখানে বলতে গিয়ে থেমে গেলেন, মনে হয় কথাটা আপনার অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। তারপর কি বলুন।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কিন্তু মাত্র একটা কারণেই—'

'কি সেই কারণ জানতে পারি?'

'আপনাকে লেখা সেই চিঠিটা', বলে হাসল ইন্সপেক্টার বারনেট। 'ঐ চিঠিটাই কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে, আমার হিসেব গোলমাল করে দিচ্ছে মঁসিয়ে পোয়ারো।'

পোয়ারোও হাসল।

'তাই বুঝি!' বলল পোয়ারো, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, এরকুল পোয়ারো যেখানেই থাকে, সেখানেই একটা খুনের সন্দেহ দেখা দেয়, তাই না মিঃ বারনেট?'

'হ্যাঁ, কথাটা খুবই খাঁটি,' শুকনো গলায় বলল ইন্সপেক্টার বারনেট। 'যাইহোক, তাঁকে সব কিছু পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেবার পর—'

তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠল পোয়ারো, 'এক মিনিট!' তারপর মিসেস ফার্লের দিকে ফিরল সে। 'আচ্ছা মিসেস ফার্লে, বলতে পারেন, আপনার স্বামীকে কেউ কি কখনো হিপনোটাইজ করেছিল বলে মনে হয় আপনার?'

'না, কখনো না।' সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন মিসেস ফার্লে। 'সে রকম বোকা লোক ছিলেন না আমার স্বামী।'

'ভাল কথা', পোয়ারো বলল, 'আমার পরের প্রশ্ন হলো, মিঃ ফার্লে কি হিপনোটিজম সম্বন্ধে কোনো পড়াশোনা করতেন? এ ব্যাপারে তাঁর কি কোনো আগ্রহ ছিল?'

আগের মতোই মাথা নাড়লেন মিসেস ফার্লে। 'আমার তা মনে হয় না। কিংবা থাকলেও আমার অন্তত জানা নেই।'

তারপর হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই ভদ্রমহিলার সযত্ন-রক্ষিত আত্মসংযমের সুদৃঢ় বাঁধটা যেন ভাবাবেগের প্রবল বন্যায় রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ল। তাঁর দু'চোখে অশ্রুর বাদল নামল। কান্নাভেজা ভাঙ্গা ভাঙ্গা করুণ কণ্ঠে তিনি বলতে শুরু করলেন, 'ঐ অভিশপ্ত স্বপ্নটাই এই শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী। অশুভ শক্তির প্রভাব যে কি দুর্নিবার, সেই বোঝে যার ওপর সেই প্রভাবটা চেপে বসে। ভেবে দেখুন আপনারা, কি দুঃসহ যন্ত্রণাই না সহ্য করতে হয়েছিল ওঁকে। রাতের পর রাত সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটাই ক্ষুধিত নেকড়ের মতো ওঁর ঘুমের গুহায় হানা দিয়ে গেছে! এই পরিস্থিতিতে ওঁর মানসিক অবস্থা কি হতে পারে? আমার তো মনে হয়, একজন সুস্থ মানুষ, যে কারণেই হোক, ধরুন অসুস্থতার জন্যই হোক, রাতের পর রাত যদি তার সে চোখের পাতা দুটো এক করতে না পারে তার পরিণতি কি হতে পারে? এ রকম কেস আমরা প্রায়ই শুনতে পাই, অমুক লোক ক্রমাগত রাত্রি জাগরণের ফলে বেচারা শেষে পাগল হয়ে গেছে, কিংবা আত্মহত্যা করেছে তাই এক্ষেত্রে আমার কি মনে হয় জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'কি মিসেস ফার্লে?'

'তীব্র মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি হয়তো অবশেষে আত্মহননের কথাটাই বেছে নিলেন।'

বেনেডিক্ট ফার্লের কথা মনে পড়ে গেল পোয়ারোর।

"সত্যি সত্যি আমি যা করতে চাই, এবার আমার সেই কাজটা সমাধা করতে যাচ্ছি। আমি আমার জীবনের ইতি টানতে যাচ্ছি।"

কথাটা মনে হতেই পোয়ারোর চিন্তায় বাধা পড়ল। রাত্রি জাগরণে মানুষ সময় সময় পাগল হয়ে যেতে পারে, কিংবা খিটখিটে মেজাজের হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কেউ যে আত্মহত্যা করতে পারে, এ কথা ঠিক মেনে নিতে পারছে না সে। আর এখানেই অন্যদের মতামতের সঙ্গে একমত হতে পারছে না সে। এব্যাপারে কারোর যুক্তিই

তেমন যুৎসই বলে মনে হচ্ছে না তার। একটা কথাই তার কেবল বার বার মনে হচ্ছিল, যদিও মিঃ ফার্লে নিজেও তাকে বলেছিলেন, কিংবা এও বলা যেতে পারে যে, তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—"এ ভাবে বেঁচে থাকা যায় না। কোন এক অশুভ শক্তি এসে আমার রাতের ঘুমের গুহায় হানা দেবে, আমার দেহ-মন অবশ করে দেবে, আর আমি ঘুমোতে না পেরে পাগলের মতো ছটফট করব, কতদিন তা সহ্য করা যায়? এর ইতি টানা দরকার। আর এখনি। সেই ইতি টানার অর্থ একটাই—আত্মহনন!" মিঃ ফার্লে যখন কথাগুলো বলছিলেন, শুনতে শুনতে পোয়ারোর মনে হচ্ছিল, মনে হয়, এ যেন তাঁর মনের কথা নয়, কেউ যেন তাঁর মুখ দিয়ে কথাগুলো বলছিল, কেউ যেন তাঁকে প্ররোচিত করছিল তাঁকে আত্মহননের পথে এগিয়ে যেতে। তাই তখনো তার মনে হয়েছিল, আবার আজও মনে হচ্ছে, তিনি যদি সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করে থাকেন, নিজের ইচ্ছেয় করেননি। তাঁর এই কাজের পিছনে কেউ হয়তো কলকাঠি নেড়ে মৃত্যুর পথে তাকে ঠেলে দিয়ে থাকবে আড়াল থেকে। কিন্তু তাই যদি হয়, এখন দেখতে হবে সেই অদৃশ্য মানুষটি কে, কে হতে পারে? মিঃ ফার্লে আত্মহত্যা করলে তার কি লাভ হতে পারে সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে বৈকি! ভাবল পোয়ারো।

আপাতত পোয়ারো তার চিন্তাটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এবার সে সরাসরি মিসেস ফার্লের দিকে ফিরে তাকাল।

'মিসেস ফার্লে, আপনার স্বামী যে আত্মহত্যা করতে পারেন, এমন সন্দেহ কি কখনো আপনার মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল?'

'না, তবে—'

'তবে কি মিসেস ফার্লে?' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল পোয়ারো, 'থামলেন কেন বলুন—'

'তবে—' মিসেস ফার্লে তাঁর কথার জের টেনে আবার বললেন :'

'তাঁর চালচলন মাঝে মাঝে কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হতো! মানে ঠিক স্বাভাবিক আচরণ বলে মনে হতো না।'

এদিকে জোয়ানা ফার্লে ফুঁসে উঠল, তার কথাগুলো খুবই স্পষ্ট বলে মনে হলো, '—না, আমার বাবা কখনই আত্মহত্যা করতে পারেন না! সেরকম মানুষই নন তিনি। নিজের সম্পর্কে সব সময়েই যথেষ্ট সচেতন থাকতেন তিনি। সেই মানুষ কি কখনো আত্মহত্যা করতে পারেন? অসম্ভব! তাঁর সম্পর্কে এ রকম একটা বাজে ধারণা করা শুধু অবাস্তবই নয়, একটা মিথ্যের বেসাতি বই কিছু নয়!'

এবার স্টিলিংফ্লীট মুখ খুলল, 'জানেন মিস ফার্লে, কারুর বাহ্যিক আচার-আচরণ থেকে তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা আছে কিনা—এ বিচার সব সময় করা যায় না, আর এ ব্যাপারে অন্য কারোর মতের সঙ্গে মিল নাও হতে পারে। ডঃ স্টিলিংফ্লীট তার এই মন্তব্যের সমর্থনে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরো বলল,'আর এই কারণেই কোনো কোনো আত্মহত্যার ঘটনা আশ্চর্য রকমের অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। আরো

একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আগে থেকে তার সামান্য আভাষও কেউ কল্পনা করতে পারে না। ধরে নিলাম, আত্মহত্যা করব বলে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কেউ তা করে না, কারণ তা করলে তার আত্মহত্যা করা আর সম্ভব নয়, তাকে সেই কাজ থেকে বিরত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এর ফলে তার আর আত্মহত্যা করা হয়ে ওঠে না। কিন্তু আবার এ কথাও ঠিক যে, যেমন প্রবাদ আছে কেউ আত্মহত্যা করার আগে কার্যত পাগল হয়ে যায়। কথাটা খাঁটি সত্য। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ কি তার সুন্দর জীবন নষ্ট করতে পারে? অর্থাৎ জ্ঞানত কেউ সাধারণত নিজেকে হত্যা করে না। অর্থাৎ কেবল অজ্ঞান অবস্থায় কিংবা হঠাৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে মানুষ নিজেকে খতম করে ফেলে। অতএব—'

তাকে বাধা দিয়ে পোয়ারো বলে উঠল, 'ডঃ স্টিলিংফ্লীট, একটা কথা ভুললে চলবে না, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মিঃ বেনেডিক্ট ফার্লের মধ্যে পাগলামির কোনো লক্ষণই কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। এবং আপনিও নন, নাকি আপনি লক্ষ্য করেছিলেন?'

'না, হ্যাঁ মানে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—'

'বোঝা—না বোঝার কি আছে এতে? কারোর পাগলামোর লক্ষণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না, কিংবা পাখি পড়ানোর মতো বুঝিয়েও দিতে হয় না। এটা অনুভবের ব্যাপার, এটা অনুভূতি দিয়ে বোঝার ব্যাপার। এর জন্য চাই একটা বাড়তি মানসিকতা, এর জন্য চাই স্নায়ুকোষগুলো সচল রাখা। সে যাইহোক', এখানে একটু থেমে কাজের প্রসঙ্গে ফিরে এলো পোয়ারো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পোয়ারো। 'যদি অনুমতি দেন,' বলল পোয়ারো, 'এই বিয়োগান্ত ঘটনা যেখানে ঘটছে মানে অকুস্থলটা আমি নিজের চোখে দেখে আসতে চাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখতে পারেন—'

ডঃ স্টিলিংফ্লীট পোয়ারোকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো দোতলায়।

বেনেডিক্ট ফার্লের বসবার ঘরটার পাশে তাঁর সেক্রেটারির ঘরের থেকে অনেক বড়। ঘরের সারা মেঝেটা পুরু কার্পেট দিয়ে মোড়া। চামড়ায় মোড়া হাতলওয়ালা চেয়ার, সৌখিন ও বিলাসবহুল আসবাবপত্র ঘরের বাড়তি শোভাবর্ধন করার পক্ষে যথেষ্ট। তারই মাঝে একধারে একটা বিরাট লেখার টেবিল।

ঘরের ভেতরটা সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় একবার দেখে নিল পোয়ারো। তারপর গুটি গুটি পায়ে টেবিলটা পেরিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল সে। জানালার ঠিক নিচে দামী কার্পেটের ওপর চাপ চাপ কালচে দাগ পড়ে থাকতে দেখল সে। দাগটা যে টাটকা রক্তের সেটা বুঝে নিতে অসুবিধে হলো না তার। তার মনে পড়ল, হ্যাঁ যেন সেই ক্রোড়পতি বেনেডিক্ট ফার্লে তাকে বলছেন : 'ঠিক তিনটে বেজে আটাশ মিনিটের সময় আমি ঐ টেবিলের ডান দিকে নিচের ড্রয়ারটা থেকে

আমার গুলিভরা রিভলবারটা বার করে জানালার ধারে চলে আসি, রিভলবারে আগে থেকেই গুলি ভরে রেখেছিলাম। তাই কোনো তাড়াহুড়ো ছিল না, ঠাণ্ডা মাথায় অতি ধীর স্থিরভাবে রিভলবারটা হাতে তুলে নিলাম।

আর তারপর—হ্যাঁ তারপর নিজেকে গুলিবিদ্ধ করলাম।'

ঠিক এইরকম একটা চিত্র যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ফার্লের শঙ্কাতুর কণ্ঠস্বর নিজের কানে শোনেনি সে। তবু মনে হলো, তার প্রতিধ্বনি বুঝি তার কানে বাজছে এখনো। হ্যাঁ, মনে হলো যেন এখনি তিনটে আটাশ ঘড়িতে নির্দেশিত হচ্ছিল।

আপন মনে মাথা দোলাল পোয়ারো। হ্যাঁ, সে যদি মৃত্যুর সময় কার্লের সামনা-সামনি থাকত তাহলে ঠিক এই রকমই দৃশ্য আর সেই সঙ্গে তাঁর সেই ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেত সে। সেই সময় সে যদি হাজির থাকত, সে কি তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারত, এ কথাও ভাবল পোয়ারো। একেই বলে নিয়তি! ভদ্রলোক তাঁর আশঙ্কার কথা সব খুলে বললেন সেদিন তাঁকে, কিন্তু একবারও তিনি বললেন না, তাঁর আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় আছে কিনা! কি অদ্ভুত মানুষ তিনি! তিনি তাকে ডেকে আনলেন তাঁর সমস্যার কথা বলার জন্য। কিন্তু সমাধানের পথ সে বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার কথা চাপা দিয়ে কেমন নির্বিবাদে বললেন, ‘‘এখানেই আমার বক্তব্যের ইতি টানছি, আপনার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই আমার আসন্ন বিপদের মোকাবিলা করতে পারব। আপনি এখন যেতে পারেন। আর দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, কথাটা যেন পাঁচকান হয়ে না যায়। আমি কেবল আপনাকেই আমার আশঙ্কার কথা বললাম। যদি সেই আশঙ্কার কথা অন্য কারোর মুখে শুনি, তাহলে বুঝব, এর জন্য দায়ী আপনি, হ্যাঁ আপনিই!’’

ফার্লে একরকম জোর করেই আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন—আমি তাঁর আশঙ্কার কথা অন্য কারোর কাছে প্রকাশ করব না। কিন্তু এ রকম প্রতিশ্রুতি তো আমি আমার কত মক্কেলকেই না দিয়েছি এর আগে, নিজের মনে পোয়ারো মাথা নাড়ল। কিন্তু তারা যা বলে যায় সে যত অপ্রিয়ই হোক না কেন, প্রকাশ করাটা তার একান্ত কর্তব্য বলেই মনে করে। এবং এক্ষেত্রেও বিশেষ করে এই মুহূর্তে, কার্লের ব্যক্তিগত জীবনের একটা বিশেষ দিক সম্বন্ধে সে নীরব থাকতে পারে না কখনোই। অন্তত তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু প্রকাশ না করলে পুলিশী তদন্ত ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। একজন গোয়েন্দা হিসেবে এই অনিয়ম বরদাস্ত করতে পারবে না সে।

কথাটা মনে হতেই বর্তমানে ফিরে এলো এরকুল পোয়ারো।

ডঃ স্টিলিংফ্লীটের দিকে ফিরে বলল সে, ‘জানালাটা ঠিক এই ভাবেই খোলা ছিল নাকি—’

‘হ্যাঁ, এই ভাবেই খোলা ছিল’, মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল ডঃ স্টিলিংফ্লীট, ‘তবে ঐ পথ দিয়ে কারোর ভেতরে ঢোকার সম্ভাবনা থাকার তো কথা নয়!’

'তাই বুঝি!'

তার কথাটা নিজে যাচাই করে নিতে চায় পোয়ারো। তার ঐ এক স্বভাব, পরের মুখে ঝাল খেতে চায় না সে, সব কিছু নিজে দেখে-শুনে নেওয়াটাই তার অভ্যাস, তার জন্য তাকে যত অপ্রিয় হতে হোক না কেন, পরোয়া করে না সে।

তাই সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে মাথা ঝোঁকালো। দেখল সে, নিচে কোনো কার্নিশ কিংবা ঐ জাতীয় কোনো কিছুর বালাই নেই। সিমেন্ট বাঁধানো মসৃণ দেওয়াল সোজাসুজি নিচের দিকে নেমে গেছে। জানালার কাছাকাছি দেওয়াল সংলগ্ন কোনো পাইপও তার নজরে পড়ল না, যার সাহায্যে ওপরে উঠে আসা যায়। শুধু তাই নয়, পোয়ারোর মনে হলো, এই মসৃণ পথ দিয়ে মানুষ দূরে থাক, এমন কি একটা বেড়ালেরও অনুপ্রবেশ সাধ্যাতীত। জানালার ঠিক বিপরীত দিকে কারখানার নিরেট দেওয়াল সমগ্র দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করে খাড়া ওপরের দিকে উঠে গেছে। আর তার মধ্যেও কোনো ফাঁক ফোকর বলতে কিছু নেই।

পোয়ারো তার পর্যবেক্ষণ সমাধা করার পর ফিরে তাকাতেই ডঃ স্টিলিংফ্লীটের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর ধ্বনিত হতে দেখা গেল : 'মঁসিয়ে পোয়ারো, সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন, মিঃ ফার্লের মতো একজন ক্রোড়পতি যে নিজের ব্যবহারের জন্য এমন একটা অফিস ঘর পছন্দ করতে পারেন, সেটাই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। দেখুন আপনি, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে মনে হয়, জেলের কম্পাউন্ড থেকে যেন দূরের আকাশ দেখছি?'

'হ্যাঁ, তা যা বলেছেন!' মাথা নেড়ে সায় দিল পোয়ারো। তারপর হাত কয়েক তফাতে জানালার বাইরে নিরেট ইঁটের দেওয়ালটার দিকে তাকাল সে।

'আমার কি মনে হয় জানেন ডঃ স্টিলিংফ্লীট, এ কেসের ব্যাপারে এই দেওয়ালটার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

ডঃ স্টিলিংফ্লীট চকিতে পোয়ারোর দিকে ফিরে তাকাল, তার দু'চোখে এক রাশ কৌতূহল।

'মানে আপনি কি', বলল ডঃ স্টিলিংফ্লীট, 'মনের ওপর এর প্রভাব পড়ার কথা বলতে চাইছেন?'

তখনি উত্তরটা দিল না পোয়ারো। অলস ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল সে। তারপর টেবিলের ওপর থেকে একটা লম্বা লোহার চিমটে তুলে নিল সে। আর অতি সতর্কতার সঙ্গে সেই চিমটের সাহায্যে কার্পেটের ওপর থেকে একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে বাজে কাগজের বাক্সটির মধ্যে ফেলে দিল।

পোয়ারোর কাজের ধারা পছন্দ হলো না ডঃ স্টিলিংফ্লীটের। তার কথায় ঈষৎ বিরক্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'জানি না কখন যে আপনার এই সব টুকিটাকি কাজ শেষ হবে...'

তার সেই অসহিষ্ণুতায় কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই পোয়ারোর। তার কথাটা যেন পোয়ারোর কর্ণগোচর হয়নি, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'সত্যিই পরিকল্পনাটা খুবই অভূতপূর্ব', আর তারপরেই হাতেধরা চিমটেটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে স্টিলিংফ্লীটের দিকে তাকাল সে। তার চোখে এখন হাজারো প্রশ্ন।

পোয়ারোর মনের কথা বুঝতে পেরে ডঃ স্টিলিংফ্লীট জিজ্ঞেস করল, 'মনে হচ্ছে আপনার মনে কোনো প্রশ্ন জেগেছে?'

'হ্যাঁ, একটা নয় হাজারো প্রশ্ন', পোয়ারো বলল, 'তবে এই মুহূর্তে যে প্রশ্নের উত্তরটা আমার জানা একান্ত দরকার সেটা হলো—'

'কি সেটা মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'মিঃ ফার্লের মৃত্যুর সময় মিস এবং মিসেস ফার্লে কোথায় ছিলেন বলতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই!' একটু সময় মনে করবার চেষ্টা করল স্টিলিংফ্লীট। তারপর যেন খেয়াল হয়েছে এমনি ভঙ্গি করে বলল সে অতঃপর, 'এই ঘরের ঠিক ওপরে মিসেস ফার্লে তাঁর নিজের ঘরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আর মিস ফার্লের ঘর একেবারে ওপরতলায়। আর্ট স্কুলের ছাত্রী। তাঁর ঘরের পাশেই একটা স্টুডিও আছে। তিনি তখন তাঁর স্টুডিওয় বসে ছবি আঁকার কাজে ব্যস্ত ছিলেন।'

'তাই বুঝি!'

দু'-এক মিনিট নীরব থেকে অলস ভঙ্গিমায় টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে বিলি কাটল পোয়ারো। তারপর একসময় সে আবার মুখ খুলল :

'দেখুন, আমি একবার মিস ফার্লের সঙ্গে নিজে কথা বলতে চাই। আপনার কি মনে হয় তাঁকে দু'-এক মিনিটের জন্য এ ঘরে ডেকে আনা সম্ভব হবে?'

'আপনি যা মনে করেন।'

'স্টিলিংফ্লীটের চোখে কৌতূহলের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা গেল। তবে আর কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

মিনিটখানেক পরেই ভেজান দরজা ঠেলে জোয়ানা ফার্লে এসে ঘরে প্রবেশ করল।

'শুনুন মাদামোয়াজেল, আমি আপনাকে অসময়ে এখানে ডেকে এনে কোনো অসুবিধেয় ফেললাম না তো?'

'না, না, একেবারেই না!'

'ধন্যবাদ!'

কয়েক মুহূর্ত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল পোয়ারো। তাতে বোধহয় একটু অস্বস্তি বোধ করল জোয়ানা। আর সেই অস্বস্তিবোধটা কাটানোর জন্য শেষে বলে ফেলল সে : 'হ্যাঁ, আপনি কেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'ও হ্যাঁ,' সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল পোয়ারো, 'আমি আপনাকে দু'-একটা প্রশ্ন করতে চাই মাদামোয়াজেল, হয়তো তাতে আপনি বিরক্ত হবেন!' পোয়ারোর কণ্ঠস্বরে বিনয়ের সুর ধ্বনিত হলো।

জোয়ানার চোখের তারায় শান্ত শীতল ছায়া কাঁপতে থাকে।

আর তেমনি ঠাণ্ডা গলায় নম্র সুরে বলল সে, 'না, না, বিরক্ত হতে যাব কেন? প্রয়োজন মনে করলে আপনি আমাকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন, তাতে আমি একটুও বিরক্ত হবো না। বরং খুশি মনেই আমি আপনার সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেব। অবশ্য উত্তরগুলো আমার জানা থাকলে তবেই—'

'আর তবেই মানে?'

'আমি সবজান্তা নই, বুঝতে পারছেন', বলে মৃদু হাসল জোয়ানা।

কিন্তু আমার প্রশ্নগুলো খুব একটা কঠিন কিংবা আপনার অজানা নয় বলেই আমার ধারণা। তাছাড়া আপনার অজানা প্রশ্ন আমি করতে যাবই বা কেন বলুন?' জোয়ানার চোখে চোখ রাখল পোয়ারো। 'কাউকে ঠকানো কিংবা বেকায়দায় ফেলা আমার কাজ নয়। আমার কাজ হলো সত্যকে উদ্ঘাটন করা।'

'সত্যি সত্যি কি এই কেসের সত্যকে আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন মঁসিয়ে পোয়ারো?' জোয়ানার চোখে গভীর সংশয়।

'কেন পারব না। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে, আপনি কি উত্তর দেন তার ওপর।'

'তাই নাকি?' আবার দু'চোখে আগের মতো গভীর বিস্ময় নিয়ে পোয়ারো এবার কোনো ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করল :

'আপনার বাবা যে তাঁর টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে একটা গুলিভরা রিভলবার সব সময় রেখে দিতেন, সে খবর কি আপনি জানতেন?'

ঘাড় নাড়ল জোয়ানা।

'না, আমার জানা নেই', বলল জোয়ানা। 'আপনার পরবর্তী কোনো প্রশ্ন আছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই আছে', বলল পোয়ারো। 'এবার মনোযোগ সহকারে আমার প্রশ্নটা শুনুন, তারপর ভেবে চিন্তে উত্তর দেবেন।'

'বেশ। কি জানতে চান বলুন!'

'আপনার বাবার মৃত্যুর সময় আপনি এবং আপনার মা কোথায় ছিলেন?' বলল পোয়ারো, 'শুনেছি, উনি আপনার নিজের মা নন, সৎমা, আমি ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ উনি আমার সৎমাই বটে। ওঁর নাম লুইসি ফার্লে, আমার বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। আমার থেকে মাত্র দু'বছরের বড় উনি। হ্যাঁ, আপনি যেন কি জিজ্ঞেস করছিলেন তখন?' বলল জোয়ানা।

'গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার আপনারা দু'জনে কোথায় ছিলেন? মানে বৃহস্পতিবার রাত্রে।'

কয়েক মিনিট ভ্রূ কুঁচকে কি যেন চিন্তা করল জোয়ানা।

'বৃহস্পতিবার? দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটু চিন্তা করতে দিন...গত বৃহস্পতিবার তো? আমরা যেন কোথায় ছিলাম?' আরো কিছুক্ষণ চিন্তা করে জোয়ানা বলল অবশেষে, 'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। আমরা সবাই থিয়েটারে গিয়েছিলাম। ''দ্য লিটল ডগ লাফড্'' নাটক দেখতে।'

'আপনার বাবা নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে যাবার প্রস্তাব করেননি?'

'না, না, তিনি কখনো এ সব থিয়েটার নাটক দেখতে যেতেন না।'

'তা সন্ধ্যাবেলাটা তাঁর কিভাবে কাটত?'

'কেন, তিনি তাঁর কাজ নিয়ে থাকতেন', বলল জোয়ানা। 'এ ঘরে বসে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকতেন তিনি।'

'তিনি কখনও কোথাও যেতেন না?'

'না...'

'কেন, কারোর সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা করতেন না তিনি?'

পোয়ারোর দিকে সরাসরি তাকাল জোয়ানা। বেশ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভাল করে নিরীক্ষণ করল সে। সে তখন মনে মনে ভাবছিল, এই বহিরাগত ভদ্রলোককে তাদের পারিবারিক জীবনের কথা বলা যায় কিনা, কিংবা বলাটা শোভনীয় কিনা। এরকুল পোয়ারোর নাম সে শুনেছে অনেক। ওঁকে মনের কথা বলা যায়। ওঁকে বিশ্বাস করা যায়। উনি তাদের ঘরোয়া কথা অন্যদের কাছে নিশ্চয়ই প্রকাশ করবেন না। তাছাড়া জোয়ানা আর একটা কথাও সেই সঙ্গে—রোগীর যেমন তার চিকিৎসকের কাছে তার রোগ সম্পর্কে কোনো কিছু গোপন করা উচিৎ নয়, অন্তত তার প্রকৃত রোগ নির্ণয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু ব্যক্ত করা উচিত, তেমনি খুনের কেসে প্রয়োজনীয় সব তথ্য প্রকাশ করে দেওয়া উচিত। ভাবল মিস ফার্লে। আর তারপরেই সে আবার সরব হলো :

'আমি আপনাকে সত্য কথাই বলব মঁসিয়ে পোয়ারো', বলল জোয়ানা। 'আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, আমার বাবার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এক ধরনের রূঢ়তার ভাবও ছিল। আর বোধহয় এই কারণেই কেউ তাঁকে বরদাস্ত করতে পারত না। বিশেষ করে তাঁর অতি কাছের লোকেদের কাছে তিনি অত্যন্ত অপ্রিয় ছিলেন।'

'সত্যি মাদামোয়াজেল,' বলল পোয়ারো, 'সত্যি কথাটা আপনি খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারেন।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি শুধু আপনার মূল্যবান সময় সংক্ষেপ করে দিচ্ছি। তাছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।' জোয়ানা আরো বলল, 'আর একটা কারণ হলো, আপনার এই সব প্রশ্নের অর্ন্তনিহিত অর্থটা যে কি হতে পারে, সেটা আমি বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছি। জানেন, আমার সৎমার কথা যদি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে প্রথমেই বলি, আমার বিত্তবান বাবার অর্থের লোভেই তিনি তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। আর আমিও কেন এখানে মুখ বুজে পড়ে আছি জানেন? আমি খোলাখুলিভাবেই বলছি,

সেও ঐ আমার বাবার অর্থ ও সম্পত্তির লোভে। কারণ অন্য কোথাও চলে গিয়ে যে একা-একা একটু শান্তিতে থাকব তারও উপায় নেই, আমার হাত একেবারেই শূন্য। এর ওপর একটি ছেলেকে আমি ভালবাসি। কিন্তু সে খুবই গরীব। আমার বাবা আমাদের প্রেমের ব্যাপারটা জানতেন। মনে হয় আমি তাকে বিয়ে করি তিনি সেটা চেয়েছিলেন—আর এতো খুবই সহজ ব্যাপার, হাজার হোক, আমি তো তাঁর সব অর্থ, বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবো একদিন না একদিন।'

'তার মানে আপনার বাবার সব সৌভাগ্যই আপনার ওপর বর্তাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তবে আমার সৎ-মার জন্য সিকি মিলিয়ন রেখে গেছেন, তাছাড়া তাঁর উইলে আরো কিছু শর্ত ছিল। তবে বাদবাকি সব আমার পক্ষে।' হঠাৎ হেসে উঠল মেয়েটি। 'তাহলে বুঝতেই পারছেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার পক্ষেও আমার বাবার মৃত্যু কামনা করা খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে, তাই না?'

'হুঁ, মাদামোয়াজেল,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে পোয়ারো বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, আপনার বাবার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিরও উত্তরাধিকারিণী হয়েছেন আপনি।'

চিন্তিত মুখে বলল মেয়েটি, 'আমার বাবা যে চতুর ছিলেন তা অনস্বীকার্য, এবং তিনি ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। লোকে অন্ততঃ সেইরকমই জানত। তাঁর নিজস্ব একটা ক্ষমতা ছিল—অন্যকে নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তাতে কিই বা লাভ হলো? সবই তো বৃথা হলো, শুধুই তিক্ততা—তাঁর মধ্যে সাধারণ মানবিক গুণাবলীর অভাব বড়ই প্রকট ছিল...'

নরম সুরে বলে উঠল পোয়ারো, 'হায় ঈশ্বর! আমি কি অসম্ভব রকমের বোকা!'

জোয়ানা ফার্লে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল চলে যাওয়ার জন্য। তারপর পোয়ারোর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আপনার আর কিছু জানার আছে?'

'আরো দুটো ছোট ছোট প্রশ্ন আছে। এই লোহার চিমটেটা', টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল পোয়ারো, 'সব সময়েই কি এটা টেবিলের ওপর পড়ে থাকে?'

'হ্যাঁ, জিনিসপত্র তোলার জন্য বাবা ওটা ব্যবহার করতেন', বলল জোয়ানা। 'ঘরগুলো নোংরা থাকা বাবা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না।'

'আর একটা প্রশ্ন', পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বাবার দৃষ্টিশক্তি কি স্বাভাবিক ছিল?'

জোয়ানা স্থির চোখে তাকাল পোয়ারোর দিকে।

'ওহো, না—তিনি একেবারেই দেখতে পেতেন না। চোখে চশমা ছাড়া সব কিছুই ঝাপসা বলে মনে হতো। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি খারাপ ছিল।'

'কিন্তু চশমা পরে—'

'হ্যাঁ, চশমা পরে দেখতে তাঁর কোনো অসুবিধা হতো না।'

'খবরের কাগজ আর সূক্ষ্ম লেখা পড়তে পারতেন তিনি?'

'ওহো, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পড়তে পারতেন।'

'ব্যাস এই পর্যন্ত মাদামোয়াজেল', বলল পোয়ারো, 'আমার আর কিছু জানার নেই। আপনি এখন যেতে পারেন। তবে পরে প্রয়োজন হলে আশাকরি সহযোগিতা করবেন।'

'ওহো, অবশ্যই করব বৈকি!'

এরপর আর দাঁড়াল না জোয়ানা। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

জোয়ানা ফার্লের গমনপথের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো পোয়ারো বসে রইল অনেকক্ষণ। তার মাথায় তখন নানান চিন্তা। একটা চিন্তার জট খুলতে না খুলতেই আর একটা চিন্তার উদয় হয়, সেই চিন্তার একটা সমাধান করতেই আবার একটা নতুন চিন্তা। সম্পূর্ণ নতুন সেই চিন্তা, যার সঙ্গে আগের আগের চিন্তাগুলোর কোনো মিল নেই, সঙ্গতি নেই এই কেসের সঙ্গে। তবে মন দিয়ে চিন্তা করলে পোয়ারো ঠিক বুঝতে পারত। সব চিন্তাগুলো যদি একত্রিত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, সেগুলো যেন একই সূত্রে বাঁধা। প্রতিটি চিন্তা যেন এ ওর পরিপূরক, একটা বাদ দিলে সবগুলোই তখন অসমাপ্ত বলে মনে হবে। তাই সে কোনো চিন্তাই বাদ দিতে চাইল না। প্রতিটি চিন্তা এবং তার সমাধানগুলো লুকিয়ে রাখতো সে তার স্নায়ুর নাগপাশে সাজিয়ে রেখে। তার ইচ্ছে, যখনই প্রয়োজন হবে তখনি সে তার স্মৃতির ভাণ্ডারে হানা দেবে, এবং সমাধানের সূত্র খুঁজে বার করবে।

সমাধানের সূত্রের কথা মনে হতেই হঠাৎ তার একটা সম্ভাবনার কথা মনে পরে গেল এবং সে তার চুল ছিঁড়তে শুরু করল, নিজেই নিজের ওপর দোষরোপ করতে থাকল।

নিজে মনে মনে বিড়বিড় করে সে বলে উঠল : 'উঃ আমি কি বোকা! সত্যিই আমি যেন জন্ম-বোকা! সারাক্ষণই জিনিসটা আমার চোখের সামনে পড়ে রয়েছে, অথচ একবারের জন্যও সেদিকে আমার নজর পড়েনি। এত সামনে পড়ে আছে বলেই কি নজরে পড়েনি?'

পোয়ারো আর একবার জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে নিচের দিকে তাকালো। নর্থওয়ে হাউস আর কাছারি বিল্ডিংয়ের মাঝ বরাবর সরু একটা প্যাসেজ। প্যাসেজের মাঝামাঝি কালো রঙের একটা বস্তু এবার তার এতক্ষণে নজরে পড়ল।

এরকুল পোয়ারো তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মাথা দোলালো। তার চোখে মুখে একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসি। এবং এবার সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো।

অন্যেরা লাইব্রেরির ঘরে তখনো অপেক্ষা করছিল।

বেনেডিক্ট ফার্লের সেক্রেটারী হুগো কর্নওয়ার্দির উদ্দেশ্যে পোয়ারো বলল :

'মিঃ কর্নওয়ার্দি, আপনি একটু স্মরণ করে আমাকে বিস্তারিতভাবে বলবেন, কখন

কি পরিবেশে মিঃ ফার্লে আমার কাছে চিঠি পাঠাবার নির্দেশ দেন? দয়া করে কোনো ঘটনাই যেন বাদ না যায়। আর একটা কথা, চিঠির বয়ানটাও কি তিনি আপনাকে যথাযথ বলে দিয়েছিলেন?'

'আমার যতদূর মনে পড়ছে, বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তিনি আমায় ওই চিঠিটা টাইপ করবার নির্দেশ দেন।'

'চিঠিটা ডাকে দেওয়ার ব্যাপারেও কি বিশেষ কোনো নির্দেশ ছিল?'

'তিনি আমাকে নিজে হাতে চিঠিটা ডাকে দিতে বলেছিলেন।'

'আর আপনিও তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন?'

'হুঁ।'

'আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও কি খানসামাকে কোনো রকম ব্যক্তিগত নির্দেশ দেওয়া ছিল?'

'হ্যাঁ, তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি যেন খানসামা হোমসকে ডেকে দিই। আগামীকাল সন্ধে সাড়ে-ন'টায় এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তিনি নির্দেশ দেন, হোমস যেন তাঁকে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করে। আর তাঁকে যে চিঠিটা পাঠানো হয়েছে সেটাও যেন দেখতে চায় সে।'

'এ ধরনের নির্দেশ কিন্তু খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। মনে হয় সাবধানতার মাত্রাটা অশোভনভাবে বেশি, আপনার কি মনে হয়?'

কাঁধ ঝাঁকাল কর্নওয়ার্দি।

'মিঃ ফার্লে', সতর্কতার সঙ্গে বলল সে, 'নেহাতই একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ, এবং সেটাই অস্বাভাবিক।'

'আর কোনো নির্দেশ ছিল মিঃ ফার্লের?'

'হ্যাঁ, তিনি আমাকে ঐ সন্ধ্যাটা ছুটি নিতে বলেছিলেন।'

'তা আপনিও নিশ্চয়ই সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, সেদিন সন্ধ্যায় নৈশভোজের পরই আমি সিনেমা দেখতে চলে যাই।'

'আপনি কখন ফিরে আসেন?

'তা প্রায় সওয়া এগারোটা নাগাদ।'

'সেদিন কি মিঃ কার্লের সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়েছিল?'

'না।'

'পরের দিন সকালেও কি তিনি আপনাকে এ বিষয়ে কিছু বলেননি?'

'না।'

এখানে একটু থামল পোয়ারো। তারপর আবার শুরু করল সে, 'আমি যখন এখানে এসে পৌছই, তখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি।'

'না। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি যেন হোমসকে নির্দেশ দিই, আপনাকে যেন

সোজাসুজি আমার ঘরেই নিয়ে যাওয়া হয়। মিঃ ফার্লে সেখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন।'

'কেন এই ব্যবস্থা? আপনি কিছু জানেন?'

কর্নওয়ার্দি মাথা দোলাল।

'আমি তাঁর কোনো নির্দেশ সম্বন্ধে কখনো কোনো প্রশ্ন করি না, সেদিনও করিনি। কারণ কি জানেন, তাঁর মুখের ওপর যে কোনো কথা বললে তিনি খুবই বিরক্ত হতেন। এই কারণেই এসব ব্যাপারে সব সময়েই নীরব থাকতাম।'

'তিনি কি সচরাচর তাঁর নিজের ঘরেই আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতেন?

'সাধারণত, তবে সব সময় নয়। যেমন কখনো কখনো আমার ঘরেও আপনাদের বসানোর ব্যবস্থা হতো।'

'এর পেছনেও কি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল?'

হুগো কর্নওয়ার্দি কয়েক মুহূর্ত মনে মনে কি যেন চিন্তা করল।

'না, আমার তা মনে হয় না। তবে ব্যাপারটা নিয়ে কোনো দিন তেমন করে ভেবে দেখিনি।'

পোয়ারো এবার মিসেস ফার্লের দিকে ফিরে তাকাল:

'ম্যাডাম, আপনাদের খানসামা হোমসকে ডেকে দেবেন, তার সঙ্গে আমি একবার কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চয়ই মঁসিয়ে পোয়ারো, এখুনি আমি তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।' এই বলে বেল টিপলেন মিসেস ফার্লে।

অভিজ্ঞ খানসামার মতোই সঙ্গে সঙ্গে পর্দা ঠেলে উঁকি দিল হোমস।

'ম্যাডাম, আপনি আমাকে ডেকেছেন?'

মিসেস ফার্লে ইঙ্গিতে পোয়ারোকে দেখিয়ে দিলেন। বিনীত ভঙ্গিমায় পোয়ারোর দিকে ফিরে তাকাল হোমস। 'হ্যাঁ স্যার বলুন কি জানতে চান?'

'আচ্ছা হোমস, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমি যখন এখানে আসি তখন তোমার প্রতি কি নির্দেশ দেওয়া ছিল বলো তো?'

হোমস তার গলা পরিষ্কার করে বলল :

নৈশভোজের পর মিঃ কর্ণওয়ার্দি আমাকে বলেন, রাত সাড়ে-ন'টা নাগাদ মিঃ এরকুল পোয়ারো নামে এক ভদ্রলোক আসবেন মিঃ ফার্লের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আরো বলেন ভদ্রলোককে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছে। তিনিই যে মিঃ এরকুল পোয়ারো সেটা জানবার জন্য তাঁকে দেওয়া সেই চিঠিটা যেন আমি দেখতে চাই। তারপর আমি তাঁকে পথ দেখিয়ে মিঃ কর্নওয়ার্দির ঘরে নিয়ে যাবো।'

'তোমার মনিব কি এমন কোনো নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবার আগে তোমাকে দরজায় নক্ করতে হবে?'

পোয়ারোর প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেল খানসামা। তার চোখে মুখে ফুটে উঠল একটা ভয়ঙ্কর বিপন্ন অভিব্যক্তি।

'হ্যাঁ, সেটা ছিল মিঃ ফার্লের একটা স্থায়ী নির্দেশ। কোনো নবাগত আগন্তুককে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার আগে সব সময়ই দরজায় নক্ করাটাই একটা প্রথা বা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের কাছে। তবে এ কথা ঠিক যে, তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই থাকত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের, ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাঁরা।'

'হ্যাঁ, সেটাই আমাকে বিস্মিত করেছিল!' বলল পোয়ারো, 'আমার সম্পর্কে তিনি আর কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন?'

'না স্যার। মিঃ কর্নওয়ার্দি বেরিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে কেবল এই ক'টি নির্দেশ দিয়ে যান।'

'তা তখন সময় ক'টা?'

'ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি ছিল স্যার।'

'আমি আসার আগে পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে?

'কিচেনে।'

'কিচেনে?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল পোয়ারো, 'একটু আগে তুমি বললে তোমাদের বাড়ির সবার নৈশভোজ আগেই সারা হয়ে গিয়েছিল, তাহলে কিচেনে তারপর তোমার আর কি কাজ থাকতে পারে?'

'আমার নৈশভোজন সারা হয়নি তখনো।'

'তোমাদের কিচেনটা কোথায়, দোতলায় না একতলায়?'

'দোতলায়।'

'মিঃ ফার্লের ঘর থেকে কত দূরে?'

'দু'খানা ঘরের পাশেই।'

'তার মানে মিঃ কর্নওয়ার্দি চলে যাওয়ার পর দোতলায় তোমার মনিব মিঃ ফার্লের ঘরের সব থেকে কাছে একমাত্র তুমিই ছিলে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তা আজও কি তোমার মনিবের মৃত্যুর সময় কিচেনে ছিলে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'মিঃ কর্নওয়ার্দি তখন কোথায় ছিলেন?'

'তা তো বলতে পারব না', জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে খানসামা হোমস বলল, 'মানে আমি তখন ঠিক তেমন করে নজর দিইনি।'

'কিন্তু তোমার ওপর যে নজর রাখা হয়েছিল, সে কি তুমি জানো?'

'আমি কি করে জানব বলুন। আমার তো জানার কথা নয় স্যার।'

'জানলে তুমি কি করতে?'

'একটু সতর্ক হতাম।'

'কি রকম?'

'আমিও তাহলে পাল্টা নজর রাখতাম।'

'কেন, কেন তুমি পাল্টা নজর রাখতে তার কারণ বলবে?'

হোমস চারদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'সব কথা সব সময় সবার সামনে বলা যায় না স্যার। এখানে দেওয়ালেরও কান আছে, শুনে ফেলতে পারে।'

'বেশ তো, পরে নিরাপদ কোনো এক জায়গায় না হয় শুনব তোমার আশঙ্কার কথা। কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে বলো!'

'আমার কিচেনে', বলল হোমস, 'একটু পরেই কিচেন ফাঁকা হয়ে যাবে। আমার মনে অনেক কথা জমে আছে স্যার। বলে হাল্কা হতে চাই আপনার কাছে। আমিও আর চুপ করে থাকতে পারছি না। আমি কিছু বলতে চাই—'

'আর আমিও যে তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই হোমস।'

'ঠিক আছে, তাই হবে!' মাথা নেড়ে সায় দিল হোমস।

খানসামা হোমস কি সত্যি কথা বলছে? লোকটাকে কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়। কথার মারপ্যাঁচে মনে হয় সে তার দৃষ্টি অন্য পথে সরিয়ে দিতে চাইছে। এর অর্থ কি হতে পারে? কেনই বা সময় নিতে চাইছে সে? তবে কি মিঃ ফার্লের খুন সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু প্রমাণ সরাতে চায় সে। কিন্তু তার মোটিভই বা কি হতে পারে। না কি আত্মহত্যা না হয়ে এটা যদি খুনের কেস হয়, তাহলে সে কি অন্য কারোর হয়ে এই জঘন্য খুনের কাজে অংশ নিয়েছিল? আর কেই বা এই খুনের পিছনে কলকাঠি নেড়েছিল? এতগুলো প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে পাওয়া মুশকিল বলে মনে হলো পোয়ারোর। ধীরে ধীরে এর পর্যালোচনা করতে হবে, একটা একটা করে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করতে হবে। তারপর সব উত্তরগুলো একত্রিত করে একটা নির্দিষ্ট সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে হবে একথাও ভাবল সে।

খানসামা হোমস-এর দিকে ফিরে সে তার প্রশ্নমালার জের টেনে নতুন করে আবার প্রশ্ন করতে শুরু করল।

'আচ্ছা হোমস, তারপরে কি তোমার সঙ্গে মিস ফার্লের আর দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ স্যার, রোজকার নিয়ম মতো আমি ঠিক ন'টার সময় তাঁর জন্য এক গ্লাস গরম জল নিয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর টেবিলের ওপর গরম জলের গ্লাসটা রেখেও আসি।'

'তিনি কি তখন নিজের ঘরেই ছিলেন, নাকি মিঃ কর্নওয়ার্দির ঘরে গিয়েছিলেন?'

'আমি তাঁকে তাঁর ঘরেই দেখেছিলাম স্যার।'

'তা তুমি তাঁকে কি রকম অবস্থায় দেখেছিলে?'

'তিনি তাঁর চেয়ারে বসেছিলেন।'

'ঠিক দেখেছিলে? চেয়ারের পাশে পড়েছিলেন না তো?'

'না। আমি স্পষ্ট তাঁকে তাঁর চেয়ারে বসে থাকতে দেখি।'

'ঘরের মধ্যে তখন অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি?'

'অস্বাভাবিক! অস্বাভাবিক বলতে কি বোঝাতে চাইছেন স্যার?'

'মানে তাঁকে কোনোরকম উত্তেজিত কিংবা ধরো, তুমি তাঁকে তাঁর চেয়ারে বসে থাকতে ঠিকই দেখেছিলে। তারই মধ্যে সেই রকম অস্বাভাবিক কোনো লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলে?'

'না স্যার, সেরকম অস্বাভাবিক কিছু আমার চোখে পড়েনি।'

'আচ্ছা সেই সময় মিস আর মিসেস ফার্লে কোথায় ছিলেন বলতে পার?'

'ওঁরা দু'জনেই তখন থিয়েটারে গিয়েছিলেন স্যার।'

'থিয়েটার থেকে ফিরে এসে মিঃ ফার্লের ঘরে ঢুকতে দেখেছিলে ওঁদের?'

'ঠিক বলতে পারব না স্যার', হোমস বলে, 'আমি তখন কিচেনে ছিলাম।'

'ধন্যবাদ হোমস। আপাতত এতেই আমাদের কাজ চলে যাবে', বলল পোয়ারো। 'তুমি এখন যেতে পারো।'

হোমস অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর ক্রোড়পতি বিধবা মিসেস ফার্লের দিকে তাকাল এরকুল পোয়ারো।

মিসেস ফার্লে উসখুস করছিলেন, কখন তিনি রেহাই পাবেন পোয়ারোর হাত থেকে। পুলিশী ঝামেলা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। তাই ঘন ঘন দরজার দিকে তাকাচ্ছিলেন, ভাবখানা এই যে, কখন পোয়ারো তাঁকে রেহাই দেবে। কখন তার জিজ্ঞাসাবাদের ইতি টানবে।

'এবার আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব মিসেস ফার্লে। প্রথমেই জিজ্ঞেস করছি, আপনার স্বামীর দৃষ্টিশক্তি কি স্বাভাবিক ছিল?'

'না, চশমা ছাড়া কিছুই দেখতে পেতেন না তিনি।'

'তাহলে কি ধরে নেব, তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিল বলছেন আপনি?'

'ও হ্যাঁ, চশমা না থাকলে তিনি সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়তেন। যাকে বলে, তিনি একেবারেই অন্ধ হয়ে যেতেন তখন।'

'আর চশমাও নিশ্চয়ই কয়েক জোড়া ছিল?'

'হ্যাঁ, তা ছিল বৈকি।' মাথা নেড়ে সায় দিলেন মিসেস ফার্লে।'

'আহ্', বলল পোয়ারো। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আর একটা প্রশ্ন করব আপনাকে।'

'আপনি আর মিস ফার্লে তো থিয়েটারে গিয়েছিলেন। তা থিয়েটার থেকে ফেরার পর আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন?'

'না', বললেন মিসেস ফার্লে, 'আমরা সোজা আমাদের যে যার ঘরে চলে যাই।'

'ঠিক আছে।' জোর দিয়ে বলল, 'আমার মনে হয়, এ কেসের সমাপ্তি এখানেই...'

মিসেস ফার্লে তাঁর শেষ জবানবন্দীতে বলেছেন, থিয়েটার থেকে ফিরে তিনি বা

তাঁর কন্যা মিস জোয়ানা ফার্লে মিঃ ফার্লের সঙ্গে দেখা না করেই যে যার ঘরে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেনেডিক্ট ফার্লের ঘর থেকে থিয়েটারের একটা টিকিট পাওয়া যায়। দু'টো টিকিটের মধ্যে একটা...ওঁদের দু'জনের মধ্যে কেউ একজন হয়তো কথা বলে গিয়ে থাকবে। আর সেই একজন কে, কে হতে পারে? মিস নাকি মিসেস ফার্লে। ওঁরা দু'জনেই থিয়েটারে গিয়েছিল। দু'জনেই একসঙ্গে ফিরে এসেছিল। ওদের মধ্যে কে মিঃ ফার্লের ঘরে প্রবেশ করে থাকবে? আর যেই গিয়ে থাকুক না কেন জবানবন্দী দেওয়ার সময় কেউই সত্য ঘটনার কথা বলেনি। কেউ না কেউ মিথ্যে বলেছে। হয় তারা পরস্পরের কোনো অন্যায় কাজ চাপা দেবার চেষ্টা করছে। তা না হলে—এমনও হতে পারে যে, এ ক্ষেত্রে তারা উভয়েই এ ওর কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করতে চাইছে মিঃ ফার্লের ঘরে তারা কেউই প্রবেশ করেনি, সেই কথাটা বলে। তবে—

তবে মনে হয় মিস জোয়ানা ফার্লে এদের থেকে একটু ব্যতিক্রম। একটু আলাদা এই কারণে যে, সে তার বাবাকে খুন করে বাড়তি কিছু লাভ করতে পারবে না, মিঃ ফার্লে তাঁর অধিকাংশ অর্থ, সম্পত্তি তাঁর নামেই লিখে গেছেন তাঁর উইলে। অতএব কেনই বা সে তার বাবাকে হত্যা করতে যাবে? তা ছাড়া মিঃ ফার্লের ঘরে থিয়েটারের মাত্র একটি টিকিটই পাওয়া গেছে। পোয়ারো ভাবে, তার অনুমান যদি সত্যি হয়, যদি এই খুনের সঙ্গে মিস জোয়ানো ফার্লে জড়িত না হয়, তাহলে অবশ্যই ধরে নিতে হয় যে টিকিটটা মিসেস ফার্লেরই। এবং থিয়েটার থেকে ফিরে তিনি তাঁর স্বামীর ঘরে চলে যান। হয়তো কোনো বোঝাপড়া করার জন্য। কিন্তু কিসের বোঝাপড়া?

মিঃ ফার্লে তাঁর উইলে শুধু মিসেস ফার্লের মাসোহারার ব্যবস্থা করে গেছেন, তাঁর অর্থ কিংবা সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করে গেছেন তাঁকে । মিসেস ফার্লে কি সেটা মেনে নিতে পারেননি? তিনি কি মিঃ ফার্লের উইল বদল করতে চেয়েছিলেন! আর তাই কি তিনি এর একটা বোঝাপড়া করার জন্য মিঃ ফার্লের ঘরে ঢুকেছিলেন। আর তারপর—

না, তাই বা কি করে হয়? যে অবস্থায় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, তিনি যদি আত্মহত্যা না করে থাকেন, যদি কেউ তাঁকে গুলি করে থাকে, ঐ অবস্থায় কোনো নারীর লক্ষ্য অব্যর্থ হতে পারে না। তার মানে একমাত্র পুরুষই ওভাবে গুলি করতে পারে কাউকে, কিংবা মিঃ ফার্লে নিজেই নিজেকে গুলি করতে পারেন। সেক্ষেত্রেও এ কাজ একজন পুরুষের। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে সেই পুরুষটি কে হতে পারে?

নিজের মনে মাথা নাড়ল এরকুল পোয়ারো। তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো, তার ফুসফুস শূন্য করে একটা প্রলম্বিত স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে পোয়ারো তার সহজাত ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'আমার বিশ্বাস, মনে হয় এখানেই এই মামলার নিষ্পত্তি ঘটল।'

'তার মানে আপনি এই মামলার সমাধানের একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ পেয়েছি বৈকি! কিন্তু—

'কিন্তু কি মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'আমার এই সমাধানের সূত্র হয়তো এখানে অনেকেরই, বিশেষ করে মিসেস ফার্লে এবং হুগোর মনঃপুত নাও হতে পারে।'

'কেন, আমরা পুলিশ কর্তৃপক্ষ আপনার সমাধানের সূত্রে সন্তুষ্ট হলে ওঁরাই বা কেন মেনে নেবেন না?'

'মেনে না নেবার কারণ তাঁরা মিথ্যে হয়ে যাবেন, বিশেষ করে মিসেস ফার্লে! স্বামী কেন আত্মহত্যা করে? স্ত্রীর ভালবাসা, সহযোগিতার অভাবে, তাই না? আর স্ত্রী কেন আত্মহত্যা করে? স্বামীর অত্যাচারে, তাই না!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই মঁসিয়ে পোয়ারো।' বলল ইন্সপেক্টার বারনেট। 'তবে কি আপনি নিশ্চিত, মিঃ ফার্লে আত্মহত্যা করেছেন?'

'আত্মহত্যা?' পোয়ারো বলে, 'কেন, মিঃ ফার্লের আত্মহত্যা করার মতো কোনো কারণ ঘটেছিল নাকি?'

'কেন, বারবার সেই দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে একসময় তিনি হয়তো পাগলের মতো হয়ে গিয়ে থাকবেন। আর জানেন তো আত্মহত্যা করাটা একটা পাগলামোর লক্ষণ?'

'অবশ্যই! কিন্তু সেই স্বপ্নটা যদি সত্যি স্বপ্ন হয় তবেই তো?'

'কেন, সেই স্বপ্ন সত্যি নয়?'

'স্বপ্ন কখনো সত্যি হয়?'

ইন্সপেক্টার বারেনেট এবার বুঝতে পারেন পোয়ারো তার কথার সারমর্মে বোঝাতে চাইছে, সে যা জেনেছে, মিঃ কার্লের আত্মহত্যার সঙ্গে তাঁর সেই দুঃস্বপ্নের কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে তাঁর আত্মহত্যার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক থাকতে পারে?

সারা ঘরে এখন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করছিল। সবার উদগ্রীব চোখের দৃষ্টি তখন সেই ছোটখাটো মানুষটির মুখের ওপর নিবদ্ধ। কিন্তু এরকুল পোয়ারো সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ দিল না। সে তখন তার পশম নরম মসৃণ গোঁফের প্রান্তভাগে আলতো করে হাত বোলাতে ব্যস্ত। এটাই তার সহজাত অভ্যাসের অন্যতম।

ওদিকে ইন্সপেক্টার বারনেটের মুখে একটা বিব্রত হতচকিত ছায়া আর ভ্রূকুটিকুটিল দুই চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ডঃ স্টিলিংফ্লীট। হুগো কর্নওয়ার্দির মুখচোখে অবিশ্বাস আর বিভ্রান্তি। মিসেস ফার্লে দুই চোখের কোণে বোবা বিস্ময়। জোয়ানা ফার্লের দুই চোখের তারায় সে এক অদ্ভুত চঞ্চলতা।

সেই নীরবতা শেষ পর্যন্ত ভঙ্গ করলেন মিসেস ফার্লে।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না', তাঁর কণ্ঠস্বরে ভীতসন্ত্রস্ত ভাব ফুটে ওঠে, 'সেটা কি স্বপ্ন, নাকি দুঃস্বপ্ন—এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা উচিত।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম', তাঁকে সমর্থন করে বলল পোয়ারো, 'এই স্বপ্নটা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।'

'মিসেস ফার্লে কেঁপে উঠলেন। বললেন তিনি :

'এর আগে আমি কখনো অলৌকিক কিংবা অতি অলৌকিক ব্যাপারটা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন—কাউকে যদি রাতের পর রাত এই একই দুঃস্বপ্নের শিকার হতে হয়—'

'হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই ঘটনাটা খুবই বিস্ময়কর,' বলল ডঃ স্টিলিংফ্লীট।, 'অভূতপূর্ব, অত্যন্ত আশ্চর্যজনক! মঁসিয়ে পোয়ারো, ব্যাপারটা যদি না আপনি সরাসরি বলতেন, আর আপনিও যদি খোদ মালিকের মুখ থেকে সবিস্তারে কাহিনীটা না শুনতেন—' শুকনো কেশে সে আবার তার পেশাদারি ভঙ্গিমায় বলতে শুরু করল, 'মাপ করবেন মিসেস ফার্লে, আমার কথা হচ্ছে যে, মিঃ ফার্লে যদি নিজের মুখে ঘটনাটা না বলতেন—'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই', বলল পোয়ারো। তারপরেই অর্ধনিমীলিত চোখদুটি সম্পূর্ণ উন্মোচিত করে হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই সে যেন জেগে উঠল। তার ধূসর চোখের মণিতে পিঙ্গল সবুজ আলোর আভাস। 'বেনেডিক্ট ফার্লে যদি বা এ কাহিনী আমাকে না শোনাতেন—'

দম নেবার জন্যে এক মিনিট নীরব হলো সে। তার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি অর্ধবৃত্তাকারে সকলেরই বিহ্বল মুখের ওপর দিয়ে একবার ঘুরে গেল। তারপর বলতে শুরু করল সে এই ভাবে—

'আশাকরি আপনারা নিশ্চয়ই অনুভব করতে পেরেছেন, সেদিন সন্ধ্যায় এমন একটা কিছু ঘটেছিল যা প্রথমে ব্যাখ্যা করতে আমি একেবারেই অপারগ হই। প্রথমেই বলতে হয়, মিঃ ফার্লে তাঁর সেই চিঠিটা কেন তিনি আমায় সঙ্গে আনতে বলেছিলেন?'

'সনাক্তকরণের জন্য হতে পারে', মন্তব্য করল কর্নওয়ার্দি।

'না, না প্রিয় বৎস। সত্যি ব্যাপারটা অত্যন্ত বিস্ময়কর। আমার মনে হয়, এর পিছনে নিশ্চয়ই আরো যুক্তিপূর্ণ কারণ আছে। কারণ কার্যত দেখা যায় যে, সেই চিঠিটা তিনি আমার সঙ্গে নিয়ে আসতেই শুধু বলেননি, সেই সঙ্গে তাঁর আদেশমতো সেটা তিনি আমাকে রেখে যেতেও বলেন। এমন কি, আমার চলে আসার পরে সেই চিঠিটা তিনি নষ্ট করে ফেলেননি। আজ বিকেল পর্যন্ত সেই চিঠিটা তাঁর অন্য আরো কাগজের মধ্যে ছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কেন তিনি সেই চিঠিটা রেখে দিয়েছিলেন? কেন, কেন, কেন—'

এবার জোয়ানা ফার্লে মুখ খুলল। মনে হয়, তাঁর জীবনে যদি কোনো অঘটন ঘটে, সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথাটা সবাইকে জানাবার জন্যই এই চিঠিটা হয়তো রেখে দিয়ে থাকবেন।'

মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিল পোয়ারো। তারপর মেয়েটির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ভাবল সে, মেয়েটি সাধারণ নয়। শুধু তাই নয়, মেয়েটি যেন মিসেস ফার্লের থেকে আলাদ। আলাদা তার পরিচয়, আলাদা তার মানসিকতা, আলাদা তার বিচার বুদ্ধি। কিন্তু—

পোয়ারো আবার এ কথাও ভাবল, এটা ওর অভিনয় নয় তো? অনেক সময় চতুর মেয়েদের বাইরে থেকে তাদের ভেতরের রূপটা ঠিক বোঝা যায় না। আবার জোয়ানা ফার্লেকে দেখলে অন্য কিছু ভাবাই যায় না। তাই পোয়ারো মেয়েটির সম্পর্কে তার আগের ধারণায় ফিরে গিয়ে বলল :

'আপনি খুবই বিচক্ষণ মহিলা মাদামোয়াজেল', বলল পোয়ারো। 'চিঠিটা রেখে দেওয়ার সেটাই একটা কারণ হতে পারে—হ্যাঁ সেটাই কেবল এর ব্যাখ্যা হতে পারে; যেমন ধরুন মিঃ ফার্লের মৃত্যুর পর পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের সময় স্বভাবতই সেই অদ্ভুত স্বপ্নের প্রসঙ্গ উঠবে। তাতে আমিও হয়তো সময় নিয়ে সেই স্বপ্নের কথা বলব, আমার মতো মিসেস ফার্লেও বলবেন সেই স্বপ্নের কথা। কারণ আমরা দু'জনেই যে মৃত মিঃ বেনেডিক্ট ফার্লের মুখ থেকে সেই স্বপ্নের কথা শুনেছি। এ যেন সেই ঘোড়ার মুখের খবরের মতো! অতএব সেই স্বপ্নটা অত্যন্ত জরুরী। সেই স্বপ্ন, সে যতই দুঃস্বপ্ন হোক না কেন মাদামোয়াজেল, সেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।'

'আমি আসি এখন', পোয়ারো বলে চলে, 'দ্বিতীয় পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করতে চাই। মিঃ ফার্লের মুখ থেকে তাঁর সেই স্বপ্ন কাহিনী শোনবার পর মিঃ ফার্লের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করে আমি বলেছিলাম, তাঁর ঘরে গিয়ে সেই টেবিল, টেবিল সংলগ্ন ড্রয়ার আর রিভলবারটা আমি একবার নিজের চোখে দেখতে চাই। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, তিনি যেন আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করলেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই দেখলাম, আমার অনুমান ভুল, আমি যা ভেবেছিলাম, সেটা তাঁর মনের আসল কথা নয়। তাঁর তখনকার মনের সেই আসল কথাটি হলো, তিনি তাঁর ঘরে আমাকে নিয়ে যেতে চান না। স্পষ্টতই তিনি যেন কি ভেবে বেঁকে বসলেন। আশ্চর্য, আমার সেই প্রস্তাবটা সরাসরি নাকচ করে দিলেন। কি অদ্ভুত মানুষটা। রাজী হয়েও হলেন না। কেন তাঁর এই মানসিক পরিবর্তন? কেনই বা হঠাৎ তিনি আমার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক সেই প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলেন? আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখেছি, অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি! আমার সেই গবেষণালব্ধ উত্তরটা আমি মিলিয়ে নিতে চাই আপনাদের মতামতের সঙ্গে। আপনারা এর কিছু কি জানেন, কিছু বলতে পারেন? বলুন, একবার চেষ্টা করে দেখুন না কেন? সব বলতে না পারলেও কিছু অন্তত বলুন। তারপর আমি তো আছিই, জানেন তো, এসব জেনে আমার নিজের চেয়ে অন্যদের মতামত, ধারণা অনেক বেশি কাজে লেগে থাকে। তাই আমি আবার আপনাদের বলছি আপনারা জানেন, বলুন আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কি থাকতে পারে তাঁর?'

সবাই সবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, ভাবখানা এই যে, তুমিই বলো। আমি শুনব, আমি আমার ধারণাটা মিলিয়ে নেব, দেখব মেলে কি না! মিললে চিৎকার করে বলে উঠব, আরে আমিও তো ঠিক এই কথাটাই ভেবেছিলাম; কিন্তু মুখ ফুটে বলতে সাহস

হচ্ছিল না, যদি না মেলে! যদি না রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি! তাই অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, না বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভুল বলার চেয়ে কিছু না বলাই ভাল। কিছু না বললে, ভুল বলা তো আর হবে না!

কিন্তু এরপর কেউই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে এলো না। এক অদ্ভুত নীরবতা পালন করল সবাই।

'আপনারা যখন উত্তর দেবেনই না, তাহলে আমি এই একই প্রশ্ন কিছুটা ভিন্নভাবে উপস্থিত করছি। তবে কি পাশের ঘরে এমন কিছু ছিল যার জন্যে মিঃ ফার্লে আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে রাজী হলেন না? আর যদি কিছু থেকেই থাকে, তাহলে সেটা কি, কি হতে পারে?'

ঘরের মধ্যে আগের মতোই সেই থমথমে নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। সবার মুখেই হঠাৎ কে যেন কুলুপ এঁটে দিয়েছিল, চাবি কার কাছে, কেউ জানে না।

'হ্যাঁ,' বলল পোয়ারো, 'প্রশ্নটা সত্যিই শুধু কঠিনই নয়, জটিলও বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা ঠিক যে, এমন কোনো জরুরী কারণ বিদ্যমান ছিল, যার ফলে মিঃ ফার্লে তাঁর সেক্রেটারির ঘরেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করেছিলেন, আর যে কারণেই হোক তিনি আমাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে যেতেও অস্বীকার করেন। এর থেকেই তাই মনে হয় যে, তাঁর ঘরে এমন কিছু ছিল যা মিঃ ফার্লে আমাকে দেখাতে চাননি। কিংবা আবার এও হতে পারে যে, আমাকে দেখাবার কোনো উপায় ছিল না তাঁর।'

এখানে পোয়ারো একটু সময়ের জন্য নীরব হয়ে উপস্থিত সবার মুখের ওপর দিয়ে তাকিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল, 'এবারে আমি এই নাটকের তৃতীয় ঘটনার প্রসঙ্গ তুলব। ঐ সন্ধ্যারই ঘটনা, আর ঘটনা হিসাবেও চমকপ্রদ। মনে আছে, সেদিন মিঃ ফার্লের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছি, তখন হঠাৎ তিনি একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। একেবারে প্রথা বহির্ভূতভাবেই তিনি আমার কাছ থেকে তাঁর চিঠিটা ফেরৎ চেয়ে বসলেন। চিঠিটা ফেরৎ দিতে আমারও আপত্তি ছিল না। আর শুধু একটু অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে, কেউ কাউকে চিঠি দিলে, পরে কি সেটা ফেরৎ নিতে পারা যায়?

'ওদিকে ভুল করে আমি তাঁকে অন্য একটা চিঠি দিয়ে ফেলি। চিঠিটা আমার লন্ড্রী কর্তৃপক্ষের লেখা। তিনি চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে দেখলেন, তারপর সেটা যত্ন করে পাশের টেবিলে রেখে দিলেন। তারপর আমি ফিরে আসছি, হঠাৎ দরজার কাছাকাছি এসে আমার ভুল ভাঙ্গে। এবং সেই ভুল শুধরে নিতে একমুহূর্তও দেরী হয়নি। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সেদিনের সেই সাক্ষাৎকারের পর আমি মনে মনে বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কতকগুলো প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বিশেষ করে শেষের ঘটনাটা তো রীতিমতো বিস্ময়কর।'

এইখানে পোয়ারো তার বক্তব্যের বিরতি ঘটিয়ে উপস্থিত সবার মুখের দিকে পালা করে ফিরে তাকাল।

'আচ্ছা, আপনারা কি কিছুই অনুমান করতে পারছেন না?'

এবার ডঃ স্টিলিংফ্লীটই প্রথম উত্তর দিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করল।

'এর মধ্যে আপনার লন্ড্রী কর্তৃপক্ষের চিঠির কি ভূমিকা থাকতে পারে আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না মঁসিয়ে পোয়ারো।'

'বোধগম্য হচ্ছে না আপনার!' জিজ্ঞেস করল পোয়ারো।

'হ্যাঁ, আমাদের কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে ব্যাপারটা', বলল হুগো কর্নওয়ার্দি।

'ওদের দু'জনের বক্তব্যের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে', এবার মিসেস ফার্লে মুখ খুললেন।

ব্যক্তিক্রম শুধু মিস জোয়ানা ফার্লে।

'কিন্তু আমার তো মনে হয় যে, মঁসিয়ে পোয়ারো লন্ড্রী কর্তৃপক্ষের ঐ চিঠিটার একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অবশ্যই আছে। আর সেটা ব্যাখ্যা করে বলবার জন্য আমি ওঁকেই অনুরোধ করছি', বলে সে এবার এরকুল পোয়ারোর দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনার অনুমান যথার্থ', তার কথায় সায় দিয়ে পোয়ারো বলল, 'হ্যাঁ, লন্ড্রী কর্তৃপক্ষের চিঠিটারও এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা আছে।' পোয়ারোর ওষ্ঠাধারে এক অদ্ভুত রহস্যময় হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেল। আমার টাই-এর রঙ জ্বালিয়ে দিয়ে আমার জীবনে লন্ড্রী কর্তৃপক্ষ অন্তত এই একটিবার খুবই উপকার করেছিল। এমন একটা অতি সহজ ব্যাপার কেন যে আপনারা এখনো বুঝে উঠতে পারছেন না, সেটাই খুব আশ্চর্যের ঘটনা। আমার হাত থেকে সেই চিঠিটা নিয়ে এক পলকেই তাঁর বোঝা উচিত ছিল আমি তাঁকে একটা ভুল চিঠি দিয়েছিলাম। আমি তাঁকে আসল চিঠিটা দিইনি, সেটা তাঁর তখনি বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল যে, তিনি এসবের বিন্দুমাত্র ধার ধারেননি। কিন্তু কেন? কেন এমন হলো! তবে কি তিনি তখন কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না? তিনি কি সত্যি সত্যি একেবারেই অন্ধ?'

এবার ইন্সপেক্টার বারনেট হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, 'কেন? তখন তাঁর চোখে কি চশমা ছিল না।'

পোয়ারো মাথা দুলিয়ে মৃদু হাসল, 'হ্যাঁ, চশমা তিনি পরেই ছিলেন। আর সেই জন্যই ব্যাপারটা আমার কাছে আশ্চর্য বলে মনে হয়েছিল।' অন্যমনস্কভাবে অন্যদের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে সে আবার বলল, 'মিঃ ফার্লের ঐ স্বপ্নটার গুরুত্ব সমধিক। সমধিক এই কারণে বলছি, এই স্বপ্নটার সঙ্গে বাস্তবে কতই না মিল দেখুন! স্বপ্নে দেখলেন তিনি আত্মহত্যা করছেন, আবার বাস্তবেও তাই ঘটতে দেখা গেল। অর্থাৎ তাঁকে একলা ঘরের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। তাঁর মৃতদেহের পাশেই পড়ে থাকতে দেখা গেল একটা রিভলবার। আর তিনি যে সময় মারা গেছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে

সেই সময় কাউকে ঐ ঘরের ভেতরে ঢুকতে কিংবা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেও দেখা যায়নি। তাহলে এর থেকে অতি সহজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, ঘটনাটা অবশ্যই আত্মহত্যা হবে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চিয়ই!' পোয়ারোর কথার পূর্ণ সমর্থন জানালেন ডঃ স্টিলিংফ্লীট।

পোয়ারো তখন ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো চারদিক তাকিয়ে একবার দেখে নেওয়ার ভান করে নিল, 'কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি জানেন,' পোয়ারোর কণ্ঠে এক অদ্ভুত রহস্যময়তার আমেজ ফুটে উঠতে দেখা গেল, 'এই মামলা একটা খুনের। আর এই খুনের পিছনে যে অভিনব পরিকল্পনা সক্রিয় রয়েছে, আমার মনে হয়, অপরাধ জগতের ইতিহাসে সেও একটা অভূতপূর্ব নজির!'

পোয়ারো আবার সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে টেবিলের ওপর অস্থিরভাবে আঙুলের টোকা দিলো। তার দু'চোখের মণিতে একটা সবুজ আভা জ্বলজ্বল করছিল।

'সেদিন সন্ধ্যায় কেন মিঃ ফার্লে আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে চাননি জানেন? সেই ঘরে কে ছিল তখন? আমার দৃঢ় ধারণা', বলল পোয়ারো, 'স্বয়ং বেনেডিক্ট ফার্লেই তখন ঐ ঘরে উপস্থিত ছিলেন।'

সবাই তখন তার কথাগুলো যেন গিলছিল। তাদের সবার বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল পোয়ারো।

'হ্যাঁ, সেই চিঠিটাই এই জটিল প্রশ্নের সঠিক উত্তর বলে মনে হয়েছে আমার। এর পরেও আপনারা হয়তো ভাবছেন, আমি বুঝি পাগলের প্রলাপ বকছি। না, তা নয়, এ আমার অত্যন্ত সুস্থ মস্তিষ্কের প্রতিফলন। হ্যাঁ, তাহলে খুলেই বলি। আমি যে মিঃ ফার্লের সঙ্গে কথা বলছিলাম, সেই মিঃ ফার্লে চিঠি দুটোর পার্থক্যটুকু যে উপলব্ধি করতে পারেননি তার কারণ কি জানেন আপনারা? কারণ তিনি একজন স্বাভাবিক দৃষ্টির মানুষ।'

'স্বাভাবিক দৃষ্টির মানুষ?' চমকে উঠল ডঃ স্টিলিংফ্লীট, 'কিন্তু আমি তো জানি, ছেলেবেলা থেকেই ওঁর দৃষ্টিশক্তি খারাপ ছিল। তবু আপনি বলছেন যে,—'

'হ্যাঁ, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি, 'পোয়ারো বলে, 'কিন্তু, শক্তিশালী লেন্স লাগানো চশমা থাকার ফলেই তিনি তখন চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। তখন স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকও কার্যত অন্ধ হয়ে যায়, তাই না ডঃ স্টিলিংফ্লীট?'

বিড়বিড় করে বলল স্টিলিংফ্লীট,—'হ্যাঁ অবশ্যই তা হতে পারে, হ্যাঁ, অবশ্যই—'

'প্রথম দিকেই মিঃ বেনেডিক্ট ফার্লের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পোয়ারো তার কথার জের টেনে বলতে থাকে, 'কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল, আমি বুঝি একজন অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির সামনে এসে হাজির হয়েছি। আর তখন যেন কোনো অভিনেতা তার নির্দিষ্ট ভূমিকাটুকু অভিনয় করে যাচ্ছে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশটার কথাও ভেবে দেখুন একবার, স্বল্পালোকিত ছায়াবেষ্টিত একটি ঘর। ঘরের মাঝখানে সবুজ ঘেরাটোপ

দেওয়া একটা জোরালো আলো জ্বলছে। আর আলোর ঠিক পেছনেই আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে একজন দীর্ঘকায় মানুষ বসে আছেন। তাঁর গায়ে বহু ঢিলেঢালা ড্রেসিংগাউন, খড়োর মতো দীর্ঘ নাক—অবশ্য সেই বস্তুটি যে নকল সেটাও এখন বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে। একমাথা ধবধবে সাদা চুল, আর চশমার পুরু লেন্সের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একজোড়া চোখ।'

'হ্যাঁ, বেনেডিক্ট ফার্লে যে সেই দুঃস্বপ্নটা দেখেছিলেন, তারই বা সুনির্দিষ্ট কি প্রমাণ আছে? একমাত্র ভদ্রলোকের নিজের মুখ থেকে সেই স্বপ্নের কাহিনী ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর কি আছে, যা তিনি আমার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, এবং মিসেস কার্লের সেই স্বীকারোক্তি!'

'বেনেডিক্ট' ফার্লে যে তাঁর ড্রয়ারের মধ্যে গুলি ভর্তি রিভলবার রেখেছিলেন, তার প্রমাণই বা কোথায়? এখানেও সাক্ষ্য প্রমাণ বলতে কেবল মিঃ ফার্লের মুখ থেকে শোনা সেই স্বপ্নের কথা এবং মিসেস ফার্লের উক্তি।'

'তার মানে আপনি কি বলতে চাইছেন মঁসিয়ে পোয়ারো?' তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলল ইন্সপেক্টার বারনেট।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম', পোয়ারো আবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতে শুরু করল, 'দু'জন মাত্র ব্যক্তি যুক্তি করে এই ষড়যন্ত্রটা এঁটেছিল। সেই দু'জনের মধ্যে একজন হলেন মিসেস ফার্লে, অপরজন মিঃ ফার্লের অতি বিশ্বস্ত সেক্রেটারি হুগো কর্নওয়ার্দি। এই কর্নওয়ার্দিই আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বেনেডিক্ট ফার্লের জবানীতে আর তিনিই খানসামা হোমসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেমন করে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে হবে। আর এখানে এসে হাজির হবার কিছু আগেই তিনি সিনেমা দেখতে চলে যান। তবে আদপেই তিনি কোনো ছবি দেখতে যাননি। বাড়ি থেকে বেরুবার অনতিকাল পরেই তিনি বাড়ির পিছনের দরজাপথ দিয়ে আবার ফিরে এসেছিলেন। সেই দরজার একটা চাবি সব সময়েই তাঁর কাছে থাকত। সবার অলক্ষ্যে ফিরে এসে তিনি বেনেডিক্ট ফার্লের ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজের ঘরে বসে রইলেন।'

'আর তার ফলেই আজ বিকেলে আমরা এখানে আজ একত্রে মিলিত হতে পেরেছি। মিঃ কর্নওয়ার্দি দীর্ঘদিন ধরে সেই সুবর্ণ সুযোগের অন্বেষণ করছিলেন, তা তিনি পেলেন অবশেষে।'

'সুবর্ণ সুযোগ বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?' পোয়ারোকে বাধা দিয়ে বলে উঠল ইন্সপেক্টার বারনেট।

'হ্যাঁ, এই যেমন ধরুন, দরজার বাইরে দু'জন খবরের কাগজের প্রতিনিধি সাক্ষ্য হিসেবে থাকলে তারা নির্দ্বিধায় স্বীকার করবে, ঘরের ভেতরে তারা কাউকে ঢুকতে দেখেনি! তার ওপর বিকেলের দিকে অবিরাম যানবাহন চলাচলের রাস্তাঘাট সব সময়েই কলকোলাহলে পূর্ণ থাকে। এই সুযোগে কর্নওয়ার্দি একটা লম্বা লোহার চিমটের ডগায়

একটা বস্তু ঝুলিয়ে আড়াল থেকে তাঁর ঘরের জানালার সামনে নিয়ে এসে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে দেন। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য মিঃ ফার্লে যখন তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ান ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ কর্নওয়ার্দি তাঁর কপাল লক্ষ্য করে গুলি চালান।'

'কিন্তু মিঃ কর্নওয়ার্দিকে গুলি করতে কেউ দেখতে পেল না কেন?' আবার প্রশ্ন করল ইন্সপেক্টার বারনেট।

'না, সেটাও একটা মস্ত বড় সুযোগ বলা যেতে পারে, যা মিঃ কর্নওয়ার্দি তাঁর ভাগ্যগুণে পেয়ে গিয়েছিলেন।'

'কি রকম!'

'মিঃ ফার্লের ঘরের জানালার সামনে একটা নিরেট উঁচু দেওয়ালের অবস্থানের ফলেই তাঁর সেই অপকর্মের কোনো সাক্ষ্য আর রইল না।'

'তারপর?' এবার স্টিলিংফ্লীট দু'চোখে কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তারপর! তারপর প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট মিঃ কর্নওয়ার্দি তাঁর নিজের ঘরে বসে অপেক্ষা করেন। এরপর একগুচ্ছ চিঠি আর ফাইল-পত্তরের আড়ালে লোহার সেই চিমটে আর রিভলবারটা অতি সতর্কতায় লুকিয়ে খবরের কাগজের দুই প্রতিনিধির সামনে দিয়ে মিঃ ফার্লের ঘরে প্রবেশ করেন তিনি। ঘরে ঢুকে প্রথমেই তাঁর কাজ হলো, রিভলবারের ওপরে মিঃ ফার্লের আঙুলের ছাপ লাগিয়ে সেটা তাঁর মৃতদেহের পাশে ফেলে রাখা। তিনি তাই করলেনও। লোহার চিমটেও তিনি রেখে দেন যথাস্থানে। তারপর দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চোখে-মুখে কৃত্রিম উদ্বেগের রেখা টেনে মিঃ ফার্লের আত্মহত্যার খবরটা সবাইকে জানিয়ে দেন।'

'তারপর তিনি এমন ব্যবস্থা করে রাখলেন, যাতে করে মিঃ ফার্লের ঘরে পুলিশ ঢোকামাত্র অতি সহজেই আমার উদ্দেশে লেখা সেই চিঠিটা তাদের নজরে পরে। আর তার ফলে অনিবার্যভাবে আমার এখানে ডাক পড়বে। আমি তখন তাদের অনুরোধে মিঃ ফার্লের মুখ থেকে শোনা সেই আশ্চর্য স্বপ্নটার কথা সকলের কাছে খুলে বলব, তখন তার মধ্যে তাঁর আত্মহত্যার প্রবণতার কথাও খুব সহজেই প্রমাণিত হয়ে যাবে। তবে—'

'তবে কি মঁসিয়ে পোয়ারো?' জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টার বারনেট।

'তবে কোনো সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তি হয়তো এর মধ্যে হিপনোটিজমের অনুসন্ধান করতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ লোকই এটাকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে করবে। এর প্রধান কারণ কি জানেন, রিভলবারের ওপর থেকে মিঃ কর্নওয়ার্দি তার নিজের আঙুলের ছাপ সাবধানে মুছে ফেলে তার ওপর স্বয়ং বেনেডিক্ট ফার্লের আঙুলের ছাপ রেখে দিয়েছিলেন, যা পরবর্তীকালে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা পেয়ে যেতে বাধ্য।

এরকুল পোয়ারো চোখের দৃষ্টি পলকের জন্য মিসেস ফার্লের মুখের ওপর নিবদ্ধ হলো। সে মুখে এখন একটা ধূসর পান্ডুর ছায়া। আর তাঁর দু'চোখে গভীর পুঞ্জীভূত ভয় ও হতাশা।

'এবং পরিশেষে', একটু এখানে থেমে এরকুল পোয়ারো তার বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে শান্ত স্বরে বলল, 'এরপর লাভ করা যাবে এক অন্তবিহীন সুখের প্রতিশ্রুতি! এর কারণ মিঃ ফার্লে তাঁর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি আর অর্থ তাঁর একমাত্র কন্যার নামে উইল করে গেলেও স্ত্রীকেও করমুক্ত আড়াই লক্ষ পাউন্ড দিয়ে গিয়েছিলেন। তাতেই দু'জনের বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কেটে যেত...?

ডঃ জন স্টিলিংফ্লীটকে সঙ্গে নিয়ে নর্থওয়ে হাউস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন এরকুল পোয়ারো। তাদের ডান দিকে কারখানার বিরাট উঁচু পাঁচিল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচিলের পাশ দিয়ে চলে গেছে লম্বা সরু একটা প্যাসেজ। সেই প্যাসেজটা ধরে এগিয়ে চলল তারা দু'জনে। প্যাসেজের মাঝ বরাবর বাঁদিকে বেনেডিক্ট ফার্লে এবং হুগো কর্নওয়ার্দির ঘর। বেনেডিক্ট ফার্লের ঘরের জানালার ঠিক নিচেই থেমে পড়ল এরকুল পোয়ারো। সেখানে একটা কালো রঙের বস্তু তার নজরে পড়ল। হেঁট হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিল সে। সেটা কালো কাপড় দিয়ে মোড়া একটা খেলনা-বেড়াল।

'হায় ঈশ্বর!' বলল পোয়ারো, 'এই জিনিসটাই কর্নওয়ার্দি লম্বা চিমটে দিয়ে ধরে মিঃ ফার্লের জানালার সামনে নিয়ে এসে নড়াচড়া করেছিল।' পোয়ারোর কণ্ঠস্বর গম্ভীর হলো। 'মিঃ ফার্লে যে বেড়ালদের বরদাস্ত করতে পারতেন না, সে কথা নিশ্চয়ই জানা ছিল তার। আর সেই জন্যই কি খেলনাবেড়ালটা দেখা মাত্রই জানালার ধারে ছুটে এসেছিলেন তিনি?'

'ওদিকে ওঁৎ পেতে বসেছিল কর্নওয়ার্দি', পোয়ারো ব্যাখ্যা করে বলে, 'মিঃ ফার্লে সেটা দেখার জন্য জানালা গলিয়ে বাইরে মুখ বাড়ানো মাত্র সে তাঁর কপাল লক্ষ্য করে রিভলবারের ট্রিগার টেপে। আর তারপরের ঘটনা তো আপনি জানেন...'

'কিন্তু মিঃ কর্নওয়ার্দি তো কাজ শেষ করে এই খেলনাবেড়ালটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পারত?'

'কি করেই বা সেই কাজ করবে বলুন? সে কাজে নানান অসুবিধে ছিল। কারণ ব্যাপারটা যদি অন্য কারো নজরে পড়ে যেত তখন সন্দেহটা তার ওপরে গিয়েই পড়ত। তাছাড়া এই খেলনা-বেড়ালটা এখানে পড়ে থাকতে দেখলে লোকে ভাববে, কোনো বাচ্চা ছেলেই হয়তো কোনো একসময়ে এটা এখানে ফেলে গেছে। তার যে কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে, এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে যাবে না।'

'হ্যাঁ তা ঠিক,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল স্টিলিংফ্লীট। 'সাধারণ লোকের মনে সেই রকম সন্দেহ জাগাই স্বাভাবিক। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এরকুল পোয়ারোর চোখে

ধূলো দেওয়া সহজসাধ্য নয়। আপনার বক্তৃতার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কি ভেবেছিলাম জানেন? আপনি হয়তো কোনো গালভরা শব্দের মালা সাজিয়ে সমস্ত ঘটনাটার একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে যাচ্ছেন। কি ভাবে আড়াল থেকে অপরের মনে আত্মহত্যার উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা যায়, তারই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হয়তো আপনি হাজির করবেন। আর আমি বাজী রেখে এও বলতে পারি যে, ঐ দু'জন ষড়যন্ত্রকারীরাও ঠিক এই রকমই কিছু একটা চিন্তা করে থাকবে। তবে মিসেস ফার্লের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যে অতি সহজেই ভেঙ্গে পড়েছেন তিনি। এটাই একটা প্লাস পয়েন্ট! তা না হলে আমার বিশ্বাস, কর্নওয়ার্দির মতো অসৎ লোকের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা সহজসাধ্য হতো না। আমি তো নিজের চোখে দেখলাম, ভদ্রমহিলা যে ভাবে থাবা উঁচিয়ে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাতে আমি যদি পিছন থেকে তাঁকে জাপটে না ধরতাম তাহলে আপনার চোখ দুটো হয়তো বরাবরের মতো নষ্ট হয়ে যেত।'

এক মিনিটের জন্য থেমে সে আবার বলল :

'তবে আমার মনে হয়, মিস ফার্লে ওদের মধ্যে ব্যতিক্রম। মেয়েটিকে আমি পছন্দ করি। জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, মেয়েটি দারুণ বুদ্ধিমতী। আমার মনে হয়, আমি যদি ওর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে লোকে আমাকে ভাববে, আমি বুঝি আমার ভাগ্য ফেরানোর মতলব করছি।'

'তবে আপনার একটু দেরী হয়ে গেছে বন্ধু। আমার কাছে খবর আছে, ইতিমধ্যেই ওর হৃদয়ের শূন্য সিংহাসনটা দখল করে বসে আছে একটি যুবক। মিঃ ফার্লের মৃত্যুর পর তাদের মিলনে কোনো বাধা নেই এখন আর।'

'তবে এটা ঠিক যে, মিস ফার্লের পক্ষে অপ্রিয় অভিভাবককে অপসারণ করার যথেষ্ট মোটিভ ছিল, প্রেরণা ছিল...'

'কিন্তু প্রেরণা আর মোটিভই শেষ কথা নয়', বলল পোয়ারো। 'তার পেছনে অপরাধীসুলভ মনোভাবও সক্রিয় থাকা চাই।'

'এখন আমার কি মনে হচ্ছে জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো?' বলল স্টিলিংফ্লীট। 'আমি বাজী ধরে বলতে পারি, আপনি যদি নিজ হাতে কখনো কাউকে খুন করেন সেক্ষেত্রে তার প্রমাণ খুঁজে বার করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়! সত্যি কথা বলতে কি, সেটা আপনার পক্ষে খুবই সহজ ব্যাপার—তবে আমার মনে হয়, সেটা হবে অবশ্যই অখেলোয়াড়সুলভ।'

'সেটা', বলল পোয়ারো, 'ইংরেজদের একটা বিচিত্র ধারণা।'

অভিনয়

THE NEMEAN LION

'দ্য নেমিন লায়ন' ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় ''দ্য স্ট্র্যান্ড'' পত্রিকায়।'

'মিস লেমন, আজ সকালে তেমন সাড়াজাগানো কিছু আছে নাকি?' পরের দিন সকালে ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল এরকুল পোয়ারো।

মিস লেমনকে বিশ্বাস করে সে। সে এমন এক মহিলা যার কল্পনাশক্তি বলতে কিছু নেই, কিন্তু তার সহজাত ধারণা খুবই প্রবল। তাই কোনো কেসের ব্যাপারেই সে যা উল্লেখ করে আমি তা মূল্যবান বলেই বিবেচনা করি। সে একজন জন্ম সেক্রেটারী।

'তেমন বেশি কিছু নয় মঁসিয়ে পোয়ারো। কেবলমাত্র একটা চিঠিই এসেছে, ভাবলাম হয়তো আপনি সেটায় আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন। আপনার টেবিলে চিঠির গাদায় একেবারে ওপরে সেটা রেখে দিয়েছি।'

'তা সেই চিঠির বিষয়বস্তু কি বলুন তো?' নিজের টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে পোয়ারো আগ্রহ প্রকাশ করল।

'একজন ভদ্রলোকের স্ত্রীর পিকিনিজ কুকুর উধাও হয়ে গেছে। তাই তিনি চান এ ব্যাপারে আপনি তদন্ত করুন।'

পোয়ারো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু সময়ের জন্য নীরব হয়ে মিস লেমনের দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকাল। সে অবশ্য সেটা লক্ষ্য করল না। সে তার টাইপের কাজে মনোনিবেশ করল। এবং তার টাইপের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকল।

পোয়ারো ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল, 'সাত-সকালেই মিস লেমন অমন একটা বিশ্রী খবর দেবার পর থেকেই তার মনটা তিক্ততায় ভরে উঠেছে। দক্ষ হয়েও মিস লেমন অনেক ক্ষেত্রে তার মাথা হেঁট করে দিয়েছে, যেমন এই সামান্য কুকুর উধাও হওয়ার খবরটা দিয়ে। পিকিনিজ কুকুর! পিকিনিজ কুকুর! বিশেষ করে গতরাত্রে অমন একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখার পর এরকম একটা উদ্ভট খবর, কারই বা ভাল লাগে! বাকিংহাম প্যালেস ছেড়ে আসার পর তার সাজভৃত্য যখন তাকে সকালের চকোলেট উপহার দিল তখন সে তাকে ব্যক্তিগতভাবে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েছিল, তার মনটা তখন রাতের সুখ-স্বপ্নে বিভোর ছিল। তার চোখের সামনে তখন ভেসে উঠেছে, বাকিংহামের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে সে বেরিয়ে আসছে, স্বয়ং সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তাকে। এই সময় তার সাজভৃত্যের ডাকে তার সেই সুখ-স্বপ্নটা ভেঙে গেল, মনটা

তার খুব খারাপ হয়ে গেল। বেরসিক তার এই সাজভৃত্য জর্জ, ঘুম ভাঙাবার সময় আর পেল না। খুব রাগ হলো পোয়ারোর তার ওপর। ঘুম চোখ মেলে ভাল করে তাকিয়ে সে দেখল তার চিরপুরাতন সাজভৃত্য জর্জ সকালের চকোলেটের ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সামনে।

মেয়েটিকে অনেক কথাই বলার ছিল পোয়ারোর, বিদ্রূপে ভরা চোখা-চোখা সব শব্দ। অনেক ভেবে চিন্তে মাথা থেকে বার করে রেখেছিল তাকে আঘাত দেবার জন্যেই। সে সব শব্দগুলো কথা হয়ে বেরোবার অপেক্ষায় তার কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটের ডগায়। কিন্তু একটা শব্দও সে উচ্চারণ করতে পারল না এই কারণে যে, মিস লেমন তার দক্ষতার গুণে যেভাবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে টাইপ করছিল তাতে তার মনে হলো না, একটা কথাও শুনতে পাবে সে।

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে পোয়ারো এবার টেবিলের ওপর থেকে দিনের প্রথম চিঠিটা তুলে নিল, এবং চকিতে একবার চোখও বুলিয়ে নিল সেটার ওপর। হ্যাঁ, মিস লেমন যা বলেছিল ঠিক তাই। এই শহরেরই একটা ঠিকানা, চিঠির ভাষাও যেন পুরোপুরি ব্যবসায়িক কায়দায় লেখা এবং স্পষ্টতই পত্রলেখকের একটা দাবির ইঙ্গিত বহন করছিল। প্রসঙ্গ একটি পিকনিজ কুকুরের অপহরণ নিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা গেল, একজন বিত্তবান ব্যবসায়ীর প্রিয়তমা স্ত্রীর বড় আদরের কুচকুচে কালো চোখের পোষা কুকুরটি চোখের আড়ালে চলে গেছে, মানে তাকে আড়াল করা হয়েছে। আর তাকেই খুঁজে বার করার অনুরোধ জানানো হয়েছে ইনিয়ে-বিনিয়ে সারা চিঠিময়। পড়াশেষে পোয়ারোর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে দেখা গেল।

চিঠির মধ্যে তেমন অস্বাভাবিকতা নেই। এসব বিষয়ে যা হয়ে থাকে তার বাইরেও কিছু নয়, কিন্তু হ্যাঁ, হ্যাঁ এর পরেও একটা ছোট্ট প্রশ্ন যেন থেকে যায়, মিস লেমনের ধারণাই ঠিক, তার চোখেও সেটা ধরা পড়েছে। সারা চিঠির মধ্যে কোথায় যেন একটা অস্বাভাবিক কিছু রয়ে গেছে। আর সেই অজানা রহস্যটাই পোয়ারোকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। এবং এ ব্যাপারে তার আগ্রহ জেগে উঠেছে।

এতক্ষণ উত্তেজনাবশে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, এবং সেটা একটু প্রশমিত হতেই সে আবার তার চেয়ারে বসে পড়ল। এবং দ্বিতীয়বার চিঠিটা সে ধীরে ধীরে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেটা পড়তে শুরু করল। প্রতিটি শব্দ সে যেন গিলতে থাকল, মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে চাইল ভবিষ্যতে যদি কাজে লাগে। তবে কাজে লাগাবার কথা মনে হতেই সে নিজের মনে বলে উঠল, এ ধরনের কোনো কেস তো সে চায়নি, আর এ ধরনের কেস হাতে নেওয়ার জন্যেও সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়। এটা কোনোভাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাই এটাকে আমল দেওয়া যায় না, বস্তুত এটা একেবারেই গুরুত্বহীন বলা যায়। তাছাড়া বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোর পক্ষে এটা সঠিক পরিশ্রমের আওতায়ও আসে না, আর এই কারণেই এই কেসের ব্যাপারে তার এতো অনীহা, এতো অনাগ্রহ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এতো সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার-বিবেচনা করার পরেও কেন জানি না এ ব্যাপারে সে যথেষ্ট কৌতূহলী হয়ে উঠল...

হ্যাঁ, অবশ্যই সে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, আর তাই...

এবার সে তার কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়ালো যাতে করে মিস লেমনের টাইপের শব্দ ছাপিয়ে তার কর্ণগোচর হয়।

'মিস লেমন, এখনি স্যার জোসেফ হগিনকে একবার ফোন করুন', পোয়ারো তাকে নির্দেশ দিল, 'আর তাঁকে বলে দিন, তাঁর সুবিধামতো আমি তাঁর অফিসে গিয়ে দেখা করব।'

স্বভাবতই এর থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, মিস লেমনই ঠিক, তার যে দূরদর্শিতা আছে সেটা আর একবার প্রমাণিত হলো।

'আমি নিতান্তই একজন সহজ সরল মানুষ মঁসিয়ে পোয়ারো', পোয়ারো দেখা করতেই স্যার জোসেফ হগিন অতি বিনয়ের সঙ্গে বলে উঠলেন।

এরকুল পোয়ারো দ্ব্যর্থবোধক ভঙ্গিতে শুধু তার ডানহাতটা সামান্য একটু তুলে ধরল। আবার তার এই ভাব-ভঙ্গিমার অর্থ এমনও হতে পারে যে, স্যার জোসেফ সমাজের একজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বিত্তবান পুরুষ হয়েও তিনি যে এত বিনয় দেখালেন, সেইজন্যই পোয়ারো তাঁর এই বিনয় প্রদর্শনের প্রত্যুত্তরে সৌজন্য প্রকাশ করছে। অপরদিকে অর্থটা আবার ঠিক উল্টোটা হলেও বিচিত্র কিছু নয়। সমাজের একজন সম্ভ্রান্ত ও বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও স্যার জোসেফ হগিন নিজেকে একেবারে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন, হয়তো এটা তাঁর ভন্ডামোও হতে পারে, আর সেই কারণেই সম্ভবত পোয়ারো হাত নেড়ে তারই প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছে। সে যাইহোক, এই মুহূর্তে পোয়ারোর খুদে খুদে চঞ্চল চোখ, ফোলা ফোলা নাকের পাটা এবং কুলুপ-আঁটা ঠোঁটজোড়া দেখে তেমন কিছু অনুমান করার অবকাশই বুঝি নেই। তার চঞ্চল চোখদুটি এবার স্থির হয়ে নিবদ্ধ হলো স্যার জোসেফের দীর্ঘপ্রসারিত চোয়াল, ছোট ছোট একজোড়া তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ, টিকোলো নাক আর দৃঢ়সংবদ্ধ ঠোঁটের ওপর। এই মুহূর্তে ভদ্রলোকের সামগ্রিক অবয়বটা যেন অন্য কোনো এক ব্যক্তি কিংবা ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে কিছুই তার মনে আসছে না এখন। এখন শুধুই একটা স্মৃতির ভারে তার মধ্যে মৃদু কম্পন শুরু হতে দেখা গেল। বহু, বহু যুগ আগে...বেলজিয়ামে...কিছু একটা, হ্যাঁ অবশ্যই সাবান সম্পর্কে কিছু একটা ব্যাপারে...

ওদিকে স্যার জোসেফ তাঁর কথার জের টেনে চললেন, 'অযথা কোনো ব্যাপার দীর্ঘস্থায়ী করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ, সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাতামাতি করাও আমার স্বভাব নয়। জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, বেশিরভাগ লোকই এ নিয়ে মাথা ঘামাত না। অনাদায়ী পুরনো দেনার মতো অচিরেই ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতো। কিন্তু আপনাকে আবার এও বলে রাখি, জোসেফ হগিনের পথ এটা নয়। আমি একজন বিত্তবান, তাই সত্যি কথা বলতে কি দু'শো পাউন্ড এদিক-ওদিক হলেও আমার তাতে কিছু এসে যায় না—'

পোয়ারো তাঁর কথা বলার মাঝে তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'তাই বুঝি?'

মিনিট খানেকের জন্য থামলেন স্যার জোসেফ। তাঁর ছোট ছোট চোখদুটি আরো ছোট হয়ে গেল। এরপরেই তিনি তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠলেন :

'তবে তাই বলে এই নয় যে, আমার প্রচুর টাকা আছে বলে নয়ছয় করে দেবার অভ্যাস আমার আছে। যে জিনিসের দাম যেরকম ঠিক সেটুকু মাত্রই আমি দিয়ে থাকি, তার বেশি কিছু নয়।'

এরকুল পোয়ারো এই সুযোগে বলে উঠল, 'আমার পারিশ্রমিক যে অনেক বেশি তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি বৈকি। তবে এটা হচ্ছে' স্যার জোসেফ পোয়ারোর দিকে চতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আরো বললেন, 'খুবই সামান্য ব্যাপার, তাই এর জন্য আমি চিন্তা করি না।'

পোয়ারো তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'দরাদরি করা আমার স্বভাব নয়। আমি একজন বিশেষজ্ঞ, সবাই তা জানে। তাই একজন বিশেষজ্ঞকে কোনো কাজে লাগালে তার উপযুক্ত পারিশ্রমিকই দিতে হয়।'

স্যার জোসেফ খোলাখুলিভাবেই বললেন, 'আমি জানি, এ সব ব্যাপারে আপনার খুব সুনাম আছে বলেই আমি শুনেছি। খবর নিয়ে জেনেছি, এ সব ব্যাপারে আপনিই একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তি। আমি এই ঘটনার শেষ দেখতে চাই আর এর একটা সুনিশ্চিত সমাধান পেতে চাই। এর জন্য যত টাকাই খরচ হোক না কেন আমি আপনাকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। কোনোরকম কার্পণ্য করব না। আর তাই তো আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।'

'আপনি ভাগ্যবান', পোয়ারো বলল।

'তাই বুঝি?' স্যার জোসেফ আবার তাঁর একটু আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন।

'ভয়ঙ্করভাবেই আপনি ভাগ্যবান', পোয়ারো দৃঢ়তার সঙ্গে বলল। 'হ্যাঁ, আমি যথার্থই বলেছি, অযথা এতটুকু বাড়িয়ে কিংবা অতিরঞ্জিত করে বলছি না। সত্যি কথা বলতে কি জানেন স্যার জোসেফ, আমি আমার কর্মজীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। খুব শীগ্‌গীরই আমি অবসর নিতে চাই। অবসর জীবনটা আমি আমার দেশের বাড়িতেই কাটাতে চাই, কখনো কখনো বাইরে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ব, আর আমার বাগানের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করব, নানান রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব। নানান রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বাগানে তরিতরকারি, শাক-সব্জি ফলাব। তবে আমি আমার কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার আগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কয়েকটা কাজ সেরে নিতে চাই। তাই ঠিক করেছি আর মাত্র বারোটা কেস হাতে নেব, তার বেশি নয়, অবশ্যই বাছাই করা বারোটা কেস! আমার নিজের

আরোপিত 'এরকুলের পরিশ্রম', এ ভাবেই বর্ণনা দিলে বোধহয় ঠিক হবে। স্যার জোসেফ আপনাকে বলে রাখি, সেই বারোটা কেসের মধ্যে আপনারটাই হবে আমার পরিশ্রমের প্রথম ফসল।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আরো বলল, 'আপনার এ কেস তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন বলেই বোধহয় আমি বেশি আকর্ষণবোধ করছি।'

'গুরুত্বপূর্ণ?' স্যার জোসেফ লাফিয়ে উঠলেন।

'আপনি বোধহয় শুণতে ভুল করেছেন স্যার। আসলে আমি বলেছি, গুরুত্বহীন। এর আগে আমার ডাক পরেছে খুনের, অস্বাভাবিক মৃত্যুর, ডাকাতির, অলঙ্কার চুরির ঘটনার তদন্ত করার জন্য। কিন্তু এই প্রথম আপনাকে একটা পিকনিজ কুকুর খুঁজে বার করার জন্য আমার দক্ষতা কাজে লাগাতে বলা হলো।'

স্যার জোসেফ মৃদু হাসলেন। 'সত্যিই আপনি আমাকে অবাক করে দিয়েছেন মঁসিয়ে পোয়ারো। তবুও না জিজ্ঞেস করে পারছি না, এর আগে কখনও কি কোনো মহিলা আপনার কাছে তাঁর প্রিয় কোনো পোষা প্রাণী উদ্ধার করে দেবার জন্য অনুরোধ করেনি?'

'নিশ্চয়ই!' পোয়ারো মাথা নেড়ে বলল, 'কিন্তু এই প্রথম কোনো ভদ্রমহিলার স্বামী আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন।'

স্যার জোসেফের ছোট ছোট চোখদুটি আরো ছোট হয়ে উঠতে দেখা গেল। তিনি এবার প্রশংসার চোখে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি কেন যে ওঁরা আমার কাছে আপনার নাম সুপারিশ করেছেন। আপনি সত্যি-সত্যিই দারুণ বুদ্ধিমান মঁসিয়ে পোয়ারো।'

পোয়ারো এবার কাজের প্রসঙ্গে এসে বিড়বিড় করে বলল, 'আপনি যদি এখন ব্যাপারটা সবিস্তারে আমাকে বলেন তাহলে আমার কাজের খুব সুবিধে হবে।'

'হ্যাঁ বলব, নিশ্চয়ই বলব', এই বলে স্যার জোসেফ শুরু করলেন এই ভাবে, 'আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ আগে—'

'আর আমার ধারণা আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই,' পোয়ারো তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'খুব অধৈর্য হয়ে উঠেছেন?'

স্যার জোসেফ স্থির চোখে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি ঠিক বুঝতে পারেননি। কুকুরটা ফিরে এসেছে।'

'ফিরে এসেছে? আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি কেনই বা তাহলে আমাকে ডেকে পাঠানো হলো? কুকুরটা যখন ফিরেই এলো তাহলে এরপর আবার কি এমন কাজ থাকতে পারে?'

স্যার জোসেফের মুখটা কেমন লাল হয়ে উঠল। 'কেন আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি জানেন, কেউ আমাকে ঠকালে আমি সেটা সহজে বরদাস্ত করতে পারি না। তাই মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার বিশ্বাস সমস্ত ঘটনা খুলে বললে আপনি নিশ্চয়ই আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবেন। এক সপ্তাহ আগে আমার স্ত্রীর খাস পরিচারিকা যখন তার

প্রিয় পিকনিজ কুকুরটাকে নিয়ে কেনসিংটন গার্ডেনে বেড়াতে যায় তখনি সেটা তার কাছ থেকে অপহৃত হয়। পরের দিনই কুকুরটার মুক্তিপণ হিসাবে দু'শো পাউন্ডের দাবি করে আমার স্ত্রীর কাছে একটা উড়োচিঠি আসে। কি অন্যায় ব্যাপার দেখুন, সামান্য একটা জানোয়ারের জন্য দু'শো পাউন্ড মুক্তিপণ! ভাবা যায়?'

পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'স্বভাবতই আপনি নিশ্চয়ই ওই টাকাটা দিতে চাননি?'

'অবশ্যই আমার দেবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না, কিংবা এ ব্যাপারে যদি আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতাম তাহলেও দিতাম না। আমার স্ত্রী মিলিই সব ব্যাপারটা জানত। কিন্তু সে আমাকে এ ব্যাপারে একটা কথাও বলেনি। ঘটনাটা ঘটে গেছে আমার সম্পূর্ণ অজান্তে। সে নিজেই গোপনে এক পাউন্ডের দু'শোটি বিল পাঠিয়ে দেয় অপহরণকারীর ঠিকানায়।'

'আর তারপরেই কুকুরটা ফিরে আসে, এই তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। সেদিন সন্ধ্যায় কলিংবেল বেজে ওঠে। আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলেই দেখি জানোয়ারটা দরজার ওপারে বসে আছে, কাছে-পিঠে মানুষজন কাউকে দেখতে পেলাম না।'

'একেবারে নিখুঁত কাজ। তারপর! বলে যান।'

'তারপর অবশ্য মিলি আমার কাছে অকপটে সবই স্বীকার করে। সব শুনে আমি আমার মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারিনি। যাইহোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি শান্ত হয়ে যাই এই ভেবে যে, যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে, এখন ঝামেলা করে কি লাভ! চেঁচামেচি করা বৃথা, আর আপনি তো জানেন এসব ব্যাপারে মেয়েদের কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছুই থাকে না। এ সব কথা ভেবেই তখনকার মতো মনকে সান্ত্বনা দিলাম। এ সব ব্যাপার হয়তো আমি ভুলেই যেতাম যদি না আমার ক্লাবে বৃদ্ধ স্যামুয়েলসনের সঙ্গে আমার দেখা হতো।'

'হ্যাঁ বলুন, তারপর!'

'এই ব্যাপারটার সঙ্গে আমার মনে হয় একটা ষড়যন্ত্রকারী র‍্যাকেট জড়িত আছে! কারণ ঠিক এ রকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল স্যামুয়েলসনের জীবনে। তাঁর প্রায় স্ত্রীর থেকেও ওই একই ভাবে তিনশো পাউন্ড আদায় করেছিল। ভেবে দেখলাম, ব্যাপারটা সত্যিই যেন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। তাই আমি ঠিক করেছি, এই অন্যায় অনৈতিক কাজকর্ম এখনি বন্ধ করতে হবে। আর সেইজন্যই আপনার সাহায্য চেয়ে আপনার কাছে খবর পাঠালাম।'

'কিন্তু স্যার জোসেফ, একটা কথা আমি না বলে থাকতে পারছি না, এ ব্যাপারে পুলিশের শরণাপন্ন হলে আপনাকে এতো বেশি খরচের ভার বহন করতে হতো না, আর তাছাড়া আমি তো মনে করি এ ব্যাপারে তারাই উপযুক্ত, তাই নয় কি?'

স্যার জোসেফ তাঁর নাক ঘষলেন। তিনি এবার একটা ঘরোয়া প্রশ্ন করলেন : 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি বিবাহিত?'

'হায়,' উত্তরে পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সেরকম সৌভাগ্য আমার হয়নি।'

'হুঁ', গম্ভীর স্বরে বললেন স্যার জোসেফ, 'সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কথা জানি না, কিন্তু আপনি যদি বিবাহিত হতেন তাহলে জানতেন মেয়েরা সত্যিই এক-একটা আজব জীব। পুলিশের কথা বলতেই আমার স্ত্রী তো হিস্ট্রিয়া রোগীর মতো লাফিয়ে ওঠে। ওর ধারণা পুলিশের কাছে গেলে অপহরণকারীরাও চুপ করে বসে থাকবে না, তাই ওর আশঙ্কা ওর প্রিয় সান তাঙ-এর ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটাতে পারে ওরা। ওরকম একটা ব্যবস্থার কথা ও কানেই তুলতে চায় না। তাই এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে কোনো বোঝাপড়ায় আসতে চায়নি। আর একটা ব্যাপার কি জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, এই যে আপনি আমার অনুরোধে এই কাজে নাক গলাতে যাচ্ছেন, এটা সে ভাল চোখে দেখছে না। কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকি এবং অবশেষে ও ওর জেদ পরিহার করে। কিন্তু আপনাকে মনে করিয়ে দিই, ও এটা পছন্দ করে না।'

এরকুল পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল : 'অবস্থাটা এখন খুবই জটিল বলেই আমার মনে হয়। তবে এ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান কাজ শুরু করার আগে আমি আপনার স্ত্রীর সাক্ষাৎকার নিতে চাই, দেখি ওর কাছ থেকে আরো কোনো তথ্য জানা যায় কিনা। সেই সঙ্গে তাঁর প্রিয় পিকনিজ কুকুরটার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কিছু অভয়বাণী শুনিয়ে আসব ভাবছি।'

স্যার জোসেফ মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তাহলে এখনি চলুন, আমার গাড়িতে করে আপনাকে নিয়ে যাব।'

একটা বেশ বড়-সড় উষ্ণ সুন্দর করে সাজানো-গোছানো ড্রইংরুমে দু'জন মহিলা বসেছিলেন।

স্যার জোসেফ এবং এরকুল পোয়ারো সেখানে পা দেওয়া মাত্র একটি ছোট-আকারের পিকনিজ কুকুর তীরবেগে তাদের দিকে ছুটে এলো। এবং তারপরেই সে পোয়ারোকে বৃত্তাকারে ঘিরে এমন বিপজ্জনকভাবে ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, মনে হলো যেকোনো সময়ে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে।

'সান, সান, লক্ষ্মীটি আমার এদিকে চলে এসো! মায়ের অবাধ্য হয়ো না। মিস কারনাবি, যাও ওকে ধরে নিয়ে এসো। দেখো, ওর গায়ে যেন না লাগে।'

দ্বিতীয় মেয়েটি, অর্থাৎ মিস কারনাবি পিকনিজকে ধরার জন্য দ্রুত ছুটে গেলে পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল : 'যথার্থই একটা সিংহ যেন।'

নেহাতই নিঃশ্বাস না ফেলেই সান তাঙ-এর উদ্ধারকারিণী মিস কারনাবি পোয়ারোর সঙ্গে একমত হলো।

'হ্যাঁ, তা যা বলেছেন, সান তাঙ খুবই ভাল জাতের কুকুর। কোনো কিছুতেই যেন ভয়-ডর নেই ওর। চমৎকার কুকুর!'

স্ত্রীর সঙ্গে পোয়ারোর পরিচয় করিয়ে দিয়ে স্যার জোসেফ বললেন : 'ভাল কথা

মঁসিয়ে পোয়ারোর হাতে এখন অনেক কাজ, আমি আপনাকে এখানে ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি আপনার কাজের প্রয়োজনে যতক্ষণ খুশি থাকুন এখানে, তারপর মৃদু মাথা নেড়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন স্যার জোসেফ।

লেডি হগিন রীতিমতো স্বাস্থ্যবতী। তবে খুবই মেজাজি, বেশ খিটখিটে স্বভাবের, চুলে মেহেন্দি রঙের কলপ লাগানো। তাঁর সঙ্গিনী পরিচারিকা মিস কারনাবি বেশ মোটাসোটা গোলগাল চেহারার মহিলা, স্বভাবে নম্র। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। সে তার গৃহকর্ত্রী লেডি হগিনকে রীতিমতো ভয় করে সেই সঙ্গে ভক্তিও করে, এ সব তার ভাব-ভঙ্গিতেই বোঝা যায়।

পোয়ারো কোনো ভূমিকা না করে কাজের কথায় এলো।

'লেডি হগিন, সেই জঘন্য অপরাধের ব্যাপারটা এখন আমাকে সব খুলে বলুন।'

লেডি হগিনের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে এ ভাবে কথা বলতে শুনে আমি খুবই খুশি। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, সেটা একটা জঘন্য অপরাধই বটে। পিকনিজ খুবই স্পর্শকাতর, আমাদের শিশুদের মতোই অনুভূতিপ্রবণ প্রাণী। বেচারা সান তাঙ হয়তো ভয়ে আঁতকে উঠে মরেই যেত।'

মিস কারনাবিও তার গৃহকর্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল : 'হ্যাঁ দেখুন না, সত্যি কি জঘন্য ধরনের অপরাধ এটা। অসহ্য!'

'দয়া করে প্রকৃত ঘটনাটা আমাকে খুলে বলুন।'

'ঠিক আছে বলছি শুনুন। ব্যাপারটা এই রকম : সেদিন মিস কারনাবি রোজকার অভ্যাস নিয়ম মাফিক বিকেলে সান তাঙকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে যায়—'

'হ্যাঁ মাদাম, সব দোষ আমারই, কারনাবি অপেক্ষা করে একসময় বলে উঠল 'আমি কি করে অমন বোকার মতো কাজ করলাম, কি করেই বা অমন অসতর্ক হলাম, ভেবে পাই না। আমি—'

লেডি হগিন বিরক্ত হয়ে চোখ বড় বড় করে মিস কারনাবির দিকে তাকাতেই সে নীরব হলো। শোনো বাছা, এরজন্য আমি তোমার ওপর কোনো দোষারোপ করছি না, ভর্ৎসনাও করছি না। কিন্তু আমি মনে করি তোমার আরো বেশি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'

পোয়ারো এবার পরিচারিকাটির দিকে তাকাল। 'ব্যাপারটা ঠিক কি ভাবে ঘটেছিল বলো তো?'

বলার সুযোগ পেয়ে মিস কারনাবি অতি উৎসাহিত হয়ে সেদিনকার ঘটনাটা সংক্ষেপে বলতে শুরু করল এই ভাবে :

'এ এক অতি আশ্চর্যের ব্যাপার। আমরা তখন পার্কের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলাম, অবশ্যই সান তাঙ আগে আগে চলছিল। ও তখন ঘাসের ওপর দিয়ে ছোটাছুটি করছিল। একসময় আমাদের ফিরে আসার সময় হয়ে এসেছিল। ওই সময় হঠাৎ একটা

প্যারাম্বুলেটারের মধ্যে হাসিখুশি মুখের সুন্দর একটা শিশু আমার নজর কেড়ে নিল। কি অপরূপ সুন্দর সেই শিশুটি। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল, মাখন-নরম ফুলো ফুলো দুটি গালে গোলাপির আভা। তাই চোখ ফেরাতে পারলাম না। আশ্চর্য, শিশুটি তখন আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছিল আর হাসছিল। শিশুটির সঙ্গিনী নার্সকে তার বয়স জানার লোভ আমি সামলাতে পারলাম না, সে বলে তার বয়স সতের মাস। তবে তার সঙ্গে কথা বলতে বোধহয় দু'মিনিটেরও কম সময় আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। আর তারপরেই হঠাৎ আমি তাকিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলাম কুকুরটা সেখানে নেই। তার গলায় ফিতের একটা প্রান্ত বাঁধা থাকতো আর অপর প্রান্ত আমার হাতের মুঠোয়। সেই ফিতেটা আমার হাতের মুঠোয় ধরা থাকলেও অপর প্রান্তটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সান-এর গলা থেকে। মনে হয় সেই ফিতে কেটে...'

লেডি হগিন তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি যদি তোমার কর্তব্যে অবহেলা না করতে তাহলে কেউ ওর গলার ফিতে কেটে ওকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারতো না।'

মনে হলো মিস কারনাবি এবার কান্নায় ভেঙে পড়বে। তাই তার আগেই পোয়ারো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তারপর কি হলো বলো।'

'আমি তারপর চারদিকে ছোটাছুটি করলাম, কিন্তু কোথাও সান তাঙ-এর হদিশ পেলাম না। তার নাম ধরে কত ডাকলাম, যদি আমার ডাক শুনে সে ফিরে আসে, কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। পার্কের পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করলাম, একটা পিকনিজ কুকুরকে নিয়ে কাউকে সে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখেছে কি না। কিন্তু সে-ও জানালো, না, সেরকম দৃশ্য তার চোখে পড়েনি। কি করব বুঝতে না পেরে অবশেষে হতাশ হয়ে ফিরে আসি...

এরপর মিস কারনাবি একেবারে নীরব হয়ে গেল, তার মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বেরুল না। এর পর কি ঘটতে পারে চোখ বন্ধ করেও তার ছবিটা যেন স্পষ্ট দেখতে পেল পোয়ারো। তাই সে নিজের থেকেই জিজ্ঞেস করল, 'এরপর আপনি নিশ্চয়ই সেই মুক্তিপণের দাবি করা চিঠিটা পেয়ে থাকবেন?'

পোয়ারোর কথায় লেডি হগিন যেন খেই ধরলেন এই কাহিনীর।

'হ্যাঁ, পরের দিন সকালের প্রথম ডাকেই আমার কাছে একটা চিঠি এলো। তাতে বলা হয়েছিল, সান তাঙকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পেতে হলে আমি যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এক পাউন্ডের দুশোটা নোট ৩৮ নম্বর ব্লুমসবারি রোড স্কোয়ারে ক্যাপ্টেন কার্টিসের নামে বিনা রেজেস্ট্রিকৃত প্যাকেটে পাঠিয়ে দিই। যদি দেখা যায় নোটের গায়ে কোনো চিহ্ন আছে কিংবা পুলিশকে জানাই তাহলে সান তাঙ-এর কান ও লেজ কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

মিস কারনাবি আঁতকে উঠল, 'কি নৃশংস ব্যাপার', বিড়বিড় করে বলে উঠল সে। 'মানুষ কি করে যে এতো নিষ্ঠুর হয়!'

লেডি হগিন আবার সরব হলেন। 'চিঠিতে আরো লেখা ছিল, যদি সেদিনই সন্ধ্যার মধ্যে ওই দাবির টাকাটা পাঠিয়ে দিই সান তাঙকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পরেও যদি পুলিশকে আমি ব্যাপারটা জানাই কিংবা যোগাযোগ করি তাহলে সান তাঙকেই তার জীবন দিয়ে আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে...'

মিস কারনাবি চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিড়বিড় করে বলল, 'আমি এতো ভয় পেয়ে গেছি, এখনো ভয় পেয়ে আছি। অবশ্যই মঁসিয়ে পোয়ারো যদিও ঠিক পুলিশের লোক নন, তবুও...'

লেডি হগিন চিন্তিত হয়ে বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি নিশ্চয়ই সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারছেন! তাই আপনাকে বলে রাখি, চোখ-কান খুলে রাখতে। সবদিক থেকে আপনাকে খুব সতর্ক হতে হবে। সান তাঙ-এর জীবন নিয়ে কথা, তার জীবন নিয়ে তো আর ছেলেখেলা করা যায় না...'

এরকুল পোয়ারো যথাসম্ভব ধৈর্য সহকারে আশ্বস্ত করতে চাইলেন লেডি হগিনকে। 'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি মিসেস হগিন, আপনার প্রিয় কুকুরটির কোনো ক্ষতি হতে দেব না, তাই আপনার আশঙ্কার কোনো কারণ থাকতেই পারে না এই জন্যে যে, আমি তো আর পুলিশ নই। আর আমার তদন্তের কাজের ধরণ-ধারণও একেবারে আলাদা। আমার তদন্তের ব্যাপার কেউ ঘূণাক্ষরেও জানতে পারে না। তাই আমি আবার বলছি মিস হগিন, আপনি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। আপনার প্রিয় সান তাঙ সুস্থ শরীরেই ঘোরাফেরা করবে, আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।'

পোয়ারোর কথায় কিসের যাদু ছিল কে জানে, তাতে কাজ হলো, লেডি হগিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো আশ্বস্তবোধ করলেন। মিস কারনাবির মুখের ওপর থেকেও উদ্বেগের মেঘটা যেন নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

পোয়ারো আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমার ধারণা, চিঠিটা নিশ্চয়ই আপনার কাছেই আছে।'

'না', লেডি হগিন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত গলায় ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। 'কিডন্যাপাররা দাবির টাকার সঙ্গে ওই চিঠিটাও ফেরত পাঠানোর হুকুম করেছিল।'

'আর আপনিও যথারীতি ভাল মেয়ের মতো সুরসুর করে চিঠিটা টাকার সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন, এই তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'এটা খুবই অনুতাপের বিষয়।'

মিস কারনাবির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা গেল। 'আমি কিন্তু কাটা ফিতেটা আমার কাছেই রেখে দিয়েছি। সেটা দেখালে আপনার তদন্তের কাজ করতে কি কোনো সুবিধে হবে বলে মনে হয় মঁসিয়ে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কই দেখাও তো।' পোয়ারো কথাটা বলতেই মিস কারনাবি ঘর ছেড়ে

বেরিয়ে গেল। এই ফাঁকে পোয়ারোও দু'-চারটে অতি প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে নেবার সুযোগ পেয়ে গেল। 'আচ্ছা মিসেস হগিন, মিস কারনাবিকে আপনার কিরকম মনে হয়?'

'ওহো, আপনি এমি কারনাবির কথা বলছেন?' মিস হগিন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আপত্তির কথা জানিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'না, না, ওর ওপর সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই, এ নিয়ে আপনি অযথা চিন্তা করবেন না। ও খুব ভাল মেয়ে, ওর মনটা সত্যিই খুব ভাল। কিন্তু একটু বোকা ধরনের এই যা। এর আগেও দু'-চারজন পরিচারিকা আমার কাছে কাজ করেছিল। কিন্তু তারা কেউই কাজের উপযুক্ত ছিল না, সবাই অপদার্থ। এমি কিন্তু সেদিক থেকে খুবই ভাল ও সৎ কাজের মেয়ে। তাছাড়া সান তাঙকে ও খুবই ভালবাসে। পিকনিজ অপহৃত হওয়ার পর বেচারী খুবই মুষড়ে পড়েছিল। এ ব্যাপারে আমি ওর কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছি না। পিকনিজ অপহৃত হওয়ার সময় এমি নিশ্চয়ই সেই ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাটাকে নিয়ে একটু মেতে উঠেছিল। বয়স্কা পরিচারিকাদের ওই একটা মস্ত বড় দোষ, সুন্দর দেখতে বাচ্চা ছেলে দেখলেই নিজেদের আর সামলে রাখতে পারে না। তবে এর জন্য কেবল এমিকেই একা দোষ দেওয়া উচিত না। আবার একই সঙ্গে এও বলছি, সান-তাঙ-এর অপহরণের ব্যাপারে ওর যে কোনো ভূমিকা নেই এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।'

'ওর বিরুদ্ধে আমারও কোনো অভিযোগ নেই', পোয়ারোও তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলল, 'কিন্তু কুকুরটা যখন ওর হেপাজত থেকেই হারিয়েছে তখন ওর চারিত্রিক সততা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত না হওয়া পর্যন্ত আমি নিশ্চিত হতে পারছি না। তা সে কতদিন থেকে আপনার কাছে কাজ করছে মিসেস হগিন?'

'তা প্রায় এক বছর হবে। এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছিল সে। আর সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি হলেন লেডি হার্টিংফিল্ড, ওঁর কাছে সে বছর দশেক কাজ করেছিল। ওই ভদ্রমহিলা মারা যাবার পর কিছুদিন সে ওর এক পঙ্গু বোনের পরিচর্যার কাজ করে। তাই আমি আবার বলছি, এমি খুবই ভাল মেয়ে, তবে একটু বোকা এই যা!'

এই সময় এমি আবার ফিরে এলো সেখানে। তার হাতে একটা কুকুর-বাঁধা ফিতের টুকরো। দারুণ আগ্রহসহকারে ফিতের টুকরোটা সে পোয়ারোর হাতে তুলে দিল। তার দু'চোখে অদম্য কৌতূহল।

পোয়ারোও অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেটা পরীক্ষা করতে থাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর অবশেষে সে মন্তব্য করল, 'হ্যাঁ, এটা যে কুকুরটার গলা থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না।

মিস হগিন এবং এমি দু'জনেই আরও কিছু সময় পোয়ারোর প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকলেন।

পোয়ারো অবশেষে বলল, 'এটা আপাতত আমার কাছেই থাক।'

ধীর-স্থিরভাবে ফিতেটা গুটিয়ে নিয়ে পোয়ারো তার পকেটে চালান করে দিল।

মহিলা দু'জন একটা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন। পোয়ারো ওঁদের প্রত্যাশা মতোই কাজটা সঠিকভাবেই সম্পন্ন করল আপাতত।

পোয়ারোর একটা ভাল স্বভাব হলো এই যে, কোনো কিছুই অপরীক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখে না সে। মিসেস হগিন মিস কারনাবিকে যতই ভাল কিংবা বোকা বলে খোলা মনে সার্টিফিকেট দেন না কেন, তার সম্পর্কে পোয়ারো নিজে খোঁজ-খবর নিতে তার কর্তব্যে কোনোরকম অবহেলা করল না। আর এই সূত্র ধরে সে প্রথমেই প্রয়াত লেডি হার্টিংফিল্ডের আকর্ষণহীনা ভাইঝির সঙ্গে মিলিত হলো।

'আপনি এমি কারনাবির সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন?' মিস মালট্রাভার্স সরাসরি বললেন, 'হ্যাঁ, তাকে আমার খুব ভালই মনে আছে। খুব ভাল মেয়ে সে। আমার প্রয়াত জুলিয়া কাকিমাও তাকে খুব পছন্দ করতেন। কুকুরের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে তার খুব আগ্রহ ছিল। আর চিৎকার করে খুব স্পষ্ট করে ভাল রিডিংও পড়তে পারতো সে। তার মগজে যে বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল না, এ কথা যে ভাববে ভুল করবে। তার আর একটা ভাল স্বভাব হলো, সকলের সঙ্গে সে নিজেকে বেশ ভাল মানিয়ে নিতে পারত। কিন্তু এতো সব কথা আপনি জানতে চাইছেন কেন বলুন তো? তবে কি তার কোনো বিপদ-আপদ? বছরখানেক আগে আমি তাকে একটা সুপারিশপত্র লিখে দিয়েছিলাম। কি যেন নাম সেই মহিলার, মিসেস হ-হ...'

'মিসেস হগিন।।' পোয়ারো তাঁর অসমাপ্ত কথার জের টেনে আরও বলল, 'না, আপনার আশঙ্কা অমূলক, তার কোনো বিপদ-আপদ ঘটেনি, আর মিসেস হগিনের কাছেই সে তার কাজে এখনো বহাল রয়েছে। তবে সম্প্রতি তার হেপাজত থেকে একটা কুকুর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাকে একটু ঝামেলায় পড়তে হয়।'

'আমি একটু আগেই বলেছি, কুকুরদের প্রতি সে খুবই অনুরক্ত। আমার কাকিমারও একটা পিকনিজ কুকুর ছিল। মৃত্যুর আগে কুকুরটা তিনি এমিকেই দিয়ে গেছলেন। আর সেই কুকুরটা যখন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যায় তখন সে খুব কেঁদেছিল। সত্যি কথা বলতে কি তার মনটা খুবই উদার ছিল, তা না হলে একটা পশুর জন্য তিনদিন এক নাগারে কান্নাকাটি করে অভুক্ত থাকে? তবে খুব একটা চালাক-চতুর ছিল না এই যা।'

পোয়ারো মেনে নিল, সম্ভবত মিস কারনাবিকে খুব একটা বুদ্ধিমতি বলে ধরে নেওয়া যায় না।

পোয়ারোর পরবর্তী পদক্ষেপ হলো সেই উদ্যানরক্ষীর সঙ্গে দেখা করা যাকে মিস কারনাবি সেই অভিশপ্ত অপরাহ্নে পিকনিজ কুকুর চুরি হওয়ার ঘটনার কথা বলেছিল। এ ব্যাপারে তাকে খুব একটা অসুবিধায় পড়তে হলো না। একবার বলতেই উদ্যানরক্ষীর মনে পড়ে গেল সেদিনের সেই ঘটনার কথা।

'ওহো, আপনি সেই গোলগাল মোটাসোটা মাঝবয়সী মেয়েটির কথা বলছেন তো? প্রতিদিনের অভ্যাস মতো সেদিনও সে এই পার্কে এসেছিল। বলাবাহুল্য তার সঙ্গে তার চিরসঙ্গী পিকনিজ কুকুরটাও ছিল। কুকুরটাকে সে খুব ভালবাসত, যত্ন করত। কুকুরটা

তার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর তাকে যে কি রকম দিশেহারা হয়ে পড়তে দেখেছিলাম তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে এসে সে জিজ্ঞেস করেছিল একটা পিকনিজ কুকুর সঙ্গে নিয়ে পার্ক থেকে কাউকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি কিনা। তবে আপনাকে খোলাখুলিভাবেই বলে রাখি মঁসিয়ে আমার পক্ষে নির্দিষ্ট করে কোনো কুকুরের প্রতি নজর দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এই পার্কে প্রতিদিন অপরাহ্নে কত নারী-পুরুষই তো নানান জাতের কুকুর সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে আসেন। যেমন ধরুন টেরিয়ার, পিকনিজ, জার্মান সসেজ-কুকুর, এমন কি তাদের মধ্যে বোরযোয়িসও থাকে। তাদের মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট করে সেই মেয়েটির পিকনিজ কুকুরকে আমি কি করে মনে রাখতে পারি বলুন?'

'হ্যাঁ, আপনার অসুবিধেটা আমি উপলব্ধি করতে পারছি', পোয়ারো চিন্তিতভাবে বলল, এখানে কোনো কাজের কাজ হবে না,' নিজের মনে এই বলে পোয়ারো এবার চলে এলো ৩৮ নম্বর ব্লুমস্‌বারি রোড স্কোয়ারে।

৩৮, ৩৯ এবং ৪০, এই তিনটি বাড়ি নিয়ে বালাক্লাভা হোটেল। পোয়ারো ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল। প্রথমেই সিদ্ধ বাঁধাকপির বাসি গন্ধই তাকে অভ্যর্থনা জানাল। গন্ধটা যেন প্রাতঃকালীন ব্রেকফাস্টের কথাই বেশি করে মনে করিয়ে দিচ্ছিল। প্রথমেই সে বাঁদিকে ফিরে তাকাল। মেহগিনি টেবিলের ওপর রঙচটা কাচের ফুলদানিতে একটা বিবর্ণ গোলাপ শোভা পাচ্ছে। টেবিলের পাশেই কয়েকটি ছোট ছোট বাক্সের কাঠের খোপ, যার মধ্যে চিঠি সাজানো থাকে থরে থরে। দেওয়ালে টাঙানো বোর্ডে বোর্ডারদের নামের দীর্ঘ তালিকার ওপর পোয়ারো চিন্তিতভাবে দৃষ্টি ফেলে রাখল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর সে তার ডানদিকের দরজাটা ঠেলল। দরজা খুলে যেতেই তার চোখের সামনে অনেকটা লাউঞ্জের মতো জায়গা ভেসে উঠল। সেখানে কয়েকটা ছোট ছোট টেবিল আর কয়েকটা আরামকেদারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাতা ছিল, টেবিলের ঢাকাগুলো জরাজীর্ণ, বিবর্ণ। তিনজন বৃদ্ধা লাউঞ্জের তিনটি আরামকেদারা দখল করে খোসগল্পে মেতেছিল। একজন কিম্ভুতকিমাকার দর্শনের এক ভদ্রলোককেও সেখানে দেখতে পাওয়া গেল। তারা সকলেই মাথা তুলে এই অনধিকার প্রবেশকারীটির দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁদের প্রত্যেকের চোখ থেকে মুঠো মুঠো ক্রোধ ও ঘৃণা ঝরে পড়ছিল। এরকুল পোয়ারো বিরক্ত হয়ে তাঁদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

তারপর সে সোজা প্যাসেজ ধরেই সামনের দিকে এগিয়ে চলল। এবং প্যাসেজের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আবার সেখান থেকেই প্যাসেজের একটা শাখা ডানদিকে বেঁকে গেছে, ওটা যে ডাইনিংরুমে গিয়ে মিশেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্যাসেজের অল্পদূরে একটা ঘরে দরজায় একটা বোর্ড ঝুলে থাকতে দেখা গেল, তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল 'অফিস'। আর এই দরজাতেই পোয়ারো নক্‌ করল।

কোনো সাড়া না পেয়ে সে এবার নিজের থেকেই দরজায় মৃদু ঠেলা দিতেই সেটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকেই সে চকিতে একবার ঘরের ভেতরটা দেখে নিল। ঘরের মধ্যে একটা বেশ বড় সাইজের ডেস্ক, ডেস্কের ওপর বেশ কিছু কাগজপত্র ইতস্তত ছড়ানো, কিন্তু তার ধারে-কাছে কাউকে দেখা গেল না। অগত্যা তেমনি নিঃশব্দে অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে এবার ডাইনিংরুমের উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল।

সেখানে একজন বিষণ্ণ মুখের মেয়ে পরনে যার ময়লা অ্যাপ্রণ, একটা নোংরা তোয়ালেজাতীয় কাপড় দিয়ে ভর্তি ট্রে থেকে ছুরি-কাঁটা মুছে মুছে টেবিলের ওপর রাখছিল।

কোনো ভূমিকা বা মেয়েটিকে কোনোরকম সম্বোধন না করেই পোয়ারো বলে উঠল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি এসেছি আপনাদের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাব বলতে পারেন?'

মেয়েটি ফ্যাকাসে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'না, বলতে পারব না, কারণ আমি কিছুই যে জানি না।'

এরকুল পোয়ারো এবার মরীয়া হয়ে বলল, 'ওদিকে অফিস-ঘরেও তো কাউকে দেখতে পেলাম না।'

'ম্যানেজার-দিদিমণি যে এখন কোথায় আমি নিজেই জানি না।'

'সম্ভবত,' পোয়ারো ধৈর্য ও স্থৈর্যসহকারে বলল, 'তা তুমি তো তাঁর খোঁজ করে দেখতে পারো, পারো না?'

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কাজের চাপে এমনিতেই সে খুবই পরিশ্রান্ত। এই যে এখন যে কাজটা করছে এটা বাড়তি, তার রোজের কাজের বাইরে পড়ে। তাই এমনিতেই তার মেজাজটা বিগড়ে ছিল, তারপর পোয়ারোর আগমন দেখেই ঠিক করে রেখেছিল, তার কথায় কান দেবে না। কিন্তু লোকটা যেরকম নাছোড়বান্দা তাতে মনে হয় না সহজে তাঁকে বিদায় করা যাবে, যতই বাহানা করা হোক না সে তার ম্যানেজার-দিদিমণির সঙ্গে দেখা না করে এখান থেকে যাবে না। তাই সে দুঃখের সঙ্গে জানালো, জানি না তিনি এখন কোথায়, তবু দেখি আপনার জন্য আমি কি করতে পারি।'

পোয়ারো তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আর একবার হলঘরের দিকে এগিয়ে চলল। ভুলেও সে মেয়েটির জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে ফিরে তাকাল না। হলঘরে ঢুকেও সে তার দৃষ্টি অন্যদিকে স্থিরনিবদ্ধ করার জন্য চিঠির খোপ খোপ বাক্সগুলোর দিকে তার দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ করল। কতক্ষণ সে এভাবে তাকিয়েছিল জানে না, একসময় ডেভনশায়ার ভায়োলেটের উগ্র গন্ধ তার নাকে লাগার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখল যাঁকে সে খুঁজছিল সেই পরিচালিকা তার সামনে এসে হাজির হয়েছেন। তাঁর আচার-আচরণের মধ্যে বিনয় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোনো গাফিলতি ছিল না।

'অফিসে না থাকার জন্য আমি দুঃখিত। আপনার কি ঘরের দরকার?'

এরকুল পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল। 'না ঠিক তা নয়। আমি আমার এক বন্ধুকে খুঁজতে এসেছি এখানে। বন্ধুটি সম্প্রতি এখানে এসেছিল। তার নাম ক্যাপ্টেন কার্টিস।'

'কার্টিস!' মিসেস হার্টি একটু যেন অবাক হয়ে নামটার পুনরাবৃত্তি করলেন, 'ক্যাপ্টেন কার্টিস? নামটা যেন আমি কোথায় শুনেছি বলে মনে হচ্ছে!'

পোয়ারো এ ব্যাপারে তাকে কোনোভাবেই সাহায্য করল না। তাই দ্বিধাচিত্তে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করলেন মিসেস হার্টি মাথা নেড়ে।

'তাহলে ক্যাপ্টেন কার্টিস নামে কোনো ব্যক্তি সম্প্রতি এখানে এসে ওঠেননি?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।

'না, অবশ্যই সম্প্রতি তিনি যে এখানে আসেননি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও কি জানেন, নামটা অবশ্যই আমার খুব চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছে। তা আপনার এই বন্ধুটি কেমন দেখতে বলুন তো?'

'সেটা বলা অবশ্য আমার পক্ষে একটু অসুবিধে আছে,' পোয়ারো বলল। 'আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, একটা চিঠি এসে হাজির হলো এখানে কোনো ব্যক্তির নামে, যে এখানে আদৌ হাজির হয়নি? সে নামে হয়তো কেউ ছিলই না আপনাদের এখানে! সেরকম কিছু নয় তো?'

'হ্যাঁ, সেরকম ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটে বৈকি!'

'তা সেই চিঠিগুলো আপনারা কি করেন তখন?'

'কিছুদিন সেগুলো আমরা রেখে দিই। এই কারণে যে, দেখা যায় দু'-চারদিনের মধ্যেই সেই চিঠির প্রকৃত মালিক আমাদের কাছে খোঁজ-খবর নিতে আসেন, তখন চিঠিটা তাঁর হাতে তুলে দিই। আর যেসব চিঠির একান্তই কোনো দাবিদার পাওয়া যায় না, তখন সেই সব চিঠি আমরা ডাকঘরে ফেরত পাঠিয়ে দিই।'

এরকুল পোয়ারো চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল। 'দেখুন, আসলে এখানে আমার এক বন্ধুকে চিঠি পাঠিয়েছিলাম।'

এবার মিসেস হার্টির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ওহো তাই বলুন। এবার ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর তাই তো ভাবছিলাম নামটা কেন এতো চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে। সম্প্রতি ওই নামে একটা খাম আমি দেখেছি। তবে বুঝতেই পারছেন, অবসরপ্রাপ্ত কত সেনাবাহিনীর অফিসার তো এখানে প্রতিদিন আসছেন, চলে যাচ্ছেন...দাঁড়ান আপনার সেই চিঠিটা এখনো আছে কিনা দেখে নিই একবার।' এই বলে তিনি চিঠির বাক্সের খোপগুলির দিকে পিটপিট করে তাকালেন।

পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'ওটা এখন আর ওখানে নেই।'

'তাহলে মনে হয় নিশ্চয়ই সেটা ডাকঘরে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি এর জন্য খুবই দুঃখিত। আশাকরি সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।'

'না, না, সেটা খুবই গুরুত্বহীন।'

তবু মিসেস হার্টি নাছোড়বান্দা। পোয়ারো চলে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াতেই উগ্র সেন্টের গন্ধ ছড়িয়ে তিনি তার দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর পোয়ারোর কাছ থেকে জানতে চাইলেন, 'যদি কোনোদিন আপনার সেই বন্ধুটি এখানে আসেন?

'না, সেরকম কোনো সম্ভাবনাই নেই। বোধহয় আমিই ভুল করে থাকব...।'

'আমাদের এখানে ঘর ভাড়া কিন্তু খুবই কম', মিসেস হার্টি ছাড়বার পাত্রী নন, পোয়ারোকে যতটা সম্ভব বোঝাবার চেষ্টা করে বললেন, 'নৈশভোজের পর গরম গরম কফিও দেওয়া হয়। চলুন না, দু'-একটা ঘর দেখে আসবেন!'

অনেক কষ্ট করে পোয়ারো তাঁর হাত থেকে রেহাই পেলো কোনোরকমে।

মিসেস স্যামুয়েলসনের ড্রইংরুমটা রীতিমতো বেশ বড়সড়। সেই সঙ্গে সেখানকার বিলাসবহুল আসবাবপত্রগুলো দেখে অনুমান করে নেওয়া যায় যে, কোনোকিছুরই অভাব নেই তার মধ্যে। এছাড়া লেডি হগিনের ড্রইংরুমের তুলনায় এখানকার রুমহিটার অনেক উন্নতমানের। ড্রইংরুমের এক দিকের দেওয়াল জুড়ে ঝকমকে সোনালী জল-করা সারি সারি তাক। সেগুলোর ওপর সাজানো রয়েছে দামী দামী শিল্পসম্ভার। একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতেই পোয়ারো তার পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল।

মিসেস স্যামুয়েলসনের চেহারাও যেন একটু আলাদা ধরনের। লেডি হগিনের চেয়ে ঈষৎ লম্বা। তাঁর মাথার চুল ডাই করা, প্যারক্সাইড রঙ। তাঁরও একটা পিকনিজ কুকুর আছে, আদর করে তার নাম রেখেছেন তিনি নান্‌কি পু। এই সারমেয় জন্তুটি তার ফোলা ফোলা চোখদুটি মেলে নিরীক্ষণ করছিল পোয়ারোকে। মিসেস স্যামুয়েলসনের পরিচারিকাটির নাম কেবল্। তবে এই মেয়েটি কিন্তু মিস কারনাবির ঠিক উল্টো, রোগাটে চেহারা, খর্বকায়। কিন্তু একটা জায়গায় দু'জনের খুব মিল আছে, বেশ মুখর এবং ব্যাস্তবাগীশ স্বভাবের। নান্‌কি পু-এর অপহরণের ব্যাপারেও তাকেই মূলত দোষী বলে সাব্যস্ত করা হয়।

'বিশ্বাস করুন মঁসিয়ে পোয়ারো', মিস কেবল্ কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা যাদুর খেলার মতো ঘটে গেল চোখের নিমেষে। হ্যারডস পার্ক থেকে সবে তখন বেরুচ্ছি, তখনি এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল। একজন নার্স তখন আমায় সময় জিজ্ঞেস করেছিল—'

পোয়ারো তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'নার্স? মানে হাসপাতালের নার্স!'

'না, না, আমি সেরকম নার্সের কথা বলছি না। তবে ছোট ছোট শিশুদের পরিচর্যার জন্য যে ধরনের নার্স রাখা হয়, এও সেরকমই একজন। আর যে শিশুটির ভার দেওয়া হয়েছিল তাকে ভারি চমৎকার দেখতে ছিল! উজ্জ্বল হাসিখুশি মুখ, দু'গালে গোলাপী আভা। অনেকে বলে থাকেন আজকাল লন্ডনে নাকি স্বাস্থ্যবান শিশু বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু সেই শিশুটিকে দেখলে তাঁদের ধারণা অবশ্যই...'

'এলিন তুমি চুপ করবে?' মিসেস স্যামুয়েলসন ধমক দিয়ে উঠলেন, 'একবার কথা বলতে শুরু করলে যেন থামতে আর চান না। এই বদ-স্বভাবটা তোমার আর গেল না!' এরপর মিস স্যামুয়েলসনই বিরক্ত হয়ে তার বাকি কথা শেষ করলেন এই ভাবে, 'আর মিস কেবল্ যখন প্যারাম্বুলেটারের ওপর ঝুঁকে পড়ে মুগ্ধ চোখে সেই সুন্দর শিশুটিকে দেখছিল, বোধহয় এলিনের এমন অন্যমনস্কতার সুযোগ নিতে তৎপর হয়ে কোনো ছিঁচকে চোর নান্‌কি পু-এর ফিতে কেটে তাকে নিয়ে চম্পট দেয়।'

মিস কেবল্ চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিড়বিড় করে ম্লান বিষণ্ন গলায় বলল, 'সমস্ত ব্যাপারটাই যেন নিমেষে ঘটে গেল। একসময় আমি শিশুটির দিকে ফিরে তাকাতেই দেখলাম তার নার্স প্যারাম্বুলেটর নিয়ে আমার দৃষ্টির প্রায় আড়ালে চলে গেছে। আমার তখন খেয়াল হলো নান্‌কি পু-এর কথা। কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে দেখি সে নেই, শুধু তার ফিতের একটা কাটা অংশ আমার হাতে ঝুলছে।' এখানে একটু থেমে মিস কেবল্ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সেই ফিতেটা পরীক্ষা করে দেখতে চান মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'না, না তার আর প্রয়োজন নেই।' পোয়ারো মিস কেবল্-এর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। কুকুরের ফিতের আর কোনো প্রয়োজন আছে বলে তার মনে হলো না। 'আমি সব কিছুই বুঝে গেছি', সে আরও বলল, 'মিসেস স্যামুয়েলসন, তারপরেই কি আপনি আপনার কুকুর অপহরণকারীর কাছ থেকে সেই দাবিপত্রটি পান?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই!'

মিসেস স্যামুয়েলসনকে লেখা চিঠির ভাষা লেডি হগিনকে লেখা চিঠিরই অনুরূপ। ভয় দেখাবার পদ্ধতিও প্রায় একই ধরনের। পুলিশকে জানালে নান্‌কি পু-এর কান ও লেজ কেটে দেবার নির্মম হুমকি। তবে দু'টি ব্যাপারে কিছু তফাত রয়েছে। মিসেস স্যামুয়েলসনের কাছ থেকে দাবির পরিমাণ একটু বেশি, তিনশো পাউন্ড। আর এই দাবির অর্থ পাঠাতে হবে অন্য জায়গায় অন্য নামে, যেমন হ্যারিংটন হোটেলে কম্যান্ডার ব্ল্যাকলের কাছে। ঠিকানা, ৭৬ নম্বর ক্ললমেল গার্ডেন্স, কেনসিংটন।

মিসেস স্যামুয়েলসন বলতে থাকেন, 'নান্‌কি পু নিরাপদে ফিরে আসার পর আমি অনেক খোঁজ করে ওই ঠিকানায় গিয়ে হাজির হলাম একদিন। কারণ তিনশো পাউন্ড তো খুব একটা কম নয়, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই!' পোয়ারো তাঁকে সমর্থন করল। 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়, আর সেই অর্থের অপচয় কখনোই হতে দেওয়া উচিত নয়! তাই আপনি ঠিকই করেছেন মাদাম!'

'হোটেলে ঢুকে প্রথমেই আমি আমার লেখা চিঠি সহ টাকা-ভর্তি খামটার খোঁজ করলাম। খুব বেশি খুঁজতে হলো না, হলঘরের একটা র‍্যাকের মধ্যে আমার খামটা দেখতে পেলাম। হোটেল-কর্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করবার সময় এক ফাঁকে সেটা নিয়ে ত্রস্ত হাতে আমার হাতব্যাগের মধ্যে চালান করে দিই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত—'

'কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত', পোয়ারো বলল, 'খামটা যখন খুললেন, তখন আপনি দেখলেন কয়েকটি সাদা কাগজের শীট ভরা রয়েছে তার মধ্যে, এই তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই!' সবিস্ময়ে পোয়ারোর দিকে ফিরে মিসেস স্যামুয়েলসন জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?'

পোয়ারো তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'অবশ্যই এটা আমার অনুমান মাদাম। তাছাড়া আমার মতো একজন ঝানু গোয়েন্দার পক্ষে এটা অনুমান করে নেওয়াটা খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। আর এটা ভাবা তো খুবই স্বাভাবিক যে, চোর নিশ্চয়ই কুকুরটা ফেরত পাঠাবার আগে তার দাবির টাকাটা পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেবে। আবার খামটার পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেবে। আবার খামটার অনুপস্থিতিতে কারোর সন্দেহও হতে পারে। তাই তার পক্ষে সবদিক রক্ষা করার সবচেয়ে সহজতম উপায় হলো টাকাটা বার করে নিয়ে তার বদলে সেখানে স্রেফ সাদা কাগজের কয়েকটা শীট ভরে খামটা যথাস্থানে আবার রেখে দেওয়া।'

'আর কম্যান্ডার ব্ল্যাকলে নামেও কোনো ব্যক্তি তখন সেই হোটেলে ছিল না!'

পোয়ারো হাসল।

'আর আমার স্বামীও এই সব ঘটনা শুনে খুবই বিরক্ত হলো। সত্যি কথা বলতে কি ওর চোখ-মুখ তখন রাগে উত্তেজনায় বিবর্ণ হয়ে গেছল।'

'তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে, আপনি নিশ্চয়ই দাবিদারকে টাকাটা পাঠানোর আগে আপনার স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করেননি?'

'অবশ্যই নয়!' মিসেস স্যামুয়েলসন দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানালেন।

এর পরেও পোয়ারোর চোখে কিন্তু একটা প্রশ্নের আভাস জেগে রইল। মিসেস স্যামুয়েলসনের দৃষ্টি এড়ায় না। তাই তিনি পোয়ারোর সেই অনুচ্চারিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, 'আমি সেই সময় কোনো ঝুঁকি নিতে চাইনি। আপনিও একজন পুরুষ বলে কিছু মনে করবেন না, টাকার ব্যাপারে আপনারা মানে পুরুষরা যে কত অবুঝ হয় তা নিশ্চয়ই আপনাকে বলে দিতে হবে না। আর ঠিক সেই কারণেই পাছে আমার স্বামী দাবির টাকা দেবার ব্যাপারে অহেতুক আপত্তি তোলে, তাই আমি আমার স্বামীকে এড়িয়ে গেছলাম। শুনলে জ্যাকব হয়তো দাবির টাকা না মিটিয়ে পুলিশের কাছেই যেত। হয়তো টাকাটা খরচ হতো না, কিন্তু তাতে আমার আদরের নান্‌কি পু-এর যে বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারত, এমন কি তার চরম সর্বনাশ হয়ে যেতে পারত। অবশ্য পরে সেই ব্যাপারটা আমি আমার স্বামীকে জানাতে বাধ্য হই এই কারণে যে, টাকাটা কেন আমি ব্যাঙ্ক থেকে ও. ডি. হিসেবে তুলি তার ব্যাখ্যা করতে হয় আমাকে।'

'হ্যাঁ তা বটে, তা বটে', পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল।

'কিন্তু খবরটা শুনে আমার স্বামী যেভাবে রেগে গেছল তার ওরকম রাগ আমি আগে কখনো দেখিনি, সাধারণত পুরুষেরা, হীরের আংটি পরা লম্বা লম্বা সুন্দর আঙুল দিয়ে তাঁর কণ্ঠের হীরের ব্রেসলেটটা ঠিক জায়গায় রাখতে গিয়ে মিসেস স্যামুয়েলসন বললেন, 'টাকা ছাড়া অন্য আর কিছুই সে ভাবতে পারে না।'

এরপর এরকুল পোয়ারো লিফ্‌টে চড়ে স্যার জোসেফ হ্‌গিনের অফিসে উঠে এলো। তাঁর খাস বেয়ারার মারফত সে তার নামের কার্ডটা পাঠিয়ে দিল তাঁর কাছে। একটু পরেই বেয়ারা এসে খবর দিল, স্যার জোসেফ এই মুহূর্তে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, তবে দু'-চার মিনিট পরেই তিনি দেখা করবেন পোয়ারোর সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে স্যার জোসেফের ঘর থেকে সুন্দরী এক যুবতীকে একগাদা কাগজপত্র হাতে নিয়ে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যেতে দেখল পোয়ারো। যাবার সময় মেয়েটি চকিতে একবার পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে ছোটখাটো এই মানুষটির মুখ এক ঝলকে দেখে নিতে ভুলল না। মেয়েটি চলে যাওয়ার পরেই ডাক পড়ল পোয়ারোর। পোয়ারো কালবিলম্ব না করে স্যার জোসেফের অফিসঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘরে ঢুকতেই সে দেখল, একটা বিরাট গোলাকার মেহগিনি কাঠের টেবিলের উল্টোদিকে একটা গদি আঁটা চেয়ারে স্যার জোসেফ বসে আছেন। তাঁর চিবুকে লিপস্টিকের মৃদু ছাপ নজরে পড়ল পোয়ারোর। ভদ্রলোক বড়ই অসাবধানী, ওঁদের গোপন প্রেমের দৃষ্টিকটু ছাপটাও মুছে ফেলতে ভুলে গেছেন, নাকি তাকে দেখানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই উনি সেটা বিজ্ঞাপিত করতে চাইছেন, কে জানে, আপন মনে ভেবেও পোয়ারো এর একটা সদুত্তর পেল না এই মুহূর্তে।

'আসুন, আসুন মঁসিয়ে পোয়ারো, বসুন।' সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে স্যার জোসেফ জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার জন্যে কোনো খবর-টবর পেলেন?'

পোয়ারো চেয়ারে একটু থিতু হয়ে বসে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলতে শুরু করল : 'সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে জলের মতো স্বচ্ছ স্পষ্ট বলে মনে হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই টাকাটা এমন কোনো বোর্ডিং হাউস কিংবা প্রাইভেট হোটেলে পাঠানো হয়েছে, যেখানে কোনো দারোয়ান বা ওই ধরনের কর্মচারী থাকে না। বিভিন্ন ধরনের বোর্ডার বা লোক রাতদিন সেখানে যাতায়াত করে থাকে। তাদের মধ্যে প্রাক্তন সেনাবাহিনীর অফিসারদের সংখ্যাই বেশি। তাই বুঝতেই পারছেন, এ অবস্থায় যে কোনো একজনের পক্ষে ভেতরে ঢুকে ওই খাম খুলে টাকাটা বার করে আনা কতই না সহজ ব্যাপার। আর এই কারণেই অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে আমাকে প্রতিক্ষেত্রেই এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।'

'তার মানে আপনি এ কথাই বলতে চাইছেন যে, প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান আপনি এখনও পাননি, এই তো?'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। তবে আমার মাথায় অবশ্য কতকগুলো পরিকল্পনা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কতকটা মাছ ধরা জাল পুকুরে ফেলার মতো। তবে এই জাল গুটিয়ে আনতে আরও দু'-চারদিন সময় লাগবে।

স্যার জোসেফ তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলে বললেন, 'তাহলে কাজটা খুব ভালভাবেই এগোচ্ছে। ঠিক আছে, এরই মধ্যে যদি কোনো নতুন খবর থাকে তো আমাকে জানাতে ভুলবেন না।'

'বেশ তো আমি আপনার বাড়িতে গিয়েই খবরটা না হয় দিয়ে আসব।'

স্যার জোসেফ বললেন, 'আপনি যদি সত্যি সত্যি এ কেসের রহস্য সম্পূর্ণভাবে সমাধান করতে পারেন তাহলে সেটা সত্যিকারের একটা কাজের কাজ হবে। কিন্তু যদি ব্যর্থ হন—'

পোয়ারো দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, 'এখানে ব্যর্থতার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। মনে রাখবেন স্যার জোসেফ, এরকুল পোয়ারোর পেশার অভিধানে ওই শব্দটার কোথাও স্থান নেই।'

তবুও স্যার জোসেফ পোয়ারোর দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসলেন, 'নিজের সম্পর্কে আপনি খুবই নিশ্চিত, তাই না?'

'অবশ্যই! আর এর পিছনে যথেষ্ট কারণও আছে বৈকি!'

'ঠিক আছে', স্যার জোসেফ চেয়ারে হেলান দিয়ে আবারও কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না, 'দেখবেন, বেশি অহঙ্কার আবার ভাল নয়, জানেন তো অতি দম্ভই মানুষকে তার পতনের মুখে ঠেলে দেয়?'

পোয়ারো তাঁর এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করল না। মনে মনে সে ঠিক করল, স্যার জোসেফের এই প্রশ্নের উত্তর সে তার কাজের মাধ্যমে দেখিয়ে দেবে।

এরকুল পোয়ারোকে বেশ খুশিই দেখাচ্ছিল বৈদ্যুতিক চুল্লীর সামনে আরামকেদারায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে। অদূরেই সেই চুল্লীটা গন্‌গন্ করে জ্বলছে, সেটার সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতিও তার দৃষ্টিকে যেন আরও বেশি করে প্রসন্ন করে তুলেছিল। ওদিকে বহুদিনের পুরাতন সাজভৃত্য জর্জকে সে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল। জর্জ তার কেবল সাজভৃত্য নয়, তার সহকারীও বটে, এক-এক সময় তার পরামর্শকে সে বেশ মূল্যবান বলেই মনে করে থাকে। তাই তাকে কিছু নির্দেশ দেবার পর পোয়ারো নিজের থেকেই বলে উঠল, 'বুঝতে পেরেছো তো জর্জ?'

'হ্যাঁ স্যার, সব কিছুই আমার কাছে এখন জলের মতোই পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'সম্ভবত কোনো ফ্ল্যাট বা ছোটখাটো একটা বাড়িই হবে। আর সেটা অবশ্যই এই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই হবে। যেমন বলা যায় দক্ষিণে সাউদার্ন পার্ক, পূর্বে কেনসিংটন চার্চ, পশ্চিমে নাইটসব্রীজ ব্যারাক আর উত্তরে ফুলহ্যাম রোড, বুঝেছো?'

'হ্যাঁ স্যার আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি, আপনাকে এতো করে বলতে হবে না।'

পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল : 'ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে সামান্য বলে মনে হলেও এটা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর পিছনে দক্ষ হাতে পরিচালিত কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু সেই সংগঠনটির গুরু স্বয়ং পশুরাজ নেমিয়ান তার সুচতুর কৌশল ও দক্ষতার সঙ্গে নিজেকে লোকচক্ষের আড়ালে রেখে দিয়েছে। এই যে আমি ওই সংগঠনের দলনেতাকে নেমিয়ানের সঙ্গে তুলনা করলাম, আমার মতে এটা অযৌক্তিক কিছু নয়। আর একটা

কথা হলো, এই কেসের সঙ্গে একটা জটিল বুদ্ধিদীপ্ত ধাঁধা জড়িয়ে আছে। আমি মনে করি আমার এই মক্কেলটির প্রতি আরও বেশি করে সমর্থন জানানো উচিত, তাঁর পাশে পাশেই থাকা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ ব্যাপারে একটা অজানা প্রশ্নও আমার মনে দেখা দিয়েছে। এর কারণ এই ভদ্রলোকের সামগ্রিক অবয়বের সঙ্গে বেলজিয়ামের এক সাবান কারখানার মালিকের হুবহু মিল যেন পাওয়া যায়। সেই নিপাট ভালমানুষ হিসেবে পরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাঁরই প্রতিষ্ঠানের এক সুন্দরী যুবতীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে তাঁর বয়স্কা স্ত্রীকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করেছিলেন। সেই কেসের তদন্তের ভার আমার ওপরেই পড়েছিল এবং বলাবাহুল্য, সেটাই আমার জীবনে প্রথম সাফল্য এনে দিয়েছিল।'

জর্জ মাথা নেড়ে বলল, 'আপনি যথার্থই বলেছেন। এই সব সুন্দরী রমণীরাই যত সব অশান্তি আর ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন দেখা যায়, যেখানে কোনো খুন বা ভয়ঙ্কর অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়, সেই সব কেসে কোনো না কোনো নারীর ভূমিকা থাকবেই থাকবে। আপনাদের মতো দক্ষ গোয়েন্দাদেরও এই একই অভিমত, তাই না স্যার?'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ জর্জ,' পোয়ারো মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'তুমি দেখছি আমার সঙ্গে থাকতে থাকতে একজন ক্ষুদে গোয়েন্দা হয়ে উঠেছ, ঠিক আমার বন্ধু ওয়াটসনের মতো। আর তাই তো তোমাকে সঙ্গে পেয়ে আমি আমার সেই উপদেষ্টা বন্ধুর অভাবটা মেটাতে পারি। ওয়েল ডান জর্জ, ওয়েল ডান!' এবার তোমার কাজে এগিয়ে যাও।'

এর ঠিক তিন দিন পরে চতুর জর্জ এসে বিজয়ীর হাসি হেসে বলল, 'এই যে স্যার, আপনার ঈপ্সিত ঠিকানা।'

পোয়ারো হাত বাড়িয়ে জর্জের হাত থেকে ঠিকানা লেখা চিরকুটটা নিয়ে তার ওপর চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল, 'কাজটা সত্যিই তুমি খুব ভাল করেছ জর্জ।' এখানে একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা সপ্তাহের কোনদিন তোমার ছুটি থাকে বলো তো?'

'বৃহস্পতিবার।'

'বৃহস্পতিবার? খুব ভাল কথা, সত্যিই আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। আজই তো বৃহস্পতিবার। তাহলে আর দেরি কেন, আজই আমাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়া যাক, কি বলো?'

মিনিট কুড়ি পরে পোয়ারোকে একটা ভাঙাচোরা ফ্ল্যাটবাড়ির অপরিসর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে দেখা গেল। তার অভিষ্ট দশ নম্বর রোসহম ম্যানসনটা একেবারে টপ ফ্লোর চারতলায়, কিন্তু লিফটের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই কোনো উপায় না দেখে পোয়ারো তার পাদুটোকে সম্বল করেই ঘোরালো স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে পায়ে পায়ে চারতলায় উঠে এলো। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে একটু সময়ের জন্য থেমে বিশ্রাম

নিল পোয়ারো, হাঁপিয়ে উঠেছিল সে। বয়স হয়েছে, সেটাই স্বাভাবিক। তাঁর সামনেই ছিল দশ নম্বর ফ্ল্যাটটা। ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে একটা নতুন ধরনের শব্দ তার কানে ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার নিস্তব্ধ পরিবেশকে ভেঙে রেণু রেণু করে গুঁড়িয়ে দিল। আর সেই শব্দটা হলো একটা কুকুরের তারস্বরে চিৎকার।

পোয়ারো মৃদু হেসে নিজের মনেই মাথা দোলাল, তারপর সেই দশ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এবং পরক্ষণেই তার একটা হাত গিয়ে চেপে বসল দরজার কলিংবেলের ওপর।

তীব্র চিৎকারটা এবার দ্বিগুণ জোরে বেড়ে গেল। ওদিকে বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে কার যেন মৃদু খসখসে পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো তার কানে। একটু পরেই দরজাটা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়ে গেল তার চোখের সামনে।

দরজার ওপারে দাঁড়িয়েছিল মিস কারনাবি। পোয়ারোকে দেখামাত্র ভূত দেখার মতো করে আঁতকে উঠল। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার শব্দ যেন তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো।

'ঘরে ঢোকার অনুমতি পেতে পারি?' উত্তরটা পাওয়ার আগেই পোয়ারো মিস কারনাবিকে অতিক্রম করে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ডানদিকে বসার ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। এবং ধীরে ধীরে সে সেই ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। তার পিছন পিছন মিস কারনাবি স্বপ্নাবিষ্টের মতো তাকে অনুসরণ করে এলো।

বসার ঘরটা বেশ ছোটই বলতে হয়। আবার এই ছোট্ট ঘরটা নানান আসবাবপত্রে ঠাসা। আর সেই সব আসবাবপত্রের মাঝখানে একজন রক্তমাংসের মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করল পোয়ারো, সে এক নারীমূর্তির। গ্যাস চুল্লীর পাশে একটা জরাজীর্ণ সোফার ওপর শুয়েছিল এক বয়স্কা মহিলা। তার পাশেই বসেছিল পিকনিজ কুকুরটা। পোয়ারোকে ঢুকতে দেখেই কুকুরটা সোফা থেকে লাফিয়ে পড়ে তেমনি তারস্বরে চিৎকার করতে করতে পোয়ারোর দিকে ছুটে এলো। কুকুরটা পোয়ারোর মতো একজন নবাগত আগন্তুককে দেখে রীতিমতো যে সন্দিহান হয়ে উঠেছে সেটা তার ভাবভঙ্গি দেখে স্পষ্টতই বোঝা যায়।

'আহা!' কুকুরটার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থেকে খুশির আমেজে মাথা নাড়ল পোয়ারো। 'তুমিই তাহলে এই নাটকের প্রধান অভিনেতা? তোমার অভিনয় দেখে আমি খুবই মুগ্ধ, আমি তোমাকে আমার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে অভিনন্দন জানাচ্ছি।' এই বলে পোয়ারো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে পিকনিজের মাথায় হাত বোলাতে থাকল। কুকুরটা সন্দেহজনকভাবেই পোয়ারোর হাতটা বারকয়েক শুঁকে দেখল। কি ভাবল সে কে জানে, তবে বুদ্ধিমানের মতো চোখ তুলে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইল।

মিস কারনাবি অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে বলে উঠল : 'তাহলে আপনি সব কিছুই জানেন দেখছি।'

পোয়ারো মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, আমি জানি বৈকি।' তারপর সোফায় শায়িত মহিলাটির দিকে মিস কারনাবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'আমার মনে হয় উনি তোমার দিদি হবেন?'

মিস কারনাবি যন্ত্রচালিতের মতো বলল, 'হ্যাঁ।' তারপর সে তার দিদির দিকে ফিরে বলল, 'এমিলি, ইনি হলেন মঁসিয়ে পোয়ারো।'

মিস এমিলি কারনাবি হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অস্ফুটে বলল 'ওঃ!'

মিস এমি কারনাবি কুকুরটাকে ডাকল, 'অগাস্টাস...'

পিকনিজ মিস কারনাবির দিকে ফিরে তাকাল। তার লেজটাও নড়ে উঠল। তারপর সে আবার পোয়ারোর হাতটা পরীক্ষা করতে থাকল নাক দিয়ে শুঁকে শুঁকে। পোয়ারো জানে কুকুরদের ঘ্রাণশক্তি কতই না প্রবল! তার লেজটা আবার দুলে উঠল। তার এই ঘন ঘন লেজ নাড়া দেখে পোয়ারো বেশ বুঝতে পারল, তার প্রতি কুকুরটার আর কোনো সন্দেহ নেই, সত্যি সত্যি সে তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আর পোয়ারো ঠিক এমনটিই চাইছিল। তাই সেও খুশি হয়ে এবার আলতো হাতে অগাস্টাসকে কোলে তুলে নিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। এবং বলল, 'তাহলে শেষ পর্যন্ত আমি পশুরাজ নেমিয়ানকে আবিষ্কার করতে পারলাম। আর এখানে আমার কাজও শেষ।'

এমি কারনাবি শুকনো গলায় বলল, 'সত্যিই আপনি তাহলে সব কিছুই জেনে ফেলেছেন?'

পোয়ারো মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি। অগাস্টাসের সহায়তায় তুমি এই গোপন সংগঠন পরিচালনা করছো। তোমরা তোমাদের নিয়োগকর্ত্রীদের বাড়ি থেকে রোজকার রুটিন-মাফিক কুকুরগুলোকে বিভিন্ন পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাবার নাম করে বেরিয়ে আনো। কিন্তু পার্কে না গিয়ে তার বদলে ওইসব ছোট ছোট অসহায় প্রাণীগুলোকে এখানে এনে হাজির করো। তারপর এখান থেকে তোমার ওই পোষা অগাস্টাস কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে পার্কে ফিরে যাও। সেখানে তোমার আর অগাস্টাসের যৌথ অভিনয় মঞ্চস্থ করার জন্য। যে কারণে পার্কের রক্ষীও তোমার সঙ্গে একটা পিকনিজ কুকুরকে দেখেছে বলে স্বীকার করে নেয়। আর তুমি যে নার্সটির কথা বলেছিলে, বাস্তবে যদি তার কোনো অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তাহলেও সেও অবশ্যই এই একই কথা বলবে। আর তোমার বর্ণিত সেই প্যারাম্বুলেটারবাহী নার্সটির সঙ্গে কথা বলার সময় তুমি নিজেই ইচ্ছে করে তোমার পরিকল্পনা মাফিক অগাস্টাসের ফিতেটা কেটে দিয়েছিলে। তুমি এই অগাস্টাসকে এমন সুন্দর করে ট্রেনিং দিয়েছিলে যে, ফিতেমুক্ত হয়ে পার্ক থেকে একা একাই পথ ঠিক চিনে সোজা তার পুরনো ফ্ল্যাটে অর্থাৎ এখানে ফিরে আসে। মিনিট দু'-তিন বাদে পার্কের মধ্যেই কুকুর চুরির ঘটনা তুলে তুমি হৈ-চৈ বাধিয়ে বসেছিলে। কি বলো আমি ঠিক বলেছি কিনা?'

এরপর কিছুক্ষণ কারোর মুখে কথা ফুটল না। মিস কারনাবি পোয়ারোর প্রশ্নের

উত্তরটা দিতে পারল না, তার পরিবর্তে তার বুক ঠেলে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে এলো। অবশেষে সে অকপটে স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ সবই সত্যি, আপনি এতটুকু বাড়িয়ে বলেননি। আমার বলার কিছু নেই।'

ওদিকে সেই পঙ্গু মহিলাটি সোফায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

পোয়ারো এবার নিজের থেকেই আবার বলল, 'মাদামোয়াজেল, সত্যিই কি তোমার বলার কিছু নেই?'

মিস কারনাবি তখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, ভয়ঙ্কর একটা ব্যর্থতার গ্লানিতে সে তখন ভীষণ ক্লান্ত। কোনোরকমে ধীরে ধীরে টেনে টেনে সে বলল, 'না, আমার কিছুই বলার নেই। আমি সত্যি সত্যি চোর বনে গেছি, ধরা পড়ে গেছি। আপনিই বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো, এর পরেও কি আমার বলার আর কিছু থাকতে পারে?'

'তা না হয় মানলাম, কিন্তু আত্মপক্ষের সমর্থনেও কি তোমার বলার কিছু থাকতে পারে না?' নরম গলায় পোয়ারো বলল। 'তুমি আমার কাছে অনায়াসে তোমার বক্তব্য রাখতে পারো। আমাকে তুমি তোমার বন্ধুর মতো ভাবতে পারো, আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো।'

এ কথায় মিস কারনাবির ফ্যাকাসে গালে ঈষৎ লাল আভার ছোপ পড়তে দেখা গেল। আমি যে খারাপ কাজ করেছি তার কোনো ক্ষমা নেই। তাই তার জন্য আমার মনে কোনো অনুশোচনা বা গ্লানি নেই, অতএব আমার কোনো বক্তব্যই থাকতে পারে না। আমার বিশ্বাস, আপনি প্রকৃতই একজন সহৃদয় ব্যক্তি মঁসিয়ে পোয়ারো। তাই আমার অবস্থাটাও যথার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন। জানি না কিসের জন্য এত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম...'

'ভয় পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। আমার ধারণা, কোনো ভদ্রপুরুষের পক্ষে এটা বোঝা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি তেমন চালাক-চতুর নই। বিশেষ কোনো ট্রেনিংও নেই আমার। এ ছাড়াও আমার বয়সটাও দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। তাই ভবিষ্যতের ভয়-ভাবনা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কেন জানেন, সারা জীবন সঞ্চয় বলতে তো কিছুই করতে পারিনি, এর ওপর আবার এক অক্ষম পঙ্গু বোনের দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে থাকলে আপনিই বলুন কি ভাবেই বা আমার পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব? এদিকে আমার বয়স বেশ বেড়েছে, তাই কেউ আর এখন বয়স্কা মেয়েদের কাজ দিতে চায় না, তারা মনে করে আমাদের বয়স বাড়লে বুঝি বা দেহের শক্তিও কমে যায়। তাই পরিচারিকার কাজে আজকাল সবাই অল্পবয়সী চটপটে চালাক-চতুর মেয়েদেরই খোঁজ করে। তখন বয়স্কা পরিচারিকারা যাবে কোথায়? আমাদের এই পরিচারিকাদের মধ্যে কতজনকেই আমি তাদের শেষ জীবনে এমনভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে অনাথ হয়ে অনাদরে অবহেলায় মরে যেতে দেখেছি। কেউই তখন সাহায্য দূরে থাক একটু করুণা পর্যন্ত করে না। সেই সব অবহেলিত মেয়েদের একা-একা নিঃসঙ্গ জীবন কাটে নির্জন ঘরে।

তাদের তখন পেটে না জোটে দু'বেলা অন্ন, না থাকে পরনের ভাল পোশাক। ঘরে চুল্লী জ্বালাবার মতো সামর্থ্য থাকে না, হাড়-কাঁপানো শীতে ঠক-ঠক করে কাঁপতে হয়, কেউ বা প্রচণ্ড শীত সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মৃত্যুর আগে তারা কতদিন যে অভুক্ত ছিল কে তার খবর রাখে! ঘর না থাকলে তাদের খোলা রাজপথই তখন প্রধান আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। কিছু দাতব্য অতিথিশালা হয়তো এখানে আছে, কিন্তু সেখানে তাদের স্থান হয় না, কারণ সেখানে আশ্রয় পেতে হলে বন্ধু কিংবা প্রভাবশালী মুরুব্বী থাকা দরকার। সেদিক থেকেও আমি দেউলিয়া, আমার কেউ নেই। আক্ষরিক অর্থে আমি প্রকৃতই অনাথ, অনেকের মতো আমিও সহায় সম্বলহীন এক হতভাগ্য নারী, ভবিষ্যতের দিকে তাকালে মৃত্যুর কালোছায়া ছাড়া ভাল কিছুই আর চোখে পড়ে না আমাদের।'

একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় গলাটা কেঁপে উঠল মিস কারনাবির। একটু দম নিয়ে সে আবার তার কথার জের টেনে বলতে শুরু করল, 'এইসব কারণেই আমরা কয়েকজন পরিচারিকা মিলে একটা দল গড়ে তুললাম। সমস্ত পরিকল্পনাটা আমারই। বস্তুত অগাস্টাসকে দেখেই একদিন আমার মাথায় এই পরিকল্পনাটির উদ্ভব হয়। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন সমস্ত পিকনিজই দেখতে একই ধরনের হয়ে থাকে। চীনাম্যানদের দেখে আমাদের যেমন মনে হয় অনেকটা সেইরকম। অবশ্য অগাস্টাসের ক্ষেত্রে কথাটা ঠিক খাটে না। কারণ সান তাঙ কিংবা নান্‌কি সু-এর চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। আর দেখতেও সে অনেক বেশি সুন্দর। কিন্তু সবার ধারণা পিকনিজ হচ্ছে পিকনিজই। এই অগাস্টাসই আমার মাথায় সর্বপ্রথম পরিকল্পনার কথাটা ঢুকিয়ে দেয়। এর ওপর আজকাল অনেক ধনী মহিলাই পিকনিজ কুকুর পুষে থাকেন।

পোয়ারো মৃদু হাসল। তাহলে ব্যবসাটা বেশ লাভজনক, কি বলো? তা তোমাদের দলে ক'জন ছিল? কিংবা প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে করছি, তোমাদের কতগুলো অভিযান সফল হয়েছে?'

মিস কারনাবি সহজভাবেই বলল, 'সান তাঙকে নিয়ে ষোলোবার।'

এরকুল পোয়ারো ভ্রূ তুলল। 'আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমার এই সংগঠনের কাজকর্ম সত্যিই খুব চমৎকার।'

এমিলি কারনাবি এই প্রথম মন্তব্য করলো, 'এমি বরাবরই সংগঠনের কাজটা বেশ দক্ষতার সঙ্গেই সমাধা করে থাকে। আমার বাবা ছিলেন এথেন্সের কেলিংটন শহরতলীর পল্লীযাজক, তিনিও ওর কাজকর্ম দেখে এ কথাই বলতেন।'

পোয়ারো অভিবাদনের ভঙ্গীমায় মাথা একটু নুইয়ে মিস কারনাবির প্রশংসা করে বলল, 'আমি স্বীকার করছি মাদামোয়াজেল, একজন অপরাধী হিসেবে তোমাকে প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে অবশ্যই ফেলা যায়।'

'কি বললেন আমি একজন অপরাধী? ও হ্যাঁ, সত্যিই তো আমি একজন অপরাধীই বটে। তবে এটা কখনোই সেরকম মনে হয় না।'

'তাহলে কি মনে হয় শুনি?'

'অবশ্যই আপনার মন্তব্যটা ঠিকই। কারণ এতে আইন ভঙ্গ করা হয়েছে। কিন্তু দেখুন, কি ভাবেই বা এর ব্যাখ্যা করব? প্রায় সব ধনী মহিলারা আমাদের সঙ্গে যেরকম খারাপ ব্যবহার করেন আর আমাদের মেজাজ দেখিয়ে কথা বলেন তাতে আমাদের মতো পরিচারিকাদের পক্ষে ঠিক থাকা যায় না। এই যেমন লেডি হগিনের কথাই ধরুন না কেন, আপনি তো নিজের চোখেই তাঁর রূঢ় ব্যবহার দেখে এসেছেন। অশ্রাব্য ভাষায় যে ভাবে আমাকে গালিগালাজ করেন তা কোনো রক্ত-মাংসের মানুষ সহ্য করতে পারে না। এই যেমন সেদিন বললেন, ইদানিং তাঁর টনিকটা নাকি বিস্বাদ ঠেকছে। তাঁর সন্দেহ আমি নিশ্চয়ই তাঁর বোতল থেকে কিছু টনিক ঢেলে নিয়ে তার বদলে অন্য কিছু মিশিয়ে রেখেছি।'

'অন্য কিছু বলতে মানে উনি কি বলতে চেয়েছিলেন?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল এবং গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকল, সেটা কি হতে পারে?'

'ওঁর মনের কথা আমি কি করেই বা জানব বলুন?' মিস কারনাবি তার আগের কথার জের টেনে বলতে থাকে, তার চোখে-মুখে ক্ষোভের ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল। 'ওঁর সব রকম বদমেজাজই অস্বস্তিকর বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। অথচ দুঃখের কথা কি জানেন, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবারও কোনো উপায় নেই আমাদের। আর সেইজন্যই অপমানটা বেশি করে গায়ে লাগে আমাদের।'

পোয়ারো তার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'তুমি কি বলতে চাইছ আমি জানি।'

'আবার দেখুন, নিজেদের স্বার্থে ওঁরা কি বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয়ই না করে থাকেন, যা শুধু খালি চোখে তাকিয়ে দেখা যায় না। অথচ আমাদের বেলাতেই যত ওঁদের কার্পণ্য! এদিকে স্যার জোসেফের ব্যবসাও যে সব সময় সোজা পথ ধরে চলে সে কথাও মেনে নেওয়া কষ্টকর। তবে আমার মতো বুদ্ধিহীনা মেয়ে এ সব বিত্তবানদের বড় বড় ব্যাপারেও কতটুকুই বা খোঁজখবর রাখতে পারে বলুন! তবুও আমি আমার স্বল্পবুদ্ধি নিয়ে এটুকু বলতে পারি যে, স্যার জোসেফ যে ধোয়া তুলসিপাতা নন, সৎ ব্যক্তি নন, আর এ কথাটাই আমি এখন আপনার কাছে জোর গলায় বলছি। আর এই সব অন্যায়, অনিয়ম দেখেই আমার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে, ভেতরে ভেতরে আমি তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ি। আমি এখন বেশ বুঝে গেছি, এদের কাছ থেকে যদি কিছু বাড়তি অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া যায় তাতে কিছু এসে-যাবে না ওঁদের, আর সে টাকাটা ফেরত পাবার চেষ্টাও করবেন না ওঁরা। এমন কি কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর টাকা চোট যাওয়ার কথাটা মনেও থাকবে না ওঁদের।'

পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'একজন আধুনিক রবিনহুড! আচ্ছা মিস কারনাবি চিঠিতে যেরকম হুমকি দেওয়া হতো, সত্যিই যদি টাকাটা না পেতেন তাহলে কি আপনি সেরকমই কিছু করতেন?'

'হুমকি?'

'হ্যাঁ, ওই সব নিরীহ প্রাণীগুলোর অঙ্গচ্ছেদ করার যে হুমকি দিতেন চিঠিতে, আপনার মূল অভিপ্রায় কি সেরকমই কিছু ছিল?'

মিস কারনাবি ভয়ার্ত চোখে তাকাল। 'এ আপনি কি বলছেন মঁসিয়ে? না, না আমি কখনোই ওরকম নিষ্ঠুর কিছু করার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। তবে এক দুঃসাহসিক ব্যাপারে কার্যসিদ্ধির জন্য সময় সময় এরকম মিথ্যে ছল-চাতুরির আশ্রয় নিতে হয় বৈকি। এ ভাবে একটা শৈল্পিক ছাপ রাখা আর কি!'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যি খুবই শিল্পসম্মত হয়েছে। আর তাতে কাজও খুব ভাল হয়েছে।'

'অবশ্যই! আর ফল যে আমি ভাল পাবই তা আমি আগে থেকেই জানতাম। অগাস্টাসকে দিয়েই সে কথা আমি আগাম অনুভব করতে পেরেছি। তাছাড়া টাকাটা ডাকে পাঠাবার আগে আমাদের গৃহকর্ত্রীদের স্বামীরা যাতে ব্যাপারটা ঘৃণাক্ষরেও জানতে না পারেন সে বিষয়েও আমাদের যথেষ্ট সচেতন হতে হয়েছিল। আর আমার এই অভিনব পরিকল্পনাটা কাজেও লেগে গেছে খুব সুন্দরভাবে। দশবারের মধ্যে ন'বারই পরিচারিকাদের হাত দিয়েই খাম খুলে টাকাটা বার করে তার বদলে সাদা কাগজ ভরে দেওয়ার কাজটা খুব সহজেই সমাধা করা গেছে। তবে যে দু'-একটি ক্ষেত্রে গৃহকর্ত্রী নিজেই খামটা ডাকে দিতেন সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই পরিচারিকাকে ওই নির্দিষ্ট হোটেলে গিয়ে টাকাটা হস্তগত করতে হতো। তবে সে কাজটাও তেমন কষ্টসাধ্য ছিল না।'

'আর তোমরা যে নার্সটির উল্লেখ করতে বাস্তবে কি তার কোনো অস্তিত্ব আছে?'

'না। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম, আমরা সবাই জানি বয়স্কা পরিচারিকারা যে সুন্দর সুন্দর শিশু দেখলেই আনন্দে খুবই দিশেহারা হয়ে ওঠে, এবং একটা সুন্দর ফুটফুটে শিশুকে দেখে তারা যে সব কিছু ভুলে গিয়ে সেই শিশুটির দিকেই মোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকবে, এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা বলতে কিছু থাকার কথা নয়।'

এরকুল পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তোমার দক্ষতা অসাধারণ। আর তোমার এই সংগঠনটিও প্রথম শ্রেণীর। আর তুমি একজন দক্ষ অভিনেত্রীও বটে। লেডি হগিনের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে প্রথম যেদিন গেছলাম, তোমার কথাবার্তা শুনেই আমার তখনি এরকম একটা ধারণা হয়েছিল, সত্যি যেদিন তুমি আমার সামনে নিখুঁতভাবে কেমন অভিনয় করে গেছলে। তোমাকে আমার একান্ত অনুরোধ নিজের সম্পর্কে কোনোরকম খারাপ ধারণা যেন পোষণ করো না। আমি জানি তোমার বিশেষ কোনো শিক্ষাদীক্ষা নেই, হয়তো সেরকম সুযোগ তোমার জীবনে আসেনি। কিন্তু আমার উপলব্ধি হলো এই যে, তোমার বুদ্ধি বা সাহসের কোনো অভাব নেই। এর জন্য আমি তোমার ভূয়সী প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না।

মিস কারনাবি মৃদু হেসে বলল, 'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, তা সত্ত্বেও আমি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলাম আপনার কাছে।'

'হ্যাঁ, সে তো কেবল আমার কাছেই। আর সেটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। মিসেস

স্যামুয়েলসনের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করার পরেই বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি, সান তাঙ-এর অপহরণটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা ধারাবাহিক ঘটনারই একটা। তোমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে জানতে পারি, তোমার পুরনো গৃহকর্ত্রী মৃত্যুর সময় তাঁর প্রিয় পিকনিজ কুকুরটাকে দিয়ে গেছলেন তোমাকে। আরও জেনেছি, তোমার এক পঙ্গু দিদি আছেন। এই দুটি খবরই আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই এই দুটি খবরকে মূলধন করে আমি আমার সাজভৃত্য জর্জকে নির্দেশ দিই, নির্দিষ্ট একটা এলাকার মধ্যে এমন একটা ফ্ল্যাটের খোঁজ করতে যেখানে একটা পিকনিজ কুকুর সমেত একজন সুস্থ ও একজন পঙ্গু মহিলা বাস করে। আর সেই পঙ্গু মহিলার ছোট বোন তার সাপ্তাহিক ছুটির দিনটি সেই ফ্ল্যাটেই কাটিয়ে যায়। এর থেকেই তুমি বেশ বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কতই না সহজ সরল।'

কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে মিস কারনাবি গদগদ হয়ে বলে উঠল, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার কথাবার্তা শুনে আমার মধ্যে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, আপনি একজন হৃদয়বান ব্যক্তি না হয়ে যেতে পারেন না। আর এই কারণেই আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, এ ব্যাপারে খবরের কাগজে বেশি প্রচার যেন করবেন না। আমি যে অপরাধ করেছি, আমি জানি আমার পক্ষে সেই অপরাধের শাস্তি এড়ানো সম্ভব নয়। সম্ভবত বাকি জীবনটা আমাকে জেলেই কাটাতে হবে। তাই আমার এই অনুরোধ। আমার এই অনুরোধ রাখা না হলে আমার আশঙ্কা, পরিস্থিতিটা সেক্ষেত্রে এমিলির পক্ষে খুবই মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া আমার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবরাও আমাদের সম্পর্কে কিরকম বিরূপ ধারণা করবে সে কথা জেনেও আমি কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছি। আচ্ছা মঁসিয়ে, আমি কি নকল নামে জেলে যেতে পারি না? নাকি সেটা আমার খুব বেশি চাওয়া হয়ে যাবে?'

এরকুল পোয়ারো তার সুচিন্তিত মতামত জানাতে গিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় তোমার জন্য আমি আরও বেশি কিছু করতে পারি। কিন্তু প্রথমেই আমি একটা ব্যাপারে সব পরিষ্কার করে নিতে চাই। এ ধরনের সব রকম অন্যায়-অনৈতিক কাজকর্ম তোমাকে বন্ধ করতেই হবে। এরপর আর কোনো গৃহকর্ত্রীর কুকুর যেন উধাও হয়ে না যায়। এখানেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটুক!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই তা হবে। আপনার নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।'

'আর একটা কথা, লেডি হগিনের কাছ থেকে যে টাকাটা তুমি আদায় করেছো সেটা তাঁকে ফেরত দিতে হবে।'

এমি কারনাবি উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের এক কোণে রাখা দেরাজের ড্রয়ার খুলে তার ভেতর থেকে দু'শো পাউন্ডের নোটের প্যাকেটটা বার করে এনে পোয়ারোর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'আমি আজই এই টাকাটা আমাদের সংগঠনের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিলাম।'

পোয়ারো প্যাকেট থেকে নোটগুলো বার করে গুণে নিল। তারপর সে উঠে দাঁড়াল।

'আমি হয়তো স্যার জোসেফকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তোমার বিরুদ্ধে মামলা না করার জন্য রাজি করাতে পারব।'

'ওহো মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কতোই না মহান!'

এমি কারনাবি আনন্দে জোরে জোরে হাততালি দিয়ে উঠল। ওদিকে এমিলির কণ্ঠ থেকেও একটা উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এলো। এবং অগাস্টাসও মিউ মিউ করতে করতে আনন্দে লেজ নাড়তে থাকল।

'তোমাকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রিয় বন্ধু।' অগাস্টাসকে উদ্দেশ্য করে পোয়ারো উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল। 'তোমার কাছ থেকেও একটা জিনিস আমার শেখার আছে, অভিনয় দক্ষতা। অর্থাৎ সেটা হচ্ছে অদৃশ্যতার আবরণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটনাস্থলে যে একটা দ্বিতীয় কুকুরের আবির্ভাব ঘটেছে সে কথা কেউ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি। অদৃশ্য সিংহের চামড়া গায়ে দিয়েই যেন লোকভর্তি পার্কে, রাস্তায় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল অগাস্টাস!'

'অবশ্যই মঁসিয়ে পোয়ারো, পুরনো ঐতিহ্যের কাহিনী অনুযায়ী পিকনিজ তো একসময় পশুরাজ সিংহই ছিল। আর ওদের হৃদয়টা এখনও সিংহের মতোই আছে।'

'আমার ধারণা এই অগাস্টাস কুকুরটা আপনার পুরনো গৃহকর্ত্রী লেডি হার্টিংফিল্ডই তো মৃত্যুর সময় তোমাকে দিয়ে যান, পরবর্তীকালে কুকুরটা মারা গেছে বলে তুমি রটিয়ে দিয়েছিলে, তাই না? আর একটা কথা, কুকুরটা বিভিন্ন পার্ক থেকে একা-একা ছেড়ে দিতে তোমার ভয় করত না, যদি হারিয়ে যায়?'

'না, না মঁসিয়ে পোয়ারো, রাস্তা-ঘাটের ব্যাপারে অগাস্টাস খুবই চালাক-চতুর। তাছাড়া আমি ওকে খুব ভাল করেই ট্রেনিং দিয়েছিলাম। তাই ভীড়ের মধ্যে গাড়ি-ঘোড়া দেখে সে তার পথ অনায়াসে করে নিতে পারে। এমন কি আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, একমুখী রাস্তা হাঁটার নিয়মকানুন ওর সব ভাল করেই জানা আছে।'

'তাহলে তো ও শুধু পশুরাজ সিংহই নয়, আরও উঁচুজাতের জীব বলা যায় ওকে,' পোয়ারো মন্তব্য করল। 'বুদ্ধিমান মনুষ্য-সমাজের অনেকেরই এই বিশেষ গুণটি নেই।'

স্যার জোসেফ তাঁর স্টাডিতেই পোয়ারোকে আহ্বান জানালেন। তারপর পোয়ারোকে একটা চেয়ারে বসতে বলে তিনি বললেন, 'ভাল কথা মঁসিয়ে পোয়ারো, খবর শুভ তো?'

'প্রথমে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই', চেয়ারে বসতে গিয়ে পোয়ারো বলল। 'অপরাধীকে আমি জানি, আর আমার মনে হয়, তাকে আদালতে অভিযুক্ত করবার মতো যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণও আমার হাতে আছে। কিন্তু আমার সন্দেহ, সেক্ষেত্রে আপনার টাকাটা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'সেকি, আমি আমার টাকা ফেরত পাব না?' স্যার জোসেফের মুখটা লাল হয়ে উঠল।

পোয়ারো তার কথার জের টেনে বলে চলল, 'আমি কিন্তু পুলিশের লোক নই। কেবল আপনার স্বার্থেই এই কেসটা আমি হাতে নিয়েছি। আমার ধারণা, আপনি যদি অপরাধীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা না করেন তাহলে আপনার টাকাটা আমি উদ্ধার করে আনতে পারি।'

'হুঁ', স্যার জোসেফ বললেন, 'সেক্ষেত্রে এ বিষয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে।'

'এ ব্যাপারে যা কিছু সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে একা আপনাকেই নিতে হবে। তবে কথাটা খুব কঠিন শোনাবে, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, জনসাধারণের স্বার্থেই আপনার আদালতে যাওয়া উচিত। প্রত্যেকে এ রকম একটা পরামর্শই দেবে।'

'হ্যাঁ, আমি জোর গলায় বলছি তারা সে কথাই তো বলবে।' স্যার জোসেফ তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'তাদের তো আর টাকা খোয়া যায়নি। তবে কেউ আমাকে ঠকিয়ে আমার টাকা আত্মসাৎ করবে, তা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না, আমি তাকে ঘৃণা করি। আর আমি আপনাকে এও বলে রাখি, আজ পর্যন্ত কেউ কখনো ঠকিয়ে কিছু নিতে পারেনি।'

'বেশ তো, এবার বলুন শেষ পর্যন্ত আপনি কি ঠিক করলেন?'

স্যার জোসেফ উত্তেজিতভাবে টেবিল চাপড়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমার সাফ কথা, টাকাটা আমার ফেরত চাই-ই! একজন ঠক প্রতারক আমার চোখে ধূলো দিয়ে দু'শো পাউন্ড নিয়ে গেছে, এ কথা কেউ যেন না আমাকে শোনাতে পারে।'

এরকুল পোয়ারো উঠে দাঁড়াল। লেখার টেবিলের সামনে গিয়ে দু'শো পাউন্ডের একটা চেক লিখে সেটা স্যার জোসেফের হাতে তুলে দিল।

স্যার জোসেফ নিস্তেজ গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি একেবারে বোকা বনে গেছি। তা এই অপরাধের খল-নায়কটি কে শুনি?'

পোয়ারো মাথা নেড়ে স্পষ্ট করেই বলল, 'যদি আপনি এই টাকাটা গ্রহণ করেন, তাহলে আর কোনো প্রশ্ন নয়, মুখে আপনার কুলুপ এঁটে রাখতে হবে।'

স্যার জোসেফ কোনো কথা না বলে চেকটা ভাঁজ করে তাঁর পকেটে চালান করে দিলেন। 'এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। তবে আজকের দিনে দুনিয়াটা টাকারই বশ, আমিও তার ব্যতিক্রম নই। সে যাইহোক, এখন বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে কত পারিশ্রমিক দিতে হবে?'

'এক্ষেত্রে আমার পারিশ্রমিক খুব একটা বেশি কিছু হবে না। আমি আপনাকে আগেই বলেছি, এটা অত্যন্ত গুরুত্বহীন একটা ব্যাপার', এখানে একটু থেমে পোয়ারো আরও বলল, 'আজকাল আমার কাছে যেসব কেস আসে সে সবই খুন সংক্রান্ত।'

স্যার জোসেফ ঈষৎ চোখ ছোট করে তাকালেন, 'ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই খুব কৌতূহলজনক?'

'সব সময় নয়, মাঝে মাঝে।' পোয়ারো রহস্য করে বলল। 'তবে আমার খুব

আশ্চর্য লাগছে, প্রথম দিনেই আপনাকে দেখে আমার কেন জানি না বেলজিয়ামের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেছল। সে ঘটনা অনেক, অনেক বছর আগেকার। আমার প্রথম জীবনেরই একটা কেস। আর সেই কেসের প্রধান নায়ক কিংবা খলনায়ক যাই বলুন না কেন, সে ছিল অনেকটা ঠিক আপনার মতোই দেখতে। আর সে ছিল একজন ধনী সাবান ব্যবসায়ী। সে তার অফিসের সুন্দরী সেক্রেটারীকে বিয়ে করবার উদ্দেশ্যে তার স্ত্রীকে খতম করার জন্য বিষ প্রয়োগ করে। হ্যাঁ, সেই কেসটার সঙ্গে আপনার সাদৃশ্যটা খুবই আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গেছে।'

একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো স্যার জোসেফের ঠোঁট দিয়ে। ঠোঁটদুটোও তাঁর অদ্ভুতভাবে নীলাভ রঙের হয়ে গেল। তাঁর মুখে সব সময় ফুটে থাকা সেই উদ্ধত গর্বিত ভঙ্গিটাও নিমেষে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল ছায়ার মতো। চোখদুটো বুঝি ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে। বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতেই তিনি পোয়ারোর নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর সেই অবস্থাতেই চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। তাঁর মুখে চিন্তার কালো মেঘ জমে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কাঁপা কাঁপা একটা হাত তিনি তাঁর পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর চেক-সমেত হাতটা বার করে সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। 'তাহলে সব ব্যাপারটার এখানেই ইতি ঘটল কি বলেন মঁসিয়ে পোয়ারো? আর এটাকেই আপনার পারিশ্রমিক বলে মনে করুন না কেন!'

'ওহো স্যার জোসেফ, এ কেসে আমার তো এতো বেশি পারিশ্রমিক হওয়া উচিত নয়।'

'তা হোক। আপনি ওটা রেখে দিন।'

'ঠিক আছে, আমি তাহলে চেকটা দুস্থদের কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেব কেমন?'

'সে আপনি যেখানে খুশি পাঠাতে পারেন, আমি আপত্তি করব না।'

পোয়ারো এবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে স্যার জোসেফের উদ্দেশ্যে বললেন, 'স্যার জোসেফ, আমার মনে হয় আপনাকে একটু সতর্ক করে দেওয়া ভাল, আপনার মতো একজন মান্যগণ্য ব্যক্তির পক্ষে সব দিক ভাল করে বিচার-বিবেচনা করে পা ফেলা উচিত, আশাকরি এটা নিশ্চয়ই নতুন করে আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।'

স্যার জোসেফ এমন নিচু গলায় বললেন যে কান পেতে রেখে শুনতে হলো পোয়ারোকে : 'আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। ঠিক আছে, এখন থেকে খুবই সতর্ক হয়েই চলব।'

এরকুল পোয়ারো সেখানে থাকার প্রয়োজন আর অনুভব করল না। স্যার জোসেফের স্টাডি থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গিয়ে নিজের মনেই বলে উঠল : 'তাহলে আমার অনুমানই ঠিক!'

লেডি হগিন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাঁর স্বামীর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন : 'মজার ব্যাপার, আজকের টনিকের স্বাদটা একেবারে অন্য রকমের। অন্য দিনের সেই তেতো ভাবটা যেন আর নেই। অবাক লাগছে ভাবতে, কি করে এমনটি হলো?'

স্যার জোসেফ বিষম খাওয়ার মতো করে বললেন : 'ওই কেমিস্টের জন্য যত সব বিপত্তি। একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক। টনিক তৈরি করার সময় ওই লোকটাই সব ওলট-পালট করে দিয়েছে।'

লেডি হগিনের কথায় তবু যেন সন্দেহ থেকে যায় : 'কে জানে, হয়তো ব্যাপারটা সেরকম হলেও হতে পারে।'

'অবশ্যই সেরকম হতে হবে। এছাড়া আর কিই বা হতে পারে?'

'আচ্ছা, ওই গোয়েন্দা ভদ্রলোক কি সান তাঙ অপহরণের রহস্যটার কোনো হদিশ করতে পারলেন?'

'হ্যাঁ, ভদ্রলোক খুবই করিতকর্মা। উনি আমার টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ে গেছেন।'

'তা সেই অপহরণকারীটি কে শুনি?'

'উনি তার নাম প্রকাশ করেননি। উনি খুবই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কথা কম বলেন, কিন্তু কাজ অনেক বেশি করেন। আর আমাদের কাজটাই যখন হয়ে গেছে তখন এ নিয়ে তোমাকে আর চিন্তা করতে হবে না। এ ঘটনার এখানেই ইতি টানা যাক।'

'সত্যি উনি খুব মজার ভদ্রলোক, তাই না?'

স্যার জোসেফ হঠাৎ যেন একটু কেঁপে উঠলেন। চকিতে তিনি একবার তাঁর চারপাশ দেখে নিলেন। এমন এক অদ্ভুত অনুভূতি যেন একটা জগদ্দল পাথরের মতো তাঁর সারা সত্তার ওপর চেপে বসেছে। তাঁর কেবলই এখন ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, এরকুল পোয়ারো অদৃশ্য মানুষের মতো তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর ওপর বুঝি নজর রাখছে, তাঁর কাঁধের ওপর পোয়ারোর উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ছে। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'ভদ্রলোক খুবই চতুর।' তারপর তিনি নিজের মনে চিন্তা করলেন : 'গ্রেটা ফাঁসিকাঠে ঝুলতে পারে। কিন্তু আমি কোনো সুন্দরী তন্বী যুবতীর মোহে পড়ে এ ধরনের ঝুঁকি নিতে যাব না!'

'ওহো!' এমি কারনাবি অস্ফুটে চিৎকার করে উঠল দু'শো পাউন্ডের একটা চেক হাতে পেয়ে। 'এমিলি, এমিলি! এই দেখো আজকের ডাকে কি এসেছে!'

'প্রিয় মিস কারনাবি,

তোমাদের সুপরিচালিত সংগঠনের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার আগে আমার এই সামান্য উপহারটুকু তোমাকে দেওয়ার জন্য আমাকে দয়া করে অনুমতি দাও।'

তোমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত,
এরকুল পোয়ারো।'

'এমি,' এমিলি কারনাবি বললেন, 'সত্যি তুমি অবিশ্বাস্যভাবে সৌভাগ্যবতী। ভেবে দেখো তো আজ তুমি কোথায় থাকতে!'

'হলওয়ে কিংবা অন্য কোনো জেলে আমাকে পচে মরতে হতো!' বিড়বিড় করে বলল এমি কারনাবি। 'কিন্তু এখন তো সব চুকেবুকে গেছে, তাই না অগাস্টাস। তোর মা কিংবা মায়ের কোনো বন্ধুর সঙ্গে আর কখনো পার্কে কিংবা মাঠে-ময়দানে একটা কাঁচিসহ তোকে আর বেড়াতে যেতে হবে না, বুঝলি?'

মিস এমি কারনাবির দু'চোখে এক দূরগামী ঐকান্তিক প্রচেষ্টার একটা ছবি ফুটে উঠতে দেখা গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

'প্রিয় অগাস্টাস! এটা খুবই করুণার ব্যাপার। ভদ্রলোক এতোই চতুর যে.....যে কেউ ওঁকে যে কোনো ব্যাপারে শিক্ষা দিতে পারে....'

প্রতিহিংসা

THE LEARNEAN HYDRA

'দ্য লার্নিয়েন হাইড্রা' ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় আমেরিকায় ''দিস উইক'' পত্রিকায় 'দ্য ইনভিজিবল এনিমি' নামে।'

এরকুল পোয়ারো তার সামনে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটির দিকে তাকাল, তার চোখে অদম্য কৌতূহল তাঁকে জানবার জন্য।

ভদ্রলোকের নাম ডাঃ চার্লস ওল্ডফিল্ড, বয়স আনুমানিক চল্লিশের কাছাকাছি হবে। মাথাভর্তি সুন্দর পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল, তবে কেবল কপালের দু'পাশে সামান্য কিছু চুলে ধূসর রঙের আভাস দেখা দিয়েছে। নীল চোখে কেবল যেন এক বিভ্রান্তিকর দৃষ্টি, আচরণেও কেমন যেন দ্বিধা ও জড়তার লক্ষণ ফুটে উঠেছে, বিশেষ করে কি ভাবে তিনি নিজের বক্তব্য গুছিয়ে বলবেন সেটাই যেন ভেবে কুলকিনারা করতে পারছেন না।

অবশেষে একসময় সব দ্বিধা ও জড়তা কাটিয়ে উঠলেও তিনি তোতলাতে তোতলাতে কোনোরকমে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন এই ভাবে : 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনার কাছে এমন একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি যা শুনলে আপনার অদ্ভুত

বলেই মনে হতে পারে। এখন বলতে দ্বিধা নেই, আপনার কাছে এসেও আমার চিন্তা-ভাবনার বিন্দুমাত্র সুরাহা দেখার কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। কারণ আমি বেশ ভাল করেই জানি যে, আমার এ ধরনের সমস্যার সমাধান সূত্র বার করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়।

এরকুল পোয়ারো আপন মনে বিড়বিড় করে কি যেন বলল। তারপর ডাঃ চার্লস ওল্ডফিল্ডকে আশ্বস্ত করতে সে বলল, 'আপনি অহেতুক চিন্তা করছেন, আমার কাছে যখন এসেই পড়েছেন, তখন আপনার সমস্যা যাইহোক না কেন তার সমাধানের ভার না হয় আমার ওপরেই ছেড়ে দিন না!'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক, কেন জানি না আমার মনে হলো, আপনি হয়তো,' কথাটা অসমাপ্ত রেখে তিনি এবার পোয়ারোর দিকে দ্বিধাগ্রস্ত চোখে তাকালেন।

পোয়ারো তাঁর অবস্থাটা বুঝতে পেরে নিজেই তাঁর অসমাপ্ত কথার জের টেনে বলল, 'হয়তো আমি আপনাকে আপনার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারব। এই তো? দেখি, কে জানে হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হলেও হতে পারে। সে যাইহোক, এখন বলুন আপনার সমস্যাটা কি?'

পোয়ারোর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে ওল্ডফিল্ড এবার একটু সোজা হয়ে বসলেন। পোয়ারো স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল, বেচারার দু'চোখে কি ভয়ঙ্কর দিশেহারার দৃষ্টি থিক্‌থিক্ করছে। ভদ্রলোক আশাহত গলায় তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন এই ভাবে :

'দেখুন, আমি ভেবে দেখলাম, পুলিশের কাছে গেলে আমার কোনো লাভ হবে না...তারা কিছুই করতে পারবে না। অথচ আমার সমস্যাটা দিনের পর দিন ক্রমশই দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। আমি জানি না এ অবস্থায় আমি এখন কি করব...'

'তা কোন্‌টা আপনার দুর্বিষহ হয়ে উঠছে বলে মনে করেন?'

'গুজব...ওহো, ব্যাপারটা খুবই সাধারণ মঁসিয়ে পোয়ারো। বছরখানেক আগে আমার স্ত্রী মারা গেছে। বছর কয়েক ধরেই ও পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা বলছে, প্রত্যেকেই বলছে এই যে, আমি নাকি ওকে খুন করেছি, বিষ খাইয়েছি।'

'ওহো তাই বুঝি!' পোয়ারো আক্ষেপ করে বলল, 'তা আপনি কি সত্যি সত্যিই ওঁকে বিষ খাইয়েছিলেন?'

'মঁসিয়ে পোয়ারো!' ডাঃ ওল্ডফিল্ড চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন।

'শান্ত হোন', এরকুল পোয়ারো হাত নেড়ে বলল, 'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। তারপর আমরা ধরে নেব, আপনি আপনার স্ত্রীকে বিষ খাওয়াননি। আর একটা কথা ডক্টর, আপনি কি শহরতলিতে প্র্যাক্টিস করেন?'

'হ্যাঁ, বার্কশায়ারের লগবরো মার্কেটে। আমার আগে থেকেই বেশ ভাল ধারণা ছিল, ওখানকার লোকজন এ সব ব্যাপারে খোসগল্প করতে ওস্তাদ। কিন্তু সেটা যে আমার ক্ষেত্রে এমন একটা ভয়াবহ আকার নিতে পারে তা আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি।' এই বলে তিনি চেয়ারটা পোয়ারোর দিকে আরও একটু টেনে নিয়ে বসলেন।

'আমি যে কি অবস্থায় আছি আপনি তা ধারণাও করতে পারবেন না মঁসিয়ে পোয়ারো। প্রথম প্রথম কিছুই বুঝতে পারিনি, সব ঠিকঠাকই চলছিল, কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই আমি লক্ষ্য করলাম, লোকেরা আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে, আগের মতো আর মিশছে না আমার সঙ্গে। প্রথমে আমি ধরে নিয়েছিলাম, আমার স্ত্রীর মৃত্যুতে সমবেদনা জানানোর জন্যই বোধহয় এখানকার লোকেদের এই রকম রীতিনীতি, তাই গোড়ায় তাদের এই ভাবভঙ্গিমায় তেমন কোনো গুরুত্ব দিতে চাইনি। তবে আমি আবার ব্যাপারটা আরও খতিয়ে দেখতে গিয়ে ভাবলাম, আমার স্ত্রী বিয়োগে ওরা তো সমবেদনা জানাবার জন্য বেশি করে আমার কাছে আসবে, এড়িয়ে যাবে না। তাহলে? তাই ব্যাপারটা এরপর থেকেই কেমন যেন গোলমেলে ঠেকতে থাকল আমার কাছে। লক্ষ্য করলাম রাস্তাঘাটে কোনো পরিচিত লোক দূর থেকে আমাকে দেখেই আমাকে এড়ানোর জন্য মুখ ঘুরিয়ে রাস্তা পার হয়ে উল্টোদিকের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। শুধু তাই নয়, দেখলাম আমার পসারও একটু একটু করে কমে আসছে, আগের মতো রুগীদের সেই চাপ আর নেই। যেখানেই যাই না কেন দেখি আশপাশের লোক আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, আর নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলছে। ইতিমধ্যে কদর্য ভাষায় লেখা কয়েকটি চিঠিও আমার কাছে এসেছে।' এখানে একটু থেমে ডাঃ ওল্ডফিল্ড আবার বলতে থাকলেন, 'এর প্রতিকার আমি কি ভাবে যে করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এটা যে একটা জঘন্য চক্রান্ত আর অহেতুক মিথ্যে বদনাম রটানোর পরিকল্পনা তা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু কি ভাবে যে এসবের হাত থেকে রেহাই পাব তাও বুঝতে পারছি না। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, কেউ যখন সামনা-সামনি বদনাম করছে না তখন আপনি শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে কি ভাবেই বা প্রতিবাদ করবেন বলুন? তাই আমি ভীষণ অসহায়বোধ করছি, মনে হচ্ছে সবটাই বুঝি আমার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, আমি এক অদ্ভুত চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে গেছি। আর বেশ বুঝতে পারছি, ধীরে ধীরে এবং নিষ্ঠুরভাবে আমি তাদের শিকার হতে চলেছি, আর এভাবেই আমি বোধহয় ধ্বংস হয়ে যাব একদিন।'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, গুজব হলো অনেকটা ন' মাথাওয়ালা হাইড্রা দানবের মতো, যার কোনো বিনাশ নেই। কারণ এর একটা মাথা কেটে ফেললে সে জায়গায় সঙ্গে সঙ্গে দু'-দুটো নতুন মাথা গজিয়ে উঠবে। এমনি শক্তি এই ধরনের দানবের।'

ম্লান-বিষণ্ণ গলায় ডাঃ ওল্ডফিল্ড বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন মঁসিয়ে-পোয়ারো, আমি কিছুই করতে পারব না, ওই রকম দানবদের হাতে আমার হাত-পা বাঁধা, তাই এর প্রতিকারের কোনো উপায়ই নেই আমার! আপনি ছিলেন আমার শেষ ভরসা, আর তা মনে করেই আপনার কাছে ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝছি, আপনার কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছে, এ ব্যাপারে আপনারও কিছু করার নেই।'

এরকুল পোয়ারো মিনিট দুই নীরব থেকে বলল, 'আমি অবশ্য নিশ্চিতভাবে আপনাকে কোনো কথা দিতে পারছি না। তবে আপনার সমস্যাটা আমাকে খুবই আগ্রহান্বিত করে তুলেছে ডাঃ ওল্ডফিল্ড। তাই আমি একবার এই বহুমাথাওয়ালা দানবটার সঙ্গে লড়াই করে দেখতে চাই। তবে তার আগে এই জঘন্য গুজবের উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আমাকে জানতে হবে। আপনি বললেন, আপনার স্ত্রী বছরখানেক আগে মারা গেছেন। আচ্ছা ওঁর মৃত্যুর কারণটা কি বলুন তো?'

'গ্যাসট্রিক আলসার।'

'মৃতদেহ কি অটোপসি করা হয়েছিল?'

'না। কারণ অনেকদিন ধরেই ও গ্যাসট্রিক আলসার রোগে ভুগছিল।'

পোয়ারো মাথা নাড়ল। 'আজকাল প্রায় সকলেই জানে, মানুষের দেহে আলসার আর আর্সেনিক বিষপ্রয়োগের লক্ষণ প্রায় একই ধরনের হয়ে থাকে, তফাত কিছুই বোঝা যায় না। গত দশ বছরের মধ্যে অন্তত চারটি এমন চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা পুলিশের নজরে এসেছে, যাতে চিকিৎসকরা কোনোরকম সন্দেহই করতে পারেননি।' আর তাঁদের ডেথ সার্টিফিকেট অনুযায়ী সেইসব মৃতদেহের কবরও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়ে পরে পুলিশ কবর খুঁড়ে মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্য পরীক্ষাগারে পাঠায়। পরীক্ষা করে ধরা পড়ে, তাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণ ছিল আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ।' এখানে একটু থেমে পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ডাঃ ওল্ডফিল্ড, আপনাদের দু'জনের মধ্যে বয়সে কে বড় ছিলেন?'

'ও আমার থেকে বছর পাঁচেকের বড় ছিল।'

'আপনাদের বিয়ে কতদিন আগে হয়েছিল?'

'প্রায় পনের বছর আগে।'

'উনি কোনো সম্পত্তি রেখে গেছেন?'

'হ্যাঁ, ও যথেষ্ট ধনী ছিল। প্রায় তিরিশ হাজার পাউন্ড রেখে গেছে।'

'টাকার পরিমাণ যথেষ্ট। পুরো টাকাটাই কি আপনার জন্য তিনি রেখে গেছেন?'

'হ্যাঁ।

'স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভাল ছিল তো?'

'অবশ্যই!'

'কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি কিংবা মনোমালিন্য হয়নি তো?'

'হ্যাঁ মানে', একটু ইতস্তত করে চার্লস ওল্ডফিল্ড শেষ পর্যন্ত বললেন, 'আমার স্ত্রী ছিল, ওই যাকে বলে একটু গোলমেলে ধরনের। হয়তো সেটাই স্বাভাবিক। কারণ একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি বলব, বহুদিন একটানা রোগ ভোগে পঙ্গু হয়ে যাবার দরুন হয়তো ওর মেজাজটা অমন খিটখিটে হয়ে থাকবে। এক-এক সময় ওর সেই খিটখিটে মেজাজটা এতই বেড়ে যেত যে, তখন ওকে সামলানো দায় হয়ে পড়তো। সেই সময় আমি কি যে করব ভাবতে পারতাম না।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে বলল, 'আহ হ্যাঁ, আমি জানি এ ধরনের মেয়েদের পরিণতি এমনি হয়ে থাকে। সম্ভবত তিনি হয়তো অভিযোগও করে থাকবেন, তিনি অবহেলিতা, ঘৃণিতা, তাঁর স্বামী তাঁর এই অসুখের সেবা করতে করতে পরিশ্রান্ত, তাই তিনি মারা গেলে তাঁর স্বামী খুবই খুশি হবে। আর এ ভাবেই আপনি আপনার স্ত্রীর বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন, এই তো?'

পোয়ারোর কথাটা যে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তা তাঁর মুখের হাবভাব দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল। এবং সেটা তাঁর কথাতেই প্রকাশ পেল পরক্ষণেই।

'আপনি ঠিকই বলেছেন মঁসিয়ে পোয়ারো!'

পোয়ারোর পরবর্তী প্রশ্ন হলো এই রকম :

'আপনার স্ত্রীকে দেখ্‌ভাল করার জন্য হাসপাতালের কোনো নার্স ছিল? কিংবা কোনো সঙ্গিনী বা অনুগত কোনো পরিচারিকা?'

'হ্যাঁ, সঙ্গিনী হিসেবে একজন নার্স ছিল। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী আর দক্ষ ছিল সে। সত্যি আমার মনে হয় না, তার মুখ থেকে এই সব গুজব ছড়াতে পারে।'

'জানেন তো ডক্টর, ঈশ্বর বুদ্ধিমতী আর দক্ষদেরও জন্মসূত্রে একটা জিভ দিয়েছেন। আর তারা যে সব সময় সেটা অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে থাকে তা জোর দিয়ে বলা যায় না। তাই এর থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই গুজব রটানোর ভুলে সেই বুদ্ধিমতী ও দক্ষ নার্স থেকে শুরু করে বাড়ির অন্য সব অশিক্ষিত কিংবা স্বল্প শিক্ষিত ঝি-চাকর এবং বাইরের অন্য সবারই কিছু না কিছু ভূমিকা আছে। আবার এ কথাও ঠিক যে, একটা মুখরোচক কেচ্ছা রটাবার মতো পরিবেশ আপনার বাড়িতে অবশ্যই ছিল, যেটা গ্রামের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব লোকেরাই বেশ ভালভাবেই তার সুযোগটা নিয়েছে বলে আমার অনুমান। এবার আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করছি, 'কে, কে ওই মহিলাটি?'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না', ডাঃ ওল্ডফিল্ড রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

পোয়ারো এবার নরম গলায় বলল, 'আমার মনে হয়, আপনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন, খুব সহজ প্রশ্ন। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, কে সেই মহিলা যাঁর সঙ্গে আপনার নাম জড়িয়ে এই গুজব রটনা করা হয়েছে!'

ডাঃ ওল্ডফিল্ড উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখে একটা কাঠিন্যভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল। তিনি বললেন, 'আপনি যা ভাবছেন ঠিক তা নয়। আপনাকে বলে রাখি, এই কেসের সঙ্গে কোনো মহিলা জড়িত নয়। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য আমি দুঃখিত মঁসিয়ে পোয়ারো।' এই বলে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

এরকুল পোয়ারো বলল, 'আমিও খুব দুঃখ পেলাম না-জেনে-শুনে আপনাকে অমন কথা বলে। আপনার কেসটা আমাকে খুবই আগ্রহ জাগিয়েছে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু যতক্ষণ না সমস্ত সত্য ঘটনা আমাকে খুলে বলা হচ্ছে আমি কিন্তু কিছুই করতে পারব না।'

'আমি তো সব সত্যি কথাই বলেছি।'

'না...'

ডাঃ ওল্ডফিল্ড নীরব হয়ে চারদিকে দৃষ্টি ফেললেন।

'এ ঘটনায় একজন মহিলা যে জড়িত আছে, এরকম একটা উদ্ভট ধারণা আপনার হলো কি করে?'

'প্রিয় ডাক্তারবাবু, আপনি কি মনে করেন না, আমি নারীচরিত্রের ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল? গ্রাম্য খোসগল্প আমার বেশ ভালই জানা আছে। এ ধরনের গ্রাম্য গুজব সব সময়েই যৌন জীবনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। উত্তর মেরুতে ফূর্তি করতে যাবার জন্য কিংবা কেবল মাত্র একা শান্তিতে বসবাসের উদ্দেশ্যে কেউ যদি স্ত্রীকে বিষ প্রয়োগ করে তাহলে সেক্ষেত্রে গ্রামের লোকেরা মোটেই তাতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, কোনো স্বামী অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে তার স্ত্রীকে সরানোর জন্য তাকে বিষ প্রয়োগ করেছে, তাহলে আর রক্ষে নেই, গুজব ছড়াতে বেশি সময় লাগবে না, জ্বলন্ত আগুনের মতো সেটা ছড়িয়ে পড়বে, কোনো কিছুতেই তাদের মুখ বন্ধ করা যাবে না। এটাই হলো সাধারণ মনস্তত্ত্ব।'

ওল্ডফিল্ড উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'লোকে যদি অহেতুক আমার নামে মিথ্যে গুজব ছড়িয়ে বেড়ায় তার জন্য আমি কেন দায়ী হতে যাব বলুন?'

'না, না অবশ্যই সেজন্য আপনাকে কখনোই দায়ী করা যাবে না।' পোয়ারো বলতে থাকে, 'তাই আপনি এখন ফিরে এসে আবার আসন গ্রহণ করুন এবং একটু আগে আমি আপনাকে যে প্রশ্নটা করেছিলাম তার সঠিক উত্তর দিন। শুনলে হয়তো আপনার সমস্যার সমাধানের একটা পথ খুঁজে দেখতে পারি।'

মন্থর গতিতে ফিরে এসে অনেকটা অনিচ্ছাসহকারে ডাঃ ওল্ডফিল্ড আবার চেয়ারে বসলেন। তারপর ভ্রূ তুলে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় সম্ভবত ওরা মিস মনক্রিফ, জীন মনক্রিফের নাম আর আমার নাম এই রটনার সঙ্গে জড়িয়ে দিতে চাইছে। এই জীন মনক্রিফ আমার ডিসপেন্সারিতে কাজ করে। খুবই চমৎকার মেয়ে সে।'

'আপনার কাছে কতদিন উনি কাজ করছেন?

'তা বছর তিনেক হবে।'

'আপনার স্ত্রী তাঁকে পছন্দ করতেন তো?'

'না, মানে ঠিক পছন্দ—'

'আপনার স্ত্রী ঈর্ষাকাতর ছিলেন না তো?'

'এটা সম্পূর্ণ হাস্যকর!'

পোয়ারো হেসে বলল, 'স্ত্রীদের ঈর্ষা তো সর্বজনবিদিত, যা প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু আমি আপনাকে অন্য কিছু শোনাতে চাই। আমার অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলতে পারি যে, স্ত্রীদের এই ঈর্ষা আর বিদ্বেষপ্রসূত যাই হোক না কেন, খোঁজ নিলে দেখবেন,

এর পিছনে কোনো না কোনো সত্য কারণ সব সময়েই লুকিয়ে থাকে। কথায় আছে, খরিদ্দার সব সময়েই ঠিক কথাই বলে। ঈর্ষাকাতর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেও ওই একই কথা খাটে। যাইহোক, হয়তো তাদের কাছে কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ থাকতে পারে, অপরিহার্যভাবে সেই সব প্রমাণ সব সময়েই ঠিক হয়ে থাকে।

ডাঃ ওল্ডফিল্ড রাগে উত্তেজনায় তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'বাজে কথা! আমি জীন মনক্রিফকে কখনোই কিছু বলিনি যা আপনাদের সন্দেহ আমার স্ত্রী আড়াল থেকে শুনে থাকতে পারে।'

'তা হতে পারে। কিন্তু তাই বলে আমি যেসব সত্য কথা বলেছি সম্ভবত তা কখনো বদলাতে পারে না,' এরকুল পোয়ারো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তার কণ্ঠস্বর এবার অনেক নরম শোনাল। 'ডক্টর ওল্ডফিল্ড, এ কেসের ব্যাপারে আমি আপনাকে আমার সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা করব। কিন্তু আমার অনুরোধ, আমার কাছে যেন কোনো কিছু গোপন করবেন না। তাই প্রথমেই জিজ্ঞেস করছি, এ কথা কি সত্য যে, আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই আপনি তাঁকে অবহেলা করতে শুরু করেছিলেন?'

ডাঃ ওল্ডফিল্ড মিনিট দুই চুপ করে রইলেন। তারপর তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এটাই আমাকে ভীষণ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। তবে আমাকে আশায় বুক বাঁধতে হবে। যাইহোক, আমি মনে করি একমাত্র আপনিই হয়তো আমার জন্য কিছু করলেও করতে পারেন। মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এরপর থেকে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করব, কোনো কিছুই গোপন করব না। এ কথা ঠিক যে, আমি তেমন করে আমার স্ত্রীর যত্ন নিতে পারিনি। যদিও আমি ওর কাছে নিজেকে একজন ভাল স্বামী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মন থেকে আমি কখনো ওকে ভালবাসতে পারিনি।

'আর সেই মেয়েটি, মানে জীন?'

ডাক্তারের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে উঠতে দেখা গেল। একটু সময় কি যেন ভেবে তিনি বললেন, 'আমার সম্পর্কে এ ভাবে কুৎসা আর গুজব ছড়ানো না হলে অনেক আগেই আমি ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে বসতাম।'

পোয়ারো একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। 'যাক, শেষ পর্যন্ত আমরা সত্যিকারের ঘটনার কথা জানতে পারলাম। ঠিক আছে ডাঃ ওল্ডফিল্ড, আমি কথা দিচ্ছি আপনার কেস আমি হাতে নেব। কিন্তু এও মনে রাখবেন, প্রকৃত সত্যের সন্ধান করতে আমি কোনো রকম দ্বিধা করব না, কিংবা অন্যায়ের সঙ্গে বোঝাপড়াও করব না।'

ওল্ডফিল্ড তিক্তস্বরে বললেন, 'প্রকৃত সত্যে আমি আঘাত পাব না, এ আমি আপনাকে আগে থেকেই বলে রাখলাম।' এরপর একটু ইতস্তত করে তিনি তাঁর কথার জের টেনে আবার বলতে শুরু করলেন, 'জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, এক-এক সময় আমার কি মনে হয়? এ ব্যাপারে ঠিকমতো তদন্ত করাতে পারলে বোধহয় আমার

ওপর থেকে অপরাধের বোঝাটা নামিয়ে দিতে পারব, নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে প্রমাণ করতে পারব। কিন্তু পরে আবার এও ভেবেছি, এতে হয়তো ব্যাপারটা আরও খারাপের পর্যায়ে চলে যেতে পারে। কারণ আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত না হলে কি হবে, নিন্দুকেরা তখন এই মিথ্যে প্রচারের সুযোগটা আরও বেশি করে নিতে পারবে। তখন তারা এই বলে নতুন করে প্রচারে নেমে পড়বে : 'প্রমাণ পাওয়া না গেলে কি হবে, আগুন ছাড়া তো আর ধোঁয়ার সৃষ্টি হতে পারে না!' এই বলে তিনি পোয়ারোর দিকে তাকালেন। 'সত্যি করে বলুন তো মঁসিয়ে পোয়ারো, এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই?'

'কেন থাকবে না?' পোয়ারো মাথা নেড়ে বলল, 'উপায় একটা আছে নিশ্চয়ই। দেখি আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'আমরা এখন শহরতলীতে যাচ্ছি জর্জ, চলো যাওয়া যাক।' এরকুল পোয়ারো তার সাজভৃত্যকে বলল।

'সত্যিই যাবেন স্যার?' প্রশান্তচিত্তে বলল জর্জ।

'আর আমাদের এই যাত্রার উদ্দেশ্য কি জানো?' ন'টি মাথাওয়ালা দানবকে ধ্বংস করা।'

'সত্যিই স্যার? লচ নেসের সেই দানবটার মতো?'

'না, ঠিক তা নয়। আমি কোনো রক্ত-মাংসের জীবের কথা বলিনি জর্জ।'

'ওহো, আমি তাহলে ভুল বুঝেছি স্যার।'

'রক্তমাংসের জীব হলে তার নাগাল সহজেই পাওয়া যেত। কিন্তু কোনো গুজবের উৎস খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, সে তো বটেই স্যার। গুজব যে কার দ্বারা কি ভাবে প্রথম রটে সেটা বোঝা খুব একটা সহজ নয়।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই জর্জ। তোমার ধ্যান-ধারণা দেখছি ঠিক আমারই মতোই!'

এরকুল পোয়ারো ডাঃ ওল্ডফিল্ডের বাড়িতে অতিথি হয়ে উঠল না। তার বদলে সে এক স্থানীয় পান্থশালায় গিয়ে উঠল। সেখানে তার পৌছনোর পরের দিন সকালেই সে প্রথমে মিলিত হলো জীন মনক্রিফের সঙ্গে।

দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির চুল তামাটে রঙের। তার আয়ত নীল চোখদুটিতে সতর্ক দৃষ্টি। যে কেউ তার সাক্ষাৎকার নিতে এলে সে সব সময় এমনি সচেতন থাকে।

তার কাছে পোয়ারোর আগমন-বার্তা শোনার পর মেয়েটি বলল, 'তাহলে ডাঃ ওল্ডফিল্ড আপনার কাছে গেছলেন...আমি জানতাম, উনি এরকমই কিছু একটা ভাবছিলেন।' তার কথার মধ্যে তেমন আগ্রহ দেখতে পেল না পোয়ারো।

পোয়ারো উত্তরে বলল, 'আর তাই কি এর মধ্যে আপনার কোনো আগ্রহ ছিল না?'

পোয়ারোর সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হলো। মেয়েটি নির্লিপ্তভাবে বলল, 'তা আমি আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন?'

পোয়ারো শান্ত গলায় বলল, 'হয়তো এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার কোনো উপায় পাওয়া যেতে পারে।'

'কিন্তু কি ভাবে?' পোয়ারোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেয়েটি ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'তার মানে আপনি কি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বয়স্কা মহিলাদের মুখ চাপা দিয়ে বলবেন, দয়া করে আপনারা এ ধরনের গুজব ছড়াবেন না, বা গুজবে কান দেবেন না। কারণ এতে বেচারা ডাঃ ওল্ডফিল্ডের সুনামে ব্যাঘাত ঘটেছে, পেশায় প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আর তারাও আপনার অমন কাতর অনুরোধে গলে গিয়ে বলবে, 'না, না, আমরা এর মধ্যে অহেতুক জড়াবো কেন? ডাঃ ওল্ডফিল্ডের মতো অমন নিপাট ভালমানুষ কি কখনো তাঁর স্ত্রীকে বিষ প্রয়োগ করতে পারেন? এ কথা আমরা বিশ্বাসই করি না। তবে ভদ্রলোক শেষ দিকে তাঁর স্ত্রীর প্রতি তেমন যত্ন নেননি। তবে আমরা বলব, অমন কমবয়সী মেয়েকে ওঁর ডিসপেন্সারির কাজে নেওয়াও ওঁর উচিত হয়নি। অবশ্যই আমি আবার এ কথাও বলছি না যে, ওঁদের মধ্যে কোনো অবৈধ সম্পর্ক ছিল। ওহো না, আমি একেবারে নিশ্চিত ওঁদের সম্পর্কটা জলের মতোই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছিল...' এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি একেবারে নীরব হয়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে মেয়েটি খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, এর ফলে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক দ্রুততর হয়ে উঠল।

সে থামা মাত্র পোয়ারো বলে উঠল, 'দেখছি, এখানকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে আপনার বেশ ভাল জ্ঞানই আছে।'

মেয়েটি তিক্তস্বরে বলল, 'হ্যাঁ, এদের আমি বেশ ভাল করেই জানি।'

'আর এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি জানতে পারি?'

'আমার মতে এর একমাত্র উপায় হলো ডাঃ ওল্ডফিল্ডের উচিত এখানকার প্র্যাক্টিস গুটিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে পসার জমানো।'

'কিন্তু গুজব? আপনি বলছেন সেটা সেখানে ছড়াবে না?'

জীন কাঁধ ঝাঁকালো। 'হ্যাঁ, একটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে ওঁকে!'

পোয়ারো নীরব থেকে এই ফাঁকে সে তার পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভেবে নিল মনে মনে। তারপর সে আবার সরব হলো :

'মিস মনক্রিফ, আপনি কি ডাঃ ওল্ডফিল্ডকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন?'

পোয়ারোর এ প্রশ্নে তেমন অবাক হলো না জীন। সংক্ষেপে উত্তর দিল সে : 'ওকে বিয়ে করার কথা এখনো বলেনি ও।'

'কেন করেননি?'

জীনের আয়ত নীল চোখদুটি মুহূর্তের জন্য আগুনের মতো দপ্ করে জ্বলে উঠল। তবে পরমুহূর্তেই সে আগুন উধাও হয়ে গেল তার চোখ থেকে, কণ্ঠস্বর একেবারে খাদে নামিয়ে এনে বলল, 'কারণ ওর যত সব অশান্তির মূলে স্বয়ং আমি।'

'আহা আমার কি সৌভাগ্য যে আপনার মতো একজন স্পষ্টভাষিণী মেয়ের সন্ধান পেয়ে গেলাম এখানে এসে।'

'আর আমারও আপনার কাছে মন খুলে কথা বলতে কোনো আপত্তি নেই। আমাকে বিয়ে করার জন্যেই নাকি চার্লস তার স্ত্রীকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে, এই ধরনের গুজবের কথা শোনার পরেই আমার মনে হলো, তাকে বিয়ে করা মানেই ওই সব নিন্দুকে লোকের গুজব ছড়ানোর আরো সুযোগ করে দেওয়া। তাই আমি তখনি মনস্থির করে ফেলি আমাদের বিয়ে না হলেই ভাল। এতে ওদের মুখ বন্ধ করা যাবে, আর সেই সঙ্গে গুজবটাও চাপা দেওয়া যাবে।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হলো কই?'

'না, তা হলো না, আমার সদিচ্ছা পূরণ হলো না।'

'নিশ্চয়ই', পোয়ারো বলল, 'ব্যাপারটা তাই একটু অস্বাভাবিক নয় কি?'

জীন তিক্তস্বরে বলে উঠল, 'এখানে তারা খুব বেশি মজার খোরাক পায়নি।'

পোয়ারো এবার সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আপনি কি সত্যিই চার্লস ওল্ডফিল্ডকে বিয়ে করতে চান?'

মেয়েটি ধীর-স্থির গলায় উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, ওর সঙ্গে প্রথম আলাপের পর থেকেই আমি ওকে একরকম বিয়ে করার কথাটা ভেবেছি।'

'তাহলে ওঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে আপনার সুবিধেই হয়েছে বলুন!'

জীন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলল, 'মিসেস ওল্ডফিল্ড ব্যক্তিগতভাবে অসুখী ছিলেন। তাই সত্যি কথা বলতে কি ওঁর মৃত্যুতে আমি খুশিই হয়েছি।'

'হ্যাঁ,' পোয়ারো মৃদু হেসে বলল, 'আপনি দেখছি খুবই স্পষ্টবাদিনী।'

জীন মনক্রিফ কিন্তু পোয়ারোর মতো হাসতে পারল না, বরং তার মুখে একরাশ ঘৃণা ফুটে উঠতে দেখা গেল। পোয়ারো তার মনের অবস্থাটা উপলব্ধি করে বলল, 'আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই।'

'বেশ তো বলুন।'

'আমার মনে হয়, এখন একটা চরম ব্যবস্থা নেওয়ার সময় উপস্থিত। তাই বলছিলাম, কেউ একজন, আর সম্ভব হলে আপনি নিজেই স্বরাষ্ট্র দপ্তরে চিঠি লিখুন।'

'আপনি কি বলতে চান একটু খুলে বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো।'

'আমি বলতে চাই সার্বিকভাবে এই গুজব বন্ধ করার একমাত্র রাস্তা হলো মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃতদেহ কবর থেকে তুলে অটোপসি করে দেখা।'

পোয়ারোর কাছ থেকে এক পা পিছিয়ে গেল মেয়েটি। কিছু একটা বলার জন্য তার ঠোঁটজোড়া নড়ে উঠল, তারপরেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। পোয়ারো তাকে লক্ষ্য করতে থাকল।

অবশেষে থাকতে না পেরে পোয়ারো নিজের থেকেই বলে উঠল, 'আচ্ছা মাদামোয়াজেল, আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চাইছেন?'

জীন মনক্রিফ শান্ত গলায় বলল, 'এ ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শে রাজি নই।'

'কিন্তু কেন নয়? এ মৃত্যু যদি স্বাভাবিক বলে প্রমাণিত হয়, তাহলেই গুজব রটানো চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, নির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে পারলে সেরকম অবশ্যই হবে।'

'মাদামোয়াজেল, আপনি কি জানেন আপনি কি বলছেন?'

জীন মনক্রিফ অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমি কি বলছি তা আমি বেশ ভাল করেই জানি। আপনি বোধহয় আর্সেনিক বিষের কথা ভাবছেন? আপনি হয়তো ভেবে রেখেছেন, দেহটা একবার কবর থেকে তুলতে পারলেই আপনি প্রমাণ করতে পারতেন মিসেস ওল্ডফিল্ডকে আর্সেনিক বিষ দেওয়া হয়নি এই তো? কিন্তু যদি তাঁকে অন্য বিষ খাওয়ানো হয়ে থাকে? সে রকম কিছু হলে তো এক বছর বাদে অটোপসি পরীক্ষায় সেই বিষের অস্তিত্ব মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃতদেহের মধ্যে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে। তাছাড়া সরকারি ডাক্তারদের আমি বেশ ভালভাবেই জানি। তারা যদি একবার বলে মৃত্যুর কারণ ধরা যাচ্ছে না, তাহলে আর দেখতে হবে না। তখন কাউকেই আর ঠেকানো যাবে না।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে কি ভেবে পোয়ারো অতঃপর বলল, 'আচ্ছা, গ্রামে এ ধরনের গুজব কার পক্ষে সবচেয়ে বেশি রটানো সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?'

মেয়েটি মনে মনে কি যেন ভেবে নিল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আমার সত্যি কি মনে হয় জানেন, ওই বৃদ্ধা মিস লিথেরানই এই ছলচাতুরির প্রধান খলনায়িকা।

'আহ্! মিস লিথেরানের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন? তবে একেবারে সাধারণভাবে, যাতে তিনি যেন ঘূণাক্ষরেই টের না পান, আমি কে!'

'ব্যাপারটা খুব একটা সহজে সারা যাবে বলে তো আমার মনে হয় না। তবে আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করে দেখব। এই বুড়িগুলো প্রতিদিন সকালে ঠিক এই সময়ে বাজার করতে বেরোয়। প্রধান রাস্তা ধরে হাঁটলে হয়তো তাঁর দেখা পাওয়া যেতে পারে।

জীন যেমন বলেছিল, মিস লিথেরানকে খুঁজে পেতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। কয়েক পা এগোনোর পরেই পোস্ট অফিসের ঠিক পাশে জীন মনক্রিফ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে এক দীর্ঘাঙ্গী মাঝবয়সী মহিলার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল। ভদ্রমহিলার টিকোল নাক আর চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি বেশ আকর্ষণীয়, বিশেষ করে এই বয়সেও।

'সুপ্রভাত মিস লিথেরান।'

'সুপ্রভাত জীন। আজকের দিনটা দারুন চমৎকার, তাই নয় কি?'

কথা বলার ফাঁকে ভদ্রমহিলা আড়চোখে মিস জীন মনক্রিফের সঙ্গীটির দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিতে ভুলল না।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জীন সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'আসুন মঁসিয়ে পোয়ারোর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি কিছুদিন হলো এখানে থাকতে এসেছেন।'

ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে বাড়ির কর্ত্রীর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছিল এরকুল পোয়ারো। প্রথম দিন পরিচয় হওয়ার সময়ই

পোয়ারোকে একবার দেখামাত্র মিস লিথেরান এই বিদেশী লোকটির সম্পর্কে বেশি করে জানার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। আজ তাকে সামনা-সামনি দেখতে পাওয়ার জন্য মিস লিথেরান পোয়ারোকে চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

পোয়ারো কিছু সময় অর্থহীন কথাবার্তা বলার পর বৃদ্ধার কৌতূহল যেন আরও বাড়িয়ে দিল। মনে মনে একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, এই মুহূর্তে সেটা পেয়ে যেতেই সে এবার মিস লিথেরানের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'মিস লিথেরান, আপনি দেখছি আমার থেকে অনেক বেশি চতুর। বেশ কায়দা করে আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলেছেন তো! এবার আমি নিজেই বলছি, কেন এসেছি এখানে? হ্যাঁ, আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুরোধেই এখানে এসেছি। কিন্তু একটা অনুরোধ আমি আপনাকে করছি মিস লিথেরান,' পোয়ারো নিচু গলায় বলল, 'দয়া করে এ কথা কাউকে বলবেন না, প্লিজ।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' উত্তেজিত হয়ে উঠে মিস লিথেরান বলে উঠল, 'আপনি তাহলে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে এসেছেন? তা সেটা বেচারী মিসেস ওল্ডফিল্ডের ব্যাপারে কিছু নয় তো?'

পোয়ারো ধীরে ধীরে বেশ কয়েকবার মাথা নেড়ে সায় দিল।

'ওহো, তাই বুঝি!' মিস লিথেরানের উত্তেজনাপূর্ণ এই তিনটি শব্দ উচ্চারণের মধ্যে দিয়েই যেন সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের ত্রিবেণী-সঙ্গমের ঘটনা ঘটিয়ে দিল, তিনটি ভিন্নসুরের একটা সুন্দর অর্কেস্ট্রা যেন তৈরি হয়ে গেল সেই মুহূর্তে।

পোয়ারো এবার কাজের প্রসঙ্গে এলো, 'বুঝতেই পারছেন এটা কতই না গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মৃতদেহ কবর থেকে তোলার প্রয়োজন আছে কিনা সে সম্পর্কে ওদের কাছে আমাকে রিপোর্ট দিতে হবে।'

মিস লিথেরান ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল। 'কি বললেন, মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃতদেহ কবর থেকে তোলার ব্যবস্থা করছেন? এ কি আপনি শোনালেন আমাকে?'

'কি ভয়ঙ্কর'-এর পরিবর্তে 'কি চমৎকার' বললেই বোধহয় কথাটা তাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ঠিক মানাত।

যাইহোক, পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'তা এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত মিস লিথেরান?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই মঁসিয়ে পোয়ারো, এ ব্যাপারে অনেক কথা চালাচালি হয়েছে, এক-একজন লোক এক-এক রকম কথা বলেছে। কিন্তু কারোর কথাতেই আমি কান দিইনি। কারণ পাঁচজনের পাঁচ কথা আমি ভিত্তিহীন গুজব বলেই গণ্য করি। স্ত্রী মারা যাবার পর থেকেই হতে পারে ডাঃ চার্লস ওল্ডফিল্ডের আচরণ একটু অদ্ভুত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ভদ্রলোক অপরাধী। আমার অভিমত ঠিক এরকমই। আর আমি সবাইকে এ কথাই বলেছি। আর এও বলেছি, স্ত্রী বিয়োগে শোকের জন্যেও

তো এমনটি হতে পারে, বলুন না আমি ঠিক বলেছি কিনা! তবে আবার এ কথাও ঠিক যে, ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তেমন বনিবনা বলতে কিছু ছিল না। একজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির মুখ থেকেই আমি কথাটা শুনেছি, তাই এটা উড়িয়ে দিই বা কি করে বলুন! একজন নার্স অসুস্থ মিসেস ওল্ডফিল্ডের দেখ্‌ভাল করত বছর চারেক ধরে। সেই নার্স মিস হ্যারিসনই আমাকে কথাটা জানিয়েছে। আমার ধারণা, এই নার্স মেয়েটি নিশ্চয়ই নিজের মনে কিছু সন্দেহ করেছিল। তবে মুখে সে কিছুই স্বীকার করছে না। না করুক, এটা তো ঠিক যে, মানুষের হাবভাবে, অভিব্যক্তিতে তো কিছুটা অনুমান করা যায়।'

পোয়ারো বিষণ্ণ গলায় বলল, 'আমি কিন্তু কাজ শুরু করার মতো তেমন কোনো উপাদানই দেখতে পাচ্ছি না।'

'হ্যাঁ আমি জানি মঁসিয়ে পোয়ারো, মৃতদেহ কবর খুঁড়ে তোলা হলেই আপনি প্রকৃত ঘটনাটা জানতে পারবেন।'

'হ্যাঁ', পোয়ারো বলল, 'তখনই সব কিছু জানা যাবে।'

'অবশ্য এ ধরনের ঘটনা আগেও কয়েবার ঘটেছে।' উত্তেজনায় মিস লিথেরানের নাক কুঁচকে উঠল। 'যেমন উদাহরণস্বরূপ আর্মস্ট্রং-এর নাম উল্লেখ করা যায়। তারপর সেই লোকটার কি যেন নাম, ঠিক এই মুহূর্তে খেয়াল করতে পারছি না। যাইহোক, তারপরেই অবশ্য ক্রিপেনের নাম করা যায়। আমি সব সময় অবাক হয়ে ভেবেছি, ইথেললিনেভা মেয়েটির সঙ্গে তার নাম জড়িত ছিল কিনা কে জানে। অবশ্য জীন মনক্রিফ খুবই ভাল মেয়ে। ও যে এ সব খারাপ কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না। আবার জড়িত থাকাটাও বিচিত্র কিছু নয়। মেয়েদের পাল্লায় পড়ে অনেক বুদ্ধিমান পুরুষমানুষও বোকার মতো কাজ করে ফেলে। তাছাড়া ওরা তো বহুদিন ধরেই মেলামেশা করছে।'

পোয়ারো কোনো কথা বলল না। মিস লিথেরানের দিকে নিরীহ দৃষ্টি মেলে তাকাতে গিয়ে সে ভাবতে থাকল এরপর প্রসঙ্গটা কি ভাবে উত্থাপন করবে।

'অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃতদেহটা পোস্টমরটেমের ব্যবস্থা করতে পারলেই সব জানা যাবে, তাই নয় কি?' মিস লিথেরান তার কথার জের টেনে বলতে শুরু করল, 'বাড়ির ঝি-চাকররাও অনেক কিছুই জানে, তাই না? আর অবশ্যই তাদের মুখ বন্ধ করাও খুব শক্ত, তাই নয় কি? হ্যাঁ, তাদের মুখ বন্ধ করা খুবই কঠিন। স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ ওল্ডফিল্ড তাঁর বিয়াট্রিসকে তাড়িয়ে দেন। আর আমি সব সময় অস্বাভাবিক বলে মনে করেছি, বিশেষ করে আজকের দিনে ঝি-চাকর পাওয়া যে কত কষ্টকর ব্যাপার তা তো জানেন। আমার মনে হয়, মেয়েটি যে কিছু একটা সন্দেহ করে এটা ডাঃ ওল্ডফিল্ড বেশ ভাল করেই জানতেন।'

'এর থেকে নিশ্চিতভাবে মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারে আর একবার তদন্ত করা দরকার', পোয়ারো অনেক ভেবেচিন্তে বলল।

প্রতিরোধের আশঙ্কায় থরথর করে কেঁপে উঠল মিস লিথেরান। তারপর সে ভয়ার্ত

গলায় বলল, 'কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কথাটা ভাবতেই আমার সারা শরীর কাঁপছে। কারণ আমার আশঙ্কা, আমাদের এই নিরিবিলি শান্তির পরিবেশের ছোট্ট গ্রামটাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কাগজে কি কেচ্ছা ছাপানো হবে কে জানে! ভাবলেও গাটা কেমন যেন ঘিন ঘিন করে উঠছে। ছিঃ ছিঃ!'

'এতেই আপনি এতো ভয় পাচ্ছেন?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।

'আপনাদের কাছে হয়তো কিছু নয়। কিন্তু আমরা যে এ যুগের লোক নই, বয়স হয়েছে, তাই ভয় তো পাওয়ার কথাই। কিন্তু অহেতুক—'

'হ্যাঁ, অহেতুক বলছেন আপনি, তার মানে আপনার মতে এটা সম্পূর্ণ গুজব ছাড়া আর কিছু নয়!'

'না মানে দেখুন, আমি ঠিক জোর দিয়ে আবার ও কথাও বলতে পারছি না। জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, এর মধ্যে কিছুটা সত্য যে নেই তা নয়। কারণ ওই যে কথায় আছে না, আগুন ছাড়া ধোঁয়ার উৎপত্তি কখনো হতে পারে না!'

'আমি নিজেও ঠিক এ কথাই ভাবছিলাম,' এই বলে পোয়ারো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'তাহলে মাদামোয়াজেল, আপনার মতামতের ওপর আমি আস্থা রাখতে পারি তো?'

'ওহো নিশ্চয়ই! আমি এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলব না, আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।'

পোয়ারো মৃদু হেসে বিদায় নিয়ে চলে এলো অতঃপর।

সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে হলো পোয়ারোকে, মিস লিথেরানের অল্পবয়সী পরিচারিকা তার টুপি ও কোটটা তার হাতে তুলে দিতে গেলে সে তাকে নিচু গলায় বলে উঠল, 'দেখো, মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃত্যুর ব্যাপারে আমি এখানে তদন্ত করতে এসেছি। তোমাকে বিশ্বাস করেই কথাটা বললাম। আশাকরি তুমি আমার এই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। তুমি এই কথাটা গোপন রাখলে আমি খুবই বাধিত হবো।'

মিসেস লিথারেনের পরিচারিকা গ্ল্যাডিস আর একটু হলেই ছাতা রাখার তাকের ওপর ঢলে পড়ছিল। যাইহোক, কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তেজিত গলায় বলে উঠল : 'ওহো স্যার, তাহলে কি মিসেস ওল্ডফিল্ডের স্বামী ডাঃ চার্লসই এই খুনের সঙ্গে জড়িত?'

'কিছু সময়ের জন্য তুমিও তাহলে এই রকমই কিছু একটা সন্দেহ করেছিলে, তাই না?'

'না স্যার, আমি নই, বিয়াট্রিসই প্রথম সন্দেহ করেছিল। মিসেস ওল্ডফিল্ড যখন মারা যান তখন সে ওখানেই যে কাজ করত। সে হয়তো এমন কিছু দেখে থাকবে যে কারণে—'

'আর তাই কি সে মনে করেছিল এর মধ্যে', পোয়ারো ইচ্ছাকৃতভাবে অতিনাটকীয় শব্দ ব্যবহার করল এইভাবে, 'এর মধ্যে কোনো অন্যায় খেলা থাকলেও থাকতে পারে।'

গ্ল্যাডিস উত্তেজিত হয়ে সায় দিল। 'হ্যাঁ, সেরকমই সে মনে করেছিল। এমন কি বিয়াট্রিস আমাকে বলেছে, নার্স হ্যারিসনও নাকি এমনি আন্দাজ করেছিল।'

'তা নার্স হ্যারিসন এখন থাকে কোথায়?'

'তিনি এখন বৃদ্ধা মিস ব্রিস্টোর দেখ্‌ভাল করছেন। গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে বৃদ্ধার বাড়ি। বাড়িটা চিনতে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না, বিরাট থামওয়ালা বাড়ি, সামনেই একটা গাড়িবারান্দা...'

কিছুক্ষণ পরেই নার্স হ্যারিসনের সঙ্গে দেখা করল এরকুল পোয়ারো। তার সামনা-সামনি বসে তাকে নিরীক্ষণ করতে গিয়ে সে মনে মনে ভাবল, গুজব সৃষ্টির মূল উৎসের কথা এরই সবচেয়ে ভাল জানার কথা।

ভদ্রমহিলার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হলেও তার সৌন্দর্য এখনও বেশ অটুট রয়েছে। তার সুন্দর মুখশ্রীর মধ্যে ম্যাডোনার সৌন্দর্য যেন লুকিয়ে রয়েছে। আয়ত বড় বড় চোখদুটিতে ফুটে রয়েছে আশ্চর্য আলাদা এক শ্রী। ধীর-স্থির ভাবে সে পোয়ারোর বক্তব্য শুনল। তারপরেই সে মুখ খুলল, 'হ্যাঁ, এ ধরনের নোংরা গুজব আমার কানেও এসেছে। অনেক চেষ্টা করেছি গুজব রটনাকারীদের মুখ বন্ধ করার জন্য। অবশ্য ওদেরও দোষ দিই কি করে বলুন। অমন মুখরোচক গল্প পেলে কেই বা চুপ করে থাকতে পারে বলুন?'

'হ্যাঁ, আমি তা জানি। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, কিছু একটা এর মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে এত বড় একটা মিথ্যে গুজব কারোর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।'

এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল হ্যারিসন। পোয়ারো লক্ষ্য করল, তার চোখে-মুখে অস্বস্তিকর অবস্থাটা যেন আরও বেশি করে প্রকট হয়ে উঠল, কেমন যেন দিশেহারা সে। হয়তো তার নীরব থাকার এটাই কারণ।

'সম্ভবত', পোয়ারো তার অনুমানের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলল, 'এমনও হতে পারে যে, ডাঃ ওল্ডফিল্ডের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক তেমন ভাল ছিল না। আর সেই কারণেই গুজবটা রটানো হয়ে থাকবে।'

নার্স হ্যারিসন সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে উঠল, 'না, না, ডাঃ ওল্ডফিল্ড সেরকম লোকই ছিলেন না, তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি খুবই দয়ালু ছিলেন এবং ওঁর স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে রোগভোগ করার জন্য তিনি একটুও বিরক্তি প্রকাশ করেননি কখনো।'

'তাহলে সত্যিই স্ত্রী তাঁর কাছে খুবই প্রিয় ছিল? আর স্বামীর প্রতি তাঁর স্ত্রীর কোনো অভিযোগই ছিল না!'

নার্স হ্যারিসন একটু ইতস্তত করে বলল, 'না, আমি ঠিক জোর দিয়ে কিছু বলতে চাই না। কারণ মিসেস ওল্ডফিল্ড ছিলেন অত্যন্ত চাপা স্বভাবের মেয়ে। না, আমার মনে হয়, ওঁর মনটা খুব যে প্যাঁচালো ছিল, এ কথাটা বললেই বোধহয় যথার্থ হবে। তাঁকে সন্তুষ্ট করা কিংবা তাঁর মন জুগিয়ে চলাটা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। তাঁর

দেখ্‌ভাল কেউ করছে না, কিংবা কখনো অভিযোগ করতেন সবাই তাঁকে অবহেলা করছে, এ ধরনের কত অভিযোগই না তিনি করতেন দিনের মধ্যে, যা গুণে শেষ করা যায় না।'

'তার মানে আপনার বক্তব্য হলো, তিনি যা যা অভিযোগ করতেন সব মিথ্যে আর তাঁর অসুখটা মন-গড়া অতিরঞ্জিত করে সবার সামনে তুলে ধরতেন?'

মাথা নেড়ে পোয়ারোর কথায় সায় জানাল নার্স হ্যারিসন। 'হ্যাঁ, আমি ওঁর সেবা-সুশ্রূষা করতে গিয়ে এই সার কথাটা উপলব্ধি করেছি, ওঁর দেহের রোগের চেয়ে মনের রোগটাই ছিল বেশি। আর ওর সেই অসুস্থতার সিংহভাগটাই ছিল নিজের পরিকল্পিত।'

'তবু তা সত্ত্বেও,' পোয়ারো গম্ভীর গলায় বলল, 'তিনি মারা গেছেন...'

'ওহো, আমি জানি, আমি জানি...'

পোয়ারো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নার্স হ্যারিসনের ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করতে থাকল। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত এক মানসিক অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তার চিহ্ন।

এবার সে মুখ খুলল, 'আমার নিশ্চিত ধারণা, এই গুজবের সূত্রপাত কি ভাবে হয়েছিল আর কেই বা করেছিল, তা কেবল আপনিই জানতে পারেন।'

নার্স হ্যারিসনের গালদুটো এই মুহূর্তে দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন লাল রঙ ঢেলে দিয়েছে সেখানে, লাল রক্তিমাভা, ভোরের প্রথম সূর্যের আলোর মতো। সে এবার বলল, 'দেখুন মঁসিয়ে আমি হয়তো নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারব না, তবে আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। আমার যতদূর ধারণা, এই গুজবের প্রথম সূত্রপাত ঘটায় বিয়াট্রিস। আর এর কারণটাও বোধহয় আমার জানা আছে।'

'হেঁয়ালি রেখে সব খুলে বলুন তো!'

নার্স হ্যারিসন নেহাতই অসংলগ্নভাবে বলতে থাকল, 'হ্যাঁ, সব খুলেই বলছি আপনাকে। একদিন হলো কি, ডাঃ ওল্ডফিল্ডকে মিস মনক্রিফের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা করতে দেখে আমার কেমন যেন একটু সন্দেহ হলো, আড়াল থেকে ওদের কথায় আড়ি পাতলাম। ওঁদের গোপন কথাবার্তা আমি সব শুনে ফেললাম। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, বিয়াট্রিসও কথাটা শুনেছিল। তবে সে সেটা স্বীকার করবে বলে তো আমার মনে হয় না।'

'তা সেই কথাগুলো কি জানতে পারি?'

মিনিট কয়েক চুপ করে রইল নার্স হ্যারিসন। মনে হয় সে তার পুরনো স্মৃতি মন্থন করছে ঠিক ঠিক ভাবে সেদিনের সেই ঘটনার কথা পোয়ারোর কাছে তুলে ধরবে বলে। একসময় সে বলতে শুরু করল, 'এ ঘটনা মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃত্যুর প্রায় তিন সপ্তাহ আগেকার। ওঁরা তখন ডাইনিংরুমে বসেছিলেন, আর আমি তখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েই ওঁদের গোপন আলোচনার কথা আমার কানে ভেসে এলো। হঠাৎ জীন মনক্রিফ ডাঃ ওল্ডফিল্ডের উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন, 'আচ্ছা চার্লস, আর কতদিন আমাকে এভাবে দূরে দূরে সরিয়ে রাখবে, আমি যে আর একা একা থাকতে পারছি না।' এরপরেই ডাঃ

ওল্ডফিল্ডের উত্তরটা আমি শুনতে পেলাম : ‘খুব বেশিদিন আর অপেক্ষা করতে হবে না প্রিয়তমা, আমি কথা দিচ্ছি খুব শীগ্‌গীর আমি তোমাকে বিয়ে করব, তুমি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারো।’...জীন মনক্রিফ তখন ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন, ‘আমি যে আমার সব ধৈর্য হারাতে বসেছি চার্লস, যা করার তাড়াতাড়ি করো।’...ডাঃ ওল্ডফিল্ড আবার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ‘বললাম তো, আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।’...জীন এবার মরীয়া হয়ে বলে উঠল, ‘তুমি কি মনে করো ধৈর্য ধরে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে?’...‘অবশ্যই! আর কোনো গোলমালের সম্ভাবনা নেই। দেখবে আসছে বছর আমি তোমাকে ঠিক বিয়ে করব।’

এখানে একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করল : ‘মঁসিয়ে পোয়ারো, সেই প্রথম আমার ধারণা হলো, ডাক্তার এবং মিস মনক্রিফের মধ্যে একটা সম্পর্কের কথা আমি জানতে পারলাম। অবশ্যই আমি জানি যে, ডাঃ চার্লস মিস মনক্রিফের প্রশংসা করেন, আর ওঁরা দু'জন খুবই ভাল বন্ধু, ব্যাস এর বেশি কিছু নয়। এরপর আমি কথাটা শোনার পর নিচে না নেমে আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। কিন্তু তাতে আমি খুবই আহত হলাম। সেই সময় রান্নাঘরের দরজাটা খোলা থাকতে দেখি। রান্নাঘরের ভেতরে বিয়াট্রিস তখন ছিল এবং দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চৌকাঠের ওপর কান পেতে রেখেছিল। এর থেকেই আমি বুঝলাম, সেও যে ওঁদের সে সব গোপন কথাগুলো শুনছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ওঁরা যেভাবে কথা বলছিলেন, তাতে আমার মনে হয়েছিল, ওঁদের কথায় দু'রকম অর্থ হতে পারে। এক, হয়তো ডাঃ ওল্ডফিল্ড বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর অসুস্থ স্ত্রী সুস্থ হয়ে ওঠার মতো অবস্থায় নেই এবং তাঁর মৃত্যু অবধারিত এবং আসন্ন। আমার ধারণা ডাঃ ওল্ডফিল্ড ঠিক ওই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন মিস মনক্রিফকে। কিন্তু বিয়াট্রিসের মতো অবুঝ মেয়ে দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথাটাই ঠিক বলে ধরে নিয়েছিলেন। উনি হয়তো ধরে নিয়েছিলেন, ডাঃ ওল্ডফিল্ড এবং মিস মনক্রিফ দু'জনে মিলে চক্রান্ত করছেন মিসেস ওল্ডফিল্ডকে হত্যা করার জন্য।’

‘কিন্তু আপনি নিজে তা মনে করেন না, এই তো?’

‘না, না, অবশ্যই না...’

পোয়ারো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নার্স হ্যারিসনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘নার্স হ্যারিসন, আমার ধারণা আপনি আরও কিছু জানেন, যা আপনি আমাকে বলেননি কিংবা হয়তো কোনো কারণে আমাকে বলতে চাইছেন না।’

নার্স হ্যারিসনের মুখটা লাল হয়ে উঠল, এবং ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাল : ‘না, না, অবশ্যই এর বেশি কিছু আর জানি না। তাছাড়া না বলার মতো কিই বা আর থাকতে পারে বলুন?’

‘আমি তা জানি না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, হয়তো কিছু একটা—’

নার্স হ্যারিসন আবার ঘন ঘন মাথা নাড়ল! বিপর্যস্ত ভাবটা আবার ফিরে এলো তার মধ্যে।

এরকুল পোয়ারো নিজের থেকেই আবার বলল, 'হয়তো স্বরাষ্ট্র দপ্তর মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃতদেহ আবার কবর খুঁড়ে বার করার হুকুম করবে, অর্থাৎ ওঁর মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করতে হবে।'

'ওহো না!' নার্স হ্যারিসন আঁতকে উঠল। 'ওঃ কি সাংঘাতিক ব্যাপার?'

'কেন, আপনি কি এটা দুঃখজনক বলে মনে করছেন?'

'শুধু দুঃখজনক কি বলছেন, আমার কাছে ভয়ঙ্করও বলে মনে হচ্ছে। এ নিয়ে কি সাংঘাতিক সমালোচনার ঝড় বয়ে যাবে ভেবে দেখেছেন একবার? আর এতে ডাঃ ওল্ডফিল্ডের কতখানি ক্ষতি যে হবে বলতে পারেন?'

'এ ব্যবস্থা ওঁর পক্ষে কেন ভাল হবে না বলছেন?'

'আপনি এ সব কি বলছেন?'

'ভদ্রলোক যদি সত্যি সত্যিই নির্দোষ হয়ে থাকেন তাহলে সেটা যে এর থেকে প্রমাণ হয়ে যাবে, তাই নয় কি?' এরপর পোয়ারো নীরব হয়ে গেল। সে বেশ বুঝতে পারল, তার কথাটা নার্স হ্যারিসন হয়তো কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য হ্যারিসনের ভ্রূজোড়া ঈষৎ কুঁচকে উঠল। তারপর সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পোয়ারোর দিকে তাকাল। 'আমি কিন্তু এ কথাটা ভেবে দেখিনি', সহজভাবেই কথাটা সে বলল। 'অবশ্য এক্ষেত্রে এটাই একমাত্র পথ, যার বিকল্প কিছু নেই।'

ওদিকে ঘরের ছাদে একটানা বেশ কয়েকবার ধাক্কা মারার শব্দ হলো। নার্স হ্যারিসন লাফিয়ে উঠল।

'খেয়েছে, আমার কর্ত্রী মিস ব্রিস্টো ডাকাডাকি করছেন। ওঁর বিশ্রাম এখন শেষ হয়ে গেছে। ওঁকে চা পান করিয়ে আমি বেরুব। ঠিক আছে মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি স্বীকার করছি আপনি ঠিকই বলেছেন। মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃতদেহের একবার অটোপসি হয়ে গেলে সমস্ত ব্যাপারটার চমৎকার একটা মীমাংসা হয়ে যাবে। আর বেচারা ডাঃ ওল্ডফিল্ড তখন এই বিশ্রী গুজবের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন।'

পোয়ারোর সঙ্গে করমর্দন করে নার্স হ্যারিসন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এরকুল পোয়ারো পায়ে হেঁটে ডাকঘর পর্যন্ত এগিয়ে গেল। এবং সেখান থেকে টেলিফোনে লন্ডনে যোগাযোগ করল সে।

দূরভাষের অপর প্রান্ত থেকে একটা খিটখিটে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'আপনি এসব নিয়ে অহেতুক মাথা ঘামাচ্ছেন কেন মঁসিয়ে পোয়ারো? এটা যে আমাদের ব্যাপার আপনি কি নিশ্চিত? এসব গ্রাম্য গুজবের ব্যাপারে আপনার তো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকার কথা। যার শেষ ভাল তার সব ভাল। এই প্রবাদের ভিত্তিতেই হয়তো শেষে দেখবেন যা রটানো হচ্ছে আদৌ সে সব কিছুই নয়, সে সবই ভিত্তিহীন ঘটনা, যার পিছনে বাস্তবের কোনো অস্তিত্বই নেই।'

'কিন্তু,' পোয়ারো বলল, 'এটা একটা বিশেষ ধরনের কেস, তাই এর একটা বিশেষত্ব আছে।'

'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন তাই হবে। অবশ্য আপনার কথার ওপর আমার আস্থা আছে, কারণ আপনার কথা যে প্রায় সব সময়েই ফলে যায়, এ কথাও সত্যি। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে, সবটাই ভিত্তিহীন তাহলে আমরা আপনার ওপর সন্তুষ্ট হতে পারব না, এ কথাও আপনাকে আগে থেকেই বলে রাখছি।'

পোয়ারো নিজের মনেই হাসল। তারপর নিচু গলায় নিজের মনেই সে বলল, 'না, আমি অন্তত নিজের কাজে অবশ্যই সন্তুষ্ট হব।'

'কি বললেন আপনি? আমি ঠিক শুনতে পেলাম না।'

'না, কিছুই না। আদৌ কিছুই না।' এই বলে পোয়ারো রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

পোয়ারো এরপর ডাকঘরের ভেতরে ঢুকে কাউন্টারের সামনে এগিয়ে গিয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'মাদাম, আমাকে একটা খবর দিতে পারেন?'

'হ্যাঁ, বলুন কি জানতে চান?'

'বছর খানেক আগে ডাঃ ওল্ডফিল্ডের বাড়িতে বিয়াট্রিস নামে যে পরিচারিকাটি কাজ করত তার এখনকার ঠিকানাটা আমাকে বলতে পারেন?'

'আপনি বিয়াট্রিস কিং-এর ঠিকানা জানতে চাইছেন? সে তো এরপর আরও দুই বাড়িতে কাজ করেছিল। বর্তমানে সে এখন নদীর ধারে মিসেস মার্লের বাড়িতে কাজ করছে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে পোয়ারো অতঃপর দু'খানা পোস্টকার্ড, ডাকটিকিটের একটা বই এবং একটা মাটির পাত্র কিনল। আর কেনার সময় সে মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলল। এ কথা শোনামাত্র মেয়েটির চোখে হঠাৎ একটা চোরা-চাহনি ফুটে উঠতে দেখা গেল। মুখটা কেমন যেন একটু কঠিন হয়ে উঠল। পোয়ারোর দৃষ্টি এড়াল না।

মেয়েটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বলল, 'ভদ্রমহিলা আচমকাই মারা গেলেন, তাই না? গ্রামের লোকেরা তো এ নিয়ে নানান ধরনের গল্প আর গুজব ছড়াচ্ছে, আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন।' মেয়েটির চোখে সহসা একটা অদ্ভুত কৌতূহল জেগে উঠতে দেখা গেল। সে এবার নিজের থেকেই পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আপনি কি সেই জন্যেই বিয়াট্রিস কিং-এর খোঁজ করছেন? জানেন মঁসিয়ে, ওর ওভাবে হঠাৎ ডাঃ ওল্ডফিল্ডের বাড়ির কাজ ছেড়ে চলে আসাটা আমাদের সবাইকেই বেশ অবাক করেছে। অনেকের ধারণা এ ব্যাপারে ও বোধহয় কিছু জানে, আর হয়তো জানতেও পারে। ওর ভাবভঙ্গি দেখে তো সেরকমই মনে হয়।'

ছোট বেঁটেখাটো আকৃতির মেয়ে এই বিয়াট্রিস কিং। দেখে মনে হয়, বেশ চাপা প্রকৃতির মেয়ে। তার গলায় গলগণ্ডটা বেশ স্পষ্ট। মেয়েটি বাইরে থেকে নিজেকে বোকা-বোকা প্রতিপন্ন করতে চাইলে কি হবে তার চোখ দুটি স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেয় বেশ বুদ্ধিমতী সে। তার মুখ থেকে যে সহজে কথা আদায় করা যাবে না এটা স্পষ্টই জানিয়ে দিল সে।

'দেখুন মঁসিয়ে, আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন, আমি এ বিষয়ে এ. বি. সি. ডি.

কিছুই জানি না, আর ওখানে কি যে হয়েছে আমার জানা নেই। ডাক্তারবাবু আর মিস মনক্রিফের মধ্যে কোন কথাবার্তা আমি যে আড়ি পেতে শুনেছি এ অভিযোগের অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তাছাড়া কেনই বা আমি অন্যের কথায়, বিশেষ করে আমার মনিবের কথায় আড়ি পাততে যাব বলুন? এ আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আর এ কথা বলার কোনো অধিকারই আপনার নেই। আমি আবারও বলছি, আমি এ সবের কিছুই জানি না।'

তবু পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কখনো কি আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের কথা শুনেছ?'

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে একটা গোপন আগ্রহ প্রকাশ পেতে দেখা গেল। বলল সে, 'তার মানে সেই ওষুধের শিশিতে এই বিষটাই ছিল?'

'কোন্ ওষুধের শিশি বলো তো?' পোয়ারো কৌতূহল প্রকাশ করল।

'যে শিশির ওষুধটা মিস মনক্রিফ আমার গৃহকর্ত্রীর জন্য তৈরি করেছিলো। নার্স খুব ঘাবড়ে গেছলো ওষুধটা দেখেই, আমি তার চোখে সে রকমই প্রকাশ পেতে দেখেছিলাম। একবার সেই ওষুধের এক ফোঁটা চেখে নিয়ে বারকয়েক শুঁকেও দেখে। তারপর সেই শিশির সমস্ত ওষুধ বেসিনে উপুড় করে দিয়ে তাতে কলের জল ভরে রাখে। আর ওষুধটাও জলের মতো সাদাই ছিল। এরপর মিস মনক্রিফ আমার কর্ত্রীর জন্য এক কাপ চা তৈরি করে আনেন তাঁকে খাওয়ানোর জন্য। কিন্তু নার্স সেটাও বদলে দিয়ে টাটকা আর এক কাপ চা তৈরি করে তার কর্ত্রীকে খেতে দেয়। অজুহাত হিসেবে নার্স বলে, চাটা নাকি ঠাণ্ডা হয়ে গেছল তাই সে গরম চা তৈরি করে এনেছিল। এ সবই আমার চোখের সামনে ঘটতে দেখেছিলাম। আমি এ সবের আসল রহস্যটা যে কি তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, সব নার্সরা যেমন অকারণে ছটফট করে কাজ করে, উনিও হয়তো সেরকমই কিছু করে থাকবেন। কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পারছি, এর পিছনে অন্য একটা কারণ ছিল।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দেয়।

'আচ্ছা বিয়াট্রিস, সত্যি করে বলো তো, তুমি মিস মনক্রিফকে পছন্দ করতে?'

'ওঁকে আমার খুব একটা অপছন্দ হতো না...উনি খুব একটা কারোর সঙ্গে মেলামেশা করতেন না, বোধহয় একলা থাকতেই ভালবাসতেন। অবশ্য আমি বেশ বুঝতে পারতাম, উনি ডাক্তারবাবুর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ডাক্তারবাবুর প্রতি ওঁর চাহনিতে আমি ওঁর অনুরাগের ছোঁয়া স্পষ্টই দেখতে পেতাম।'

পোয়ারো আবার মাথা নেড়ে সায় দিয়ে তার হোটেলে ফিরে গেল অতঃপর। সেখানে জর্জকে কিছু নির্দেশ দিল সে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিশ্লেষক ডাঃ অ্যালান গার্সিয়া দু'হাত ঘষতে ঘষতে এরকুল পোয়ারোর দিকে চোখ পিটপিট করে তাকালেন। তিনি বিজ্ঞের মতো বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার অতীত কাজকর্মের কথা আমি তো জানি, সে কথা মাথায় রেখে

আশাকরি এবারেও আপনার অনুমান সত্য প্রমাণিত হবে। আপনার অনুমান কোনোদিন মিথ্যে হয়েছে বলে আমার জানা নেই।'

পোয়ারো বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'ডাঃ গার্সিয়া, আপনি খুবই দয়ালু, বিশেষ করে আমার প্রতি খুবই সদাশয় আপনি।'

'না, না, আমি অহেতুক আপনাকে দয়া দেখাতে যাব কেন? আপনি সত্যিকারের যা তাই বলেছি, একটুও বাড়িয়ে কিছু বলিনি মঁসিয়ে। তা আপনি ব্যাপারটা ধরলেন কি করে? শুধুই কি গুজবের ওপর ভিত্তি করে?'

'ওই যে আপনারা বলে থাকেন, মানুষ গুজব ছড়ানোর সময় তার জিভ বর্ণময় হয়ে ওঠে!'

পরের দিন ট্রেনে চেপে পোয়ারো আবার মার্কেট লগবরোয় ফিরে এলো।

সারা মার্কেট লগবরোয় মৌমাছির মতো গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃতদেহ তোলা হয়ে গেছল, আর তাতেই সারা গ্রামে উত্তেজনা চরমে পৌঁছে গেছল। এরপর অটোপসি রিপোর্ট বের হতেই অবস্থা তুঙ্গে গিয়ে ঠেকল।

পোয়ারো প্রায় এক ঘণ্টা হলো হোটেলে এসে পৌঁছেছে। সবেমাত্র সে মধ্যাহ্নভোজ শেষ করেছে এমন সময় তাকে খবর দেওয়া হলো, এক ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে চান। সে আর কেউ নয় নার্স হ্যারিসন। তার মুখটা সাদা ফ্যাকাসে এবং কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। সোজা পোয়ারোর কাছে এগিয়ে এলো সে।

'এটা কি সত্যি মঁসিয়ে পোয়ারো?'

পোয়ারো তাকে নরম গলায় আহ্বান জানিয়ে চেয়ারে বসতে বলল।

'হ্যাঁ, একজনের মৃত্যু ঘটাবার জন্য যতখানি প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আর্সেনিক বিষ মিসেস ওল্ডফিল্ডের পাকস্থলি থেকে পাওয়া গেছে।'

নার্স হ্যারিসন চিৎকার করে বলে উঠল, 'এক মুহূর্তের জন্যেও আমি ভাবতে পারিনি, এ আমার কল্পনার অতীত...' কথাটা অসমাপ্ত রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

পোয়ারো শান্ত নরম গলায় বলল, 'জানেন মিস হ্যারিসন, সত্য কখনো চাপা থাকে না, প্রকাশ হতে বাধ্য।'

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে জিজ্ঞেস করল, 'ওঁরা কি তাহলে ওঁকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবেই?'

'না, এখনি সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না', পোয়ারো উত্তরে বলল, 'এখনো অনেক কিছুই প্রমাণ করতে হবে। যেমন ধরুন, এ কাজে তাঁর সুযোগ কতটা ছিল, কি ভাবে তিনি ওই বিষ সংগ্রহ করলেন, কি করেই বা বিষ প্রয়োগ করলেন, এ সবই জানতে হবে। তারপর—'

'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, ধরুন যদি দেখা যায় যে, তিনি এসব কিছুই করেননি, এ সবের সঙ্গে তিনি আদৌ জড়িত ছিলেন না?'

'সেক্ষেত্রে অবশ্য', পোয়ারো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তখন তিনি সসম্মানে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবেন।'

নার্স হ্যারিসন ধীরে ধীরে বলল, 'আমার অনুমান এ ব্যাপারে এমন একটা কথা আছে যা আপনাকে আগেই বলা উচিত ছিল। তবে এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিনা জানি না। কিন্তু সেই সময় ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই ভয়াবহ বলে মনে হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, আমিও জানি এর মধ্যে একটা রহস্য লুকিয়ে আছে', পোয়ারো বলল, 'তাই আপনার কিছু বলার থাকলে আপনি এখনও বলতে পারেন। বলুন কি সে কথা?'

'ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। একদিন হলো কি আমি একটা ওষুধ নেবার জন্য ডিসপেন্সারিতে গেছলাম। সেই সময় জীন মনক্রিফকে একটা অদ্ভুত কাজ করতে দেখেছিলাম।'

'হ্যাঁ বলুন, বলুন তারপর, কি দেখেছিলেন?'

'কথাটা হয়তো বোকার মতো শোনাবে। সেদিন একটা লাল রঙের ফেস পাউডারের কেসের ভেতরে কিছু একটা ঢালতে দেখেছিলাম।'

'তাই বুঝি!'

'কিন্তু তিনি পাউডার ঢালছিলেন না, না ফেস পাউডার নয়, মানে আমি বলতে চাই মুখে লাগাবার পাউডার নয়। বিষের কাপবোর্ড থেকে একটা বোতল বের করে তা থেকে কিছু যেন ঢালছিলেন তিনি। কিন্তু আমাকে দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিলেন তিনি, তাড়াতাড়ি পাউডার কেসটা বন্ধ করে ব্যাগে ভরে নেন। তারপর আমার দৃষ্টি আড়াল করে শিশিটা আলমারিতে তুলে রাখেন। অবশ্য তখন এই ব্যাপারটা আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। কিন্তু যখন শুনলাম, মিসেস ওল্ড ফিল্ডকে সত্যিই বিষ খাওয়ানো হয়েছিল,—' কথাটা শেষ না করেই নীরব হয়ে গেল নার্স হ্যারিসন।

'একটু সময়ের জন্য আমাকে মাফ করবেন,' পোয়ারো এই কথা বলে বাইরে বেরিয়ে গেল বার্কশায়ার পুলিশের ডিটেকটিভ সার্জেন্ট গ্রেকে ফোন করার জন্য।

একটু পরেই সে ফিরে এসে দেখল, নার্স হ্যারিসন তেমনি নীরবে বসে রয়েছে।

পোয়ারোর চোখের সামনে ভেসে উঠল লাল চুলের একটি মেয়ের মুখচ্ছবি, যাকে কঠিন গলায় বলতে শুনেছিল : 'আমি আপনার সঙ্গে একমত নই।' মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃতদেহ অটোপসি পরীক্ষা করার ব্যাপারে জীন মনক্রিফ আপত্তি জানিয়েছিল। তার এই আপত্তির সমর্থনে সে অনেক যুক্তি দেখিয়েছিল। কিন্তু এ ঘটনার সত্যাসত্য অটুটই রয়ে গেছল। তার মনোভাবও চাপা থাকেনি। মেয়েটি যে স্বভাবে চতুর, সংকল্পে স্থির, এবং কাজকর্মে যে দক্ষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাগ্যের এমনি এক পরিহাস যে, সে এমনি এক ভদ্রলোকের প্রেমে পড়ল যাঁর এক চিররুগ্ন স্ত্রী বর্তমান। তবে নার্স হ্যারিসনের ধারণা ভদ্রমহিলার অসুখ বেশির ভাগই মনগড়া। আর এই কারণেই খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবার সম্ভাবনা ছিল না তাঁর।

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নার্স হ্যারিসন জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছেন মঁসিয়ে পোয়ারো?'

উত্তরে পোয়ারো চিন্তিত গলায় বলল, 'এই শোচনীয় ব্যাপারটার কথা ভাবছি।'

'কিন্তু ডাঃ ওল্ডফিল্ড এসব কিছু জানেন বলে তো আমার মনে হয় না,' নার্স হ্যারিসন বলল।

'না', পোয়ারোও তার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'তিনি যে জানতেন না, এ ব্যাপারে আমিও নিশ্চিত।'

ওদিকে দরজা খুলে যেতেই গোয়েন্দা সার্জেন্ট গ্রেকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেখা গেল। তাঁর হাতে সিল্কের রুমালে জড়ানো কিছু একটা জিনিস থাকতে দেখা গেল। রুমালের গিঁট খুলে তিনি সাবধানে জিনিসটা টেবিলের ওপর রাখলেন। সেটা একটা উজ্জ্বল লাল-গোলাপী রঙের পাউডার কেস।

সেটা দেখা মাত্র নার্স হ্যারিসন লাফিয়ে উঠল, 'আরে, এটাই তো আমি সেদিন দেখেছিলাম।'

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টার বললেন, 'মিস মনক্রিফের দেরাজের ড্রয়ারের এক কোণ থেকে ওটা পাওয়া গেছে। একটা রুমালে জড়ানো ছিল। কিন্তু এতে কোনো আঙুলের ছাপ নেই। তবুও আমাকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।'

হাতে রুমাল বেঁধে তিনি পাউডারের কেসটার স্প্রিং-এর ওপর চাপ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা খুলে গেল। গ্রে বললেন : 'এর ভেতরের গুঁড়ো জাতীয় জিনিসটা পাউডার নয়।' এই বলে তিনি সেই গুঁড়ো জাতীয় জিনিসে আঙুল ডুবিয়ে জিভে ঠেকালেন। 'না, কোনো বিশেষ স্বাদ নেই।'

পোয়ারো বলে উঠল : 'সাদা আর্সেনিকের কোনো স্বাদ থাকে না।

'বেশ তো ওটা আসলে যে কি তা রাসায়নিক পরীক্ষা করলেই জানা যাবে।' এই বলে তিনি নার্স হ্যারিসনের দিকে তাকালেন। 'আচ্ছা, আপনি কি শপথ নিয়ে বলতে পারেন, এই কেসটাই আপনি সেদিন দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। নার্স হ্যারিসন জোর দিয়ে বলল, 'মিসেস ওল্ডফিল্ড মারা যাবার সপ্তাহখানেক আগে আমি মিস মনক্রিফের হাতে এটাই দেখেছিলাম।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সার্জেন্ট গ্রে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে বেল টিপল।

'দয়া করে আমার চাকরকে এখানে পাঠিয়ে দিন।'

বিশ্বস্ত এবং সদা-সতর্ক সাজভৃত্য ঘরে ঢুকে তার মনিবের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

এরকুল পোয়ারো চকিতে একবার জর্জের দিকে দৃষ্টি ফেলে তখনি আবার মিস হ্যারিসনের দিকে ফিরে তাকাল : 'তাহলে মিস হ্যারিসন, বছরখানেক আগে এই পাউডারের কেসটাই আপনি মিস মনক্রিফের হাতে দেখেছিলেন বলে আপনি সনাক্ত করছেন, এই তো? কিন্তু আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, এই কেসটা মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মেসার্স উলওয়ার্থের দোকান থেকে কেনা হয়েছে। এছাড়াও এই বিশেষ প্যাটার্ন আর এরকম রঙের কেস মাত্র তিন মাস আগে উৎপাদিত হয়েছিল।

নার্স হ্যারিসন হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে থাকল। তার চোখদুটি বিস্ফারিত হলো। ভয়ার্ত চোখে পোয়ারোর দিকে তাকাল সে।

পোয়ারো এবার তার বিশ্বস্ত সাজভৃত্য জর্জের দিকে ফিরে তাকাল, 'জর্জ, এবার তুমি বলো, এই পাউডার কেসটা আগে কখনো দেখেছো?'

জর্জ এগিয়ে এসে সেটা ভাল করে দেখে বলল, 'হ্যাঁ স্যার, গত শুক্রবার ১৮ তারিখে নার্স হ্যারিসনকে উলওয়ার্থের দোকান থেকে এটা কিনতে দেখেছিলাম। আপনার নির্দেশমতো এই ভদ্রমহিলাকে আমি পিছন থেকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতাম, উনি যেখানেই যেতেন আমি ঠিক তাঁর পিছন পিছন গিয়ে সেখানে হাজির হতাম। ওই দিন উনি বাসে চড়ে ডানিংটনে গিয়ে এটা কিনে বাড়ি ফিরে যান। তারপর ওই দিনেই উনি মিস মনক্রিফের লজে গেছলেন। আমি আগেই ওঁর সেই লজে গিয়ে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলাম। দূর থেকে আমি ওঁকে মিস মনক্রিফের শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে দেখি, তারপর দেখি উনি ওই পাউডার কেসটা তাঁর দেরাজের ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখলেন অতি সন্তর্পণে। দরজার ফাঁক দিয়ে সেই দৃশ্যটা আমি খুব স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি, কারণ যথাসময়ে আমি দরজার এপার থেকে সরে গিয়ে নিজেকে বেশ ভালভাবেই আড়াল করে ফেলেছিলাম। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, এখানে কেউই বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে বেরোয় না। আর তখন জায়গাটা সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকাও পড়ে গেছল।

পোয়ারো এবার নার্স হ্যারিসনের দিকে ফিরে কঠিন ও রুক্ষস্বরে বলে উঠল : 'মিস হ্যারিসন, আপনি কি এ সবের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন? আমার তো মনে হয় না পারবেন। মেসার্স উলওয়ার্থের দোকান থেকে কেনার সময় এতে আর্সেনিক বিষ ছিল না। তবে মিস ব্রিস্টের বাড়ি থেকে বেরনোর সময় আপনি ওটার মধ্যে ওই আর্সেনিক বিষের গুঁড়ো রেখে দিয়েছিলেন,' পোয়ারো আরও বলল, 'নিজের কাছে আর্সেনিক বিষ রেখে আপনি খুবই অন্যায় কাজ করেছেন।'

নার্স হ্যারিসন দু'হাতের চেটোয় নিজের মুখ ঢেকে ফেলল লজ্জায়, অপমানে। সেই সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ে অবশেষে সে হতাশ গলায় স্বীকার করল, 'হ্যাঁ এটা সত্যি, এটা খুবই সত্যি...আমি, আমিই ওঁকে খুন করেছি...কিন্তু এতো অন্যায় কাজ করেও আমি কিছুই পেলাম না, না কিছুই না। আমি তখন একটা অন্যায় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য উন্মাদ হয়ে গেছলাম, আর যা করেছি পাগলের মতোই করেছি মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাদের ভাষায় যার কোনো ক্ষমা নেই।'

সব শোনার পর জীন মনক্রিফ বলে উঠল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি অকারণে আপনার ওপর রেগে গেছলাম। এখন বুঝছি, আমার একটা ভুল ধারণা হয়েছিল, আপনিই বোধহয় সবকিছুই অযথা ঘোরাল করে তুলছিলেন।'

পোয়ারো হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, প্রথমে আমি সেরকমই

চেয়েছিলাম। এ যেন অনেকটা লোককাহিনীর হাইড্রা দানবের মতো। যতবারই এর একটা মাথা কাটা হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গায় দুটো নতুন মাথা আবার গজিয়ে ওঠে। ঠিক সেই ভাবেই গুজবটা শুরু হয় এবং প্রতি মুহূর্তে এর বিস্তার ঘটতে থাকে। কিন্তু আমার সমনামধারী সেই প্রাচীন যুগের হারকিউলিসের মতো আমিও এই ভয়ঙ্কর দানবের আদি মাথার খোঁজে নেমে পড়লাম। সেই দানবের বিনাশ ঘটানো অর্থাৎ গুজব রটানো বন্ধ করাটাই আমার প্রথম কাজ বলে ধরে নিয়েছিলাম। তাই আমি জানতে চেয়েছিলাম, এ গুজবের স্রষ্টা কে? যাইহোক, সেটা খুঁজে বার করতে আমাকে খুব বেশি কষ্ট পেতে হয়নি। অতি সহজেই আমি সেই গুজবের স্রষ্টা নার্স-হ্যারিসনের হদিশ পেয়ে গেলাম। আমি স্বীকার না করে থাকতে পারছি না, তিনি নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী আর সহানুভূতিশীলা মহিলা হিসেবে জাহির করার যত চেষ্টাই করে থাকুন না কেন, তিনি কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন। তিনি উপযাজক হয়ে নিজেকে ওভার-স্মার্ট প্রতিপন্ন করার জন্য বলেই ফেলেন, আপনার আর ডাঃ ওল্ডফিল্ডের মধ্যে কিছু গোপন কথাবার্তা তিনি নাকি হঠাৎ আড়ি পাততে গিয়ে শুনে ফেলেছেন। কথাগুলো তিনি আমাকে যথেষ্ট আগ্রহসহকারেই শোনাতে গিয়ে এমন ভান করলেন যাতে করে আমি যেন তার বিশ্বাসযোগ্যতা মেনে নিই এবং সেই মতো আপনার বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা নিই। কিন্তু আমার দীর্ঘদিনের গোয়েন্দা-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তখনই ধরে নিলাম, এটা কখনো বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। শুধু তাই নয়, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে এটা শুধু অবাস্তবই নয়, আমার মনে হয়েছে, এটা যেন কল্পনাপ্রসূত, এবং অন্য একজনকে মিথ্যে ফাঁসিয়ে নিজের অপরাধ চাপা দেওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বই কিছু নয়। আমার বিশ্বাস, আপনারা দু'জনেই যথেষ্ট বুদ্ধি ধরেন। তাই মিস হ্যারিসনের গুজব সত্যি বলে ধরে নিলেও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আর একটা কথা ভাবতেও হয়েছে যে, আপনারা যদি মিসেস ওল্ডফিল্ডকে হত্যা করার কথা ভেবেই থাকেন তাহলে কখনোই সেটা পরিকল্পনা করার জন্য এমন কোনো জায়গায় আলোচনা করবেন না যেখানে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি সিঁড়ির ওপর থেকে কিংবা রান্নাঘরের ভেতর থেকে শুনতে পারে। তাছাড়া উনি যেসব কথাবার্তাগুলো আমাকে শুনিয়েছেন সেগুলো আপনার চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। সেসব কথাবার্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কোনো বয়স্কা মহিলার গলায় ভাল মানাতো। আসলে উনি ওইরকম একটা পরিবেশ নিজের মনে কল্পনা করে নিয়ে কথাগুলো আমাকে যখন শোনান তখন উনি অতটা তলিয়ে দেখেননি। এটা অনেকটা সেই অতি চালাকের গলায় দড়ি দেওয়ার মতো আর কি!' এখানে একটু থেমে পোয়ারো আবার বলতে শুরু করল :

'এরপরেই সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার চোখের সামনে তখন ভেসে উঠল নার্স হ্যারিসনের চেহারাটা, এখনও তিনি রীতিমতো যুবতী এবং রূপলাবণ্যের অধিকারিণী। এছাড়াও প্রায় তিন বছর ধরে তিনি

ডাঃ ওল্ডফিল্ডের সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। এবং তিনি লক্ষ্য করেছেন, ডাঃ ওল্ডফিল্ড তার কর্মদক্ষতা ও সহানুভূতিশীলতার পরিচয় পেয়ে বেশ খুশিই ছিলেন। তাই মিস হ্যারিসন আশাও করেছিলেন, স্ত্রীর মৃত্যুর পর ডাঃ ওল্ডফিল্ড হয়তো তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য কিংবা আপনার সৌভাগ্যই বলুন, মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃত্যুর পর তিনি বুঝতে পারলেন যে, আসলে ডাঃ ওল্ডফিল্ড আপনাকেই পছন্দ করেন, ভালবাসেন। নার্স হ্যারিসন তখন তাঁকে না পাওয়ার ব্যর্থতায়, বেদনায় প্রচণ্ড রাগে আর হিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। আর এই রাগ ও হিংসা থেকেই তাঁর মনে জন্ম নেয় প্রতিহিংসা নেওয়ার বাসনা। আর সেটা চরিতার্থ করার জন্যই তিনি তখন গ্রামে রটাতে শুরু করলেন ডাঃ ওল্ডফিল্ড তাঁর স্ত্রীকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছে। এটা অবশ্য আমি একেবারে শুরুতেই আন্দাজ করেছিলাম। এবং ধরে নিয়েছিলাম, এই গুজবের পিছনে কোনো প্রতিহিংসাপরায়ণ নারীর হাত আছে। 'বিনা আগুনে কখনো ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় না', এই প্রবাদ বাক্যটার কথা আমার মনে পড়ে যায়। আমার আবার এও সন্দেহ হয়, নার্স হ্যারিসন কি কেবল গুজব ছড়িয়েই সন্তুষ্ট, নাকি তাঁর আরও কিছু চাহিদা আছে? তিনি আমাকে কয়েকটা অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনিয়েছিলেন। যেমন তিনি বলেন, মিস ওল্ডফিল্ডের অসুখটা নাকি বেশির ভাগ তাঁর মনের রোগ, কল্পনাপ্রসূত। আসলে অতটা রোগ-যন্ত্রণা তিনি নাকি ভোগ করছিলেন না। আবার মজার ব্যাপার হলো, নিজের স্ত্রীর অসুস্থতা সম্পর্কে ডাঃ ওল্ডফিল্ডের কিন্তু তেমন কোনো সন্দেহই ছিল না। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে একটুও আশ্চর্য হননি। চিকিৎসক হিসেবে নিজের ওপর আস্থা না রাখতে পেরে মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি আরও একজন চিকিৎসককে দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করিয়েছিলেন। তিনিও এই রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। আমি তখন পরীক্ষামূলকভাবে মিসেস ওল্ডফিল্ডের দেহ অটোপসি করার প্রস্তাব দিলাম। আমার কথা শুনে তিনি মনে মনে শিউরে উঠলেন। তবে পরমুহূর্তেই তার মধ্যে একটা প্রতিহিংসা নেওয়ার ইচ্ছা জেগে ওঠে তাঁর মধ্যে। আর আর্সেনিক বিষ পাওয়া গেলেই বা কি? তাঁকে তো আর কেউ সন্দেহ করতে পারবে না! উল্টে এতে ডাঃ ওল্ডফিল্ড আর জীন মনক্রিফদের ওপরেই সব সন্দেহ গিয়ে পড়বে, ওঁরাই বরং জড়িয়ে পড়বেন।'

'আমার মনে তখন একটাই আশা ছিল। আর সেই আশা হলো, নার্স হ্যারিসনকে বুদ্ধির খেলায় হারাতে হবে। আমি তখন বেশ বুঝে গেছলাম, তাঁর রটানো সন্দেহের হাত থেকে জীন মনক্রিফ যাতে মুক্তি না পান তার জন্য তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তাঁকে তাঁর চক্রান্তের জালে না জড়িয়ে ছাড়বেন না। এ সব দেখে-শুনে আমি আমার অতি বিশ্বস্ত সাজভৃত্য জর্জকে কিছু নির্দেশ দিয়ে রাখলাম, যাকে উনি আগে কখনো দেখেননি। আমার নির্দেশমতো জর্জ তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে যায়। আর তাই অবশেষে সব রহস্যের সমাধান করে ফেললাম। জানেন যার শেষ ভাল তার সব ভাল।

সব শুনে জীন মনক্রিফ আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল, 'সত্যি, আপনি মহান, আপনি চমৎকার মঁসিয়ে পোয়ারো।'

ডাঃ ওল্ডফিল্ড জীনের কথার সুরে সুর মিলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই! তুমি ঠিকই বলেছো জীন। মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে শুকনো একটা ধন্যবাদ জানালে আমার মনে হয় সেটাই যথেষ্ট নয়। ওহো, আমি কি অন্ধ আর মূর্খই না ছিলাম।'

পোয়ারো কৌতূহলী হয়ে জীন মনক্রিফকে জিজ্ঞেস করল, 'তা মাদামোয়াজেল, আপনিও কি অন্ধ ছিলেন?'

জীন মনক্রিফ ধীরে ধীরে জবাব দিল, 'আমি তখন ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম—'

'কেন, কেন?' পোয়ারোও সমান কৌতূহল প্রকাশ করল।

'দেখুন, বিষের কাপবোর্ডের মধ্যে রাখা আর্সেনিকের হিসেবটা ঠিক মিলছিল না...'

ওল্ডফিল্ড চিৎকার করে উঠলেন : 'জীন, তুমি আমাকে সন্দেহ করনি তো—?'

'না, না, তোমাকে নয়। আমি ভেবেছিলাম, মিসেস ওল্ডফিল্ড হয়তো ওটা বিষের কাপবোর্ড থেকে বার করে নিয়েছিলেন। আর নিজের অসুস্থতা প্রমাণ করতে এবং সহানুভূতি আদায় করার উদ্দেশ্যে ওটা একটু একটু করে খেতেন। তারপর হয়তো একদিন আবেগের মাথায় একটু বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলে থাকবেন। কিন্তু আমার ভয় অন্য জায়গায়, মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখার সময় যদি তাঁর পাকস্থলীতে আর্সেনিক বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তাহলে তারা আমাকে বিশ্বাস করবে না। ওরা ধরে নেবে, তুমিই তোমার স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে মেরেছো। আর এই কারণেই ডিসপেনসারি থেকে আর্সেনিক বিষ উধাও হওয়ার কথা আমি কাউকে জানাইনি। আর ওই বিষের হিসেবেও গোঁজামিল দিয়ে আমি আমার মনগড়া মতো করে মিলিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, নার্স হ্যারিসনের কথা আমার একবারও মনে হয়নি, তাকে সন্দেহ করার মতো কোনো কারণও জাগেনি আমার মনে।'

ওল্ডফিল্ড বললেন, 'আমারও কোনো সন্দেহ হয়নি। মেয়েটি এতোই নম্র ও ভদ্রস্বভাবের ছিল যে, তার সম্পর্কে ওরকম কিছু একটা কল্পনাও করতে পারিনি। ঠিক ম্যাডোনার মতো।'

পোয়ারো দুঃখের সঙ্গে বলল : 'হ্যাঁ, সম্ভবত সুযোগ পেলে তিনি একজন ভাল স্ত্রী ও মা হতে পারতেন।...কিন্তু তাঁর কামনা-বাসনা ছিল অত্যন্ত বেশি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে সে আরও বলল, 'খুবই বেদনাদায়ক সেটা।'

তারপর সে খুশি-খুশি ভাবের মাঝবয়সী পুরুষটি আর তাঁর উল্টোদিকে উৎসুক হয়ে উপবিষ্ট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসলো। আপন মনে সে বলল : 'এঁরা দু'জন অন্ধকারের ছায়া সরে যাবার পর সূর্যের আলোর নিচে বেরিয়ে এসেছেন।...আর আমি, আমিও হারকিউলিসের দ্বিতীয় কর্তব্য সুষ্ঠভাবে সমাধা করলাম।'

হারকিউলিসের তৃতীয় শ্রম

THE ARCADIAN DEER

'দ্য আর্কেডিয়ান ডিয়ার' ১৯৪০ সালের জানুয়ারিতে প্রথম প্রকাশিত হয় ''দ্য স্ট্র্যান্ড'' পত্রিকায়।'

একটু উষ্ণতার জন্য এরকুল পোয়ারো মেঝেতে পা ঠুকল। সে তার হাতের আঙুলগুলো একসঙ্গে জড়ো করে ফুঁ দিল। তার বিশাল গোঁফের কোণ বেয়ে বৃষ্টির কণার মতো টপটপ করে গলে পড়ছে তুষারের কণা।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো, আর তারপরেই দরজা ঠেলে একজন পরিচারিকা ঘরে ঢুকল। চলার গতি শ্লথ, মোটাসোটা গ্রাম্য মেয়ে। এরকুল পোয়ারোকে দেখা মাত্র তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। তার এমন করে তাকানোর কারণ হতে পারে সম্ভবত তার মতো কাউকে সে এর আগে কখনো দেখেনি।

সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কলিংবেল টিপেছিলেন?'

'হ্যাঁ। দয়া করে আগুনটা জ্বেলে দেবার ব্যবস্থা করবে?'

মেয়েটি বাইরে চলে গেল এবং প্রায় পরক্ষণেই কাগজ ও কাঠ সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। বিশাল ভিক্টোরিও তাপচুল্লীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আগুন জ্বালানোর কাজ করতে শুরু করে দিল সে।

এদিকে এরকুল পোয়ারো যথারীতি মেঝেতে পা ঠোকা, হাত দোলানো এবং হাতের সব আঙুলগুলো এক করে ফুঁ দেওয়ার কাজ চালিয়ে যেতে থাকল।

সেই সঙ্গে তাকে এখন বেশ বিরক্তই দেখাচ্ছিল। কারণ তার গাড়ি মূল্যবান মেসারো গ্রাৎসের কাছ থেকে যতখানি যান্ত্রিক সম্পূর্ণতা সে আশা করে সেই মাপকাঠির নিরীখে তার সঙ্গে ব্যবহার করেনি। তার গাড়ির তরুণ চালক, যদিও বেশ ভালরকম বেতন পেয়ে থাকে, সে তুলনায় তেমন কাজের কাজটি করতে পারেনি, অর্থাৎ গাড়ির উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতিসাধন করতে পারেনি। এক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে ঠিক সেই ভাবেই অবশেষে চরম প্রতিবাদ জানাতে জনপদ থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরের এক কচিৎ ব্যবহৃত নির্জন মেঠো রাস্তায় গাড়ি। তার চারটি চাকা স্তব্ধ করে দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ওদিকে তখন তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। এ হেন অবস্থায় এরকুল পোয়ারোর সামনে গাড়ি থেকে নেমে পালিশ করা চকচকে চামড়ার জুতো পায়ে দিয়ে দীর্ঘ দেড় মাইল পথ হেঁটে চলা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ খোলা ছিল না। তারপর

একসময়ে এসে পৌঁছেছেন নদীর ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রাম হার্টলি ডীন-এ। গরমের সময়েই এই গ্রামে যা কিছু প্রাণচঞ্চলতার লক্ষণ দেখা যায়, আর শীতের সময় এর চেহারা ঠিক উল্টো, প্রাণের চিহ্ন সেখানে অনুপস্থিত। তাই হঠাৎ সেখানে একজন অতিথির আবির্ভাবে ব্ল্যাক সোয়ান পান্থশালার আতঙ্ক প্রকাশ করাটা অমূলক নয়। পান্থশালার মালিক ভদ্রলোক কথার মারপ্যাঁচ দেখিয়ে জানিয়েছেন, স্থানীয় গ্যারেজ থেকে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যেতে পারে যাতে করে সে তার মাঝপথে বাধা পাওয়া যাত্রা সম্পূর্ণ করতে পারে।

এরকুল পোয়ারো এই প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিল। এতে তার ল্যাটিন অহমিকাবোধ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ভাড়া গাড়িতে চড়ে সে তার যাত্রাপথ শেষ করবে? কেন! তার যখন নিজের একটা দামী গাড়ি রয়েছে, শহরে ফিরে যেতে হলে সে নিজের সেই গাড়িতে চড়েই যাবে, ভাড়া গাড়িতে নয়। তবে গাড়ি মেরামতের কাজ আজকের মধ্যে শেষ হলেও যে ভাবে ক্রমাগত তুষারপাত ঘটে চলেছে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নতুন করে যাত্রা আজ আর শুরু করা সম্ভব নয় তার পক্ষে, অন্তত কাল সকালের আগে তো নয়ই! এখন ঠিক এই মুহূর্তে তার তিনটি জিনিসের একান্ত প্রয়োজন, তা হলো, একটা ঘর, একটা তাপচুল্লী আর রাতের আহার। পোয়ারো এখানে থাকবেই, তার সেই নাছোড়বান্দা ভাব দেখে মালিক ভদ্রলোক অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার রাতে থাকার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করেছেন, পরিচারিকাকে পাঠিয়েছেন তার ঘরের তাপচুল্লীতে অগ্নিসংযোগ করার জন্য। এ দুটি ব্যবস্থা করে ফিরে গেছেন তার স্ত্রীর কাছে রাতের আহারের ব্যবস্থা করতে এবং সেই সঙ্গে সাম্প্রতিক এই তুষার ঝরা শীতের মরসুমে অনিয়মিত খাদ্য সরবরাহ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় বসতে।

ঘণ্টাখানেক পরে তাপচুল্লীর আরামদায়ক উষ্ণতার দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে এরকুল পোয়ারো এখন শান্তভাবে নিশ্চিন্ত মনে পর্যালোচনা করছিল আপন মনে সদ্যসমাপ্ত নৈশভোজের স্মৃতি। খাদ্য-সম্ভারের স্মৃতি। আহা, স্টেকগুলো যেন এক-একটা বহুরূপী, কোথাও শক্ত আবার কোথাও বা অসম্ভব নরম ছিল; ব্রাসেলস্ স্প্রাউটগুলো ছিল আকারে বড়; আলুগুলোর ওপরটা নরম হলে হবে কি ভেতরটা ছিল পাথরের মতো কঠিন। আর সিদ্ধ আপেলের টুকরো কিংবা তারপরেই মিষ্টি পায়েস যা পরিবেশিত হয়েছিল তা তথৈবচ, বলার মতো তেমন কিছু নয়। ওদিকে চীজটা যতটা শক্ত ছিল, বিস্কুটগুলো ছিল তেমনি নরম। তাপচুল্লীর গনগনে আগুনের দিকে খুশির চোখে তাকিয়ে কফির পেয়ালায় সাবধানে চুমুক দিতে দিতে এরকুল পোয়ারো ভাবল, খাবার ব্যাপারে অত বাচবিচার করা ঠিক নয়, তাহলে তো আজ তাকে অভুক্তই থাকতে হতো। এ বরং ভাল, খালি পেটে থাকার চেয়ে যেমন-তেমন ভাবে পেট ভরানো অনেক ভাল। তাছাড়া তুষার-বিছানো পথে পালিশ করা চামড়ার জুতো পায়ে দীর্ঘ দেড় মাইল পথ হেঁটে আসার পর তাপচুল্লীর সামনে নিরাপদ বিশ্রামের সুযোগ পাওয়াটা নেহাতই ভাগ্যের ব্যাপার, হাতের মুঠোয় স্বর্গ পাওয়ার সামিল বলা যায়।

নিয়ম মাফিক দরজায় একবার মাত্র টোকা মেরে পোয়ারোর সাড়া দেওয়ার জন্য অপেক্ষা না করেই পরিচারিকাটি তার ঘরে ঢুকল।

'স্যার, গ্যারেজের লোক এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

এরকুল পোয়ারোর কথায় সৌজন্যের সুর ধ্বনিত হলো, 'বেশ তো, তাকে আমার ঘরে আসতে আজ্ঞা হোক।'

এরকুল পোয়ারোর অমন বিনয়সুলভ কথা শুনে মেয়েটি বাচ্চা মেয়ের মতো কলকলিয়ে হেসে উঠে তার হুকুম তামিল করতে চলে গেল। পোয়ারোর স্বাভাবিক অনুমান হলো, তার সম্পর্কে মেয়েটির সহজ-সরল বর্ণনা আগামী বহু বছর ধরে তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে আনন্দের খোরাক হয়ে উঠবে।

নতুন করে দরজায় আবার টোকা মারার শব্দ হলো। এ যেন নতুন এক ধরনের শব্দ, নতুন এক বার্তা বহন করে আনার ইঙ্গিত। পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে বলে উঠল, 'এসো, ভেতরে এসো।'

সম্মতিসূচক মনোভাব নিয়েই যুবকটির দিকে তাকাল পোয়ারো। কিন্তু আগন্তুক যুবকটি তার মতো অনুকূল মনোভাব যেন দেখাতে পারছে না, কেমন যেন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে শুধুই দাঁড়িয়ে রয়েছে, টুপিটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে দু'হাতে, এছাড়া তার ভাবভঙ্গি যেন বলে দিচ্ছিল, এর বেশি কিছু করা তার ধাতে সইবে না।

এদিকে এরকুল পোয়ারো কেমন যেন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ভাবল, তার দেখা বহু যুবকের মধ্যে এই যুবকটি যেন মনুষ্য সমাজের শ্রেষ্ঠ সুদর্শন পুরুষদের মধ্যে অন্যতম একজন। তার মুখের সঙ্গে গ্রীক দেবতার একটা অদ্ভুত মিল ছিল যেন।

যুবকটি শুকনো গলায় ধীরে ধীরে বলল, 'গাড়িটার ব্যাপারে আপনাকে জানাতে এলাম স্যার। ওটা আমরা আমাদের গ্যারেজে নিয়ে এসেছি। আর সেই সঙ্গে গাড়ির অসুখটাও আমরা ধরে ফেলেছি। অসুখ সারাতে মাত্র এক ঘণ্টাই যথেষ্ট।'

'তা অসুখটা কি শুনি?' পোয়ারো জানতে চাইল।

যুবকটি অতি উৎসাহিত হয়ে গাড়ির ইঞ্জিনের অসুখের কথা বলে চলল। পোয়ারো তার কথায় সায় দিয়ে শুধুই মাথা নাড়ল, কিন্তু এরপর তার কথা সে আর শুনছিল না। কারণ তার দেহের ভাষাকেই প্রাধান্য দিল সে, যা সে বরাবরই শ্রদ্ধা করে এসেছে। নিজের মনে যুবকটির চেহারার প্রশংসা করে বলল সে, 'হ্যাঁ, সে একজন গ্রীক দেবতাই বটে! অর্কেডরি কোনো এক তরুণ মেষপালক যেন সে।'

যুবকটি কথা বলতে বলতে হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। আর ঠিক এই মুহূর্তেই এরকুল পোয়ারোর ভ্রূর বুনুনি আঁটো হয়ে উঠল এক সেকেন্ডের জন্য। তার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল নন্দনতত্ত্ব অর্থাৎ সৌন্দর্যশাস্ত্র, আর দ্বিতীয়টি মানসিক। চোখ তুলে তাকাতেই তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো এক অদম্য কৌতূহলে। তারপর সে নিজের থেকেই জোর দিয়ে বলে উঠল, 'আমি বুঝেছি। হ্যাঁ, আমি বেশ ভালভাবেই বুঝেছি। এখানে একটু থেমে সে আবার বলল, 'তুমি এইমাত্র যা বললে তা আমার গাড়ির চালক আগেই জানিয়েছে।'

যুবকের গালদুটিতে রক্তাভা ছড়িয়ে পড়তে দেখল পোয়ারো। সে আবার এও দেখল, যুবকটি তার কথা শুনে কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে আঙুল দিয়ে চেপে ধরল টুপিটা।

যুবকটি তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। আ-আমি জানি।'

এরকুল পোয়ারো নরম গলায় বলে চলল, 'কিন্তু তুমি ভেবেছ, নিজে এসে খবরটা দিলে ভাল হবে এই তো?'

'অ্যাঁ-হ্যাঁ স্যার, ঠিক তাই।'

'তোমার এই দায়িত্ববোধ', পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'সত্যিই প্রশংসা করার মতো। ধন্যবাদ।'

পোয়ারো ভেবেই রেখেছিল, তার শেষ কথাগুলোর মধ্যে আলোচনা পরিসমাপ্তির একটা নির্ভুল ইঙ্গিত থাকলেও যুবকটি কখনোই বিদায় নিয়ে চলে যাবে না। বাস্তবে তার এই অনুমানকে যথাযথ মর্যাদা দিতেই বুঝি সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তার আঙুলগুলো সচল হয়ে উঠল, এক অজানা আক্ষেপে টুইড টুপিটাকে সজোরে আঁকড়ে ধরতে থাকল। আগের মতো তেমনি নিচু ও বিহ্বল সুর তার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো :

'আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার, আমি আমার চাপা কৌতূহলটা প্রকাশ না করে আর থাকতে পারলাম না। আপনিই যে সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা, অর্থাৎ মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো, আমার এই অনুমান কি সত্যি?' তার নামটা সে অতি সযত্নে উচ্চারণ করল।

উত্তরে পোয়ারো বলল, 'হ্যাঁ, তোমার অনুমান সত্যি।'

যুবকটির সারা মুখে আবার রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেল। সে বলল, 'খবরের কাগজে আপনার সম্পর্কে একটা লেখা পড়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, তারপর সেটা পড়ে আমার সম্পর্কে কি ধারণা হলো তোমার?'

যুবকটির গালদুটি এবার সম্পূর্ণভাবেই লাল রঙ ধারণ করল। সেই সঙ্গে তার দু'চোখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। পোয়ারোর দৃষ্টি এড়াল না। তার কেমন মায়া হলো যুবকটির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তার সাহায্যে এগিয়ে এলো সে। নরম গলায় সে বলল, 'হ্যাঁ, বলো কি জানতে চাও তুমি আমার কাছ থেকে?'

যুবকটি দ্রুত গতিতে জবাব দিল, 'আমার আশঙ্কা আমার এই জানতে চাওয়াতে আপনি হয়তো চরম ধৃষ্টতা বলে ধরে নেবেন স্যার। কিন্তু ঘটনাচক্রে এখানে যখন আপনাকে এতো কাছে পেয়ে গেছি, তখন এই সুবর্ণসুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছি না। বিশেষ করে ওই যে বললাম, খবরের কাগজে আপনার সুখ্যাতির পরিচয় পেয়ে কি করেই বা চুপ করে থাকি বলুন! কত জটিল কেসের সমস্যা আপনি স্রেফ আপনার বুদ্ধি দিয়ে সমাধান করে দিয়েছেন। এই সব কথা ভেবেই ভাবলাম, আপনাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে দোষ কি! শুধু জানতে চাওয়ার মধ্যে কোনো ধৃষ্টতা তো নেই, আপনিই বলুন স্যার?'

এরকুল পোয়ারো তার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'তা তুমি কোন ব্যাপারে আমার কাছ থেকে জানতে চাও বলো!'

এরকুল পোয়ারোর কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে গদগদ হয়ে সে এবার বিহ্বল কণ্ঠে বলল, 'ব্যাপারটা একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি, আপনি যদি দয়া করে তাকে খুঁজে দেন, অন্তত আমার জন্য।'

'খুঁজে দেবো? কেন সে কি উধাও হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ স্যার, ঠিক তাই।'

এরকুল পোয়ারো এবার চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। যুবকটির দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে সে তীক্ষ্নস্বরে বলল, 'তোমার ধারণা মতো হয়তো আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি ঠিক, কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, যাদের কাছে তোমার প্রথমে যাওয়া দরকার তারা হলো পুলিশ। আর এটা যে তাদেরই কাজ তা অনস্বীকার্য। এ সব ব্যাপারে আমাদের চেয়ে ওদের হাত অনেক বেশি লম্বা এবং কার্যকরী।'

যুবকটি এবার কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। দৃঢ়স্বরে সে বলে উঠল, 'না স্যার, পুলিশের কাছে আমি যেতে পারব না। তাছাড়া ব্যাপারটা ঠিক পুলিশে যাবার মতোও নয়। বলতে পারেন এটা একটা বিচিত্র ঘটনা।'

এরকুল পোয়ারোর দৃষ্টি এবার স্থির হলো যুবকটির মুখের ওপরে। কি ভেবে সে তাকে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি এখন বসতে পারো। হ্যাঁ, কি যেন নাম তোমার?'

'উইলিয়ামসন স্যার, টেড উইলিয়ামসন।'

'বেশ, বসো টেড। সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে এখন খুলে বলো তো!'

'হ্যাঁ বলছি স্যার, ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক এইরকম। মেয়েটিকে আমি মাত্র একটিবারই দেখেছি। ওর নাম ঠিকানা ঠিকমতো জানি না। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে। এছাড়াও ওকে লেখা আমার চিঠিটা ফেরত আসায় আমি আরও অবাক হয়েছি।'

'ঠিক আছে, তুমি একেবারে প্রথম থেকে শুরু করো, তা না হলে ঠিকমতো বুঝতে পারব না।' এরকুল পোয়ারো যুবকটিকে বাধা দিয়ে বলে উঠল। 'ব্যস্ততার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু ঘটনাগুলো ঠিক ঠিক বললেই চলবে।'

'হ্যাঁ, বলছি স্যার। সম্ভবত আপনি গ্র্যাসলন চেনেন স্যার, ওই যে ব্রীজ পেরিয়ে নদীর ধারে যে বিরাট বাড়িটা, আমি সেটার কথাই বলছি স্যার।'

'দেখো, সত্যি কথা বলতে কি আমি এখানে সম্পূর্ণ নতুন, তাই এখানকার কিছুই আমি জানি না।'

'ওহো, আমি দুঃখিত স্যার। সে যাইহোক, বাড়িটা স্যার জর্জ স্যান্ডারফিল্ডের। গরমের সময় সাপ্তাহিক ছুটি উপভোগ করতে কিংবা কোনো পার্টি দিতে তিনি এই বাড়িটা ব্যবহার করে থাকেন। তিনি বেছে বেছে কেবল হাসি-ঠাট্টা, হৈহুল্লোড়বাজ কয়েকজন লোককেই আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন। অভিনেতা অভিনেত্রী, এইসব ধরনের

লোক আর কি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম স্যার, ঘটনাটা ঘটে গত জুন মাসে, বাড়ির ওয়ারলেস সেটটা বিকল হয়ে যাওয়ায় ওঁরা আমাকে ডেকে পাঠান সেটা মেরামত করার জন্য।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দেয়, 'বলে চলো!'

'তাই ডাক পেয়েই আমি তো ছুটে গেলাম তখনি। ভদ্রলোক বাড়িতে ছিলেন না, তিনি তখন অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে গেছলেন। রাঁধুনীও তখন বাড়িতে ছিল না। আর ভদ্রলোকের চাকরও তাঁর সঙ্গে গেছে লঞ্চে অতিথিদের খাবার আর পানীয় পরিবেশন করার জন্য। তখন বাড়িতে ছিল শুধু সেই মেয়েটি। ওর ওপর ভার ছিল একজন মহিলা অতিথির পরিচারিকা হিসেবে কাজ করা। ওই মেয়েটিই দরজা খুলে দিয়ে আমাকে আহ্বান জানাল এবং সরাসরি বিকল হয়ে যাওয়া ওয়ারলেস সেটটার কাছে আমাকে নিয়ে গেল, আর যতক্ষণ আমি মেরামতির কাজ করেছি সারাক্ষণই সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তাই আমরা দু'জনে এ ওর সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারিনি, কাজের ফাঁকে কথাবার্তা চালিয়ে যাই। মেয়েটি তার নাম আমাকে বলেছিল, নীটা। ও একজন রুশ-নর্তকীর পরিচারিকা, ওখানেই থাকতো সে।'

'মেয়েটি কোন জাতের ছিল, ইংরেজ?'

'না স্যার, মনে হয় ফরাসী হবে। ওর কথায় একটা অদ্ভুত টান ছিল। তবে ইংরিজীও বেশ ভালই বলছিল। আর বেশ সহজভাবেই আমার সঙ্গে কথা বলছিল। এই সুযোগে আমি ওকে জিজ্ঞেস করি রাতে আমার সঙ্গে ও লিনেকায় যেতে পারবে কিনা। কিন্তু ও ওর অক্ষমতা প্রকাশ করে বলে, রাতে ওর কর্ত্রীর ওকে দরকার হতে পারে। তবে আমি চাইলে ও ওর হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে বিকেলের দিকে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারে, কারণ অতিথিদের লঞ্চে করে নদীর হাওয়া খেয়ে ফিরতে ফিরতে দেরী হবে। আমি ওর প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাই। তবে আমার মালিককে না জানিয়ে বিকেলটা কাজে আর যাইনি, যার জন্য চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে হতে বেঁচে গেছি। কথামতো সেদিনই বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতে গেছলাম।' এই বলে সে এখানে একটু সময়ের জন্য নীরব হলো। তার ঠোঁটে একটা অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। তার স্বপ্নিল চোখে এখন অনেক স্বপ্ন। পোয়ারো নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ও নিশ্চয়ই দেখতে খুব সুন্দরী?

'ওরকম সুন্দরী মেয়ে আপনি বোধহয় কখনো দেখেননি। ওর একরাশ সোনালী চুল ঘাড়ের কাছ থেকে দু'পাশে উঠে গেছে পাখির ডানার মতো। সব সময়েই হাসি যেন লেগেই থাকে ওর ঠোঁটে। তেমনি খুশি-খুশি ভাব। ভীষণ ছটফটে স্বভাবের মেয়ে ছিল ও। স্যার বলতে লজ্জা নেই, প্রথম দর্শনেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে যাই আমি। আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না, কিংবা ভান করছি না।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিল। যুবকটি উৎসাহিত হয়ে তার কথার জের টেনে বলতে থাকল :

'মেয়েটি আরও বলে, ওর কর্ত্রী আবার একপক্ষকালের মধ্যে আসবেন আর তখনি

আমরা আবার দু'জনে দেখা করব বলে ঠিক করি।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'কিন্তু ও আর আসেনি। ওর কথামতো নির্দিষ্ট জায়গায় আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, কিন্তু ওর দেখা আমি আর পাইনি। আমি তখন থাকতে না পেরে শেষে একদিন সাহস করে ওই বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওরা খবর দিল, সেই রুশ ভদ্রমহিলা ও তাঁর পরিচারিকা দু'জনেই নাকি বাড়িতে গিয়েছেন। ওরা তখন আমার অনুরোধে পরিচারিকাটিকে ডেকে পাঠায়। কিন্তু সে আসতেই দেখলাম, সে আমার নীটা নয়! অন্য মেয়ে, ময়লা রঙের উসকো-খুসকো চেহারার মেয়ে। তবে যদি কাউকে তেজস্বী ও সাহসী মেয়ে বলতে হয় তো একেই বলতে হয়। ওরা ওকে মেরি বলে ডাকতে শুনেছিলাম। 'তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও?' মেয়েটি বলে, কেমন যেন বোকা-বোকা চাহনি ওর। ও নিশ্চয়ই বুঝে গিয়ে থাকবে যে, আমি ওকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে থাকব। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললাম, মেয়েটি কি রুশ মহিলার পরিচারিকা আর আমি যে মেয়েটিকে আগে দেখেছি সে যে অন্য মেয়ে, এ ব্যাপারেও কি যেন বলেছি, তখন সে শব্দ করে হেসে বলেছে, আগের পরিচারিকাটিকে ছুটি করে দেওয়া হয়েছে। 'ছুটি করে দেওয়া হয়েছে?' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছি, 'কিন্তু কি জন্য?' মেয়েটি একটা কাঁধ ঝাঁকানোর ভঙ্গি করে তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তা আমি কি করে জানব বলুন? আমি তো আর তখন ছিলাম না।'

'জানেন স্যার, এ ঘটনায় আমি তো একেবারে স্তব্ধ, হতবাক। সেই মুহূর্তে কি যে বলব ভেবে পাইনি। তবে পরে ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে ওঠার পর বুকে সাহস এনে আমি মেরির সঙ্গে আবার দেখা করলাম। তার কাছে নীটার ঠিকানা চাইলাম। আমি যে নীটার পদবী জানি না, বলিনি তাকে। আমি একটা টোপ ফেলি তার কাছে, যদি সে আমার কথামতো কাজ করে তাহলে তাকে একটা ভাল উপহার দেব। এই মেয়েটি এমন ধরনের মেয়ে যে স্বার্থ ছাড়া কাজ করে না, লাভ ছাড়া কাজ করে না। যাইহোক, সে আমাকে নীটার ঠিকানা এনে দিল, সে ঠিকানা নর্থ লন্ডনের। আমি সেই ঠিকানায় নীটাকে চিঠি লিখলাম। কিন্তু দিনকয়েক পরেই চিঠিটা ফিরে এলো। খামের ওপর সংশ্লিষ্ট পোস্ট অফিসের মন্তব্য ছিল এই রকম : 'এই ঠিকানায় এখন সে আর থাকে না।'

এখানে এসে টেড উইলিয়ামসন থামল। তার নীল গভীর দু'টি চোখ স্থিরনিবদ্ধ পোয়ারোর মুখের ওপরে। সে বলল, 'দেখলেন তো স্যার, আশাকরি এরপর ব্যাপারটা আপনার বুঝতে অসুবিধে হবে না। এবার আপনিই বলুন, এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে কি যাওয়া যায়? কিন্তু ওর খোঁজ আমি চাই। কিন্তু জানি না, কি ভাবেই বা ওর খোঁজ করব। আর তাই তো আপনার শরণাপন্ন হয়ে এসেছি এখানে। আপনাকে অনুরোধ, যদি আপনি ওর খোঁজ আমাকে এনে দেন—' টেডের কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে উঠল, 'আমার সামান্য কিছু অর্থ জমানো আছে, এই ধরুন পাঁচ থেকে দশ পাউন্ড আপনাকে দিতে পারি আপনার পারিশ্রমিক হিসেবে।'

পোয়ারো ধীরস্থিরভাবে বলল, 'আমার টাকার ব্যাপারটা এখনি আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন আমি দেখতে পাচ্ছি না। এখন প্রথম কাজ হলো, তোমাকে ভেবে দেখতে হবে, এই নীটা মেয়েটি তোমার নাম-ঠিকানা, আর কোথায় তুমি কাজ করো তা কি সে জানত, মানে তুমি কি তাকে এসব বলেছিলে?'

'হ্যাঁ স্যার জানতো ও।'

'তাহলে তো ধরে নেওয়া যায় যে, ইচ্ছে করলেই সে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত, এ কথা তুমি স্বীকার করছ তো?'

'হ্যাঁ স্যার,' টেড স্বীকার করল।

'তাহলে এর থেকে তোমার কি মনে হয় না, হয়তো ও—'

এখানে টেড তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'আপনি কি তাহলে এ কথাই বলতে চাইছেন স্যার, আমি ওকে ভালবাসলেও ও আমাকে ভালবাসেনি? জানি না, হয়তো আপনার অনুমানই ঠিক। কিন্তু আমাকে ওর যে ভাল লেগেছে তাতে কোনো ভুল নেই, হয়তো আমাকে কষ্ট দিয়ে আমার মন যাচাই করে দেখতে চাইছে। আমি ওকে ভালবাসি কি না, কিংবা আমাকে কষ্ট দিয়ে নিছক মজা উপভোগ করতে চাইছে ও। এছাড়া আমি আবার এ কথাও ভেবেছি স্যার, হয়তো এ সবের পিছনে কোনো বিশেষ কারণ থাকলেও থাকতে পারে। এই কারণে, যেসব লোকের সঙ্গে ও ছিল তারা খুব একটা সুবিধের ছিল না। তাই আমার আশঙ্কা, হয়তো ও কোনো বিপদে পড়েছে,—আমি কি বলতে চাইছি আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন! ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে যা হয়ে থাকে আর কি।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, সে মা হতে যাচ্ছিল? আর এর জন্য দায়ী তুমি?'

'না স্যার, আমি নই।' টেডের মুখটা লাল হয়ে উঠল। আরক্ত মুখে সে বলল, 'আমাদের মধ্যে সেরকম কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাছাড়া সেরকম সম্পর্ক গড়ে তোলার সময়ই বা পেলাম কোথায়?'

পোয়ারো চিন্তিত হয়ে টেডের দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ ধরে তাকে নিরীক্ষণ করার পর সে নিচু গলায় বলল, 'ধরেই নিলাম তোমার সন্দেহটা অমূলক নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি ওর সন্ধান পেতে চাইছ কেন?'

টেড উইলিয়ামসনের মুখ আরও বেশি করে রক্তিমাভা ধারণ করল, পোয়ারোর দৃষ্টি এড়াল না।

টেড জোর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ স্যার, আমি চাইছি, আর এটা আমার শেষ কথা। এ অবস্থায় ওর যদি কোনো আপত্তি না থাকে আমি তাহলে ওকে বিয়ে করব। ওর সামনে যত বিপদই আসুক না কেন আর ওকে ওদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমার জীবনে যদি ভয়ঙ্কর কোনো বিপদও ঘনিয়ে আসে তবুও আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না, আমি আমার কথা ঠিক রাখবই! তবে আপনাকে একটু কষ্ট করে ওর সন্ধান আমাকে এনে দিতে হবে স্যার।'

এরকুল পোয়ারো মৃদু হাসল। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, 'এ যেন 'সোনালী ডানার মতো চুল।' হ্যাঁ, আমার মনে হয়, এটাই হারকিউলিসের তৃতীয় শ্রম—যদি আমার ঠিক ঠিক মনে পড়ে, তাহলে জোর গলায় বলতে পারি যে, এটা ঘটেছিল আর্কেডিতে—'

কাগজটার দিকে তাকাতে গিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো এরকুল পোয়ারো। টেড উইলিয়ামসন অনেক পরিশ্রম করে সেই কাগজে মেয়েটির নাম ও ঠিকানা লিখে দিয়েছে।

মিস ভ্যালেটা, ১৭ আপার রেনফ্রিউ লেন, এন ১৫।

তার আশঙ্কা, এই ঠিকানায় গিয়ে নতুন কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা তাতে তার সন্দেহ আছে। খুব সম্ভব পাবেন না। কিন্তু টেড তাকে এর বেশি কোনো সূত্র দিতে পারেনি।

১৭ নম্বর আপার রেনফ্রিউ লেনের বাড়ির চেহারা জরাজীর্ণ হলেও রাস্তাটা খুবই সম্ভ্রান্ত। পোয়ারো দরজায় একবার নক্ করতেই চোখে ঝাপসা দেখলেও একজন শক্তসমর্থ মহিলা দরজা খুলে দিল।

'মিস ভ্যালেটার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'সে তো অনেকদিন হলো এখান থেকে চলে গেছে।'

দরজাটা প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, তবে তার আগেই এক লাফে ছুটে গিয়ে চৌকাঠে পা রাখল পোয়ারো।

'মেয়েটির ঠিকানাটা দিতে পারেন?'

'বলতে পারব না। কোনো ঠিকানা সে রেখে যায়নি আমার কাছে।'

'সে এখান থেকে কবে চলে গেছে, বলতে পারেন?'

'গত গ্রীষ্মে।'

'ঠিক কোন্ তারিখে সে চলে যায় বলতে পারেন?'

এই সময় দুটো আধ-ক্রাউনের বন্ধুত্বপূর্ণ ফ্যাশানে ঠোকাঠুকির ধাতব শব্দ উঠল পোয়ারোর ডান হাত থেকে।

ঝাপসা চোখের ভদ্রমহিলা যেন এবার যাদুমন্ত্রবলে নরম হলেন। অসহযোগিতার বদলে এবার তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন পোয়ারোর দিকে।

'হ্যাঁ স্যার, এবার বুঝেছি আপনাকে সাহায্য করা আমার একান্ত কর্তব্য। যাইহোক, আমাকে একটু সময় দিন ভেবে দেখার জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেবে দেখলাম, ভ্যালেটা এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে আগস্টে, না, না, তারও আগে জুলাই মাসে, হ্যাঁ, জুলাই মাসেই হবে। হ্যাঁ, জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহের কোনো এক তারিখে। মেয়েটি তখন এখান থেকে চলে যাবার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। খুব সম্ভব সে ইতালীতেই ফিরে গেছে।'

'তাহলে সে একজন ইতালীয় মেয়ে ছিল বলছেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই স্যার।'

'আর একসময় সে একজন রাশিয়ান নর্তকীর পরিচারিকা ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাও ঠিক। মাদাম সিমোলিনা, নাকি অন্য কোনো নাম। থেসপিয়ানে নাচতেন তিনি, তাঁর সুন্দর নাচের প্রোগ্রামে হল উপচিয়ে পড়তো হাজার হাজার দর্শকের, তার নাচ দেখার জন্য এখানকার বাসিন্দারা উন্মাদ হয়ে যেত। অবশ্যই তিনি অন্যতম তারকাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

'আমার পরবর্তী প্রশ্ন হলো,' পোয়ারো বলল, 'মিস ভ্যালেটার সেই চাকরীটা ছাড়ার কারণ আপনার জানা আছে?'

মহিলা একটু ইতস্তত করে বলে উঠলেন, 'না, জানা নেই।

'আচ্ছা, তাঁকে চাকরী থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, খবরটা যে ঠিক, তাই না?'

'হ্যাঁ মানে, কানাঘুষোয় যতদূর শুনেছি, ব্যাপারটা অনেকটা ধোঁয়াশার মতো, কিছু যে একটা ঘটেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, ভ্যালেটা আমাকে কিছুই খুলে বলেনি, বরাবরই ও একটু চাপা স্বভাবের মেয়ে। আর মন খুলে কথা ও কখনোই বলতো না। জিজ্ঞেস করার সাহসও হতো না আমার। ওকে দেখে মনে হতো যেন সব সময়েই রেগে আছে, চোখ দিয়ে আগুন ঝরে পড়ছে। মেয়েটির মেজাজও ছিল অত্যন্ত খারাপ, রুক্ষ, ওর স্বভাবেরই প্রকৃত একটা ছবি যেন। একেবারে ইতালীয় মেজাজের উল্টো, যেন ভিন্ন মেরুর মেয়ে সে। ওর কালো চোখজোড়াটি সব সময়েই আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলে থাকত, যেন আপনার বুকে ছবি মারতে পারলেই তার মনটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যেমন যদি কোনোদিন তার মেজাজ বিগড়োতে দেখতাম, সেদিন তার ধারে-কাছে যেতাম না।'

'তাহলে আপনি বলছেন, ভ্যালেটার এখনকার ঠিকানা জানেন না?'

ভদ্রমহিলাকে প্রলোভিত করার জন্য পোয়ারো তার ডানহাতের আধ-ক্রাউন মুদ্রাদুটো নাড়াচাড়া করতেই ধাতব টুংটাং শব্দ বেজে উঠল আবার। তবু এমন প্রলোভন সত্ত্বেও পোয়ারো এবার কিন্তু সফল হলো না। তবে তাঁর উত্তরটা সত্যি বলেই মনে হলো তার। 'যদি জানতাম স্যার, তাহলে খবরটা আপনাকে প্রথমেই দিতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম। কিন্তু ওই যে আগেই বলেছি স্যার, মেয়েটা এখান থেকে এমন তাড়াহুড়ো করে চলে গেল যে, কোথায় সে যাচ্ছে, তার নতুন ঠিকানা কি, এসব কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারিনি তাকে, আর সেও আমাকে দেয়নি। আর এই হলো আমার শেষ কথা!'

পোয়ারো নিজের মনেই চিন্তা করতে করতে বলল, 'হ্যাঁ, এটাই শেষ কথা বটে!'

শিল্পী অ্যামব্রোস ভ্যান্ডেল মুক্তি আসন্ন একটা ব্যালের জন্য ছবি আঁকছিল। সেই কাজে তার গভীর আগ্রহে সামান্য একটু বিরতি ঘটাতেই তার কাছ থেকে অতি সহজেই বেশ কিছু খবর সংগ্রহ করা গেল।

'স্যান্ডারফিল্ড, জর্জ স্যান্ডারফিল্ডের খবর জানতে চাইছেন স্যার? খুবই খারাপ লোক সে। জানি সে একজন টাকার কুমির, কিন্তু লোকের ধারণা সে একজন জোচ্চোর, অসাধু প্রকৃতির লোক! কালো ঘোড়া। কোনো নর্তকীর সঙ্গে অবৈধ মেলামেশার কথা বলছেন? হ্যাঁ, ছিল বৈকি, কাট্রিনার সঙ্গে। কাট্রিনা সামৌশেনকা। আপনি নিশ্চয়ই তাকে দেখে থাকবেন, একটা যন্তর বটে, কি বলেন? কি অদ্ভুত তার নাচের অঙ্গভঙ্গি! "দ্য সোয়ান অফ টুওলেলা"? এ নাচ আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই! ওই নাচের সব দৃশ্যসজ্জা আমারই আঁকা ছিল। আর একটা ডিবুসি কিংবা ম্যানাইনের "লা বিশি অও বোয়িস" দেখেছেন কি? ওতে মেয়েটির নাচের সঙ্গী ছিল মাইকেল নভগিন। কি চমৎকার নাচ ওই ছেলেটির, তাই না?'

'আর মিস কাট্রিনা স্যার জর্জ স্যান্ডারফিল্ডের বান্ধবী ছিলেন, এই তো?'

'হ্যাঁ, সপ্তাহশেষের ছুটির দিনগুলো তো তার সঙ্গেই ওই নদীর ধারের শেষ প্রান্তের বাড়িতেই মেয়েটি কাটাতো। আমার বিশ্বাস মাইকেল বেশ জমকালো পার্টি দিয়ে থাকে।'

'মাদামোয়াজেল, সামৌশেনকারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন?'

'কিন্তু মশাই, তাকে তো আর এখানে পাবেন না। প্যারিস না কোথায় যেন সে হঠাৎ চলে গেছে। জানেন, লোকে ওর নামে কত কি সব বাজে বাজে রটায়, যেমন ও নাকি বলশেভিক গুপ্তচর কিংবা ওইরকম কিছু একটা ছিল। তবে আমি নিজে এ সব বিশ্বাস করি না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, নিন্দুকেরা এ ধরনের গুজব ছড়াতেই বেশি ভালবাসে। তবে কাট্রিনা সব সময় ভান করতো, সে একজন হোয়াইট রাশিয়ান, আর তার বাবা একজন রাজকুমার কিংবা গ্র্যান্ড ডিউক ওই ধরনের কিছু একজন ছিল, যা ছিল সাধারণ ব্যাপার! আর যা সাধারণ লোকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতে পারে!' ভ্যান্ডেল এখানে একটু থেমে খানিক পরেই নিজের বক্তব্যে ফিরে এলো আবার। 'এখন আমি যা বলি তা হলো, যদি আপনাকে বাথশেবার মূল নীতি বুঝতে হয় তাহলে নিজেকে গভীরভাবে সেমিটিক ঐতিহ্যে ডুবিয়ে দিতে হবে সম্পূর্ণভাবে। আমি এইভাবে এর ব্যাখ্যা করি—'

খুশির মেজাজে সে বলে চলল অতঃপর।

এরকুল পোয়ারো স্যার জর্জ স্যান্ডারফিল্ডের সঙ্গে নিজের যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলো তার শুরুটা তেমন শুভ হলো না।

'ডার্ক হর্স' হিসেবে অ্যামব্রোস ভ্যান্ডেল যাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন, এরকুল পোয়ারোর সামনে তিনি যেন একটু অস্বস্তিবোধ করলেন। ছোটখাটো বেঁটে শক্ত-সমর্থ একজন পুরুষ স্যার জর্জ, মাথার চুল বেশ ঘন এবং কালো, গলায় চর্বি জমে আছে।

তবে তিনি তাকে বেশ খাতির করেই বললেন, 'বসুন মঁসিয়ে পোয়ারো!' পোয়ারো আসন গ্রহণ করতেই তিনি এবার কাজের প্রসঙ্গে এলেন, 'বলুন, কি ভাবে আপনাকে

সাহায্য করতে পারি? ভাল কথা, আপনার সঙ্গে বোধহয় আগে কখনো পরিচয় হয়নি, তাই না?'

'না, এই তো প্রথম!'

'ঠিক আছে, তা কি ব্যাপারে আমার কাছে এসেছেন বলুন তো? স্বীকার করছি, হঠাৎ আপনার এই আগমন আমাকে ভীষণ কৌতূহলী করে তুলেছে।'

'ওহো, ব্যাপারটা যৎসামান্যই, কেবল একটা খবর সংগ্রহ করতে এসেছি, এই যা।'

ভদ্রলোকের ঠোঁটে একটা অস্বস্তির হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। এতে বেশ বোঝা গেল যে, তিনি এখনো অস্বস্তি ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

'আপনি আমার কাছ থেকে কোনো গোপন খবর জানতে চান, এই তো? জানতাম না, টাকা লগ্নীর ব্যাপারে আপনার আগ্রহ আছে।'

'না, না, কোনো ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য আমি আপনার কাছে আসিনি। আসলে আমি এসেছি একজন মহিলার খোঁজে।'

'ওহো, একজন মহিলার খোঁজে?' স্যার জর্জ এবার যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আরামকেদারায় তাঁর শরীরটা এলিয়ে দিলেন। এরপর তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন অপেক্ষাকৃত সহজ সুর ধ্বনিত হতে শোনা গেল।

পোয়ারো এবার একটু আস্বস্ত হয়ে তার এখানে আগমনের কারণটা বলেই ফেলল। 'আমার ধারণা মাদামোয়াজেল কাট্রিনা সামৌশেনকারের সঙ্গে একসময় আপনার পরিচয় ছিল!'

স্যান্ডারফিল্ড প্রাণখোলা হাসি হাসলেন।

'হ্যাঁ, মুগ্ধ করার মতো মেয়ে ছিল সে। কিন্তু নেহাতই দুঃখের কথা কি জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, লন্ডন ছেড়ে চলে গেছে সে। তার মন জয় করা সঙ্গ এখন আর আমি পাই না।'

'তা উনি হঠাৎ লন্ডন ছেড়ে চলে গেলেন কেন বলুন তো?'

'জানি না, বলতে পারব না মশাই। আমার বিশ্বাস, হয়তো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ওঁর মনোমালিন্য হয়ে থাকবে। জানেন, ও খুব মেজাজী এবং রাগী প্রকৃতির মেয়ে ছিল। একেবারে রাশিয়ান মেজাজ যাকে বলে। আমি খুবই দুঃখিত এই কারণে যে, এ ব্যাপারে আপনাকে এর বেশি কিছু সাহায্য করতে পারলাম না বলে। আর ও যে এখন কোথায় আছে আমার কোনো ধারণাই নেই। তাছাড়া ওর সঙ্গে আমি আদৌ কোনো যোগাযোগও রাখিনি ওর চলে যাওয়ার পর থেকে। এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর এই উঠে পড়াটা যে এই আলোচনার পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত বহন করছিল, সেটা এরকুল পোয়ারোর মতো বুদ্ধিমান গোয়েন্দার বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না।

তবুও পোয়ারো নাছোড়বান্দার মতো বলে উঠল, 'আমি কিন্তু মাদামোয়াজেল সামৌশেনকারের খোঁজে এখানে আসিনি।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ, আসলে আমি তাঁর পরিচারিকার খোঁজে এসেছি।'

'ওর পরিচারিকা?' স্যান্ডারফিল্ড পলক-পতনহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন পোয়ারোর দিকে।

পোয়ারো বলল, 'সম্ভবত আপনি তাঁর পরিচারিকাকে মনে রেখেছেন, রাখেননি?'

আগের সেই অস্বস্তি ভাবটা স্যান্ডারফিল্ডের মধ্যে ফিরে এলো আবার। কথাটা শুনে তাঁকে হঠাৎ কেমন যেন হতবাক হয়ে যেতে দেখা গেল। কেমন দিশেহারার স্বরে তিনি বললেন, 'হায় ঈশ্বর, আমি কি করে মনে রাখব বলুন? তবে এটুকু মনে আছে, ওর একজন পরিচারিকা ছিল। কিন্তু মেয়েটি একটু খারাপ প্রকৃতির ছিল। যেমন উঁকি মেরে দেখা যা তার দেখার কথা নয়, অন্যের আলোচনায় আড়ি পেতে শোনা, এই আর কি! আমি হলে ওই মেয়ের কোনো কথাতেই পাত্তা দিতাম না। জানেন মঁসিয়ে মেয়েটি ছিল জন্ম-মিথ্যুক।'

পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল, 'এই তো দেখছি মেয়েটির সম্পর্কে অনেক কথাই আপনার মনে আছে!'

স্যান্ডারফিল্ড সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ওই ওপর ওপর দেখে যেটুকু মনে রাখা আর কি, তার বেশি কিছু নয়। জানেন, ওর নামটা পর্যন্ত ঠিক মনে নেই। তবে হ্যাঁ, একটু অপেক্ষা করুন বলছি, হ্যাঁ, মেরি না কি যেন নাম ছিল তার। না মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি দুঃখিত এ ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্যই আমি করতে পারব না।'

পোয়ারো তাতে একটুও দমল না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে ধীর-স্থির গলায় বলল, 'মেরি হেলিনের নাম আমার আগেই থেসপিয়ান থিয়েটার থেকে জানা হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে ওর ঠিকানাও জেনে গেছি। কিন্তু স্যার, মেরির কথা নয় আমি বলছি সেই মেয়েটির কথা, যে কিনা মেরি হেলিনের আগে মাদামোয়াজেল সামৌশেন্‌কারের কাছে ছিল। হ্যাঁ, আমি সেই মেয়ে নীটা ভ্যালেটার কথা বলছি।'

স্যান্ডারফিল্ড আবার পলক-পতনহীন চোখে তাকালেন পোয়ারোর দিকে। তারপর কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'ওকে আমার আদৌ মনে পড়ে না। কেবল মেরির কথাই আমার মনে আছে। ছোটখাটো মেয়ে, যার গায়ের রঙ ময়লা, যার দু'চোখে নোংরা চাহনি।'

পোয়ারো এবার তাঁর স্মৃতি জাগিয়ে তোলার জন্য শেষ চেষ্টা করে দেখতে বলল, 'আমি যে মেয়েটির কথা বলছি, সে গত জুন মাস পর্যন্ত আপনার বাড়ি গ্রাসলনেই ছিল।'

স্যান্ডারফিল্ড গোমড়ামুখে বললেন, 'তা হতে পারে, কিন্তু ওকে যে আমার মনে নেই, শুধু এটুকুই আমি বলতে পারি। তবে আমার মনে হয় না সেই সময় কাট্রিনার কাছে কোনো পরিচারিকা কাজ করতো। তাই মনে হয় আপনি বোধহয় ভুল করছেন।'

পোয়ারো ঘন ঘন মাথা নাড়ল। না, সে মনে করে না সে কোনো ভুল করেছে।

মেরি হেলিন তার ছোট ছোট ধূর্ত চোখে চকিতে একবার পোয়ারোকে দেখে নিয়ে পরক্ষণেই তেমনি চকিতে তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নরম গলায় বলল, 'কিন্তু মঁসিয়ে, আমার স্পষ্ট মনে আছে, মাদাম সামৌশেন্‌কা আমাকে তাঁর পরিচারিকা হিসেবে চাকরী দেন গত জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে। শুনেছি তাঁর আগের পরিচারিকাটি নাকি দিন কয়েক আগে হঠাৎই চাকরী ছেড়ে চলে গেছে।'

'তুমি কি কখনো শুনেছ, কেন সে চাকরী ছেড়ে চলে গেছল?'

'না, শুধু শুনেছি হঠাৎ সে চলে গেছে। আমার মনে হয়, হয়তো শরীর খারাপ কিংবা ওইরকম কিছু একটা হয়ে থাকবে তার। তবে মাদামও আমাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি।'

পোয়ারো এবার জিজ্ঞেস করল, 'তা তোমার গৃহকর্ত্রীর কাজ সহজ বলেই কি মনে হয়েছিল?'

মেয়েটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কি আর বলব মঁসিয়ে, আমার সেই গৃহকর্ত্রী খুবই খেয়ালী ছিলেন। কখনো কাঁদছেন আবার কখনো বা হেসে উঠছেন। আবার কখনো কখনো এতোই নিরাশ হয়ে পড়ছেন যে, তখন কথা বলতেন না, এমন কি কিছু খেতেনও না। কখনো বা আবার উন্মাদ হয়ে যেতেন মনের আনন্দে। অবশ্য শুনেছি, নর্তকীরা এরকমই হয়ে থাকে। এরই নাম মেজাজ!'

'আর স্যার জর্জ?'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে সতর্কদৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকাল। একটা অপ্রীতিকরভাবের চাহনি ঝিলিক দিয়ে উঠল তার দু'চোখে।

'আহ, আপনি স্যার জর্জ স্যান্ডারফিল্ডের কথা বলছেন? তাঁর সম্পর্কে আপনি জানতে চান? আমার এখন মনে হচ্ছে, আসলে আপনি এই খবরটা জানতেই আমার কাছে এসেছেন! অন্যটা তাহলে নেহাতই একটা ছুতো মাত্র, অ্যাঁ, তাই না? হ্যাঁ স্যার জর্জ, ওঁর সম্পর্কে আমি এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত খবর আপনাকে দিতে পারি, কি করে উনি—'

পোয়ারো তার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'তার কোনো প্রয়োজন নেই।'

মেয়েটি অবাক চোখে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইল, তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। তার দু'চোখে হতাশজনিত ক্রোধ থিক্‌থিক্ করছিল।

'আমি সব সময়েই বলে থাকি, আপনি সব কিছুই জানেন আলেক্সি পাভলোভিচ।' পোয়ারো যথাসম্ভব তোষামোদি সুরে একটা একটা করে চয়ন করা শব্দগুলো মৃদু গলায় উচ্চারণ করল।

তখন সে নিজের মনেই ভাবছিল, হারকিউলিসের এই তৃতীয় প্রশ্নের পরীক্ষায় সম্ভাব্য কল্পনাতীত বহু জায়গায় ভ্রমণ এবং বহু লোকের সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন ছিল। নিরুদ্দেশ হওয়া এক পরিচারিকার এই ছোট্ট ঘটনা তার দেখা এ যাবত সমস্ত রহস্যের

মধ্যে দীর্ঘতম এবং সবচেয়ে জটিল বলেই যেন ক্রমশ নিজেকে জাহির করছে। এ পর্যন্ত পাওয়া প্রতিটি সূত্র, প্রতিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার পর অনিবার্যভাবেই যেন নির্দেশ করছে এক অদৃশ্য নিশানা।

ঠিক সেই একই কারণে তার লম্বা সফরের মধ্যে তাকে এই সন্ধ্যায় নিয়ে এসেছে প্যারিসের স্যামোভার রেস্তোরাঁয়, যার মালিক হলেন কাউন্ট অ্যালেক্সি পাভলোভিচ, যিনি গর্ববোধ করে থাকেন এই বলে যে, শিল্পজগতের খুঁটিনাটি সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে।

সেই ভদ্রলোক এমন আত্মপ্রসাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে গিয়ে যে বেশ তৃপ্তি অনুভব করলেন তা তাঁর মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন বন্ধু, আমি জানি, সব সময়েই আমাকে সব কথা জানতে হয়। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন মেয়েটি কোথায় গেছে, মানে আমাদের ছোট্ট সোনা মেয়ে সামৌশেন্‌কা, সুন্দরী নর্তকী! আহ্! সত্যিই সেই ছোট্ট মেয়েটি সত্যিকারের একটা দারুন জিনিস ছিল।' আঙুলের ডগায় চুমু খেয়ে তিনি আবার বললেন, 'সে কি আগুন, সে কি নাচের ছলাকলা! মেয়েটি হয়তো সেই সময়ে প্রিমিয়ার ব্যালেরিনা হতে পারতো, আর তারপর হঠাৎই সব কেমন শেষ হয়ে গেল, নিঃশব্দে সে সরে গেল পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্তে। আহা, কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন মঁসিয়ে অচিরেই লোকে ভুলে গেল তার কথা, তার সব স্মৃতি তারা তাদের মন থেকে মুছে ফেলল, এমনি হয়ে থাকে বোধহয়। বিচিত্র মানুষ, সবচেয়ে বিচিত্র তাদের মন!'

তা তিনি এখন আছেন কোথায়?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।

'সুইজারল্যান্ডে, ভ্যাগ্রে লে আল্পসে। সেখানে কারা যায় জানেন মঁসিয়ে? যারা শুকনো কাশির কবলে পরে, যারা একটু একটু করে রোগা হয়ে যেতে থাকে, তখন তাদের শেষ আশ্রয় হয় সেখানেই। ও আর বাঁচবে না, ও মারা যাবে, মৃত্যু ওর শিয়রে অপেক্ষা করছে। ও ভাগ্যকে বিশ্বাস করে, ভাগ্য ওর সহায় নয়, তাই ও জেনে গেছে মৃত্যু ওর অনিবার্য!'

বিষণ্ণতার পরিবেশ কাটিয়ে উঠতে পোয়ারো কাশল। এখনও তার কিছু খবর সংগ্রহের প্রয়োজন আছে।

'তার একজন পরিচারিকা ছিল, ঘটনাচক্রে তার কথা কি আপনার মনে আছে? একজন পরিচারিকা, যার নাম ছিল নীটা ভ্যালেটা। মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভ্যালেটা, ভ্যালেটা? একজন পরিচারিকাকে একবার রেল স্টেশনে দেখেছিলাম বটে, কাট্রিনাকে লন্ডনগামী একটা ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে দেখেছিলাম তাকে। মেয়েটি ইতালীয় ছিল, পিসায় তার দেশ, তাই না? হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে আছে, পিসা থেকেই এসেছিল ও, ইতালীয় মেয়ে ও।'

এরকুল পোয়ারো ককিয়ে ওঠার মতো করে চেঁচিয়ে উঠল। 'তাহলে তো এক্ষেত্রে', সে বলল, 'এখনি আমাকে পিসার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হয়!'

পিসার ক্যাম্পো স্যান্টোতে দাঁড়িয়ে থেকে এরকুল পোয়ারো বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে একটি কবরের দিকে। সে এখন নিজের মনেই ভাবছে, তাহলে এখানে এসেই তার সব অনুসন্ধান কাজের পরিসমাপ্তি ঘটল, এই সামান্য একটা মাটির ঢিবির কাছে এসে? এই মাটির ঢিবির নিচেই শুয়ে আছে সেই প্রাণখোলা হাসি মুখের মেয়েটি, যে একদিন একজন মধ্যবিত্ত ঘরের ইংরেজ মিস্ত্রীর হৃদয়ে আবেগের ঝড় তুলেছিল, ভালবাসার রঙ লাগিয়েছিল, কল্পনায় এক অভূতপূর্ব আন্দোলন এনে দিয়েছিল।

পোয়ারো আবার এও ভাবল, সেই আকস্মিক অদ্ভুত প্রেম-ভালবাসার এমন পরিসমাপ্তির হয়তো খুবই প্রয়োজন ছিল, আর তা হলো বলেই বোধহয় ভাল হলো। জুনের সেই অপরাহ্নে স্বপ্নময় মাত্র কয়েক ঘণ্টার স্মৃতি রোমন্থন করার মধ্যেই মেয়েটি চিরদিন বেঁচে থাকবে যুবকটির মানসপটে। দুই ভিন্ন জাতির বিরুদ্ধ মনোভাবের সংঘাত, শ্রেণী বিভেদের সংঘাত, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, এখন আর ভাবতে হবে না তাকে, এ সবের সম্ভাবনা চিরদিনের জন্য মুছে গেছে।

এ সব কথা ভাবতে গিয়ে এরকুল পোয়ারোর মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল ভীষণভাবে। আপন মনেই বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল সে। তার মনটা এবার ফিরে গেল ভ্যালেটা পরিবারের সঙ্গে তার আলোচনার মুহূর্তে। মায়ের প্রশস্ত কপালের গ্রাম্য চাষীর মুখ, ঋজু শোকার্ত বাবার মুখ, ময়লা রঙের কঠিন-ওষ্ঠাধরের বোন, কোনো কিছুই বাদ পড়ল না তার চোখের সামনে থেকে।

'হঠাৎই ঘটনাটা ঘটেছে মেসিয়র, হ্যাঁ, একেবারে হঠাৎ। তবে বেশ কয়েক বছর ধরেই যখন-তখন পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পেত সে। ডাক্তারবাবুর ধারণা সে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। তিনি আমাদের সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়ার কোনো তোয়াক্কা না করে একটুও দেরী না করেই তার অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করতে উপদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তারপর প্রয়োজনীয় ওষুধ অর্থাৎ অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে। তারপর তার জ্ঞান আর ফিরে আসেনি, সেই অবস্থাতেই সে মারা যায় অপারেশন টেবিলে।'

'মা', শব্দ করে নাক টেনে বিড়বিড় করে তিনি বলে উঠলেন, 'বিয়াংকা খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিল মঁসিয়ে পোয়ারো। কিন্তু অত অল্প বয়সে সে যে মারা যাবে ভাবা যায় না, কল্পনা করা যায় না—'

এরকুল পোয়ারো নিজের মনেই পুনরাবৃত্তি করল : 'মেয়েটি বড় অল্প বয়সে মারা গেছে—'

এই সংবাদই সে বয়ে নিয়ে যাবে সেই সুদর্শন সৌম্যকান্তি দেবদূত যুবকটির কাছে, যে তার সাহায্য পাওয়ার আশায় বসে আছে সুদূর ইংলন্ডের এক অখ্যাত গ্রামে।

'বন্ধু, ও তোমার জন্য নয়। খুব অল্প বয়সেই মারা গেছে ও।'

তার অনুসন্ধান কাজ শেষ, শেষ হলো এখানেই, যেখানে নীলাকাশের পটভূমিতে ঈষৎ ঝুঁকে পড়া টাওয়ারটা একটা কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত ছায়াবৎ নকশা এঁকে দিয়েছে, এবং

সেখানে প্রথম বসন্তের ফুলেরা তাদের বিবর্ণ গোলাপী শরীর মেলে ধরেছে আসন্ন জীবন ও খুশির প্রতিশ্রুতিতে। বিবর্ণ সোনালী শরীর! কথাটা ভাবতে গিয়ে পোয়ারোর মনটা আরো বেশি বিষণ্ণতায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এই হার মানা হার মানতে রাজী নয় তার অন্তরাত্মা।

তবে কি এই চূড়ান্ত রায়কে স্বীকার করে নিতে এবং তার মন হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠার কারণ কি বসন্তের চঞ্চলতা? নাকি এর আড়ালে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে? তার মস্তিষ্কের মধ্যে কোনো অস্বস্তি, কয়েকটা শব্দ, একটা ভাষার প্রকাশভঙ্গি, নাকি সে একটা নাম? সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অপরিচ্ছন্নভাবে শেষ হলো, কিছুই স্পষ্ট হলো না, দৃষ্টিনন্দন মিল খুঁজে পাওয়া গেল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরকুল পোয়ারো। তার মনে হলো, এ হেন অবস্থায় সব সন্দেহের অবসান ঘটাতে এখন তার আরও একটা জায়গায় যাওয়া দরকার। আর সেই জায়গাটা হলো ভ্যাগ্রে লে আল্পস। হ্যাঁ, সেখানে তাকে অবশ্যই যেতে হবে।

এখানে, হ্যাঁ এটাই হচ্ছে, নিজের মনে সে ভাবল, সত্যি সত্যি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত, শেষ ঠিকানা। থরে থরে সাজান তুষারের চাঁই, এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কুঁড়েঘরগুলো, যার প্রতিটি ঘরে শুয়ে আছে নিথর নিশ্চল এক-একটি মানুষ, প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে ছলনাময়ী মৃত্যুর সঙ্গে। সেখানেই সে চলেছে এখন।

তাই সে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলো কাট্রিনা সামৌশেন্‌কার কাছে। ধূসর-মলিন বিছানার ওপরে তিনি তাঁর দীর্ঘ রোগাটে হাড় বেরিয়ে আসা হাত দু'খানি প্রসারিত করে শুয়ে আছেন। ভাঙা দু'গালে গাঢ় লালচে আভা। তাঁকে অমন দুরবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে একটা টুকরো স্মৃতি পোয়ারোর মনটা ভীষণ চঞ্চল করে তুলল। ওঁর নাম তার মনে না থাকলে কি হবে, ওর নাচ তো সে দেখেছে, ভুবন-মাতানো সে নাচ কি কখনো ভোলা যায়? শিল্পকে ভুলিয়ে দেওয়া সে কি শিল্পকলার চূড়ান্ত নৈপুণ্য, যা দেখে সে বিস্মিত, তার আত্মহারা হয়ে যাওয়া এবং একই সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে পড়া।

পোয়ারোর আরও মনে পড়ল হান্টার মাইকেল নওগিনের কথা, অ্যামব্রোস ভ্যান্ডেলের মস্তিষ্কপ্রসূত অদ্ভুত অরণ্যে গানের সুরে ও তালে তাল মিলিয়ে তাঁর ছন্দোময় নৃত্য ও আবর্তনের কথা। পোয়ারোর আরও মনে পড়ে গেল সুন্দর উড়ন্ত হিন্ডের কথা, শিকারের আশায় যে চির-অনুসৃত এবং চির-আকাঙ্ক্ষিত, যার সোনালী ডোরা-কাটা দেহের মাথায় শিং বসানো, সে এক অতি নিরীহ প্রাণী, যার পাদুটো জ্বলজ্বলে ব্রোঞ্জের। তার মনে পড়ে গেল গুলিবিদ্ধ আহত অবস্থায় সেই নিরীহ প্রাণীটির চরম বিপর্যয়ের কথা, আর মাইকেল নভগিনের বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটে গেছে, স্তব্ধ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে নিহত হরিণের দেহ।

কাট্রিনা সামৌশেন্‌কা কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এর আগে আমি কখনো আপনাকে দেখেছি বলে মনে হয় না, তাই না। তা কি চাইতে আপনি এসেছেন আমার কাছে?

এরকুল পোয়ারো মাথা নুইয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাল। 'প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই মাদাম আমার অতীতের একটি সন্ধ্যাকে আপনার শিল্প-সমৃদ্ধ নাচের মাধ্যমে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য।'

কাট্রিনা উদাসভাবে হাসলেন, ওঁর সেই হাসিতে কোনো উচ্ছ্বাস ছিল না, ছিল না প্রাণের কোনো স্পর্শ। একটু একটু করে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাওয়া কোনো নারীর কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করা যেতে পারে! পোয়ারো ভাবল। এসব কথা জানা সত্ত্বেও এরকুল পোয়ারোকে থাকতে হচ্ছে। আর সেই জন্যই সে বলল :

'আরও একটা প্রয়োজনে আমি আপনার কাছে এসেছি মাদাম। অনেক দিন থেকেই আমি আপনার একজন পরিচারিকার খোঁজ করছি, যার নাম ছিল নীটা।'

'নীটা?' কট্রিনা বিস্ময়াবিষ্ট চোখে পোয়ারোর দিকে তাকালেন। একটু থেমে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'নীটার সম্পর্কে আপনি কতটুকুই বা জানেন?'

'বলব, সবই আপনাকে বলব মাদাম।' এখানে একটু থেমে এরকুল পোয়ারো কি যেন ভাবল, তারপর ধীরে ধীরে বলল সেই সন্ধের কথা, যেদিন মাঝপথে তার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছল। তারপর সে আরও বলল টেড্ উইলিয়ামসনের কথা; কি ভাবে সে ঈষৎ ইতস্তত গলায় বলেছিল তার গোপন ভালবাসার আর যন্ত্রণার কথা।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এরকুল পোয়ারোর সব কথা অত্যন্ত মনোযোগসহকারে শুনলেন তিনি। তারপর তার কথা শেষ হতেই তিনি বললেন, 'সত্যি বড় দুঃখের, বড় বেদনার কথা।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।' এরকুল পোয়ারো বলল, 'এটা আর্কেডির গল্প, তাই না? তাই এই মেয়েটির সম্পর্কে আপনি যদি কিছু আলোকপাত করেন তাহলে আমি খুব উপকৃত হবো।'

কাট্রিনা সামৌশেন্কা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার একজন পরিচারিকা ছিল, নাম ছিল তার জুয়ানিটা। খুব ভাল ছিল মেয়েটা। সব সময় হাসিখুশিতে ভরা থাকত তার চোখ-মুখ। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁর প্রিয় মানুষজনের যা সাধারণত ঘটে থাকে ওরও তাই হলো। অল্প বয়সেই এই পৃথিবী থেকে ওকে চলে যেতে হলো।'

এ তো পোয়ারোর নিজের কথা এবং শেষ কথা, যা প্রত্যাহার করা যায় না এমন সব কথার বুনন। এখন সেই সব কথাই আবার শুনছে, তা সত্ত্বেও সে এতটুকু বিচলিত হলো না। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি বলছেন মেয়েটি মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, বললাম তো মারা গেছে।'

একটু সময়ের জন্য নীরব থেকে এরকুল পোয়ারো আবার বলল, 'কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার কেমন যেন খটকা লাগছে। আমি স্যার জর্জ স্যান্ডারফিল্ডকে আপনার এই পরিচারিকার কথা বলেছিলাম। নামটা শোনার পর তাঁর হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল নামটা যেন তাঁকে তাড়া করছে, ভীষণ ভয় পেয়ে যান তিনি। কিন্তু কেন, আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে মাদাম।'

নর্তকীর মুখাবয়বে একটু বিরক্তির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'আপনি প্রথমে শুধু বলেছেন আমার একজন পরিচারিকা। তাই সে হয়তো ভেবে থাকবে আপনি মেরির খোঁজ করছেন, যে মেয়েটা জুনিয়াটা চলে যাবার পর আমার কাছে এসেছিল। এই মেয়েটির ব্যাপারে সম্ভবত জর্জের মধ্যে এমন কোনো অসঙ্গতি দেখে থাকবে, যে কারণে পরে সে তাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছিল। খুবই খারাপ ছিল মেয়েটি। আড়ি পেতে আড়াল থেকে পরের কথা শোনবার বদ অভ্যাস ছিল তার। প্রায়ই ড্রয়ার খুলে চিঠিপত্র ইত্যাদি নেড়েচেড়ে দেখতো।'

পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল, 'বুঝেছি, তাহলে এই কারণে। এখানে মুহূর্তের জন্য থেমে পোয়ারো আবার উৎসুক হয়ে বলল, 'জুনিয়াটার অন্য নাম অর্থাৎ পদবী হলো ভ্যালেটা। সে পিসার অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করাতে গিয়ে মারা যায়। সেটা কি ঠিক?'

এরকুল পোয়ারো লক্ষ্য করল, নর্তকী ঘাড় নেড়ে সায় জানাবার আগের মুহূর্তে একটু বুঝি বা ইতস্তত করছিলেন।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

পোয়ারো ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো বলল, 'আর তবুও, তবুও একটা ছোট্ট গোলমাল থেকে যাচ্ছে, তার আত্মীয়-স্বজন তাকে জুনিয়াটা বলে নয় বিয়াংকা বলেই উল্লেখ করেছিল।'

কাট্রিনা তাঁর রোগাটে কাঁধ ঝাঁকাল। তিনি বললেন, 'বিয়াংকা-জুনিয়াটা, তাতে কি কিছু আসে যায়? আমার ধারণা তার আসল নাম বিয়াংকা, কিন্তু সে হয়তো ভেবেছিল জুনিয়াটা নামটা বেশি রোমান্টিক বলে মনে হওয়ায় ওই নামটাই রেখে থাকবে।'

'আহ, আপনি কি তাই মনে করেন?' এখানে একটু থেমে সে তার কণ্ঠস্বর বদল করে বলল, 'আমার কাছে কিন্তু এর একটা অন্য ব্যাখ্যা আছে।'

'সেটা কি?'

পোয়ারো সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'যে মেয়েটিকে টেড উইলিয়ামসন দেখেছিল, তার চুল ছিল সোনালী ডানার মতো। এমনি বিবরণ দিয়েছিল সে।'

কাট্রিনার দিকে আরো একটু ঝুঁকে পড়ল পোয়ারো। তাঁর চুলের কাঁপা কাঁপা ঢেউ দুটো স্পর্শ করল তার একটা আঙুল।

'সোনালী ডানার মতো, সোনালী সিংয়ের মতো? আপনি কি ভাবে দেখবেন, এটা নির্ভর করবে কি ভাবে আপনাকে লোক দেখছে, শয়তানের বেশে নাকি দেবদূতের ভূমিকায়! এ দুটির যে কোনো একটা হতে পারেন আপনি। নাকি এ দুটো আহত সেই হরিণের সোনালী শিং?'

কাট্রিনা বিড়বিড় করে বললেন, 'আহত সেই হরিণ...' আর তাঁর কণ্ঠস্বরে চূড়ান্ত হতাশার সুর ধ্বনিত হতে শোনা গেল।

পোয়ারো বলল, 'আমি একেবারে শুরু থেকেই টেড উইলিয়ামসনের বর্ণনা শুনে

বিচলিত হয়েছি, আমার তখন শুধুই মনে হয়েছে একটা কিছু যেন আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। আর সেই কিছু একটা কি জানেন মাদাম, সে আপনি; হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি! ঝলমলে ব্রোঞ্জের পায়ে অরণ্যের বুক চিরে নৃত্যের ছন্দে আপনি ছুটে চলেছেন। আমার ধারণা কি শুনবেন মাদামোয়াজেল? আমি মনে করি, কোনো একটা সপ্তাহে আপনার সঙ্গে কোনো পরিচারিকা ছিল না। তাই আপনি গ্রামাঞ্চলে একাই গেছলেন, কারণ বিয়াংকা ভ্যালেটা তখন ইতালীতে ফিরে গেছে, আর তার জায়গায় আপনি নতুন কোনো পরিচারিকাকে কাজে বহাল করেননি। বর্তমানে আপনি যে অসুস্থতার শিকার হয়েছেন তার লক্ষণ আপনি তখন থেকেই অনুভব করতে পারছিলেন। আর এই অসুস্থতার অজুহাতে সেদিন বাড়ির সবাই যখন সারাদিনের জন্য নৌকাবিহারে চলে গেল আপনি একা বাড়িতে রয়ে গেলেন। আপনি একা। একসময় হঠাৎ দরজায় নক্ করার শব্দ হতেই আপনি দরজা খুলে দিলেন। দরজার ওপারে আপনি তখন কি দেখলেন? আপনি এখন অসুস্থ, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, ঠিক আছে আমিই বলছি আপনি কি দেখলেন? হ্যাঁ, আপনি দেখলেন আপনার চোখের সামনে দরজার ওপরে শিশুসুলভ সরল এক যুবক, সুন্দর সুপুরুষ, দেবতার মতো যাকে দেখতে, যার রূপে আপনি সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, যার রূপের আগুনে আপনি আপনার যৌবনকে আহুতি দিতে চাইলেন, এবং আপনাকে সেই কামনার জন্য ফসল তুলতে হলো একটি মেয়ের জন্ম দিয়ে। না, সে জুয়ানিটা নয়, ইনকোগনিটা, আর কয়েক ঘণ্টা ধরে তার পায়ের ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আপনিও হেঁটে বেড়ালেন আর্কেডিতে।

এরপর এক নিরবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা নেমে এলো সেখানে। তারপর একসময় কাত্রিনা চাপা ভাঙা গলায় বললেন, 'অন্তত একটা বিষয়ে আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলছি। আর এ গল্পের সত্যিকারের পরিণতির কথাও আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি, নীটা খুব কম বয়সেই মারা যাবে।'

'আহ, তা হতে পারে না। এ অসম্ভব!' এরকুল পোয়ারো যেন রাতারাতি বদলে গেছে। এরকুল পোয়ারো অনেক বদলে গেছে। সে সশব্দে ঘুষি মারল সামনের টেবিলের ওপরে। হঠাৎ যেন সে হয়ে উঠেছে নীরস, জাগতিক এবং বাস্তববাদী।

সে বলল, 'তার কোনো প্রয়োজন নেই! আর আপনাকে মরতেও হবে না। আপনি আপনার বাঁচবার জন্য লড়তে পারেন, পারবেন না, সেই সঙ্গে আর একজনকে বাঁচাতে?'

কাত্রিনা মাথা নাড়লেন, বিষাদে, হতাশায়।

'সেখানে আমার বেঁচে থাকার জন্য কি বা আছে?'

'স্বীকার করছি, সেখানে কোনো মঞ্চ নেই, নাচের জীবন নেই! কিন্তু ভেবে দেখুন, অন্য এক জীবন তো আছে। এখন সত্যি করে বলুন তো মাদামোয়াজেল, আপনার বাবা কি সত্যিই কোনো রাজকুমার কিংবা গ্র্যান্ড ডিউক ছিলেন, নাকি কোনো জেনারেল?'

হঠাৎ কাট্রিনা হেসে উঠে বললেন, 'ওসব কিছুই নয়। তিনি লেনিনগ্রাডে লরি চালাতেন।'

'খুব ভাল কথা। তাহলে গ্রামের একজন গ্যারেজ মিস্ত্রীর স্ত্রী হতে আপনি পারলেন না কেন? আর তারপর দেবশিশুর মতো সুন্দর সুন্দর সন্তানদের জন্ম দেবেন, যাদের পায়ে কে বলতে পারে, আপনার অতীতের নাচের ছন্দ ফুটে উঠবে না?'

কাট্রিনা বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন।

'কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যে নিছকই শুধু কল্পনা, অবাস্তব!'

'সে যাইহোক না কেন,' এরকুল পোয়ারো অন্তহীন আত্মসন্তুষ্টির সুরে বলল, 'আমার বিশ্বাস সেটা সত্যে পরিণত হতে যাচ্ছে।'

ইরিম্যাথিয়ান বরাহ

THE ERYMANTHIAN BOAR

'দ্য ইরিম্যাথিয়ান বোর' ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় ''দ্য স্ট্র্যান্ড'' পত্রিকায়।''

হারকিউলিসের তৃতীয় শ্রম সম্পাদনের পর আর তার শেষ অনুসন্ধানের কাজটা সারার জন্য তাকে সুইজারল্যান্ডেই আসতে হলো, এরকুল পোয়ারো মনস্থ করল এই যে, যেহেতু সে এখন সেখানেই রয়েছে, তাই সে এখানে থাকার সুযোগটা নেবে এবং এমন কতকগুলো জায়গায় বেড়াতে যাবে যা তার কাছে এখনো অপরিচিত রয়ে গেছে।

ক্যামোনিক্সে বেশ কয়েকদিন কাটানোর পর সে মনট্রেয়াক্সে দু'দিন যাত্রার বিরতি ঘটালো। তারপর সে গেল অ্যান্ডারম্যাটে, এই জায়গাটার সুখ্যাতি সে অনেক শুনেছে তার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। যাইহোক, অ্যান্ডারম্যাট তার কাছে অপ্রীতিকর বলেই মনে হয়েছে। সেটা একটা উপত্যকার একেবারে শেষ প্রান্তে, চারপাশে তুষারাবৃত পর্বতমালা। হয়তো অকারণই তার মনে হয় সেখানে নিঃশ্বাস নেওয়া বড়ই কষ্টকর ব্যাপার।

'এখানে থাকা একেবারেই অসম্ভব,' নিজের মনেই বলল এরকুল পোয়ারো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তারে চালিত একটা রেলওয়ে তার নজরে পড়ল। 'নিশ্চিতভাবে, আমাকে অবশ্যই পাহাড়ে উঠতে হবে', এরকুল পোয়ারো আপন মনেই আবার বলল।

তার-বাহিত ট্রেন, আবিষ্কার করল সে, প্রথম আরোহণ লে অ্যাভিনেসে, তারপর

কওরাউকেটে, এবং অবশেষে রচিরস্ নেইগিসে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার ফুট ওপরে।

এত উঁচু পাহাড়ে ওঠার ইচ্ছে ছিল না পোয়ারোর। তবে সে আবার এও ভাবল, হয়তো লে অ্যাভিনেস যথেষ্টভাবে তার অনুসন্ধানের একটা বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু এখানে সেই সুযোগের অপরিহার্য অংশ, যা তার জীবনের একটা বিরাট অংশের ভূমিকা নিয়ে এসেছে, সেটা ছাড়াই তাকে এখন হিসেব করতে হচ্ছে। তারে চালিত ট্রেন চলতে শুরু করলেই কনডাক্টর পোয়ারোর কাছে এগিয়ে এসে তার টিকিট দেখতে চাইল। পরীক্ষার পর টিকিটটা পাঞ্চ করে মাথাটা ঈষৎ নিচু করে সেটা সে ফিরিয়ে দিল পোয়ারোকে। টিকিটের সঙ্গে পোয়ারো তার হাতে একটা দলাপাকানো কাগজের স্পর্শ অনুভব করল।

এরকুল পোয়ারোর ভ্রূ ঈষৎ ওপরে উঠল, এবং তার কপালে একটু কুঞ্চনও বুঝি বা দেখা দিল। এই মুহূর্তে তার মধ্যে কোনোরকম ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা গেল না, অনাড়ম্বরভাবে কাগজের দলাটা ধীরে ধীরে খুলে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরল। চিরকুটটা যে একটা পেন্সিল দিয়ে অতি দ্রুততার সঙ্গে লেখা হয়েছে, সেটা হাতের লেখা থেকেই প্রমাণিত হলো।

....অসম্ভব, (লেখাটা শুরু এভাবেই) তোমার ওই গোঁফজোড়া চিনতে ভুল করা অসম্ভব! আমার প্রিয় সহকর্মী, প্রথমেই তোমাকে স্যালুট জানাই। যদি তোমার ইচ্ছে থাকে তাহলে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার, তোমার সাহায্য আমার খুবই কাজে লাগবে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি, খবরের কাগজে তুমি স্যালির ব্যাপারটা পড়ে থাকবে। আমার বিশ্বাস খুনী ম্যারামুড রচিরস্ নেইগিসে তার দলের কিছু লোকেদের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে। তাদের দলের কার্যকলাপ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটাই হয়তো একটু অস্পষ্ট বলে মনে হবে, কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলছি, আমাদের খবরটা যে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না। এখানে বলে রাখি, এ সব ব্যাপারে সব সময়েই দেখা গেছে যাকে নিয়ে হৈচৈ, নানান আলোচনা হয়, তার হদিশই মেলে না। তাই বন্ধু বলছি, তোমার চোখদুটো খুলে রাখো, সজাগ দৃষ্টি রাখো চারদিকে, ইন্সপেক্টার ড্রয়েট এখন ঘটনাস্থলেই রয়েছে, তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাও। স্বীকার করছি, সে একজন দক্ষ অফিসার, কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে, এরকুল পোয়ারোর দক্ষতা দেখানো দূরে থাক এমন কি ভালও করতে পারবে না। বন্ধু, তোমাকে একটা জরুরী কথা বলে রাখি, ম্যারাস্কডকে ধরা চাই এবং অবশ্যই জীবিত অবস্থায়! আর এও মনে রেখো, মানুষ নয় সে একটা জানোয়ার, বন্য বরাহ, আজকের দিনে জীবিত ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক খুনীদের মধ্যে সে একজন। বন্য বরাহকে জীবিত অবস্থায় ধরা সহজ নয়, কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে জঘণ্য খুনী ম্যারাস্কডকে অবশ্যই ধরতে হবে। আমি অ্যান্ডারম্যাটে তোমার সঙ্গে দেখা করার

ঝুঁকি নিইনি এই কারণে যে, আমার ওপর নজর রাখা হতে পারে। তাছাড়া যদি তোমাকে নিছকই একজন ভ্রমণার্থী হিসেবে তুলে ধরা যায় তাহলে তুমি স্বাধীনভাবেই যে কোনো তদন্তের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। আশাকরি তোমার অভিযান সফল হবে।'

—তোমার পুরনো বন্ধু লেমেনটিউল।

চিন্তিতভাবে এরকুল পোয়ারো তার যত্নসহকারে নিজের গোঁফের ওপর হাত বোলাল। হ্যাঁ, অবশ্যই এরকুল পোয়ারোর গোঁফজোড়া চিনতে কেউ ভুল করবে না। কিন্তু এখন এ সব কি? স্যালীর ব্যাপারে বিস্তারিত খবর সে আগেই পড়েছে, রাজধানী প্যারিসের ঘোড়দৌড়ের এক সুপরিচিত জুয়াড়িকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। খুনীর পরিচয় জানা গেছে। ম্যারাস্কড রেসকোর্স গ্যাং-এর একজন সুপরিচিত সদস্য। আরও অনেক খুনের ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করা হয়েছিল। কিন্তু এবার অনেক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে খুনী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে সে। অনুমান করা হচ্ছে, ফ্রান্স থেকে পালিয়েছে সে। আর ইউরোপের প্রতিটি দেশের পুলিশ তাঁর খোঁজে কোমর বেঁধে লেগে পড়েছে।

অতএব ম্যারাস্কড তার দলের অন্য সব সদস্যদের সঙ্গে রচিরস্ নেইগিসে মিলিত হতে যাচ্ছে।

এরকুল পোয়ারো ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। সে এখন হতবাক, কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। কারণ রচিরস্ নেইগিস এখনও তুষার স্তূপের ওপরেই রয়েছে। সেখানে একটা হোটেল আছে, কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা কেবল একটাই, একটা উপত্যকা থেকে আর একটা উপত্যকায় ঝুলন্ত তারের লাইন, যে পথে ট্রেন চলাচল করে। হোটেল খোলে জুন মাসে, কিন্তু জুলাই আর আগস্টের পর কচিৎ কেউ থাকে সেখানে। সেখানে যাওয়া আসার পথ খুবই দুর্গম, যদি কেউ একবার কোনোভাবে ফাঁদে পড়ে আটকে যায়, তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তাই এহেন বিপজ্জনক জায়গা অপরাধীদের মিলিত হওয়ার জন্য বেছে নেওয়াটা যেন অকল্পনীয়, অবাস্তব বলেই মনে হলো এরকুল পোয়ারোর।

তবুও লেমেনটিউল যদি বলে থাকে তার খবরটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য তাহলে সম্ভবত সেটা ঠিক বলেই ধরে নিতে হবে। সুইস পুলিশ কমিশনারের ওপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে এরকুল পোয়ারোর। সে তাকে বলিষ্ঠ এবং নির্ভরযোগ্য মানুষ হিসেবেই জানে।

জায়গাটা সভ্যতার অনেক ওপরে, সাধারণত কেউ এখানে আসতে ভরসা পায় না। অথচ ম্যারাস্কড কেন যে এটা তার সাক্ষাৎকারের জায়গা হিসেবে বেছে নিল তার কারণটা এখনো অজানাই থেকে গেছে এরকুল পোয়ারোর কাছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরকুল পোয়ারো। এমন এক সুন্দর ছুটির অবসরে একজন নিষ্ঠুর খুনীর সন্ধান করা তার কাজ নয়। তার কাজ হলো আরামকেদারায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে মাথা ঘামানো, তাতে মস্তিষ্কের প্রভূত বিকাশ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে বন্য বরাহের পিছনে ছোটা তার কাজ নয়।

একটি বন্য বরাহ, এই কথাটা লেমেনটিউলই প্রথম ব্যবহার করেছে। অবশ্যই এটা একটা অদ্ভুত মিল!

আপন মনে বিড়বিড় করে বলল : 'হারকিউলিসের চতুর্থ শ্রম। ইরিম্যান্থনীয় বরাহ!'

অন্যের মনোযোগে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, অর্থাৎ কাউকে বুঝতে না দিয়ে শান্তভাবে সে তার সহযাত্রীরা কে কোথায় আছে সাবধানে দেখে নিল, তার ঠিক উল্টোদিকে বসে আছে একজন আমেরিকান ভ্রমণার্থী। তার পরনের পোশাক, তার ওভারকোটের ধরণ, এবং তার দৃঢ়মুষ্ঠি দেখে এরকুল পোয়ারোর মোটামুটি একটা ধারণা হলো তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন আশা করা যায়। আর তার সাদামাঠা ভাব এমন কি তার হাতের গাইড বুক দেখে মনে হয় যে, আমেরিকার ছোট একটা টাউন থেকে সে এই প্রথম এসেছে ইউরোপ ভ্রমণ করার জন্য। মিনিট দুইয়েক পরেই পোয়ারোর বিচারে মনে হলো ভদ্রলোক যেন কথা বলার জন্য উৎসুক। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা-প্রসূত অভিব্যক্তি কখনোই যে ভুল হতে পারে না একটু পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

কামরার অপর দিকে একজন দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক, চেহারায় বেশ আভিজাত্য আছে, মাথার চুল ধূসর, টিকোলো নাক, হাতে একটা জার্মান বই নিয়ে পড়ছিলেন। তার শক্ত-সমর্থ সচল আঙুলগুলো দেখে মনে হয় তিনি একজন মিউজিসিয়ান কিংবা সার্জন।

আরও কিছু দূরে একই ধরনের তিনজন লোক বসেছিল। তাদের হাবভাব স্বাভাবিক নয়, তাদের আচরণও কেমন যেন বিশ্রী ধরনের, যাকে বলে অবর্ণনীয়, তারা তাস খেলছিল। এই তিনজন লোকের আচরণে যাই হোক না কেন, তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। তবে যা কিছু অস্বাভাবিক তা হলো এখানে তাঁদের উপস্থিতি। এখানে কেমন যেন বেমানান লাগছে তাদের। যে কেউ হয়তো তাদের অন্য যে কোনো ট্রেনের ভীড়ে দেখতে পাবে, কিন্তু একরকম প্রায় ফাঁকা তারে টানা ট্রেনে, না, কখনোই না!

কামরায় আর একজন সহযাত্রিনী হলেন একজন মহিলা। দীর্ঘাঙ্গী এবং গায়ের রঙ কালো। তবে ওঁর মুখটা ভারি সুন্দর, একটা আলাদা শ্রী আছে যেন। কিন্তু তাঁকে কেমন নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল, যা অবর্ণনীয়। কামরার অন্য কারোর দিকেই তাকাচ্ছিলেন না তিনি। নিচে উপত্যকার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তিনি।

এই মুহূর্তে, পোয়ারোর অনুমান মতো সেই আমেরিকান যাত্রীটি কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর নাম বললেন স্কুয়ার্জ। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল ইউরোপে এই প্রথম তাঁর আগমন। তিনি বললেন, এখানকার দৃশ্য চমৎকার। সিলন দুর্গ সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। শহর হিসেবে প্যারিসকে নিয়ে তিনি খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা করেন না।

লে অ্যাভিনস্ কিংবা কওরাচেট স্টেশনে কেউ নামল না। এর থেকে এটাই স্পষ্ট যে, সব যাত্রীর লক্ষ্য এখন রচিরস্ নেইগিসের দিকে।

মিস্টার স্কুয়ার্জ তাঁর নিজস্ব কারণগুলো ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, তাঁর সব সময়েই ইচ্ছা তুষারাবৃত পাহাড়ে সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠা। দশ হাজার ফুট উচ্চতা, যথেষ্ট ভালই। তিনি শুনেছেন, এই রকম একটা উঁচু জায়গায় ডিম ঠিক মতো সিদ্ধ নাকি করা যায় না।

পোয়ারোর সঙ্গে আলাপের পর মিস্টার স্কুয়ার্জ এবার তার হৃদয়ের নিরীহ বদ্ধমূল মনোভাব নিয়ে ধূসর চুলের সেই দীর্ঘদেহী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতে শুরু করলেন। কিন্তু নেহাতই ভদ্রলোকের শীতল চাহনি দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো তাকে। আর দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক যথারীতি তার হাতের জার্মান বইটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন অতঃপর।

মিস্টার স্কুয়ার্জ এবার কামরার একমাত্র মহিলা যাত্রীটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। কিন্তু মেয়েটির তরফ থেকে তেমন আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে এবার তিনি আলাপ চালিয়ে যাবার অছিলায় আসন বদলা-বদলি করার প্রস্তাব দিলেন মেয়েটিকে। তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তাঁর আসন থেকে বাইরের দৃশ্য খুব ভালভাবে দেখা যায়।

মেয়েটি ইংরিজী বুঝতে পারলেন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাইহোক, তিনি স্রেফ মাথা নেড়ে তাঁর ঘাড়ের কোটের কলারটা তুলে দিয়ে শীতের প্রকোপ থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন, এবং নিজের আসন থেকে তাঁর নড়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। এক্ষেত্রেও আমেরিকান ভদ্রলোককে নিরাশ হতে হলো।

স্কুয়ার্জ বিড়বিড় করে পোয়ারোকে শুনিয়ে বলে উঠলেন : 'কোনো মহিলাকে একা ভ্রমণ করতে দেখে তাকে সাহায্য করতে যাওয়ার মধ্যে তেমন কোনো দোষ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। কোনো মহিলা একা ভ্রমণ করার সময় তাদের দেখ্‌ভাল করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে।'

কন্টিনেন্টে কয়েকজন আমেরিকান মহিলার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল এরকুল পোয়ারো এবং তাদের সঙ্গে আলোচনার নিরীখে স্কুয়ার্জের মন্তব্যে সায় দিল মাথা নেড়ে।

মিস্টার স্কুয়ার্জ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি পৃথিবীকে অবন্ধুসুলভ হিসেবে দেখলেন। আর এও নিশ্চিত যে, তাঁর বাদামি চোখজোড়া স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিল, সর্বত্র এবং সর্বক্ষণ। যদি একটু বন্ধুসুলভ মনোভাব দেখানো হয় তাতে কোনো দোষের নেই।

হোটেলের ম্যানেজার দেখতে খুবই সুপুরুষ এবং তাঁর আচরণে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এলো। তিনি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন, প্রতিটি কথায় যদি তাঁর কোনো দোষ-ত্রুটি থেকে থাকে তার কৈফিয়ৎ দিতে কসুর করেননি তিনি। সেই সঙ্গে তিনি আবার তাঁর অসুবিধের কথাটা প্রকাশ করতেও কসুর করেননি, যেমন :

মরসুম শুরুর এতো আগে...গরম-জলের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এখন বিকল...সব কিছুই এখন ঠিক ঠিক চলছে না...স্বভাবতই তিনি তাঁর সাধ্যমতো যা করার করবেন...তার

ওপর হোটেলের সব কর্মচারী এখনও এসে পৌঁছয়নি...এদিকে অভাবনীয় দর্শনার্থী এসে পড়ায় তিনি বিভ্রান্ত...

এ সবই পেশাদারী শহরে প্রভাবের নিদর্শন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পোয়ারোর মনে হলো এই গ্রাম্য বিভ্রান্তিকর পরিবেশের পিছনে এমন একটা কিন্তু রহস্য লুকিয়ে আছে যা ম্যানেজার ভদ্রলোক সুচতুরভাবে আড়াল করতে চাইছেন, যা তাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলল। এই লোকটি ওপর ওপর নিজেকে যতই সহজ করে প্রকাশ করুক না কেন, বাস্তবে সেটা মোটেই সহজ নয়। মনে হয় কোনো একটা ব্যাপারে উনি খুবই চিন্তিত।

বিরাট লম্বা একটা ঘরে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজক করা হয়েছে, জানালার নিচে সুন্দর উপত্যকার এক-একটা দৃশ্যপট, চোখ জুড়িয়ে যায় যেন। আর এখানে আসার সার্থকতা এখানেই। মাত্র একজনই ওয়েটার, নাম তার গুস্তাভ, বেশ চটপটে এবং দক্ষ। এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করতে করতে বোর্ডারদের উপদেশ দিচ্ছিল কোন খাবারটা কি রকম স্বাদের। কোনটা সবচেয়ে বেশি ভাল। ট্রেনের সেই তিনজন রেসুরো লোক একটা টেবিল দখল করে নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টায় মত্ত তখন। তারা ফরাসী ভাষাতেই কথা বলছিল, তাদের কণ্ঠস্বর ক্রমশই উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে। পোয়ারোর বুঝতে অসুবিধে হয় না।

এখানে সবাই হৃদয়বান, সবার চরিত্রে যেন এক-একরকম বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখতে পাচ্ছে পোয়ারো যা এখানে বড়ই বেমানান বলে মনে হলো তার।

সুন্দর মুখের মহিলাটি ঘরের এক কোণায় একা একটি টেবিল দখল করে বসে আছেন, কারোর দিকে একটি বারের জন্যও তাকাচ্ছেন না। পোয়ারো ভেবে পায় না, মানুষ কি করে কথা না বলে থাকতে পারে, যদি না তার পিছনে কোনো গূঢ় রহস্য লুকিয়ে থাকে।

পরে একসময় পোয়ারোকে একা-একা লাউঞ্জে বসে থাকতে দেখে ম্যানেজার তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁর মধ্যে একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব লক্ষ্য করল পোয়ারো।

ওদিকে হোটেলের ম্যানেজারের মনে তখন দুশ্চিন্তার যেন অন্ত নেই। তার বেশি ভাবনা এরকুল পোয়ারোকে নিয়ে। হোটেলের অব্যবস্থায় মঁসিয়ে পোয়ারো যেন অসন্তুষ্ট না হন, হোটেল সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা করেন। আসলে তিনি বোঝাতে চান বোর্ডারদের মরসুম এখনো ঠিক শুরু হয়নি, অর্থাৎ এখন অসময়। জুলাইয়ের আগে কেউ এখানে বড় একটা আসে না। ওই যে ঘরের এক কোণায় ভদ্রমহিলাটি একা বসে আছেন, সম্ভবত মঁসিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রতি বছর ঠিক এই সময়টিতেই তিনি এখানে এসে থাকেন। বছর তিনেক আগে তাঁর স্বামী এখানে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে হঠাৎ পা ফসকে নিচে খাদে পড়ে গিয়ে মারা যান, লোকে বলে সে এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। খুবই দুঃখের কথা। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী এ ওর প্রতি খুবই অনুগত এবং অনুরক্ত ছিল। প্রতি বছরই মরসুম শুরু হওয়ার আগেই তিনি এখানে চলে আসেন, যাতে করে দর্শনার্থীদের ভীড় দেখতে না হয় এবং একা-একা তিনি এখানে স্বামীর স্মৃতিচারণ করতে পারেন।

তিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুর স্থানটা পবিত্র বলে মনে করেন। তাই তাঁর প্রতি বছর এখানে আসাটা যেন এক পবিত্র তীর্থযাত্রার মতো। আর ওই বয়স্ক ভদ্রলোক একজন বিখ্যাত চিকিৎসক, নাম তাঁর কার্ল ল্যুৎস, ভিয়েনা থেকে আসছেন। তিনি বলেন, এখানে তিনি এসেছেন সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য।

'হ্যাঁ, সত্যি জায়গাটা খুবই মনোরম, একটা অপার শান্তির পরিবেশ যেন সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়, এরকুল পোয়ারো স্বীকার করল। এমন এক সুন্দর শান্তির পরিবেশে ওই তিনজন লোক কেমন যেন বেমানান, কথাটা মনে হতেই পোয়ারো তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল, 'ওই তিনজন বেসুড়ো কোথ্‌থেকে এসেছে বলতে পারেন? আপনি কি মনে করেন ওরাও কি এখানে বিশ্রাম নিতে এসেছে?' নাকি, আপন মনে পোয়ারো ভাবল, অন্যের শান্তি বিঘ্নিত করতে এসেছে?

ম্যানেজার কাঁধ ঝাঁকালেন। এ কথায় তাঁর চোখ দু'টিতে আবার উদ্বেগের ছায়া পড়তে দেখা গেল। তাঁর কথায় অস্পষ্টতার সুর : 'আহ্, ওরা দর্শনার্থী, ওরা সব সময়েই একটা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আসে এখানে—পাহাড়ের উচ্চতা, একাই ওদের কাছে যেন একটা নতুন প্রেরণা এনে দেয়। এনে দেয় অন্য এক চেতনা।

এই চেতনা যে খুব একটা সুখকর, পোয়ারোর তা মনে হলো না। তার বুকে হাতুড়ি পেটার যন্ত্রণাটা দ্রুত বাড়তে থাকায় সে খুবই সন্ত্রস্ত। ছেলেবেলায় পড়া সেই বিখ্যাত কবিতার কথা মনে পড়ে গেল তার। 'পৃথিবী থেকে উঁচু এত, ঠিক যেন আকাশে চায়ের ট্রের মতো।'

স্কুয়ার্জ লাউঞ্জে এলেন। পোয়ারোকে দেখামাত্র তাঁর চোখদুটি জ্বলজ্বল করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার কাছে ছুটে এলেন।

'আমি এতক্ষণ সেই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিলাম। উনি ভালই ইংরিজী বলেন। উনি একজন ইহুদি। নাজিরা তাঁকে অস্ট্রিয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়। আমার মতে ওইসব লোক স্রেফ জেদী! ডাঃ লুৎস একজন বেশ বড় মাপের মানুষ। আমার অন্তত তাই মনে হয়, নার্ভ বিশেষজ্ঞ, মনোবিশ্লেষক, এই ধরনের কিছু একটা হবেন তিনি।'

কথা বলার ফাঁকে তিনি সেই দীর্ঘাঙ্গী মহিলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। মহিলাটি জানালার ফ্রেমে ধরা পড়া নিষ্ঠুর পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে থেকে হয়তো স্বামীর দুর্ঘটনার কথা ভাবছিলেন, ওই পাহাড়গুলোই তাঁর স্বামীর মৃত্যুর কারণ, ক্ষমা করা যায় না তাদের। নিচু গলায় বলে উঠলেন তিনি :

'ওয়েটারের কাছ থেকে ওই মহিলার নাম আমি জানতে চেয়েছি। মাদাম গ্র্যান্ডিয়ার। ওঁর স্বামী পর্বতারোহণে গিয়ে নিহত হন। আর এই কারণেই উনি প্রতিবছর এই সময়টিতে এখানে চলে আসেন। ওঁর জন্য আমার খুব দুঃখ হয়, আপনার হয় না? আমার মতো আপনার মনে হয় না ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ওর মনের সব দুঃখ-বেদনা ওঁর মন থেকে মুছে ফেলতে?'

এরকুল পোয়ারো ঠিক উল্টো কথাটাই বলল,'আমি যদি আপনার অবস্থায় পড়তাম তাহলে আমি এরকম কাজ করার চেষ্টাই করতাম না।'

কিন্তু মিস্টার স্কুয়ার্জের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবে যেন এতটুকু ঘাটতি নেই, ক্লান্তি নেই।

মিস্টার স্কুয়ার্জ কিন্তু তার কথায় একটুও দমলেন না। বরং এগিয়ে গিয়ে নিজের থেকেই উপযাচক হয়ে মহিলাটির সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিলেন। পোয়ারো দূর থেকে দেখল ওঁরা দু'জন মিনিটখানেকের জন্য আলোছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ইতস্তত মাথা নাড়ছেন দু'জনেই। ভদ্রমহিলা স্কুয়ার্জের থেকেও লম্বা। এবং তাঁর প্রকাশভঙ্গিমা শীতল ও আকর্ষণহীন। ভদ্রমহিলা তাঁকে কি যে বলল, পোয়ারো অত দূর থেকে শুনতে পেল না, তবে একটু পরেই স্কুয়ার্জকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে দেখল সে।

'কাজের কাজ কিছুই হলো না', বললেন তিনি। তারপর তিনি চিন্তিত হয়ে আরও বললেন, 'ভেবে দেখলাম আমরা সবাই মানুষ, একজন আর একজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে বন্ধুত্বের হাত এ ওর দিকে বাড়িয়ে না দেওয়ার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে আপনি বোধহয় আমার সঙ্গে একমত হতে রাজী নন মিস্টার,—ওহো আপনার নাম আমি এখনও পর্যন্ত জানতে পারিনি।'

'আমার নাম', পোয়ারো তার নাম ভাঁড়িয়ে বলল, 'পোরিয়ার।' সে আবার এও বলল, 'আমি লায়ন্সের একজন সিল্ক ব্যবসায়ী।'

'মঁসিয়ে পোরিয়ার, আমি আপনাকে আমার একটা কার্ড দিতে চাই। যদি কোনো দিন ফাউন্টেন স্প্রিং-এ আসেন আমি আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাব।'

পোয়ারো কার্ডটা গ্রহণ করল এবং সেটা নিজের পকেটে চালান করে দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'আমি দুঃখিত, এই মুহূর্তে আমার কাছে আমার কোনো কার্ড নেই, তাই...'

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে পোয়ারো লেমেনটিউলের চিঠিটা আর একবার পড়ল ভাল করে। তারপর পড়া শেষে সেটা বেশ ভাল করে ভাঁজ করে ওয়ালেটের ভেতরে রেখে দিল। ঘুমবার আগে আপন মনে সে ভাবল : 'এটা খুবই রহস্যময়, আমার আশঙ্কা যদি...'

পরদিন সকালে ওয়েটার গুস্তভ এরকুল পোয়ারোর জন্য প্রাতঃরাশের খাবার রোল আর কফি নিয়ে এলো।

'কফিটা বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পাহাড়ের এতো উঁচুতে, বুঝতেই পাচ্ছেন কফি গরম রাখা সত্যিই অসম্ভব।' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল ওয়েটার।

পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল, 'না, না তোমাকে এতো কৈফিয়ত দিতে হবে না। আমি জানি, প্রকৃতির এমন খেয়ালীপনা সবাইকেই মেনে নিতে হয়। এই তুষার-ঝরা সকালে কফি তো ঠাণ্ডা হবেই, তাই তোমার দোষ কোথায় বলো?'

গুস্তাভ নিচু গলায় বলল, 'মঁসিয়ে, আপনি নিশ্চয়ই একজন দার্শনিক।' এই বলে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে না গিয়ে, চকিতে একবার সে তাকিয়ে বাইরেটা দেখে নিল। তারপর দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে পোয়ারোর বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। এবার সে বলল :

'মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো! আমি ড্রয়েট, পুলিশ ইন্সপেক্টার।'

'আহ', পোয়ারো মৃদু হেসে বলল, 'আমি আগেই এরকমই একটা কিছু সন্দেহ করেছিলাম।'

ড্রয়েট নিচু গলায় বলল, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, এখানে একটা ভয়ঙ্কর দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে। দুর্ঘটনাটা তারে টানা ট্রেনেই ঘটেছে।'

'দুর্ঘটনা?' পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। 'কি ধরনের দুর্ঘটনা? দুর্ঘটনায় কেউ'...'

'না, কেউ আহত হয়নি। ঘটনাটা রাত্রে ঘটেছে। সচরাচর যা ঘটে থাকে আর কি, যাকে বলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এমনিতেই এখন এখানকার পাহাড়ে তুষারপাত ঘটেই চলেছে অহরহ, সেই সঙ্গে যদি আবার পাহাড়ী ধ্বস নামে তাহলে পরিস্থিতি কিরকম ভয়াবহ হতে পারে বুঝতেই পারছ। প্রাথমিকভাবে এটা একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে মনে হলেও কিন্তু এর পিছনে কোনো মানুষের হাত থাকাটা একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। কেউ হয়তো এ কথা জানেই না। সে যাইহোক, এর প্রতিক্রিয়া কি জান, ধ্বস সরিয়ে রাস্তা-ঘাট মেরামত করতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে, আর এখন আমরা বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আর আপাতত আমাদের এখানে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। তাই মরসুমের শুরুতেই যখন এখানে ভয়ঙ্কর তুষারপাত হচ্ছে, তখন নিচে উপত্যকার সঙ্গে যোগাযোগ করা একেবারে অসম্ভব।'

এরকুল পোয়ারো বিছানায় উঠে বসল। নরম গলায় সে বলল : 'ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলের বলে মনে হচ্ছে।'

ইন্সপেক্টার মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের কমিশনার সাহেবের খবর একেবারে নির্ভুল, আর সেই খবরটা হলো এই রকম, ম্যারাস্কডের এখানে মিলিত হওয়ার কথা তার দলের সদস্যদের সঙ্গে আর তাদের সেই সাক্ষাৎকারে যে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত।'

এরকুল পোয়ারো অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে উঠল। 'কিন্তু এটা অকল্পনীয়, অবাস্তব।'

'আমি স্বীকার করছি।' ইন্সপেক্টার ড্রয়েট তার হাতদুটো শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এটা কোনো সাধারণ বুদ্ধিতে মেনে নেওয়া যায় না, কিন্তু ঘটনা এরকমই। জানো বন্ধু, এই ম্যারাস্কড লোকটি অকল্পনীয় প্রাণী! আমি নিজেও', সে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'মনে করি সে একটা পাগল!'

পোয়ারো বলল : 'একজন পাগল আর একজন খুনী!'

ড্রয়েট শুকনো গলায় বলল : 'আমি স্বীকার করছি, এটা মজাদার কিছু নয়, আর কৌতূহল জাগাবার মতোও কিছু নয়।'

পোয়ারো ধীরে ধীরে বলল, 'কিন্তু যদি সে তার দলের সদস্যদের সঙ্গে এখানে মিলিত হতে চায়, আর এখন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এত উঁচু পাহাড়ে প্রচণ্ড তুষারপাতের

দরুন ধ্বস যখন নেমেছে, এবং বহির্জগৎ থেকে যোগাযোগ যখন বিচ্ছিন্ন, তখন মনে হয় ইতিমধ্যে সে এখানে এসে গেছে।'

ড্রয়েট শান্তভাবে বলল, 'আমি জানি।'

তারা দু'জনেই মিনিট দুইয়েকের জন্য চুপ করে রইল। তারপর পোয়ারোই প্রথমে মুখ খুলল আবার : 'তবে কি ডাঃ লুৎস? সে-ই কি ম্যারাস্কড হতে পারে?'

ড্রয়েট মাথা নেড়ে বলল, 'আমার তা মনে হয় না। একজন সত্যিকারের ডাঃ লুৎস আছেন। কাগজে আমি তাঁর ছবি দেখেছি, একজন বিশিষ্ট সম্মানিত এবং সুপরিচিত মানুষ। আর এই মানুষটির সঙ্গে সেই ছবির হুবহু মিল আছে।'

পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল : 'যদি ম্যারাস্কড একজন অভিনেতার মতো ডাঃ লুৎস-এর ছদ্মবেশে এখানে এসে থাকে, তাহলে আমার মনে হয় সে তার ভূমিকায় বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অভিনয় করে যেতে পারবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাই কি সে? সে যে ছদ্মবেশ ধারণ করতে দক্ষ এ কথা আমি কখনো শুনিনি। আর এ ভাবে প্রতারণা করার স্বভাবও তার নয়। অথচ সেই লোকটা একটা বন্য বরাহ, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, যে অন্ধ ক্রোধে মানুষকে আঘাত করে থাকে।'

পোয়ারো বলল, 'একই ব্যাপার।'

ড্রয়েট সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করল, 'আহ্ হ্যাঁ, বিচার ব্যবস্থার তোয়াক্কা না করে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। অতএব ছদ্মবেশ ধারণ করতে বাধ্য হয় সে। তাই মনে হয়, সে এখানে ছদ্মবেশেই রয়েছে।'

'তার বিবরণ তুমি জানো? মানে তার চেহারাটা কি রকম বলতে পারো?'

ড্রয়েট কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল : 'সরকারীভাবে তার ফটো আর দেহের মাপ ইত্যাদি আজই আমাকে পাঠাবার কথা। আমি কেবল জানি, বছর তিরিশ বয়সের লোক সে, মাঝারি উচ্চতা, গায়ের রঙ কালো। উল্লেখযোগ্য চিহ্ন বলতে কিছুই জানা নেই আমার।'

পোয়ারো কাঁধ ঝাঁকাল। 'সে তো যে কোনো লোকের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। তাই তাতে কি সেই নির্দিষ্ট লোকটিকে চেনা যেতে পারে? সে যাইহোক, ওই আমেরিকান ভদ্রলোক স্কুয়ার্জ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'আমি ঠিক এই প্রশ্নটাই করতে যাচ্ছিলাম তোমাকে। তুমি তো তার সঙ্গে কথা বলেছ, আর আমি মনে করি তুমি বহু আমেরিকান ও ইংরেজদের সঙ্গে বসবাস করেছ। আপাতদৃষ্টিতে তাকে সাধারণ দর্শনার্থী বলেই মনে হয়। তার পাসপোর্টের কোনো গোলমাল নেই। সে যাইহোক, একটা ব্যাপার আমার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে, এতো জায়গা থাকতে কেন সে তার দর্শনীয় স্থান হিসেবে এমন একটা দুর্গম জায়গা বেছে নিতে গেল? তবে আমেরিকানরা যখনই কোথাও ভ্রমণ করে সেটা একেবারেই সব হিসেবের বাইরে। তা তুমি নিজে কি মনে করো?'

এরকুল পোয়ারো বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর কি ভেবে সে বলল,

'ওপর ওপর তাকে দেখে মনে হয়, ক্ষতিকারক সে নয়, একটু যা গায়েপড়া ভাব আছে তার মধ্যে, অযাচিতভাবে অপরিচিত লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। হয়তো তাকে বিরক্তিকর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাকে একজন বিপজ্জনক লোক বলে চিহ্নিত করতে একটু অসুবিধে আছে।' পোয়ারো তার কথার জের টেনে বলতে থাকে : 'কিন্তু এখানে আরও তিনজন লোক যে এসেছে, তাদের কথাও ভাবতে হবে।'

ইন্সপেক্টার মাথা নাড়ল। তার মুখটা দেখে মনে হলো, হঠাৎ সে যেন আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল, মাথা নেড়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমরা যাদের খুঁজছি, ওদের আচরণ, ওদের হাবভাব প্রায় সেরকমই বলে মনে হয়। আমি শপথ নিয়ে বলছি মঁসিয়ে পোয়ারো, ওই তিনজন লোক ম্যারাস্কডের দলের সদস্য না হয়ে যায় না। তারা কঠোর প্রকৃতির রেসুড়ো, এরকম লোক আগে কখনো আমি দেখিনি। আর আমার মনে হয়, এদের তিনজনের মধ্যে একজন ম্যারাস্কড নিজেই!'

এরকুল পোয়ারো মনে করার চেষ্টা করল, তার চোখের সামনে সেই তিনটি মুখ ভেসে উঠল। একজনের প্রশস্ত মুখ, চোখের ভ্রূদুটি ঝুলে পড়েছে, চওড়া চোয়াল, নোংরা এবং মুখ পশুর মতো নিষ্ঠুর দেখতে। আর একজন রোগাটে, তীক্ষ্ণ ধারাল মুখ এবং চোখের চাহনি নিরুত্তাপ। আর তৃতীয় জনের মুখ পাণ্ডুর।

হ্যাঁ, এই তিনজন লোকের মধ্যে একজন ম্যারাস্কড হতে পারে। কিন্তু তাই যদি হয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন এসে যায়, কেন, কেন ম্যারাস্কড আর তার দলের দুই সদস্য একসঙ্গে ভ্রমণ করে পাহাড়ের ওপর এমন একটা ইঁদুর ধরার ফাঁদের মতো জায়গায় আসতে গেল? তাদের সাক্ষাৎকারের জায়গা কোনো নিরাপদ জায়গায় করা যেত, যেমন ধরা যাক কোনো কাফে, রেল স্টেশনে, কোনো ভীড়ে-ঠাসা সিনেমা হলে, জনসাধারণের পার্কে, কিংবা অন্য কোনো জায়গায় যেখানে পালাবার অনেক সুযোগ আছে, এখানে নয়, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক ওপরে তুষারাবৃত জনবসতিহীন এমন একটা জায়গায় নয়!

পোয়ারো এ সব প্রশ্নই তুলে ধরার চেষ্টা করল ইন্সপেক্টার ড্রয়েটের সামনে এবং সব শুনে ড্রয়েট সঙ্গে সঙ্গে তার কথায় সায় দেয়। তা সত্ত্বেও সে বলল, 'কিন্তু হ্যাঁ, এটা অকল্পনীয়, এর কোনো মানে হয় না।'

'যদি এটা একটা সাক্ষাৎকারের ব্যাপারই হয়, তাহলে কেনই বা তারা একসঙ্গে ভ্রমণ করতে গেল? না, এর থেকেই বোঝা যায় যে, অবশ্যই এর কোনো মানে হয় না।'

ড্রয়েট বলল, তার মুখটা খুবই চিন্তাক্লিষ্ট বলে মনে হলো।

'সেক্ষেত্রে আমাদের এখন দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখতে হবে। ধরে নেওয়া যাক যে, এই তিন ব্যক্তি ম্যারাস্কডের দলের সদস্য এবং তারা এখানে এসেছে ম্যারাস্কডের সঙ্গে দেখা করতে। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই ম্যারাস্কড?'

প্রশ্নটা পোয়ারোকেও যেন ভাবিয়ে তুলেছে। তাই সে জিজ্ঞেস করল, 'হোটেলের কর্মচারীদের ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়?'

ড্রয়েট কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল : 'বলতে গেলে এখানে কোনো কর্মচারী নেই। একজন বৃদ্ধা রাঁধুনী আছে, আর আছে তার বৃদ্ধ স্বামী জ্যাকুইস। আমার যতদূর মনে পড়ে, তারা এখানে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে রয়েছে। আর এখানে একজন ওয়েটার আছে, যার ভূমিকায় আমি এখন অভিনয় করছি, ব্যাস এই পর্যন্ত।'

পোয়ারো বলল, 'তুমি যে আসলে কে, হোটেলের ম্যানেজার নিশ্চয়ই জানেন?'

'স্বভাবতই। ওঁর সহযোগিতা তো আমাদের একান্ত প্রয়োজন।'

'উনি যে চিন্তিত,' এরকুল পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'সেরকম কিছু কি লক্ষ্য করেছ তুমি?'

পোয়ারোর এই মন্তব্য ড্রয়েটকেও ভাবিয়ে তুলল। চিন্তিতভাবে সে বলল, 'হ্যাঁ, সেরকমই যেন মনে হয়।'

'উনি যে পুলিশের কাজে জড়িয়ে পড়ছেন, হয়তো নেহাতই এই জন্যেও তিনি চিন্তিত হতে পারেন।'

'কিন্তু তুমি কি তার থেকেও বেশি কিছু ভাবছ? তুমি কি ভাবছ, উনি এ ব্যাপারে হয়তো কিছু জানেন, এমন কিছু কি?'

'হ্যাঁ, আমার সে রকমই মনে হয়েছে, ব্যাস এই পর্যন্ত।'

ড্রয়েট বিষণ্ণ গলায় বলল, 'আমি অবাক হচ্ছি।' এখানে একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করল, 'তোমার কি মনে হয়, কেউ তার পেট থেকে কোনো গোপন তথ্য বার করতে পারে?'

পোয়ারোর সন্দেহ, তা সম্ভব নয়। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আমার মনে হয় আমাদের এই সন্দেহের কথা তাঁকে জানতে না দিলেই বোধহয় ভাল হয়। যাইহোক, ওঁর ওপর নজর রেখো তুমি, ব্যাস এটা করতে পারলেই যথেষ্ট।'

ড্রয়েট মাথা নাড়ল। তারপর সে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল : 'মঁসিয়ে পোয়ারো, তোমার কিছু কি বলার নেই? আমি, আমি তোমার খ্যাতির কথা জানি। আমাদের এই দেশে তোমার অনেক সুখ্যাতির কথা শুনেছি।'

পোয়ারো বিহ্বল হয়ে বলল :

'এই মুহূর্তে আমি কোনো পরামর্শ দিতে পারব না। এই কারণটা আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে, এই জায়গায় সাক্ষাৎকারটাই এর কারণ। সত্যি কথা বলতে কি, হ্যাঁ সাক্ষাৎকারের জায়গাটা এক্ষেত্রে একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে! কারণ, সেই কারণটাই বা কি?'

'অর্থ?' ড্রয়েট অতি সংক্ষেপে শুধু একটি শব্দই উচ্চারণ করল।

'উনি প্রথমে লুণ্ঠিত হন, তারপর সেই সঙ্গে খুনও হন। হ্যাঁ, সেই বেচারা হলেন স্যালী!'

'হ্যাঁ, ওঁর কাছে প্রচুর অর্থ ছিল, যা উধাও হয়ে গেছে।'

'তার মানে তুমি কি মনে করো সেই অর্থ দলের সব সদস্যদের মধ্যে ভাগাভাগি করার জন্যেই কি এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে?'

'এটা একটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ধারণা।'

পোয়ারো অসন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, কিন্তু এখানে কেন?' ধীরে ধীরে সে বলতে থাকল, 'অপরাধীদের পক্ষে সাক্ষাৎকারের জন্য এটা সবচেয়ে খারাপ একটা জায়গা। তবে এটা এমন একটা জায়গা যেখানে কেউ একজন মহিলার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসতে পারে...'

ড্রয়েট আগ্রহসহকারে কয়েক পা এগিয়ে এলো। উত্তেজিত হয়ে সে বলে উঠল, 'তা তুমি কি মনে করো—?'

'আমি মনে করি,' পোয়ারো বলল, মাদাম গ্রান্ডিয়ার রীতিমতো একজন সুন্দরী মহিলা। আমার মনে হয়, ওঁর খাতিরে যে কেউ দশ হাজার ফুট উঁচু এই পাহাড়ে উঠে আসতে কোনো অসুবিধেবোধ করবে না, তার মানে ওই মহিলা যদি এরকম পরামর্শ দিয়ে থাকেন।'

'জানো,' ড্রয়েট বলল, 'তুমি যা বললে তাতে আমি দারুণ কৌতূহলবোধ করছি। এ কেসের সঙ্গে উনি যে জড়িত থাকতে পারেন আমি কখনো ভাবতেও পারিনি। হাজারহোক, বহু বছর ধরে তিনি এখানে আসছেন।'

পোয়ারো নরম গলায় বলল, 'হ্যাঁ, এটাই তো একটা বাড়তি সুযোগ তাঁর পক্ষে। প্রতি বছরই যখন ওঁকে এখানে দেখা যাচ্ছে, তাহলে তো সেক্ষেত্রে উনি এখানে একটা পরিচিত মুখ। অতএব এখানে তাঁর উপস্থিতিকে কারোর মনে কোনো সন্দেহই জাগাতে পারে না। কোনো মন্তব্যেরও প্রয়োজন হতে পারে না। আর তাঁর সম্পর্কে এই পরিষ্কার সার্টিফিকেটের সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি পুরোপুরিভাবে। এটা একটা কারণ হতে পারে, কেন পারে না, কেনই বা রচিরস্ নেইগিস জায়গাটা নির্বাচন করা হয়েছে?'

ড্রয়েট উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ মঁসিয়ে পোয়ারো আপনার এই ধারণাটা অভ্রান্ত। এটা আমি আমার পরবর্তী অনুসন্ধানের কাজে লাগাব। আশাকরি তাতে সাফল্য পাওয়া যেতে পারে।'

সেদিন আর কোনো ঘটনা ঘটল না। সৌভাগ্যবশত হোটেলে সবরকম ব্যবস্থাই করা ছিল। ম্যানেজার আশ্বাস দিয়ে বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজনীয় সব কিছুর যোগান অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যোগানদাররা।

ওদিকে এরকুল পোয়ারো ডাঃ কার্ল লুৎস-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। এবং অপ্রত্যাশিতভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তবে ঠিক প্রত্যাখ্যাত নয়, বরং বলা যায় নিরাশ হওয়া। ডক্টর সহজভাবেই তাকে জানান যে, সাইকলজি তাঁর পেশাদারী কাজ আর এই কারণে তিনি এ ব্যাপারে অপেশাদার কর্মীর সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা করতে চান না। ঘরের এক কোণায় বসে তিনি একটা বিরাট জার্মান বই পড়ছিলেন, মানুষের অবচেতন মনের ওপর লেখা বই। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর নোটবুকে তাঁর প্রয়োজনীয় নোটগুলি লিখে রাখছিলেন।

তারপরেই এরকুল পোয়ারো ঘরের বাইরে চলে এসে রান্নাঘরের চত্তরের সামনে

উদ্দেশ্যহীনভাবে পায়চারি করতে থাকে। এখানেই সে বৃদ্ধ জ্যাকুইসের কথা বলতে শুরু করে দেয়। লোকটা রুঢ়ভাষী, বদমেজাজী এবং সন্দেহজনক। তবে তার স্ত্রী বৃদ্ধা রাঁধুনী যথেষ্ট নম্র এবং তার কথাবার্তা বেশ মার্জিত, তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয়। সৌভাগ্যবশত কথায় কথায় পোয়ারোকে সে বলল, টিনে প্যাক করা প্রচুর খাবার মজুত থাকার কথা থাকলেও সে নিজে মনে করে খুব কম খাবারই আছে টিনের ভেতরে। ঈশ্বর কখনোই চান না টিনের খাবার খেয়ে মানুষ জীবনধারণ করুক।

একসময় তাদের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল হোটেলের কর্মচারীদের নিয়ে। জুলাই মাসের গোড়ায় পরিচারিকা এবং অতিরিক্ত ওয়েটাররা এসে পৌঁছয়। কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থা যা তাতে মনে হয় না, আগামী তিন সপ্তাহ বা কেন তার পরেও তাদের আসার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। বেশির ভাগ লোক এখানে সকালের দিকে আসে, মধ্যাহ্নভোজ সারার পরেই চলে যায়, থাকে না এখানে। সে, তার স্বামী জ্যাকুইস এবং একজন ওয়েটার সহজেই তাদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'গুস্তভ আসার আগে এখানে আর একজন ওয়েটার ছিল কি?'

'হ্যাঁ, ছিল বৈকি। বেচারা ওয়েটার, কাজে কোনো দক্ষতা ছিল না, ছিল না কোনো অভিজ্ঞতা। আদৌ তার কাজের কোনো ছিরি ছিল না।'

তার পরিবর্তে গুস্তভ আসার আগে সে এখানে ঠিক কতদিন ছিল বলতে পার?'

'মাত্র কয়েক দিন। অকাজের লোক, তাই স্বভাবতই তাকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়। এতে আমরা কেউই বিস্মিত হইনি। এটাই ভবিতব্য ছিল।'

পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল, 'অযথা সে তার বরখাস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি?'

'আহা না, নিঃশব্দে সে চলে গেছল। এ ছাড়া আর কিই বা সে আশা করতে পারে? এটা একটা প্রথম শ্রেণীর হোটেল। তাই বোর্ডাররা এখানে ভাল পরিষেবা অবশ্যই আশা করতে পারে।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর সে কোথায় গেল?'

'মানে সেই রবার্টের কথা বলছেন তো?' রাধুনী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'যে অখ্যাত কাফে থেকে সে এসেছিল নিঃসন্দেহে সেখানেই ফিরে গিয়ে থাকবে বলে আমার মনে হয়।'

'সে কি তারে টানা ট্রেনে চড়ে নিচে নেমে গেছল?'

পোয়ারোর দিকে কৌতূহলী চোখ তুলে তাকাল সে।

'এটাই তো স্বাভাবিক মঁসিয়ে। এটা ছাড়া আর কোন পথেই বা যাবে বলুন?'

পোয়ারো এবার জিজ্ঞেস করল, 'অন্য কেউ কি তাকে ফিরে যেতে দেখেছিল?'

তারা দু'জনেই স্থির চোখে পোয়ারোর দিকে তাকাল। 'আহ্! আপনি কি মনে করেন ওই রকম একটা জানোয়ারকে কেউ বিদায় জানাতে এগিয়ে যাবে, তাকে ঘটা করে

বিদায় সম্বর্ধনা জানাবে? তাছাড়া প্রত্যেকেই যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, সময় কোথায় তার কে কখন চলে গেল সেদিকে নজর দেবার?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই', পোয়ারো তার কথায় সায় দিল।

ধীরে ধীরে সে এগিয়ে গেল, স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় সে বাড়িটার দিকে তাকাল, বিরাট হোটেল ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত। বর্তমানে একটা অংশই খোলা রয়েছে। অন্য সব অংশে অনেকগুলো ঘর, সব বন্ধ, যেখানে কেউই প্রবেশ করতে পারে না।

হোটেলের একেবারে এক কোণায় এসে হাজির হলো সে এবং সেই তিনজন তাসের খেলোয়াড়ের পিছনে ছুটে গিয়ে প্রায় তাকে ধরে ফেলল। এ সেই পাণ্ডুর মুখের এবং বিষণ্ণ চোখের লোকটি। অভিব্যক্তিহীন চোখে সে তাকিয়েছিল পোয়ারোর দিকে। কেবল তার ঠোঁটদুটো মাঝে মাঝে ঈষৎ ফাঁক হচ্ছিল আর তখনি বেয়াদপ দাঁতাল ঘোড়ার মতো মনে হচ্ছিল তার মুখটা।

পোয়ারো তাকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তার আগে আগে তখন একটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে চলেছিল, সেটি দীর্ঘাঙ্গী পরমা সুন্দরী মাদাম গ্র্যান্ডিয়ারের।

পোয়ারো তার চলার গতি বাড়িয়ে একটু পরেই তাঁকে ধরে ফেলল এবং বলে উঠল : 'শুনেছেন নিশ্চয়ই তার-বাহিত ট্রেনের দুর্ঘটনার কথা? এ এক চরম দুর্দশা, তাই না? আশাকরি মাদাম, এতে আপনি কোনোরকম অস্বস্তিবোধ করছেন না?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'এটা আমার কাছে নীরস, আকর্ষণহীন বলেই মনে হচ্ছে।' তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গভীর, যেন একেবারে খাদে নেমে গেছে। পোয়ারোর দিকে তিনি আর তাকালেন না। জোরে জোরে পা ফেলে তিনি আগে আগে এগিয়ে হোটেলের একপাশে ছোট্ট দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

এরকুল পোয়ারো আজ একটু তাড়াতাড়িই শয্যা নিলো। এবং অচিরেই নিদ্রাদেবী তার চোখ জোড়ায় ভর করল। মাঝরাতে কোনো একসময় তার ঘুম ভেঙে গেল এক অস্বাভাবিক শব্দে।

তার মনে হলো কেউ যেন তার ঘরে দরজার তালা ভাঙার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানায় উঠে বসে বেডসুইচটা টিপতেই ঘরটা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার তালা ভেঙ্গে যায় এবং সেটা খুলে গেল মুহূর্তের মধ্যে। দরজার ওপারে সেই তিনজন তাস-খেলোয়াড় দাঁড়িয়েছিল। পোয়ারোর মনে হলো, তারা ঈষৎ মদ্যপ। বোকা-বোকা মুখ তাদের, তবুও তাদের চোখে-মুখে একটা অমঙ্গলের ছায়া পড়ে থাকতে দেখল পোয়ারো। তাদের একজনের হাতে একটা ধারাল ক্ষুর জ্বলজ্বল করতে দেখল সে।

বিরাট চেহারার লোকটা এবার তার দিকে এগিয়ে এলো। চিৎকার করে বলে উঠল সে, 'বাঃ, বাঃ এখানে এসেও শুয়োরের বাচ্চা গোয়েন্দা আমাদের পিছনে লাগানো হয়েছে!'

পোয়ারো তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখল, কোনোরকম স্নায়ুদুর্বলতা অনুভব করল না সে। সে জানে এ ধরনের অসামাজিক লোকেরা যত গর্জায় ঠিক ততটা বর্ষায় না।

যাইহোক, তারা তিনজন কি এখানে তাদের আসার উদ্দেশ্য নিয়েই বিছানায় প্রতিরোধহীন একজন লোকের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকল।

'আমরা ওকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলব। প্রথমে আমরা এই ক্ষুর দিয়ে ওর মুখ ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলব। তবে আজ রাতে এই লোকটা আমাদের প্রথম শিকার নয়।'

তারা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে থাকল পোয়ারোর দিকে, ধারাল ক্ষুরটা আলোয় ঝলসে উঠল। আর তখনি তাদের পিছন থেকে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর গর্জে উঠতে শোনা গেল :

'গুলি করুন ওদের!'

সঙ্গে সঙ্গে তারা পিছন ফিরে তাকাতেই স্কুয়ার্জকে অদ্ভুত ডোরাকাটা পায়জামা পরিহিত অবস্থায় দেখা গেল। তিনি দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর হাতে ধরা ছিল একটা অটোমেটিক রিভলবার। তিনি ট্রিগার টিপতেই তপ্ত বুলেট সেই বিরাট চেহারার লোকটার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে জানালার কাঠের ফ্রেমে গিয়ে বিঁধলো।

তারপরেই তিনজোড়া হাত দ্রুত ওপরে উঠতে দেখা গেল।

স্কুয়ার্জ বলে উঠলেন : 'মঁসিয়ে পোয়ারো, একটু কষ্ট করবেন?'

মুহূর্তে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল এরকুল পোয়ারো। জ্বলজ্বলে ধারাল ক্ষুরটা সংগ্রহ করে সেই তিনজন লোকের দেহ তল্লাসী করল তাদের কাছে অন্য অস্ত্র আছে কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

স্কুয়ার্জ আবার বললেন, 'এখন চলুন এগোনো যাক! করিডর সংলগ্ন একটা বিরাট কাপবোর্ড আছে। তাতে কোনো জানালা নেই, কেবলমাত্র একটা দরজা।'

তিনজনকে তার মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন তিনি। তারপর তিনি পোয়ারোর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, আবেগ-কম্পিত গলায় তিনি বলে উঠলেন: 'যদি আমি ওরকম ভয় দেখানোর মতো কাজটা না করতাম কি হতো বলুন তো? জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, ফাউন্টেন স্প্রিং-এ কয়েকজন লোক এখানে আসার সময় আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল, তাদের সেই হাসার কারণ আমি তাদের বলেছিলাম একটা বন্দুক সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন বলে মনে করেন?' তারা জিজ্ঞেস করেছিল। 'একটা জঙ্গলে!' উত্তরে আমি বলেছিলাম। ঠিক আছে স্যার, আমি বলব হাসি আমার সাথেই আছে, শেষ হাসি আমিই হাসব। আচ্ছা, আপনি কখনো একসঙ্গে এতগুলো কুৎসিত অসামাজিক লোক দেখেছেন?'

পোয়ারো ধীরে ধীরে বলল, 'প্রিয় মঁসিয়ে স্কুয়ার্জ, আপনি ঠিক সময়ে এসেছিলেন বলেই এ যাত্রায় আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম। তা না হলে এখানে একটা বিয়োগান্ত নাটক মঞ্চস্থ হতে দেখা যেত। এর জন্য আমি আপনার কাছে খুবই ঋণী হয়ে গেলাম।'

'না, না, ওসব কিছুই নয়। এখন আপনি এখান থেকে কোথায় যাবেন বলুন! পুলিশের হাতেই এই তিনজন দুর্বৃত্তকে তুলে দেওয়া উচিত, কিন্তু আমরা তা করতে

পারি না। এটা এমন একটা সমস্যা যার সমাধান করা খুবই কঠিন। হয়তো ম্যানেজারের সঙ্গে পরামর্শ করাটাই ভাল হবে।'

এরকুল পোয়ারো বাধা দিয়ে বলে উঠল: 'আহা, এর মধ্যে আবার ম্যানেজারকে জড়ানো কেন? আমার মনে হয় প্রথমে ওয়েটারের সঙ্গে পরামর্শ করলে ভাল হয়। ওয়েটার গুস্তভ ওরফে ইন্সপেক্টার ড্রয়েট। হ্যাঁ, ওয়েটার গুস্তভ একজন সত্যিকারের গোয়েন্দা!'

স্কুয়ার্জ অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

'আর তাই বুঝি তাঁরা ওঁকেও....'

'ওঁকেও কি মঁসিয়ে স্কুয়ার্জ?'

'এই সব জোচ্চোর অসৎ লোকেদের হামলা করার তালিকায় আপনার স্থান দ্বিতীয়। আগেই তারা গুস্তভের ওপর আক্রমণ করে এসেছে।'

'কি বললেন?'

'আসুন আমার সঙ্গে, নিজের চোখেই দেখবেন চলুন। ডাক্তার ওঁর চিকিৎসায় ব্যস্ত এখন।'

একেবারে টপ ফ্লোরে ড্রয়েটের ঘরটা বেশ ছোট। ড্রেসিংগাউন পরিহিত ডাঃ লুৎস গুস্তভের আহত মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধতে ব্যস্ত। তারা ঘরে ঢুকতেই তিনি মুখ ঘুরিয়ে চকিতে একবার তাদের দেখে নিলেন।

'আহ্! মঁসিয়ে স্কুয়ার্জ, আপনি এসে গেছেন? এটা একটা অত্যন্ত খারাপ ব্যাপার। কি ভয়ঙ্কর কসাই ওরা! কি ভয়ঙ্কর অমানবীয় দানব ওরা!'

ড্রয়েট তখনো স্থির হয়ে শুয়েছিল, অস্পষ্টভাবে গোঙাচ্ছিল।

স্কুয়ার্জ জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি কি বিপদগ্রস্থ?'

'আপনি যা ভাবছেন, অর্থাৎ উনি মারা যাবেন না। তবে ওঁর এখন কথা না বলাই ভাল, আর কোনোরকম উত্তেজনাও নয়। ক্ষতস্থানে আমি ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছি, এখন সেপটিক্ হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই।'

তারা তিনজন একসঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। স্কুয়ার্জ পোয়ারোকে বলল : 'আপনি বলছেন, গুস্তাভ একজন পুলিশ অফিসার?'

এরকুল পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'কিন্তু রুচিরস্ নেইগিসে কি করছিল সে?'

'একজন ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অপরাধীর সন্ধান করতে এসেছে সে এখানে।' সংক্ষেপে ঘটনার কথা বলল পোয়ারো।

এবার ডাঃ লুৎস বললেন : 'আপনি কি ম্যারাস্কডের কথা বলছেন? কাগজে এই কেসটার ব্যাপারে আমি পড়েছি। ওই লোকটার সঙ্গে মিলিত হওয়ার খুব ইচ্ছে আমার। এ কেসের গভীরতা অনুধাবন করে আমার মনে হয়েছে তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা আছে। তাই আমি তার ছেলেবেলার বিস্তারিত খবর জানতে চাই।'

'আর আমি', এরকুল পোয়ারো বলল, 'এই মুহূর্তে সে এখন কোথায় আছে আমি জানতে চাই।'

স্কুয়ার্জ কি ভেবে বলে উঠল, 'কাপবোর্ডে বন্দী করা ওই তিনজনের মধ্যে কেউ একজন নয় তো?'

পোয়ারো অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এটা সম্ভব, কিন্তু আমি বড় একটা নিশ্চিত নই...আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে...' কথাটা অসমাপ্ত রেখে কার্পেটের ওপর স্থির চোখে তাকাল সে। কার্পেটের রঙটা ঈষৎ হাল্কা হলুদ রঙের এবং তার ওপর একটা গাঢ় ধূলি-মলিন বাদামি রঙের দাগ দেখতে পেল সে।

এরকুল পোয়ারো সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, 'পায়ের চিহ্ন, এই সব পায়ের চিহ্নগুলোর ওপর অন্য কেউ মাড়িয়ে গিয়ে থাকবে, আমার মনে হয় এতে রক্ত মিশে থাকতে পারে, আর মনে হয় সেগুলো হোটেলের অব্যবহৃত কোনো একটা অংশ থেকে এসে থাকবে। আসুন, যা কিছু করার আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে!'

অন্যেরা তাকে অনুসরণ করল, সুইং-ডোর দিয়ে বেরিয়ে নোংরা আধো-অন্ধকার করিডরে এসে পড়ল তারা। একটা কোণায় এসে তারা মোড় নিল, তখনও করিডরের কার্পেটের ওপর রক্তের দাগ পড়ে থাকতে দেখা গেল অর্ধেক-খোলা দরজাপথ পর্যন্ত।

পোয়ারো দরজা ঠেলে একটা ঘরের ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত চোখে চিৎকার করে উঠল।

সেটা একটা শয়নকক্ষ। বিছানাটা ব্যবহৃত, কেউ শুয়ে থাকবে হয়তো, এবং টেবিলের ওপর একটা ট্রে ভর্তি খাবার পড়ে থাকতে দেখা গেল।

মেঝের মাঝখানে একজন পুরুষের দেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। লোকটি মাঝারি উচ্চতার এবং অবিশ্বাস্য বন্যভাবে তাকে আক্রমণ করা হয়েছে। তার হাত ও বুকে প্রায় ডজনখানেক ক্ষতচিহ্ন এবং তার মাথা ও মুখের মজ্জা পর্যন্ত এমন হিংস্রভাবে আঘাত করা হয়েছে যে, হাড়-মাংস চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

স্কুয়ার্জ মৃদু চিৎকার করেই মুখ ঘুরিয়ে নিল এমন করে যে, মনে হলো সেই বীভৎস দৃশ্যটা দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে।

ডাঃ লুৎস জার্মান ভাষায় বিড়বিড় করে তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ করলেন।

স্কুয়ার্জ ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই লোকটি কে, কেউ কি জানে?'

'আমার মনে হয়,' পোয়ারো বলল, 'এখানে রবার্ট নামে পরিচিত ছিল সে, নেহাতই একজন অদক্ষ ওয়েটার।

লুৎস কাছে গিয়ে মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তিনি তাঁর একটা আঙুল উঁচিয়ে মৃতদেহের বুকের প্রতি অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন।

'মৃত লোকটির বুকে পিন দিয়ে একটা কাগজ সাঁটা রয়েছে দেখছি। কাগজটার ওপর কালি দিয়ে লেখা রয়েছে :

'ম্যারাস্কড আর কখনো কাউকে খুন করবে না। এমন কি তার বন্ধুদের লুণ্ঠনও করবে না!'

স্কুয়ার্জ হঠাৎ বলে ফেললেন, 'ম্যারাস্কড? তাহলে এই লোকটাই ম্যারাস্কড! কিন্তু এই অখ্যাত জায়গায় সে আসতে গেল কেন?

উত্তরে পোয়ারো বলল : 'ওয়েটারের ছদ্মবেশে সে এসেছিল এখানে। আর সব দিক থেকেই সে ছিল একজন খুবই খারাপ ওয়েটার, অকাজের লোক যাকে বলে। এতই খারাপ ছিল যে, তাকে যখন চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হলো কেউ আশ্চর্য হয়নি। সে নীরবে চলে যায়, সম্ভবত অ্যান্ডারম্যাটে ফিরে যাবার জন্য। কিন্তু কেউ তাকে যেতে দেখেনি। আশ্চর্য!'

লুৎস তাঁর স্বভাবসুলভ নিচু গলায় বললেন, 'তাহলে ঠিক কি ঘটেছিল বলে আপনার মনে হয় মঁসিয়ে?'

উত্তরে পোয়ারো বলল, 'আমার মনে হয়, এখানে হোটেল ম্যানেজারের মুখে ফুটে ওঠা কিছু দুশ্চিন্তার ব্যাখ্যা থেকে আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পেতে পারি। অখ্যাত জায়গার এই নির্জন হোটেলে নিরাপদে থাকতে দেওয়ার জন্য ম্যারাস্কড হয়তো তাঁকে বড় অঙ্কের অর্থ দিতে চেয়েছিল...' এখানে একটু চিন্তা করে সে আবার বলল, 'কিন্তু ম্যানেজার এ ব্যাপারে খুশি হতে পারেননি। ওহো, না, না, তিনি মোটেই খুশি হতে পারেননি।'

'আর তা সত্ত্বেও ম্যারাস্কড হোটেলের এই অব্যবহৃত অংশে থেকে যায় সে, একমাত্র ম্যানেজার ছাড়া অন্য কেউই এই খবরটা জানত না।'

'তাই মনে হয় কি জানেন, এটা খুবই সম্ভব।'

ডাঃ লুৎস জানতে চাইলেন : 'কিন্তু কেন সে খুন হলো? আর কে বা তাকে খুন করতে গেল?'

স্কুয়ার্জ চিৎকার করে বলে উঠলেন : 'এটা বলা খুবই সহজ। লুঠের টাকাটা তার দলের লোকের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা সে করেনি। সে তাদের ডাবল-ক্রস করে। এই অখ্যাত জায়গায় এসেছিল সে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকার জন্য। সে ভেবেছিল এই পৃথিবীতে তার পক্ষে আত্মগোপন করে থাকার জন্য এটাই শেষ উপযুক্ত জায়গা। কিন্তু তার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ওরা যেভাবেই হোক তার শেষ গন্তব্যস্থলের কথা জানতে পেরে তাকে অনুসরণ করে এখানে চলে আসে।' এই বলে তিনি তাঁর জুতোর ডগা দিয়ে মৃতদেহ স্পর্শ করলেন। 'আর তারা তার হিসেব এই ভাবেই করল।'

এরকুল পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল : 'হ্যাঁ, এটা সাক্ষাৎকারের জায়গা, আমরা যা ভেবেছিলাম ঠিক তা নয়।'

ডাঃ লুৎস উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন : 'এইসব কেমন করে আর কেন হলো প্রশ্নগুলো হয়তো খুবই আগ্রহের কারণ হতেও পারে, কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে খুবই চিন্তিত। যেমন ধরুন, এখানে আমাদের কাছে একজন মৃত ব্যক্তি রয়েছে। আমার হাতে একজন অসুস্থ ব্যক্তি রয়েছে, আর আছে সীমিত চিকিৎসার

যোগান। এবং আমরা এখন বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন! কত দিনের জন্য কে জানে?'

স্কুয়ার্জ আরও বললেন : 'আর এসবের সঙ্গে কাপবোর্ডে বন্দী রয়েছে তিনজন খুনী! একেই আমি একধরনের আকর্ষণীয় পরিস্থিতি বলতে পারি।'

ডাঃ লুৎস জিজ্ঞেস করলেন : 'আমরা এখন কি করব?'

পোয়ারো বলল, 'প্রথমেই আমরা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করব। তিনি অপরাধী নন, তবে উনি খুবই লোভী, অর্থের প্রতি ওঁর লোভ ভয়ঙ্কর। তিনি একজন কাপুরুষও বটে। আমরা তাঁকে যা বলব তিনি সব কিছুই করবেন। আমার ভাল বন্ধু জ্যাকুইস কিংবা তার স্ত্রী সম্ভবত কিছু সূত্রের যোগান দিতে পারে। এদিকে আমাদের তিনজন বন্দী অপরাধীদের এমন একটা নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে যেখানে আমরা তাদের নজরে রাখতে পারি যাতে পালিয়ে না যায়, অন্তত যতক্ষণ না এখানে সাহায্য এসে পৌঁছয়। আমার মনে হয় আমাদের পরিকল্পনা রূপায়িত করতে মিস্টার স্কুয়ার্জের অটোমেটিকটা খুব কাজে লাগতে পারে।'

ডাঃ লুৎস বললেন, 'আর আমি? আমি এখন কি করব?'

'ডাক্তার আপনি', পোয়ারো গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনার রোগীর ভালর জন্য যা করার আপনাকে করতে হবে। আর আমরা বাকী লোকেরা তীক্ষ্ণ নজর রাখব চারদিকে এবং অপেক্ষা করব যতক্ষণ না নিচের উপত্যকা থেকে সাহায্য এসে পড়ে। এ ছাড়া আমরা এখন কিছুই করতে পারি না।'

তিন দিন পরে একদিন সকালে হোটেলের সামনে একটা ছোটখাটো দলের লোকজন এসে হাজির হলো।

এরকুল পোয়ারোই দরজা খুলে দিল এবং আগন্তুকদের দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সে।

'সুস্বাগতম, আসুন আপনারা।'

পুলিশ কমিশনার মঁসিয়ে লেমেনটিউল দু'হাত দিয়ে পোয়ারোকে জড়িয়ে ধরলেন।

'আহা আমার বন্ধু, আমি তোমাকে কি ভাবে যে সংবর্ধনা জানাব ভেবে পাচ্ছি না। কি বিস্ময়কর ঘটনা, কিরকম আবেগে তোমাকে কাজ করতে হয়েছে, এসব আমি বেশ ভাল করেই উপলব্ধি করতে পারি। আর আমরা নিচে উপত্যকায় আমাদের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা আর ভয়ে কি ভাবেই না দিন কাটিয়েছি। ওপর থেকে তোমাদের কোনো খবর নেই, অথচ সব কিছুতেই ভয়। সে কি ভয়ঙ্কর বিপর্যয়! বেতারযন্ত্র বিকল, খবর আদান-প্রদান করার কোনো উপায় নেই।

'না, না,' পোয়ারো নিজেকে ভাল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করল। 'মানুষের যা কিছু আবিষ্কার যখন ব্যর্থ হয়, তখন যে কেউ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। আমরা জানি প্রকৃতির বিনাশ নেই, কিংবা এতটুকু ঘাটতি নেই। যেমন প্রতিদিন আকাশে সূর্য উঠবেই, এর কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না।

পুলিশ কমিশনারের ছোটখাটো পার্টি হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করল। লেমেনটিউলটা বললেন, 'আমরা কি তাহলে অনাহূত, আপনারা আমাদের আশা করেননি?' বলে তিনি হাসলেন।

পোয়ারোর মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। সে বলল : 'না, আশা করিনি এই কারণে যে, আমাদের কাছে খবর আছে, তার-বাহিত ট্রেন এখনও মেরামত হয়নি এবং চলছেও না।'

লেমেনটিউল আবেগের সঙ্গে বললেন : 'আহা, এ যে এক মহান দিন। তাতে যে কোনো সন্দেহ নেই, তুমি কি তা মনে করো না? সত্যি এটা ম্যারাস্কডের জন্যই।'

'ঠিক আছে এটা যে ম্যারাস্কডের জন্যই, মেনে নিলাম। আসুন আমার সঙ্গে।'

তারা সবাই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো। একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল তারা। ঘরের দরজা খুলে যেতেই ড্রেসিং-গাউন পরিহিত স্কুয়ার্জ বাইরে বেরিয়ে এলেন। পুলিশ কমিশনারদের দেখে তিনি অবাক হয়ে তাকালেন।

'আমি আপনাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি', তিনি তেমনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'কেন, এসব কেন আবার?'

এরকুল পোয়ারো তার কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলল, 'আর কোনো আশঙ্কা নেই, ভয় নেই। সাহায্য এসে গেছে! আমাদের সঙ্গে আসুন মঁসিয়ে। এ এক মহান মুহূর্ত। এই বলে সে সিঁড়ির পরবর্তী ধাপে উঠতে শুরু করল।

'আপনি কি ড্রয়েটের কাছে যাচ্ছেন? ভালকথা, উনি এখন কেমন আছেন?'

'ডাঃ লুৎস-এর রিপোর্ট, গত রাত্রে তিনি বেশ ভালই ছিলেন।'

তারা কথা বলতে বলতে ড্রয়েটের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। পোয়ারোই সর্বপ্রথম দরজা ঠেলে ঘোষণা করল : 'এই যে এখানে তোমার বন্য বরাহ বন্ধু। ওকে আমি জীবিত অবস্থায় তোমার হাতে তুলে দিলাম, আর দেখো সে যেন গিলোটিনকে প্রতারণা করতে না পারে।'

বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটির মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল তখনো, সে উঠে বসতে গেল। কিন্তু সে নড়াচড়া করার আগেই পুলিশ অফিসাররা তাকে ধরে ফেলল। প্রথমে স্কুয়ার্জ হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। 'কিন্তু ও তো ওয়েটার গুস্তভ, তার মানে ইন্সপেক্টার গুস্তভ।'

'হ্যাঁ, এ সেই গুস্তভই, কিন্তু সে ড্রয়েট নয়। ড্রয়েট হলো প্রথম ওয়েটার, ওয়েটার রবার্ট যে কিনা এই হোটেলের পরিত্যক্ত অংশের একটা ঘরে বন্দী ছিল, আর আমার ওপর যেদিন আক্রমণ করা হয় সেদিন রাত্রেই ম্যারাস্কড তাকে হত্যা করে।

প্রাতঃরাশের পর হতবাক আমেরিকানের কাছে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পোয়ারো বলল :

'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, এমন কতগুলি জিনিস আছে যা যে কেউ জানে, অবশ্যই সে জানতে পারে তার পেশার মাধ্যমে। একজন গোয়েন্দা এবং একজন খুনীর

মধ্যে তফাতটা কেউ কেউ আবার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারে, সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না তাকে। আর এভাবে গুস্তভকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়, সে ওয়েটার নয়, আবার অনুরূপভাবে সে পুলিশের লোকও নয়। আমার এই উপলব্ধি হলো কি করে জানেন, সারাটা জীবন তো পুলিশের সঙ্গেই কাটালাম, তাই তাদের সব কিছুই আমার নখদর্পণে। হয়তো সে নিজেকে অপরের কাছে একজন গোয়েন্দা হিসেবে চালিয়ে দিতে পারে, কিন্তু এক বিশেষ লোকের কাছে তার এই চালাকি খাটাবে না যদি সে নিজেই একজন পুলিশম্যান হয়! আর এই কারণেই আমি সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠি। সেদিন সন্ধ্যায় আমি কফি পান করিনি। আমি সেটা ফেলে দিই। আর আমি নিঃসংকোচে বলবো, আমি ঠিকই করেছি। সেদিনই অধিক রাত্রে একজন লোক আমার ঘরে এসে হাজির হয়। তার স্থির বিশ্বাস ছিল, যার ঘর সে সার্চ করতে এসেছে সে মাদকদ্রব্যে আসক্ত, কিংবা ঘুমের ওষুধে আচ্ছন্ন। নিশ্চিত হয়ে সে তখন আমার জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে আমার ওয়ালেটের সন্ধান পেয়ে গেল, যার মধ্যে আমি ইচ্ছে করেই চিঠিটা রেখে দিয়েছিলাম যাতে করে সে সেটার সন্ধান পায়। পরের দিন সকালে গুস্তভ কফি নিয়ে আমার ঘরে এসে হাজির হয়। সে আমাকে আমার নাম ধরে সম্ভাষণ জানাল এবং একটা পরিপূর্ণ আশ্বাস নিয়ে সে তার ভূমিকা পালন করল। কিন্তু তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল, ভয়ঙ্কর চিন্তিত, কারণ যেভাবেই হোক পুলিশ তার সন্ধান পেয়ে গেছল, আর এ খবরটা জানতে পাবার জন্যই তার এই দুশ্চিন্তা। পুলিশ জেনে গেছে সে এখন কোথায় আর এই কারণেই তার এই বিপর্যয়। এতে তার সব পরিকল্পনা বানচাল হওয়ার উপক্রম হয়ে যায়। ইঁদুর ফাঁদে পড়ার মতো অবস্থা তখন তার।'

স্কুয়ার্জ বললেন, 'বোকার মতো কেউ কি কখনো এখানে আসে? কেনই বা সে এখানে আসতে গেল?'

পোয়ারো গম্ভীরভাবে বলল, 'আপনি ওকে যতটা বোকা ভাবছেন ও ঠিক ততটা বোকা নয়। বহির্জগৎ থেকে দূরে, বহু দূরে একটা অতি নির্জন অবসরকালীন জায়গার প্রয়োজন ছিল তার, খুব জরুরী প্রয়োজন, যেখানে সে একজন নির্দিষ্ট লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারে। এবং যেখানে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটতে পারে।'

'কোন সে ব্যক্তি জানতে পারি?'

'ডাঃ লুৎস।'

'ডাঃ লুৎস? সেও কি একজন অসাধু, জোচ্চোর! নাকি ডাঃ লুৎসের ছদ্মনামে অন্য কেউ সে?'

'ডাঃ লুৎস সত্যিকারেরই ডাঃ লুৎস। কিন্তু বার্ড স্পেশালিস্ট সে নয়। বন্ধু, সে একজন সার্জন, শল্য চিকিৎসক, একজন সার্জন যে কিনা মুখাকৃতি সংক্রান্ত সার্জারিতে বিশেষজ্ঞ। আর এই কারণেই ম্যারাস্কডের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এখানে এসেছিল সে। বেচারা এখন তার নিজের দেশ থেকেই বিতাড়িত। এখানে একজন লোকের সঙ্গে

মিলিত হয়ে তার মুখের অবয়ব তার সার্জিকাল দক্ষতার সঙ্গে বদলে দেওয়ার জন্য মোটা টাকার প্রস্তাব পেয়েছিল সে। হয়তো সে আন্দাজ করে থাকবে, লোকটি দাগী অপরাধী। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে কি সে সব জেনে-শুনেই ব্যাপারটা চেপে গেছল, চোখ বন্ধ করে রেখেছিল? আর এ কথা উপলব্ধি করেই কি তারা বিদেশে কোথাও কোনো নার্সিংহোমে গিয়ে এই অপারেশনের কাজ করার ঝুঁকি নেয়নি? হ্যাঁ, ঠিক তাই, এই কারণেই তারা এই নির্জন জায়গাটা বেছে নিয়েছিল, তাছাড়া মরসুমের শুরুতে এখানে বড় কেউ একটা আসে না, কেবল একটা অদ্ভুত কিছুর খোঁজে কিংবা কোনো ব্যক্তির দর্শনে, যেখানে ম্যানেজার এমন একজন ব্যক্তি যার অর্থের খুব প্রয়োজন ছিল, যাকে ঘুষ দিয়ে যে কোনো অন্যায় কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। এ সব দিক থেকে এই জায়গাটা খুবই আদর্শ বলে মনে হয়েছিল তার।'

'কিন্তু যেমন আমি বললাম, ব্যাপারগুলো সব কেমন যেন ভুল হয়ে গেল। যেমন ম্যারাস্কড প্রতারিত হয়েছিল। তার তিনজন দেহরক্ষী, এখানে যার সঙ্গে তাদের মিলিত হওয়ার কথা ছিল এবং তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবার কথা ছিল তারা এখনও পর্যন্ত এখানে এসে পৌঁছয়নি। যে পুলিশ অফিসারের ওপর দায়িত্ব ছিল এই হোটেলের একজন ওয়েটারের ভান করা তাকে অপহরণ করা হয় এবং তার জায়গায় ম্যারাস্কড অংশ নেয়। অপরাধীর দল তার-বাহিত ট্রেনে দুর্ঘটনা ঘটাবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেটা একটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। পরের দিন সন্ধ্যায় ড্রয়েট খুন হয় এবং তার বুকে পিন দিয়ে একটা কাগজ লটকে দেওয়া হয়। আশা করা গেছল, সারা বিশ্বে খবর যখন ছড়িয়ে পড়বে ততক্ষণে ম্যারাস্কডের মৃতদেহ ড্রয়েটের মৃতদেহ হিসেবে কবর দেওয়া হয়ে যাবে। ডাঃ লুৎস কালবিলম্ব না করে অপারেশনের কাজ সম্পন্ন করে ফেলে। কিন্তু এক্ষেত্রে এরকুল পোয়ারোর মুখ বন্ধ করতে হবে। তাই তাকে আক্রমণ করার জন্য দলটাকে পাঠানো হয়। বন্ধু, আপনাকে ধন্যবাদ—'

স্কুয়ার্জের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনের জন্য এরকুল পোয়ারো তার মাথা অবনত করল।

উত্তরে স্কুয়ার্জ পাল্টা কৃতজ্ঞতা দেখাতে গিয়ে বললেন, 'সত্যিই আপনি মহান, এরকুল পোয়ারোই বটে!'

'স্পষ্টতই তাই।'

'আর সেই মৃতদেহ দেখে মুহূর্তের জন্য আপনি বোকা বনে যাননি, এই তো? কারণ আপনি সর্বক্ষণ জেনে এসেছেন, সে ম্যারাস্কড নয়, তাই না?'

'অবশ্যই!'

'কিন্তু কেন আপনি সে কথা আপনার বিশ্বস্ত মানুষজনকে বললেন না?'

'কারণ আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে সত্যিকারের ম্যারাস্কডকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলাম বলে।'

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বিড়বিড় করে সে আরও বলল :

'আমি চেয়েছিলাম ইরিম্যান্থিয়ানের বন্য বরাহকে জীবিত অবস্থায় ধরবার জন্য...'

অ্যাজিয়ান আস্তাবল

THE AUGEAN STABLES

'দ্য অ্যাজিয়ান স্টেবলস্' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে "দ্য স্ট্র্যান্ড" পত্রিকায়।"

'মঁসিয়ে পোয়ারো, পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল।' এরকুল পোয়ারোর ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেল। সে প্রায় উত্তর দিতে যাচ্ছিল, 'সব সময়েই এরকম হয়ে থাকে!' তার পরিবর্তে সে তার মুখে এমন একটা ভাব দেখাল যাকে বলা যায় চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করা আর কি!

স্যার জর্জ কনওয়ে গুরুগম্ভীর গলায় বলে চলেন। তাঁর ঠোঁট দিয়ে সহজেই তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গি বেরিয়ে এলো,' সরকারের অবস্থানের চরম জটিলতা, জনসাধারণের আগ্রহ, দলের সংহতি, একটা যুক্তফ্রন্টের উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, সাংবাদিকদের ক্ষমতা, দেশের মঙ্গলসাধন...'

এ সব কথা শুনতে বেশ ভালোই লাগে, আবার আর একদিক থেকে অর্থহীনও বলা যায়। কেউ যখন হাই তুলতে ইচ্ছে করে এবং নম্রভাবে নিষেধপ্রাপ্ত হলে যেমন চোয়াল ব্যথা করে ঠিক অনুরূপ যন্ত্রণা অনুভব করল এরকুল পোয়ারো। আইনসভাসংক্রান্ত বিতর্কের খবর শুনতে গিয়ে এক-এক সময় এরকমই যন্ত্রণা অনুভব করে থাকে সে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে তার হাই তোলা নিয়ন্ত্রণ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

ধৈর্যসহকারে যৎপরোনাস্তি কাঠিন্য বজায় রাখার চেষ্টা করল সে। সেই সঙ্গে সে স্যার জর্জ কনওয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের কথাও অনুভব করল। অবশ্যই ভদ্রলোক তাকে কিছু যেন বলতে চান এবং বলাবাহুল্য স্রেফ বলার কায়দাটা যেন তিনি ভুলে গেছেন। কথাগুলো যেন তাঁর কাছে অস্পষ্ট ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে এখন, যা প্রকাশ করার নয়। উপযোগী কথা বলার আর্টের ব্যাপারে রীতিমতো দক্ষ সে, অর্থাৎ বলা যায় যে, কথা যা কানে প্রবেশ করে পরবর্তীকালে সে কথা অর্থহীন অন্তঃসারশূন্য বলে মনে হবে।

শব্দগুলো আলোড়িত হতে থাকে, বেচারা স্যার জর্জের মুখটা লাল হয়ে গেল। টেবিলের একেবারে সামনে যে লোকটি বসে আছেন তিনি মরিয়া হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন, এবং অপর লোকটি উত্তর দিতে উদ্যত হলেন।

এডওয়ার্ড ফেরিয়ার শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন :

'ঠিক আছে জর্জ, আমি তাঁকে বলব।'

প্রধানমন্ত্রীর স্বরাষ্ট্র সচীবের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল এরকুল পোয়ারো। এডওয়ার্ড ফেরিয়ারের প্রতি একান্ত আগ্রহ অনুভব করল সে, হঠাৎই সেই আগ্রহ জানার একটা সুযোগ এসে গেছে, আর সেই সুযোগটা এসেছে বিরাশি বছরের এক বৃদ্ধ মানুষের মুখের কথা থেকে। প্রফেসর ফারগুস ম্যাকলিয়ড একজন খুনীর অভিযুক্ত হওয়ার কেসে হস্তান্তরের ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় মুহূর্তের জন্য একবার রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। বিখ্যাত এবং প্রিয় জন হ্যামেটের (বর্তমানে লর্ড কর্নওয়ার্দি) অবসর গ্রহণ করার পর তাঁর জামাই এডওয়ার্ড ফেরিয়ারকে ক্যাবিনেট গঠন করতে বলা হয়। রাজনীতিবিদরা সাধারণত বয়স্ক হয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁর বয়স পঞ্চাশেরও নিচে। প্রফেসর ম্যাকলিয়ড বলেছেন 'ফেরিয়ার একসময় আমার ছাত্র ছিল। সে একজন বলিষ্ঠ মানুষ।'

ব্যাস এই পর্যন্ত। কিন্তু এরকুল পোয়ারোর কাছে তাঁর ভাবমূর্তি অনেক ভাল। যদি ম্যাকলিয়ড একজন মানুষকে বলিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করেন সেটা তাঁর চরিত্রের ওপরেই প্রতিফলন বোঝায়, যার মধ্যে তুলনামূলকভাবে আদৌ কোনো জনপ্রিয়তা নেই কিংবা সাংবাদিকদের উৎসাহের কোনো ইঙ্গিত নেই।

জনপ্রিয়তার নিরীখে এটা মানানসই, এটা সত্য। সত্যিই এডওয়ার্ড ফেরিয়ার একজন বলিষ্ঠ প্রকৃতির মানুষ হতে পারে; ব্যাস এই পর্যন্তই; কিন্তু তিনি তেমন বুদ্ধিমান নন, মহান নন, বিশেষ করে বক্তৃতায় বাকপটু নন; আর তেমন গভীর পাণ্ডিত্যও নেই। হ্যাঁ, আবার বলছি তিনি একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি, একজন আভিজাত্যপূর্ণ বংশের মানুষ; একজন ব্যক্তি যিনি জন হ্যামেটের কন্যাকে বিয়ে করেছেন।

আর জন হ্যামেটের পক্ষে বলা যায় যে, তিনি সবিশেষ মানুষজনের কাছে এবং ইংলন্ডের সাংবাদিকদের কাছে অতি প্রিয়। তিনি সব রকম গুণের অধিকারী, যা ইংরেজদের কাছে খুবই প্রিয় বলে গণ্য হয়ে থাকেন। তাঁর সম্পর্কে জনসাধারণের বক্তব্য এই রকম : 'তিনি যে একজন সৎ মানুষ, ইংলন্ডের যে কোনো নাগরিক একবাক্যে স্বীকার করবে।' তাঁর সম্পর্কে সত্যিকারের যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা হলো, সহজ-সরল তাঁর জীবন, আর বাগান পরিচর্যার কাজ তাঁর খুবই প্রিয়। বাল্ডউইনের পাইপ এবং চেম্বারলিনের ছাতার মতো জন হ্যামেটের চিরসাথী হলো রেনকোট। বর্ষাকালের এই পোশাকটা তিনি সব সময়েই বহন করে থাকেন, সে কি বর্ষায়, শীতে কিংবা গ্রীষ্মে সব সময়েই। যে কোনো আবহাওয়ায় সেটা একটা প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর এখন। এছাড়াও তাঁর ইংরাজ জীবনে তিনি একজন স্পষ্টবাদী বক্তা হিসেবেও সুপরিচিত। তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায় আন্তরিকতার ছাপ থাকে, সব বক্তৃতায় এমন একটা ভাবপ্রবণ উদ্রেক করার মতো সুরসুরি থাকে যা প্রতিটি ইংরাজের হৃদয়ে দাগ না কেটে থাকতে পারে না। বিদেশীরা এক-এক সময় তাঁর সেই সব বক্তৃতার সমালোচনা করতে গিয়ে বলে থাকেন, সেগুলো একদিক থেকে যেমন ভন্ডামো তেমনি আবার এ এক অসহনীয় আভিজাত্যের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যাঁরা জন হ্যামেটের

সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা করেছেন কিংবা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরা জানেন, তাঁর মনে আভিজাত্য প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

তাছাড়া তিনি একজন চমৎকার মানুষ, দীর্ঘদেহী, এবং সুন্দর বর্ণময় উজ্জ্বল নীল চোখের অধিকারী। তাঁর মা একজন ডেনমার্কের মেয়ে আর তিনি নিজে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক সভ্যদের প্রথম লর্ড ছিলেন, যার জন্য লোকে তাঁর একটা ছদ্মনাম রেখেছিলেন, 'দ্য ভাইকিং'। অবশেষে অসুস্থতার দরুন তিনি যখন তাঁর অফিসের কাজকর্ম থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন, তখন তিনি গভীরভাবে অস্বস্তিবোধ করেন। তাঁর সেই অস্বস্তির কারণ একটাই, কে তাঁর উত্তরাধিকারী হবে, সে কেমন লোক হবে, দেশবাসী তাকে পেয়ে উপকৃত হবে তো? এক-এক করে তাঁর চোখের সামনে কয়েকটি মুখ ভেসে উঠতে থাকল : ভয়ঙ্কর বুদ্ধিদীপ্ত লর্ড চার্লস ডিলাফিল্ড? (অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত সম্পন্ন মানুষ তিনি, ইংলন্ডের এতো বেশি বিচক্ষণ ব্যক্তির প্রয়োজন নেই।) ইভান হুইটলার? (চতুর বটে, কিন্তু সম্ভবত তিনি একটু বিবেকবর্জিত মানুষ।) আর জন পটার? (তিনি এমনি একজন ব্যক্তি যিনি নিজেকে একজন একনায়ক হিসেবে জাহির করতে চান, আর আমরা কিন্তু আমাদের দেশে একনায়ক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই না, অজস্র ধন্যবাদ।) তাই এডওয়ার্ড ফেরিয়ারের কথা মনে হতেই তিনি যেন একটু স্বস্তি ফেলেন। ফেরিয়ার ঠিক আছে। বৃদ্ধ মানুষটি দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে তিনি নিজের মতো করে শিখিয়েছেন, পড়িয়েছেন। আর তিনি এই বৃদ্ধ মানুষটির মেয়েকেই বিয়ে করেছেন। ক্লাসিক ব্রিটিশ প্রবাদ মতো ফেরিয়ারই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি, যিনি দেশটাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

এরকুল পোয়ারো এতক্ষণ ধরে গাঢ় রঙের সুখের মানুষটিকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করলেন। একটু ঝুঁকে পড়েছেন সামনের দিকে এবং বুঝি বা একটু ক্লান্ত—পরিশ্রান্ত।

এডওয়ার্ড ফেরিয়ার তখন বলছিলেন : 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি নিশ্চয়ই সাময়িক পত্রিকা 'এক্সরে নিউজ'-এর সঙ্গে পরিচিত?'

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে এই পত্রিকার ওপর চোখ বুলিয়ে যাই', স্বীকার করতে গিয়ে পোয়ারোর মুখটা ঈষৎ লাল হয়ে উঠতে দেখা গেল।

প্রধানমন্ত্রী বললেন : 'তাহলে তো আপনি অল্পবিস্তর জানেন এর ভিতরে কি বিদ্যমান। এটা একটা প্রায়-কুৎসামূলক ব্যাপার। তিক্ততায় ভরা অনুচ্ছেদগুলো উত্তেজনাপূর্ণ গোপন ইতিহাস সম্পর্কে আভাস দিয়েছে। কিছু কিছু সত্য আছে, কতকগুলি আবার নির্দোষ স্বীকারোক্তি, কিন্তু সব মিলিয়ে যেন মনে হয় এটা একটা বড় বেশি তীব্র, ঝাঁঝালো।

'আকস্মিকভাবে—' এখানে একটু থেমে তারপর তিনি আবার বললেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল :

এরকুল পোয়ারো কোনো কথা বলল না। ফেরিয়ার বলে চললেন : 'গত দু'সপ্তাহ

ধরে আসন্ন চূড়ান্ত কুৎসা সর্বোচ্চ রাজনৈতিক দলগুলির কাছে ফাঁস করে দেওয়ার আভাস দেওয়া হচ্ছিল। সে এক দুর্নীতি এবং দালালির খবর প্রকাশ করে দেওয়া, যা শুধু মিথ্যেই নয় বিস্ময়করও বটে।'

এরকুল পোয়ারো কাঁধ ঝাঁকিয়ে এবার বলে উঠল : 'এ এক বহু পরিচিত সাধারণ চালাকি। যখন আসল রহস্যোদ্ঘাটন হবে স্বভাবতই সত্যিকারের জ্ঞানলাভের পর তারা অনুরোধকারীদের নিরুৎসাহই করবে।'

ফেরিয়ার শুকনো গলায় বললেন : 'না এগুলি তাদের নিরুৎসাহ করবে না।'

এরকুল পোয়ারো জিজ্ঞেস করল : 'তাহলে আপনি জানেন, কি সেই সব রহস্যোদ্ঘাটন হতে যাচ্ছে, জানলে দয়া করে আমাকে বলবেন?'

'এগুলোর মধ্যে সবই প্রায় যথাযথ, সঠিক।' এডওয়ার্ড ফেরিয়ার মুহূর্তের জন্য থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, সতর্কতার সঙ্গে এবং সুশৃঙ্খলভাবে তিনি তাঁর কাহিনীর বিন্যাস ঘটালেন এই ভাবে :

এটা কোনো উপদেশমূলক কাহিনী নয়। শেয়ার কেনা-বেচার বাজারে ভোজবাজির কৌশল, পার্টি ফাণ্ডের তছরূপ, এ সব ব্যাপারে অভিযোগ করা হচ্ছে নির্লজ্জভাবে, একে প্রতারণা ছাড়া আর কি বলা যায়? আর একটা অভিযোগ করা হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জন হ্যামেটের বিরুদ্ধে। তারা ওঁকে একজন অসৎ বিশ্বাসভঙ্গকারী প্রতারক হিসেবে দেখিয়েছে, তাদের আরও অভিযোগ, উনি নাকি ওঁর পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে নিজের প্রভূত ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি বাড়িয়ে তুলেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর শান্ত কণ্ঠস্বর থেমে গেল অবশেষে। স্বরাষ্ট্র সচিব ককিয়ে ওঠার মতো মুখে শব্দ করে উঠলেন। তিনি থু-থু ফেলার মতো শব্দ করে বলে উঠলেন :

'এ অসম্ভব, বিকৃত রুচির পরিচয়! পত্রিকার এই সম্পাদক পেরিকে গুলি করা উচিত।'

এরকুল পোয়ারো বলল : 'এই সব তথাকথিত রহস্যোদ্ঘাটন "এক্সরে নিউজ" পত্রিকায় প্রকাশ করতেই হবে!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'ওদের বিরুদ্ধে আপনারা কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন?'

ফেরিয়ার ধীরে ধীরে বললেন : 'ওরা জন হ্যামেটের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ হেনেছে। তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত কুৎসা রটানোর জন্য ওদের বিরুদ্ধে তিনি অনায়াসেই মানহানির মামলা করতে পারেন।'

'উনি কি তাই করবেন?'

'না।'

'কেন নয়?'

উত্তরে ফেরিয়ার বললেন, 'সম্ভবত "এক্সরে নিউজের" লোকেদের গায়ে কোনো আঁচ লাগবে না। বরং এর ফলে তাদের পক্ষে প্রচার আরো বেড়ে যাবে, তাদের

প্রচারযন্ত্র আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও বেড়ে যাবে কারণ তাদের অভিযোগ একেবারে মিথ্যে নয়। তখন সমস্ত ব্যাপারটাই লাইমলাইটে এসে পড়ার দরুন সারা ইংলন্ডবাসীর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে, এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলে থাকবে এই কারণে যে, আদালতের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা সত্যি কি মিথ্যা কিছুই প্রমাণিত হবে না।'

'তবুও যদি মামলার রায় তাদের বিরুদ্ধে যায় তাহলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনেক বেশি হবে।'

এবার ফেরিয়ার চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে বললেন, 'হয়তো এই মামলা তাদের বিরুদ্ধে নাও যেতে পারে।'

'কেন?'

এবার স্যার জর্জ বলে উঠলেন, 'সত্যি কথা বলতে কি আমিও তাই মনে করি।'

এদিকে এডওয়ার্ড ফেরিয়ার আবার বলতে শুরু করলেন, 'কারণ যে খবর তারা ছাপাতে চায় তা সত্য।'

এ কথায় স্যার জর্জ কর্নওয়ে ককিয়ে ওঠার মতো ফেটে পড়লেন, অমন অগণতান্ত্রিক স্পষ্টভাষণে তিনি তাঁর রাগ আর চেপে রাখতে পারলেন না। চিৎকার করে বলে উঠলেন : 'আমার প্রিয় এডওয়ার্ড, আমার কথা মন দিয়ে একবার শুনুন! ওদের বক্তব্য আমরা অবশ্যই স্বীকার করব না।'

এডওয়ার্ড ফেরিয়ারের ক্লান্ত মুখে একটা ভূতুড়ে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। তিনি বললেন, 'দুর্ভাগ্যবশত জর্জ, একটা সময় ছিল যখন সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করা যেত। এটা সেরকমই একটা।'

স্যার জর্জ মৃদু চিৎকার করে উঠলেন : 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি বুঝতে পারছেন তো, এ সবই হচ্ছে একান্ত গোপনীয় ব্যাপার। একটা শব্দও যেন—'

ফেরিয়ার তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন : 'মঁসিয়ে পোয়ারো সে কথা বুঝে গেছেন।' তারপর তিনি আবার ধীরে ধীরে বলতে থাকলেন, 'উনি যা বুঝতে পারেননি তা হলো : পিপল'স্ পার্টির সমস্ত ভবিষ্যৎ এখন থমকে দাঁড়িয়েছে। জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, জন হ্যামেট আবার পিপল'স্ পার্টিরই একজন সদস্য। তিনি সব সময়েই ইংলন্ডের জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তিনি নম্রতা, শোভনতা এবং সততার পক্ষে দাঁড়াতেন। কেউ কখনো আমাদের বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে ভাবত না। আমরা নিজেরাই সব কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি আর ভয়ঙ্কর ভুল করে ফেলেছি, ঐতিহাসিক ভুলও বলা যায়, আর সে হলো নিজেদেরকে জনসমক্ষে বুদ্ধিমান বলে জাহির করিনি। কিন্তু এ কথাও আবার সত্যি, অন্যের ভাল করার জন্য আমরা ঐতিহ্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছি। এবং আমরা অপরিহার্য-সততার পক্ষ নিয়েও কাজ করেছি, অসততার বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠেছি। আমাদের বিপর্যয় কি জানেন, যে লোকটি আমাদের ঠুঁটো জগন্নাথ ছিলেন, পিপল'স্ পার্টির সৎ মানুষ, সেই লোকটি এই প্রজন্মেই আবার অসাধু, ঠগ-প্রতারকে পরিণত হয়ে যান।'

স্যার জর্জের মুখ থেকে আবার গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এসবের কিছুই জানেন না?

ফেরিয়ারের চিন্তিত মুখে আবার হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। তিনি বললেন : 'মঁসিয়ে পোয়ারো, হয়তো আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু অন্যদের মতো আমিও সম্পূর্ণভাবে প্রতারিত হয়েছি। ওর বাবার প্রতি আমার স্ত্রীর অদ্ভুত মনোভাব আমি কখনো বুঝতে পারি না। আমি এখন বুঝতে পারছি, ও ওর বাবার চরিত্র বেশ ভালভাবেই জানে।' এখানে একটু থেমে তিনি বললেন, 'সত্য যখন প্রকাশ পায়, আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠি, অবিশ্বাসী হয়ে উঠি। আমার শ্বশুরমশায়ের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার অজুহাতে আমরা তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য জোর করি, আর এই গোলমাল, বিশৃঙ্খলা আর ঝামেলা মেটাতে একযোগে আমাদের কাজ করে যেতে হবে, আমার বক্তব্য এরকমই!'

স্যার জর্জ গভীর আর্তনাদ করে উঠলেন : 'অতিশয় নোংরা আবর্জনায় ভর্তি আস্তাবল!'

পোয়ারো স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

ফেরিয়ার বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে, এটাও প্রমাণ করবে, হারকিউলীয় কাজ আমাদের করতে হবে। ঘটনা একবার জনসাধারণের গোচরে এলেই সারা দেশে তখন প্রতিক্রিয়ার ঢেউ বয়ে যাবে। সরকারের পতন হবে তখন। তখন সাধারণ নির্বাচন অনিবার্য হয়ে উঠবে। এবং খুব সম্ভবত এভারহার্ড আর তাঁর দল ক্ষমতায় ফিরে আসবে। আপনি এভারহার্ডের কূটনীতি কি জানেন?'

স্যার জর্জ থু থু ছিটোলেন। 'জ্বলন্ত কাঠের টুকরো, একটা সম্পূর্ণ কাঠের টুকরো। বাধা, লড়াই আর উত্তেজনা সৃষ্টিকারী।'

ফেরিয়ার গম্ভীরভাবে বললেন, 'এভারহার্ডের ক্ষমতা আছে, কিন্তু উনি বড্ড বেশি বেপরোয়া, যুদ্ধবাজ আর পুরাদস্তুর নিরেট বোকা, কৌশল বলতে কিছু জানা নেই তাঁর। তাঁর সমর্থকরা অযোগ্য এবং দ্বিধাগ্রস্ত স্বভাবের লোক। বাস্তবে এটা একটা একনায়কতন্ত্রে পরিণত হবে।'

এরকুল পোয়ারো মাথা নাড়ল।

স্যার জর্জ ক্ষীণস্বরে বলে উঠলেন, 'যদি সমস্ত ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেওয়া যায়....'

প্রধানমন্ত্রী ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। এটা যেন স্বাভাবিক গতির পরাজয়।'

পোয়ারো বলল, 'ব্যাপারটা চাপা দেওয়া যাবে না বলেই কি আপনি বিশ্বাস করেন না?'

ফেরিয়ার বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, শেষ আশা হিসেবে আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার মতে এই ব্যাপারটা খুবই বড়, এ ব্যাপারে অনেক লোকই অবগত, তাই সাফল্যের সঙ্গে এটা চেপে যেতে হবে। দু'টি পদ্ধতি আমাদের সামনে খোলা আছে, এটা কাঠখোট্টাভাবে সারতে হবে, জোরজবরদস্তি করতে হবে কিংবা ঘুষ দিতে

হবে, এছাড়া সত্যিই সাফল্য আশা করা যায় না। স্বরাষ্ট্র সচিব আমাদের দুরাবস্থাকে ঘোড়ার আস্তাবলের নোংরা জঞ্জাল সাফাই করার সঙ্গে তুলনা করলেন। মঁসিয়ে পোয়ারো, এখন প্রয়োজন ভয়ঙ্কর একটা নদীর জলস্ফীতির, প্রকৃতির স্বাভাবিক গতির ভাঙ্গন ধরানো হবে, বস্তুত সেটা হবে অলৌকিক ঘটনা থেকে কোনো অংশে কম নয়।'

'বস্তুত এর প্রয়োজন একজন হারকিউলিসিসের', পোয়ারো তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল।

সেই সঙ্গে আরও বলল, 'মনে রাখবেন আমার নাম হলো এরকুল...'

এডওয়ার্ড ফেরিয়ার জিজ্ঞেস করলেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি সেরকম কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারেন?'

'এর জন্যই তো আপনারা আমার খোঁজ করেছেন, তাই নয় কি? কেন, আপনারা ভাবেননি, আমি সেরকম কিছু করতে পারি?'

'সে কথা সত্যি...আমি উপলব্ধি করেছি, যদি এই উদ্ধারের কাজে সাফল্য পেতেই হয়, তবে সেটা আসবে অকল্পনীয়ভাবে এবং সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূতভাবে।' এখানে একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি পরিস্থিতির নৈতিক দৃশ্যটা দেখে এ কথা বলছেন? কেউ কি অসৎ ভিতের ওপর সততার ইমারত গড়ে তুলতে পারে? আমি তা জানি না। কিন্তু আমি জানি যে, আমাকে চেষ্টা করতে হবে।' এই বলে তিনি হাসলেন, তাঁর সেই হাসিতে হঠাৎ তীক্ষ্ণ তিক্ততার সুর ধ্বনিত হতে দেখা গেল। 'রাজনীতিবিদরা অফিসে থেকে যেতে চান, স্বভাবতই তাঁদের এই ইচ্ছেটা জেগে ওঠে তাঁদের অসৎ উদ্দেশ্য থেকে।'

এরকুল পোয়ারো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখুন মঁসিয়ে, পুলিশ ফোর্সে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, সম্ভব হলে রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে বেশি করে ভাববার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। যদি জন হ্যামেট অফিসে থাকতেন, আমি তাঁর দিকে আঙুলও তুলতাম না, না, একটা আঙুলও নয়। কিন্তু আমি আপনার সম্পর্কে কিছু জানি। একজন মহান ব্যক্তি, যিনি আজকের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর বুদ্ধিদীপ্ত পুরুষ, আমাকে বলেছেন, আপনি একজন বলিষ্ঠ মানুষ। তাই দেখব আমি আমার সাধ্যমতো আপনার জন্যে কি করতে পারি।' এই বলে সে তাঁকে সম্মান জানাতে মাথা একটু নত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্যার জর্জ রাগে ফেটে পড়লেন, 'এ সবই ভয়ঙ্কর ধৃষ্টতা।'

কিন্তু এডওয়ার্ড ফেরিয়ার তখনও হাসছেন। হাসতে হাসতেই তিনি বললেন, 'এটা একটা ভালবাসার কথা, প্রীতিপূর্ণ কথা।'

সিঁড়িপথে নামার সময় একজন দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দর চুলের মহিলার কাছ থেকে বাধা পেল পোয়ারো। তিনি বললেন :

'মঁসিয়ে পোয়ারো, দয়া করে একবার আমার বসার ঘরে আসুন।'

মাথা নিচু করে পোয়ারো তাঁকে অনুসরণ করল। পোয়ারো ঘরে ঢুকতেই তিনি

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাকে একটা সিগারেট খেতে দিলেন। পোয়ারোর উল্টোদিকে বসে শান্তভাবে তিনি বললেন, 'আপনি শুধু আমার স্বামীকেই দেখেছেন, আর সে হয়তো আমার বাবার সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছে।'

পোয়ারো আগ্রহসহকারে তাঁর দিকে তাকাল। একজন দীর্ঘাঙ্গী মহিলা, বয়স হলেও এখনও দেখতে বেশ সুন্দর, একটা চারিত্রিক দৃঢ়তা আর বুদ্ধির ছাপ আছে তাঁর মুখের মধ্যে। মিসেস ফেরিয়ার একজন জনপ্রিয় নারী। আর প্রধানমন্ত্রী স্ত্রী হিসেবে স্বভাবতই তাঁর একটা আলাদা পরিচিতি আছে, যা সাধারণ নাগরিকের স্ত্রীর ক্ষেত্রে ঘটে না। আর বাবার মেয়ে হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তাও তুঙ্গে। ডাগমার ফেরিয়ার ইংরাজ মহিলাদের প্রতিনিধি হিসেবেও তিনি বেশ জনপ্রিয়।

এ তিনি একজন অনুগত স্ত্রী, একজন স্নেহবৎসলা মা, তিনি তাঁর ও স্বামীর ভালবাসা সমান ভাগে ভাগ করে নেন। জনগণের জীবনধারার সঙ্গে তিনি নিজেকে বেশ ভালভাবেই মানিয়ে নিতে পেরেছেন। তাঁর পোশাক ভাল হলেও কিন্তু সেটা কখনোই ফ্যাশানের পর্যায়ে পড়ে না। অনেক চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত তিনি। বেকার পুরুষদের স্ত্রীদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতে তিনি একটা বিশেষ পরিকল্পনার উদ্বোধন করেন। সারা জাতি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে এবং দলের কাছে তিনি অতি মূল্যবান সম্পত্তির মতো।

এরকুল পোয়ারো বলল, 'মাদাম, আমার মনে হচ্ছে আপনি নিশ্চয়ই ভয়ঙ্করভাবে চিন্তিত।'

'ওহো, আমি তাই, কিন্তু আপনি জানেন না আমি ঠিক কতখানি চিন্তিত? বছরের পর বছর ধরে আমি আতঙ্কিত হয়ে থাকছি।'

পোয়ারো বলল, 'আসলে কি হচ্ছে জানেন, এ সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই, তাই না?'

তিনি মাথা নাড়লেন। 'না, অন্তত একটা ব্যাপারে আমি জানি, আমি কেবল জানি, অন্যেরা আমার বাবার সম্পর্কে যা ভাবে আসলে তিনি ঠিক তা নন। সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকে আমি উপলব্ধি করে আসছি, তিনি একজন প্রতারক, ভান করতে পটু।' বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর গভীর এবং তিক্ততায় ভরা ছিল।'

'আচ্ছা মাদাম, আপনার কি কোনো শত্রু আছে?'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পোয়ারোর দিকে তাকালেন, তাঁর চোখে গভীর বিস্ময়।

'শত্রু? না, আমার তা মনে হয় না।'

পোয়ারো এবার চিন্তিতভাবে বলল, 'আমার মনে হয় আপনার...' পোয়ারো বলে চলল, 'মাদাম, আপনার সাহস আছে? আপনি কি জানেন আপনার স্বামীর এবং আপনার বিরুদ্ধে খুবই প্রচার চলছে এখন। তাই বলছি, সেটার বিরোধিতা করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।'

তিনি মৃদু চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'কিন্তু আমার ব্যাপারে আমি কোনো তোয়াক্কা

করি না। ওরা আমার বিরুদ্ধে যতই প্রচার চালাক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। আমার চিন্তা কেবল এডওয়ার্ডকে নিয়ে।'

পোয়ারো বলল, 'আপনারা যেহেতু স্বামী-স্ত্রী, তাই একজনের সঙ্গে আর একজনের ব্যাপার তো জড়িত থাকারই কথা। মনে রাখবেন মাদাম, আপনি সীজারের স্ত্রীর মতো।'

পোয়ারোর কথায় তাঁর মুখের উজ্জ্বলভাবে যেন একটু ভাঁটা পড়ল। ঝুঁকে পরে তিনি বললেন, 'স্পষ্ট করে বলুন তো মঁসিয়ে, আপনি কি বলতে চাইছেন?'

পার্সি পেরি, এক্সরে নিউজ পত্রিকার সম্পাদক তাঁর ডেস্কের পিছনে বসে সিগারেটে সুখটান দিচ্ছিলেন। ছোটখাটো চেহারার মানুষ তিনি, মুখটা বেজির মতো। নরম গলায় তিনি বললেন, 'আমরা ওঁদের দিকে কাদা ছিটবো, ঠিক আছে। চমৎকার, চমৎকার! ওহো বৎস খুব ভাল কাজ করেছ, চালিয়ে যাও!'

তাঁর সহকারী চশমাপরিহিত রোগাটে চেহারার তরুণ সাংবাদিক অস্বস্তিভাবে বলল, 'আপনি নার্ভাস হচ্ছেন, তাই না?'

'শক্ত হাতের কিছু লেখা আশা করছি। তবে তাদের কাছ থেকে নয়। কারণ তাদের তেমন নার্ভ নেই। তারা ভাল কিছু করতে পারবে না। আমাদের এই দেশে, কন্টিনেন্টে এবং আমেরিকায় আমরা যেভাবে আমাদের প্রচারের জাল পাতবার ব্যবস্থা করছি, তার সামাল তারা দিতে পারবে কিনা সন্দেহ।'

সহকারী তরুণটি বলল, 'তারা নিশ্চয়ই যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে আছে। আপনার কি মনে হয় তারা কিছু করবে না, চুপচাপ বসে থাকবে?'

'বড় জোর তারা কাউকে পাঠাবে আলোচনা করার জন্য।'

এই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। পার্সি পেরি রিসিভারটা তাঁর হাতে তুলে নিলেন। মাউথপীসে মুখ রেখে তিনি বলে উঠলেন, 'কে কথা বলছেন? ঠিক আছে, ওকে পাঠিয়ে দিন।' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে তিনি দাঁত বার করে হাসলেন।

'ওরা সেই বিশ্ববিখ্যাত বেলজিয়াম গোয়েন্দাকে নিয়োগ করেছেন। উনি ওঁর কাজ করতে আসছেন এখানে। কে কি ভাবে কার কোর্টে বল ফেলে জানতে চাও তুমি?'

একটু পরেই এরকুল পোয়ারো এসে হাজির হলো। নিখুঁতভাবে পোশাক পরেছিল সে। কোটের বটমহোলে একটা সাদা ক্যামেলিয়া গোঁজা ছিল।

পার্সি পেরি তাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমি খুব আনন্দিত মঁসিয়ে পোয়ারো। আপনি কি অ্যাসকটে রয়্যাল এনক্লোজারে যাওয়ার পথে? না বলছেন? তাহলে আমার ভুল হয়েছে।'

তাঁর সব প্রশ্নের উত্তরে এরকুল পোয়ারো বলল, 'আমাকে বড় বেশি তোষামোদ করা হয়েছে। যে কেউ নিজেকে ভালভাবে উপস্থাপন করার জন্য আশা করে থাকে। এমন কি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বটে,' তার চোখদুটি সম্পাদকের মুখের ওপর নিরীহ

দৃষ্টিতে ঘোরাফেরা করতে থাকে এবং তার চোখের সামনে ভেসে উঠল এলোমেলো পোশাকের একজন সাদাসিধে লোক, 'এই কারণে যে, যখন কারোর কিছু স্বাভাবিক সুযোগ থাকে।'

পেরি সংক্ষেপে বললেন, 'তা আপনি আমার সঙ্গে কি ব্যাপারে দেখা করতে এসেছেন জানতে পারি?'

পোয়ারো ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে সম্পাদকের হাঁটুতে টোকা মেরে হাসি-হাসি মুখ করে বলল, 'ব্ল্যাকমেল করতে।'

'ব্ল্যাকমেল বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?'

'আমি শুনেছি, ছোট্টপাখি একদিন আমার কানে কানে বলে গেছে, প্রয়োজনে আপনি আপনার জগৎ-বহির্ভূত পত্রিকায় নির্দিষ্ট কয়েকটা ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক বিবৃতিদান ছাপাবার মনস্থ করে বেশ কিছু কামিয়ে নিয়ে ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বাড়িয়ে তুলেছেন, কিন্তু আসলে সেসব বিবৃতিদান আদৌ ছাপানো হয়নি।'

পোয়ারো আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মাথা নাড়ল আত্মসন্তুষ্টিতে।

'আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনি যা বলছেন সেটা কিরকম মিথ্যা কলঙ্ক বা অপবাদের দিকে গড়াতে যাচ্ছে?'

পোয়ারো হাসল, তার সেই হাসির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন পরিপূর্ণ আস্থার ছাপ পড়তে দেখা গেল।

'আমি নিশ্চিত আপনি আমার অপরাধ নেবেন না।'

'হ্যাঁ, আমি অপরাধ নেব বৈকি! ব্ল্যাকমেলের প্রসঙ্গে বলতে পারি, আগে কখনো কাউকে যে আমি ব্ল্যাকমেল করেছি তার কোনো প্রমাণ নেই।'

'না, না, এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি আপনাকে হুমকি দিচ্ছি না। যাইহোক, আমি এখন আপনাকে একটা খুব সহজ প্রশ্ন করছি। কত?'

'আমি জানি না, আপনি কি ব্যাপারে বলছেন আমি জানি না', পার্সি পেরি বললেন।

'মঁসিয়ে পেরি, এটা একটা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

তারা নিজেদের মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল।

পার্সি পেরি বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি একজন সংস্কারসাধক। আমি চাই রাজনীতি পরিষ্কার হোক, স্বচ্ছ হোক। আমি দুর্নীতির বিরোধী। আপনি কি জানেন, আমাদের দেশে এখন রাজনীতির অবস্থা কি? সেটা একটা নোংরা জঞ্জালের আস্তাবলের মতো অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কম নয়, বেশিও নয়।'

এরকুল পোয়ারো বলল, 'আপনিও কি সেই প্রবাদটা ব্যবহার করেন?'

'আর এর জন্য কি প্রয়োজন জানেন', সম্পাদক বলে চলেন, 'ওই সব আস্তাবলগুলো পরিষ্কার করতে হলে জনগণের মতামতের শুদ্ধিকরণে বন্যা বইয়ে দিতে হবে।'

এরকুল পোয়ারো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আপনার অনুভূতির প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না।' সে আবার এও যোগ করল, 'এটা খুবই করুণার কথা, আপনি অর্থের প্রয়োজন অনুভব করেননি।'

পার্সি পেরি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমি গুছিয়ে বলছি, এক সেকেন্ড অপেক্ষা করুন, আমি ঠিক সেটা বলিনি...'

কিন্তু এরকুল পোয়ারো আর কোনো কাজ না বাড়িয়ে চলে গেল।

পরবর্তী ঘটনার জন্য তার ক্ষমা চাওয়ার অজুহাত হলো, ব্ল্যাকমেলারদের পছন্দ করে না সে।

'দ্য ব্র্যাঙ্ক' পত্রিকার সদাহাস্যময় এক তরুণ কর্মচারী এভেরিট ড্যাশউড এরকুল পোয়ারোর পিছনে স্নেহভরে আঙুল দিয়ে মৃদু টোকা মারল।

সে বলল, 'চারদিকে নোংরা শুধু নোংরা। আমার কাজ নোংরা পরিষ্কার করা, ব্যাস এই পর্যন্ত।'

'আমি তোমার আর পার্সি পেরির মূল্যায়ন এক করে দেখব না।'

'চুলোয় যাক ওই রক্তচোষাটা। আমাদের পেশার সে একটা কলঙ্ক। আমরা যদি পারি তো তার পতন ঘটিয়ে ছাড়ব।'

'ঘটনাচক্রে,' এরকুল পোয়ারো বলল, 'এই মুহূর্তে একটা রাজনৈতিক কুৎসার ব্যাপারে অনুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত। সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদকে জনগণের সামনে পরিষ্কার করে তুলতে চাই, তাঁর ভাবমূর্তি পরিষ্কার করে তুলতে চাই।'

'তার মানে আস্তাবলের সব নোংরা জঞ্জাল সাফ করতে চাও তুমি?' ড্যাশউড বলল। 'এটা তোমার পক্ষে কাজটা অত্যন্ত বেশি হয়ে যাচ্ছে না। একমাত্র আশা হলো, টেমস নদীর গতিপথ বদলে দেওয়া আর লোকসভাকক্ষ ধুয়ে-মুছে ফেলা।'

'তুমি দেখছি বিশ্বনিন্দুক', এরকুল পোয়ারো বলল।

'আমি পৃথিবীকে জানি, ব্যাস এই যথেষ্ট।'

পোয়ারো কি ভেবে বলল, 'আমার মনে হয়, তোমার মতো লোককেই আমি যেন খুঁজছিলাম। তোমার মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব আছে, তোমার মধ্যে একটা ভাল খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব আছে আর তুমি এমন একটা কিছু ভালবাস যা স্বাভাবিক নয়, একেবারে অস্বাভাবিকই বলা যায়।'

'আর তুমি আমার সব কিছুই মেনে নিচ্ছো?'

'হ্যাঁ, এর একটা কারণও আছে।'

'কি?'

'বেশ, তাহলে তোমাকে সব খুলেই বলি কেমন। দেখো, আমি একটা ছোট্ট পরিকল্পনার বাস্তবরূপ দিতে চাই। যদি আমার মতলবটা ঠিক হয়, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটা সারাজাগানো প্লট জনসমক্ষে উন্মোচিত হবে। আর আমার বন্ধুর ক্ষেত্রে, হ্যাঁ বন্ধু, সেটা হবে তোমার কাগজের একটা অতি চাঞ্চল্যকর স্কুপ নিউজ! তবে এ ব্যাপারে তোমার পূর্ণ সহযোগিতা চাই। পারবে তো তুমি?'

'হ্যাঁ, পারব', ড্যাশমুড খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল।

'এটা একজন মহিলার বিরুদ্ধে অমার্জিতপূর্ণ এবং ভাঁড়ামি সর্বস্ব প্লট!'

'ভাল, খুব ভাল। যৌন ব্যাপারগুলো সব সময় এমনি হয়ে থাকে। বলে যাও।'

'বেশ তাহলে বসে পড়ো আর খুব মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোনো এখন।'

ছোট্ট টাউন উইমপ্লিংটনের 'গুজ এন্ড ফেদার্স'-এ লোকেরা মুখর। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ওই একটাই, রাজনৈতিক কেচ্ছা আর তারই প্রেক্ষাপটে যে যে ভাবে পারছে নিজেদের ব্যক্তিগত ঝাল মিটিয়ে নিচ্ছে রাজনীতিবিদদের ওপর। তবে এর ব্যতিক্রমও যে কিছু নেই তা নয়, হ্যাঁ আছে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতার সমর্থকও কিছু কিছু আছে বৈকি! আর সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় দু'পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে।

'যাইহোক, এ আমি আদপেই বিশ্বাস করি না। আমি বেশ ভাল করেই জানি, জন হ্যামেট সব সময়েই একজন সৎ চরিত্রবান এবং নিষ্ঠাবান ছিলেন আর আজও আছেন, ওঁর এই রকমই একটা ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে আমার মনে। তিনি এই ধরনের আর পাঁচটা অসৎ রাজনীতিবিদদের মতো নন।'

'এই সব প্রতারকদের কীর্তিকলাপ ফাঁস হয়ে যাওয়ার আগে তারা সবাই এরকমই বলে থাকে।'

'হাজার হাজার পাউন্ড আত্মসাৎ, ওরা বলে, উনি নাকি প্যালেস্টাইন তেল ব্যবসায় এইভাবে নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়িয়ে তুলেছেন। একে কি বলবে, জুয়াচুরি, প্রতারণা নয় কি?'

'তাদের প্রত্যেকের মুখেই একই ব্রাশ দিয়ে আলকাতরা মাখানো হয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই এক-একজন নোংরা অসাধু লোক।'

'কিন্তু এভারহার্ডকে ওরকম কিছু করতে দেখতে পাবে না তুমি। উনি একজন পুরনো স্কুলের ছাত্র, যেখানে তাঁকে সৎ হতে এবং সৎ পথে চলতে উপদেশ দেওয়া হয়।'

'তাই বুঝি! কিন্তু সে যাইহোক, জন হ্যামেট এমন ভুল কাজ যে করতে পারেন আমার বিশ্বাস হয় না। আর এই সব কাগজগুলো যা বলে তুমি তা বিশ্বাস করতে পার না।'

'ফেরিয়ারের স্ত্রী তাঁর মেয়ে। কাগজগুলো ভদ্রমহিলার সম্পর্কে কি বলেছে দেখেছ?'

এক্সরে নিউজেরই কপি বলা যায়, একই খবরের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এইসব পত্রিকায় :

...সিজারের স্ত্রী? আমরা শুনেছি, একজন জনৈকা ওপরতলার রাজনৈতিক মহিলাকে একদিন নাকি এক অদ্ভুত জায়গায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে, যেখানে তাঁর মতো সম্মানিত মহিলার যাওয়ার কথা নয়! সঙ্গে ছিল তাঁর এক পেশাদার পুরুষ নৃত্যসঙ্গী। ওঃ ড্যাগমার, ড্যাগমার, কি করে আপনি এতো খারাপ হতে পারেন?

একটা গ্রাম্য ভাষার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে ভেসে এলো :

'মিসেস ফেরিয়ার সে ধরনের মেয়েই নন। পেশাদার পুরুষ নৃত্যসঙ্গী? এই সব দক্ষিণ ইউরোপের জঘন্য লোকদের একজন হবে কেউ।'

অন্য আর একজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

'মহিলাদের সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল। এই মেয়ে জাতটার সবাই এই রকমই হয়। যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো তাহলে বলব, তারা সবাই ঠিক এইরকম ভুলই করে থাকে।'

মানুষের চলার পথ আর মুখ কখনো বন্ধ করা যায় না। ঠিক তেমনি লোকেরা আবার বলাবলি করতে শুরু করে দিল।

'কিন্তু প্রিয়তমা, আমার বিশ্বাস এটা সম্পূর্ণভাবেই সত্য। নওমি শুনেছে পলের কাছ থেকে, আর পল শুনেছে অ্যান্ডির কাছ থেকে। সত্যি তিনি সম্পূর্ণভাবেই দুশ্চরিত্রা!'

'কিন্তু উনি সব সময়েই ওই রকম। পোশাকের কোনো রুচির বালাই নেই, যত সব কুরুচিপূর্ণ পোশাক পরিহিতা অবস্থায় তাঁকে যেখানে-সেখানে চলতে-ফিরতে দেখা যায়, এক-এক সময় ওকে এ অবস্থায় দেখে মনে হয় যেন বাজারের মেয়ে উনি।'

'প্রিয়তমা, এ আর এমন কি ওঁর কাছে! ভেতরে সতী-সাধ্বী মহিলা আর বাইরে ছদ্মবেশ ধারণ করে লোককে প্রতারণা করা। ওরা বলে, উনি একজন সংযমহীনা এবং যৌনাকাঙ্ক্ষী মহিলা। তবে আমার মনে হয়, এ সবই এক্সরে নিউজের খবর। ওহো না, সব ঠিক নয়, তবে তুমি লাইনগুলো ভালভাবে পড়ে দেখলে হয়তো কোনো অসঙ্গতি তার মধ্যে দেখলেও দেখতে পারো। জানি না ওরা কি ভাবে এ সব খবর সংগ্রহ করে?'

'এই সব রাজনৈতিক কেচ্ছা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? ওরা বলে ওঁর বাবা নাকি পার্টির টাকা তছরুপ করেছেন।'

মানুষের বলার যেন শেষ নেই, চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত।

'আমি এ সব চিন্তা করতে পারি না, কিন্তু এটাই ঘটনা মিসেস রজার্স। মানে আমি বলতে চাই, আমি সব সময়েই ভেবে এসেছি, মিসেস ফেরিয়ার সত্যিকারের একজন চমৎকার মহিলা।'

'আচ্ছা, তুমি কি মনে করো এই সব ভয়ঙ্কর খবর সব সত্যি?'

'ওই যে একটু আগে আমি বললাম, ওঁর সম্পর্কে আমি এ সব বাজে কুৎসা পছন্দ করি না। তা না হলে কেনই বা তিনি গত জুন মাসে পেলচেস্টারে জনসাধারণের উপকারে লাগার জন্যে একটা বাজার উদ্বোধন করতে গেলেন, আরো অনেক স্বনামধন্য মহিলাও তো ছিলেন, তা সত্ত্বেও ওঁকেই বা কেন আহ্বান করা হলো, তাঁর সুনাম আছে বলেই তো? হ্যাঁ, ঠিক তাই। সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি তাঁর খুব কাছেই ছিলাম, এই যেমন... ওই সোফা থেকে আমার এই কৌচটুকুর দূরত্ব যতটুকু ঠিক ততখানি দূর থেকেই আমি তাঁকে দেখেছি। আর সেদিন যে সুন্দর হাসিটা আমি তাঁর মুখে দেখেছিলাম তাতে তাঁকে খারাপ কিছু ভাবতে আমার মন একেবারেই চায় না।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আমি যা বলতে চাই তা হলো, আগুন ছাড়া তো ধোঁয়ার সৃষ্টি হতে পারে না!'

'বেশ, তোমার এ উপমা যথাযথ বলে ধরে নিলে অবশ্যই ওদের অভিযোগটাও তাহলে সত্যি বলে ধরে নিতে হয় বৈকি! ওহো প্রিয়, তোমার এ কথা থেকে মনে হচ্ছে, কোনো কিছুতেই তোমার বিশ্বাস নেই।'

এডওয়ার্ড ফেরিয়ারের মুখটা টান-টান ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। সেই অবস্থাতেই তিনি তাঁর রাগ প্রকাশ করতে একটুও দেরি করলেন না। তিনি পোয়ারোর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন :

'আমার স্ত্রীর ওপর এ ধরনের জঘন্য আক্রমণ!' অসহ্য! এরা সব অমার্জিতরুচির ভাঁড়ামিপ্রিয় লোক! এটা একেবারে খাঁটি সত্যি। এই সব জঘন্য লোকেদের বিরুদ্ধে আমি ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছি।'

এরকুল পোয়ারো বলল, 'সেরকম কিছু করার জন্য আমি আপনাকে পরামর্শ দেব না।'

'কিন্তু এই সব ডাহা মিথ্যে বন্ধ করতেই হবে।'

'সেসব কথা যে মিথ্যে আপনি কি নিশ্চিত?'

'রাখুন ওদের ওসব ছেঁদো কথা! আমি বলছি ওসব ডাহা মিথ্যে!'

পোয়ারো তার মাথাটা একদিকে একটু হেলিয়ে বলল, 'তা আপনার স্ত্রী এ ব্যাপারে কি বলেন?'

মুহূর্তের জন্য ফেরিয়ারকে মনে হলো তিনি যেন হোঁচট খেলেন।

'আমার স্ত্রী বলেছে এ ব্যাপারে মাথা না ঘামানোই ভাল...কিন্তু আমি তা করতে পারি না, চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না, এ নিয়ে সবাই কানাকানি করছে।'

এরকুল পোয়ারো বলল, 'হ্যাঁ, সবাই কথা বলছে।'

আর তারপর শহরের সমস্ত কাগজে একটা ছোট্ট নীরস ঘোষণার কথা ছাপা হতে দেখা গেল, 'মিসেস ফেরিয়ার একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আরোগ্যলাভ করার জন্য তিনি স্কটল্যান্ডে চলে গেছেন।'

এ সবই অনুমান, গুজব, কিন্তু নির্ভরযোগ্যসূত্রে খবর পাওয়া গেছে যে, মিসেস ফেরিয়ার স্কটল্যান্ডে যাননি, তিনি কখনও স্কটল্যান্ডে যাননি।

খোস গল্প, কলঙ্কময় সব রটনা, মিসেস ফেরিয়ার আসলে কোথায় আছেন...?

আবার লোকমুখের কথা শোনা গেল :

'আমি তো তোমাকে বললাম, অ্যান্ডি ওঁকে দেখেছে। সেই ভয়ঙ্কর জায়গায়। তিনি তখন মাতাল অবস্থায় কিংবা হয়তো ডোপ নিয়ে থাকবেন, সঙ্গে ছিল সেই ভয়ঙ্কর আর্জেন্টিনীয় পুরুষ নৃত্যসঙ্গী, তুমি জানো, তার নাম র‍্যামন!'

আরও অনেক কথা, কথার পর কথার মালা গেঁথে চলে তারা।

মিসেস ফেরিয়ার একজন আর্জেন্টিনীয় পুরুষ নর্তকের সঙ্গে চলে গেছে। তাঁকে প্যারিসে দেখা গেছে মাতাল অবস্থায়। বছরের পর বছর ধরে তিনি মদ খেয়ে চলেছেন। মাছের মতো মদ খান তিনি।

ধীরে ধীরে হলেও ইংলন্ডের ন্যায়পরায়ণ মানুষজন প্রথমে অবিশ্বাস্যভাবেই মিসেস ফেরিয়ারের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল, এ ধরনের মহিলা তাদের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য নয়। তিনি একজন বেহায়া স্ত্রীলোক, হ্যাঁ তিনি এরকমই ঠিক এরকম, বেহায়া স্ত্রীলোকের চেয়ে কোনো অংশেই কম নন!'

আর এরপরেই এলো ক্যামেরায় আবদ্ধ করা রেকর্ড।

প্যারিসে তোলা মিসেস ফেরিয়ারের ছবি, একটা নাইট ক্লাবে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন, দুশ্চরিত্র দেখতে একজন যুবকের কাঁধ তিনি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে আছেন।

আর একটা ছবি, একটা বীচের ওপর অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মাথাটা হেলানো সেই যুবকটির কাঁধের ওপর।

আর সেই ফটোর নিচে লেখা রয়েছে : 'মিসেস ফেরিয়ারের সময় ভাল যাচ্ছে....'

দু'দিন পরে এক্সরে নিউজ পত্রিকায় লিখিত কুৎসা ছাপানোর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হলো।

এই মামলার সূত্রপাত করেন স্যার মর্টিমার ইঙ্গলউড। তিনি একজন সম্মানিত এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। মিসেস ফেরিয়ার একটা কুখ্যাত, কলঙ্কময় পরিকল্পনার শিকার হন। এই পরিকল্পনার সঙ্গে রানির নেকলেস চুরির সেই বিখ্যাত মামলার মিল খুঁজে পাওয়া যায়, আলেকজান্দার ডুমার পাঠকদের নিশ্চয়ই সেই মামলার কথা মনে আছে! সেই প্লট তথা পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিলেন রানি মেরি অ্যান্টয়নিটি, উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের সামনে তাঁকে হেয়ো করা। আর এই প্লটও তৈরি হয় মিসেস ফেরিয়ারের মতো একজন মহৎ মহিলার সুনামহানি করার জন্য, যিনি এ দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী। স্যার মর্টিমার আদালতে তিক্ত ভাষায় ফ্যাসিস্ট এবং কমিউনিস্টদের তুলো-ধোনা করে ছেড়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের অভিযোগ, গণতন্ত্রের চরম শত্রু, আর একনায়কতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক। আদালতকক্ষে দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার পর তিনি সাক্ষীদের তলব করেন।

প্রথম সাক্ষী নর্দামব্রিয়ার বিশপ ডঃ হেন্ডারসন। ইংলিশ চার্চে তিনি একজন অতি সুপরিচিত ব্যক্তি, একজন মহা সাধু ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ এবং চরিত্রবান। তিনি একজন উদার, সহনশীল এবং একজন চমৎকার অতি সজ্জন ধর্মযাজক। যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল, সবার প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

তিনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শপথ-বাক্য পাঠ করে বলেন, যে দিনগুলির কথা এক্সরে নিউজ পত্রিকায় উল্লিখিত হয়েছে, সেই সব দিনগুলি মিসেস ফেরিয়ার কাটান

তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্যালেসে থেকে। সেখানে থাকার সময় সমাজের সৎ কাজ করতে গিয়ে মিসেস ফেরিয়ার ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাই চিকিৎসক তাঁকে পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। সেখানে তাঁর অবস্থানের খবর গোপন রাখা হয় যাতে করে সাংবাদিকরা খবর না পায়, তাদের তরফ থেকে তিনি বিরক্ত না হন।

বিশপের পর সাক্ষ্য দিতে আসেন একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, তিনিই মিসেস ফেরিয়ারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাঁকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দেন এবং যাবতীয় চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত থাকার উপদেশ দেন।

একজন স্থানীয় চিকিৎসক সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন, তিনি প্রতিদিন প্যালেসে গিয়ে মিসেস ফেরিয়ারকে দেখে এসেছেন।

পরবর্তী সাক্ষী হলেন থেলমা অ্যান্ডারসন। তিনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠতেই একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো আদালতকক্ষে। প্রত্যেকেই সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করল, সাক্ষীর কাঠগড়ায় যে মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সঙ্গে মিসেস এডওয়ার্ড ফেরিয়ারের মুখের সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে।

'আপনার নাম কি থেলমা অ্যান্ডারসন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি ডেনমার্কের অধিবাসী?'

'হ্যাঁ। কোপেনহেগানে আমার বাড়ি।'

'আর আগে আপনি কি সেখানকার একটা কাফেতে কাজ করতেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'এখন আপনার নিজের কথায় বলুন গত ১৮ই মার্চ ঠিক কি ঘটেছিল?'

'সেদিন একজন ভদ্রলোক আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ান। তিনি ছিলেন একজন ইংরাজ। তিনি বলেন, একটি ইংরাজি পত্রিকা এক্সরে নিউজে কাজ করেন তিনি।'

'আপনি নিশ্চিত, এক্সরে নিউজের কথা উল্লেখ করেছিলেন তিনি?'

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, কারণ দেখুন প্রথমে আমার নামটা শুনে মনে হয়েছিল ওটা বুঝি একটা ডাক্তারি কাগজ। কিন্তু না, ওটা সেরকম নয়। তারপর তিনি বলেন, একজন ইংলিশ চিত্রাভিনেত্রী তাঁর বিকল্প একটি মেয়ের খোঁজ করছেন; আমাকে দেখে তিনি আরও বলেন, আমি নাকি সেই অভিনেত্রীর মতোই দেখতে। আমি খুব একটা সিনেমা দেখি না, আর তিনি সেই অভিনেত্রীর যে নাম বললেন আমি তাঁকে ঠিক চিনতেও পারিনি। কিন্তু তিনি আমাকে বলেন, সেই অভিনেত্রী নাকি খুবই বিখ্যাত। আর তাঁর শরীরটা তখন নাকি ভাল যাচ্ছিল না, আর সেই কারণে তিনি চান পাবলিক প্লেসে তাঁর হয়ে অন্য কেউ যেন হাজির হয়; আর এ কাজের জন্য তিনি অনেক টাকা দিতে চান।'

'সেই ভদ্রলোক আপনাকে কত টাকা দিতে চেয়েছিলেন?'

'পাঁচশ' পাউন্ড। প্রথমে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি, এত টাকা? আমার তখন

মনে হলো, এটা বোধহয় একটা ফাঁদ হবে। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক টাকা আমাকে আগাম দিয়ে দেন। তারপরেই আমাকে বলা হয় কোথায় আমাকে কাজ করতে হবে।'

গল্প চলতে থাকে। তাঁকে প্যারিসে নিয়ে যাওয়া হয়, ভাল পোশাক দেওয়া হয়, এবং তাঁকে একজন 'রক্ষী' দেওয়া হয়। একজন সুপুরুষ আর্জেন্টিনীয় ভদ্রলোক, অত্যন্ত সম্মানিত, অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির ভদ্রলোক।

এর থেকে এটাই পরিষ্কার যে, ব্যাপারটা মহিলা নিজে খুবই উপভোগ করেছেন। আকাশপথে লন্ডনে উড়ে যান তিনি, এবং সেখানে বেশ কয়েকটা নাইট ক্লাবে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। বলাবাহুল্য তাঁর সাথী ছিল সেই সুদর্শন চেহারার আর্জেন্টিনীয় যুবকটি। তার সঙ্গে তাঁর ছবিও তোলা হয় প্যারিসে। তিনি স্বীকার করলেন যে সব জায়গায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় তার মধ্যে বেশ কয়েকটা জায়গা খুব একটা ভাল ছিল না। হ্যাঁ, অবশ্যই সেগুলো তেমন সম্মানজনক ছিল না। আর বেশ কিছু ফটোও শোভনীয় ছিল না। তবে তাদের বক্তব্য ছিল, ছবিগুলো বিজ্ঞাপনের কাজে লাগবে। আর সেনর র‍্যামন নিজে সব সময়েই অত্যন্ত সশ্রদ্ধ ছিলেন।

প্রশ্নের উত্তরে তিনি ঘোষণা করেন, মিসেস ফেরিয়ারের নাম তাঁর কাছে কখনো উল্লেখ করা হয়নি। আর তাঁর ধারণা ছিল না, এই লেডিরই ভূমিকায় তাঁকে অভিনয় করে যেতে হবে। সে যাইহোক, ওঁর এই ভূমিকায় উনি তেমন ক্ষতিকারক কিছু মনে করেননি। তাঁকে কতকগুলো ফটো দেখানো হয়, সেগুলো যে তাঁরই এবং প্যারিস ও রিভয়েরায় তোলা হয়েছিল তা স্বীকার করলেন।

থেলমা অ্যান্ডারসনের সাক্ষ্য থেকে বোঝা গেল যে, তিনি প্রকৃতই একজন সৎ মেয়ে। স্পষ্টতই তিনি অত্যন্ত ভাল, কিন্তু খুবই বোকা। এখন তাঁর দুরবস্থা হলো, এবং তিনি বেশ বুঝতে পারছেন, এই কাজের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে তিনি প্রকাশ হয়ে গেছেন, সবাই জেনে গেছে টাকার জন্যে তিনি কয়েকজন সমাজবিরোধীদের কাজে মদত দিতে সাহায্য করেছেন, যদিও তিনি জানতেন না, তাঁর অজ্ঞতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে এক্সরে নিউজ পত্রিকার কুখ্যাত লোকেরা।

আসামী এ সব কিছুই বুঝতে চায় না। থেলমা অ্যান্ডারসনের সঙ্গে বোঝাপড়ার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে যায় সে। লন্ডন অফিসে ফটোগুলো নিয়ে আসা হয় এবং সেগুলো যে আসল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্যার মার্টিমার তাঁর বক্তৃতা শেষ করতেই চারদিক থেকে উৎসাহের বন্যা যেন বয়ে গেল আদালতকক্ষে। সমস্ত ব্যাপারটাকে তিনি কাপুরুষোচিত রাজনৈতিক প্লট হিসেবে বর্ণনা দিলেন, কাপুরুষরা এইভাবে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রীকে অযোগ্য বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল। যাইহোক, এখন এর ফলে হতভাগিনী মিসেস ফেরিয়ারের প্রতি সবার সহানুভূতি জাগবে।

এ মামলার বিচারের রায় একটা অবশ্যম্ভাবী ফলাফল এবং অতুলনীয়। এই মামলার রায়ে ফরিয়াদি পক্ষকে মোটা টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। আদালত কক্ষ থেকে মিসেস ফেরিয়ার, তাঁর স্বামী এবং তাঁর বাবা আদালত

থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিশাল জনতা তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করে সম্ভাষণ জানাল।

এডওয়ার্ড ফেরিয়ার এরকুল পোয়ারোকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জানালেন। তিনি গদগদ হয়ে বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো আপনাকে জানাই সহস্র ধন্যবাদ। আর এখানেই এক্সরে নিউজের পরিসমাপ্তি ঘটল। একটা অতি নোংরা ঘটনা। সেটা সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে এখন সবার মন থেকে। এই অনৈতিক প্লটের জন্য তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর ড্যাগমার, তিনি তো এই পৃথিবীতে অত্যন্ত দয়ার পাত্রী একজন। আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি একটা দুষ্টচক্রের মুখোস খুলে দিতে পেরেছেন। আচ্ছা, ওরা যে ড্যাগমারের ডুপ্লিকেট থেলমা অ্যান্ডারসনকে ব্যবহার করবে এরকম ধারণা আপনার হলো কি করে মঁসিয়ে?'

'এটা নতুন কোনো ধারণা নয়', পোয়ারো তাঁকে মনে করিয়ে দিল। 'এ ভাবেই ঠিক এই রকমই একটা কেসে জেনি ডি লা মোটি যখন মেরি অ্যান্টয়নিটির ভূমিকায় অভিনয় করে সাফল্য পেয়েছিল।'

'আমি জানি। আমাকে অবশ্যই নতুন করে আবার রানির নেকলেসের কেসটা পড়তে হবে। কিন্তু ওরা যে মেয়েটিকে ড্যাগমার ফেরিয়ারের ভূমিকায় অভিনয় করিয়েছিল তার সন্ধান আপনি পেলেন কোথ্থেকে?'

'আমি তার খোঁজ করি ডেনমার্কে, আর সেখানেই তার সন্ধান পাই।'

'কিন্তু ডেনমার্কে কেন?'

'কারণ মিসেস ফেরিয়ারের দিদিমা ছিলেন ডেনমার্কের মেয়ে এবং এই মেয়েটিকে ড্যানিশের মতোই দেখতে। এছাড়াও আরো অনেক কারণ আছে।'

'একই রকম দেখতে অর্থাৎ সাদৃশ্যটা অবশ্যই চোখে পড়ার মতো। কি সাংঘাতিক শয়তানসুলভ মতলব! আমি অবাক হয়ে ভাবছি তার মাথায় এই মতলবটা এলো কি করে?'

পোয়ারো হাসল।

'কিন্তু এটা তো তার মতলব নয়!' পোয়ারো নিজের বুকে হাত রেখে বলল, 'আমি সে কথাও ভেবেছিলাম।'

এডওয়ার্ড ফেরিয়ার স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন। 'আমি আপনার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন তো?'

পোয়ারো ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল :

'সেটা জানতে হলে আমাদের এখন অবশ্যই সেই পুরনো কাহিনী 'রানির নেকলেস' থেকে 'আস্তাবলের নোংরা আবর্জনা সাফাইয়ের' কাহিনীতে ফিরে যেতে হবে। এক্ষেত্রে হারকিউলিস কি যেন ব্যবহার করেছিল, হ্যাঁ একটা নদী, অর্থাৎ প্রকৃতির একটা বিরাট শক্তি। সেটা আধুনিকীকরণ করুন! প্রকৃতির বিরাট শক্তি কি? সেক্স, তাই

নয় কি? এটা হলো যৌন ভঙ্গি, যা থেকে রসালো গল্প তৈরি করা যায়, আবার মুখরোচক খবরও তৈরি করা যায়। আর এভাবেই জনসাধারণকে সাধারণ কলঙ্ক বা কুৎসা থেকে যৌন ঘটনার ফিরিস্তি দিয়ে ভোলানো যায়। আর সেটার আবেদন অনেক, অনেক বেশি গভীর, অন্তত রাজনৈতিক কুৎসা কিংবা জালিয়াতির থেকে তো বটেই।

'হ্যাঁ বন্ধু', পোয়ারো আরও বলল, 'সেটাই তো আমার কাজ। আমার প্রথম কাজ হবে আমার হাতদুটি মাটিতে স্পর্শ করাতে হবে, যেমন করে হারকিউলিস বাঁধ দিয়েছিল নদীতে তার জলের গতিপথ অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য। আমার এক সাংবাদিক বন্ধু এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। ডেনমার্কে গিয়ে যতক্ষণ না সে মিসেস ফেরিয়ারের মুখের আদলের মতো দেখতে একটি মেয়ের সন্ধান পায় ততক্ষণ পর্যন্ত তার অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যায়। পাওয়ার পর সে তখন তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে, কথায়-কথায় তার কাছে এক্সরে নিউজ-এর নাম উল্লেখ করে এই আশা নিয়ে যে, হয়তো সেটা সে মনে করতে পারবে। আমার আশা ব্যর্থ হয়নি, সেটা সে মনে করতে পেরেছে।'

'আর সেরকমই ঘটেছিল পরবর্তীকালে। কাদা-মাটি, কুৎসার প্রচুর পরিমাণের কাদা-মাটি! সিজারের স্ত্রীর সর্বাঙ্গে সেটা ছিটিয়ে পড়ে। প্রত্যেকের কাছে এটা রাজনৈতিক কুৎসার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। এর ফলাফল তো আপনারা নিজের চোখেই দেখলেন! হ্যাঁ, আমি এর প্রতিক্রিয়ার কথা বলছি। সত্যের জয় হলো। মহিলা প্রকৃত সৎ ছিলেন বলে তিনি সমস্ত কুৎসা থেকে মুক্ত হতে পারলেন। আস্তাবলের সমস্ত নোংরা আর আবর্জনা সাফ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে রোমান্স এবং অনুভূতির একটা বিরাট জোয়ার-ভাঁটা খেলে যায়।'

'এরপর যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে যদি এখন আমাদের দেশের সমস্ত খবরের কাগজগুলো জন হ্যামেটের অর্থ আত্মসাতের খবর প্রকাশ করে, কেউ সেটা বিশ্বাস করবে না। সবাই তখন ধরে নেবে সরকারকে অপদার্থ প্রমাণ করার জন্য এটা সুপরিকল্পিতভাবে একটা মিথ্যে ষড়যন্ত্রের প্লট। তাই স্বভাবতই সেই খবরটা বুদ্ধিমান পাঠকদের মনে জন হ্যামেটের বিরুদ্ধে কোনো রকম বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারবে না।'

এডওয়ার্ড ফেরিয়ার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন। এরকুল পোয়ারোর জীবনে কখনো যা হয়নি মুহূর্তের জন্য সে প্রায় শারীরিক নির্যাতনের কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

'আপনার এতো সাহস যে, আপনি আমার স্ত্রীকে ব্যবহার—'

ঠিক এই মুহূর্তে সম্ভবত সৌভাগ্যবশত মিসেস ফেরিয়ার নিজেই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন।

'ভাল কথা', তিনি বলে উঠলেন, 'সেটা বেশ ভাল করেই চলেছিল।'

'ড্যাগমার, তুমি, তুমি কি শুরু থেকেই সব জানতে?'

'অবশ্যই প্রিয়', ড্যাগমার ফেরিয়ার বললেন। এবং স্বামীর দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে

তাকিয়ে তিনি এমন গভীরভাবে হাসলেন যা থেকে তাঁকে একান্তই অনুগত স্ত্রী বলেই মনে হলো।

'কিন্তু তুমি তো আমাকে কখনো বলোনি?'

'কিন্তু এডওয়ার্ড, তুমি কি কখনো মঁসিয়ে পোয়ারোকে জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই জিজ্ঞেস করিনি।'

ড্যাগমার হাসলেন।

'আর এটাই আমরা ভেবেছিলাম।'

'আমরা মানে?'

'আমি আর মঁসিয়ে পোয়ারো।' এই বলে তিনি পারাপারি করে একবার এরকুল পোয়ারো এবং তাঁর স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

তারপর মিসেস ফেরিয়ার আরও বললেন, 'প্রিয় বিশপের কাছে আমার অবসরকালীন সময়টা বেশ ভালভাবেই কেটেছিল। তাই এখন আমি আমার মধ্যে পূর্ণ শক্তি অনুভব করতে পারছি। ওঁরা আগামী মাসে লিভারপুলে একটা নতুন যুদ্ধজাহাজ ভাসাতে চলেছেন, তাই ওঁরা চেয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আমি যেন সেটার নামকরণ করি। আমার মনে হয় সেটা করলে এটা খুবই জনপ্রিয় কাজ হবে।'

স্টিমফেলিয়ান পাখির রহস্য

THE STYMPHALEAN BIRDS

"দ্য স্টিমফেলিয়ান বার্ডস" ১৯৩৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় "দ্য ভালচার উইমেন" নামে আমেরিকার "দিস উইক" পত্রিকায়। তারপর প্রকাশিত হয় 'বার্ডস অফ ইল ওমেন' নামে ১৯৪০ সালের এপ্রিলে 'দ্য স্ট্র্যান্ড' পত্রিকায়।'

এই প্রথম তাদের হ্রদের পথ ধরে হেঁটে আসতে দেখল হ্যারল্ড ওয়ারিং। হোটেলের বাইরে টেরেসে বসেছিল সে তখন। সুন্দর একটা দিন, লেকের ঘন নীল জলে রোদের লুকোচুরি খেলা বেশ ভালই লাগছিল দেখতে। পাইপে এক-একটা সুখটান দিতে দিতে হ্যারল্ডের কেবলি মনে হচ্ছিল পৃথিবীটা খুবই সুন্দর জায়গা, চোখ যেন জুড়িয়ে যায়।

তার রাজনৈতিক জীবন পায়ে পায়ে হেঁটে এসে এখন মোটামুটি একটা ভাল রূপ নিয়েছে। মাত্র তিরিশ বছর বয়স এখন তার, অথচ এই বয়সেই আন্ডারসেক্রেটারীর পদমর্যাদায় ভূষিত হওয়া কম গর্বের কথা নয়! তার পক্ষে আর একটা শুভ খবর হলো, প্রধানমন্ত্রী কাকে যেন বলেছেন, 'তরুণ ওয়ারিং আরও অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে।' এই কারণে হ্যারল্ড যে উল্লোসিত, সেটা অস্বাভাবিক নয়, বরং বলা যায় যে, এটাই স্বাভাবিক, তা না হলে সত্যের অপলাপ হয়। জীবনটা যেন এখন তার হাতের মুঠোয় ধরা দিয়েছে, গোলাপি রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে তার সারা মন। সে এখন রীতিমতো তরুণ, সুন্দর দেখতে, স্বাস্থ্যবান, রোমান্সের আবেগে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার মতো দুর্বলতা থেকে নিজেকে সতর্কতার সঙ্গে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরে মনে মনে ভীষণ গর্ববোধ করে সে।

বাড়ি থেকেই সে মোটামুটি ঠিক করে এসেছিল হারজো শ্লোভাকিয়ায় সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম নেবে সে, এরই মাঝে সে সেখানে কারোর অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করবে না। আর সেটাই হবে পূর্ণ বিশ্রাম, পরিচিত পরিবেশ এবং পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা। আর সেই মতো একটা নির্জন পরিবেশে পছন্দসই হোটেলও পেয়ে গেল সে। স্টিমকা হ্রদের তীরে এই হোটেল, যদিও সেটা ছোট, তবে বেশ আরামপ্রদ এবং তেমন ভারাক্রান্ত নয়। খুব কম বোর্ডারই চোখে পড়ে, যার মধ্যে বেশিরভাগই বিদেশী। আবার হাতে গোণা যায় এমন মাত্র দু'জন ইংরেজের মধ্যে ছিলেন মিসেস রাইস এবং তাঁর বিবাহিতা কন্যা মিসেস ক্লেটন। হ্যারল্ড দু'জনকেই পছন্দ করে। এলসি ক্লেটন বেশ সুন্দরী ও সুশ্রী হলে কি হবে, কেমন যেন একটু সেকেলে স্বভাবের মেয়ে। প্রসাধন যৎসামান্যই, নেহাতই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নয়। ভঙ্গিমা অতি নম্র এবং একটু লাজুক প্রকৃতির মেয়ে। অপরদিকে মিসেস রাইস? একটা ব্যক্তিত্বময়ী চরিত্রের মহিলা। দীর্ঘদেহী, ভরাট গলা, আর আচরণে একটা কর্তৃত্বের ভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু ভদ্রমহিলার মধ্যে একটা রসবোধ আছে, এবং সঙ্গিনী হিসেবেও এক কথায় অতুলনীয়া। তাঁর জীবনের সাধ, আহ্লাদ সব কিছুই যে ওই তাঁর মেয়ে-কেন্দ্রিক, এটা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। এ ধারণা হ্যারল্ডের অভিজ্ঞতা থেকে।

মা ও মেয়ের সাহচর্যে হ্যারল্ডের কত না মধুর মুহূর্ত কেটেছে। কিন্তু তার ওপর কোনোরকম প্রভাব খাটিয়ে আধিপত্য বিস্তারের একটুও চেষ্টা করেননি কখনো তাঁরা। আর তাই কি একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট থেকে গেছে তাঁদের মধ্যে।

হোটেলের অন্যসব লোকেদের সম্পর্কে কোনোরকম আগ্রহই জাগেনি হ্যারল্ডের মনে। সাধারণত তাদের মধ্যে অধিকাংশই আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়ে দিতে অভ্যস্ত, কিংবা মোটর-কোচে ভ্রাম্যমান দলের সদস্য হতে উদ্‌গ্রীব। তারা এখানে দু'-একদিন থাকে, স্ফূর্তি করে, তারপর আমোদ-প্রমোদের নেশা কাটলেই অন্য এক আস্তানার খোঁজে চলে যায়। এরকম ভবঘুরে ক্ষণিকের অতিথিদের সঙ্গে মেলামেশা করতে মন চায় না হ্যারল্ডের। আর এই কারণেই আজকের এই অপরাহ্নের আগে পর্যন্ত তার দৃষ্টি আকর্ষণের মতো কেউই তেমন ছিল না।

হ্রদের দিক থেকেই তারা ধীরে ধীরে হেঁটে আসছিল আঁকা-বাঁকা পথ ধরে। এক সময় হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই তাদের প্রতি হ্যারল্ডের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া মাত্র মেঘের পরে মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে বুঝি বা একটু কাঁপন লাগল।

তারপর সে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো তাদের দিকে। তার কেন জানি না মনে হলো, ওই মহিলা দু'জনের মধ্যে একটা অদ্ভুত কিছু যে লুকিয়ে আছে, এ ব্যাপারে সে একেবারে নিশ্চিত। তাদের সুদীর্ঘ নাকগুলো ঈষৎ বাঁকা ঠিক পাখির মতো, আর তাদের দু'জনের মুখের মধ্যে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, এবং স্থির অচঞ্চল তাদের দু'টি মুখমণ্ডল। তাদের কাঁধের ওপর ঝোলানো আলগা পোশাক বাতাসের ঝাপটা লেগে কাঁপছিল থিরথির করে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্রকাণ্ড দুটি পাখি ডানা মেলে আকাশে উড়ে যেতে চাইছে। বড় দৃষ্টি-নন্দন সেই দৃশ্য।

দৃশ্যটা চোখে দেখতে গিয়ে হ্যারল্ডের এত ভাল লেগে গেল যে, তার মনের মধ্যে যেন গেঁথে গেল। আপন মনে সে তার ভাবনার কথা বিড়বিড় করে বলতে থাকল, 'ওরা যেন ঠিক পাখির মতো', তারপর সে প্রায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের মনগড়া কথা বলে ফেলল, 'পাখির অশুভ ইঙ্গিত!'

মহিলারা সোজা টেরেসে এসে হাজির হলো এবং তারা তার খুব কাছ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। খুব কাছ থেকে দেখতে গিয়ে হ্যারল্ড উপলব্ধি করল, তারা খুব একটা ছোট নয়, বেশ বয়স হয়েছে, সম্ভবত পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। আর দু'জনের চেহারার মধ্যে এতোই মিল রয়েছে যে, দেখে মনে হবে ওরা যেন আপন মায়ের পেটের দুই বোন। তাদের অভিব্যক্তি অনাকর্ষণীয়। ওরা হ্যারল্ডের পাশ দিয়ে চলে যেতে গিয়ে তাদের দু'জনের চোখদুটি মিনিট খানেকের জন্য তার মুখের ওপর নিবদ্ধ হলো। সে দৃষ্টিতে কৌতূহল আছে যেমন তেমনি বড় তির্যক, প্রায় অমানুষিক বলা যায়।

হ্যারল্ডের মনে অমঙ্গলের ধারণাটা তখনো অব্যাহত ছিল শুধু নয় এখন সেটা যেন আরও দৃঢ় হলো। দুই বোনের মধ্যে একজনের হাতের ওপর হঠাৎ নজর পড়তেই হ্যারল্ড দেখল দীর্ঘ থাবার মতো সে হাত....যদিও সূর্য আবার মেঘের আড়াল থেকে মুক্ত এখন, তবুও তার দেহটা কেমন আর একবার কেঁপে কেঁপে উঠল। সে ভাবল : 'কি ভয়ঙ্কর প্রাণী। ঠিক যেন শিকারী পাখির মতো...'

এরকম একটা অস্বস্তিকর কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল হ্যারল্ড, হঠাৎ সেখানে মিসেস রাইসের আবির্ভাব ঘটতেই তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেল সে। সে প্রায় লাফিয়ে উঠে কাছ থেকে একটা চেয়ার টেনে আনল তাঁর জন্য। ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি চেয়ারে বসে পড়লেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি দুরন্ত গতিতে উল বুনতে শুরু করে দিলেন।

হ্যারল্ড তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'এইমাত্র যে দু'জন মহিলা হোটেলের ভেতরে ঢুকে গেলেন আপনি কি তাঁদের দেখেছেন?'

'ক্লোক পরিহিতা দু'জন মহিলার কথা বলছেন তো, হ্যাঁ ওদের পাশ কাটিয়েই তো আমি এলাম।'

'কেমন যেন অস্বাভাবিক ধরনের প্রাণী, আপনার তাই মনে হচ্ছে না?'

'ঠিক বলেছেন, হ্যাঁ, সম্ভবত ওরা নেহাতই অস্বাভাবিক। জানেন আমার মনে হয় ওরা কেবল গতকালই এসেছে এখানে। ওরা দু'জনেই প্রায় একই রকম দেখতে, ওরা নিশ্চয়ই যমজ বোন।'

হ্যারল্ড কি ভেবে বলল, 'হয়তো আমি কল্পনাবিলাসী। কিন্তু তবু আমি স্পষ্ট অনুভব করছি, ওদের হয়ে একটা ভয়ঙ্কর অশুভ শক্তি যেন কাজ করছে।'

'আশ্চর্য, আপনি যে দেখছি ভয়ঙ্কর একটা ভয়ের কথা শোনালেন। তাই মনে হচ্ছে, তাহলে তো খুব কাছ থেকে ওদের দেখতে হয়, আর দেখতে হয় আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারি কিনা!'

তিনি অবশ্য এখানেই থেমে থাকলেন না, সেই সঙ্গে আরও বললেন, 'দ্বাররক্ষীর কাছে খোঁজ করলেই আমরা জানতে পারব ওরা কারা! যাইহোক, আমার তো মনে হয়, ওরা আদৌ ইংরাজ নয়।'

'ওহো না, না।'

মিসেস রাইস চকিতে একবার তাঁর কব্জিঘড়ির দিকে তাকিয়েই বলে উঠলেন, 'চায়ের সময় হয়েছে। ভিতরে গিয়ে ঘণ্টাটা বাজাতে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না তো মিস্টার ওয়ারিং?'

'নিশ্চয়ই! কেন অসুবিধা হতে যাবে মিসেস রাইস?' এই বলে সে দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে গেল মিসেস রাইসের নির্দেশ পালন করার জন্য এবং একটু পরেই ফিরে এসে সে তার চেয়ারে বসতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বিকেল হয়ে গেল, অথচ আপনার মেয়েকে দেখছি না কেন বলুন তো?'

'ওহো এলসির কথা বলছেন? আমরা একসঙ্গেই একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। লেকের চারদিকে একবার চক্কর দিয়ে পাইন গাছের অরণ্যের ভেতর দিয়ে ফিরে এসেছি। সত্যি কি চমৎকার সেই সব তরুবীথির দৃশ্য।'

এই সময় একজন ওয়েটার এসে চায়ের ফরমাস নিয়ে চলে গেল। ওদিকে মিসেস রাইসের হাত দ্রুত চলতে থাকল, উলের কাঁটা দ্রুত ঘোরাতে ঘোরাতে মিসেস রাইস বললেন, 'এলসি তার স্বামীর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছে। হয়তো সেই চিঠিটা পড়তে ব্যস্ত বলেই সে চায়ের আসরে যোগ দিতে পারছে না।'

'ওঁর স্বামী? হ্যারাল্ড বিস্মিত হয়ে বলল, 'জানেন, আমি কিন্তু সব সময়েই ভেবে এসেছি যে, উনি একজন বিধবা।'

মিসেস রাইস তার দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে শুকনো গলায় বললেন, 'ওহো না, না, এলসি বিধবা নয়।' এখানে একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'দুর্ভাগ্যবশত—'

হ্যারল্ড অবাক চোখে তাকাল।

মিসেস রাইস ভয়ঙ্কর জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে বললেন, 'জানেন মিস্টার ওয়ারিং, মদ খাওয়াটা এক-এক সময় অনেক দুঃখ আর দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে ওঠে।'

'ওঁর স্বামী কি একজন মদ্যপ?'

'হ্যাঁ, সেই সঙ্গে তার আরও অনেক দোষ-গুণ আছে। যেমন খেপাটে ঈর্ষা এবং হিংস্র মেজাজ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'এই পৃথিবীটা বড় কঠিন জায়গা, এখানে জীবন বড় অনিশ্চিত, জানেন মিস্টার ওয়ারিং। এলসি আমার একমাত্র সন্তান, তাই স্বভাবতই তার জন্যে আমার ভাবনা তো হবেই, আর তার প্রতি অনুগত তো হবই। তাই তাকে অসুখী দেখলে আমার পক্ষে সহ্য করা সহজ নয়।'

হ্যারল্ড যথার্থই আবেগের সঙ্গে বলল, 'অথচ কত নম্র ও ভদ্র মেয়ে তিনি।'

'হ্যাঁ, সম্ভবত একটু বেশি ভদ্র সে।'

'তার মানে আপনি—'

মিসেস রাইস অত্যন্ত ধীরে ধীরে বললেন, 'সুখী মানুষরাই একটু বেশি উদ্ধত হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, এলসির ভদ্রতা, নম্রতা তার পরাজিতের মনোভাব থেকেই গড়ে উঠেছে। তার কাছে জীবনের মানে অনেকখানি।'

হ্যারল্ড একটু ইতস্তত করে বলল, 'এমন একজন পুরুষকে কি করেই বা তিনি তাঁর স্বামী হিসেবে বরণ করে নিলেন?'

উত্তরে মিসেস রাইস বললেন, 'ফিলিপ ক্লেটন একজন অত্যন্ত আকর্ষণীয় পুরুষ। মেয়েদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা তার আগেও ছিল আর এখনো আছে। আর বেশ কিছু টাকাও আছে তার। তাই তার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছলই বলা যায়। তবে আমাদের মস্তবড় অসুবিধে কি ছিল জানেন, তার আসল চরিত্র কি সেটা জানাবার মতো কোনো পরিচিতজন ছিল না আমাদের। আমার স্বামী বহু বছর হলো মারা গেছেন, সেই থেকে আমি বিধবা। বাড়িতে দু'জন মহিলা বাস করি, পুরুষ বলতে কেউ নেই। তাই তখন মানুষের চরিত্র বিচার করা সম্ভব ছিল না আমাদের।'

'হ্যাঁ, আমি মানছি', হ্যারল্ড অনেক চিন্তা করে সায় দিয়ে বলল, 'তা কখনোই সম্ভব নয়।'

এলসির কথা, তার বিড়ম্বিত জীবনের কথা গভীরভাবে অনুভব করল হ্যারল্ড। ঘৃণা-মিশ্রিত ক্রোধ আর মেয়েটির প্রতি সহানুভূতির ঢেউ বয়ে গেল তার ওপর দিয়ে। কতই বা বয়স হবে এলসি ক্লেটনের? খুব বেশি হলে বছর পঁচিশ বয়স হবে, তার বেশি নয়! তার নীল চোখের তারায় স্পষ্টতই বন্ধুত্বের ছায়া সে দেখেছে, সে কথা ভুলবে কি করে সে, তাই মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল তার মুখের কোমল ভঙ্গিমার কথা। এই মুহূর্তে হঠাৎ সে উপলব্ধি করল, এলসির প্রতি এই যে আগ্রহ, তাকে আরো বেশি করে জানার যে অদম্য ইচ্ছা, এ সবই যেন বন্ধুত্বের সীমানা একটু ছাড়িয়ে গেছে।

আর এমন একটি ভাল মেয়ের ভাগ্য জড়িয়ে আছে এক নিষ্ঠুর অমানুষের সঙ্গে ...ভাবা যায় না, কল্পনা করা যায় না...

সেদিন সেই সন্ধ্যায় সবার নৈশভোজ সারা হয়ে গেছে। হ্যারল্ড মিসেস রাইস এবং মিসেস ক্লেটনের সঙ্গে যোগ দিল। এলসি ক্লেটনের পরনে হাল্কা পিঙ্ক কালারের পোশাক। এলসির চোখের দিকে তাকাল সে, চোখের পাতা কেমন যেন লালচে হয়ে গেছে। কাঁদছিল সে। চোখের পাতা তখনো ভিজে।

মিসেস রাইস দ্রুত বলে গেলেন, 'মিস্টার ওয়ারিং, আপনার সেই দু'টি শিকারী মানবী-পাখির পরিচয় আমি জানতে পেরেছি। ওরা পোল্যান্ডের মেয়ে, অত্যন্ত ভাল পরিবারের মেয়ে। অন্তত দ্বাররক্ষী তো আমায় সেরকমই বলল।'

এবার হ্যারল্ড তাকাল ঘরের এক কোণে যেখানে পোলিশ মেয়ে দু'টি বসেছিল। এলসি নিজের থেকেই ওদের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে বলল,

'ওই যে দু'জন মহিলা বসে আছে? চুলে মেহেন্দি কলপ দেওয়া মেয়ে দু'টির কথা বলছেন? ওঃ কি ভয়ঙ্কর ভয়াবহ দেখতে ওরা? জানি না কেন এমন দেখতে।'

হ্যারল্ড জয়োল্লাসে ফেটে পড়ল। 'আমিও ঠিক এ কথাই ভেবেছি।'

মিসেস রাইস হেসে বললেন, 'আমি মনে করি, আপনারা দু'জনেই অবান্তর কথা বলছেন। কোনো লোকের দিকে কেবলমাত্র একবার তাকিয়ে তার সঠিক চারিত্রিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় কখনো।'

এলসি শব্দ করে হেসে উঠল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'আমিও মনে করি কেউ তা বলতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি মনে করি, ওরা দু'জন যেন এক একটা শকুনী! ওরা—'

'ওরা মৃত মানুষের খোঁজে এসেছে, দেখতে পেলেই তার চোখদুটি খুবলে নেবে, এই তো?' হ্যারল্ড বলে উঠল।

'ওহো, ওকথা বলবেন না', এলসি চিৎকার করে উঠল।

হ্যারল্ড সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'দুঃখিত, আমি দুঃখিত।'

মিসেস রাইস হাসতে হাসতে বললেন, 'যাইহোক, 'ওরা কখনোই আমাদের অতিক্রম করে যেতে পারবে না।'

'কারণ আমাদের কোনো গোপন অপরাধবোধ নেই', এলসি গর্বের সঙ্গে বলে উঠল।

'সম্ভবত মিস্টার ওয়ারিং-এর তেমন কিছু থাকলেও থাকতে পারে।' এই বলে মিসেস রাইস চোখ পিটপিট করে হাসলেন।

হ্যারল্ড তার মাথাটা পিছন দিকে ঝাঁকিয়ে হাসতে হাসতে বলে উঠল, 'না, না, এ পৃথিবীতে আমার লুকোবার কিছুই নেই। আমার জীবনটা হচ্ছে একটা উন্মুক্ত বইয়ের মতো।'

আর সেটা তার মনের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর দোলা দিয়ে উঠল, এবং হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ঝলসে উঠল :

'যারা সোজা পথ ছেড়ে চলে যায়, তাদের মতো মূর্খ লোক বোধহয় কেউ আর

হয় না। একটা স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন বিবেক, জীবনে সবাই এরকমই তো চায়। আর কেবল এটার ওপর ভরসা করে তুমি সারা পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াতে পার এবং সবাইকে, যারা তোমার বিরোধিতা করে তাদের জোর গলায় বলতে পার তোমাদের স্থান হওয়া উচিত শয়তানের দুয়ারে, যাও সেখানে যাও!'

হঠাৎ সে অনুভব করল সে খুবই জীবন্ত, অত্যন্ত শক্তিমান পুরুষ, যেন সে নিজেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা, নিজেই নিজের ভাগ্যের চাকাটা নিজের খুশিমতো ঘুরিয়ে দিতে পারে।

অন্য আরো ইংরাজদের মতো হ্যারল্ড ওয়ারিং একজন দুর্বল ভাষাবিদ। তার ফরাসী উচ্চারণ মাঝে মাঝেই ভাঙা ভাঙা, মাঝে মাঝেই হোঁচট খাচ্ছিল এবং একটু যেন ব্রিটিশ টান রয়েছে। আর জার্মান ও ইতালীয় ভাষা তার খুব কমই জানা আছে।

এখনও পর্যন্ত ভাষাবিদের ভাষার এই অক্ষমতা তাকে কোনোরকম দুর্ভাবনায় ফেলেনি। কন্টিনেন্টের প্রত্যেক হোটেলেই প্রত্যেক সময়েই সে দেখেছে, সবাই ইংরিজীতে কথা বলে থাকে, তাই চিন্তার কি আছে?'

কিন্তু প্রায় মনুষ্যবর্জিত এই জায়গায়, যেখানে গ্রাম্য ভাষা একধরনের স্লোভাক, এমন কি হোটেলের দ্বাররক্ষী পর্যন্ত একমাত্র জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারে না, সেখানে তার ভাষা সমস্যা মেটানোর জন্য যখন তার দু'জন মেয়ে বন্ধুদের একজন দোভাষীর কাজ করে দিত, তখন এক-এক সময় হ্যারল্ডের কাছে সেটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে মনে হতো। এদিকে মিসেস রাইস, যার বিভিন্ন ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল, তিনিও একটু-আধটু স্লোভাক ভাষায় কথা বলতে পারতেন।

হ্যারল্ড বদ্ধপরিকর, সে জার্মান ভাষাটা অবশ্যই শিখে নেবে। তাই সে ঠিক করল এর জন্য কিছু পাঠ্যপুস্তক কিনে নেবে এবং প্রতিদিন সকালে কয়েক ঘণ্টা করে এই ভাষা নিয়ে চর্চা করতে থাকবে।

সেদিন সকালটা কি সুন্দরই না ছিল। কয়েকটা জরুরি চিঠি লেখার পর হ্যারল্ড তার কব্জিঘড়ির দিকে তাকাল। সে দেখল মধ্যাহ্নভোজ শুরু হতে তখনো ঘণ্টাখানেক দেরি ছিল। তাই সে ভাবল এই সময়ের মধ্যে সে অনায়াসে বাইরে কোথাও বেরিয়ে আসতে পারে। কথাটা ভাবামাত্র সে গুটি গুটি পায়ে লেকের দিকে এগিয়ে চলল। তারপর পাইন গাছের অরণ্যের দিকে এগিয়ে চলল। সেখানে সে সম্ভবত মিনিট পাঁচেক পথ চলার পর হঠাৎ একটা স্পষ্ট শব্দ তার কানে ভেসে এলো, শুনতে তার একটুও ভুল হয়নি। শব্দটার ধরণ শুনে তার মনে হলো, কোনো মহিলা যেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে।

হ্যারল্ড মিনিট খানেকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে শব্দটা কোথ্‌থেকে আসছে অনুধাবন করার জন্য। তারপর নিশ্চিত হয়ে সেই শব্দটা অনুসরণ করে সে সেইদিকে এগিয়ে চলল। কাছে গিয়ে সে দেখল, মহিলাটি তার পরিচিত, মিসেস এলসি ক্লেটন। মাটিতে লুটিয়ে পড়া একটা গাছের ডালে সে বসে আছে, দু'হাতের তালুর

আড়ালে সে তার মুখখানি ঢেকে রেখেছিল। কান্নার আবেগে কিংবা একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার পিঠ ও কাঁধদুটো থরথর করে কাঁপছিল।

হ্যারল্ড ইতস্তত করল কিছুক্ষণ, তারপর সে তার কাছে এগিয়ে গেল। নরম গলায় সে বলল, 'মিসেস ক্লেটন, এলসি?'

ভীষণভাবে চমকে উঠে এলসি ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল তার দিকে। হ্যারল্ড তার পাশে গিয়ে বসল। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে সে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার জন্য আমি কি কিছু করতে পারি? আপনার কোনো সাহায্যে কি লাগতে পারি?'

মাথা নাড়লো সে। 'না, না, আপনার অসীম দয়া। কিন্তু ভেবে দেখলাম, আমার জন্য কারোর কিছুই করার নেই।'

এবার হ্যারল্ড কোনো ভূমিকা না করেই মনে একটু সংশয় রেখেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনার এই দুঃখের কারণ আপনার স্বামী নয় তো?'

মাথা নেড়ে সে এবার সায় দিল। তারপর সে কান্না-ভেজা চোখ-মুখ মুছে হাতব্যাগ থেকে প্যাউডারকেস বার করে পাশ ফিরে মুখে বোলালো যতটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক করে তোলবার জন্য। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমি চিন্তায় ফেলতে চাই না মাকে। আমাকে অসুখী দেখলে তিনি কেমন যেন ঘাবড়ে যান। অথচ আমার মনে তখন ভীষণ জ্বালা-যন্ত্রণা, বুকটা ফেটে যায়। অথচ মায়ের সামনে সেটা প্রকাশ করতেও পারি না, পাছে তিনি আরও বেশি কষ্ট পান। তাই আমি এখানে ছুটে এসেছি কাঁদবার জন্য। শুনেছি কাঁদলে নাকি মনের দুঃখ অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়। আমি জানি, এটা ভাবা অর্থহীন, ছেলেমানুষী, কারণ কান্না এসব ব্যাপারে কোনো সাহায্যে আসে না। কিন্তু এক-এক সময় জীবনটাকে অসহ্য বলে মনে হয়। তাই তখনি...'

হ্যারল্ড তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

এলসি কৃতজ্ঞচিত্তে তাকাল হ্যারল্ডের দিকে। তারপর সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'অবশ্য আমারই দোষ। আমি আমার নিজের ইচ্ছায় ফিলিপকে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু হিসেবে কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে, আমাদের বিয়েটা খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে, সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে। আমি জানি, এর জন্য তো আমি, হ্যাঁ আমিই তো দায়ী! দোষ যদি কাউকে দিতে হয় তো আমাকেই দিতে হবে।'

'সত্যি বিষয়টা আপনি এমন প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করলেন যাতে আপনার সাহস তেজ ও অধ্যবসায়েরই পরিচয় দিচ্ছে।'

'না, না, আমার মধ্যে তেমন তেজ নেই, আর আমি আদৌ সাহসীও নই। আমি ভয়ঙ্কর ভীতু প্রকৃতির মেয়ে। আর এই কারণেই আংশিকভাবে ফিলিপের সঙ্গে আমায় ঝামেলায় পড়তে হলো। ফিলিপকে আমার ভীষণ ভয় হয়, বিশেষ করে সে যখন রেগে যায় তখন তার মধ্যে মনুষ্যত্বের কোনো চিহ্নই আমি দেখতে পাই না।'

হ্যারল্ড এই সময় তার আবেগ আর চেপে রাখতে পারলো না। কাঁপা কাঁপা গলায় বলেই ফেলল, 'তার সঙ্গে আপনার আর কোনো সম্পর্কই রাখা উচিত নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে আপনার ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

'সে সাহস আমার নেই। তাছাড়া ও আমাকে সহজে মুক্তি দেবে না।'

'বাজে কথা!' হ্যারল্ড প্রতিবাদ করে উঠল। 'বিবাহ-বিচ্ছেদ তাহলে কিসের জন্য? আপনি আইনের আশ্রয় নিন!'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল এলসি। 'বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য তেমন কোনো যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ আমার কাছে নেই। তাই ওর সব অন্যায় অত্যাচার আমাকে মুখ বুজে সহ্য করে যেতেই হবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।' এই বলে সে তার কাঁধদুটো সোজা করে তুলল। 'না, এ ভাবেই আমাকে চালিয়ে যেতে হবে। জানেন, বেশির ভাগ সময়ই আমি আমার মায়ের সঙ্গেই কাটাই, তাঁর সঙ্গে বসবাস করি। ফিলিপ তাতে কিছু মনে করে না। বিশেষ করে এই রকম দেশভ্রমণে বেরোলে তাতে তার কিছু এসে যায় না।' কথা বলতে গিয়ে তার চিবুকে লাল আভাষ ফুটে উঠতে দেখা গেল। সে আরও বলল, 'ওর অন্ধ সন্দেহ-অবিশ্বাস আর ঈর্ষাই আংশিকভাবে আমার জীবনের অশান্তির মূল কারণ। যদি আমি কোনো পুরুষের সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলি তা দেখলেই সে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, রাগে-উত্তেজনায় তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসে।'

হ্যারল্ড রাগে ও ঘৃণায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। স্বামীর বিরুদ্ধে ঈর্ষা আর তা থেকে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার অভিযোগ অনেক মহিলাকে করতে শুনেছে সে। ওপর ওপর এই সব মহিলার মুখ থেকে অভিযোগ শুনলেই স্বভাবতই তাদের প্রতি তার সহানুভূতি জেগে উঠলেও, সে কিন্তু বেশ ভাল করেই জানত যে, সব না হলেও তাদের মধ্যে কিছু কিছু মেয়ের স্বামীর সন্দেহ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে যাইহোক, হ্যারল্ড আবার এও ভাবল যে, এলসি তো সে ধরনের মেয়েই নয়। এমন কি সে কখনো তার দিকে সামান্য খারাপ দৃষ্টিতেও তাকায়নি, এ হেন মেয়ের সম্পর্কে সেরকম কিছু ভাবা বাতুলতা।'

এলসি একটু কাঁপতে কাঁপতে তার পাশ থেকে সরে বসল। আকাশের পানে তাকালো সে।

'সূর্য মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। তাই এখন বেশ শীত করছে। উষ্ণতার জন্য আমাদের এখন হোটেলেই ফিরে যাওয়া উচিত। তাছাড়া এখন দুপুরের মধ্যাহ্নভোজের সময়ও হয়ে গেছে।'

তারা এবার উঠে দাঁড়াল এবং ফিরে চলল হোটেলে। সম্ভবত তারা মিনিটখানেক হবে হেঁটে এসেছে তখন তারা একই পথে চলমান একজনের সামনা-সামনি এসে পড়ল। তারা তাকে চিনতে ভুল করল না। তার পরনের ঢিলে-ঢালা পোশাক ঝোড়ো বাতাস লেগে পাখির ডানার মতো উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। সেই যমজ পোলিশ বোনেদের মধ্যে একজন সে।

তারা মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে গিয়ে হ্যারল্ড সামান্য একটু মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল। কিন্তু মেয়েটি তার অভিবাদনের প্রত্যুত্তর না জানালেও, তার দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ হলো তাদের দু'জনের ওপর এক মিনিটের জন্য। তার সেই দৃষ্টির মধ্যে

এমন একটা আকর্ষণ ছিল, যে কারণে হ্যারল্ড হঠাৎ যেন এক অজানা উত্তাপ অনুভব করল। সে তখন অবাক হয়ে ভাবল, মেয়েটি কি তাদের গাছের ডালে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখেছে। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে সম্ভবত সে ভেবে থাকবে...

হ্যাঁ, তার অনুমান মতো মেয়েটির মুখ দেখে সেরকমই যেন মনে হচ্ছে, তার চোখ-মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল...ঘৃণা আর ক্রোধে হ্যারল্ডের সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল! কিছু কিছু মেয়েদের মন কতই না নোংরায় ভরা থাকে! বিচিত্র! সবচেয়ে বিচিত্র তাদের মন।

সেই সময়, হ্যারল্ড মনে করার চেষ্টা করল, সূর্য মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, তারা তখন শীতে কাঁপছে, হয়তো ঠিক সেই মুহূর্তে ওই মেয়েটি তাদের ওপর নজর রাখছিল...

সে যাইহোক, হ্যারল্ড একটু অস্বস্তিবোধ করল।

সেদিন রাত দশটার কিছু পরে হ্যারল্ড তার নিজের ঘরে এসে ঢুকল। ইংলিশ মেল এসেছে আজ। এবং বেশ কয়েকটা চিঠি তার নামে এসেছিল, তার মধ্যে কয়েকটা চিঠির উত্তর চটজলদি দেওয়া উচিত বলে মনে করল সে।

তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে পায়জামা আর ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে সে ডেস্কের সামনে এসে বসল উত্তর দেবার সব সরঞ্জাম হাতে নিয়ে। পরপর তিন-তিনটি চিঠি সে লিখল, এবং চতুর্থ চিঠিটি সে সবে লিখতে শুরু করবে সেই সময় দরজাটা হঠাৎ হুট করে খুলে গেল। তারপরেই এলসি ক্লেটন ঘরে এসে ঢুকল, তার পাদুটো যেন অসম্ভব কাঁপছিল।

হ্যারল্ড লাফিয়ে উঠল, সে তখন স্তব্ধ, হতবাক। এলসি ঘরে ঢুকেই দরজাটা ভেতর থেকে ভেজিয়ে দিল। তারপর আলমারির ড্রয়ারটা দৃঢ়মুষ্ঠিতে আঁকড়ে ধরল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল সে, নিঃশ্বাসের তালে তালে তার বুকের ওঠা-নামা চলতে থাকল। তার মুখটা চকখড়ির মতো সাদা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কায় তাকে ভীষণ ভয়ার্ত দেখাচ্ছিল।

হাঁ করে কোনো রকমে শ্বাস নিতে নিতে সে বলে উঠল : 'আ-আমার স্বামী! হঠাৎ সে এখানে এসে হাজির হয়েছে, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই। আমার মনে হয়, সে আমাকে খুন করবে। পাগল হয়ে গেছে, হ্যাঁ একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে সে। তাই আমি অনেক আশা নিয়ে ছুটে এসেছি আপনার এখানে একটু বাঁচার আশায়, একটা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না মঁসিয়ে, দয়া করে আপনার কাছে আমাকে একটু ঠাঁই দিন, আমাকে রক্ষা করুন। আমার একান্ত অনুরোধ, দেখবেন ও যেন আমাকে খুঁজে না পায়।' এই বলে সে দু'-এক পা এগিয়ে চললো, সে তখন এতোই কাঁপছিল যে, প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই হ্যারল্ড দু'হাত বাড়িয়ে তার পতন রোধ করল।

সে এরকম করতেই ঠিক এই সময়ে ভেজানো দরজা আবার হুট করে খুলে গেল আর দেখা গেল একজন লোক দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝারি ধরনের উচ্চতা তার, পুরু চোখের ভুরু। নরম চকচকে মসৃণ ঘন কালো মাথার চুল। তার হাতে ছিল গাড়ি মেরামতের প্রয়োজনে ভারি একটা লোহার প্লাস, অনেকটা সাঁড়াশির মতো। লোকটা এবার চিৎকার করে উঠল। তার কথাগুলো প্রায় আঁতকে ওঠার মতো শোনাল।

'তাহলে তো পোলিশ ভদ্রমহিলার অনুমানই ঠিক। এই লোকটার সঙ্গে তোমার প্রেম-ভালবাসার পর্বটা বেশ জাঁকিয়ে তুলেছ দেখছি।'

এলসি চিৎকার করে বলে উঠল, 'না, না, ফিলিপ, এটা সত্য নয়। তুমি ভুল করছ।'

ফিলিপ রাগে গর্জন করতে করতে তাদের দিকে এগিয়ে আসতেই হ্যারল্ড চকিতে এলসিকে তার পিছনে ঠেলে দিয়ে ফিলিপের পথ রোধ করে দাঁড়াল। ফিলিপ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, 'আমি ভুল করছি? বিশেষ করে তোমাকে যখন এ অবস্থায় এখানে দেখছি, এর পরেও কি বলবে আমার সন্দেহ অমূলক? শয়তান কোথাকার। তোমার এই ব্যভিচারের জন্য আজ আমি তোমাকে খতম করে ফেলবই। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না, দেখো।'

ক্ষিপ্রগতিতে সে হ্যারল্ডের হাতটা সজোরে সরিয়ে দিল। হ্যারল্ডের সঙ্গে ফিলিপের খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হাওয়ার দৃশ্য দেখে এলসি ভাবল এই তো সুযোগ! চিৎকার করে উঠে হ্যারল্ডের অপর দিকে সরে দাঁড়াল। হ্যারল্ড তৈরি হয়েই ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল ফিলিপকে প্রতিহত করার জন্য।

কিন্তু ফিলিপের মাথায় তখন কেবল একটাই মতলব ঘোরাফেরা করছিল, কি করে তার স্ত্রীর নাগাল পাওয়া যায়। ফিলিপ আবার একপাশে ঘুরে দাঁড়াল। এলসি ভয়ঙ্করভাবে ভীতসন্ত্রস্ত। এই সুযোগে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ফিলিপ তার নাগালও পেল না। ফিলিপ তার পিছু ধাওয়া করল। আর হ্যারল্ড একটুও ইতস্তত না করে তাকে অনুসরণ করল।

করিডরের একেবারে শেষ প্রান্তে এলসি তার শয়নকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল। পরক্ষণেই তালায় চাবি ঢোকানোর যান্ত্রিক আওয়াজ শোনা গেল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। তালা খোলার আগেই ফিলিপ ক্রেটন দরজায় ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল। মুহূর্তে সে ঘরের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। এরপরেই হ্যারল্ড এলসির হঠাৎ আর্তনাদ শুনতে পেল। পরমুহূর্তেই হ্যারল্ড আর থাকতে না পেরে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়তে গেল।

জানালার পর্দা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল এলসি। ওদিকে হ্যারল্ডকে ঘরে ঢুকতে দেখে ফিলিপ ক্রেটন এবার ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে তার হাতের সাঁড়াশির মতো দেখতে লোহার ভারি প্লাসটা উঁচিয়ে ছুটে গেল এলসির দিকে। আবার আর্ত চিৎকার করে উঠল এলসি। তারপর ডেস্কের ওপর থেকে একটা ভারি পেপার-ওয়েট হাতে

তুলে নিল এলসি এবং কালবিলম্ব না করে অতর্কিতে সেটা সে তার স্বামী ফিলিপকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল।

সঙ্গে সঙ্গে ক্রেটন এক খণ্ড কাঠের টুকরোর মতো লুটিয়ে পড়ল ঘরের মেঝেতে। এলসি আঁতকে উঠল ভয়ে উত্তেজনায়। ঘটনার আকস্মিকতায় হ্যারল্ড স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে এলসি এবার হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল তার স্বামীর পাশে। ফিলিপ কিন্তু যেখানে পড়ে গেছল সেখানেই পড়ে ছিল, তার কোনো সাড়া-শব্দ নেই, নিথর, নিস্পন্দ তার দেহ।

ওদিকে বাইরের বারান্দায় একটা ঘরের দরজার খিল খোলার শব্দ শোনা গেল। এলসি লাফিয়ে উঠল এবং হ্যারল্ডের কাছে ছুটে গেল।

'দয়া করে', নিচু গলায় রুদ্ধশ্বাসে এলসি কাতর অনুনয় করে বলে উঠল, 'দয়া করে আপনি ফিরে যান আপনার ঘরে।' দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলেন তো? ওরা এখনি এখানে এসে পড়ল বলে। এখানে এসে ওরা আপনাকে আমার ঘরে দেখলে তখন কেলেঙ্কারির একশেষ হয়ে যাবে। আমি তখন লজ্জায় মুখ আর দেখতে পারব না। তাই দোহাই আপনার, আপনি এখান থেকে চলে যান।

হ্যারল্ড মাথা নেড়ে সায় দিল। পরিস্থিতিটা বুঝে নিতে তার কোনো অসুবিধে হলো না। ফিলিপ ক্রেটন অচৈতন্য অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে। এলসির আর্ত চিৎকার নিশ্চয়ই ওদের কানে গিয়ে থাকবে, তাই ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। এখন ওরা এখানে এসে তাকে দেখতে পেলে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। আর সেটা অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই তাদের উভয়ের স্বার্থে কোনো কুৎসা সৃষ্টি হতে দেওয়া উচিত নয়।

কথাটা উপলব্ধি করা মাত্র হ্যারল্ড নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর করিডর পেরিয়ে ফিরে এলো সে তার নিজের ঘরে। ঘরে পৌছনো মাত্র সে অন্য ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল।

হ্যারল্ড তার ঘরে প্রায় আধঘন্টা বসে থেকে অপেক্ষা করল। বাইরে বেরোবার সব সাহস সে তখন হারিয়ে ফেলেছে। সে তখন বেশ ভাল করেই জেনে গেছে, এখনি না হয় একটু পরে এলসি ঠিক আসবে তার কাছে।

তারপরেই দরজায় মৃদু টোকা মারার শব্দ হলো। হ্যারল্ডের ধৈর্যের অবসান হলো এতক্ষণে। লাফিয়ে উঠে সে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

না, তার প্রত্যাশা মতো এলসি নয়, ঘরে এসে ঢুকলেন তার মা। হ্যারল্ড তাঁকে দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ, হতবাক হয়ে গেল। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হ্যারল্ডের মনে হলো তার বয়স হঠাৎ বেশ কয়েক বছর যেন বেড়ে গেছে। তাঁর ঈষৎ ধূসর রঙের চুলগুলো এলোমেলো দেখাল। চোখের কোলে গভীর কালো রেখা ফুটে উঠেছে।

হ্যারল্ড লাফিয়ে উঠে একটা চেয়ার টেনে মিসেস রাইসকে তাতে বসতে সাহায্য

করল। তিনি বসলেন, হাঁপাচ্ছিলেন তিনি। বোঝা গেল তাঁর নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। হ্যারল্ড সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল : 'মিসেস রাইস, দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আপনার জন্য কি কিছু আনব?'

তিনি মাথা নাড়লেন। 'না। আমার জন্যে আপনি অত উতলা হবেন না। সত্যি আমি ঠিক আছি। এ কেবল একটা মানসিক উত্তেজনা মাত্র মিস্টার ওয়ারিং, জানেন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে এখানে?'

হ্যারল্ড জানতে চাইল, 'কেন, ক্লেটন কি খুব গুরুতরভাবে আহত হয়েছে?'

মিসেস রাইস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তার চেয়েও খারাপ। সে মারা গেছে...।'

সারা ঘরটা যেন তার চারপাশে দুলে উঠল।

হ্যারল্ডের মনে হলো, একটা হিমশীতল জলের স্রোত যেন বয়ে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। সেই সঙ্গে কিছুক্ষণ সে কথা বলতে পারল না।

অস্পষ্ট গলায় কথাটার পুনরাবৃত্তি করল সে, 'মারা গেছে?'

মিসেস রাইস মাথা নেড়ে সায় দিলেন। এবং ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'মার্বেল পাথরের ভারি পেপার ওয়েটটা সোজা গিয়ে তার কপালে আঘাত করেছিল, সেই সঙ্গে অগ্নিচুল্লীতে খোঁচা দেওয়ার লোহার রডের ওপর পড়ে যেতেই আঘাতটা তার আরো বেশি তীব্র হয়ে ওঠে। জানি না আসলে কোনটার আঘাতে তার মৃত্যু ঘটেছে। তবে সে যে মারা গেছে আমি একেবারে নিশ্চিত। এর আগে আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি, তাই বুঝতে আমার একটুও ভুল হয়নি।'

বিপর্যয়...ছোট্ট একটা শব্দ, অথচ কি ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক, শব্দটা হ্যারল্ডের মস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ুকোষে বারবার অনুরণিত হতে থাকল। বিপর্যয়, বিপর্যয়, বিপর্যয়...'

হ্যারল্ড বেশ জোর দিয়েই বলল, 'এটা একটা দুর্ঘটনা...আমি নিজের চোখে ঘটতে দেখেছি...'

'হ্যাঁ, আমি মানছি, এটা অবশ্যই একটা দুর্ঘটনা। কিন্তু আমি একা জানলেই তো হবে না,' মিসেস রাইস তীক্ষ্নস্বরে বললেন, 'অন্য কেউ কি সেটা চিন্তা করে দেখবে? আমি খোলাখুলিভাবেই বলছি হ্যারল্ড, আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি! এটা ইংলন্ড নয়। এখন কি হবে?'

হ্যারল্ড ধীরে ধীরে বলল, 'আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই মাদাম। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এলসির বক্তব্যকে আমি অবশ্যই সমর্থন করব।'

মিসেস রাইস বললেন, 'হ্যাঁ, আর সেও সমর্থন করবে আপনাকে। সেটা, হ্যাঁ সেটাই ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে, তাই না?'

হ্যারল্ডের মস্তিষ্ক সাধারণত খুবই ধারাল এবং খুবই সংযত। তাই সে সহজেই মিসেস রাইসের বক্তব্য বেশ ভাল করেই উপলব্ধি করতে পারল। এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এও বুঝতে পারল যে, তাদের অবস্থা কতই না দুর্বল। ফিলিপের আকস্মিক মৃত্যু তাদের এমন একটা গাড্ডায় ফেলে দিয়েছে যেখান থেকে উঠে আসা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।

সে আর এলসি তাদের এখানে থাকার সময়ের অনেকখানিই কাটিয়েছে একসঙ্গে। তারপর পাইনবনে নিভৃতিতে একান্ত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিমায় তাদের দু'জনকে একটা গাছের ডালে যে বসে থাকতে দেখেছে পোলিশ মহিলাদের মধ্যে সে একজন, এটাও একটা ঘটনা বটে! স্পষ্টতই প্রতীয়মান, পোলিশ মেয়েদু'টি ইংরিজী ভাষা না জানলে কি হবে, তারা হয়তো একটু-আধটু বুঝতে পারে। 'ঈর্ষা' ও 'স্বামী' কথাগুলোর মানে হয়তো জানে মেয়েটি, অবশ্য যদি সে আড়ি পেতে তাদের কথাবার্তা শুনে থাকে। যাইহোক, এটা খুবই পরিষ্কার যে, হয়তো সে ক্লেটনকে এমন কোনো খবর দিয়েছিল, যার ফলে তার মধ্যে ঈর্ষা জেগে ওঠে এবং হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে তার মনে। আর তারই পরিণাম, তার আকস্মিক মৃত্যু। ফিলিপ ক্লেটনের যখন মৃত্যু হয়, তখন হ্যারল্ড এলসি ক্লেটনের ঘরেই সশরীরে উপস্থিত ছিল। হ্যারল্ডই যে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্লেটনকে হত্যা করেনি, এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার মতো কোনো প্রমাণই নেই তার কাছে। আবার অপর দিকে সন্দেহপ্রবণ স্বামী যে কখনও তাদের দু'জনকে একসাথে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখেনি, এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার মতোও তেমন কোনো তথ্য-প্রমাণ সে দেখাতে পারবে না। কেবল তার আর এলসির কথাই তাদের সম্বল। কিন্তু কথা হচ্ছে তাদের কথা কেই বা বিশ্বাস করবে? নাকি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হবে বলে মনে হয়!

একটা ভয়ের শীতল শিহরণ বয়ে গেল হ্যারল্ডের সারা শরীরের ওপর দিয়ে।

সে কখনো কল্পনাও করেনি, হ্যাঁ সত্যিই সে কখনো ভাবতেও পারেনি যে, সে কিংবা এলসি খুন না করেও খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে, এই রকম একটা অপ্রত্যাশিত বিপদের মুখোমুখি হতে হবে তাদের। যাইহোক, এটা নিশ্চিত যে, এক্ষেত্রে একমাত্র নরহত্যার অভিযোগই উঠতে পারে তাদের বিরুদ্ধে। (এইসব বিদেশী রাষ্ট্রে তারা কি নরহত্যা করতে পারে?) আর যদি বা তারা এই অভিযোগ থেকে মুক্তি পায় তবুও এ কেসের একটা তদন্ত হবেই আর তার খুঁটিনাটি বিবরণ প্রকাশিত হবে বিভিন্ন সংবাদপত্রে। তাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যকর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে, কে প্রথম কত বেশি কেচ্ছার খবর ছাপবে তাদের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায়।...একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা খুনের দায়ে অভিযুক্ত, ঈর্ষাপরায়ণ স্বামী নিহত এবং অন্যতম খুনী একজন উদীয়মান রাজনীতিবিদ। হ্যাঁ, এসব পাবলিসিটি মিডিয়ার প্রচারের ফল হবে একটাই, তার রাজনৈতিক জীবনের অবসান, নির্বাসন অথবা পথ গ্রহণ ছাড়া তার সামনে বিকল্প কোনো সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ ছাড়া তার সামনে বিকল্প কোনো পথ খোলা থাকবে না। কারণ রাজনৈতিক কেচ্ছা থেকে কেউ রেহাই পেতে পারে না।

আবেগ-কম্পিত গলায় সে বলল, 'লাশটা কোথাও সরিয়ে ফেললেই তো আমরা রেহাই পেয়ে যেতে পারি। কোথাও গুম করে ফেললে কেমন হয়?'

কিন্তু মিসেস রাইসের চোখে-মুখে হঠাৎ বিস্ময়কর আর বিরক্তির ভ্রূকুটি দেখে ভীষণ লজ্জা পেল হ্যারল্ড। তিনি বিদ্রূপের সুরে বললেন, 'প্রিয় হ্যারল্ড, এটা আপনার

কোনো রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা গল্প নয়, এটা একটা বাস্তব ঘটনা, তাই ফিলিপের মৃতদেহ গুম করে ফেলার চিন্তাটা নিছকই পাগলামী। মাথা থেকে এই উদ্ভট চিন্তা একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিন।'

'আমার কিন্তু বিশ্বাস, এভাবেই কাজ হবে, আমরা আমাদের কাজ হাঁসিল করে নিতে পারব। এছাড়া আমরা আর কিই বা করতে পারি বলুন? হায় ঈশ্বর, এছাড়া, আর কিই বা করা যেতে পারে?'

হতাশভাবে মাথা নাড়লেন মিসেস রাইস। চোখে ভ্রূকুটি আর হৃদয় তাঁর আচ্ছন্ন এক গভীর চিন্তায়।

হ্যারল্ড জানতে চাইল, 'তবে কি আমরা কিছুই করতে পারি না, আমাদের কি কিছুই করার নেই? এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই?'

এবার ঘটনার প্রকৃত রূপরেখা প্রকাশ পেল : বিপর্যয়! ভয়ঙ্কর, অচিন্ত্যনীয়, চরম নরক যন্ত্রণার সামিল।

তারা দু'জন এ ওর দিকে তাকাল। মিসেস রাইস কর্কশ গলায় বললেন, 'এলসি, আমার ছোট্ট মেয়ে এলসি। ওর ভালর জন্য আমি যে কোনো কাজ করতে পারি। এই কলঙ্ক যদি তাকে গায়ে মাখতেই হয়, তাহলে ও আর বাঁচবে না, কলঙ্কের যন্ত্রণাটা ওকে কুড়ে কুড়ে খাবে, একটু একটু করে ওর জীবন শেষ হয়ে যাবে, শেষ পর্যন্ত ও মারা যাবে। তাই ওর এমন বিপদের দিনে ওকে রক্ষা করার জন্য আমি যে কোনোরকম কাজ করতে প্রস্তুত। এখানে একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'আপনার ভবিষ্যৎ আর সবকিছুই তো জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে।'

হ্যারল্ড নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিয়ে বলল, 'আমার কথা কখনো ভাববেন না।' কিন্তু এ কথা সত্যি সত্যি সে নিজের মন থেকে বলেনি।

মিসেস রাইস বেশ তিক্তস্বরেই বলে ফেললেন, 'কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যায় এবং চরম অসত্য, সাজানো। আমি তো আপনাদের বেশ ভাল করেই জানি, তাই তো বলতে পারি, আপনাদের দু'জনের মধ্যে আপত্তিকর কিছুই ঘটেনি।'

মিসেস রাইসের কথাগুলো বেশ ভালই লাগল হ্যারল্ডের, এবং কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে সে বলল, 'আপনি অন্তত এটুকু বলতে পারবেন যে, আমার আর এলসির মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তা সম্পূর্ণ কলঙ্কমুক্ত, কোনো দোষের ছিল না!'

মিসেস রাইস আবার তিক্তস্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, যদি তারা আমার কথা বিশ্বাস করে। কিন্তু আপনি তো জানেন, এখানকার মানুষজনদের গতি-প্রকৃতি কেমন!'

হ্যারল্ড মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিল বটে, তবে তার চোখে-মুখে একটা বিষণ্ণতার ছায়া পড়তে দেখা গেল, মুখে যতই সে এখানকার মানুষজনদের কথা উড়িয়ে দিক না কেন, সে বেশ ভালকরেই জেনে গেছে, তাদের পাপ-মনে এলসি আর তার মধ্যে তাদের মনগড়া একটা অবৈধ সম্পর্কের খোসগল্পের সৃষ্টি হবে। এবং মিসেস

রাইস যতই তাদের বোঝাবার চেষ্টা করুন না কেন, কিংবা তাঁদের ধারণার বিরোধিতা করুন না কেন, মেয়ের কলঙ্ক মোচনের জন্য তিনি সত্যিকারের যে যুক্তিই তাদের সামনে তুলে ধরুন না কেন, তারা সেটাকে এলসির মায়ের ইচ্ছাকৃত মিথ্যে ভাষণ বলেই ধরে নেবে।

হ্যারল্ড আক্ষেপ করে বলল, 'আমাদের দুর্ভাগ্য কি জানেন মিসেস রাইস, আমরা এখন ইংলন্ডে নেই, পরবাসে রয়েছি। আমরা হতভাগ্য।'

'আহ্!' মিসেস রাইস মাথা তুলে হ্যারল্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এটা খুবই সত্য...এটা ইংলন্ড নয়। আমি এখন অবাক হয়ে ভাবছি, যদি কিছু করা যায়—'

'হ্যাঁ, তা আপনি কোনো উপায়ের কথা কি ভেবেছেন?' হ্যারল্ড আগ্রহসহকারে তাঁর দিকে তাকাল। আপনার কাছে কত টাকা আছে?

'খুব বেশি নয়।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'অবশ্য তারবার্তা পাঠিয়ে আমি আরও টাকার ব্যবস্থা করতে পারি।'

মিসেস রাইস কঠিন সুরে বললেন, 'আমাদের অনেক টাকার প্রয়োজন হতে পারে। তাই আমি মনে করি, বাড়তি টাকা সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করা উচিত।'

হতাশা, কেবলি হতাশার মধ্যেও যেন একটু আশার আলো দেখতে পেল হ্যারল্ড।

'তা আপনার পরিকল্পনাটা কি জানতে পারি?'

মিসেস রাইস দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'এই মৃত্যুকে গোপন করার কোনো সুযোগই নেই আমাদের। কিন্তু আমি মনে করি, সরকারীভাবে সেটা চাপা দেবার সুযোগ আছে!'

'আপনি কি সত্যিই তাই মনে করেন?' হ্যারল্ড আশাবাদী, কিন্তু তার মনে একটু সংশয় বুঝি থেকেই যায়।

'হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে হোটেলের ম্যানেজার আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। তার হোটেল ব্যবসার স্বার্থে সেও ব্যাপারটাকে পুরোপুরি চাপা দিতে চাইবে। আমার ধারণা, রীতি-নীতি বহির্ভূত এই বলকান দেশের প্রায় প্রত্যেককেই প্রলুব্ধ করতে পারবে সে। এমন কি এখানকার পুলিশ সম্ভবত এ দেশের যে কোনো লোকের চেয়ে অনেক বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত।'

'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আমিও একমত। আপনার অনুমান যথার্থই, হ্যারল্ড ধীরে ধীরে বলল।

মিসেস রাইস বলতে থাকেন : 'সৌভাগ্যবশত, আমার যতদূর মনে হয়, এ ব্যাপারে হোটেলের কেউ এখনও পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেনি।'

'আচ্ছা এলসির ঘরের পাশের ঘরে কে থাকে?' হ্যারল্ড জিজ্ঞেস করল।

'দু'জন পোলিশ মহিলা। তবে ওরা কিছুই শুনতে পায়নি বলেই আমার মনে হয়। কারণ শুনতে পেলে ওরা নিশ্চয়ই বারান্দায় বেরিয়ে আসত। আর ফিলিপ বেশ রাত করেই ফিরেছিল, তাই কেউই তাকে দেখতে পায়নি। একমাত্র রাতের পোর্টার ছাড়া। জানেন হ্যারল্ড, আমার বিশ্বাস কি জানেন, সমস্ত ব্যাপারটা অনায়াসেই চাপা দেওয়া

যেতে পারে। আর ফিলিপের মৃত্যু স্বাভাবিক কারণেই হয়েছে বলে ডেথ-সার্টিফিকেট সহজেই জোগাড় করা যেতে পারে! এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঘুষের অঙ্কের পরিমাণ কতো হতে পারে? এবং সঠিক ঘুষ-গ্রহীতাকে খুঁজে বের করতে হবে, সম্ভবত সেই ব্যক্তিটি পুলিশ চীফ!'

হ্যারল্ডের মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। এবং সে বলল, 'এ যেন এক কৌতুক-নাটক, তাই না? ঠিক আছে, যাইহোক না কেন, আমরা কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

মিসেস রাইস অদম্য উদ্যম ও কর্মক্ষমতার প্রতিমূর্তি যেন। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন তিনি। সবার আগে তিনিই ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। এ সবের থেকে নিজেকে বাইরে রেখে নিজের ঘরেই বসে রইল হ্যারল্ড। এ সব ব্যাপারে সে নিজেকে কোনোভাবেই জড়াতে চায় না। সে এবং মিসেস রাইস দু'জনে মিলে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে, এই ঘটনাটাকে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া বলে প্রচার করবে। তাদের ধারণা, এতে সব দিক দিয়েই তাদের সুবিধা হবে। সেই সঙ্গে এলসির রূপ, যৌবন আর সৌন্দর্যকে মূলধন করে সবার সহানুভূতি লাভ করা যেতে পারে।

পরের দিন সকালেই বিভিন্ন ধরনের পুলিশ অফিসার হোটেলে এসে হাজির হলো। তাদের সরাসরি মিসেস রাইসের শয়নকক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। মাঝ-দুপুরে তারা হোটেল ছেড়ে চলে যায়। একমাত্র টাকার জন্য তারবার্তা পাঠানো ছাড়া হ্যারল্ড এ কেসের ব্যাপারে কোনো ভূমিকাই নিল না। অবশ্য তার পক্ষে এ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করা খুব যে একটা সহজ হতো তা নয়, কারণ পুলিশ অফিসাররা কেউই ইংরিজী বলতে কিংবা বুঝতে পারে না।

বারোটার সময় মিসেস রাইস তার ঘরে এসে হাজির হলেন। তাঁর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাসে সাদা এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর মুখের একটা স্বস্তির আভাস বলে দিচ্ছিল, তাঁর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে চলেছে। কোনো ভূমিকা না করেই তিনি বললেন, 'কাজ হয়েছে!'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! সত্যি আপনি অপূর্ব, আপনার করিসমা আছে। অবিশ্বাস্য! অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার মতো আপনার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।'

মিসেস রাইস চিন্তিতভাবে বললেন, 'আমাদের কাজটা সহজে মিটে যাওয়ার দরুন আপনার হয়তো মনে হতে পারে, ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। ওরা প্রায় হাত বাড়িয়েই এখানে এসেছিল। শুধু সময়ের অপেক্ষা, কখন আমাদের তরফ থেকে ওদের খুশি করার প্রস্তাব উঠবে। এটা সত্যিই বড় জঘন্য আর বিরক্তিকর ব্যাপার।'

'হ্যারল্ড শুকনো গলায় বলল, 'জনসেবকদের দুর্নীতি নিয়ে এই মুহূর্তে ঝগড়া করা উচিত নয়। তা ওঁদের কত দিতে হবে?'

'ওঁদের আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। অনেক মুখ, অনেক টাকার খেলা!' এই বলে মিসেস রাইস একটা নামের তালিকা পড়তে শুরু করলেন :

পুলিশ চীফ। কমিশনার। দালাল। ডাক্তার। হোটেল ম্যানেজার। রাতের পোর্টার।

হ্যারল্ডের মন্তব্য নেহাতই মামুলি!

'একমাত্র রাতের পোর্টারকে বোধহয় খুব বেশি দিতে হবে না, তাই না? আমার ধারণা, এ যেন এক সোনার-ফিতের বাঁধন।'

মিসেস রাইস পরিস্থিতিটা এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন :

'ম্যানেজার শপথ করে পুলিশকে জানিয়েছে, তার হোটেলের ত্রিসীমানায় এই মৃত্যুটা আদৌ ঘটেনি, আর সরকারী রিপোর্টের বয়ানটা হলো এই রকম : চলন্ত ট্রেনের একটা কামরার মধ্যেই ফিলিপ ক্রেটন হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তার শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাই সে হাওয়ার খোঁজে নিজের কেবিন থেকে বেরিয়ে করিডরে পায়চারি করতে থাকে। অবশেষে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। আপনি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন, আজকাল ট্রেনের দরজা প্রায় সব সময়েই খোলা থাকে। এর ফলে এক অসতর্ক মুহূর্তে সেই খোলা দরজাপথ দিয়ে সে ট্রেন থেকে ছিটকে রেললাইনের ওপর পড়ে যায়। আশ্চর্য, ভাবতে কেমন অবাক লাগে, এখানকার পুলিশ কত না আজ্ঞাবাহক অপরাধীদের। আর পুলিশ ইচ্ছে করলে কি না করতে পারে!'

'তা অবশ্য ঠিক,' হ্যারল্ড বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের ইংলন্ডের পুলিশ এরকম নয়।'

আর ব্রিটিশ মেজাজ নিয়ে হ্যারল্ড ডাইনিংরুমের দিকে এগিয়ে গেল, মধ্যাহ্নভোজের সময় হয়ে গেছিল তখন।

মধ্যাহ্নভোজের পর রোজকার অভ্যাসমতো মিসেস রাইস এবং তাঁর মেয়ে এলসির সঙ্গে কফি পান করার জন্য মিলিত হয় হ্যারল্ড। তাই সে আজও এই প্রচলিত অভ্যাসের কোনো পরিবর্তন ঘটাতে চাইল না।

গতরাতের সেই আকস্মিক বেদনাদায়ক ঘটনার পর এই প্রথম এলসির মুখোমুখি হলো হ্যারল্ড। তাঁকে খুবই ক্লান্ত ও বিবর্ণ দেখাচ্ছে, এবং সে যে গতকালের মানসিক আঘাত এখনও পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তা স্পষ্টতই লক্ষণীয়। তবু তা সত্ত্বেও তার সহজ ও স্বাভাবিক হওয়ার প্রচেষ্টাটা প্রশংসনীয়। নিজের থেকেই সে আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতির প্রসঙ্গ তুলে আলোচনায় ব্রতী হলো।

তারপর তারা সদ্য-আগত এক অতিথিকে নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল, তার সম্পর্কে দু'-একটা মন্তব্য করতেও ছাড়ল না। এবং সে যে কোন্ দেশের লোক তা অনুমান করার চেষ্টা করল তারা। হ্যারল্ড তাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করে ভাবল, ওরকম গোঁফজোড়া একমাত্র ফরাসীদেরই হয়ে থাকে। এলসির ধারণা সে একজন জার্মান আর মিসেস রাইস মনে করেন, সে একজন স্প্যানিশ হতে পারে।

টেরেসে তখন তারা ছাড়া কাছাকাছি অন্য আর কাউকে চোখে না পড়লেও একেবারে শেষ প্রান্তে সেই পোলিশ মেয়ে দুটিকে বসে থাকতে দেখা গেল। তারা আপন মনে তাদের কোনো সৌখীন কাজে ব্যস্ত ছিল।

আশ্চর্য, ওদের দেখলেই কেন জানি না হ্যারল্ডের মনে সব সময় একটা অশুভ চিন্তার উদয় হয় আর সেই ভয়ে তার বুকটা কেমন কেঁপে ওঠে। ওই নিথর ভাবলেশহীন মুখ, পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা নাক, এবং লম্বা-থাবার মতো দু'টো হাত...

এই সময় একজন হোটেল-বয় এসে মিসেস রাইসের কাছে এসে বলল, তাঁর ডাক পড়েছে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অনুসরণ করলেন। তারা একটু পরেই দেখল হোটেলের প্রবেশপথে ইউনিফর্ম পরিহিত একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে মিসেস রাইস তর্ক করছেন।

এলসির নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হলো।

'কোনো গণ্ডগোলের আশঙ্কা আপনি করছেন না তো?'

হ্যারল্ড সঙ্গে সঙ্গে তাকে আশ্বস্ত করল। 'ওহো, না, না, সেরকম কিছু নয় বলেই মনে হয়।' কিন্তু সে নিজে মনে মনে এক আকস্মিক ভয়ের যন্ত্রণা অনুভব করল। হ্যারল্ড তাকে আরও বলল, 'আপনার মা একজন চমৎকার মহিলা, মনে হয় না ওই পুলিশ অফিসার তর্কে ওঁর সঙ্গে পেরে উঠতে পারবেন।'

'আমি জানি আমার মায়ের মধ্যে একটা লড়াকু মনোভাব আছে। তিনি কোনো ব্যাপারে হার স্বীকার করতে চান না।' তবু এসব জেনেও এলসি এক অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল। 'কিন্তু এ ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা, ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাই না?'

'এখন আর ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। ধরে নিন ওসব মিটে গেছে, নতুন করে কোনো ঝামেলার সম্ভাবনা আর নেই।'

এলসি নিচু গলায় বলল, 'আমি কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছি না, আমি, আমি ওকে খুন করেছি। এই অপরাধবোধটা এখন আমার মনে সব সময়ই খচখচ করে ওঠে।'

হ্যারল্ড তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। 'ব্যাপারটাকে ওভাবে দেখবেন না। ধরে নিন ওটা একটা দুর্ঘটনা। আর এ কথাও সত্যি, আপনি নিজেও তো সেটা ভাল করেই জানেন।'

হ্যারল্ডের এ কথায় এলসির মুখ থেকে বুঝি বা ভাবনার মেঘ একটু কেটে গেল। তাকে খুশি হতে দেখা গেল। হ্যারল্ড আরও বলল, 'যাইহোক, ওটা এখন অতীত। আর অতীত সব সময়েই অতীত। ও নিয়ে আর কখনো যেন ভাববার চেষ্টা করবেন না।'

এই সময় মিসেস রাইস ফিরে এলেন। তাঁর মুখের অভিব্যক্তি দেখে তারা বুঝে গেল, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, সব ঠিক হয়ে গেছে। তাদের সব ভাবনার অবসান হয়ে গেছে।

'আমি প্রথমে খুবই ঘাবড়ে গেছলাম,' মিসেস রাইস আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা হলো এই যে, এ ব্যাপারে কাগজপত্র সম্পর্কে পুলিশের একটা গতানুগতিক নিয়মরক্ষা করতে হয়, তাই আমার ডাক পড়েছিল। যাইহোক, প্রয়োজনীয়

কাগজপত্র দেখা হয়ে গেছে। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, আর কোনো ঝামেলা হবে না। আমরা এখন সব সন্দেহের বাইরে চলে গেছি বাছারা। আমার মনে হয় এই আনন্দঘন মুহূর্তটাকে ধরে রাখার জন্য আমরা একটা ভাল পানীয়ের ফরমাস দিতে পারি আমাদের জন্য।'

ওয়েটার পানীয়ের ফরমাস নিয়ে চলে গেল এবং একটু পরেই ট্রে হাতে ফিরে এলো। তারা সবাই যে যার গ্লাস নিজের নিজের হাতে তুলে নিল।

মিসেস রাইস তাঁর গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে বললেন, 'এই উৎসব ভবিষ্যতের প্রতি।'

হ্যারল্ড এলসির দিকে তাকিয়ে হাসল এবং তেমনি হাসতে হাসতেই বলল, 'আর এটা আপনার সুখের প্রতি।'

এলসিও একগাল হেসে প্রত্যুত্তরে বলল, 'আপনার প্রতি, আপনার সাফল্যের প্রতি! আমি নিশ্চিত, ভবিষ্যতে আপনি আরও বেশি সাফল্য অর্জন করবেন এবং একজন মহান ব্যক্তি হয়ে উঠবেন।'

এখন আর কোনো আশঙ্কা নেই, ভয় নেই, চিন্তা নেই। হঠাৎ সে সব কেটে যাওয়ার ফলে তারা সবাই খুশির মেজাজে মেতে উঠল।

টেরেসের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে পক্ষীসদৃশ মেয়ে দুটি উঠে দাঁড়াল। তারা তাদের জিনিসপত্র অত্যন্ত যত্নসহকারে গোছগাছ করে নিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। সামান্য একটু মাথা নিচু করে মিসেস রাইসকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর পাশে বসল তারা। তাদের মধ্যে একজন কথা বলতে শুরু করল এবং অপরজন এলসি এবং হ্যারল্ডের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। তার ঠোঁটে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেল। তার সেই হাসিটা দেখে হ্যারল্ডের কিন্তু মনে হলো, খুব একটা ভাল নয়, যেন অশুভ কিছু একটা ইঙ্গিত করছে...

হ্যারল্ড মিসেস রাইসের দিকে তাকাল। তিনি তখন অত্যন্ত মনোযোগসহকারে পোলিশ মেয়েটির কথা শুনছিলেন। যদিও সে তাদের আলোচনার কথা এক বর্ণও বুঝতে পারছিল না, তবে মিসেস রাইসের মুখের অভিব্যক্তি খুবই স্পষ্ট বলে মনে হলো তার কাছে। পুরনো সেইসব বেদনাদায়ক দুশ্চিন্তা এবং হতাশা যেন আবার একটু একটু করে আচ্ছন্ন করে ফেলছে তাঁকে। মাঝে মাঝে খুব প্রয়োজনে মিসেস রাইস সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য সারছিলেন।

একটু পরেই তারা দুই বোন উঠে দাঁড়াল এবং আগের মতোই মাথা একটু নুইয়ে মিসেস রাইসকে অভিনন্দন জানিয়ে হোটেলের ভেতরে গিয়ে প্রবেশ করল।

হ্যারল্ড সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে কর্কশ গলায় মিসেস রাইসের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'ব্যাপার কি বলুন তো? কোনো খারাপ কিছু...'

মিসেস রাইস প্রায় হতাশায় ভেঙে পড়ার মতো করে উত্তর দিলেন, 'ওই মেয়ে দুটি আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। গতরাত্রের সবকিছুই ওরা দেখেছে আর শুনতে পেয়েছে, সত্যি-মিথ্যা কিনা জানি না, অন্তত এরকমই ওরা দাবী করে গেল। টাকা

আদায়ের মতলব আর কি। এটা চাপা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, অবস্থাটা এখন হাজার গুণ খারাপ হয়ে গেছে যেন...'

হ্যারল্ড ওয়ারিং গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে সোজা লেকের ধারে চলে গেল। নিরতিশয় দুশ্চিন্তায় ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় ধরে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াল। তার মনে তখন প্রবল অশান্তির ঝড় বয়ে চলেছে, সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তা জমে জমে পর্বতসমান হয়ে উঠছে। তাই সে নেহাতই শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা সেসব প্রশমিত করতে চাইল।

অবশেষে হাঁটতে হাঁটতে সে একসময় সেই অভিশপ্ত জায়গাটায় এসে হাজির হলো, যেখানে প্রথম সে দেখেছিল সেই ভয়ঙ্কর দেখতে দু'জন পোলিশ মেয়েকে, যারা তাদের হিংস্র বাঁকা বাঁকা নখের আঘাতে এলসি আর তার জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করে রক্তাক্ত করে তুলেছে। কথাটা মনে হতেই সে রাগে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল : 'আমি ওদের অভিশাপ দিচ্ছি! জাহান্নামে যাক ওই রক্তচোষা শকুনি দুটো!'

পিছনে সামান্য একটু কাশির শব্দ শুনে হ্যারল্ড সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। পিছন ফিরে তাকাতেই সে দেখল, সৌখিন অভিজাত গোঁফ-শোভিত এক আগন্তুকের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, যে সেই মাত্র তরুবীথির আড়াল থেকে হঠাৎ যেন আবির্ভূত হলো।

ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে হ্যারল্ড ভেবে পেল না কি ভাবে আলোচনা শুরু করবে। তার মনে হলো এই ছোট-খাটো বেঁটে লোকটা নিশ্চয়ই গাছের আড়াল থেকে তার একটু আগের চিৎকার করে বলা কথাটা শুনে থাকবে। যাইহোক, একটু পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে হ্যারল্ড কোনোরকমে প্রায় বোকার মতোই বলে ফেলল, 'শুভ অপরাহ্ন।'

একেবারে শুষ্ক পরিশীলিত ইংরিজি ভাষায় উত্তর দিলেন আগন্তুক :

'কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম, এই অপরাহ্নবেলাটি আপনার কাছে মোটেই শুভ নয়!'

'হ্যাঁ-না মানে', হ্যারল্ড আবার অসুবিধায় পড়ল, সে তার কথা শেষ করতে পারল না।

ছোটখাটো মানুষটি তার কথারই জের টেনে বলে উঠল : 'আমার কি মনে হয় জানেন, আপনি বোধহয় কোনো বিপদে পড়ে থাকবেন মঁসিয়ে, তাই না? যাইহোক, আমি কি আপনার কোনো সাহায্যে লাগতে পারি?'

'ওহো না, না, তার দরকার হবে না, ধন্যবাদ! হঠাৎ আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম আর কি।'

তবু তা সত্ত্বেও অন্যজন শান্ত ও নম্র গলায় বলল, 'কিন্তু আমি এখনও মনে করি কি জানেন, হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব। এই যেমন ধরুন যদি আমি বলি, কিছুক্ষণ আগে হোটেলের টেরেসে যে দু'জন মহিলা বসেছিলেন, তাঁরাই আপনাকে অসুবিধায় ফেলে দিয়েছেন? আমি ঠিক বলিনি, বলুন?'

হ্যারল্ড অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে রইল।

'ওঁদের সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন নাকি?' সে এবার জানতে চাইল, 'যাইহোক, কে আপনি বলুন তো?'

যেন কোনো রাজকীয় জন্মপরিচয় প্রকাশ করছে এমনি ভঙ্গিমায় ছোটখাটো মানুষটি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আমি এরকুল পোয়ারো। চলুন না দু'জনে ওই তরুবীথির ছায়ার নিচ দিয়ে হাঁটি, আর সেই ফাঁকে আপনি আমাকে আপনার দুঃখের কাহিনী শোনাবেন! একটু আগে যেমন বললাম, এবং আবার বলছি, হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

মাত্র কয়েক মিনিট আগে যাঁর সঙ্গে তার পরিচয়, সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষটির কাছে সে তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী এক-এক করে কি করে যে বলে গেল, তার কারণ নিশ্চিতভাবে সে বুঝতে পারছে না, সম্ভবত মানসিক চাপই এর কারণ। যাইহোক, এমনটিই ঘটতে দেখা গেল শেষ পর্যন্ত। এরকুল পোয়ারো সে সব ঘটনার কথাই সবিস্তারে বলে গেল, কিছুই বাদ দিল না।

অপরজন নীরবে অত্যন্ত মনোযোগসহকারে সব শুনে গেলো। একবার কি দু'বার সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লো। হ্যারল্ড যখন তার দুঃখের কাহিনী শেষ করল, অপরজন প্রায় স্বপ্নালুকণ্ঠে বলে উঠলো :

'সেই স্টিমফেলিয়ান পাখির দল, লোহার মতো কঠিন যাদের চঞ্চু, যাদের মানুষের মাংস প্রিয় খাদ্য, আর যারা স্টিমফেলিয়ান হ্রদের ধারে বিচরণ করতে ভালবাসে...হ্যাঁ, এটাই সঙ্গতিপূর্ণ, খুবই যুক্তিযুক্ত!'

'ক্ষমা করবেন, আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না', হ্যারল্ড স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'যদি একটু খুলে বলেন...'

সম্ভবত, হ্যারল্ড ভাবল, এই অদ্ভুত দর্শনের মানুষটির মাথায় কোনো গোলমাল আছে।

এরকুল পোয়ারো হাসলো।

'এ আমার মনের প্রতিফলন। সব কিছুকে আমার দেখার একটা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ আছে, বুঝলেন তো! এখন আপনার এই ব্যাপারের প্রসঙ্গে আসা যাক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, আপনি খুব অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছেন, যেখান থেকে আপনার একা বেরিয়ে আসা কখনোই সম্ভব নয়, আমার সাহায্য আপনার একান্ত প্রয়োজন।'

হ্যারল্ড অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, 'আমাকে আপনার সে কথা মনে করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন আমি দেখছি না।

তবুও এরকুল পোয়ারো বলে চললো : 'এটা একটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। এর সঙ্গে ব্ল্যাকমেলের প্রশ্ন জড়িত। এই সব রক্তচোষা শকুনির দল ভয় দেখিয়ে আপনার কাছ থেকে মোটা টাকা জোর করে আদায় করে নেবে। আপনি একা তাদের বাধা দিতে

পারবেন না। আপনি তাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হবেন। তারা আপনাকে বারবার ব্ল্যাকমেল করবে, আর আপনি সুবোধ বালকের মতো তাদের একের পর এক দাবী মিটিয়ে যেতে বাধ্য হবেন! আর আপনি যদি সেটা দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে কি ঘটবে ভেবে দেখেছেন?'

হ্যারল্ড তিক্তস্বরে বলে উঠল : 'তাহলে তো সব কিছুই প্রকাশ হয়ে পড়বে। আমার ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর বেচারি ওই মেয়েটি যে কখনো কারোর কোনো ক্ষতি করেনি, সম্পূর্ণ নির্দোষ, জাহান্নামে চলে যাবে, নরকের অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। ভাবা যায় না, এ একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, এর শেষ পরিণতি কোথায়!'

'অতএব', হ্যারল্ডের কথাটা লুফে নিয়ে এরকুল পোয়ারো বলে উঠলো, 'কিছু একটা করতেই হবে।'

হ্যারল্ড স্পষ্টভাবে জানতে চাইল, 'কি সেটা?'

এরকুল পোয়ারো পিছনের দিকে একটু হেলান দিয়ে দাঁড়ালো, চোখজোড়া অর্ধনীমিলিত। সে ধীরে ধীরে বলল, 'এই সেই মুহূর্ত, যখন ব্রোঞ্জের করতালধ্বনি অপরিহার্য হয়ে ওঠে।'

হ্যারল্ডের মনে আবার তাঁর মানসিক ভারসাম্য সম্পর্কে সন্দেহ জেগে উঠল। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে স্পষ্টতই বলে উঠল, 'আপনি কি একেবারে পাগল হয়ে গেলেন?'

এরকুল নির্বিকারভাবে মাথা দুলিয়ে বলল, 'অবশ্যই নয় বন্ধু! আমি শুধু আমার অতি বিখ্যাত অগ্রজ মহান হারকিউলিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি মাত্র। বন্ধু, মাত্র কয়েক ঘণ্টা ধৈর্য ধরে থাকুন। আগামীকাল সকালেই হয়তো আমি আপনাকে আপনার উত্ত্যক্তকারীদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারব।'

পরের দিন সকালে হ্যারল্ড ওয়ারিং নিচে নেমে এসে দেখল, এরকুল পোয়ারো একা-একা টেরেসে বসে আছে। হ্যারল্ড নিজের অজান্তেই কখন যে এরকুল পোয়ারোর দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী হয়ে তার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিয়েছিল খেয়াল করতে পারে না।

এরকুল পোয়ারোর কাছে এসে হ্যারল্ড উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'সব ঠিক আছে তো?'

এরকুল পোয়ারো তার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, সব কিছুই ভাল আছে।'

'তার মানে আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'তার মানে সব কিছুরই খুবই সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা হয়ে গেছে।'

'কিন্তু কি ঘটেছিল যদি একটু খুলে বলেন তো ভাল হয়।'

এরকুল পোয়ারো এবার স্বপ্নালুকণ্ঠে জবাব দিলো :

'আমি ব্রোঞ্জের করতালকে যথাসময়ে প্রয়োগ করেছিলাম। কিংবা আপনারা আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলেন, মানে আমি ধাতব তারযন্ত্রে সুর রচনা করেছি। সংক্ষেপে আরও স্পষ্ট করে বলি, আমি একটা তারবার্তা পাঠিয়েছিলাম আর কি। আপনার স্টিমফেলিয়ান পাখিদুটিকে আমি এমন একটা জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি যেখান থেকে অন্তত কিছুদিন তারা তাদের চতুর কৌশল খাটিয়ে অন্য কাউকে আর ব্ল্যাকমেল করতে পারবে না, জানেন মঁসিয়ে?'

'পুলিশ কি ওদের খোঁজ করছিল? আর ওদের কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে?'

'অবশ্যই যথাযথভাবে।'

হ্যারল্ড একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'কি চমৎকার সমাধান! এ আমি ভাবতেও পারিনি কখনো,' এই বলে হ্যারল্ড উঠে দাঁড়াল। 'মিসেস রাইস আর এলসিকে খুঁজে বার করতে হবে, এখনি খবরটা ওঁদের দিতে হবে।'

'ওঁরা সব জানেন।'

'বাঃ সে তো খুব ভাল কথা।' হ্যারল্ড আবার বসে পড়ল। 'এখন বলুন আমাকে ঠিক কি—'

কথা বলার মাঝেই সে থেমে গেল।

...লেকের সামনের রাস্তা ধরে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে আসছে দুটি মূর্তি, এখন বাতাসের ঝাপটায় তাদের পরনের ঢিলেঢালা পোশাক, ঠিক যেন দুটি পাখির রেখাচিত্র, তথা নকশা।'

হ্যারল্ড বিস্মিত হয়ে বলল, 'একটু আগে আপনি যে বললেন ওদের ধরে নিয়ে গেছে, আমি সে কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু ওরা তো—'

এরকুল পোয়ারো হ্যারল্ডের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে বলল, 'ওহো, ওই দু'জন মহিলার কথা বলছেন? না, না, ওঁরা ক্ষতিকারক নন। ওঁরা খুবই ভাল মেয়ে। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশের পোলিশ মহিলা। ওঁদের পরিচয় তো আপনারা দ্বাররক্ষীর কাছ থেকে আগেই পেয়ে গেছলেন। তবে ওঁদের দেহের গঠন হয়তো দেখতে তেমন ভাল নয়, কিন্তু তাতে কি এসে যায়, বলুন মঁসিয়ে!'

'কিন্তু আমি যে এ সবের কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'জানি আপনি বুঝতে পারেননি। পুলিশ আসলে অন্য দু'জন মহিলাকে খুঁজছিল। তাঁরা হলেন চতুর মিসেস রাইস এবং সদা ছিচকাঁদুনে মিসেস ক্লেটন! শিকারী পাখি হিসেবে ওঁরা দু'জনেই সুপরিচিত। জানেন বন্ধু, ব্ল্যাকমেল করেই ওঁরা ওদের জীবিকা চালিয়ে থাকেন।'

এই মুহূর্তে হ্যারল্ডের মনে হলো, সারা পৃথিবীটা যেন হঠাৎ তার চারপাশে ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠল। নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিয়ে সে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'কিন্তু সেই লোকটা, যে লোকটা খুন হয়েছিল?'

'কেউ খুন হয়নি। এখানে কোনো পুরুষের ভূমিকা নেই।'

'কিন্তু আমি যে নিজের চোখে দেখেছি,' হ্যারল্ড বিশ্বাস করতে পারে না, 'নিজের চোখকে আমি অবিশ্বাস করি কি করে বলুন?'

'ওহো না, না। ভরাট গলার দীর্ঘদেহী মিসেস রাইস নতুন নতুন বেশ ধারণ করতে সিদ্ধহস্ত এবং অত্যন্ত সফল অভিনেত্রী। উনিই সেদিন মিসেস ক্লেটনের স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন, মাথা থেকে তাঁর ধূসর পরচুলাটা সরিয়ে আর ওই ভূমিকার উপযোগী প্রসাধনে নিজেকে মেক-আপ দিয়ে।'

এরকুল পোয়ারো সামনের দিকে একটু ঝুঁকলো এবং হ্যারল্ডের হাঁটুতে একটু মৃদু চাপড় দিয়ে বলল,

'বন্ধু, আপনাকে বলে রাখি, এতো সহজ সরল বিশ্বাস নিয়ে জীবনের পথে চলবেন না। জীবন বড় জটিল, বড় অমসৃণ, প্রতিপদে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আর একটা কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি মঁসিয়ে, এদেশের পুলিশ সম্পর্কে ধারণা পাল্টান। মনে রাখবেন, পৃথিবীর কোথাও পুলিশকে ঘুষ দিয়ে এতো সহজে বশীভূত করা যায় না, বিশেষ করে খুনের কেসে তো নয়ই! সাধারণত ইংরেজদের বিদেশী ভাষার অজ্ঞতাকে মূলধন করে এইসব মহিলারা তাদের ব্ল্যাকমেলের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যায়। যেহেতু তিনি ফরাসী ও জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারেন, তাই মিসেস রাইস নিজেই সব সময় হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যান এবং সমস্ত ব্যাপারটার নেতৃত্ব তিনি একাই দিয়ে থাকেন। পুলিশ এলো এবং তাঁর ঘরে গেল, সেটা খাঁটি সত্য, আর আপনিও নিজের চোখে সেই দৃশ্য দেখেছেন। কিন্তু এই পুলিশ আসার আসল ব্যাপারটা তো আপনি জানেন না, তাই সমস্ত ব্যাপারটাই আপনার কাছে ধোয়াশা বলেই মনে হয়েছে। হয়তো তিনি এখানকার পুলিশকে জানিয়েছিলেন, তাঁর গহনা কিংবা ওই জাতীয় কোনো মূল্যবান জিনিস চুরি গেছে। তার মানে এর থেকে দেখা যাচ্ছে, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কোনো একটা ছুতো করে এখানে পুলিশকে ডেকে আনা। তাই এর ফলাফল দাঁড়াল কি? আপনি পুলিশের ভয়ে মিসেস রাইসের পরিকল্পনা মত বাড়িতে তারবার্তা পাঠিয়ে মোটা টাকা আনালেন এবং সেটা তাঁর হাতে তুলে দিলেন তাঁর তথাকথিত বানানো গল্প পুলিশকে ঘুষ দেওয়ার জন্য। কারণ সমস্ত ঘটনার তিনিই তো একমাত্র উদ্যোক্তা। তিনি আপনাকে পুলিশের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছিলেন এই জন্যে যে, আপনি যদি সরাসরি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন তাহলে মিসেস রাইসের আসল মতলবটা আপনার কাছে ফাঁস হয়ে যেত। আর এ কেসের আসল রহস্যটা এটাই। কিন্তু এই সব শিকারী পাখির দল বড় লোভী, অর্থের কাঙাল। ওরা আপনার সঙ্গে কথাবার্তার সময় লক্ষ্য করেছে, বেচারী ওই পোলিশ মেয়ে দুটির প্রতি আপনার এক অযৌক্তিক বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণা আছে, যাদের কোনো অপরাধ নেই। নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই তাঁরা আপনাদের টেবিলের সামনে এসে মিসেস রাইসের সঙ্গে যেসব আলোচনা করেছিলেন তার মধ্যে কোথাও এতটুকু

দোষ ছিল না। আর তা শুনে সেই পুরনো খেলাটা তাঁর মনে জেগে ওঠে এবং সেটার পুনরাবৃত্তি করার জন্য মা ও মেয়ে তৎপর হয়ে ওঠে অতঃপর। কারণ তিনি বেশ ভাল করেই জানেন, ওঁদের সেই আলোচনার এক বর্ণও আপনি বুঝতে পারেননি।'

'অতএব আবার আপনাকে আরও অনেক টাকা চেয়ে বাড়িতে তারবার্তা পাঠাতে হবে। আর সেই টাকাটা নতুন একদল পাওনাদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার এমন ভান করবেন মিসেস রাইস যা আপনার খাঁটি সত্যি বলেই মনে হবে।'

হ্যারল্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আর এলসি, এলসি? তার কি অপরাধ!'

এরকুল পোয়ারো তার চোখদুটি অন্যদিকে সরিয়ে নিলো।

'সে তার ভূমিকায় আগাগোড়া নিখুঁতভাবে অভিনয় করে গেছে। এমন চমৎকার অভিনয় সে অবশ্য সব সময়েই করে থাকে। নিখুঁত এক ছোট্ট অভিনেত্রী। সবকিছুই খাঁটি, অত্যন্ত নিরীহ, যেন পবিত্রতার এক প্রতিমূর্তি! তার আবেদন যৌনতার প্রতি নয়, তার সব আকর্ষণ পুরুষের মন জয় করা, প্রেমের অভিনয় করে তার ব্যাঙ্কব্যালান্স হাল্কা করে দেওয়া।'

এরকুল পোয়ারো স্বপ্নালু চোখে আরও বলল, 'ইংরেজদের কাছ থেকে যে আবেদনে সব সময় সাফল্য পাওয়া যায়।'

হ্যারল্ড ওয়ারিং একটা গভীর নিঃশ্বাস নিলো। সে এবার সহজ গলায় বলল, 'এখন আমি ইউরোপে যতগুলি ভাষা আছে, সেগুলো শিখে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করব, যাতে করে কেউ আমাকে দ্বিতীয়বার বোকা বানাতে না পারে। না, ভবিষ্যতে সেরকম সুযোগ আর কাউকে দেব না।

রহস্যময় ক্রেটান ষাঁড়

THE CRETAN BULL

"দ্য ক্রেটান বুল" প্রথম প্রকাশিত হয় আমেরিকায় ১৯৩৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর "দিস উইক" পত্রিকায় 'মিডনাইট ম্যাডনেস' নামে, তারপর ১৯৪০ সালের মে মাসে।'

এরকুল পোয়ারো চিন্তিতভাবে তার দর্শনার্থীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা বিষণ্ণ মুখ, সে মুখে দৃঢ়তার ছাপ, চোখ দু'টি নীল রঙের চেয়ে ধূসর রঙের অংশটাই মাত্রায় বেশি। আর মাথার চুলে

সত্যিকারের নীল ও কালোর মিশ্রণ, যা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না, প্রাচীন গ্রীসের রক্তাভ-নীলবর্ণের চুল।

এরকুল পোয়ারো ভাল করে তাকাল তার পোশাকের দিকে, এই প্রথম। ভাল ফিটিং, তবে সুন্দরভাবে পরিহিতও বটে, কান্ট্রি টুইড, হাতের ব্যাগটা জীর্ণ এবং যদিও চেতনাহীন ঔদ্ধত্যের স্বভাব লক্ষণীয়, তবুও মেয়েটির মধ্যে একটা সুস্পষ্ট স্নায়ু-দুর্বলতার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। নিজের মনেই ভাবল সে।

'আহ্ হ্যাঁ, মেয়েটি কাউন্টির, কিন্তু টাকা নেই! আর মনে হয়, এমন একটা কিছু ঘটেছে যা তাকে আমার কাছে চলে আসতে বাধ্য করেছে।'

ডায়না ম্যাবারলি একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েই বলল :

'আমি, আমি জানি না মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন কি পারবেন না। এটা, এটা একটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার।'

সব শুনে পোয়ারো বলল, 'হ্যাঁ, তবুও আপনি আমাকে ব্যাপারটা সব খুলে বলুন।'

ডায়না ম্যাবারলি বলল, 'কি করতে হবে আমি জানি না, এই কারণেই আমি আপনার কাছে এসেছি! এমন কি আমি আবার এও জানি না, এ ব্যাপারে আদৌ কিছু করা যাবে কিনা!'

'বেশ তো, আপনার এ মামলার বিচারের ভার না হয় আমার উপরেই তুলে দিন না কেন। মনে করুন্ না কেন আমি একজন বিচারক?'

হঠাৎ মেয়েটির মুখে রঙ তরঙ্গায়িত হতে দেখা গেল। সে এবার এক নিঃশ্বাসে দ্রুততার সঙ্গে জীবনকাহিনী বলে চলল :

'আমি একজনের বাগদত্তা ছিলাম এক বছরেরও বেশি সময় ধরে। কিন্তু আমার ভাবী স্বামী সেটা ভেঙে দিয়েছে বলেই আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এখানে এসেছি।' এই বলে সে এখানে থামল এবং পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'আপনি অবশ্যই ভাবতে পারেন', ডায়না বলল, 'আমি সম্পূর্ণভাবে মানসিক বিকারগ্রস্ত।'

পোয়ারো ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

'মাদামোয়াজেল, অপর দিকে আপনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। একটা কথা আপনাকে বলে রাখি অবশ্যই জীবনে কখনো প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভালবাসার ব্যাপারে মধ্যস্থতা আমি কখনো করিনি। আর আমি বেশ ভাল করেই জানি, সে কথা আপনার অজানা নয়। যাইহোক, আমার মনে হয়, আপনাদের বাগদান ভেঙে যাওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে, তাই নয় কি?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে সায় দিল। স্পষ্ট গলায় সে বলল, 'হাগই তো বাগদান ভেঙে দেয়, কারণ সে মনে করে সে পাগল হতে চলেছে। সে ভাবে, পাগলদের কখনো বিয়ে করা উচিত নয়।'

এরকুল পোয়ারোর ভ্রূ একটু উঁচু হলো।

'আর আপনি তাতে রাজী হননি, এই তো?'

'জানি না...যাইহোক পাগল কাকে বলে? আমরা সবাই তো অল্পবিস্তর পাগল।'

'এরকমই বলা হয়ে থাকে', পোয়ারো সতর্কতার সঙ্গে বলল।

'এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন আপনি ভাবতে শুরু করবেন আপনি ডিমের পোচ হয়ে গেছেন কিংবা ওই রকম কিছু একটা...তখনি সেই বোধটা আপনাকে নীরব করে দেবে, সব সময় ঘোরের মধ্যে থাকবেন...।

'আর আপনার প্রেমিক নিশ্চয়ই সেরকম অবস্থায় পৌঁছননি?'

উত্তরে ডায়না ম্যাবারলি বলল, 'হাগের ব্যাপারে আমি আদৌ কোনো গোলমাল দেখতে পাই না। সে, ওহো হ্যাঁ সে প্রকৃতই একজন প্রকৃতিস্থ লোক। আমি জানি সে একজন বলিষ্ঠ এবং নির্ভরযোগ্য পুরুষ।'

'তাহলে কেনই বা ভাবতে গেলেন উনি পাগল হতে চলেছেন?' এখানে পোয়ারো একটু থেমে নিজের থেকেই আবার বলল, 'ওঁর পরিবারে বিকৃতমস্তিষ্কের কেউ কি ছিলেন কিংবা আছেন?'

ডায়না মাথা দুলিয়ে বলল, 'আমার বিশ্বাস, ওর ঠাকুর্দা মানসিক রোগী ছিলেন এবং বড়পিসীমা কিংবা কেউ একজন ওই রকম ছিলেন। কিন্তু আমি যা বলতে চাই তা হলো, প্রত্যেক পরিবারেই কেউ না কেউ একজন বিকারগ্রস্ত কিংবা আধ-পাগলা লোক থেকেই থাকে।'

ডায়নার চোখে করুণ আবেদন থিক্‌থিক্ করে।

এরকুল পোয়ারো দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, 'মাদামোয়াজেল, আপনার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত।'

ডায়নার চিবুক কেঁপে উঠল। সে মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল, 'আমি চাই না আপনি আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করুন! আমি চাই আমার জন্য কিছু একটা করুন!'

'তা আপনি আমাকে কি করতে বলেন?'

'আমি জানি না, কিন্তু আমার ধারণা, এর মধ্যে কোথায় যেন একটা গোলমাল রয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে মাদামোয়াজেল, আপনার প্রেমিক সম্পর্কে কিছু বলবেন?'

ডায়না দ্রুত বলল, 'তার নাম হাগ চ্যান্ডলার। তার বয়স চব্বিশ। তার বাবা অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার। তারা লাইভ ম্যানরে থাকে। এলিজাবেথের সময় থেকেই চ্যান্ডলার পরিবার ওখানেই থেকে আসছে। হাগ তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। সে নৌবাহিনীতে গিয়েছিল, চ্যান্ডলাররা সবাই নাবিক, এ এক ধরনের ঐতিহ্য, বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। স্যার ওয়াল্টার ব্যালিগের সেই কোন্ পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্যার পিলবার্ট চ্যান্ডলারের সমুদ্রযাত্রা থেকে সূত্রপাত। সেই ঐতিহ্য আজও চলে আসছে। হাগ আচমকাই নৌবাহিনীতে যোগ দেয়। তার বাবা এ ব্যাপারে কিছুই শোনেননি। আর তা সত্ত্বেও, তার বাবাই তাকে নৌবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চাপ দেন।'

'এটা কোন্ সময়ের ঘটনা?'

'প্রায় বছরখানেক হবে। হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'হাগ চ্যান্ডলার তার পেশায় সুখী ছিল তো?'

'সম্পূর্ণভাবেই।'

'কোনো রকম কেচ্ছা বা কুৎসা ছিল না তো?'

'কেন, হাগ-এর ব্যাপারে? একেবারেই কিছু না। চমৎকারভাবে দিন কাটাচ্ছিল সে। সে তার বাবাকে কিছুতেই বুঝতে পারত না।'

'কি কারণে অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার নিজে কখন নৌবাহিনী ছেড়ে চলে আসেন?'

ডায়না ধীরে ধীরে বলল, 'উনি কখনো কারণ দেখান না। ওহো! তিনি বলেন, হাগ-এর এস্টেট চালাবার জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু, কিন্তু সেটা কেবলই একটা ছুতো মাত্র। এমন কি জর্জ ফ্রোবিশারও সেটা উপলব্ধি করতেন।

'তা এই জর্জ ফ্রোবিশার কে?'

'কর্নেল ফ্রোবিশার। উনি অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলারের সবচেয়ে পুরনো বন্ধু এবং হাগ-এর গডফাদার। তিনি বেশিরভাগ সময়ই ম্যানরে থাকেন।'

'এই যে অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার মনে করতেন তাঁর ছেলে নৌবাহিনী ছেড়ে চলে আসুক, তাঁর এই দৃঢ় সংকল্পের ব্যাপারে কর্নেল ফ্রোবিশার কি ভাবতেন?'

'তিনি বিহ্বল হয়ে গেছলেন। তিনি সেটা আদৌ বুঝতে পারতেন না। কেউই পারে না।'

'এমন কি হাগ চ্যান্ডলার নিজেও বুঝতে পারত না, তাই না?'

ডায়না সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। পোয়ারোও মিনিটখানেক অপেক্ষা করল, তারপর সে বলল, 'সম্ভবত একসময় সেও অবাক হয়ে যেত। কিন্তু এখন? সেকি আদৌ কিছু বলেনি?'

ডায়না অনিচ্ছাভরে বিড়বিড় করে বলল, 'প্রায় সপ্তাহখানেক আগে সে বলেছিল, তার বাবাই ঠিক, একমাত্র সেটাই করতে হবে।'

'আপনি কি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন?'

'অবশ্যই! কিন্তু সে আমাকে কিছুতেই বলল না।'

এরকুল পোয়ারো মিনিট দু'য়েক নিজের মনে বিশ্লেষণ করল। তারপর সে বলল, 'আপনাদের ওখানে অস্বাভাবিক কিছু কি ঘটেছিল? প্রায় বছরখানেক আগে যার শুরু? সেটা এমন কিছু যার ফলে স্থানীয় আলোচনা, কথাবার্তা এবং সন্দেহ ক্রমশ বাড়ছে?'

'আপনি কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।'

পোয়ারো শান্তভাবে, কিন্তু অনেকটা কর্তৃত্বের সুরেই বলল, 'আপনি আমাকে সব খুলে বললেই ভাল হয়।'

'আর কিছু বলার নেই, আপনি যা বোঝাতে চাইছেন সেধরনের বলার কিছুই আর নেই।'

'তাহলে কি ধরনের বলার থাকতে পারে আপনার?'

'আমার মনে হয় আপনি বড় বিরক্তিকর! সন্দেহজনক ঘটনা প্রায়ই খামারবাড়িতে ঘটে থাকে। এটা একটা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কিংবা গ্রাম্য বোকা লোক অথবা অন্য কারোর এ কাজ হতে পারে।'

'কি ঘটেছিল?'

ডায়না অনিচ্ছাভরে বলল, 'কিছু ভেড়াদের খুব হৈচৈ পড়ে যায়।...তাদের কণ্ঠনালী কেটে ফেলা হয়। ওহো! কি ভয়ঙ্কর বীভৎস, নৃশংস কাজ বলুন তো! কিন্তু সেই সব ভেড়ার মালিক ছিল একজন জোতদার, আর সে অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। পুলিশ ভেবেছিল হয়তো সেটা তার বিরুদ্ধে একধরনের আক্রোশ হতে পারে।'

'কিন্তু এ কাজ যে করেছিল পুলিশ তো আর তাকে ধরতে পারেনি, তাই না?'

'না।'

ডায়না উত্তেজিত হয়ে আরও বলল, 'কিন্তু আপনি যদি মনে করেন—'

পোয়ারো তার হাতটা তুলে বলল, 'আমি কি ভাবছি আপনি তার কিছুই জানেন না। এখন আপনি আমাকে বলুন, আপনার প্রেমিক কি কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন?

'না, সে যে তা করেনি এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'ওঁর পক্ষে সেটা করা কি সহজ ব্যাপার ছিল না?'

ডায়না ধীরে ধীরে বলল, 'তা সে করবে না, করতে পারে না। কারণ সে চিকিৎসকদের ঘৃণা করে।'

'আর তাঁর বাবা?'

'আমার মনে হয় না তাঁর বাবা অ্যাডমিরালও চিকিৎসকদের বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেন, ওরা চিকিৎসার কিছুই জানে না, শুধু ভান করে।'

'অ্যাডমিরাল নিজেকে কিরকম মনে করেন? উনি কি সুস্থ? সুখী?'

ডায়নার কণ্ঠস্বর যেন একেবারে খাদে নেমে গেল : তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল, তিনি গত...'

'গত বছর কি?'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তিনি একজন ভগ্নহৃদয়ের মানুষ।'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল। তারপর সে বলল, 'তা উনি কি ওঁর ছেলের বাগ্‌দান মেনে নিতে পেরেছিলেন?'

'ওহো হ্যাঁ, দেখুন, আমাদের বাড়ির পাশেই তাদের বাড়ি। বেশ কয়েক পুরুষ ধরে আমরা সেখানে বসবাস করছি। হাগ আর আমার মধ্যে বাগ্‌দান সম্পন্ন হতেই তিনি ভয়ঙ্করভাবে খুশি হন।'

'আর এখন? আপনার এনগেজমেন্ট ভেঙে যাওয়ার পর তিনি কি বলেন?'

মেয়েটি একটু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'গতকাল সকালে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা

করি। তাঁকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তিনি তাঁর দু'হাত ধরে আমার হাতদুটো চেপে ধরে বললেন, 'বাছা, আমি বেশ বুঝতে পারছি তোমার পক্ষে এটা সহ্য করা খুবই কষ্টকর। কিন্তু তবু বলব, ছেলেটি ঠিক কাজই করেছে, এ ছাড়া তার কিছুই আর করার ছিল না।'

'আর তাই,' এরকুল পোয়ারো বলল, 'আপনি আমার কাছে এসেছেন?'

ডায়না মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জিজ্ঞেস করল : 'কিছু কি আপনি করতে পারবেন?'

উত্তরে এরকুল পোয়ারো বলল, 'জানি না। তবে একবার অন্তত আপনাদের ওখানে যাব আর আমি নিজের চোখে দেখব।'

হাগ চ্যান্ডলারের চমৎকার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে এরকুল পোয়ারো অভিভূত। দীর্ঘদেহী, সুন্দর সুগঠিত দেহ। শুধু তাই নয়, তার প্রশস্ত বুক এবং কাঁধদুটি দেখার মতো, এবং তামাটে চুল ভর্তি মাথা।

ডায়নার বাড়িতে তারা পৌঁছনো মাত্র সঙ্গে সঙ্গে সে অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলারকে ফোন করল। তারপর তারা লিড ম্যানরে গিয়ে হাজির হলো। সেখানে গিয়ে তারা দেখল টেরেসে তাদের জন্যে চা অপেক্ষা করছে। সাদা চুলের অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলারকে বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধ দেখাচ্ছিল, তাঁর কাঁধদুটো যেভাবে ঝুলে পড়েছে তাতে মনে হয় যেন তাঁকে সংসারের অনেক বোঝা বহন করতে হয়। আর তাঁর চোখদুটি গভীর এবং চিন্তাক্লিষ্ট। অথচ তাঁর বন্ধু কর্নেল ফ্রোবিশার ঠিক তাঁর উল্টো, যেন দু'জন দুই মেরুর প্রতিনিধিত্ব করছেন, চেহারার মধ্যে একটা কাঠিন্য আছে, ছোট-খাটো মানুষ, লাল চুলে ধূসর রঙের আভাস, হাওয়ায় সেগুলো ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর কপালের সর্বত্র। অস্থির, খিটখিটে, কথায় তিক্ততার ঝাঁঝ, অনেকটা টেরিয়ারের মতো। কিন্তু তাঁর জোড়াচোখের চাহনি যেন অন্তর্ভেদী, যার দিকে তাকান না কেন, তার নাড়ী-নক্ষত্র সবকিছুই যেন দেখতে পান তিনি। চোখের ভ্রূ নামিয়ে এবং মাথাটা নিচু করে সামনের দিকে ঝোঁকানোর একটা অভ্যাস আছে তাঁর। সেই চোখের দৃষ্টি যার ওপর পড়ে তার আর রেহাই নেই। আর তৃতীয় ব্যক্তিটি হলো হাগ।

'চমৎকার উদাহরণ, তাই না?' কর্নেল ফ্রোবিশার বলে উঠলেন।

তরুণ হাগ-এর ওপর পোয়ারোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলতে দেখে তিনি নিচু গলায় কথাটা বললেন।

পোয়ারো মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানাল। সে এবং ফ্রোবিশার পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল। অপর তিনজনের চেয়ার চায়ের-টেবিলের একেবারে শেষ প্রান্তে ছিল। এবং তাদের আলোচনা প্রাণবন্ত দেখালেও যেন তার মধ্যে একটু কৃত্রিমতার ছাপ ছিল।

পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ, চমৎকার সে, চমৎকার তার চেহারা। অল্পবয়সী ষাঁড় সে, হ্যাঁ, যে কেউ বলতে পারে, এই ষাঁড় গ্রীকদের সমুদ্র-দেবতার প্রতি উৎসর্গীকৃত...স্বাস্থ্যবান পুরুষের এ যেন একটা নিখুঁত উপমা।'

'চেহারার দিক থেকে দেখতে যথেষ্ট উপযুক্ত, তাই না সে?'

ফ্রোবিশার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তার অনুসন্ধিৎসু চোখদুটি এখন স্থিরনিবদ্ধ তাঁর পাশে উপবিষ্ট এরকুল পোয়ারোর ওপর। পোয়ারোকে উদ্দেশ্য করে তিনি নিচু গলায় বললেন, 'আমি জানি কে আপনি?'

'আহা, আমি তো বলেছি, এর মধ্যে কোনো গোপনীয়তা নেই!'

পোয়ারো তার রাজকীয় হাতটা প্রসারিত করল তাঁর দিকে করমর্দনের জন্য। তার হাবভাব দেখে স্পষ্টতই মনে হলো আত্মগোপন করার কোনো ইচ্ছেই তার নেই। নিজেকে সে এরকুল পোয়ারো হিসেবেই জাহির করতে চায়।

মিনিট দু'য়েক পরে ফ্রোবিশার জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ব্যাপারে মেয়েটিই কি আপনাকে ডেকে নিয়ে এসেছে এখানে?'

'এ ব্যাপারে মানে?'

'মানে এই তরুণ হাগ-এর ব্যাপারে আর কি...হ্যাঁ, আমি বেশ বুঝতে পারছি, এ ব্যাপারে আপনি সব কিছুই জানেন। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এ ব্যাপারে কেনই বা সে আপনার কাছে গেল....একবারও কি সে ভেবে দেখল না, এটা একটা পেশাগত ব্যাপার, এটা আপনার লাইন নয়, এটা সম্পূর্ণ চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপার!'

'সব কিছুই আমার লাইনের আওতায় পড়ে...কথাটা শুনে খুব অবাক হচ্ছেন, তাই না?'

'সে যাইহোক, মেয়েটি এ ব্যাপারে আপনাকে দিয়ে কি যে করাতে চায়, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'মিস ম্যাবারলি', পোয়ারো বলল, 'একজন লড়াকু মেয়ে বুঝলেন?'

কর্নেল ফ্রোবিশার উষ্ণ সমর্থন জানিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, ধরে নিলাম সে একজন লড়াকু মেয়ে, চমৎকার মেয়ে সে। কখনোই সে হাল ছেড়ে দেবে না। আবার দেখুন, এমন কিছু কিছু ব্যাপার আছে যার বিরুদ্ধে আপনি কখনোই লড়াই করতে পারেন না...'

হঠাৎ তাঁর মুখটা কেমন বৃদ্ধের মতো ক্লান্ত দেখাল।

পোয়ারো এবারেও অতি সতর্কতার সঙ্গে নিচু গলায় বলল, 'আমি জানি, ওদের পরিবারে অনেকেই উন্মাদগ্রস্ত ছিল, এ কথাই আপনি আমাকে বোঝাতে চাইছেন, এই তো?'

ফ্রোবিশার মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'ওদের পরিবারের গত দু'টি প্রজন্মের সদস্যদের দিকে তাকান, তাহলেই দেখবেন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। হাগ-এর ঠাকুর্দা ছিলেন শেষ উন্মাদ...'

পোয়ারো চকিতে একবার অপর তিনজনের দিকে তাকাল। ডায়না বেশ হেসে হেসেই কথা বলছিল হাগ-এর সঙ্গে।

'আচ্ছা, পাগলামোর লক্ষণ ঠিক কি ধরনের বলুন তো?' পোয়ারো নরম গলায় জিজ্ঞেস করল।

'শেষ দিকে বৃদ্ধ মানুষটি ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে ওঠেন। তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। তারপর থেকেই তিনি একটু একটু করে তাঁর পরিবারের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। তারপর ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর গুজব ছড়াতে থাকে। লোকেরা নানান কথা বলতে শুরু করে। তবে অচিরেই সব গুজব চাপা পড়ে যায়। কিন্তু, তিনি তাঁর কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার বললেন, 'শেষ পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণভাবেই উন্মাদ হয়ে যান। একটা অদ্ভুত শক্তি ভর করে তাঁর ওপর, বেচারা!...

এখানে একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'আমার বিশ্বাস, শেষ জীবনে তিনি একরকম বদ্ধ, অথর্ব হয়ে জীবনযাপন করেন...আর এই কারণেই হাগ আশঙ্কিত, হয়তো বছরের পর বছর ধরে তাকে বদ্ধ পাগল হয়েই জীবন কাটাতে হবে। তাই সে যে বিয়ে করতে চাইছে না, তার জন্য ওকে আমি দোষ দিতে পারছি না। তার মতো আমিও মনে করি....'

'আর অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার, তিনি কি মনে করেন?'

'তিনি তো সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছেন।' ফ্রোবিশার সংক্ষেপে বললেন।

'উনি ওঁর ছেলেকে খুব ভালবাসেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, ছেলে অন্ত প্রাণ তার। আর হবেই বা না কেন? জানেন, ছেলের বয়স যখন মাত্র দশ ওর স্ত্রী তখন বোটিং করতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যায়। তারপর থেকে ওর সংসারে ছেলে ছাড়া আর কেই বা আছে বলুন? তাই স্বভাবতই ছেলেকে ও ওর প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে।

'উনি ওর স্ত্রীর প্রতিও অত্যন্ত অনুগত ছিলেন? স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন?'

'তাকে উনি পূজো করতেন। প্রত্যেকেই তাঁকে পূজো করতো। ওরকম চমৎকার মহিলা আমি কখনো দেখিনি বা শুনিনি।' এখানে একটু থেমে তিনি তাঁর শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, 'তাঁর ছবি দেখতে চান?'

'হ্যাঁ, ওঁর ছবি দেখতে আমি খুবই আগ্রহী।'

ফ্রোবিশার তাঁর চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারোকে দু'-একটা জিনিস দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি চার্লস। উনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি আবার বিচারকও বলা যায়।'

অ্যাডমিরাল অনিশ্চিতভাবে তাঁর একটা হাত তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। ফ্রোবিশার টেরেস ধরে এগিয়ে চললেন, পোয়ারো তাঁকে অনুসরণ করল। মুহূর্তের জন্য ডায়নার মুখ থেকে উজ্জ্বল ভাবটা উধাও হয়ে গেল, এবং তাকে বেশ চিন্তিত দেখাল। হাগও তার মাথাটা তুলে পুরু গোঁফওয়ালা ছোটখাটো মানুষটির গমনপথের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

পোয়ারো ফ্রোবিশারকে অনুসরণ করে বাড়ির ভেতরে গিয়ে প্রবেশ করল। ঢোকামাত্র বাড়ির ভেতরে আলোর আভাষটা এতোই প্রকট যে একটা জিনিস থেকে আর একটা জিনিসের পার্থক্য বুঝতে পারল না সে। কিন্তু সে বেশ বুঝতে পারল, বাড়িটা প্রাচীন ও সুন্দর সুন্দর জিনিসে ভরা।

কর্নেল ফ্রোবিশার তাকে ছবির গ্যালারির দিকে নিয়ে গেলেন। দেওয়ালে সারিবদ্ধভাবে টাঙানো রয়েছে চ্যান্ডলার পরিবারের মৃত ব্যক্তি। মুখগুলোয় অনমনীয় ও হাসিখুশি ভাবটা স্পষ্ট। পুরুষরা ন্যাভাল ইউনিফর্মে সজ্জিত এবং মহিলাদের পরনে সাটিনের পোশাক, গলায় মুক্তোর মালা।

অবশেষে গ্যালারির একেবারে শেষ প্রান্তে ফ্রোবিশার দাঁড়িয়ে পড়লেন একটা ছবির সামনে।

'অরপেনের আঁকা ছবি', সংক্ষেপে বললেন তিনি। তাদের দৃষ্টি পড়েছিল একটি দীর্ঘাঙ্গী মহিলার ছবির ওপর, তাঁর একটা হাত গ্রেহাউন্ডের গলবন্ধনীর ওপর চেপে বসে আছে। মাথাভর্তি সোনালী চুল তাঁর এবং তাঁর মুখের অভিব্যক্তিতে একটা পরিপূর্ণ প্রাণশক্তির ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

'হাগ যেন তার মায়েরই প্রতিমূর্তি', ফ্রবিশার বললেন, 'আপনার তা মনে হয় না ?'

'হ্যাঁ, অনেকটা।'

'তবে সে তার মায়ের সৌন্দর্য, কমনীয়তা, নমনীয়তা, অবশ্যই এসব কিছুই পায়নি। আক্ষরিক অর্থে একেবারে পুরুষালি চেহারা যাকে বলে, কিন্তু সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে—' এখানে কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে আবার বলল, 'দুঃখের কথা, চ্যান্ডলার পরিবারের কাছ থেকে এমন একটা জিনিস সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে যা সে নিজেই বংশের ধারা ছাড়াই...'

হঠাৎ তারা নীরব হয়ে গেল। একটা নিরবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে সেখানে। তাদের চারপাশের বাতাসে একটা ভয়ঙ্কর বিষণ্নতার সুর, যদিও তারা এখন মৃত কিন্তু তাদের দীর্ঘশ্বাস বুঝি শোনা যায় আজও তাদের পরিবারে জীবিতদের মধ্যে থেকে, কারণ তাদের রক্তে যে বংশের ধারা বয়ে চলেছে, কখনো কখনো তাদের মধ্যে থেকে অনুতাপ না হলেও আক্ষেপ শোনা যায়...

এরকুল পোয়ারো তার সঙ্গীকে দেখবার জন্য পিছন ফিরে তাকাল। ফ্রোবিশার তাঁর সামনে দেওয়ালে টাঙানো সেই সুন্দরী মহিলার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। পোয়ারো নরম গলায় বলল, 'আপনি ওঁকে বেশ ভাল করেই জানেন, তাই না?'

ফ্রোবিশার গায়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন,

ও আর আমি দু'জনে ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি। একজন সেনাপতির চাকরী নিয়ে আমি ভারতবর্ষে চলে যাই, তখন ওর বয়স ষোল...আর যখন আমি দেশে ফিরে আসি তখন চার্লস চ্যান্ডলারের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে।'

'তা আপনি চার্লস চ্যান্ডলারকেও ভাল করে জানেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, চার্লস আমার সবচেয়ে পুরনো বন্ধু। সে আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধুও বলতে পারেন, সব সময়ে আমাদের দু'জনের সম্পর্ক ওইরকমই ছিল।'

'বিয়ের পর আপনি কি ওঁদের সঙ্গে খুব বেশি কি দেখা করতেন?'

'অবসরের বেশিরভাগ সময়টা তো এখানেই কাটাই। এই জায়গাটা আমার দ্বিতীয় বাড়ি। চার্লস এবং ক্যারোলিন সব সময়েই এখানে আমার জন্যে একটা ঘর খালি রেখে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে...' তিনি তাঁর কাঁধ দুটো সোজা রেখে হঠাৎ তাঁর মাথাটা সামনের দিকে হেলালেন লড়াইয়ের মনোভাব নিয়ে। 'আর এই কারণেই আজ আমি এখানে এসেছি, যদি আমাকে প্রয়োজন হয় তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখার জন্য। যদি আমাকে চার্লসের প্রয়োজন হয়, তাই আমি এখানে এসেছি।'

আবার বিয়োগান্ত নাটকের ছায়া পড়তে দেখা গেল তাদের ওপর।

'আর এসব ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন?' পোয়ারো জানতে চাইল।

ফ্রোবিশার অনমনীয় মনোভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখের ভ্রূ অর্ধ-নিমীলিত হলো।

'আমি কি চিন্তা করি জানেন, কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। আর খোলাখুলিভাবেই বলি মঁসিয়ে পোয়ারো, কেন যে ডায়না আপনাকে এ কাজে নিয়োগ করে এখানে নিয়ে এসেছে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনি কি জানেন, হাজা হাগ চ্যান্ডলারের সঙ্গে ডায়না ম্যাবারলির এনগেজমেন্ট ভেঙে গেছে?'

'হ্যাঁ, আমি জানি।'

'আর তার কারণটাও আপনি নিশ্চয়ই জানেন?'

ফ্রোবিশার কঠিন সুরে বললেন, 'না, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আজকালকার যুবক-যুবতীরা কখন যে কাকে ভালবাসে, আবার কখন যে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় বোঝা যায় না। তাই তাদের ব্যাপারে নাক গলানো আমার কাজ নয়।'

পোয়ারো বলল, 'হাগ চ্যান্ডলার ডায়নাকে বলেছে, তাদের বিয়ে করা উচিত নয়, কারণ সে নাকি আজকাল তার মাথা ঠিক রাখতে পারছে না।'

ফ্রোবিশারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠতে দেখল সে। বললেন তিনি, 'এই বাজে ব্যাপারে কি আমাদের আলোচনা করতে হবে? আপনি কি মনে করেন কাজটা করতে পারবেন? মনে রাখবেন, হাগ ঠিক কাজই করেছে। বেচারা! এ ছাড়া তার করার কিছুই ছিল না। এটা তার কোনো দোষ নয়, এটা বংশগত রোগ, জীবাণুর প্রাণরস মস্তিষ্কের কোষে কোষে উন্মাদনার বীজ বপন করে গেছে। তাই যখনি সে তার শরীরের, তার মনের এমন দুরবস্থার কথা অনুভব করে তখনি সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, ডায়নার সঙ্গে এনগেজমেন্ট ভেঙে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এটা তার অবশ্যই করণীয়!'

'যদি আমি তাকে বোঝাতে পারি যে—'

'এ ব্যাপারে আপনি আমার পরামর্শ নিতে পারেন।'

'কিন্তু আপনি তো আমাকে কিছুই বলেননি।'

'কেন, আমি তো আপনাকে প্রথমেই বলে রেখেছি, এ ব্যাপারে আমি কোনো কথাই বলতে চাই না।'

'ঠিক আছে, আমার অন্য একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো, কেন অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার তাঁর ছেলেকে নৌবাহিনী ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছিলেন, বলবেন?'

'কারণ সেটাই একমাত্র করণীয় ছিল।'

'কেন?'

ফ্রোবিশার জেদী ছেলের মতো ঘন ঘন মাথা নাড়লেন।

পোয়ারো নিচু গলায় নরম সুরে বলল, 'কয়েকটা ভেড়ার প্রাণ নাশের সঙ্গে এর কি কোনো সম্পর্ক আছে বলে আপনি মনে করেন?'

ফ্রোবিশার রাগতস্বরে বললেন, 'তা আপনি এরকমই কিছু শুনেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, ডায়না আমাকে বলেছে।'

'ওই মেয়েটার এখন মুখ বন্ধ করে রাখা উচিত।'

'সেটাই যে চূড়ান্ত তা সে মনে করে না।'

'কিন্তু সে জানে না।'

'কি সে জানে না?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেঁপে উঠে আগের মতো রাগত স্বরেই ফ্রবিশার বললেন, 'ঠিক আছে, ব্যাপারটা আপনারও জানা উচিত...সেদিন রাত্রে চ্যান্ডলার একটা গোলমালের আওয়াজ শুনতে পায়। সে ভেবেছিল বাইরের কেউ বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে থাকবে। তাই সে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। ছেলেটির ঘরে আলো জ্বলছিল তখন। চ্যান্ডলার তার ঘরে ঢুকল। হ্যাগ তখন তার বিছানায় ঘুমচ্ছিল, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, একেবারে মরার মতো যাকে বলে। তার পরনের পোশাকে রক্তের দাগ ছিল। ঘরের বেসিন রক্তে পরিপূর্ণ। ওর বাবা তার ঘুম কিছুতেই ভাঙাতে পারল না। পরের দিন সকালে শোনা গেল, কতকগুলো ভেড়ার গলা কেটে ফেলা হয়েছে। এ ব্যাপারে হ্যাগকে প্রশ্ন করা হয়। ছেলেটি এ ব্যাপারের কিছুই জানত না। গতরাত্রে বাইরে তার বেরিয়ে যাওয়ার কথা মনে করতে পারে না সে, অথচ দরজার পাশে মাটি-মাখা তার জুতোজোড়া পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাছাড়া বেসিনে অত রক্ত কি করে এলো তার সঠিক ব্যাখ্যাও সে করতে পারল না। কোনো কিছুরই ব্যাখ্যা সে করতে পারল না। বেচারা কিছুই জানত না, বুঝলেন!'

ফ্রোবিশার একটু থেমে আবার বলতে থাকেন, 'চার্লস আমার কাছে ছুটে আসে। এ ব্যাপারে আলোচনা করে আমার সঙ্গে। এ হেন পরিস্থিতিতে সব থেকে ভাল কি করা যায়, এ নিয়ে তার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। তারপর তিন রাত্রির পর চতুর্থ রাত্রে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গেল। এরপর আপনি নিজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন, কোন দিকে গড়াচ্ছে! চার্লস তখনি মনে করল, তার ছেলের চাকরী ছেড়ে দেওয়া উচিত। হ্যাগ যদি এখানে চার্লসের চোখের সামনে থাকে, তাহলে

সে তার ওপর বেশ ভাল করেই নজর দিতে পারবে। আর নেভিতে তাকে নিয়ে কুৎসা রটাবার সম্ভাবনাও থাকবে না। হ্যাঁ, কেবল এটাই করতে হবে।'

পোয়ারো জানতে চাইল, 'আর তারপর থেকেই সে...'

ফ্রোবিশার রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, 'আমি আপনার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর আর দেব না। আপনার কি মনে হয় না, হ্যুগ নিজের ব্যাপার বেশ ভালই বোঝে?'

এরকুল পোয়ারো কোনো উত্তর দিল না। তাঁর চেয়ে ভাল কেউ যে বোঝে, এ কথাটা সে সব সময়েই মানতে ইচ্ছুক নয়।

এরপর তারা হলে ফিরে এসে অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলারের সঙ্গে মিলিত হলেন। এক মুহূর্তের জন্য তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, বাইরের উজ্জ্বল আলোয় গাঢ় রঙের মূর্তিটার ভেতরে যেন একটা কালো ছায়া ফেলেছিল।

তিনি নিচু গলায় একটু কঠিন সুরেই বললেন, 'ওহো, এই যে আপনারা দেখছি দু'জনেই এক জায়গায় আছেন। হ্যাঁ মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। আমার স্টাডিতে আসুন।'

ফ্রোবিশার খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, আর এদিকে অ্যাডমিরালকে অনুসরণ করল পোয়ারো। তার মনে হলো, জাহাজের ক্যাপ্টেন যেন তাকে কোয়ার্টার-ডেকে তলব করেছেন কোনো ব্যাপারে জবাবদিহি করার জন্য।

অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার তাঁর স্টাডিতে ঢুকে প্রথমেই পোয়ারোকে একটা আরামকেদারায় বসতে বললেন এবং তিনিও অপর একটি চেয়ারে বসলেন। একটু আগে ফ্রোবিশারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে পোয়ারোর ধারণা হয়েছিল এই রকম : তিনি একজন অস্থিরচিত্তের মানুষ, স্নায়ু দুর্বলতায় ভুগছেন এবং মেজাজটা তাঁর বড়ই খিটখিটে। এ সবই মানসিক চাপের প্রতিক্রিয়া। আর অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার সম্পর্কে তার ধারণা, তিনি শান্ত আশাহত এবং হতাশাগ্রস্ত।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চ্যান্ডলার বললেন, 'ডায়না এ ব্যাপারে আপনাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ঠিক দুঃখ প্রকাশ করতে পারছি না...বেচারী, আমি বেশ বুঝতে পারছি, কি অসহ্য ব্যথা না সহ্য করতে হচ্ছে ওকে। কিন্তু তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি, আর আমি মনে করি মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি বুঝতে পারবেন, আমরা চাই এ ব্যাপারে বাইরের কেউ মাথা না ঘামাক।'

'অবশ্যই আমি আপনার মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি।'

'বেচারী ডায়না কিন্তু এটা বিশ্বাস করতে পারছে না...আমিও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। যদি আসল ব্যাপারটা জানতে না পারতাম তাহলে সম্ভবত আমিও হয়তো কখনোই বিশ্বাস করতে পারতাম না—' এখানে একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'কেন জানেন?'

'ওই যে রক্তের, মানে যাকে বলে রক্তের দোষ।'

'এর পরেও কি আপনি চান ওদের এনগেজমেন্ট অটুট থাকুক?'

অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলারের মুখটা ঝলসে উঠল।

'তার মানে আপনি কি বলতে চান, আমি আমার চলার পথ থেকে সরে দাঁড়াই? কিন্তু এরকম কোনো ধারণাই আমার ছিল না। হ্যাগ তার মাকে অনুসরণ করেছে, তার ব্যাপারে চ্যান্ডলারদের সম্পর্কে কোনো কিছুই মনে করিয়ে দেবার নেই আপনাকে। আমি আশা করি সর্বতোভাবে সে তার মায়েরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। তার ছেলেবেলার পর থেকে এখনও পর্যন্ত তার মধ্যে অস্বাভাবিকতার কোনো চিহ্নই দেখতে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন পরিবারে কারো না কারোর মধ্যে একটু-আধটু পাগলামির লক্ষণ দেখা যায়।'

পোয়ারো নরম গলায় বলল, 'আপনি কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করেননি?'

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলেন চ্যাণ্ডলার? না, আর ভবিষ্যতেও আমি তা করছি না! এখানে ছেলে আমার সঙ্গে যথেষ্ট নিরাপদেই রয়েছে, তার দেখ্‌ভাল করার জন্য আমিই যথেষ্ট, কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে না। বন্য জন্তুদের মতো তারা তাকে চার-দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারবে না...'

'হয়তো সে এখানে নিরাপদে আছে, কিন্তু অন্যেরা কি ততটাই নিরাপদ?'

'কি বলতে চান আপনি?'

পোয়ারো কোনো উত্তর দিল না। সে কেবল অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলারের বেদনার্ত গভীর কালো চোখদুটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অ্যাডমিরাল নিজের থেকেই আবার তিক্তস্বরে বললেন, 'প্রতিটি মানুষই যে তার পেশার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, কথাটা আমার অজানা নয়। আর আপনি আপনার পেশার স্বার্থে একজন অপরাধীর খোঁজ করছেন, এই তো! কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে আবার মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি, আমার ছেলে কোনোভাবেই অপরাধী নয়!'

'হয়তো এখনও নয়, কিন্তু—'

'তার মানে "এখনও নয়" বলতে কি বোঝাতে চাইছেন আপনি?'

'ব্যাপারটা ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে...সেই ভেড়াগুলো—'

'ভেড়ার ব্যাপারে কে আপনাকে বলেছে?'

'ডায়না ম্যাবারলি আর আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু কর্নেল ফ্রোবিশারও বলেছেন।'

'জর্জ তার মুখ বন্ধ রাখলেই ভাল হয়।'

'উনি আপনার বহু দিনের পুরনো বন্ধু, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, সে আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু,' অ্যাডমিরাল রুক্ষ স্বরে বললেন।'

'আর উনি আপনার স্ত্রীরও বন্ধু ছিলেন, তাই না?'

এবার চ্যান্ডলারের মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল।

'হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস, ক্যারোলিনের সঙ্গে জর্জের ভালবাসা ছিল। ক্যারোলিনের বয়স তখন কম। ওই বয়সে কোনো ছেলেমেয়েই ভালবাসার প্রকৃত অর্থ জানতে পারে না। তাই ফ্রোবিশার কখনো তাকে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারেনি। আমার বিশ্বাস, এটাই

কারণ। আর এটা খুবই ভাল, আমি ছিলাম একজন ভাগ্যবান পুরুষ, হ্যাঁ, সেরকমই নিজেকে আমি মনে করেছিলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিয়ে করি হারাবার ভয়ে।' এই বলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

এবার পোয়ারো বলল, 'শুনেছি, আপনার স্ত্রী যখন জলে ডুবে যান কর্নেল ফ্রোবিশার তখন আপনার সঙ্গে ছিলেন, তাই না?'

চ্যান্ডলার মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'হ্যাঁ, ঘটনাটা যখন ঘটে সে আমাদের সঙ্গে কর্ণওয়ালেই ছিল। আমার স্ত্রী আর আমি একসঙ্গে বোটিং-এ বেরিয়ে যাই, কথা ছিল আমার সেই বন্ধুটি সেদিন বাড়িতেই থাকবে। আমি কখনো বুঝতেই পারিনি কি করে নৌকোটা উল্টে যেতে পারে...নিশ্চয়ই হঠাৎ কোনোভাবে সেটা লাফিয়ে উঠে থাকবে, আর তাতেই...আমরা যখন বোটিং-এ বেরোই তখন প্রচণ্ড ঢেউ খেলছিল জলে, জোয়ার চলছিল। নৌকোটা ওল্টাবার আগে আমি তাকে যথাসম্ভব শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিলাম...' বলতে বলতে তাঁর গলা ধরে এলো। দু'দিন পরে তার মৃতদেহ জলে ভেসে ওঠে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সেদিন হাগকে আমরা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাইনি! অন্তত সেই সময় আমি এরকমই মনে করেছিলাম। সে থাকলে তার অবস্থাও তার মায়ের মতোই হতো। তাই ঈশ্বরের কৃপায় সে যাত্রায় হাগ রক্ষা পেয়ে গেছে। তাই যদি আমি তাকেও হারাতাম তাহলে আজ এই যে আমি এখনও বেঁচে আছি তার কোনো অর্থই থাকত না...

অ্যাডমিরাল আবার হতাশায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, চ্যান্ডলার পরিবারে আমরা বাপ-ব্যাটাই শেষ বংশধর। আমাদের মৃত্যুর পর লিডে চ্যান্ডলারদের আর কেউ থাকবে না। ডায়নার সঙ্গে হাগ-এর এনগেজমেন্ট হওয়ার পর আমি আশা করেছিলাম... যাক সে কথা, এখন এ নিয়ে আলোচনা করার কোনো মানেই হয় না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওরা বিয়ে করেনি। ব্যাস, ভাল বলতে এটুকুই আমরা বলতে পারি!'

গোলাপ বাগানে এরকুল পোয়ারো একটা আসনে বসেছিল। আর তার পাশে বসেছিল হাগ চ্যান্ডলার। ডায়না ম্যাবারলি সবেমাত্র তাদের ছেড়ে চলে গেছে।

তরুণ সুপুরুষ হাগ তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখটা তুলে তার সঙ্গীর দিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ দয়া করে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করুন।' এখানে একটু থেমে সে আবার বলল, 'আবার দেখুন, ডায়না একজন লড়াকু মেয়ে। তাই সে আমার অবস্থাটা কিছুতেই বুঝতে চাইছে না। সে মনে করেছে, যতই নিন্দনীয় হোক না কেন, সেটাই সে গ্রহণ করতে চায়। ওর বিশ্বাস, আমি নাকি প্রকৃতিস্থ।'

'অথচ আপনি নিজেই একেবারে নিশ্চিত আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনি অপ্রকৃতিস্থ, কিন্তু তাই কি?'

যুবকটি একটু সংকুচিত হয়ে বলল, 'এ কথা ঠিক যে, এখনও পর্যন্ত আমার মাথা ঠিক পুরোপুরি খারাপ হয়নি, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, সেটা ক্রমশ খারাপের দিকেই গড়াচ্ছে। ডায়না সে কথা জানে না। ঈশ্বর ওকে আশীর্বাদ করুন, ও যেন বুঝতে না পারে। কিন্তু সেটাই তো ওর শেষ কথা নয়! আমি যখন ঠিক থাকি, প্রকৃতিস্থ থাকি, ও শুধু আমার এই দিকটাই দেখেছে।'

'আর যখন আপনার সব কিছুই ভুল ঠেকে তখন কি ঘটে বলুন তো?'

হাগ চ্যান্ডলার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর সে বলল, 'একটা ব্যাপার হলো এই যে, আমি তখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। আর আমি যখন স্বপ্ন দেখি তখন আমি পাগল বনে যাই। এই তো গতরাত্রে যেমন আমি যখন আর মানুষ ছিলাম না তখন প্রথমে আমি ষাঁড়, একটা পাগলা ষাঁড় বনে গেছি, সূর্যের আলো ঝলমলে দুপুরে ছুটছি, আমার মুখে ধূলো আর রক্তের নোনা স্বাদ। আর তারপর সেই স্বপ্নের মধ্যেই আমি আবার কেমন একটা কুকুর বনে গেলাম, মুখ দিয়ে সব সময় লালা ঝরছে। তখন আমি জলাতঙ্করোগে আক্রান্ত, আমাকে দেখলেই ছেলে-মেয়েরা ভয়ে পালায়, চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়, আর লোকেরা বন্দুক উঁচিয়ে আমাকে গুলি করার জন্য তেড়ে আসে, আবার কেউ একজন একটা বিরাট গামলায় জল রেখে গেল আমার জন্য, কিন্তু আমি জল খেতে পারি না...'

এখানে একটু সময়ের জন্য থামল। তারপর আবার বলতে শুরু করল সে : 'আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। আর আমি জানি স্বপ্নে যা যা দেখেছি সবই সত্যি। আমি তখন মুখ ধোবার বেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার মুখ তখন রৌদ্রদগ্ধ, ভয়ঙ্কর রৌদ্রদগ্ধ এবং মুখ শুকিয়ে গেছে। আমি তখন তৃষ্ণার্ত। কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, তখন জল আমি এক ফোঁটাও মুখে তুলতে পারি না...আমি জল গিলতে পারি না....হায় ঈশ্বর, কেন আমি জল খেতে পারি না...'

এরকুল পোয়ারো বিড়বিড় করে কি যেন বলে উঠল। হাগ চ্যান্ডালার বলে চলে। সে নিজেই নিজের হাঁটুদুটো চেপে ধরল। তার তৃষ্ণার্ত মুখ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তার চোখদুটি এমনভাবে অর্ধনিমীলিত হলো যেন তার সামনে কিছু একটা আসতে দেখেছে।

'আর এমন কিছু জিনিস আছে যা স্বপ্ন নয়। আমি যখন সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত অবস্থায় থাকি তখনো এসব দেখি। ভূতের দল, ভয়ঙ্কর আকৃতির সব রূপ। তারা কটাক্ষ চোখে আমার দিকে তাকায়। আর কোনো কোনো সময়ে বিছানা ছেড়ে আমি আবার আকাশেও উড়তে পারি, আর হাওয়ায় যেন উড়ে চলি পাখির মতো ডানা মেলে, আমাকে হাওয়ায় উড়ে যেতে সাহায্য করে আমার সঙ্গীরা ওই সব ভূতের দল।'

'অদ্ভুত, বড় অদ্ভুত!' এরকুল পোয়ারো বলে উঠল।

পোয়ারোর মুখের ভাব দেখে মনে হলো, হাগ-এর এই বক্তব্যে তার কোনো সায় নেই।

হাগ চ্যান্ডলার তার দিকে ফিরে তাকাল। 'ওহো, আমার এতে কোনো সন্দেহ নেই। পাগলের ধারা আমার রক্তে বইছে। এটা আমার পারিবারিক বংশগত রোগের ফল। এর থেকে কিছুতেই আমি রেহাই পেতে পারি না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঠিক সময়েই আমি এই রোগটা ধরে ফেলেছি। বিয়ের আগে এটা জানতে পারা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। ধরা যাক ডায়নাকে বিয়ে করার পর আমাদের একটা সন্তান হলো, আর তার অবস্থাও যদি আমার মতো এমন ভয়ঙ্কর হয়!'

পোয়ারোর হাতের ওপর সে তার একটা হাত রাখল।

'দয়া করে তাকে বোঝান। তাকে বলুন, আমাকে অবশ্যই ভুলে যেতে হবে তাকে, হ্যাঁ ভুলতে তাকে হবেই! পরে কেউ না কেউ তাকে বিয়ে করার জন্য ঠিক এগিয়ে আসবে। ওই তো তরুণ স্টিভ গ্রাহাম রয়েছে, ডায়নার জন্য পাগল সে, আর সে খুবই ভাল ছেলে। ডায়না তাকে পেয়ে খুব খুশি হবে। এবং নিরাপদেও থাকবে। আমি তাকে সুখী হতে দেখতে চাই। হয়তো প্রথমে ডায়নার একটু কষ্ট হবে স্টিভকে মানিয়ে নিতে, কিন্তু আমি মারা যাওয়ার পর সব ঠিক হয়ে যাবে, ওরা পরস্পর পরস্পরের দিকে সুদৃঢ় বন্ধনের হাত বাড়িয়ে দেবে।'

এরকুল পোয়ারো তার কথার মাঝে বাধা দিল তাকে।

'আপনার মৃত্যুর পর ওদের "সবই ঠিক হয়ে যাবে" বললেন কেন?'

হাগ চ্যান্ডলার হাসল। খুব মিষ্টি সে হাসি। বলল সে। জানেন আমার মায়ের অনেক টাকা, সেটাকা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর আমি সে টাকার উত্তরাধিকারী হই। সে সব টাকা আমি ডায়নাকে দিয়ে যাচ্ছি।'

এরকুল পোয়ারো তার চেয়ারে আবার বসে পড়ল। সে বলল, 'আহা! কিন্তু মিস্টার চ্যান্ডলার, আপনি অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন।'

হাগ জোরে জোরে মাথা নেড়ে তীক্ষ্নস্বরে বলল, 'না মঁসিয়ে পোয়ারো, অত বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচতে পারব না।' তারপর হঠাৎ সে কেঁপে উঠল। 'হায় ঈশ্বর! দেখুন, দেখুন মঁসিয়ে!'

পোয়ারোর কাঁধ ছাপিয়ে হাগ স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। 'ওই যে, আপনার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে...ওটা একটা কঙ্কাল...ওটার হাঁড়গুলো দেখুন কেমন কাঁপছে, আন্দোলিত হচ্ছে। ওই যে, কঙ্কালটা আমাকে ডাকছে—ইশারা করছে।'

তার চোখদুটি, তার চোখের তারাগুলো বিস্ফারিত হলো, সূর্যের আলোর দিকে তাকিয়ে রইল সে। হঠাৎ সে এক পাশে ঝুঁকে পড়ল, মনে হলো তার সারা শরীরটা বুঝি শিথিল হয়ে পড়ল।

তারপর পোয়ারোর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় ছেলেমানুষি গলায় বলে উঠল, 'আপনি, আপনি কিছুই কি দেখতে পাচ্ছেন না?'

এরকুল পোয়ারো ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

হাগ চ্যান্ডলার কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'এসব দেখে আমি তেমন কিছুই মনে

করি না। আমার ভয় সেই রক্তকে। আমার ঘরে রক্ত, রক্ত আমার পোশাকে...আমাদের একটা তোতাপাখি ছিল। একদিন সকালে দেখি, আমার ঘরে গলা কাটা অবস্থায় সেটা পড়ে রয়েছে, আর আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি, তার রক্তে সিক্ত ক্ষুরটা আমার হাতে রয়েছে!'

পোয়ারোর একেবারে কাছ ঘেঁষে ঝুঁকে পড়ল সে।

'এমন কি অতি সম্প্রতি জন্তু জানোয়ারগুলো খতম হয়ে গেছে,' ফিস্‌ফিসিয়ে সে বলল। চারদিকে, গ্রামে-গঞ্জে, নিচে উপত্যকায় ভেড়া, মেষশাবক, কুকুর সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। বাবা রাত্রে আমার ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দেন। কিন্তু কখনো কখনো সকালের দিকে দরজা খোলা অবস্থায় দেখা যায়। নিশ্চয়ই কোথাও লুকনো আছে আমার একটা চাবি, কিন্তু চাবিটা যে কোথায় আমি লুকিয়ে রেখেছি নিজেই জানি না। তবে তাই বলে এই নয় যে, আমি সেই কাজটা করেছি, মনে হয় অন্য কেউ আমার মধ্যে ভর করেছে, যে কিনা আমার দখল নেয়, যে আমাকে পরে মানুষ থেকে ক্রোধোন্মত্ত দানবে পরিণত করে, যে রক্ত চায়, আর যে জলপান করতে পারে না...?

হঠাৎ হাগ তার হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল।

মিনিট দু'য়েক পরে পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'আমি এখনও বুঝতে পারছি না আপনি কেন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করলেন না?'

হাগ চ্যান্ডলার মাথা নেড়ে বলল, 'আপনি কি সত্যি সত্যিই বুঝতে পারছেন না শারীরিক দিক থেকে আমি বলিষ্ঠ? ষাঁড়ের মতো আমার গায়ের শক্তি। হয়তো বছরের পর বছর ধরে চার-দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারি! সেটার মুখোমুখি হতে আমি পারব না! তার চেয়ে আমার মরণ ভাল। জানেন, মৃত্যুর অনেক দরজা খোলা আছে...দুর্ঘটনা, বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে...এরকম আরো কত কি। ডায়না বুঝতে পারবে...আমি আমার নিজের পথ ঠিকই বেছে নিয়েছি!'

পোয়ারোর দিকে অবজ্ঞাভরে তাকাল সে। কিন্তু পোয়ারো তার এই চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে কোনো উত্তর দিল না। বরং তার বদলে সে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি খান, কি পান করেন?'

হাগ চ্যান্ডলার মাথা দোলাল। শব্দ করে হেসে উঠল সে।

'বদহজমের জন্য এটা রাতের দুঃস্বপ্ন হতে পারে, এটাই কি আপনার ধারণা?'

পোয়ারো নেহাতই তার আগের কথাটারই পুনরাবৃত্তি করল, 'আপনি কি খান, কি পান করেন?'

'ঠিক যেমন অন্যেরা খায় আর পান করে থাকে?'

'কোনো বিশেষ ওষুধ? যেমন পিল...'

'ঈশ্বরের দোহাই, না। তা আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে, কোনো পেটেন্ট পিল আমার অসুবিধে দূর করতে পারবে? উপহাসের ছলে সে বলল, তা না হলে আপনি কি এটাকে মানসিক রোগ বলেই ধরে নেবেন?'

এরকুল পোয়ারো শুকনো গলায় বলল, 'আমি বোঝবার চেষ্টা করছি। আচ্ছা এ বাড়িতে চোখের ব্যাপারে কেউ কি কষ্ট পেয়েছে?'

হাগ চ্যান্ডলার পোয়ারোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। সে বলল, 'বাবার চোখদুটো বড় কষ্ট দেয় তাঁকে। প্রায়ই তাঁকে চোখের ডাক্তারের কাছে যেতে দেখা গেছে।'

'আহ্!' পোয়ারো মিনিট দু'য়েকের জন্য থেমে আবার বলল, 'আমার যতদূর মনে পড়ে কর্নেল ফ্রোবিশার তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় ভারতবর্ষে কাটিয়েছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি খুবই আগ্রহী, ওদেশ সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন, তাদের ঐতিহ্য এবং আরও অনেক কিছু।'

পোয়ারো আবার বিড়বিড় করে বলল, 'আহ্!' তারপর সে মন্তব্য করল, 'আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, আপনি আপনার চিবুক কেটে ফেলেছেন।'

হাগ তার হাতটা শূন্যে তুলে ধরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, খুবই গভীরভাবে কেটে গেছে। একদিন আমি যখন দাঁড়ি কামাচ্ছিলাম রক্ত দেখে বাবা ভয়ে আতঙ্কে চমকে উঠেছিলেন। আজকাল আমি স্নায়ু দুর্বলতায় খুবই ভুগছি। জানেন, আমার চিবুক আর গলায় প্রায়ই ফুসকুড়ি দেখা যায়। তাই দাড়ি কামাতে গিয়ে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়।

পোয়ারো তাকে পরামর্শ দিল, 'আপনার শেভিং-ক্রীম ব্যবহার করা উচিত।'

'ওহো, তা তো করিই। আঙ্কল জর্জ ওইরকম একটা ক্রীম আমাকে দিয়েছেন।'

হঠাৎ সে হেসে উঠল।

'আমরা মেয়েদের বিউটি পার্লারের মতো কথা বলছি। লোসন, সুদিং ক্রীম, শেভিং ক্রীম, প্রেটেন্ট পিল, চোখের সমস্যা। এ সবের গুরুত্বই বা কতটুকু? এর থেকে আপনি কি ভাবছেন মঁসিয়ে পোয়ারো?'

পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আমি ডায়না ম্যাবারলির জন্য যতটা সম্ভব ভাল করার চেষ্টা করছি।'

হাগ-এর মেজাজ বদলে গেল। পোয়ারোর হাতে হাত রাখল সে।

'হ্যাঁ, ওর জন্যে আপনি আপনার সাধ্যমতো যা যা করতে পারেন দয়া করে করুন মঁসিয়ে, আমার তাতে সায় রইল। ওকে বলুন, ও যেন আমাকে ভুলে যায়। ওকে বলুন, আমাকে পাওয়ার আশা করলে ভাল কিছু হবে না ওর... আমি আপনাকে যা যা বললাম তার কিছু অংশ ওকে বলবেন...ওকে বলবেন, ওহো ঈশ্বরের দোহাই ওকে বলবেন, ও যেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। এখন ও যদি আমার ভাল চায় এবং সর্বোপরি ওর ভালর জন্যে কেবল এ কাজটাই ও করতে পারে। দূরে সরে যাওয়া আর আমাকে ভুলে যাওয়া!'

'মাদামোয়াজেল, আপনার সাহস আছে? আর আপনার সেটার প্রয়োজনও আছে।'

ডায়না তীক্ষ্নস্বরে বলল, 'তাহলে এটা কি সত্যি, পাগল সে?'

এরকুল পোয়ারো উত্তরে বলল, 'আমি মানসিক রোগের চিকিৎসক নই মাদামোয়াজেল। তাই আমি কখনোই জোর দিয়ে বলতে পারি না, এই লোকটা অপ্রকৃতিস্থ কিংবা এই লোকটা প্রকৃতিস্থ!'

ডায়না তার খুব কাছে সরে এলো।

'অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার মনে করেন, হাগ পাগল। জর্জ ফ্রোবিশারও মনে করেন সে পাগল। এমন কি হাগ নিজেও মনে করে, সে পাগল।'

পোয়ারো স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল তাকে।

'আর আপনি মাদামোয়াজেল কি মনে করেন?'

'আমি? আমি বলি কি আদৌ সে পাগল নয়! আর সেই কারণেই তো—' এই বলে চুপ করে গেল ডায়না।

'আর সেই কারণেই কি আপনি আমার কাছে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, এ ছাড়া আপনার কাছে আমার আসার অন্য কোনো কারণ নেই, থাকতে কি পারে?'

'আর তাই তো', এরকুল পোয়ারো বলল, 'ঠিক এটাই তো আমি নিজে জিজ্ঞেস করছি মাদামোয়াজেল!'

'আমি ঠিক আপনাকে বুঝতে পারলাম না, মানে আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন তো?'

'স্টিফেন গ্রাহাম কে?'

ডায়না স্থির চোখে তাকায়।

'স্টিফেন গ্রাহাম? ওহো সে, সে তো স্রেফ কেউ একজন।' এই বলে ডায়না হঠাৎ পোয়ারোর হাতে হাত রাখল। 'আপনার মনে কি আছে বলুন তো? এ ব্যাপারে আপনি ভাবছেনই বা কি? সেই থেকে আপনি সেই একই জায়গায় অবস্থান করছেন, আপনার দৃষ্টিনন্দন ওই বিখ্যাত গোঁফজোড়ার নিচে আপনার নীরব দু'টি ঠোঁটজোরার আড়ালে যে অনেক কথা লুকিয়ে আছে সেটা বুঝতে আমার এখন একটুও অসুবিধে হচ্ছে না, সূর্যালোকে আপনার পিটপিট করে তাকানো, আর আমাকে কিছু না বলে একটা অজানা রহস্যের মধ্যে আমাকে রেখে দেওয়া, এ সবের কোনো মানেই আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন, ভয়ঙ্কর ভয়। আপনি কেন আমাকে এরকম ভয় দেখাচ্ছেন বলুন তো?'

'সম্ভবত', পোয়ারো বলল, 'আমি নিজেই ভয় পেয়ে গেছি।'

ডায়নার গভীর ধূসর চোখদুটি বিস্ফারিত হলো, স্থির চোখে পোয়ারোর দিকে তাকাল। ফিস্‌ফিসিয়ে সে বলল, 'আপনার ভয় কিসের?'

এরকুল পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলল, গভীর দীর্ঘশ্বাস। বলল সে, 'একটা খুন প্রতিরোধ করার চেয়ে একজন খুনীকে ধরা অনেক সহজ।'

ডায়না চিৎকার করে উঠল, 'খুন? ও কথা বলবেন না।'

'তা সত্ত্বেও', এরকুল পোয়ারো বলল, 'কথাটা ব্যবহার করতে হচ্ছে আমাকে একান্ত নিরুপায় হয়ে।' পরক্ষণেই সে তার সুর বদল করে দ্রুত বলে উঠল এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তুলল। 'মাদামোয়াজেল, লিড ম্যানরে আপনার আর আমার আজকের রাতটা এখানে থাকা খুবই প্রয়োজনীয়। আমি আপনার দিকে তাকিয়ে আছি, ব্যবস্থাটা আপনাকেই করতে হবে। পারবেন না আপনি?'

'আমি, হ্যাঁ, সম্ভবত পারব। কিন্তু কেন বলুন তো?'

'কারণ, নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। একটু আগে আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, আপনার সাহস আছে। এখন সেই সাহসের প্রমাণ দিন। আমি যা বলি তাই করুন, এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করবেন না।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ডায়না ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর পোয়ারো তাকে বাড়ির ভেতরে অনুসরণ করল। একটু পরে লাইব্রেরীতে ডায়না ও আরও তিনজন পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো সে। ওপরতলায় কেউ ছিল না।

হাগ চ্যান্ডলারের ঘরটা সহজেই দেখতে পেল। ঘরের এক কোণায় ঠাণ্ডা ও গরম জলসহ একটা ওয়াশবেসিন ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেল সে। সেটার ওপর একটা গ্লাস-সেল্‌ফ-এ নানান ধরনের টিউব, পাত্র এবং বোতল পড়ে থাকতে দেখল সে।

এরকুল পোয়ারো দ্রুত সেখানে গিয়ে হাজির হলো এবং নিপুণ হাতে কাজ করতে শুরু করে দিল...

কি যে করতে হবে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে বেশি সময় লাগল না তার। সিঁড়ি বেয়ে নিচে হলঘরে নেমে এলো পোয়ারো, ডায়না তখন সবেমাত্র লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে আসছিল, বিদ্রোহীসুলভ মনোভাব নিয়ে বলল সে, 'ঠিক আছে, সব ঠিক হয়ে গেছে।'

অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার পোয়ারোকে লাইব্রেরীর ভেতরে নিয়ে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তিনি বলেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো দেখুন, আমি এসব একেবারেই পছন্দ করি না।'

'আপনি কি পছন্দ করেন না অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার?

'আপনি আর ডায়না দু'জনে আজকের রাতটা এখানে কাটানোর জন্য জোর করছিল সে আমার কাছে। আমি আতিথেয়তাশূন্য হতে চাই না।'

'এটা আতিথেয়তার প্রশ্ন নয়।'

'এই যে আমি বললাম, আমি আতিথেয়তাশূন্য হতে চাই না। আর খোলাখুলিভাবেই বলি, আমি এটা একেবারেই পছন্দ করি না মঁসিয়ে পোয়ারো। মোটকথা আমি, আমি এটা চাই না। আর আপনাদের এই চাওয়ার কোনো কারণও বুঝতে পারছি না। এর থেকে এমন কি ভাল কিছু আশা করছেন আপনি?'

'যদি আমরা বলি এটা একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার, আমি চেষ্টা করে দেখছি!'

'তা কি ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা?'

'মাপ করবেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না আপনাকে। এটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'বেশ তাহলে আমিও বলছি শুনুন মঁসিয়ে পোয়ারো, প্রথমত আমি আপনাকে এখানে আসতে বলিনি—'

পোয়ারো এখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'বিশ্বাস করুন অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার, আমি আপনার যুক্তিটা পুরোপুরিই বুঝতে পারছি আর তার প্রশংসাও করছি। আমি এখানে এসেছি একটি মেয়ের দুর্দমনীয় ভালবাসার পরিণতি দেখতে, যে কিনা আপনার ছেলেকে বিয়ে করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। আপনি আমাকে কতকগুলো কথা বলেছেন। আবার কর্নেল ফ্রেবিশারও কিছু কথা বলেছেন। এমন কি হ্যাগ নিজেও কিছু কথা বলেছে আমাকে। এখন আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।'

'হ্যাঁ, সবই মানলাম, কিন্তু দেখুন, আমি আপনাকে বলতে পারি, এ ব্যাপারে নতুন করে দেখার কিছু নেই। প্রতিদিন রাত্রে হ্যাগকে আমি তার ঘরে তালা বন্ধ করে রাখি, তাই এর পরেও কি আপনি—'

'হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও, এক-এক সময় সে আমাকে বলেছে, সকালের দিকে দরজায় তালা দেওয়া থাকে না।'

'সেটা আবার কি?'

'কেন আপনি নিজে কখনো দরজা তালাখোলা অবস্থায় দেখেননি?'

চ্যান্ডলার ভ্রূ কোঁচকালেন।

'আমি সব সময়েই অনুমান করে থাকি জর্জ দরজার তালা খুলে থাকে। এতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?'

'চাবিটা আপনি কোথায় রাখেন? তালার মধ্যে?'

'না, আমি সেটা বাইরে আলমারির ওপর রেখে থাকি। আমি, জর্জ কিংবা সাজভৃত্য উইদার্স সকালে ওখান থেকে চাবিটা নিয়ে থাকে। আমরা উইদার্সকে বলেছি এ রকম একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে হ্যাগকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখার জন্য, কারণ সে রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় বাইরে বেড়াতে চলে যায়...আমি অনুমান করি সে আরো অনেক কিছুই জানে...কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক সে, আমার সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ধরে রয়েছে।'

'আর একটা বাড়তি চাবি আছে তাই না?'

'না, আমার অন্তত জানা নেই।'

'যে কেউ ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে নিতেও তো পারে।'

'কিন্তু কে সে?'

'আপনার ছেলে ভাবে, তার নিজস্ব একটা চাবি কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে, তবে সে তার জাগ্রত অবস্থায় সেটার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না।'

ঘরের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে কর্নেল ফ্রোবিশার বলে উঠলেন, 'চার্লস, আমি এটা পছন্দ করি না—'

অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম। মেয়েটি যেন আপনার সঙ্গে এখানে ফিরে না আসে। যদি আপনি মনে করেন, একা ফিরে আসতে পারেন।'

পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'এখানে রাত্রে মিস ম্যাবারলিকে কেন আসতে দিতে চান না বলুন তো?'

ফ্রোবিশার নিচু গলায় বললেন, 'এর মধ্যে খুবই ঝুঁকি আছে। এ সব কেসে—' কথাটা অসমাপ্ত রেখে তিনি নীরব হলেন।

পোয়ারো বললেন, 'হাগ তার প্রতি অনুরক্ত...'

চ্যান্ডলার মৃদু চিৎকার করে উঠলেন, 'ঠিক এই কারণেই! ও সব জাহান্নামে যাক, যেখানে একজন উন্মাদ লোক জড়িত, সেখানে সব কিছুই ওলটপালট হয়ে যেতে বাধ্য। হাগ নিজেও সেটা জানে। তাই ডায়না কখনোই যেন না আসে এখানে।'

'বেশ তো, এ ব্যাপারে', পোয়ারো বলল, 'ডায়নাকেই সিদ্ধান্ত নিতে দেন না কেন?' এই বলে সে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে গেল। ডায়না বাইরে গাড়ির ভেতরে অপেক্ষা করছিল। পোয়ারোকে আসতে দেখে সে তাকে কাছে ডেকে বলল, 'রাতে আমরা যা করতে চাই তাই করব এবং নৈশভোজের সময় ফিরে আসব।'

তারপর তারা দূরপাল্লায় বেরিয়ে পড়লো। অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার এবং কর্নেল ফ্রোবিশারের সঙ্গে তার যা যা আলোচনা হয়েছিল সব কথাই বলল ডায়নাকে। কথা শুনে ডায়না হেসে উঠল, তার হাসির দমকের সঙ্গে মুঠো মুঠো ঘৃণা ঝরে পড়ছিল।

'আপনি কি মনে করেন হাগ আমাকে আঘাত করবে?'

উত্তর দেবার ফাঁকে পোয়ারো তাকে বলল, গ্রামে কোনো কেমিস্টের দোকানের সামনে থামলে তার উপকার হয়। সে আরও বলল, টুথব্রাশটা আনতে ভুলে গেছে সে।

একটা শান্ত পরিবেশের গ্রামের রাস্তায় কেমিস্টের দোকান। পোয়ারো একাই গাড়ি থেকে নেমে সেই দোকানে চলে গেল ডায়নাকে অপেক্ষা করতে বলে। কিন্তু একটা টুথব্রাশ পছন্দ করতে পোয়ারোকে দীর্ঘ সময় নিতে দেখে ডায়নার মনে কেমন যেন সন্দেহ হলো, সে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল...

এলিজাবেথিও ওক কাঠের আসবাবপত্রে সাজান বিরাট শয়নকক্ষে পোয়ারো বসে থেকে অপেক্ষা করতে থাকে। অপেক্ষা করা ছাড়া তার এখন কিছুই করার নেই। সব ব্যবস্থাই সে পাকা করে রেখেছিল।

একেবারে সাতসকালে ডাক এলো।

বাইরে কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ শুনে পোয়ারো দরজা খুলে দিল। বাইরে বারান্দায় দরজার ওপারে দু'জন লোক দাঁড়িয়েছিলেন, দু'জনেই মাঝবয়সী, তাঁদের বয়সের তুলনায় একটু বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে যেন। অ্যাডমিরালের মুখটা কঠিন এবং গম্ভীর। কর্নেল ফ্রোবিশার কাঁপা-কাঁপা মুখটা কেমন যেন কুঁচকে গেছে।

চ্যান্ডলার সহজভাবেই বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, দয়া করে আপনি একবার আমাদের সঙ্গে আসবেন?'

ডায়না ম্যাবারলির শয়নকক্ষের সামনে একটা দলাপাকানো দেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। অবিন্যস্ত চুলের মাথার ওপর বারান্দার আলো এসে পড়েছিল। হ্যগ চ্যান্ডলার পড়েছিল সেখানে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। তার পরনে ছিল ড্রেসিং গাউন এবং পায়ে স্লিপার। তার ডান-হাতে চকচকে ধারালো একটা ছুরি। ছুরিটার সব জায়গা চকচকে নয়, কারণ জায়গায় জায়গায় রক্তের দাগ।

এরকুল পোয়ারো নরম গলায় বলল, 'মিস ডায়না ম্যাবারলি?'

ফ্রোবিশার তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'সে ঠিক আছে। হ্যগ তাকে স্পর্শ করেনি।' তিনি গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'ডায়না! আমরা এসেছি! দরজা খুলে দাও, আমরা ঘরের ভেতরে ঢুকব, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

অ্যাডমিরাল গোঙাতে গোঙাতে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। তেমনি গোঙাতে গোঙাতে বলে উঠলেন, 'বাছা, আমার বেচারা বাছা!'

খিল খোলার শব্দ শোনা গেল। দরজা খুলে গেল এবং দরজার ওপারে ডায়নাকে দেখতে পাওয়া গেল। তার মুখটা মৃত ব্যক্তির মতো ফ্যাকাসে সাদা দেখাচ্ছিল।

ডায়না হোঁচট খেলো।

'কি হয়েছে জানেন? কেউ যেন আমার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছিল, আমি তাকে দরজায় ধাক্কা দিতে শুনেছি। তারপর দরজার প্যানেলে আঁচর কাটছিল সে। ওঃ! সে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার...একটা জানোয়ারের মতো...'

ফ্রোবিশার তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল!'

'মঁসিয়ে পোয়ারো আমাকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলেছিলেন।'

পোয়ারো বলল, 'ওকে তুলে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসুন।'

সেই দু'জন ব্যক্তি নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে চেতনাহীন লোকটাকে দু'হাত দিয়ে ধরে তুলল। ওঁরা তার পাশ দিয়ে চলে যেতে গেলে ডায়না হাঁ করে নিঃশ্বাস নিল।

'হ্যগ? আরে ও তো হ্যগই? ওর হাতে ওটা কি ছিল?'

হ্যগ চ্যান্ডলারের হাতে ভিজে ভিজে বাদামী, না লাল রক্তের দাগ।

ডায়না গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ওটা কি রক্তের দাগ?'

পোয়ারো সপ্রশ্ন চোখে তাঁদের দিকে তাকাল। অ্যাডমিরাল মাথা নাড়লেন। তিনি বললেন, 'রক্ত-মাংসের লোক সে নয়, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! সেটা একটা বিড়াল! নিচে হলঘরে সেটাকে দেখতে পাই! কণ্ঠনালী কাটা। সে নিশ্চয়ই এখানে এসে থাকবে। হ্যাঁ, পরে সে এখানে নিশ্চয়ই এসে থাকবে।'

'এখানে?' ডায়নার কণ্ঠস্বরে আতঙ্কের সুর। নিচু গলায় সে বলল, 'আমার কাছে?'

চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটি আপন মনে কি সব বলল, বোঝা গেল না। তারা ওকে নিরীক্ষণ করল। হ্যগ চ্যান্ডলার উঠে বসে পিটপিট করে তাকাল।

'হ্যালো', তার কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনাল। 'কি ঘটেছে? আমি কি—'

থামল সে। সে তার নিজের হাতে ধরা ছুরিটার দিকে স্থির চোখে তাকাল।

সে আবার নিচু গলায় বলল, 'কেন, আমি কি করেছি?'

তার চোখজোড়া একজনের মুখের ওপর থেকে আর একজনের মুখের ওপর পরিক্রমা শুরু করে দিল। অবশেষে তার চোখের দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ হলো ডায়নার ওপর। টলতে টলতে সে দেওয়ালের গায়ে ঠেসান দিল। ধীর-স্থির শান্ত স্বরে সে জানতে চাইল, 'আমি কি ডায়নাকে আক্রমণ করেছি?'

তার বাবা মাথা নাড়লেন।

হাগ বলল, 'বলো আমার কি ঘটেছে? যাই ঘটুক না কেন আমাকে সেটা জানতেই হবে।'

তাঁরা তাকে বললেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বললেন। সে তার শান্ত অধ্যবসায় তাঁদের মুখ থেকে সব কথা শুনে নিল।

জানালার বাইরে সূর্যের ঝলমলে আলো চোখে পড়ল। এরকুল পোয়ারো জানালার সামনে থেকে পর্দাটা সরিয়ে দিল। আর তারপরেই সূর্যের লালাভ আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে।

হাগ স্থির গলায় বলল, 'তাই বুঝি!' তারপর সে উঠে দাঁড়াল। হাসল সে। তার কণ্ঠস্বর একেবারে স্বাভাবিক : 'সুন্দর সকাল কি? আমি ভাবছি এখন আমাকে একবার জঙ্গলে যেতে হবে। এবং একটা খরগোস জোগাড় করার চেষ্টা করব।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। তাঁরা ওর গমনপথের দিকে তাকালেন।

তারপর অ্যাডমিরাল সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

ফ্রোবিশার তার হাতদুটো প্রসারিত করে অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলারকে ধরে ফেললেন।

'না চার্লস, না। বেচারা, ওর পক্ষে এটাই সবচেয়ে ভাল পথ, ওকে যেতে দাও।'

ওদিকে ডায়না কাঁদতে কাঁদতে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল।

অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'জর্জ, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি জানি, ও তো আমারই ছেলে, ওর সাহস আছে...'

ফ্রোবিশার ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, 'সে, সে একজন...'

একমুহূর্তের জন্য নীরব থাকার পর চ্যান্ডলার বললেন, 'জাহান্নামে যাক! অভিশপ্ত বিদেশীটা কোথায়?'

বন্দুক-ঘরে গিয়ে হাগ চ্যান্ডলার বন্দুকের র‍্যাক থেকে একটা বন্দুক তুলে নিয়ে সেটার মধ্যে যখন সে গুলি ভর্তি করতে যাচ্ছে ঠিক তখনই এরকুল পোয়ারোর একটা হাত তার কাঁধের ওপর পড়ল।

এরকুল পোয়ারোর গলা থেকে কেবল মাত্র একটাই শব্দ বেরিয়ে এলো এবং তার মধ্যে একটা হুকুমের সুর ধ্বনিত হতে শোনা গেল, 'না!'

হাগ চ্যান্ডলার তার দিকে স্থির চোখে তাকাল। প্রচণ্ড রাগে গর্জে উঠল সে, 'আমার

কাঁধের ওপর থেকে আপনার হাতটা সরিয়ে নিন। আমাকে বাধা দেবেন না। আমি আপনাকে বলছি, এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। এই ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসার এটাই একমাত্র পথ।'

এরকুল পোয়ারো আবার সেই মাত্র একটা শব্দের পুনরাবৃত্তি করল, 'না।'

'আপনি কেন বুঝতে পারছেন না যদি না ডায়নার ঘরটা তালাবন্ধ থাকত তাহলে সেই ধারাল ছুরিটা দিয়ে আমি তার কণ্ঠনালী নিশ্চয়ই কেটে ফেলতাম?'

'আমি ওই ধরনের কোনো কথা বুঝতে চাই না। আপনি মিস ম্যাবারলিকে কখনোই হত্যা করতে পারতেন না।'

'আমি সেই বেড়ালটাকে খুন করেছিলাম, করিনি আমি?'

'না, আপনি বেড়ালটাকে খুন করেননি। আপনি তোতাপাখিটাকে খুন করেননি। এমন কি ভেড়াদেরও খুন করেননি।'

পোয়ারোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে হাগ। সে জানতে চাইল, 'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন, নাকি আমি?'

উত্তরে এরকুল পোয়ারো বলল, 'আমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ পাগল নয়।'

এই সময় অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার এবং কর্নেল ফ্রোবিশার সেখানে এসে হাজির হলেন। তাদের পিছন পিছন এলো ডায়না।

হাগ চ্যান্ডলার তাঁদের উদ্দেশ্যে দুর্বল গলায় বলে উঠল, 'আশ্চর্য, এই ভদ্রলোক বলেন কি, আমি নাকি পাগল নই...'

এরকুল পোয়ারো দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, আপনি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিস্থ।'

কথাটা শুনে হাগ হাসল। এমনভাবে সে হাসল পাগলরা ঠিক যেমন করে হেসে থাকে, সেই সর্বজন পরিচিত পাগলাটে হাসি।

'এ একেবারে হাস্যকর ব্যাপার! আমি একজন প্রকৃতিস্থ, তাই কি? প্রকৃতিস্থ হলে আমি কি করেই বা ভেড়ার কণ্ঠনালী কাটলাম, কি করেই বা অন্য সব জন্তু-জানোয়ারদের গলা কাটলাম! আমি তোতাপাখির গলা কাটলাম, তখনও কি প্রকৃতিস্থ ছিলাম? আর আজ রাত্রে যখন বেড়ালের গলা...?'

'আমি আপনাকে বলেছি না, আপনি ভেড়া, তোতাপাখি কিংবা বেড়াল কাউকেই খুন করেননি।'

'তাহলে কে খুন করল?'

'আপনি যে অপ্রকৃতিস্থ, এটা প্রমাণ করার জন্য যে উঠে-পড়ে লেগেছে, সে উল্টো-পাল্টা অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছে আপনাকে দিয়ে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাকে প্রচুর ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। এবং রক্তমাখা ছুরি কিংবা ক্ষুরটা আপনার মনগড়া তৈরি। আর কেউ হয়তো আপনার ওয়ালবেসিনে ইচ্ছাকৃতভাবে রক্তমাখা হাত ধুয়ে থাকবে।

'কিন্তু কেন?'

'এই যে একটু আগে বন্দুকে গুলি পুরে আপনি যা করতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেরকম কিছু যদি আপনি করে বসেন তার জন্য আপনাকে প্ররোচিত করা হচ্ছিল।

হাগ অবাক বিস্ময়ে পোয়ারোর দিকে তাকাল। পোয়ারো ফিরে তাকাল কর্নেল ফ্রোবিশারের দিকে।

'কর্নেল ফ্রোবিশার, আপনি বহু বছর ধরে ভারতবর্ষে ছিলেন। সেখানে নানান ধরনের মাদক দ্রব্য খাইয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকৃতিস্থদের অপ্রকৃতিস্থ করে তোলা হয়, এ রকম কেসের মুখোমুখি কখনো হননি?'

কর্নেল ফ্রোবিশারের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'আমি নিজে কখনো এ রকম কেসের মুখোমুখি হইনি, কিন্তু এরকম অনেক কেসের কথা আমি শুনেছি লোকমুখে। ধুতুরা বিষ। মারাত্মক বিষ, মানুষ মরে না বটে, কিন্তু এই বিষ খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়।'

'ঠিক তাই। ভাল কথা, ধুতুরার বিষক্রিয়া মানুষের মস্তিষ্ক বিকল করে দিতে খুবই সক্ষম। আর সেটা পাওয়া না গেলে অ্যালকালয়েড অ্যাট্রোপিনও প্রয়োগ করা হয়, যা বেলেডোনা থেকে সংগ্রহ করা হয়। বেলেডোনা তৈরির পদ্ধতি প্রায় সাধারণ এবং অ্যাট্রোপিন সালফেট চোখের চিকিৎসার জন্য ডাক্তাররা মুক্তহস্তে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে থাকেন। অতএব এটা কেমিস্টের দোকান থেকে পেতে খুব একটা ঝামেলায় পড়তে হয় না, এমন কি বেশি পরিমাণ সংগ্রহ করলেও সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকে না। আবার এই অ্যাট্রোপিন সালফেট থেকে অ্যাকলেয়েডের নির্যাস বার করে নিয়ে সেটা দিয়ে শেভিং ক্রীম তৈরি করা যায়। এটা অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মুখে ও গলায় ফুসকুড়ি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আবার এর অনেকগুলো উপসর্গ আছে, যেমন গলা শুকিয়ে যাওয়া, জল গলাধঃকরণ করতে না পারা, অলৌকিক সব দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠা, এই সব লক্ষণগুলিই মিস্টার হাগ চ্যান্ডলার অনুভব করেছিলো, এ সবই তার বাস্তব অভিজ্ঞতার নিদর্শন।'

পোয়ারো এবার তরুণটির দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'আমার মন থেকে শেষ সন্দেহকে দূর করতে আমি আপনাকে বলব, এটা কোনো অনুমান নয়, এটা বাস্তব ঘটনা। আপনার শেভিং ক্রীমে প্রচুর পরিমাণে অ্যাট্রোপিন সালফেট মেশানো ছিল। আমি এর একটা নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা করতে দিই এবং সেটা পরীক্ষিত।

হাগ সব শুনে আর স্থির থাকতে পারে না, তার মুখটা কেমন ফ্যাকাসে, সাদা হয়ে যায়, এবং কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে এ কাজ করেছে? আর কেনই বা করেছে?'

উত্তরে এরকুল পোয়ারো বলল, 'এখানে আসার পর থেকেই আমি এ কেসটা খুব গভীরভাবে অনুধাবন করেছি। খুনের মোটিভ কি হতে পারে তাঁর খোঁজ আমি এখনও

চালিয়ে যাচ্ছি। আপনার মৃত্যুতে ডায়না খুবই লাভবান হবে। আর সেই জন্যেই কি সে আপনাকে সরাবার জন্যে...না, আমি তাকে এ ভাবে ভাবতে পারি না।'

হাগ চ্যান্ডলারের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আমিও এরকম আশা করি না!'

'আমি আবার আর একটা দিক বিবেচনা করে দেখেছি। ''ত্রিভুজ প্রেমের বাঁক, অর্থাৎ প্রণয়জনিত সমস্যা!'' দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা। জানেন, কর্নেল ফ্রোবিশার একসময় আপনার মাকে ভালবাসতেন, আর অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার বিয়ে করেন আপনার মাকে?'

অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন। 'জর্জ? জর্জ! এ আমি বিশ্বাস করি না।'

হাগ অবিশ্বাস্য গলায় বলল, 'আপনি কি মনে করেন ঘৃণা থেকে সন্তানের ক্ষতিসাধন হতে পারে?'

এরকুল পোয়ারো বলল, 'কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে তা সম্ভব, হ্যাঁ অবশ্যই সম্ভব।'

ফ্রোবিশার রাগতস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, 'এ একেবারে ডাহা মিথ্যে! চার্লস, ওঁর কথা কানে তুলবে না, একেবারে বিশ্বাসও করবে না।'

চ্যান্ডলার কর্নেলের কাছ থেকে সরে এলেন। নিজের মনেই তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'ধুতুরা...ভারতবর্ষ...হ্যাঁ, তাই বুঝি...আর কখনো সেটা বিষ হিসেবে সন্দেহ করিনি, এমন কি ইতিমধ্যে পরিবারে যে কয়েকজন অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন সে নিয়েও কেউ চিন্তিত নয়...'

'আশ্চর্য!' এরকুল পোয়ারোর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠে এলো। 'পরিবারের মধ্যে একজন অপ্রকৃতিস্থ, একজন উন্মাদ, প্রতিহিংসাপরায়ণ...চতুর...যেমন উন্মাদরা হয়ে থাকে, বছরের পর বছর ধরে তারা তাদের পাগলামো গোপন রাখার চেষ্টা করে।' তিনি বিরক্ত হয়ে তাকালেন ফ্রোবিশারের দিকে। 'বন্ধু, তুমি নিশ্চয়ই জানতে, তুমি নিশ্চয়ই সন্দেহ করে থাকবে, হাগ তোমারই ছেলে? তাহলে কেন তুমি তাকে সে কথা বলনি?'

ফ্রোবিশার তোতলাতে থাকেন। 'আমি জানতাম না। আমি ঠিক নিশ্চিত হতে পারিনি...দেখো ক্যারোলিন আমার কাছে মাত্র একবারই এসেছিল, কোনো একটা ব্যাপারে তাকে খুব ভয়ার্ত দেখাচ্ছিল, মনে হয়েছিল ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে সে। আমি জানি না এর কারণটা কি, আমি কখনো সেটাও জানতে পারিনি। সে আর আমি, আমাদের দু'জনেরই মাথার ঠিক ছিল না। তারপরেই আমি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতার চরমে পৌঁছে যেতে চাইলাম, আমাদের সামনে তখন একমাত্র এটাই করণীয় ছিল, আমরা দু'জনেই তখন বেশ বুঝে গেছলাম, আমাদের প্রেম প্রেম খেলা উচিত, যা আমাদের অশান্ত শরীর ও মন দু'টোকেই শান্ত করে দিতে পারে, তৃপ্তি দিতে পারে। আমি, হ্যাঁ আমি নিশ্চিত হতে পারিনি। আর ক্যারোলিনও কখনো আমাকে

বলেনি যাতে করে আমি ভাবতে পারি, হাগ আমরই ছেলে। আর তারপর যখন এই পাগলামোর লক্ষণ প্রকাশ পেল, তখন আমি ভাবলাম, এটা নিশ্চয়ই আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে। আমার আর হাগ-এর মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্কের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে।'.

পোয়ারো বলল, 'হ্যাঁ, এর থেকেই এ ব্যাপারে একমত হওয়া যায়! ছেলেটির মুখের হাবভাব, তার চোখের চাহনি, ভ্রূ নামানো, এ সবের সঙ্গে আপনার যে হুবহু মিল আছে আপনি বোঝেননি, নাকি বোঝবার চেষ্টা করেননি কখনো? কিন্তু চার্লস চ্যান্ডলার সেটা দেখেছেন, দেখেছেন অনেক, অনেক বছর আগেই এবং তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে সত্যটা জেনেছিলেন। আমার মনে হয়, ক্যারোলিন তাঁকে ভয় করতেন, তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে তাঁর পাগলামোর লক্ষণ প্রকাশ করতে শুরু করেন, আর এ সব দেখে-শুনেই ক্যারোলিন হয়তো আপনার কাছে সেদিন ছুটে গেছলেন, আপনার হাতে তিনি ধরা দিয়েছিলেন, যিনি আপনাকে সব সময়েই ভালবাসতেন। চার্লস চ্যান্ডলার তাঁর প্রতিশোধের পরিকল্পনা করেন। ওঁর স্ত্রী বোটিং দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী নৌকো ভ্রমণে বেরোন, আর চার্লস চ্যান্ডলার জানতেন দুর্ঘটনাটা কি করে ঘটেছিল। তারপর তিনি ঘৃণা করতে শুরু করেন হাগ-এর ওপর, কারণ সে তাঁর সন্তান নয়। আপনার ভারতীয় গল্প থেকে হাগ-এর মাথা খারাপ করে তোলার জন্য ধুতুরা বিষ প্রয়োগের কথা ভাবতে শুরু করেন। তিনি মনে মনে ঠিক করেন হাগকে ধীরে ধীরে পাগল করে তুলতে হবে। তাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে, যেখান থেকে সে কখনো প্রকৃতিস্থ হয়ে ফিরে আসতে পারবে না, হতাশায় ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকবে। হাগ-এর ছুরি, ক্ষুর, তার পরনের পোশাক এবং তার বেসিনে যে সব রক্ত দেখা গেছে, সে সবই অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলারের, হাগ-এর নয়। আবার চার্লস চ্যান্ডলারই নির্জন মাঠে ভেড়ার কণ্ঠনালী ছুরি দিয়ে কেটেছিলেন। কিন্তু হাগকেই তার খেসারত দিতে হয়।'

'জানেন আমি কখন সন্দেহ করেছিলাম? যখন অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার তাঁর ছেলেকে ডাক্তার দেখানোর প্রসঙ্গে প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন, তখনি আমার প্রথম সন্দেহ হয়, বাপ- ব্যাটার সম্পর্কের মধ্যে একটা রহস্য আছে নিশ্চয়ই। হাগ-এর পক্ষে ডাক্তার দেখাতে না চাওয়াটা যথেষ্ট স্বাভাবিক। কিন্তু বাবা! বাবা হয়ে ছেলের রোগের চিকিৎসা করিয়ে তাকে নিরাময় করে তোলা তো তাঁর প্রধান কর্তব্য, তাছাড়া ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার জন্য শয়ে শয়ে কারণ আছে। কিন্তু চার্লস চ্যান্ডলার অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, হাগ চ্যান্ডলারকে কখনোই ডাক্তার দেখানো হবে না। তার ভয় ছিল, পাছে হাগকে পরীক্ষা করে ডাক্তার ঘোষণা করে, হাগ সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ! আর তাই তো তিনি—'

হাগ শান্ত গলায় বলে উঠল, 'প্রকৃতিস্থ...আমি সত্যিই কি প্রকৃতিস্থ?'

ডায়নার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন তিনি। ফ্রোবিশার কর্কশ গলায় বলে উঠলেন 'তুমি যথেষ্ট প্রকৃতিস্থ। আমাদের পরিবারে কেউ পাগল ছিল না।' ডায়না বলে উঠল, 'হাগ...'

অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার হ্যগ-এর বন্দুকটা তুলে নিয়ে বললেন, 'সব কিছুই বোকা বোকা স্বভাবের! মনে করে দেখো, আমি অরণ্যে ফিরে গেলাম, যদি একটা খরগোস পাওয়া যায়—'

ফ্রোবিশার সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করেন, কিন্তু এরকুল পোয়ারোর হাতদুটো তাঁকে প্রতিরোধ করে বসল। পোয়ারো বলল, 'এই মাত্র আপনি নিজেই নিজেকে বললেন, এটাই সবচেয়ে ভাল পথ...'

হ্যগ ও ডায়না আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছল।

দুই ব্যক্তি, একজন ইংলিশম্যান এবং অপরজন বেলজিয়াম গোয়েন্দা। পোয়ারোকে চকিতে একবার দেখে নিয়ে তাঁরা অরণ্যে গিয়ে ঢুকল।

বর্তমানে তারা একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেলো।...

ঘোড়াদের পোষ মানানোর জন্য

THE HORSES OF DIOMEDES

''দ্য হর্সেস অব ডায়োমিডিস' ১৯৪০ সালের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য স্ট্র্যান্ড' পত্রিকায়।''

টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। এরকুল পোয়ারো হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

'হ্যালো, আপনিই কি পোয়ারো?'

তরুণ ডাঃ স্টোডার্ট-এর কণ্ঠস্বর চিনতে পারল এরকুল পোয়ারো। মাইকেল স্টোডার্টকে পছন্দ করে সে, সে যখন খোলা মন নিয়ে বন্ধুসুলভ দাঁত বার করে হাসে, তার সেই হাসিটা বড় মিষ্টি লাগে পোয়ারোর কাছে, অপরাধ সংক্রান্ত ব্যাপারে তার সহজ-সরল আগ্রহ দেখে পোয়ারো যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করে। শুধু তাই নয়, মাইকেল তার পেশায় যে ভাবে কঠোর পরিশ্রম করে এর জন্য তার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে পোয়ারোর। সেই মাইকেল ফোন করছে। স্বভাবতই তার ফোন পেয়ে উৎসুক হয়ে উঠল সে তার ফোন করার উদ্দেশ্য জানবার জন্য।

'আমি আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে চাই না,' মাইকেল একটু ইতস্তত করে বলল।

'কিন্তু কিছু একটা আপনাকে বিব্রত করছে, তাই না?' এরকুল পোয়ারো তীক্ষ্ণ স্বরে বলল।

'ঠিক তাই!' মাইকেল স্টোডার্ট-এর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো, বুঝি বা সে একটু স্বস্তি পেল। 'একেবারে ঠিক জায়গায় আপনি লক্ষ্যভেদ করেছেন। সত্যি আপনি যথার্থই গোয়েন্দা!'

'বেশ তো বলুন বন্ধু, এখন আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

তবু স্টোডার্ট-এর সংশয় যেন যায় না। তাই উত্তর দেবার সময় তাকে একটু তোতলাতে দেখা গেল।

'এই রাত্রে যদি আপনাকে আসতে বলি আমার মনে হয় সেটা খুবই ধৃষ্টতার পরিচয় হয়...কিন্তু ব্যাপার কি জানেন মঁসিয়ে, আবার না বলেও থাকতে পারছি না...আমি একটু অসুবিধায় পড়ে গেছি...'

'আরে অত কিন্তু হবার কি আছে এতে? হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই যাব, সে যত রাতই হোক না কেন! তা আপনার বাড়িতে যাব?'

'না, আসলে আমি এখন মিউজে রয়েছি, কনিংবি মিউজ। সতেরো নম্বর। সত্যিই আপনি আসবেন তো? আসলে এলে আমি খুবই বাধিত হবো।'

'হ্যাঁ, 'আমি এখনি যাচ্ছি', উত্তরে বলল এরকুল পোয়ারো।

এরকুল পোয়ারো অন্ধকার পথ ধরে এগিয়ে চলে, মাঝে মাঝে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের টিম্ টিম্ করে জ্বলা আলোয় নম্বরগুলোর ওপর চোখ রাখে, তার দরকার সতের নম্বর। তখন একটা বেজে গেছে, বেশিরভাগ আস্তাবল অন্ধকার, প্রায় সবাই তখন গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে, যদিও দু'-একটা জানালা দিয়ে আলো চুঁইয়ে পড়তে দেখা গেল রাস্তায়।

যাইহোক, সতের নম্বর বাড়িতে পৌছতেই দরজা খুলে যেতে দেখা গেল। ডাঃ স্টোডার্টকে দরজার বাইরে ঘন ঘন দৃষ্টি ফেলতে দেখা গেল।

'সত্যিই আপনি বড় ভালমানুষ মঁসিয়ে!' গদগদ হয়ে বলে উঠল তরুণটি। 'আসুন মঁসিয়ে পোয়ারো!'

একটা ছোট্ট মইয়ের মতো সিঁড়ি, সেই পথেই যেতে হবে ওপরতলায়। ডানদিকে বেশ বড় একটা ঘর, ডিভান, কম্বল, ত্রিভুজ আকারের রূপোর কুশন এবং প্রচুর বোতল ও গ্লাসে ভরা ঘরটা। সব কিছুই কেমন যেন বিশৃঙ্খল অবস্থায় ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে, পোড়া সিগারেটের টুকরো এবং ভাঙা গ্লাস ঘরের সর্বত্র পড়ে থাকতে দেখা গেল। চকিতে একবার ঘরের এই বিশৃঙ্খল দৃশ্য পোয়ারো তার চোখের মণিকোঠায় গেঁথে রাখল।

'হাঃ!' এরকুল পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল। 'বন্ধু ওয়াটসন, তুমি আজ

আমার পাশে নেই, তবু এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আমার বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না, আজ এখানে একটা পার্টি থ্রো করা হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, এখানে একটা পার্টি দেওয়া হয়েছিল বটে', স্টোডার্ট গম্ভীরভাবে বলল, 'মনে হয় কোনো একটা পার্টি হবে, এরকমই একটা কিছু বলতে পারি।'

'তাহলে আপনি এই পার্টিতে যোগদান করেননি?'

'না, আমি এখানে এসেছি কঠোরভাবে বলতে গেলে একেবারে পেশাদারি যোগ্যতায়।'

'ঠিক আছে। এখন বলুন কি ঘটেছে এখানে?'

স্টোডার্ট বলল, 'এই জায়গাটা পেসেন্স গ্রেস, মিসেস পেসেন্স গ্রেস নামে এক মহিলার।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে', পোয়ারো বলল, প্রাচীনকালীন নামের এক আকর্ষণীয়া মহিলা তিনি।'

'মিসেস গ্রেস সম্পর্কে আকর্ষণীয় কিংবা প্রাচীনকালীন কোনোটাই খাটে না। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন স্বামী বদল করেছেন মহিলাটি এবং বর্তমানে ওঁর একটা বয়ফ্রেন্ড রয়েছে। যাকে ওঁর সন্দেহ ওঁকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে সে। ওঁরা ড্রিঙ্ক দিয়ে পার্টি শুরু করেন এবং শেষ করেন ডোপ দিয়ে, যেমন কোকেন বললেই বোধহয় সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। কোকেন এমনি একটা ড্রাগ যা শুরুতে আপনার মনে হবে কি চমৎকারই না লাগছে সব কিছু, সেই সবকিছুই স্বর্গীয় সুখের হাতছানি। সেটা আপনাকে বীর্যবান করে তুলবে, তেজী ও দীপ্ত করে তুলবে; আপনার তখন মনে হবে, দ্বিগুণ উৎসাহে সব কাজ করতে পারছেন। কিন্তু সেটা বেশিমাত্রায় নিলে আপনি তখন তীব্র মানসিক উত্তেজনায় হিংস্র হয়ে উঠবেন, আপনি তখন ভ্রান্ত পথে চালিতে হবেন, বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। আর এভাবেই মিসেস গ্রেস তাঁর বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়েন, একজন অপ্রীতিকর ব্যক্তি, যার নাম হওকার। এর ফলে হওকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে ছুটে যায়, এবং তিনি তাঁর দেহটা খোলা জানালার বাইরে ঝুঁকিয়ে একেবারে একটা নতুন রিভলবার উঁচিয়ে (সেটা একজন বোকার মতো তাঁকে দিয়েছিল) খুব কাছ থেকে ট্রিগার টেপেন।'

এরকুল পোয়ারোর ভ্রূ ওপরে উঠে গেল।

'তা উনি কি তাকে আঘাত করেন?'

'না! বুলেটটা, আমি বলব বেশ কয়েক গজ ওপর দিয়ে ছুটে জানালাপথে বাইরে বেরিয়ে যায়। আর সেই বুলেটটা গিয়ে আঘাত করে একজন দুর্দশাগ্রস্ত লোফারের মাংসল হাতের ওপরে। বেচারা তখন আস্তাবলের ডাস্টবিন ঘাঁটছিল। অবশ্যই সে তখন চিৎকার করে ওঠে আর তার সেই আর্তচিৎকার শুনে পথচারিরা দ্রুত তার কাছে ছুটে এসে ভিড় জমায় সেখানে। তারপর কোনো রকমে তার ক্ষতস্থানের রক্ত বন্ধ করে তাকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে ছুটে আসে।'

'হ্যাঁ, তারপর?'

'আমি তার ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিই। আঘাতটা খুব একটা মারাত্মক ছিল না। তারপর দু'-একজন তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক আলোচনার পর অবশেষে আহত লোকটি পাঁচ পাউন্ডের বেশ কয়েকটি নোট নিতে সম্মত হয় এবং বলে এ ব্যাপারে আর কোনো ঝামেলা সে করবে না। বেচারা, টাকাটা তার খুবই মনোপুতঃ হয়, পড়ে পাওয়া চোদ্দপেনি যাকে বলে আর কি! চমৎকার তার ভাগ্য।'

'আর আপনি? আপনি তখন কি করলেন?'

'আমার তখন আরও কিছু কাজ ছিল। সেই সময় মিসেস গ্রেসের অবস্থা অনেকটা হিস্ট্রিয়া রোগিনীর মতো। আমি তখন ওঁকে প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধ খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিই। এখানে আর একটি যুবতী মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাকেও দেখতে হলো। সেই সময় প্রত্যেকেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখান থেকে চলে যাবার উদ্যোগ করছিল।' এই পর্যন্ত বলে স্টোডার্ট থামল।

'আর তারপর,' পোয়ারো বলল, 'পরিস্থিতিটা ভেবে দেখার সময় নিশ্চয়ই পেয়ে থাকবেন!'

'ঠিক তাই', স্টোডার্ট বলল। 'এটা যদি সাধারণ মদ্যপানের ঘটনা হতো তাহলে চিন্তার কিছু ছিল না, সেখানেই এর ইতি টানা যেত। কিন্তু ডোপের ব্যাপারটা অন্যরকম।'

'আপনি আপনার বিশ্লেষণ সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত তো?'

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণভাবেই। এতে কোনো ভুল নেই। এটা যে কোকেনের ব্যাপার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটা বার্নিশ করা বাক্সে আমি কিছু কোকেন দেখতে পাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলো কোথ্থেকে এলো। আমার মনে পড়ছে আপনি একদিন এই সব মাদকদ্রব্য নেওয়া আর মাদকে আসক্ত হওয়ার একটা ঢেউ এনে বলছিলেন।'

মাথা নেড়ে এরকুল পোয়ারো বলল, 'আজকের রাতের এই পার্টির ব্যাপারে পুলিশ খুবই আগ্রহী হবে বলে মনে হয়।'

মাইকেল স্টোডার্ট অসুখীর মতো বলল, 'হ্যাঁ ঠিক তাই, তাই তো হওয়া উচিত...'

হঠাৎ পোয়ারো সজাগ হয়ে উঠল। আগ্রহ সহকারে তার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'কিন্তু পুলিশ আগ্রহ দেখাক আপনি মনে হচ্ছে তা চান না। আর এ ব্যাপারে আপনাকে খুব বেশি চিন্তিত বলেও মনে হচ্ছে না।'

মাইকেল স্টোডার্ট অস্পষ্টভাবে বলল, 'নির্দোষ লোকেরা এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে...তাদের ওপর অহেতুক অত্যাচার করা হবে।'

'তবে কি আপনি মিসেস পেসেন্স গ্রেসের ব্যাপারেই উৎকণ্ঠিত?'

'হায় ঈশ্বর, না, না ওঁর জন্য নয়। উনি খুবই বিচক্ষণ আর কূটবুদ্ধিসম্পন্না মহিলা।'

এরকুল পোয়ারো নরম গলায় বলল, 'তাহলে কি অন্য কেউ, মানে সেই মেয়েটি?'

উত্তরে ডাঃ স্টোডার্ট বলল, 'অবশ্যই সেও একজন বিচক্ষণ আর কূটবুদ্ধিসম্পন্না মেয়ে। সে যাইহোক, আমার মনে হয়, সে নিজেই নিজেকে একজন বিচক্ষণ মেয়ে

বলেই জাহির করবে। কিন্তু সত্যি তার বয়স খুবই কম। একটু বন্য প্রকৃতির আর এই সব আর কি। কিন্তু এটা স্রেফ বাচ্চাদের বোকামোর মতো। আগেও সে এই রকমই একটা র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাতে তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই, কারণ সে মনে করে এর মধ্যে একটা স্মার্ট কিংবা আধুনিক বা ওই ধরনের কিছু জড়িয়ে আছে।'

একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেল পোয়ারোর ঠোঁটে। নরম গলায় সে বলল, 'আচ্ছা, এই মেয়েটির সঙ্গে আগে কখনো মিলিত হয়েছিলেন?'

মাইকেল স্টেডার্ট নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সায় দেয়। এই মুহূর্তে তাকে খুব কম বয়সী একজন যুবকের মতো দেখাচ্ছিল এবং বিহ্বল বলে মনে হচ্ছিল।

'মারটোনশায়ারে প্রথম দেখি তাকে হান্ট হলে। তার বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল, মেজাজী লোক। এখনও যেন তাঁর রক্ত টগবগ করে ফুটছে, যখন-তখন গুলি চালিয়ে দিতে পারেন, এই রকম আর কি, একেবারে পাক্কা সাহেব। তাঁর চার কন্যা, আর তারা সবাই অল্পবিস্তর একটু বন্য স্বভাবের, আমি বলব তারা বাবার স্বভাবই পেয়েছে। আর তারা কাউন্টির যে অংশে থাকে, সেই অংশের নিরীখে এটা খুবই খারাপ ইঙ্গিত বহন করছে,—গোলাবারুদের কারখানা তাদের বাড়ির কাছেই, প্রচুর টাকা উড়ছে সেখানে, পুরনো আমলের মনোভাবাপন্ন কোনো লোক সেখানে নেই, বিত্তবানদের ভিড় এবং তাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই দুশ্চরিত্র। মেয়েগুলো সেই সব বদ লোকের সঙ্গে মিশেছে।'

বেশ কয়েক মিনিট এরকুল পোয়ারো চিন্তিতভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সে বলল, 'আমি এখন বুঝতে পারছি এখানে আমার উপস্থিতি কেন আপনি চাইলেন। তার মানে এই কেসটা আপনি আমাকে নিতে বলবেন, এই তো?'

'নেবেন আপনি? এ ব্যাপারে কিছু একটা করার ইচ্ছে আমার আছে। কিন্তু আমি স্বীকার করছি, যদি আমি পারি, এই ঝামেলার হাত থেকে শীলা গ্রান্টকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করব।'

'আমার ধারণা, তার ব্যবস্থা একটা করা যেতে পারে। তার আগে এই যুবতী মেয়েটিকে একবার দেখতে চাই।'

'বেশ তো আমার সঙ্গে আসুন।'

পোয়ারোকে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল ডাঃ স্টোডার্ট। উল্টোদিকের ঘরের দরজা থেকে খিটখিটে মেজাজের একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'ডাক্তার, ঈশ্বরের দোহাই, একবার এখানে এসে দেখে যান, আমি কিরকম পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

স্টোডার্ট ঘরের ভেতরে ঢুকল। পোয়ারো তাকে অনুসরণ করল। সেটা একটা শয়নকক্ষ, সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত অবস্থায় রয়েছে, মেঝের ওপর পাউডার ছড়িয়ে রয়েছে যত্রতত্র, ঘরের মধ্যে সর্বত্র ব্যবহারিক পাত্র এবং কাচের জার ছড়িয়ে রয়েছে,

পোশাকগুলো প্রায় উড়ছে। বিছানায় একটি মেয়ে শুয়ে আছে, চুলগুলো অস্বাভাবিক সোনালী রঙের। এবং মুখটা চরিত্রহীনা মেয়ের মতো। মেয়েটি বলে উঠল :

'আমার সারা অঙ্গে পোকা-মাকড় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি শপথ নিয়ে এ কথা বলছি। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে কিছু একটা দিন ডক্টর।'

ডাঃ স্টোডার্ট বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার কণ্ঠস্বর নরম, পেশাদারী।

এরকুল পোয়ারো প্রায় নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তার ঠিক উল্টোদিকে আর একটা দরজা। সেটা খুলল সে। ঘরটা খুবই ছোট, মামুলিভাবে সাজান। বিছানার ওপর একটা রোগাটে ধরনের মেয়ে শুয়ে আছে নিঃশব্দে এবং স্থির হয়ে, নড়বার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

এরকুল পোয়ারো পা টিপে টিপে বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এবং মাথা নিচু ঘরে মেয়েটিকে দেখল।

গাঢ় রঙের চুল, লম্বা প্রায় কোমর ছুঁই ছুঁই, ম্লান মুখ, আর...হ্যাঁ, বয়স কম। খুব কম, সবে মাত্র কৈশোরত্তীর্ণ হয়ে যুবতী হয়েছে...

মেয়েটির চোখের পাতার মধ্যে সুন্দর একটা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাচ্ছে। তার চোখদুটি এখন উন্মুক্ত, বিস্ময়ে ভরা, ভয়ার্ত। স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে সেই অবস্থায় উঠে বসল সে। তাকে ভয়ার্ত বাচ্চা মেয়ের মতো দেখাচ্ছিল। ভয়ে সংকুচিত হয়ে সে একটু সরে গেল পোয়ারোর কাছ থেকে, যেমন করে কোনো আগন্তুক খাবার দিতে গেলে তাকে সন্দেহভাজন বলে মনে হলে বন্য জন্তু-জানোয়ার নিজেকে গুটিয়ে নেয় অনেকটা সেই রকমই করল মেয়েটি।

সে কথা বলল, আর তার কণ্ঠস্বর কিশোরীর মতো ক্ষীণ শোনাল।

'কে, কে আপনি?'

'ভয় পাবেন না মাদামোয়াজেল।'

'ডাঃ স্টোডার্ট কোথায়?'

ঠিক এই সময় সেই যুবকটি ঘরে এসে হাজির হলো। তাকে দেখে মেয়েটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তার কণ্ঠস্বরে সেটাই প্রকাশ পেল।

'ওঃ তুমি এসে গেছ? কে এই ভদ্রলোক?'

'উনি আমার বন্ধু শীলা। তা তুমি এখন কিরকম বোধ করছ?'

মেয়েটি উত্তরে বলল, 'ভয়ঙ্কর খারাপ লাগছে...কেন যে আমি ওই খারাপ জিনিসটা নিতে গেলাম?'

স্টোডার্ট শুকনো গলায় বলল, 'আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তাম আমি আর সেটা করতাম না।'

'আমি, আমি করব না।'

এবার পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কে আপনাকে দিয়েছে?'

মেয়েটির চোখদুটি বিস্ফারিত হলো। তার ওপরের ঠোঁটটা একটু সংকুচিত হলো।

বলল সে, 'এখানে পার্টিতে পেয়েছি। আমরা সবাই সেটা চেষ্টা করে দেখেছি। প্রথমে সেটা চমৎকার লাগছিল।'

এরকুল পোয়ারো নম্রভাবে বলল, 'কিন্তু সেটা কেই বা নিয়ে এলো এখানে?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল। 'জানি না। টনি হতে পারে, টনি হওকার। কিন্তু এ ব্যাপারে সত্যি বলছি আমি কিছুই জানি না।'

পোয়ারো নরম গলায় বলল, 'আচ্ছা মাদামোয়াজেল, 'কোকেন কি আপনি এই প্রথম নিলেন?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে সায় দিল।

'এটা তোমার জীবনে শেষ বলে ধরে নিতে হবে।' স্টোডার্ট জোর গলায় বলল।

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সেটা খুবই চমৎকার ছিল।'

'দেখো শীলা গ্রান্ট,' স্টোডার্ট বলল, 'আমি একজন ডাক্তার আর আমি এও জানি যে, আমি কি ব্যাপারে কথা বলছি। একবার তুমি যদি এই মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ো, দেখবে তুমি তখন এমন দুরবস্থায় পড়েছ, যা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে। আমি জানি, কারণ আমি এরকম কয়েকজনকে দেখেছি। এই মাদকদ্রব্য মানুষকে ধ্বংস করে দেয় শুধু নয় তার দেহ ও মনকেও বিধ্বস্ত করে দেয়। সাধারণ মদ যদিও সেটাও ভাল নয়, তবু পিকনিকে একটু-আধটু চলতে পারে। এই মুহূর্ত থেকে ওসব ছেড়ে দাও। বিশ্বাস করো, এটা কোনো মজার ব্যাপার নয়। তুমি কি মনে করো তোমার বাবা তোমাদের আজকের রাতের এই ঘটনাটা সমর্থন করবেন?'

'বাবা?' শীলা গ্রান্টের কণ্ঠস্বর বেড়ে গেল। 'বাবা?' হাসতে শুরু করল সে। 'এই মুহূর্তে আমি ওঁর মুখ যেন দেখতে পাচ্ছি। এ ব্যাপারে ওঁর একেবারেই কিছু জানা উচিত নয়। শুনলে তিনি হয়তো সাত, সাতবার অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, আর সেটাই স্বাভাবিক', বলল স্টোডার্ট।

'ডাক্তার, ডাক্তার!' অন্য ঘর থেকে মিসেস গ্রেসের বিলাপধ্বনি শোনা গেল।

স্টোডার্ট মনে মনে অর্থপূর্ণ কিছু বিড়বিড় করে বলল, এবং তারপরেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শীলা আবার স্থির চোখে তাকাল পোয়ারোর দিকে। হতভম্ব সে। তারপর সে সেই একই প্রশ্ন করল, 'সত্যি করে বলুন তো কে আপনি? আপনি তো পার্টিতে ছিলেন না?'

'না, আমি পার্টিতে ছিলাম না। আমি ডাঃ স্টোডার্টের একজন বন্ধু।'

'তাহলে কি আপনিও একজন ডাক্তার? কিন্তু আপনাকে তো ডাক্তারের মতো দেখাচ্ছে না!'

'আমার নাম', এমন সহজভাবে বলতে চাইল পোয়ারো যেন সে একাঙ্ক নাটিকার পর্দা তুলতে যাচ্ছে, 'হ্যাঁ আমার নাম এরকুল পোয়ারো...'

তার বক্তব্য একেবারে যে বিফলে গেল তা নয়। এক-এক সময় পোয়ারোকে খুবই দুর্দশাগ্রস্ত বলে মনে হয় যখন তরুণ প্রজন্মের কাছ থেকে শুনতে পায়, তার নাম তারা আদৌ শুনতে পায়নি। কিন্তু শীলা গ্রান্টের ক্ষেত্রে দেখা গেল সে তার নাম শুনেছে। স্তব্ধ হতবাক সে। সে শুধু এখন পোয়ারোর দিকে তাকিয়েই থাকে, তাকিয়েই থাকে...

কথিত আছে বক্তব্যের সততা থাকলে কিংবা না থাকলেও টরকোয়েতে প্রত্যেকেরই একটা না একটা কাকীমা কিংবা মাসীমা থাকেই।

আবার এও বলা হয়, মারটোনশায়ারে প্রত্যেকের অন্তত একজনও জ্ঞাতি ভাই কিংবা বোন আছে। লন্ডন থেকে মারটোনশায়ারের দূরত্ব যথেষ্ট পরিমিত। সেখানে শিকারের, শুটিং-এর এবং মাছ ধরার ভাল ব্যবস্থা আছে, এবং সেখানে বেশ কয়েকটা ভাল দর্শনীয় জায়গাও রয়েছে, তবে গ্রামগুলো একটু যেন আত্মসচেতনতায় ভরপুর। সেখানে রেলপথের ব্যবস্থা বেশ ভাল। সেই সঙ্গে নতুন সড়ক পথের ব্যবস্থাও বেশ ভাল। কিন্তু পরিচারক ও পরিচারিকাদের চাহিদা এখানে আকাশ সমান। এর ফলে আপনার আয় যদি মাসে চার অঙ্কের না হয় তাহলে মারটোনশায়ারে জীবনধারণ করা অসম্ভব। আবার আয়কর এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ জোগাতে গেলে পাঁচ অঙ্কের আয় অপরিহার্য।

এরকুল পোয়ারো যেহেতু এখানে একজন বিদেশী, তাই তার এখানে দ্বিতীয় কোনো জ্ঞাতি ভাই কিংবা বোন নেই। তবে ইতিমধ্যে এখানে তার অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটে গেছে। তাই এখানে কারো না কারোর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়াটা তার কাছে খুব একটা কষ্টকর ব্যাপার নয়। তাছাড়া, ইতিমধ্যেই সে একজন তার প্রিয় মহিলাকে হোস্টেস হিসেবে নির্বাচন করে রেখেছে। তাঁর মুখ্য আনন্দের খোরাক হলো তাঁর প্রতিবেশীদের নিয়ে খোসগল্পে মেতে ওঠা, আর সেটা চলবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, মুখ যেন তাঁর ব্যথা হয় না। আর পোয়ারোর কাছে এটাই কেবল অসুবিধা, অথচ তাঁর কাছেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতে হয়। শুধু তাই নয়, যে সব লোকেদের কথা তাকে শুনতে হয় তাদের সম্পর্কে সে একেবারেই আগ্রহী নয়; অথচ যেসব লোকেদের সম্পর্কে সে আগ্রহী তাদের কথা শোনার জন্য তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

'আর গ্রান্টরা! ও হ্যাঁ, তারা চারজন। চারটি মেয়ে। বেচারা জেনারেল যে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না তার জন্য আমি অবাক হই না। এ ধরনের মেয়েদের নিয়ে তিনি কিই বা করতে পারেন?' লেডি কারমাইকেল হাত শূন্যে তুলে নাড়লেন। পোয়ারো বলল, 'তাই নাকি?' তারপর!'

ভদ্রমহিলা তাঁর কথার জের টেনে বলতে শুরু করলেন আবার : 'ভদ্রলোক তাঁর সেনাবাহিনীতে কঠোর শাসক ছিলেন, তিনি তাঁর সেনাবাহিনীতে কঠোরভাবে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতেন এবং তাঁর অধঃস্তন কর্মচারীদের তা মানতে বাধ্য করাতেন। তিনি

আমাকে এরকমই বলেছিলেন। কিন্তু আমার নিজের বাড়িতে আমার মেয়েদের কাছে আমাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, এর চেয়ে দুঃখের কারণ কি আর থাকতে পারে বলুন! আমি তখন যুবতী ছিলাম সেরকম নয়। বৃদ্ধ কর্নেল সানডেজ এমনি কঠোর নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। আমার সব মনে আছে, মনে আছে তাঁর মেয়েদের—'

(সানডেজের মেয়েদের এবং লেডি কারমাইকেলের যৌবনের বন্ধুদের আক্রমণ করলেন তিনি দীর্ঘ সময় ধরে।)

'মনে রাখবেন,' লেডি কারমাইকেল এতক্ষণ যেসব কথা বললেন তার পরিপন্থি হিসেবে তিনি একটু অবাক করার ভঙ্গিমায় বললেন, 'এই সব মেয়েদের সম্পর্কে সত্যিকারের কোনো দোষ-ত্রুটি কিংবা ভুল আছে, এ কথা কখনো বলিনি। যা বলেছি তা হলো ওরা একটু যা তেজী এবং তাদের কিছু কিছু কাজকর্ম আমাদের মতো বয়স্কাদের অভিপ্রেত নয়। তবে তাই বলে এই নয় যে এটা এখানে ব্যবহার করা হবে। এখানে যারা আসে তারা সবাই অদ্ভুত ধরনের। এখানে, আপনি যাকে বলেন শহরতলীর সংস্কৃতি, সে সবের বালাই এখানে নেই। এখন এখানে শুধুই টাকার খেলা, টাকা, টাকা, আর টাকা। আর এখানে সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনবেন। আপনি কি বললেন, মানে কার নাম যেন বললেন? অ্যান্থনি হওকার?' ওহো হ্যাঁ, আমি তাকে জানি। কি যে বলব, সে এক অপ্রীতিকর যুবক। প্রকৃতপক্ষে টাকার পাহাড় বানাতে চায় সে। এখানে সে শিকারে আসে, ঘন ঘন পার্টি দেয়, জাঁকজমকপূর্ণ সব পার্টি। এবং বলতে গেলে অদ্ভুত সে সব পার্টি। যদি কেউ সেই সব গল্প বিশ্বাস করে করুক, আমি কিন্তু তার এক বর্ণও বিশ্বাস করি না, কারণ আমি বিশ্বাস করি, লোকজন এতোই খারাপ-স্বভাবের যে, তাদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা বলে কিছু নেই। তারা সব সময় খারাপটাই বিশ্বাস করে। আপনাকে কি আর বলব, জানেন, এখন এখানকার লোকেদের ড্রিঙ্ক করা কিংবা ড্রাগ নেওয়া যেন একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেছে। একদিন কে যেন একজন আমাকে বলল, আজকালকার যুবতী মেয়েরা মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে মাতাল হওয়ার মধ্যে উল্লাস করার মতো কি যে প্রেরণা পায় বোঝা দায়। আর আমার মতামত যদি জানতে চান তো সত্যি কথা বলি, ওদের এই ভাবধারা আমি আদৌ ভাল বলে মনে করি না। আর যদি কারোর স্বভাবে আদৌ কোনোরকম অদ্ভুত কিংবা অস্পষ্ট কিছু দেখতে পাওয়া যায়, প্রত্যেকেই বলে এর একমাত্র কারণ 'ড্রাগ', যা অবশ্যই অনৈতিক। তারা মিসেস লারকিন সম্পর্কে এরকমই বলে থাকে, যদিও ওই ভদ্রমহিলা সম্পর্কে আমি তোয়াক্কাই করি না। সত্যি আমি কি মনে করি জানেন, এটা অন্যমনস্কতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মেয়েটি অ্যান্থনি হওকারের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর তাই যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলব, গ্রান্ট মেয়েদের প্রতি এতই বিদ্বিষ্ট, যে বলা যায় ওরা এক-একজন নরখাদক! আমি জোর গলায় বলতে পারি, ওরা পুরুষদের পিছনে ছোটে, কিন্তু কেনই বা নয়? এটা খুবই স্বাভাবিক। আর ওরা দেখতেও বেশ ভাল, প্রত্যেকেই।'

পোয়ারো তাঁর কথার মাঝে বাঁধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে এই মিসেস লারকিন?'

'মিসেস লারকিন শুনুন মঁসিয়ে, কে সে, আমাকে জিজ্ঞেস করার কোনো মানে হয় না। আজকের দিনে ওরকম কে নয় বলুন তো? ওরা বলে থাকে সে নাকি ভালই ঘোড়ায় চড়তে পারে আর অবশ্যই আর্থিক দিক থেকে বেশ ভালই সে। তার স্বামী এই শহরে কিছু একটা ছিল, কিন্তু কি ছিল সঠিকভাবে জানা যায় না। সে মৃত, বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি। মেয়েটি এখানে খুব বেশিদিন আসেনি, গ্রান্টরা আমার ঠিক পরেই এসেছে। আমি সব সময়েই ভেবেছি সে—'

বৃদ্ধা কারমাইকেল এখানে একটু থামলেন। তাঁর মুখ খোলাই ছিল, তাঁর চোখদুটি স্ফীত। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনি তাঁর হাতের পেপার-কাটার দিয়ে পোয়ারোর আঙুলের গাঁটে আলতো করে খোঁচা দিলেন। পোয়ারোর যন্ত্রণা উপেক্ষা করেই তিনি নিজের খেয়ালেই উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'ঠিকই করেছে সে। হ্যাঁ, অবশ্যই করবে, আর করবেই বা না কেন? আর তাই বুঝি আপনি এখানে ছুটে এসেছেন? আপনি একটা নোংরা, প্রতারক। এ ব্যাপারে আমাকে সব খুলে বলার জন্যে জোর করছি। বলুন কি জন্যে আপনি এখানে এসেছেন? বলবেন না তো? তাহলে এও জেনে রাখুন, এ ব্যাপারে আমিই বা সব কিছু কেনই বা বলতে যাব?'

লেডি কারমাইকেল খেলার ছলে আর একবার আঘাত করতে যাচ্ছিলেন, যা পোয়ারো অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এড়িয়ে গেল।

'ঝিনুক হওয়ার চেষ্টা করবেন না এরকুল পোয়ারো! আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি আপনার গোঁফজোড়া কাঁপছে। আমি আবার এও জানি যে, একটা অপরাধের তদন্ত করার জন্য আপনি এখানে এসেছেন, আর আপনি নির্লজ্জভাবে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন! এখন আমাকে দেখতে দিন, এটা কি খুনের কেস? শেষ কার মৃত্যু হয়েছে? কেবল লুইসা গিলমোর, তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাশি আর তাঁর ড্রপসি, অর্থাৎ এক ধরনের শ্বেতিরোগ হয়েছিল। এমন কি হতে পারে না তাঁর? বেচারা লিও স্ট্যাভারটন শিকারক্ষেত্রে গিয়ে ঘাড় ভেঙে যায় আর সেটা প্লাস্টার করা হয় তাই সম্ভবত এটা খুনের কেস নয়। কি ভয়ঙ্কর দুঃখের ব্যাপার! সম্প্রতি কোনো বিশেষ অলঙ্কার ডাকাতির কথা আমি মনে করতে পারি না...সম্ভবত এরকমই কোনো অপরাধের খোঁজে আপনি এখানে এসেছেন...সে কি বেরিল লারকেন? সে কি তার স্বামীকে বিষপ্রয়োগ করেছিল? সম্ভবত একটা তীব্র অনুশোচনায় মেয়েটিকে এমন অনিশ্চিত করে তুলেছে।'

'ম্যাডাম, ম্যাডাম!' এরকুল পোয়ারো চিৎকার করে উঠল। 'আপনি বড্ড বেশি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।'

'ননসেন্স। আমার মনে পড়ছে এরকুল পোয়ারো, আপনি কোনো কিছুর সন্ধান করছেন।'

'ম্যাডাম, আপনি কি গ্রীস কিংবা রোমের লেখক কিংবা শিল্পীর অথবা তাঁর রচনা বা শিল্পের সঙ্গে পরিচিত আছেন?'

'এর সঙ্গে সেই সব শিল্প যা রচনার কি সম্পর্ক আছে?'

'আছে, আছে বৈকি! আমি আমার মহান উত্তরসূরী হারকিউলিসের সমকক্ষ হতে চাই, এমন কি পারলে তাঁকে ছাপিয়েও যেতে চাই। হারকিউলিসের অনেক শ্রমের মধ্যে একটা হচ্ছে ডায়োমিডিসের বন্য ঘোড়াগুলোকে পোষ মানানো।'

আপনি আপনার এই বয়সে, সব সময় পেটেন্ট চামড়ার জুতো পরিহিত অবস্থায় এখানে ঘোড়াদের ট্রেনিং দিতে এসেছেন বললেন না! আপনি জীবনে কখনো যে ঘোড়ার পিঠে চড়েছেন, আমার চোখে আপনাকে মোটেই সেরকম দেখাচ্ছে না!'

'মাদাম, ঘোড়াগুলো প্রতীক মাত্র। ওরা সব সময়েই বন্য ঘোড়াদের মতো, যারা মানুষের মাংস খেয়ে থাকে!'

'ওদের এটা কিরকমই না অপ্রীতিকর ব্যাপার। আমি সব সময়েই ভাবি এই সব প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা কতই না অপ্রীতিকর। আমি ভেবে পাই না, এই সব যাজকরা কেন ওঁদের প্রাচীন শিল্প ও সাহিত্যের কথা বার বার উল্লেখ করতে ভালবাসেন! আমি ভেবে পাই না, ওঁরা কি মনে করেন সেটা কেন কেউ বোঝবার চেষ্টা করে না, আর সব সময় আমার মনে হয় এই প্রাচীন শিল্প ও সাহিত্যের সমস্ত ব্যাপারটাই যাজকের কাছে অনুপযোগী। এ সব বড় বেশি অনাচার, আর ওইসব প্রতিমূর্তি খুবই অর্থহীন তাই বলে এই নয় যে, আমি নিজে এসব মনে করি, কিন্তু জানেন যাজকরা কিরকম লোক, মেয়েরা পায়ে মোজা না পরে চার্চে ঢুকলে ওঁদের মেজাজ বিগড়ে যায়, এখন আমাকে দেখতে দিন, আমি কোথায় আছি!'

'আমি ঠিক নিশ্চিত নই।'

'আমার মনে হয়, আপনি হতভাগিনী, যদি মিসেস লারকিন তাঁর স্বামীকে সত্যি সত্যিই হত্যা করে থাকেন, তবুও আপনি বলবেন না। কিংবা সম্ভবত ব্রাইটন ট্রাঙ্কের খুনি অ্যান্থনি হওকার।'

লেডি কারমাইকেল আশান্বিত হয়ে পোয়ারোর দিকে তাকালেন। কিন্তু এরকুল পোয়ারোর মুখটা তেমনি অনুভূতিশূন্যই রয়ে গেল।

'হয়তো এটা জালিয়াতি', লেডি কারমাইকেল তাঁর অনুমানের কথা বললেন। 'মিসেস লারকিনকে আমি একদিন সকালে ব্যাঙ্কে দেখেছিলাম, ব্যাঙ্ক থেকে একটা পঞ্চাশ পাউন্ডের সেলফ্ চেক ভাঙিয়ে ছিলেন তিনি। আমার কাছে সেই সময় মনে হয়েছিল আরও অনেক টাকা ক্যাশ করার দরকার ছিল ওঁর। ওঃ না, ওটা হয়তো আমার ভুল ধারণা, যদি সে জালিয়াত হয়, তাহলে এর মাশুল তাকে দিতেই হবে, দেবে না সে? মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো, যদি আপনি ওখানে বসে প্যাঁচার মতো মুখ করে শুধু তাকিয়ে থাকেন আর কিছুই না বলেন, আমি তাহলে একটা কিছু আপনার দিকে ছুঁড়ব।'

'আপনার একটু ধৈর্যের অভাব আছে বলে মনে হচ্ছে', শান্ত সংযত গলায় এরকুল পোয়ারো বলল।

অ্যাশালি লজ, জেনারেল গ্রান্টের লজ। খুব একটা বড় বাড়ি নয়। একটা পাহাড়ের পাশে ছিল বাড়িটা, বাড়ি সংলগ্ন সুন্দর একটা আস্তাবল এবং একটা অবহেলিত বাগান, যেখানে কয়েকটা ফুলের গাছ ইতস্তত ছড়ানো।

এজেন্টের বর্ণনা মতো বাড়ির ভেতরটা সম্পূর্ণভাবে সাজানো-গোছানো। আড়া-আড়ি পায়ে বসে থাকা একটা বুদ্ধমূর্তি দেওয়ালের একটা কুলুঙ্গির মধ্যে শোভা পাচ্ছিল, একটা টেবিলের ওপর রাখা বেনারসের পিতলের ট্রে অনেকটা জায়গা জুড়ে রাখা ছিল। ম্যান্টলপীসে রাখা মিছিল করা শ্বেতপাথরের হাতির দল যেন একটা আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিল ঘরের মধ্যে।

স্বদেশ থেকে দূরে ইঙ্গো-ভারতীয় বাড়ির মধ্যে জেনারেল গ্রান্ট একটা বিরাট রঙচটা পুরনো আরামকেদারায় বসে আরাম উপভোগ করছিলেন। একটা পা তাঁর অপর একটি চেয়ারের ওপর তোলা ছিল, সেটা ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধা।

'গেঁটে বাত', তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, 'এই গেঁটে বাতে ভুগছি। মিস্টার পোয়ারো, আপনি কখনো গেঁটে বাতে কষ্ট পেয়েছেন? এতে মেজাজ খুবই খিটখিটে হয়ে যায়। এ সবই আমার বাবার দোষ। সারা জীবন ধরে তিনি মদ্য পান করে গেছেন, আমার ঠাকুর্দাও মদ্যপ ছিলেন। এতে আমি বিভ্রান্ত। তবুও আমি আপনাকে মদ্য পান করতে আহ্বান জানাচ্ছি। বাতের জন্য আমি পঙ্গু। একটু কষ্ট করে ঘণ্টাটা বাজান। আমার পরিচারক ঘণ্টা শুনলেই এসে পড়বে।'

একটু পরেই মাথায় পাগড়ী-বাঁধা এক পরিচারক এসে হাজির হলো। জেনারেল গ্রান্ট তাকে আব্দুল বলে সম্বোধন করে তাকে হুইস্কি এবং সোডার ফরমাস দিলেন। আব্দুল তার প্রভুর হুকুম তামিল করলে তিনি নিজের হাতে হুইস্কি এবং সোডা এমন সুন্দর অনুপাতে মেশালেন যা অত্যন্ত সুস্বাদু হয়ে উঠল। কিন্তু তিনি নিজে খাবেন না।

'আমি এই মদের টেবিলে আপনার সঙ্গে যোগদান করতে পারছি না মঁসিয়ে পোয়ারো,' জেনারেল দুঃখের সঙ্গে জানালেন, 'আমার ডাক্তার বলে এই দ্রব্য স্পর্শ করাও আমার কাছে বিষতুল্য। মনে করবেন ওই ডাক্তার যেন সব কিছু জেনে বসে আছে। ওদের অজ্ঞতা এক-এক সময় রোগীকে বিভ্রান্ত করে তোলে, তার সব সখ-আহ্লাদ নষ্ট করে দেয়।'

জেনারেল রাগে উত্তেজনায় অসতর্ক মুহূর্তে তার বাতে পঙ্গু পাটা চালনা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন।

তিনি তাঁর এমন অস্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

'আমি বরাবরই একটু বদমেজাজী ধরনের লোক। আমি যখন গেঁটে বাতে প্রথম আক্রান্ত হই, তখন আমার মেয়েরা আমার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলত। কি ভাবে যে তাদের দোষ দেব জানি না, শুনেছি আপনি নাকি ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন!'

'হ্যাঁ, সে সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আপনার তো অনেক মেয়ে, তাই না?'

'চারজন,' জেনারেল হতাশভাবে বললেন, 'ওদের মধ্যে একটিও ছেলে নেই। চারটি মেয়েই হতভাগী, অর্থহীন, আজকের দিনে ভাবা যায় না।'

'তবে শুনেছি আপনার চারটি মেয়েই দেখতে সুন্দর, আকর্ষণীয়া।'

'খুব একটা খারাপ নয়। না, খুব একটা খারাপ নয়। আপনাকে মনে করিয়ে দিই, আমি ওদের গতিবিধি কিছুই জানি না, ওরা এখন কে কি করছে বলতে পারব না। আজকের দিনের মেয়েদের আপনি বাগে আনতে পারবেন না। বড় বেশি স্বাধীনচেতা তারা, ঢিলে-ঢালা, সর্বত্র এরকমই। আমরা বাবারা কিই বা করতে পারি? ঘরের মধ্যে বন্দী করেও রাখতে পারি না, পারি কি?'

'আমার কাছে খবর আছে, প্রতিবেশীদের কাছে ওরা খুবই জনপ্রিয়।'

'বয়স্ক লোকেরা ওদের পছন্দ করে না', জেনারেল গ্রান্ট বললেন। 'খাঁসির মাংস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ভেড়ার মাংস বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখানে। তাই মানুষকে আজ খুবই সতর্ক হতে হবে। এই সব নীলচোখের বিধবাদের মধ্যে একজন আমাকে প্রায় বশ করেই ফেলেছিল। আমার এখানে সে প্রায়ই আসত বিড়ালছানার মতো গর্‌গর্‌ করতে করতে। 'বেচারা জেনারেল গ্রান্ট, আপনার জীবনটা নিশ্চয়ই রোমাঞ্চকর!' জেনারেল পিটপিট করে তাকিয়ে একটা আঙুল তাঁর নাকের ওপর রাখলেন। 'জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, এ জায়গাটা খুব একটা খারাপ না। খারাপ এখানকার মানুষগুলো। আমি দেশটাকে ভালবাসতাম, যখন সেটা সত্যিকারের দেশের মতো দেশ ছিল। এখনকার মতো গাড়ি-ঘোড়া সর্বস্ব রাস্তা-ঘাট নয়। এখন এখানকার কোনো কিছুই আমার পছন্দ নয়। আমার মেয়েরা সেটা বেশ ভাল করেই জানে। প্রত্যেক মানুষই চাইবে তার অবসরকালীন সময়ে নিজস্ব একটা বাড়ি থাকুক, যেখানে শুধু অপার সুখ আর শান্তি বিরাজ করে।'

পোয়ারো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং অতিনম্রভাবে এবার তার এখানে আসার প্রসঙ্গ তুলে অ্যান্থনি হওকারের খোঁজ করল।

'হওকার? হওকার? না, আমি তাকে জানি না।' পরক্ষণেই জেনারেল আবার বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি বৈকি! খুব বাজে দেখতে সে, তার চোখের চাহনি ততোধিক খারাপ। যে লোক আপনার চোখের দিকে সরাসরি তাকাতে পারে না তাকে কখনো বিশ্বাস করবেন না।'

'সে আপনার মেয়ে শীলার বন্ধু, তাই না?'

'শীলা? এ ব্যাপারে আমি তো কিছু জানি না। মেয়েরা কখনো আমাকে কিছু বলে না।' রাগে উত্তেজনায় ভদ্রলোকের নীল-চোখে আগুনের ঝিলিক যেন খেলে গেল, মুখটা লাল হয়ে উঠল। সরাসরি পোয়ারোর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'দেখুন মিস্টার পোয়ারো, সাফ সাফ আমাকে বলুন, এ সব কি? আপনি কি জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বলুন তো?'

পোয়ারো ধীরে ধীরে বলল, 'সেটা বলা মুশকিল। সম্ভবত আমি নিজেই তেমন

কিছু জানি না। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি, সম্ভবত আপনার মেয়ে শীলা শুধু কেন সব মেয়েরাই কিছু অবাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে।'

'খারাপ কিছু ঘটনা ঘটিয়েছে নাকি! এরকমই একটা ভয় আমি করছিলাম। এখানে এরকম কানাঘুষো অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে।' করুণ চোখে তিনি তাকালেন পোয়ারোর দিকে। 'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি কিই বা করতে পারি বলুন। অন্তত এই বৃদ্ধ বয়সে আমার কিই বা করার থাকতে পারে?'

পোয়ারো হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল।

জেনারেল গ্রান্ট বলতে থাকেন,

'তারা যাদের সঙ্গে মেলামেশা করে তারা কি খুব খারাপ লোক?'

পোয়ারো সরাসরি তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্য এক প্রসঙ্গ তুলল।

'আচ্ছা জেনারেল গ্রান্ট, আপনার মেয়েরা যে মুডি ও উত্তেজিত হয়েই তারপর হতাশায় ভেঙে পড়ে, স্নায়ু দুর্বলতায় ভোগে, তাদের মন-মেজাজ যে বড়ই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে সময় সময়, এ সব কি আপনি কখনো লক্ষ্য করেছেন?'

'চুলোয় যাক ওরা!' জেনারেল উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'আপনি স্যার একচেটিয়া ওষুধের মতো কথা বলছেন। না, ওরকম কোনো কিছুই আমি লক্ষ্য করিনি।'

'সে তো খুব সৌভাগ্যের কথা', পোয়ারো গম্ভীরভাবে বলল।

'এ সবের মানে কি স্যার? আপনি কি বিশেষ কোনো কিছুর কথা বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, আমি ড্রাগের কথা বলছি।'

'কি বললেন?' জেনারেলের ছোট্ট একটা মাত্র শব্দ যেন একটা বিরাট বোমা ফাটার মতো আওয়াজ হলো।

পোয়ারো বলল, 'আপনার মেয়ে শীলাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মাদকদ্রব্যের আসক্তি থেকে বিরত হওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কোকেনের ব্যবহার বড় তাড়াতাড়ি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এই সর্বনাশা ড্রাগে আসক্ত হয়ে উঠতে খুব বড় জোর দু'-এক সপ্তাহই যথেষ্ট। আর একবার এই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলে, তখন একটা আসক্তির জন্য যেকোনো খেসারত দিতে বাধ্য, তখন সে যে কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে, যে কোনো অপরাধমূলক কাজ করতে পারে। এই সব মাদকদ্রব্যের ব্যবসা যারা চালাচ্ছে তারা রাতারাতি কি ভাবে বিত্তবান হয়ে উঠছে, সেটা আপনি সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন।'

অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পোয়ারোর কথাগুলো শুনলেন তিনি। তাঁর ঠোঁটজোড়া থরথর করে কাঁপছিল, কথা বলার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বলার মতো সাহস বা উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। তবে তাঁর দু'চোখ দিয়ে ক্রোধের আগুন ঝরে পড়ছিল মুঠো মুঠো। যাইহোক, সাধারণ আগুন নিভে যাওয়ার মতো তাঁর মনের আগুন যখন নিভে গেল পোয়ারো আবার বলতে শুরু করল :

'আপনার প্রশংসনীয় কথা মিসেস বীটন যেমন বলেন। প্রথমে আমরা এই ড্রাগ

পাচারকারীকে ধরার চেষ্টা করব, আর একবার তাকে ধরতে পারলে হয় আমি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তাকে আপনার পায়ের কাছে এনে ফেলব, দেখবেন জেনারেল গ্রান্ট।' পোয়ারো টেবিলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালে, পড়ে যাচ্ছিল, কোনো রকমে সামলে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল :

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য হাজারবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আর সেই সঙ্গে আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনার সঙ্গে এই যে আমার কথা হলো, আপনার মেয়েদের যেন বলবেন না।'

'কি বললেন? আমি তাদের কাছ থেকে সত্য উদ্‌ঘাটন করে ছাড়ব, আর এখন সেটাই আমার একমাত্র করণীয়—'

'না, সেটাই আপনার করণীয় নয়! আপাতত আপনাকে যা করতে হবে তা হলো ডাহা মিথ্যে কথা বলে যাওয়া।'

'জাহান্নামে যাক, আমি স্যার আমার কাজ ঠিক করে যাব। আমি—'

পোয়ারো তাঁকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না স্যার, দয়া করে ও কাজটি আপনি করতে যাবেন না, আপনাকে অবশ্যই মুখ বন্ধ করে থাকতে হবে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার মেয়েদের ভাল করে তোলার দায়িত্ব আমি নিলাম, চিন্তা করবেন না। এক্ষেত্রে আপনার মুখ বন্ধ করে থাকাটা খুবই জরুরী, বুঝলেন?'

'ঠিক আছে, আপনি আপনার পথে চলুন, আপনি যখন বলছেন, আমি বাধা দিতে যাব না', শেষবারের মতো গর্জে উঠলেন বৃদ্ধ সৈনিক।

পোয়ারোর পরামর্শ তিনি মানলেন বটে, কিন্তু বিশ্বস্ত হতে পারলেন না।

এরকুল পোয়ারো সতর্কতার সঙ্গে বেনারসের পিতলের ট্রের দিকে দৃষ্টি ফেলে বেরিয়ে এলো বাইরে অতঃপর।

মিসেস লারকিনের ঘরটা লোকে লোকারণ্য।

মিসেস লারকিন নিজেই ককটেল তৈরি করছিলেন। দীর্ঘাঙ্গী তিনি, সোনালী চুলগুলো তাঁর কাঁধ ছুঁয়ে অনেকখানি নেমে এসেছিল পিঠের ওপরে। তাঁর বড় বড় চোখদুটি ধূসর-সবুজ, তবে চোখের মণিদুটো কালো। ওপর থেকে তাঁকে দেখলে মনে হবে তিরিশোর্ধ বয়স তাঁর। কিন্তু কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে, তাঁর চোখের নিচে যেরকম কালি পড়ে গেছে তাতে অনায়াসেই ধরে নেওয়া যায় যে, তাঁর আসল বয়স ধরতে হবে আরও দশ বছর যোগ করে।

একজন চটপটে প্রাণবন্ত মধ্য-বয়স্কা ভদ্রমহিলা এরকুল পোয়ারোকে এখানে এনে হাজির করেছিল। লেডি কারমাইকেলের এক বিশেষ বন্ধু তিনি। পোয়ারো দেখল তাকে একটা ককটেল দিয়ে আপ্যায়িত করা হলো এবং জানালার ধারে বসে থাকা মেয়েটিকে আবার একটা ককটেল দেওয়া হলো। মেয়েটি ছোটখাটো চেহারার হলে কি হবে বেশ সুন্দরী, তার মুখখানিতে লাল ও সাদার আভাষ এবং তাঁর মধ্যে দেবদূতের

ছায়া যথেষ্ট স্পষ্ট বলেই মনে হয়। এরকুল পোয়ারো একবার দেখামাত্র বুঝে গেল তাঁর চোখে সতর্ক দৃষ্টি, সেই সঙ্গে একটা অজানা সন্দেহ যেন উঁকি দিচ্ছে।

পোয়ারো থাকতে না পেরে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জমাতে বলেই ফেলল, 'মাদামোয়াজেল, আপনার চিরন্তন স্বাস্থ্য কামনা করছি।'

মাথা নেড়ে তিনি তাঁর ককটেলের গ্লাসে চুমুক দিলেন পোয়ারোর ভাষায় স্বাস্থ্যবান করার জন্য। তারপর তিনি অপ্রত্যাশিতভাবেই বলে উঠলেন,'আপনি আমার বোনকে জানেন নাকি?'

'আপনার বোন? আহা, আপনি তাহলে মিস গ্রান্টদের একজন?'

'হ্যাঁ, আমি পাম গ্রান্ট।'

'আর আজ আপনার বোনটি গেলেন কোথায়?'

'শিকারে গেছে। খুব শীগ্‌গীরই ফিরে আসবে।'

'লন্ডনে আমি আপনার বোনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম।'

'জানি।'

'উনি কি আপনাকে কিছু বলেছেন?'

পাম গ্রান্ট মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তারপর তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, শীলা কি কোনো গোলমালের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে?'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তিনি আপনাকে সব কিছু খুলে বলেননি, তাই না?'

তিনি আবার মাথা নাড়লেন। একটু পরেই তিনি আবার কৌতূহল প্রকাশ না করে থাকতে পারলেন না।

'আচ্ছা, টনি হওকার কি সেখানে আছে?'

পোয়ারো উত্তর দেবার আগেই দরজা খুলে গেল। আর তারপরেই টনি হওকার এবং শীলা গ্রান্ট ঘরে এসে ঢুকলেন। শিকারে গেছলেন ওঁরা। শীলার গালে মাটি লাগা ছিল।

'হ্যাল্লো জনগণ, আমরা মদ্য পান করার জন্য এসেছি। টনির ফ্লাস্ক একেবারে শূন্য।'

পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল, 'দেবদূতের কথা—'

পাম গ্রান্ট তিক্তস্বরে বললেন, 'মানে আপনি শয়তান বলতে চাইছেন তো!'

পোয়ারো তীক্ষ্নস্বরে বলল, 'সেরকমই মনে হয় নাকি?'

এই সময় বেরিল লারকিন এগিয়ে এলেন তাদের কাছে। কোনো ভূমিকা না করেই টনি হওকারের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন তিনি, 'এই যে টনি, তুমি এখানে রয়েছ! তা ওদিককার কি খবর বলো? গেলার্টস কপসকে প্রলুব্ধ করতে পেরেছ?'

টনিকে তিনি কৌশলে ফায়ারপ্লেসের কাছে একটা সোফায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। পোয়ারো মাথা ঘুরিয়ে টনিকে একবার দেখে নিয়ে সে চলে যাবার আগে চকিতে একবার শীলাকে দেখে নিল।

শীলাও পোয়ারোকে দেখছিলেন। তিনি আকস্মিকভাবেই বলে উঠলেন, 'তার মানে আপনিই গতকাল আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন না?'

'কেন, আপনার বাবা বলেছেন নাকি?'

শীলা মাথা নাড়লেন।

'তাহলে আমার মনে হয় আব্দুল বলে থাকবে।'

পাম বললেন, 'তার মানে আপনি বাবার সঙ্গেও দেখা করতে গেছলেন?'

উত্তরে পোয়ারো বলল, 'হ্যাঁ। আমাদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে।'

পাম তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন, 'অসম্ভব! আমি তা বিশ্বাস করি না।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন না আপনার বাবা আর আমার মধ্যে যে আপসে বন্ধুত্ব আছে, সেটা?'

পাম গর্জে উঠলেন। 'বোকার মতো কথা বলবেন না! আমি বলতে চাইছি, শুধু বন্ধুত্বের সম্পর্ক নিয়েই আপনি আমার বাবার কাছে যাননি, আপনার সেই যাওয়ার পিছনে অন্য কোনো কারণ আছে। আমি সেটাই বলতে চেয়েছি।' এই বলে তিনি তাঁর বোনের দিকে ফিরে তাকালেন। 'শীলা, তুমি চুপ করে আছ কেন, কিছু বলো? অন্তত টনি হওকার সম্পর্কে?'

শীলা বলতে শুরু করলেন। 'টনি হওকারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।'

'নাই যদি হবে, তাহলে উনি এখানে আসেন কেন, বিশেষ করে সব সময় ওকে আপনার সঙ্গে দেখা যায় কেন?'

শীলা লাল চোখ করে দ্রুত পায়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন, পোয়ারোর প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করলেন না।

পাম হঠাৎ প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে বলতে শুরু করলেন, তবে নিচু গলায়, 'জানেন, এই টনি হওকারকে আমি একেবারেই পছন্দ করি না। তার মধ্যে একটা অশুভ ছায়া যেন আমি দেখতে পাই। আর ওই মিসেস লারকিনের ব্যাপারটাও আমি ঠিক ভাল বুঝছি না। ওদের দিকে তাকিয়ে দেখুন!'

পোয়ারো তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে ওঁদের দিকে তাকাল।

হওকারের মাথাটা তখন তার হোস্টেসের একেবারে ঘন সান্নিধ্যে এসে গেছল। টনির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, সে যেন তার হোস্টেসকে মিষ্টি কথায় ভোলাতে চাইছে। মিসেস লারকিনের কণ্ঠস্বর মুহূর্তের জন্য উচ্চগ্রামে গিয়ে পৌঁছল।

'—কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। আমি এখনি চাই!'

পোয়ারো মৃদু হেসে বলল, 'মেয়েলি ব্যাপার...সে যাইহোক...ওঁরা সব সময় সব কিছুই এখনি চান, তাই নয় কি?'

কিন্তু পাম গ্রান্ট কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁর মুখটা নিচু হয়ে গেল। নার্ভাস হয়ে গিয়ে তিনি তাঁর পরনের টুইড স্কার্টটা ভাঁজের পর ভাঁজ করে যেতে থাকলেন।

পোয়ারো কিন্তু তার কথাবার্তা চালিয়ে যেতে থাকল, অবশ্যই নিচু গলায়, 'মাদামোয়াজেল, আপনি কিন্তু আপনার বোনের থেকে একেবারে অন্য ধরনের।'

পাম মাথা তুলে অধৈর্য হয়ে বললেন, 'আচ্ছা মঁসিয়ে, শীলাকে টনি কি জিনিস দিলো বলুন তো? আর এটাই কি আমার ও শীলার মধ্যে তফাতটা তৈরি করে দিয়েছে?'

পোয়ারো এবার তাঁর দিকে সরাসরি তাকাল। সে জিজ্ঞেস করল, 'মিস গ্রান্ট, আপনি কখনো কোকেন সেবন করেছেন?'

পাম মাথা নাড়লেন। 'ওহো না! তাহলে সেটাই কি কোকেন? কিন্তু সেটা তো শুনেছি খুবই বিপজ্জনক!'

শীলা গ্রান্ট এবার তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর হাতে নতুন করে মদের একটা গ্লাস উঠেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বিপজ্জনক কিসের?'

পোয়ারো বলল, 'আমরা মাদকদ্রব্যের প্রতিক্রিয়ার কথা বলছিলাম। একটু একটু করে দেহ ও মনের অবসাদ আসতে আসতে আসক্তরা ধাপে ধাপে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়; আর একেই বলে কোকেন সেবনের বিপজ্জনক অবস্থা।'

শীলা গ্রান্ট বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন, মদের গ্লাসটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়ে মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। পোয়ারো বলে চলে :

'আমার মনে হয় ডাঃ স্টোডার্ট নিশ্চয়ই এই কোকেন ব্যবহারের ভয়ঙ্কর পরিণতি মৃত্যুর বীভিষিকার ব্যাপারে আপনাদের পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এটা এতো সহজে এতো আসক্ত করা যায়, মানুষের কর্মশক্তি এতো সহজে নষ্ট হয়ে যায়, যা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। যে লোকটি ইচ্ছাকৃতভাবে এই কোকেন বিক্রীর রমরমা ব্যবসায় মুনাফা করে যাচ্ছে, সমাজের মানুষের শত্রু সে, মাংস ও রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার।'

পোয়ারো ঘুরে দাঁড়াল। পিছন থেকে পাম গ্রান্টকে বলতে শুনল সে, 'শীলা!' এবং তার পরেই শীলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সেই কণ্ঠস্বর এমনি নিচু গলার যে, পোয়ারো ঠিকমতো শুনতেই পেল না।

'ওই ফ্লাস্ক...'

এরকুল পোয়ারোর এবার যাওয়ার পালা। মিসেস লারকিনকে বিদায় জানিয়ে সে সেখান থেকে বেরিয়ে হলঘরে এসে দাঁড়াল। হলের টেবিলের ওপর রাখা ছিল একটা শিকারের ফ্লাস্ক, চাবুক এবং একটা টুপি। পোয়ারো ফ্লাস্কটা হাতে তুলে নিল। তাতে একটি নামের আদ্যাক্ষর লেখা ছিল, এ. এইচ.।

পোয়ারো নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, 'টনির ফ্লাস্ক কি খালি?'

ধীরে ধীরে সেটায় ঝাঁকুনি দিল সে। তরল মদের কোনো শব্দ শোনা গেল না। ফ্লাস্কের ছিপিটা সে খুলে ফেলল।

টনি হওকারের ফ্লাস্ক খালি ছিল না। সেটা সাদা পাউডারে ভর্তি ছিল।

লেডি কারমাইকেলের বাড়ির টেরেসে দাঁড়িয়েছিল এরকুল পোয়ারো। একটি মেয়েকে সে বোঝাবার চেষ্টা করছিল এই ভাবে :

'শুনুন মাদামোয়াজেল, আপনার বয়স খুবই কম। আমার বিশ্বাস, এ পর্যন্ত আপনি যা কিছু করে এসেছেন সে সবই আপনার অজান্তে। আপনি জানতেন না আপনি আর আপনার বোনেরা কি ভয়ঙ্কর অন্যায় কাজই না করে এসেছেন। ডায়োমিডিসের ঘোড়াদের মতো মানুষের শরীরে বিষ প্রয়োগ করে এসেছেন।'

শীলা থরথর করে কেঁপে উঠলেন এবং ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার মতো করে বলে উঠলেন :

কথাটা ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে। তবুও এটা সত্যি। সেদিন সন্ধ্যায় লন্ডনে ডাঃ স্টোডার্ট আমাকে বলার আগে পর্যন্ত আমি এ সবের কিছুই জানতাম না। ওঁর আন্তরিকতা আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছিল সেদিন। আমার তখন মনে হয়েছিল, কি ভয়ঙ্কর অন্যায় কাজই না আমি এতদিন করে এসেছি...তার আগে আমি ভেবেছিলাম সেটা...ওঃ! ভেবেছিলাম বুঝি সেটা মদের মতোই কিছু হবে, সারাদিন প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর...ক্লান্তি ঘোচাতে লোকেরা টাকা দিয়ে সেটা কিনবে, কিন্তু সেটা যে এত বিপজ্জনক, আমার তা জানা ছিল না!'

পোয়ারো বলল, 'আর এখন?'

উত্তরে শীলা গ্রান্ট বললেন, 'আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। আমি, আমি এ ব্যাপারে অন্যদের সঙ্গেও কথা বলব।' তিনি আরও বললেন, 'আমার মনে হয় না, ডাঃ স্টোডার্ট এ ব্যাপারে আর কখনো কিছু বলবেন...'

'অপর পক্ষে ডাঃ স্টোডার্ট আর আমি দু'জনেই আমাদের সাধ্যমতো আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। আপনারা আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন। কিন্তু একটা কাজ অবশ্যই করতে হবে। একজন লোককে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে, সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হবে। আর আপনি আর আপনার বোনেরাই কেবল তাকে ধ্বংস করতে পারেন। আপনাদের, এমন কি কেবল আপনার সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে তাকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে।'

'মানে আপনি কি আমার বাবাকে বোঝাতে চাইছেন?'

'না মাদামোয়াজেল, আপনার বাবা নন। আমি কি আপনাকে বলিনি, এরকুল পোয়ারো সব কিছুই জানে? সরকারী দপ্তরে রাখা আপনার ফটো দেখে আমি সহজেই আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম। আপনি আসলে শীলা কেলি, একসময়ে আপনি ছিলেন একজন নাছোড়বান্দা শপলিফটার, কয়েক বছর আগে যাকে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছিল। কিছুদিন পরে আপনি যখন সেই সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে আসেন তখন একজন লোক আপনার সামনে এগিয়ে আসেন, যিনি নিজেকে জেনারেল গ্রান্ট নামে পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি আপনাকে তাঁর কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেন, আর সেই থেকেই আপনি শীলা কেলির পরিবর্তে শীলা গ্রান্ট হয়ে যান। তিনি আপনাকে

তাঁর হয়ে কাজ করতে বলেন। আপনাকে লোভ দেখান। সে কাজে প্রচুর অর্থ প্রাপ্তিযোগ আছে। আপনার কাজ হবে 'স্নাফ' (আসলে সেটা কোকেনই) আপনার বন্ধুদের কাছে জোগান দেওয়া এবং তাদের কাছে আপনাকে ভান করতে হবে, এই দ্রব্যগুণটি কেউ যেন আপনাকে দিয়েছে বিক্রী করার জন্য। জেনারেল গ্রান্ট আপনাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন তাঁর নাম যেন আপনি কখনো না নেন। আপনার মতো আপনার বোনেরাও ওই একই ফাঁদে পড়ে যান।'

পোয়ারো এখানে একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, 'মাদামোয়াজেল, এখন আসুন, এই লোকটার মুখোস খুলে দিন, যাতে করে তাঁকে তাঁর পাপের বেতন দিতে হয়! আর তারপর—'

'হ্যাঁ, তারপর কি?'

পোয়ারো একটু কেশে হাসতে হাসতে বলল,

'ঈশ্বরের সেবায় আপনি উৎসর্গীকৃত হবেন...'

মাইকেল স্টোডার্ট বিহ্বল হয়ে স্থির চোখে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে বিহ্বলভাবটা কোনো রকমে কাটিয়ে উঠে সে বলল, 'কি! জেনারেল গ্রান্ট?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই বন্ধু। নামটা শুনে বিশ্বাস হচ্ছে না? না হওয়ারই কথা! মুখোসের আড়াল থেকে মানুষের প্রকৃত চরিত্র বোঝা খুবই মুশকিল। কিন্তু সেই মুখোস উন্মোচন করতে পারলে তখন বুঝতে আর কোনো অসুবিধেই হয় না। আর সেই ক্ষমতা আছে একমাত্র এরকুল পোয়ারোরই! এ আমার গর্ব, এ আমার প্রাপ্য মর্যাদা। জানেন ডাক্তার স্টোডার্ট সমস্ত ব্যাপারটাই, আপনি যাকে বলবেন অত্যন্ত জাল বা মেকি'! বুদ্ধের প্রতিমূর্তি, বেনারসের পিতলের ট্রে, ভারতীয় পরিচারক! এবং সব শেষে বাতের অসুখটা। গেঁটে বাত রোগটা এখন আর আমাদের দেশে নেই। তাছাড়া গেঁটে বাতটা সাধারণত বৃদ্ধদেরই হয়ে থাকে, উনিশ বছরের যুবতী মেয়ের বাবার নয়!'

'তাছাড়াও আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাই যখন আমি ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, তখন ইচ্ছে করে পড়ে যাবার ভান করে ওঁর গেঁটে বাতের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ি। বাতের রোগীদের পায়ে সামান্য একটু আঘাত লাগলেই যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে। কিন্তু জেনারেল গ্রান্টের মধ্যে সেরকম কোনো লক্ষণই দেখতে পাইনি তখন। তাই এর থেকেই আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, উনি কখনোই বেতো রুগী হতে পারেন না, সব মিথ্যে, জাল। হ্যাঁ, উনি একেবারে জাল, মেকি!' এক নম্বর জালিয়াত। আর একটা ব্যাপারে আমার সন্দেহ হলো, সাধারণ অবসরপ্রাপ্ত ইঙ্গো-ভারতীয় সেনা অফিসাররা বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে অবসর জীবন যাপন করতে চায়, কিন্তু জেনারেল গ্রান্ট এমন একটা জায়গা বেছে নিলেন, সেটা বিত্তবানদের থাকার জায়গা। কিন্তু উনি রাতারাতি বিত্তবান হয়ে উঠলেন কি করে?'

'লন্ডনের বিত্তবানরা এখানে আসে ব্যবসা করার জন্য, এখানে ব্যবসার একটা ভাল

বাজার আছে। জেনারেল গ্রান্ট সেই সুযোগটা নিতে চেয়েছিলেন, আর হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেন চার-চারটি সুন্দরী যুবতী, যাদের আকর্ষণে তরুণরা বিনা দ্বিধায় কোকেন কিনবে চড়া দামে। অথচ ধরা পড়লে অভিযুক্ত হবে এই চারটি মেয়েই, অথচ জেনারেল গ্রান্ট ভেবেছিলেন, তিনি সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবেন। কিন্তু তিনি তো জানতেন না, এর মধ্যে ধুরন্ধর এরকুল পোয়ারো জড়িয়ে পড়বে?' এই বলে পোয়ারো থামল এখানে।

'এই বৃদ্ধ শয়তানদের সঙ্গে আপনি যখন দেখা করতে চাইলেন তখন আপনি ঠিক কি ভেবেছিলেন এই লোকটার পাপের ব্যবসা লাটে তুলে তার শাস্তির ব্যবস্থা করবেন?'

'হ্যাঁ, কি ঘটে আমি সেটা দেখতে চেয়েছিলাম। আমাকে খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি। গ্রান্ট মেয়েরা কোকেন বেচার কাজ করতো। আসলে অ্যান্থনি হওকার এক বলির পাঁঠা, আসলে তাদের মধ্যে একজন শিকার সে। হলঘরে শীলা আমাকে সেই ফ্লাস্কের কথা বলে। অবশ্য খবরটা দেওয়ার কোনো ইচ্ছেই ছিল না শীলার। তার বোন পাম 'শীলা' বলে ধমকে উঠতেই সে তখন ভেঙে পড়ে এবং কাপুরুষের মতো কথাটা বলে ফেলে।'

মাইকেল স্টোডার্ট অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। একসময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে বলে উঠল :

'জানেন, এই মেয়েটিকে আমি কোনোমতেই ভুলতে পারব না। বয়ঃসন্ধিতে পা দিয়ে এই সব কিশোরী অপরাধীদের কি করে সংশোধন করা যায় তার পদ্ধতি আমার বেশ ভাল করেই জানা আছে। যদি আপনি ঘরোয়া জীবনের দিকে তাকান, আপনি প্রায় সব সময়েই দেখতে পাবেন—'

পোয়ারো তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল :

'প্রিয় বন্ধু, আপনার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। যেখানে মিস শীলা কেলির প্রশ্ন জড়িত, সেখানে আপনার পদ্ধতি যে প্রশংসনীয়ভাবে কাজ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমার।'

'অন্য সব মেয়েদের ক্ষেত্রেও!'

'সম্ভবত অন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে এই একই ধরনের চিকিৎসা করে হয়তো ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। অন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে হয়তো বলছি, কিন্তু ছোট্ট মেয়ে শীলার ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত। আপনি যে তাকে বশ মানাতে পারবেন তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সত্যি কথা বলতে কি জানেন ডাক্তার, মেয়েটি ইতিমধ্যেই আপনার প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়েছে...'

মাইকেল স্টোডার্টের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তেমনি হাসতে হাসতে সে বলল, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি যা তা বলছেন!'

হিপ্পোলিটার কোমরবন্ধ

THE GIRDLE OF HYPPOLITA

"দ্য গারডল্ অফ হিপ্পোলিটা" ১৯৩৯ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর আমেরিকায় 'দ্য ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ উইনিং কিং' নামে প্রথম প্রকাশিত হয় 'দিস উইক' পত্রিকায়। তারপর 'দ্য গারডল্ অফ হিপ্পোলাইট' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে 'দ্য স্ট্রান্ড' পত্রিকায়।"

একটা জিনিস আর একটা জিনিসকে পথ দেখায়, মৌলিক উপাদান ব্যতিরেকেই এরকুল পোয়ারো এই ধরনের কথা বলতে ভালবাসে। পরে দেখা যায় যে, তার কথাই যথার্থ।

সে আরও বলে, রুবেন্‌স চুরি যাওয়া কেসের চেয়ে এটা কখনোই বেশি স্পষ্ট সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

নেহাতই চুরিটা অতি সাধারণ, জটিলতার নাম-গন্ধ নেই। তাই এই চুরির কেসে এরকুল পোয়ারোর বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। তবে তার সেই অনীহা প্রকাশের একটা কারণ হতে পারে যে, চিত্রশিল্পী রুবেন্‌সকে আদৌ তিনি পছন্দ করেন না। তবু তা সত্ত্বেও বন্ধু আলেকজান্ডার সিম্পসনের বিশেষ অনুরোধে শেষপর্যন্ত সেই চুরির কেসটা তিনি হাতে নিলেন তদন্ত করার জন্য। বেচারা একেবারেই যেন ভেঙে পড়েছিলেন...রুবেন্‌সের অমন অপূর্ব কাজ এখনো অপ্রকাশিত, তাঁর এই আবিষ্কার, ছবিটার মৌলিকতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। এ যেন প্রকাশ্য দিবালোকে চুরি।

রাস্তার মোড়ে বেকার যুবকগুলো তখন পয়সা আদায়ের ধান্দায় ছিল। হঠাৎ কি হলো, ওদের মধ্যে থেকেই কয়েকজন যুবক লাফিয়ে গ্যালারিতে উঠে এলো, হাতে তাদের প্লাকার্ড, তাতে লেখা ছিল—'আর্ট হচ্ছে বিত্তবানদের বিলাসিতা, আমরা তা বরদাস্ত করব না, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও।' ব্যাস, তারপরেই সব হুলুস্থূল কাণ্ডকারখানা, ভিড়ের চাপ, পুলিশের আগমন। তারপর গণ্ডগোল মিটে যাওয়ার পর দেখা গেল সেই ছবিটা ফ্রেমে নেই, উধাও, যেন কেউ নিখুঁত হাতে সেটা কেটে নিয়ে সরে পড়েছে। হতচ্ছাড়া ঐ বেকার যুবকগুলোর জন্যই ছবিটা খোয়া গেল, ওদের গণ্ডগোলের সুযোগ নিয়ে...

আলেকজান্ডার সিম্পসন একনাগাড়ে বলে চলে তখনো, 'এ কাজ কখনোই ঐ

বেকার যুবকদের নয়, আমি বেশ ভাল করেই জানি যে, ছবিটা কে চুরি করতে পারে? আর সেটি কোথায়াই বা চালান যেতে পারে। এ সবের পিছনে হাত আছে একটি আন্তর্জাতিক চোরাচক্রের। আর তাদের কে মদত যোগাচ্ছে জানো? কোটিপতি ব্যবসায়ীরা। এ ছবি চালান যাচ্ছে ফ্রান্সে। কেবল তুমিই পার এ চোরটাকে ধরতে। তাই আমি আবার বলছি পোয়ারো, এই চুরির তদন্তের কাজ তোমাকেই করতে হবে।'

তাই পোয়ারোকে কেসটা হাতে নিতে রাজী হয়ে যেতে হয় এবং সে কথা দেয়, শীঘ্রই সে একবার ফ্রান্সে যাবে। কে জানে এই ঘটনাই তাঁকে স্কুলের একটি বাচ্চামেয়ের অন্তর্ধান রহস্যের মধ্যে টেনে আনল কিনা এবং তাঁকে উৎসাহিত করেছিল কিনা ভবিষ্যৎ ইতিহাসই তার স্বাক্ষী দেবে।

ব্যাপারটা প্রথম জানা যায় চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপ-এর মুখ থেকে। পোয়ারো তখন তাঁর জিনিসপত্তর গোছগাছ করছিলো। জ্যাপ এসেই শুধায়, 'ফ্রান্সে যাচ্ছেন বুঝি?'

প্রত্যুত্তরে পোয়ারো এবার মুখ খুলল, 'তা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কি তোমাকে জানাতে বাকি রেখেছে?'

মৃদু শব্দ করে হাসল জ্যাপ। 'সর্বত্র আমাদের লোক ছড়ানো আছে, তাদের কাছ থেকেই সব খবর আসে আমাদের কাছে। রুবেন্সের চোর ধরার জন্য সিম্পসন আপনাকে নিয়োগ করেছেন। আমাদের ওপর তাঁর যে কোনো আস্থা নেই, এ আমরা বুঝি। যাক সে কথা। হ্যাঁ, যে কাজের জন্য আপনার কাছে আসা, এখন তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক। আপনি প্যারিসে যাচ্ছেন, তাই ভাবলাম, যদি আপনি একসঙ্গে দুটো কাজ করেন, মানে রথ দেখা আর কলা বেচা আর কি। সেখানে ফরাসীদের সঙ্গে কাজ করছেন গোয়েন্দা ইন্সপেক্টার হার্ন। তা আপনি তাকে চেনেন নাকি? লোক ভাল, তবে তার মস্তিষ্কের ধূসর কোষগুলো ততোটা ক্ষুরধার নয়। তাই বলি কি, তাঁকে আপনার বুদ্ধির কিছুটা ধার দিতে হতে পারে।'

'কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?'

'একটি শিশুর বেপাত্তা হওয়ার ব্যাপার। সন্দেহ হচ্ছে, গুম করা হয়েছে তাকে। ঠিকানা ক্র্যাঞ্চেস্টার। ওখানকার স্থানীয় গীর্জার প্রশাসকের মেয়ে। নাম উইনি কিং। ইন্সপেক্টার জ্যাপ সংক্ষেপে ঘটনাটা শুনিয়ে দিলেন। প্যারিসে যাচ্ছিল উইনি কিং পোপের স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য। ক্র্যাঞ্চেস্টার থেকে সকালের ট্রেনে লণ্ডনে আসে সে। একা নয় সঙ্গে তার একজন লোক ছিল. পরে সেখান থেকে আরো আঠারটি মেয়ের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে 'বোট ট্রেনে' চেপে লন্ডন ছেড়ে চলে যায় সে। লন্ডন থেকে মিস পোপের সুযোগ্য সহকারী মিস বারশ সাথী হন। উনিশটি মেয়ে যথারীতি চ্যানেল পার হয়ে ক্যালাইসে পৌঁছে কাস্টমসের ঝামেলা মেটানোর পর প্যারিসের ট্রেন ধরে। ট্রেন ছুটে চলে প্যারিসের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার ঠিক আগে মিস বারশ মেয়েগুলোকে এক-এক করে গুণতে গিয়ে দেখতে পেলেন আঠারজন, একজন নেই।'

'একজন নেই মানে?' পোয়ারো জানতে চাইলো, 'কেন, ট্রেন কি মাঝে কোথাও থেমেছিল?'

'হ্যাঁ, এ্যামিয়েন্সে। তখন মেয়েরা ছিল রেস্তোরাঁ কামরায়। উইনিও ছিল তাদের সঙ্গে সেখানে। কিন্তু পরে তার আর দেখা মেলেনি।'

'আচ্ছা, তাকে শেষ কখন দেখা গিয়েছিল?'

ইন্সপেক্টার জ্যাপ আন্দাজ করার চেষ্টা করে বললেন, 'এই ধরুন ট্রেন এ্যামিয়েন্স স্টেশন ছেড়ে আসার পর মিনিট দশেক পর্যন্ত। আর তখন তাকে বাথরুমে ঢুকতে দেখা যায়।'

'স্বাভাবিক', পোয়ারো আবার জানতে চাইলো, 'আর কিছু উল্লেখযোগ্য—'

'হ্যাঁ, আর একটা উল্লেখ করার মতো ব্যাপার হলো—মেয়েটির মাথার টুপিটা পাওয়া যায় এ্যামিয়েন্স থেকে চোদ্দ মাইল দূরে একটা জায়গায়। রেল লাইনের ধারে পড়েছিল সেটা।'

'আচ্ছা, কাউকে কি পাওয়া যায়নি? মানে তার অপহরণকারীদের কাউকে?'

'না, কাউকেই না!'

'অনুসন্ধান হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, হয়েছিল বৈকি। কিন্তু মেয়েটিকে পাওয়া যায়নি।' বিরক্ত জ্যাপ বিড়বিড় করে বললেন, 'আশ্চর্য, মেয়েটি যেন কর্পূরের মতো উধাও হয়ে গেল।'

'তা মেয়েটিকে দেখতে কেমন ছিল?'

'আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতো', প্রত্যুত্তরে জ্যাপ বলেন, 'তবে সে কথা যদি বলেন তাহলে বলি এই বয়সে দেখতে সাধারণই হয়; আবার এইসব সাধারণ মেয়েরাই পরে রাতারাতি কি করে যেন সুন্দরী হয়ে ওঠে, ভেবে পাই না।'

'ধরে নিন এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার!' হেসে বলল পোয়ারো,'মহিলারা অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী হয়। তা ওদের পরিবারের কোনো খবর জানা আছে আপনার?'

মাথা নেড়ে বললেন জ্যাপ, 'তেমন বিশেষ কিছু নয়। মা অসুস্থ। বাবা মিঃ কিং বলতে গেলে একরকম খরচের খাতায়। মেয়ে তাঁর প্যারিসে যেতে চেয়েছিল, রাজী হয়ে যান তিনি। মেয়ের শখ, প্যারিসে গিয়ে গান আর ছবি আঁকা শিখবে।'

'তাই বুঝি! তা মেয়েটির কোনো প্রেমিক নেই তো এর মাঝে?' চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো পোয়ারো।

'তা আপনার কি মনে হয়?'

'না, মনে করার কি আছে? কিন্তু পনের বছরের কিশোরী তেমন কচি তো আর নয়!'

এরকুল পোয়ারো তার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে ট্যাক্সি ডাকতে বেরুতে যাবে, ঠিক

সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। দৃঢ়ভাবে চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'ভালই হলো, আপনাকে পেয়ে গেলাম স্যার। অফিসে ফিরেই জানতে পারলাম, মেয়েটিকে পাওয়া গেছে—-এ্যামিয়েন্স থেকে মাইল পনের দূরে একটা রাস্তার ধারে। মেয়েটি তখন প্রায় অজ্ঞান।'

এমন একটা সুখবর, তবু পোয়ারো হাসলো না। ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। তার সারা মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল।

ওদিকে গোয়েন্দা হার্ন অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলেন পোয়ারোর দিকে। শেষে তিনি বলে ফেললেন, 'স্যার, এ কেসের ব্যাপারে আপনি যে এত আগ্রহ দেখাবেন, বুঝতেই পারিনি।'

এরপর পোয়ারো জানতে চাইলো, 'চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপের কাছ থেকে কোনো খবর-টবর আসেনি?'

'হ্যাঁ, এসেছে বৈকি', হার্ন বললেন, 'তিনি আমাকে জানিয়েছেন, আপনি নাকি অন্য কাজে এখানে এসেছেন। সেই সঙ্গে রহস্যের ব্যাপারেও আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। আমি কিন্তু সত্যিই আপনাকে আশা করিনি। যাইহোক, ব্যাপারটা যখন মিটে গেছে আমার ধারণা ছিল, আপনি আপনার নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবেন।'

'আমার কাজ পরে করলেও চলবে। কিন্তু এই ব্যাপারটা তাৎক্ষণিকের শুধু নয়। এতে আমি খুবই আগ্রহী। একটু আগে আপনি বললেন, 'রহস্য' আর 'মিটে' গেছে, কিন্তু আমার তো মনে হয় সেই 'রহস্যের' সমাধান এখনো হয়নি।'

'আপনি বলছেন বলুন', ইন্সপেক্টার জ্যাপ বললেন, 'তবে আমরা যখন মেয়েটিকে ফেরত পেয়েছি আর সে যখন সুস্থ আছে, তাহলে ব্যাপারটা এখানেই মিটে গেছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি, তাই না?'

'কিন্তু তাকে ফেরত পেলেন কি করে, সে সমস্যার সমাধান কি করতে পেরেছেন? মেয়েটি নিজের থেকে কিছু বলেছে কি? শুনেছি ডাক্তার নাকি বলেছে, ওকে নেশাগ্রস্থ করা হয়েছিল, যার জন্য উধাও হওয়ার আগের কথা সে মনে করতে পারছে না। মেয়েটির মাথার পিছনে একটা জায়গা থেতলে গেছে। ডাক্তার বলেছে, স্মৃতিবিভ্রমের এটাও একটা কারণ হতে পারে।'

'হ্যাঁ, এতে কেউ কেউ হয়তো লাভবান হতে পারে', পোয়ারো তার মত প্রকাশ করে বলল, 'আমার এখন জানা দরকার, কিভাবে মেয়েটি ট্রেন থেকে হারিয়ে গেল।'

উত্তরে ইন্সপেক্টার হার্ন বললেন, 'মনে হয় তাকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য মুক্তিপণ হিসাবে কিছু অর্থ আদায়ের চেষ্টা।'

'কিন্তু ক্রাঞ্চেস্টার গীর্জার প্রশাসকের কাছ থেকে কত টাকাই বা আশা করা যেতে পারে? তাঁরা তো আর লক্ষপতি নন!'

এবার ইন্সপেক্টার হার্নকে বুঝি একটু চিন্তিত দেখাল, 'হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে, এটা একটা রহস্যই বটে। খানিক আগেও রেস্তোরাঁ কামরায় অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে গল্প

করছিল মেয়েটি, অথচ পাঁচ মিনিট পরে সেখান থেকে উধাও হয়ে গেল সে—যেন কোনো এক যাদুকরের খেলার শিকার হলো সে।'

'আচ্ছা, কামরাগুলিতে কে কে ছিলেন বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই', ইন্সপেক্টার হার্ন তাঁর নোটবই খুলে বলতে শুরু করেন,—'একটা কামরায় শুধু মেয়েরা, আর অন্য কামরায় ছিলেন মিস জর্ডন ও মিস বাটার্স, মাঝবয়সী, গন্তব্যস্থল সুইজারল্যান্ড। ঝামেলার কিছু ছিল না—দু'জন ফরাসী ব্যবসাদার, এক তরুণ দম্পতি—জেমস্ ইলিয়েট আর তাঁর স্ত্রী। তবে ইলিয়েটের কাজকর্ম পুলিশকে বড় একটা খুশি করতে পারেনি, কিন্তু কাউকে খুন করার মতো নোংরা কাজ ও করতে পারে না বলেই মনে হয়। তাছাড়া কামরায় সন্দেহজনক তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। অন্য আর এক যাত্রী ছিলেন, আমেরিকান ভদ্রমহিলা, মিসেস ভান সুইডার, তিনিও যাচ্ছিলেন প্যারিসে। ওঁর ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানা যায়নি।'

এবার এরকুল পোয়ারো একটু জোর দিয়ে বলল, 'আপনি ঠিক জানেন, এ্যামিয়েন্স ছাড়ার পরে ট্রেনটা আর কোথাও থামেনি?'

ইন্সপেক্টারের মুখে হতাশার ভাব ফুটে উঠতে দেখা যায়, তাঁর কথাতেও সেই ভাবটা প্রকাশ পেল, 'যতদূর মনে হয়, ব্যাপারটা ভৌতিক। ও হ্যাঁ, ভাল কথা, মেয়েটির জুতোর ব্যাপারে আপনি কিছু জানতে চাইছিলেন না? তাকে ফিরে পাওয়ার সময় তার পায়ে জুতো থাকলেও রেললাইনের ধারে আরো একজোড়া জুতো পাওয়া গেছে, কালো ফিতে লাগানো মজবুত ধরনের জুতো, বেড়ানোর উপযোগী।'

'তাই বুঝি?' পোয়ারো যেন হালে পানি পেলো।

ইন্সপেক্টার হার্ন বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'তা ঐ জুতোর ব্যাপারটা কি স্যার? জুতো কি কিছু সাহায্য করতে পারে?'

'একটা তত্ত্ব সমর্থন করছে', এরকুল পোয়ারো বেশ আগ্রহের সঙ্গে বলল, 'যাদুর কাজ দেখানোর তত্ত্ব।'

মিস লগভিয়ানা পোপ একটা ঘরে আহ্বান জানিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন তাকে। ঘরটা দেখলেই উপলব্ধি করা যায়, কোনো রুচিসম্পন্না মহিলার স্পর্শধন্য, দেওয়ালে ঝোলান আছে বিশ্ববিখ্যাত কয়েকটি জলরঙের চোখে লাগার মতো ভাল ছবি।

'আপনিই মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো?' পোয়ারোকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিস পোপ।

মিস পোপের দিকে তাকাতেই তাঁকে কেন জানি না বিপর্যস্ত বলে মনে হলো না। কে জানে ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্বের কাছে কোনো বিপদ নতিস্বীকার করেছে কিনা।

ভাল করে তাঁকে দেখে নিয়ে এরকুল পোয়ারো প্রশ্ন করলো, 'মেয়েটি কি এই প্রথম স্কুলে আসছিল?'

'হুঁ।'

'আশা করি উইনির সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই কথা হয়েছে, আর তার বাবা-মার সঙ্গেও?'

'বছর দুই আগে ক্র্যাঞ্চেস্টারে মিসেস কিং আর উইনির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়।'

'বলুন, আপনার জন্য আমি এখন কি করতে পারি? হ্যাঁ, ভাল কথা, উইনি এখন কি অবস্থায় আছে বলুন তো?'

'ভালই। তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মিঃ কিং এ্যামিয়েন্সে এসেছেন। আমার ধারণা, এ অবস্থায় এটাই ভাল।'

হঠাৎ এরকুল পোয়ারো একটা অদ্ভুত কৌতূহল প্রকাশ করে দেখলো, 'আচ্ছা মিস পোপ, আসল ঘটনা কি বলে আপনার মনে হয়?'

'আমাকে যা বলা হয়েছে', মিস পোপ উত্তরে বললেন, 'তাতে আমার তো মনে হয়, আগাগোড়া ব্যাপারটাই আজগুবি।'

'পুলিশ নিশ্চয়ই আপনার কাছে খোঁজ করতে এসেছিল এ ব্যাপারে?'

সঙ্গে সঙ্গে মিস পোপের আভিজাত্যে বুঝি মৃদু দোলা লাগল। ঠাণ্ডা গলায় তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, মঁসিয়ে জ্যাপ খোঁজ করতে এসেছিলেন, এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা আছে কিনা। বুঝতেই পারছেন, তাঁকে সাহায্য করার মতো আমার কিছু জানা ছিল না, আর সেটাই তো স্বাভাবিক। রুটিনমাফিক অন্য সব মেয়েদের ট্রাঙ্কের সঙ্গে উইনিরটাও খোলা হয়েছিল, তার জিনিসপত্তর বার করা হয়েছিল পরীক্ষা করে দেখার জন্য। পরে সেগুলো আবার তার ট্রাঙ্কে গুছিয়ে রাখা হয়েছে।'

'ঠিক যেমনটি ছিল?' প্রশ্ন করে উঠে দাঁড়ালো পোয়ারো। তারপর সে ঘরের একটা দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেলো এবং ফিরে আবার জানতে চাইলো, 'আচ্ছা, এই ছবিটা নিশ্চয়ই ক্র্যাঞ্চেস্টার ব্রীজের?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, উইনির আঁকা ছবি। আমার জন্য ওটা সে নিয়ে এসেছিল। মোড়কের ওপর লেখা ছিল—'মিস পোপের জন্য উইনির উপহার।'

কি ভেবে যেন পোয়ারো বলল, 'ওর মতো অল্পবয়সী মেয়ের পক্ষে জলরঙে আঁকা ছবিই স্বাভাবিক ছিল, তাই না?'

'তা অবশ্য ঠিক।'

পোয়ারো এবার ছবিটা হুক থেকে খুলে নিয়ে এসে জানালার সামনে রেখে সেটা পরীক্ষা করলো। তারপর কি ভেবে মিস পোপকে অনুরোধ করলো ছবিটা তাকে দিয়ে দেবার জন্য।

'এই ছবিটা?' বিস্মিত মিস পোপ বলে উঠলেন, 'মানে—'

'ছবিটা যে খুব ভাল লেগেছে আপনার, সেরকম দাবী আপনি নিশ্চয়ই করছেন না।'

'না। তবে ঠিক তা নয়। আসলে কি জানেন, ছাত্রীদের হাতের কাজ—'

'তবু আমি বলতে পারি, এখানে এ ছবিটা একেবারেই বেমানান। প্রমাণ চান? দাঁড়ান দিচ্ছি।' এই বলে পকেট থেকে একটা ছোট্ট বোতল, স্পঞ্জ আর তুলোর একটা ডেলা বার করে আবার বলল, 'মাদাম, আপনাকে একটা গল্প বলি শুনুন। অনেকটা সেই কুৎসিত হাঁস আর রাজহাঁসের গল্পের মতো ধরে নিতে পারেন।' গল্প বলার ফাঁকে সে কিন্তু দ্রুত হাতে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো। ওদিকে তারপোলিন তেলের গন্ধে ঘরটা ভরে উঠতে থাকে।

'মামুলি, বুঝলেন একেবারেই মামুলি গল্প আর কি। তবে এই গল্পের মাধ্যমে শিক্ষণীয় অবশ্যই কিছু আছে। আমি এমন একজন মহিলা কৌতুক-অভিনেত্রীকে জানি, নিমেষে অদ্ভুতভাবে যিনি নিজেকে পাল্টে ফেলতে পারতেন। যেমন হয়তো তাঁকে প্রথম দেখা গেল ক্যাবারে নর্তকীর বেশে, আবার মিনিট দশেক পরেই তাঁর অন্য রূপ, অন্য চেহারা—বেদেনীর বেশে কারোর ভাগ্য গণনা করে চলেছেন। মেনে নিলাম এসবই সম্ভব, কিন্তু আমি তো—'

'কিন্তু মাদাম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কুৎসিত মেয়েরাও একটু একটু করে কি এক অলৌকিক উপায়ে রূপসী হয়ে যেতে পারে।'

'তাহলে আপনি কি মনে করেন, উইনি কিং ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল?'

'না, উইনি কিং নয়। উইনি তো লন্ডনেই গুম হয়ে যায়। আর আমাদের সেই বহুরূপী তার স্থলাভিষিক্ত হয়। আসলে উইনি কিংকে দেখেননি মিস বাটার্স। তাই তিনি কি করে চিনবেন এই মেয়ে উইনি কিং কিনা! এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু আপনি তো উইনিকে চেনেন, এতদূরে কি করে আসে সে? ঠিক আছে, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরুন, উইনি বাথরুমে প্রবেশ করল, খানিক পরে বাথরুম থেকে সে বেরিয়ে এলো রূপান্তরিত হয়ে জেলে জীম ইলিয়টের স্ত্রীরূপে। তার পাশপোর্টে স্ত্রীর উল্লেখ ছিল। স্কুলের বিনুনী, চশমা, মোজা, এসব তো ছোট কোনো ব্যাগজাতীয় কিছুতে ভরে ফেলা যায়, কিন্তু জুতোজোড়া? তার ওপর ঐ বিচ্ছিরি জুতোজোড়া? মাথার ক্যাপ! সে সবের একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। অতএব দাও জানালা গলিয়ে ফেলে।' পোয়ারো বলতে থাকে, 'পরে আসল উইনিকে ইংলিশ চ্যানেল পার করানো হয়, একটি অসুস্থ নেশাগ্রস্থ শিশু ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে আসছে এই পরিচয়ে—কে আর তলিয়ে দেখতে যাচ্ছে বলুন! তারপর চ্যানেল পার হয়ে এসে এক নিভৃত জায়গায় কোনো রাস্তার ধারে গাড়ি থেকে তাকে নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আর তার স্মৃতিবিভ্রমের ব্যাপারটা? তাকে যদি সারাক্ষণ মাদকদ্রব্যে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়, তাহলে তখন কি ঘটে চলেছে তার পক্ষে সে সব জানা অসম্ভব ব্যাপার।'

মিস পোপ এতক্ষণ স্থিরভাবে তার কথা শুনছিলেন, কিন্তু পোয়ারো থামতেই তিনি প্রায় চিৎকার করে ওঠার মতো করে বললেন, 'কিন্তু এমন একটা উদ্ভট কাজ করার কি প্রয়োজন ছিল?'

পোয়ারোর কণ্ঠস্বর গম্ভীর হলো। মিস পোপের প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে সে তার

পরবর্তী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলল, 'আর উইনির মালপত্তর? এই কুকর্মের দলটি এমন কিছু জিনিস নিশ্চয়ই সীমান্ত দিয়ে পার করাতে চেয়েছিল, যা কিনা কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষকে খুশি করবে না। তার মানে যাকে বলে চোরাই মাল, চোরাচালান। এই চোরাচালানের কাজে স্কুলের একটি মেয়ের মালপত্তরের চাইতে অন্য আর কি নিরাপদ মাধ্যম হতে পারে বলুন? তবে—'

'তবে সৌভাগ্যবশত আপনাদের স্কুলের নিয়ম হলো, স্কুলে আসামাত্র সবার ট্রাঙ্ক খুলে জিনিসপত্তর বার করতে হয়, আর তা করতে গিয়ে আপনার জন্য উইনির ঐ উপহারটা, কিন্তু তাই বলে সেটা নয়, যেটা সে আসলে এনেছিল।'

এখানে একটু থেমে মিস পোপের দিকে এগিয়ে এলো পোয়ারো।

'মনে রাখবেন মিস পোপ, এই ছবিটা আপনি আমাকে দিয়েছেন। এখন দেখুন তো, এ ছবিটা এখানে মানায় কি?' ক্যানভাসটি মেলে ধরলো পোয়ারো—কি আশ্চর্য, এ যেন ভোজবাজির মতো ব্যাপার। ক্যানভাসের ওপর চোখ রাখতে গিয়ে মিস পোপ দেখলেন, ক্র্যাঞ্চেস্টারের সেই ব্রীজটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, সে জায়গায় ভেসে উঠেছে হাল্কা রঙের আঁকা সে এক অপূর্ব ছবি।

ওদিকে স্বপ্নাবিষ্টের মতো পোয়ারো বলল, 'এ হলো 'হিপোলিটার মেখলা তথা কোমরবন্ধ।' ছবিতে দেখা যাচ্ছে—হিপোলিটা তার মেখলা উপহার দিচ্ছেন হারকিউলিসকে। আর নিচে চিত্রকরের নাম লেখা—রুবেন। দেখতেই পাচ্ছেন, এটি একটি অদ্ভুত কাজ, যা আপনার ড্রইংরুমে রাখার জন্য নয়। এর কদর হওয়া উচিত অন্য কোথাও, অন্য জায়গায়।'

মিস পোপের মুখে রক্তিম আভা ফুটে উঠতে দেখা গেল, মনে হলো কে যেন আচমকা তাঁর সারা মুখে লাল রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। ধীরে ধীরে মিস পোপ বলে উঠলেন, 'নিঃসন্দেহে এটি একটি সুন্দর শিল্পকীর্তি। তবে সেইসঙ্গে আপনারও বিবেচনা করা উচিত; প্রত্যেকের গ্রহণ করার ক্ষমতা এক নয়, কারোর কম, কারোর বা বেশি। আমি কি বলতে চাইছি নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন...'

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো পোয়ারো। কিন্তু বেরোবার ঠিক মুখেই তাকে প্রচণ্ড আক্রমণের মুখোমুখি হতে হলো। বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন চেহারার মেয়ে ঘিরে ধরেছে তাঁকে। হায় ঈশ্বর, নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে উঠলো পোয়ারো, আমি নিশ্চয়ই আমাজনের সেই বিরাট নারীবাহিনীর হাতে পড়েছি!

সেই নারীবাহিনীর উচ্ছ্বসিত যৌবন তরঙ্গের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেলো এরকুল পোয়ারো, হারিয়ে গেল তাঁর সেই তেজদীপ্ত কণ্ঠস্বর। পরিবর্তে সেই পঁচিশটি কণ্ঠ বিভিন্ন সুরের লহরী তুলে তার উদ্দেশে একই সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিনীত অনুরোধ রাখল—'মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো, দয়া করে আপনি কি আমার স্বাক্ষর সংগ্রহ খাতায় আপনার নামটি লিখে দেবেন?'

দানবের নিয়তি

THE FLOCK OF GERYON

"দ্য ফ্লক অফ জেরিয়ন" ১৯৪০ সালের ২৬শে মে প্রথম প্রকাশিত হয় আমেরিকায় 'উইয়ার্ড মনস্টার' নামে "দিস উইক পত্রিকায়, তারপর ১৯৪০ সালের অগাস্টে 'দ্য স্ট্র্যান্ড' পত্রিকায়।"

'মঁসিয়ে পোয়ারো, এ ভাবে অনধিকার প্রবেশের জন্য আমি প্রথমেই আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

মিস কারনেবি উষ্ণ করমর্দন করলেন এরকুল পোয়ারোর সঙ্গে। তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে পোয়ারোর মুখের দিকে চোখ পিটপিট করে তাকালেন। সচরাচর যেমন যেমন হয়ে থাকে, তাঁকে রুদ্ধশ্বাস শোনাল।

এরকুল পোয়ারোর ভ্রু উঁচু হলো।

তিনি চিন্তিতভাবে বললেন, 'আমাকে কি আপনার মনে আছে, মনে নেই আপনার?'

এরকুল পোয়ারোর চোখদুটি পিটপিট করে উঠল। সে বলল, 'আমি আপনাকে অত্যন্ত সফল অপরাধীদের মধ্যে একজন হিসেবে কখনো মুখোমুখি হয়েছি কিনা জানি না, তবে সেভাবেই মনে রেখেছি!'

'ওহো আমার প্রিয় মঁসিয়ে পোয়ারো, সত্যি আপনি সেরকমই বললেন? আমার প্রতি আপনি এতো সদাশয়! এমিলি আর আমি সব সময় আপনার কথা বলি। আর কখনো যদি কাগজে আপনার সম্পর্কে কোনো লেখা দেখি, সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশটুকু কেটে রেখে একটা বইতে পেস্ট করে রাখি। অগাস্টাসকে আমরা একটা নতুন কৌশল শিখিয়েছি। আমরা বলি, 'শার্লক হোমসের জন্য মরি, মিস্টার ফরচুনের জন্য মরি, স্যার হেনরি মেরিভেলের জন্য মরি, এবং তারপর মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারোর জন্য মরি', আর তারপর সে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে, একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে সে যতক্ষণ না আমরা কথা বলি।'

'আমি খুশি হয়েছি', পোয়ারো বলল, 'আর অগাস্টি কেমন আছে?'

মিস কারনেবি আবার আবেগের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং তাঁর চীনা কুকুরের প্রশংসায় তিনি মুখর হয়ে উঠলেন।

'ওহো মঁসিয়ে পোয়ারো, সে যেন সবার চেয়ে চতুর। সব কিছু জানে সে। জানেন মঁসিয়ে, একদিন আমি প্যারাম্বলেটরে একটা শিশুকে আদর করছিলাম, সেই সময় হঠাৎ আমি পিছন থেকে একটা টান অনুভব করলাম। পিছন ফিরে দেখি অগাস্টাস আমার স্কার্টে কামর দিয়েই চলতে শুরু করল, অর্থাৎ শিশুটির প্রতি আমার আকর্ষণে ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করছে। এতে তার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়; তাই না?'

পোয়ারো চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে বলল, 'এটা দেখে আমার মনে হচ্ছে, এই মাত্র আমরা যেমন আলোচনা করছিলাম, অগাস্টাসের মধ্যে এই সব অপরাধ প্রবণতার ভাব যথেষ্ট আছে।'

মিস কারনেবি পোয়ারোর এ ধরনের কথায় হাসি পেলেও চেপে গেলেন। তার বদলে তাঁর সুন্দর গোলগাল মুখে চিন্তার ও দুঃখের রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বললেন, 'ওঃ মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি খুবই চিন্তিত।'

পোয়ারো সমবেদনা জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কিসের জন্যে আপনি চিন্তিত বলুন তো?'

'চিন্তা, হ্যাঁ চিন্তাই বটে! জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার আশঙ্কা, সত্যি আমার আশঙ্কা কি জানেন, হয়তো আমি একজন নির্মম অপরাধী হয়ে যাব, আর এ কথা বলতে গিয়ে আমার মাথায় একটা মতলব এসে গেছে!'

'কি রকম মতলব শুনি?'

'অত্যন্ত বিস্ময়কর সেই মতলব! যেমন ধরুন, গতকাল, হ্যাঁ গতকালই পোস্ট অফিসে ডাকাতি করার একটা বাস্তব পরিকল্পনা আমার মাথায় এসে যায়। বিশ্বাস করুন, মতলবটা আমার মাথায় আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি একবারের জন্যও ভাবিনি, হঠাৎই তখন এসে যায়! আর একটা হলো কাস্টম ডিউটি ফাঁকি দেওয়া, এটা একটা অত্যন্ত সহজ উপায়, বলা যায় যে, এটাও এক ধরনের ডাকাতি....আমি একেবারে নিশ্চিত, হ্যাঁ আমি মনে করি, এটা কার্যকর করা যাবে।'

'সম্ভবত সেটা হতে পারে,' পোয়ারো শুকনো গলায় বলল। 'কিন্তু আপনার এই মতলবে একটা ঝুঁকিও থেকে যায়!'

'আর তাই তো আমাকে এটা খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। আপনি তো জানেন, ছোটবেলা থেকে আমি একটা কঠোর আদর্শে বড় হয়েছি, তাই এ ধরনের আইন বহির্ভূত কাজ সত্যি খুবই খারাপ, অন্যায়, আমার মাথায় এই মতলবটা কি করে যে এলো আর কেনই বা এলো, এই চিন্তাটাই আমাকে এখন কুরে কুরে খাচ্ছে যেন। আমার হাতে এখন অখণ্ড অবসর আর তাই আমি মনে করি, আংশিকভাবে অসুবিধেটা এখানেই। লেডি হগিনকে আমি ছেড়ে এসেছি আর এখন একজন বৃদ্ধা মহিলার ডাকে আসা চিঠি পড়ে শোনাই, তারপর সেই সব চিঠির উত্তর লিখে দিই। এ আমার প্রতিদিনের কাজ। জবাবী চিঠি লেখা আমার অচিরেই প্রতিদিনের কাজ। জবাবী চিঠি লেখা আমার অচিরেই হয়ে যায়, এবং যে মুহূর্তে সেগুলো পড়ে শোনাতে যাব তখন

দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, কখন যে তাঁর ঘুম ভাঙবে তার ঠিক নেই। তাই তখন আমার চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকে না, অখণ্ড অবসর, অলস মন। জানেন তো, অলস মনেই যত সব শয়তান বাসা বাঁধে!'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই!' পোয়ারো বলল।

'সম্প্রতি আমি একটা বই পড়েছি, অত্যন্ত আধুনিক একটা বই, জার্মান ভাষা থেকে ভাষান্তরিত। এই বইটিতে অপরাধ প্রবণতার ওপর অনেক লেখা, প্রতিটি লেখা প্রচণ্ড আগ্রহ জাগায়। আমি বুঝেছি এইসব গল্প পড়লে স্বভাবতই যে কেউ এ ধরনের ক্রাইম করতে অনুপ্রাণিত হবে! আর একারণেই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

'তাই না কি?' পোয়ারো বলল।

'দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি মনে করি, যেহেতু এই অপরাধবোধ একটা সাময়িক উত্তেজনা থেকে উদ্ভূত (অপরাধ-প্রবণ গল্প পড়ে) তাই এটা সত্যিকারের খুব একটা ক্ষতিকর নয়। বলাবাহুল্য, দুর্ভাগ্যবশত আমার জীবনটা বড়ই নীরস, একঘেয়ে। চীনা কুকুরের গর্জনের সময় আমি মনে করি তখনি যেন আমি সত্যিকারের জীবনে ফিরে আসি। আমি জানি, কাজটা অত্যন্ত নিন্দনীয়, কিন্তু আমার বই বলে, সত্যের খাতিরে কেউ যেন তার অতীতের দিকে না তাকায়, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তির জন্য বর্তমানকেই আঁকড়ে ধরা উচিত। মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনার কাছে এসেছি, কারণ আমি আশাকরি সেটা খাটিয়ে উত্তেজনার জন্য আকুল প্রার্থনাটা মহীয়ান করা সম্ভব হতে পারে, অবশ্য যদি আমি নিজেকে সে ভাবে উপস্থাপন করি।'

'আহা', পোয়ারো বলে উঠল, 'তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে, একজন সহকর্মী হিসেবে আপনি নিজেকে উপস্থাপন করছেন?'

মিস কারনেবির মুখখানি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

'আমি জানি, এ আমার বড় দুঃসাহসী। কিন্তু আমি আবার এও জানি যে, আপনি খুবই সদাশয়—' এখানে হঠাৎ তিনি নীরব হয়ে গেলেন। তাঁর চোখের রঙ বদলে গেল, ফ্যাকাসে নীল চোখ, তাঁর সে চোখে এমন একটা কিছু ছিল যার সঙ্গে তুলনা করা যায় কুকুরের আকুতি, যে আশা করে তার প্রভু তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, এটা একটা মতলব হতে পারে', এরকুল পোয়ারো ধীরে ধীরে বলল।

'অবশ্য আমি আদৌ তেমন চতুর নই', মিস কারনেবি স্বীকার করলেন। 'কিন্তু প্রকৃত অবস্থা গোপন করা, অর্থাৎ না জানার ভান করতে আমি খুবই দক্ষ। আর এরকম মনোভাব হতেই হবে, তা না হলে সঙ্গী হিসেবে থাকার পদ থেকে তাকে সঙ্গে সঙ্গে পদচ্যুত করা হবে। আর আমি সব সময় দেখেছি, নিজেকে চালাক হিসেবে জাহির করার চেয়ে বোকা বনে থাকলে কখনো কখনো ভাল ফল পাওয়া যায়।'

এরকুল পোয়ারো শব্দকরে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে সে বলল, 'মাদামোয়াজেল, আপনার কথায় কি জাদু আছে কে জানে, আমি মুগ্ধ।'

'ওহো প্রিয় মঁসিয়ে পোয়ারো, কি চমৎকার মানুষ আপনি। তাহলে আমার আশা

পূরণ করতে আপনি আমাকে উৎসাহ দেবেন তো? উইল-বলে আমি সবেমাত্র একটা ছোটখাটো সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েছি, খুবই ছোট সম্পত্তি। তবুও এটা আমার আর আমার বোনের খুব উপকারে লাগবে। মিতব্যয়ীর মতো খরচ করতে পারলে আমাকে আর আমার স্বল্প আয়ের ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে না।'

'আমার যতদূর ধারণা', পোয়ারো বলল, 'আপনার কর্মদক্ষতা ঠিক কোথায় যে কাজে লাগানো যাবে, আপনি নিজেই তা জানেন না।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার মনে হয় আপনি জানেন। সত্যি আপনি নিশ্চয়ই পরের মনের কথা বুঝতে পারেন। সম্প্রতি আমি আমার এক বন্ধুর ব্যাপারে খুবই চিন্তিত। এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে যাচ্ছিলাম। অবশ্য আপনি বলতে পারেন, এ সবই একজন বৃদ্ধা পরিচারিকার কল্পনা, স্রেফ অনুমান। সম্ভবত কেউ কেউ যে কোনো ব্যাপার ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অতিরঞ্জিত করতে আসক্ত আর এমন কিছুর খোঁজ করে যার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।'

'কিন্তু মিস কারনেবি, আপনার ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে, আমার বিশ্বাস, আপনি কখনো কোনো কিছু অতিরঞ্জিত করবেন না। তাই বলছি, আপনার মনে কি আছে বলুন।'

'বেশ বলছি তাহলে শুনুন। আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে, যদিও গত কয়েক বছরে খুব কমই দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। তার নাম এমিলিন ক্লেগ। উত্তর ইংলন্ডের এক ভদ্রলোককে বিয়ে করে সে। বছর কয়েক আগে তার স্বামী মারা যায়, সে তার স্ত্রীর আরামে থাকার মতো প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি আর অর্থ রেখে গেছে। তার মৃত্যুর পর এমিলিন অসুখী আর নিঃসঙ্গ হয়ে পরে। আমার এই বন্ধুটি একদিক দিয়ে নেহাতই খুব বোকা এবং সম্ভবত সরল মনে সব কিছুই বিশ্বাস করে নেয়, আমার আশঙ্কা এখানেই। ধর্ম, জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমাদের জীবনে খুব সাহায্য করতে পারে, কিন্তু আমি সেই ধর্মের কথা বলছি, যে ধর্মের মধ্যে গোঁড়ামি আছে।'

'আপনি কি গ্রীক চার্চের উল্লেখ করেছেন?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।

'ওহো না, একেবারেই তা নয়। সেটা ইংলন্ডের চার্চ। আর যদিও আমি রোমান ক্যাথলিক স্বীকার করি না, তবে সেটা স্বীকৃত অন্তত। আর ইংলন্ডের খ্রিস্টীয় মেথাডিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং গির্জার উপাসকমণ্ডলী, এ দু'টি সংস্থাই সুপরিচিত ও সম্মানিত। আমি যে ব্যাপারে কথা বলছি তা হলো এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত শিষ্যের দল। এরা খুব লাফালাফি করতে পারে। এরা খুব আবেগপ্রবণ হয়, এদের আবেদনে সাড়া না দিয়ে থাকা যায় না। কিন্তু আমার কি সন্দেহ হয় জানেন, তাদের এইসব কাজের পিছনে সত্যিকারের ধর্মীয় অনুভূতি আছে কিনা কে জানে!'

'আপনি কি মনে করেন ওই ধরনের একজন শিষ্যের শিকার হয়েছে আপনার বন্ধু?'

'হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। অবশ্যই আমি তাই মনে করি। যাজকদের দল বলে নিজেদেরকে জাহির করে তারা। তাদের হেডকোয়ার্টার ডেভনশায়ারে সমুদ্রের ধারে

একটা চমৎকার এস্টেটে। এইসব অনুগামী শিষ্যের দল সেখানে যায়, যে জায়গাটাকে তারা বিশ্রামাগার বলে থাকে। সেটা এক পক্ষকালের জন্য, ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পর্ব সমাধা করার জন্য। সেখানে বছরে তিনটি বড় উৎসব হয়ে থাকে—আসন্ন পশুচারণ ভূমি, পরিপূর্ণ চারণভূমি আর চারণভূমির ফসল কাটা।'

শেষ উৎসবটা মূর্খামি, পোয়ারো বলল, 'কারণ কেউ চারণভূমি থেকে ফসল কাটে না, চারণভূমিতে আবার ফসল কিসের?'

'সমস্ত ব্যাপারটাই মূর্খামি,' মিস কারনেবি উষ্ণ গলায় বললেন, 'সমস্ত দলটা পরিচালনা করেন মহান যাজক, যিনি নিজেকে গ্রেট শেফার্ড বলে মনে করেন। তাঁর নাম ডঃ অ্যান্ডারসন। দারুন সুপুরুষ চেহারা।'

'যিনি মহিলাদের কাছে আকর্ষণীয়, তাই তো?'

'আমার আশঙ্কা তাই', মিস কারনেবি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আমার বাবাও খুব সুপুরুষ দেখতে ছিলেন। এক-এক সময় যাজক-পল্লীতে তাঁকে খুব অস্বস্তিতে পড়তে হতো। এতে গির্জার কাজকর্মে প্রতিদ্বন্দ্বীর সৃষ্টি হতো...'

'এই মহান দলের বেশির ভাগই কি মহিলা সদস্য?'

'আমি জেনেছি, কম করেও চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগ। আর পুরুষ সদস্যদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই বাতিকগ্রস্ত। তাই এই দলের গতিবিধির সাফল্য নির্ভর করে মহিলাদের ওপর। আর মহিলারাই টাকার জোগান দিয়ে থাকে।'

'আহ্', পোয়ারো বলল, 'এখন আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমার যতদূর মনে হয়, আপনার অনুমান সমস্ত ব্যাপারটাই মিথ্যে, নকল, তাই না?'

'হ্যাঁ মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি অকপটে স্বীকার করছি, ঠিক তাই, এর মধ্যে আর কোনো দ্বিরুক্তি নয়, এর জন্যই তো আমার চিন্তা। আমার আর একটা চিন্তার কারণ হলো, আমি জানতে পেরেছি, আমার বেচারী বন্ধুটি এতই ধর্মে বিশ্বাসী এবং অনুরক্ত যে, সম্প্রতি সে একটা উইল করেছে, যাতে সে তার সমস্ত সম্পত্তি এই দলকে দান করেছে।'

পোয়ারো তীক্ষ্নস্বরে বলল, 'সেটা করতে কি তাঁকে বোঝানো হয়েছিল? মানে আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন তো...সেই উইলটা করতে ওঁকে কি বাধ্য করা হয়েছিল?'

'সত্যি কথা বলতে কি, না, সেটা পুরোপুরিই তার ইচ্ছেয় হয়েছিল। মহান যাজক তাকে নতুন একটা জীবনের পথ দেখিয়েছিলেন। তাই তার মনে হয়েছিল, তার মৃত্যুর পর একটা মহান কর্তব্য পালিত হবে। কে বলতে পারে, তার উইলের শর্ত তাড়াতাড়ি বলবৎ করার জন্য তার মৃত্যু তরান্বিত হতে পারে? এর থেকেই সত্যিকারের চিন্তা আমাকে যেন কুরে কুরে খায়, জানেন—'

'হ্যাঁ, থামলেন কেন, বলে যান—'

'ভক্তদের মধ্যে বহু ধনী মহিলা আছেন। এই তো গত বছর তাদের মধ্যে কম করেও তিনজন মারা গেছেন, বলতে গেলে একরকম অসময়েই!'

'তাঁদের সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি এই দলটিকে দিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই!'

'হ্যাঁ, বলাবাহুল্য।'

'ওদের আত্মীয়স্বজনরা প্রতিবাদ করেনি?'

আমার তো মনে হয় এক্ষেত্রে ব্যাপারটা মামলা-মকদ্দমা পর্যন্ত গড়ানো উচিত ছিল।'

'আপনার অনুমান ঠিক, আমি মানছি। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন মঁসিয়ে, অর্থ সম্পত্তিতে যে সব মহিলারা বিত্তবান, সাধারণত তারা নিঃসঙ্গ হতে থাকে, তাদের আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধব বলতে কেউ থাকে না। তাই কে প্রতিবাদ করবে বলুন, আর কেই বা মামলা-মোকদ্দমা রুজু করবে?'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল। মিস কারনেবি দ্রুত বলে যেতে থাকেন—

'অবশ্যই আদৌ কোনোরকম পরামর্শ দেবার অধিকার আমার নেই। আমি শুনেছি, এই সব মৃত্যুর পিছনে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। আমার বিশ্বাস, ওঁদের মধ্যে একজন ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান, এবং অন্য একজন গ্যাস্টিক আলসার রোগে মারা যান। তাই স্বভাবতই সম্পূর্ণভাবেই এর মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না। আমি কি বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আর ওদের মৃত্যু গ্রীন হিল পবিত্র স্থানেও হয়নি, আসলে ওঁরা মারা যান ওঁদের নিজেদের বাড়িতেই। তাই ওঁদের মৃত্যু যে স্বাভাবিক তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার কথায় আমি দেখব, আপনার বন্ধু এমির জীবনে এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে, সেদিকে আমি অবশ্যই নজর রাখব এবং প্রয়োজন হলে সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থাই নেব।'

মিস কারনেবি হাততালি দিয়ে উঠলেন, পোয়ারোর চোখে চোখ রাখলেন তিনি, তাঁর সেই চোখের চাহনিতে করুণ আবেদন থিক্‌থিক্ করছিল।

পোয়ারো বেশ কয়েক মিনিট নীরব রইল। আর সে যখন আবার মুখ খুলল তখন তার গলার স্বর একেবারে বদলে গেছে। সেটা গম্ভীর এবং গভীর।

সে বলল, 'যেসব সদস্যা সম্প্রতি মারা গেছে, তাদের নাম ও ঠিকানা আমাকে দেবেন, কিংবা হাতের কাছে না থাকলে খুঁজে বার করবেন।'

'হ্যাঁ, বাস্তবিকপক্ষে তা পারব মঁসিয়ে পোয়ারো।'

পোয়ারো ধীরে ধীরে বলল, 'মাদামোয়াজেল, আমার কি মনে হয় জানেন, আপনার প্রচণ্ড সাহস আছে, আর আপনার মনের দৃঢ়তা আছে। আপনার ভাল নাটুকে ক্ষমতা আছে। আপনি একটা কাজ করে দেবেন, তবে আগে-ভাগে বলে রাখি, এ কাজে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে।'

'আমি তো এ ধরনের কাজই বেশি পছন্দ করি।' অভিযানপ্রিয় মিস কারনেবি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বললেন।

পোয়ারো আবার সতর্ক করে দিতে ভুলল না।

'আদৌ যদি একটা ঝুঁকি থেকে থাকে, তাহলে সেটা খুবই গুরুতর হবে। আপনি বুঝে দেখুন, হয় এটা পরীর বাসা কিংবা এটা খুবই ভয়ঙ্কর। এটা খুঁজে পেতে হলে আপনাকে প্রথমেই সেই মহান দলের সদস্যা হতে হবে। আপনাকে আমার পরামর্শ হলো, আপনি সম্প্রতি উইলের বলে যে ছোট একটা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েছেন, সেটা অতিরঞ্জিত করে বাড়িয়ে বলতে হবে। আপনার প্রচারযন্ত্রটা সক্রিয় করে তুলতে হবে। আপনি এখন যথেষ্ট স্বচ্ছল মহিলা, আপনার জীবনে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নেই। আপনি আপনার বন্ধু এমিলিনের সঙ্গে কথা বলুন, তাঁকে বোঝান, তিনি যে ধর্ম অবলম্বন করেছেন সেটার কোনো মানে হয় না, উল্টে উনি আপনাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন। আপনি তাঁকে একটু প্রশ্রয় দেবেন। তাঁর সঙ্গে আপনি গ্রীণ হিল পবিত্র জায়গায় যাবেন। সেখানে ডঃ অ্যান্ডারসন তাঁর প্রচণ্ড ক্ষমতাবলে আপনাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন। তারপরের অংশে কি ঘটবে আশাকরি আমাকে বলে দিতে হবে না।'

মিস কারনেবি সুন্দর করে হাসলেন। তারপর তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার মনে হয় আমি সব কিছুই ঠিকমতো মানিয়ে নিতে পারব।

'প্রিয় বন্ধু, আমার জন্যে আপনি কি বার্তা সংগ্রহ করে রেখেছেন?'

চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপ চিন্তিতভাবে ছোটখাটো মানুষটির দিকে তাকালেন তাঁর প্রশ্নকর্তার দিকে। দুঃখের সঙ্গে তিনি বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি যা আশা করেছিলাম, আদৌ তা পাইনি। এই সব লম্বা-লম্বা চুলওয়ালা ধর্মীয় মানুষগুলোকে আমি ঘৃণা করি, বিষের মতো বিপজ্জনক বলে মনে করি। মহিলাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মান্ধ করে তুলে অহেতুক অর্থহীন শ্রদ্ধা আদায় করে নেয় এরা। কিন্তু এই সব লোকেরা খুবই সতর্ক, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে। তাদের ধরা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তারা সবাই সুযোগসন্ধানী, কিন্তু ক্ষতিকারক নয়।

'ডঃ অ্যান্ডারসন-এর সম্পর্কে কিছু জানতে পারলেন?'

'আমি তাঁর অতীত ইতিহাস দেখেছি। উনি একজন সম্ভাবনাময় কেমিস্ট ছিলেন এবং জার্মান ইউনির্ভাসিটি থেকে উচ্চতর শিক্ষালাভ করেন। মনে হয় তাঁর মা একজন ইহুদি ছিলেন। তিনি সব সময় প্রাচ্য পৌরাণিক কাহিনী এবং ধর্মগ্রন্থ নিয়ে পড়াশোনা করতেন, অবসর সময়টা এ কাজেই কাটিয়ে দিতেন এবং এই বিষয়ের ওপর নানান প্রবন্ধ লিখেছিলেন, কিছু কিছু লেখার মধ্যে আমি তাঁর বিকৃতমস্তিষ্কের পরিচয় পাই।'

'তাই উনি যে একজন সত্যিকারের ধর্মান্ধ, এ সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'হ্যাঁ, এরকমই মনে হচ্ছে।'

'আমি আপনাকে যে সব নাম আর ঠিকানা দিয়েছিলাম, তাদের ব্যাপারে কি জানতে পারলেন বলুন?'

'যা সব খবর পেয়েছি তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকার কথা নয়। যেমন মিস এভেরিটের কথাই ধরুন না কেন? উনি কোলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এর মধ্যে যে কোনো গোপন কলা-কৌশল কিংবা ছলচাতুরি নেই, ওঁর চিকিৎসক একেবারে নিশ্চিত। মিসেস লয়েড ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আর লেডি ওয়েস্টার্ন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান, অনেক বছর ধরে এই মারাত্মক রোগে ভুগছিলেন তিনি, এমন কি এই সব ধর্মের নামে অধার্মিক লোকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অনেক আগেই তিনি এই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মিস লী মারা যান টাইফয়েডে, উত্তর ইংলন্ডে কোনো জায়গায় স্যালাড খেয়েই তিনি নাকি এই রোগে আক্রান্ত হন। এঁদের মধ্যে তিনজন যে যার নিজের বাড়িতে মারা যান, এবং মিসেস লয়েড মারা যান ফ্রান্সের একটা হোটেলে। যতদূর জানা যায়, এই সব মৃত্যু সেই মহান দলের সঙ্গে কিংবা ডেভনশায়ারের অ্যান্ডারসনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। হয়তো এ সব এক-একটা নিখাদ কাকতালীয় ব্যাপার। সমস্ত ব্যাপারগুলোই সন্দেহাতীত।'

এরকুল পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কিন্তু বন্ধু, তবুও আমি বলব, আমার ধারণা, এটা হারকিউলিসিসের দশম পরিশ্রম, আর এই ডঃ অ্যান্ডারসন হচ্ছেন জেরিঅনের দানব, আমার ইচ্ছে এই দানবটাকে ধ্বংস করা।'

জ্যাপ তার দিকে চিন্তিত হয়ে তাকালেন।

'দেখুন পোয়ারো, আমার মনে হয়, আপনি সাম্প্রতিককালের কোনো অদ্ভুত ধরনের কিংবা সন্দেহজনক প্রবন্ধ পড়েননি, পড়েছেন?'

পোয়ারো মর্যাদার সঙ্গে বলল, 'আপনাকে মনে করিয়ে দিই, আমার মন্তব্য সব সময়েই যথাযথ, গভীর এবং সঙ্গত।'

'এক কাজ করুন, আপনি নিজেই একটা নতুন ধর্মের প্রবর্তন করুন', জ্যাপ বললেন, 'ধর্মমত প্রচার করুন এই বলে, "এরকুল পোয়ারোর মতো চতুর আর কেউ নেই এ জগতে!" কি বলেন, ঠিক বলিনি?'

'এখানে যে শান্তিতে আমি আছি তা খুবই চমৎকার', বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন মিস কারনেবি।

আমি তোমাকে এরকমই বলেছিলাম', এমিলিন ক্লেগ বললেন।

পাহাড়ের একটা ঢালু জায়গায় দুই বন্ধুতে বসে সুন্দর নীল নীলিমার নিচে নয়নাভিরাম গভীর নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলেন পলক-পতনহীন চোখে। জায়গাটা সত্যিই অতি মনোরম, চির শান্তির এবং চির সুখের। পায়ের নিচে গাঢ় সতেজ সবুজ রঙের ঘাস, সোনা রঙের মাটি, এবং পাশে সুউচ্চ পাহাড়ের গায়ে লাল আভা। ছোট্ট এই এস্টেটটি এখন গ্রীন হিল পবিত্র স্থান, উপাসনার স্থান হিসেবেই পরিচিত। ছ' একর জমির প্রতিটি ইঞ্চি পবিত্রতার প্রতীক। একটা ছোট্ট, সরু পথ মূল ভূখণ্ড এবং

এই এস্টেটের মধ্যে একটা যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে, দূর থেকে এই এস্টেটটা দেখে মনে হবে যেন একটা দ্বীপ, আর সেই দ্বীপে এখন অন্তরীন দুই বন্ধু।

মিসেস ক্লেগ ভাবপ্রবণ হয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'লাল ভূমি, প্রখর দীপ্তিময় এবং প্রতিশ্রুতির ভূমি, যেখানে ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে।'

মিস কারনেবি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম গতরাত্রে প্রভু সব কিছু এমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছেন।'

'অপেক্ষা করো,' ওঁর বন্ধু বললেন, 'আজকের রাতের উৎসবের জন্য। লতাপাতার পূর্ণ বিকাশ ঘটতে দেখা যাবে তখন!'

'আমি তো সেদিকেই তাকিয়ে আছি', মিস কারনেবি বললেন।

'তুমি তার মধ্যে থেকে একটা বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবে,' ওঁর বন্ধু ওঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সপ্তাহখানেক আগে এই গ্রীন হিল পবিত্র জায়গায় এসে পৌঁছেছিলেন মিস কারনেবি। এখানে এসে ওঁর আচরণ এই রকম—'এখানে এইসব কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যাপারের মানে কি? সত্যি এমি আমি বুঝতে পারছি না, তোমার মতো একজন সচেতন মহিলা এভাবে...'

ডঃ অ্যান্ডারসনের সঙ্গে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের সময় মিস কারনেবি তাঁর বিবেক আর বিচারবুদ্ধি দিয়ে তাঁর অবস্থান খুবই স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

'ডঃ অ্যান্ডারসন, আমি আপনাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিচ্ছি, আমি এখানে মিথ্যে ভান করতে এসেছি বলে মনে করি না। আমার বাবা ইংলন্ডের একটা চার্চের ধর্মযাজক ছিলেন। আমি কখনো আমার ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাস থেকে বিচলিত হইনি। ধর্মহীন ব্যক্তির উপদেশ আমি শুনতে চাই না।'

সোনালী চুলের বিরাট মাপের মানুষটি মিস কারনেবির কথায় একটুও রাগলেন না, বরং হাসিমুখে তাঁর দিকে তাকালেন, সে হাসি বড় মিষ্টি, সে হাসি সমঝোতার। মিস কারনেবি ধর্মের নামে যতই তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুক না কেন ডঃ অ্যান্ডারসন তাঁর সামনে বসে থাকা মহিলাটির দিকে প্রশ্রয়পূর্ণ চোখেই তাকালেন।

'প্রিয় মিস কারনেবি,' তিনি বললেন, 'আপনি মিসেস ক্লেগির বন্ধু, আর তাই তো আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিশ্বাস করুন, আমাদের উপদেশ ধর্মশূন্য নয়। এখানে সমস্ত ধর্মকেই স্বাগত জানানো হয়, এবং সব ধর্মকেই সমানভাবে সম্মান দেওয়া হয়।'

'তাহলে তাদের উচিত নয় এভাবে প্রয়াত রেভারেন্ড টমাস কারনেবির বিশ্বস্ত গোঁড়া মেয়ে,' তাঁর কথাটা অসমাপ্ত রেখে ডঃ অ্যান্ডারসনের সুন্দর মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ এই প্রথম বুঝি বা একটু দুর্বল হয়ে পড়লেন।

ওদিকে ডঃ অ্যান্ডারসন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার বাবার অগাধ ধন-সম্পত্তি আছে, বিরাট বিরাট বাসভবন আছে...সেটা মনে রাখবেন মিস কারনেবি।'

ডঃ অ্যান্ডারসনের সান্নিধ্য থেকে সরে এসে মিস কারনেবি তাঁর বন্ধুকে চুপি চুপি বললেন, 'সত্যি উনি খুবই সুপুরুষ!'

'হ্যাঁ', এমিলিন ক্রেগ উত্তরে বললেন, 'আর ভয়ঙ্করভাবে আধ্যাত্মিক।'

মিসেস কারনেবি তা স্বীকার করলেন। কথাটা যে সত্য তা তিনি অনুভব করতে পেরেছেন, অপার্থিব এবং আধ্যাত্মিকের সে এক বিস্ময়কর অলৌকিক আভা।

তবু মিস কারনেবি নিজেকে ভাবাবেগ থেকে বিরত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি জানেন এখানে তাঁর আসাটা মহান যাজকের কাছে প্রার্থনা জানানোর জন্য নয়, কিংবা ধর্মোপদেশ শোনার জন্য নয়। তিনি এখানে এসেছেন এরকুল পোয়ারোর নির্দেশে ডঃ অ্যান্ডারসনের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখার জন্য এবং তাঁর অতীত কার্যকলাপের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। মনে হয় তিনি এখন অনেক, অনেক দূরে, এবং রহস্যময়ভাবে পার্থিব...'

'আমি', মিস কারনেবি নিজের মনেই বলে উঠলেন, বলছি, 'নিজের ওপর আস্থা রাখার চেষ্টা করো, উপলব্ধি করার চেষ্টা করো। না বুঝে কোনো সিদ্ধান্ত নিও না, ভুলও তো হতে পারে। মনে রেখো, এখানে তুমি কি করতে এসেছ...'

কিন্তু দিন যত যায়, তিনি যেন তত বেশি করে গ্রীন হিলের পবিত্র স্থানের কাছে একটু একটু করে সঁপে দিচ্ছেন। যেখানে শান্তি, সরলতা, সাধারণ খাবারও সুস্বাদু লাগে, যেখানে প্রেম, পূজা ও প্রার্থনা একটা বিরাট ভূমিকা নিচ্ছে, যেখানে ডঃ অ্যান্ডারসনের মতো তথাকথিত প্রভুর উপদেশ শিষ্য-শিষ্যাদের মনে ঈশ্বরের বাণী বলে পরিগণিত হচ্ছে, একটা বিশেষ আবেদন বলে বিবেচিত হয় সবার কাছে, যে আবেদনে মানবতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়, সেখানে জগতের সমস্ত শক্রুতা এবং কুৎসিত ঢাকা পড়ে যায়। এখানে শুধু প্রেম-ভালবাসা আর অপার সুখ ও শান্তি বিরাজ করে সব সময়...

আর আজ রাতেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিরাট গ্রীষ্মকালীন উৎসব, পরিপূর্ণ তৃণ ও লতাপাতার উৎসব। আর এতে অ্যামি কারনেবিকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে, দলের একজন সদস্য থাকতে হবে।

সাদা চকচকে কংক্রিটের বিল্ডিং-এ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো, পবিত্র স্থান হিসেবেই খ্যাত জায়গাটা। সূর্য অস্ত যাওয়ার ঠিক আগে ভক্তরা এখানে এসে হাজির হয়। তারা ভেড়ার চামড়ার ক্লোক পরেছিল, আর তাদের পায়ে স্যান্ডাল। তাদের হাত শূন্য। গির্জার মাঝখানে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডঃ অ্যান্ডারসন, বড় মাপের মানুষ তিনি সোনালী চুল, নীল চোখ, মুখভর্তি সুন্দর দাড়ি-গোঁফ, সব মিলিয়ে তাঁর সুন্দর মুখের আকর্ষণ চোখে পড়ার মতো। তাঁর পরনে সবুজ রঙের আলখাল্লা, হাতে তাঁর সোনার লাঠি। লাঠিটা তিনি একবার শূন্যে তুলে ধরলেন। একটা মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা নেমে এলো সেই জনসভায়।

'আমার ভেড়ার দল কোথায়?'

জনতার ভিড় থেকে উত্তরটা ভেসে এলো।

'ওহে মেষপালক, এই তো আমরা সবাই এখানে।'

'তোমরা তোমাদের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত করে তোলো এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদজ্ঞাপন করো। এটা হলো জয়ের আনন্দোৎসব।'

'জয়ের আনন্দোৎসবে আমরা আনন্দে ভরপুর।'

'এরপর থেকে তোমাদের আর কোনো দুঃখদুর্দশা থাকবে না, কোনো যন্ত্রণা আর নয়। শুধুই আনন্দ, অপার আনন্দ!'

'হ্যাঁ, অপার আনন্দ...'

'মেষপালকের ক'টা মাথা বলো?'

'তিনটি মাথা, একটা সোনার মাথা, একটা মাথা রূপোর, আর একটা মাথা পিতলের।'

'এবার বলো ভেড়ার ক'টা দেহ?'

'তিনটি, একটি মাংসের, একটি দুর্নীতির, আর একটি আলোর।'

'দলে তোমাদের এক সূত্রে কি করে গাঁথা যাবে?'

'রক্তের সংস্কার করে।'

'তোমরা সেই সংস্কারের জন্য প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত।'

'তোমরা যে যার চোখ বেঁধে ফেল আর ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দাও।'

'জনতা বাধ্য ছেলের মতো যে যার স্কার্ফ দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। মিস কারনেবি অন্যদের মতো তাঁর ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

চোখ বন্ধ ভেড়ার দল ডান হাত বাড়িয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মহান মেষপালক এবার তাঁর দলের লাইন বরাবর এগিয়ে গেলেন। এই সময় সমবেত মৃদু চিৎকার শোনা গেল, বেদনা কিংবা আনন্দে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ শোনা গেল।

মিস কারনেবি প্রচণ্ড রাগে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, 'সমস্ত ব্যাপারটাই ঈশ্বর নিন্দায় পরিপূর্ণ! এ ধরনের ধর্মীয় হিস্টিরিয়ার জন্য পরিতাপ করা উচিত। আমি একেবারেই শান্ত, নির্লিপ্ত থাকব আর অন্যদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করব। আমি কোনো নির্দেশ মানব না, না, আমি মানব না...'

এবার মহান মেষপালক মিস কারনেবির কাছে এগিয়ে এলেন। মিস কারনেবি অনুভব করলেন, তাঁর একটা হাত ধরা হলো, এবং তারপরেই তিনি সেই হাতে একটু সূচ ফোটার মতো যন্ত্রণা অনুভব করলেন। মেষপালক বিড়বিড় করে বলে উঠলেন : 'এ হলো রক্তের সংস্কার, যা আনন্দ এনে দেয়, যা সুখ এনে দেয়, যা শান্তি এনে দেয় মানুষের জীবনে...'

কাজ শেষ, এবার তিনি এগিয়ে গেলেন।

এই সময় একটা আদেশ হলো!

'ব্যক্ত করুন এবং আধ্যাত্মিক শক্তির আনন্দ উপভোগ করুন।'

এই সময় সূর্য ডুবে যাচ্ছে। মিস কারনেবি তাঁর চারদিকে তাকিয়ে এক-এক করে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে দল থেকে বেরিয়ে এলেন। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন তাঁর ভারি শরীরটা কেমন যেন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠছে। একটা অদ্ভুত সুখাবেশে পেয়ে বসল তাঁকে। আর তারপরেই হঠাৎ আগের অনুভূতির ঠিক উল্টোটাই ঘটতে দেখা গেল। নিচে সবুজ ঘাসের গালিচায় আস্তে আস্তে ডুবে গেলেন তিনি। তাঁর এখন মনে হচ্ছে, কেন তিনি ভাবতে গেলেন তিনি একা নিঃসঙ্গ, অনাকাঙ্ক্ষিত, মধ্যবয়স্কা মহিলা? জীবন বড় আনন্দময়, বড় সুন্দর, বড় মনোরম,—তিনি নিজেই একজন বিস্ময়কর! তাঁর চিন্তাশক্তি আছে, আছে স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা। এখন তাঁর কাছে এমন কোনো কাজ নেই যা তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন না।

তাঁর সারা দেহে প্রচণ্ড একটা উল্লাসের ঢেউ খেলে গেল। তিনি তাঁর সহ-ভক্তদের দিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন, হঠাৎ মনে হলো তাদের, অপরিমেয় মানসিক বা নৈতিক গুণ যেন বৃদ্ধি পেয়েছে।

'এ যেন গাছের হেঁটে যাওয়ার মতো...' মিস কারনেবি নিজের মনেই বললেন সশ্রদ্ধভাবে।

তিনি তাঁর একটা হাত ওপরের দিকে তুললেন। সেটা একটা প্রয়োজনীয় ভঙ্গিমা। এর দ্বারা তিনি পৃথিবীকে আদেশ করতে পারেন। সিজার, নেপোলিয়ন, হিটলার, বেচারা দুর্দশাগ্রস্ত সবাই। তাঁরা তো জানেন না, তিনি অ্যামি কারনেবি কি করতে পারেন! আগামীকাল তিনি বিশ্ব শান্তি এবং আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের সম্মেলনের আয়োজন করবেন। আর যুদ্ধ নয়, দারিদ্র্য নয়, অসুখ নয়, এসবই হবে তাঁর প্রধান স্লোগান। তিনি, অ্যামি কারনেবি একটা নতুন পৃথিবীর রূপরেখা গড়ে তুলবেন।

কিন্তু তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সময় অনন্ত...মিনিটের পরেই মিনিট আসে, ঘণ্টার পরেই ঘণ্টা আসে! মিস কারনেবির পাদুটো ভারি হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাঁর মনটা খুবই উৎফুল্ল। তার সেই উৎফুল্লিত মনটা এখন সারা বিশ্ব পরিক্রমা করে বেড়াতে পারে। তিনি ঘুমোন...কিন্তু ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখেন...বিরাট বিচরণভূমি...বিরাট বিরাট বিল্ডিং...সে এক নতুন এবং বিস্ময়কর পৃথিবী...

পৃথিবী একটু একটু করে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। মিস কারনেবির ঘুম পাচ্ছে, ঘন ঘন হাই তুলছেন তিনি। তিনি তাঁর শক্ত হয়ে ওঠা পা'দুটো নড়ালেন। গতকাল থেকে কি কি ঘটেছে? গতরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন...

আকাশে চাঁদের হাট, আলোর ফোয়ারা। সেই আলোয় মিস কারনেবি তাঁর কব্জিঘড়ির কাঁটাগুলো স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তাঁকে হতবাক করে দিয়ে ঘড়ির কাঁটাদুটো ঘোষণা করছে দশটা বাজতে পনের। সে জানে, সূর্য অস্ত যায় আটটা দশে। মাত্র এক ঘণ্টা পঁয়তিরিশ মিনিট আগে? আর তবুও—

'অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য,' মিস কারনেবি নিজের মনেই বললেন।

এরকুল পোয়ারো বলল, 'আমার নির্দেশগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মান্য করবেন। বুঝলেন?'

'ও হ্যাঁ মঁসিয়ে পোয়ারো। আপনি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন। আমি প্রভুর সঙ্গে, থুরি ডঃ অ্যান্ডারসনের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি তাঁকে অত্যন্ত আবেগভরা কণ্ঠে বলেছিলাম, কি চমৎকার রহস্যোদ্ঘাটনে সমস্ত ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, আমি কি রকম উপহাসের পাত্রী হয়ে গেছলাম আর সব কিছু কেমন বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি আমি সব কিছু কেমন সহজভাবে বলতে পারছি। জানেন মঁসিয়ে, ডঃ অ্যান্ডারসন জাদু জানেন, জাদুবলে তিনি কেমন সবাইকে বশীভূত করে ফেলেন, চুম্বকের মতো সবাইকে আকর্ষণ করতে পারেন।'

'হ্যাঁ, আমি মনে মনে বেশ উপলব্ধি করতে পারছি,' পোয়ারো শুকনো গলায় বলল।

'সবার মনে বিশ্বাস জন্মানোর মতো একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে ওঁর মধ্যে। তিনি যে আদৌ টাকার তোয়াক্কা করেন না, যে কেউ ভাবতে পারে, এমনি একটা বিশ্বাস তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর ভক্তদের মধ্যে। তাঁর বক্তব্য ছিল এই রকম : 'যে যা পারবে তাই আমাকে দেবে, তেমন যদি কিছু নাও দিতে পার তাতে কিছু এসে যায় না।' হাসতে হাসতে তিনি হাত পেতে দেন তাঁর ভক্তদের সামনে। এ এক অভিনব পথ তিনি বার করেছেন। তিনি আরো গদগদ হয়ে বলেন, 'তুমি আমার দলের একজন হয়ে থাকো চিরদিন, এতেই যথেষ্ট, এর বেশি কিছু আমি আশা করি না।'...'ওহো ডঃ অ্যান্ডারসন,' আমি তাঁকে বলি, 'আমার কিছু দেবার মতো সামর্থ্য নেই, এ কথা যেন ভাববেন না। জানেন, অতি সম্প্রতি আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়র কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পেয়েছি। তবে যতক্ষণ না আইনি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে টাকা আমি স্পর্শ করতে পারব না। তবে তার আগে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে চাই।' তারপর আমি তাঁকে ব্যাখ্যা করে বলি, 'আমি একটা উইল করে যেতে চাই। আর সেই উইলে আমি আমার সব অর্থ-সম্পত্তি বিশ্বভ্রাতৃত্ব সংঘকে দিয়ে যেতে চাই। আমি তাঁকে আরও বলি, আমার কোনো আত্মীয় নেই।'

'আর তিনি মহাসদয় হয়ে সেটা গ্রহণ করে নেন, এই তো?'

'এ ব্যাপারে তিনি খুবই উদাসীন। তিনি বলেন, আমার মৃত্যু হতে অনেক দেরী এখনো। তাঁর কথায় কেমন যেন একটা হতাশার সুর ধ্বনিত হতে শুনেছি।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।' পোয়ারো শুকনো গলায় আরও বলল, 'আপনি আপনার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা বলেছেন তো?'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি তাঁকে বলেছি, আমার ফুসফুসের রোগ আছে, এর আগে অনেকবার আমি এই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছি, তবে বেশ কয়েক বছর আগে একটা স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসা করাই। আশাকরি আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'চমৎকার!'

'কিন্তু আমার ফুসফুস যখন সম্পূর্ণ সুস্থ, কেন নিজেকে মিথ্যে ক্ষয়রোগাক্রান্ত বলে জাহির করার প্রয়োজন হলো, কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

'এটার প্রয়োজন অবশ্যই আছে, নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। কথাটা আপনি আপনার বন্ধুকেও বলেছেন তো?'

'হ্যাঁ, আমি তাকে বলেছি (অত্যন্ত গোপনীয়), প্রিয় এমিলিন, তার স্বামীর কাছ থেকে সৌভাগ্যলাভ করা ছাড়াও, খুব শীগ্‌গীর সে তার পিসীর কাছ থেকে মোটা টাকা লাভ করবে।'

'শুনুন বন্ধু, মিসেস ক্লেগকে সাময়িকভাবে নিরাপদে রাখতে হবে!'

'ওহো মঁসিয়ে পোয়ারো, এর মধ্যে কোনো গোলমাল যে হতে পারে, আপনি কি সত্যি তাই মনে করেন?'

'আমি তো সেটাই খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি। গ্রীন হিলে মিস্টার কোলির সঙ্গে মিলিত হয়েছেন?'

'হ্যাঁ, মিস্টার কোলির সঙ্গে দেখা হয়েছে বৈকি। অদ্ভুত লোক উনি। পরনে সবুজ-ঘাস রঙের শর্টস আর তাঁর খাদ্য বলতে শুধুই বাঁধাকপি। তাঁকে খুব বিশ্বাসী বলেই মনে হলো।'

'আমাদের পরিকল্পিত কাজের অগ্রগতি বেশ ভালই। আপনি এ পর্যন্ত যে কাজ করেছেন তা খুবই প্রশংসনীয়, তার জন্য আমি আমার তরফ থেকে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এখন শরৎ উৎসবের প্রস্তুতি নিতে হবে।'

'মিস কারনেবি, এক মিনিট!'

মিস্টার কোলি মিস কারনেবির পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেল। তার চোখদুটি উজ্জ্বল, এবং ব্যাকুলতায় ভরা সে চোখের চাহনি।

'আমার একটা দৃষ্টিশক্তি ছিল, অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিশক্তি। সত্যি সে কথা আপনাকে বলতেই হবে।'

মিস কারনেবি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মিস্টার কোলি এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তিকে ভীষণ ভয় তাঁর। এক-এক সময় তাঁর মনে হয়েছে, মিস্টার কোলি বোধহয় পাগল হয়ে গেছেন। আর তিনি দেখেছেন এক-এক সময় তার এই দৃষ্টিশক্তি ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়ার ওপর লেখা একটা জার্মান বই তিনি পড়েছিলেন এখানে আসার আগেই। তাতে তিনি দেখেছেন, এই রকম দৃষ্টিশক্তি দিয়ে মানুষ অন্যের মনের কথা সহজেই জেনে যেতে পারে। তাই মিস কারনেবির ভয় মিস্টার কোলি যদি তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা বুঝে যায়, তাহলে তো আর রক্ষে নেই, ধরা পড়ে যাবেন তিনি, আর সেই গোপন কথাটা ফাঁস হয়ে পড়বে ডঃ অ্যান্ডারসনের কাছে।

ওদিকে মিস্টার কোলির চোখদুটি জ্বলজ্বল করে উঠল, তার ঠোঁটদুটি কেঁপে উঠল এবং উত্তেজিতভাবে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি। 'বহুদিন থেকে জীবনের

পরিপূর্ণতার ওপর সর্বোচ্চ আনন্দের অতুলনীয়তার ওপর আমি মধ্যস্থতা করে আসছি, প্রতিফলিত করছি, তারপর আপনি তো জানেন, আমার চোখ সব সময়েই খোলা থাকে এবং আমি দেখে থাকি—'

মিস কারনেবি নিজেকে চাঙ্গা করলেন এই আশা নিয়ে যে, মিস্টার কোলি যা দেখেছে তা সে তার আগের বারের দেখার মতো নয়, আপাতদৃষ্টিতে সেটা প্রাচীনকালের সুমেরিয়ায় দেব ও দেবীর মধ্যে আনুষ্ঠানিক বিবাহের দৃশ্য।

'আমি দেখেছি', মিস্টার কোলি তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল, তার চোখদুটো ঘোলাটে, (হ্যাঁ, সত্যি সেরকমই দেখতে) একেবারে পাগলের মতো দেখতে, 'দৈববার্তা-ঘোষণাকারী এলিজা তাঁর রথে চড়ে স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন।'

মিস কারনেবি এ কথা শোনার পর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এলিজা অনেক ভাল, এলিজার ব্যাপারে তিনি কিছু মনে করেন না।

'নিচে', মিস্টার কোলি বলে চলেন, 'ফিনিশীয়দের দেবতাদের পূজাবেদি, সংখ্যায় তারা শতাধিক। একটা কণ্ঠস্বর আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'দেখো, দেখো এবং ঠিক করো কি তুমি দেখবে—' নির্দেশ মতো আমি এখন সব কিছুই দেখে যাচ্ছি—'

এখানে এসে সে থামতেই মিস কারনেবি নরম গলায় বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, তারপর?'

'পূজাবেদির ওপর বলির প্রতীক্ষায় শয়ে শয়ে মানুষ, হাত-পা বাঁধা অসহায় অবস্থায়, ধারাল ছুরির অপেক্ষায়। এদের মধ্যে আছে শয়ে শয়ে কুমারী মেয়ে, সুন্দরী যুবতী, সবাই নগ্ন—'

মিস্টার কোলি নিজের ঠোঁটে জিব বোলালো যেমন করে লোকে কোনো সুস্বাদু খাবারের আস্বাদ নেয়, এবং মিস কারনেবির মুখখানি লজ্জায় লাল আভা ধারণ করল।

'তারপর এলো প্রচুর দাঁড়কাক, ব্রিটেনবাসীর দেবতা ওডিনের বাহন দাঁড়কাক, তারা উড়ে এলো উত্তর থেকে। তারা এলিজার দাঁড়কাকদের সঙ্গে মিলিত হলো এবং তারপর তারা একসাথে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে আকাশে। হঠাৎ তারা গোঁৎ মেরে নিচে নেমে এসে তাদের শিকারের চোখদুটো খাবলে নেয়, তারা জীঘাংসায় উল্লসিত, তাদের দাঁতগুলো কড়মড় করে ওঠে, এবং আবার সেই কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'তোমরা যে যার শিকারের দিকে দৃষ্টিপাত করো, কারণ আজকের এই শুভ দিনে জেওভা ও ওডিন ভাই-বোনেদের রক্তে স্বাক্ষর করবেন।' তারপরেই জহ্লাদ পুরোহিতরা যে যার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারা তাদের হাতের ধারাল ছুরি উঁচিয়ে তাদের শিকারের দেহ ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ল।

মিস্টার কোলি এতক্ষণ নির্বিচারে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে যাচ্ছিল, অসহ্য, মেয়েদের দালাল সে, তার মুখে এখন ধর্ষণকামপূর্ণ উল্লাস ফুটে উঠতে দেখা গেল। মিস কারনেবি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচার জন্য দূরে সরে যেতে চাইলেন।

'আমাকে ক্ষমা করবেন, এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ান—'

তিনি তাড়াতাড়ি লিপসকম্বকে সম্বোধন করলেন, গ্রীন হিলের লজে থাকার অনুমতি পেয়েছিল সে, এই সময় সে এ পথ দিয়েই যাচ্ছিল।

'জানি না আপনি আবার,' মিস কারনেবি তাঁকে বললেন, 'সোনার ব্রোচটা দেখেছেন? মনে হয় আমি সেটা অসাবধানতাবশত কোথাও ফেলে দিয়েছি।'

লিপসকম্ব দায়মুক্ত হওয়ার জন্য নীরস গলায় গর্জে উঠে জানিয়ে দিল, মিস কারনেবির হারানো ব্রোচটা সে দেখতে পায়নি। আর কে কখন কোথায় তার জিনিস হারিয়ে ফেলছে তার খোঁজ করার কাজ তার নয়, সে কথা সাফ জানিয়ে দিতেও ভুলল না সে। লোকটা তাঁকে এড়িয়ে যেতে চাইলেও মিস কারনেবি তার সঙ্গ ছাড়লেন না যতক্ষণ না তিনি মিস্টার কোলির সেই উল্লাসধ্বনি শোনা থেকে বিরত হতে পারলেন। একসময় তিনি একটা নিরাপদ জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন।

এই সময় প্রভু, ডঃ অ্যান্ডারসন তাঁর ভক্তদের দলছুট হয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, এবং মিস কারনেবিকে দেখতে পেয়ে তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত হাসি হেসে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। মিস কারনেবি তার মনের কথাটা ব্যক্ত করতে চাইলেন, বললেন, তিনি মনে করেন, মিস্টার কোলি সুস্থ, স্বাভাবিক—

প্রভু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে তাঁর কাঁধের ওপর হাত রেখে অভয় দিতে গিয়ে বললেন, 'অবশ্যই আপনার ভয়কে দূর করতে হবে। প্রকৃত ভালবাসা সব ভয় দূর করে দেয়...'

'কিন্তু আমি মনে করি মিস্টার কোলি উন্মাদ। তিনি যে দৃষ্টিশক্তির অধিকারী...'

'তবুও,' প্রভু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'ওঁর দেখাটা অসম্পূর্ণ,....উনি ওঁর কামনা প্রবৃত্তি দিয়ে সব কিছু দেখে থাকেন। কিন্তু এমন দিন আসবে উনি আধ্যাত্মিকভাব নিয়ে সব কিছু মুখোমুখি দেখবেন।'

মিস কারনেবি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। অবশ্য তিনি একটা ছোটখাটো প্রতিবাদ করতে ছাড়লেন না।

'একটা কথা ভীষণ জানতে ইচ্ছে হচ্ছে,' তিনি বললেন, 'লিপসকম্বের নিষ্ঠুর হয়ে আমাকে ঘৃণায় পরিহার করার কি দরকার ছিল?'

'লিপসকম্ব,' তিনি আবার হেসে বললেন, 'একজন প্রহরারত কুকুরের মতোই বিশ্বাসী। হতে পারে তিনি রূঢ়ভাষী, আদিম স্বভাবের মানুষ, কিন্তু বিশ্বাসী, অতি বিশ্বাসী।'

তিনি চলে গেলেন অতঃপর। মিস কারনেবি দেখলেন তিনি মিলিত হলেন মিস্টার কোলির সঙ্গে, একটু থামলেন সেখানে, তারপর তিনি তাঁর একটা হাত রাখলেন মিস্টার কোলির কাঁধের ওপর। মিস কারনেবির আশা প্রভুর প্রভাবে ভবিষ্যতে মিস্টার কোলির দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তন ঘটতে পারে।

যাইহোক, শরৎ উৎসব হতে আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি।

উৎসবের আগের দিন অপরাহ্ণবেলায় মিস কারনেবি নিউটন উডবারির একটা

ঘুমন্ত শহরের ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে মিলিত হলেন এরকুল পোয়ারোর সঙ্গে মিস কারনেবিকে অন্যদিনের চেয়ে আজ বেশি একটু যেন অশান্ত দেখাচ্ছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে চায়ের পেয়ালাটা কোনোরকমে ধরে তাতে চুমুক দিলেন।

পোয়ারো তাঁকে অনেক প্রশ্ন করলো যার উত্তর তিনি এক-এক করে দিয়ে যেতে থাকলেন।

পোয়ারো একসময় জিজ্ঞেস করল, 'উৎসবে কতজন ভক্ত যোগদান করতে পারে?'

'আমার মনে হয় একশো কুড়িজনের মতো হবে। অবশ্যই তাদের মধ্যে এমিলিনও একজন এবং মিস্টার কোলি, সত্যি কথা বলতে কি জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, এই কোলি লোকটিকে সম্প্রতি আমার কেমন যেন বড় অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে। ওঁর অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তি। তাঁর সেই দৃষ্টিশক্তির কিছু কিছু বিবরণ তিনি আমাকে দিয়েছেন, সত্যি অত্যন্ত অদ্ভুত ধরনের সে সব। আমি আশাকরি বলবো না, কেন জানি এখন আমার মনে হচ্ছে, তিনি অপ্রকৃতিস্থ নন, আবার ঠিক প্রকৃতিস্থ না হলেও হয়তো অন্য কিছু হবেন, হয়তো ওঁর অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে, যা তিনি অতি চতুরতার সঙ্গে গোপন করে যাচ্ছেন সবার কাছে। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, তারপর আরও অনেক নতুন সদস্যরা আসবে, প্রায় কুড়িজনের মতো হবে।'

'ভাল।' পোয়ারো বলল, 'আপনাকে কি করতে হবে জানেন তো?'

মিস কারনেবি নেহাতই একটা অদ্ভুত গলায় কথা বলার আগে কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকলেন।

'হ্যাঁ মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি আমাকে কি করতে বলেছেন আমি জানি বৈকি!'

'খুব ভাল কথা। তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার কথাগুলো যেন মনে থাকে।'

তারপর অ্যামি কারনেবি স্পষ্ট ভাষায় বলে উঠলেন, 'কিন্তু আমি তা করব না।'

এরকুল পোয়ারো অবাক চোখে তাকাল তাঁর দিকে। এমনটি সে আশা করেনি। মিস কারনেবি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কণ্ঠস্বর দ্রুত হলো এবং সেটা যেন একজন হিসট্রিয়া রোগিনীর মুখ থেকে বেরোতে শোনাল।

'ডঃ অ্যান্ডারসনের ওপর গুপ্তচরগিরি করার জন্যই কি আপনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন? আপনি হয়তো তাঁকে অনেক ব্যাপারে সন্দেহ করেন। কিন্তু আমি যতদূর জেনেছি, তাতে বলতে পারি, উনি একজন চমৎকার মানুষ, একজন মহান শিক্ষক। আমি তাঁকে আমার অন্তর থেকে বিশ্বাস করি। তাই আমি তাঁর বিরুদ্ধে আর কখনো গুপ্তচরগিরি করব না, আমি আপনাকে সাফ জানিয়ে দিলাম মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি ওই মহান মেষপালকের একজন ভেড়া হয়েই থাকতে চাই, আপনার গুপ্তচর হিসেবে নয়। এই পৃথিবীর জন্য আমার প্রভু একটা নতুন বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছেন, আর এখন থেকে আমি সর্বান্তঃকরণে ওঁর, শুধু ওঁর, আমি আমার মন-প্রাণ সব কিছুই ওঁর চরণে সঁপে দিয়েছি। ভাল কথা, আমি আমার চায়ের দামটা দেব, না করবেন না, প্লিজ—'

'ঠিক আছে, আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করবেন', এরকুল পোয়ারো ধীর শান্ত গলায় বলল।

এরকুল পোয়ারো পাশের টেবিলের লোকটির চোখে স্থির দৃষ্টি ফেলে তাকিয়েছিল তন্ময় হয়ে। ইতিমধ্যে ওয়েটরেস এসে তাকে দু'-দু'বার বিল পেমেন্টের জন্য তাগাদা দিয়ে গেছে। শেষবার হুঁস হতেই সে তার হাতে চেক ধরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং সেখান থেকে বেরিয়ে এলো অতঃপর।

পোয়ারো তখন ক্রুধোন্মত্ত হয়ে ভাবছিল—অতঃ কিম্!

আর একবার ভেড়ারা সেই মহান দলে এসে জমায়েত হলো। ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলো।

'তোমরা সংস্কারের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছ তো?'

'হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত।'

'ঠিক আছে, তোমরা যে যার চোখ বেঁধে ডান হাতটা সামনের দিকে প্রসারিত করে দাও।'

সবুজ আলখাল্লা পরিহিত মহান মেষপালক ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ভেড়ার দলের দিকে। মিস কারনেবির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাঁধাকপি খাওয়া এবং প্রখর দৃষ্টিশক্তির অধিকারী মিস্টার কোলির হাতে সিরিঞ্জের সূচ ফুটতেই হঠাৎ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল—

এরপর মহান মেষপালক মিস কারনেবির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতদুটো মিস কারনেবির একটা হাত স্পর্শ করল....

আর ঠিক তখনি তীক্ষ্ণস্বরে হুকুম হলো, 'না, আপনি ওরকম করতে পারেন না। ওরকম কোনো কিছুই নয় আর...আপনার খেলা শেষ ডাঃ অ্যান্ডারসন...'

কথাগুলো অবিশ্বাস্য—নজিরবিহীন। তারপরেই শোনা গেল প্রচণ্ড ক্রোধের হুঙ্কার, বিশৃঙ্খলা, ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল। ভেড়ারা যে যার চোখের ওপর থেকে সবুজ পট্টি সরিয়ে ফেলল অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখার জন্য, মহান মেষপালক ভেড়ার চামরার পোশাক পরিহিত মিস্টার কোলির সঙ্গে ধস্তাধস্তি হচ্ছিল তখন। মিস্টার কোলির সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল আর একজন ভক্ত।

দ্রুত পেশাদারি ভঙ্গিমায় আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে আসা মিস্টার কোলি তখন তীক্ষ্ণস্বরে বলছিল, 'আপনাকে গ্রেপ্তারের জন্য আমি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সঙ্গে করে এনেছি। আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আপনি এখন এখানে যা যা বলবেন, সে সব কিছুই আপনার বিচারের সময় সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হবে, বুঝলেন?'

ভেড়ার খোঁয়াড়ের দরজায় আরও কয়েকজন আগন্তুককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল, তাদের সবার পরনে নীল ইউনিফর্ম।

ভেড়াদের মধ্যে থেকে কে যেন একজন চিৎকার করে উঠল, 'পুলিশ! ওরা আমাদের প্রভুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা আমাদের প্রভুকে...'

প্রতিটি ভক্ত ভেড়া ঘটনার আকস্মিকতায় মর্মাহত, স্তম্ভিত, আতঙ্কিত...তাদের কাছে এই মহান মেষপালক ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে শহীদ হতে যাচ্ছেন, সব মহান ধর্মপ্রচারককেই এমন কষ্ট স্বীকার করতে হয়, এ হচ্ছে বহির্জগতের অজ্ঞতা এবং ধর্মগত কারণে মিথ্যে হয়রানি করা...ভেড়ার দল তাদের মহান পিতা মেষপালকের অমন দুর্দশা দেখে প্রলাপ বকতে থাকল এই ভাবে...

ইতিমধ্যে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার কোলি নিজমূর্তি ধারণ করে অত্যন্ত যত্নসহকারে মেঝের ওপর থেকে হাইপোড়ডারমিক সিরিঞ্জটা তুলছিল, একটু আগে সেটা মহান মেষপালকের হাত থেকে পড়ে গেছল।

'আমার সাহসী সহকর্মিণী!'

পোয়ারো মিস কারনেবির সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করে চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিল।

'এ আপনার একেবারে প্রথম শ্রেণীর কাজ মিস কারনেবি,' বললেন চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপ। 'আপনার সাহায্য ছাড়া এ কাজে আমরা কখনোই সফল হতে পারতাম না। আর এটাই ঘটনা।'

'ওহো প্রিয়!' মিস কারনেবি তোষামোদি ভাষায় চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এ কথা বলে আপনি সহৃদয়তারই পরিচয় দিলেন। আজ আর বলতে দ্বিধা নেই, জানেন আপনাদের জন্য এই কাজটা করতে গিয়ে আমিও কিন্তু প্রভূত আনন্দ উপভোগ করেছি। জানেন স্যার, আমার ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে সেকি উত্তেজনা! আমার তখন মনে হচ্ছিল, আমি যেন একটা বিরাট দায়িত্ব পালন করে চলেছি। এ কাজ করার আগে আমার আসল ভূমিকার কথা মনে করে এখন ভীষণ লজ্জা পাচ্ছি, সত্যি আমি কি বোকাই না ছিলাম।'

'উঁহু সেটা কিছুই নয়। বরং আমি তো বলব, আপনার সেই অজ্ঞতার মধ্যেই আপনার সাফল্য লুকিয়ে ছিল,' বললেন জ্যাপ। 'আপনি একেবারে খাঁটি সোনা। আপনি না থাকলে ওই ভদ্রলোকটিকে পুলিশ কাস্টোডিতে কিছুতেই আনা যেত না। উনি একজন অতি বিচক্ষণ স্কাউন্ড্রেল!'

মিস কারনেবি এবার পোয়ারোর দিকে ফিরে তাকালেন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি যেন আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'কিন্তু কেন?' না জানার ভান করল এরকুল পোয়ারো। 'ভুল বুঝব না, কি ব্যাপারে বলবেন তো?'

'ওই যে চায়ের দোকানে আমাদের মনোমালিন্য...উঃ সে কি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত! কি যে করতে হবে আমি জানতাম না। সেই উদ্দীপনাময় মুহূর্তে আমাকে অভিনয় করে যেতে হয়েছে।'

'চমৎকার আপনার অভিনয়', পোয়ারো উষ্ণস্বরে বলল। 'মুহূর্তের জন্য আমি তখন

ভেবেছিলাম হয় আপনি কিংবা আমি বোধহয় আমাদের জ্ঞানগরিমা সব হারিয়ে ফেলেছি। আমার মনে হয়, আপনিও হয়তো সে সময় আমার মতোই এই কথাটা ভেবে থাকবেন।'

'ওঃ, আমি এত শক্ পেয়েছিলাম, তা বলে বোঝাতে পারব না', মিস কারনেবি বললেন, 'আমরা যখন গোপন আলোচনায় মগ্ন ছিলাম, আমি দেখলাম ঠিক পিছনের টেবিলে বসে রয়েছে লিপসকম্ব, গ্রীন হিলের লজের দেখাশোনা করার ভার যার ওপর ন্যাস্ত। জানি না, তার সেখানে আসাটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার, নাকি সে আমাকে অনুসরণ করেই হাজির হয়েছিল সেখানে। যেমন বললাম, সেই উদ্দীপনাময় মুহূর্তে আমি বুঝে গেছলাম আমাকে আমার সাধ্যমতো যতটা সম্ভব ভাল কাজ করতে হবে। এবং আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি আমার তখনকার অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারবেন।'

পোয়ারো হাসল।

হ্যাঁ, আমি ঠিকই বুঝেছি। আমাদের কাছাকাছি একটি লোকই বসেছিল তখন, যে আমাদের কথায় আড়ি পাততে পারে। তাই চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসেই বাইরে নিজেকে একটু আড়াল করে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম এবং তাকে বাইরে আসতে দেখেই আমি তাকে অনুসরণ করলাম। তাকে সোজা গ্রীন হিলে ঢুকতে দেখেই আমি বুঝে গেলাম, আপনার ওপর বিশ্বাস করা যায় এবং আপনি যে আমাকে এ কাজে ডোবাবেন না, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। বুঝলাম আপনার চায়ের দাম দিতে চাওয়াটাও একটা অভিনয়, সেই সঙ্গে আমার কথা মান্য না করাটাও! কিন্তু সেই সঙ্গে আমার আশঙ্কা হলো, এর ফলে আপনার বিপদ যেন আরও বেড়ে গেল।'

'হ্যাঁ, লিপসকম্বকে শুনিয়ে শুনিয়েই গলার স্বর চড়িয়ে বোঝাতে চেয়েছিলাম, আমি তাদের প্রভুকে কত না ভক্তি করি। আর এভাবেই আমি এও বোঝাতে চেয়েছিলাম, আমি তাদেরই দলে আছি, আপনার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতে চাই না', এই পর্যন্ত বলে মিস কারনেবি এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যিই কি আমার কোনো বিপদ ছিল? আর সেই সিরিঞ্জেই বা কি ছিল?'

জ্যাপ বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি এর ব্যাখ্যা করবেন, নাকি আমি?'

মাদামোয়াজেল, ডঃ অ্যান্ডারসন একটা হীন চক্রান্ত করেন, অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, মানুষের মনে মিথ্যে ধর্মের সুরসুরি দিয়ে তাদের সব ধন-সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য হত্যা করে গেছেন নির্বিচারে একটার পর একটা...বিজ্ঞানভিত্তিক হত্যা। তাঁর অতীত ঘাঁটতে গিয়ে আমরা জেনেছি, তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে রোগজীবাণুতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গবেষণার কাজে। শেফিল্ডে তিনি বিভিন্ন নানান নাম ভাঁড়িয়ে কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি খুলে বসেন। সেখানে তিনি নানান ধরনের জীবাণু নিয়ে গবেষণা করেন। গ্রীন হিলে প্রতিটি উৎসবে তাঁর রেওয়াজ ছিল তাঁর প্রতিটি অনুগামীদের একটা ছোট্ট তবে যথেষ্ট ডোজের ক্যানাবিস ইন্ডিকা ইনজেকসন দিতেন, যার আর এক নাম সিদ্ধি বা ভাং। এতে প্রতারণার আভাষ থাকলেও চমৎকারিত্ব আছে এবং আনন্দ উপভোগের

সুযোগ আছে। তাঁর অনুগামী ভক্তরা এই সিদ্ধি ও ভাং-এর টানে প্রতি উৎসবে এসে হাজির হতো গ্রীন হিলে, আর এভাবেই তারা তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এগুলো হলো আধ্যাত্মিক আনন্দ যা দেওয়ার জন্য তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

'খুবই উল্লেখযোগ্য', মিস কারনেবি বললেন। 'সত্যি এ খুবই উল্লেখযোগ্য অনুভূতি।'

এরকুল পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দিল।

'আর এটা হলো তাঁর চক্রান্তের একটা দিক, আপন ব্যক্তিত্বের প্রভাব খাটানো, তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করার ফলে অনেকেই গণ হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়, আর এই মাদকদ্রব্যের প্রতিক্রিয়া কি সে তো আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় একটা লক্ষ্য ছিল।

'নিঃসঙ্গ মহিলারা তাঁর এতই ভক্ত হয়ে ওঠে যে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এবং পরম উৎসাহ ভরে উইল করে দেয় তাদের সব অর্থ সম্পত্তি এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নামে। উইল করার পর এই সব মহিলারা একে-একে মারা যায়। তারা যে যার নিজের বাড়িতে মারা যায় এবং আপাতদৃষ্টিতে তাদের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণিত হয়। খুব বেশি প্রয়োগগত দিকের কথা না বলে আমি সংক্ষেপে এর ব্যাখ্যা করছি। কয়েকটা জীবাণু নিয়ে তিনি গবেষণা করেছিলেন তাঁর গবেষণাগারে। যেমন কোলাইটিস রোগের জীবাণু কোনো সুস্থ রোগীর দেহে ইনজেকসন করলে কিছুদিন পরে সে ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। আর এ ভাবেই টাইফয়েড জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়া হয় অন্য এক বিত্তবান মহিলার দেহে। আর এদের যখন মৃত্যু হয় তখন চিকিৎসকরা দেখতে পায় তাদের মৃত্যু স্বাভাবিক, কারোর কোলাইটি কিংবা টাইফয়েড রোগে। আর এভাবেই সুস্থ মহিলার মৃত্যুকে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বলে যে কোনো ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না। পুরনো যক্ষ্মারোগের জীবাণু কোনো স্বাস্থ্যবতী মহিলার দেহে প্রয়োগ করলে সেটা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না, কিন্তু কোনো পুরনো যক্ষ্মারোগিণীর দেহে এই রোগের জীবাণু ইনজেকসন করে প্রবেশ করালে সেই রোগে তার মৃত্যু অনিবার্য। এবার আপনি বুঝতে পারছেন তো লোকটা কি ভয়ঙ্কর চতুর, ধুরন্ধর? ওই সব মহিলাদের মৃত্যু হবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, আর তাদের চিকিৎসা করবে বিভিন্ন চিকিৎসক এবং তাদের মনে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকবে না। আমি জেনেছি, ওই শয়তানটা এমন একটা ইনজেকসন আবিষ্কার করেছে যা মৃত্যুপথযাত্রীর দেহে প্রয়োগ করলে তার মৃত্যুর সময় খুশিমতো পিছিয়ে দেওয়া যায়।'

'আরে, এই লোক তো একটা আস্ত শয়তান, এমন ভয়ঙ্কর শয়তান এর আগে আমি কখনো দেখিনি!' বললেন চীফ ইন্সপেক্টার জ্যাপ।

পোয়ারো বলে চলে : 'মিসেস কারনেবি, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমার নির্দেশে আপনি ডঃ অ্যান্ডারসনকে বলেছিলেন আপনি একজন পুরনো ক্ষয়রোগে

আক্রান্ত রোগিণী। কোলি যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করে উনি তখন আপনাকে পুরনো যক্ষ্মারোগের জীবাণু ইনজেকসন দিতে গেছলেন আপনার হাতে, সিরিঞ্জে ওই জীবাণুই পাওয়া গেছে। যেহেতু আপনার স্বাস্থ্য খুবই ভাল, তাই ওই জীবাণু আপনার দেহে প্রবেশ করলেও আপনার কোনো ক্ষতি হতো না, তাই আমি এমন একটা ঝুঁকি নিতে পেরেছিলাম। আর তাঁকে বলতে বলেছিলাম আপনি যক্ষ্মা রোগে ভুগছেন। আমার ভয় ছিল, তিনি হয়তো অকৃতকার্য হয়ে অন্য কোনো অসুখের বীজাণু আপনার দেহে ইনজেক্ট করবেন। কিন্তু আমি আপনার সাহসকে শ্রদ্ধা করি, আর তাই তো আপনাকে আপনার জীবনের এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে প্ররোচিত করি।'

'ওহো, সে ঠিক আছে', মিস কারনেবি উজ্জ্বল মুখ নিয়ে বললেন। 'ঝুঁকি নিতে আমি কিছু মনে করি না। আমার ভয় কেবল মাঠের ষাঁড়গুলোকে আর ষাঁড়ের মতো অন্য সব জানোয়ারগুলোকে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক লোককে অভিযুক্ত করার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে তো?'

জ্যাপ দাঁত বার করে হাসলেন।

'যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে আছে', তিনি বললেন, 'আমরা তাঁর ল্যাবরেটারির খোঁজ পেয়েছি, পেয়েছি তাঁর গবেষণালব্ধ কাগজপত্র, নকশা ইত্যাদি, ইত্যাদি!'

পোয়ারো বলল, 'আমি মনে করি এটা সম্ভব, তিনি অনেকগুলো খুন করেছেন। আমি বলতে পারি, ওঁর মা ইহুদি ছিলেন বলে নয়, আসলে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পদচ্যুত করেছিল বলে। আর এর থেকেই সহজে বোঝা যায় যে, কেন তিনি এখানে এসে হাজির হয়েছিলেন, স্রেফ এখানকার লোকেদের সহানুভূতি অর্জন করার জন্য। আসলে ওঁর মায়ের সূত্রে ওঁর মধ্যে ইহুদির রক্ত ছিল না, ছিল অর্থপিশাচের রক্ত।'

মিস কারনেবি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'এতে আপনার কোনো সন্দেহ আছে?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।

'আমি ভাবছি', মিস কারনেবি বললেন, 'সেই প্রথম উৎসবের দিন আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছিলাম, সিদ্ধি, ভাং...আমি ভাবছি সে সবের কি প্রতিক্রিয়া! সমস্ত পৃথিবীটাকে কি সুন্দরভাবেই না নতুন করে সাজিয়েছিলাম! কোনো যুদ্ধ নয়, কোনো অভাব নয়, কোনো দারিদ্র্য নয়, কোনো অসুখ-বিসুখ নয়, কোনো কুৎসিত নয়...'

'সেটা চমৎকার একটা স্বপ্ন, তাই না?' জ্যাপ ঈর্ষান্বিত হয়ে বললেন।

মিস কারনেবি লাফিয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, 'আমাকে এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। এমিলি নিশ্চয়ই খুব চিন্তায় আছে। আর আমার প্রিয় অগাস্টাস ভয়ঙ্করভাবে আমার অভাব অনুভব করছে, তার বিলাপ যেন আমি শুনতে পাচ্ছি।'

এরকুল পোয়ারো হেসে বলল, 'সম্ভবত তাঁর আশঙ্কা, তাঁর মতো এরকুল পোয়ারোর জন্য আপনিও হয়তো মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন!'

সুখের অসুখ

THE APPLES OF THE HESPERIDES

"দ্য অ্যাপলস অফ হেসপেরিডেজ" ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্য স্ট্র্যান্ড' পত্রিকায়।"

এরকুল পোয়ারো বিরাট মেহগিনি কাঠের ডেস্কের পিছনে উপবিষ্ট মানুষটির মুখের দিকে চিন্তিতভাবেই তাকাল। ওর নজরে পড়ল উদার একজোড়া ভুরু, হীনচেতা মুখ, লোভাতুর চোয়াল রেখা এবং তীক্ষ্ণ অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন দু'টি চোখ। লোকটির দিকে তাকাতে গিয়ে পোয়ারো বেশ বুঝতে পারল, কেন এমেরি পাওয়ার এত বড় অর্থনৈতিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পেরেছেন।

আর ডেস্কের ওপর তাঁর প্রসারিত চমৎকার গড়নের রোগাটে হাতদু'টির দিকে তাকাতেই পোয়ারো বেশ বুঝে গেল, একজন প্রখ্যাত মহান সংগ্রহকারী হিসেবে এমেরি পাওয়ারের এত নাম-ডাক কেন। আতলান্তিকের উভয় দিকেই চারুকলায় পণ্ডিত হিসেবে তিনি খুবই পরিচিত। তাঁর শিল্পীসুলভ আবেগকে বলা যায় এক ঐতিহাসিক আবেগ। একটা জিনিস শুধু সুন্দর হলেই সেটা যথেষ্ট নয় তাঁর কাছে, তাঁর দাবী সেটার পিছনে একটা ঐতিহ্যও বজায় থাকতে হবে।

কথা বলছিলেন এমেরি পাওয়ার। তাঁর কণ্ঠস্বর ধীর, শান্ত, ছোট ছোট শব্দের কথা, স্পষ্ট কণ্ঠস্বর, উচ্চগ্রামে কথা বলার চেয়ে এরকম নিচু গলায় কথা বলার মধ্যে অনেক মাধুর্য আছে, যা মানুষের মনে প্রভাব ফেলা শুধু নয় হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে মর্মে মর্মে।

'আমি জানি, আজকাল আপনি খুব বেশি কেস আর হাতে নেন না। কিন্তু আমি মনে করি, এই কেসটা আপনি অবশ্যই হাতে নেবেন।'

'তাহলে এটা কি একটা মহান মুহূর্তের ব্যাপার?'

এমেরি পাওয়ার বললেন, 'এটা আমার কাছে একটা মুহূর্তের ব্যাপারই বটে।'

পোয়ারো তদন্তের ভঙ্গিমায় বসে রইল, তার মাথাটা একপাশে হেলে পড়েছিল। এই মুহূর্তে তাকে অনেকটা ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো মনে হলো।

এমেরি পাওয়ার বলে চলেন, 'এটা একটা শিল্পকর্ম পুনরুদ্ধারের ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। সঠিক জিনিসটা হলো স্বর্ণখচিত একটা পানপাত্র, রেনেসাঁর আমলের। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পানপাত্রটি রডরিগো বর্জিয়া, ষষ্ঠ পোপ আলেকজান্ডার ব্যবহার করতেন। আরও জানা যায় মঁসিয়ে পোয়ারো, এক-এক সময় তিনি ওই পানপাত্রে মদ্যপান করতে

দিতেন তাঁর প্রিয় অতিথিকে। আর সেই অতিথি, কথিত আছে, সাধারণত মারা যেতেন।'

'বাঃ, এতো দেখছি একটা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা', পোয়ারো বিড়বিড় করে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, এই পানপাত্রটা সত্যিই ইতিহাসখ্যাত হয়ে গেছে। জানেন মঁসিয়ে, এই পানপাত্রের সঙ্গে সেই কোন্ রেনেসাঁর আমল থেকেই একটা হিংস্রতা জড়িয়ে আছে। এই ঐতিহাসিক পানপাত্রটা বেশ কয়েকবার চুরিও গেছে। আর সেটা পুনরুদ্ধার করার জন্য খুন-জখম ও রক্তপাতও কম হয়নি। পানপাত্রে সুরার বদলে লাল রক্তে ভরে উঠেছে সময় সময়। এ যেন এক রক্তাক্ত ইতিহাস, রক্তাক্ষরে লেখা আছে সেই ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় পাতায়।'

'সেটা কি সহজাত বৈশিষ্ট্যের জন্য, নাকি অন্য কোনো কারণ আছে এর পিছনে?'

'এর সহজাত বৈশিষ্ট্যের মূল্য অবশ্যই বিবেচিত হওয়া উচিত। এবং কারীগরি দক্ষতা অতি চমৎকার (কথিত আছে এটির নির্মাতা ছিলেন বেনভেনুতো সেলিনি)। পানপাত্রের গায়ের নক্সা হলো এই রকম : একটি গাছের সঙ্গে জড়িত এক রত্নখচিত সাপ, গাছের ঝুলন্ত আপেলগুলি চমৎকার সব পান্না দিয়ে খচিত।'

পোয়ারোর মধ্যে আপাত আগ্রহ দ্রুত জেগে উঠতে দেখা গেল এবং বিড়বিড় করে সে বলে উঠল, 'আপেল?'

'আপেল-গাত্রে খচিত পান্নাগুলি চমৎকার এমন কি সাপের গায়ে খচিত চুণীগুলোও কম চমৎকার নয়। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, এই ঐতিহাসিক পানপাত্রটির মূল্য অর্থ দিয়ে নির্ধারণ করা ঠিক হবে না, কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের সম্পর্ক, যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না, সময়ই তার মূল্য ঠিক করে দেয়। ১৯২৯ সালে মার্সিজ ডি সান ভেরাট্রিনো এটির বিক্রির ব্যবস্থা করেন। উপস্থিত সংগ্রাহকরা এক-এক করে ডাক দিতে থাকে। শেষ ডাক দেবার সুযোগ আসে আমার কাছে। আর শেষ পর্যন্ত সেই সময়ের বিনিময় মূল্য বাবদ তিরিশ হাজার পাউন্ড দিয়ে আমি সেই ঐতিহাসিক পাত্রটির অধিকারী হয়ে যাই।'

পোয়ারোর ভুরু উঁচু হলো। বিড়বিড় করে সে বলে উঠল, 'অবশ্যই টাকার অঙ্কটা রাজোচিতই বটে! মার্সিজ ডি সান ভেরাট্রিনো সত্যিই ভাগ্যবান ব্যক্তি।'

উত্তরে এমেরি পাওয়ার বললেন, 'আমি যখন কোনো জিনিস চাইব বলে মনে করি, জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, তার জন্য আমি যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত।'

এরকুল পোয়ারো নরম গলায় বলল, 'নিঃসন্দেহে আপনি সেই স্প্যানিশ প্রবাদটার কথা শুনে থাকবেন নিশ্চয়ই, 'তুমি যা চাও নিয়ে নাও, আর তার জন্য মূল্য দাও, ঈশ্বর বলেছেন।'

মুহূর্তের জন্য বিত্তবান এমেরি পাওয়ার ভ্রূকুটি করলেন, দ্রুত একটা হাল্কা ক্রোধের ছায়া পড়তে দেখা গেল তাঁর চোখে। শীতলকণ্ঠে তিনি বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, মনে হচ্ছে আপনি দার্শনিকের মতই কথা বলছেন।'

'দেখুন মঁসিয়ে, আমি অকপটে স্বীকার করছি, আমি পর্যালোচনার বয়সেই পৌছেছি, আর এই বয়সটাই তো দার্শনিকের!'

'নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে আমার অমন প্রিয় পানপাত্রটি উদ্ধার করা যাবে না, আপনি কি এ কথাই বলতে চাইছেন?'

'না, না, সে কথা আপনি ভাবছেন কেন?'

'আমার ধারণা এখনি কাজ শুরু করা দরকার।'

ধীর স্থিরভাবে মাথা নাড়ল এরকুল পোয়ারো।

'বহু লোক ঠিক এই একই ভুল করে থাকে। আমাকে ক্ষমা করবেন মঁসিয়ে পাওয়ার, আমার দাবী, আমরা কিন্তু মূল বিষয় থেকে সরে এসেছি। আপনি একটু আগে বললেন, আপনি ওই পানপাত্রটা মার্সিজ ডি সান ভেরাট্রিনোর কাছ থেকে কিনেছেন, এই তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। এখন আমি আপনাকে যা বলতে চাই, তা হলো আমার হেপাজতে আসার আগেই সেটা চুরি হয়ে যায়।'

'কি করে ঘটল সেটা?'

'যেদিন নিলাম হয় সেদিন রাত্রেই মার্সিজের প্রাসাদ ভেঙে আট-দশটা মূল্যবান জিনিস চুরি হয়ে যায়, এর মধ্যে আমার পানপাত্রটাও ছিল।'

'তা এ ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ কি নেওয়া হয়?'

পাওয়ার কাঁধ ঝাঁকালেন।

'অবশ্যই পুলিশ কেসটা হাতে নেয়। এই ডাকাতি যে এক কুখ্যাত আন্তর্জাতিক ডাকাত দলের কাজ, সেটা চিহ্নিত করা গেছে। তারা সংখ্যায় দু'জন, একজন ফরাসী, নাম তার ডুবলে। অপরজন একজন ইতালীয়, নাম তার রিকোভেটি। তাদের দু'জনকে গ্রেপ্তার করে বিচারও হয়ে গেছে। কিছু চোরাই জিনিস তাদের হেপাজতে থাকতে দেখা গেছে।'

'কিন্তু বোর্জিয়া পানপাত্রটা পাওয়া যায়নি, এই তো?'

'হ্যাঁ, সেটা পাওয়া যায়নি। পুলিশের অনুমান, ডাকাতদল দু'জন নয় তিনজন ছিল। আগেই দু'জনের নাম বলেছি আর তৃতীয়জন হলো একজন আইরিশ, নাম তার প্যাট্রিক কেসী। এই শেষোক্ত ব্যক্তিটি একজন দক্ষ বিড়াল-তস্কর। আসলে এই লোকটাই সব কিছু চুরি করেছিল। ডুবলে ছিল দলের মাথা এবং সে তাদের এবং সেই ডাকাতির পরিকল্পনা ছকে দিত। রিকোভেটি গাড়ি চালায়, এবং অঘোষিত চুক্তি অনুযায়ী সে নিচে অপেক্ষা করতে থাকে, জিনিসগুলো ওপর থেকে ফেললেই সে লুফে নেবে।'

'আর চোরাই জিনিসগুলো? সেগুলো কি তিনভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়?'

'সম্ভবত তাই করা হয়। অপর পক্ষে যেসব জিনিসগুলো উদ্ধার করা হয় সেগুলো কম দামের। মনে হয় ভাল আর দামী জিনিসগুলো বিদেশে পাচার হয়ে গেছে।'

'তা সেই তৃতীয় ব্যক্তি কেসীর খবর কি? তাকে কি আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি?'

'আপনি যা মনে করতে চাইছেন তা নয়। তার বয়স খুব একটা কম নয়। তার শরীরের পেশী শক্ত হয়ে গেছল। দু'সপ্তাহ পরে একটা ছ'তলা বিল্ডিং থেকে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়।'

'ব্যাপারটা কোথায় ঘটে?'

'প্যারিসে। লোকটা লাখপতি ব্যাঙ্কার ডুভোগলিয়ারের বাড়িতে ডাকাতি করার চেষ্টা করেছিল।'

আর তারপর থেকেই পানপাত্রটার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'ওটা ফিরে আবার বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়নি তো?'

'না, তা যে করা হয়নি, এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত। আর আমি এও বলতে পারি, শুধু পুলিশ নয়, বেসরকারী গোয়েন্দা সংস্থাও সেটার খোঁজ করেছিল।'

'পানপাত্রটার জন্য যে টাকা আপনি দিয়েছিলেন সেটার কি হলো?'

'মার্সিজ লোকটি অত্যন্ত সহজ-সরল। পানপাত্রটা যেহেতু তাঁর বাড়ি থেকে চুরি গেছল, তাই তিনি সেটার দাম ফেরত দিতে চেয়েছিলেন।'

'কিন্তু আপনি সেটা নিতে চাননি?'

'না।'

'কিন্তু কেন?'

'ধরুন যদি বলি ব্যাপারটা আমার নিজের হাতেই রাখতে চেয়েছিলাম বলে?'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন এই যে, যদি আপনি মার্সিজের প্রস্তাব গ্রহণ করতেন, তাহলে পরে যদি পানপাত্রটা পুনরুদ্ধার করা হতো, সেটা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে যেত, অথচ এক্ষেত্রে আইন মাফিক সেটা আপনারই থাকছে।'

'ঠিক তাই।'

'আপনার এ ধরনের মনোভাবের কারণ কি বলবেন? জানলে আমার তদন্তের কাজে সুবিধে হবে।'

মৃদু হেসে এমেরি পাওয়ার বললেন, 'দেখছি আপনি এই প্রশ্নটার উত্তর জানতে খুবই আগ্রহী। তাহলে শুনুন মঁসিয়ে পোয়ারো, ব্যাপারটা খুবই সহজ, এর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। আমি ভেবেছিলাম, ওই পানপাত্রটা আসলে যার হেপাজতে আছে আমি তাকে জানি।'

'ব্যাপারটা দারুন আগ্রহের তো! কে, কে সে?'

'স্যার রুবেন রোজেনথাল। ভদ্রলোক শুধু আমার মতো সংগ্রাহকই নয়, আমার একজন ব্যক্তিগত শত্রুও বটে। বহু ব্যবসায়িক লেনদেনের ব্যাপারে আমরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। কথায় আছে যার নিলামে আমিই শেষ পর্যন্ত আমিই বিজয়ীর সম্মান লাভ করি। এর ফলে আমাদের শত্রুতা এই বোর্জিয়াপানপাত্রের ব্যাপারে একটা চরম পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। আসলে আমরা প্রত্যেকেই সেটা দখল করতে মরণ পণ করে সেটা

নিজেদের দখলে আনতে মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম। নিলামে ডাক দেওয়ার সময় আমাদের নিযুক্ত প্রতিনিধিরা পরস্পরের ডাকের ওপর পাল্টা ডাক দিতে থাকে।'

'আর আপনার প্রতিনিধিত্বে শেষ ডাকের ওপরেই এই মহামূল্যবান সম্পদটার অধিকারী হয়ে যান আপনি?'

'বস্তুতপক্ষে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক সেরকম নয়। দ্বিতীয় একন এজেন্ট নিযুক্ত করে আমি বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম, সে ছিল প্যারিসের এক ব্যবসায়ীর সাজানো প্রতিনিধি। এর থেকে বুঝতেই পারছেন, আমাদের দু'জনের মধ্যে কেউই কারোর কাছে হারার পাত্র ছিলাম না। কিন্তু একজন তৃতীয় পক্ষকে সেটার দখল নেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে পরে ধীরেসুস্থে সেটার দখল নেওয়া খুব সহজ বলেই আমি মনে করেছিলাম তখন। আর সেটাই ছিল অন্যরকম ব্যাপার।'

'তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে, সেটা একটা ধাপ্পাবাজি বই কিছু নয়।'

'হ্যাঁ, ঠিক এরকমই মনে করতে পারেন আপনি।'

'আর এটাই আপনাকে দারুণ সাফল্য এনে দেয়, আর ঠিক তার পরেই স্যার রুবেন আবিষ্কার করে ফেলেন কি ভাবে তিনি প্রতারিত হয়েছেন।' এই বলে পোয়ারো হাসল। হাসিটা পর্যালোচনার হাসি। তারপর সে আবার বলল, 'ব্যাপারটা আমি এখন জলের মতোই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আপনার বিশ্বাস, স্যার রুবেন হার না মানার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন। আর তাই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই সেটা চুরি করার পরিকল্পনা করেন।'

'ওহো না, না! ব্যাপারটা অমন কলাকৌশলহীন বা নীরস নয়। আসলে ব্যাপারটা অন্য রকম, অচিরেই স্যার রুবেন একটা রেনেসাঁ পানপাত্র ঠিক কিনতেনই, যার উৎস জানা যায়নি।'

'আচ্ছা, পুলিশ কি ইতিমধ্যে ওই পানপাত্রটির বর্ণনা দিয়ে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে?'

'পানপাত্রটি কখনোই খোলাখুলিভাবে জনসমক্ষে হাজির করা হতো না।'

'তাহলে আপনি কি মনে করেন, স্যার রুবেনের কাছেই যে সেটি ছিল, এরকম একটা ধারণাই কি তাঁর কাছে যথেষ্ট ছিল?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া যদি আমি মার্সিজের প্রস্তাব গ্রহণ করতাম, তাহলে স্যার রুবেনের পক্ষে পরে ওঁর সঙ্গে গোপনে একটা লেনদেনের ব্যবস্থা করে নেওয়া সহজ হয়ে যেত, এর ফলে আইনমাফিক ওই পানপাত্রটির মালিক হয়ে যেতেন উনি। কিন্তু আইনত ওটার মালিকানা আমারই থাকার দরুন ওটা আবার ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল আমার।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন', পোয়ারো স্পষ্টতই বলে ফেলল, 'আপনি ওটা স্যার রুবেনের কাছ থেকে চুরির ব্যবস্থা করতে পারতেন, এই তো?'

'না মঁসিয়ে পোয়ারো, এটাকে আমি চুরি বলব না। এটা নেহাতই আমার নিজের সম্পদ উদ্ধার করা বললেই বোধহয় উপযুক্ত হবে।'

'সে যাইহোক, আমি জেনেছি, আপনি সে কাজে সফল হননি।'

'না পারার একটা ভাল কারণ আছে। আসলে রোজেনথাল আদৌ সেই পানপাত্রটি তাঁর দখলে আনতে পারেননি।'

'আপনি কি করে জানতে পারলেন?'

'সম্প্রতি তেলের ব্যাপারে কিছু স্বার্থের সংযুক্তি ঘটেছে। রোজেনথাল আর আমার স্বার্থ এখন অঙ্গাঙ্গিভাবে একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আপনাকে বলে রাখি, বর্তমানে রোজেনথাল আমার মিত্র, শত্রু নয়। এ ব্যাপারে আমি ওঁর সঙ্গে খোলাখুলিভাবেই আলোচনা করেছি, আর তিনিও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, পানপাত্রটি এখনো পর্যন্ত তাঁর অধিকারে আসেনি।'

'আপনি তাঁকে বিশ্বাস করেন?'

'হ্যাঁ।'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, দেশের সবাই যা বলে থাকে, প্রায় গত দশ বছর ধরে আপনি একটা ভুল লক্ষ্যের পিছনে কুকুরের মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন?'

ধনী এমেরি পাওয়ার তিক্তস্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই, আমি তাই করছি।'

'আর তাই এখন সব কিছুই একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে, এই তো?'

এমেরি পাওয়ার মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার অবস্থাটা এখন এমনি একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর এই যে আপনি যেমন বললেন, হ্যাঁ, কুকুরের মতোই বাসি গন্ধ শুঁকে আমি সেই পানপাত্রটির পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি।' এমেরি পাওয়ার শুকনো গলায় বললেন,'ব্যাপারটা তেমন সহজ হলে আমি আপনাকে ডেকে পাঠাতাম না। অবশ্যই কাজটা যদি আপনি অসম্ভব বলে মনে করেন—'

এতক্ষণে পোয়ারো যেন সঠিক কথা বলার একটা সুযোগ হাতে পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা গলায় সে বলে উঠল, 'এখানে একটা কথা আপনাকে বলে রাখি মঁসিয়ে, আমার অভিধানে অসম্ভব বলে কিছু নেই, আর থাকলেও আমি মানতে চাই না। আমি শুধু নিজেকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে চাই, আমার পক্ষে গ্রহণ করার মতো কাজটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিনা?'

এমেরি পাওয়ার আবার একটু হেসে বলে উঠলেন :

'এতে আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষিত গুরুত্ব অবশ্যই পাবেন বলেই আমার বিশ্বাস। এখন আপনি আপনার পারিশ্রমিক উল্লেখ করতে পারেন।'

ছোটখাটো মানুষটি এবার বড় মাপের মানুষটির দিকে তাকাল। তারপর কি ভেবে সে নরম গলায় বলল, 'তাহলে আপনি কি সত্যি সত্যিই এই মূল্যবান শিল্পকর্মের নিদর্শনটি ফিরে পেতে খুবই আগ্রহী? নিশ্চয়ই না!'

এমেরি পাওয়ার উত্তরে বললেন, 'ও ভাবেই ধরে নিতে পারেন। আপনার মতো আমিও হার মানতে রাজি নই।'

এরকুল পোয়ারো মাথা নুইয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এ ভাবে বলতে চাইলে আমি বলব বুঝেছি বৈকি!'

সমস্ত ব্যাপারটা মনোযোগসহকারে শোনার পর ইন্সপেক্টার ওয়াগস্টাফিকে বেশ আগ্রহান্বিত বলে মনে হলো।

'ভেরাট্রিনো পানপাত্রের কথা বলছেন তো? হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি এখনো সব কিছুই মনে করতে পারি। এই এলাকায় সেই ঘটনার তদন্তের দায়িত্বে আমিই ছিলাম। আমি একটু-আধটু ইতালীয় ভাষা জানি। ব্যাপারটা নিয়ে আমি তদন্তের কাজে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছিলাম, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আজ পর্যন্ত পানপাত্রটির কোনো হদিশ মেলেনি।'

'এ ব্যাপারে আপনার বিশ্লেষণ কি? আপনার কি মনে হয়, ইতিমধ্যে সেটা হাত বদল হয়ে গেছে?'

ওয়াগস্টাফি মাথা নাড়ল।

'এতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেটা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।...না, আমার বিশ্লেষণ খুবই সহজ সরল। জিনিসটা মনে হয় কোথাও লুকিয়ে ফেলা হয়েছে...আর এ ব্যাপারটা মাত্র একজন লোকই জানত, কিন্তু সেও মৃত এখন।'

'আপনি কি কেসীর কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, সে সেটা ইতালীর কোথাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখতে পারে কিংবা দেশের বাইরে অন্য কোথাও পাচার করার কাজে সফলও হতে পারে সে। তবে আমার যতদূর মনে হয়, যেখানেই সে লুকিয়ে রাখুক না কেন সেটা যে এখনও সেখানেই রয়েছে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

এরকুল পোয়ারো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'এটা একটা রোমান্টিক তত্ত্ব বলা যায়। প্লাস্টারের ছাঁচে মুক্তো লুকিয়ে রাখার মতো, কি যেন গল্পটা, নেপোলিয়ানের আবক্ষমূর্তি, তাই না? কিন্তু এ কেসের ব্যাপারে কোনো অলঙ্কার জড়িত নয়, সেটা একটা বিরাট শক্ত সোনার পাত্র। সেটা যে সহজে কোথাও লুকিয়ে রাখার জিনিস নয় তা যে কেউ ভাবতে পারে—'

ওয়াগস্টাফি অস্পষ্টভাবেই ভাবে—

'ওহো, আমার সেটা জানা নেই। আমার ধারণা, ওটা করা সম্ভব, ঘরের মেঝের নিচে, এই রকম কোনো একটা জায়গায় হবে আর কি।'

'কেসীর নিজস্ব কোনো বাড়ি আছে?'

'হ্যাঁ, লিভারপুলে।' দাঁত বার করে হাসল ওয়াগস্টাফি। তবে আমরা নিশ্চিত তার ঘরের মেঝের নিচে সেটা লুকনো ছিল না।'

'তার পরিবারের খবর কি?' পোয়ারো জানতে চাইল।

'তার স্ত্রী রীতিমতো ভাল ছিল, তবে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ছিল। স্বামীর অসৎ

জীবনধারার ব্যাপারে মেয়েটি সব সময়েই চিন্তায় থাকত। ধর্মপ্রাণা ছিল সে, কট্টর ক্যাথলিক, কিন্তু অমন অসৎ স্বামীকে ত্যাগ করার ব্যাপারে মনঃস্থির করে উঠতে পারেনি সে তখনো পর্যন্ত। কয়েক বছর আগে সে মারা যায়। তার মেয়ে তার পথই অনুসরণ করে, সে একজন নান হয়ে যায়। তবে তার ছেলেটি একেবারে অন্য রকম, অর্থাৎ বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। তার ব্যাপারে শেষ খবর যা শুনেছি, এখন তার সময় কাটছে আমেরিকায়।'

এরকুল পোয়ারো তার নোটবুকে লিখে রাখল আমেরিকা। সে বলল, 'কেসীর ছেলে হয়তো সেটা লুকিয়ে রাখার জায়গার সন্ধান জানে।'

'সে যে জানত, আমার বিশ্বাস হয় না। সেরকম কিছু হলে এতদিনে নিশ্চয়ই সেটা কোনো চোরাই মাল সংরক্ষণকারীর হাতে এসে যেত।'

'এমনও তো হতে পারে', পোয়ারো তার অনুমানের কথা বলল, 'পানপাত্রটা গলিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'তা হতে পারে, খুবই সম্ভব। হ্যাঁ, আমি বলব, আপনার অনুমান একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু আমি জানি না, তাতে কেউ লাভবান হতে পারে কিনা। কারণ সংগ্রাহকদের কাছে এর আসল দাম পানপাত্রটি, গলানো সোনা নয়। আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, এই সব সংগ্রাহকদের মধ্যে অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটে যায়! এক এক সময়, ওয়াগস্টাফি নিখাদ গলায় বলল, 'আমার মনে হয় কি জানেন, এই সব সংগ্রাহকদের আদৌ কোনো নীতির বালাই নেই।'

'আহ! তাহলে একটা উদাহরণ হিসেবে যদি বলি, এই ধরুন স্যার রুবেন রোজেনথাল আপনার বর্ণনা মতো এ ধরনের 'অদ্ভুত ব্যাপারে' জড়িত ছিলেন আপনি নিশ্চয়ই অবাক হবেন না?'

ওয়াগস্টাফি দাঁত বার করে হাসলেন। 'না, ওঁর সম্পর্কে আমি কোনো ব্যাপারে অবাক না হলেও একটা কথা আমি না বলে থাকতে পারছি না মঁসিয়ে, শৈল্পিক কাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে ওঁকে খুব একটা সতর্ক বলে আমার মনেই হয় না।'

'ওই দলের অন্যদের সম্পর্কে আপনি কি জানেন বলুন?'

'রিকোভেটি আর ডুবলে, দু'জনেরই কড়া সাজা হয়ে গেছে। আমার যতদূর মনে হয়, ওদের সেই সাজার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এবার ওদের জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

'ডুবলে একজন ফরাসী নাগরিক, তাই না?'

'হ্যাঁ, ওই ছিল ওদের দলের মাথা, ওর বুদ্ধিতেই অন্যেরা সব চলত।'

'ওই দলে অন্য আর কেউ কি ছিল?'

'হ্যাঁ, একটি মেয়ে ছিল, তাকে রেড কেটি বলে ডাকা হতো। সে এক পরিচারিকার কাজ নেয় একটা বাড়িতে। আশপাশের কোন্ বাড়ির মালিক বিত্তবান, কার কত টাকা আছে এ সব খবর সে সংগ্রহ করে তার দলের লোকজনদের জানিয়ে দিত ডাকাতি

করার উদ্দেশ্যে। তাকে অনুসরণ করে একটা গোপন কুটির আবিষ্কার করা হয়, যেখানে লুটের মাল রাখা হতো। দল ভেঙে যাওয়ার পর আমার বিশ্বাস, অস্ট্রেলিয়ায় পালিয়ে গেছে সে।'

'অন্য আর কেউ?'

'ইউগোইয়ান নামে এক ছোকরা যে তাদের সঙ্গে ছিল পুলিশের অনুমান এরকমই। সে একজন ব্যবসায়ী। তার ব্যবসার সদর-দপ্তর ইস্তাম্বুলে, প্যারিসে তার একটা দোকান ছিল। তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু লোকটা মহা ধুরন্ধর।'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে তার ছোট্ট নোটবুকের দিকে তাকাল। তাতে লেখা ছিল, প্রথমেই আমেরিকা, তারপর এক-এক করে অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, তুর্কী...

বিড়বিড় করে সে বলে উঠল, 'দেখছি সারা দুনিয়াটাই একবার ঘুরে বেড়াতে হবে, যাকে বলে বিশ্বপরিক্রমা...'

'মাফ করবেন, কিছু বললেন?' ইন্সপেক্টার ওয়াগস্টাফি জানতে চাইল।

'পর্যবেক্ষণ করছিলাম', এরকুল পোয়ারো বলল, 'দেখলাম আমার কপালে বিশ্বভ্রমণ লেখা রয়েছে।'

এরকুল পোয়ারোর বরাবরের অভ্যাস হলো, নিজের কেস নিয়ে তার সহযোগী সাজভৃত্য জর্জের সঙ্গে আলোচনা করা। বিশেষ করে চিরদিনের অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু ক্যাপ্টেন ওয়াটসন যখন তার পাশে থাকে না। যেমন ধরা যাক, কোনো কেসের ব্যাপারে পোয়ারো তার পর্যবেক্ষণের কথা জর্জকে বলল। সে তখন তার প্রভুর সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল সেটা খাটিয়েই বিজ্ঞের মতো জবাব দেবে পোয়ারোকে, বা অনেকক্ষেত্রেই পোয়ারোর মনঃপূত হয়ে থাকে এবং সেটা সে তার পরবর্তী কাজে ব্যবহার করে থাকে। এ একরকম ভদ্রলোকের চুক্তি যাকে বলে।

আজও তার ব্যতিক্রম হলো না, এরকুল পোয়ারো তাকে কাছে ডেকে বলল, 'আচ্ছা জর্জ, ধরো তুমি এমন একটা সমস্যার মুখোমুখি হলে, যার সমাধানসূত্র খুঁজে বার করার জন্য তোমাকে তদন্তের কাজে পৃথিবীর পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন অংশে যেতে হবে, তখন তুমি এ ব্যাপারে কি স্থির করবে?'

'হ্যাঁ স্যার, আকাশপথে ভ্রমণ পরিক্রমা দ্রুত সারা যায়, যদিও কেউ কেউ বলে থাকে, এতে নাকি পেটের গোলমাল হয়। আমি কিন্তু সেরকম কিছু মনে করি না।'

'ধরো একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করছে,' এরকুল পোয়ারো বলল, 'এক্ষেত্রে হারকিউলিস কি করতেন?'

'স্যার, আপনি কি সেই বাইসাইকেলে চাপা ছোকরাটির কথা বলছেন?'

'অথবা', পোয়ারো তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বলে চলল, 'যে কেউ স্রেফ জিজ্ঞেস করতে পারে, তিনি কি করেছিলেন? এর উত্তর কি জান জর্জ, তিনি খুব উৎসাহসহকারেই ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু শেষ দিকে খবরাখবর সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারো কারোর মতে প্রোমিথিউসের কাছ থেকে আর অন্যদের মতে নেরিউসের কাছ থেকে।'

'সত্যিই কি তাই স্যার?' জর্জ অবাক হয়ে বলল। 'এই দু'জন ভদ্রলোকের নাম তো আমি আগে কখনো শুনিনি। তা ওঁরা কি ট্রাভেল এজেন্ট স্যার?'

এরকুল পোয়ারো এবারেও জর্জের অমন মজার কথা শুনে উত্তর দিল না। সে তখন আপন কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দ উপভোগ করে আপন মনে কথা বলে চলল :

'আমার মক্কেল এমেরি পাওয়ার শুধুমাত্র একটা জিনিসই বোঝেন, আর সেটা হলো কাজ! কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কাজ হলে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়াটা বোকামো। জানো জর্জ, জীবনে শুধুমাত্র একটাই সোনার আইন আছে, সেটা হলো এই যে, তোমার কাজ অন্যে যদি করে দিতে পারে সে কাজ তুমি নিজে কখনো করতে যেও না।'

এখানে একটু থেমে এরকুল পোয়ারো বইয়ের তাকের দিকে এগিয়ে গিয়ে আরও বলল, 'বিশেষ করে খরচ-খরচার কোনো বাধা নেই যখন।'

বইয়ের তাক থেকে 'ডি' অক্ষর চিহ্নিত একটা ফাইল টেনে নিয়ে সে একটা পাতা ওল্টালো, যাতে লেখা ছিল,'গোয়েন্দা সংস্থা—বিশ্বাসযোগ্য।'

'আধুনিক প্রোমিথিউস', বিড়বিড় করে সে বলে উঠল। 'জর্জ, এর থেকে কয়েকটা নাম আর ঠিকানা লিখে নাও। যেমন মেসার্স হ্যাঙ্কারটন, নিউইয়র্ক। মেসার্স ল্যাডেন এন্ড বশার, সিডনী। সিনর গিওভানি মেজি, রোম। মঁসিয়ে নাহুম, ইস্তাম্বুল। মেসার্স রোজেট এট ফ্যানকোনার্ড, প্যারিস।'

এখানে সে থামল, সেই ফাঁকে পোয়ারো লেখাগুলো শেষ করল। তারপর সে বলল, 'আর এখন দয়া করে লিভারপুলের ট্রেন কখন ছাড়ছে দেখো।'

'হ্যাঁ স্যার দেখছি। তা আপনি কি লিভারপুলে যাচ্ছেন স্যার?'

'হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। শোনো জর্জ, সম্ভবত আমাকে আরও দূরে যেতে হতে পারে। কিন্তু এখনি নয়।'

তিন মাস পরে এরকুল পোয়ারোকে একটা পাথুরে জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে আতলান্তিক মহাসাগর নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করতে দেখা গেল। শঙ্খচিলের ঝাঁক অশুভ চিৎকারধ্বনি করে জলের বুকে একবার নেমে আবার আকাশে উড়ে যাচ্ছে। বাতাসে ভেসে আসছে ভিজে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ।

ইনশগাওলেনে আর পাঁচটা ভ্রমণার্থীদের মতো প্রথম আসা ভ্রমণকারীদের মতো এরকুল পোয়ারোরও মনে হলো সে যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে এসে হাজির হয়েছে। এর আগে সে তার জীবনে কখনো কল্পনাও করেনি এরকম এত দূরাগত, এত জনহীন, এত পরিত্যক্ত জায়গার মুখোমুখি হতে হবে তাকে। এর একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে, আছে একটা বিষাদমাখা অপার্থিব সৌন্দর্য, এবং এ যেন অবিশ্বাস্য কোনো অতীতের সৌন্দর্য, যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়, অশান্ত মনে সুখ ও শান্তি এনে দেয়। এখানে এই পশ্চিম আয়ারল্যান্ডে রোমানরা কখনো কুচকাওয়াজ করে এখানকার নিরীহ মানুষজনকে পদদলিত করে এগিয়ে যায়নি; সৈন্যদের ছাউনি শক্তিশালী করেনি; এখানে

ব্যবহারযোগ্য ভাল রাস্তাঘাট তৈরি করেনি। এটা এমনি একটা জায়গা, যেখানে মানুষের সাধারণ জ্ঞান এবং শান্ত জীবনের পথ অজানা ছিল।

এরকুল পোয়ারো তার জুতোর ডগার দিকে তাকাল এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঠিক এই মুহূর্তে ভীষণ নিঃসঙ্গ, একা এবং পরিত্যক্ত বলে মনে হলো নিজেকে পোয়ারোর। যে আদর্শ নিয়ে সে বাস করে এখানে তার প্রশংসা পাওয়া যাবে না।

তার চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে ওঠা-নামা করল নির্জন তীরের দিকে, তার দৃষ্টি সেখানে কিছু সময় ঘোরাফেরা করার পর সমুদ্রের ওপরেই গিয়ে পড়ল। ওখানেই দূরে কোথাও ব্লেস্ট দ্বীপ, যৌবনের ভূমি।...

নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে উঠল সে :

'সেই আপেল গাছ, সেই গাছ আর সেই সোনার দেশ...'

আর হঠাৎই এরকুল পোয়ারো নিজেই আবার আত্মস্থ হলো, তার ভাবনায় ছেদ পড়ল। সে আবার তার জুতোর দিকে, ধূসর রঙের পোশাকের দিকে তাকাল, বাস্তবের মুখোমুখি হলো।

খুব একটা দূর থেকে নয়, ঘণ্টার শব্দ ভেসে এলো তার কানে। সে সেই ঘণ্টার শব্দ চিনতে পারল। কোন্ সেই যৌবনকাল থেকেই এই ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে পরিচিত সে।

জোরে জোরে পা ফেলে সে সেই খাড়াই পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে চলল। মিনিট দশেকের মধ্যেই টিলার ওপর একটা বাড়ি দেখতে পেল। বাড়িটার চারপাশ বিরাট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, দেওয়ালের গায়ে পেরেক দিয়ে আটকানো একটা বিরাট কাঠের দরজা। আর সেই দরজার কাছেই এগিয়ে গেল পোয়ারো এবং নক্ করল। দরজায় প্রকাণ্ড একটা লোহার কড়া। তারপর সে সাবধানে মরচে ধরা লোহার শিকলে টান মারল, আর সঙ্গে সঙ্গেই দরজার ওপর থেকে ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল।

দরজার ছোট্ট প্যানেলটা সরে যেতেই একটা মুখ ভেসে উঠতে দেখা গেল। দরজার ফ্রেমে আঁটা সুন্দর একখানি মুখ। ঠোঁটের ওপরে পরিষ্কার গোঁফের রেখা, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর একজন মহিলার, এ সেই কণ্ঠস্বর, যা এরকুল পোয়ারো জানে সে এক ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মহিলার কণ্ঠস্বর।

পোয়ারো তার কাজের কথাটা বলেই ফেলল অবশেষে।

'এটি কি সেন্ট মেরি আর দেবদূতদের মঠ?'

সেই ভয়ঙ্কর মহিলা রুক্ষস্বরে জবাব দিল, 'এছাড়া আর কিই বা হতে পারে?'

এরকুল পোয়ারো কোনোরকম জবাব দেবার চেষ্টা করল না। সেই ছদ্ম-নারীর আড়ালের ড্রাগনটিকে বলল, 'আমি এখানকার মঠাধ্যক্ষা মাদার সুপিরিয়রের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ড্রাগন প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও অবশেষে রাজী হয়ে গেল। দরজার খিল অপসারিত হতেই কপাট খুলে গেল। এবং এরকুল পোয়ারোকে মঠের দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

একটু পরেই একজন নানকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

জন্মসূত্রে এরকুল পোয়ারো একজন ক্যাথলিক। সে এখন যে পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তার সঙ্গে সে যথেষ্ট পরিচিত।

'মাদাম, অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি', পোয়ারো বলল, 'আমার ধারণা আপনাদের এখানে জনৈকা ধর্মপ্রাণা একজন মহিলা আছেন যাঁর নাম কেট কেসী।'

মাদার সুপিরিয়র মাথা নোয়ালেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার ধারণাই ঠিক। 'হ্যাঁ, তাঁর ধর্মীয় নাম সিস্টার মেরি উরসুলা।'

এরকুল পোয়ারো ধীরে ধীরে বলল, 'কিছু ভুল সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে মাদাম। আর সেই জন্যেই আমি এখানে এসেছি। আমার বিশ্বাস, সিস্টার মেরি উরসুলা এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারেন। ওঁর কাছে কিছু জরুরী খবর আছে, যে সব খবর আমার কাছে খুবই মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে।'

'সিস্টার উরসুলা আপনাকে আর কখনো সাহায্য করতে পারবেন না।'

'কিন্তু আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি—'

মাদার সুপিরিয়র তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন :

'দু'মাস আগে সিস্টার মেরি উরসুলা মারা গেছেন।'

জিমি ডোনোভানের হোটেলের একটা সেলুনে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিল এরকুল পোয়ারো। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে সে যেন একটু অস্বস্তিতেই আছে। হোটেলটা হোটেল বলেই মনে হলো না তার, অন্য কোনো হোটেলের সঙ্গে এর যেন কোথাও মিল নেই। শোবার খাটটা ভাঙা, অনুরূপভাবে দু'টি জানালার অবস্থাও তেমনি খারাপ। এসব থেকেই সে বেশ বুঝতে পেরে গেছে, আজ রাতের বাতাসে একটা গুমোট ভাব থাকবে, আর এখনকার অস্বস্তির চেয়ে রাতের অবস্থা আরও খারাপ হবে। আর গরম জল যা তাকে দেওয়া হয়েছে তা ঈষদুষ্ণ আর খাবার, তথৈবচ।

বার-এ লোক মাত্র পাঁচজন,আর তারা সবাই রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিল। কিন্তু বেশির ভাগ সময় সে বুঝতেই পারল না তারা কে কি বলছিল। সে যাইহোক, বুঝতে না পারলেও তাতে তার কিছু এসে যায় না, কারণ এখানে তার রাজনীতি আলোচ্য বিষয় নয়।

এই সময় পোয়ারো দেখল তাদের মধ্যে একজন ঠিক তার পাশে বসে আছে। এই লোকটি অন্যদের থেকে একটু আলাদা ধরনের। তার চেহারায় একটা বদমেজাজীর ছাপ স্পষ্ট।

অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সে বলল, 'স্যার, আমি আপনাকে বলছি, পিজিনস প্রাইডের কোনো সুযোগ নেই, সুযোগ পাওয়ায় কোনো আপত্তি নেই...পুরোদস্তুরভাবে জীবনযাত্রা শেষ করতে হবে। আমি আপনাকে আভাস দিতে পারি, সবাইকেই আমার কাছ থেকে সেই আভাসের কথা জানতে হবে। আমি কে জানেন স্যার? হ্যাঁ, আমার নাম

অ্যাটলাস...ডাবলিনসারের অ্যাটলাস...সারা মরসুমেই আমি বিজয়ীদের আভাস দিয়ে জিতিয়ে দিয়েছি...ল্যারি মেয়েকে আমি কি দিইনি? পঁচিশ থেকে এক। পঁচিশ থেকে এক। অ্যাটলাসকে অনুসরণ করুন, তাহলে দেখবেন আপনার আর কোনো ভুল হচ্ছে না।'

এরকুল পোয়ারো একটা অদ্ভুত সমভ্রমভরা দৃষ্টি দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল তাকে। কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, 'বলুন, এ যে একটা পূর্বাভাস, শুভ কি অশুভের, সময়ই তা বলে দেবে।'

কয়েকটা ঘণ্টা পরের ঘটনা....আকাশে মেঘের মেলা, আর এর ফলে চাঁদের লুকোচুরি খেলা শুরু হয়ে গেছে, কখনো মেঘের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে, কখনো বা আবার মেঘমুক্ত হয়ে চাঁদের হাট বসানো। পোয়ারো এবং তার নতুন বন্ধু বেশ কয়েক মাইল হেঁটে এসেছে। পোয়ারো খোঁড়াচ্ছিল, তার নতুন বন্ধুটি কিন্তু বেশ সোজা পা ফেলে ফেলেই হাঁটছে। এখন সে বুঝছে তার শহরের পেটেন্ট-লেদারের জুতোর চেয়ে সাধারণ গ্রাম্য জুতোই ভাল, অন্তত এখানকার এই পাহাড়ী অঞ্চলে চলাফেরার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। আসার সময় জর্জও ঠিক এ কথাটাই তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল। তখন সে তার কথাটা অবহেলাভরে এড়িয়ে গেছিল। কিন্তু এখন সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, তার কথা না শুনে কি ভুলই না করেছে।

তার সঙ্গীটি হঠাৎ বলে উঠল :

'এর জন্যেই যাজকেরা এভাবে আমার পিছনে পিছনে ছুটবেন। আমি চাই না আমার বিবেকের ওপর পাপবোধ চেপে বসুক।'

এরকুল পোয়ারো উত্তরে বলল, 'আপনি শুধু সিজারকে সিজারেরই জিনিস ফিরিয়ে দিচ্ছেন।'

কথা বলতে বলতে একসময় তারা মঠের দেওয়ালের কাছে এসে পৌঁছল। অ্যাটলাস তার ভূমিকা পালন করার জন্য প্রস্তুত।

পোয়ারোর সঙ্গী বন্ধুটির মুখ থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এলো। সে একেবারে নিচু গলায় জানাল, সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত সে।

পোয়ারো তার কর্তৃত্ব জাহির করতে বলল, 'শান্ত হোন। জেনে রাখুন, সারা পৃথিবীর ভার আপনাকে বহন করতে হবে না, শুধুমাত্র এরকুল পোয়ারোর ভার বহন করলেই চলবে।'

অ্যাটলাস দু'টো পাঁচ পাউন্ডের নোট নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল।

বেশ একটু আশা নিয়েই সে বলল, 'আজ রাতটা কাটার পর কাল সকাল হলেই টাকাটা কি ভাবে রোজগার করেছি সে কথা হয়তো মনে থাকবে না আমার। কিন্তু আমার ভয় কাকে জানেন, ফাদার ওরিলি, উনি আমার পিছনে ধাওয়া করতে চাইবেন।'

'বন্ধু, আমি বলছি, আপনি সব কিছু ভুলে যান। আগামীকাল আপনার হাতের মুঠোয় পৃথিবীটা এসে যাবে।'

অ্যাটলাস বিড়বিড় করে বলল, 'টাকাটা আমি এখন কার ওপর খাটাব? ওয়ার্কিং ল্যাডের ওপর? চমৎকার ঘোড়া, সত্যি চমৎকার ঘোড়া সেটা! আর সেখানে রয়েছে শীলা বয়েন। সাত থেকে একের দর। আমি এই ঘোড়ার ওপর দর হাঁকব।' এখানে একটু থামল সে। তারপর সে আবার বলতে শুরু করল :

'আচ্ছা, আমি কি আমার পছন্দমতো কিছু শুনলাম, নাকি আমি আপনাকে নিম্নস্তরের জাতিভূক্ত কোনো দেবতার কথা বলতে শুনলাম? আপনি যেন 'হারকিউলিসের' নাম বললেন বলে মনে হচ্ছে। ঈশ্বরের একি মহিমা, আগামীকালই সাড়ে-তিনটেয় যে একটা হারকিউলিস দৌড়চ্ছে।'

'শুনুন বন্ধু', এরকুল পোয়ারো বলল, 'আপনার ওই টাকাটা এই ঘোড়ার ওপরেই খাটান। আরে আমি আপনাকে বলে রাখছি, হারকিউলিস কখনো ব্যর্থ হতে পারে না।'

আর কথাটা খুবই সত্যি এই যে, পরের দিন মিস্টার রসলিনের হারকিউলিস আশ্চর্যজনকভাবে বয়নানের বাজী জেতে ষাট থেকে এক।

অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই এরকুল পোয়ারো কোনো খুঁত না রেখেই কাগজে জড়ানো মোড়কটা খুললেন।

ডেস্কের ওপর এমেরি পাওয়ারের সামনে এরকুল পোয়ারো উজ্জ্বল সোনার পানপাত্রটি রাখল। পানপাত্রটির ওপর পান্নাখচিত আপেল গাছ...

ধনী এমেরি পাওয়ার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর তিনি গদ্গদ হয়ে বললেন, 'আপনাকে অভিনন্দন জানাই মঁসিয়ে পোয়ারো।

এরকুল পোয়ারো মাথা নোয়ালো।

এমেরি পাওয়ার হাত বাড়িয়ে পানপাত্রটা স্পর্শ করলেন। সেটার ওপর আঙুল বোলাতে বোলাতে তিনি ভরাট গলায় বললেন, 'এটা কি আমার?'

এরকুল পোয়ারো স্বীকার করে বলল, 'হ্যাঁ, আপনারই!'

এমেরি আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি তাঁর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। এবার তিনি কাজের প্রসঙ্গে এলেন।

'কোথায় পেলেন জিনিসটা?

উত্তরে এরকুল পোয়ারো বলল, 'একটা পূজাবেদীর ওপর থেকে।'

এমেরি পাওয়ার স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

পোয়ারো বলে চলে :

'কোসীর মেয়ে একজন নান ছিল। তার বাবার মৃত্যুর সময় সে চূড়ান্তভাবে শপথ নিতে যাচ্ছিল। মেয়েটি অজ্ঞ হলেও সৎ। পানপাত্রটি তার বাবার লিভারপুলের বাড়িতে লুকনো ছিল। সেটা সে মঠে নিয়ে গেছল সম্ভবত তার বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই। সেখানে ওই পানপাত্রটি ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করে। আমার মনে হয় না মঠের বাসিন্দারা ওই পানপাত্রটির প্রকৃত আর্থিক মূল্যর কথা জানতো। ওরা সেটা পারিবারিক কোনো স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই গ্রহণ করেছিল।'

এমেরি পাওয়ার বলছেন, 'এ এক বিচিত্র কাহিনী, তার চেয়েও বিচিত্র এ কাহিনীর এক-একটি চরিত্র!' তিনি এবার পোয়ারোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানে যাওয়ার কথা আপনার মনে উদয় হলো কি করে?'

পোয়ারো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'সম্ভবত পরিহার করার প্রক্রিয়ায়। তবে পানপাত্রটা বিক্রীর চেষ্টা করা হয়নি। এর থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক, ওটা এমন কোথাও থাকা সম্ভব যেখানে ওটার প্রকৃত মূল্যায়ন করার মতো তেমন কেউ নেই। আমার মনে পড়ে যায়, প্যাট্রিক কেলীর মেয়ে ছিল একজন নান।'

পাওয়ার তাঁর অন্তর থেকে বললেন, 'ভাল কথা, আগের মতো আবার আপনাকে অভিনন্দন জানাই। এবার আপনার পারিশ্রমিক কত বললেই আমি একটা চেক লিখে দেব।'

উত্তরে এরকুল পোয়ারো বলল, 'আমার কোনো পারিশ্রমিক নেই।'

এমেরি পাওয়ার অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন পোয়ারোর দিকে, 'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'ছেলেবেলায় আপনি কখনো রূপকথার কাহিনী শুনেছেন? সেই কাহিনীতে রাজাকে বলতে শোনা গেছে "আমাকে বলো কি চাও তুমি?"'

'তাহলে আপনিও কিছু চান?'

'হ্যাঁ, কিন্তু টাকা নয়। শুধুই সামান্য একটা অনুরোধ।'

'বেশ তো, সেটা কি? আপনি কি বাজারের জন্য টিপস্ চান?'

এরকুল পোয়ারো পানপাত্রটার ওপর হাত রাখল। 'এটা মঠেই আবার ফেরত পাঠিয়ে দিন।'

একটু সময়ের জন্য স্তব্ধতা নেমে এলো সেখানে। তারপর এমেরি পাওয়ার বললেন, 'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?'

এরকুল পোয়ারো মাথা নাড়ল।

'না, আমি পাগল নই। দেখুন, আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।' এই বলে পোয়ারোর পানপাত্রটা নিজের হাতে তুলে নিল। তারপর সে তার নখ দিয়ে সাপের মুখটায় চাপ দিতে চাইল। এর ফলে পানপাত্রের ভেতরে হাতলের ফাঁপা অংশে একটা গর্ত সৃষ্টি হয়ে গেল।'

পোয়ারো বলল, 'দেখুন, ভাল করে দেখুন! এটাই বোর্জয়ার আসল পানপাত্র। এই ছোট্ট গর্তপথেই পানীয়তে বিষ মেশানো হতো। মনে আছে মঁসিয়ে পাওয়ার, প্রথম দিনই আপনি আমাকে বলেছিলেন, 'এই পানপাত্রের ইতিহাস অশুভ। এর দখলের মধ্যে এক হয়ে মিশে গেছে হিংসা, রক্তপাত এবং অশুভ কামনা। আমার ধারণা, আপনার মধ্যেও নেমে আসবে সেই অকল্যাণের স্পর্শ, আর সেই সময় আগত, খুব বেশি দেরি নেই...'

'এ সবই কুসংস্কার!'

'সম্ভবত। কিন্তু এই জিনিসটার দখল নেবার জন্য আপনি কেনই বা এতো আগ্রহী বলুন তো? নিশ্চয়ই এর সৌন্দর্যের জন্য নয়। এর অত্যধিক মূল্যের জন্যও নয়। কারণ এর চেয়েও অনেক, অনেক বেশি সুন্দর আর দুষ্প্রাপ্য জিনিস আপনার সংগ্রহশালায় আছে। তবে কি আপনার অহঙ্কার বজায় রাখাই এর কারণ? আমি দেখেছি, আপনি হার মানতে কখনও রাজী ছিলেন না। আর আপনি আপনার জিদ রেখেছেন, পরাজিত হননি। পানপাত্রটি আপনারই দখলে এখন।'

'কিন্তু এখন ওটা আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে একটা মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাইছেন না কেন? দীর্ঘ দশটি বছর ধরে যেখানে জিনিসটা শান্তিতে রাখা ছিল সেখানেই সেটা ফেরত পাঠান। সেটা একটা মঠ, পবিত্র স্থান, তাই এর সঙ্গে জড়িত অশুভ শক্তিকে শোধিত হতে দিন সেখানে। একদিন এই জিনিসটা তো গির্জারই ছিল, গির্জাতেই এটা ফিরে যেতে দিন। আসুন আমরা এই প্রার্থনাই করি, এতে মানুষের আত্মা শোধিত এবং পবিত্র হয়ে পাপমুক্ত হোক!'

এখানে একটু থেমে পোয়ারো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

'এবার আসুন, জিনিসটা ঠিক কোথায় পেয়েছি আর কি ভাবেই বা পেয়েছি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। পশ্চিম সাগরের বুকে এক শান্তির উদ্যানে, বিস্মৃত যৌবনের এক স্বর্গে এবং চিরায়ত এক সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশে।'

এরকুল পোয়ারো খুব সহজ সরল ভাষায় ইনিশগাওলিনের গ্রাম্য পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে গেল।

সব শুনে এমেরি পাওয়ার চোখের ওপর একটা হাত চাপা দিয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ এভাবে নীরব থেকে তিনি এবার মুখ খুললেন : 'আয়ারল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে আমার জন্ম। ছেলেবেলাতেই সেই জায়গাটা ছেড়ে আমি আমেরিকায় চলে যাই।'

পোয়ারো নম্রভাবে বলে উঠল, 'আমি শুনেছি।'

বিত্তবান এমেরি পাওয়ার উঠে দাঁড়ালেন। তার চোখদুটি আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটিয়ে তিনি বললেন,

'আপনি বড় অদ্ভুত মানুষ মঁসিয়ে পোয়ারো। আপনার পথেই আমি চলব। এই পানপাত্রটি নিয়ে যান আপনি, এটা আমার তরফ থেকে উপহার হিসেবে মঠে দিয়ে দেবেন। নিঃসন্দেহে এটি একটা অমূল্য উপহার। তিরিশ হাজার পাউন্ড, কিন্তু এর বিনিময়ে আমি কিই বা পাব?'

পোয়ারো গম্ভীরভাবে বলল, 'মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীরা আপনার আত্মার জন্য প্রার্থনা জানাবে। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আপনার আর কি হতে পারে বলুন?'

বিত্তবান মানুষটি একগাল হাসি হাসলেন, লোভাতুর ক্ষুধিত সে হাসি। এমেরি পাওয়ার তেমনি হাসতে হাসতে বললেন, 'তাহলে এটাকে আমি লগ্নী হিসেবেই ধরে নিতে পারি, কি বলেন? সম্ভবত এটাই আমার সেরা লগ্নী যা আগে আমি কখনো করিনি...'

মঠের ছোট্ট পার্লারে এরকুল পোয়ারো মাদার সুপিরিয়রের হাতে পানপাত্রটি তুলে দিয়ে তার কাহিনী বলে গেল সবিস্তারে।

মাদার সব শুনে বিড়বিড় করে বললেন, 'ওঁকে আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাবেন, আর বলবেন, ওঁর জন্য অবশ্যই আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাব।'

এরকুল পোয়ারো নম্রভাবে বলল, আপনাদের প্রার্থনা ওঁর প্রয়োজন আছে।'

'তবে কি উনি অসুখী?'

উত্তরে পোয়ারো বলল, 'এতই অসুখী যে, সুখ কাকে বলে তিনি যেন ভুলেই গেছেন। এবং এতোই অসুখী, তিনি নিজেই জানেন না যে, তিনি অসুখী।'

মাদার নরম গলায় বললেন, 'আহ, একজন বিত্তবান মানুষ....'

এরকুল পোয়ারো কিছুই বলল না, কারণ সে বেশ ভাল করেই জানে, বলার মতো কিছুই নেই তার...

ব্যর্থ অভিনেতা

FOUR-AND-TWENTY BLACKBIRDS

"ফোর-অ্যান্ড-টোয়েন্টি ব্ল্যাকবার্ডস" ১৯৪০ সালের ৯ই নভেম্বর আমেরিকার কোলিয়ারস্ ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে 'পোয়ারো অ্যান্ড দ্য রেগুলার কাস্টোমার' নামে প্রকাশিত হয় 'দ্য স্ট্র্যান্ড' পত্রিকায়।"

চেলসীর কিংস রোডে গ্যালান্ট এনডেভার—সেখানে বন্ধু হেনরী বোনিংটন-এর সঙ্গে ভোজ সারছিল এরকুল পোয়ারো। গ্যালান্ট এনডেভার মিঃ বোনিংটনের খুব প্রিয় রেস্তোরাঁ। এখানকার শান্ত নির্জন পরিবেশ খুব ভাল লাগে তার, ভাল লাগে এখানকার খাবার—সাধারণ এবং ইংলিশ খানা বলে। তার সঙ্গে ভোজনরত লোকদের সে বলতো, ঠিক এই জায়গায় একসময় অগাস্টাস জন বসতেন এবং ভিজিটর বইতে বিখ্যাত শিল্পীদের নাম সে উল্লেখ করতো তাদের কাছে। যদিও সে শিল্পী ছিলো না, তবে শিল্পীর শিল্প স্রষ্টার তারিফ করত সে।

সহানুভূতিশীল ওয়েট্রেস মলি পুরনো বন্ধু হিসেবে অভিবাদন জানাল মিঃ বোনিংটনকে। 'সুপ্রভাত স্যার', কোণার একটা টেবিলে তারা দু'জন আসন গ্রহণ করতেই

বলল সে, 'আপনার আজ সৌভাগ্যের দিন। আজ চেষ্টানাট সহ টার্কির আয়োজন হয়েছে এখানে—ওটা তো আপনার খুব প্রিয়, তাই না? তাছাড়া আজ আমরা চমৎকার স্টিলটনও পরিবেশন করতে পারি। আপনি প্রথম সুপ নাকি মাছ খাবেন?'

মলি খাবারের ফরমাস নিয়ে চলে যেতেই পোয়ারোর উদ্দেশ্যে বলল বোনিংটন, 'মেয়েটি চমৎকার, একসময় বেশ সুন্দরী ছিল সে। শিল্পীরা তার ছবি আঁকতে চেয়েছিল। খাবারের ব্যাপারটা বেশ ভালই জানে সে—এটা খুবই উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, সাধারণত মেয়েদের খাবারের ব্যাপারে বড় অনীহা।'

মাথা নাড়ল এরকুল পোয়ারো। 'তা যা বলেছেন, মেয়েরা ভয়ঙ্কর।'

'ছেলেরা তেমন নয়, এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' বলল মিঃ বোনিংটন।

'কখ্‌খনো না!' এরকুল পোয়ারোর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ভাল কথা, তাদের বয়স হয়তো খুবই কম', নরম সুরে বলল মিঃ বোনিংটন। 'তরুণ ছোকরা সব! আজকালকার তরুণরা সবাই এক—না আছে তাদের মেধা, না আছে ধৈর্য। এই সব তরুণরা', কঠোর ভাষায় সে তার মতামত ব্যক্ত করল, আমার কাছে কোনো কাজের বলেই মনে হয় না। হয়তো তারাই ঠিক। কিন্তু কিছু তরুণদের কথাবার্তা শুনে আপনি হয়তো ভাববেন, ষাটের পর কোনো লোকেরই বেঁচে থাকার অধিকার নেই! তারা যে পথে চলেছে, আপনি অবাক হবেন, তারা তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই বুঝি রাখতে চায় না।'

'তা সম্ভব', সায় দিয়ে পোয়ারো বলল, 'আজকাল তারা ওইরকমই ব্যবহার করে থাকে।'

'আপনাকে বলতেই হচ্ছে, আপনার মনটা চমৎকার পোয়ারো। এখনকার পুলিশের সব কাজ-কর্মের মধ্যেই আপনার আদর্শের স্পর্শ অনুভব করা যায়।'

হাসল এরকুল পোয়ারো। 'তাহলে ষাট বছরের ওপরের কোনো লোকের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কেস আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় বলে মনে হবে। আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, আপনার মনে কৌতূহল জাগতে পারে।'

'আপনার এ ধরনের কথা শুনে অসুবিধেটা কি জানেন, আপনার কাছে কোনো অপরাধের কেস আসার জন্য অপেক্ষা না করে দেখা যায় তার বদলে আপনি অপরাধের সন্ধান করতে শুরু করেছেন।'

'আমি ক্ষমা চাইছি', বিনয়ের সঙ্গে বলল পোয়ারো, 'ওই যে আপনি বলেন বাজারে চালু,' এই আলোচনাই করছিলাম আর কি। যাইহোক বন্ধু, এখন আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন। পৃথিবী আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?'

'তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে!' বলল মিঃ বোনিংটন। এখনকার পৃথিবীর অবস্থা এই রকমই। অত্যন্ত গোলমেলে। আর কি চমৎকার ভাষার প্রয়োগ! ভাল ভাল কথা দিয়ে, চমৎকার ভাষা দিয়ে গোলমাল চাপা দেওয়া যায়। যেমন পচা মাছের গন্ধ চাপা দেওয়া হয় সুন্দর সুবাসের সস দিয়ে। আমাকে কাঁটা ছাড়ানো মাছ দিন, তার ওপর গোলমেলে সস ছড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই।'

এই সময় সেখানে মলি এসে দাঁড়াতেই মিঃ বোনিংটন তার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'সোনা বাছা, আমার কি পছন্দ তা তো তুমি জানো।'

'স্যার, আপনি তো এখানে প্রায়ই আসেন, আসেন না? আপনার কি পছন্দ আমাকেই জানতে তো হবে।'

'মানুষ কি সব সময় একই জিনিস পছন্দ করে থাকে?' এবার এরকুল পোয়ারো মুখ খুলল, 'তারা কি কখনো পরিবর্তন চায় না?'

'না ভদ্রলোকদের সব সময় একটা জিনিসই পছন্দ।'

'আমি আপনাকে কি বলেছিলাম?' দাবী করল বোনিংটন। 'খাবারের ব্যাপারে মূলতঃ ভদ্রমহিলাদের মধ্যে কোনো স্থিরতা নেই।' এই বলে রেস্তোরাঁর চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় সে।

'জগৎটা একটা মজার জায়গা। ওই দেখুন এক কোণায় দাড়ি-গোঁফওয়ালা ওই লোকটিকে, কেমন অদ্ভুত দেখতে, তাই না? মলির কাছ থেকে খোঁজ নিন, ও আপনাকে বলবে, প্রতি মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার সে এখানে এসে থাকে। লোকটা এখানে এসেছে প্রায় দশ বছর, সে কতকটা ল্যান্ডমার্কের মতো। তবু এখানে কেউ জানে না, কি নাম লোকটার কিংবা কোথায় থাকে সে, অথবা তার এখানকার গতিবিধিই বা কি! আপনি যখন এ ব্যাপারে চিন্তা করতে বসবেন, তখন বুঝতে পারবেন, ব্যাপারটা কি রকম অদ্ভুত।'

মলি খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে এসে হাজির হলে সে বলে, 'দেখছি এখনো ওই বৃদ্ধ লোকটা ওখানে এসে বসে।'

'তা ঠিক স্যার। মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার হলো ওঁর দিন। তবে গত সোমবার হঠাৎ উনি এখানে এসে হাজির হন। এতে আমি দারুণ ঘাবড়ে যাই! প্রথমে আমার মনে হয়, আমি বোধহয় বারের হিসেব ভুলে গেছি, আর আমার অজ্ঞাতে মঙ্গলবার এসে হাজির। কিন্তু পরদিন রাতেও সে আবার আসে। এর থেকেই বলা যায় যে, সোমবার এখানে আসাটা ওঁর বাড়তি।'

'রোজকার অভ্যাস থেকে বিচ্যুত! ভারি মজার ব্যাপার তো', বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো। 'আমি অবাক হচ্ছি, এর কারণ কি থাকতে পারে?'

'আমায় যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন তো বলি স্যার', মলি নিজের থেকে বলে, 'আমার মনে হয় উনি খুব চিন্তিত কিংবা উনি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।'

'এ কথা তোমার কেন মনে হয়েছিল? তার হাবভাব দেখে?'

'না স্যার, ঠিক ওঁর হাবভাব দেখে নয়। অন্য দিনের মতো সেদিনও তাঁকে খুব শান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি যখন এখানে আসেন কিংবা চলে যান, সুপ্রভাত বলা ছাড়া বাড়তি কথা তিনি কখনো বলেন না। তাঁর সেদিনকার ফরমাস কি ছিল, জানেন?'

'তার ফরমাস?'

'আমার বলতে ভয় হচ্ছে ভদ্রমহোদয়গণ, শুনলে আপনারা হাসবেন', বলে উঠল

মলি। 'কিন্তু ভদ্রলোক যখন এখানে দীর্ঘ দশ বছর ধরে আসছেন, তখন তাঁর পছন্দ-অপছন্দের কথা আপনাদের জানা উচিত। তিনি কখনো যাঁড় কিংবা ভেড়ার চর্বির পুডিং, কিংবা জামফল সহ্য করতে পারেন না, আর আমি জানতাম না, গাঢ় সুপ খান তিনি। কিন্তু সেই সোমবার রাত্রে তিনি ফরমাস দেন টমাটোর গাঢ় সুপ, বীফস্টিক, কিডনি পুডিং আর জামফলের চাটনি! দেখে মনে হলো, তিনি কি ফরমাস দিয়েছেন, তা তিনি নিজেই লক্ষ্য করেননি।'

'তুমি জানো মলি', বলল এরকুল পোয়ারো, 'তোমার এই খবরে আমি যেন এক অভূতপূর্ব কৌতূহল অনুভব করছি।'

খুশি মনে সেখান থেকে প্রস্থান করল মলি।

'এখন আসুন মঁসিয়ে পোয়ারো', বলল হেনরি বোলিংটন, 'এ ব্যাপারে আপনার বিশ্লেষণ শোনা যাক। অবশ্যই আপনার নিজের মতো করে বলবেন।'

'আমি বরং আপনারটাই প্রথমে শুনতে চাই।'

'ওহো, আপনি আমাকে আপনার বন্ধু ওয়াটসন বানাতে চান? তাহলে শুনুন, সেই বয়স্ক ভদ্রলোক একজন চিকিৎসকের কাছে যায়, চিকিৎসক তার আহারে পরিবর্তন আনে।'

'আর সেই পরিবর্তন আসে কি টমাটো সুপ, স্টিক, কিডনি পুডিং আর জাম ফলের চাটনিতে? কোনো চিকিৎসককে সেটা করতে পারে বলে আমার ধারণা নেই।'

'আপনি বিশ্বাস করেন না, চিকিৎসকরা আপনাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে?'

'আপনার কাছে সেটাই একমাত্র সমাধান, যা আপনার ক্ষেত্রে ঘটেছে।'

অতঃপর হেনরী বোনিংটন বলেন, 'ঠিক আছে, তাহলে ঘটনার গুরুত্ব দেওয়া যাক এবার। আমার মনে হয় এর একটাই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো, আমাদের এই অচেনা বন্ধুটি তীব্র মানসিক ভাবাবেগে ভুগছিল। তার মনটা তখন এতোই বিক্ষিপ্ত ছিল যে, তিনি কি যে ফরমাস দিয়েছিলেন, কিম্বা কি যে তিনি খাচ্ছিলেন, আক্ষরিক অর্থে তিনি তা লক্ষ্য করেননি।' এখানে একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করল, 'তার মনে কি ছিল, এরপর আপনি হয়তো বলবেন, আপনি সেটা জানেন। সম্ভবত আপনি বলবেন, সে যে কাউকে খুন করবে, সেইভাবে সে মনঃস্থির করেছিলো।' তার নিজের বিশ্লেষণ নিজেই করল সে।

তবে তার এ কথায় এরকুল পোয়ারো হাসতে পারল না। স্বীকার করল সে, সেই সময় বৃদ্ধ ভদ্রলোক খুবই চিন্তিত ছিল। সে দাবী করল, কি ঘটতে পারে তার আভাস সে দিতে পারে।

তখন তার বন্ধু তাকে আশ্বাস দেয়, সেরকম মতলব খুবই ফ্যানটাস্টিক হবে।

এরপর প্রায় তিন সপ্তাহ পরে এরকুল পোয়ারো এবং বোনিংটনের আবার দেখা হলো। এবার তাদের সাক্ষাৎকার ঘটল টিউবে। তারা পরস্পর মাথা নাড়ল। তারপর পিকাডিলি সার্কাসে প্রায় সবার ট্রেন থেকে নামার পালা!

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পোয়ারো বলে, 'আপনি আর কি করবেন? জীবন বড় অনিশ্চিত।'

'তা যা বলেছেন। আজকের দিনটাতো চলে গেলই!' বলল মিঃ বোনিংটন। তার কণ্ঠস্বর বুঝি বা ম্লান বিষণ্ণ শোনাল। এ প্রসঙ্গে আপনার মনে আছে, সেই যে গ্যালান্ট এনডেভারে আমরা কি দেখেছিলাম? সে যদি সেই জায়গাটা স্বর্গ বলে মনে করে থাকে, তাতে আমি একটুও অবাক হবো না। অথচ তারপর সারাটা সপ্তাহ সে আর যায়নি সেখানে। এ ব্যাপারে মলি দারুণ ঘাবড়ে যায়। ভদ্রলোকের হলো কি?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এরকুল পোয়ারো। তার সবুজ চোখ দুটো ঝলসে উঠল। 'তাই নাকি?' বলল সে, 'সত্যি কি তাই?'

উত্তরে বোনিংটন বলে, 'আপনার মনে আছে, আমি বলেছিলাম, ভদ্রলোক তার চিকিৎসকের কাছে যায়, সে তাকে ওই সব আহারের পরামর্শ দেয়, অবশ্যই মূর্খামি, কিন্তু সে যদি তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ না করে থাকে, তাতে আমি একটুও অবাক হবো না, আর যদি বা পরামর্শ করে থাকে তাহলে ডাক্তারের কথা হয়তো তাকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থাকবে। আর এর ফল দাঁড়ায় না দেখেশুনেই সেদিন খাবারের ফরমাস দিয়েছিল সে। আর তাতেই হয়তো তার মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়ে থাকবে। তাই রোগীদের পরামর্শ দেওয়ার সময় ডাক্তারদের সতর্ক হওয়া উচিত!'

'সাধারণত তারা তাই করে থাকে', বলল এরকুল পোয়ারো।

ট্রেন এসে থামলো একটা স্টেশনে।

'আমার স্টেশন এসে গেছে', বলল মিঃ বোনিংটন, 'বাই বাই। মনে করবেন না, সেই বৃদ্ধ লোকটির সম্পর্কে আমরা কখনো কিছু জানতে পারব, এমন কি তার নামটা পর্যন্ত জানতে পারব না। বিচিত্র পৃথিবী।' নামতে গিয়ে বলল বেনিংটন।

ভুরু কুঁচকে চলন্ত ট্রেনের জানালাপথে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে পোয়ারো তখন ভাবছিল, তার মতে পৃথিবী কিন্তু খুব একটা বিচিত্র নয়। বাড়ি ফিরে সে তার বিশ্বস্ত পোশাক তত্ত্বাবধানের ভৃত্য জর্জকে কিছু পরামর্শ দিল।

কয়েকটা নামের তালিকায় আঙুল বুলালো এরকুল পোয়ারো। তালিকাটা একটা নির্দিষ্ট এলাকায় মৃত্যুর রেকর্ডের। এক জায়গায় এসে তার আঙুলটা থেমে যায়। 'হেনরি গ্যাসকোইন। উনসত্তর। প্রথমে তার সঙ্গেই যোগাযোগের চেষ্টা করতে হবে।'

পরে সেই দিনই কিংস রোড থেকে একটু দূরে ডঃ ম্যাকএ্যান্ড্রুর সার্জারিতে বসে থাকতে দেখা যায় এরকুল পোয়ারোকে। লাল চুলের দীর্ঘদেহী স্কচম্যান ম্যাকএ্যান্ড্রু। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ তার।

'গ্যাসকোইন?' বলল সে, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। বড় খামখেয়ালি স্বভাবের বৃদ্ধ। একটা অতি পুরাতন পরিত্যক্ত বাড়িতে একা থাকত সে। সেই বাড়িটা ভেঙে ফেলা হয়েছে আধুনিক ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করার জন্য। আগে কখনো তাকে আমি দেখিনি, তবে পরে তাকে আমি দেখেছি, আর এও জানি কে সে! ডেয়ারি লোকেদেরই প্রথম নজর পড়ে। তার ঘরের বাইরে দুধের বোতল জমে যায়। সব শেষে পাশের ঘরের লোকেরা পুলিশে

খবর দেয়। পুলিশ এসে দরজা ভাঙ্গে এবং তাকে দেখতে পায়। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তার ঘাড় ভেঙে যায়। অথচ ভদ্রলোক সদাসতর্ক থাকতো। তখন তার পরনে ছিল একটা পুরনো ড্রেসিং-গাউন।

'তাই বুঝি', বলল পোয়ারো, 'এ তো খুবই সহজ কেস—একটা দুর্ঘটনা মাত্র।'

'ঠিক তাই।'

'তার কোনো আত্মীয় ছিল?'

'হ্যাঁ, তার এক ভাগ্নে ছিল। মাসে একবার করে সে তার মামাকে দেখতে আসত। লরিমার, তার নাম জর্জ লরিমার। সে নিজেও একজন চিকিৎসক। থাকে উইম্বলডনে।'

'এই সদাসতর্ক ব্যক্তির মৃত্যুতে সে কি ঘাবড়ে গিয়েছিল?

'সে যে ঘাবড়ে গিয়েছিল, আমার তা মনে হয় না। মানে, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রতি টান থাকলেও সত্যি কথা বলতে কি তাকে সে খুব একটা ভাল জানত না।'

'মিঃ গ্যাসকোইন-এর মৃত্যুর ঠিক কতক্ষণ পরে আপনি তাকে দেখেন?'

'কম করেও আটচল্লিশ ঘণ্টার পরে, তবে বাহাত্তর ঘণ্টার বেশি নয়। ছয় তারিখের সকালে তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। তার ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে একটা চিঠি পাওয়া যায়। তিন তারিখে লেখা সেই চিঠি। সেদিন বিকেলে উইম্বলডন থেকে ডাকে পাঠানো হয়—সম্ভত রাত ন'টা কুড়িতে সেটা বিলি করা হয়ে থাকবে। তাহলে এর থেকেই বোঝা যায় যে, তিন তারিখে রাত ন'টা ত্রিশ মিনিটের পরে তার মৃত্যু হয়ে থাকবে। তার পেট থেকে পাওয়া খাদ্য সামগ্রী পরীক্ষা করে সেই রকমই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। মৃত্যুর প্রায় দু'ঘণ্টা আগে সে তার আহার সারে। ছ' তারিখ সকালে আমি তাকে পরীক্ষা করে দেখতে পাই তার মৃত্যু প্রায় ষাট ঘণ্টা আগে হয়ে থাকবে। তিন তারিখে রাত দশটা নাগাদ।'

'মনে হচ্ছে সব কিছুই খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। এখন বলুন তাকে শেষ কখন জীবিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়?'

'তাকে কিংস রোডে সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় শেষ দেখা যায়। তেসরা বৃহস্পতিবার। সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় গ্যালান্ট এনডেভার রেস্তোরাঁয় নৈশ ভোজ সেরে নেয় সে। এর থেকে দেখা যায়, প্রতি বৃহস্পতিবার সেখানেই নৈশভোজ সারত সে। জানেন সে ছিল একজন শিল্পী। তবে অত্যন্ত বাজে শিল্পী।'

'ভাইপো ছাড়া অন্য আর কোনো আত্মীয় ছিল না তার?'

'তারা ছিল যমজ ভাই। সমস্ত কাহিনীই বেশ কৌতূহলের। বহু বছর তাদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। অপর ভাই এন্থনি গ্যাসকোইন এক অতি বিত্তবান মহিলাকে বিয়ে করে এবং শিল্পের পাট চুকিয়ে দেয়—এই নিয়েই দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। তারপর থেকেই, আমার বিশ্বাস, দুই ভাইয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কি আশ্চর্যের ব্যাপার জানেন, একই দিনে দুই ভাই মারা যায়। বড় যমজ ভাই ওই তিন তারিখ বিকেলে মারা যায়। এর আগে আর এক যমজ জুটির একই

দিনে মৃত্যুর খবর আমার জানা ছিল—সম্ভবত হয়তো এটা একটা কাকতালীও ব্যাপার—আর এই হলো ঘটনা।'

'অপর ভাইয়ের স্ত্রী কি এখনো জীবিত?'

'না, কয়েক বছর আগে মারা যায় সে।'

'এন্থনি কোথায় থাকতো?'

'তার বাড়ি ছিল কিংসটন হিলে। ডঃ লরিমারের ভাষায়, নিভৃতে থাকতে পছন্দ করত সে।' স্কচম্যান আগ্রহসহকারে পোয়ারোর দিকে তাকাল, এ ব্যাপারে 'আপনার কি মনে হয় মঁসিয়ে পোয়ারো? আপনাকে তো আমি সবই বললাম। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি যে এখনো যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেছি।'

'আপনি বলছেন, এটা একটা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু', ধীরে ধীরে বলল পোয়ারো, 'আমার মনও তাই বলছে, বলতে গেলে এ একটা সহজ কেস—স্রেফ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার কেস।'

অবাক হয়ে তাকাল ডঃ ম্যাকএ্যান্ড্রু। 'তার মানে খুন। আপনার এই অনুমানের ভিত্তি কিছু আছে?'

'না', উত্তরে বলল পোয়ারো, 'এটা নেহাতই আমার একটা ধারণা মাত্র।'

'নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে—' জোর দিয়ে বলল সে।

কোনো কথা বলল না পোয়ারো। নিজের থেকেই আবার তাই বলতে শুরু করল ম্যাকএ্যান্ড্রু। 'তা আপনি কি তার ভাগ্নে লরিমারকে সন্দেহ করছেন? আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই, আমার মনে হয়, আপনি ভুল গাছে আরোহণ করছেন। সেদিন রাত সাড়ে আটটা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত উইম্বলডনে ব্রীজ খেলছিল সে। তদন্ত করার সময় এই তথ্য প্রকাশ পায়।'

বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো, 'আর সম্ভবত সেটা মিলিয়েও দেখা হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক।'

'আপনি কি তার সম্পর্কে আগে থেকে কিছু জানতেন?'

'আপনি তার সম্পর্কে বললেন বলেই জানলাম। না, এর আগে আমি তাকে জানতামই না।'

'তাহলে আপনি কি আর কাউকে সন্দেহ করেন?'

'না, না, ঠিক তা নয়। এটা একটা মানুষ নামক প্রাণীর নিয়মিত অভ্যাস। সেটা অত্যন্ত জরুরীও বটে। আর মৃত মঁসিয়ে গ্যাসকোইন এই অভ্যাসের আওতায় পড়ে না। সবই ভুল, বুঝলেন।'

'সত্যি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কি বলতে চাইছেন।'

এরকুল পোয়ারো বিড়বিড় করে বলল, 'অসুবিধেটা কি জানেন, এই কেসটা হলো পচা মাছের ওপর অত্যধিক সস দেওয়ার মতো।' মৃদু হাসল পোয়ারো। 'হয়তো খুব শীগ্‌গীর আপনি আমাকে পাগল বলে ঠাওড়াবেন। কিন্তু সত্যি আমি মানসিক রোগের

কেস নই। আসলে আমি সব ব্যাপারেই একটা যথাযথ পদ্ধতি মেনে চলতে পছন্দ করে থাকি। আর কোনো ঘটনায় যদি তার অভাব দেখা যায়, তখনি আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। আপনাকে এত যে কষ্ট দিলাম, তার জন্য ক্ষমা করবেন আমাকে।' এই বলে উঠে দাঁড়াল সে, এবং ডাক্তারও।

'সত্যি কথা বলতে কি হেনরি গ্যাসকোইনের মৃত্যুতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই', ডঃ ম্যাকএ্যান্ড্রু বলে, 'পড়ে যাওয়ার দরুণই তার মৃত্যু ঘটে অথচ আপনি বলছেন, তাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পোয়ারো বলে, 'হ্যাঁ কেসটা তাই মনে হচ্ছে। কেউ হয়তো এই কাজটা ভালভাবেই সম্পন্ন করে থাকবে।' এখানে একটু থেমে সে আবার বলে, 'হেনরি গ্যাসকোইনের কি নকল দাঁত ছিল?'

'না, তার নিজস্ব দাঁতগুলো সুন্দরভাবে সাজান ছিল। সেই বয়সে অবশ্যই দাঁতগুলো তার অমন সুন্দরভাবে বজায় রাখাটা অবিশ্বাস্যই বটে।'

'তাহলে দাঁতের যত্ন সে ভালভাবেই নিত—দাঁতগুলোর রঙ সাদা ও বেশ ভালভাবেই ব্রাশ করা হতো, এই তো?'

'হ্যাঁ, বিশেষভাবে এ দিকটায় আমি নজর দিয়েছিলাম। তার দাঁতগুলো একটু যা হলদে হয়ে যায়, বয়সের অনুপাতে যা স্বাভাবিক, তবে সেগুলোর অবস্থা বেশ ভালই ছিল বলতে হয়।'

'কোনোভাবেই রঙ বদলায়নি?'

'না, আমার তা মনে হয় না। ধূমপান করত সে, আপনি কি এ কথাই ভাবছেন?'

'ঠিক সেইভাবে আমি বলতে চাইছি না—এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা বলতে পারেন, যার সাফল্য সম্ভবত খুব দূরে নয়। বিদায় ডঃ ম্যাকএ্যান্ড্রু, আর আপনার এই বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ।' তারপর ডাক্তারের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিল সে।

'আর এখন', নিজের মনে বলল সে, 'দীর্ঘ প্রস্তুতি নেওয়ার পালা।'

গ্যালান্ট এনডেভার। বোনিংটনের সঙ্গে যে টেবিলে সেদিন সে বসেছিল, সেটার সামনেই বসেছিল পোয়ারো। আজ আর মলি তাকে খাবার পরিবেশন করেনি। মলি এখন ছুটিতে। অন্য একটি মেয়ে তার খাবারের ফরমাস নিয়ে যায়। তখন সন্ধ্যা সাতটা হবে। বৃদ্ধ গ্যাসকোইন সম্পর্কে মেয়েটির সঙ্গে আলোচনা করতে তার কোনো অসুবিধেই হলো না।

'হ্যাঁ,' মেয়েটি বলল, 'বহু বছর ধরেই তিনি এখানে ছিলেন। কিন্তু আমরা কোনো মেয়েই তার নাম জানতাম না। কাগজে তার নাম আর ছবি দেখে মলিকে আমি বলি, ইনিই আমাদের সেই বৃদ্ধ পিতা, না? আমরা তাঁকে এই নামেই জানতাম।'

'মৃত্যুর দিন সন্ধ্যায় তিনি এখানে ভোজ সারেন, তাই না?'

'ঠিক তাই, বৃহস্পতিবার, তিন তারিখ। প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার এখানে নির্দিষ্ট সময়ে আসতেন তিনি!'

'সেদিন নৈশভোজে তিনি কি খেয়েছিলেন, মনে হয় তুমি ঠিক মনে করতে পারবে না।'

'দাঁড়ান, একটু খেয়াল করে দেখি, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, কড়া মশলা দেওয়া সুপ, বীফস্টিক, পুডিং, কিমা!'

'সেটা কি মাটনের ছিল?'

না, আর পুডিং, নয়। তার বদলে ব্ল্যাকবেরি, আপেল পাই ও চীজ। তারপর বাড়ি ফিরে যান তিনি, এবং সিঁড়ি থেকে পড়ে যান। ঝোলা ড্রেসিং গাউন পড়ার জন্যই হয়তো সেটা তাঁর পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়, আর সেটাই তাঁর সিঁড়ি থেকে পতনের কারণ হতে পারে। তাঁর পোশাকের ধরনই ছিল বিদঘুঁটে, মান্ধাতা আমলের। আমরা এখানে মজার মজার সব খরিদ্দার পেয়ে থাকি।'

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর পোয়ারোর চোখে একটা সবুজ সংকেত পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। 'এ যেন বড় অদ্ভুত ব্যাপার', নিজের মনে সে বলে, 'কি করে সব থেকে বুদ্ধিমান লোকেরা বিস্তারিত তথ্য ভুলে যেতে পারে। বোনিংটন নিশ্চয়ই এ ব্যপারে আগ্রহী হবে। কিন্তু এখনি তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করার সময় আসেনি।'

পরের দিন কিছু প্রভাবশালী লোকের সুপারিশ নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট করোনারের সঙ্গে দেখা করতে কোনো অসুবিধে হলো না এরকুল পোয়ারোর।

'মৃত গ্যাসকোইন ছিলেন এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক।' লোকটার সম্পর্কে পোয়ারো তার পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট করতে গিয়ে বলে, 'নিঃসঙ্গ খামখেয়ালি কিন্তু তাঁর মৃত্যুটা তাঁর মতোই অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, কৌতূহলের খোরাক যোগায় যেন।'

তার বলার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকালেন করোনার। এরকুল পোয়ারো আরো সাবধানে শব্দ চয়ন করে আবার বলল, 'তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে এমনি এক পরিস্থিতি জড়ানো যে, এ ব্যাপারে তদন্তের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।'

'বেশ তো, আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন?'

'আপনার প্রদেশে কোনো কেসের নথীপত্র আদালতে পেশের পর নষ্ট করে ফেলা হয়। মৃত হেনরী গ্যাসকোইনের পকেট থেকে একটা চিঠি পাওয়া যায়। তাঁর ভাইপো ডঃ জর্জ লরিমারের লেখা চিঠি, তাই না?'

'ঠিক বলেছেন। তদন্তের সময় সেটা পেশ করা হয়, মৃত্যুর সময় নির্ধারণে সেটা বিশেষভাবে সাহায্য করে।'

'ডাক্তারী পরীক্ষাতেও তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়?'

'তাও ঠিক।'

'সেই চিঠিটা কি এখনো পাওয়া যেতে পারে?' অধীর আগ্রহে তাঁর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল পোয়ারো। চিঠিটা পাওয়া যাবে শুনতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

তারপর শেষ পর্যন্ত চিঠিটা হাতে পেতেই তাড়াতাড়ি সেটার ওপর চোখ বুলোতে গিয়ে সে দেখে, স্টাইলোগ্রাফিক কলম দিয়ে লেখা দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর। সেই চিঠির বিষয়বস্তু হলো এই রকম :

'প্রিয় হেনরী মামা,

এন্থনিমামার ব্যাপারে আমি অকৃতকার্য হওয়ার জন্য দুঃখিত। তাঁর কাছে আপনার আগমনের ব্যাপারে কথা বলতে কোনো রকম উৎসাহ দেখালেন না তিনি। অতীতের সব ভুল বোঝাবুঝি ভুলে যাওয়ার জন্য আপনার অনুরোধের কোনো সাড়া তিনি দেননি। অবশ্য তিনি খুবই অসুস্থ। আমার ধারণা, তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। আপনি যে তাঁর ভাই, খুব কষ্ট করেই তাঁকে স্মরণ করাতে হলো।

আপনার মনোবাঞ্ছা পূরনে ব্যর্থ হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত, তবে আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি, এ ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি!

আপনার স্নেহধন্য ভাগ্নে,
জর্জ লরিমার।

চিঠিটার তারিখ ৩রা নভেম্বর। চকিতে একবার চিঠির খামের ওপর ডাকঘরের ছাপটা দেখে নিল পোয়ারো—বেলা ৪-৩০, ৩রা নভেম্বর। আপন মনে বিড়বিড় করল সে, 'চমৎকারভাবে সাজান চিঠিটা, তাই না?'

এরপর তার লক্ষ্য হলো কিংস্টন হিল। মৃত এন্থনি গ্যাসকোইনের কুক হাউসকীপার এ্যামিলিয়া হিলের সঙ্গে দেখা করতে তার কোনো অসুবিধা হলো না। প্রথমে মিসেস হিলকে একটু কাঠখোট্টা এবং সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তার মতো আগন্তুকের আকর্ষণীয় কথাবার্তায় অবশেষে তাকে নরম হতে হলো, বরফ গলতে শুরু করল। মিসেস এ্যামিলিয়া হিল সহজ হতে শুরু করল অতঃপর। গত চৌদ্দ বছর ধরে এন্থনির বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনার কাজ করে এসেছে সে একা, খুব একটা সহজ কাজ নয়। তাকে যে ঝামেলা পোহাতে হয়, অন্য কোনো মেয়ে হলে অনেক আগেই কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে আসত। ভদ্রলোক তাঁর টাকার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন, এ্যামিলিয়া বলে চলে, তাঁর নিজস্ব তেমন অর্থ না থাকলেও তাঁর ধনী স্ত্রী তাঁর জন্য প্রচুর অর্থ রেখে যান! এ্যামিলিয়ার আশা ছিল, তার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মিঃ গ্যাসকোইনের কাছ থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য পাবে। কিন্তু কিছুই সে পায়নি। তিনি তাঁর পুরনো উইলে তাঁর সব অর্থ তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে যান। আর যদি তাঁর স্ত্রী তাঁর মৃত্যুর আগে মারা যান, তাহলে সব কিছু অর্থ, সম্পত্তি পাবে তাঁর ভাই হেনরী। বেশ কয়েক বছর আগের সেই উইল। এটা ঠিক হয়নি, এ্যামিলিয়ার অভিমত হলো এই রকম।

আস্তে আস্তে মিসেস হিলের ওপর থেকে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায় পোয়ারোর মন

থেকে। সত্যি তার ওপর অবিচার করা হয়েছে। মিঃ এন্থনি যে টাকার ব্যাপারে ভীষণ সজাগ ছিল, সেটা সবারই জানা ছিল আর এও জানা যায় যে, মৃত এন্থনি তার ভাই হেনরীর সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সম্ভবত সে সব কথা মিসেস হিল জানত।

'ডঃ লরিমার তাঁর সঙ্গে কি দেখা করতে এসেছিল?' জিজ্ঞেস করল মিসেস হিল। 'আমি জানি, তাঁর ভাইয়ের ব্যাপারে এসেছিল সে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, তাঁদের দীর্ঘদিনের ঝগড়া বিবাদ মিটমাট করতে চেয়েছিলেন তাঁর ভাই।'

'আমি জেনেছি', উত্তরে পোয়ারো বলল, 'মিঃ গ্যাসকোইন তাঁর ভাইয়ের প্রস্তাব একেবারেই প্রত্যাখ্যান করে দেন।'

'তা ঠিক', মাথা নেড়ে সায় দেয় মিসেস হিল। 'হেনরী?' তিনি বলতেন, বহুবছর ধরে দেখা করেনি সে, আর চায়ওনি। ঝগড়াটে স্বভাবের লোক হেনরী। ঠিক এই রকম কথাবার্তা।'

এরপর মিসেস হিল তার অভাব অভিযোগের প্রসঙ্গ তোলে। মিঃ গ্যাসকোইনের সলিসিটারের অনুভূতিহীন মনোভাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেও ছাড়ল না সে। হঠাৎ সেই আলোচনা না ভেঙ্গে সেখান থেকে চলে আসতে তাকে বেশ বেগ পেতে হলো।

তারপর ঠিক মধ্যাহ্নভোজের পরেই পোয়ারো এলো উইম্বলডনে এলম্‌ক্রেস্ট ডোরসেট রোডে, ডঃ জর্জ লরিমারের বাড়িতে। বাড়িতেই ছিল ডাক্তার। এরকুল পোয়ারোকে সার্জারিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ডিনার টেবিল থেকে সবে মাত্র উঠে এসে তার সঙ্গে দেখা করল ডঃ লরিমার।

'আমি আপনার রোগী নই ডক্টর।' সরাসরি বলল পোয়ারো, 'আমার এখানে আসাটা সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক। তবে আমার বয়স হয়েছে, আমি সরাসরি মোকাবিলায় বিশ্বাসী, উকিল আর তাদের দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতিতে আমার আস্থা নেই।'

কথা বলার ফাঁকে ডঃ লরিমারকে অবলোকন করতে ভোলে না পোয়ারো, পরিষ্কারভাবে দাড়ি গোঁফ কামানো মাঝারি উচ্চতার লোক সে। তার চুল বাদামী রঙের, কিন্তু তার চোখের পাতাগুলো প্রায় সাদা, এর ফলে তার চোখ দুটো কেমন যেন গোল দেখায়। চটপটে স্বভাবের লোক সে, তবে রসকসহীন।

'উকিল?' ভ্রূ তুলে জিজ্ঞেস করল সে। 'আমি ওদের ঘৃণা করি। আপনি আমার মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছেন স্যার, বসতে অনুরোধ করছি।'

একটা চেয়ারে আসন গ্রহণ করে পোয়ারো পকেট থেকে তার পেশাগত একটা কার্ড বার করে ডাক্তারের হাতে তুলে দেয়।

জর্জ লরিমার পিটপিট করে তাকায়।

বিশ্বস্ততার সঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল পোয়ারো, 'আমার আবার মক্কেলদের মধ্যে অনেক ভদ্রমহিলা আছেন, যাঁরা পুলিশকে বিশ্বাস করে না, তারা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরই পছন্দ করে থাকেন। তাঁরা তাঁদের অসুবিধেটা জনসমক্ষে

তুলতে চান না! কয়েকদিন আগে এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা আমার কাছে আসেন। বহু বছর আগে তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোনো কারণে ঝগড়াঝাঁটি হয়ে থাকবে, তার জন্য তিনি অসুখী! তাঁর স্বামী হলেন আপনার মামা, মৃত মিঃ গ্যাসকোইন।'

শুনে জর্জ লরিমারের মুখ লাল হয়ে উঠল।

'আমার মামা? বাজে কথা। তাঁর স্ত্রীতো অনেক বছর আগে মারা গেছেন।'

'আপনার মামা মিঃ এন্থনি গ্যাসকোইনের স্ত্রীর কথা আমি বলছি না ডক্টর। আমি আপনার আর এক মামা মিঃ হেনরী গ্যাসকোইনের স্ত্রীর প্রসঙ্গে বলছি।'

'হেনরী মামা? কিন্তু তিনি তো বিবাহিত ছিলেন না।'

'ও হ্যাঁ, তিনি বিবাহিত ছিলেন বৈকি!' পোয়ারো নিঃসংকোচে বলে, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন কি ভদ্রমহিলা তাঁদের বিবাহের সার্টিফিকেটও সঙ্গে এনেছিলেন।'

'মিথ্যে।' চিৎকার করে উঠল জর্জ লরিমার। মুখের রঙ এখন কিশ্‌মিশের মতো লাল। 'এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। 'আপনি একজন নির্লজ্জ প্রকৃতির মিথ্যুক, বেহায়া।'

'আর এটাও খুব খারাপ নয় কি?' পাল্টা অভিযোগ করল পোয়ারো, 'শুধু শুধু কাউকে আপনার খুন করাটা...?'

'খুন?' কথা বলতে গিয়ে লরিমারের গলা কেঁপে ওঠে। তার চোখে ভয়ের আতঙ্ক।

'ভাল কথা', পোয়ারো বলে, 'দেখলাম আপনি আবার ব্ল্যাকবেরির চাটনি খেলেন। এ অভ্যাস ভাল নয়। জানি ব্ল্যাকবেরিতে প্রচুর ভিটামিন আছে, কিন্তু অপর দিকে এগুলো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে আমার অনুমান ডঃ লরিমার, এই জাম জাতীয় ফলগুলো মানুষের গলায় দড়ির ফাঁস পড়াতে পারে, হ্যাঁ, আপনার গলায়!'

গ্যালান্ট এনডেভার রেস্তোরাঁয় বসে আলোচনা হচ্ছিল এরকুল পোয়ারো এবং বেনিংটনের মধ্যে, প্রসঙ্গ মৃত হেনরী গ্যাসকোইন।

'শোন মঁসিয়ে, আপনার প্রাথমিক অনুমানই ভুল।' পোয়ারো তার বন্ধুর দিকে স্থির, শান্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'যে লোকটা নানানভাবে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে, তার পক্ষে এমন কোনো কাজ করা সম্ভব নয়, যা সে আগে কখনো করেনি।' যে লোক কোনো কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, তার পোশাকের চাকচিক্য না থাকলেও সে অন্তত নৈশভোজে তার নিজের পায়জামা পড়ে আসবে অন্য কারোর নয়। তারপর আরো আছে শুনুন,' পোয়ারো তার কথার জের টেনে বলতে থাকে, 'আর যে লোক ঘন সুপ খায় বা ভেড়ার চর্বির পুডিং আর ব্ল্যাকবেরি অপছন্দ করে এসেছে হঠাৎ সে একই সঙ্গে ওই তিনটি খাবারের ফরমাস কি করে দিতে পারে? সেদিন আপনি বলেছিলেন, কারণ সেই সময় সে অন্য কিছু চিন্তা করে থাকবে। কিন্তু আমি বলব কি জানেন, যে লোকের মনে কোনো কিছু ব্যাপারে চিন্তা বা উদ্বিগ্ন থাকলেও আপনা থেকেই সে তার রোজকার অভ্যাসমতো তার পুরনো খাদ্যেরই ফরমাস দেবে।'

'হায় কপাল আমার, এরপর আমার কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে বলুন? আমার ওই এক দোষ, সহজ ব্যাখ্যাগুলো আমি কিছুতেই ঠিক বুঝতে পারি না। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমার সব অনুমানই ভুল। মিঃ গ্যাসকোইনের নৈশভোজের ফরমাস আমাকে ভীষণ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে এখন।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তারপর আপনি আমাকে বলেছিলেন, লোকটা নাকি উধাও হয়ে যায়। দীর্ঘ কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম সে মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার এখানে আসা বন্ধ করে দেয়। এ ব্যাপারেও আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল', পোয়ারো বলে, 'একটা অদ্ভুত সত্য ঘটনার কথা আমার মনে উদয় হয়। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, লোকটি তখন মৃত। অপর পক্ষে বলা যায় পচা মাছ সস দিয়ে ঢেকে রাখার মতো।'

'তিন তারিখে সন্ধ্যা সাতটার সময় তাকে কিংসরোডে দেখতে পাওয়া যায়। সেদিনই সাড়ে সাতটায় তাকে এখানে নৈশভোজ সারতে দেখা যায়, অর্থাৎ তার মৃত্যুর দু'ঘণ্টা আগে। এ সবই মিলে যাচ্ছে তার পেট থেকে পাওয়া খাদ্য সামগ্রী, আর চিঠির তারিখ ও সময়ের সঙ্গে। সস এতই বেশি যে, আপনি মাছ আদৌ দেখতে পাবেন না।'

'অনুগত ভাগ্নে চিঠিটা লেখে, মৃত্যুর সময় সম্পর্কে সেই অনুগত ভাগ্নের পক্ষে এটা একটা চমৎকার এ্যালিবাই। মৃত্যুটা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু। নিছকই দুর্ঘটনা? নাকি পরিষ্কার একটা খুন? সবাই দুর্ঘটনার কথাই বিশ্বাস করে নেবে।'

'অনুগত ভাগ্নেই একমাত্র জীবিত আত্মীয়। সেই অনুগত ভাগ্নেই উত্তরাধিকার হবে—কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, অন্য আর কেউ কি উত্তরাধিকারী হওয়ার আছে?'

'কিন্তু এক ভাই আছে। আর সেই ভাইটি তার সময়মতো এক ধনী মহিলাকে বিয়ে করে। সেই ভাইই কিংস হিলে একটা বিরাট দামী বাড়িতে বাস করতো। অতএব এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, ধনী স্ত্রী নিশ্চয়ই তার সব অর্থ তার জন্য রেখে যায়। এখন এর পরিণাম দেখুন, ধনবতী স্ত্রী তার সব অর্থ রেখে যায় এন্থনির জন্য, এন্থনি সেই অর্থ রেখে যায় হেনরীর জন্য, আর হেনরীর অর্থ পাবে জর্জ—এ যেন একটা সম্পূর্ণ চেন।'

'এ সবই খুব ভাল একটা সূত্র', বলল বোনিংটন। 'কিন্তু আপনি কি করলেন?'

'একবার আপনি যদি জানতে পারেন, স্বভাবতই আপনি যা চান তার নাগাল পেয়ে যাবেন। নৈশভোজের দু'ঘণ্টা পরে হেনরী মারা যায়, তদন্তের সময় পাওয়া এই সব তথ্য আমার কাছে খুবই গোলমেলে বলে মনে হয়েছে যেন। কিন্তু ধরুন, সেই ভোজ নৈশভোজ না হয়ে যদি মধ্যাহ্নভোজ হয়? এখন জর্জের জায়গায় নিজেকে বসান। জর্জ টাকা চায়—তার অর্থের খুব জরুরী প্রয়োজন ছিল। ওদিকে এন্থনি গ্যাসকোইনের শিয়রে মৃত্যু প্রতীক্ষা করছে। তার সব অর্থই পাচ্ছে হেনরী, আর হেনরী গ্যাসকোইন হয়তো বেশ কয়েক বছর বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং হেনরীকেও বাধ্য হয়েই মরতে হবে। আর যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল জর্জের পক্ষে। তবে তার মৃত্যু হওয়া উচিত

এন্থনির মৃত্যুর পরে, আর জর্জের অ্যালিবাই অবশ্যই থাকা উচিত। সপ্তাহে দু'দিন গ্যালান্ট এনডেভার রেস্তোরাঁয় হেনরির নৈশভোজ সারাটাই জর্জের মোক্ষম একটা অ্যালিবাই। সতর্ক জর্জ সেইমতো তার প্ল্যান ছকে নেয় প্রথমে! সোমবার সন্ধ্যায় সে আসে তার মামা হেনরীর ভূমিকায় অভিনয় করে। কোনোরকম ঝামেলা না বাধিয়েই ভালয় ভালয় কাজটা সে সেরে নেয় সেদিন। এখানে সবাই তাকে তার মামা বলেই ধরে নেয়। সে তার প্ল্যান মাফিক কাজে সন্তুষ্ট হয়। সে তখন অপেক্ষা করতে থাকে তার অপর মামা এন্থনির মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সেই সময়টা অচিরেই এসে যায়। ২রা নভেম্বর বিকেলে সে তার মামা হেনরীকে চিঠি লেখে, কিন্তু সেই চিঠিতে তারিখ দেওয়া থাকে ৩রা নভেম্বর। ৩রা নভেম্বর বিকেলে সে তার মামা হেনরীর সঙ্গে দেখা করতে টাউনে আসে। এবং সে তার পরবর্তী প্ল্যানের রূপ দিতেই এসেছিল। হেনরী তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল, চকিতে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় সে। তারপর সে তার চিঠিটার খোঁজ করে, এবং সেটা সংগ্রহ করে সে তার মামার ড্রেসিং গাউনের পকেটে চালান করে দেয়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সে যায় গ্যালান্ট এনডেভারে, মুখ ভর্তি নকল দাড়ি গোঁফ, পুরু চোখের ভ্রূ, সবই সম্পূর্ণ। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, নিঃসন্দেহে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত জীবিত ছিল হেনরী গ্যাসকোইন। তারপর ল্যাভেটরিতে জোর তৎপরতা পড়ে যায়, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সে চলে যায় উইম্বলডনে সেখানে ব্রীজের আসরে যোগ দেওয়ার জন্য। এটা একটা নিখুঁত অ্যালিবাই।'

তবু তার দিকে তাকিয়ে বোনিংটন বলে, 'কিন্তু চিঠির খামের ওপর ডাকঘরের ছাপটা?'

'ওহো, সে তো খুবই সহজ ব্যাপার। ডাকঘরের ছাপটার ওপর একটা দাগ ছিল। কেন? ল্যাম্পের কালো ভূসো দিয়ে চিঠির তারিখ বদল করা হয়—২রা নভেম্বর থেকে ৩রা নভেম্বর। এই বদলটা দেখার জন্য ভাল করে লক্ষ্য না করলে আপনি এই পরিবর্তন কখনই দেখতে পাবেন না। আর সব শেষে ব্ল্যাকবার্ড।'

'ব্ল্যাকবার্ড?'

'চারশো কুড়িটা শ্যামাপাখির মাংসের স্যাঁকা পিঠা! কিংবা আপনি যদি আক্ষরিক অর্থে ব্ল্যাকবেরি বা জামফলের পুর বা চাটনি পছন্দ করেন! জর্জকে আপনার মনে হবে, খুব ভাল একটা অভিনেতা সে নয়। আপনার মনে আছে, ওথেলোয় যে অভিনেতা সারা নাটকে গায়ে কালো রঙ মেখে অভিনয় করে যায়? সেই ধরনের অভিনেতার সন্ধান পাবেন এই অপরাধমূলক নাটকে। জর্জকে ঠিক তার মামার মতোই দেখতে, তার চলন বলনও ঠিক তার মামার মতো, আর সে তার মামার মতো মুখে নকল দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে নেয়, এমন কি সে তার চোখের ভূর রঙও বদলে ফেলে তার মামার মতো। কিন্তু সে তার মামার খাদ্যাভ্যাসের কথা একেবারেই ভুলে যায়। সে তার নিজের পছন্দ মতো ডিসের ফরমাস দেয় গ্যালান্ট এনডেভর রেস্তোরাঁয়।

জামফলের চাটনি দাঁতের রঙ বদল করে দেয়—কিন্তু মৃত হেনরীর দাঁতের রঙ কিন্তু বদলায়নি, তবু সেদিন সন্ধ্যায় হেনরী গ্যাসকোইনকে ব্ল্যাকবেরি খেতে দেখা গিয়েছিল। আবার পোস্টমর্টেম রিপোর্টে তার পেটে জামবেরির কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ সকালে জর্জ লরিমারের বাড়ি আমি গিয়েছিলাম। জর্জ এমনই বোকা যে, সে তার নকল দাড়ি-গোঁফ আর অন্যান্য মেক-আপের জিনিসপত্র তার বাড়িতেই রেখে দেয়। ওহো! আপনি একবার সন্ধান করতে শুরু করলে প্রচুর প্রমাণ পেয়ে যাবেন। জর্জকে কথায় কথায় আজ বাচাল করে তুলি। ব্যাস এখানেই শেষ। তাকে আবার ব্ল্যাকবেরি খেতে দেখি আজ। লোভী লোক—সে তার নিজের খাবারের ব্যাপারে খুবই সতর্ক। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু বলে একটা প্রবাদ আছে। দেখবেন তার এই লোভটাই তাকে ফাঁসিকাঠে ঠিক ঝোলাবে, অবশ্য যদি না আমি ভুল করে থাকি।

ওয়েট্রেস তাদের জন্য দুই প্রস্ত ব্ল্যাকবেরি ও আপেলের চাটনি নিয়ে আসে।

'ওটা নিয়ে যাও' চিৎকার করে উঠল বোনিংটন। 'কেউ খুব বেশি সতর্ক হতে পারে না। তুমি বরং আমার জন্য ছোট্ট করে সাবুর পুডিং নিয়ে এসো।'

মুক্তোর নেকলেস

THE CASE OF MISSING NECKLACE

''দ্য কেস অফ মিসিং নেকলেস' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে 'দ্য স্ট্র্যান্ড পত্রিকায়।''

শোনো পোয়ারো, আমি তাকে বললাম, তোমার এখন স্থান পরিবর্তনের দরকার, তাতে তোমার ভাল হবে।

তুমি কি তাই মনে করো?

হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত।

অ্যাঁঃ? আমার বন্ধু হাসতে হাসতে বলল, সে সব ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি।

তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?

তা তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও বলো?

ব্রাইটন, সত্যি কথা বলতে কি সেই শহরে আমার এক বন্ধু আমার জন্যে ভাল ব্যবস্থা করে রেখেছে। ওয়েল, ওড়াবার মতো আমার যথেষ্ট টাকা আছে। আমার মনে

হয়, গ্র্যান্ড মেট্রোপলিটনে আমরা এক সপ্তাহ থাকলে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করতে পারব।

ধন্যবাদ, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। একজন বৃদ্ধ লোকের কথা চিন্তা করার মতো মনটা তোমার যথেষ্ট উদার এবং বড়।

কিন্তু আমার শেষ সময়ে তোমার মনের এই প্রসারতা আমার কতটুকু যে কাজে আসবে জানি না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, সেই আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি। সত্যি, কখনো কখনো সেই কথাটা ভুলে যাওয়াটাই আমার পক্ষে ভীষণ বিপদ।

আমি কিন্তু তার ব্যাখ্যা শুনে খুব একটা খুশি হতে কিংবা তাকে বাহবা দিতে পারলাম না। আমার ধারণা, আমার সম্বন্ধে পোয়ারোর উল্টোপাল্টা ধারণা করে নেওয়ার একটা ঝোঁক আছে। কিন্তু তা হলে হবে কি! তার সঙ্গ আমার এত ভাল লাগে যে, আমি খুব কমই তার কথায় কিংবা কাজে বিরক্ত প্রকাশ করে থাকি!

তাই তাড়াতাড়ি বললাম, দেন, দ্যাটস অল রাইট।

গ্র্যান্ড মেট্রোপলিটনের ডাইনিং টেবিলে শনিবারের সন্ধ্যা আমাদের এক হাসিখুশির ভিড়ে দেখতে পেল। সারা পৃথিবীর লোক তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে যেন ব্রাইটনে এসে হাজির হয়েছে।

অপূর্ব পোশাক তাদের, তার চেয়েও অপূর্ব বোধহয় তাদের স্ত্রীদের গায়ের গহনাগুলো। তাদের পছন্দের খুব তারিফ করা যায় বৈকি। সত্যি চমৎকার মানায় তাদের সেই পোশাকে, সেই গহনায়।

এটা হলো একটা নকসা! পোয়ারো ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, এই হলো সেই মুনাফাখোরের বাড়ি, তাই না হেস্টিংস?

হ্যাঁ, হতে পারে, উত্তরে আমি বললাম, কিন্তু আমরা আশা করব, তারা যেন সেই একই দোষে দোষী না হয়ে পড়ে।

পোয়ারো স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

দামী দামী সব গহনাগুলো দেখে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল, আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা, ক্রাইম করার, ক্রাইম ডিটেকসনের নয়! সত্যি কি অপূর্ব সুযোগ চোরেদের সামনে! হেস্টিংস, ঐ শক্ত সমর্থ ভদ্রমহিলার কথা মনে করো। তোমার কথামতো, ঐ ভদ্রমহিলার সারা দেহ যেন দামী দামী হীরে মুক্তো দিয়ে প্লাস্টার করা।

আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করলাম।

কেন, আমি অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠলাম, উনি মিসেস ওপালসেন নন?

তুমি কি ওঁকে চেন?

একটু একটু। ওঁর স্বামী একজন স্টকব্রোকার। সম্প্রতি তেলের ব্যবসায় তাঁর ভাগ্য ফিরে যায়।

ডিনারের পর লাউঞ্জে মিঃ এ্যান্ড মিসেস ওপালসেনদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে

গেল। পোয়ারোকে আমি তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। কয়েক মিনিট আমরা গল্প-গুজব করলাম এবং কফি দিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ করলাম।

মিসেস ওপালসেনের বুকের ওপর চকিতে একবার দৃষ্টি ফেলে পোয়ারো তার দামী হীরে মুক্তোর গহনার প্রশংসা না করে পারল না । সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ইট ইজ এ পারফেক্ট হবি অফ মাইন, মঁসিয়ে পোয়ারো। অলঙ্কার আমার ভীষণ প্রিয়। এও আমার এই দুর্বলতার কথা ভাল করেই জানে। এবং তার সময় ভাল গেলেই সে আমার জন্যে কিছু না কিছু নতুন গহনা কিনে ঠিক আনবেই। দামী পাথরের ওপর আপনার কি আগ্রহ আছে?

একসময় এইসব দামী দামী পাথরের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় ছিল, আর সেই পরিচয়ের সূত্রে পৃথিবীর বেশ কয়েকটা সুপ্রসিদ্ধ দামী দামী অলঙ্কার আমার নজরে এসেছিল। এরপর সে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে রাজপরিবারের ঐতিহাসিক অলঙ্কারের কাহিনী শোনাল তাকে। এবং মিসেস ওপালসেন রুদ্ধশ্বাসে তার গল্প শুনল।

তাহলে শুনুন, ভদ্রমহিলা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, এটা যদি না কোনো কাল্পনিক কাহিনী বলে আপনার মনে হয়, তাহলে বলতে পারি, জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার নিজস্ব কতকগুলো মুক্তো আছে, সেগুলোর সঙ্গে ঐতিহাসিক কাহিনী জড়িয়ে আছে। আমার বিশ্বাস, এটা পৃথিবীর সব থেকে একটা সূক্ষ্মতর নেকলেস। মুক্তোগুলো সুন্দরভাবে সেট করা এবং রঙ এত নিখুঁত যে ধারণা করা যায় না। আমার মনে হচ্ছে এখুনি ছুটে গিয়ে সেটা নিয়ে আসি।

ওঃ ম্যাডাম, পোয়ারো প্রতিবাদ করে উঠল, আপনি অত্যন্ত অমায়িক এবং সুন্দর। আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, দয়া করে ওরকম পাগলামি করবেন না দয়া করে।

ওঃ, কিন্তু আমি যে আপনাকে সেটা দেখাতে চাই।

হাসিখুশিতে ভরা গৃহিণী হেলেদুলে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। তার স্বামী আমার সঙ্গে কথা বলছিল, পোয়ারোর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়েছিল সে।

ম্যাডাম, মানে আপনার স্ত্রী এমনি চমৎকার ভদ্রমহিলা, তাঁর সেই মুক্তোর নেকলেসটা আমাকে উনি না দেখিয়ে ছাড়বেন না।

ওঃ, সেই মুক্তোগুলো! ওপালসেন খুশির হাসি হাসল। হ্যাঁ, আপনাদের দেখানোর জন্যই তো সেগুলো কেনা! অনেক দাম পড়েছে ওই মুক্তোগুলো কিনতে গিয়ে। তবে এখনো ওগুলোর দাম ঠিকই আছে। এখন বিক্রী করলে আমি যে দামে ওগুলো কিনেছিলাম চাই কি তার থেকেও বেশি দাম পেয়ে যেতে পারি।

তবে এখন যে রকম অবস্থা চলছে তখন যদি সে রকম থাকে! শহরের টাকার বাজার ক্রমশঃ টাইট হতে চলেছে। এই সব অভাবনীয়—এরপর তার এলোমেলো কথাবার্তা, সাংকেতিক কথাবার্তা, আমার কিছুই বোধগম্য হলো না।

যাইহোক, মাঝপথে সে বাধা পেল, একজন ভৃত্য এসে তার কানে কানে কি যেন বলল ফিস্‌ফিস্‌ করে।

আঃ কি বললে? ঠিক আছে, আমি এখুনি আসছি। মেমসাহেব অসুস্থ নয়, তাই তো? এক্সকিউজ মি. জেন্টলমেন।.

দ্রুত সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। পোয়ারো পিছন দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে একটা রাশিয়ান সিগারেট ধরাল। তারপর সে খুব সাবধানে কফির ব্যবস্থা করল। এবং তাকে কেমন একটু বাড়তি উৎসাহিত হতে দেখা গেল।

মিনিটের পর মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু ওপালসেন দম্পতিরা তখনো ফিরে এলো না।

আশ্চর্য! আমি মন্তব্য করলাম। জানি না কখন তারা ফিরে আসবে।

পোয়ারো একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকিয়েছিল ধোঁয়ার কুণ্ডলী কেমন পাক খেয়ে খেয়ে উপরে উঠছিল তা দেখার জন্যে। তাকে এখন ঠিক চিন্তামগ্ন যোগীর মতো দেখাচ্ছিল। আর তেমনি চিন্তিত সুরে সে বলল, তারা আর ফিরে আসবে না।

কেন?

কারণ আমার কি মনে হয় জানো বন্ধু, কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই।

তা কি সে ঘটনা হতে পারে পোয়ারো? আর তুমি তা জানলেই বা কি করে? আমি কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

পোয়ারো হাসল।

কিছুক্ষণ আগে ম্যানেজার তার অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ওপরতলায় ছুটে গিয়েছিল। তখন তাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। লিফট্‌বয় একজন ভৃত্যের সঙ্গে কি এক গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিল তখন। লিফট্‌-বেল তিন-তিনবার বেজে গিয়েছিল, কিন্তু লিফট-বয় প্রত্যুত্তর দেয়নি। তাছাড়া, ওয়েটারদের কেমন যেন আনমনা দেখাচ্ছিল। পোয়ারো মাথা নেড়ে বলল, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব গুরুতর। হ্যাঁ, আমিও এ রকম একটা কিছু আন্দাজ করেছিলাম। ঐ যে পুলিশ আসছে। দু'জন লোক ঠিক সেই মুহূর্তে হোটেলে প্রবেশ করল, একজন ইউনিফরম পরা, অপরজন সাদা পোশাকে ছিল। তারা একজন ভৃত্যের সঙ্গে প্রথমে কথা বলল এবং তখুনি তারা ওপরতলায় ছুটে গেল। কয়েক মিনিট পরে সেই ভৃত্যটি নেমে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো।

মিঃ ওপালসেন আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছেন, আপনারা দয়া করে ওপরে উঠে আসবেন?

পোয়ারো দ্রুত উঠে দাঁড়াল। তাকে এখন দেখলে মনে হবে, সে যেন এই আহ্বানের জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। আমিও কম তৎপরতা দেখালাম না, সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম।

ওপালসেনের অ্যাপার্টমেন্ট দোতলায় ছিল। দরজায় ধাক্কা দিয়েই ভৃত্যটি ফিরে গেল। এবং আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম।

আসুন, ভেতরে আসুন! এক অচেনা, অজানা দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঘরটা ছিল মিসেস ওপালসেনের বেডরুম। এবং ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা আরাম-কেদারায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তার চোখে একটা অদ্ভুত ধরনের চশমা। চোখের জলে তার রঙ করা মুখ ধুয়ে-মুছে আসল গায়ের রঙ প্রকাশ করে দিচ্ছিল। মিঃ ওপালসেন লম্বা লম্বা পা ফেলে সেখানে এসে দাঁড়াল, এবং তাকে বেশ ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল। সেই দু'জন পুলিশ অফিসারদের ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। একজনের হাতে একটা নোটবুক। হোটেলের এক পরিচারিকা ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল। অপর দিকে, একটি ফরাসী মেয়ে মিসেস ওপালসেনের পরিচারিকা হবে নিশ্চয়ই, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল এবং হাত নেড়ে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিল।

এই গণ্ডগোলের মধ্যে পোয়ারো সেখানে পা রাখল। তার ঠোঁটে একটা অদ্ভুত হাসি। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মিসেস ওপালসেন তাকে দেখে যেন একটা বাড়তি উৎসাহ পেয়ে গেল আশ্চর্যজনকভাবে, চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে পোয়ারোর দিকে এগিয়ে গেল সে।

এখনও সে তার খুশিমতো বলতে পারে, আমি ভাগ্যকে বিশ্বাস করি। এই যে আপনার সঙ্গে হঠাৎ এই সন্ধ্যায় দেখা হলো, এটাও একটা ভাগ্যের কথা বলতে হবে। আর আমার ধারণা, আপনি যদি আমার সেই মুক্তোর নেকলেসটা খুঁজে বার করে না দিতে পারেন তাহলে অন্য কেউই তা পারবে না।

ম্যাডাম, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি শান্ত হোন। পোয়ারো তার প্রশংসায় খুশি হয়ে মিসেস ওপালসেনের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, নিজের ওপর আস্থা রাখার চেষ্টা করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। এরকুল পোয়ারো আপনাকে সাধ্যমতো চেষ্টা করবে।

মিঃ ওপালসেন এবারে পুলিশ ইন্সপেক্টারের দিকে ফিরে তাকাল।

আশাকরি আমার এই সদস্য ভদ্রলোককে এখানে ডেকে এনে আপনার কোনো বাধার সৃষ্টি করিনি।

না স্যার, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। সাদা পোশাকের পুলিশ অফিসার উত্তর দিল বটে, কিন্তু তার মুখের ভাবভঙ্গি কেমন বেখাপ্পা বলে মনে হলো। সম্ভবতঃ আপনার স্ত্রী এখন আগের চেয়ে একটু সুস্থবোধ করছেন। আশাকরি এখন উনি আমাদের সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলতে পারবেন।

মিসেস ওপালসেন পোয়ারোর দিকে অসহায়ভাবে তাকাল। মিসেস ওপালসেনকে চেয়ারে গিয়ে বসতে বলল সে।

ম্যাডাম, আপনি স্থির হয়ে বসুন। এবং একটুও উত্তেজিত না হয়ে গোড়া থেকে ঘটনাটা আমাকে খুলে বলুন তো।

অতঃপর মিসেস ওপালসেন পোয়ারোর কাছ থেকে আশ্বস্ত হয়ে চোখ মুছল এবং ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল।

ডিনারের পর মিঃ পোয়ারোকে মুক্তোগুলো দেখানোর জন্যে আমি দোতলায় উঠে আসি। শয়নকক্ষের পরিচারিকা এবং সেলেস্টাইন দু'জনেই তখন রোজকার অভ্যাসের মতো ঘরের ভেতরে ছিল।

এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, রোজকার অভ্যাসমতো বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

মিঃ ওপালসেন তার স্ত্রীর হয়ে ব্যাখ্যা করে বলল, আমি নিয়ম করে দিয়েছিলাম, সেলেস্টাইন ছাড়া ও ঘরে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। আমার মিসেসের নিজস্ব পরিচারিকা সেলেস্টাইনের উপস্থিতিতে শয়নকক্ষের পরিচারিকা সকালে ঘর সাফ করতে আসে। এবং দিনের শেষে ডিনারের পর বিছানা তৈরি করার জন্যে সে এই ঘরে আসত এই একই শর্তে, সেলেস্টাইন না থাকলে তার ঘরে ঢোকার অনুমতি ছিল না।

ওয়েল, যে কথা আমি বলতে চাইছিলাম, মিসেস ওপালসেন ফিরে আবার বলতে শুরু করল, ওপরে উঠে এসেই আমি এখানে ঐ ড্রয়ারের সামনে ছুটে গেলাম। এই বলে সে ডান দিকের নিচের ড্রয়ারের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। তারপর ড্রয়ার খুলে আমি আমার গয়নার বাক্সটা বার করলাম এবং বাক্সের তালাটা খুললাম। প্রথমে বাক্সটা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু মুক্তোগুলো সেখানে ছিল না।

ইন্সপেক্টার তার নোটবুক হাতে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। দ্রুত লিখে যাচ্ছিল সে।

সেগুলো আপনি শেষ কবে দেখেছিলেন বলুন? ইন্সপেক্টার জিজ্ঞেস করল।

কেন, আজ ডিনার খেতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত মুক্তোগুলো সেখানেই ছিল।

আপনি নিশ্চিত? ভাল করে ভেবে দেখুন।

হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত। কারণ, প্রথমে আমি ইতস্ততঃ করছিলাম, ডিনার পার্টিতে মুক্তোর নেকলেসটা পড়ে যাব কি যাব না। শেষে ঠিক করলাম, না পড়ব না। তাই নেকলেসটা গয়নার বাক্সয় আবার রেখে দিলাম।

তা গয়নার বাক্সয় চাবি কে দিয়েছিল?

আমি। চাবিটা আমি আমার গলার চেনে ঝুলিয়ে রাখি। এই বলে মিসেস ওপালসেন চাবিটা তার গলার চেন থেকে খুলে ইন্সপেক্টারের হাতে তুলে দিল।

ইন্সপেক্টার চাবিটা পরীক্ষা করে দেখল এবং কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে শ্রাগ করল।

আমার মনে হয়, চোরের কাছে নিশ্চয়ই ডুপ্লিকেট চাবিটা ছিল। আর সেটা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। এ চাবির নকল করা খুবই সহজ। ইন্সপেক্টার জিজ্ঞেস করল, ওয়েল মিসেস ওপালসেন, জুয়েল-কেসে চাবি দিয়ে চাবিটা কোথায় রাখেন?

ড্রয়ারে।

ড্রয়ারে চাবি দেননি?

না, কোনোদিনও চাবি দিই না। কারণ আমি ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত পরিচারিকা এই ঘরেই থেকে থাকে। অতএব ড্রয়ারে চাবি দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

ইন্সপেক্টারের মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে উঠল।

তাহলে আমি কি ধরে নিতে পারি, ডিনারে যাওয়ার সময় গয়নার বাক্সে মুক্তোর হারটা ছিল এবং আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনার পরিচারিকা এই ঘরের ভেতরেই ছিল, এই তো?

হঠাৎ সেলেস্টাইনের মুখের ওপর এক আতঙ্কের ছায়া পড়তে দেখা গেল। পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে ফরাসী ভাষায় অসংলগ্ন ভাষায় কি যেন বলল সে।

ইন্সপেক্টারের মন্তব্যটা সেলেস্টাইনের মনপুতঃ হলো না। কারণ তার কথা শুনে মনে হলো, তাকে মুক্তোর নেকলেস চুরি হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা হচ্ছে। পুলিশের নির্বুদ্ধিতার কথা তার জানা ছিল। কিন্তু ফ্রেঞ্চম্যানটি আশাকরি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবেন!

আমি বেলজিয়ান, পোয়ারো বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু সেলেস্টাইন কোনো কান দিল না তার এই শুধরে দেওয়ার জন্য।

মিঃ ওপালসেন চুপ করে থাকতে পারল না। সেলেস্টাইনকেই মিথ্যে দোষী সাব্যস্ত করল, অথচ চেম্বারমেডকে অবাদে চলে যেতে দিল। মিঃ ওপালসেন তাকে কখনই পছন্দ করতো না, তার ধারণা, সে জন্ম থেকেই চোর। মিসেস ওপালসেন শুরু থেকেই বলতে থাকে, সেলেস্টাইন বিশ্বাসী নয়। এবং সে তার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে লক্ষ্য করছিল তার গতিবিধি। সে চাইছিল ইডিয়ট পুলিশগুলো তাকে সার্চ করুক। আর তারা যদি ম্যাডামের মুক্তোগুলো খুঁজে বার করতে না পারে, তাহলে সেটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার হবে।

এই সব বক্তৃতা যদিও দ্রুত এবং ফরাসী ভাষায় বলা হচ্ছিল, সেলেস্টাইন বেশ ভালভাবেই তার অর্থ বুঝতে পারছিল, এবং চেম্বারমেডও তার অংশবিশেষ সব না হলেও কিছু অন্তত উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাই সে খুব রেগে গেল।

যদি ঐ বিদেশী মহিলা মনে করে থাকেন, আমি তাঁর মুক্তোগুলো চুরি করেছি, সে ঘৃণার সঙ্গে বলল, আমি ও রকম নীচ হতে পারিনা।

ওকে সার্চ করুন! সেলেস্টাইন চেম্বারমেডকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমি বলছি, মুক্তোগুলো ওর কাছ থেকেই পাবেন আপনারা।

তুমি মিথ্যুক, শুনতে পাচ্ছ? সেলেস্টাইনের দিকে এগুতে গিয়ে চেম্বারমেড রাগে গজরাতে থাকে, তুমি নিজে মুক্তোগুলো চুরি করে আমার ওপর দোষ চাপাচ্ছ? কেন, তুমি জান না, আমি কেবল মিনিট তিনেক ঘরে ছিলাম মিসেস ওপালসেন ফিরে আসার আগে। আর তুমি তো সারাক্ষণ ঘরে বসে পাহারা দিচ্ছিলে, যেমন বিড়াল ইঁদুর ধরার জন্যে বসে থাকে।

ইন্সপেক্টার এবার অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তাকাল সেলেস্টাইনের দিকে। এটা কি সত্যি, এ ঘর ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যেও বাইরে কোথাও যাওনি?

সত্যি কথা বলতে কি আমি ওকে একা ছেড়ে যাইনি, সেলেস্টাইন অকপটে স্বীকার

করল, কিন্তু মাঝের দরজা দিয়ে আমি আমার ঘরে দু'বার যাই। একবার সুতোর রীল আনতে এবং দ্বিতীয়বার যাই কাঁচি আনার জন্যে। আর সেই সময়টুকুর মধ্যেই হয়তো সে কাজটা সেরে ফেলে থাকবে।

এক মিনিটের জন্যেও তুমি ঘর ছেড়ে বাইরে যাওনি। চেম্বারমেড রুদ্ধস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল, কেবল মুহূর্তের জন্যে তুমি একবার বাইরে গিয়েই আবার ফিরে এসেছিলে। পুলিশ আমাকে সার্চ করলে আমি খুবই খুশি হবো। আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

এই সময় দরজায় নক করার শব্দ হলো। ইন্সপেক্টার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল দরজার ওপারের আগন্তুককে দেখার পর।

আঃ! ইন্সপেক্টার বলল, সৌভাগ্যের কথা, আমি একজন মহিলা অনুসন্ধানকারিণীর খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলাম। আর সে এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছে। আমার বিশ্বাস, পাশের ঘরে যেতে তোমার কোনো আপত্তি নেই।

ইন্সপেক্টার দরজার চৌকাঠের দিকে অপেক্ষমান চেম্বারমেডের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই মহিলা অনুসন্ধানকারিণী তাকে খুব কাছ থেকে অনুসরণ করছিল।

সেই ফরাসী মেয়েটির দেহটা চেয়ারের মধ্যে ডুবে গেল। পোয়ারোর দৃষ্টি ঘুরে ফিরছিল ঘরের চারদিকে।

ঐ দরজাটার ওপারে কি আছে? পোয়ারো অতঃপর তার দৃষ্টি একটা জানালার দিকে ফেলে জিজ্ঞেস করল।

আর একটা এপার্টমেন্ট, আমার ধারণা, ইন্সপেক্টার বলল, যাইহোক, এদিক থেকে দরজাটা বন্ধ করা আছে।

পোয়ারো সেই দরজার সামনে গিয়ে বারবার চেষ্টা করল সেটা খোলার জন্যে। না, প্রতিবারই ব্যর্থ হলো।

মনে হয় ওদিক থেকেও দরজাটা বন্ধ করা আছে। পোয়ারো মন্তব্য করল, যে ভাবেই হোক, দরজাটা খুলতেই হবে। এই বলে সে ঘরের প্রতিটি জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং জানালাগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল।

না; এবারও কিছু পাওয়া গেল না। এমন কি বাইরে একটা ব্যালকনিও দেখতে পাওয়া গেল না।

যাইহোক, এই এপার্টমেন্ট ছেড়ে যাওয়ার অন্য কোনো পথ থাকলেও, ইন্সপেক্টার অধৈর্য হয়ে বলল, আমার তো মনে হয় না, সেটা আমাদের কোনো কাজে আসতে পারে, মিসেস ওপালসেনের পরিচারিকা একান্তই যদি ঘর থেকে বাইরে না গিয়ে থাকে।

হতে পারে! পোয়ারো উদাসভাবে বলল, চেম্বারমেডের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে, সেলেস্টাইন ঘর ছেড়ে কোথাও যায়নি। আর তাই যদি হয়—

চেম্বারমেড এবং মহিলা পুলিশ অনুসন্ধানকারিণী পুনরায় ঘরে প্রবেশ করাতে বাধা পেল সে।

না, কিছুই পাওয়া গেল না। মহিলা পুলিশ অফিসার সংক্ষেপে বলল, আমিও তা

আশা করিনি। চেম্বারমেড গর্ব করে বলল, আর ঐ ফরাসী বেহায়া মেয়ের লজ্জা হওয়া উচিৎ। ভাবতে অবাক লাগে, কি করে সে নিজেকে সৎ মেয়ে হিসেবে জাহির করে?

ইন্সপেক্টার দরজা খুলে তাকে পথ দেখিয়ে বলল, ঠিক আছে, এবার তুমি তোমার কাজে ফিরে যাও। তোমাকে কেউ আর সন্দেহ করবে না।

চেম্বারমেডের ইচ্ছে ছিল না ঘর ছেড়ে যায়! তবু তাকে যেতেই হলো।

যাচ্ছি, তবে আমি জানতে চাই, ঐ নির্লজ্জ মেয়েটিকে আপনারা সার্চ করছেন তো? চেম্বারমেড জানতে চাইল সেলেস্টাইনের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই? চেম্বারমেডের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল সে।

ওদিকে সেলেস্টাইন সেই মহিলা অনুসন্ধানকারীর সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। এবার তার পালা। কয়েক মিনিট পরে সে-ও ফিরে এলো, এবং তার কাছ থেকেও কিছু পাওয়া গেল না।

ইন্সপেক্টারের মুখ আরো গম্ভীর হলো।

আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি মিস, আপনিও আমার সঙ্গে আসুন, তারপর সে মিসেস ওপালসেনের দিকে ফিরে বলল, সরি ম্যাডাম, সাক্ষ্য প্রমাণ অনুযায়ী মুক্তোগুলো যদি তার কাছে পাওয়া না যায়, তাহলে ধরে নিতে হয় যে, হয়তো বা এই ঘরের মধ্যেই সেগুলো কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

সেলেস্টাইন অস্ফুটে কি যেন বলল এবং পোয়ারোর একটা হাত জড়িয়ে ধরল। পোয়ারো মেয়েটির কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলল। সেলেস্টাইন তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল। আই এ্যাসিওর ইউ নট টু রেজিস্ট। তারপর সে ইন্সপেক্টারের দিকে ফিরল। মঁসিয়ে, আপনি যদি দয়া করে অনুমতি দেন, তাহলে ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট করব, কেবল আমার নিজের খুশির জন্যে আর কি!

সেটা কি তা জানার ওপর অনুমতি দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করছে। পুলিশ অফিসার ঠিক এই মুহূর্তে তাকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারল না।

পোয়ারো আর একবার তাকে উদ্দেশ্য করে ডাকল।

আচ্ছা তুমি আমাদের বলেছ, সুতোর রীল আনতে তুমি একবার তোমার ঘরে গিয়েছিলে। তা সেই সুতোর রীলটা কোথায়?

একেবারে ওপরের ড্রয়ারে মঁসিয়ে।

আর সেই কাঁচিগুলো?

সেগুলোও ঐ ড্রয়ারের ভেতরেই আছে।

ঠিক আছে, তোমাকে এবার একটু কষ্ট দেব। এখন তোমাকে সেই দুটো কাজের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তুমি বলেছিলে, এখানে বসে তুমি তোমার কাজ করছিলে, তাই না?

সেলেস্টাইন মাথা নেড়ে বসে পড়ল তার সেই জায়গায়। এবং পোয়ারোর কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়া মাত্র সে উঠে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। এবং ড্রয়ার থেকে একটা জিনিস হাতে নিয়ে ফিরে এলো।

পোয়ারো তার হাতের ঘড়ির দিকে স্থির দৃষ্টি ফেলে রেখেছিল। সেই সঙ্গে সে সেলেস্টাইনের চলার গতিবিধির ওপরও তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল। আর একবার তুমি যদি—

সেলেস্টাইনের দ্বিতীয়বার পাশের ঘরে গিয়ে আবার ফিরে আসার সময়টা পোয়ারো তার নোট বুকে নোট করল। এবং সে তার ঘড়িটা পকেটে রেখে দিল।

ধন্যবাদ। সেলেস্টাইনের দিক থেকে ফিরে পোয়ারো এবার ইন্সপেক্টারের দিকে তাকাল, আর মঁসিয়ে আপনার সৌজন্যতার জন্যে আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পোয়ারোর এমন ভদ্রতায় ইন্সপেক্টার আনন্দ উপভোগ করল। ওদিকে সেলেস্টাইন চোখে জলের বন্যা ভাসিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। এবং তার সঙ্গে গেল সেই মহিলা পুলিশ অফিসার এবং সাদা পোশাকের একজন অফিসার।

তারপর সংক্ষেপে মিসেস ওপালসেনের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ইন্সপেক্টার তার ঘরের ভেতরে অনুসন্ধান কাজ চালাতে ব্যস্ত হলো। প্রথমেই সে ড্রয়ারগুলো টেনে বার করল। তারপর বিছানা, ঘরের আলমারি, মেঝে সব তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল। মিঃ ওপালসেন সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইল।

আপনি কি মনে করেন, সত্যিই সেই মুক্তোর নেকলেসটা খুঁজে পাবেন?

ইয়েস স্যার, সে রকম অনুমান করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। মুক্তোগুলো ঘর থেকে বার করে নিয়ে যাওয়ার সময় তার ছিল না। তাড়াতাড়ির জন্যে মেয়েটির চুরি করার সব প্ল্যান ভেস্তে যায়। তাই আমি বলতে পারি, মুক্তোগুলো এখানেই আছে। তাদের দু'জনের মধ্যে অন্তত একজন সেই মুক্তোগুলো এখানে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আর এ কথাও বলতে পারি, চেম্বারমেডের পক্ষে এ কাজ করা একেবারেই অসম্ভব।

মোর দ্যান আনলাইকলি—ইমপসিবল! পোয়ারো শান্তভাবে বলল।

এঃ? ইন্সপেক্টার তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

পোয়ারো সুন্দরভাবে হাসল।

বেশ তো, এখুনি আমি প্রমাণ দিচ্ছি। হেস্টিংস, মাই গুড ফ্রেন্ড, ঘড়িটা তোমার হাতে নাও। এটা আমাদের বহু পুরনো পারিবারিক সম্পত্তি, যত্ন নিও। এখন আমি সেলেস্টাইনের গতিবিধির অনুকরণ করে দেখাব, এ ঘর থেকে তার প্রথম অনুপস্থিতির সময় হলো বারো সেকেন্ড, এবং তার দ্বিতীয় অনুপস্থিতির সময় পনের সেকেন্ড। এখন আমার গতিবিধি লক্ষ্য করুন ম্যাডাম, মিসেস ওপালসেনের দিকে ফিরে সে বলল, দয়া করে আপনি আপনার গয়নার বাক্সর চাবিটা আমাকে দিন। চাবিটা হাতে নিয়ে পোয়ারো এবার আমার দিকে ফিরে বলল, আমার বন্ধু এবার আমাকে দয়া করে আদেশ করো যাওয়ার জন্যে।

যাও! আমি বললাম।

প্রায় চকিতে পোয়ারো ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে ফেলল। এবং তেমনি

দ্রুতগতিতে সে মিসেস ওপালসেনের গয়নার বাক্সের চাবি লাগিয়ে খুলে ফেলল, একটা গয়না নির্বাচন করল, তারপর বাক্সের ডালা বন্ধ করে আবার চাবি লাগাল সে। তারপর সেই গয়নার বাক্সটা ড্রয়ারে রেখে ড্রয়ার আবার বন্ধ করে দিল। ঝড়ের গতিতে এই সব কাজগুলো সে সারল।

ওয়েল মাইফ্রেন্ড, পোয়ারো আমার কাছ থেকে জানতে চাইল, কত সময় লাগল?

ছেচল্লিশ সেকেন্ড, উত্তরে আমি বললাম।

দেখুন? চারদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে সে বলল, তাহলে এর থেকে বোঝা যায়, চেম্বারমেডের পক্ষে নেকলেসটা এই ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক, কোথাও লুকিয়ে রাখাও সম্ভব নয় তার পক্ষে।

তাহলে এক্ষেত্রে পরিচারিকার ওপরেই সব দোষ গিয়ে পড়তে বাধ্য। ইন্সপেক্টার সন্তুষ্ট হয়ে বলল এবং সে তার সার্চের কাজে লিপ্ত হলো আবার। এবার সে পাশে সেলেস্টাইনের বেডরুমে গিয়ে প্রবেশ করল।

ওদিকে পোয়ারো গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। হঠাৎ সে মিঃ ওপালসেনের দিকে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

এই নেকলেসটা, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ইনসিওর করা ছিল, তাই না?

হঠাৎ এই ধরনের অস্বাভাবিক প্রশ্ন শুনে প্রথমে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মিঃ ওপালসেন পোয়ারোর দিকে।

হ্যাঁ, মিঃ ওপালসেন একটু ইতস্ততঃ করে পোয়ারো বলল, আপনার অনুমানই ঠিক।

কিন্তু তাতে কি হয়েছে? মিসেস ওপালসেন অশ্রুসিক্ত নয়নে বলল, নেকলেসটা আমার, আমি সেটা ফিরে পেতে চাই। অপূর্ব সেই নেকলেস। আমার ধারণা, অর্থ দিয়ে সেটা কেনা যায় না।

আমিও আপনাকে সমর্থন করছি ম্যাডাম, পোয়ারো শান্তভাবে বলল। আমি আপনাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। মেয়েদের কাছে এ ব্যাপারে সেন্টিমেন্টটাই সব থেকে বড় কথা, তাই নয় কি? কিন্তু মঁসিয়ে, যার সামর্থ্য নেই, নিঃসন্দেহে সে সামান্য একটু সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করবে।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, মিঃ ওপালসেন তাকে সমর্থন করল বটে, কিন্তু তার কথায় তখনো অনিশ্চয়তার সুর ধ্বনিত হতে থাকে। মিঃ ওপালসেন বলতে যায়, এখনো—

হঠাৎ সে বাধা পেল ইন্সপেক্টারের হৈ-চৈতে, কি একটা জিনিস দোলাতে দোলাতে ছুটে এলো সে।

মিসেস ওপালসেন কান্নার মতো শব্দ করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। সে যেন এখন অন্য মানুষ। তার মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

ওঃ, ঐ তো আমার সেই নেকলেস!

ইন্সপেক্টারের হাত থেকে নেকলেসটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে মিসেস ওপালসেন সেটা তার বুকের মধ্যে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল। আর আমরা তার চারপাশে ভীড় করে দাঁড়ালাম।

কোথায়, কোথায় ছিল ওটা? মিঃ ওপালসেন জানতে চাইল।

আপনাদের পরিচারিকার বিছানার নিচে, ম্যাট্রেসের স্প্রীং-এর সঙ্গে আটকান ছিল। মনে হয় সে নিশ্চয়ই ঐ মুক্তোর নেকলেসটা চুরি করে থাকবে, এবং চেম্বারমেড ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার আগেই সে সেটা লুকিয়ে ফেলে থাকবে তার বিছানার নিচে।

ম্যাডাম, যদি অনুমতি দেন, নেকলেসটা দেখতে পারি? পোয়ারো শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল। তারপর সে সেই নেকলেসটা মিসেস ওপালসেনের হাত থেকে নিয়ে খুব নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করে দেখল সেটা, এবং খানিক পরে সে সেটা তার কাছে ফিরিয়ে দিল।

ম্যাডাম, আমার আশঙ্কা হয়, আপনার ঐ নেকলেসটা কিছু সময়ের জন্যে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। ইন্সপেক্টার তাকে সমর্থন করে বলল, চার্জ গঠন করার জন্যে ওটা আমাদের প্রয়োজন হবে। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটা আমরা আপনাকে ফিরিয়ে দেব।

মিঃ ওপালসেন ভ্রূকুটি করল।

তার কি কোনো প্রয়োজন আছে?

আই অ্যাম এ্যাফ্রেড সো স্যার। যাস্ট এ ফরমালিটি।

ওঃ, এড, ওটা ওঁকে নিয়ে যেতে দাও! মিসেস ওপালসেন মৃদু চিৎকার করে উঠল। উনি যদি ওটা নিয়ে যান আমি নিরাপদ বলে মনে করব। অন্য কেউ যদি আবার ওটা চুরি করে নেয়, এই ভয়েতেই আমার চোখে ঘুম আসবে না। দ্যাট রেচেড গার্ল! আমি আর কখনো তাকে বিশ্বাস করব না।

ব্যাপারটা এত সহজভাবে নিও না।

হাতে মৃদু স্পর্শ পেলাম আমি, স্পর্শটা পোয়ারোর।

বন্ধু, আমরা কি এবার এখান থেকে চলে যাব? আমার মনে হয়, আমাদের প্রয়োজন আর হবে না।

পোয়ারো একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর আমাকে বিস্মিত করে সে হঠাৎ মন্তব্য করল : পাশের ঘরটা আমি নিজের চোখে একবার দেখতে চাই।

দরজায় তালা দেওয়া ছিল না। তাই সহজেই আমরা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরটা বিরাট বড় এবং ফাঁকা, কেউ ছিল না সেখানে তখন। ঘরের মধ্যে ধূলো ছড়িয়ে ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল, অনেকদিন ঘরটা পরিষ্কার করা হয়নি। আমার বন্ধুও বোধহয় সেটা লক্ষ্য করে থাকবে। তার প্রমাণ আমি পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। জানালার সামনে একটা টেবিল রাখা ছিল। টেবিলের ওপর ধূলোর পর্দা বিছানো ছিল। পোয়ারো কি ভেবে ধূলো পড়া টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে একটা আয়তক্ষেত্র আঁকল।

না বন্ধু, পোয়ারো বলল, আমাদের কাজ এখনো ফুরোয়নি।

জানালার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল সে।

ওয়েল, অধৈর্য হয়ে আমি জানতে চাইলাম, আমরা এখানে কি জন্যে এসেছি তা তো বললে না?

পোয়ারো বলতে শুরু করল।

আমি দেখতে চাই এ ঘরের দরজাটা আসলে এদিক থেকে বন্ধ ছিল কিনা।

ওয়েল, আমি দরজার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বললাম, ইট ইজ বোলটেড। হ্যাঁ, এদিক থেকে দরজা বন্ধ করা আছে।

পোয়ারো নক করল। তবু এর পরেও এখনো তাকে কেমন যেন চিন্তিত বলে মনে হচ্ছিল!

যাই হোক, আমি আবার বলতে শুরু করলাম, তাতে কি হয়েছে? কেস তো খতম। আমার ইচ্ছা, তুমি নিজেকে আরো ভালভাবে জাহির করতে পারবে, যদি না ঐ ইডিয়ট ইন্সপেক্টারটা ভুল পথে নিয়ে যেত তোমাকে।

পোয়ারো মাথা নাড়ল।

দি কেস ইজ নট ওভার মাই ফ্রেন্ড। এ কেস এখনো শেষ হয়নি। আর এ কেস কখনোই শেষ হবে না যতক্ষণ না আমরা জানতে পারছি মুক্তোগুলো কে আসলে চুরি করেছে!

কিন্তু আমরা তো জেনেই গেছি, মিসেস ওপালসেনের পরিচারিকা চুরি করেছে।

কি, কি বললে তুমি?

কে-কেন! আমি আমতা আমতা করে বললাম, মুক্তোগুলো তো তার বিছানার নিচ থেকে পাওয়া গেছে।

পোয়ারো অধৈর্য হয়ে বলল, ওগুলো মুক্তো নয়।

হোয়াট?

নকল।

নকল মুক্তো! আমি চমকে উঠলাম। এ কি বলছে পোয়ারো?

সত্যি কি তাই! পোয়ারো আমার মনের কথা বুঝতে পেরে মিটিমিটি হাসছিল।

ইন্সপেক্টারের মুক্তো সম্বন্ধে তেমন কোনো জ্ঞানই নেই। তাই সে কি করে জানবে কোনটা আসল, আর কোনটাই বা নকল? তবে কথাটা প্রকাশ পেলে বর্তমানে খুব একটা হৈচৈ পড়ে যাবে।

এসো। আমি তার হাত ধরে ডাকলাম।

কোথায়?

ওপালসেন দম্পতিদের এ কথা এখুনি আমাদের বলতে হবে।

আমি কিন্তু তা মনে করি না।

কিন্তু বেচারী সেই মহিলাটি?

তুমি যাকে বেচারী মহিলা বলছ, দেখবে সে তার দামী মুক্তোর নেকলেসটা পুলিশের জিম্মায় নিরাপদ আছে জেনে নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে। কিন্তু ইতিমধ্যে চোর যদি সেই মুক্তোগুলো নিয়ে চম্পট দেয় এখান থেকে?

মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, আমার মনে হয়, তুমি কিছু না ভেবেই এ কথা বলছ। তুমি কি করে জানলে যে মুক্তোগুলো মিসেস ওপালসেন আজ রাতে তার গয়নার বাক্সে রেখেছিল সেগুলো নকল নয়! আর আসল চুরি যে এর আগে ঘটেনি, তাই বা কে বলতে পারে বলো?

ওঃ! আমি স্তব্ধ, হতবাক। আমার কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, ঠিক তাই, পোয়ারো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলল, এসো, আবার আমরা শুরু করি।

এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। একটু সময় থেমে কি যেন ভাবল সে, তারপর করিডরের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এলো। এবং সেখানে একটা ছোট্ট নির্জন জায়গায় এসে থামল। চেম্বারমেড সেখানে একটা ফুলের টবের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল। পোয়ারো তার সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে বলল, তোমাকে উত্তেজিত করার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি, তবে তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে একটা অনুরোধ করব, মিঃ ওপালসেনের ঘরের দরজাটা একবার খুলে দাও।

মেয়েটি আগ্রহ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবং আমরা তাকে অনুসরণ করলাম করিডর পথে। মিঃ ওপালসেনের ঘরটা ছিল করিডরের অপর প্রান্তে, আর তার ঘরের দরজাটা তার স্ত্রীর ঘরের ঠিক উল্টোদিকে। মুখোমুখি দরজা দু'জনের ঘরের। চেম্বারমেড তার পাস-কী দিয়ে দরজা খুলতে আমরা তার ঘরে প্রবেশ করলাম।

মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেলে পোয়ারো তাকে আটকে রাখল।

এক মিনিট, পোয়ারো তাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, এই কার্ডটার কোনো প্রতিক্রিয়া কি তুমি মিঃ ওপালসেনের মধ্যে কখনো দেখেছ? এই বলে সে একটা প্লেন সাদা কার্ড, যা সচরাচর কখনো দেখা যায় না, সেটা পকেট থেকে বার করে মেলে ধরল মেয়েটির সামনে। মেয়েটি তার হাত থেকে সেটা নিয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখল।

না স্যার আমি বলতে পারব না, দেখেছি বলেও মনে হয় না। তবে ভদ্রলোকের পোশাক দেখাশোনা করার ভৃত্য সব সময় তাঁর ঘরে থাকে, সে বলতে পারে এ ব্যাপারে।

তাই বুঝি! ধন্যবাদ।

পোয়ারো কার্ডটা ফিরিয়ে নিল মেয়েটির কাছ থেকে। মেয়েটি সেখান থেকে চলে গেল। পোয়ারোর মনের মধ্যে কেমন একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তারপর সে দ্রুত মাথা নেড়ে বলল, হেস্টিংস, তোমাকে আমার অনুরোধ, বেলটা বাজাও। তিনবার, পোশাক দেখাশোনা করার ভৃত্যকে ডাকতে হলে তিনবার বেল দিতে হয়।

কৌতূহলের সঙ্গে আমি তার আদেশ পালন করলাম। ইতিমধ্যে পোয়ারো ওয়েস্টপেপার বাস্কেটটা খালি করে ফেলল মেঝের ওপর। দ্রুত কাগজপত্রগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সাজভৃত্য সাড়া দিল। পোয়ারো তার হাতে সেই কার্ডটা দিয়ে

একই ধরনের প্রশ্ন করল। কিন্তু সে-ও সেই একই উত্তর দিল চেম্বারমেডের মতো। মিঃ ওপালসেনের ঘরে সে এরকম কোনো কার্ড কখনো দেখেনি। পোয়ারো তাকে ধন্যবাদ জানাল। এবং তাকে চলে যেতে বলল সেখান থেকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে যেতে গিয়ে সে চকিতে একবার খালি ওয়েস্টপেপার বাক্সটা এবং মেঝের ওপর ছড়ানো কাগজপত্রগুলো দেখে নিল। পোয়ারো সেই ছেঁড়া কাগজগুলো বান্ডিল করতে গিয়ে সুচিন্তিত মন্তব্য করল, নেকলেসটা খুব মোটা টাকার ইনসিওর করা ছিল।

পোয়ারো, আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, তাই বুঝি?

তুমি কিন্তু কিছুই বোঝনি বন্ধু, পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, কিছুই নয়। এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার, কিন্তু তবু সেটা মানতেই হবে। যাইহোক, এবার আমাদের নিজেদের এপার্টমেন্টে ফেরা যাক, কি বলো!

আমরা নিঃশব্দে আমাদের এপার্টমেন্টে ফিরে এলাম। সেখানে আমাকে চমক দিয়ে পোয়ারো দ্রুত তার পোশাক পরিবর্তন করে নিল।

আজ রাত্রেই আমাকে লন্ডনে যেতে হচ্ছে। সে আরো ব্যাখ্যা করে বলল, যাওয়াটা একান্ত জরুরী।

কি বললে?

হ্যাঁ, আমার সেখানে যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। আসল কাজ, এখানে মানে মাথা ঘামানোর কাজ শেষ। আমি সেখানে যাচ্ছি একটা বিশেষ ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার জন্যে। আমি ঠিক খুঁজে বার করবই! এরকুল পোয়ারোর চোখে ধুলো দেওয়া অসম্ভব।

তাই বুঝি! কিন্তু আমার তো মনে হয় কয়েকদিন পরে তুমি অসফল হয়ে ফিরে আসবে! আমি তার অহঙ্কার দেখে বিরক্ত হয়ে কথাটা বলতে বাধ্য হলাম।

আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, ও ভাবে তুমি রেগে যেও না। আমাদের বন্ধুত্বের খাতিরে আমি তোমার সহযোগিতা চাই।

অবশ্যই, আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আমি তাড়াতাড়ি আগ্রহ দেখিয়ে বললাম, হোয়াট ইজ ইট?

আমার কোটের হাতায় সাদা পাউডারের মতো ধূলো লেগেছে, ব্রাশ করে একটু মুছে দেবে? আমার অনুমান, তুমি কোনো রকম সন্দেহ প্রকাশ না করেই তখন দেখছিলে আমি কেমন করে ড্রেসিং টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে দাগ কাটছিলাম।

না, আমি দেখিনি।

বন্ধু, তোমার কিন্তু দেখা উচিত ছিল। এইভাবে আমি আমার আঙুলে করে কিছু পাউডার সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। এবং বলতে পার, একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে আমার পরনের কোটে হাত দুটো সেই ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারে ঘষে নিয়েছিলাম।

কিন্তু ঐ পাউডারটা কিসের? আমি অবশ্য কোনো কিছু না ভেবেই, মানে বিশেষ করে পোয়ারোর নীতির প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ দেখালাম না।

তবে সেটা বিষ নয়, পোয়ারো উত্তরে বলল, আমি তোমার কল্পনার দৌড় দেখছিলাম। যাইহোক, তুমি জেনে রাখ, সেটা ফ্রেঞ্চ চক।

ফ্রেঞ্চ চক?

হ্যাঁ, ক্যাবিনেট প্রস্তুতকারকরা সহজে ড্রয়ার খোলার জন্যে ফ্রেঞ্চ চক ব্যবহার করে থাকে।

পোয়ারোর কথা শুনে আমি হাসলাম।

তুমি সেই পুরনো পাপী! আমি ভেবেছিলাম, তুমি কোনো উত্তেজনাপূর্ণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছো।

ফলেন পরিচিয়তে। যাইহোক, এখন আমি আকাশে উড়তে চললাম বন্ধু। পোয়ারো চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সামান্য একটু হেসে, বলা যেতে পারে পোয়ারোর প্রতি আমার আন্তরিক ভালবাসার দরুন আমি তার কোটটা তুলে নিয়ে হাতটা প্রসারিত করলাম ব্রাশ করার জন্যে।

পরের দিন সকালে পোয়ারোর কাছ থেকে কোনো খবর না পেয়ে আমি ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ালাম। কয়েকজন পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলাম, এবং তাদের সঙ্গে তাদের হোটেলে লাঞ্চ সারলাম। বিকেলের দিকে আমরা লাট্টুর মতো ঘুরপাক খেলাম রাস্তায় রাস্তায়। ওদিকে টায়ার ফেটে যাওয়াতে পথে একটু দেরী হলো। রাত আটটার সময় আমি গ্র্যান্ড মেট্রোপলিটানে ফিরে এলাম।

প্রথমেই আমার নজরে পড়ল পোয়ারোর ওপর। তাকে কেমন সংকুচিত দেখাচ্ছিল ওপালসেন দম্পতিদের কাছে। শান্ত আয়ত চোখ, তবে তার মধ্যে একটা চাপা খুশির ভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

হেস্টিংস! পোয়ারো আমাকে দেখতে পেয়ে মৃদু চিৎকার করে উঠল। লাফিয়ে উঠে আমার কাছে ছুটে এলো সে।

বন্ধু, আমাকে জড়িয়ে ধরো, যার শেষ ভাল তার সব ভাল। সব কিছু সুন্দরভাবে ম্যানেজ হয়ে গেছে।

তার মানে তুমি বলতে চাইছ—আমি বলতে শুরু করলাম।

ওঁর কাজটা খুবই চমৎকার হয়েছে। মিসেস ওপালসেন হাসতে হাসতে বলল। এড, এবার সে তার স্বামীর পানে তাকিয়ে বলল, আমি তোমায় বলিনি, উনি যদি না পারেন তো অন্য আর কেউই এ কাজ করতে পারবে না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমি স্বীকার করছি।

আমি ওদের আলোচনার কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, পোয়ারোর দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইলাম।

মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড হেস্টিংস, তোমাকে একটা সুখবর দিচ্ছি, কেসটা সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে।

শেষ হয়েছে?

হ্যাঁ, তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তা কাদের গ্রেপ্তার করা হলো?

চেম্বারমেড এবং সেই ভৃত্যটা। কেন, তুমি কি তাদের সন্দেহ করনি? এমন কি আমার সেই ফ্রেঞ্চ চকের ব্যাপারে আলোচনার সময়ও কি তোমার কোনো রকম সন্দেহ হয়নি?

তুমি তো বলেছিলে, ক্যাবিনেট প্রস্তুতকারকরা ফ্রেঞ্চ চক ব্যবহার করে থাকে।

অবশ্যই ড্রয়ার সহজে খোলা আর বন্ধ করার জন্য ফ্রেঞ্চ চক ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে হয়তো কেউ চেয়েছিল, কোনোরকম শব্দ না করে সেই ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারগুলো যাতে করে খোলা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে সে? নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে, এক্ষেত্রে একমাত্র চেম্বারমেডকেই সন্দেহ করা যেতে পারে। যাইহোক, পরিকল্পনাটা এতই বুদ্ধিদীপ্ত যে, গোড়ার দিকে এরকুল পোয়ারোর মতো ঝানু গোয়েন্দার চোখেও ধরা পড়েনি।

শোনো, পোয়ারো একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, কিভাবে ঘটনাটা ঘটল তা তোমাকে বলছি। মিঃ ওপালসেনের সাজভৃত্য পাশে খালি ঘরে তখন অপেক্ষা করছিল। ফরাসী পরিচারিকা ঘর ছেড়ে চলে যায়। মুহূর্তে চেম্বারমেড ড্রয়ার খুলে গহনার বাক্সটা বার করে নেয়। এবং দুটি ঘরের মাঝখানের দরজা দিয়ে সেটা পাচার করে দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দেয় এদিক থেকে। তারপর সেই সাজভৃত্য ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে গয়নার বাক্সটা খোলে। এবং নেকলেসটা বার করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে, কারণ সেলেস্টাইন সেই সময় ঘরে ফিরে এসেই আবার বেরিয়ে যায়। আর সেই সময় একা ঘরে ফিরে এসেই আবার সে বেরিয়ে যায় আর সেই অবসরে সাজভৃত্য আবার সেই গহনার বাক্সটা ড্রয়ারের মধ্যে চালান করে দিল।

তারপর?

তারপর ম্যাডাম ঘরে ফিরে এসে চুরির ব্যাপারটা আবিষ্কার করে। তারপরের ঘটনা তো তুমি জানই। চেম্বারমেড নিজেকে সার্চ করার জন্যে দাবী করল। এবং কোনোরকম ইতস্ততঃ না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। তবে তার আগে নকল নেকলেসটা (যেটা তারা তাদের সঙ্গে এনেছিল) ফরাসী মেয়েটির বিছানার নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। সত্যি, সে কি চতুর খেলা, তাই না?

কিন্তু লন্ডনে তুমি কি জন্যে গিয়েছিলে, তা তো এখনো পর্যন্ত বললে না!

তোমার সেই কার্ডটার কথা মনে আছে?

নিশ্চয়ই। সেটা আমাকে হতবাক করে দিয়েছিল, এবং এখনো আমাকে হতবাক করে দেয়। আমি ভেবেছিলাম...

মিঃ ওপালসেনের দিকে তাকিয়ে আমি একটু ইতস্ততঃ করলাম।

পোয়ারো শব্দ করে হাসল।

এতো সহজ ব্যাপার, তবু তুমি বুঝলে না? মিঃ ওপালসেনের ব্যক্তিগত ভৃত্যের জন্যে সেই কার্ডটার প্রসঙ্গ আমাকে তুলতে হয়েছিল। কারণ একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল এর পিছনে। কার্ডটা বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল, সেটার একদিকে কেউ হাত

রাখলে তার হাতের ছাপ পড়ে যেতে বাধ্য। আর হলোও তাই। কার্ডের ওপর সেই ভৃত্যের হাতের ছাপ সঙ্গে নিয়ে আমি সোজা চলে যাই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এবং সেখানে আমার এক পুরনো বন্ধু জ্যাপের সঙ্গে দেখা করে সংক্ষেপে তাকে সমস্ত ঘটনার কথা বলি। আমার সন্দেহটাই ঠিক হলো শেষ পর্যন্ত। সেই ভৃত্যের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পরীক্ষা করে দেখা গেল, দু'জন কুখ্যাত জুয়েল-থিভসের একজন সে; যাকে পুলিশ বহুদিন থেকেই খুঁজছিল। জ্যাপ আমার সঙ্গে এলো এবং দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করল সে। আর সেই আসল মুক্তোর নেকলেসটা মিঃ ওপালসেনের ভৃত্যের হেপাজত থেকে পাওয়া গেল। একজোড়া চতুর দুর্বৃত্ত, কিন্তু একটা বিশেষ পদ্ধতিগত ব্যাপারে তাদের সেই বুদ্ধির খেলা হার মানতে বাধ্য হয়েছিল।

অন্তত ছত্রিশ হাজারবার। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু তাদের সেই প্ল্যানটা ব্যর্থ হলো কোথায় তা তো বলবে?

তাদের জায়গা নির্বাচনে ভুল হয়েছিল, একথা আমি বলতে চাই না। কিন্তু তাদের পরবর্তী কাজের খুঁটিনাটি ব্যাপারে এড়িয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। যেমন ধরো, তারা সেই ঘরটা পরিষ্কার রেখে চলে যায়। ফলে সেই লোকটি যখন ধূলোপড়া সেই ছোট্ট টেবিলটার ওপর গয়নার বাক্সটা রাখল তখন সে জানতে পারল না, টেবিলের ওপর সে গয়নার বাক্সের একটা চৌকো ছাপ পড়ে গেছে তার অজান্তে। সেটা তুমিও লক্ষ্য করে থাকবে নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, আমার মনে আছে বৈকি।

আমি আগে মনঃস্থির করতে পারিনি। পরে খেয়াল হতেই শেষ কাজটা সেরে ফেলি। এখানে এসে পোয়ারো তার বক্তব্য শেষ করল।

হ্যাঁ, এরপর তার বলার আর কিই বা থাকতে পারে?

এক মুহূর্তের জন্যে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এলো সেখানে।

আর আমি আমার আসল মুক্তোগুলো ফিরে পেয়েছি, মিসেস ওপালসেন সেই স্তব্ধতা ভেঙ্গে দিল। একসময় তার অতি প্রিয় জিনিসটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সে।

ওয়েল, এখন ডিনারের ব্যবস্থা হলে ভাল হয়।

পোয়ারো আমার সঙ্গ নিল অতঃপর।

এর অর্থ হলো তোমার সম্মান প্রাপ্তি। আমি সেটা বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য করলাম।

পোয়ারো উচ্ছ্বসিত হয়ে উত্তর দিল, জ্যাপ এবং স্থানীয় ইন্সপেক্টার এই সুনাম ভাগাভাগি করে নেবে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু পোয়ারো তার পকেট হাতড়ে বলল, মিঃ ওপালসেন আমাকে এই চেকটা দিয়েছে। এবার বলো বন্ধু, এতে তোমার কি মনে হয় না, আমাদের পরিকল্পনা মতো এ সপ্তাহটা কাটেনি? এর পরেও কি তোমার মনে হয়, পরের সপ্তাহে এখান থেকে আমার নিজের খরচায় ফিরে যেতে হবে?

অভিশপ্ত অতীত

MURDER IN THE DESERT

'মার্ডার ইন দ্য ডেজার্ট' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালের মার্চে "দ্য স্ট্র্যান্ড" পত্রিকায়।'

তারবার্তাটা তেমনি পড়েছিল টেবিলের ওপরে সেই কোন্ সকালে সেটা সেদিনের ডাকে আসার পর থেকেই। সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘরের পরিবেশ, অ্যাস্ট্রেতে পোড়া ছাই-এর পাহাড় জমে উঠেছে। একটার পর একটা সিগারেট পুড়ছে। আর ভেবে চলেছে পোয়ারো, এরকুল পোয়ারো। তার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। ছোটখাটো চেহারার মানুষ সে। ঠোঁটের ওপর পেল্লাই বড় একটা গোঁফ, চোখে পড়ার মতো। শান্তশিষ্ট চেহারা তার দেখতে হলে হবে কি, চতুর বুদ্ধিতে ভরা তার মগজ, তার স্নায়ু কোষগুলি সবসময়েই সক্রিয় থাকে। ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো তাকে যখন ঠায় বসে থাকতে দেখা যায়, তখন ধরে নিতে হবে যে, কোনো কেসের ব্যাপারে গভীর চিন্তায় মগ্ন সে। এক্ষেত্রেও তাই হলো।

পোয়ারোর মতো ব্যস্ত ও চতুর লোক তারবার্তাটা চকিতে একবার পড়া মাত্রই সেটার ভাষা ও বৈশিষ্ট্য বুঝে গেছে সে, দ্বিতীয়বার আর পড়তে হয়নি তাকে। সেই তারবার্তার বক্তব্যটা ছিল এই রকম—মিসেস পার্কারের জরুরী তলব, এখুনি তাকে একবার যেতে হবে তাঁর কাছে। তাঁর প্রয়োজনটা অত্যন্ত জরুরী!

মিসেস পার্কার থাকেন ওয়েস্ট পার্কে। তাঁর নামটা এবার স্পষ্ট মনে পড়লো এরকুল পোয়ারোর। বিশিষ্ট প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মি. জোন্স পার্কারের স্ত্রী তিনি। বর্তমানে মি. পার্কার এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে মিশরে গেছেন প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর মিসেস পার্কারের তারবার্তাটা যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে এরকুল পোয়ারো শেষ পর্যন্ত মনস্থ করলো তাঁর ডাকে এখুনি সাড়া দেওয়া উচিত তার এবং সেই মতো সে একটা ট্যাক্সিতে চেপে তাঁর ওয়েস্ট পার্কের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। মিসেস পার্কার উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন তাকে।

'আসুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে আমার এখন ভীষণ প্রয়োজন'। আমার বিশ্বাস, আপনি ছাড়া আমার সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারবে না।'

'আপনি আমাকে এতোটাই বিশ্বাস করেন? কিন্তু আমি তো সেরকম কিছু—'

'এ আপনার বিনয় মঁসিয়ে, সব খ্যাতিমান মানুষই এরকম বিনয় দেখিয়ে থাকেন, আপনি তাদের ব্যতিক্রম নন।'

'ঠিক আছে, আপনার অনুমানই যথার্থ বলে ধরে নিলাম। যাইহোক, এবার আপনার সমস্যাটা কি, বলবেন দয়া করে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলবো, আর বলবো বলেই তো আপনার মতো একজন ব্যস্ত মানুষকে অসময়ে ডেকে পাঠিয়েছি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলুন এবার—'

মিসেস পার্কারের চোখে একটা নীলাভ ছায়া পড়তে দেখা যায়, সেই সঙ্গে গভীর উদ্বেগ আর আকুতি। এরকুল পোয়ারোর দিকে সরাসরি তাকিয়ে মিসেস পার্কার বললেন, 'আমার স্বামী আজ তিন মাস হলো মিশরে গেছেন প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে অনুসন্ধান কাজ চালানোর জন্য। ফিরে আসা তো দূরের কথা, সেই যাবার পর থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো চিঠি নয়, তারবার্তা নয়, বস্তুত কোনো খবরই পাইনি তাঁর কাছ থেকে। স্বভাবতই বুঝতে পারছেন, কি উৎকণ্ঠাতে না আমার দিন কাটছে।'

'দয়া করে আপনি একটু শান্ত হোন মিসেস পার্কার, একেবারে কোনো টেনসন করবেন না। দেখি আমি কি করতে পারি আপনার জন্য!'

মিসেস পার্কারের পাশে বসেছিল তাঁর ছেলে এডওয়ার্ড পার্কার। সতেজ তরতাজা যুবক। চোখে বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। পোয়ারো কিছু বলার আগেই সে নিজের থেকেই বলে উঠলো, 'মঁসিয়ে, এ ব্যাপারে আমি কি আপনার কোনো সাহায্যে আসতে পারি?'

'অবশ্যই!' পোয়ারো তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'আপনার বাবার খোঁজ নিতে একবার মিশরে যাওয়া উচিত।'

'বেশ তো, আমিও আপনার সঙ্গে যেতে চাই।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়।' তার কথায় সায় দিলো পোয়ারো। 'আশাকরি আপনি আমার সঙ্গে থাকলে আপনার মায়ের সমস্যাটা সমাধান করতে বেশ সহজই হবে।' এই বলে স্থির প্রতিজ্ঞাতে অটল রইলো এরকুল পোয়ারো। নিজের মনে সে বলল, এর চেয়েও অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করেছে সে, তার আশা এক্ষেত্রেও সফল হবে সে। মিসেস পার্কারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আরও খবর জেনে নিয়ে এবং তাঁর স্বামীর প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে অনুসন্ধানের কিছু কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে পরের দিনই সে রওনা হলো মিশরের উদ্দেশ্যে, আর বলাবাহুল্য তার সঙ্গী হলো এডওয়ার্ড পার্কার।

কায়রো বিমানবন্দর থেকে জীপে চড়ে সোজা মরু অঞ্চলের দিকে এগিয়ে চললো তারা। জীপে বসে আর একবার রিপোর্টটার ওপর চোখ মেলে দিলো এরকুল পোয়ারো। সেই রিপোর্ট থেকে সে জানতে পারলো, ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অফ এনসিয়েন্ট হিস্ট্রির উদ্যোগে মিশরের প্রাচীনতম নিদর্শন সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তারই অঙ্গ হিসেবে এই অভিযান, মোট সাতজনের একটি দল গত জুন মাসে মিশরের দুর্গম অঞ্চলে আসে। সেই দলে ছিলেন ডক্টর জোন্স পার্কার, ডক্টর রিচার্ড, দু'জন তরুণ গবেষক হ্যারল্ড এবং বেনহ্যাম, একটি তরুণী স্টেনোগ্রাফার মিস বারবারা এবং দু'জন পরিচারক, স্মিথ ও ইভন। এদের প্রত্যেকের বায়ো-ডাটার ওপর চোখ রাখলো পোয়ারো।

তখন প্রায় শেষ অপরাহ্নের আলো পড়েছিল মরুর বালিয়াড়ির ওপর। জীপ তখন পৌঁছে গেছে তাঁবুর কাছে। ষোলো ঘণ্টার দীর্ঘপথ পরিক্রমা। খবর পেয়ে ছুটে এলেন ডক্টর রিচার্ড, মাঝবয়সী, শক্ত-সমর্থ চেহারা, চোখে ভারী লেন্সের চশমা, আচার-আচরণে তার বুদ্ধি কিংবা চাতুর্যের কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না, বরং সে জায়গায় তার উদাসীন পান্ডিত্যেরই প্রকাশ পাচ্ছিল।

সে যাইহোক, তাদের এখন পার্কারের সন্ধান দরকার! মিঃ জোন্স পার্কার? তিনি কোথায়? ষাট বছরের সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী! যাঁর গবেষণার খবর প্রকাশ পেলে সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম-যশ ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। সেই ডক্টর জোন্স এখন কোথায়? কোথায় গেলে তাঁকে পাওয়া যাবে?

এ এক ভয়ঙ্কর প্রশ্ন! প্রথমটা শুনে সবার চোয়াল যেন ঝুলে পড়লো। সেই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কথাটা তারা কি করেই বা শোনাবে এরকুল পোয়ারোকে। কি করে তারা বলবে, ডক্টর জোন্স পার্কার আর জীবিত নেই। গত ১৭ই অগস্ট আকস্মিকভাবে মারা গেছেন তিনি। মৃত্যুর কারণ সঠিক জানা যায়নি। তবে ডক্টর রিচার্ডের মতে তিনি এক স্থানীয় রোগে মারা গেছেন। আর সেই রোগটা এসেছে এক মারাত্মক মাছির দংশনে।

একটা আতঙ্কভাব থমথম করছে দলের সবার চোখে-মুখে। ডক্টর জোন্সের মৃত্যুর আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গেছে সবাই। ভয়ঙ্কর মৃত্যু যেন কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে, তার ছায়া এখন সর্বত্র পড়ে আছে, যে কোনো মুহূর্তে আবার সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এবার কার ওপর, সেটাই এখন দেখার বিষয়!

ওদিকে এডওয়ার্ড জোন্স তার বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে প্রাথমিকভাবে মানসিক বিপর্যয় কোনোরকমে কাটিয়ে উঠে এখন শোকটা সামলে নিতে পারছে। আর সামলে নেওয়ার পরেই তার মা মিসেস পার্কারের কাছে একটা তারবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছে, তার বাবার বেদনাদায়ক মৃত্যুর খবরটা দিয়ে।

ডক্টর জোন্স পার্কারকে সমাহিত করা হয়েছে মরু প্রান্তরে। ভদ্রলোকের কোনো চিহ্ন নেই, অস্তিত্ব নেই, যেন কোনো অদৃশ্য লোকে মিলিয়ে গেছেন তিনি চিরদিনের মতো। কি অদ্ভুত ভাগ্যের পরিহাস, নিষ্ঠুর ভাগ্য যেন তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো কি নিদারুণভাবেই না।

সন্ধ্যা নামলো নির্জন মরু প্রান্তরে। তাঁবুতে আটজন মানুষ, আগামী পরিকল্পনা নিয়ে

গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। পোয়ারো, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাপ্রবর এরকুল পোয়ারোর ঠোঁটে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে জ্বলন্ত সিগারেটটা। পরিকল্পনার ছকটি বিছানো রয়েছে তাদের সামনে একটা টেবিলের ওপরে। এডওয়ার্ড জোন্সকে খুবই বিচলিত দেখাচ্ছিল, অস্থিরভাবে পায়চারি করছে সে তাঁবুর ভেতরে। তার ঋজু দীর্ঘ হাত কাঁপছে। পাশের তাঁবুঘরে ডক্টর রিচার্ড চেয়ারে বসে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আজ রাতটা ভোর হলেই কাল সকালে তারা যাবে মরুপ্রান্তরের আরও অভ্যন্তরে যেখানে আগে কখনো মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। হাজার হাজার বছরের অজানা রহস্য যেখানে লুকিয়ে আছে। তাদের এই যাত্রায় সঙ্গী হলো এরকুল পোয়ারো এবং এডওয়ার্ড পার্কার।

কুয়াশায় ঢাকা মরু প্রান্তর। পাতলা ফিনফিনে ওড়নায় ঢাকা সূর্য। জীপ দাঁড়িয়ে রয়েছে বালিয়াড়ির ওপরে। একসময় তারা যাত্রার সূত্রপাত করলো। তাদের যেতে হবে দীর্ঘ আট মাইল পথ। তাদের সঙ্গে রয়েছে দু'জন স্থানীয় মালবহনকারী কুলি। জীপ ছুটে চললো দ্রুত গতিতে। তারা তাদের গন্তব্যস্থানে যখন পৌঁছলো তখন বেলা এগারোটা। মরুভূমির তপ্ত সূর্যের তেজ অসহনীয়, তাপ বাড়ছে, গায়ে ফোসকা পড়ার মতো সেই তাপ। সবার আগে আগে এগিয়ে চলেছে ডক্টর রিচার্ড, তার পাশে পাশে চলেছে এরকুল পোয়ারো, পিছনে এডওয়ার্ড পার্কার এবং মিস বারবারা। বাকি সবাই তাদের অনেক পিছনে পরে গেছে।

একসময় তারা বহু বছরের পুরনো একটা পিরামিডের সামনে এসে দাঁড়ালো, আজ তারা সেখানেই তাদের গবেষণার কাজ চালাবে। বহু বছরের সাক্ষী হয়ে দলের নেতা ডক্টর রিচার্ড প্রথমে পা রাখলো পিরামিডের ভেতরে। তারপর তাকে অনুসরণ করে ঢুকলো পোয়ারো। টর্চের আলোয় কালো স্লেটের মতো অন্ধকার ঘুচছে, সরু আলোর মতো সুরঙ্গপথের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো পোয়ারো। ওদিকে ডক্টর রিচার্ডও তখন সুড়ঙ্গের মধ্যে থেমে গেছে।

হঠাৎ পিছন থেকে পিঠে তার হাত পড়তেই চমকে উঠলো পোয়ারো। মিস বারবারার চোখদুটো ইট-ভাঁটার আগুনের মতো যেন ধিকি ধিকি জ্বলছে। পোয়ারোর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে মিস বারবারা ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'আজ রাত ন'টায় আসবেন মরুপ্রান্তরে। আপনাকে বলার জন্য অনেক কথা আছে। অবশ্যই আসবেন, আমি অপেক্ষা করে থাকবো আপনার জন্য।'

কথাগুলো বলার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল মিস বারবারা। কি ভীষণ উৎসুক তার মুখ! কথাটা বলেই মেয়েটি পোয়ারোর পাশ থেকে অন্যত্র সরে গেলো। পোয়ারো লক্ষ্য করলো বেনহ্যামের কানদুটি যেন বড় চঞ্চল, অস্থির তার চোখের মণিদুটি।

বারবারার বয়স সাতাশ। মুখশ্রী আর পাঁচটা মেয়ের মতোই অতি সাধারণ, তবে বুদ্ধিতে যাকে বলে বৃহস্পতি...তার বায়োডাটা পোয়ারোর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

কিন্তু কি বলবে সে পোয়ারোকে আজ রাত ন'টায় তার সঙ্গে দেখা হলে পর? গোপনে মরু প্রান্তরে সে তার সঙ্গে মিলিত হতে চাইছে নির্জনে, নিভৃতে? তবে কি ডক্টর পার্কারের মৃত্যু-রহস্যের ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে চাইছে সে?

মমিগুলো পাশাপাশি সব সাজানো। যারা পৃথিবী থেকে চলে গেছে অনেক, অনেক বছর আগে, তারাই এখানে অবিকৃত রয়েছে মমির আধারে। মনিমুক্তো ভরা সিন্দুক আর অনেক না-জানা প্রাচীনতম সামগ্রী, দুষ্প্রাপ্য এবং বহুমূল্যবান যে বলাবাহুল্য, এ সবেরই নোট নিচ্ছে মিস বারবারা। ওদিকে ডক্টর রিচার্ড খুবই ব্যস্ত।

মরুভূমিতে রাত নামছে। আর একটি দিন শেষে রাত্রির আগমন। ন'টা বাজতে ঠিক দু'মিনিট আগে পোয়ারো একটা সিগারেট ধরালো। ঘড়ির কাঁটাগুলো টিক্‌টিক্ করছে, ক্ষণে ক্ষণে সময় ঘোষণা করছে আর যেন বলছে, আসবে বারবারা, ঠিকই আসবে। তাঁবু থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো পোয়ারো। বালিয়াড়ির ওপর জ্যোৎস্নার আলো যেন এক স্বপ্নময় পরিবেশ গড়ে তুলেছিল। কাছে-পিঠে কেউ নেই, বাদবাকি সবাই পাশের তাঁবুতে রয়েছে।

কিন্তু ওটা কি? ওখানে কি পড়ে রয়েছে? কে যেন চিত হয়ে শোয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তার দেহ স্থির, অকম্পন, দেখে তো মনে হচ্ছে সম্ভবত তার দেহে প্রাণ নেই। খুব কাছে গিয়ে এরকুল পোয়ারো ভাল করে দেখা মাত্র চমকে উঠলো, একি, এ যে দেখছি মিস বারবারা! সাদা নাইট-গাউন পরিহিতা, তার দেহের কোথাও রক্তের ছিটে-ফোঁটা দাগ নেই, কিন্তু কিভাবেই বা মারা গেলো মেয়েটি? হাজারো প্রশ্ন উঁকি মারলো তার মনে।

বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়ে উঠে পোয়ারো হাঁটু মুড়ে বসলো তাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য। আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হয় যে, কিছুক্ষণ আগে তার মৃত্যু হয়েছে। এমন এক শান্ত পরিবেশের নির্জন প্রান্তে হঠাৎ একটা মৃতদেহ দেখে হতবাক হয়ে গেলো সে। এরপর সে কি করবে, ভাবছিল সে, তখনি হঠাৎ গুলির শব্দ ভেসে এলো তাঁবুর দিক থেকে। পোয়ারো দ্রুত গতিতে ছুটে গেলো তাঁবুর দিকে।

তার চোখের সামনে এক ভয়ঙ্কর অভাবনীয় দৃশ্য ফুটে উঠলো। বেনহ্যামের হাতে উদ্যত পিস্তল। পৈশাচিকভাবে তাকিয়ে আছে সে তার সামনের শিকারের দিকে, তার পিস্তলের ট্রিগারটা অসহায় ডক্টর রিচার্ডের কপালের দিকে তাক করা। অসহায় ডক্টর রিচার্ডের চোখে করুণ আর্তনাদ। সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারো তার কর্তব্য স্থির করে ফেলে ক্ষিপ্রগতিতে বেনহ্যামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিলো। পাগলের মতো খিলখিল করে হাসছে বেনহ্যাম তখন।

'অভিশাপ! এ বড় অভিশাপ! মিশরের এইসব পিরামিডে জমা হয়ে আছে হাজার হাজার বছরের অভিশাপ। আমি আগেই আপনাদের সতর্ক করে দিয়েছিলাম, কিন্তু আপনারা কেউই আমার কথা শুনলেন না!' এদিকে স্মিথ তখন চিৎকার করে এই সব অনুযোগ করছে।

ডক্টর জোন্স পার্কারের মৃত্যু, বেনহ্যামের পাগলামি আর স্মিথের অভিযোগ...

স্মিথকে থামিয়ে দিয়ে পোয়ারো একটা কঠিন কথা শোনালো, 'আর একজন মারা গেছে, মিস বারবারা!'

তাঁবুর মধ্যে যেন ঝড় বয়ে গেলো। ডক্টর রিচার্ডের চোখে কি ভয়ঙ্কর আতঙ্ক। হাঁটু মুড়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলে উঠলেন, 'ওই আসছে, ওই আসছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পঞ্চম ফ্যারাও কনস্ট্যান আজাখের প্রিয়তমা রানী সেলাহের মমিতে আমরা হাত দিয়েছি। তাই তিনি প্রতিশোধ স্পৃহাতে জ্বলছেন। আমাকে ক্ষমা করুন ফ্যারাও, আমি নির্দোষ, নিরপরাধ।'

ওদিকে বেনহ্যামকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে এডওয়ার্ড পার্কার। আক্রোশে ফুঁসছে সে।

এমন এক বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যেও আশ্চর্য শান্তভাবে পোয়ারো কেমন ধীর স্থিরভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যারল্ড কোথায়, কই তাকে তো দেখছি না?' তার কথা শেষ হওয়া মাত্র হুমড়ি খেয়ে পড়লো হ্যারল্ড।

এই সময় কার যেন ডানা ঝটপট করার আওয়াজ ভেসে এলো। কোনো অতৃপ্ত আত্মা বুঝি বা মুক্তি পেতে চাইছে।

ডাক্তারের গলায় আর্তনাদ ধ্বনিত হতে শোনা গেলো। বেনহ্যাম তখনও পাগলের মতো চিৎকার করে যাচ্ছে, হ্যারল্ড কাঁপছে ভয়ে আতঙ্কে। এডওয়ার্ড ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ বিমূঢ়। স্মিথ আর ইভন একেবারে বোবা বনে গেছে। তাদের মধ্যে স্থির, অচঞ্চল শুধুই এরকুল পোয়ারো। দৃঢ়কণ্ঠে সে বলে উঠলো, 'আসুন মঁসিয়েরা, এবার নৈশভোজে বসা যাক!'

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজার শব্দ হলো।

নিস্তব্ধ নিঝুম রাত। হাঁটছে এক ছায়ামূর্তি। কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। যেন অশরীরী কোনো ছায়ামূর্তির চলা-ফেরা। মিস বারবারাকে কোথাও পাওয়া গেলো না। ওরা সবাই তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লো তখনি। কিন্তু, কিন্তু ওটা কি? কিছু দূরে গিয়ে পাওয়া গেলো তার একপাটি জুতো। গলিতে চাকার দাগ, স্পষ্ট। রহস্য বুঝতে কোনো কষ্ট হলো না পোয়ারোর।

পরের দিন সকালে প্রাতঃরাশের আসরে সবার মন খুবই ভারাক্রান্ত, বেদনায় আপ্লুত। সবচেয়ে বেশি দুঃখ হলো, অভিযান অসমাপ্ত রেখেই তাদের ফিরে যেতে হচ্ছে। ওই দিন দুপুরে একমনে সিগারেটে টান দিচ্ছিল পোয়ারো। স্মিথ নিঃশব্দে এসে চায়ের কাপটা রাখলো টেবিলের ওপরে।

এডওয়ার্ড তার পাশেই বসেছিল, স্মিথ তার হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপটা তুলে দিলো। এডওয়ার্ড সবেমাত্র কাপে ঠোঁট ছোঁয়াতে যাবে, ঠিক তখনি পোয়ারো তাকে বাধা দিয়ে ডক্টর রিচার্ডের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, 'তৃতীয় খুনটা নাই বা করলেন ডক্টর রিচার্ড!'

ডক্টর রিচার্ড চমকে উঠলেন। নিমেষে কে যেন তাঁর শরীরের সমস্ত রক্ত শুষে নিলো। পরবর্তী ঘটনা কি যে ঘটতে যাচ্ছে, সেটা অনুমান করে নিয়েই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করতেই পোয়ারো বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠলো, 'পালাবার চেষ্টা করবেন না ডক্টর রিচার্ড। আপনি ধরা পড়ে গেছেন।'

এরপর বিনা বাধায় স্থানীয় পুলিশ তাদের সব কাজ সমাধা করলো এরকুল পোয়ারোর নির্দেশে। পুলিশ পার্টি চলে যাবার পর এরকুল পোয়ারো সেদিনকার ঘটনার কথা খুলে বলতে থাকে সবিস্তারে এডওয়ার্ডকে। ডক্টর রিচার্ডকে খুনের অভিযোগে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারই কৈফিয়ত দিচ্ছিল সে। আর তার সহযোগী হিসেবে ধরা পড়েছে বেনহ্যাম। ওদিকে হ্যারল্ড, স্মিথ ও ইভনকে রাখা হয়েছে সন্দেহের বাইরে।

দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে এবার ফেরার পালা। যন্ত্রণাটা সবচেয়ে বেশি এডওয়ার্ডের, কারণ তার বাবা মিঃ জোন্স পার্কারের মৃত্যু আকস্মিক নয়, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

ট্রেন ছুটে চলেছে শহরতলী থেকে কায়রো অভিমুখে। এরকুল পোয়ারো তখনো বলে চলেছে—

'প্রথমেই আমি জেনে যাই যে, ডক্টর পার্কারের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়! নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর আড়ালে, এর মধ্যে অবশ্যই একটা ফাউল প্লে থাকতে পারে। আর এর পিছনে ব্যাপারটা হলো গবেষণাপত্র নিয়ে। ডক্টর রিচার্ড চেয়েছিলেন এই গবেষনালব্ধের সমস্ত কৃতিত্বের অধিকারী একাই হবেন তিনি। প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে দলের সদস্যদের বশ করা হতো। কেবল মিস বারবারা আর ইভন ছিল নিরপেক্ষ! তারা হাত মিলাতে চায়নি লোভী ডক্টর রিচার্ডের সঙ্গে। ডক্টর পার্কারকে তাঁর খাবারের সঙ্গে মারাত্মক বিষ মিশিয়ে হত্যা করেন ডক্টর রিচার্ড। সেই বিষ মেশানো হয় তাঁর কফির সঙ্গে। তাঁর মৃতদেহ হাফিজ করা হয় বালি চাপা দিয়ে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনার কথা জানতো মিস বারবারা। সে কথাই আমাকে জানাতে চেয়েছিল সে গতকাল রাত ঠিক ন'টার সময়। বেনহ্যাম সে কথা জানতে পেরে ডক্টর রিচার্ডকে খবরটা দিয়ে দেয়। এর ফলে মিস বারবারাকেও একইভাবে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়। ঘটনার দিন রাত সারে আটটার সময় তাকে কফি পান করতে দিয়েছিল স্মিথ, ইনফিউসান। তাই বিষের তিক্ত স্বাদ টের পায়নি সে। বিষ পান করার পর মিনিট দশেক বেঁচে ছিল সে। পাছে আমি ব্যাপারটা ধরে ফেলি তাই বেনহ্যামকে দিয়ে পাগলের অভিনয় করানো হলো। সেই সুযোগে বারবারার মৃতদেহ সরাবার ব্যবস্থা করে হ্যারল্ড। অবশ্য কাজটা করেছে সে স্থানীয় কুলিদের সহযোগিতায়। পরে তার মৃতদেহের খোঁজ পাওয়া যায় ঘটনাস্থল থেকে বারো মাইল দূরবর্তী একটা গভীর

অরণ্যে। আর সেই অশরীরী আত্মার মুক্তির জন্য আকুতি জানানোয় ভূতুড়ে শব্দটা টেপ করা ছিল, সেটা সেই সময় চালানো হয়। সব মিলিয়ে স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছিল, যাতে করে আপনারা মনে করেন যে, অলৌকিক কারণে মিস বারবারার মৃত্যু ঘটেছে!'

পরের দিন দুপুরে চায়ের সঙ্গে আমাকে আর আপনাকে সেই একই বিষ দেওয়া হয়। ডক্টর রিচার্ড চেয়েছিল তার শেষ পথের কাঁটা দূর করতে। বেচারী কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলো না।' এই পর্যন্ত বলে থামলো এরকুল পোয়ারো। একেবারে নীরব হয়ে গেলো সে, কারণ এই কেসের ব্যাপারে তার যা বলার সব বলা হয়ে গেছে তখন।

একটু পরেই ট্রেন এসে থামলো কায়রো স্টেশনে। এরকুল পোয়ারোর বক্তব্যও তখন শেষ!

॥ শেষ ॥

আগাথা ক্রিস্টি

৫০